বৃহৎ আইন জানুন

[নতুন বাড়ি ভাড়া আইন সহ
বাংলা ভাষায় আইন সম্বন্ধিত সর্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থ]

প্রখ্যাত আইনজীবী
শ্রীমদন গোপাল গুপ্ত
এল.এল.বি. (এ্যাডভোকেট)

রাজেন্দ্র লাইব্রেরী
১৩২, বিপ্লবী রাসবিহারী বসু রোড
[ক্যানিং স্ট্রীট (দ্বিতল)]
কলকাতা—৭০০ ০০১

পাঁচটি আইনের বই একসঙ্গে বাংলায় প্রকাশিত হলো। গ্রন্থটি ভারত সরকারের 'বিধি ও ন্যায় মন্ত্রণালয়' প্রকাশিত দ্বিভাষিক (ইংরেজি-হিন্দি) অনুবাদ। গ্রন্থটির অনুবাদে প্রয়োজন ও সুবিধা মতো মূলগ্রন্থগুলির কখনো ইংরেজি, কখনো হিন্দি অংশের সাহায্য নেওয়া হয়েছে।

যতদূর সম্ভব গ্রন্থটিকে আমি সহজবোধ্য ও ত্রুটিমুক্ত করার চেষ্টা করেছি। তবে একশ ভাগ সফল হয়েছি তা অবশ্যই এবং খুব স্বাভাবিক কারণেই বলতে পারি না। গ্রন্থটির পাঠক-পাঠিকার কাছে আমার সনির্বন্ধ অনুরোধ, তাঁরা কোথাও যদি গ্রন্থটির মধ্যে অনুবাদ বা মুদ্রণ-সংক্রান্ত কোনো ত্রুটি লক্ষ্য করেন, অনুগ্রহ করে আমার গোচরে আনবেন। পরবর্তী সংস্করণে আমি তা অবশ্যই শুধরে নেবো।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য অনবধানতাবশতঃ এই গ্রন্থে কোনো রকম ভুল-ভ্রান্তি বা ত্রুটি-বিচ্যুতি থাকার কারণে কারো কোনো ক্ষতি হলে তার জন্য এই গ্রন্থের লেখক, সম্পাদক, প্রকাশক এবং মুদ্রক দায়ী থাকবেন না। নতুন ধারার যদি কোনো পরিবর্তন হয় তা হলে সরকার কর্তৃক প্রকাশিত আইন বই দেখে নেবেন।

—লেখক

ভারতীয় দণ্ড সংহিতা, ১৮৬০

[THE INDIAN PENAL CODE, 1860]

১৮৬০ সালের ৪৫ নং আইন

[Act No. 45 of 1860]

অধ্যায় ঃ এক

(ধারা ১ থেকে ধারা ৫)

মুখবন্ধ

[INTRODUCTION]

প্রস্তাবনা

[PRELIMINARY]

অধ্যায় ঃ দুই

সাধারণ ব্যাখ্যা

[GENERAL EXPLANATIONS]

(ধারা ৬ থেকে ধারা ৫২-এ)

অধ্যায় ঃ তিন
দণ্ডাদি বিষয়ক
[OF PUNISHMENTS]
(ধারা ৫৩ থেকে ধারা ৭৫)

অধ্যায় ঃ চার

সাধারণ ব্যতিক্রম

[GENERAL EXCEPTIONS]

(ধারা ৭৬ থেকে ধারা ১০৬)

আত্মরক্ষার অধিকার বিষয়ক

[RIGHT OF PRIVATE DEFENCE]

(ধারা ৯৬ থেকে ধারা ১০৬)

অধ্যায় : পাঁচ

প্ররোচনা বিষয়ক

[OF ABETMENT]*

(ধারা ১০৭ থেকে ধারা ১২০)

অধ্যায় ঃ পাঁচ-এ

অপরাধমূলক ষড়যন্ত্র বিষয়ক

[OF CRIMINAL CONSPIRACY]

(ধারা ১২০এ ও ধারা ১২০বি)

অধ্যায় ঃ ছয়

রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে সম্পাদিত অপরাধ বিষয়ক

[OF OFFENCE AGAINST THE STATE]

(ধারা ১২১ থেকে ধারা ১৩০)

অধ্যায় ঃ সাত

স্থলবাহিনী, নৌবাহিনী ও বিমানবাহিনী সম্পর্কিত অপরাধ বিষয়ক

[OF OFFENCES RELATING TO THE ARMY, NAVY AND AIR FORCE]

(ধারা ১৩১ থেকে ধারা ১৪০)

অধ্যায় ঃ আট

সার্বজনিক শান্তিবিঘ্নকারী অপরাধ বিষয়ক

[OF OFFENCES AGAINST THE PUBLIC TRANQUILLITY]

(ধারা ১৪১ থেকে ধারা ১৬০)

অধ্যায় ঃ নয়

রাজভৃত্য দ্বারা বা রাজভৃত্য সম্পর্কিত অপরাধ বিষয়ক

[OF OFFENCES BY OR RELATING TO PUBLIC SERVANTS]

(ধারা ১৬১ থেকে ধারা ১৭১)

অধ্যায় ঃ নয়-এ

নির্বাচন সংক্রান্ত অপরাধ বিষয়ক

[OF OFFENCES RELATING TO ELECTIONS]

(ধারা ১৭১-এ থেকে ধারা ১৭১-আই)

ধারা | বিষয় | পৃষ্ঠা

অধ্যায় ঃ দশ
রাজভৃত্যের বিধিসম্মত কর্তৃত্বের অবমাননা বিষয়ক
[OF CONTEMPTS OF THE LAWFUL AUTHORITY OF THE PUBLIC SERVANT]
(ধারা ১৭২ থেকে ধারা ১৯০)

অধ্যায় ঃ এগারো

মিথ্যা সাক্ষ্য প্রদান ও সার্বজনিক ন্যায় বিরোধী অপরাধ বিষয়ক

[OF FALSE EVIDENCE AND OFFENCES AGAINST PUBLIC JUSTICE]

(ধারা ১৯১ থেকে ধারা ২২৯)

ধারা	বিষয়	পৃষ্ঠা

অধ্যায় ঃ বারো

মুদ্রা এবং সরকারি স্ট্যাম্প সম্পর্কিত অপরাধ বিষয়ক

[OF OFFENCES RELATING TO COIN AND GOVERNMENT STAMPS]

(ধারা ২৩০ থেকে ধারা ২৬৩এ)

অধ্যায় ঃ তেরো

ওজন ও মাপ সম্পর্কিত অপরাধ বিষয়ক

[OF OFFENCES RELATING TO WEIGHTS AND MEASURES]

(ধারা ২৬৪ থেকে ধারা ২৬৭)

অধ্যায় ঃ চোদ্দ

জনস্বাস্থ্য, নিরাপত্তা, সুবিধা, শিষ্টতা ও নৈতিক চরিত্র সম্পর্কিত অপরাধ বিষয়ক

[OF OFFENCES AFFECTING THE PUBLIC HEALTH, SAFETY, CONVENIENCE, DECENCY AND MORALS]

(ধারা ২৬৮ থেকে ধারা ২৯৪এ)

ধারা	বিষয়	পৃষ্ঠা

অধ্যায় ঃ পনেরো

ধর্মের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত অপরাধ বিষয়ক

[OF OFFENCES RELATING TO RELIGION]

(ধারা ২৯৫ থেকে ধারা ২৯৮)

অধ্যায় ঃ ষোলো

মানব শরীর প্রভাবক অপরাধ বিষয়ক

[OF OFFENCES AFFECTING THE HUMAN BODY]

(ধারা ২৯৯ থেকে ধারা ৩৭৭)

জীবন প্রভাবক বিষয়ক

[OF OFFENCES AFFECTING LIFE]

(ধারা ২৯৯ থেকে ধারা ৩১১)

ধারা | বিষয় | পৃষ্ঠা

গর্ভপাত, অ-জাত শিশুর ক্ষতিসাধন, শিশু বর্জন ও শিশুর-জন্ম গোপন করার অপরাধ বিষয়ক

[OF THE CAUSING OF MISCARRIAGE OF INJURIES TO UNBORN CHILDREN, OF THE EXPOSURE OF INFANTS, AND OF THE CONCEALMENT OF BIRTHS]

(ধারা ৩১২ থেকে ধারা ৩১৮)

জখম করা বিষয়ক

(OF HURT)

(ধারা ৩১৯ থেকে ধারা ৩৩৮)

অন্যায় গতিরোধ ও অন্যায় অবরোধ বিষয়ক

[OF WRONGFUL RESTRAINT AND WRONGFUL CONFINEMENT]

(ধারা ৩৩৯ থেকে ধারা ৩৪৮)

অপরাধজনক বল ও হামলা বিষয়ক
[OF CRIMINAL FORCE AND ASSAULT]
(ধারা ৩৪৯ থেকে ধারা ৩৫৮)

অপহরণ, হরণ, দাসত্ব এবং বলাৎশ্রম বিষয়ক
[OF KIDNAPPING, ABDUCTION, SLAVERY AND FORCED LABOUR]
(ধারা ৩৫৯ থেকে ধারা ৩৭৪)

যৌন অপরাধ

[SEXUAL OFFENCES]

(ধারা ৩৭৫ থেকে ধারা ৩৭৬ডি)

প্রকৃতি বিরুদ্ধ অপরাধ বিষয়ক

[OF UNNATURAL OFFENCES]

(ধারা ৩৭৭)

ধারা	বিষয়	পৃষ্ঠা

অধ্যায় ঃ সতেরো
সম্পত্তির বিরুদ্ধে ঘটানো অপরাধ বিষয়ক
[OF OFFENCES AGAINST PROPERTY]
(ধারা ৩৭৮ থেকে ধারা ৪৬২)

চুরি বিষয়ক [THEFT]
(ধারা ৩৭৮ থেকে ধারা ৩৮২)

জুলুমবাজি বিষয়ক
[OF EXTORTION]
(ধারা ৩৮৩ থেকে ধারা ৩৮৯)

দস্যুতা (রাহাজানি) এবং ডাকাতি বিষয়ক
[OF ROBBERY AND DACOITY]
(ধারা ৩৯০ থেকে ধারা ৪০২)

অপরাধজনক সম্পত্তি আত্মসাৎ বিষয়ক

[OF CRIMINAL MISAPPROPRIATION OF PROPERTY]

(ধারা ৪০৩ ও ধারা ৪০৪)

অপরাধজনক বিশ্বাসভঙ্গ বিষয়ক

[OF CRIMINAL BREACH OF TRUST]

(ধারা ৪০৫ থেকে ধারা ৪০৯)

চোরাই সম্পত্তি গ্রহণ বিষয়ক

[OF THE RECEIVING OF STOLEN PROPERTY]

(ধারা ৪১০ থেকে ধারা ৪১৪)

প্রতারণা (ঠকানো, বঞ্চনা) বিষয়ক

[OF CHEATING]

(ধারা ৪১৫ থেকে ধারা ৪২০)

কপট দলিল ও সম্পত্তির বিলিবন্দেজ বিষয়ক

[OF FRAUDULENT DEEDS AND DISPOSITION OF PROPERTY]

(ধারা ৪২১ থেকে ধারা ৪২৪)

অনিষ্ট বিষয়ক

[OF MISCHIEF]

(ধারা ৪২৫ থেকে ধারা ৪৪০)

অপরাধজনক অনধিকার প্রবেশ বিষয়ক
[OF CRIMINAL TRESPASS]
(ধারা ৪৪১ থেকে ধারা ৪৬২)

অধ্যায় ঃ আঠারো

দস্তাবেজ এবং সম্পত্তি-চিহ্ন সম্বন্ধীয় অপরাধ বিষয়ক

[OF OFFENCES RELATING TO DOCUMENTS AND TO PROPERTY MARKS]

(ধারা ৪৬৩ থেকে ধারা ৪৭৭এ)

সম্পত্তি-চিহ্ন ও অন্যান্য চিহ্ন বিষয়ক
[OF PROPERTY AND OTHER MARKS]
(ধারা ৪৭৮ থেকে ধারা ৪৮৯)

কারেন্সি নোট ও ব্যাঙ্ক নোট বিষয়ক
[OF CURRENCY-NOTES AND BANK-NOTES]
(ধারা ৪৮৯এ থেকে ধারা ৪৮৯ই)

অধ্যায় ঃ উনিশ

সেবা-চুক্তির অপরাধজনক ভঙ্গকরণ বিষয়ক

[OF THE CRIMINAL BREACH OF CONTRACTS OF SERVICE]

(ধারা ৪৯০ থেকে ধারা ৪৯২)

অধ্যায় ঃ কুড়ি

বিবাহ সম্পর্কিত অপরাধ বিষয়ক

[OF OFFENCES RELATING TO MARRIAGE]

(ধারা ৪৯৩ থেকে ধারা ৪৯৮)

অধ্যায় ঃ কুড়ি-এ

স্বামী বা স্বামীর আত্মীয়দের দ্বারা সম্পাদিত অত্যাচার বিষয়ক

[OF CRUELTY BY HUSBAND OR RELATIVES OF HUSBAND]

(ধারা ৪৯৮এ)

দেওয়ানী প্রক্রিয়া সংহিতা, ১৯০৮
[THE CODE OF CIVIL PROCEDURE, 1908]

[১৯০৮ সালের .৫নং আইন]
[Act No. 5 of 1908]

প্রস্তাবনা
[PRELIMINARY]

প্রথম খণ্ড

সাধারণ মামলা বিষয়ক
[SUITS IN GENERAL]
(ধারা ৯ থেকে ধারা ৩৫খ)

আদালতের অধিক্ষেত্র ও পূর্ব-ন্যায়
[JURISDICTION OF THE COURT AND RES-JUDICATA]

ধারা বিষয় পৃষ্ঠা

চতুর্থ খণ্ড

বিশেষ ক্ষেত্রের মামলা

[SUITS IN PARTICULAR CASES]

(ধারা ৭৯ থেকে ধারা ৮৮)

সরকার কর্তৃক বা তার বিরুদ্ধে মামলা অথবা নিজের পদাধিকার বলে রাজভৃত্য কর্তৃক তার বিরুদ্ধে মামলা

[SUITS BY OR AGAINST THE GOVERNMENT OR PUBLIC OFFICERS IN THEIR OFFICIAL CAPACITY]

অন্য দেশ কর্তৃক এবং বিদেশি শাসক, রাষ্ট্রদূত ও কূটনৈতিক দূত কর্তৃক বা তাদের বিরুদ্ধে মামলা

[SUITS BY ALIENS AND BY OR AGAINST FOREIGN RULERS, AMBASSADORS AND ENVOYS]

ভূতপূর্ব (বা প্রাক্তন) ভারতীয় রাজ্যসমূহের শাসকদের বিরুদ্ধে মামলা

[SUITS AGAINST RULERS OF FORMER INDIAN STATES]

অন্তরাভিবাচী (Interpleader)

পঞ্চম খণ্ড

বিশেষ কার্যবাহ
[SPECIAL PROCEEDINGS]
(ধারা ৮৯ থেকে ধারা ৯৩)

সালিস (বিবাদ-মীমাংসা)
[ARBITRATION]

বিশেষ ক্ষেত্র [SPECIAL CASE]

সার্বজনিক উপদ্রব এবং জনসাধারণের প্রভাব সৃষ্টিকারী অন্যান্য অবৈধ কাজ
[PUBLIC NUISANCES AND OTHER WRONGFUL ACTS AFFECTING THE PUBLIC]

ষষ্ঠ খণ্ড

অনুপূরক কার্যবাহ
[SUPPLEMENTAL PROCEEDINGS]
(ধারা ৯৪ ও ধারা ৯৫)

সপ্তম খণ্ড

আপিল
[APPEALS]
(ধারা ৯৬ থেকে ধারা ১১২)

মূল ডিক্রি থেকে আপিল
[APPEALS FROM ORIGINAL DECREES]

আপিলজাত ডিক্রি থেকে আপিল
[APPEALS FROM APPELLATE DECREES]

আদেশ থেকে আপিল
[APPEALS FROM ORDERS]

আপিল বিষয়ক সাধারণ বিধান
[GENERAL PROVISIONS RELATING TO APPEALS]

উচ্চতম আদালতে (সুপ্রিম কোর্ট) আপিল
[APPEALS TO THE SUPREME COURT]

অষ্টম খণ্ড

উল্লেখন, পুনর্বিচার ও পুনরীক্ষণ
[REFERENCE, REVIEW AND REVISION]
(ধারা ১১৩ থেকে ধারা ১১৫)

নবম খণ্ড

ন্যায়িক কমিশনারের আদালত নয় এমন উচ্চ আদালত সম্পর্কে বিশেষ বিধানসমূহ
[SPECIAL PROVISIONS RELATING TO THE HIGH COURTS NOT BEING THE COURT OF A JUDICIAL COMMISSIONER]
(ধারা ১১৬ থেকে ধারা ১২০)

দশম খণ্ড

নিয়মাবলী
[RULES]
(ধারা ১২১ থেকে ধারা ১৩১)

একাদশ খণ্ড

বিবিধ

[MISCELLANEOUS]

(ধারা ১৩২ থেকে ধারা ১৫৮)

প্রথম অনুসূচি

আদেশ—১

মামলার পক্ষ

[PARTIES TO SUITS]

(বিধি ১ থেকে বিধি ১৩)

আদেশ—২

মামলা গঠন

[FRAME TO SUITS]

(বিধি ১ থেকে বিধি ৭)

আদেশ—৩

স্বীকৃতি প্রাপ্ত নিযুক্তক ও প্লিডার

[RECOGNISED AGENTS AND PLEADERS]

(বিধি ১ থেকে বিধি ৬)

বিধি | বিষয় | পৃষ্ঠা

আদেশ—৪

মামলা দায়ের করা
[INSTITUTION OF SUITS]
(বিধি ১ থেকে বিধি ২)

আদেশ—৫

সমন (আহ্বান-পত্র) প্রেরণ বা তা জারি
[ISSUE AND SERVICE OF SUMMONS]
(বিধি ১ থেকে বিধি ৩০)

সমন প্রেরণ
[ISSUE OF SUMMONS]

সমন জারি
[SERVICE OF SUMMONS]

আদেশ—৬

সাধারণভাবে ওকালতি (সওয়াল-জবাব)

[PLEADINGS GENERALLY]

(বিধি ১ থেকে বিধি ১৮)

আদেশ—৭

আর্জি (বাদপত্র)

[PLAINT]

(বিধি ১ থেকে বিধি ১৮)

আর্জিতে আস্থাস্থাপন করা হয়েছে এমন সব দস্তাবেজ
[DOCUMENTS RELIED ON IN PLAINT]

আদেশ—৮
লিখিত বিবৃতি, প্রতিগণনা (পাল্টা দাবি) ও প্রতি-দাবি
[WRITTEN STATEMENT, SET-OFF AND COUNTER-CLAIM]

(বিধি ১ থেকে বিধি ১০)

আদেশ—৯

পক্ষদের হাজিরা ও তাদের গর-হাজিরার পরিণাম
[APPEARANCE OF PARTIES AND CONSEQUENCE OF NON-APPEARANCE]

(বিধি ১ থেকে বিধি ১৪)

আদেশ—১২
স্বীকৃতি
[ADMISSION]
(বিধি ১ থেকে বিধি ৯)

আদেশ—১৩
দস্তাবেজ পেশ (দাখিল) করা, অবরুদ্ধ (বাজেয়াপ্ত) করে রাখা এবং ফেরত দেওয়া
[PRODUCTION, IMPOUNDING AND RETURN OF DOCUMENTS]
(বিধি ১ থেকে বিধি ১১)

আদেশ—১৪

বিচার্য-বিষয়ের স্থিরীকরণ এবং আইনের বিচার্য-বিষয়ের ভিত্তিতে অথবা স্বীকার্য বিচার্য-বিষয়ের ভিত্তিতে মামলার নিষ্পত্তি

[SETTLEMENT OF ISSUES AND DETERMINATION OF SUIT ON ISSUES OF LAW OR ON ISSUES AGREED UPON]

(বিধি ১ থেকে বিধি ৭)

বিধি | বিষয় | পৃষ্ঠা

আদেশ—১৫

প্রথম শুনানিতে মামলার নিষ্পত্তি

[DISPOSAL OF THE SUIT AT THE FIRST HEARING]

(বিধি ১ থেকে বিধি ৪)

আদেশ—১৬

সাক্ষীদের সমন প্রদান এবং তাদের হাজিরা

[SUMMONING AND ATTENDANCE OF WITNESSES]

(বিধি ১ থেকে বিধি ২১)

আদেশ—১৬ক

কারাগারে অবরুদ্ধ বা আটক সাক্ষীদের হাজিরা

[ATTENDANCE OF WITNESSES CONFINED OR DETAINED IN PRISONS]

(বিধি ১ থেকে বিধি ৭)

আদেশ—১৭

মুলতবি (স্থগিত)

[ADJOURNMENTS]

(বিধি ১ থেকে বিধি ৩)

আদেশ—১৮

মামলার শুনানি ও সাক্ষীদের পরীক্ষা

[HEARING OF THE SUIT AND EXAMINATION OF WITNESSES]

(বিধি ১ থেকে বিধি ১৮)

বিধি | বিষয় | পৃষ্ঠা

আদেশ—১৯

হলফনামা (শপথনামা)

[AFFIDAVITS]

(বিধি ১ থেকে বিধি ৩)

আদেশ—২০

রায় এবং ডিক্রি

[JUDGMENT AND DECREE]

(বিধি ১ থেকে বিধি ২০)

আদেশ—২০ক

খরচ

[COSTS]

(বিধি ১ থেকে বিধি ২)

আদেশ—২১

ডিক্রি এবং আদেশের নির্বাহ

[EXECUTION OF DECREES AND ORDERS]

(বিধি ১ থেকে বিধি ১০৬)

ডিক্রি অনুযায়ী অর্থ প্রদান

[PAYMENT UNDER DECREE]

ডিক্রি নির্বাহকারী আদালত

[COURTS EXECUTING DECREES]

নির্বাহের জন্য আবেদন
[APPLICATION FOR EXECUTION]

নির্বাহের জন্য পরওয়ানা
[PROCESS FOR EXECUTION]

নির্বাহ স্থগিত রাখা
[STAY OF EXECUTION]

স্থাবর সম্পত্তির বিক্রয়
[SALE OF IMMOVABLE PROPERTY]

ডিক্রিধারী বা ক্রেতাকে দখল অর্পণে বাধা দান
[RESISTANCE TO DELIVERY OF POSSESSION TO DECREE-HOLDER OF PURCHASER]

আদেশ—২২

পক্ষধারীদের মৃত্যু, বিবাহ এবং দেউলিয়াপনা (শোধাক্ষমতা)

[DEATH, MARRIAGE AND INSOLVENCY OF PARTIES]

(বিধি ১ থেকে বিধি ১২)

আদেশ—২৩

মামলা প্রত্যাহার এবং সমন্বয় সাধন

[WITHDRAWAL AND ADJUSTMENT OF SUITS]

(বিধি ১ থেকে বিধি ৪)

আদেশ—২৪

আদালতে জমা করা

[PAYMENT INTO COURT]

(বিধি ১ থেকে বিধি ৪)

আদেশ—২৫

খরচের জন্য প্রতিভূতি

[SECURITY FOR COSTS]

(বিধি ১ ও বিধি ২)

আদেশ—২৬

কমিশন [COMMISSIONS]

সাক্ষীর সাক্ষ্য গ্রহণের জন্য কমিশন

[COMMISSIONS TO EXAMINE WITNESSES]

(বিধি ১ থেকে বিধি ২২)

স্থানীয় তদন্তের জন্য কমিশন
[COMMISSIONS FOR LOCAL INVESTIGATIONS]

বৈজ্ঞানিক তদন্ত শাসকীয় কার্য এবং অস্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়ের জন্য কমিশন
[COMMISSIONS FOR SCIENTIFIC INVESTIGATION PERFORMANCE OF MINISTERIAL ACT AND SALE OF MOVABLE PROPERTY]

হিসেব পরীক্ষার জন্য কমিশন
[COMMISSIONS TO EXAMINE ACCOUNTS]

বিভাজন করার জন্য কমিশন
[COMMISSIONS TO MAKE PARTITIONS]

সাধারণ বিধান
[GENERAL PROVISIONS]

বিদেশি বিচার সভার অনুরোধে পাঠানো (ইসু করা) কমিশন
[COMMISSIONS ISSUED AT THE INSTANCE OF FOREIGN TRIBUNALS]

আদেশ—২৭
সরকার কর্তৃক বা পদমর্যাদায় সরকারি আধিকারিকদের দ্বারা অথবা তাদের বিরুদ্ধে মামলা
[SUITS BY OR AGAINST THE GOVERNMENT OR PUBLIC OFFICERS IN THEIR OFFICIAL CAPACITY]
(বিধি ১ থেকে বিধি ৮খ)

আদেশ—২৭ক

সংবিধানের স্পষ্টীকরণ বা আইনী সাধিত্রের বিধিমান্যতা সংক্রান্ত কোনো সারভূত বৈধিক প্রশ্ন জড়িত আছে এমন মামলা

[SUITS INVOLVING A SUBSTANTIAL QUESTION OF LAW AS TO THE INTERPRETATION OF THE CONSTITUTION OR AS TO THE VALIDITY OF ANY STATUTORY INSTRUMENT]

(বিধি ১ থেকে বিধি ৪)

আদেশ—২৮

সৈনিক বা নাবিক বা বৈমানিক দ্বারা আনীত মামলা অথবা তাঁদের বিরুদ্ধে আনীত মামলা

[SUITS BY OR AGAINST MILITARY OR NAVAL MEN OR AIRMEN]

(বিধি ১ থেকে বিধি ৩)

আদেশ—২৯

নিগমের দ্বারা আনীত মামলা অথবা তাদের বিরুদ্ধে আনীত মামলা

[*SUITS BY OR AGAINST CORPORATION*]

(বিধি ১ থেকে বিধি ৩)

আদেশ—৩০

ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান দ্বারা অথবা নিজ নাম ভিন্ন অন্য নামে ব্যবসা চালানো ব্যক্তিদের দ্বারা আনীত মামলা বা তাদের বিরুদ্ধে আনীত মামলা

[SUITS BY OR AGAINST FIRMS AND PERSONS CARRYING ON BUSINESS IN NAMES OTHER THAN THEIR OWN]

(বিধি ১ থেকে বিধি ১০)

বিধি　　বিষয়　　পৃষ্ঠা

আদেশ—৩১

ন্যাস (ট্রাস্ট), নির্বাহক এবং প্রশাসকদের দ্বারা আনীত মামলা বা তাঁদের বিরুদ্ধে আনীত মামলা

[SUITS BY OR AGAINST TRUSTEES, EXECUTORS AND ADMINISTRATORS]

(বিধি ১ থেকে বিধি ৩)

আদেশ—৩২

নাবালক-নাবালিকা এবং মানসিক ভারসাম্যহীন ব্যক্তিদের দ্বারা আনীত মামলা অথবা তাদের বিরুদ্ধে আনীত মামলা

[SUITS BY OR AGAINST MINORS AND PERSON OF UNSOUND MIND]

(বিধি ১ থেকে বিধি ১৬)

আদেশ—৩২ক

পরিবারের সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত বিষয় সম্পর্কিত মামলা

[SUITS RELATING TO MATTERS CONCERNING THE FAMILY]

(বিধি ১ থেকে বিধি ৬)

আদেশ—৩৩

অভাবী ব্যক্তিদের দ্বারা আনীত মামলা

[SUITS BY INDIGENT PERSONS]

(বিধি ১ থেকে বিধি ১৮)

আদেশ—৩৪

স্থাবর সম্পত্তির বন্ধক সম্বন্ধে মামলা

[SUITS RELATING TO MORTGAGES OF IMMOVABLE PROPERTY]

(বিধি ১ থেকে বিধি ১৫)

আদেশ—৩৫

অন্তরাভিবাচী

[INTERPLEADER]

(বিধি ১ থেকে বিধি ৬)

আদেশ—৩৬

বিশেষ আইনগত প্রশ্ন

[SPECIAL CASE]

(বিধি ১ থেকে বিধি ৬)

আদেশ—৩৭

সংক্ষিপ্ত প্রক্রিয়া

[SUMMARY PROCEDURE]

(বিধি ১ থেকে বিধি ৭)

আদেশ—৩৮

রায়ের আগে গ্রেপ্তারি ও ক্রোক

[ARREST AND ATTACHMENT BEFORE JUDGMENT]

(বিধি ১ থেকে বিধি ১৩)

রায়ের আগে গ্রেপ্তারি

[ARREST BEFOR JUDGMENT]

আদেশ—৩৯

অস্থায়ী আসেধাজ্ঞা এবং অন্তর্বর্তী আদেশ

[TEMPORARY INJUNCTIONS AND INTERLOCUTORY ORDERS]

(বিধি ১ থেকে বিধি ১০)

অস্থায়ী আসেধাজ্ঞা

[TEMPORARY INJUNCTIONS]

বিধি	বিষয়	পৃষ্ঠা

অন্তর্বর্তী আদেশ
[INTERLOCUTORY ORDERS]

আদেশ—৪০
রিসিভার নিয়োগ
[APPOINTMENT OF RECEIVERS]
(বিধি ১ থেকে বিধি ৫)

আদেশ—৪১
মূল ডিক্রি থেকে আপিল
[APPEALS FROM ORIGINAL DECREES]
(বিধি ১ থেকে বিধি ৩৭)

কার্যবাহসমূহ ও জারি স্থগিত রাখা
[STAY OF PROCEEDINGS AND OF EXECUTION]

আপিল গ্রহণের ক্ষেত্রে প্রক্রিয়া
[PROCEDURE ON ADMISSION OF APPEAL]

শুনানির প্রক্রিয়া
[PROCEDURE ON HEARING]

আপিলের রায়
[JUDGMENT IN APPEAL]

আপিলের ডিক্রি
[DECREE IN APPEAL]

আদেশ—৪২
আপিলযোগ্য ডিক্রির আপিল
[APPEALS FROM APPELLATE DECREES]
(বিধি ১ থেকে বিধি ৩)

আদেশ—৪৬

প্রেরণ

[REFERENCE]

(বিধি ১ থেকে বিধি ৭)

আদেশ—৪৭

পুনরীক্ষণ (বা পুনর্বিলোকন)

[REVIEW]

(বিধি ১ থেকে বিধি ৯)

আদেশ—৪৮

বিবিধ

[MISCELLANEOUS]

(বিধি ১ থেকে বিধি ৩)

আদেশ—৪৯

সনদপ্রাপ্ত উচ্চ-আদালত

[CHARTERED HIGH COURTS]

(বিধি ১ থেকে বিধি ৩)

আদেশ—৫০

প্রান্তীয় লঘুবাদ আদালত

[PROVINCIAL SMALL CASUSES COURTS]

(বিধি ১)

আদেশ—৫১

প্রেসিডেন্সি লঘুবাদ আদালত

[PRESIDENCY SMALL CAUSE COURTS]

(বিধি ১)

পরিশিষ্ট – ক

আর্জি ও জবাব (হেতুভাষণ বা অভিবাচন)

[PLEADINGS]

অনুসূচি

[THE SCHEDULE]

ভিন্ন একটি নিদর্শ
[ANOTHER FORM]

লিখিত বিবৃতি
[WRITTEN STATEMENTS]

পরিশিষ্ট – খ

পরওয়ানা [PROCESS]

পরিশিষ্ট – গ

আবিষ্কার, নিরীক্ষণ ও স্বীকৃতি

[DISCOVERY, INSPECTION AND ADMISSION]

পরিশিষ্ট — ঘ

ডিক্রি [DECREES]

পরিশিষ্ট — ঙ

জারি (নির্বাহ)

[EXECUTION]

পরিশিষ্ট — চ

অতিরিক্ত কার্যবাহ

[SUPPLEMENTAL PROCEEDINGS]

পরিশিষ্ট — ছ
আপিল, উল্লেখ ও পুনরীক্ষণ
[APPEAL, REFERENCE AND REVIEW]

পরিশিষ্ট — জ

বিবিধ [MISCELLANEOUS]

সংযোজন

[ANNEXURE]

দেওয়ানী প্রক্রিয়া সংহিতা (সংশোধন) অধিনিয়ম, ১৯৭৬

(১৯৭৬-এর অধিনিয়ম সংখ্যা-১০৪)

[THE CODE OF CIVIL PROCEDURE (AMENDMENT) ACT, 1976]
(104 of 1976)

অধ্যায়—৫

বাতিল ও ব্যাবৃত্তি

[REPEAL AND SAVINGS]

দণ্ড প্রক্রিয়া সংহিতা, ১৯৭৩
[CODE OF CRIMINAL PROCEDURE, 1973]
[১৯৭৪ খ্রিস্টাব্দের ২নং আইন]
[Act No. 2 of 1974]

অধ্যায় ঃ ১

প্রস্তাবনা
[PRELIMINARY]
(ধারা ১ থেকে ধারা ৫)

অধ্যায় ঃ ২

ফৌজদারী আদালত ও কার্যালয়সমূহের গঠন
[CONSTITUTION OF CRIMINAL COURTS AND OFFICES]
(ধারা ৬ থোকে ধারা ২৫)

অধ্যায় ঃ ৩

আদালতসমূহের ক্ষমতা

[POWER OF COURTS]

(ধারা ২৬ থোকে ধারা ৩৫)

ধারা	বিষয়	পৃষ্ঠা

অধ্যায় ঃ ৪

ক. উচ্চপদস্থ পুলিশ আধিকারিকদের ক্ষমতা
[A. POWERS OF SUPERIOR OFFICERS OF POLICE]

(ধারা ৩৬ থেকে ধারা ৪০)

খ. ম্যাজিস্ট্রেট এবং পুলিশকে সহযোগিতা
(B. AID TO THE MAGISTRATE AND THE POLICE)

অধ্যায় ঃ ৫

ব্যক্তির গ্রেপ্তার
[ARREST OF PERSONS ,

(ধারা ৪১ থেকে ধারা ৬০)

অধ্যায় ঃ ৬

হাজির হতে বাধ্য করার জন্য আদেশিকা

[PROCESSES TO COMPEL APPEARANCE]

(ধারা ৬১ থেকে ধারা ৯০)

ক. সমন

[A. SUMMONS]

অধ্যায় ঃ ৭

জিনিসপত্র পেশ করতে বাধ্য করার জন্য পরওয়ানা

[PROCESSES TO COMPEL THE PRODUCTION OF THINGS]

(ধারা ৯১ থেকে ধারা ১০৫)

ক. পেশ করার জন্য সমন

[A. SUMMONS TO PRODUCE]

খ. তল্লাশী-পরওয়ানা

[B. SEARCH-WARRANTS]

গ. তল্লাশী সম্পর্কিত সাধারণ বিধানসমূহ

[C. GENERAL PROVISIONS RELATING TO SEARCHES]

ঘ. বিবিধ

[D. MISCELLANEOUS]

অধ্যায় ঃ ৭ক

নির্দিষ্ট কিছু ব্যাপারে সহায়তার জন্য ব্যতিহার্য ব্যবস্থা এবং সম্পত্তি ক্রোক ও বাজেয়াপ্তকরণের জন্য প্রক্রিয়া

[RECIPROCAL ARRANGEMENTS FOR ASSISTANCE IN CERTAIN MATTERS AND PROCEDURE FOR ATTACHMENT AND FORFEITURE OF PROPERTY]

(ধারা ১০৫ ক থেকে ধারা ১০৫ ঠ)

অধ্যায় ঃ ৮

শান্তি বজায় রাখা ও সদাচারণের জন্য প্রতিভূতি

[SECURITY FOR KEEPING THE PEACE AND FOR GOOD BEHAVIOUR]

(ধারা ১০৬ থেকে ধারা ১২৪)

অধ্যায় ঃ ৯

স্ত্রী, ছেলেমেয়ে এবং বাবা-মায়ের ভরণ-পোষণের জন্য আদেশ [ORDER FOR MAINTENANCE OF WIVES, CHILDREN AND PARENTS]

(ধারা ১২৫ থেকে ধারা ১২৮)

অধ্যায় ঃ ১০

সার্বজনিক শৃঙ্খলা ও প্রশান্তি বজায় রাখা [MAINTENANCE OF PUBLIC ORDER AND TRANQUILLITY]

(ধারা ১২৯ থেকে ধারা ১৪৮)

ক. বেআইনী সমাবেশ (বা জমায়েত) [A. UNLAWFUL ASSEMBLIES]

অধ্যায় ঃ ১১

পুলিশের প্রতিরোধমূলক কাজ

[PREVENTIVE ACTION OF THE POLICE]

(ধারা ১৪৯ থেকে ধারা ১৫৩)

অধ্যায় ঃ ১২

পুলিশকে এত্তেলা ও তাদের তদন্ত করার ক্ষমতা

[INFORMATION TO THE POLICE AND THEIR POWERS TO INVESTIGATE]

(ধারা ১৫৪ থেকে ধারা ১৭৬)

অধ্যায় ঃ ১৩

তদন্ত ও বিচারের ক্ষেত্রে ফৌজদারী আদালতের অধিক্ষেত্র [JURISDICTION OF THE CRIMINAL COURTS IN INQUIRES AND TRIALS]

(ধারা ১৭৭ থেকে ধারা ১৮৯)

অধ্যায় ঃ ১৪

কার্যবাহ শুরু করার জন্য প্রয়োজনী শর্তাদি

[CONDITION REQUISITE FOR INITIATION OF PROCEEDINGS]

(ধারা ১৯০ থেকে ধারা ১৯৯)

অধ্যায় ঃ ১৫

ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে নালিশ

[COMPLAINTS TO MAGISTRATES]

(ধারা ২০০ থেকে ধারা ২০৩)

অধ্যায় ঃ ১৬

ম্যাজিস্ট্রেটের সম্মুখে কার্যবাহ শুরু করা

(COMMENCEMENT OF PROCEEDINGS BEFORE MAGISTRATE)

(ধারা ২০৪ থেকে ধারা ২১০)

অধ্যায় ঃ ১৭

দোষারোপ (অভিযোগ)
(THE CHARGE)

(ধারা ২১১ থেকে ধারা ২২৪)

ক. দোষারোপের রকম
[A. FORM OF CHARGES]

খ. অভিযোগের সংযোজন
[B. JOINDER OF CHARGES]

অধ্যায় ঃ ১৮

দায়রা আদালতের সামনে বিচার

[TRIAL BEFORE A COURT OF SESSION]

(ধারা ২২৫ থেকে ধারা ২৩৭)

অধ্যায় ঃ ১৯

ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক পরওয়ানা মামলার বিচার

[TRIAL WARRANT CASES BY MAGISTRATES]

(ধারা ২৩৮ থেকে ধারা ২৫০)

ক. পুলিশী রিপোর্টের ভিত্তিতে দায়েরকৃত মামলা

(A. CASES INSTITUTED ON A PUBLIC REPORT)

ধারা	বিষয়		পৃষ্ঠা

খ. পুলিশী রিপোর্টের ভিত্তি ব্যতিরেকে দায়েরকৃত মামলা
[B. CASES INSTITUTED OTHERWISE THAN POLICE REPORT]

গ. বিচারানুষ্ঠানের সমাপ্তি
[C. CONCLUTION OF TRIAL]

অধ্যায় ঃ ২০
ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক সমন মামলার বিচার
[TRIAL OF SUMMONS-CASES BY MAGISTRATES]
(ধারা ২৫১ থেকে ধারা ২৫৯)

অধ্যায় ঃ ২১
সংক্ষিপ্ত বিচার (সরাসরি বিচার)
[SUMMARY TRIALS]
(ধারা ২৬০ থেকে ধারা ২৬৫)

অধ্যায় ঃ ২২

কারাগারে অবরুদ্ধ বা আটক ব্যক্তিদের হাজিরা
[ATTENDANCE OF PERSONS CONFINED OR DETAINED IN PRISONS]

(ধারা ২৬৬ থেকে ধারা ২৭১)

অধ্যায় ঃ ২৩

তদন্ত ও বিচারে সাক্ষ্য গ্রহণ
[IVIDENCE IN INQUIRIES AND TRIALS]

(ধারা ২৭২ থেকে ধারা ২৯৯)

ক. সাক্ষ্য গ্রহণ ও নথিভুক্তকরণের পদ্ধতি
(A. MODE OF TAKING AND RECORDING EVIDENCE)

খ. সাক্ষীদের পরীক্ষার জন্য কমিশন
[B. COMMISSIONS FOR THE EXAMINATION OF WITNESSES]

অধ্যায় ঃ ২৪

তদন্ত ও বিচারের সম্পর্কে সাধারণ বিধানসমূহ
[GENERAL PROVISIONS AS TO INQUIRIES AND TRIALS]

(ধারা ৩০০ থেকে ধারা ৩২৭)

অধ্যায় ঃ ২৫

বিকৃত-মস্তিষ্ক অভিযুক্ত ব্যক্তিদের সম্পর্কে বিধান
[PROVISION AS TO ACCUSED PERSONS OF UNSOUND MIND]

(ধারা ৩২৮ থেকে ধারা ৩৩৯)

অধ্যায় ঃ ২৬

ন্যায় প্রশাসনের ওপর প্রভাবসৃষ্টিকারী অপরাধসমূহের ব্যাপারে বিধান
[PROVISIONS AS TO OFFENCES AFFECTING THE ADMINISTRATION OF JUSTICE]

(ধারা ৩৪০ থেকে ধারা ৩৫২)

অধ্যায় ঃ ২৭

রায়

[THE JUDGMENT]

(ধারা ৩৫৩ থেকে ধারা ৩৬৫)

অধ্যায় ঃ ২৮

মৃত্যু দণ্ডাদেশ দৃঢ় করার জন্য উপস্থাপনা
[SUBMISSION OF DEATH-SENTENCES FOR CONFIRMATION]

(ধারা ৩৬৬ থেকে ধারা ৩৭১)

অধ্যায় ঃ ২৯

আপিল
[APPEALS]

(ধারা ৩৭২ থেকে ধারা ৩৯৪)

অধ্যায় ঃ ৩০

উল্লেখন ও পুনরীক্ষণ

[REFERENCE AND REVISION]

(ধারা ৩৯৫ থেকে ধারা ৪০৫)

অধ্যায় ঃ ৩৩

জামিন ও মুচলেকা (বণ্ড) সংক্রান্ত বিধান
[PROVISIONS AS TO BAIL AND BONDS]

(ধারা ৪৩৬ থেকে ধারা ৪৫০)

অধ্যায় ঃ ৩৪

সম্পত্তির বিলিবন্দেজ
[DISPOSAL OF PROPERTY]

(ধারা ৪৫১ থেকে ধারা ৪৫৯)

অধ্যায় ঃ ৩৫

অনিয়মিত কার্যবাহ
[IRREGULAR PROCEEDINGS]

(ধারা ৪৬০ থেকে ধারা ৪৬৬)

অধ্যায় ঃ ৩৬

কিছু অপরাধ বিচারার্থ গ্রহণের ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধতা
[LIMITATION FOR TAKING COGNIZANCE OF CERTAIN OFFENCES]

(ধারা ৪৬৭ থেকে ধারা ৪৭৩)

অধ্যায় ঃ ৩৭

বিবিধ

[MISCELLANEOUS]

(ধারা ৪৭৪ থেকে ধারা ৪৮৪)

ভারতীয় সাক্ষ্য আইন, ১৮৭২
[THE INDIAN EVIDENCE ACT, 1872]
(১৮৭২ খ্রিস্টাব্দের ১নং আইন)
[Act No. 1 of 1872]
খণ্ড ঃ এক
তথ্যের প্রাসঙ্গিকতা বিষয়ক
[RELEVANCY OF FACTS]
(ধারা ১ থেকে ধারা ৫৫)

অধ্যায় ঃ এক
প্রস্তাবনা
[PRELIMINARY]
(ধারা ১ থেকে ধারা ৪)

অধ্যায় ঃ দুই
তথ্যের প্রাসঙ্গিকতা বিষয়ে
[OF THE RELEVANCY OF FACTS]
(ধারা ৫ থেকে ধারা ৫৫)

স্বীকৃতি

[ADMISSIONS]

(ধারা ১৭ থেকে ধারা ৩১)

যে ব্যক্তিদের সাক্ষ্যতে ডাকা যায় না সেই ব্যক্তিদের বিবৃতি
[STATEMENTS BY PERSONS WHO CANNOT BE CALLED AS WITNESS]

(ধারা ৩২ ও ধারা ৩৩)

বিশেষ পরিস্থিতিতে প্রদত্ত বিবৃতি
[STATEMENTS MADE UNDER SPECIAL CIRCUMSTANCES]

(ধারা ৩৪ থেকে ধারা ৩৮)

কোন্ বিবৃতির কতটা প্রমাণ করতে হবে
[HOW MUCH OF A STATEMENT IS TO BE PROVED]
(ধারা ৩৯)

আদালতের রায় কখন প্রাসঙ্গিক হয়
[JUDGMENTS OF COURTS OF JUSTICE, WHEN RELEVANT]
(ধারা ৪০ থেকে ধারা ৪৪)

অন্যান্য (বা তৃতীয়) ব্যক্তিদের মতামত কখন প্রাসঙ্গিক
[OPINIONS OF THIRD PERSONS, WHEN RELEVANT]
(ধারা ৪৫ থেকে ধারা ৫১)

সার্বজনীন দস্তাবেজ
[PUBLIC DOCUMENTS]
(ধারা ৭৪ থেকে ধারা ৭৮)

দস্তাবেজের ব্যাপারে প্রাক্-প্রত্যয়
[PRESUMPTIONS AS TO DOCUMENTS]
(ধারা ৭৯ থেকে ধারা ৯০)

অধ্যায় ঃ ছয়

দস্তাবেজী সাক্ষ্য দ্বারা মৌখিক সাক্ষ্য বর্জন বিষয়ে
[OF THE EXCLUSION OF ORAL BY DOCUMENTARY EVIDENCE]

(ধারা ৯১ থেকে ধারা ১০০)

খণ্ড ঃ তিন

সাক্ষ্য পেশ করা ও প্রভাব

[PRODUCTION AND EFFECT OF EVIDENCE]

(ধারা ১০১ থেকে ধারা ১৬৭)

অধ্যায় ঃ সাত

প্রমাণের ভার বিষয়ে

[OF THE BURDEN OF PROOF]

(ধারা ১০১ থেকে ধারা ১১৪ক)

অধ্যায় ঃ আট

স্বকীয়-কার্যজনিত বাধা (বাদ-বন্ধ)

[ESTOPPEL]

(ধারা ১১৫ থেকে ধারা ১১৭)

অধ্যায় ঃ নয়

সাক্ষীদের বিষয়ে

[OF WITNESSES]

(ধারা ১১৮ থেকে ধারা ১৩৪)

অধ্যায় ঃ দশ
সাক্ষীদের পরীক্ষা বিষয়ে
[OF THE EXAMINATION OF WITNESSES]

(ধারা ১৩৫ থেকে ধারা ১৬৬)

ধারা	বিষয়	পৃষ্ঠা

অধ্যায় ঃ এগার

সাক্ষ্যের অসঙ্গত গ্রহণ ও অগ্রহণ বিষয়ে
[OF IMPROPER ADMISSION AND REJECTION OF EVIDENCE]

(ধারা ১৬৭)

ভারতীয় উত্তরাধিকার অধিনিয়ম, ১৯২৫
[THE INDIAN SUCCESSION ACT, 1925]
(৩০ সেপ্টেম্বর, ১৯২৫ সালের ৩৯নং অধিনিয়ম)
[Act No. 39 of 1925]

ভাগ : এক

প্রস্তাবনা
[PRELIMINARY]

(ধারা ১ থেকে ধারা ৩)

ভাগ : দুই

স্থায়ী বাসস্থান বিষয়ে
[OF DOMICILE]

(ধারা ৪ থেকে ধারা ১৯)

ভাগ ঃ তিন
বিবাহ
[MARRIAGE]
(ধারা ২০ থেকে ধারা ২২)

ভাগ ঃ চার
রক্তের সম্বন্ধ যুক্ত (সগোত্র) বিষয়ে
[OF CONSANGUINITY]
(ধারা ২৩ থেকে ধারা ২৮)

ভাগ ঃ পাঁচ

উইল না করে মারা যাওয়া ব্যক্তির উত্তরাধিকার
[INTESTATE SUCCESSION]

(ধারা ২৯ থেকে ধারা ৫৬)

অধ্যায় ঃ এক

প্রস্তাবনা
[PRELIMINARY]

(ধারা ২৯ ও ধারা ৩০)

অধ্যায় ঃ দুই

পারসিকদের ক্ষেত্র ছাড়া উইল না করে মৃত ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে নিয়মাবলী
[RULES IN CASES OF INTESTATES OTHER THAN PARSIS]

(ধারা ৩১ থেকে ধারা ৪৯)

ধারা	বিষয়	পৃষ্ঠা

পৈত্রিক বংশধর হলে বণ্টন
[DISTRIBUTION WHERE THERE ARE LINEAL DISCENDANTS]

পৈত্রিক বংশধর না হলে বণ্টন
[DISTRIBUTION WHERE THERE ARE NO LINEAL DESCENDANTS]

অধ্যায় ঃ দুই

উইল ও ক্রোড়পত্র বিষয়ে

[OF WILLS AND CODICILS]

(ধারা ৫৯ থেকে ধারা ৬২)

অধ্যায় ঃ তিন

বিশেষাধিকার রহিত উইলের নির্বাহ বিষয়ে

[OF THE EXECUTION OF UNPRIVILEGED WILLS]

(ধারা ৬৩ ও ধারা ৬৪)

অধ্যায় ঃ চার

বিশেষাধিকার সম্পন্ন উইলের বিষয়ে

[OF PRIVILEGED WILLS]

(ধারা ৬৫ ও ধারা ৬৬)

অধ্যায় ঃ পাঁচ

উইলের প্রত্যায়ন, প্রত্যাহরণ (প্রতিসংহরণ) পরিবর্তন ও পুনঃপ্রবর্তন বিষয়ে

[OF THE ATTESTATION, REVOCATION ALTERATION AND REVIVAL OF WILLS]

(ধারা ৬৭ থেকে ধারা ৭৩)

অধ্যায় ঃ ছয়

উইলের ব্যাখ্যা (অর্থায়ন) বিষয়ে

[OF THE CONSTRUCTION OF WILLS]

(ধারা ৭৪ থেকে ধারা ১১১)

অধ্যায় ঃ সাত

বাতিল দানপত্র (উইল) বিষয়ে

[OF VOID BEQUESTS]

(ধারা ১১২ থেকে ধারা ১১৮)

অধ্যায় ঃ আট

উইলের সম্পত্তি অধিকারে আসা বিষয়ে

[OF THE VESTING OF LEGACIES]

(ধারা ১১৯ থেকে ধারা ১২১)

অধ্যায় ঃ নয়

গুরুভার সম্পন্ন দানপত্র বিষয়ে

[OF ONEROUS BEQUESTS]

(ধারা ১২২ ও ধারা ১২৩)

অধ্যায় ঃ দশ
সাপেক্ষ (সমাশ্রিত) দানপত্র বিষয়ে
[OF CONTINGENT BEQUESTS]
(ধারা ১২৪ ও ধারা ১২৫)

অধ্যায় ঃ এগার
শর্তাধীন দানপত্র (বা উইল)
[OF CONDITIONAL BEQUESTS]
(ধারা ১২৬ থেকে ধারা ১৩৭)

অধ্যায় ঃ বারো

প্রযোজ্য হওয়ার ব্যাপারে বা উপভোগের ব্যাপারে নির্দেশাদিসহ দানপত্র বিষয়ে

[OF BEQUESTS WITH DIRECTIONS AS TO APPLICATION OR ENJOYMENT]

(ধারা ১৩৮ থেকে ধারা ১৪০)

অধ্যায় ঃ তেরো

কোনো নির্বাহককে দানপত্র বিষয়ে

[OF BEQUESTS TO AN EXECUTOR]

(ধারা ১৪১)

অধ্যায় ঃ চৌদ্দ

সুনির্দিষ্ট উইলের সম্পত্তি

[OF SPECIFIC LEGACIES]

(ধারা ১৪২ থেকে ধারা ১৪৯)

অধ্যায় ঃ পনেরো

প্রদর্শিত (বা প্রকটিত) দানপত্রের সম্পত্তি বিষয়ে

[OF DEMONSTRATIVE LEGACIES]

(ধারা ১৫০ ও ধারা ১৫১)

অধ্যায় ঃ ষোল

দানপত্রের (সম্পত্তির) বিভাজন (বিখণ্ডন) বিষয়ে

[OF ADEMPTION LEGACIES]

(ধারা ১৫২ থেকে ধারা ১৬৬)

ধারা	বিষয়	পৃষ্ঠা

অধ্যায় ঃ সতেরো

কোনো দানপত্রের বিষয়-বস্তুর ব্যাপারে দায়িত্ব পরিশোধ বিষয়ে
[OF THE PAYMENT OF LIABILITIES IN RESPECT OF THE SUBJECT OF A BEQUEST]

(ধারা ১৬৭ থেকে ধারা ১৭০)

অধ্যায় ঃ আঠেরো

সাধারণ শব্দে বর্ণিত জিনিসপত্রের দানপত্র বিষয়ে
[OF BEQUESTS OF THINGS DESCRIBED ON GENERAL TERMS]

(ধারা ১৭১)

অধ্যায় ঃ উনিশ

নিধির সুদ বা নিধি থেকে পাওয়া অর্থের দানপত্র বিষয়ে
[OF BEQUESTS OF THE INTEREST OR PRODUCE OF A FUND]

(ধারা ১৭২)

অধ্যায় ঃ কুড়ি

বার্ষিক আয়ের দানপত্র বিষয়ে
[OF BEQUESTS OF ANNUITIES]

(ধাবা ১৭৩ থেকে ধারা ১৭৬)

অধ্যায় ঃ একুশ

পাওনাদার এবং অংশপ্রাপকদের দানপত্রের ভূ-সম্পত্তি বিষয়ে

[OF LEGACIES TO CREDITOR'S PORTIONERS]

(ধারা ১৭৭ থেকে ধারা ১৭৯)

অধ্যায় ঃ বাইশ

নির্বাচন

[OF ELECTION]

(ধারা ১৮০ থেকে ধারা ১৯০)

অধ্যায় ঃ তেইশ

মৃত্যু আসন্ন মনে করে কৃত দান

[OF GIFTS IN CONTEMPLATION OF DEATH]

(ধারা ১৯১)

ভাগ ঃ সাত

মৃত ব্যক্তির সম্পত্তি সংরক্ষণ

[PROTECTION OF PROPERTY OF DECEASED]

(ধারা ১৯২ থেকে ধারা ২১০)

ভাগ : আট

উত্তরাধিকারের ওপর মৃত ব্যক্তির সম্পত্তির জন্য প্রতিনিধি অধিকার

[REPRESENTATIVE TITLE TO PROPERTY OF DECEASED ON SUCCESSION]

(ধারা ২১১ থেকে ধারা ২১৬)

ভাগ : নয়

প্রোবেট, প্রশাসন-পত্র এবং মৃত-ব্যক্তির পরিসম্পদের প্রশাসন

[PROBATE, LETTERS OF ADMINISTRATION AND ADMINISTRATION OF ASSETS OF DECEASED]

(ধারা ২১৭)

অধ্যায় ঃ এক

প্রোবেট এবং প্রশাসন-পত্রের অনুদান বিষয়ে
[OF GRANT OF PROBATE AND LETTERS OF ADMINISTRATION]

(ধারা ২১৮ থেকে ধারা ২৩৬ক)

ব্যতিক্রম সহ অনুদান
[GRANTS WITH EXCEPTION]
(ধারা ২৫৫ ও ধারা ২৫৬)

অবশিষ্টের (অবশেষের) অনুদান
[GRANTS FOR THE REST]
(ধারা ২৫৭)

অপ্রশাসিত বিষয়-বস্তুর অনুদান
[GRANTS OF EFFECTS UNADMINISTERED]
(ধারা ২৫৮ থেকে ধারা ২৬০)

অধ্যায় ঃ তিন
অনুদানের পরিবর্তন এবং প্রত্যাহরণ
[ALTERATION AND REVOCATION OF GRANTS]
(ধারা ২৬১ থেকে ধারা ২৬৩)

ধারা	বিষয়	পৃষ্ঠা

অধ্যায় ঃ চার

প্রোবেট ও প্রশাসন-পত্রের অনুদান এবং প্রত্যাহরণের পদ্ধতি বিষয়ে

[OF THE PRACTICE IN GRANTING AND REVOKING PROBATES AND LETTERS OF ADMINISTRATION]

(ধারা ২৬৪ থেকে ধারা ৩০২)

অধ্যায় ঃ পাঁচ

নিজেদের দোষে নির্বাহক বিষয়ে

[OF EXECUTORS OF THEIR OWN WRONG]

(ধারা ৩০৩ ও ধারা ৩০৪)

ধারা	বিষয়	পৃষ্ঠা

অধ্যায় ঃ ছয়

নির্বাহক বা প্রশাসকের ক্ষমতা বিষয়ে

[OF THE POWERS OF AN EXECUTOR OR ADMINISTRATOR]

(ধারা ৩০৫ থেকে ধারা ৩১৫)

অধ্যায় ঃ সাত

নির্বাহক বা প্রশাসকের কর্তব্য বিষয়ে

[OF THE DUTIES OF AN EXECUTOR OR ADMINISTRATOR]

(ধারা ৩১৬ থেকে ধারা ৩৩১)

অধ্যায় ঃ আট

নির্বাহক বা প্রশাসক দ্বারা দানপত্র সম্পত্তির জন্য অনুমতি

[OF ASSET TO A LEGACY BY EXECUTOR OR ADMINISTRATOR]

(ধারা ৩৩২ থেকে ধারা ৩৩৭)

অধ্যায় ঃ নয়

বাৎসরিক আয় পরিশোধ এবং প্রভাজন (অংশ ভাগ) বিষয়ে

[OF THE PAYMENT AND APPORTIONMENT OF ANNUITIES]

(ধারা ৩৩৮ থেকে ধারা ৩৪০)

অধ্যায় ঃ দশ

দানপত্রের ভূ-সম্পত্তির ব্যবস্থা করার জন্য নিধি বিনিয়োগ বিষয়ে

[OF THE INVESTMENT OF FUNDS TO PROVIDE FOR LEGACIES]

(ধারা ৩৪১ থেকে ধারা ৩৪৮)

অধ্যায় ঃ এগারো

দানপত্রের ভূ-সম্পত্তির উৎপাদন বা সুদ বিষয়ে

[OF THE PRODUCE INTEREST OF LEGACIES]

(ধারা ৩৪৯ থেকে ধারা ৩৫৫)

অধ্যায় ঃ বারো
দানপত্রের ভূ-সম্পত্তির প্রত্যার্পণ (প্রতিদায়) বিষয়ে
[OF THE REFUNDING OF LEGACIES]

(ধারা ৩৫৬ থেকে ধারা ৩৬৭)

ভাগ ঃ এগার

বিবিধ

[MISCELLANEOUS]

(ধারা ৩৯১ ও ধারা ৩৯২)

বাড়ি ভাড়া ও ভাড়াটিয়া আইন, ১৯৯৮
[HOUSE RENT & TENANCY ACT, 1998]

(১৯৯৮ সালে মহামান্য রাষ্ট্রপতি দ্বারা স্বাক্ষরিত)

নতুন বাড়ি ভাড়া আইন
(১৯৫৬ সালের আইন বাতিল)

বিষয় পৃষ্ঠা

বৃহৎ আইন জানুন

ভারতীয় দণ্ড-সংহিতা, ১৮৬০

(১৮৬০ সালের ৪৫ নং আইন)

THE INDIAN PENAL CODE, 1860

(ACT NO. 45 OF 1860)

• ভারতীয় দণ্ড-সংহিতা, ১৮৬০ •

(১৮৬০ সালের ৪৫ নং আইন)

THE INDIAN PENAL CODE, 1860

(ACT NO. 45 OF 1860)

অধ্যায় ঃ এক

CHAPTER : I

মুখবন্ধ

(Introduction)

(ধারা—১ থেকে ধারা—৫)

প্রস্তাবনা ঃ ভারতবর্ষের জন্য একটি সাধারণ দণ্ড সংহিতা প্রস্তুত করা সমীচীন, তাই তা নিম্নলিখিত ভাবে বিধিবদ্ধ করা হলো ঃ—

॥ ধারা ঃ ১ ॥ সংহিতার নাম এবং তার কাজের পরিধি [Title and extent of operation of the code]—এই আইনকে ভারতীয় দণ্ড সংহিতা (Indian Penal Code) বলে অভিহিত করা হবে এবং **জম্মু ও কাশ্মীর** রাজ্য ব্যতিরেকে সমগ্র ভারতবর্ষে প্রযোজ্য হবে।

॥ ধারা ঃ ২ ॥ ভারতের অভ্যন্তরে কৃত অপরাধের দণ্ড [Punishment of offences committed within India]—প্রত্যেক ব্যক্তি ভারতের অভ্যন্তরে এই সংহিতার প্রতিকূল প্রত্যেক কার্য সম্পাদন করার জন্য এবং বিরত থাকার জন্য দোষী হইলে এই সংহিতা মতে দণ্ডনীয় হবে, অন্য কোনো ভাবে নয়।

ব্যাখ্যা—(ক) উল্লিখিত ধারা মতে ভারতের অভ্যন্তরে যে কোনো নাগরিক সংহিতার অনুকূল নয়, এমন কোনো কাজ করবে অথবা ক্রিয়া সম্পাদনে বিরত/বিচ্যুত থাকবে অথবা বিলোপ সাধন করবে, তেমন প্রত্যেক ব্যক্তি এই সংহিতার আওতায় দণ্ডনীয় হবে।

(খ) উল্লিখিত প্রত্যেক ব্যক্তি কেবলমাত্র সংহিতারই আওতায় দণ্ড প্রাপ্ত হবে, অন্য কোনো ভাবে নয়।

(গ) এই ধারায় ব্যবহৃত 'প্রত্যেক ব্যক্তি' কথাটি লক্ষ্যণীয়। এর অর্থ, যে কোনো ধর্মের, বর্ণের, জাতির, পদমর্যাদার বা সম্প্রদায়ের হোক না কেন, এমন কি ভারতীয় নাগরিক বা বিদেশি, এই সংহিতার বিধান উল্লঙ্ঘন করলে অথবা বিধান সম্মত ক্রিয়া সম্পাদনে বিচ্যুতি ঘটালে, অথবা সম্পাদন থেকে বিবত থাকলে সংহিতাব আওতায় দণ্ডযোগ্য হবে।

(ঘ) এই বিধান উল্লঙ্ঘনের কাজ অথবা সম্পাদনে বিচ্যুতি-বিরতির কাজ মনে রাখবেন সেই ব্যক্তিকে ভারতবর্ষের মধ্যে যে কোনো এলাকায় করে থাকতে হবে। কিংবা করিয়ে থাকতে হবে। ভারতের বাইরে সম্পাদিত অপরাধের জন্য এই ধারা প্রযোজ্য হবে না; সেক্ষেত্রে ধারা ঃ ৩, ৪ ও ১০৮-এ দ্রষ্টব্য।

॥ ধারা ঃ ৩ ॥ ভারতের বাইরে সম্পাদিত অথচ ভারতের অভ্যন্তরে বিধি অনুসার বিচারণীয় হতে পারে—এমন অপরাধের দণ্ড সমূহ [Punishment of offences committed beyond, but which by law may be tried within India]—কোনো ব্যক্তি ভারতের বাইরে সম্পাদিত কোনো অপরাধের জন্য ভারতীয় আইনানুসার বিচারযোগ্য বা বিচারের অধীন হলে ভারতের বাইরে সম্পাদিত কোনো কাজের জন্য এই সংহিতার বিধান অনুসারে সেই একই ভাবে তার বিচার করা হবে যেন ভারতের অভ্যন্তরে থেকে সে ঐ কাজ সম্পাদন করেছে।

ব্যাখ্যা—অভিকথিত অপরাধটি সম্পাদন করার সময় ভারতীয় কোনো আদালতে দায়ী (amenable) ছিল এমন ব্যক্তির ক্ষেত্রেই এই ধারাটি প্রযোজ্য হবে।

॥ ধারা ঃ ৪ ॥ রাষ্ট্রের এলাকার বাইরে সম্পাদিত অপরাধের ক্ষেত্রে এই সংহিতার সম্প্রসারণ [Extension of Code to extra-territorial offences]—এই সংহিতার বিধানগুলো (১) ভারতের বাইরে ও ভারতের এলাকা নয় এমন কোনো স্থানে ভারতের কোনো নাগরিক কোনো অপরাধ করলে, (২) ভারতে নিবন্ধিত কোনো জাহাজ বা বিমানে—তা যেখানেই থাকুক অথবা অবস্থান করুক না কেন তার মধ্যস্থ কোনো ব্যক্তি কোনো অপরাধ সম্পাদন করলে, প্রযোজ্য হবে।

স্পষ্টীকরণ—এই ধারায় কথিত 'অপরাধ' শব্দের মধ্যে ভারতের বাইরে সম্পাদিত প্রতিটি কাজ পড়বে যেগুলো ভারতের মধ্যে করলে বা সম্পাদিত হলে এই সংহিতা অনুসারে দণ্ডযোগ্য হয়।

উদাহরণ—ক হলো একজন ভারতীয় নাগরিক। সে উগাণ্ডায় একটা খুন করল। তাকে ভারতের যে কোনো জায়গায় পাওয়া যাবে খুনের জন্য তার বিচার এবং খুনের জন্য দোষী বলে সাব্যস্ত করা যেতে পারে।

॥ ধারা ঃ ৫ ॥ নির্দিষ্ট কিছু বিধির ওপর এই সংহিতার বিধান প্রভাব ফেলবে না [Certain laws not to be affected by this Act]—এই আইনের কোনো কিছু ভারত সরকারের সেবায় নিযুক্ত কোনো আধিকারিক, সৈনিক, নৌ-সৈনিক, বায়ু-সৈনিকের বিদ্রোহ (Munity) এবং পলায়ন (desertion) কে দণ্ডিত করতে পারে এমন আইনের বিধানসমূহকে বা কোনো বিশেষ বা স্থানীয় আইনের বিধানসমূহকে প্রভাবিত করবে না।

ব্যাখ্যা—ভারত সরকারে নিযুক্ত বা কর্মরত আধিকারিক। সেনাবাহিনীতে নিযুক্ত ব্যক্তিদের জন্য—তা স্থল, নৌ বা বায়ু যাই হোক, যে সমস্ত আইন আছে সে গুলোকে অথবা বিশেষ আইনগুলোকে অথবা স্থানীয় আইনের বিধানগুলোকে এই আইন ক্ষুণ্ণ বা প্রভাবিত (effect) করবে না।

অধ্যায় ঃ দুই

CHAPTER ঃ II

সাধারণ ব্যাখ্যা

(General Explanations)

(ধারা—৬ থেকে ধারা—৫২-এ)

॥ ধারা ঃ ৬ ॥ সংহিতার সংজ্ঞাগুলি ব্যতিক্রম সাপেক্ষ বুঝতে হবে [Definitions in the code to be understood subject to exceptions]—এই সংহিতার সর্বত্র অপরাধের প্রত্যেকটি সংজ্ঞা দণ্ড বিষয়ক প্রত্যেকটি বিধান এবং এই রকম সংজ্ঞা বা দণ্ডবিষয়ক বিধানের প্রত্যেকটি উদাহরণ 'সাধারণ ব্যতিক্রম' (General exception) শীর্ষক অধ্যায়ে বিধৃত ব্যতিক্রম সাপেক্ষ বুঝতে হবে—যদিও এ ধরনের সংজ্ঞা, দণ্ড বিষয়ক বিধান অথবা উদাহরণে সেই সব ব্যতিক্রমের পুনরাবৃত্তি করা হয় নি।

উদাহরণ—(ক) এই সংহিতার ধারাগুলো, যাতে অপরাধের সংজ্ঞাগুলো বিধৃত আছে, বলে না যে, সাত বছরের কম বয়সের কোনো শিশু ঐ রকম অপরাধগুলো করতে পারে না। কিন্তু ঐ অপরাধের সংজ্ঞাগুলো মনে করতে হবে সেই ব্যতিক্রম সাপেক্ষ যাতে বিধান দেওয়া আছে যে সাত বছরের কম বয়সের কোনো শিশু কর্তৃক সম্পাদিত কোনো কিছুই অপরাধ নয়।

(খ) ক একজন পুলিশ অফিসার জ-নামক একজন হত্যাকারীকে গ্রেপ্তার করলেন ওয়ারেন্ট বা পরওয়ানা ছাড়াই। এক্ষেত্রে ক নামক পুলিশ অফিসারটি বে-আইনি আটকের (Wrongful confinement-র) অপরাধে অপরাধী হবেন না। তার কারণ তিনি জ কে গ্রেপ্তার করতে আইন দ্বারা বাধ্য এবং তাই ব্যাপারটি সাধারণ ব্যতিক্রমের মধ্যে পড়ে। যেখানে বিধান দেওয়া আছে যে, 'আইনের দ্বারা বাধ্য হয়ে কোনো ব্যক্তি কোনো কাজ সম্পাদন করলে তা অপরাধ বলে গণ্য হবে না।'

ব্যাখ্যা—পুলিশ অফিসারটির কাছে প্রয়োজনীয় ওয়ারেন্ট ছিল না, ঠিকই কিন্তু একজন পুলিশ অফিসারকে আইন বাধ্য করে হত্যাকারীকে হাতে পেলে গ্রেপ্তার করতে। সেক্ষেত্রে গ্রেপ্তারি পরওয়ানা না থাকলেও তিনি বে-আইনি আটক করার অপরাধে অপরাধী হবেন না।

॥ ধারা ঃ ৭ ॥ একবার ব্যাখ্যাকৃত পদের ভাব [Sense of expression once explained]—এই সংহিতার কোনো অংশে ব্যাখ্যাত হয়েছে এমন প্রত্যেকটি পদ এই সংহিতার প্রত্যেকটি অংশে সেই ব্যাখ্যার অনুরূপই ব্যবহার করা হয়েছে।

ব্যাখ্যা—এই সংহিতায় ব্যবহার করা হয়েছে এমন কিছু প্রধান প্রধান শব্দের ব্যাখ্যা ও সংজ্ঞা এই অধ্যায়ে দেওয়া হয়েছে। ব্যবহারের সময় ঐ শব্দগুলির অর্থ এই সংহিতার সর্বত্র ঐ ব্যাখ্যা ও সংজ্ঞার অনুরূপ বা মোতাবেকই হবে।

॥ ধারা ঃ ৮ ॥ লিঙ্গ [Gender]—'সে'/'তিনি' (He) সর্বনামটি ও তার প্রকৃত

প্রত্যয়ান্ত শব্দগুলো (derivatives) যে কারো সম্পর্কে—তা সে পুরুষ বা নারী যেই হোক, ব্যবহৃত হয়েছে।

ব্যাখ্যা—এই সংহিতার যেখানে যেখানে সে, তিনি, তার, তাঁর, তাদের, তাঁদের, তারা, তাঁরা ইত্যাদি শব্দগুলো ব্যবহৃত হয়েছে সেখানে সেখানে সেগুলো স্ত্রী বা পুরুষ যে কোনো লিঙ্গকেই বুঝাবে। অর্থাৎ পুরুষ বা স্ত্রী লোককে আলাদা করে চিহ্নিত করা হয় নি। 'সে' বলতে তা পুরুষও হতে পারে, কোনো নারীও হতে পারে।

॥ ধারা : ৯ ॥ বচন [Number]—যতক্ষণ নির্দিষ্ট প্রসঙ্গ থেকে ভিন্নরূপ প্রতীয়মান না হচ্ছে ততক্ষণ এক বচন দ্যোতক শব্দগুলো বহুবচন এবং বহুবচন দ্যোতক শব্দ গুলো একবচনকেও বুঝাবে।

॥ ধারা : ১০ ॥ 'লোক', 'স্ত্রীলোক' ['Man', 'Woman',]—'লোক' শব্দের দ্বারা যে কোনো বয়সের পুরুষকে এবং 'স্ত্রী লোক' শব্দের দ্বারা যেকোনো বয়সের মহিলাকে বুঝাবে।

॥ ধারা : ১১ ॥ 'ব্যক্তি' [Person]—'ব্যক্তি' শব্দ বলতে যে কোনো কোম্পানি, সঙ্ঘ বা ব্যক্তি সভাকেও বুঝায়—তা নিগমবদ্ধ হোক বা না হোক।

॥ ধারা : ১২ ॥ 'জনসাধারণ' [Public]—'জনসাধারণ'—এই শব্দটি যে কোনো শ্রেণীর জনসাধারণ বা যে কোনো সম্প্রদায়কে (Community) বুঝাবে।

॥ ধারা : ১৩ ॥ ['রানি'-র সংজ্ঞা] বিধি-অভিযোজন আদেশ—1950 দ্বারা নিরসিত [(Definition of 'Queen') Rep. by The A. O. 1950]

॥ ধারা : ১৪ ॥ সরকারি কর্মচারি [Servant of Government]—'সরকারি কর্মচারি' শব্দ দ্বারা বুঝায় ভারত সরকারের অথবা সরকারের প্রাধিকার কর্তৃক বহাল কৃত, ভারতের মধ্যে বহাল থাকা, নিযুক্ত অথবা নিয়োজিত করা যে কোনো আধিকারিক বা সেবক।

॥ ধারা : ১৫ ॥ ['ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া'র সংজ্ঞা] বিধি-অভিযোজন আদেশ—1937 দ্বারা নিরসিত [(Definition of 'British India'.) Rep. by The A.O. 1937]

॥ ধারা : ১৬ ॥ ['গভর্মেন্ট অব ইণ্ডিয়া'-র সংজ্ঞা] [ভারত সরকার] (ভারতীয় বিধি অভিযোজন) আদেশ, 1937 দ্বারা নিরসিত। [(Definition of Government of India') Rep. ibid.

॥ ধারা : ১৭ ॥ সরকার [Government]—'সরকার' বলতে বুঝায় কেন্দ্রীয় সরকার বা যে কোনো একটি রাজ্যের রাজ্য সরকার।

॥ ধারা : ১৮ ॥ ভারত [India]—'ভারত' বলতে জম্মু-কাশ্মীর রাজ্য ছাড়া ভারতের এলাকাকে বুঝাবে।

॥ ধারা : ১৯ ॥ বিচারক [Judge]—'বিচারক' বলতে শুধুমাত্র সরকারিভাবে 'বিচারক' আখ্যা দেওয়া হয়েছে এমন প্রত্যেক ব্যক্তিকেই বুঝাবে তা নয়, তাঁদের প্রত্যেককেও বুঝাবে যাঁরা—

আইনের দ্বারা ক্ষমতাপ্রাপ্ত হয়ে দেওয়ানী বা ফৌজদারী কোনো মামলায় চূড়ান্ত রায় দিতে পারেন অথবা এমন রায় দিতে পারেন যার বিরুদ্ধে আপিল করা না হলে

চূড়ান্ত রায় হয় অথবা এমন রায় দিতে পারেন যদি তা অন্য কোনো কর্তৃপক্ষ (প্রাধিকারী) অনুমোদন করেন তবে তা চূড়ান্ত রায় হবে অথবা যিনি এমন কোনো ব্যক্তিগোষ্ঠী বা ব্যক্তি সভার সদস্য যে সভা বা গোষ্ঠী আইন কর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত হয়ে তেমন রায় দিতে পারে।

উদাহরণ—(ক) ১৮৫৯ সালের ১০ নং আইনের অধীনে কোনো মামলায় বৈধ ক্ষমতা বা অধিক্ষেত্র প্রয়োগকারী কালেক্টর একজন বিচারক।

(খ) সেই ম্যাজিস্ট্রেটও বিচারক বলে গণ্য হবেন যিনি কোনো অভিযোগের (charge) ব্যাপারে আপিল সহ বা আপিল ব্যতিরেকে অর্থদণ্ড বা কারাদণ্ডে দণ্ডিত করার জন্য ক্ষমতা লাভ করেছেন।

(গ) মাদ্রাজ (অধুনা চেন্নাই) সংহিতার ১৮১৬ সালের ৭নং রেগুলেশনের অধীনে মামলা বিচার করার ও সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা আছে এমন পঞ্চায়েত সদস্যও একজন বিচারক।

(ঘ) কোনো অভিযোগের ব্যাপারে, যখন কোনো একজন ম্যাজিস্ট্রেট শুধুমাত্র বা অন্য কোনো আদালতে বিচারার্থে সোপর্দ করার ক্ষমতাপ্রাপ্ত তখন তিনি একজন বিচারক নন।

ব্যাখ্যা—সরকারিভাবে বিচারকের খেতাব পেয়ে থাকুন বা না থাকুন যদি কোনো ব্যক্তি বা ব্যক্তি সভার সদস্য কোনো দেওয়ানী বা ফৌজদারী মামলায় ১৯ ধারা মোতাবেক রায় দিতে পারেন তাহলে সেই ব্যক্তি বা ব্যক্তি সভার সদস্যকে বিচারক বলা হবে। আবার উপরোক্ত রায় দিতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত একজন পঞ্চায়েত সদস্যও (মাদ্রাজ সংহিতার ১৮১৬ সালের ৭ নং রেগুলেশনের অধীনে) একজন বিচারক হতে পারেন।

॥ ধারা : ২০ ॥ আদালত [Court of Justice]—আদালত বলতে বুঝায় এমন বিচারককে যিনি একাই বিচারিক ভাবে (to act Judicially alone) কাজ করতে আইন দ্বারা ক্ষমতা প্রাপ্ত হয়েছেন অথবা এমন বিচারক মণ্ডলীকে—যে মণ্ডলী একটি মণ্ডলীরূপে বিচারিক ভাবে কাজ করার জন্য ক্ষমতা প্রাপ্ত হয়েছে, যখন এমন বিচারক বা বিচারক মণ্ডলী বিচারিকভাবে কার্য সম্পাদন করছেন।

উদাহরণ—মাদ্রাজ সংহিতার ১৮১৬ সালের ৭ নং রেগুলেশন মোতাবেক মামলার বিচার করবার ও সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা সম্পন্ন একটি পঞ্চায়েত, যখন কর্ম সম্পাদন করছেন, তখন সেই পঞ্চায়েত একটি ধর্মাধিকরণ বা আদালত (a Court of Justice)।

॥ ধারা : ২১ ॥ রাজভৃত্য/লোক সেবক [Public Servant]—'লোকসেবক' বা 'রাজভৃত্য' বলতে বুঝায় এমন যে কোন ব্যক্তিকে যিনি নিম্ন প্রদত্ত বিবরণ সমূহের যে কোনো একটির মধ্যে পড়েন :

প্রথম—নিরসিত বা বাতিল হয়ে গেছে.

দ্বিতীয়—সরকারি সনদপ্রাপ্ত (Commissioned) ভারতীয় সেনাবাহিনী, নৌ-বাহিনী বা বিমান বাহিনীর প্রত্যেক আধিকারিক।

তৃতীয়—যে কোনো ব্যক্তি যিনি স্বয়ং বা কোনো ব্যক্তিসভার সদস্য হিসাবে কোনো মীমাংসা সংক্রান্ত কার্য সম্পাদনার্থ আইন কর্তৃক ক্ষমতা প্রাপ্ত করেছেন, তেমন ব্যক্তিসহ প্রত্যেক বিচারক।

চতুর্থ—কোনো আদালত বা ধর্মাধিকরণের প্রত্যেক আধিকারিক (যার মধ্যে লিকুইডেটর, রিসিভার অথবা কমিশনারও পড়েন) যাঁদের এমন আধিকারিক হওয়ার সুবাদে আইন বা তথ্যের কোনো ব্যাপারে তদন্ত করা বা রিপোর্ট করা অথবা কোনো প্রতিবেদন প্রস্তুত করা, সত্যতা প্রমাণ করা কিংবা রক্ষা করা অথবা কোনো সম্পত্তির দায়িত্ব বহন করা বা তার নিষ্পত্তি (dispose) করা অথবা কোনো বিচারিক প্রক্রিয়া (Judicial Process) সম্পাদন করা, কোনো শপথ গ্রহণ করানো বা ব্যাখ্যা করা অথবা আদালতে শৃঙ্খলা কায়েম রাখা এবং এমন প্রত্যেক ব্যক্তি যাদের এ ধরনের কর্তব্য সমূহের মধ্যে কোনো একটির পালন করার জন্য আদালত তাকে বিশেষ ভাবে অধিকার প্রদান করেছে।

পঞ্চম—কোনো আদালত বা লোক-সেবক (রাজভৃত্য)-কে সহায়তা করে এমন প্রত্যেক জুরি, নির্ধারক (assesor) অথবা পঞ্চায়েত সদস্য।

ষষ্ঠ— প্রত্যেক সালিস (arbitrator) বা অন্য ব্যক্তি যাঁকে কোনো আদালত বা অন্য কোনো যোগ্যতা সম্পন্ন সরকারি কর্তৃপক্ষ কোনো মামলা বা বিষয়ের মীমাংসা বা প্রতিবেদন দেবার জন্য প্রেরণ করেছেন।

সপ্তম—যে কোনো ব্যক্তিকে কয়েদ করতে বা কয়েদে রাখতে পারেন এমন ক্ষমতাপ্রাপ্ত পদাধিকারী।

অষ্টম—সরকারের আধিকারিক যাঁদের ঐ রকম আধিকারিক হিসাবে কর্তব্য হলো অপরাধ প্রতিরোধ করা, অপরাধের খবরা-খবর দেওয়া, অপরাধীকে বিচারাধীন করা, অথবা জনস্বাস্থ্য, জন-নিরাপত্তা, জনসাধারণের সুযোগ-সুবিধা সুরক্ষিত করা।

নবম—প্রত্যেক আধিকারিক, যাঁদের ঐ রকম আধিকারিক হওয়ার সুবাদে কর্তব্য হলো সরকারের পক্ষে কোনো সম্পত্তি গ্রহণ করা, প্রাপ্ত করা, রক্ষা করা, অথবা ব্যয় করা অথবা সরকারের পক্ষে জরিপ করা, পুঙ্খানুপঙ্খভাবে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা, মূল্য নির্ণয় করা বা চুক্তি সম্পাদন করা অথবা রাজস্ব-প্রক্রিয়া নির্বাহ করা অথবা সরকারের আর্থিক-স্বার্থ সংশ্লিষ্ট কোনো বিষয়ে তদন্ত করা বা তেমন কোনো বিষয়ের ওপর প্রতিবেদন বা রিপোর্ট দেওয়া অথবা সরকারের আর্থিক-স্বার্থ সম্পর্কিত কোনো দস্তাবেজ প্রস্তুত করা, সত্যতা প্রমাণিত করা, রেখে দেওয়া অথবা সরকারের আর্থিক স্বার্থ রক্ষার্থে কোনো আইনের উল্লঙ্ঘন প্রতিরোধ করা।

দশম—এমন প্রত্যেক আধিকারিক যাঁদের এমন আধিকারিক হওয়ার সুবাদে কর্তব্য হলো—

যে কোনো গ্রাম, শহর বা জেলার কোনো ধর্মনিরপেক্ষ সাধারণ উদ্দেশ্যে কোনো সম্পত্তি গ্রহণ করা, প্রাপ্ত করা, রাখা বা ব্যয় করা কোনো জরিপ কবা বা পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা অথবা মূল্য নির্ধারণ করা অথবা কোনো স্থানীয় কর বা রাজস্ব (Rate or tax) আরোপ (Levy) করা কিংবা কোনো গ্রাম, শহরে বা

জেলার প্রজাদের অধিকার নির্ণয়ার্থ কোনো দস্তাবেজ প্রস্তুত করা, সত্যতা প্রমাণ করা, অথবা রেখে দেওয়া।

একাদশ—প্রত্যেক ব্যক্তি যিনি এমন কোনো পদে আসীন যেখানে থাকার সুবাদে তিনি ভোটার তালিকা প্রস্তুত করতে, প্রকাশ করতে, কায়েম রাখতে অথবা পুনর্বিচার পূর্বক পরিবর্তন করতে অথবা নির্বাচন বা নির্বাচনের কোনো অংশ বিশেষ পরিচালনা করতে ক্ষমতা লাভ করেছেন।

দ্বাদশ—এমন প্রত্যেক ব্যক্তি, যিনি—

(ক) কোনো সরকারি কাজে (in the service) বা সরকারের বেতনে (in the pay) বহাল আছেন কিংবা কোনো সরকারি কৃত্য (Public duty) সম্পাদনের জন্য সরকারের কাছ থেকে ফি কমিশনের মাধ্যমে পারিশ্রমিক পান।

(খ) কোনো স্থানীয় প্রাধিকারী (কর্তৃপক্ষ) অথবা কেন্দ্র, প্রাদেশিক বা রাজ্যের আইনের দ্বারা অথবা তার অধীনে স্থাপিত নিগমের কিংবা কোম্পানি আইন, ১৯৫৬ (১৯৫৬-র ১ আইন)-র ৬১৭ ধারার বর্ণনা মতো সরকারি কোম্পানির কাজে রত আছেন বা তার বেতন ভোগ করছেন।

উদাহরণ—পৌর প্রতিষ্ঠানের কমিশনার লোক-সেবক বা রাজ-ভৃত্য বা পাবলিক সারভেন্ট।

স্পষ্টীকরণ (১) ঃ—উপরের বিবরণ সমূহের যে কোনোটির মধ্যে পড়েন এমন প্রত্যেক ব্যক্তিই রাজভৃত্য (বা লোকসেবক বা পাবলিক সারভেন্ট)—তা তিনি সরকারের দ্বারা নিযুক্ত হন বা না হন।

স্পষ্টীকরণ (২) ঃ—যেখানেই লোকসেবক বা রাজভৃত্য (Public Servant) কথাটি ব্যবহার করা হয়েছে সেখানেই ঐ কথাটির দ্বারা তেমন প্রত্যেক ব্যক্তিকেই বুঝতে হবে যিনি লোক-সেবক বা রাজভৃত্যের পদে অধিষ্ঠিত—তাঁর ঐ পদে অধিষ্ঠিত থাকার অধিকারের আইনগত দোষত্রুটি যাই থাকুক না কেন।

স্পষ্টীকরণ (৩) ঃ—'নির্বাচন' শব্দটি বলতে বুঝায় যে কোনো চরিত্র বিশিষ্ট যে কোনো বিধানিক (legislative), পৌর (municipal) অথবা অন্য সরকারি কর্তৃপক্ষের সদস্য বাছাই করার জন্য অনুষ্ঠিত যে কোনো নির্বাচন, যাতে বাছাই করার পদ্ধতি কোনো আইন দ্বারা বা আইনের আওতায় নির্বাচন দ্বারা করতে হবে বলে নির্ধারিত আছে।

ব্যাখ্যা—লক্ষ্যণীয় প্রায় সব সরকারি কর্মচারি লোক সেবকের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত। অর্থাৎ দেখা যাচ্ছে প্রায় সব সরকারি কর্মচারি লোক-সেবক বা রাজভৃত্য কিন্তু সব লোক সেবক বা রাজভৃত্য বা পাবলিক সার্ভেন্ট, যেমন—পুর কমিশনার, জুরি নির্ধারক (assessor) সরকারি কর্মচারি বা 'সারভেন্ট অব গভর্ণমেণ্ট' নয়।

॥ ধারা ঃ ২২ ॥ অস্থাবর সম্পত্তি [Movable Property]–'অস্থাবর সম্পত্তি' কথাটির দ্বারা ভূমি ও ভূমি সংলগ্ন জিনিস " ভূমি সংলগ্ন কোনো জিনিসে স্থায়ীভাবে সংলগ্ন কোনো জিনিস ছাড়া অন্য সমস্ত রকমের মূর্ত সম্পত্তি বুঝাবে।

ব্যাখ্যা—গাছ, বাড়ি-ঘর, খনিজ পদার্থাদি, মাটি ইত্যাদি যা এক জায়গা থেকে

অন্য জায়গায় সরানো যায় না তা স্থাবর সম্পত্তি। অবশ্য একটা বাড়ি মাটি থেকে ধ্বসে পড়লে বা একটা বিশাল গাছ মাটি উপড়ে পড়লে (অর্থাৎ ভূমিচ্যুত হলে) তাও প্রায় অন্যত্র সরানো যায় না, কিন্তু তা অস্থাবর সম্পত্তি। যেহেতু সেগুলো আর ভূমি বা ভূমি সংলগ্ন কোনো কিছুর সঙ্গে সংযুক্ত থাকে না। অন্য দিকে যা ভূমি বা ভূমি সংলগ্ন কোনো কিছুর সঙ্গে স্থায়ীভাবে সংলগ্ন নয়, যা এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় সরানো যায়, তা অস্থাবর সম্পত্তি। যেমন—চেয়ার, টেবিল, খাট, বই, পেন, চশমা, টাকা পয়সা, জামাকাপড় গয়না-গাটি, টি.ভি. রেডিও ফ্রীজ, ভি.সি. আর, ভি. সি. পি. রত্নাদি, সৌখিন দ্রব্যাদি ইত্যাদি হলো অস্থাবর সম্পত্তি।

আরও একটা কথা স্থাবর সম্পত্তি ভূমিচ্যুত হলে বা ভূমি সংলগ্ন কোনো কিছু থেকে চ্যুত হলে তা অস্থাবর সম্পত্তি হয়ে যায় কিন্তু অস্থাবর সম্পত্তি স্থাবর হয় না।

এমন কি স্থাবর মাটিও কেটে এক জায়গায় স্তূপ করে রাখলে তা অস্থাবর সম্পত্তি হয়ে যায়।

॥ ধারা ঃ ২৩ ॥ অন্যায় লাভ [Wrongful gain]—আইনসঙ্গতভাবে কোনো অধিকার না থাকা সত্ত্বেও কেউ যদি কোনো সম্পত্তি অবৈধভাবে লাভ করে তাহলে তা **অন্যায় লাভ**।

অন্যায় ক্ষতি [Wrongful loss]—আইনসঙ্গত ভাবে অধিকার থাকা সত্ত্বেও যদি কেউ কোনো সম্পত্তি থেকে বঞ্চিতও হয় তাহলে তা হবে **অন্যায় ক্ষতি**।

অন্যায় ভাবে লাভ করা [Gaining wrongfully]—কোনো ব্যক্তি অন্যায় ভাবে অর্জন করলে বা অন্যায় ভাবে নিজের অধিকারে রাখলে তখন তা **অন্যায় ভাবে লাভ করা** বলে অভিহিত হয়।

অন্যায় ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া [Losing wrongfully]—যখন কোনো ব্যক্তিকে কোনো সম্পত্তি থেকে অন্যায় ভাবে দূরে সরিয়ে রাখা হয় অথবা অন্যায়ভাবে সেই সম্পত্তির ব্যবহার থেকে নিবৃত্ত রাখা হয় তখন তা **অন্যায়ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া** বলে অভিহিত হবে।

ব্যাখ্যা—(ক) অন্যায় বা অন্যায্য লাভের অর্থ শুধু অন্যায় অর্জনই নয়, কোনো সম্পত্তি অন্যায়ভাবে ধরে রাখাও হতে পারে। ধরা যাক ক রাস্তায় কিছু টাকা কুড়িয়ে পেয়ে কাউকে কিছু না বলে পকেটে রেখে দিল বা খরচ করে ফেলল। এক্ষেত্রে ক-এর অন্যায় লাভ হলো। আবার ধরা যাক ক-এর একটা বই কুড়িয়ে পেল যাতে বইয়ের মালিকের নাম-ঠিকানা লেখা আছে। কিন্তু ক ঐ বইটি সেই মালিকের কাছে ফেরত না দিয়ে বা তাকে না জানিয়ে নিজের বইয়ের আলমারিতে রেখে দিল। এক্ষেত্রে ঠিক ক-এর তেমন সরাসরি লাভ না হলেও অন্যায় ভাবে অপরের সম্পত্তি ধরে রাখার জন্য ক-এর অন্যায় বা অন্যায্য লাভ হলো।

(খ) **অন্যায্য লাভ** সাধারণতঃ **অন্যায় ক্ষতির** কারণ হয় কিন্তু **অন্যায় ক্ষতি অন্যায় লাভ** ঘটাবে তার কোনো নিশ্চয়তা নেই। যেমন গ রাস্তায় একটি মূল্যবান কাগজপত্র ও টাকা সহ একটা ব্যাগ কুড়িয়ে পেল এবং মালিকের নাম (ক) ব্যাগে থাকা সত্ত্বেও তাকে তা ফিরিয়ে দিল না। এক্ষেত্রে একদিকে গ অন্যায় ভাবে সম্পত্তি

ধরে রাখা, টাকা নেওয়ার জন্য অন্যায় লাভ করল, অন্য দিকে ক-এর অন্যায় ক্ষতিও হলো আবার গ যদি ব্যাগটা কুড়িয়ে পাশের পুকুরে ফেলে দিত তাহলেও ক-এর অন্যায় ক্ষতি হতো কিন্তু গ-এর কোনো অন্যায় লাভ হতো না।

॥ ধারা ঃ ২৪ ॥ অসৎভাবে [Dishonestly]—কোনো ব্যক্তির অন্যায় লাভ বা কোনো ব্যক্তির অন্যায় ক্ষতি-র অভিপ্রায় নিয়ে কারো কৃতকাজকে অসৎভাবে সম্পাদিত বলা হবে।

॥ ধারা ঃ ২৫ ॥ কপটতা পূর্বক [Fraudulently]—কোনো ব্যক্তি কোনো কাজ কপটতা পূর্বক করেছে বলা হবে যখন সেই ব্যক্তি উক্ত কাজটি কপটতার অভিপ্রায় নিয়ে (with intent to defraud) করে, অন্য কোনো ভাবে নয়।

ব্যাখ্যা—কপটতাপূর্বক যার সঙ্গে কপটতা করা হলো তার ক্ষতির অভিপ্রায় নিয়ে কাজ করলে তা কপটতাপূর্বক (Fraudulently) করা হয়েছে বলা হবে। এক্ষেত্রে ক্ষতি আর্থিকও হতে পারে, অন্যবিধও হতে পারে।

॥ ধারা ঃ ২৬ ॥ বিশ্বাস করার কারণ [Reason to believe]—কোনো ব্যক্তির কোনো বিষয় বিশ্বাস করার কারণ আছে বলা হবে যদি তার সেই বিষয় বিশ্বাস করার যথেষ্ট কারণ থেকে থাকে,—তাছাড়া অন্য কোনো ভাবে নয়।

॥ ধারা ঃ ২৭ ॥ স্ত্রী. করণিক বা ভৃত্যের দখলে থাকা সম্পত্তি [Property in possession of wife, clerk or servant]—যখন কোনো একজন ব্যক্তির সম্পত্তি তাঁর পক্ষে তার স্ত্রী, করণিক বা ভৃত্যের অধিকারে থাকে তখন এই বিধির অর্থ অনুযায়ী ঐ সম্পত্তি সেই ব্যক্তির অধিকারে আছে বলে ধরা হবে।

স্পষ্টীকরণ—সাময়িকভাবে অথবা কোনো বিশেষ উপলক্ষে করণিক বা সেবক হিসাবে নিয়োজিত কোনো ব্যক্তি এই ধারার অর্থানুযায়ী একজন করণিক বা ভৃত্য।

ব্যাখ্যা—মালিকের স্ত্রী, করণিক (ক্লার্ক) বা ভৃত্যের হেফাজতে বা দখলে বা অধিকারে মালিকের কোনো সম্পত্তি থাকলে তা মালিকেরই অধিকারে আছে বলে ধরা হবে। কানাই রতনবাবুর কর্মচারি বা ভৃত্য, রতনবাবুর গ্রামের স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি কানাই দেখাশোনা করে, রতনবাবু শহরে থাকেন। এক্ষেত্রে ঐ সম্পত্তি কানাই ভোগ করলেও অর্থাৎ রতনবাবুর সম্পত্তি কানাইয়ের কাছে থাকলেও ঐ সম্পত্তি রতনবাবুর অধিকারেই আছে বলে ধরা হবে।

॥ ধারা ঃ ২৮ ॥ নকলকরণ/অনুরূপীকরণ [Counterfeit]—যদি কোনো ব্যক্তি অন্য কোনো জিনিসের সদৃশ কোনো জিনিস আগের জিনিসের অনুরূপীকরণের দ্বারা প্রতারণা করতে বা এটা জেনে যে তার দ্বারা প্রতারণা করা সম্ভব, তৈরি করে তাহলে ঐ ব্যক্তি অনুকৃতি (নকল) করেছে বলা হবে।

স্পষ্টীকরণ (১) ঃ—অনুরূপীকরণের জন্য হুবহু নকল হতে হবে তার কোনো মানে নেই।

স্পষ্টীকরণ (২) ঃ—কোনো ব্যক্তি যখন কোনো জিনিসের অনুকরণে

অনুরূপ কোনো জিনিস তৈরি করে এবং ঐ অনুকরণ কৃত জিনিসটি এমন হয় যে তার দ্বারা কোনো ব্যক্তি ধোকা খেতে পারে বা প্রতারিত হতে পারে—তেমন ক্ষেত্রে যতক্ষণ না ভিন্নরূপ কিছু প্রমাণিত হচ্ছে ততক্ষণ এটা প্রাক্ প্রত্যয় করা হবে যে—সেই ব্যক্তি অনুরূপীকরণ করেছে ঐ রকম মিল সৃষ্টির দ্বারা প্রতারণা করার উদ্দেশ্যে কিংবা প্রতারিত হওয়ার সম্ভাবনা আছে এটা জেনেই।

॥ ধারা ঃ ২৯ ॥ দস্তাবেজ (দলিল) [Document]—**দস্তাবেজ** বলতে বুঝায় যে কোনো বস্তুর ওপর অক্ষর, সংখ্যা বা চিহ্নাদি দিয়ে অথবা ঐ সমস্ত পদ্ধতিসমূহের একাধিক পদ্ধতি দ্বারা অভিব্যক্ত বা বর্ণিত যে কোনো বিষয় যা ঐ বিষয়ের সাক্ষ্যরূপে ব্যবহৃত হবে বলে উদ্দীষ্ট বা যা ঐ বিষয়ের সাক্ষ্যরূপে ব্যবহৃত হতে পারে।

স্পষ্টীকরণ (১) ঃ—কি উপায়ের বা কোন পদার্থের ওপর অক্ষর, সংখ্যা বা চিহ্নাদি অঙ্কিত হয়েছে অথবা ঐ সাক্ষ্যটি কোনো আদালতে প্রকাশের উদ্দেশ্যে করা হয়েছে কিনা বা তা আদালতে ব্যবহার করা যায় কিনা তা অবান্তর।

উদাহরণ—কোনো চুক্তির শর্তাবলী প্রকাশ করে এমন লিখন যা ঐ চুক্তির সাক্ষ্য হিসাবে ব্যবহার করা যেতে পারে, তা একটি দস্তাবেজ।

ব্যাঙ্কারের ওপর কাটা কোনো চেক একটি দস্তাবেজ। মোক্তারনামা একটি দস্তাবেজ।

মানচিত্র বা নক্শা যা সাক্ষ্যরূপে ব্যবহারের অভিপ্রায় আছে অথবা যা ব্যবহার করা যেতে পারে, তা একটি দস্তাবেজ। কোনো লিখন, যাতে আদেশ বা নির্দেশাদি আছে, তা একটি দস্তাবেজ।

স্পষ্টীকরণ (২) ঃ—অক্ষর, সংখ্যা বা চিহ্নাদি দ্বারা যা কিছুই বাণিজ্যিক বা অন্য প্রথানুসার ব্যাখ্যা করার পর অভিব্যক্ত হয় তা এই ধারার অর্থের অন্তর্গত এধরনের অক্ষর, সংখ্যা বা চিহ্নাদি দ্বারা অভিব্যক্ত হওয়া বুঝতে হবে। বস্তুত তা অভিব্যক্ত নাও করা হতে পারে।

উদাহরণ—ক তাঁর আদেশ মতো প্রদেয় একটি হুণ্ডির (Bill of exchange) পেছনে তার নাম সই করলেন। বাণিজ্যিক প্রথানুসার যেভাবে ব্যাখাত হয়েছে সেই মতো এই পৃষ্ঠাঙ্কনের অর্থ হলো যে এই হুণ্ডির টাকা ধারককে দেওয়া হোক্। এই পৃষ্ঠাঙ্কন একটা দস্তাবেজ এবং এর অর্থ সেই মতোই মনে করতে হবে যেন স্বাক্ষরের ওপরে 'ধারককে প্রদেয়' কথাটি বা তার সমার্থক শব্দাবলী লেখা আছে।

॥ ধারা ঃ ৩০ ॥ মূল্যবান প্রতিভূতি [Valuable Security]—**মূল্যবান প্রতিভূতি** কথাটির দ্বারা বুঝায় একটি দস্তাবেজ, যা এমন একটি দস্তাবেজ বা দস্তাবেজের মতো বস্তু যার দ্বারা বৈধিক অধিকার সৃষ্ট হয়, সম্প্রসারিত হয়, হস্তান্তরিত হয়, সঙ্কুচিত হয়, নির্বাপিত করা হয়, মুক্ত হয় বা যার দ্বারা কোনো ব্যক্তি জ্ঞাপন করে যে, সে কোনো বৈধিক দায়িত্বের অধীনস্থ অথবা তার কোনো নির্দিষ্ট বৈধিক অধিকার নাই।

উদাহরণ—ক একটি হুণ্ডির পেছনে তার নাম স্বাক্ষর করে। যেহেতু এই পৃষ্ঠাঙ্কনের অর্থ দাঁড়াল ঐ হুণ্ডির অধিকার সেই ব্যক্তিটির নিকট হস্তান্তরিত করা যে এটার বিধিসম্মত ধারক হতে পারে সেহেতু এই পৃষ্ঠাঙ্কন একটি মূল্যবান প্রতিভূতি।

॥ ধারা ঃ ৩১ ॥ একটি ইচ্ছাপত্র/উইল [A Will]—একটি ইচ্ছাপত্র বা উইল শব্দটি যে কোনো সাক্ষ্যমূলক দস্তাবেজকে বুঝায়।

॥ ধারা ঃ ৩২ ॥ কার্যাদির নির্দেশক শব্দাবলীর অন্তর্গত হবে কার্য সম্পাদনে অবৈধ বিরতি [Words referring to acts include illegal omissions]—এই সংহিতার প্রত্যেক অংশে প্রসঙ্গ থেকে কোনো একটি ভিন্নরূপ অভিপ্রায় প্রকাশিত হলে যে সব শব্দ সম্পাদিত কার্য উল্লেখ করে তা কার্যাদি করা থেকে অবৈধ বিরতিও নির্দেশ করে।

ব্যাখ্যা—যে কাজ সম্পাদন করা আইনসম্মত সেই কাজ থেকে উদ্দেশ্য-প্রণোদিত ভাবে বিরত থাকলে বা সম্পাদনে ত্রুটি করলে সেটিও এই বিধির অর্থানুযায়ী কাজ করা বুঝাবে।

॥ ধারা ঃ ৩৩ ॥ কার্য, বিরতি [Act, Omission]—'কার্য' শব্দটি কার্যাবলীর তেমনই দ্যোতক যেমন একটি কার্য, 'বিরতি' শব্দটি বিরতি মালার তেমনই দ্যোতক যেমন একটি বিরতি।

ব্যাখ্যা—'কাজ' বলতে একটিমাত্র কাজ বা কার্যাবলী উভয়কেই বুঝায়। কাজে বিরতি-বা ত্রুটি বলতে একটি মাত্র বিরতি বা ত্রুটি এবং বিরতিমালা বা ধারাবাহিক ত্রুটিও বুঝায়।

॥ ধারা ঃ ৩৪ ॥ সাধারণ অভিপ্রায় সাধনে বেশ কিছু ব্যক্তির দ্বারা সম্পাদিত কার্য [Acts done by several persons in furtherance of common intention]—যখন বেশ কিছু ব্যক্তি তাদের সাধারণ অভিপ্রায়ের অনুসরণে কোনো একটি অপরাধ মূলক কাজ করে তখন ঐ ব্যক্তিদের প্রত্যেককেই ঐ কাজটি সে একা করলে যেভাবে দায়ী হয় সেই ভাবে দায়ী হবে।

ব্যাখ্যা—সাধারণ উদ্দেশ্য বা সাধারণ অভিপ্রায় বা সাধারণ লক্ষ্য বা সাধারণ পরিকল্পনা (Common intention)—অপরাধ কিনা তা দেখা দরকার। এছাড়া সাধারণ উদ্দেশ্য কথাটির তাৎপর্যও বুঝা দরকার।

সাধারণ উদ্দেশ্যও সম উদ্দেশ্যের মধ্যে পার্থক্য আছে। সাধারণ উদ্দেশ্য হলো কমন ইনটেনশন (Common intention) এবং সম-উদ্দেশ্য হলো সেম ইনটেনশন (Same intention) যেমন—ক ও খ দু'জনের উদ্দেশ্য হলো গ-কে অপহরণ করা। কিন্তু এক্ষেত্রে ক, খ-এর উদ্দেশ্য জানে না আবার খ, ক-এর উদ্দেশ্য জানে না। তাই এখানে উভয়ের 'সম উদ্দেশ্য' থাকলেও সাধারণ উদ্দেশ্য আছে বলা যাবে না। সাধারণ উদ্দেশ্য হতে গেলে উভয়কে উভয়ের উদ্দেশ্য জানতে হবে।

আবার স্বপন, তপন, বাচ্চু, লালু, রাজা, টুবলু, পক্ষা, ছোটকা এই আটজন মিলে একটা ব্যাঙ্ক ডাকাতি করতে গেল। স্বপন আর তপন বাইরে গেটে পাহারায় থাকল, যাতে কেউ ভেতরে ঢুকতে না পারে। বাচ্চু থাকল রাস্তায় তাদের অ্যামবাসাডার নিয়ে, লালু, রাজা, ব্যাঙ্কের ভেতরের লোকজনদের দিকে রিভলভার উঁচিয়ে থাকল, যাতে কেউ চিৎকার চেঁচামেচি না করে। টুবলু ব্যাঙ্কের ম্যানেজার এবং অন্যান্য ব্যাঙ্ক কর্মচারিদের নিয়ে গিয়ে একটা কোণায় দাঁড় করিয়ে রাখল, পক্ষা আর ছোটকা দু'জনে ক্যাশ থেকে চটপট টাকা লুট করে ব্যাগে ভরে নিল।

এখানে আটজনই ভিন্ন ভিন্ন কাজের মাধ্যমে তাদের 'সাধারণ উদ্দেশ্য' ব্যাঙ্ক ডাকাতির কাজটি সম্পন্ন করেছে। তাই ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩৪ ধারা মতে শুধু পঞ্চা আর ছোট্কাকেই নয় (যারা টাকা লুট করেছে) ঐ আটজনকেই সমান ভাবে দায়ী করা হবে। এবং এমনভাবে দায়ী করা হবে যেন প্রত্যেকেই ঐ অপরাধটি করেছে।

॥ ধারা ঃ ৩৫ ॥ যখন এমন কোনো কাজ কোনো অপরাধমূলক জ্ঞান বা উদ্দেশ্য নিয়ে সম্পাদিত হয়েছে বলে অপরাধমূলক [When such an act is criminal by reason of its being done with a criminal knowledge or intention]— যখন কোনো কাজ, অপরাধজনক জ্ঞান ও উদ্দেশ্যে করার জন্যই অপরাধজনক হয় তেমন কাজ কয়েকজন মিলে সম্পাদন করলে তাদের মধ্যে প্রত্যেক ব্যক্তি যারা ঐ রকম জ্ঞান ও উদ্দেশ্যে ঐ কাজে সম্মিলিত হয়েছে, তারা তেমন ভাবেই দায়িত্বের অধীন যেন তারা সেই কাজটি ঐ জ্ঞান ও উদ্দেশ্য নিয়ে একাই করেছে।

॥ ধারা ঃ ৩৬ ॥ আংশিক কার্য সম্পাদন দ্বারা এবং আংশিক কার্য সম্পাদনে বিরতি দ্বারা সংঘটিত পরিণাম [Effect caused partly by act partly by omission]—যখন কোনো কার্য দ্বারা বা কার্য সম্পাদন থেকে বিরতির দ্বারা কোনো পরিণাম সৃষ্টি করা অথবা ঐ পরিণাম সৃষ্টির চেষ্টা করা অপরাধ তখন বুঝতে হবে যে আংশিক কাজ দ্বারা এবং আংশিকভাবে কার্য সম্পাদন থেকে বিরতির দ্বারা ঐ রকম পরিণাম সৃষ্টি করা একই অপরাধ।

উদাহরণ—ক ইচ্ছাকৃতভাবে য-এর মৃত্যু ঘটায়, আংশিকভাবে য-কে অবৈধভাবে খাদ্যদান থেকে বিরত থেকে এবং আংশিকভাবে য-কে প্রহার করে। এখানে ক য-কে হত্যা করেছে।

ব্যাখ্যা—লক্ষ্যণীয় যে, কাজ করে তো অপরাধ করা যায়-ই। কিন্তু কাজ না করেও অপরাধ করা যায় অর্থাৎ কাজ করা থেকে বিরত থাকলেও তা অপরাধ বলে গণ্য হতে পারে। উপরের উদাহরণে দেখা যাচ্ছে ক য-কে হত্যা করেছে খানিকটা অন্যায়ভাবে খেতে না দিয়ে এবং খানিকটা মারধর করে।

॥ ধারা ঃ ৩৭ ॥ যখন একাধিক কাজ দিয়ে একটি অপরাধ গঠিত তখন সেই কাজগুলির কোনো একটি কাজ করে ঐ অপরাধটির সম্পাদনে সহযোগিতা [Co-operation by doing one of several acts constituting an offence]— যখন কয়েকটি কাজ মিলে একটি অপরাধ সংঘটিত হয় তখন যে কেউ একজন একক ভাবে বা অন্য কোনো ব্যক্তি সহযোগে ইচ্ছাকৃতভাবে ঐ কাজগুলির যে কোনো একটি করে ঐ অপরাধটি সংঘটিত করতে সহযোগিতা করে তবে সেই ব্যক্তি ঐ অপরাধটি সম্পূর্ণ করেছে বলে ধরতে হবে।

উদাহরণ—(ক) ক ও খ দু'জনে য-কে বিভিন্ন সময়ে পৃথক পৃথক ভাবে অল্প অল্প মাত্রায় বিষ প্রয়োগ করে হত্যা করবে ঠিক করল। ক ও খ দু'জনে য-কে হত্যা করার উদ্দেশ্যে পরিকল্পনা মতো বিষ প্রয়োগ করল। য-এভাবে তাকে দেওয়া কয়েকটি বিষের মাত্রা সেবন করার পর মারা গেল। এখানে ক ও খ দুজনেই হত্যা করার জন্য ইচ্ছাকৃতভাবে সহযোগিতা করেছে। যেহেতু, দু'জনের প্রত্যেকেই এমন

কাজ করেছে যাতে য-এর মৃত্যু হয় তাই তারা প্রত্যেকেই সমানভাবে হত্যার অপরাধে অপরাধী, যদিও তাদের দু'জনের কাজ পৃথক।

(খ) ক ও খ একটি জেলের যুগ্ম কারারক্ষক (Joint Jailor) এবং সেই হিসাবে য নামক একজন কয়েদি পরপর ছ' ঘণ্টা করে তাদের দু'জনের দায়িত্বে থাকে। ক ও খ য-এর হত্যা করার উদ্দেশ্যে প্রত্যেকে তাদের কার্যকালে য-এর জন্য বরাদ্দ খাদ্য বে-আইনিভাবে য-কে না দিয়ে সচেতন ভাবে তাকে মেরে ফেলতে সাহায্য করে। এখানে ক ও খ প্রত্যেকেই য-এর হত্যার অপরাধে অপরাধী।

(গ) একটি জেলে ক নামক একজন জেলর য নামক একজন কয়েদির দায়িত্বে আছেন। ক য-এর মৃত্যু ঘটাবার জন্য ইচ্ছাকৃত এবং বেআইনীভাবে য-এর খাদ্য সরবরাহ করল না। ঐ খাদ্যাভাব যেহেতু মৃত্যুর পক্ষে যথেষ্ট ছিল না তাই য এতে মরে না গেলেও বেশ দুর্বল হয়ে গেল। ইতিমধ্যে খ-নামক অন্য একজন জেলর ক-এর স্থলাভিষিক্ত হলো। খ ক-এর সঙ্গে কোনোভাবে যুক্ত না থেকে সাহায্য না করেই সে য-কে বে-আইনীভাবে তার প্রাপ্য খাদ্য সরবরাহ থেকে বিরত থাকল। যদিও খ জানত, এই খাদ্য সরবরাহের বিরতির জন্য য-এর মৃত্যু ঘটতে পারে। শেষ পর্যন্ত য খাদ্যাভাবে মারা গেল। এখানে খ হত্যার অপরাধে অপরাধী হবে কিন্তু যেহেতু ক খ-কে কোনো রকম সহযোগিতা করেনি, তাই সে হত্যার অপরাধে অপরাধী হবে না, কিন্তু হত্যার চেষ্টার অপরাধে অপরাধী হবে।

॥ ধারা ঃ ৩৮ ॥ অপরাধজনক কাজে সম্পৃক্ত ব্যক্তিরা বিভিন্ন অপরাধে অপরাধী হতে পারে [Persons concerned in criminal act may be guilty of different offences]—যেখানে বেশ কিছু ব্যক্তি কোনো অপরাধজনক কাজ করার জন্য রত হয়েছে বা ঐ ধরনের কাজ করার জন্য সম্পৃক্ত, সেখানে তারা ঐ কাজের দ্বারা বিভিন্ন অপরাধে অপরাধী হতে পারে।

উদাহরণ—গভীর উত্তেজনার বশে ক য-কে এমন ভাবে আক্রমণ করে যে, তাতে য-কে তার হত্যা করাটা খুন নয় এমন নরহত্যাই হতো। খ-এর সঙ্গে য-এর শত্রুতা ছিল এবং সে তাকে হত্যা করার উদ্দেশ্যে এবং ঐরকম গভীর উত্তেজনার বশবর্তী না হয়ে য-কে হত্যা করতে ক-কে সাহায্য করল। এখানে যদিও ক ও খ য-এর মৃত্যু ঘটানোর জন্য নিযুক্ত ছিল, তাই খ খুন করার অপরাধে অপরাধী এবং ক শুধুমাত্র 'অপরাধজনক নরহত্যার' (Culpable homiside) অপরাধে অপরাধী।

॥ ধারা ঃ ৩৯ ॥ স্বেচ্ছায়/ইচ্ছাকৃতভাবে [Voluntarily]—কোনো ব্যক্তি স্বেচ্ছায় কোনো পরিণাম সৃষ্টি করেছে তখনই বলা হবে যখন সে যে পদ্ধতির দ্বারা ঐ পরিণাম সৃষ্টি করার অভিপ্রায় করেছিল ঠিক সেই পদ্ধতিতে সেই পরিণাম সৃষ্টি করে অথবা এমন পদ্ধতির দ্বারা ঘটায় যা ঘটাবার কালে সে জানত অথবা তার বিশ্বাস করার কারণ ছিল যে ঐ পদ্ধতির দ্বারা ঐরকম পরিণাম সৃষ্টির সম্ভাবনা আছে।

উদাহরণ—ক ডাকাতির সুবিধার জন্য কোনো শহরের মানুষের বসবাসকারী কোনো বাড়িতে রাতে অগ্নি সংযোগ করে এবং তাতে একজন লোক মারা যায় তাহলে ঐ ব্যক্তির মৃত্যুর জন্য ক যদি ইচ্ছা পোষণ নাও করে থাকে বা ঐ কাজের জন্য ঘটিত ঐ মৃত্যুর জন্য দুঃখপ্রকাশও করে তবুও যদি তার জানা থাকে যে এমন কাজের জন্য

মৃত্যু ঘটতে পারে তাহলে সে স্বেচ্ছায় [ইচ্ছাকৃত ভাবে, স্বেচ্ছাধীনভাবে, স্বতঃপ্রবৃত্তভাবে, স্বতঃস্ফূর্তভাবে] মৃত্যু ঘটিয়েছে।

॥ ধারা : ৪০ ॥ অপরাধ [Offence]—এই ধারার ২ ও ৩ প্রকরণে উল্লিখিত অধ্যায় ও ধারাগুলোতে বলা **অপরাধ**-গুলি বাদ দিয়ে **অপরাধ এই শব্দটি বলতে** বুঝায় কোনো একটি বিষয় (a thing) যা এই সংহিতার বিধান দ্বারা দণ্ডযোগ্য।

অধ্যায় চার-এ, অধ্যায় পাঁচ-এ এবং নিম্নলিখিত ধারাগুলোতে যেমন—৬৪, ৬৫, ৬৬, ৬৭, ৭১, ১০৯, ১১০, ১১২, ১১৪, ১১৫, ১১৬, ১১৭, ১৮৭, ১৯৪, ১৯৫, ২০৩, ২১১, ২১৩, ২১৪, ২২১, ২২২, ২২৩, ২২৪, ২২৫, ৩২৭, ৩২৮, ৩২৯, ৩৩০, ৩৩১, ৩৪৭, ৩৪৮, ৩৮৮, ৩৮৯ এবং ৪৪৫ ধারায় **অপরাধ শব্দটি** দ্বারা এমন বিষয় নির্দিষ্ট হয় যা এই সংহিতা মতে অথবা এর পরবর্তী সময়ে যেমন সংজ্ঞায়িত হয়েছে তেমন কোনো বিশেষ বা স্থানীয় আইনে দণ্ডযোগ্য।

এবং ধারা ১৪১, ১৭৬, ১৭৭, ২০১, ২০২, ২১২, ২১৬, ও ৪৪১-এ **অপরাধ** শব্দের অর্থ একই আছে যখন বিশেষ বা স্থানীয় আইন মতে দণ্ডযোগ্য বিষয়টি এধরনের আইনের অধীনে ছ'মাস বা ততোধিক মেয়াদের জন্য কারাদণ্ডে দণ্ডযোগ্য—তা সে অর্থদণ্ড সহ বা অর্থদণ্ড ছাড়া যা-ই হোক না কেন।

॥ ধারা : ৪১ ॥ বিশেষ আইন [Special law]—একটি **বিশেষ আইন** হলো কোনো একটি বিশেষ বিষয়ে প্রযোজ্য একটি আইন।

ব্যাখ্যা—ইতিমধ্যে দণ্ডযোগ্য করা হয় নি এমন কিছু বিষয় সম্পর্কে যে আইন এই বিধি মতে তাকে **বিশেষ আইন** বলা হবে। যেমন—রেলওয়ে আইন, আবগারি আইন ইত্যাদি।

॥ ধারা : ৪২ ॥ স্থানীয় আইন [Local law]—ভারতের কোনো একটি বিশেষ অঞ্চলে প্রযোজ্য আইন হলো একটি **স্থানীয় আইন**।

ব্যাখ্যা—**স্থানীয় আইন** ভারতের কোনো নির্দিষ্ট অঞ্চলেই শুধুমাত্র প্রযোজ্য হয়। যেমন—হাওড়া অফেন্সেস্ শীর্ষক আইন একটি **স্থানীয় আইন**।

॥ ধারা : ৪৩ ॥ অবৈধ—আইনতঃ করতে বাধ্য [Illegal–Legally bound to do]—যা অপরাধ, যা আইন দ্বারা নিষিদ্ধ অথবা যা কোনো একটি দেওয়ানী মামলার বিষয় হতে পারে এবং কোনো একজন ব্যক্তির পক্ষে যা কিছু করা থেকে বিরত থাকা অবৈধ তা সে আইনতঃ করতে বাধ্য বলা যায়—এমন প্রত্যেকটি বিষয়ে **অবৈধ** (Illegal) **শব্দটি** প্রযোজ্য হয়।

॥ ধারা : ৪৪ ॥ ক্ষতি [Injury]—**ক্ষতি** শব্দ বলতে বুঝায় অবৈধভাবে কোনো ব্যক্তির দেহ, মন, সুনাম, খ্যাতি বা সম্পত্তিতে সংঘটিত যে কোনো **ক্ষতি**—তা যে ভাবেই হোক না কেন।

ব্যাখ্যা—(i) দেহ—কেষ্ট পঞ্চাকে অবৈধভাবে মুখে ঘুসি মারল। এতে কেষ্ট আঘাতের মাধ্যমে পঞ্চার শরীরে হানি ঘটিয়ে পঞ্চার **ক্ষতি** করল।

(ii) **মন**—বাপি তাপসীকে অবৈধভাবে এমন কতকগুলো কথা বলল যাতে তাপসী মনে খুব আঘাত পেল। এক্ষেত্রে বাপি তাপসীর মনের হানি ঘটিয়ে তাপসীর **ক্ষতি** করল।

(iii) **সুনাম/খ্যাতি**—তপন স্বপনকে প্রকাশ্য রাস্তায় অবৈধভাবে এমন গালিগালাজ বা অপমান করল যাতে লোকজনের সামনে স্বপনের সুনাম নষ্ট হলো। এক্ষেত্রে তপন সুনামের হানি ঘটিয়ে স্বপনের **ক্ষতি** করল।

(iv) **সম্পত্তি**—পঞ্চা অবৈধভাবে কেষ্টর একটি কলম নর্দমায় ফেলে দিল। এক্ষেত্রে সম্পত্তির হানি ঘটিয়ে পঞ্চা কেষ্টর **ক্ষতি** করল।

॥ ধারা ঃ ৪৫ ॥ জীবন [Life]—প্রসঙ্গ থেকে অন্যরকম কিছু প্রতিভাত না হলে **জীবন** শব্দের দ্বারা মনুষ্য জীবন বুঝায়।

॥ ধারা ঃ ৪৬ ॥ মৃত্যু [Death]—প্রসঙ্গ থেকে অন্যরকম কিছু প্রতীয়মান না হলে **মৃত্যু** শব্দের দ্বারা কোনো একজন মানুষের মৃত্যু বুঝাবে।

॥ ধারা ঃ ৪৭ ॥ জীবজন্তু [Animal]—**জীবজন্তু** এই শব্দটির দ্বারা মানুষ ছাড়া সমস্ত জীবন্ত প্রাণীকে বুঝাবে।

॥ ধারা ঃ ৪৮ ॥ জলযান [Vessel]—**জলযান** বলতে বুঝায় জলপথে মানুষ ও সম্পত্তি পরিবহনের জন্য তৈরি যেকোনো জিনিস।

॥ ধারা ঃ ৪৯ ॥ বছর, মাস [Year, Month]—যেখানেই **বছর** বা **মাস** শব্দটি ব্যবহৃত হয় সেখানেই বুঝতে হয় বছর অথবা মাস ব্রিটিশ পঞ্জিকা (British Calender) অনুসারে গণনা করতে হবে।

॥ ধারা ঃ ৫০ ॥ ধারা [Section]—**ধারা** শব্দটির দ্বারা বুঝায় এই সংহিতার কোনো অধ্যায়ের সেই সব অংশগুলোর একটি যেগুলো আলাদা-আলাদা সংখ্যাসূচক চিহ্ন পূর্বে বসিয়ে চিহ্নিত করা হয়েছে।

॥ ধারা ঃ ৫১ ॥ শপথ [Oath]—**শপথ** শব্দটির অন্তর্ভুক্ত হবে আইনের দ্বারা কোনো একটি শপথের বিকল্পরূপে স্বীকৃত কোনো একটি পবিত্র সত্য বাচন এবং কোনো ঘোষণা যা আইনের প্রয়োজনে বা অনুমোদনে কোনো একজন রাজভৃত্যের (a public sarvant) কাছে দিতে হবে বা প্রমাণ করার অভিপ্রায়ে ব্যবহৃত হবে—তা আদালতে হোক বা না হোক।

॥ ধারা ঃ ৫২ ॥ সদ্ভাবনাপূর্বক/সরল বিশ্বাস [Good faith]—যা উপযুক্ত সতর্কতা ও মনোযোগ ব্যতিরেকে করা হয়েছে বা বিশ্বাস করা হয়েছে তেমন কোনো কিছুই সরল বিশ্বাসে করা হয়েছে বা বিশ্বাস করা হয়েছে বলা হবে না।

ব্যাখ্যা—(i) কোনো কাজে কারো সরল **বিশ্বাস** বা সদ্ভাব বজায় ছিল কিনা দেখার জন্য শুধু মাত্র এটা দেখলেই চলবে না যে তার উদ্দেশ্য সৎ ছিল কিনা, সেই সঙ্গে এটাও দেখতে হবে যে কাজটি সম্পাদনের সময় সে প্রয়োজনানুসার সতর্কতা, দক্ষতা, যত্নাদি প্রয়োগ করেছিল কিনা। এগুলোর অভাব হলে উদ্দেশ্য যতই সৎ থাক বলা হবে কাজটি সে সৎভাবে করেনি। যেমন, রাম খোলা উঠানে একটি বড় গর্ত করছিল আবর্জনা ফেলার জন্য। রাতের অন্ধকারে ঐ গর্তে একটি বাচ্চা ছেলে পড়ে গিয়ে মারা গেল। এক্ষেত্রে রাম শিশুটির মৃত্যুর অপরাধে অপরাধী হবে। কারণ গর্তটি খোঁড়ার জন্য যে সতর্কতা, যত্নাদি এবং দক্ষতা দেখানোর প্রয়োজন ছিল রাম তার থেকে বিচ্যুত হয়েছে। যদিও আবর্জনা ফেলার জন্য গর্ত করা একটি সৎ উদ্দেশ্য প্রেরিত কর্ম।

(ii) রামের চারতলা বাড়ির ওপরের তলাটি জীর্ণ হয়ে পড়েছে। যে কোনো সময় বিপদ হতে পারে এই ভাবনার দ্বারা প্রেরিত হয়ে সে জনকয়েক লোক দিয়ে ওপরের তলাটি ভেঙে ফেলার সিদ্ধান্ত নিল। সেই মতো সে নিচের তলার ভাড়াটিয়াদের সরিয়ে দিল, আশে পাশের মানুষদের সতর্ক করে একটা নির্দিষ্ট জায়গা দড়ি দিয়ে ঘিরে দিল। কিন্তু তবুও ওপর থেকে সিমেন্টের চাঁই-ইট-পাথর ফেলার সময় নিচে পড়ে থাকা একটি মাউথ অর্গান ছুটে তুলে নিতে গিয়ে নিচের ঘরের সুবোধ ওপর থেকে হঠাৎ পড়া একটা বড় চাঁই চাপা পড়ে মারা গেল।

এক্ষেত্রে বলা যাবে রাম সৎ ভাবে কাজটি করেছিল কারণ পরিস্থিতি অনুযায়ী কাজটি করার জন্য প্রয়োজনীয় যে সতর্কতা, যত্ন ও দক্ষতা প্রয়োগের দরকার ছিল তা রাম করেছিল।

॥ ধারা ঃ ৫২-এ ॥ আশ্রয় [Harbour]—১৫৭ ধারায় এবং ১৩০ ধারায় যেখানে আশ্রিত ব্যক্তির স্ত্রী বা স্বামী আশ্রয় দেয় সেই ক্ষেত্র দুটি বাদ দিয়ে **আশ্রয়** শব্দটির অন্তর্ভুক্ত থাকবে কোনো একজন ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার এড়ানোর জন্য বাসস্থান, খাদ্য, পানীয়, অর্থ, বস্ত্র, অস্ত্র-শস্ত্র, সামরিক সম্ভার অথবা পরিবহন মাধ্যম যোগান দেওয়া অথবা ব্যক্তি বিশেষকে যে কোনো জিনিস দিয়ে সাহায্য করা—তা এই ধারায় বলা উপায়গুলোর একই উপায় হোক বা না হোক।

ব্যাখ্যা—(i) ভারতীয় দণ্ড সংহিতার ১৫৭ ধারায় বিধান দিয়েছে—**বেআইনী সমাবেশের জন্য ভাড়া করে আনা ব্যক্তিদের আশ্রয় দিলে** আশ্রয়দাতা কি দণ্ডে দণ্ডনীয় হবেন।

(ii) ভারতীয় দণ্ড সংহিতার ১৩০ ধারায় বিধান দিয়েছে—**এ ধরনের বন্দিকে (রাষ্ট্রবন্দি বা যুদ্ধবন্দি) পালিয়ে যেতে সাহায্য করলে, উদ্ধার করলে (Rescuring) অথবা আশ্রয় দিলে**—সাহায্যকারী, উদ্ধারকারী অথবা আশ্রয়দাতা কি দণ্ডে দণ্ডিত হবেন।

অধ্যায় : তিন

CHAPTER : III

দণ্ডাদি বিষয়ক

(Of Punishments)

(ধারা—৫৩ থেকে ধারা—৭৫)

॥ ধারা : ৫৩ ॥ দণ্ড [Punishment]—এই সংহিতার বিধানসমূহের অধীনে অপরাধীরা যে দণ্ডে দণ্ডনীয় হয় তা হলো :—

প্রথম — মৃত্যু

দ্বিতীয় — যাবজ্জীবন কারাবাস

তৃতীয় — নিরসিত

চতুর্থ — দু' ধরনের কারাবাস—

(ক) সশ্রম কারাবাস অর্থাৎ কঠোর শ্রমসহ ও

(খ) বিনাশ্রম কারাবাস

পঞ্চম — সম্পত্তি বাজেয়াপ্তকরণ (Forfeiture of property)

ষষ্ঠ — জরিমানা (অর্থদণ্ড)

॥ ধারা : ৫৩-এ ॥ দ্বীপান্তরের উল্লেখ থাকলে তার ব্যাখ্যা [Construction of reference to transportation]—(১) উপধারা (২) ও (৩)-এর বিধান সাপেক্ষে সমকালে বলবৎ অন্য কোনো আইনে অথবা ঐ রকম অন্য কোনো আইনে অথবা যে কোনো নিরসিত আইন বলে কার্যকর কোনো সাধিত্রে (instrument) বা আদেশে (order) 'যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর' (Transportation for life) বিষয়ে কোনো উল্লেখকে 'যাবজ্জীবন কারাদণ্ড' (Imprisonment for life)—এর উল্লেখ বলে ব্যাখ্যা করতে হবে।

(২) ১৯৫৫ সালের ফৌজদারী কার্যপ্রণালী সংহিতা (সংশোধন) আইন চালু হওয়ার আগে কোনো একটি মেয়াদের জন্য কোনো একটি নির্বাসন দণ্ড দেওয়া হয়েছে এমন প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে অপরাধীদের এমন ভাবে আচরণ করতে হবে যেন তারা ঐ মেয়াদের জন্য সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হয়েছে।

(৩) বর্তমানে চালু আছে এমন অন্য কোনো আইনে কোনো সময়সীমার (মেয়াদ) নির্বাসনের বা কোনো স্বল্প সময়সীমার (স্বল্প মেয়াদীর) নির্বাসনের (তাকে যে নামই দেওয়া হোক না কেন) কোনো উল্লেখকে উল্লিখিত হয়নি বলে (অর্থাৎ পরিত্যক্ত) ধরে নিতে হবে।

(৪) বর্তমানে চালু অন্য কোনো আইনে দ্বীপান্তরের উল্লেখ—

(ক) কথাটিতে যদি যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর বুঝায় তাহলে তা যাবজ্জীবন কারাদণ্ড বলে অর্থ করতে হবে;

(খ) কথাটিতে যদি স্বল্প মেয়াদের দ্বীপান্তর বুঝায় তাহলে তা বাতিল (বা পরিত্যক্ত) হয়েছে বলে বুঝতে হবে।

॥ ধারা ঃ ৫৪ ॥ মৃত্যু দণ্ডাদেশের লঘুকরণ [Commutation of sentence of death]—মৃত্যুদণ্ডাদেশ দেওয়া হয়েছে এমন প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট সরকার (Appropriate Government) অপরাধীর অনুমতি না নিয়েই ঐ দণ্ডের বদলে এই সংহিতায় দেওয়া হয়েছে এমন যে কোনো দণ্ড দিতে পারেন।

॥ ধারা ঃ ৫৫ ॥ যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের লঘুকরণ [Commutation of sentence of imprisonment for life]—যাবজ্জীবন কারাদণ্ডাদেশ দেওয়া হয়েছে, এমন প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট সরকার (Appropriate Government) অপরাধীর অনুমতি না নিয়েই অনধিক ১৪ বছরের যে কোনো ধরনের (সশ্রম বা বিনাশ্রম) কারাদণ্ডাদেশ দিতে পারেন।

॥ ধারা ঃ ৫৫-এ ॥ সংশ্লিষ্ট সরকারের সংজ্ঞা [Definition of appropriate Government]—৫৪ ও ৫৫ ধারায় কথিত সংশ্লিষ্ট সরকার (Appropriate Government) এর সংজ্ঞা হলো নিম্নরূপ ঃ—

(ক) যে সব ক্ষেত্রে দণ্ড হলো মৃত্যুদণ্ড বা কোনো আইনের কোনো একটি বিষয়ের বিরোধী কোনো একটি অপরাধের জন্য দেওয়া দণ্ড যে বিষয়ে নির্বাহী সংক্রান্ত ক্ষমতা কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে ন্যস্ত, সে সব ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট সরকার হলো কেন্দ্রীয় সরকার এবং

(খ) যে সব ক্ষেত্রে দণ্ড (তা মৃত্যুদণ্ড হোক বা না হোক) কোনো আইনের কোনো বিষয়ের বিরোধী কোনো একটি অপরাধের জন্য দেওয়া দণ্ড—যে বিষয়ে নির্বাহী সংক্রান্ত রাজ্যের সরকারেব হাতে ন্যস্ত, সে সব ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট সরকার হলো ঐ রাজ্য সরকার, যে রাজ্যে অপরাধীকে দণ্ডিত করা হয়।

॥ ধারা ঃ ৫৬ ॥ নিরসিত

॥ ধারা ঃ ৫৭ ॥ দণ্ডকালের ভগ্নাংশ [Fraction of terms of Punishment]—দণ্ডের মেয়াদকালের ভগ্নাংশ গণনা কালে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডকে কুড়ি বছরের কারাদণ্ড ধরে নিয়ে গণনা করতে হবে।

॥ ধারা ঃ ৫৮ ॥ নিরসিত

॥ ধারা ঃ ৫৯ ॥ নিরসিত

॥ ধারা ঃ ৬০ ॥ (নির্দিষ্ট কিছু কারাদণ্ডের ক্ষেত্রে) দণ্ড সম্পূর্ণতঃ বা অংশতঃ সশ্রম বা বিনাশ্রম হতে পারে [Sentence may be (in certain cases of imprisonment) wholly or partly rigorous or simple]—যে সব ক্ষেত্রে একজন অপরাধী সশ্রম বা বিনাশ্রম কারাদণ্ড যোগ্য হয় তেমন প্রত্যেক ক্ষেত্রে ঐ অপরাধীদের দণ্ডপ্রদানকারী আদালত তাঁর দণ্ডাদেশকে পুরোপুরি সশ্রম হবে না

পুরোপুরি বিনাশ্রম হবে অথবা খানিকটা সশ্রম বাকিটা বিনাশ্রম হবে তা নির্দেশ দিতে সক্ষম।

॥ ধারা : ৬১ ॥ নিরসিত

॥ ধারা : ৬২ ॥ নিরসিত

॥ ধারা : ৬৩ ॥ অর্থদণ্ডের পরিমাণ [Amount of fine]—অর্থদণ্ড কতটা হতে পারে সে সম্পর্কে কোনো অঙ্কের উল্লেখ না থাকলে অপরাধীকে যে অর্থদণ্ড দিতে হতে পারে তার কোনো সীমা থাকবে না তবে তা অত্যধিকও হবে না।

॥ ধারা : ৬৪ ॥ অর্থদণ্ড না দিতে পারার ক্ষেত্রে কারাদণ্ডাদেশ [Sentence of imprisonment for non-payment of fine]—যে সব অপরাধ কারাদণ্ড যোগ্য এবং সেই সঙ্গে অর্থদণ্ডযোগ্য সেরকম কোনো একটি অপরাধের প্রত্যেক ক্ষেত্রে অপরাধীর-তা কারাদণ্ড সহ হোক বা কারাদণ্ড ব্যতিরেকে, কোনো একটি অর্থদণ্ড হলে অথবা যে সব অপরাধ কারাদণ্ডযোগ্য বা অর্থদণ্ড যোগ্য অথবা অর্থদণ্ডে দণ্ডযোগ্য তেমন অপরাধের প্রত্যেক ক্ষেত্রে অপরাধীর অর্থদণ্ড হলে—

ঐ অপরাধীকে দণ্ডপ্রদানকারী আদালত তার দণ্ডাদেশে এমন নির্দেশ দিতে পারে যাতে ঐ অর্থদণ্ডের অর্থ অপরাধী না দিলে সে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য কারাদণ্ড ভোগ করবে, যে কারাদণ্ডটি, তাকে অন্য যে কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা যেতে পারে তার চেয়ে বেশি মেয়াদের হবে অথবা সে ঐ দণ্ড রদ করে তাকে যে দণ্ড দেওয়া যেতে পারে তা ভোগ করবে।

॥ ধারা : ৬৫ ॥ যেক্ষেত্রে কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড হতে পারে সেক্ষেত্রে অর্থদণ্ড প্রদানে অন্যথা করার জন্য কারাদণ্ডের সীমা [Limit to imprisonment for non-payment of fine, when imprisonment and fine awardable]— কোনো একটি অর্থদণ্ড অনাদায়ে (in default of payment of a fine) যে সময় সীমার জন্য অপরাধী কারাদণ্ডে দণ্ডিত হবে বলে আদালত নির্দেশ দেয় তা ঐ অপরাধ কারাদণ্ডে ও তৎসহ অর্থদণ্ডে দণ্ডযোগ্য হয়ে থাকলে, ঐ অপরাধের জন্য স্থিরীকৃত সর্বোচ্চ সময়ের কারাদণ্ডের এক-চতুর্থাংশের বেশি হবে না।

॥ ধারা : ৬৬ ॥ অর্থদণ্ড না দেওয়ার জন্য কারাদণ্ডের বিবরণ [Description of imprisonment for non-payment of fine]—কোনো একটি অর্থদণ্ড প্রদানের অন্যথা করলে আদালত যে কারাদণ্ডের বিধান দেয় তা যে কোনো ধরনের (অর্থাৎ সশ্রম বা বিনাশ্রম) হতে পারে—যে প্রকারে ঐ অপরাধী অপরাধটির জন্য দণ্ডিত হয়ে থাকতে পারত।

॥ ধারা : ৬৭ ॥ যে অপরাধে অপরাধী শুধুমাত্র অর্থদণ্ডে দণ্ডনীয় হয় সেই অপরাধের ক্ষেত্রে অর্থদণ্ড না দিলে প্রদত্ত কারাদণ্ড [Imprisonment for non-payment of fine, when offence punishable with fine only]—অপরাধটি যদি শুধু মাত্র অর্থদণ্ড দ্বারা দণ্ডযোগ্য হয় সেক্ষেত্রে অর্থদণ্ড না দিলে আদালত যে কারাদণ্ড আরোপ করে তা বিনাশ্রম হবে এবং অর্থদণ্ড না দেওয়ায় যে মেয়াদের জন্য আদালত অপরাধীকে যে কারাবাসের দণ্ডাদেশ দেয় তা নিম্নলিখিত হারের বেশি হবে না।

যেমন, অনধিক দু'মাস মেয়াদের জন্য অর্থদণ্ডের পরিমাণ যখন পঞ্চাশ টাকার বেশি নয় এবং অনধিক চার মাস মেয়াদের জন্য যখন অর্থদণ্ডের পরিমাণ একশ টাকার বেশি নয় এবং অন্য যে কোনো ক্ষেত্রে অনধিক ছ'মাস সময়ের জন্য।

॥ ধারা ঃ ৬৮ ॥ অর্থদণ্ড প্রদানে কারাদণ্ড রদ হবে [Imprisonment to terminate on payment of fine]—কোনো একটি অর্থপ্রদানের অনাদায়ে যে কারাদণ্ড আরোপ করা হয় তা রদ হবে তখনই যখন ঐ অর্থদণ্ড হয় দিয়ে দেওয়া হয় কিংবা আইনের প্রক্রিয়ায় আদায় করা হয়।

॥ ধারা ঃ ৬৯ ॥ অর্থদণ্ডের আনুপাতিক অংশ প্রদানে কারাদণ্ডের রদ (পরি সমাপ্তি) [Termination of imprisonment on payment proportional part of fine]—টাকা না দেওয়ার জন্য ধার্য করা কারাদণ্ডের মেয়াদ শেষ হবার আগে, টাকা না দেওয়ার জন্য যে সময়কাল পর্যন্ত কারাদণ্ড ভোগ করা হয়েছে তা যদি ঐ সময় পর্যন্ত না দেওয়া অর্থদণ্ডের অংশের অনুপাতে কম না হয় সেই অনুপাতী পরিমাণ অর্থদণ্ড প্রদত্ত বা ধার্যকৃত হলে কারাদণ্ডের সমাপ্তি ঘটবে।

উদাহরণ—ক একশ টাকার অর্থদণ্ডে এবং তা দিতে ব্যত্যয় ঘটালে চার মাসের কারাদণ্ডে দণ্ডিত হলো। এক্ষেত্রে কারাদণ্ডের এক মাস শেষ হওয়ার আগে যদি অর্থদণ্ডের পঁচাত্তর টাকা দিয়ে দেওয়া যায় অথবা ধার্যকৃত হয় তাহলে প্রথম মাস শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ক-কে মুক্ত করে দেওয়া যাবে। প্রথম মাস শেষ হওয়ার সময়ে অথবা ক কারাদণ্ড ভোগ করার সময় পরবর্তী কোনো সময় পঁচাত্তর টাকা দেওয়া হলে বা ধার্যকৃত হলে ক-কে সঙ্গে সঙ্গে মুক্তি দেওয়া হবে। যদি কারাদণ্ডের দু'মাস শেষ হওয়ার আগে অর্থদণ্ডের পঞ্চাশ টাকা দেওয়া হয় বা ধার্যকৃত হয় তাহলে ঐ দু' মাস শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ক-কে মুক্ত করে দেওয়া যাবে। ঐ দু'মাস শেষ হওয়ার সময় অথবা ক কারাদণ্ড ভোগ করাকালে পরবর্তী কোনো সময়ে যদি পঞ্চাশ টাকা দেওয়া হয় বা ধার্যকৃত হয় তাহলে ক-কে সঙ্গে সঙ্গে মুক্তি দেওয়া হবে।

॥ ধারা ঃ ৭০ ॥ ছ' বছরের মধ্যে অথবা কারাদণ্ড চলাকালে অর্থদণ্ড আদায় যোগ্য। মৃত্যু সম্পত্তিকে দায়মুক্ত করবে না [Fine leviable within six years or during imprisonment. Death not to discharge property from liability]—অর্থদণ্ড বা তার যে অংশ অনাদায়ী আছে তা দণ্ড প্রদানের ছ'বছরের মধ্যে এবং ঐ দণ্ডাদেশ মোতাবেক উক্ত অপরাধী যদি ছ' বছরের বেশি সময় পর্যন্ত কারাদণ্ডে দণ্ডযোগ্য হয় তাহলে ঐ মেয়াদ শেষ হওয়ার আগে যে কোনো সময় আদায় করা যেতে পারে;

এবং উক্ত অপরাধীর মৃত্যু এমন কোনা সম্পত্তিকে দায় থেকে মুক্ত করে না যা তার মৃত্যুর পর তার ঋণের জন্য আইনগত ভাবে (বিধি সম্মত) দায়বদ্ধ।

॥ ধারা ঃ ৭১ ॥ একাধিক অপরাধ নিয়ে গঠিত অপরাধের দণ্ডের সীমা [Limit of punishment of offence made up of several offences]—যেখানে কোনো কিছু, যা অপরাধ, এমন কয়েকটি অংশ দ্বারা মিলিত হয়ে তৈরি হয়েছে সেগুলোর মধ্যেকার যে কোনোটি স্বয়ং অপরাধ, সেখানে অপরাধীকে তার এমন অপরাধের

মধ্যে একটির অধিক দণ্ড দ্বারা দণ্ডিত করা যাবে না, যতক্ষণ না তা এমন অভিব্যক্তরূপে বিধিবদ্ধ (বিধিত) হচ্ছে।

যেখানে কোনো কিছু অপরাধসমূহকে সজ্ঞায়িত বা দণ্ডিত করতে পারে বর্তমানে চালু এমন কোনো আইনের দুই বা ততোধিক পৃথক পৃথক সংজ্ঞাগুলোর আওতায় আসে তা অপরাধ হয় অথবা যেখানে কতকগুলো কাজ, যেগুলোর মধ্যে কোনো একটি দ্বারা বা একাধিক কাজের দ্বারা স্বয়ং অপরাধ গঠিত হয় সেখানে একত্রিত হয়ে পৃথক একটি অপরাধ গঠিত করে, সেক্ষেত্রে যে আদালত অপরাধীর বিচার করে সেই আদালত এমন অপরাধগুলোর যে কোনোটির জন্য যে দণ্ড দিতে পারেন তার চেয়ে কঠোর কোনো দণ্ডে অপরাধীকে দণ্ডিত করা যাবে না।

॥ ধারা ঃ ৭২ ॥ একাধিক অপরাধের মধ্যে কোনো একটি অপরাধে দোষী ব্যক্তির জন্য দণ্ড যখন আদালতের রায়ে বলা হয়েছে, সে কোন অপরাধে দোষী সে বিষয়ে সন্দেহ আছে [Punishment of person guilty of one of several offences, the judgment stating that it is doubtful of which]—যেখানে রায় দেওয়া হয় যে, উক্ত রায়ে উল্লিখিত কয়েকটি অপরাধের কোনো একটিতে কোনো ব্যক্তি অপরাধী অথচ ঐ অপরাধগুলির কোনটিতে সে অপরাধী সে বিষয়ে সন্দেহ আছে, এমন ক্ষেত্রে যদি সমস্ত অপরাধগুলোর জন্য একই দণ্ডের বিধান না থাকে তাহলে অপরাধী সেই অপরাধের জন্য দণ্ডিত হবে যে অপরাধে সর্বনিম্ন দণ্ডের বিধান আছে।

॥ ধারা ঃ ৭৩ ॥ নিঃসঙ্গ কারাবরোধ [Solitary Confinement]—যখনই কোনো ব্যক্তি এমন অপরাধের জন্য অপরাধী সাব্যস্ত হয় যে অপরাধের জন্য এই সংহিতার অধীন তাকে কঠোর কারাবাসে দণ্ডাদেশ দেওয়ার ক্ষমতা আদালতের থাকে তাহলে আদালত তার দণ্ডাদেশ দ্বারা আদেশ দিতে পারবে যে অপরাধীকে সেই কারাবাসের, যার জন্য তাকে দণ্ডিত করা হয়েছে, কোনো অংশ বা অংশসমূহের জন্য, যা মোটের ওপর তিন মাসের বেশি হবে না, নিম্নলিখিত মানদণ্ড অনুসারে নিঃসঙ্গ কারবরোধে রাখা হবে, অর্থাৎ—

যদি কারাবাসের অবধি (মেয়াদ) ছ'মাসের অধিক না হয় তাহলে এক মাসের অনধিক সময়;

যদি কারাবাসের মেয়াদ ছ' মাসের অধিক হয় কিন্তু এক বছরের অধিক না হয় তাহলে দু' মাসের অনধিক সময়;

যদি কারাবাসের মেয়াদ এক বছরের অধিক হয় তাহলে তিন মাসের অনধিক সময়।

॥ ধারা ঃ ৭৪ ॥ নিঃসঙ্গ কারাবরোধের সীমা [Limit of Solitary confinement]—নিঃসঙ্গ কারাবরোধের দণ্ডাদেশের নির্বাহে এমন কারাবরোধ কোনো অবস্থাতেই একবারে চোদ্দ দিনের বেশি হবে না, সেই সঙ্গে এমন নিঃসঙ্গ কারাবরোধের কালখণ্ডের মধ্যে সেই কালখণ্ডের চেয়ে কম ব্যবধান হবে এবং যখন প্রদত্ত করাবাসের মেয়াদ তিন মাসের অধিক হবে তখন প্রদত্ত সম্পূর্ণ কারাবাসের

কোনো এক মাসে নিঃসঙ্গ কারাবরোধ সাত দিনের বেশি হবে না সেই সঙ্গে নিঃসঙ্গ কারাবরোধের কালখণ্ডের মধ্যে সেই কালখণ্ডের চেয়ে কম ব্যবধান হবে।

॥ ধারা : ৭৫ ॥ পূর্বে অপরাধীরূপে সাব্যস্ত হওয়ার পর অধ্যায়-১২ বা অধ্যায়-১৭-র অধীনে সম্পাদিত কতিপয় অপরাধের জন্য বর্ধিত দণ্ড [Enhanced Punishment for certain offences under chapter XII or chapter XVII after previous conviction]—যে কেউ—

(ক) ভারতের যে কোনো আদালত দ্বারা এই সংহিতার অধ্যায়-১২ ও অধ্যায়-১৭-র অধীনে তিন বছর বা তার বেশি মেয়াদের জন্য যে কোনো ধরনের (সশ্রম বা বিনাশ্রম) কারাদণ্ডে দণ্ডযোগ্য কোনো অপরাধের জন্য,

(খ) নিরসিত

অপরাধী বলে সাব্যস্ত হওয়াব পর উক্ত দুটি অধ্যায়ের কোনো একটির অধীনে একই মেয়াদের জন্য একই কারাদণ্ডে দণ্ডনীয় কোনো অপরাধে অপরাধী হলে এবং সে এমন প্রত্যেক পরবর্তী অপরাধের জন্য যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে অথবা উভয়বিধ কারদণ্ডের কোনো একটি ধরনের (সশ্রম বা বিনাশ্রম) কারাদণ্ডে দণ্ডিত হবে, যার মেয়াদ হতে পারে দশ বছর পর্যন্ত।

অধ্যায় ঃ চার

CHAPTER : IV

সাধারণ ব্যতিক্রম

(Gerneral Exceptions)

(ধারা—৭৬ থেকে ধারা—১০৬)

॥ ধারা ঃ ৭৬ ॥ আইনের দ্বারা বাধ্য হয়ে অথবা তথ্যগত ত্রুটির জন্য আইনের দ্বারা নিজেকে বাধ্য বলে বিশ্বাস করে কোনো ব্যক্তি দ্বারা সম্পাদিত কাজ [Act done by a person bound or by mistake of fact believing himself bound, by law]—যে কোনো ব্যক্তি যিনি আইনের দ্বারা কোনো কাজ সম্পাদন করতে বাধ্য অথবা কোনো ব্যক্তি যিনি তথ্যগত ভ্রান্তির ফলে কিন্তু আইনের ভ্রান্তির জন্য নয়, সরল বিশ্বাসে নিজেকে আইনের দ্বারা বাধ্য বলে বিশ্বাস করে কোনো কাজ সম্পাদন করেন তা অপরাধ নয়।

॥ ধারা ঃ ৭৭ ॥ ন্যায়িকরূপে কার্য সম্পাদনকারী বিচারকের কাজ [Act of Judge when acting Judicialiy]—আইন কর্তৃক কোনো বিচারককে যে ক্ষমতা প্রদান করা হয়েছে তার প্রয়োগে অথবা সরল বিশ্বাসে আইন কর্তৃক যে ক্ষমতা তাকে দেওয়া হয়েছে বলে তিনি বিশ্বাস করেন তার প্রয়োগে ন্যায়িকরূপে কর্মরত থাকা অবস্থায় বিচারক কর্তৃক সম্পাদিত কোনো কাজ অপরাধ নয়।

॥ ধারা ঃ ৭৮ ॥ আদালতের রায় বা আদেশকে অনুসরণ করে সম্পাদিত কোনো কাজ [Act done pursuant to the judgment or order of Court]—কোনো একটি আদালতের কোনো রায় বা আদেশ অনুসরণের প্রয়াসে অথবা যা কোনো একটি আদালতের রায় বা আদেশের অনুসারে করণীয়, যে কাজ সম্পাদিত হয় তা যদি ঐ রকম রায় বা আদেশ বহাল থাকাকালীন ঐভাবে সম্পাদিত হয়ে থাকে তাহলে অপরাধ হবে না।

ঐ রকম আদালতের অমন রায় বা আদেশ দেওয়ার আইনতঃ এক্তিয়ার যদি না থেকে থাকে তা সত্ত্বেও যদি ঐভাবে কার্য সম্পাদনকারী কোনো ব্যক্তি সরল বিশ্বাসে বিশ্বাস করেন যে ঐ আদালতের উক্তরূপ এক্তিয়ার (ক্ষমতা) ছিল তাহলে তা অপরাধ হবে না।

॥ ধারা ঃ ৭৯ ॥ আইন দ্বারা সমর্থিত হয়ে বা তথ্যগত ভ্রান্তির কারণে নিজেকে আইন দ্বারা সমর্থিত বলে বিশ্বাস করে নেওয়া কোনো ব্যক্তি দ্বারা সম্পাদিত কাজ [Act done by a person justified by law or by mistake of fact believing himself jusfified, by law]—এমন কোনো কাজ একটি অপরাধ বলে বিবেচিত হবে না যা এমন একজন ব্যক্তি দ্বারা সম্পাদিত যিনি তা করার জন্য আইনের দ্বারা সমর্থিত অথবা তিনি তথ্যগত ভ্রান্তির কারণে কিন্তু আইনগত ভ্রান্তির কারণে নয়,

সরল বিশ্বাসে নিজেকে আইনের দ্বারা ঐ কাজ করতে সমর্থিত বলে বিশ্বাস করে সম্পাদিত করেছেন।

॥ ধারা ঃ ৮০ ॥ বিধিসম্মতভাবে কাজ করতে গিয়ে দুর্ঘটনা [Accident in doing a lawful act]—এমন কোনো কাজ একটি অপরাধ হবে না যা হঠাৎ বা দুর্ভাগ্যবশতঃ সম্পাদিত হয় এবং আইনসম্মতভাবে আইনসম্মত প্রণালীতে, কোনো আইন সম্মত কাজ যথাযথ যত্ন ও সাবধানতা অবলম্বনপূর্বক সম্পাদন কালে কোনো অপরাধমূলক অভিপ্রায় ও জ্ঞান ছাড়াই যে কাজ সম্পাদিত হয়।

॥ ধারা ঃ ৮১ ॥ অপরাধমূলক অভিপ্রায় ছাড়া এবং অন্য কোনো ক্ষতি রোধ করতে সম্ভবতঃ ক্ষতি হতে পারে এমন কোনো কাজ সম্পাদিত হলে [Act likely to cause harm but done without criminal intent, and to prevent other harm.]– অন্য কোনো ব্যক্তির বা সম্পত্তির ক্ষতি রোধ করতে বা ক্ষতি এড়াতে ঘটাবার মতো অপরাধজনক উদ্দেশ্য ছাড়া অথচ ক্ষতি হতে পারে এমন জ্ঞানে এবং সৎ ভাবনা তাড়িত কোনো কাজ অপরাধ হবে না।

॥ ধারা ঃ ৮২ ॥ সাত বছরের কম বয়সের শিশুর দ্বারা সম্পাদিত কাজ [Act of a child under seven years of age]—সাত বছরের চেয়ে কম বয়সের কোনো শিশু কোনো কাজ করলে তা অপরাধ বলে বিবেচিত হবে না।

॥ ধারা ঃ ৮৩ ॥ সাত বছরের বেশি বয়স এবং বারো বছরের কম বয়সের অপরিণত বুদ্ধির শিশুর কাজ [Act of a child above seven and under twelve of immature understanding]—সাত বছরের বেশি এবং বারো বছরের কম বয়সের শিশুর কোনো কাজ অপরাধ হবে না যদি ঐ শিশু ঐ কাজটির সম্পাদনের ব্যাপারে নিজের আচরণের প্রকৃতি ও পরিণাম বিচার করার ও বুঝবার জন্য প্রয়োজনীয় যথেষ্ট জ্ঞান অর্জন না করে থাকে।

॥ ধারা ঃ ৮৪ ॥ মানসিক বিকারগ্রস্ত ব্যক্তি কর্তৃক সম্পাদিত কাজ [Act of a person of unsound mind]—মানসিক বিকারগ্রস্ততার কারণে কাজের প্রকৃতি বুঝতে না পেরে, অথবা কাজটি যে বেআইনী তা বুঝতে না পেরে কোনো ব্যক্তি কোনো কাজ করলে তা অপরাধ হবে না।

ব্যাখ্যা—একটা পাগল কোনো পথচারীকে আঘাত করে ক্ষতি সাধন করল। এক্ষেত্রে যেহেতু সে মানসিক বিকারগ্রস্ত এবং যেহেতু তার আঘাতের ফলে পথচারীর কি পরিণাম হতে পারে সে ব্যাপারে তার কোনো জ্ঞান নেই তাই পাগলের এই আঘাতকরণে কোনো অপরাধ হবে না।

॥ ধারা ঃ ৮৫ ॥ ইচ্ছার বিরুদ্ধে সেবন করানো মাদক দ্রব্যের মত্ততার কারণে ভালো মন্দ বুঝতে অক্ষম ব্যক্তি দ্বারা সম্পাদিত কাজ [Act of a person incapable of judgment by reason of intoxication caused against his will]—এমন কোনো ব্যক্তির কোনো কাজই অপরাধ হবে না, যে ব্যক্তি উক্ত কাজ করার সময় মাদক দ্রব্যের মত্ততার কারণে ঐ কাজের প্রকৃতি উপলব্ধি করতে অক্ষম অথবা সে যে কাজ করছে তা অন্যায় ও আইনের পরিপন্থী তা বুঝতে অক্ষম।

শর্ত থাকে যে, যে মাদক দ্রব্য তাকে মত্ত করেছিল তা তার অজ্ঞাতসারে বা ইচ্ছার বিরুদ্ধে তাকে দেওয়া হয়েছিল।

ব্যাখ্যা—অর্থাৎ একজন মাতালের কৃত কাজ অপরাধ বলে বিবেচিত হবে না, যদি—

(ক) মাতালের মত্ততা এমন পর্যায়ের হয় যে পর্যায়ে কোনো কাজের ভালো-মন্দ বোঝা না যায়,

(খ) কাজের প্রকৃতি বোঝা না যায়,

(গ) কাজটি যে অন্যায় তা বোঝা না যায়,

(ঘ) কাজটি যে আইনের পরিপন্থী তা বোঝা না যায়,

(ঙ) ব্যক্তিটিকে মাদক দ্রব্য তার অজ্ঞাতসারে দেওয়া হয়ে বা সেবন করানো হয়ে থাকে,

(চ) ব্যক্তিটিকে মাদক দ্রব্য তার জ্ঞাতসারে কিন্তু ইচ্ছার বিরুদ্ধে জোর করে সেবন করানো বা দেওয়া হয়ে থাকে।

উদাহরণস্বরূপ যেমন, রামবাবু তার বাড়ির কোনো পার্বণে অন্য অনেকের সঙ্গে শ্যামকেও নিমন্ত্রণ করলো এবং শ্যামের অজ্ঞাতসারে তার পানীয় বা খাবারের সঙ্গে মাদক দ্রব্য মিশিয়ে দিল। শ্যাম ঐ পানীয় বা খাবার খেয়ে মত্ত হয়ে পড়লে সাধনা নামের কোনো সুন্দরী মহিলার দিকে উস্কে দিল। মত্ত অবস্থায় শ্যাম সাধনার প্রতি প্রকাশ্যে বা অপ্রকাশ্যে অশালীন আচরণ করলো। এক্ষেত্রে সাধনার অভিযোগে রামের অপরাধ হতে পারে কিন্তু শ্যামের কোনো অপরাধ হবে না। অবশ্য এক্ষেত্রে শ্যামকে প্রমাণ করতে হবে বা শ্যামের পক্ষাবলম্বনকারীকে বা কারীদেরকে প্রমাণ করতে হবে যে শ্যামের ইচ্ছার বিরুদ্ধে রাম তাকে মাদক দ্রব্য দিয়েছিল এবং মত্ত অবস্থায় শ্যামের হিত-অহিত জ্ঞান ছিল না।

॥ ধারা ঃ ৮৬ ॥ কোনো কাজ অপরাধ হতে গেলে দরকার বিশেষ কোনো উদ্দেশ্য বা জ্ঞান—যে কাজ কোনো প্রমত্ত ব্যক্তি দ্বারা সম্পাদিত [Offence requiring a particular intent or knowledge committed by one who is intoxicated]—যে সব ক্ষেত্রে কোনো কাজ করলে অপরাধ হয় না যদি তা বিশেষ অভিপ্রায় ও জ্ঞান সহকারে সম্পাদিত হয়ে থাকে, সে সব ক্ষেত্রে যে ব্যক্তি তা করে মাদক দ্রব্য ব্যবহারের পরিণামে মত্ত অবস্থায়, বিচার করা হবে এবং তাকে দণ্ডিত করা হবে এই মনে করে যে মত্ত না হলে তার যে জ্ঞান থাকত সেই একই জ্ঞান তার ছিল যদি না কোনো মাদক দ্রব্য যা তাকে উত্তেজিত বা মত্ত করে তুলেছিল তার অজ্ঞাতসারে বা ইচ্ছার বিরুদ্ধে তাকে সেবন করানো হয়ে থাকে বা শরীরে কোনোভাবে প্রবেশ করানো হয়ে থাকে।

॥ ধারা ঃ ৮৭ ॥ কোনো কাজের দ্বারা মৃত্যু বা গুরুতর জখম ঘটাবার উদ্দেশ্য না নিয়ে এবং তাতে সেরূপ সম্ভবতঃ ঘটতে পারে এমনটা না জেনে কেউ সম্মতিক্রমে ঐ কাজ করলে [Act not intended and not known to be likely to cause death or grievous hurt, done by consent]—কেউ কোনো কাজ—কারো মৃত্যু বা গুরুতর জখম ঘটাবার অভিপ্রায় না নিয়ে এবং সম্ভবতঃ কাজটির জন্য

মৃত্যু বা গুরুতর জখম হতে পারে তা না জেনে, করার ফলে ১৮ বছরের বেশি বয়সের কোনো ব্যক্তির—যে ব্যক্তি উক্ত ক্ষতির মধ্যে পড়তে ব্যক্ত বা বিবক্ষিত সম্মতি দিয়েছে, কোনো ক্ষতি হলে ঐ ক্ষতি সাধনকারী কাজটি অপরাধ হবে না।

উদাহরণ—জনতাকে আনন্দ দিতে এবং নিজেরাও আনন্দ লাভের উদ্দেশ্যে ক ও য পরস্পর সোর্ড খেলা খেলতে লাগল। যদিও তারা দু'জনেই জানে সোর্ড নিয়ে খেলার সময় ক বা য-এর মধ্যে যে কেউ যখন-তখন চোট পেতেই পারে। যদি ন্যায়ভাবে সোর্ড খেলার সময় ক য-কে আঘাত করে তবে সেক্ষেত্রে য-কে আঘাত করার জন্য ক-এর কোনো অপরাধ হবে না—এবং অবশ্যই যদি য-এর বয়স ১৮ বছরের বেশি হয়ে থাকে।

॥ ধারা : ৮৮ ॥ মৃত্যু ঘটাবার অভিপ্রায় না নিয়ে কোনো ব্যক্তির মঙ্গলের জন্য ঐ ব্যক্তির সম্মতি নিয়ে সৎ ভাবনার সঙ্গে কোনো কাজ করা হলে [Act not intended to cause death, done by consent in good faith for person's benefit]—কোনো কিছু যা মৃত্যু ঘটাবার অভিপ্রায় না নিয়ে সম্পাদিত বা যা কোনো ক্ষতি সাধন করার জন্য নয়, যা ঐ ব্যাপারে কোনো এমন ব্যক্তিকে, যার মঙ্গলের জন্য ব্যাপারটা সৎ ভাবনার সঙ্গে সম্পাদিত হয় এবং যে ব্যক্তি ঐ ক্ষতি সহন করার জন্য অথবা ঐ ক্ষতির ঝুঁকি নেওয়ার জন্য ব্যক্ত বা বিবক্ষিত ভাবে সম্মতি জ্ঞাপন করেছে, সম্পাদন করা হোক বা সম্পাদনকারীর অভিপ্রায় হোক অথবা সম্পাদিত হওয়ার সম্ভাবনার ব্যাপারে সম্পাদনকারীর জ্ঞান থাকে, অপরাধ হবে না।

ব্যাখ্যা—মৃত্যু ঘটাবার উদ্দেশ্য ব্যতিরেকে কোনো ব্যক্তির মঙ্গলের জন্য—ঐ ব্যক্তির ক্ষতি স্বীকার করার বা তার ঝুঁকি বহন করার ব্যক্ত-অব্যক্ত সম্মতিতে সৎ ভাবনার সঙ্গে কোনো কাজ করা হলে এবং সেই কাজ করার জন্য ব্যক্তিটির কোনো ক্ষতি হলে সেই ক্ষতির জন্য কোনো অপরাধ হয় না। এমন কি এ ক্ষতি যদি উদ্দেশ্য পরবশ সম্পাদিত হয়ে থাকে বা ঐ রকম ক্ষতি ঐ কাজটির সম্ভাব্য পরিণতি হয়ে থাকে বলে কার্য সম্পাদনকারীর জ্ঞাত থাকে তবুও অপরাধ হবে না।

উদাহরণ—য দীর্ঘদিন হার্টের অসুখে ভুগছিল। ক একজন বিশিষ্ট হার্ট-চিকিৎসক। ক, য-কে সুস্থ করে তোলার জন্য, য-এর মৃত্যু হোক এটা কোনোভাবে না চেয়ে য-এর পূর্ণ সম্মতিতে তার অপারেশন করলেন। দুর্ভাগ্যক্রমে য এতে মারা গেল। এক্ষেত্রে ক অর্থাৎ চিকিৎসকের কোনো অপরাধ হবে না। যদি অপারেশনের আগে তিনি জেনেও থাকেন যে অপারেশন করতে গেলে য-এর মৃত্যু ঘটার সম্ভাবনা আছে তবুও তাঁর অপরাধ হবে না। এখানে ঘটনাটিতে রোগী অর্থাৎ য-এর ব্যক্ত সম্মতি ছিল।

ব্যাখ্যা—স্কুলের প্রধান শিক্ষক স্কুলের প্রশাসন ও শৃঙ্খলার স্বার্থে এবং ছাত্রের নৈতিক চরিত্র গড়ে তোলার মানসে একজন দুর্বিনীত ছাত্রকে প্রহার করলেন। এক্ষেত্রেও এই ধারার ব্যতিক্রম অনুযায়ী ছাত্রকে প্রহার করার জন্য প্রধান শিক্ষকটির কোনো অপরাধ হবে না। যেহেতু প্রতিটি ছাত্রের জ্ঞান আছে যে শিক্ষকমশাই তাদের মঙ্গলের জন্য ও আদর্শ ছাত্র হিসাবে গড়ে তোলার জন্য কাজ করছেন, তাই এক্ষেত্রে ছাত্রদের তাতে অব্যক্ত সম্মতি আছে। তারা অজ্ঞাতসারে শিক্ষককে এ দায়িত্ব দিয়েছে।

॥ ধারা ঃ ৮৯ ॥ সৎ ভাবনার সঙ্গে শিশু ও কোনো বিকৃত মস্তিষ্ক ব্যক্তির মঙ্গলের জন্য অভিভাবক কোনো কাজ করলে বা অভিভাবকের সম্মতিক্রমে কেউ কোনো কাজ করলে [Act done in good faith for benefit of child or insane person, by or by consent of guardian]—১২ বছরের কম বয়সের কোনো শিশু বা বিকৃত মস্তিষ্কের কোনো ব্যক্তির মঙ্গলের জন্য তাদের যথার্থ অভিভাবক বা আইনসম্মতঃ অভিভাবক সৎ ভাবনার সঙ্গে কোনো কাজ করলে অথবা তাদের (অভিভাবকদের) ব্যক্ত-অব্যক্ত সম্মতিতে কোনো কাজ করা হলে (ঐ কাজের ফলে) ঐ শিশু বা বিকৃত মস্তিষ্কের ব্যক্তির কোনো ক্ষতি হলেও তা কোনো অপরাধ হবে না।

যে ঐ রকম কাজ করে কোনো ক্ষতি (harm) ক'রে থাকে সে তা উদ্দেশ্য নিয়ে করে থাকুক বা ঐ কাজের সম্ভাব্য পরিণাম ঐ রকম হতে পারে তা জেনে করে থাকুক—তাতেও কোনো অপরাধ হবে না।

প্রকাশ থাকে যে—

প্রথমতঃ এই ব্যতিক্রম উদ্দেশ্য প্রণোদিতভাবে মৃত্যু ঘটানো অথবা ঘটানোর চেষ্টার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য (extend) হবে না,

দ্বিতীয়তঃ এই ব্যতিক্রম এমন কোনো কাজ করার ক্ষেত্রে বিস্তৃত (extend) হবে না, যেখানে ঐ কার্য সম্পাদনকারী ব্যক্তি, মৃত্যু বা গুরুতর জখম ঘটানোতে বাধা দান ছাড়া অন্য কোনো উদ্দেশ্যে অথবা কোনো গুরুতর ব্যাধি বা অসক্ষমতার চিকিৎসার উদ্দেশ্যে মৃত্যু ঘটাতে পারে বলে জানেন;

তৃতীয়তঃ এই ব্যতিক্রম এমন কোনো কাজ করার ক্ষেত্রে—যেখানে স্বেচ্ছায় গুরুতর জখম করার অথবা গুরুতর জখমের চেষ্টা করা হয়েছে, বিস্তৃত (extend) হবে না, যদি না ঐ মৃত্যু অথবা গুরুতর আঘাত নিবারণের জন্য অথবা কোনো গুরুতর রোগ বা কোনো দুর্বলতা থেকে মুক্ত করার জন্য করা হয়ে থাকে;

চতুর্থতঃ যে অপরাধের ক্ষেত্রে এই ব্যতিক্রম কার্যকারী (extend) হয় না, সেই অপরাধের প্ররোচনার ক্ষেত্রেও (সাহায্য বা সমর্থন) এই ব্যতিক্রম বিস্তৃত বা কার্যকর (extend) হবে না।

উদাহরণ—ক তার শিশুপুত্রের অ্যাপেন্ডিসাইটিস জনিত কষ্ট দেখে তাকে সারিয়ে তোলার জন্য সৎ ভাবনা বশতঃ একজন বিশেষজ্ঞ ডাক্তার দিয়ে তার অপারেশন করলো—যদিও ক জানত এ ধরনের অপারেশন করার সময় তার শিশুপুত্রের মৃত্যুও ঘটতে পারে। এক্ষেত্রে ক এই ধারার ব্যতিক্রমের সুযোগ পাবে অর্থাৎ তার কাজ অপরাধ হবে না।

॥ ধারা ঃ ৯০ ॥ যে সম্মতি ভয় বা ভ্রম পরবশ হয়ে দেওয়া হয়েছে বলে জানা গেছে [Consent known to be given under fear or misconception]—কোনো সম্মতি এই সংহিতার কোনো ধারার দ্বারা উদ্দিষ্ট সম্মতি হবে না যদি তেমন সম্মতি কোনো ব্যক্তি ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার ভয়ে ভয় অথবা কোনো ভুল ধারণার বশবর্তী হয়ে কোনো ব্যক্তি কোনো সম্মতি দেয় এবং সম্মতি গ্রহণকারীর যদি তা জানা থাকে অথবা তার বিশ্বাস করার কারণ থাকে যে ঐ সম্মতি ক্ষতি হওয়ার ভয়ে বা কোনো ভ্রান্ত ধারণার বশবর্তী হয়ে দেওয়া হয়েছে,

অথবা, **বিকৃত মস্তিষ্কের ব্যক্তির সম্মতি**—উক্ত সম্মতি যদি এমন কোনো ব্যক্তি প্রদত্ত হয় যিনি মানসিক বিকারগ্রস্ততা বা মত্ততাহেতু যাতে তিনি সম্মতি প্রদান করছেন, তার প্রকৃতি ও ফল বুঝতে অক্ষম হন, অথবা

শিশুর সম্মতি—প্রসঙ্গ থেকে ভিন্নরূপ কিছু প্রতীয়মান না হলে ১২ বছরের কম বয়সের কোনো শিশুর সম্মতি।

ব্যাখ্যা—(i) **ভয় :** একজন খুনে ডাকাত পথে এক ব্যক্তিকে বন্দুকের ভয় দেখিয়ে তার সমস্ত টাকা-পয়সা, তাকে দিয়ে দেবার জন্য হুমকি দিল। প্রাণভয়ে লোকটি ঐ খুনে ডাকাতকে তার সমস্ত টাকা-পয়সা দিয়ে দেবার জন্য সম্মত হলো। এখানে এই সম্মতি সংহিতার কোনো ধারা নির্দিষ্ট বা আইনানুগ কোনো সম্মতি হবে না। কারণ লোকটি প্রাণভয়ে ভীত হয়ে ঐ ডাকাতকে তার সম্মতি দিয়েছে।

(ii) **ভুল ধারণা :** রাম যদুকে জলে ঝাঁপ দিলে সহজেই বাঁচাতে পারবে বলে যদুর মনে বিশ্বাস জন্মালো। যদু সেই বিশ্বাসের বশবর্তী হয়ে তাকে জলে ফেলে দেবার জন্য রামকে সম্মতি দিল। যদু জলে পড়ল এবং ডুবে মারা গেল। এক্ষেত্রে যদুর সম্মতি আইনসম্মত সম্মতি নয় কারণ সে রামের প্ররোচনার দ্বারা ভুল বিশ্বাসের বশবর্তী হয়ে সম্মতি দিয়েছিল।

(iii) **বিকৃতমস্তিষ্ক ব্যক্তি :** দীপু একজন বিকৃত মস্তিষ্ক মহিলার সঙ্গে যৌন সহবাস করতে চাইল। বিকৃত মস্তিষ্ক মহিলা দীপুকে তার সম্মতি দিল। সেই সম্মতি নিয়ে দীপু মেয়েটির সঙ্গে যৌন সহবাস করল। এক্ষেত্রেও এটি আইনসম্মত সম্মতি বলে ধরা হবে না, কারণ মহিলা মানসিক বিকারগ্রস্ত। তাই এটি একটি ধর্ষণ বা বলাৎকারের কেস। দীপু ধর্ষণের অপরাধে অপরাধী হবে।

(iv) **শিশুর সম্মতি :** রাম ১০ বছরের একটি শিশুর মনে ভুল বিশ্বাস জন্মিয়ে তাকে লোভ দেখিয়ে মামার বাড়ি নিয়ে যাচ্ছে বলে অপহরণ করল। যদিও শিশুটি রামের সঙ্গে যেতে সম্মত হয়েছিল তবুও শিশুটির সম্মতি আইনানুগ সম্মতি হবে না, কারণ তার বয়স ১২ বছরের কম।

॥ ধারা : ৯১ ॥ ক্ষতিসাধন না হলেও যে সব কাজ অপবাধ হয় তা অপসরণ [Exclusion of acts which are offences independently of harm caused]—৮৭, ৮৮, ৮৯ ধারাগুলোর ব্যতিক্রম সেই সব কাজের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে না যে সব কাজের জন্য ক্ষতিসাধন না হলেও অপরাধ হয়—যা সম্মতি প্রদানকারী ব্যক্তির অথবা সেই ব্যক্তির, যার পক্ষে সম্মতি দেওয়া হয়েছে, ক্ষতি করার অভিপ্রায় বা সম্ভাব্য ক্ষতির ব্যাপারে জানা থাকে।

॥ ধারা : ৯২ ॥ কোনো ব্যক্তির হিতার্থে তার সম্মতি ব্যতিরেকে সৎ ভাবনার দ্বারা চালিত হয়ে সম্পাদিত কাজ [Act done in good faith for benefit of a person without consent]—কোনো ব্যক্তির হিতার্থে সৎ ভাবনায় কোনো কাজ করা হলে এমন কি ঐ ব্যক্তির সম্মতি ছাড়াই, তা অপবাধ হবে না—পরিস্থিতি যদি এমন হয় যে ঐ ব্যক্তির সম্মতি দেওয়া সম্ভব হচ্ছে না অথবা ঐ ব্যক্তি সম্মতি দিতে অক্ষম হয় এবং তার দায়িত্বপ্রাপ্ত কোনো অভিভাবক বা এমন কোনো ব্যক্তি তার না থাকে যার কাছ থেকে যথাসময়ে সম্মতি নেওয়া সম্ভব।

প্রকাশ থাকে যে,

প্রথমতঃ এই ব্যতিক্রম ইচ্ছাকৃত ভাবে মৃত্যু ঘটানোয় অথবা ইচ্ছাকৃত ভাবে মৃত্যু ঘটানোর চেষ্টায় প্রযোজ্য হবে না;

দ্বিতীয়তঃ মৃত্যু বা গুরুতর আঘাত নিবারণ অথবা গুরুতর রোগ বা অক্ষমতার চিকিৎসা করার উদ্দেশ্য ছাড়া, অন্য কোনো উদ্দেশ্যে এই ব্যতিক্রম প্রযোজ্য হবে না—যে ক্ষেত্রে এ কাজ সম্পাদনকারী জানে যে ঐ কাজের ফলে মৃত্যু ঘটতে পারে।

তৃতীয়তঃ মৃত্যু বা আঘাত দেওয়া ছাড়া অন্য যে কোনো উদ্দেশ্যে স্বতঃপ্রণোদিতভাবে আঘাত করার অথবা আঘাত করার চেষ্টার ক্ষেত্রে এই ব্যতিক্রমটি প্রযোজ্য হবে না।

চতুর্থতঃ কোনো অপরাধের ক্ষেত্রে যদি এই ব্যতিক্রম প্রযোজ্য না হয়, তাহলে সেই অপরাধের প্ররোচনার ক্ষেত্রেও এই ব্যতিক্রম প্রযোজ্য হবে না।

ব্যাখ্যা— (i) এক ভদ্রমহিলা বাস থেকে পড়ে গিয়ে ভীষণ ভাবে আহত হলো। এবং রাস্তায় পড়ে রইল। মহিলাটির কোনো পরিচয় জানা গেল না। আর তার পরিচয় জানানোর মতো অবস্থাও ছিল না। কিছু লোক মেয়েটিকে পাশের আর. জি. কর হাসপাতালে নিয়ে গেল। হাসপাতালের ডাক্তার দেখলেন মহিলার তখনই অপারেশন না করলে বাঁচার আশা নেই কিন্তু মেয়েটির কোনো অভিভাবক সেখানে নেই যার থেকে সম্মতি নেওয়া যায় অথচ অপারেশন করতে গেলে মেয়েটি মারাও যেতে পারে তা ডাক্তার জানেন। এমতাবস্থায় মহিলার হিতার্থে সৎ ভাবনার দ্বারা প্রেরিত হয়ে ডাক্তার যদি মহিলার অপারেশন করেন এবং অপারেশনের ফলে যদি মহিলার মৃত্যুও হয় তাহলেও ডাক্তারের এখানে কোনো অপরাধ হবে না।

আবার যদি কোনো হাতুড়ে ডাক্তার যার অপারেশন করার যথেষ্ট অভিজ্ঞতা নেই, যদি এ ধরনের অপারেশন করতে গিয়ে ঐ রকম কোনো আহত ব্যক্তির মৃত্যু ঘটায় তাহলে কিন্তু সে এই ধারা মতে সৎভাবে অপারেশন করেছে বলে মানা যাবে না। সে ক্ষেত্রে ঐ মহিলার মৃত্যু ঘটানোর জন্য সে দায়ী হবে।

(ii) একটি বাচ্চা ছেলেকে হঠাৎ এক রাতে একটা হায়নাতে টেনে নিয়ে যাবার সময় এক বন্দুকধারী পাহারাদার দেখতে পেল। ছেলেটিকে তখনও হায়নার মুখ থেকে ছাড়াতে পারলে সে বেঁচে যায় অথচ হায়নাটাকে গুলি করতে গেলে ছেলেটার গায়ে গুলি লাগার সম্ভাবনা আছে। পাহারাদার গুলি করল। এখানে পাহারাদার গুলি করেছে ছেলেটিকে মেরে ফেলার উদ্দেশ্য না নিয়ে এবং সে ছেলেটির মঙ্গলের জন্য সৎভাবে এ কাজ করেছে তাই এক্ষেত্রে ছেলেটি গুলি লেগে মারা গেলেও পাহারাদারের কোনো অপরাধ হবে না।

(iii) একটি বহুতল বাড়িতে আগুন লেগেছে। সবাই পালাতে পেরেছে। একটি শিশু ভয়ে খাটের তলে লুকিয়ে পড়েছিল তাই সে আটকে পড়েছে। দমকলের লোক কোনো মতে সেখানে পৌছে শিশুটির মঙ্গলের জন্য (অর্থাৎ তার প্রাণ বাঁচাবার জন্য) তাকে উদ্ধার করে নিচে ধরে থাকা জালের ওপর ফেলে দিল। যেহেতু দমকলের ঐ কর্মীটি শিশুটির হিতার্থে সৎ ভাবনার দ্বারা চালিত হয়ে এ কাজ করেছিল তাই জালে

পড়ে ছেলেটির মৃত্যু হলেও দমকলের কর্মীটি শিশুটির মৃত্যু ঘটানোর অপরাধে অপরাধী হবে না।

স্পষ্টীকরণ—৮৮, ৮৯ ও ৯২ ধারায় মঙ্গল বা উপকার বলতে কেবল আর্থিক উপকার বা আর্থিক সুবিধা বা আর্থিক মঙ্গল বুঝাবে না।

॥ ধারা : ৯৩ ॥ সৎ ভাবে কিছু জানানো [Communication made in good faith]—যদি কোনো ব্যক্তির সুবিধার জন্য সরল বিশ্বাসে তাকে কোনো কিছু জানানো হয় তাহলে যাকে ঐ সংবাদ জানানো হলো তার কোনো ক্ষতির জন্য তাকে ঐ সংবাদ জানানো অপরাধ হবে না।

ব্যাখ্যা—একজন চিকিৎসক, সৎ ভাবে অর্থাৎ সরল বিশ্বাসে একজন রোগীকে জানালেন, তার ক্যানসার হয়েছে, যা নিরাময় হওয়া প্রায় অসম্ভব। এ সংবাদ শুনে রোগী হতাশ হয়ে মারা গেল। এক্ষেত্রে চিকিৎসকের কোনো অপরাধ হবে না, যদিও তিনি জানতেন ঐ সংবাদ জানানোর জন্য রোগীর জীবন সংশয় হতে পারে।

আসলে এক্ষেত্রে ডাক্তার তাকে তার রোগের বা পরিস্থিতির কথা জানানোর ফলে সেই রোগী তার কোনো অন্তিম ইচ্ছা থেকে থাকলে তা পূরণ করার সুযোগ পেয়েছে। যেটা অজান্তে হঠাৎ মারা গেলে সম্ভব হতো না।

॥ ধারা : ৯৪ ॥ ভয় দেখিয়ে কোনো ব্যক্তিকে কোনো কাজ করতে বাধ্য করা হলে [Act to which a person is compelled by threats]—হত্যা এবং রাষ্ট্রবিরোধী কোনো কাজের জন্য যখন মৃত্যুদণ্ড হয় তা ব্যতিরেকে তেমন কোনো কাজ করা হলে তা অপরাধ হবে না যে কাজ কোনো ব্যক্তি আসন্ন মৃত্যু ভয়ে ভীত হয়ে করতে বাধ্য হয়। কিন্তু ঐ কাজ আসন্ন মৃত্যু বাদ দিয়ে কোনো আঘাতের ভয়ে বা গুরুতর আঘাতের ভয়ে ভীত হয়ে করে থাকলে সেক্ষেত্রে এই ব্যতিক্রম কার্যকরী হবে না। আবার আসন্ন মৃত্যুর হুমকিতে ভীত হয়ে কেউ যদি খুন করে বসে তবে তাও এই ধারা অনুযায়ী ব্যতিক্রমের সুযোগ পাবেন না।

ব্যাখ্যা—(i) কোনো ব্যক্তি নিজের ইচ্ছায় বা কোনো ডাকাতদলের প্রহার থেকে পিঠ বাঁচাতে স্বেচ্ছায় ঐ ডাকাতের দলে সামিল হলে এই ধারা বলে ব্যতিক্রমের সুযোগ পাবে না।

(ii) কোনো ডাকাতদল কাউকে তুলে নিয়ে গিয়ে যদি এমন হুমকি দেয় যে কোনো একটি বিশেষ কাজ (খুন বা রাষ্ট্রবিরোধী মৃত্যুদণ্ডযোগ্য অপরাধ বাদ দিয়ে) সে না করলে তার মৃত্যু আসন্ন এবং এই রকম আসন্ন মৃত্যুর ভয়ে ঐ ব্যক্তি কোনো অপরাধ করলে সে এই ধারা মতে ব্যতিক্রমের সুযোগ (অর্থাৎ ক্ষমা) পাবে।

যেমন, একজন চাবিওয়ালাকে একদল ডাকাত জোর করে তুলে নিয়ে গিয়ে কোনো বাড়ির সিন্দুকের তালা মৃত্যুর ভয় দেখিয়ে খুলতে বাধ্য করলো (যাতে ডাকাতদের সিন্দুকের অর্থ ও রত্নাদি লুট করতে সুবিধা হয়)। এখানে ঐ চাবিওয়ালা এই ব্যতিক্রম অনুযায়ী ক্ষমা পাবে।

লক্ষ্যণীয়—৯৪ ধারা ও তার ব্যাখ্যা থেকে যে জিনিসগুলো পরিষ্কার হচ্ছে তা লক্ষ্যণীয়—

(ক) আসন্ন মৃত্যু ভয় থাকলেও কোনো ব্যক্তি যদি খুন বা রাষ্ট্রবিরোধী অপরাধ, অর্থাৎ যে সব কাজে মৃত্যুদণ্ড হয় তেমন কোনো কাজ করে তাহলে ঐ ব্যক্তি এই ধারা মতে রেহাই পাবে না। যেমন—

হাবলা ক্যাবলাকে বলল, 'তুই যদি ঐ পটলাকে খুন না করিস তাহলে তোকে আমি এই মুহূর্তে খুন করব।' হাবলার এই হুমকিতে প্রাণ ভয়ে ভীত হয়ে ক্যাবলা পটলাকে খুন করল। এখানে ক্যাবলা আসন্ন মৃত্যুভয়ে ভীত হয়ে খুন করলেও ব্যতিক্রমের সুযোগ পাবে না কারণ আসন্ন মৃত্যু ভয়ে ভীত হয়ে সে খুন করেছে। এই ধারা কোনো খুনীকে ক্ষমা করে না।

(খ) আসন্ন বা তাৎক্ষণিক মৃত্যু ভয় বাদ দিয়ে অন্য কোনো গুরুতর ক্ষতির ভয়ে ভীত হয়ে কোনো ব্যক্তি কোনো অপরাধ করলে তা এই ধারা মতে ক্ষমাযোগ্য হবে না, যেমন—

হাবলা ক্যাবলাকে বলল, 'তুই যদি পটলাদের বাড়ি চুরি না করিস, তাহলে তোর ঠ্যাং ভেঙে দেব। ক্যাবলা এই হুমকিতে ভয় পেয়ে পটলাদের বাড়ি চুরি করল। এখানে ক্যাবলা চুরির অপরাধে অপরাধী হবে কারণ ক্যাবলাকে আসন্ন মৃত্যুভয়-এ ভীত করা হয়নি। গুরুতর আঘাত বা হানির ভয় দেখানো হয়েছিল।

(গ) কেউ যদি অন্যের আসন্ন বা তাৎক্ষণিক মৃত্যুর ভয়ে ভীত হয়ে কোনো অপরাধ করে তাহলে তা এই ধারা মতে ক্ষমাযোগ্য হবে না, যেমন—

কালু ডাকাত এক চাবিওয়ালাকে বলল, তুমি যদি ঐ রামবাবুর বাড়ির সিন্দুকের তালা না খুলে দাও (যাতে সিন্দুকের মাল লুট করা সম্ভব হয়) তাহলে তোমার বৌকে এখনি গলা টিপে মেরে ফেলব। চাবিওয়ালা বৌয়ের আসন্ন মৃত্যুর ভয়ে ভীত হয়ে রাতের অন্ধকারে রামবাবুর বাড়ির সিন্দুকের তালা খুলে দিল এবং কালু ডাকাতরা তা লুট করল। এখানেও চাবিওয়ালা ৯৪ ধারা মতে রেহাই পাবে না এবং সিন্দুক ভাঙ্গা এবং ডাকাতির অপরাধে অপরাধী হবে কারণ এখানে আসন্ন মৃত্যু ভয় থাকলেও তা তার নিজের ছিল না।

(ঘ) কোনো ব্যক্তিকে মৃত্যু ভয় দেখিয়ে কোনো অপরাধ করালেও তার অপরাধ ক্ষমাযোগ্য হবে না, যদি না তা তাৎক্ষণিক বা আসন্ন মৃত্যু ভয় না হয়, যেমন—

কালু ডাকাত ডাকাতির উদ্দেশ্যে এক চাবিওয়ালাকে হুমকি দিয়ে বলল, 'তুমি যদি রামবাবুর বাড়ির সিন্দুকের তালা আজ রাতে খুলে না দাও তাহলে সকালেই তোমাকে খুন করব।' চাবিওয়ালা মৃত্যুভয়ে ভীত হয়ে ঐ রাতেই ডাকাতির উদ্দেশ্যে রামবাবুর বাড়ির সিন্দুকের তালা খুলে দিল। এখানে মৃত্যু ভয়ে চাবিওয়ালা সিন্দুক খুলে দিলেও ডাকাতদের সঙ্গে সমানভাবে ডাকাতির অপরাধে অপরাধী হবে কারণ, এক্ষেত্রে মৃত্যু ভয় থাকলেও তা আসন্ন মৃত্যু ভয় ছিল না।

॥ ধারা ঃ ৯৫ ॥ সামান্য ক্ষতি হয় এমন কাজ [Act causing slight harm]—এমন কোনো কিছু অপরাধ হবে না এজন্য, যে অতে কোনো ক্ষতি হয় বা ক্ষতিসাধনের উদ্দেশ্যে করা হয়, অথবা তা ক্ষতি করতে পারে বলে জানা আছে, যদি ঐ ক্ষতি এত সামান্য হয় যে কোনো সাধারণ অনুভূতি ও মেজাজ সম্পন্ন লোক তার জন্য অভিযোগ করবেন না।

ব্যাখ্যা—এক কথায় এই ধারার বক্তব্য হলো, ক্ষতিটা যদি এতই সামান্য হয় যে সাধারণ বোধবুদ্ধি সম্পন্ন কোনো মানুষ তার জন্য অর্থাৎ এ ধরনের ক্ষতির জন্য অভিযোগ করে না, তাহলে ঐ ক্ষতি সম্পাদনকারীর অপরাধ, অপরাধ বলে গণ্য হবে না বা অপরাধী এই ধারা মতে ক্ষমা পাবে অথবা অপরাধী এই ধারার ব্যতিক্রমের সুযোগ পাবে। যেমন ধরা যাক—

(i) পুজোর জন্য কারো বাগান থেকে কেউ কিছু ফুল বাগানের মালিকের অনুমতি ছাড়াই তুলে নিলে এই ধারার ব্যতিক্রম অনুযায়ী ঐ ব্যক্তি ফুল তোলার অপরাধে অপরাধী হবে না।

(ii) তাড়াহুড়োতে ভিড় ট্রামে উঠে এগোতে গিয়ে শঙ্কর এক যাত্রীর পা জুতো দিয়ে মাড়িয়ে দিল। এতে ঐ যাত্রী সামান্য আঘাত পেলেও এই ধারা মতে শঙ্করের কোনো অপরাধ হবে না।

(iii) পাশাপাশি দু'জন টাইপ করার সময় একজনের টাইপের কাগজ শেষ হয়ে গেলে সে যদি পাশের টাইপিস্টের অনুমতি ছাড়াই দুটো কাগজ তার ড্রয়ার থেকে বের করে নেয় তাহলে ঐ টাইপিস্ট এই ধারা মতে চুরির অপরাধে অপরাধী হবে না।

(iv) বর্ষার জল-কাদা জমে আছে রাস্তায়, একটা জীপ ছুটে যাওয়ার সময় পাশের এক পথচারীর গায়ে কাদা ছেটাল (রাস্তার অবস্থা এমন যে এরকম ব্যাপার এড়ানো যায় না)। এতে এই ধারা মতে জীপ ড্রাইভারের কোনো অপরাধ হবে না।

আত্মরক্ষার অধিকার বিষয়ক

(Right of Private Defence)

(ধারা—৯৬ থেকে ধারা—১০৬)

॥ ধারা ঃ ৯৬ ॥ আত্মরক্ষার জন্য করা কাজ [Things done in Private defence]—আত্মরক্ষার অধিকার প্রয়োগ করতে গিয়ে করা কোনো কিছুই অপরাধ নয়।

॥ ধারা ঃ ৯৭ ॥ ব্যক্তিগত শরীর ও সম্পত্তি রক্ষার অধিকার [Right of Private defence of the body and of Property]—৯৯ ধারায় বলা ব্যতিক্রম সাপেক্ষে প্রত্যেক ব্যক্তির অধিকার আছে—

প্রথমতঃ মানবদেহের ক্ষতি করতে পারে এমন যে কোনো অপরাধের হাত থেকে নিজের ও অপরের শরীরকে রক্ষা করার;

দ্বিতীয়তঃ নিজের বা অপরের স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি—চুরি, ডাকাতি, ক্ষতি অথবা অপরাধজনক অনধিকার প্রবেশের (Criminal trespass) অপরাধ অথবা ঐ সমস্ত অপরাধের চেষ্টা থেকে রক্ষা করার।

ব্যাখ্যা—এই সংহিতার ৯৯ ধাবায় বলা ব্যতিক্রম সাপেক্ষে নিজের ও

অপরের শরীর রক্ষা, স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তির চুরি বা ক্ষতির হাত থেকে রক্ষা, অথবা অপরাধ করার উদ্দেশ্যে অনধিকার প্রবেশ রোধ, অথবা এই সমস্ত অপরাধের চেষ্টা থেকে নিজের বা অপরের সম্পত্তি রক্ষা করার অধিকারকে বলে আত্মরক্ষার অধিকার।

আত্মরক্ষার এই অধিকার প্রয়োগ করতে গিয়ে যদি অপরাধীর কোনো ক্ষতি হয় তাহলে এই সংহিতার ৯৯ ধারার ব্যতিক্রম সাপেক্ষে ক্ষতিসাধনকারীর ঐ অপরাধ অপরাধ বলে ধরা হবে না।

॥ ধারা ঃ ৯৮ ॥ মানসিক বিকারগ্রস্ত ব্যক্তি ইত্যাদিদের কাজের বিরুদ্ধে আত্মরক্ষার অধিকার [Right of private defence against the act of a person of unsound mind, etc.]—যখন কোনো কাজ অন্য ক্ষেত্রে অবশ্যই অপরাধ হতো কিন্তু তা একজন শিশু, জড়বুদ্ধিসম্পন্ন কোনো ব্যক্তি, মানসিক বিকারগ্রস্ত কোনো ব্যক্তি, নেশাগ্রস্ত কোনো ব্যক্তি অথবা ভ্রান্ত ধারণার বশবর্তী হয়ে কোনো ব্যক্তির দ্বারা করা হয়ে থাকার কারণে অপরাধ হয় না—তখনও প্রত্যেক ব্যক্তি ঐ কাজের বিরুদ্ধে তার একই রকম আত্মরক্ষার অধিকার প্রয়োগ করতে পারবে—যে আত্মরক্ষার অধিকার ঐ কাজ অপরাধ বলে গণ্য হলে প্রযোজিত হতো।

ব্যাখ্যা—শিশু, জড়বুদ্ধির ব্যক্তি, মানসিক বিকারগ্রস্ত ব্যক্তি বা মাতাল বা ভ্রান্তধারণা বশতঃ কৃত কোনো কাজ অপরাধ বলে বিবেচিত হয় না ঠিকই কিন্তু তেমন কাজ করতে যাওয়ার সময়ও যে কেউ এ সমস্ত ক্ষেত্রেই তার আত্মরক্ষার অধিকার প্রয়োগ করতে পারবে। যেমন—

উদাহরণ—(i) একজন মাতাল মত্ত অবস্থায় একজনকে ধরে মারতে গেল (মনে রাখবেন এই সংহিতার ৮৫ ও ৮৬ ধারা মতে বিশেষ ক্ষেত্রে মাতাল বা নেশাগ্রস্তদের কোনো কাজ অপরাধ হয় না) এখানে এই সংহিতার ৮৫, ৮৬ ধারা মতে ঐ মাতালের কোনো অপরাধ হবে না কিন্তু তবুও ঐ ব্যক্তি তার আত্মরক্ষার অধিকার প্রয়োগ করতে পারে, তাতে যদি মাতালের কোনো ক্ষতি হয় তাও।

(ii) একই রকম ভাবে কোনো পাগল কাউকে লাঠি-পেটা করতে গেল। যদিও পাগলের ঐ কাজ ৮৪ ধারা মতে অপরাধ বলে বিবেচিত হবে না, তবুও এখানে ক্ষতি হতে যাচ্ছে দেখে, সেই ব্যক্তি নিজেকে রক্ষা করতে গিয়ে আত্মরক্ষার আইন প্রয়োগ করতে পারে তাতে পাগলের ক্ষতি হলেও।

(iii) একটা ছোট্ট শিশু খেলতে খেলতে তার চেয়ে বয়সের বড় কোনো বালককে আচমকা ধাক্কা মেরে ছাদ থেকে ফেলে দিতে উদ্যত হলো। একাজও এই সংহিতার ৮২, ৮৩ ধারা মতে অপরাধ হবে না। তবুও বালক শিশুটির বিরুদ্ধে আত্মরক্ষার অধিকার প্রয়োগ করতে পারবে। তাতে শিশুটির কোনো ক্ষতি হলেও।

(iv) আবার রামবাবু কয়েকদিন পর বাইরে থেকে ফিরে তার সদ্য বিবাহিতা স্ত্রীকে চমকে দেবার ইচ্ছায় রাতে চুপি চুপি বাড়িতে প্রবেশ করল। কিন্তু বাড়ির দারোয়ান ভুল ধারণা বশতঃ মালিককে চোর জ্ঞান করে প্রহার করতে গেল। এক্ষেত্রে যেহেতু দারোয়ান ভুল ধারণার বশবর্তী হয়ে তার মালিককে প্রহার করতে উদ্যত

হয়েছিল তাই তার কাজ এই সংহিতার ৭৬ ও ৭৯ ধারা মতে দারোয়ানের অপরাধ হবে না। তবুও মালিক রামবাবু দারোয়ানের বিরুদ্ধে আত্মরক্ষার আইন প্রয়োগ করতে পারবে।

॥ ধারা : ৯৯ ॥ যে সব কাজের বিরুদ্ধে আত্মরক্ষার অধিকার নাই [Acts against which there is no right of private defence]

(i) যদি কোনো সরকারী কর্মচারি [রাজভৃত্য] সৎ ভাবনায় [সরল বিশ্বাসে] তাঁর পদাধিকার বলে কোনো কাজ করেন বা করার চেষ্টা করেন এবং ঐ কাজের ফলে কারোর মৃত্যু বা গুরুতর আঘাতের আশঙ্কা সৃষ্টি না করে তবে ঐ কাজের বিরুদ্ধে আত্মরক্ষার অধিকার প্রয়োগ কবা যাবে না, যদি ঐ কাজ আইনতঃ যথাযথ ন্যায্যতা সমন্বিত নাও হয়।

ব্যাখ্যা—(i) একজন পুলিশ রাম নামের কোনো অপরাধীকে ধরতে গেলে রাম গ্রেপ্তার এড়াবার চেষ্টা করে এবং তার জন্য ঐ পুলিশ তাকে লাঠি দিয়ে হাল্কাভাবে আঘাত করতে যায় তাহলে ঐ পুলিশের বিরুদ্ধে রামের আত্মরক্ষার অধিকার থাকবে না।

আবার যদি ঐ পুলিশ অফিসারটি সাদা পোষাকে রামকে গ্রেপ্তার করতে যায় এবং রাম যদি তাঁকে পুলিশ বলে বা রাজভৃত্য বলে চিনতে না পেরে মারধর করে তবে আসামী রামের অপরাধ হবে না। কারণ রাম সেখানে আত্মরক্ষার অধিকার পাবে।

(ii) যদি কোনো সরকাবি কর্মচারি [রাজভৃত্য] সৎ ভাবনায় [সরল বিশ্বাসে] তাঁর পদাধিকার বলে কোনো কাজ করার নির্দেশ দেন যে নির্দেশের পালনে কোনো কাজ করা হয় বা করার চেষ্টা করা হয় তবে সেই কাজের বিরুদ্ধে আত্মরক্ষাব অধিকার প্রয়োগ করা যাবে না। যদি ঐ কাজের ফলে কারোর মৃত্যু বা গুরুতর আঘাতের আশঙ্কা সৃষ্টি না হয় এবং ঐ কাজ আইনতঃ যথাযথ ন্যায্যতা সমন্বিত নাও হয়।

ব্যাখ্যা—দু' জন পুলিশ ওয়ারেণ্ট নিয়ে আসামী রামকে ধরতে গেল, রাম সেই ওয়ারেণ্টে আদালতের যথাযথ শিল মোহর দেখতে পেল না এবং গ্রেপ্তার এড়াবার চেষ্টা করল। পুলিশ দু'জন তবুও রামকে ধরতে গেলে সে তাঁদের মারধর করল। এখানেও আসামী রাম আত্মরক্ষার অধিকার পাবে না কারণ ঐ ওয়ারেণ্টটিতে আইনগত ত্রুটি-বিচ্যুতি থাকলেও অর্থাৎ আদালতের যথাযথ শিলমোহর না থাকলেও ওয়ারেণ্টটি একেবারে ভুয়ো বা বেআইনি ছিল না।

(iii) যে সব ক্ষেত্রে প্রতিরক্ষার জন্য সরকারি কর্তৃপক্ষের (Public authorities) সহায়তা প্রাপ্ত করার মতো সময় আছে, সে সব ক্ষেত্রে আত্মরক্ষার অধিকার প্রয়োগের কোনো সুযোগ পাওয়া যাবে না।

ব্যাখ্যা—যে সব ক্ষেত্রগুলোতে আত্মরক্ষার জন্য সরকারি-কর্তৃপক্ষের সাহায্য নেওয়ার মতো সুযোগ ও সময় আছে, সেগুলো প্রাপ্ত করার কোনো চেষ্টা করে কেউ যদি আত্মরক্ষার নামে কোনো কাজ করে তাহলে সেই কাজকে ঐ ব্যক্তির আত্মরক্ষার অধিকার-বলে কৃত বলে চালানো যাবে না। কারণ সে ক্ষেত্রে যেহেতু আত্মরক্ষার জন্য সরকারি কর্তৃপক্ষের সাহায্য নেওয়ার মতো যথেষ্ট সময় ও সুযোগ ছিল কিন্তু ঐ ব্যক্তি

তা না নিয়ে আত্মরক্ষার্থে কোনো কাজ করে বসেছে, যা অপরাধ বলে চিহ্নিত হতে পারে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়—

একজন খুনী কোনো গৃহস্থকে প্রার্থনা মতো অর্থ না দেওয়ার জন্য তিন দিনের মধ্যে খুন করবে বলে হুমকি দিল। গৃহস্থ ভদ্রলোক তার মোকাবিলা করার জন্য তৈরি হলো এবং দু'দিন পর তৃতীয় রাতে ঐ খুনী তাকে খুন করতে এলে গৃহস্থ ভদ্রলোক আত্মরক্ষার অধিকার পাবে না। এমন কি এই সংহিতার ১০০ ধারা (যে ধারায় কোনো হামলায় যথাযথ মৃত্যুর আশঙ্কা থেকে থাকলে আত্মরক্ষার জন্য স্বেচ্ছায় বা স্বেচ্ছাকৃতভাব হামলাকারীর মৃত্যু পর্যন্ত ঘটানো যায়) অনুযায়ীও নয়। কারণ খুনী এক্ষেত্রে তিনদিন সময় দিয়েছিল। গৃহস্থ সেক্ষেত্রে সরকারি কর্তৃপক্ষ বা পুলিশকে খবর দেবার বা তাদের শরণাপন্ন হওয়ার বা তাদের সাহায্য নেওয়ার মতো যথেষ্ট সময় পেয়েও তা নেয় নি। তাই এখানে গৃহস্থের ঐ খুনের কাজটি আত্মরক্ষার অধিকার বলে করা হয়েছিল তা বলা যাবে না এবং তার কাজ আইনসম্মতও বলা যাবে না।

আত্মরক্ষার অধিকার প্রয়োগের সীমা ঃ [Extent to which the right may be exercised]—আত্মরক্ষার জন্য ঠিক যতটা ক্ষতি করা প্রয়োজন তার চেয়ে বেশি ক্ষতি করা যাবে না।

স্পষ্টীকরণ (১) ঃ—সরকারী কর্মচারি [রাজভৃত্য] দ্বারা সরকারি কর্মচারি হিসাবে কৃত কাজ বা যে কাজ দ্বারা করার চেষ্টা করা হয়েছে তার বিরুদ্ধে কোনো ব্যক্তি আত্মরক্ষার অধিকার প্রয়োগ করা থেকে বঞ্চিত হবে না। যদি না ঐ ব্যক্তি জানে বা তার বিশ্বাস করার কারণ থাকে যে, ঐ কার্য সম্পাদনকারী ব্যক্তি একজন সরকারি কর্মচারি বা রাজভৃত্য (Public servant)।

স্পষ্টীকরণ (২) ঃ—কোনো সরকারি কর্মচারি বা রাজভৃত্যের (Public servant) নির্দেশে সম্পাদিত কোনো কাজ বা সম্পাদনের চেষ্টা করা হলেও সেই কাজের বিরুদ্ধে কোনো ব্যক্তি আত্মরক্ষার অধিকার প্রয়োগ থেকে বঞ্চিত হবেন না—যদি না ঐ ব্যক্তি জানে বা তার বিশ্বাস করার কারণ থাকে যে ঐ কাজ সম্পাদনকারী ব্যক্তি এমন নির্দেশ মতো কার্য সম্পাদন করছে অথবা যে ব্যক্তি ঐ নির্দেশ মতো কার্য সম্পাদন করছে সে কোন অধিকারে ঐ কাজ সম্পাদন করছে তা প্রকাশ না করে অথবা যদি ঐ কার্য সম্পাদনকারীর কোনো লিখিত অধিকার থাকে এবং কেউ দেখতে চাইলে সে যদি তা না দেখায়।

॥ ধারা ঃ ১০০ ॥ নিজের দেহ রক্ষার ক্ষেত্রে যখন আত্মরক্ষার অধিকার মৃত্যু ঘটানো পর্যন্ত সম্প্রসারিত করা যায় [When the right of private defence of the body extends to causing death]—এই সংহিতার পূর্ববর্তী ধারায় উল্লিখিত বিধিনিষেধ অনুযায়ী (অনতিক্রম্য গণ্ডিসমূহ) যে সব ক্ষেত্রে আত্মরক্ষার অধিকার প্রয়োগ করা যায় না, সেই সমস্ত ক্ষেত্র বাদ দিয়ে নিজের শরীরের ওপর আক্রমণ যদি নিম্নলিখিত কোনো এক রকমের হয় তবে আত্মরক্ষার জন্য অধিকার স্বতঃস্ফূর্তভাবে আক্রমণকারীর মৃত্যু ঘটানো অথবা অন্য কোনো ক্ষতি করা পর্যন্ত সম্প্রসারিত হয়, যেমন—

প্রথমতঃ এমন আঘাত যাতে সঙ্গতভাবে আশঙ্কা থাকে যে, অন্যথায় ঐ আঘাতের পরিণামস্বরূপ মৃত্যুই হবে;

দ্বিতীয়তঃ এমন আঘাত যাতে সঙ্গতভাবে আশঙ্কা থাকে যে, অন্যথায় ঐ আঘাতের পরিণামস্বরূপ গুরুতর জখম হবে;

তৃতীয়তঃ ধর্ষণ (বলাৎকার) করার অভিপ্রায়ে হামলা;

চতুর্থতঃ প্রকৃতি-বিরুদ্ধ কাম-তৃষ্ণা চরিতার্থ করার অভিপ্রায়ে হামলা;

পঞ্চমতঃ অপহরণ বা অপহরণ করার অভিপ্রায়ে হামলা;

ষষ্ঠতঃ কোনো ব্যক্তিকে অন্যায়ভাবে আটক করার অভিপ্রায়ে হামলা যা এমন পরিস্থিতিতে করা হয় যখন ঐ আটক ব্যক্তির সঙ্গত কারণেই মনে আশঙ্কা হয় যে তার মুক্তির জন্য সরকারি কর্তৃপক্ষের সাহায্য সে নিতে পারবে না।

॥ ধারা : ১০১ ॥ কখন এমন অধিকার মৃত্যু ব্যতীত অন্য কোনো ক্ষতি সাধন পর্যন্ত সম্প্রসারিত হয় [When such right extends to causing any harm other than death]—যদি উক্ত অপরাধ পূর্ববর্তী ধারায় বর্ণিত যে কোনো একটি অপরাধের মধ্যে না পড়ে তাহলে নিজের শরীর রক্ষার অধিকার স্বতঃস্ফূর্তভাবে আক্রমণকারীর মৃত্যু ঘটানো পর্যন্ত সম্প্রসারিত হয় না, কিন্তু এই সংহিতার ৯৯ ধারায় বর্ণিত অনতিক্রম্য গণ্ডিসমূহ সাপেক্ষে স্বতঃস্ফূর্তভাবে আক্রমণকারীর মৃত্যুব্যতীত অন্য যে কোনো ক্ষতি সাধন পর্যন্ত সম্প্রসারিত হয়।

॥ ধারা : ১০২ ॥ শরীরের ওপর হামলার ক্ষেত্রে আত্মরক্ষার অধিকারের শুরু এবং স্থিতিকাল [Commencement and continuance of the right of private defence of the body]—শরীরের ওপর হামলার ক্ষেত্রে আত্মরক্ষার অধিকার সেই মুহূর্ত থেকেই শুরু হয়ে যায় যখন কোনো অপরাধ করার প্রচেষ্টা অথবা হুমকিতে শারীরিক সঙ্কটের সঙ্গত আশঙ্কা তৈরি হয়—তা যদি অপরাধ করা নাও হয় তবুও এবং তার স্থিতিকাল ততক্ষণ বজায় থাকে যতক্ষণ শারীরিক সঙ্কটের এমন আশঙ্কা উপস্থিত থাকে।

॥ ধারা : ১০৩ ॥ কখন সম্পত্তির রক্ষার ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত অধিকার মৃত্যু সংঘটিত করা পর্যন্ত সম্প্রসারিত হয় [When the right of private defence of property extends to causing death]—এই সংহিতার ৯৯ ধারায় উল্লিখিত অনতিক্রম্য গণ্ডিসমূহ সাপেক্ষে সম্পত্তি রক্ষার ব্যক্তিগত অধিকার স্বতঃপ্রণোদিত ভাবে অন্যায়কারীর মৃত্যু ঘটানো অথবা অন্য কোনো ক্ষতি সাধন করা পর্যন্ত সম্প্রসারিত (extends) হয়, যদি উক্ত অপরাধ, যা করা বা করার চেষ্টা উক্ত অধিকার প্রয়োগের অবস্থা সৃষ্টি করে, তা নিম্নলিখিত বিবরণ সমূহের যে কোনোটির অপরাধ হয়, যথা—

প্রথমতঃ দস্যুতা [ডাকাতি] [robbery]

দ্বিতীয়তঃ রাতের বেলায় সিঁদ কেটে (House breaking by night) চুরি [রাতের বেলায় গৃহভেদ]

তৃতীয়তঃ মানুষের বাসস্থান হিসাবে ব্যবহৃত অথবা সম্পত্তি সংরক্ষণের স্থানরূপে ব্যবহৃত হয় এমন বাড়ি, তাঁবু, জলযানে আগুন ধরিয়ে ক্ষতিসাধন।

চতুর্থতঃ চুরি, ক্ষতিসাধন বা বাড়িতে অনধিকার প্রবেশ সঙ্গতভাবে এমন আশঙ্কার সৃষ্টি করে যে উল্লেখমতো আত্মরক্ষার অধিকার (Such right of private defence) প্রয়োগ করা না হলে মৃত্যু বা গুরুতরভাবে আহত (grievous hurt) হতে হবে।

ব্যাখ্যা—দু'জন ডাকাত একটা বাড়িতে ডাকাতি করার উদ্দেশ্যে চড়াও হলো। একজন ডাকাত আলমারি থেকে মূল্যবান রত্নাদি ও টাকা পয়সা সরাতে লাগল অন্যজন একটা আগ্নেয় অস্ত্র নিয়ে বাড়ির মালিকের পাশে দাঁড়িয়ে থাকল। আলমারি খোলার শব্দ পেয়ে মালিক জেগে উঠলেন এবং দেখলেন একজন ডাকাত তার কপাল তাক করে আগ্নেয় অস্ত্র ধরে আছে। অর্থ, মালিক চিৎকার-চেঁচামেচি করলে সে গুলি করবে।

এমতাবস্থায় মালিক কোনোভাবে যদি ঐ ডাকাতের মৃত্যু ঘটায় তাহলে তাঁর কোনো অপরাধ হবে না। কারণ বাড়ির মালিক নিজের প্রাণ বাঁচাতে আত্মরক্ষা অধিকার বলে ঐ মৃত্যু ঘটাতে পারে।

॥ ধারা ঃ ১০৪ ॥ কখন ঐ রকম অধিকার মৃত্যু ঘটানো ছাড়া অন্য কোনো ক্ষতি সাধন পর্যন্ত সম্প্রসারিত [extends] **হয়** [When such right extends to causing of any harm other than death]—যখন চুরি, ক্ষতিসাধন অথবা অপরাধমূলক সীমা লঙ্ঘন পূর্ববর্তী ধারার উল্লিখিত বিবরণ সমূহের কোনোটির মধ্যে পড়ে না, অথচ যার সংঘটন বা সংঘটনের চেষ্টায় আত্মরক্ষার অধিকার জন্মায় সেক্ষেত্রে এ সংহিতার ৯৯ ধারায় উল্লিখিত অনতিক্রম্য গণ্ডিসমূহ সাপেক্ষে স্বতঃস্ফূর্তভাবে অন্যায়কারীর মৃত্যু ঘটানো ছাড়া অন্য যে কোনো ক্ষতিসাধন পর্যন্ত সম্প্রসারিত হয় [ক্ষতিসাধন করা যায়]।

॥ ধারা ঃ ১০৫ ॥ সম্পত্তির ওপর হামলার ক্ষেত্রে আত্মরক্ষার অধিকারের শুরু এবং স্থিতিকাল [Commencement and continuance of the right of private defence of property]—সম্পত্তির ব্যক্তিগত প্রতিরক্ষার অধিকার তখনই শুরু হয় যখন সম্পত্তি বিষয়ে যুক্তিসঙ্গত সঙ্কট উপস্থিত হয়।

ব্যক্তিগত সম্পত্তির প্রতিরক্ষার অধিকার চুরির বিরুদ্ধে চলতে থাকে ততক্ষণ, যতক্ষণ না অপরাধী উক্ত সম্পত্তি নিয়ে পালিয়ে যেতে সক্ষম হয় অথবা যতক্ষণ না সরকারি কর্তৃপক্ষের সাহায্য পাওয়া যায় অথবা চুরি যাওয়া সম্পত্তি উদ্ধার হয়।

দস্যুতার বিরুদ্ধে ব্যক্তিগত সম্পত্তি প্রতিরক্ষার অধিকার চলতে থাকে ততক্ষণ, যতক্ষণ অপরাধী কোনো ব্যক্তির মৃত্যু ঘটায় অথবা তাকে আহত করে অথবা অন্যায়ভাবে আটকে রাখে অথবা তেমন কোনো কাজ করতে চেষ্টা করে অথবা যতক্ষণ আশু (তাৎক্ষণিক) মৃত্যুর বা আহত হওয়ার অথবা তাৎক্ষণিক ব্যক্তিগত ভাবে আটক থাকার ভয় উপস্থিত থাকে।

অপরাধমূলক সীমালঙ্ঘন (অনধিকার প্রবেশ) বা ক্ষতি সাধনের বিরুদ্ধে ব্যক্তিগত সম্পত্তি প্রতিরক্ষা অধিকার চলতে থাকে ততক্ষণ, যতক্ষণ অপরাধী অপরাধমূলক সীমা লঙ্ঘন বা ক্ষতি সাধনের কাজ চালিয়ে যায়।

রাতের বেলায় সিঁদ কেটে (গৃহভেদ) চুরির বিরুদ্ধে ব্যক্তিগত সম্পত্তি প্রতিরক্ষার

অধিকার চলতে থাকে ততক্ষণ, যতক্ষণ এই রকমভাবে সিঁদ কেটে চুরি করা অপরাধী (সিঁদেল চোর) দ্বারা শুরু করা বাড়িতে অনধিকার প্রবেশ জনিত কাজ চলতে থাকে।

॥ ধারা : ১০৬ ॥ মারাত্মক হামলার ক্ষেত্রে আত্মরক্ষার অধিকার—যখন নির্দোষ ব্যক্তির ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা থাকে [Right of private defence against a deadly assault when there is risk of harm to innocent person]—যদি যুক্তিসঙ্গতভাবে মৃত্যুর আশঙ্কা জন্মায়—সেই রকম কোনো হামলার বিরুদ্ধে আত্মরক্ষার অধিকার প্রয়োগের সময় আত্মরক্ষাকারী এমন অবস্থায় থাকে যে কোনো নির্দোষ ব্যক্তির ক্ষতির ঝুঁকি ছাড়া সে ফলদায়কভাবে সেই আত্মরক্ষার অধিকার প্রয়োগ করতে পারছে না তাহলে তার আত্মরক্ষার অধিকারের বিস্তার ঐ ঝুঁকি নেওয়া পর্যন্ত সম্প্রসারিত হয়।

উদাহরণ—কোনো কারণে এক দল উচ্ছৃঙ্খল লোক ক-কে তাড়া করেছে। ঐ লোকেরা ক-কে হত্যা করতে দৃঢ়সংকল্প হয়েছে। ক ঐ লোকগুলোর উদ্দেশ্যে গুলি না ছুঁড়ে তার আত্মরক্ষা অধিকারের প্রয়োগ সফলভাবে করতে সক্ষম হচ্ছে না। কিন্তু ঐ লোকগুলোর মধ্যে কয়েকটি শিশু আছে এবং শিশুদের ক্ষতির ঝুঁকি না নিলে সে কিছুতেই গুলি ছুঁড়তে পারে না। এবারে ক যদি তার আত্মরক্ষা নিশ্চিত করতে আত্মরক্ষা অধিকার প্রয়োগ করে ঐ লোকগুলোর উদ্দেশ্যে গুলি ছোঁড়ে তাহলে ক-এর কোনো অপরাধ হবে না এমন কি ঐ গুলি ছোঁড়ার জন্য যদি কোনো শিশুর ক্ষতিও হয় তবুও।
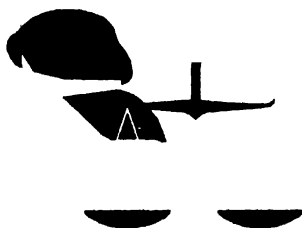
অধ্যায় ঃ পাঁচ

CHAPTER : V

প্ররোচনা বিষয়ক

(Of abetment)

(ধারা—১০৭ থেকে ধারা—১২০)

॥ ধারা ঃ ১০৭ ॥ কোনো বিষয়ের প্ররোচনা [Abetment of a thing]—কোনো ব্যক্তি কোনো কাজ করতে প্ররোচনা দিয়েছে তখনই বলা হবে যখন সে—

প্রথমতঃ কোনো ব্যক্তিকে ঐ কাজ করতে উস্কানি (Instigate) দেয়;

অথবা

দ্বিতীয়তঃ ঐ কাজ সম্পাদন করতে এক বা একাধিক ব্যক্তির সঙ্গে কোনো ষড়যন্ত্রে (Conspiracy) লিপ্ত হয় এবং ঐ ষড়যন্ত্র অনুযায়ী ঐ কাজ করবার উদ্দেশ্যে কোনো কিছু করা হয় বা আইনসম্মতভাবে করতে বাধ্য এমন কিছু না করা হয়;

অথবা

তৃতীয়তঃ উদ্দেশ্যমূলক ভাবে কোনো কাজ করে বা আইনসম্মত ভাবে করতে বাধ্য এমন কিছু না করে ঐ কাজ সংঘটনে সহায়তা করে।

ব্যাখ্যা—অল্প কথায় ধারাটিকে ব্যাখ্যা করলে দাঁড়ায় যে, প্ররোচনা তিন ভাবে দেওয়া যায়—

(1) উস্কানি দিয়ে,

(2) কোনো ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়ে, এবং

(3) উদ্দেশ্যমূলক ভাবে সহায়তা করে।

স্পষ্টীকরণ (১) ঃ—কোনো ব্যক্তি যদি উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে মিথ্যা বিষয়কে সত্য বলে বক্তব্য রেখে অথবা যে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সে প্রকাশ করে দিতে বাধ্য তা ইচ্ছে করে গোপন রেখে স্বেচ্ছাকৃতভাবে কোনো কাজ করালে বা করিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করলে বলা হবে সে ঐ কাজটি করতে উস্কানি দিয়েছে।

উদাহরণ—ক একজন সরকারি আধিকারিক বা রাজভৃত্য (Public servant) সে আদালতের ওয়ারেন্ট বলে য-কে গ্রেপ্তার করার ক্ষমতা পেল। খ জানে যে, গ য নয়, তবু সে জেনে শুনে, উদ্দেশ্য প্রণোদিত ভাবে ক-কে জানালো গ-ই য। যদিও সে নিজে জানে গ য নয়। এই মিথ্যা কথন দ্বারা সে গ-কে উদ্দেশ্য প্রণোদিত ভাবে বা ইচ্ছাকৃত ভাবে গ্রেপ্তার করালো। এক্ষেত্রে খ গ-র গ্রেপ্তারে প্ররোচনা দিয়েছে।

ব্যাখ্যা—(i) রাম শ্যামকে বলল, যদুকে বাড়ি থেকে বের করে দাও। একথা শুনে শ্যাম যদুকে বাড়ি থেকে বের করে দিল, এখানে রাম শ্যামকে প্ররোচনা দিয়েছে বলা হবে।

(ii) গৃহকর্তা রামবাবুকে হত্যা করার জন্য শ্যামচাঁদ যদুনাথের সঙ্গে ষড়যন্ত্র করলো। পরিকল্পনা মতো যদুনাথ খানিকটা বিষ সংগ্রহ করে আনলো। শ্যামচাঁদ ঐ বিষ গৃহকর্তা রামবাবুর খাস গৃহভৃত্য মধুকে দিয়ে রামবাবুকে পান করালো।

উপরের দুটি ক্ষেত্রে দু'ভাবে প্ররোচনা দেওয়া হয়েছে বলা হবে—(i) নং ক্ষেত্রে উস্‌কানি দিয়ে (যা রাম শ্যামকে বলেছিল) প্ররোচনা দেওয়া হয়েছে (instigation) এবং (ii) নং ক্ষেত্রে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়ে প্ররোচনা দেওয়া হয়েছে (by conspiracy).

স্পষ্টীকরণ (২) ঃ—যে কোনো ব্যক্তি কোনো কাজ করার আগে বা করার সময়ে ঐ কাজের সম্পাদনকে সুবিধাজনক করার জন্য কোনো কিছু করে এবং তার ফলে ঐ কাজ সুবিধাজনক হয়ে ওঠে তাহলে সে ঐ কাজে সহায়তা করেছে বলে গণ্য করা হবে।

ব্যাখ্যা—(i) রাম, শ্যাম, যদু তিন ভাই। রাম বিবাদ করে শ্যামকে আক্রোশবশতঃ মারতে গেল। শ্যামের ওপর ছোট ভাই যদুরও আক্রোশ ছিল, মারতে যাওয়ার সময় সে একটি ধারালো অস্ত্র রামের হাতে ধরিয়ে দিল। রাম ঐ অস্ত্রের আঘাতে শ্যামকে খুন করল। এখানে যদু রামকে খুন করার ব্যাপারে সাহায্য করেছে। সুতরাং যদু শ্যামকে খুন করার জন্য রামকে প্ররোচিত করেছে বলে ধরা হবে। এক্ষেত্রে উদ্দেশ্যকৃত ভাবে সহায়তার (intentional aid-এর) মাধ্যমে প্ররোচনা দেওয়া হয়েছে।

(ii) একজন পুলিশ একজন কয়েদিকে জোর করে স্বীকারোক্তি আদায় করার জন্য প্রহার করছিলেন (সাধারণতঃ যা করা যায় না)। পাশেই তার উর্দ্ধতন অফিসার পুলিশটির কাজে কোনো বাধা বা আপত্তি না জানিয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছিলেন। এক্ষেত্রে ঐ অফিসার তাব কর্তব্য থেকে অবৈধ ভাবে বিরত থেকে পুলিশটির প্রহারের কাজে সহায়তা করেছেন এবং সেজন্যই তিনি ঐ পুলিশটিকে প্ররোচনা দিয়েছেন (পরোক্ষভাবে হলেও) বলে ধরা হবে (অবৈধভাবে তাঁর কর্তব্য থেকে বিরত থেকে), তাহলে সেই ব্যক্তি ঐ অপরাধের জন্য প্ররোচনা দিচ্ছে।

॥ ধারা ঃ ১০৮ ॥ প্ররোচক [Abettor]—যদি কোনো ব্যক্তি কোনো অপরাধ সংঘটনের জন্য প্ররোচনা দেয় অথবা এমন কোনো কাজের প্ররোচনা দেয় যা, অপরাধ, যদি ঐ কাজ অপরাধ করার জন্য আইনানুগ সক্ষম ব্যক্তি দ্বারা প্ররোচকের যেমন উদ্দেশ্য ও জ্ঞান সেই রকম উদ্দেশ্য ও জ্ঞানে করা হয় তাহলে সেই ব্যক্তি ঐ অপরাধের জন্য প্ররোচনা দিচ্ছে।

স্পষ্টীকরণ (১) ঃ—কোনো কাজে অবৈধ বিরত থাকার জন্য প্ররোচনা দেওয়া অপরাধের পর্যায়ভুক্ত হবে, তা যদি সেই ব্যক্তি, যে প্ররোচনা দিচ্ছে, ঐ কাজ করার জন্য নিজে বাধ্য নাও হয়।

স্পষ্টীকরণ (২) ঃ—প্ররোচনার অপরাধ পরিপূর্ণ হওয়ার জন্য এটা জরুরি নয় যে, প্ররোচিত কাজটি যেমন ফল হলে মূল অপরাধ সংঘটন হয়, তেমন ফল হতে হবে।

ব্যাখ্যা—কোনো কাজ করতে কেউ প্ররোচনা দিলে ঐ কাজটি যদি সংঘটিত

নাও হয় বা সংঘটিত হলে যেমন পরিণাম হওয়ার কথা ছিল তেমন পরিণাম নাও হয় তাহলেও তা অপরাধ বলে গণ্য হবে।

উদাহরণ—(ক) ক গ-কে খুন করার জন্য খ-কে উস্কানি দিতে লাগল। কিন্তু খ গ-কে খুন করতে রাজি হলো না। এখানে যদিও যে কাজে প্ররোচনা দেওয়া হয়েছিল তা সংঘটিত হলো না তবুও, ক খ-কে খুনের ব্যাপারে প্ররোচনা দেওয়ার জন্য অপরাধী হবে।

(খ) ক ঘ-কে খুন করার জন্য খ-কে উস্কানি দিল বা প্ররোচনা দিল। ক্রমাগত উস্কানিতে খ একরাতে ঘ-এর ওপর হামলা করল। হামলাতে ঘ গুরুতর আহত হলেও মারা গেল না। কিছুদিনের মধ্যে ঘ-এর আঘাত সেরে গেলে। এক্ষেত্রে ক-এর প্ররোচনাতে খ ঘ-কে খুনের চেষ্টা করলেও পরিণামে খুন হয়নি, কিন্তু তবুও ক ঘ-কে খুনের ব্যাপারে খ-কে প্ররোচনা দেওয়ার জন্য দোষী হবে।

স্পষ্টীকরণ (৩) ঃ—যে ব্যক্তি প্ররোচনা দিচ্ছে সেই ব্যক্তিকে কোনো অপরাধ করার জন্য আইনানুগ যোগ্য হতে হবে বা একজন প্ররোচকের যে সদোষ উদ্দেশ্য ও জ্ঞান থাকে তা ঐ ব্যক্তিরও থাকবে অথবা যে কোনো সদোষ উদ্দেশ্য বা জ্ঞান ঐ ব্যক্তির থাকবে তার কোনো মানে নেই (অর্থাৎ তা জরুরি নয়)।

উদাহরণ—(ক) ক কু-উদ্দেশ্য নিয়ে একটা শিশু বা পাগলকে অপরাধ পদবাচ্য হয় এমন কোনো কাজ করার জন্য প্ররোচিত করল, যে কাজ আইনানুগ ভাবে অপরাধ করতে সক্ষম কোনো ব্যক্তি যদি ক-এর যেমন উদ্দেশ্য সেই রকম উদ্দেশ্য নিয়ে করে তবে অপরাধ হয়। এক্ষেত্রে সেই কাজ করা হোক বা না হোক ক ঐ অপরাধের প্ররোচনা দেওয়ার অপরাধে অপরাধী হবে।

(খ) য-কে খুন করার জন্য সাত বছরের কম বয়সের এক শিশু খ-কে ক উস্কালো বা প্ররোচিত করল এবং এতে য খুন হলো। খ প্ররোচনার পরিণাম স্বরূপ ঐ কাজ করল ক-এর অনুপস্থিতে এবং এ কাজে য-এর মৃত্যু ঘটল। এখানে যদিও খ অপরাধ সংঘটিত করার মতো আইনানুগ যোগ্য নয় তবুও ক, খ আইনানুগ যোগ্য হলে এবং সে খুন করলে যে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হতো, ক-ও সেই একই মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হবে।

(গ) ক খ-কে একটি বাসাবাড়িতে আগুন দেবার জন্য উস্কানি দিল। খ মানসিক বিকারগ্রস্ততার জন্য ঐ কাজের প্রকৃতি বা সে যা করছে তা অন্যায় বা আইনের পরিপন্থী তা জানতে অসমর্থ হওয়ার জন্য ক-এর উস্কানির পরিণাম স্বরূপ ঐ বাড়িতে আগুন ধরিয়ে দিল। এখানে খ-এর কোনো অপরাধ হবে না। কিন্তু ক একটি বাসাবাড়িতে আগুন লাগাবার প্ররোচনার অপরাধে অপরাধী হবে এবং ঐ অপরাধের জন্য নির্দিষ্ট দণ্ডে দণ্ডিত হবে।

(ঘ) ক চুরি করাব উদ্দেশ্যে য-এর সম্পত্তি য-এর দখল থেকে বাইরে নিয়ে যেতে খ-কে প্ররোচিত করল। ক খ-কে বুঝায় যে ঐ সম্পত্তিটি ক-এর। খ ঐ সম্পত্তি ক-এর সম্পত্তি বলে বিশ্বাস করে য-এর দখল থেকে সম্ভাবনার বশবর্তী হয়ে ক-কে এনে দিল। এক্ষেত্রে যেহেতু সে ভুল বিশ্বাসের বশে কাজ করেছিল তাই সে অসৎ উপায়ে সম্পত্তিটি নেয়নি এবং সে চুরির অপরাধে অপরাধী নয়। কিন্তু ক চুরি করার কাজে

প্ররোচনা বা উস্‌কানি দেওয়ার অপরাধে অপরাধী হবে এবং খ চুরির অপরাধ করলে তার যে দণ্ড হতো এক্ষেত্রে ক-এরও সেই একই দণ্ড বা সাজা হবে।

স্পষ্টীকরণ (৪) ঃ—অপরাধের প্ররোচনা অপরাধ তাই এমন প্ররোচনাতে প্ররোচনা দেওয়াও অপরাধ।

উদাহরণ—গ-কে য-এর খুনের ব্যাপারে উস্কানি দেওয়ার জন্য ক খ-কে প্ররোচনা দিল। খ সেই মতো য-কে খুন করার জন্য গ-কে উস্কানি দিল। এবং খ-এর উস্কানির পরিণাম স্বরূপে গ য-কে খুন করল। খ তার অপরাধের জন্য হত্যার অপরাধে নির্দিষ্ট দণ্ডে দণ্ডিত হবে আর ক ঐ অপরাধ সংঘটিত করার জন্য খ-কে উস্কিয়েছে বা প্ররোচিত করেছে। এজন্য ক-ও সেই নির্দিষ্ট দণ্ডে দণ্ডনীয় হবে।

স্পষ্টীকরণ (৫) ঃ—ষড়যন্ত্র দ্বারা প্ররোচনার অপরাধ সংঘটিত করার জন্য এটা জরুরি নয় যে, ঐ অপরাধ সংঘটনকারী ব্যক্তির সঙ্গে মিলে প্ররোচককে ঐ অপরাধের ষড়যন্ত্র করতে হবে। যদি ঐ ষড়যন্ত্রে সে যোগ দেয় এবং ঐ ষড়যন্ত্রের অনুসরণে উক্ত অপরাধটি সংঘটিত হয়, তাহলেই যথেষ্ট।

উদাহরণ—য-কে বিষ প্রদান করে হত্যা করার জন্য খ-এর সঙ্গে মিলিত হয়ে একটা ষড়যন্ত্র তৈরি করে ক। সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় ঐ বিষ ক প্রয়োগ করবে। খ তখন এই ষড়যন্ত্রের ব্যাপারে গ-কে জ্ঞাত করিয়ে বলল, তৃতীয় কোনো ব্যক্তি বিষ প্রয়োগ করবে, ক-এর নাম সে করল না। গ বিষ সংগ্রহ করতে স্বীকৃত হলো এবং ঐ বিষ সংগ্রহ করে সে পরিকল্পনা মাফিক প্রয়োগ করার জন্য খ-কে সঁপে দিল। ক বিষ প্রয়োগ করল, ফলতঃ য-এর মৃত্যু হলো। এখানে যদিও ক ও গ একত্রে ষড়যন্ত্র করেনি তবুও গ ঐ ষড়যন্ত্রে লিপ্ত, যে ষড়যন্ত্র অনুসরণে য-এর খুন করা হয়েছে। তাই গ এই ধারায় বর্ণিত অপরাধ করেছে এবং সে হত্যার অপরাধে নির্দিষ্ট দণ্ডে দণ্ডনীয়।

॥ ধারা ঃ ১০৮-এ ॥ ভারতবর্ষের বাইরে অপরাধ করার জন্য ভারতবর্ষের ভেতরে ষড়যন্ত্র [Abetment in India of offences outside India]—এই সংহিতার অর্থানুযায়ী ভারতের বাইরে এবং ভারতের নাগালের বাইরে অপরাধ সংঘটিত করার জন্য ভারতবর্ষের মধ্যে কেউ প্ররোচনা দিলেও সে ভারতবর্ষে সেই অপরাধের প্ররোচনা দেওয়ার জন্য অপরাধী হবে।

উদাহরণ—ক ভারতে খ নামের এক গোয়ার বিদেশিকে গোয়াতে খুন করার জন্য প্ররোচিত করলো। ক খুন করার প্ররোচনা দেবার জন্য ভারতে অপরাধী হবে।

॥ ধারা ঃ ১০৯ ॥ প্ররোচনার দণ্ড—যদি প্ররোচনার ফলে প্ররোচিত কাজটি সংঘটিত হয় এবং যেখানে এর দণ্ডের জন্য কোনো অভিব্যক্ত বিধান (express provision) **নাই** [Punishment of abetment if the act abetted is committed in consequence and where no express provision is made for its punishment]—কোনো ব্যক্তি যদি কোনো অপরাধ সংঘটনের জন্য প্ররোচনা দেয়, আর যদি প্ররোচিত কাজটি প্ররোচনার ফলে সংঘটিত হয় এবং এ ধরনের প্ররোচনার দণ্ডের জন্য এই সংহিতার দ্বারা কোনো অভিব্যক্ত বিধান নির্দিষ্ট করা না থাকে তাহলে ঐ ব্যক্তিকে সেই দণ্ডে দণ্ডিত কবা হবে যা ঐ অপরাধের জন্য বিধিত আছে।

স্পষ্টীকরণ—কোনো কাজ বা অপরাধ প্ররোচনার পরিণামস্বরূপ করা হয়েছে বলা হবে তখন, যখন তা উস্কানির পরিণাম স্বরূপ অথবা ঐ ষড়যন্ত্রের অনুসরণে তা সম্পাদিত হয় অথবা সেই সহযোগিতার দ্বারা তা সম্পাদিত হয় যা ঐ প্ররোচনাকে পরিপূর্ণ করে।

উদাহরণ—(ক) রাজভৃত্য খ-কে সরকারী কাজকর্মের সম্পাদনে ক-কে কিছু আনুকূল্য দেখানোর জন্য ক খ-কে পারিতোষিক হিসাবে ঘুষ দিতে চায়। খ ঐ ঘুষ গ্রহণ করে। ক ধারা ১৬১-তে বিধৃত অপরাধের প্ররোচনা দিয়েছে।

(খ) খ-কে মিথ্যা সাক্ষ্য দেবার জন্য ক প্ররোচনা দেয়। খ এই প্ররোচনার পরিণামস্বরূপ ঐ অপরাধ সম্পাদন করে। ক ঐ অপরাধের প্ররোচনার অপরাধে অপরাধী এবং খ যে দণ্ডে দণ্ডনীয় সেই একই দণ্ডে ক দণ্ডনীয়।

(গ) য-কে বিষ প্রয়োগ করার জন্য ক ও খ একটা ষড়যন্ত্র করে। ক ঐ ষড়যন্ত্রের অনুসরণে বিষ সংগ্রহ করে এবং ঐ বিষ খ-কে এজন্য দেয় যাতে ও তা য-কে প্রয়োগ করতে পারে। খ ঐ ষড়যন্ত্রের অনুসরণে ঐ বিষ ক-এর অনুপস্থিতিতে য-কে প্রয়োগ করে এবং তার মৃত্যু সংঘটিত করে। এখানে খ হত্যা অপরাধে অপরাধী। ক ষড়যন্ত্র দ্বারা ঐ অপরাধের প্ররোচনা করার অপরাধে অপরাধী এবং সে খুনের জন্য নির্দিষ্ট দণ্ডে দণ্ডনীয়।

॥ ধারা ঃ ১১০ ॥ প্ররোচিত ব্যক্তি প্ররোচকের উদ্দেশ্য থেকে ভিন্ন কোনো উদ্দেশ্যে কার্য সম্পাদন করলে সেই প্ররোচনার দণ্ড [Punishment for abetment of person abetted does act with different intention from that of abettor]—যে কেউ কোনো অপরাধ সম্পাদনের জন্য প্ররোচনা দেয়, যদি প্ররোচিত ব্যক্তি প্ররোচকের উদ্দেশ্য ও জ্ঞানের থেকে আলাদা উদ্দেশ্য ও জ্ঞানের দ্বারা ঐ কাজ করে তাহলে তাকে সেই দণ্ডে দণ্ডিত করা হবে যা ঐ অপরাধের জন্য যে দণ্ডের বিধান আছে সেই দণ্ডে দণ্ডিত হবে যে অপরাধ সম্পাদিত হতো, যদি ঐ কাজ অন্য কোনো উদ্দেশ্য বা জ্ঞানে না হয়ে, প্ররোচকেব উদ্দেশ্য ও জ্ঞানে সম্পাদিত হতো।

॥ ধারা ঃ ১১১ ॥ প্ররোচকের দায়িত্ব যতক্ষণ একটা কাজের প্ররোচনা চলে এবং তার থেকে ভিন্ন কাজ সংসাধিত হয় [Liability of abettor when one act abetted and different act done]—যখন কোনো কাজ প্ররোচিত হয় এবং ভিন্ন একটি কাজ সম্পাদিত হয় তখন প্ররোচক যে কাজ সম্পাদিত হয়েছে, তার জন্য সমানভাবে দায়ী এবং একই সীমা পর্যন্ত যেন সে সরাসরি তা প্ররোচিত করেছিল।

অনুবিধি—কিন্তু তা তখন, যখন সম্পাদিত কাজ প্ররোচনার সম্ভাব্য ফল এবং ঐ উস্কানির প্রভাবের অধীন অথবা ঐ সহায়তার দ্বারা অথবা ঐ ষড়যন্ত্রের অনুসরণে করা হয়ে থাকে, যার দ্বারা ঐ প্ররোচনা গঠিত হয়েছিল।

উদাহরণ—(ক) য-এর খাবারে বিষ মিশিয়ে দেবার জন্য ক একটা শিশুকে প্ররোচিত করে এবং সেই উদ্দেশ্য তাকে বিষ দেয়। শিশুটি ঐ প্ররোচনার ফলস্বরূপ ভুল করে য-এর খাবারের পাশে রাখা ম-এর খাবারে মিশিয়ে দিল। এখানে যদি ঐ শিশু ক-এর প্ররোচনার প্রভাবের অধীন ঐ কাজ করে থাকে এবং সম্পাদিত কাজ ঐ পরিস্থিতিতে সেই প্ররোচনার সম্ভাব্য পরিণাম হয়, তাহলে ক সেই রকম এবং সেই

অবধি পর্যন্ত দায়িত্বের অধীন, যেন সে-ই ঐ শিশুটিকে য-এর খাবারে বিষ দেওয়ার জন্য প্ররোচিত করেছিল।

(খ) ক য-এর বাড়িতে আগুন ধরাবার জন্য খ-কে প্ররোচিত করে। সেই মতো খ আগুন লাগায় এবং সেই সময়েই বাড়ির কিছু সম্পত্তি-ও চুরি করে। যদিও ক এখানে য-এর বাড়িতে আগুন লাগাবার প্ররোচনার জন্য দোষী, কিন্তু সম্পত্তি চুরি করার প্ররোচনার জন্য দোষী নয়। কারণ, চুরির ব্যাপারটা একটা আলাদা কাজ এবং তা ঐ বাড়িতে আগুন লাগাবার সম্ভাব্য পরিণাম নয়।

(গ) খ ও গ-কে একটি বসত বাড়িতে লুট করার উদ্দেশ্যে মাঝরাতে জোর করে প্রবেশ করার জন্য ক প্ররোচিত করল এবং সেই উদ্দেশ্য সাধনে অস্ত্রশস্ত্রও দিল। খ এবং গ ঐ বাড়ির সিঁদ কেটে ভেতরে ঢুকল এবং ঐ বাড়ির এক বাসিন্দা য বাধা দিতে এলে তাকে তারা খুন করল। এখানে যদি ঐ খুন ঐ প্ররোচনার (বা উস্কানির) সম্ভাব্য পরিণাম হিসাবে হয়ে থাকে, তাহলে ক খুনের জন্য নির্দিষ্ট দণ্ডে দণ্ডনীয়।

॥ ধারা ঃ ১১২ ॥ প্ররোচক কখন প্ররোচিত কাজের জন্য এবং সম্পাদিত কাজের জন্য পুঞ্জিক্রম (cumulative) **দণ্ডে দণ্ডনীয় হবে** [Abettor when liable to cumulative punishment for act abetted and for act done]—যদি ঐ কাজ, যার জন্য প্ররোচক পূর্ববর্তী ধারা মতে দায়িত্বের অধীন, তা প্ররোচিত কাজের অতিরিক্ত করা হয় এবং তা কোনো পৃথক অপরাধ গঠিত করে থাকে তাহলে প্ররোচক ঐ অপরাধগুলোর প্রত্যেকটির জন্য দণ্ডনীয় হবে।

ব্যাখ্যা—ব্যক্তি যে অপরাধের জন্য প্ররোচিত হয়েছে বা তাকে যে প্ররোচনা দেওয়া হয়েছে সেই অপরাধের সঙ্গে অন্য কোনো অপরাধ যদি প্ররোচিত ব্যক্তি করে তবে প্ররোচক ব্যক্তি প্রত্যেকটি অপরাধের প্ররোচনা দেওয়ার অপরাধে অপরাধী হবে। তবে অতিরিক্ত অপরাধটি প্ররোচিত অপরাধের সম্ভাব্য পরিণামস্বরূপ হওয়া চাই। যেমন—

রাম সুকুমারের বাড়িতে আগুন লাগাবার জন্য শ্যামকে প্ররোচনা দিল। রামের প্ররোচনায় প্ররোচিত হয়ে শ্যাম সুকুমারের বাড়িতে আগুন লাগালো। ঐ আগুনে দুর্ভাগ্যবশতঃ সুকুমারের ছোট ছেলে খোকন আগুনে পুড়ে মারা গেল। এখানে খোকনকে পুড়িয়ে মারার জন্য রাম শ্যামকে প্ররোচনা না দিলেও যেহেতু প্ররোচিত অপরাধের (অর্থাৎ বাড়িতে আগুন লাগানো) সম্ভাব্য পরিণতিস্বরূপ শিশুটি পুড়ে মারা গেছে তাই ধরে নেওয়া হবে রাম শিশু অর্থাৎ খোকনকেও খুন করার জন্য শ্যামকে প্ররোচনা দিয়েছিল। এখানে রাম সুকুমারের বাড়িতে আগুন লাগানোর প্ররোচনা এবং খোকনকে খুন করার প্ররোচনা উভয়বিধ প্ররোচনার অপরাধে অপরাধী হবে।

উদাহরণ—ক খ-কে এক পুলিশ অফিসারের ওয়ারেন্ট কার্যকরী করার কাজে বাধা দেওয়ার জন্য প্ররোচনা দিল। ক-এর প্ররোচনায় খ পুলিশের ওয়ারেন্ট কার্যকরণে বাধা দিল। বাধা দিতে গিয়ে খ স্বেচ্ছাকৃত ভাবে পুলিশকে মারধর করে আহত করে ফেলল। এখানে খ ওয়ারেন্ট কার্যকরী করতে বাধা দিয়ে অপরাধ এবং পুলিশকে আঘাত করার অপরাধ দুটোই করেছে তাই সে উভয় অপরাধ করার জন্য দণ্ডযোগ্য। এবং ক-ও খ-কে প্ররোচনা দেওয়ার জন্য এবং যদি তার জানা থাকে খ

বাধা দিতে গিয়ে পুলিশকে আহত করবে তাহলে আহত করার জন্য উভয় অপরাধের দণ্ডে দণ্ডিত হবে।

॥ ধারা : ১১৩ ॥ প্ররোচিত কাজের দ্বারা সম্পাদিত প্ররোচকের অভিপ্রায় থেকে ভিন্ন পরিণামের জন্য প্ররোচকের দায়িত্ব [Liability of abettor for an effect caused by the act abetted different from that intended by the abettor]—কোনো কাজের প্ররোচনা যখন প্ররোচক কর্তৃক কোনো বিশেষ পরিণাম সম্পাদিত করার উদ্দেশ্যে দেওয়া হয় এবং প্ররোচনার পরিণামস্বরূপ বা যে কাজের জন্য প্ররোচক দায়ী হয়, সেই কাজ প্ররোচক কর্তৃক অপেক্ষিত পরিণাম থেকে ভিন্ন পরিণাম সম্পাদন করে তখন প্ররোচক সম্পাদিত পরিণামের জন্য সেই রকমই এবং সেই সীমা অবধি দায়ী থাকে যেন সে ঐ কাজের প্ররোচনা সেই পরিণাম সম্পাদিত করার উদ্দেশ্যেই করেছে কিন্তু তা তখন যখন সে জানত যে, প্ররোচিত কাজের পরিণাম এমন হওয়ার সম্ভাবনা আছে।

উদাহরণ—য-কে মারাত্মক জখম করার জন্য ক খ-কে উস্কানি দিল। খ সেই উস্কানির পরিণামস্বরূপ য-কে মারাত্মক জখম করল। এর ফলে য মারা গেল। এখানে যদি ক-এর জানা থাকে যে, প্ররোচিত মারাত্মক জখম থেকে মৃত্যুর সম্ভাবনা আছে তাহলে ক মৃত্যুর জন্য নির্দিষ্ট দণ্ডে দণ্ডনীয় হবে।

॥ ধারা : ১১৪ ॥ অপরাধ করার সময় প্ররোচকের উপস্থিতি [Abettor present when offence is committed]—যখন কোনো ব্যক্তি, যে অনুপস্থিত হলে প্ররোচক হওয়ার সুবাদে দণ্ডনীয় হতো, সেই সময়ে উপস্থিত থাকে যখন সেই কাজ বা অপরাধ তার প্ররোচনার ফলস্বরূপ করা হয়েছে, তখন এটাই মনে করা হবে যে, ঐ রকম কাজ বা অপরাধ সে করেছে বলে ধরা হবে।

ব্যাখ্যা—কোনো একজন ব্যক্তি যে উপস্থিত না থাকলে একজন প্ররোচক হিসাবে দণ্ডে দণ্ডিত হতো, সেই ব্যক্তি যে কাজ বা অপরাধের প্ররোচনার পরিণতিতে ঐ রকম দণ্ডযোগ্য হতো সেই কাজ বা অপরাধটি করার সময় যদি উপস্থিত থাকে তাহলে সেই ব্যক্তি ঐ রকম কাজ বা অপরাধ করেছে বলে মনে করা হবে। অর্থাৎ এই ধারা মতে কোনো ব্যক্তিকে দোষী সাব্যস্ত করতে অর্থাৎ প্ররোচক প্ররোচিত কাজটি নিজেই করেছিল বলে সাব্যস্ত করতে গেলে প্রমাণ করতে হবে যে কাজটি সংঘটিত হওয়ার আগেই সেই ব্যক্তি কাজটির জন্য প্ররোচনা দিয়েছিল এবং কাজটির সংঘটনের সময় উপস্থিত ছিল।

॥ ধারা : ১১৫ ॥ মৃত্যুদণ্ড বা যাবজ্জীবন কারাদণ্ড যোগ্য অপরাধের প্ররোচনা — যদি অপরাধ সংঘটিত না হয়ে থাকে [Abetment of offence punishable with death or imprisonment for life–if offence not committed]—কোনো ব্যক্তি মৃত্যু বা যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডনীয় অপরাধ করার জন্য প্ররোচনা দিলে, যদি সেই অপরাধ ঐ প্ররোচনার পরিণামস্বরূপ না করা হয় এবং এমত প্ররোচনার দণ্ডের জন্য কোনো অভিব্যক্ত বিধান এই সংহিতায় বিধিত না করা হয়ে থাকে তাহলে সে উভয়বিধ যে কোনো রকমের (সশ্রম বা বিনাশ্রম) কারাদণ্ডে, যে কারাদণ্ডের মেয়াদ সাত বছর পর্যন্ত হতে পারে, দণ্ডিত করা হবে এবং তার অর্থদণ্ডও হতে পারে।

যদি পরিণামস্বরূপ ক্ষতিসংসাধক কার্য করা হয় ঃ এবং যদি এমন কোনো কাজ করা হয় যার জন্য প্ররোচক ঐ প্ররোচনার পরিণামস্বরূপ দায়ী হয় এবং যাতে কোনো ব্যক্তির ক্ষতি সংসাধন হয় তাহলে প্ররোচক উভয়বিধ কারাদণ্ডের যে কোনো রকমের (সশ্রম বা বিনাশ্রম) কারাদণ্ডে, যার মেয়াদ চোদ্দ বছর পর্যন্ত হতে পারে, দণ্ডিত হতে পারে এবং তার অর্থদণ্ডও হতে পারে।

উদাহরণ—ক খ-কে প্ররোচিত করে য-কে খুন করার জন্য। কিন্তু কাজটি সম্পাদিত হয় না। কিন্তু খ যদি য-কে খুন করত তাহলে সে মৃত্যুদণ্ড অথবা যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত হওয়ার যোগ্য হতো। তাই ক কারাদণ্ডে—তা সশ্রম বা বিনাশ্রম যাই হোক, দণ্ডিত হওয়ার যোগ্য যার মেয়াদ সাত বছর পর্যন্ত হতে পারে এবং তার অর্থদণ্ডও হতে পারে। আর যদি ঐ রকম প্ররোচনার ফলে য-র কোনো ক্ষতি সংসাধন করা হয় তাহলে সে এমন কারাদণ্ডে দণ্ডিত হতে পারে যার মেয়াদ চোদ্দ বছর পর্যন্ত হতে পারে এবং তার অর্থদণ্ডও হতে পারে।

॥ ধারা ঃ ১১৬ ॥ কারাদণ্ডে দণ্ডযোগ্য অপরাধের প্ররোচনা—যদি অপরাধ সংঘটিত না হয় [Abetment of offence punishable with imprisonment–if offence be not committed]—কোনো ব্যক্তি যদি কারাদণ্ডে দণ্ডনীয় অপরাধের প্ররোচনা দেয়, যদি ঐ রকম অপরাধ সেই প্ররোচনার ফলস্বরূপ না করা হয় এবং এমন প্ররোচনার দণ্ডের জন্য কোনো অভিব্যক্ত বিধান এই সংহিতায় বিধিত না থাকে তাহলে সে সেই অপরাধের জন্য নির্দিষ্ট উভয়বিধ কারাদণ্ডের যে কোনো ধরনের (সশ্রম বা বিনাশ্রম) কারাদণ্ডে দণ্ডিত হবে যার মেয়াদ ঐ অপরাধের জন্য দীর্ঘতম যে মেয়াদের দণ্ডের বিধান দেওয়া আছে তার এক-চতুর্থাংশ অবধি হতে পারে অথবা ঐ অপরাধের জন্য যে অর্থদণ্ডের বিধান দেওয়া আছে তার সেই অর্থদণ্ড হতে পারে অথবা তার উভয় দণ্ডই হতে পারে।

যদি প্ররোচক বা প্ররোচিত ব্যক্তি এমন রাজভৃত্য হয়, যার কর্তব্য হলো অপরাধ প্রতিরোধ করা ঃ এবং যদি প্ররোচক বা প্ররোচিত ব্যক্তি এমন রাজভৃত্য হন যাঁর কর্তব্য হলো এমত অপরাধ সংঘটন প্রতিরোধ করা তাহলে ঐ প্ররোচক সেই অপরাধের জন্য নির্দিষ্ট উভয়বিধ কারাদণ্ডের যে কোনো ধরনের কারাদণ্ডে দণ্ডিত হবে এমন মেয়াদের জন্য যা ঐ অপরাধের জন্য নির্দিষ্ট দীর্ঘতম মেয়াদের দণ্ডের বিধান দেওয়া আছে তার অর্ধেক হতে পারে অথবা ঐ অপরাধের জন্য যে অর্থদণ্ড নির্দিষ্ট আছে তার সেই অর্থদণ্ড হতে পারে অথবা উভয় দণ্ডই হতে পারে।

উদাহরণ—(ক) ক একজন রাজভৃত্য খ-কে ঘুষ দিতে চায়—ক-কে খ-এর সরকারি কৃত্য সম্পাদনে কিছু সুবিধা দেওয়ার পারিতোষিক হিসাবে। খ ঐ ঘুষ গ্রহণ করতে অস্বীকার করে। ক এই ধারার অধীনে দণ্ডযোগ্য হবে।

(খ) ক খ-কে মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়ার জন্য প্ররোচিত করে। এক্ষেত্রে খ যদি মিথ্যা সাক্ষ্য দিতে না চায় বা না দেয় তাহলেও ক এ ধারায় বিধৃত বিধান অনুযায়ী অপরাধ করেছে এবং সেইমতো সে দণ্ডনীয়।

(গ) ক একজন সরকারি আধিকারিক, যার কর্তব্য হলো ডাকাতি প্রতিরোধ করা। সে ডাকাতি করার কাজে প্ররোচনা দিল। এখানে ডাকাতি যদি সম্পাদিত না হয়

তাহলেও ঐ সরকারি আধিকারিক দীর্ঘতম যে মেয়াদের জন্য কারাদণ্ড নির্দিষ্ট আছে তার অর্ধাংশের জন্য কারাদণ্ডে দণ্ডনীয় হবে এবং তার অর্থদণ্ডও হতে পারে।

(ঘ) খ ক-নামের একজন পুলিশ অফিসারকে, যার কর্তব্য হলো অপরাধ দমন করা, ডাকাতি করার জন্য প্ররোচিত করল। এখানে ডাকাতি যদি শেষ পর্যন্ত সম্পাদিত নাও হয়, তাহলেও খ নামের ব্যক্তিটি ডাকাতি অপরাধের জন্য নির্দিষ্ট কারাদণ্ডের দীর্ঘতম মেয়াদের অর্ধাংশের জন্য কারাদণ্ডে দণ্ডনীয় হবে এবং তার অর্থদণ্ডও হতে পারে।

॥ ধারা ঃ ১১৭ ॥ জনসাধারণ বা দশজনের বেশি ব্যক্তি দিয়ে অপরাধ ঘটানোর জন্য প্ররোচনা [Abetting commission of offence by the public or by more than ten persons]—যে কেউ জনসাধারণ দ্বারা বা দশের বেশি সংখ্যক বা শ্রেণীর ব্যক্তি দ্বারা কোনো অপরাধ করার জন্য প্ররোচনা দেবে, সে উভয়বিধ কারাদণ্ডের যে কোনো ধরনের কারাদণ্ডে, যার মেয়াদ তিন বছর পর্যন্ত হতে পারে, অথবা অর্থদণ্ডে, অথবা উভয়দণ্ডে দণ্ডিত হবে।

উদাহরণ—ক নামের কোনো ব্যক্তি প্রকাশ্য জায়গায় একটা পোস্টার মেরে দিল। পোস্টারে একটা গোষ্ঠিকে যাতে দশজনের বেশি সদস্য আছে, মিছিল করতে যাওয়া একটি প্রতিপক্ষ গোষ্ঠির সদস্যদের ওপর হামলা করার উদ্দেশ্যে বিশেষ একটা জায়গায় বিশেষ একটা সময়ে মিলিত হওয়ার জন্য প্ররোচনা দেওয়া হয়েছে। ক এই ধারামতে অপরাধ করেছে।

॥ ধারা ঃ ১১৮ ॥ মৃত্যুদণ্ড বা যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডনীয় অপরাধ করার পরিকল্পনা গোপন করা [Concealing design to commit offence punishable with death or imprisonment for life]—যে কেউ মৃত্যুদণ্ড বা যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডনীয় অপরাধ সম্পাদনকে সুবিধাজনক করার উদ্দেশ্যে অথবা তদ্দ্বারা সুবিধাজনক হওয়ার সম্ভাবনা আছে তা অবহিত হয়ে,

এমন অপরাধ সম্পাদনের পরিকল্পনার অস্তিত্বকে কোনো কাজ বা অবৈধ বিরতি দ্বারা স্বেচ্ছাকৃত ভাবে গোপন করবে অথবা এমন পরিকল্পনা সম্পর্কে এহেন বক্তব্য রাখে যা সে মিথ্যা বলে জানে,—

যদি অপরাধ সম্পাদন করা হয়—যদি অপরাধ সম্পাদন না করা হয়—যদি এমন অপরাধ সম্পাদন করা হয় তাহলে সে উভয়বিধ কারাদণ্ডের কোনো একটিতে, যার মেয়াদ সাত বছর পর্যন্ত হতে পারে, অথবা যদি অপরাধ সম্পাদন না করা হয়, তাহলে সে উভয়বিধ কারাদণ্ডের কোনো একটিতে, যার মেয়াদ তিন বছর পর্যন্ত হতে পারে, দণ্ডিত হবে এবং উভয় দশার প্রত্যেকটিতেই সে অর্থদণ্ডেও দণ্ডিত হতে পারে।

উদাহরণ—ক নামের এক ব্যক্তি জানতে পারল যে খ-স্থানে ডাকাতি হবে। কিন্তু ক এই পরিকল্পনার কথা জেনেও থানায় খবর দিল যে গ-স্থানে ডাকাতি হবে, যে স্থান একেবারে বিপরীত দিকে অবস্থিত। এইভাবে ক পুলিশকে মিথ্যা কথা বলে বিভ্রান্ত করে খ-স্থানের ডাকাতিতে সুবিধা সৃষ্টি করে দিল। এখানে ক এই ধারায় দণ্ডিত হবে। এক্ষেত্রে ডাকাতিটি সংঘটিত হলে ক-এর অনধিক সাত বছরের কারাদণ্ড (সশ্রম বা বিনাশ্রম) এবং অর্থদণ্ড হবে। আর যদি ডাকাতি সংঘটিত না হয়ে থাকে

তাহলে ক-এর অনধিক তিন বছরের কারাদণ্ড (সশ্রম অথবা বিনাশ্রম) এবং অর্থদণ্ড হবে।

॥ ধারা ঃ ১১৯ ॥ রাজভৃত্য দ্বারা এমন কোনো অপরাধ সম্পাদনের পরিকল্পনা গোপন করা, যার প্রতিরোধ করা তার কর্তব্য [Public servant concealing design to commit offence which it is his duty to prevent]—যে ব্যক্তি একজন রাজভৃত্য হয়েও সেই অপরাধ সম্পাদন করে, যার প্রতিরোধ করা এমন রাজভৃত্য হওয়ার সুবাদে তার কর্তব্য, সুবিধাজনক করার উদ্দেশ্যে অথবা তার দ্বারা সুবিধাজনক হওয়ার সম্ভাবনা আছে তা অবহিত হয়ে

এমন অপরাধ সম্পাদনের পরিকল্পনার অস্তিত্বকে কোনো কাজ অথবা অবৈধ ভাবে বিরতি দ্বারা স্বেচ্ছাকৃত ভাবে গোপন করে বা এমন পরিকল্পনার ব্যাপারে এহেন বক্তব্য রাখে, যা সে মিথ্যা বলে জানে।

যদি অপরাধ সম্পাদন করা হয়—যদি এমন অপরাধ সম্পাদন করা হয় তাহলে সে সেই অপরাধের জন্য নির্দিষ্ট উভয়বিধ কারাদণ্ডের কোনো একটিতে, যার মেয়াদ দীর্ঘতম যে কালখণ্ডের জন্য নির্দিষ্ট আছে তা অর্দ্ধাংশের জন্য কারাদণ্ডে দণ্ডনীয় হবে অথবা ঐ অপরাধের জন্য নির্দিষ্ট অর্থদণ্ডে অথবা উভয়দণ্ডে দণ্ডিত হতে পারে।

যদি অপরাধ মৃত্যুদণ্ড ইত্যাদি দণ্ডে দণ্ডনীয় হয়—অথবা যদি ঐ অপরাধ মৃত্যুদণ্ড বা যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডনীয় হয় তাহলে সে উভয়বিধ কারাদণ্ডের কোনো একটি ধরনের কারাদণ্ডে দণ্ডিত হতে পারে, যার মেয়াদ অনধিক দশ বছর।

যদি অপরাধ সম্পাদন করা না হয়—অথবা যদি ঐ অপরাধ সম্পাদন করা না হয়, তাহলে সে ঐ অপরাধের জন্য নির্দিষ্ট উভয়বিধ কারাদণ্ডের কোনো একটি ধরনের কারাদণ্ডে, যার মেয়াদ এই ধরনের কারাদণ্ডের দীর্ঘতম কালখণ্ডের একচতুর্থাংশ কাল পর্যন্ত হতে পারে অথবা ঐ অপরাধের জন্য নির্দিষ্ট অর্থদণ্ডে অথবা উভয়দণ্ডে দণ্ডিত হতে পারে।

উদাহরণ—ক-নামক একজন পুলিশ অফিসার কোনো ডাকাতি করাব পরিকল্পনার ব্যাপারে জ্ঞাত হয়ে যে পরিকল্পনার খবর দেওয়ার জন্য বৈধভাবে সে বাধ্য এবং খ নামের এক ব্যক্তি ডাকাতি করার পরিকল্পনা করছে এটা জেনে, সেই অপরাধের সংঘটনকে সুবিধাজনক করার উদ্দেশ্যে এমন খবর দেওয়া থেকে বিরত থাকে।

এখানে ক খ-এর পরিকল্পনার অস্তিত্বকে অবৈধ বিরতি দ্বারা গোপন করেছে এবং সে এই ধারার নির্দিষ্ট দণ্ডে দণ্ডনীয়।

॥ ধারা ঃ ১২০ ॥ কারাদণ্ডে দণ্ডনীয় অপরাধের পরিকল্পনা গোপন করা [Concealing design to commit offence punishable with imprisonment]—যে কোনো ব্যক্তি কারাদণ্ডে দণ্ডনীয় কোনো অপরাধ সংঘটনকে সুবিধাজনক করার উদ্দেশ্যে অথবা তার দ্বারা সুবিধাজনক হওয়ার সম্ভাবনা আছে তা অবহিত হয়ে,

এমন অপরাধ সংঘটনের পরিকল্পনার অস্তিত্বকে কোনো কাজ বা অবৈধ বিরতি দ্বারা স্বেচ্ছাকৃত ভাবে গোপন করবে বা এমন পরিকল্পনার ব্যাপারে এমন বক্তব্য রাখে যা সে মিথ্যা বলে জানে।

যদি অপরাধ সম্পাদন করা হয়—যদি অপরাধ সম্পাদন করা না হয়—যদি এমন অপরাধ সম্পাদন করা হয় তাহলে সে ঐ অপরাধের জন্য নির্দিষ্ট উভয়বিধ কারাদণ্ডের যে কোনো রকমের কারাদণ্ডে, যার মেয়াদ এমন কারাদণ্ডের দীর্ঘতম কালখণ্ডের এক-চতুর্থাংশ পর্যন্ত হতে পারে, এবং যদি সেই অপরাধ সংঘটিত না করা হয় তাহলে এমন কারাদণ্ডে, যার অবধি হবে এই কারাদণ্ডের দীর্ঘতম কালখণ্ডের আটভাগের এক ভাগ সময়ের অথবা সেই অপরাধের জন্য নির্দিষ্ট অর্থদণ্ডে অথবা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হবে।

ব্যাখ্যা—(i) যে সমস্ত অপরাধ শুধুমাত্র অর্থদণ্ডে দণ্ডনীয় সেই সব অপরাধের পরিকল্পনা গোপন করলে কোনো অপরাধ হয় না।

(ii) প্ররোচনার জন্য এই সংহিতার ১২১, ১২২, ১২৩, ১৩০, ১৩২, ১৩৪ ও ১৩৬ ধারায় যে দণ্ডের বিধান আছে সেই সমস্ত ক্ষেত্র বাদ দিয়ে অন্য যে কোনো ধরনের প্ররোচনার দণ্ড অপরাধটির দণ্ডের বিধানের ওপর নির্ভর করে।

(iii) প্ররোচনার পর তিনটি অবস্থার সৃষ্টি হতে পারে—

(ক) যে কাজটির জন্য প্ররোচনা দেওয়া হয়েছে তা ঘটলে যে প্ররোচনা দিয়েছে তার দণ্ড ১১৫ বা ১১৬ হতে পারে [অবস্থা সাপেক্ষে]।

(খ) যে কাজটির জন্য প্ররোচনা দেওয়া হয়েছে তা না ঘটলে যে প্ররোচনা দিয়েছে তার দণ্ড—

(১) ১০৯ বা ১১০ ধারায় (অবস্থা সাপেক্ষে)—যদি প্ররোচক ঘটনাস্থলে অনুপস্থিত থাকে।

(২) ১১৪ ধারায়—যদি প্ররোচক ঘটনাস্থলে উপস্থিত থাকে।

(গ) প্ররোচিত কাজের সম্ভাব্য পরিণতি হিসাবে অন্য কোনো কাজ সম্পাদিত হলে—প্ররোচকের দণ্ড হবে ১১১, ১১২ বা ১১৩ ধারাতে (অবস্থা সাপেক্ষে)।

(iv) যে প্ররোচনা দিচ্ছে অর্থাৎ প্ররোচকের দায়-দায়িত্ব বিচার করার জন্য নিম্নলিখিত বিষয় পরীক্ষা করে দেখতে হবে—

(ক) প্ররোচিত কাজটির প্রকৃতি কি?

(খ) প্ররোচনার ফলে সম্পাদিত কাজটি কি?

(গ) প্ররোচকের উদ্দেশ্য কি ছিল?

(ঘ) প্ররোচিত ব্যক্তি অর্থাৎ মূল অপরাধীর উদ্দেশ্য কি ছিল?

অধ্যায় ঃ পাঁচ-এ

CHAPTER ঃ V-A

অপরাধমূলক ষড়যন্ত্র বিষয়ক

(Criminal Conspiracy)

(ধারা—১২০-এ থেকে ধারা—১২০-বি)

॥ ধারা ঃ ১২০-এ ॥ অপরাধমূলক ষড়যন্ত্র বলতে কি বুঝায় [Definition of criminal conspiracy]—যখন দুই বা তার বেশি সংখ্যক ব্যক্তি—

(1) কোনো অবৈধ কাজ অথবা,

(2) এমন কোনো কাজ, যা অবৈধ নয় কিন্তু অবৈধ উপায়ে করা হয় বা করার জন্য চুক্তি হয় তখন এমন চুক্তিকে অপরাধমূলক ষড়যন্ত্র বলে।

প্রকাশ থাকে যে, কোনো অপরাধ সংঘটিত করার চুক্তি ছাড়া কোনো সম্মতি অপরাধজনক সম্মতি বলে ততক্ষণ অভিহিত হবে না যতক্ষণ না চুক্তি ছাড়া কোনো কাজ তার অনুসরণে সেই চুক্তির এক বা একাধিক পক্ষ দ্বারা সম্পাদিত হয়।

স্পষ্টীকরণ—অবৈধ কার্য এমন চুক্তির সর্বশেষ লক্ষ্য না কেবল ঐ উদ্দেশ্যের আনুষঙ্গিক তা এক্ষেত্রে অবান্তর।

ব্যাখ্যা—(ক) নিলয়, প্রলয়, অরুণ, বাবলু চারজনে একসঙ্গে একটা ব্যাঙ্ক ডাকাতি করার জন্য মৌখিকভাবে চুক্তিবদ্ধ হলো। এবার ঐ ব্যাঙ্ক ডাকাতি শেষ পর্যন্ত হলো কি হলো না সেটা পরের ব্যাপার, এক্ষেত্রে ঐ চুক্তি সম্পাদিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ঐ চারজন অপরাধমূলক ষড়যন্ত্র করার অপরাধে অপরাধী হলো।

(খ) আবার একদল ছেলে পাড়ার কোনো পুজোর জন্য চাঁদা তোলার সিদ্ধান্ত নিল বা মৌখিক ভাবে চুক্তিবদ্ধ হলো। এই একই উদ্দেশ্যে ঐ ছেলেগুলোর মধ্যে কয়েকজন রাস্তায় গাড়ি থামিয়ে জোর করে চাঁদা তুলতে লাগল।

এক্ষেত্রে ঐ ছেলেগুলো পুজোর চাঁদা তোলার সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য বা চাঁদা তুলে পুজো করার জন্য মৌখিকভাবে চুক্তিবদ্ধ হয়ে কোনো অপরাধ করে নি। এমন কি তারা যদি জোর করে চাঁদা তোলার জন্য মৌখিকভাবে চুক্তিবদ্ধও হতো তাহলেও সেই চুক্তির সঙ্গে অপরাধজনক ষড়যন্ত্রের অপরাধ হতো না। অর্থাৎ তাদের অপরাধজনক ষড়যন্ত্রের অপরাধ—

(i) চাঁদা তুলে পুজো করার সিদ্ধান্তের জন্য হয় নি,

(ii) জোর করে চাঁদা তোলার জন্য সিদ্ধান্ত নিলেও, হয়নি।

কিন্তু যে মুহূর্তে তাদের কয়েকজন রাস্তায় গাড়ি দাঁড় করিয়ে ঐ উদ্দেশ্যে জোর করে চাঁদা তোলা শুরু করল অর্থাৎ ঐ চুক্তি অনুসরণ করে সুস্পষ্ট ভাবে বেআইনি কাজ করলো সেই মাত্র তারা অপরাধজনক ষড়যন্ত্রের অপরাধ করলো।

॥ ধারা ঃ ১২০-বি ॥ অপরাধজনক ষড়যন্ত্রের দণ্ড [Punishment of criminal Conspiracy]—(1) যখন কোনো ব্যক্তি মৃত্যুদণ্ড বা যাবজ্জীবন কারাদণ্ড বা দু'বছর অথবা তার চেয়ে বেশি মেয়াদের সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডনীয় কোনো অপরাধ করার জন্য অপরাধজনক ষড়যন্ত্রে সামিল হয় এবং যদি এমন ষড়যন্ত্রের দণ্ডের নিমিত্ত এই সংহিতায় কোনো অভিব্যক্ত বিধান না থাকে, তাহলে তাকে, সে নিজে এধরনের অপরাধের ষড়যন্ত্র করলে যে দণ্ড হতো, সেই দণ্ডে দণ্ডিত করা হবে।

(2) যদি কোনো ব্যক্তি পূর্বোক্তভাবে দণ্ডনীয় অপরাধ সংঘটিত করার অপরাধজনক ষড়যন্ত্র থেকে ভিন্ন অন্য কোনো অপরাধজনক ষড়যন্ত্রে সামিল হয় তাহলে সে উভয় বিধ কারাদণ্ডের কোনো এক ধরনের কারাদণ্ডে দণ্ডিত হবে যার মেয়াদ হবে অনধিক ছ'মাস অথবা সে অর্থদণ্ডে অথবা সে উভয়দণ্ডে দণ্ডিত হবে।

ব্যাখ্যা—প্রসঙ্গতঃ এই অপরাধের সীমার ব্যাপারটা দেখা দরকার। এই ধারাটি প্রযোজ্য হয় কেবল মাত্র সেইসব ক্ষেত্রে সেখানে কার্যতঃ কোনো অপরাধ সংঘটিত হয় নি। যেমন—এই সংহিতার ৩৯১ ধারায় ডাকাতির যে বিধান বা ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে [অর্থাৎ পাঁচ বা তার চেয়ে বেশি সংখ্যক ব্যক্তি এক সঙ্গে দস্যুতা করে অথবা করার চেষ্টা করে অথবা কোনো একটি দস্যুতা করার জন্য বা করার চেষ্টার জন্য মিলিত্ব ভাবে ঐ সব ব্যক্তি উপস্থিত থাকে তারা এবং ঐ দস্যুতা সম্পাদনে বা সম্পাদনের চেষ্টায় যে সব ব্যক্তিরা উপস্থিত ও সাহায্য করছে তাদের মোট সংখ্যা পাঁচ বা ততোধিক হলে প্রত্যেক ব্যক্তি দ্বারা ঐ দস্যুতা সম্পাদন করে, সম্পাদনের চেষ্টা করে বা তাতে সাহায্য করে তারা প্রত্যেকে ডাকাতি করেছে বলা হবে] তাতে দেখা যাবে ডাকাতি হলো একটি যুক্ত কর্ম। এমন কাজ যখন করা হয় তখনই তা অপরাধ হয়—কিন্তু এমন একটি পর্যায় থাকতে পারে যেখানে কেবল ঐ অপরাধ করার জন্য শুধুমাত্র চুক্তি করা হয়।

এই চুক্তিই কেবল এই ধারা মতে (১২০-বি) দণ্ডযোগ্য।

অধ্যায় ঃ ছয়

CHAPTER : VI

রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে সম্পাদিত অপরাধ বিষয়ক

(Of offences Against the State)

(ধারা—১২১ থেকে ধারা—১৩০)

॥ ধারা ঃ ১২১ ॥ ভারত সরকারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ পরিচালনা করা বা যুদ্ধ পরিচালনা করার চেষ্টা করা অথবা যুদ্ধ পরিচালনা করাতে প্ররোচনা দেওয়া [Waging or attempting to wage war or abetting waging of war, against the Government of India]—যে কেউ ভারত সরকারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ পরিচালনা করবে বা এমন যুদ্ধ পরিচালনা করার জন্য চেষ্টিত হবে, অথবা এমন যুদ্ধ পরিচালনার উদ্দেশ্যে প্ররোচনা দেবে তাকে মৃত্যুদণ্ড বা যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হবে এবং তাঁকে অর্থদণ্ডেও দণ্ডিত করা হবে।

উদাহরণ—ক ভারত সরকারের বিরুদ্ধে এক বিদ্রোহে যোগ দিল। ক এই ধারার সংজ্ঞা প্রদত্ত অপরাধ করল।

॥ ধারা ঃ ১২১-এ ॥ ১২১ ধারা দ্বারা দণ্ডনীয় অপরাধ সংঘটনের জন্য ষড়যন্ত্র [Conspiracy to commit offences punishable by Section–121]—যে কেউ ধারা ১২১ দ্বারা দণ্ডযোগ্য অপরাধ সমূহের কোনো একটি অপরাধ সংঘটনের জন্য ভারতের মধ্যে অথবা বাইরে কোনো ষড়যন্ত্র করবে অথবা কেন্দ্রীয় সরকারকে অথবা কোনো রাজ্যের সরকারকে অপরাধজনক শক্তি (Criminal force) দ্বারা অথবা অপরাধজনক শক্তি' প্রদর্শন দ্বারা আতঙ্কিত করার ষড়যন্ত্র করবে, তাকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে অথবা উভয়বিধ কারাদণ্ডের কোনো একটি ধরনের কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হবে, যার মেয়াদ হতে পারে অনধিক দশ বছর এবং তাকে অর্থদণ্ডেও দণ্ডিত করা হতে পারে।

স্পষ্টীকরণ—এই ধারার অধীনে ষড়যন্ত্র গঠিত হওয়ার জন্য সেই ষড়যন্ত্রের অনুসরণে কোনো কাজ বা অবৈধ বিরতি সংঘটিত হতে হবে তার কোনো প্রয়োজন নেই।

॥ ধারা ঃ ১২২ ॥ ভারত সরকারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ পরিচালনা করার উদ্দেশ্যে অস্ত্রাদি সংগ্রহ করা [Collecting arms, etc. with intention of waging war against the Government of India]—যে কেউ ভারত সরকারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ পরিচালনা করার কিংবা যুদ্ধ পরিচালনা করার প্রস্তুতির উদ্দেশ্যে লোকজন, অস্ত্রশস্ত্র অথবা গোলাবারুদ সংগ্রহ করবে অথবা অন্য কোনো ভাবে যুদ্ধ পরিচালনা করার প্রস্তুতি নেবে তাকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে বা উভয়বিধ কারাদণ্ডের কোনো একটি ধরনের কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হবে, যে কারাদণ্ডের মেয়াদ হবে অনধিক দশ বছর এবং তাকে অর্থদণ্ডেও দণ্ডিত করা হবে।

॥ ধারা ঃ ১২৩ ॥ সুবিধাজনক করে তোলার উদ্দেশ্যে যুদ্ধ পরিচালনা করার পরিকল্পনা গোপন করা [Concealing with intent to facilitate design to wage war]—যে কেউ ভারত সরকারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ পরিচালনা করার পরিকল্পনার অস্তিত্বকে (বিদ্যমানতাকে) কোনো কার্য বা কোনো অবৈধ বিরতি দ্বারা গোপন করে এমন যুদ্ধ পরিচালনাকে সুবিধাজনক করে তোলে অথবা জেনেশুনে গোপন করে যাতে গোপন করার ফলে যুদ্ধ পরিচালনায় সুবিধা হয় তাহলে তাকে উভয়বিধ কারাদণ্ডের কোনো এক ধরনের কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হবে যার মেয়াদ হতে পারে অনধিক দশ বছর এবং তাকে অর্থদণ্ডেও দণ্ডিত করা হতে পারে।

॥ ধারা ঃ ১২৪ ॥ আইনানুগ কোনো ক্ষমতা প্রয়োগ করার জন্য বাধ্য করার অথবা তার প্রয়োগে বাধা দেওয়ার উদ্দেশ্যে রাষ্ট্রপতি, রাজ্যপাল ইত্যাদির ওপর হামলা করা [Assaulting President, Governor, etc. with intent to compel or restrain the exercise of any lawful power]—যে কেউ ভারতের রাষ্ট্রপতি বা কোনো রাজ্যের রাজ্যপালকে এহেন রাষ্ট্রপতি বা রাজ্যপালের আইনসম্মত ক্ষমতাসমূহের কোনো ক্ষমতাকে কোনো ভাবে প্রয়োগ করার জন্য বা প্রয়োগ করার ক্ষেত্রে বিরত থাকার জন্য প্ররোচিত করা বা বাধ্য করার উদ্দেশ্যে—

এরকম রাষ্ট্রপতি বা রাজ্যপালের ওপর হামলা করবে, বা তাঁদের সদোষ অবরোধ করবে, বা অপরাধজনক শক্তি দ্বারা বা অপরাধজনক শক্তির প্রদর্শন দ্বারা তাঁদের আতঙ্কিত করবে বা এমনতর আতঙ্কিত করার চেষ্টা করবে,

তাকে উভয়বিধ কারাদণ্ডের কোনো এক ধরনের কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হবে যার মেয়াদ হবে অনধিক সাত বছর এবং তাকে অর্থদণ্ডে দণ্ডিত করা হবে।

॥ ধারা ঃ ১২৪-এ ॥ রাজদ্রোহ [Sedition]—যে কেউ কথিত বা লিখিত শব্দ দ্বারা অথবা ইঙ্গিত দ্বারা অথবা দৃশ্য প্রতীকের ব্যবহার দ্বারা অথবা অন্য কোনো ভাবে ভারতে আইনসম্মতভাবে প্রতিষ্ঠিত সরকারের প্রতি ঘৃণা বা অবমাননা সৃষ্টি করবে, অথবা সৃষ্টি করার চেষ্টা করবে বা আনুগত্যহীনতা জাগ্রত করবে বা জাগ্রত করার চেষ্টা করবে তাকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হবে, যাতে অর্থদণ্ডও যোগ করা যেতে পারে অথবা অনধিক তিন বছরের কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হবে, যাতে অর্থদণ্ডও যোগ করা যেতে পারে অথবা অর্থদণ্ডে দণ্ডিত করা হবে।

স্পষ্টীকরণ (১) ঃ—আনুগত্যহীনতা (disaffection) বলতে যাবতীয় অভক্তি এবং শত্রুতার ভাবনা বোঝাবে।

স্পষ্টীকরণ (২) ঃ—ঘৃণা, অবমাননা বা আনুগত্যহীনতা সৃষ্টিকারী কাজ না করে বা জাগ্রত করার চেষ্টা না করে আইনানুগ উপায়ে সরকারের কাজকর্মের পরিবর্তন সাধনের উদ্দেশ্যে অনুমোদন প্রকটক টীকা-টিপ্পনি (মন্তব্য) এই ধারার অধীনে অপরাধ নয়।

স্পষ্টীকরণ (৩) ঃ—ঘৃণা, অবমাননা বা আনুগত্যহীনতা সৃষ্টিকারী কাজ না করে বা তেমন কার্য সম্পাদনের চেষ্টা না করে সরকারের প্রশাসনিক বা অন্যান্য কাজকর্মের প্রতি অনুমোদন প্রকটক টীকা-টিপ্পনি (মন্তব্য) এই ধারার অধীনে অপরাধ হবে না।

॥ ধারা ঃ ১২৫ ॥ ভারত সরকারের সঙ্গে মৈত্রীর সম্পর্কে আবদ্ধ এশিয়ার কোনো শক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধ পরিচালনা [Waging war against any Asiatic power in alliance with the Government of India]—যে কেউ ভারত সরকারের সঙ্গে মৈত্রী বা শান্তির সম্পর্কে আবদ্ধ কোনো এশিয়া মহাদেশীয় শক্তির সরকারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ পরিচালনা করবে বা এধরনের যুদ্ধ করার চেষ্টা করবে বা এমন যুদ্ধ করার জন্য প্ররোচনা দেবে তাকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হবে, এতে অর্থদণ্ডও যুক্ত হতে পারে, অথবা উভয়বিধ কারাদণ্ডের কোনো এক ধরনের কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হবে, যার মেয়াদ হবে অনধিক সাত বছর, এতে অর্থদণ্ডও যুক্ত হতে পারে অথবা অর্থদণ্ডে দণ্ডিত করা হবে।

॥ ধারা ঃ ১২৬ ॥ ভারত সরকারে সঙ্গে শান্তিপূর্ণ সম্পর্কে আবদ্ধ কোনো শক্তি এলাকায় লুটপাট করা [Committing depredation on territories of power at peace with the Government of India]—যে কেউ ভারত সরকারের সঙ্গে মৈত্রী বা শান্তির সম্পর্কে আবদ্ধ কোনো শক্তির এলাকায় (territories of power)—লুটপাট করবে, অথবা লুটপাটের প্রস্তুতি নেবে তাকে উভয়বিধ কারাদণ্ডের কোনো একটি ধরনের কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হবে; যার মেয়াদ হতে পারে অনধিক সাত বছর এবং তাকে অর্থদণ্ডে এবং এধরনের লুটপাটের জন্য ব্যবহৃত বা ব্যবহারের জন্য অপেক্ষিত বা এমন লুটপাট দ্বারা অর্জিত সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করেও দণ্ডিত করা হবে।

॥ ধারা ঃ ১২৭ ॥ ধারা ১২৫ ও ধারা ১২৬-এ বর্ণিত যুদ্ধ বা লুটপাট দ্বারা গৃহীত সম্পত্তি অধিগ্রহণ [Receiving property taken by war or depredation mentioned in section 125 and 126.]—যে কেউ ধারা ১২৫ ও ১২৬-এ বর্ণিত অপরাধ সমূহের যে কোনোটির সম্পাদনের দ্বারা গৃহীত সম্পত্তি জেনেও গ্রহণ করবে তাকে উভয়বিধ কারাদণ্ডের যে কোনো ধরনের কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হবে যার মেয়াদ হতে পারে অনধিক সাত বছর এবং অর্থদণ্ডে ও এইভাবে প্রাপ্ত সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করে দণ্ডিত করা হবে।

॥ ধারা ঃ ১২৮ ॥ রাজভৃত্য কর্তৃক স্বেচ্ছাকৃত ভাবে রাষ্ট্রবন্দি বা যুদ্ধবন্দিকে পালিয়ে যেতে দিলে [Public servant voluntarily allowing prisoner of state or of war to escape]—যে কেউ রাজভৃত্য হয়েও এবং কোনো রাষ্ট্রবন্দি বা যুদ্ধবন্দির প্রহারার দায়িত্বে থেকেও, স্বেচ্ছাক্রিয় ভাবে এধরনের বন্দিকে, বন্দি যেখানে আটক আছে সেখান থেকে পালিয়ে যেতে দেবে তাকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হবে যার মেয়াদ হতে পারে অনধিক দশ বছর এবং তাকে অর্থদণ্ডেও দণ্ডিত করা হবে

॥ ধারা ঃ ১২৯ ॥ অবহেলাভরে কোনো রাজভৃত্য কর্তৃক এধরনের বন্দিকে পালিয়ে যেতে সাহায্য করা [Public servant negligently suffering such prisoner to escape]—যে কেউ রাজভৃত্য হয়েও এবং কোনো রাষ্ট্রবন্দি বা যুদ্ধবন্দির প্রহরার দায়িত্বেও থেকেও বন্দি যেখানে আটক আছে সেখান থেকে বন্দিকে অবহেলাভরে পালিয়ে যেতে দেবে তাকে তিন বছরের জন্য বিনাশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হতে পারে এবং তাকে অর্থদণ্ডেও দণ্ডিত করা হতে পারে।

॥ ধারা ঃ ১৩০ ॥ এহেন বন্দিকে পালিয়ে যেতে সাহায্য করা, তাকে মুক্ত করা অথবা আশ্রয় দেওয়া [Aiding escape of, rescuing or harbouring such prisoner]—যে কেউ স্বেচ্ছাকৃতভাবে কোনো রাষ্ট্রবন্দি বা যুদ্ধবন্দিকে আইনসম্মত প্রহরা থেকে পালিয়ে যেতে সাহায্য করবে বা সহায়তা দেবে বা এমন কোনো বন্দিকে মুক্ত করবে বা মুক্ত করার চেষ্টা করবে অথবা আইনসম্মত প্রহরা থেকে পালানো এমন কোনো বন্দিকে আশ্রয় দেবে বা লুকিয়ে রাখবে অথবা এমন কোনো বন্দিকে পুনরায় গ্রেপ্তার করার প্রতিরোধ করবে অথবা করার চেষ্টা করবে সে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে অথবা উভয় বিধ কারাদণ্ডের কোনো একটি কারাদণ্ডে দণ্ডিত হবে, যার মেয়াদ হতে পারে অনধিক দশ বছর এবং তাকে অর্থদণ্ডেও দণ্ডিত করা হবে।

স্পষ্টীকরণ—কোনো রাষ্ট্রবন্দি বা যুদ্ধবন্দি যাকে ভারতের কিছু নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে যথেচ্ছ বিচরণের জন্য প্যারোলে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে সে যদি যে সীমার মধ্যে তাকে যথেচ্ছ বিচরণের অনুমতি দেওয়া হয়েছে তার বাইরে যায় তাহলে সে আইন সম্মত প্রহরা থেকে পালিয়েছে বলা হবে।

অধ্যায় : সাত

CHAPTER : VII

স্থলবাহিনী, নৌবাহিনী ও বিমানবাহিনী সম্পর্কিত অপরাধ বিষয়ক

(Of offences Relating to the Army, Navy and Air Force)

(ধারা—১৩১ থেকে ধারা—১৪০)

॥ ধারা : ১৩১ ॥ বিদ্রোহের প্ররোচনা বা কোনো সৈনিক, নাবিক বা বৈমানিককে তাঁর কর্তব্য থেকে বিচলিত করার চেষ্টা [Abetting mutiny, attempting to seduce a soldier, sailor or airman from his duty]—যে কেউ ভারত সরকারের সেনাবাহিনী, নৌবাহিনী ও বিমানবাহিনীর কোনো অফিসার, সৈনিক, নৌ-সৈনিক বা বায়ু-সৈনিক দ্বারা বিদ্রোহ করার জন্য প্ররোচিত করে অথবা এমন কোনো অফিসার, সৈনিক, নৌ-সৈনিক বা বায়ু-সৈনিককে তাঁর রাষ্ট্রনিষ্ঠা বা তাঁর কর্তব্য থেকে বিচলিত করার প্রচেষ্টা করবে, তাকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে অথবা উভয়বিধ কারাদণ্ডের কোনো এক রকমের কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হবে, যার মেয়াদ হতে পারে অনধিক দশ বছর এবং অর্থদণ্ডেও দণ্ডিত করা হতে পারে।

স্পষ্টীকরণ—এই ধারায় 'অফিসার', 'সৈনিক', 'নৌ-সৈনিক' এবং 'বায়ু-সৈনিক' শব্দগুলির আওতায় এমন যে কোনো ব্যক্তি পড়বেন যিনি 'আর্মি অ্যাক্ট [দ্য আর্মি অ্যাক্ট, 1950 (১৯৫০-এর ৪৬)], ন্যাভাল ডিসিপ্লিন অ্যাক্ট [দ্য ইণ্ডিয়ান নেভি (ডিসিপ্লিন) অ্যাক্ট, 1934 (১৯৩৪-এর ৩৪)], এয়ার ফোর্স অ্যাক্ট অথবা দ্য এয়ার ফোর্স অ্যাক্ট 1950 (১৯৫০-এর ৪৫—এর যেখানে যেমন প্রযোজ্য।) নিয়ন্ত্রণাধীন।

॥ ধারা : ১৩২ ॥ বিদ্রোহের প্ররোচনা, যদি তার পরিণামস্বরূপ বিদ্রোহ করা হয় [Abetment of mutiny, if mutiny is committed in consequence thereof]—যে কেউ ভারত সরকারের সেনাবাহিনী, নৌসেনা বা বায়ুসেনার কোনো অফিসার, সৈনিক, নাবিক বা বৈমানিক দ্বারা বিদ্রোহ করার জন্য প্ররোচিত করবে, যদি ঐ প্ররোচনার পরিণামস্বরূপ বিদ্রোহ হয় তাহলে তাকে মৃত্যুদণ্ডে বা যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে অথবা উভয়বিধ কারাদণ্ডের কোনো এক ধরনের কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হবে, যার মেয়াদ হতে পারে অনধিক দশ বছর এবং তাকে অর্থদণ্ডেও দণ্ডিত করা হতে পারে।

॥ ধারা : ১৩৩ ॥ সৈনিক, নাবিক বা বৈমানিক দ্বারা স্বীয় পদে কর্তব্যরত কোনো উর্ধ্বতন অফিসারের ওপর হামলা করার জন্য প্ররোচনা [Abetment of assault by soldier, sailor, or airman on his superior officer when in execution of his office]—যে কেউ ভারত সরকারের সেনাবাহিনী, নৌসেনা বা বায়ুসেনার

কোনো অফিসার, সৈনিক, নাবিক বা বৈমানিক দ্বারা স্বীয় পদে কর্তব্যরত কোনো উর্ধ্বতন অফিসারের ওপর হামলা করার জন্য প্ররোচনা দেবে তাকে উভয়বিধ কারাদণ্ডের কোনো এক ধরনের কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হবে, যার মেয়াদ হতে পারে অনধিক সাত বছর এবং তাকে অর্থদণ্ডেও দণ্ডিত করা হতে পারে।

॥ ধারা ঃ ১৩৪ ॥ এমন হামলার প্ররোচনার পরিণাম স্বরূপ যদি হামলা সংঘটিত হয় [Abetment of such assault, if the assault is committed] —যদি কেউ ভারত সরকারের সেনাবাহিনী, নৌসেনা বা বায়ুসেনার কোনো অফিসার, সৈনিক, নাবিক বা বৈমানিক দ্বারা স্বীয় পদে কর্তব্যরত কোনো উর্ধ্বতন অফিসারের ওপর হামলা করার জন্য প্ররোচনা দেয় এবং ঐ প্ররোচনার পরিণাম স্বরূপ ঐ হামলা সংঘটিত হয় তাহলে তাকে উভয়বিধ কারাদণ্ডের কোনো এক ধরনের কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হবে, যার মেয়াদ হতে পারে অনধিক সাত বছর এবং তাকে অর্থদণ্ডেও দণ্ডিত করা হতে পারে।

॥ ধারা ঃ ১৩৫ ॥ সৈনিক, নাবিক বা বৈমানিকের কর্ম পরিত্যাগ করে পালানোর জন্য প্ররোচনা [Abetment of desertion of soldier, sailor, or airman]—যে কেউ ভারত সরকারের সেনাবাহিনী, নৌসেনা বা বায়ুসেনার কোনো অফিসার, সৈনিক, নাবিক অথবা বৈমানিক কর্তৃক কর্ম পরিত্যাগ পূর্বক পলায়নের প্ররোচনা দেবে, তাকে উভয়বিধ কারাদণ্ডের কোনো এক ধরনের কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হবে যার মেয়াদ হতে পারে অনধিক দু'বছর এবং অর্থদণ্ডও হতে পারে অথবা উভয় দণ্ডেই দণ্ডিত করা হতে পারে।

॥ ধারা ঃ ১৩৬ ॥ কর্ম পরিত্যাগ পূর্বক পলাতক ব্যক্তিকে আশ্রয় দান [Harbouring deserter]—অতঃপর বর্ণিত ব্যতিক্রম ব্যতিরেকে ভারত সরকারের সেনাবাহিনী, নৌসেনা, বা বায়ুসেনার কোনো অফিসার, সৈনিক, নাবিক অথবা বৈমানিক কর্ম পরিত্যাগ করে পালিয়েছে, এটা অবহিত হয়ে অথবা বিশ্বাস করার কারণ থাকা সত্ত্বেও যে কেউ এমন কোনো অফিসার, সৈনিক, নাবিক বা বৈমানিককে আশ্রয় দেবে তার উভয়বিধ কারাদণ্ডের কোনো এক ধরনের কারাদণ্ড হবে যার মেয়াদ হতে পারে অনধিক দু'বছর অথবা অর্থদণ্ড হবে অথবা উভয় দণ্ডই হবে।

ব্যতিক্রম ঃ যেক্ষেত্রে স্ত্রী তার স্বামীকে আশ্রয় দেন সে ক্ষেত্রে এই বিধান প্রযোজ্য হবে না।

॥ ধারা ঃ ১৩৭ ॥ কর্ম পরিত্যাগ করে পালিয়েছে এমন কোনো ব্যক্তি কোনো সওদাগরী জাহাজের প্রধানের অবহেলাবশতঃ যদি ঐ জাহাজে লুকিয়ে থাকে [Deserter concealed on board merchant vessel through negligence of master]—যে জাহাজে সেনাবাহিনী, নৌসেনা বা বায়ুসেনা থেকে কর্ম পরিত্যাগ করে পালিয়ে যাওয়া কেউ লুকিয়ে আছে এমন কোনো সওদাগরী জাহাজের প্রধান বা ভারপ্রাপ্ত ব্যক্তি, যদি তিনি এ ব্যাপারে অবহিত নাও থাকেন, তাহলেও অনধিক পাঁচ'শ টাকা অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হবেন, যদি ঐ ব্যক্তি এ ব্যাপারে অবহিত থাকতে পারতেন কিন্তু একটি জাহাজের প্রধান বা ভারপ্রাপ্ত ব্যক্তি হওয়া সত্ত্বেও কৃত কর্মে অবহেলা করার জন্য অথবা ঐ জাহাজে প্রশাসনের কিছু অভাব থাকার জন্য অবহিত হতে পারেন নি এমন হয়।

॥ ধারা ঃ ১৩৮ ॥ সৈনিক, নাবিক অথবা বৈমানিক দ্বারা অধীনতা অস্বীকার করার মতো কাজে প্ররোচনা [Abetment of act of insubordination by soldier, sailor or airman]—যে কেউ এমন কোনো ব্যাপারে প্ররোচনা দেবে যাতে ভারত সরকারের সেনাবাহিনী, নৌসেনা বা বায়ুসেনার কোনো অফিসার, সৈনিক, নাবিক অথবা বৈমানিক দ্বারা অধীনতা অস্বীকার করার মতো কাজের ব্যাপারে অবহিত ছিল, যদি অধীনতা অস্বীকার করার এহেন কাজ ঐ প্রবোচনার পরিণাম স্বরূপ করা হয় তাহলে তাকে উভয়বিধ কারাদণ্ডের যে কোনো একটি ধরনের কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হবে যার মেয়াদ হতে পারে অনধিক ছ'মাস অথবা অর্থদণ্ডে অথবা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত করা হতে পারে।

॥ ধারা ঃ ১৩৮-এ ॥ নিরসিত।

॥ ধারা ঃ ১৩৯ ॥ নির্দিষ্ট কিছু আইনের অধীন ব্যক্তি [Persons subject to certain Acts]—যে কোনো ব্যক্তি যে আর্মি অ্যাক্ট, সেনা আইন ১৯৫০ (১৯৫০-এর ৪৮), ন্যাভাল ডিসিপ্লিন অ্যাক্ট, ইণ্ডিয়ান নেভি (ডিসিপ্লিন) অ্যাক্ট, ১৯৩৪ (১৯৩৪-এর ৩৪), এয়ার ফোর্স অ্যাক্ট বা বায়ুসেনা আইন, ১৯৫০ (১৯৫০-এর ৪৫) -এর অধীন, এই অধ্যায়ে বিধিত অপরাধসমূহের মধ্যে কোনো একটি অপরাধেব জন্য এই সংহিতার অধীন কোনো দণ্ডে দণ্ডনীয় হবেন না।

॥ ধারা ঃ ১৪০ ॥ সৈনিক, নাবিক বা বৈমানিক দ্বারা ব্যবহৃত কোনো পোশাক পরিধান অথবা প্রতীক ধারণ [Wearing garb or carrying token used by soldier, sailor or airman]—যে কেউ ভাবত সরকাবেব সেনাবাহিনী, নৌসেনা বা বায়ুসেনার সৈনিক, নাবিক অথবা বৈমানিক না হয়েও সৈনিক, নাবিক বা বৈমানিক বিশ্বাস প্রতিপাদন করার জন্য এমন কোনো পোশাক পরিধান করবে অথবা প্রতীক ধারণ করবে যা সৈনিক, নাবিক বা বৈমানিক দ্বাবা ব্যবহৃত পোশাক বা প্রতীকের মতো দেখতে, তাহলে তাকে উভয়বিধ কাবাদণ্ডের কোনো এক ধবনের কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হবে যার মেয়াদ হতে পারে অনধিক তিনমাস অথবা অর্থদণ্ডে দণ্ডিত করা হবে, যা অনধিক পাঁচ'শ টাকা পর্যন্ত হতে পারে অথবা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত করা হতে পারে।

ব্যাখ্যা—ভারতীয় সেনাবাহিনী, নৌবাহিনী অথবা বিমানবাহিনীর পোশাক পরিধান বা প্রতীক ধারণ অথবা ভারতীয় সেনাবাহিনী, নৌবাহিনী অথবা বিমানবাহিনীর মতো দেখতে (সদৃশ) কোনো পোশাক পরিধান বা প্রতীক ধাবণ করলেই তা দণ্ডনীয় হবে না—যেমন নাটক-সিনেমাতে করা হয়। কিন্তু ঐ রকম পোশাক পরিধান করে বা প্রতীক ধারণ করে কেউ যদি বিশ্বাস উৎপাদনের চেষ্টা করে যে সে ভারত সরকারের ঐ সেনাবাহিনী বা নৌবাহিনী বা বিমানবাহিনীতে কর্মরত আছে তাহলেই সেটা দণ্ডনীয় অপরাধ হবে।
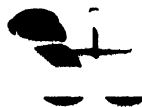
অধ্যায় ঃ আট

CHAPTER ঃ VIII

সার্বজনিক শান্তিবিঘ্নকারী অপরাধ বিষয়ক

(Of offences Against the Public Tranquillity)

(ধারা—১৪১ থেকে ধারা—১৬০)

॥ ধারা ঃ ১৪১ ॥ বেআইনি সমাবেশ [Unlawful assembly]—পাঁচ বা ততোধিক ব্যক্তির সমাবেশকে **বেআইনি সমাবেশ** বলে অভিহিত করা হবে যদি ঐ সমস্ত ব্যক্তির, যারা সমাবেশ করেছে, তাদের সাধারণ উদ্দেশ্যে হয়—

প্রথমতঃ কেন্দ্রীয় সরকারকে বা কোনো রাজ্যসরকারকে অথবা সংসদকে অথবা কোনো রাজ্যের বিধানসভাকে অথবা কোনো রাজভৃত্যকে যখন তিনি কোনো রাজভৃত্যের আইনসম্মত ক্ষমতা প্রয়োগ করছেন, অপরাধমূলক শক্তি দ্বারা বা অপরাধমূলক শক্তিপ্রদর্শন দ্বারা অতি মাত্রায় আতঙ্কিত করা, অথবা

দ্বিতীয়তঃ কোনো আইনের বা কোনো বৈধ পরওয়ানার নির্বাহে প্রতিরোধ করা, অথবা

তৃতীয়তঃ কোনো অনিষ্টসাধন করা, কোনো অপরাধমূলক সীমা লঙ্ঘন করা বা অন্য কোনো অপরাধ সম্পাদন করা, অথবা

চতুর্থতঃ কোনো ব্যক্তির ওপর অপরাধজনক বলপ্রয়োগ করে বা অপরাধজনক বল প্রদর্শন করে কোনো সম্পত্তি গ্রহণ করা বা দখল করা, বা কোনো ব্যক্তিকে রাস্তা চলাচলের অধিকার থেকে অথবা জল ব্যবহারের অধিকার থেকে বা অন্য কোনো বিমূর্ত অধিকাব থেকে যা তার অধিকার আছে বা সে ভোগ করছে, বঞ্চিত করা অথবা কোনো অধিকার বা কল্পিত (অনুমিত) অধিকার বলবৎ করা, অথবা

পঞ্চমতঃ যে ব্যক্তি কোনো কাজ বিধিসম্মত ভাবে করতে বাধ্য তা করার জন্য বা যে সে বিধিসম্মত ভাবে করতে বাধ্য তা করা থেকে বিরত করার জন্য অপরাধজনক বলপ্রয়োগ করে বা অপরাধজনক বলপ্রদর্শন করে বাধ্য করা।

স্পষ্টীকরণ—কোনো সমাবেশ একত্রিত হওয়ার সময় বেআইনি না হলেও পরে কখনো বেআইনি সমাবেশে রূপান্তরিত হতে পারে।

॥ ধারা ঃ ১৪২ ॥ বেআইনি সমাবেশের সদস্য হওয়া [Being member of unlawful assembly]—যে সমস্ত বিষয় কোনো সমাবেশকে বেআইনি সমাবেশে রূপান্তরিত করে, কোনো ব্যক্তি যদি সেই সমস্ত বিষয় অবহিত হয়ে ঐ সমাবেশে সম্মিলিত হয় অথবা তাতে উপস্থিত থাকে, তবে সেই ব্যক্তিকে ঐ বেআইনি সমাবেশের সদস্য বলে মনে করা হবে।

॥ ধারা ঃ ১৪৩ ॥ দণ্ড [Punishment]—যে কেউ বেআইনি সমাবেশের সদস্য

হবে, তাকে উভয়বিধ কারাদণ্ডের কোনো এক ধরনের কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হবে, যার মেয়াদ ছ'মাস পর্যন্ত হতে পারে অথবা তাকে অর্থদণ্ডে অথবা তাকে উভয় দণ্ডে দণ্ডিত করা হবে।

॥ ধারা ঃ ১৪৪ ॥ মারাত্মক অস্ত্রে সজ্জিত হয়ে বেআইনি সমাবেশে সম্মিলিত হওয়া [Joining unlawful assembly armed with deadly weapon]—যে কেউ মৃত্যু সংঘটিত করতে পাবে এমন কোনো মারাত্মক অস্ত্রশস্ত্রে অথবা এমন কোনো জিনিসে, যা অস্ত্র হিসাবে ব্যবহার করা যায়, সজ্জিত হয়ে কোনো বেআইনি সমাবেশে সম্মিলিত হবে তাকে উভয়বিধ কারাদণ্ডের কোনো একটি কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হবে, যার মেয়াদ হতে পারে অনধিক দু'বছর অথবা অর্থদণ্ডে অথবা উভয়দণ্ডে দণ্ডিত করা হবে।

॥ ধারা ঃ ১৪৫ ॥ ছত্রভঙ্গ করার আদেশ দেওয়া হয়েছে তা অবহিত হয়েও এমন কোনো বেআইনি সমাবেশে সম্মিলিত হওয়া বা তাতে থেকে যাওয়া [Joining or continuing in unlawful assembly, knowing it has been commanded to disperse]—কোনো বেআইনি সমাবেশকে ছত্রভঙ্গ করার জন্য আইন দ্বারা যথানিয়মে আদেশ জারি করা হয়েছে এমন কোনো বেআইনি সমাবেশে জেনেশুনেও যদি কেউ সম্মিলিত হয় অথবা তাতে থেকে যায় তাহলে তাকে উভয়বিধ কারাদণ্ডের কোনো একটি কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হবে যার মেয়াদ হতে পারে অনধিক দু'বছর অথবা অর্থদণ্ডে অথবা উভয়দণ্ডে দণ্ডিত করা হবে।

॥ ধারা ঃ ১৪৬ ॥ দাঙ্গা-হাঙ্গামা করা [Rioting]—যখন কোনো বেআইনি সমাবেশ দ্বারা অথবা তার কোনো সদস্য দ্বারা এহেন সমাবেশের সাধারণ উদ্দেশ্য পালন করতে বল বা হিংসার প্রয়োগ করা হয় তখন ঐ ধরনের সমাবেশের প্রত্যেক সদস্য দাঙ্গা-হাঙ্গামা করার অপরাধে অপরাধী হবে।

॥ ধারা ঃ ১৪৭ ॥ দাঙ্গা-হাঙ্গামা করার জন্য দণ্ড [Punishment for rioting]—যে কেউ দাঙ্গা-হাঙ্গামা করার অপরাধে অপরাধী হবে তাকে উভয়বিধ কারাদণ্ডের কোনো এক ধরনের কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হবে, যার মেয়াদ হতে পারে অনধিক দু'বছর অথবা অর্থদণ্ডে অথবা তাকে উভয়দণ্ডে দণ্ডিত করা হবে।

॥ ধারা ঃ ১৪৮ ॥ মারাত্মক অস্ত্রে সজ্জিত হয়ে দাঙ্গা-হাঙ্গামা করা [Rioting armed with deadly weapon]—যে কেউ মৃত্যু সংঘটন করতে পারে এমন মারাত্মক অস্ত্রে অথবা এমন কোনো জিনিসে যা আক্রমণাত্মক অস্ত্র হিসাবে ব্যবহৃত হতে পারে, সজ্জিত হয়ে দাঙ্গাহাঙ্গামা করার অপরাধে অপরাধী হবে তাকে উভয়বিধ কারাদণ্ডের কোনো একটি কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হবে, যার মেয়াদ হতে পারে অনধিক তিন বছর অথবা অর্থদণ্ডে অথবা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত কবা হবে।

॥ ধারা ঃ ১৪৯ ॥ বেআইনি সমাবেশের প্রত্যেকটি সদস্য, সাধারণ উদ্দেশ্য পালনের জন্য কৃত অপরাধে অপরাধী হবে [Every member of unlawful assembly guilty of offence committed in prosecution of common object]—যদি বেআইনি সমাবেশের কোনো সদস্যের দ্বারা ঐ সমাবেশের সাধারণ উদ্দেশ্য পালন করার ক্ষেত্রে অপবাধ কবা হয় অথবা এমন অপবাধ করা হয় যার সম্পাদনে ঐ উদ্দেশ্যপালনেব সম্ভাবনা আছে বলে ঐ সমাবেশের সদস্যরা জানত

তাহলে এমন প্রত্যেক ব্যক্তি যারা ঐ অপরাধ সম্পাদনের সময় ঐ সমাবেশের সদস্য ছিল, ঐ অপরাধে অপরাধী হবে।

॥ ধারা ঃ ১৫০ ॥ বেআইনি সমাবেশে সম্মিলিত করার জন্য লোক ভাড়া করা বা লোক ভাড়া করার ব্যাপারে মৌন সমর্থন করা [Hiring or conniving at hiring of persons to join unlawful assembly]—যে কেউ কোনো ব্যক্তিকে কোনো বেআইনি সমাবেশে সম্মিলিত করার জন্য বা তার সদস্য হওয়ার জন্য ভাড়া করে, অথবা চুক্তিবদ্ধ করায়, অথবা নিয়োগ করে অথবা ঐ রকম ভাড়া করা, চুক্তিবদ্ধ করানো অথবা নিয়োগ করার ব্যাপারে মৌন সমর্থন করে, সে ঐ রকম বেআইনি সমাবেশের সদস্য হিসাবে দণ্ডনীয় হবে এবং ঐ রকম ভাড়া করা চুক্তিবদ্ধ করা বা নিয়োগের মাধ্যমে ঐ বেআইনি সমাবেশের সদস্য হিসাবে ঐ রকম কোনো ব্যক্তি যে অপরাধ করে তার জন্য সে একই ভাবে দণ্ডনীয় হবে, যেন সে ঐ বেআইনি সমাবেশের সদস্য ছিল, অথবা সে নিজেই ঐ অপরাধ সম্পাদন করেছে।

॥ ধারা ঃ ১৫১ ॥ পাঁচ বা ততোধিক ব্যক্তির কোনো সমাবেশকে ছত্রভঙ্গ করার জন্য যথোচিত আদেশ দেওয়া হয়েছে তা জেনেও ঐ সমাবেশে সম্মিলিত হওয়া বা থেকে যাওয়া [Knowingly Joining or continuing in assembly of five or more persons after it has been commanded to disperse]—যে কেউ, পাঁচ বা ততোধিক ব্যক্তির কোনো সমাবেশ, যেখানে সার্বজনিক শান্তি বিঘ্নিত হওয়ার সম্ভাবনা আছে বলে সেই সমাবেশকে ছত্রভঙ্গ করার জন্য আইন দ্বারা যথানিয়মে আদেশ জারি করা হয়েছে তা জেনেও সম্মিলিত হবে বা থেকে যাবে তাকে উভয়বিধ কারাদণ্ডের কোনো এক ধরনের কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হবে, যার মেয়াদ হতে পারে অনধিক ছ'মাস এবং অর্থদণ্ডে অথবা উভয়দণ্ডে দণ্ডিত করা হবে।

স্পষ্টীকরণ—যদি ঐ সমাবেশ ধারা ১৪১-এর অর্থের অন্তর্গত বেআইনি সমাবেশ হয়, তাহলে অপরাধী ধারা ১৪৫-এর অধীন দণ্ডনীয় হবে।

॥ ধারা ঃ ১৫২ ॥ রাজভৃত্য কর্তৃক দাঙ্গা-হাঙ্গামা ইত্যাদি দমন করার সময় তার ওপর হামলা করা বা তাকে বাধা দেওয়া [Assaulting or obstructing public servant when suppressing riot, etc.]—যে কেউ বেআইনি সমাবেশকে ছত্রভঙ্গ করার জন্য অথবা দাঙ্গা-হাঙ্গামা দমন করার বা মারামারি দমন করার মাধ্যমে যখন একজন রাজভৃত্য হওয়ার সুবাদে তাঁর কর্তব্য পালনে রত তখন সেই রাজভৃত্যের ওপর হামলা করবে অথবা হামলা করার হুমকি দেবে অথবা তাঁর কাজে বাধা দান করবে অথবা বাধাদানের চেষ্টা করবে অথবা এহেন রাজভৃত্যের ওপর অপরাধজনক বল প্রয়োগ করবে অথবা বল প্রয়োগের হুমকি দেবে অথবা (বল প্রয়োগ) করার চেষ্টা করবে তাকে উভয়বিধ কারাদণ্ডের কোনো এক ধরনের কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হবে, যার মেয়াদ হতে পারে তিন বছর এবং অর্থদণ্ডে অথবা উভয়দণ্ডে দণ্ডিত করা হবে।

॥ ধারা. ঃ ১৫৩ ॥ দাঙ্গা-হাঙ্গামা ঘটাবার উদ্দেশ্যে অবাধ্য ভাবে ইন্ধন যোগানো—যদি দাঙ্গা হাঙ্গামা ঘটে—যদি দাঙ্গা হাঙ্গামা না ঘটে—[Want only giving provocation with intent to cause riot–if rioting be committed; if not committed]—যে কেউ বিদ্বেষপূর্ণ ভাবে বা উচ্ছৃঙ্খলভাবে (অবাধ্য ভাবে,

খামখেয়ালি ভাবে, উদ্দেশ্যহীন ভাবে, লাম্পট্য সহকারে) অবৈধ কিছু করে কোনো ব্যক্তিকে ইন্ধন যোগায় এই উদ্দেশ্যে অথবা এটা জেনে যে, এমন ইন্ধন যোগানোর পরিণাম স্বরূপ দাঙ্গাহাঙ্গামার অপরাধ সংঘটিত হয় তার জন্য সে উভয়বিধ কারাদণ্ডের কোনো এক ধরনের কারাদণ্ডে দণ্ডিত হবে যার মেয়াদ হতে পারে অনধিক এক বছর অথবা অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হতে পারে অথবা উভয়দণ্ডে দণ্ডিত হতে পারে আর যদি দাঙ্গাহাঙ্গামার অপরাধ সংঘটিত না হয় তার জন্য সে উভয়বিধ কারাদণ্ডের কোনো এক ধরনের কারাদণ্ডে দণ্ডিত হবে, যার মেয়াদ হতে পারে অনধিক ছ'মাস অথবা অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হবে অথবা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হবে।

॥ ধারা : ১৫৩-এ ॥ ধর্ম, জাতি, জন্মস্থান, বাসস্থান, ভাষা ইত্যাদির ভিত্তিতে বিভিন্ন গোষ্ঠির মধ্যে শত্রুতাবর্দ্ধক এবং সৌহার্দ বজায়ের পরিপন্থী কোনো কাজ করা [Promoting enmity between different groups on grounds of religion, race, place of birth, residence, language etc. and doing acts prejudicial to maintenance of harmony]—(১) যে কেউ—

(ক) কথিত বা লিখিত শব্দ দ্বারা অথবা ইঙ্গিত দ্বারা অথবা দৃশ্যপ্রতীক দ্বারা অথবা অন্য কোনো ভাবে ধর্ম, জাতি, জন্মস্থান, বাসস্থান, ভাষা, জাতি বা সম্প্রদায়ের ভিত্তিতে বা অন্য কোনো ভাবে ধর্মীয়, জাতিগত বা ভাষাগত অথবা আঞ্চলিক গোষ্ঠি, জাতি বা সম্প্রদায়ের মধ্যে অনৈক্য বা শত্রুতা, ঘৃণা বা অশুভবোধ উৎপাদন করবে অথবা উৎপাদন করার চেষ্টা করবে, অথবা

(খ) এমন কিছু করবে যাতে বিভিন্ন ধর্মীয়, জাতিগত, ভাষাগত বা আঞ্চলিক গোষ্ঠি বা জাতি বা সম্প্রদায়ের মধ্যে সমন্বয় রক্ষার পরিপন্থী প্রভাব পড়ে এবং যা সার্বজনিক শান্তিতে ব্যাঘাত সৃষ্টি হয় অথবা তাতে ব্যাঘাত সৃষ্টি করার সম্ভাবনা দেখা দেয়, অথবা

(গ) এমন কোনো অভ্যাস, আন্দোলন, অনুশীলন বা এধরনের অন্য কোনো ক্রিয়াকলাপ এই উদ্দেশ্যে সঞ্চালিত করবে যাতে এধরনের ক্রিয়াকলাপে অংশগ্রহণকারী ব্যক্তি কোনো ধর্মীয়, জাতিগত, ভাষাগত বা আঞ্চলিক গোষ্ঠি বা জাতি বা সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে অপরাধজনক বল বা হিংসার প্রয়োগ করে বা প্রয়োগ করার জন্য প্রশিক্ষণ দেয় বা এমন ক্রিয়াকলাপে অংশগ্রহণকারী ব্যক্তি কোনো ধর্মীয়, জাতিগত, ভাষাগত বা আঞ্চলিক গোষ্ঠি বা জাতি বা সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে অপরাধজনক বল বা হিংসা প্রয়োগ করবে বা প্রয়োগ করার জন্য প্রশিক্ষিত করা হবে তা অবহিত হয়ে অথবা এমন ক্রিয়াকলাপে এই উদ্দেশ্যে অংশ নেবে যে কোনো ধর্মীয়, জাতিগত, ভাষাগত বা আঞ্চলিক গোষ্ঠি বা জাতি বা সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে অপরাধজনক বল বা হিংসা প্রয়োগ করবে বা প্রয়োগ করার জন্য প্রশিক্ষিত করবে অথবা এমন সম্ভাবনার কথা জেনে অংশ নেবে যে এমন ক্রিয়াকলাপে অংশগ্রহণকারী ব্যক্তি কোনো ধর্মীয়, জাতিগত, ভাষাগত বা আঞ্চলিক গোষ্ঠি, জাতি বা সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে অপরাধজনক বল বা হিংসার প্রয়োগ করবে অথবা প্রয়োগ করার জন্য প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে এবং এমন ক্রিয়াকলাপে এহেন ধর্মীয়, জাতিগত, ভাষাগত বা আঞ্চলিক গোষ্ঠি বা জাতি বা সম্প্রদায়ের সদস্যদের মধ্যে যে কোনো কারণেই হোক, ভয় বা সন্ত্রাস অথবা অসুরক্ষার ভাব উৎপন্ন হওয়ার সম্ভাবনা দেখা দেবে—

তাকে কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হবে যার মেয়াদ অনধিক তিন বছর হতে পারে অথবা অর্থদণ্ডে অথবা উভয়দণ্ডে দণ্ডিত করা হবে।

ধর্মীয় আরাধনার জায়গা, ইত্যাদিতে সংঘটিত অপরাধ [Offence committed in place of worship etc.]—(২) ধর্মীয় আরাধনার জায়গায় বা এমন কোনো সমাবেশে যেখানে মানুষ ধর্মীয় আচর-অনুষ্ঠানাদি অথবা ধর্মীয় ক্রিয়াদিতে রত, যে কেউ উপধারা (১)-এ নির্দিষ্ট কোনো অপরাধ করবে তাকে কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হবে, যার মেয়াদ হতে পারে অনধিক পাঁচবছর এবং তাকে অর্থদণ্ডেও দণ্ডিত করা হবে।

॥ ধারা ঃ ১৫৩-বি ॥ জাতীর সংহতির পরিপন্থী কোনো নিন্দা, উক্তি [Imputations assertions prejudicial to national integration]—(১) যে কেউ কথিত বা লিখিত শব্দ দ্বারা অথবা ইঙ্গিত দ্বারা অথবা দৃশ্য প্রতীক দ্বারা অথবা অন্য কোনো উপায়ে—

(ক) কোনো শ্রেণীর মানুষকে, তারা কোনো ধর্মীয়, জাতিগত, ভাষাগত বা আঞ্চলিক গোষ্ঠি বা জাতি বা সম্প্রদায়ের সদস্য হওয়ার কারণে আইন দ্বারা প্রতিষ্ঠিত ভারতের সংবিধানের সত্যিকারের শ্রদ্ধা ও নিষ্ঠা প্রদর্শন করতে পারে না বা ভারতের সংহতি ও সার্বভৌমকত্বের মর্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখতে পারে না বলে অপবাদ দিলে বা সর্বসমক্ষে প্রকাশ করলে, অথবা

(খ) কোনো শ্রেণীর মানুষকে, তারা কোনো ধর্মীয়, জাতিগত, ভাষাগত বা আঞ্চলিক গোষ্ঠি, জাতি বা সম্প্রদায়ের, সদস্য হওয়ার কারণে ভারতীয় নাগরিক হিসাবে অধিকার দেওয়া না হোক বা অধিকার থেকে বঞ্চিত করা হোক বলে উক্তি করবে, পরামর্শ দেবে, মন্ত্রণা দেবে, প্রচার করবে অথবা প্রকাশিত করবে, অথবা

(গ) ধর্মীয়, জাতিগত, ভাষাগত বা আঞ্চলিক গোষ্ঠি, জাতি বা সম্প্রদায়ের সদস্য হওয়ার কারণে কেউ কোনো শ্রেণীর ব্যক্তিদের বাধ্যবাধকতা সম্পর্কে কোনো উক্তি করবে, পরামর্শ দেবে, মন্ত্রণা দেবে অথবা দরবার বা আপিল করবে অথবা জনসমক্ষে প্রকাশ করবে এবং এহেন উক্তি, পরামর্শ, মন্ত্রণা বা আপিলের জন্য এমন সদস্য তথা অন্য ব্যক্তিদের মধ্যে ঐক্যহানি অথবা শত্রুতা বা ঘৃণা বা অশুভ ভাবনার সৃষ্টি হয় বা সৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা দেখা দেয়,

তাকে কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হবে যার মেয়াদ হতে পারে অনধিক তিন বছর অথবা অর্থদণ্ডে অথবা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত করা হবে।

(২) কোনো উপাসনালয়ে বা ধর্মীয় উপাসনা অথবা ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানাদিতে রত কোনো সমাবেশে যে কেউ উপধারা (১)-এ নির্দিষ্ট অপরাধ করবে তাকে কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হবে যার মেয়াদ হবে অনধিক পাঁচ বছর এবং তাকে অর্থদণ্ডেও দণ্ডিত করা হবে।

॥ ধারা ঃ ১৫৪ ॥ যে ভূমিখণ্ডের ওপর কোনো বেআইনি সমাবেশ করা হয়েছে তার মালিক বা দখলকারী [Owner or occupier of land on which an unlawful assembly is held]—যখন কোনো বেআইনি সমাবেশ বা দাঙ্গা-হাঙ্গামা হয় তখন যে জমির ওপর ঐ রকম বেআইনি সমাবেশ বা ঐ রকম দাঙ্গা-হাঙ্গামা হয় তার মালিক বা দখলকারী এবং ঐ ধরনের জমিতে স্বার্থ সম্পন্ন বা স্বার্থ দাবি করা ব্যক্তি অনধিক এক হাজার টাকা অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হবে, যদি সে বা তার নিযুক্ত ব্যক্তি

বা ব্যবস্থাপক এমন অপরাধ সংঘটিত হতে যাচ্ছে অথবা সংঘটিত হয়েছে তা জেনেও বা এমন অপরাধ সংঘটিত হওয়ার সম্ভাবনা আছে তা বিশ্বাস করার কারণ থাকা সত্ত্বেও, ঐ তথ্য নিজের বা নিজেদের সাধ্যমতো দ্রুততার সঙ্গে নিকটস্থ পুলিশ থানার প্রধান অফিসারকে জ্ঞাত না করে অথবা ঐ অপরাধ হতে যাচ্ছে তা তার বা তাদের এমন বিশ্বাস করার কারণ থাকার অবস্থায় তার বা তাদের সাধ্যমতো যাবতীয় আইনসম্মত শক্তিপ্রয়োগ না করে তা প্রতিরোধ করার জন্য এবং তা যদি সম্পাদিত হয়, তার বা তাদের সাধ্য মতো যাবতীয় আইন সম্মত ব্যবস্থা গ্রহণ না করে ঐ দাঙ্গা হাঙ্গামা দমন করার জন্য বা ঐ বেআইনি সমাবেশ ভেঙে দেবার জন্য।

॥ ধারা : ১৫৫ ॥ যে ব্যক্তির সুবিধার জন্য দাঙ্গা-হাঙ্গামা করা হয় তার দায়িত্ব [Liability of person for whose benefit riot is committed]—যখন যে জমি নিয়ে দাঙ্গা-হাঙ্গামা হয় তার মালিক বা দখলকারী অথবা যে এমন জমিতে বা দাঙ্গা সৃষ্টিকারী কোনো বিবাদস্পদ বিষয়ে কোনো স্বার্থ দাবি করে অথবা যে তার থেকে কোনো সুবিধা গ্রহণ করেছে বা তুলে নিয়েছে এমন কোনো ব্যক্তির সুবিধার জন্য বা এহেন ব্যক্তির পক্ষ থেকে দাঙ্গা সংঘটিত করা হয়,

তখন ঐ ব্যক্তির নিযুক্ত ব্যক্তি বা ব্যবস্থাপক অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হবে যদি এহেন নিযুক্ত ব্যক্তি বা ব্যবস্থাপক এমন বিশ্বাস করার কারণ থাকা সত্ত্বেও যে, এমন দাঙ্গার সম্ভাবনা ছিল অথবা যে বেআইনি সমাবেশ দ্বারা এমন দাঙ্গা সৃষ্টি করা হয়েছিল তার সম্পাদনের সম্ভাবনা ছিল; এমন দাঙ্গা বা সমাবেশ করা প্রতিরোধ করার জন্য এবং তাকে দমন করার জন্য ও ছত্রভঙ্গ করার জন্য তার বা তাদের সাধ্যমতো যাবতীয় বিধিসম্মত ব্যবস্থা গ্রহণ না করে থাকে।

॥ ধারা : ১৫৬ ॥ যে মালিক বা দখলদারের সুবিধার জন্য দাঙ্গা করা হয় তার নিযুক্ত ব্যক্তির দায়িত্ব [Liability of agent of owner or occupier for whose benefit riot is committed]—যখনই এমন কোনো ব্যক্তির সুবিধার জন্য বা এমন কোনো ব্যক্তির হয়ে কোনো দাঙ্গা করা হয় যে এধরনের জমির মালিক বা দখলদার যার সম্পর্কে দাঙ্গা হয় অথবা যে উক্ত জমিতে কোনো স্বার্থ দাবি করে অথবা এমন কোনো বিবাদস্পদ বস্তুতে স্বার্থ দাবি করে যা উক্ত দাঙ্গার উদ্ভব করেছে, অথবা যে, তা থেকে কোনো সুবিধা নিয়েছে, বা তুলেছে, এমন ব্যক্তির নিযুক্ত ব্যক্তি বা ব্যবস্থাপক অর্থদণ্ডে দণ্ডনীয় হবে, যদি এমন ব্যক্তি, যাকে নিযুক্ত করা হয়েছে বা ব্যবস্থাপক ঐ রকম দাঙ্গা হতে পারে এমন বিশ্বাস করার কারণ থাকা সত্ত্বেও অথবা যে বেআইনি সমাবেশের ফলে ঐ দাঙ্গা সংঘটিত হয়েছে সেই বেআইনি সমাবেশ হওয়ার সম্ভাবনা ছিল তা বিশ্বাস করার কারণ থাকা সত্ত্বেও তার সাধ্যমতো যাবতীয় বিধিসম্মত উপায় প্রয়োগ না করে ঐ রকম দাঙ্গা বা সমাবেশ হওয়ায় বাধা দেবার জন্য এবং তা দমন করার জন্য ও ভেঙে দেবার জন্য।

॥ ধারা : ১৫৭ ॥ বেআইনি সমাবেশের জন্য ভাড়া করে আনা ব্যক্তিদের আশ্রয় দেওয়া [Harbouring persons hired for an unlawful assembly] —কতিপয় ব্যক্তিকে বেআইনি সমাবেশে সম্মিলিত হওয়ার জন্য বা সদস্য হওয়ার জন্য ভাড়া করে নিয়ে আসা হয়েছে, চুক্তিবদ্ধ করা হয়েছে বা নিযুক্ত করা হচ্ছে অথবা ভাড়া করা হতে যাচ্ছে, চুক্তিবদ্ধ করা হতে যাচ্ছে বা নিয়োগ করা হতে যাচ্ছে তা অবগত

হয়েও যে কেউ ঐ ব্যক্তিদের নিজের দখলভুক্ত বা কর্তৃত্বাধীন বা নিয়ন্ত্রণাধীন কোনো বাড়িতে বা এলাকায় আশ্রয় দেবে, আসতে দেবে অথবা সম্মিলিত করবে, তাকে উভয়বিধ কারাদণ্ডের কোনো একটি ধরনের কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হবে যার মেয়াদ হতে পারে অনধিক ছ'মাস অথবা অর্থদণ্ডে অথবা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত করা হবে।

॥ ধারা ঃ ১৫৮ ॥ বেআইনি সমাবেশ বা দাঙ্গাতে যোগ দেওয়ার জন্য ভাড়াতে যাওয়া [Being hired to take part in an unlawful assembly or riot]—যে কেউ ধারা ১৪১-এ নির্দিষ্ট কার্য সমূহের কোনো একটি সম্পাদন করার জন্য বা সম্পাদনে সাহায্য করার জন্য চুক্তিবদ্ধ হবে, ভাড়াকৃত হবে অথবা ভাড়াতে নেওয়ার জন্য, চুক্তিবদ্ধ করে নেওয়ার জন্য নিজেকে উপস্থাপিত করবে, বা করার চেষ্টা করবে, তাকে উভয়বিধ কারাদণ্ডের কোনো এক ধরনের কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হবে, যার মেয়াদ হতে পারে অনধিক ছ'মাস অথবা অর্থদণ্ডে অথবা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত করা হবে।

অথবা অস্ত্র সজ্জিত হয়ে যাওয়া [or to go armed] এবং যে কেউ পূর্বোক্ত প্রকারে চুক্তিবদ্ধ হয়ে বা ভাড়াকৃত হয়ে কোনো মারাত্মক অস্ত্রে অথবা যা আক্রামক অস্ত্র হিসাবে ব্যবহৃত হলে মৃত্যু সংঘটন করতে পারে এমন কোনো বস্তুতে সজ্জিত হয়ে যাবে বা সজ্জিত হয়ে যাওয়ার জন্য চুক্তিবদ্ধ হবে অথবা নিজেকে উপস্থাপিত করবে, তাকে উভয়বিধ কারাদণ্ডের কোনো এক ধরনের কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হবে, যার মেয়াদ হতে পারে অনধিক দু'বছর অথবা অর্থদণ্ডে অথবা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত করা হবে।

॥ ধারা ঃ ১৫৯ ॥ শান্তিভঙ্গ [Affray]—যখন দু'জন বা ততোধিক ব্যক্তি প্রকাশ্য স্থানে নিজেদের মধ্যে মারামারি করে সেই স্থানের শান্তি বিঘ্নিত করে তখন তাকে বলা হয় **শান্তিভঙ্গ** করছে।

॥ ধারা ঃ ১৬০ ॥ শান্তিভঙ্গ করার জন্য দণ্ড [Punishment for committing affray]—যে কেউ শান্তিভঙ্গ করবে, সে উভয়বিধ কারাদণ্ডের কোনো এক ধরনের কারাদণ্ডে দণ্ডিত হবে, যার মেয়াদ হতে পারে অনধিক এক মাস অথবা অর্থদণ্ডে, যার পরিমাণ হতে পারে অনধিক একশ টাকা অথবা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত করা হবে।

ব্যাখ্যা—দাঙ্গা (Riot) ও **শান্তিভঙ্গ** (Affray) কথা দু'টোর মধ্যে অনেকটা সাযুজ্য থাকলেও যথেষ্ট পার্থক্যও আছে। এক্ষেত্রে উভয়ের শর্তগুলো পরিষ্কার ভাবে বুঝা দরকার।

দাঙ্গার (Riot) শর্ত [ধারা ঃ ১৪৬]

(১) দাঙ্গা করার জন্য পাঁচ জন বা তার বেশি ব্যক্তির প্রয়োজন; অর্থাৎ চার জনের বেশি ব্যক্তি প্রয়োজন,

(২) দাঙ্গা যে কোনো জায়গাতেই হতে পারে—প্রকাশ্য অর্থাৎ জনবহুল স্থানেও (Public Place) হতে পারে, অপ্রকাশ্য অর্থাৎ জনবিরল স্থানেও হতে পারে।

(৩) বেআইনি সমাবেশ বলপ্রয়োগ করলে দাঙ্গা হয়,

(৪) দাঙ্গার ক্ষেত্রে একদল আর এক দলের ওপর বা ব্যক্তির ওপর চড়াও হয়,

(৫) দাঙ্গার ক্ষেত্রে জনসাধারণের শান্তিভঙ্গ হতেও পারে আবার নাও হতে পারে অর্থাৎ প্রকাশ্য স্থানে দাঙ্গা না হলে শান্তিভঙ্গের অবকাশ থাকে না,

(৬) অবশ্যই সাধারণ উদ্দেশ্য বা Common object থাকবে।

শান্তিভঙ্গের (Affray) শর্ত [ধারা ঃ ১৫৯]

(১) দু'জন ব্যক্তি হলেও শান্তিভঙ্গ হতে পারে, অর্থাৎ দু'জন ব্যক্তিও শান্তিভঙ্গের কারণ হতে· পারে,

(২) শান্তিভঙ্গ প্রকাশ্যস্থানে (Public Place) হতে হবে,

(৩) শান্তিভঙ্গের ক্ষেত্রে দু'দলের মধ্যে মধ্যে দ্বন্দ্ব, মারামারি হয়,

(৪) শান্তিভঙ্গের ক্ষেত্রে দু'দলের সদস্যরা একে-অপরের সঙ্গে মারামারি করে। দু'জনের ক্ষেত্রেও তারা পরস্পরের মধ্যে মারামারি করে শান্তিভঙ্গের অপরাধ (ধারা ১৪৬) কবতে পারে,

(৫) জনসাধারণের শান্তি অবশ্যই বিঘ্নিত হতে হবে, তবেই শান্তিভঙ্গ বলা হবে,

(৬) শান্তিভঙ্গের ক্ষেত্রে সাধারণ উদ্দেশ্য বা Common object থাকার কোনো প্রশ্নই ওঠে না।

অধ্যায় ঃ নয়

CHAPTER ঃ IX

রাজভৃত্য দ্বারা বা রাজভৃত্য সম্পর্কিত অপরাধ বিষয়ক

(Of offences by or Relating to Public Servants)

(ধারা—১৬১ থেকে ধারা—১৭১)

***॥ ধারা ঃ ১৬১ ॥ সরকারি কাজের ব্যাপারে আইনসম্মত পারিশ্রমিক ছাড়া রাজভৃত্য কর্তৃক অন্য কোনো রকমের বকশিশ গ্রহণ** [Public servant taking gratification other than ligal remunaration in respect of an official act]—[illegible] কেউ, যিনি রাজভৃত্য হয়ে বা রাজভৃত্য হওয়ার জন্য প্রত্যাশী হয়ে কোনো সরকারি কাজ করার জন্য বা করা থেকে বিরত থাকার জন্য অথবা সরকারি কাজ করার ব্যাপারে কোনো ব্যক্তিকে দাক্ষিণ্য (আনুকূল্য, অনুগ্রহ, পক্ষপাত) বা দাক্ষিণ্যহীনতা (বিরাগ) দেখাবার জন্য বা তা প্রদর্শন করা থেকে বিরত থাকার জন্য অথবা কেন্দ্রীয় বা যে কোনো রাজ্যের বিধানসভা বা লোকসভা বা যে কোনো রাজ্যের রাজ্য সরকারের সঙ্গে বা ২১ ধারার উল্লেখ মতো যে কোনো স্থানীয় কর্তৃপক্ষ, নিগম বা সরকারি কোম্পানি বা রাজভৃত্যের সঙ্গে বা রাজভৃত্য হিসাবে যে কোনো রাজভৃত্যের সঙ্গে সংযুক্ত যে কোনো ব্যক্তির জন্য কিছু করে দেওয়ার জন্য বা না করে দেওয়ার জন্য গুপ্ত প্রেরণা বা পুরস্কার হিসাবে কোনো ব্যক্তির কাছ থেকে নিজের জন্য বা অন্য কোনো ব্যক্তির জন্য আইনসম্মত পারিশ্রমিক ছাড়া অন্য যে কোনো রকম বকশিশ (উৎকোচ) গ্রহণ করতে স্বীকৃত হন বা গ্রহণ করেন বা গ্রহণ করতে স্বীকৃত হতে সম্মত হন বা গ্রহণের চেষ্টা করেন,

তাহলে তাঁকে উভয়বিধ কারাদণ্ডের কোনো এক ধরনের কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হবে যার মেয়াদ হতে পারে অনধিক তিন বছর অথবা অর্থদণ্ডে দণ্ডিত করা হবে অথবা উভয়দণ্ডে দণ্ডিত করা হবে।

ব্যাখ্যা—রাজভৃত্য হওয়ার জন্য প্রত্যাশী ঃ রাজভৃত্যের পদ পাওয়ার আশা করছে না এমন কোনো ব্যক্তি যদি খুব শীঘ্র তার পদ জুটবে এবং তখন সে তাদের কাজ করে দেবে এই বলে বিশ্বাস উৎপাদন করে অন্যদের প্রতারিত করে কোনো

---

*১৬১ থেকে ১৬৫-এ ধারা ভারতীয় দণ্ডবিধি থেকে অপসৃত হয়েছে এবং ১৯৮৮ সালের দুর্নীতি নির্ধারণ আইনে সংযোজিত হয়েছে। অর্থাৎ ১৯৮৮ সালের ৪৯ নং আইনে সংযোজিত হয়েছে (৭ থেকে ১২ ধারা)।

বকশিশ (বা উৎকোচ) গ্রহণ করে তবে সে প্রতারণার অপরাধে অপরাধী হতে পারে কিন্তু এই ধারায় বিধিত অপরাধে অপরাধী হবে না।

বক্‌শিশ (Gratification) ঃ— **বক্‌শিশ** বলতে শুধুমাত্র আর্থিক বক্‌শিশ বুঝাবে না বা আর্থিক মূল্য দ্বারা বিচার যোগ্য তাকেই শুধু বুঝাবে না। (অর্থাৎ টাকাও হতে পারে আবার অন্য কিছুও হতে পারে)।

আইনসম্মত পারিশ্রমিক ঃ (Legal remunaration) **আইনসম্মত পারিশ্রমিক** বলতে কোনো রাজভৃত্য আইনসম্মত ভাবে যে পারিশ্রমিক চাইতে পারেন তা-ই শুধু বুঝাবে না, উপরন্তু যে সরকারের অধীনে তিনি কর্মরত সেই সরকারের কাছ থেকে অনুমতি প্রাপ্ত এমন সমস্ত পারিশ্রমিকও বুঝাবে।

কাজ করার গুপ্ত প্রেরণা বা পুরস্কার (A motive or reward for doing) যে কাজ করার ইচ্ছা তার নাই তা করার জন্য প্রেরণা হিসাবে অথবা যা সে করে নি তা করার জন্য পুরস্কার হিসাবে যে ব্যক্তি কোনো বকশিশ (বা উৎকোচ) নেয় সে উপরোক্ত শব্দগুলোর আওতার মধ্যে পড়বে।

উদাহরণ—(ক) ক একজন মুন্সেফ। তিনি এক মহাজনের ব্যবসাতে তার (ক-এর) ভাইয়ের চাকরি পাওয়ার ভিত্তিতে পুরস্কার স্বরূপ কোনো মামলায় ঐ মহাজনের পক্ষে রায় দিলেন। এখানে ক-এই ধারায় বলা অপরাধ করেছে বলে ধরা হবে।

(খ) ক একটি সরকারি দূতের চাকরিতে একটি বিদেশি রাষ্ট্রে বহাল থাকা অবস্থায় ঐ বিদেশী রাষ্ট্রের একজন মন্ত্রীর কাছ থেকে এক লাখ টাকা নিলেন। এর থেকে এটা (হয়ত) প্রতীয়মান হয় না যে ক-সরকারের কোনো বিশেষ কাজ করে দেবার জন্য বা ঐ রকম কোনো কাজ করা থেকে বিরত থাকার জন্য বা ভারত সরকারের সঙ্গে ঐ রাষ্ট্রে কোনো বিশেষ কাজ করার জন্য বা ঐরকম কোনো কাজের চেষ্টা করার জন্য গুপ্ত প্রেরণা বা পুরস্কার হিসাবে ক-ঐ টাকা গ্রহণ করেছে। কিন্তু এটা প্রতীয়মান হলো যে, ক-তার সরকারি কাজকর্মে ঐ বিদেশি রাষ্ট্রকে দাক্ষিণ্য প্রদর্শনের জন্য গুপ্ত প্রেরণা বা পুরস্কার হিসাবে ঐ টাকা গ্রহণ করেছে। ক-এই ধারা মতে অপরাধ করেছে।

(গ) ক একজন রাজভৃত্য, য-সরকার থেকে কোনো একটা স্বত্ব পেল। ক-যকে ভুল বিশ্বাস করালো যে, সরকারের ওপর তার যে প্রভাব আছে তার ফলশ্রুতিতেই ঐ স্বত্বটা য পেয়েছে। এইভাবে ক ভ্রান্ত বিশ্বাস করিয়ে ঐ কাজের পুরস্কার হিসাবে তাকে অর্থ প্রদান করার জন্য য-কে উৎসাহিত করলেন। এক্ষেত্রে ক এই ধারায় বলা অপরাধটি করেছেন।

*** ॥ ধারা ঃ ১৬২ ॥ দুর্নীতি বা অবৈধ উপায়ে রাজভৃত্যের ওপর প্রভাব বিস্তার করার জন্য বক্‌শিশ নেওয়া** [Taking gratification, in order by corrupt or

*১৬১ থেকে ১৬৫-এ ধারা ভারতীয় দণ্ডবিধি থেকে অপসৃত হয়েছে এবং ১৯৮৮ সালের দুর্নীতি নির্ধারণ আইনে সংযোজিত হয়েছে। অর্থাৎ ১৯৮৮ সালের ৪৯ নং আইনে সংযোজিত হযেছে (৭ থেকে ১২ ধাবা)।

illegal means, to influence public servant]—যে কেউ দুর্নীতি বা অবৈধ উপায়ে যে কোনো রাজভৃত্যকে যে কোনো সরকারি কাজ করাবার জন্য বা যে কোনো কাজ করা থেকে বিরত থাকার জন্য অথবা সরকারি কাজের মাধ্যমে কোনো ব্যক্তিকে দাক্ষিণ্য বা অদাক্ষিণ্য প্রদর্শন করতে কেন্দ্রীয় বা যে কোনো রাজ্য সরকার, লোকসভা বা যে কোনো রাজ্যের বিধানসভা বা ২১ ধারায় উল্লিখিত কোনো স্থানীয় কর্তৃপক্ষ, নিগম বা সরকারি সংস্থার সঙ্গে বা কোনো রাজভৃত্যরূপী রাজভৃত্যের সঙ্গে যুক্ত যে কোনো ব্যক্তির জন্য কাজ করা বা তার ক্ষতিসাধনের উদ্দেশ্যে প্ররোচিত করার জন্য গুপ্ত প্রেরণা বা পুরস্কার হিসাবে যে ব্যক্তির কাছ থেকে নিজের জন্য বা অন্য কোনো ব্যক্তির জন্য যে কোনো বকশিশ (উৎকোচ) নিতে স্বীকৃতি হয় বা নেয় বা নেওয়ার জন্য স্বীকৃত হতে সম্মত হয় অথবা নেওয়ার জন্য সচেষ্ট হয়, তাহলে সে উভয়বিধ কারাদণ্ডের কোনো এক ধরনের কারাদণ্ডে দণ্ডিত হবে, যার মেয়াদ হতে পারে অনধিক তিন বছর অথবা সে অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হবে অথবা উভয় দণ্ডেই দণ্ডিত হবে।

* **॥ ধারা ঃ ১৬৩ ॥ রাজভৃত্যের ওপর ব্যক্তিগত প্রভাব বিস্তার করার জন্য বকশিশ গ্রহণ** [Taking gratification, for exercise of personal influence with public servant]—যে কেউ যে কোনো রাজভৃত্যকে যে কোনো সরকারি কাজ করবার জন্য বা যে কোনো কাজ করা থেকে বিরত থাকার জন্য অথবা এমন রাজভৃত্যের সরকারি কার্যাদি করার মধ্যে দিয়ে যে কোনো ব্যক্তিকে দাক্ষিণ্য বা অদাক্ষিণ্য (বিরাগ) প্রদর্শন করতে অথবা কেন্দ্রীয় যে কোনো রাজ্য সরকার বা লোকসভা বা যে কোনো রাজ্যের বিধানসভা অথবা ২১ ধারায় উল্লিখিত যে কোনো স্থানীয় কর্তৃপক্ষ, নিগম বা সরকারি সংস্থার সঙ্গে বা যে কোনো রাজভৃত্যরূপী রাজভৃত্যের সঙ্গে যুক্ত যে কোনো ব্যক্তির কোনো কাজ করার জন্য অথবা তার ক্ষতি সাধন করার ব্যক্তিগত প্রভাব প্রয়োগের মাধ্যমে প্ররোচিত করার গুপ্ত প্রেরণা বা পুরস্কার হিসাবে যে কোনো ব্যক্তির কাছ থেকে নিজের জন্য বা যে কোনো ব্যক্তির জন্য যে কোনো বকশিশ নিতে স্বীকৃত হয় বা নেয় বা স্বীকৃত হওয়ার জন্য সম্মত হয় অথবা নেওয়ার চেষ্টা করে, তাকে অনধিক একবছরের বিনাশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হবে অথবা অর্থদণ্ডে দণ্ডিত করা হবে অথবা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত করা হবে।

উদাহরণ—কোনো আইনজীবি কোনো মামলায় সওয়াল-জবাব করার জন্য বিচারকের সম্মুখে পারিশ্রমিক নিলে তা এই ধারার মধ্যে আসবে না।

* **॥ ধারা ঃ ১৬৪ ॥ ১৬২ বা ১৬৩-ধারার অপরাধে রাজভৃত্য প্ররোচনা দিলে তার দণ্ড** [Punishment for abetment by public servant of offences defined in section 162 or 163]—যে কোনো রাজভৃত্য, যার সম্পর্কে পূর্ববর্তী ধারা দুটিতে (ধারা ১৬২ ও ধারা ১৬৩) বিধিত যে কোনো অপরাধ সম্পাদন করা হয়, উক্ত অপরাধে প্ররোচনা দেয়, সে উভয়বিধ কারাদণ্ডের যে কোনো এক ধরনের

---

*১৬১ থেকে ১৬৫-এ ধারা ভারতীয় দণ্ডবিধি থেকে অপসৃত হয়েছে এবং ১৯৮৮ সালের দুর্নীতি নির্ধারণ আইনে সংযোজিত হয়েছে। অর্থাৎ ১৯৮৮ সালের ৪৯ নং আইনে সংযোজিত হয়েছে (৭ থেকে ১২ ধারা)।

কারাদণ্ডে দণ্ডিত হবে, যার মেয়াদ হতে পারে অনধিক তিন বছর অথবা তাকে অর্থদণ্ডে দণ্ডিত করা হবে অথবা উভয় ধরনের দণ্ডেই দণ্ডিত করা হবে।

উদাহরণ—ক একজন রাজভৃত্য। খ-তার স্ত্রী। ক-এর ওপর প্রভাব খাটিয়ে কোনো একজন ব্যক্তির চাকুরি করে দেবার জন্য কোনো উপহার লাভ করল। খ-কে এমন কাজ করতে ক-ও গুপ্ত প্রেরণা দিয়েছিল। এক্ষেত্রে খ অনধিক এক বছরের কারাদণ্ডে দণ্ডিত হবে এবং তার অর্থদণ্ড হবে, অথবা তার উভয় ধরনের দণ্ড হবে এবং ক অনধিক তিন বছরের কারাদণ্ডে দণ্ডিত হবে অথবা তার অর্থদণ্ড হবে অথবা সে দু'রকম দণ্ডেই দণ্ডিত হবে।

*** ॥ ধারা ঃ ১৬৫ ॥ রাজভৃত্যের করণীয় কাজ বা তার কাজকর্মের সঙ্গে যুক্ত কোনো ব্যক্তির কাছ থেকে কোনো রকম প্রতিদান ব্যতিরেকে মূল্যবান কিছু গ্রহণ** [Public servant obtaining valuable thing without consideration, from person concerned in proceeding or business transacted by such public servant]—যে কেউ রাজভৃত্য হয়ে নিজের জন্য বা অন্য কারো জন্য বিনা প্রতিদানে মূল্যবান কোনো বস্তু অথবা ঐ রকম প্রতিদান যথেষ্ট নয় বলে মনে করে, নিতে স্বীকার করে, বা নেয় বা গ্রহণে স্বীকৃত হতে সম্মত হয় অথবা নিতে সম্মত হয়—

যে কোনো ব্যক্তির কাছ থেকে যাকে সে ঐ রকম রাজভৃত্য কর্তৃক সম্পাদিত বা সম্পাদিত হতে যাচ্ছে এমন যে কোনো সম্পাদনযোগ্য কাজ বা কারবারে যুক্ত আছে বা হবে বা হতে পারে বলে জানে অথবা যার নিজের অথবা সে যার অধস্তন এমন কোনো রাজভৃত্যের সরকারি কাজকর্মের সঙ্গে কোনো যোগাযোগ আছে, অথবা এমন যে কোনো ব্যক্তির কাছ থেকে যাকে সে এমনভাবে যুক্ত ব্যক্তির সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত বা এমনভাবে যুক্ত ব্যক্তির সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত বলে জানে, তাকে উভয়বিধ কারাদণ্ডের কোনো এক ধরনের কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হবে, যার মেয়াদ হতে পারে অনধিক তিন বছর অথবা তাকে অর্থদণ্ডে দণ্ডিত করা হবে অথবা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত করা হবে।

উদাহরণ—ক একজন কালেক্টর। তিনি য-এর বাড়ি ভাড়া নিলেন; যে য-এর একটি মামলা ঐ কালেক্টরের অধীনে অমীমাংসিত ছিল। ভাড়া ঠিক হয় মাসিক পঞ্চাশ টাকা। যদিও সৎভাবে চুক্তি করা হলে ঐ ভাড়া ক-কে দিতে হত মাসে দু'শ টাকা। এক্ষেত্রে ক যথেষ্ট প্রতিদান না দিয়ে য-এর কাছ থেকে মূল্যবান জিনিস নিয়েছেন।

*** ॥ ধারা ঃ ১৬৫-এ ॥ ১৬১ ধারা বা ১৬৫ ধারায় বিধিত অপরাধের প্ররোচনা দেওয়ার জন্য দণ্ড** [Punishment for abetment of offence defined in section 161 or section 165]—যে কেউ ১৬১ ধারা অথবা ১৬৫ ধারা মতে দণ্ডযোগ্য কোনো অপরাধে প্ররোচনা দেবে—ঐ প্ররোচনার পরিণামস্বরূপ ঐ অপরাধ সংঘটিত হোক বা না হোক, তাকে উভয়বিধ কারাদণ্ডের যে কোনো একটি ধরনের কারাদণ্ডে (অর্থাৎ সশ্রম বা বিনাশ্রম) দণ্ডিত করা হবে, যার মেয়াদ হতে পারে অনধিক তিন বছর অথবা অর্থদণ্ডে দণ্ডিত করা হবে অথবা উভয়দণ্ডে দণ্ডিত করা হবে।

*১৬১ থেকে ১৬৫-এ ধারা ভারতীয় দণ্ডবিধি থেকে অপসৃত হয়েছে এবং ১৯৮৮ সালের দুর্নীতি নির্ধারণ আইনে সংযোজিত হয়েছে। অর্থাৎ ১৯৮৮ সালের ৪৯ নং আইনে সংযোজিত হয়েছে (৭ থেকে ১২ ধারা)।

॥ ধারা ঃ ১৬৬ ॥ কোনো ব্যক্তির ক্ষতিসাধন করার উদ্দেশ্যে কোনো রাজভৃত্য কর্তৃক আইন অমান্যকরণ [Public servant disobeying law, with intent to cause injury to any person]—যে কেউ নিজে রাজভৃত্য হয়ে রাজভৃত্য হিসাবে তাঁর করণীয় কাজ তা জেনে কোনো ব্যক্তির ক্ষতিসাধনের উদ্দেশ্যে বা ক্ষতিসাধন হওয়ার সম্ভাবনা আছে তা জেনে আইনের কোনো আদেশ জেনেশুনে অমান্য করেন, তাহলে তাঁকে অনধিক এক বছরের বিনাশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হবে অথবা অর্থদণ্ডে দণ্ডিত করা হবে অথবা উভয়দণ্ডে দণ্ডিত করা হবে।

উদাহরণ—কোনো আদালাত কর্তৃক য-এর অনুকূলে ঘোষিত ডিক্রি অনুযায়ী পাওনা পুরোপুরি মেটাবার জন্য তা নির্বাহ করার সময় সম্পত্তি নিতে আইন দ্বারা নির্দেশিত অফিসার ক, ঐভাবে য-এর ক্ষতি করতে পারেন তা অবগত হয়ে জেনেশুনে আইনের নির্দেশ অমান্য করলেন। ক এই ধারার বলা অপরাধ করেছেন।

॥ ধারা ঃ ১৬৭ ॥ ক্ষতিসাধনের উদ্দেশ্যে রাজভৃত্য কর্তৃক অশুদ্ধ দস্তাবেজ প্রণয়ন [Public servant framing an incorrect document with intent to cause injury]—যে কেউ রাজভৃত্য হয়ে এবং এহেন রাজভৃত্য হওয়ার সুবাদে কোনো দস্তাবেজের (দলিল) রচনা বা অনুবাদ করার দায়িত্ব বহন করতে গিয়ে দস্তাবেজের রচনা বা অনুবাদ এমনভাবে, যা তিনি জানেন, অথবা বিশ্বাস করেন যে তা অশুদ্ধ, এই উদ্দেশ্যে বা এর দ্বারা কারো ক্ষতির সম্ভাবনা আছে তা জেনে করবে তাকে উভয়বিধ কারাদণ্ডের কোনো এক ধরনের কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হবে, যার মেয়াদ হতে পারে অনধিক তিন বছর অথবা অর্থদণ্ডে দণ্ডিত করা হবে অথবা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত করা হবে।

॥ ধারা ঃ ১৬৮ ॥ রাজভৃত্যের বেআইনি ভাবে ব্যবসায়ে অংশগ্রহণ [Public servant unlawfully engaging in trade]—যে কেউ রাজভৃত্য হয়ে এবং রাজভৃত্য হিসাবে ব্যবসাতে অংশগ্রহণ না করতে আইনতঃ বাধ্য হয়েও ব্যবসাতে অংশগ্রহণ করবে তাকে বিনাশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হবে যার মেয়াদ হতে পারে অনধিক এক বছর, অথবা সে অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হবে অথবা উভয়দণ্ডে দণ্ডিত হবে।

॥ ধারা ঃ ১৬৯ ॥ রাজভৃত্যের বেআইনি ভাবে সম্পত্তি কেনা বা সম্পত্তি কেনার জন্য দাম দেবার প্রস্তাব [Public servant unlawfully buying or bidding for property]—যে কেউ রাজভৃত্য হয়ে এবং রাজভৃত্য হিসাবে কোনো সম্পত্তি না কিনতে বা কোনো সম্পত্তি কেনার জন্য নিলামে দাম প্রস্তাব না দিতে আইনতঃ বাধ্য হয়েও তিনি নিজের নামে অথবা অন্য কারো নামে অথবা অন্যের সঙ্গে যৌথভাবে অথবা অংশীদারীতে ঐ সম্পত্তি কিনবে অথবা কেনার জন্য দাম দেবার প্রস্তাব দেবে, তাকে বিনাশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হবে, যার মেয়াদ হতে পারে অনধিক দু'বছর এবং অর্থদণ্ডে দণ্ডিত করা হবে অথবা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত করা হবে এবং যদি ঐ সম্পত্তি কেনা হয়ে গিয়ে থাকে তাহলে তা বাজেয়াপ্ত করে নেওয়া হবে।

॥ ধারা ঃ ১৭০ ॥ রাজভৃত্যের ভান করা [Personating a public servant]—কোনো রাজভৃত্যের বিশেষ পদ অধিকার করে নেই, তা জেনেও যদি কেউ ঐ বিশেষ

পদের অধিকারীর ভান করে অথবা এমন পদাধিকারী অন্য কোনো ব্যক্তির ছদ্মবেশ ধারণ করে অথবা এমন কপট চরিত্রে ঐ রকম পদাধিকারীর রূপ নিয়ে কোনো কাজ করে বা করার চেষ্টা করে তাহলে তাকে উভয়বিধ কারাদণ্ডের কোনো একধরনের কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হবে, যার মেয়াদ হতে পারে অনধিক দু'বছর অথবা তাকে অর্থদণ্ডে দণ্ডিত করা হবে অথবা উভয় দণ্ডেই দণ্ডিত করা হবে।

॥ ধারা : ১৭১ ॥ কপটতার উদ্দেশ্যে রাজভৃত্যের ব্যবহৃত পোষাক-পরিচ্ছদ পরা বা তার প্রতীক ব্যবহার করা [Wearing garb or carrying token used by public servant with fraudulent intent]—যে কেউ রাজভৃত্যের বিশেষ শ্রেণীর না হওয়া সত্ত্বেও রাজভৃত্য বলে বিশ্বাস করাবার উদ্দেশ্যে বা এমন ধারণা করার সম্ভাবনা আছে বলে বিশ্বাস করাবার উদ্দেশ্যে যে সে রাজভৃত্যের বিশেষ শ্রেণীর, এমন উদ্দেশ্যে সেই শ্রেণীর কোনো রাজভৃত্যের ব্যবহৃত বা সেইরকম পোষাক পরলে বা তার পদমর্যাদার মতো প্রতীক ব্যবহার করলে উভয়বিধ কারাদণ্ডের কোনো এক ধরনের কারাদণ্ডে দণ্ডিত হবে, যার মেয়াদ হতে পারে অনধিক তিন মাস, অথবা অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হবে, যার পরিমাণ হতে পারে দু'শ টাকা পর্যন্ত অথবা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হবে।

ব্যাখ্যা—কোনো ব্যক্তি নিজে কোনো বিশেষ শ্রেণীর রাজভৃত্য না হয়েও রাজভৃত্যের পোষাক পরে বা তার প্রতীক ব্যবহার করে প্রতারণামূলক উদ্দেশ্যে লোককে রাজভৃত্য বলে বিশ্বাস করায় বা লোকে যাতে তাকে রাজভৃত্য বলে বিশ্বাস করে তেমন সম্ভাবনা তৈরি করে তাহলে তা দণ্ডনীয় অপরাধ হবে। এতে কারাদণ্ডও হতে পারে আবার অর্থদণ্ড হতে পারে, আবার কারাদণ্ড, অর্থদণ্ড দু'টোই হতে পারে।
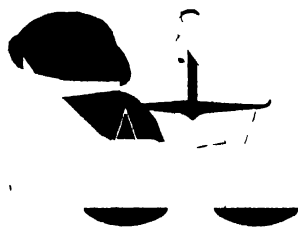
অধ্যায় ঃ নয়-এ

CHAPTER ঃ IX-A

নির্বাচন সংক্রান্ত অপরাধ বিষয়ক

(Of offences Relating to Elections)

(ধারা—১৭১-এ থেকে ধারা—১৭১-আই)

॥ ধারা ঃ ১৭১-এ ॥ 'নির্বাচন প্রার্থী', 'নির্বাচনী অধিকার'-এর সংজ্ঞা ['Candidate', 'Electoral Right', defined]—এই অধ্যায়ের প্রয়োজনীয়তার নিমিত্ত—

(ক) নির্বাচন প্রার্থী হলেন তিনি, যিনি কোনো নির্বাচনে একজন নির্বাচন প্রার্থী হিসাবে মনোনীত হয়েছেন।

(খ) নির্বাচনী অধিকার বলতে বুঝায় কোনো ব্যক্তির একজন নির্বাচন প্রার্থী হিসাবে দাঁড়াবার অথবা না দাঁড়াবার, অথবা নির্বাচনে প্রার্থী হওয়া থেকে নাম প্রত্যাহার করার অথবা ভোটদানের অথবা ভোটদান থেকে বিরত থাকার অধিকার।

॥ ধারা ঃ ১৭১-বি ॥ ঘুষ দেওয়া বা নেওয়া [Bribery]-(1) যে কেউ—(i) কোনো ব্যক্তিকে ঘুষ দিয়ে তাকে বা অন্য কোনো ব্যক্তিকে নির্বাচনী অধিকার প্রয়োগ করার জন্য প্ররোচিত করার উদ্দেশ্যে অথবা নির্বাচনী অধিকার প্রয়োগ করার জন্য পুরস্কার দেওয়ার উদ্দেশ্যে, অথবা

(ii) নিজের জন্য অথবা অন্য কোনো ব্যক্তির জন্য এই রকম কোনো অধিকার প্রয়োগ করার জন্য বা এই রকম কোনো অধিকার প্রয়োগের জন্য অন্য কোনো ব্যক্তিকে প্ররোচনা দেওয়ার জন্য অথবা প্ররোচিত করার চেষ্টা করার জন্য পুরস্কার হিসাবে কোনো ঘুষ গ্রহণ করে—

তাহলে সে **ঘুষ দেওয়া বা নেওয়া**-র অপরাধ করে।

প্রকাশ থাকে যে, সরকারি নীতির বা সরকারি কাজের প্রতিশ্রুতির ঘোষণা এই ধারার অধীনে অপরাধ হবে না।

(2) যে ব্যক্তি ঘুষ দেওয়ার প্রস্তাব দেয় অথবা ঘুষ দেওয়ার জন্য সম্মত হয় অথবা নেওয়ার জন্য প্রস্তাব দেয় অথবা চেষ্টা করে তাহলে মনে করা হবে সে ঘুষ দেয়।

(3) যে ব্যক্তি ঘুষ নেয অথবা নেওয়ার জন্য সম্মত হয় অথবা নেওয়ার জন্য চেষ্টা করে (তাহলে) মনে করা হবে সে ঘুষ নেয়। এবং যে ব্যক্তি, যে কাজ করতে সে ইচ্ছুক নয় তা করার প্রেরণা হিসাবে অথবা যে কাজ সে করেনি তা করার পুরস্কার হিসাবে ঘুষ নেয়, সে পুরস্কার হিসাবে ঘুষ নিয়েছে বলে মনে করা হবে।

॥ ধারা ঃ ১৭১-সি ॥ নির্বাচনে অনুচিত (অবৈধ) প্রভাব খাটানো [Undue influence at elections]-(1) যে কেউ কোনো নির্বাচনী অধিকারের স্বাধীন প্রয়োগে

স্বেচ্ছাকৃত ভাবে হস্তক্ষেপ করে অথবা হস্তক্ষেপ করার চেষ্টা করে, সে নির্বাচনে অনুচিত প্রভাব খাটানোর অপরাধ করে।

(2) উপধারা (১)-এর বিধানগুলোর সর্বসাধারণত্ব ক্ষুণ্ণ না করে (Without prejudice to the generality of the provisions) যদি কেউ—

(ক) কোনো নির্বাচন প্রার্থী বা ভোটদাতাকে অথবা কোনো নির্বাচন প্রার্থী বা ভোটদাতার স্বার্থসংশ্লিষ্ট এমন কোনো ব্যক্তিকে কোনো রকম ক্ষতি করার ভয় দেখায়, অথবা

(খ) কোনো নির্বাচন প্রার্থী বা ভোটদাতাকে সে বা কোনো ব্যক্তি, যার সঙ্গে সে স্বার্থসংশ্লিষ্ট, ঈশ্বরের অপ্রীতি ভাজন হবে বা আধ্যাত্মিক নিন্দাভাজন হবে বা সেইরকম কিছু করে দেওয়া হবে বলে বিশ্বাস করার জন্য প্ররোচিত করে বা প্ররোচনা দেওয়ার চেষ্টা করে—

মনে করা হবে উপধারা (১)-এর অর্থের অন্তর্গত এমন নির্বাচন প্রার্থী বা ভোটদাতার নির্বাচনী অধিকারের স্বাধীন প্রয়োগে সে হস্তক্ষেপ করছে।

(3) সরকারি নীতির কিংবা সরকারি কাজের প্রতিশ্রুতিব ঘোষণা অথবা নির্বাচনী অধিকারে হস্তক্ষেপের উদ্দেশ্য ছাড়া (অর্থাৎ হস্তক্ষেপ করার অভিপ্রায় না নিয়ে) কেবলমাত্র আইনানুগ অধিকারের প্রয়োগ এই ধারার অর্থের মধ্যে হস্তক্ষেপ বলে ধরা হবে না।

॥ ধারা ঃ ১৭১-ডি ॥ নির্বাচনে অন্য কোনো ব্যক্তির ভান করা (ছদ্মবেশ ধারণ, আকৃতি বা চরিত্র অনুকরণ) [Personation at elections]—যে কেউ কোনো নির্বাচনে অন্য কোনো ব্যক্তির নামে—তা সে জীবিত হোক বা মৃত অথবা কোনো কল্পিত নামে ভোটপত্রের জন্য আবেদন করে অথবা ভোট প্রদান করে, অথবা এমন নির্বাচনে একবার ভোট দেওয়ার পর ঐ নির্বাচনেই নিজের নামে ভোটপত্রের জন্য আবেদন করে এবং কেউ কোনো ব্যক্তির দ্বারা এমন কোনো ভাবে ভোট দেওয়ার জন্য প্ররোচনা দেয়, সংগ্রহ করে অথবা সংগ্রহ করার চেষ্টা করে, তাহলে সেই ব্যক্তি নির্বাচনে অন্য কোনো ব্যক্তি বলে ভান কবার (Personation) অপরাধ করে (বা ছদ্মবেশ ধারণের অপরাধ করে)।

॥ ধারা ঃ ১৭১-ই ॥ ঘুষ দেওয়ার বা নেওয়ার দণ্ড [Punishment for bribery]—যদি কেউ ঘুষ দেওয়ার বা নেওয়ার অপরাধ করবে, তাকে উভয়বিধ কারাদণ্ডের কোনো এক ধরনের কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হবে, যাব মেয়াদ হতে পারে অনধিক এক বছর অথবা অর্থদণ্ডে দণ্ডিত করা হবে অথবা উভয়দণ্ডে দণ্ডিত করা হবে।

প্রকাশ থাকে যে, আপ্যায়নের মাধ্যমে ঘুষ দেওয়া বা নেওয়া শুধুমাত্র অর্থদণ্ডযোগ্য।

স্পষ্টীকরণ—আপ্যায়ন বলতে বুঝায় সেই ধরনের ঘুষ দেওয়া বা নেওয়া যেখানে ঘুষ হলো খাদ্য, পানীয়, মনোরঞ্জন বা ভবিষ্যতে ব্যবহার্য বস্তু (বসদ)।

॥ ধারা ঃ ১৭১-এফ ॥ নির্বাচনে অনুচিত প্রভাব খাটানোর বা অন্য ব্যক্তি বলে ভান করার দণ্ড [Punishment for undue influence or personation at an election]—যে কেউ কোনো নির্বাচনে অনুচিত প্রভাব খাটানোব বা অন্য ব্যক্তি বলে

ভান করার (ছদ্মবেশ ধারণের) অপরাধ করবে তাকে উভয়বিধ কারাদণ্ডের কোনো এক ধরনের কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হবে যার মেয়াদ হতে পারে অনধিক এক বছর অথবা অর্থদণ্ডে অথবা উভয়দণ্ডে দণ্ডিত করা হবে।

॥ ধারা ঃ ১৭১-জি ॥ নির্বাচন সম্পর্কে অসত্য বিবৃতি [False statement in connection with an election]—যে কেউ কোনো নির্বাচনের ফলাফলের ওপর প্রভাব খাটানোর উদ্দেশ্যে কোনো নির্বাচন প্রার্থীর ব্যক্তিগত চরিত্র ও আচরণ সম্পর্কে কোনো তথ্যের বিবরণ হিসাবে কোনো বিবৃতি দেয় বা সাধারণ্যে প্রকাশ করে—যে বিবৃতি অসত্য এবং যা সে হয় অসত্য বলে জানে বা বিশ্বাস করে অথবা সত্য বলে বিশ্বাস করে না, সে অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হবে।

॥ ধারা ঃ ১৭১-এইচ ॥ নির্বাচনের ব্যাপারে বে-আইনি অর্থ প্রদান [Illegal payments in connection with an election]—যে কেউ কোনো নির্বাচন প্রার্থীর সাধারণ বা বিশেষ অনুমতি ছাড়া সেই নির্বাচন প্রার্থীর নির্বাচনে উন্নতি ঘটানোর বা নির্বাচন করিয়ে দেওয়ার জন্য কোনো সার্বজনিক সভা করার জন্য বা কোনো বিজ্ঞাপন, ইস্তেহার বা প্রকাশনার খাতে অথবা অন্য কোনো ভাবে খরচ করবে অথবা খরচ করার অধিকার দেবে, সে অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হবে, যার পরিমাণ হতে পারে অনধিক পাঁচশ টাকা।

কিন্তু প্রকাশ থাকে যে, যদি কোনো ব্যক্তি অধিকার ব্যতিরেকে এমন কোনো খরচ করে থাকে, যা মোটের ওপর দশ টাকার বেশি হবে না এবং যেদিন ঐ টাকা খরচ করা হয়েছে তার দশ দিনের মধ্যে সে নির্বাচন প্রার্থীর লিখিত অনুমোদন সংগ্রহ করে তাহলে মনে করা হবে সে ঐ খরচ করেছে নির্বাচন প্রার্থীর অনুমোদন নিয়ে।

॥ ধারা ঃ ১৭১-আই ॥ নির্বাচনের হিসাব-পত্র রাখার অক্ষমতা [Failure to keep election accounts]—যে কেউ তৎকালে বলবৎ থাকা যে কোনো আইন দ্বারা বা আইনের ক্ষমতাযুক্ত কোনো নিয়ম অনুসারে নির্বাচনে বা নির্বাচনের ব্যাপারে খরচ হওয়া অর্থের হিসাব রাখতে বাধ্য হয়েও ঐ রকম হিসাব রাখতে অক্ষম হয়, তাকে অর্থদণ্ডে দণ্ডিত করা হবে, যার পরিমাণ হতে পারে অনধিক পাঁচশ টাকা।

অধ্যায় ঃ দশ

CHAPTER ঃ X

রাজভৃত্যের বিধিসম্মত কর্তৃত্বের অবমাননা বিষয়ক

(Of Contempts of the Lawful Authority of the Public Servant)

(ধারা—১৭২ থেকে ধারা—১৯০)

॥ ধারা ঃ ১৭২ ॥ সমন জারি বা অন্য কোনো কার্যবাহ এড়িয়ে যেতে আত্মগোপন করা (ফেরার হওয়া) [Absconding to avoid service of summons or other proceeding]—যে কেউ এমন কোনো রাজভৃত্য দ্বারা বন্টনকৃত কোনো সমন, বিজ্ঞপ্তি বা আদেশ জারি করা এড়াতে ফেরার হয়ে যাবে। যা কোনো একজন রাজভৃত্য হিসাবে এমন সমন, বিজ্ঞপ্তি বা আদেশ জারি করতে বিধিসম্মত ভাবে সক্ষম, তাহলে তাকে বিনাশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হবে, যাব মেয়াদ হতে পারে অনধিক এক মাস এবং অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হতে পারে, যার পরিমাণ হতে পারে অনধিক পাঁচশ টাকা অথবা উভয়দণ্ডে দণ্ডিত করা হবে।

অথবা যদি উক্ত সমন, বিজ্ঞপ্তি বা আদেশ কোনো আদালতে ব্যক্তিগত ভাবে বা প্রতিনিধি মারফৎ হাজির থাকার জন্য অথবা দস্তাবেজ পেশ করার জন্য হয় তাহলে তাকে বিনাশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হবে, যার মেয়াদ হতে পারে অনধিক দু'মাস, অথবা অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হতে পারে। যার পরিমাণ হতে পারে অনধিক এক হাজার টাকা অথবা উভয়দণ্ডে দণ্ডিত করা হবে।

॥ ধারা ঃ ১৭৩ ॥ সমন জারি করা, অথবা অন্য কার্যবাহ জারি করা অথবা তার প্রকাশে বাধা দেওয়া [Preventing service of summons or other proceeding, or preventing publication thereof]—রাজভৃত্য হওয়ার সুবাদে কোনো সমন, বিজ্ঞপ্তি বা আদেশ দিতে সক্ষম এমন কোনো রাজভৃত্য দ্বারা প্রদত্ত সমন, বিজ্ঞপ্তি বা আদেশ নিজের ওপর বা কোনো অন্য ব্যক্তির ওপর জারিকরণে যে কেউ উদ্দেশ্যপ্রণোদিত হয়ে বাধা দেবে, অথবা

এমন কোনো সমন, বিজ্ঞপ্তি বা আদেশ কোথাও বিধিসম্মত ভাবে এঁটে (লাগিয়ে) দেওয়ার কাজে উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ভাবে বাধা দেবে, অথবা

এমন কোনো সমন, বিজ্ঞপ্তি বা আদেশ কোথাও বিধিসম্মত ভাবে লাগানো (লটকানো) থাকা সত্ত্বেও উদ্দেশ্য প্রণোদিত ভাবে কেউ তা ঐ জায়গা থেকে সরিয়ে দেবে, অথবা

যে রাজভৃত্য, এমন রাজভৃত্য হিসাবে কোনো হুলিয়া বা ঘোষণাপত্র (proclamation) জারি করার নির্দেশ দিতে বিধিসম্মত ভাবে সক্ষম, এমন রাজভৃত্যের প্রাধিকারের অধীনে বিধিসম্মত ভাবে হুলিয়া বা ঘোষণাপত্র জারি কবার কাজে উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ভাবে বাধা দেবে তাকে অনধিক একমাসের বিনাশ্রম

কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হবে অথবা অনধিক পাঁচশ টাকার অর্থদণ্ডে দণ্ডিত করা হবে অথবা উভয়দণ্ডে দণ্ডিত করা হবে, অথবা

যদি উক্ত সমন, বিজ্ঞপ্তি বা আদেশ কোনো আদালতে ব্যক্তিগত ভাবে বা প্রতিনিধি মারফৎ হাজির থাকার জন্য অথবা দস্তাবেজ পেশ করার জন্য হয় তাহলে তাকে অনধিক ছ'মাসের বিনাশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হবে অথবা অনধিক এক হাজার টাকার অর্থদণ্ডে দণ্ডিত করা হবে অথবা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত করা হবে।

॥ ধারা ঃ ১৭৪ ॥ রাজভৃত্যের নির্দেশ অমান্য করে গর-হাজির থাকা [Non-attendance in obedience to an order from public servant]—যে কেউ কোনো রাজভৃত্য দ্বারা, যে ঐ রকম রাজভৃত্য হওয়ার সুবাদে বিধিসম্মত ভাবে সমন, বিজ্ঞপ্তি বা আদেশ বা হুলিয়া জারি করতে সক্ষম, প্রদত্ত সমন, বিজ্ঞপ্তি বা আদেশ বা হুলিয়া মান্য করে ব্যক্তিগত ভাবে প্রতিনিধির মাধ্যমে একটি নির্দিষ্ট স্থানে ও সময়ে হাজির থাকা থেকে বিরত থাকে (অর্থাৎ গর-হাজির থাকে) অথবা যে স্থানে সে হাজির থাকতে বাধ্য সেই স্থান থেকে যে সময়ে চলে যাওয়া তার পক্ষে বিধিসম্মত, তার আগেই চলে যাবে, তাকে অনধিক এক মাসের বিনাশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হবে অথবা অনধিক পাঁচশ টাকার অর্থদণ্ডে দণ্ডিত করা হবে অথবা উভয়দণ্ডে দণ্ডিত করা হবে, অথবা

যদি উক্ত সমন, বিজ্ঞপ্তি, আদেশ বা হুলিয়া জারি করা হয় কোনো আদালতে ব্যক্তিগত ভাবে বা কোনো প্রতিনিধি মারফৎ হাজির হওয়ার জন্য, তাহলে তাকে অনধিক ছ'মাসের বিনাশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হবে অথবা অনধিক এক হাজার টাকার অর্থদণ্ডে দণ্ডিত করা হবে অথবা উভয় দণ্ডেই দণ্ডিত করা হবে।

উদাহরণ—(ক) ক কলকাতা হাইকোর্টের দেওয়া কোনো পরওয়ানা মান্য করে উক্ত হাইকোর্টে হাজির থাকতে বাধ্য থেকেও ইচ্ছাকৃত ভাবে ঐ রকম হাজির হওয়া থেকে বিরত থাকল। ক এই ধারায় বিধিত অপরাধ করেছে।

(খ) ক জেলা জজ দ্বারা প্রদত্ত সমন মান্য করে সাক্ষীরূপে ঐ জেলা জজের সামনে হাজির থাকতে বাধ্য হয়েও ইচ্ছাকৃত ভাবে হাজির হওয়া থেকে বিরত থাকল। ক এই ধারায় সংজ্ঞায়িত অপরাধ করেছে।

॥ ধারা ঃ ১৭৫ ॥ দস্তাবেজ পেশ করার জন্য বিধিসম্মত ভাবে বাধ্য কোনো ব্যক্তি কর্তৃক রাজভৃত্যকে দস্তাবেজ পেশ করা থেকে বিরত করা [Omission to produce document to public servant by person legally bound to produce it]—যে কেউ কোনো রাজভৃত্যকে, এমন রাজভৃত্য হিসাবে কোনো দস্তাবেজ পেশ করতে বা প্রদান করতে আইনসম্মত ভাবে বাধ্য হয়েও, তা এইভাবে পেশ করা থেকে বা প্রদান করা থেকে ইচ্ছাকৃত ভাবে বিরত থাকবে তাকে অনধিক এক মাসের বিনাশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হবে অথবা অনধিক পাঁচশ টাকার অর্থদণ্ডে দণ্ডিত করা হবে অথবা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত করা হবে, অথবা

যদি উক্ত দস্তাবেজ কোনো আদালতে পেশ করার থাকে বা অর্পণ করার থাকে তাহলে তাকে অনধিক ছ'মাসের বিনাশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হবে অথবা অনধিক এক হাজার টাকার অর্থদণ্ডে দণ্ডিত করা হবে অথবা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত করা হবে।

উদাহরণ—ক কোনো একটি জেলা আদালতের কোনো দস্তাবেজ পেশ করার জন্য আইনসম্মত ভাবে বাধ্য হয়েও ঐ দস্তাবেজ পেশ করা থেকে ইচ্ছাকৃত ভাবে বিরত থাকল। ক এই ধারায় বিধিত অপরাধ করল।

॥ ধারা ঃ ১৭৬ ॥ বিজ্ঞপ্তি বা সংবাদ দেওয়ার জন্য আইনসম্মত ভাবে বাধ্য হয়েও কোনো ব্যক্তি কর্তৃক কোনো রাজভৃত্যকে ঐ বিজ্ঞপ্তি বা সংবাদ দেওয়া থেকে বিরত থাকা [Omission to give notice or information to public servant by person legally bound to give it]—যে কেউ কোনো রাজভৃত্যকে কোনো বিষয়ের বিজ্ঞপ্তি বা সংবাদ আইনসম্মত ভাবে দিতে বাধ্য হয়েও ইচ্ছাকৃত ভাবে তা যথাযথ ভাবে যথা সময়ে না দিলে তাকে অনধিক এক মাসের বিনাশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হবে অথবা অনধিক পাঁচশ টাকার অর্থ দণ্ডে দণ্ডিত করা হবে অথবা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত করা হবে, অথবা

যদি দিয়ে যাবার জন্য অপেক্ষিত বিজ্ঞপ্তি বা সংবাদ কোনো অপরাধ সংঘটিত হয়ে যাওয়ার ব্যাপারে হয় অথবা কোনো অপরাধ সংঘটনে বাধা দেওয়ার প্রয়োজনের জন্য হয় অথবা কোনো অপরাধীকে গ্রেপ্তার করার উদ্দেশ্যে হয় তাহলে তা অনধিক ছ'মাসের বিনাশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হবে অথবা অনধিক এক হাজার টাকার অর্থদণ্ডে দণ্ডিত কবা হবে অথবা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত করা হবে, অথবা

যদি, যে বিজ্ঞপ্তি বা সংবাদ দিয়ে যাওয়ার কথা (অর্থাৎ প্রদেয়), তা দণ্ড প্রক্রিয়া সংহিতা, ১৮৯৮ (১৮৯৮-এর ৫)-এর ধারা ৫৬৫-র উপধারা (১)-এর অধীন প্রদত্ত আদেশ দ্বারা প্রদেয় হয়, তাহলে তাকে উভয়বিধ কারাদণ্ডের কোনো এক ধরনের কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হবে, যার মেয়াদ হতে পারে অনধিক ছ'মাস অথবা অনধিক এক হাজার টাকার অর্থদণ্ডে দণ্ডিত করা হবে অথবা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত করা হবে।

॥ ধারা ঃ ১৭৭ ॥ মিথ্যা সংবাদ দেওয়া [Furnishing false information]— যে কেউ কোনো রাজভৃত্যকে, অমন রাজভৃত্য হিসাবে কোনো বিষয়ে সংবাদ দেওয়ার জন্য আইনসম্মত ভাবে বাধ্য হয়েও ঐ বিষয়ে সত্য সংবাদরূপে এমন সংবাদ দেবে, যা সে মিথ্যে বলে জানে বা যা মিথ্যা বলে বিশ্বাস করার কারণ তার কাছে আছে, তাহলে তাকে অনধিক ছ'মাসের বিনাশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হবে অথবা অনধিক এক হাজার টাকার অর্থদণ্ডে দণ্ডিত করা হবে অথবা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত করা হবে, অথবা

যদি ঐ সংবাদ—যা দেওয়ার জন্য সে আইনসম্মত ভাবে বাধ্য তা কোনো অপরাধ সংঘটনের ব্যাপারে হয় অথবা কোনো অপরাধ সংঘটনে বাধা দেওয়ার প্রয়োজনে হয় অথবা কোনো অপরাধীকে গ্রেপ্তার করার জন্য প্রদেয় হয় তাহলে তাকে উভয়বিধ কারাদণ্ডের (সশ্রম বা বিনাশ্রম) কোনো এক ধরনের কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হবে যার মেয়াদ হতে পারে অনধিক দু'বছর অথবা অর্থদণ্ডে অথবা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত করা হবে।

উদাহরণ—(ক) ক একজন ভূস্বামী। তার ভূ-সম্পত্তির সীমার মধ্যে একটা খুন হয়েছে জেনেও ঐ জেলার ম্যাজিস্ট্রেটকে ইচ্ছাকৃত ভাবে মিথ্যা সংবাদ দিল যে, লোকটার মৃত্যু সাপের কামড়ের পরিণামস্বরূপ দুর্ঘটনাবশতঃ হয়েছে। এখানে ক এই ধারায় সংজ্ঞায়িত অপরাধ করেছে।

(খ) ক একজন গ্রাম চৌকিদার। য পাশের গ্রামের একজন ধনী ব্যবসায়ী। অজ্ঞাত ব্যক্তির একটা দল এই গ্রাম হয়ে পাশের গ্রামে ঐ য-এর বাড়িতে ডাকাতি করার জন্য গেছে, ক তা জেনেও, বঙ্গীয় সংহিতার (বেঙ্গল কোড-এর) ১৮২১-এর রেগুলেশন ৩-এর ধারা ৭-এর প্রকরণ-৫ অনুসারে নিকটতম থানার অফিসারকে উপরোক্ত ঘটনার সংবাদ দ্রুত ও যথাসময়ে দিতে বাধ্য হয়েও, সে পুলিশ অফিসারকে জেনেশুনে এমন মিথ্যা সংবাদ দিল যে, অজ্ঞাত লোকের একটি দল তার গ্রাম হয়ে অন্য একদিকে অবস্থিত দূরস্থ কোনো গ্রামে ডাকাতির উদ্দেশ্যে গেছে। এখানে ক (চৌকিদার) এই ধারার শেষাংশে বিধিত অপরাধে অপরাধী।

স্পষ্টীকরণ—১৭৬ ধারায় এবং এই ধারায় অপরাধ শব্দটির মধ্যে পড়ে ভারতের বাইরে কোনো জায়গায় সম্পাদিত যে কোনো কাজ যা ভারতের মধ্যে সম্পাদিত হলে নিম্নলিখিত ধারাগুলোর কোনো এক ধারায় দণ্ডযোগ্য হতো, যথা, ৩০২, ৩০৪, ৩৮২, ৩৯২, ৩৯৩, ৩৯৪, ৩৯৫, ৩৯৬, ৩৯৭, ৩৯৮, ৩৯৯, ৪০২, ৪৩৫, ৪৩৬, ৪৪৯, ৪৫০, ৪৫৭, ৪৫৮, ৪৫৯, এবং ৪৬০ এবং অপরাধী শব্দটির মধ্যে পড়ে যে কোনো ব্যক্তি যে এমন কাজ করার অপরাধে অপরাধী বলে অভিযোগ করা হয়েছে।

॥ ধারা ঃ ১৭৮ ॥ রাজভৃত্য কর্তৃক যথাযথ চাহিদা অনুযায়ী শপথ নিতে বা দৃঢ়তার সঙ্গে ঘোষণা করতে অস্বীকার করা [Refusing oath or affirmation when duly required by public servant to make it]—যে কেউ, যে রাজভৃত্য আইনসম্মত ভাবে তাকে শপথ নিতে দৃঢ়তা সহ ঘোষণা পূর্বক সত্য বলতে নিজেকে বাধ্য করতে বলতে যোগ্যতা সম্পন্ন সেই রাজভৃত্য ঐ রকম করতে বললে তা করতে অস্বীকার করে তাহলে তাকে বিনাশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হবে, যার মেয়াদ হতে পারে অনধিক ছ'মাস অথবা অনধিক এক হাজার টাকার অর্থদণ্ডে অথবা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত করা হবে।

॥ ধারা ঃ ১৭৯ ॥ প্রশ্ন করার জন্য যথাযথ অধিকার আছে এমন রাজভৃত্যের প্রশ্নের জবাব দিতে অস্বীকার [Refusing to answar public servant authorised to question]—যে কেউ কোনো রাজভৃত্যের কাছে কোনো বিষয়ে সত্য বাচন করার জন্য বিধিসম্মত ভাবে বাধ্য হয়েও, এমন রাজভৃত্যের বিধিসম্মত ক্ষমতার প্রয়োগে ঐ রাজভৃত্য দ্বারা ঐ বিষয়ে তাকে জিজ্ঞাসিত কোনো প্রশ্নের জবাব দিতে অস্বীকার করবে তাকে অনধিক ছ' মাসের বিনাশ্রম করাদণ্ডে দণ্ডিত করা হবে অথবা অনধিক এক হাজার টাকার অর্থদণ্ডে দণ্ডিত করা হবে অথবা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত করা হবে।

॥ ধারা ঃ ১৮০ ॥ বিবৃতিতে স্বাক্ষর করতে অস্বীকার [Refusing to sign statement]—যে কেউ ব্যক্তিগত ভাবে সম্পাদিত বিবৃতিতে সই করতে এমন রাজভৃত্য দ্বারা অভিপ্রেত থেকে যে তার কাছে এ ব্যাপারে আশা করার জন্য বিধিসম্মত ভাবে সক্ষম যে সে ঐ বিবৃতিতে সই করবে, সেই বিবৃতিতে সই করতে অস্বীকার করলে তাকে অনধিক তিন মাসের বিনাশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হবে এবং অনধিক পাঁচ'শ টাকার অর্থদণ্ডে অথবা উভয়দণ্ডে দণ্ডিত করা হবে।

॥ ধারা ঃ ১৮১ ॥ শপথ গ্রহণ করাতে বা দৃঢ়তা সহ ঘোষণা করাতে ক্ষমতা প্রাপ্ত রাজভৃত্য বা কোনা ব্যক্তির সমক্ষে শপথ বা দৃঢ়তার সঙ্গে ঘোষণাকালে মিথ্যা কথন

[False statement on oath or affirmation to public servant or person authorised to administer and oath or affirmation]—যে কেউ কোনো রাজভৃত্য বা অন্য কোনো ব্যক্তির কাছে, যে এমন শপথ গ্রহণ করানোর জন্য বা দৃঢ়তা সহ ঘোষণা করানোর জন্য আইনসম্মত ভাবে ক্ষমতাপ্রাপ্ত, কোনো বিষয়ে সত্য বাচন করার জন্য শপথ বা দৃঢ়তা সহ ঘোষণা দ্বারা বিধিসম্মত ভাবে বাধ্য হয়েও এমন রাজভৃত্য বা যথাপূর্বোক্ত অন্য ব্যক্তির কাছে ঐ বিষয় সম্পর্কে কেউ এমন কিছু বলবে যা মিথ্যা এবং যা মিথ্যা হওয়ার ব্যাপারে তার জ্ঞান আছে অথবা বিশ্বাস আছে অথবা যা সত্য হওয়ার ব্যাপারে তার বিশ্বাস নাই (অর্থাৎ সত্য বলে বিশ্বাস করে না), তাকে উভয়বিধ কারাদণ্ডের কোনো এক ধরনের কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হবে যার মেয়াদ হতে পারে অনধিক তিন বছর, অথবা অর্থ দণ্ডেও দণ্ডিত করা হবে।

॥ ধারা ঃ ১৮২ ॥ রাজভৃত্যকে দিয়ে বিধিসম্মত ক্ষমতার প্রয়োগ করিয়ে অন্য কোনো ব্যক্তির ক্ষতি সাধনের জন্য মিথ্যা সংবাদ দেওয়া [False information with intent to cause public servant to use his lawful power to the injury of another person]—যে কেউ কোনো সংবাদ মিথ্যা বলে নিজে জেনে বা বিশ্বাস করে কোনো রাজভৃত্যকে এই উদ্দেশ্যে দেয় যা ঐ রাজভৃত্যকে প্রেরিত করে অথবা সম্ভবতঃ তা তাকে প্রেরিত করবে বলে জেনে ঐ ব্যক্তি দেবে যাতে ঐ রাজভৃত্য—

(ক) এমন কিছু করে অথবা করা থেকে বিরত থাকে যাতে ঐ রাজভৃত্য যদি তাকে ঐ সম্পর্কে, যার ব্যাপারে ঐ সংবাদ দেওয়া হয়েছে, তথ্যের সঠিক খবর জানা থাকলে করত না বা করা থেকে বিরত থাকত না, অথবা

(খ) এমন রাজভৃত্যের বিধিসম্মত ক্ষমতার প্রয়োগ করে যে প্রয়োগের ফলে কোনো ব্যক্তির ক্ষতি বা বিরক্তি উৎপাদন হয়।

তাকে উভয়বিধ কারাদণ্ডের কোনো এক ধরনের কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হবে যার মেয়াদ হবে অনধিক ছ'মাস অথবা অনধিক এক হাজার টাকার অর্থদণ্ডে অথবা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত করা হবে।

উদাহরণ—(ক) ক একজন ম্যাজিস্ট্রেটকে একটা সংবাদ দেয় যে, ঐ ম্যাজিস্ট্রেটের অধীনে কাজ করা একজন পুলিশ অফিসার য তার কর্তব্য পালনে অবহেলা ও অসৎ আচরণের দোষে দুষ্ট। যদিও সে নিজে জানে যে ঐ সংবাদটি মিথ্যা এবং ঐ সংবাদের সম্ভাব্য পরিণাম হিসাবে ম্যাজিস্ট্রেট পুলিশ অফিসার য-কে পদচ্যুত করে দিতে পারেন। ক এই ধারায় সংজ্ঞায়িত অপরাধ করেছে।

(খ) ক একজন রাজভৃত্যকে মিথ্যা সংবাদ দিল যে য-এর কাছে একটা গুপ্তস্থানে বেআইনি লবণ মজুত আছে। ক সংবাদটি এটা অবগত হয়েই দিয়েছে যে এটি মিথ্যা এবং এটা অবগত হয়েই দিয়েছে যে ঐ মিথ্যা সংবাদের পরিণাম স্বরূপ সম্ভবতঃ য-এর বাড়িতে থানা-তল্লাশী করা হবে এবং তার ফলে য-এর মনে অসন্তোষের সৃষ্টি হবে। ক এই ধারায় বিধিত অপরাধ করেছে।

(গ) ক জনৈক পুলিশ কর্মীকে মিথ্যা সংবাদ দিল যে, বিশেষ একটা গ্রামের কাছে তার ওপর হামলা করা হয়েছে এবং তার সব কিছু লুট করে নেওয়া হয়েছে। ক তার ওপর হামলাকারী হিসাবে কোনো ব্যক্তির নাম করল না। যদিও সে জানে যে এমন

মিথ্যা সংবাদ পরিবেশনের সম্ভাব্য পরিণামস্বরূপ পুলিশ ঐ গ্রামে অনুসন্ধান করবে তল্লাশী চালাবে যাতে উক্ত গ্রামের অধিবাসীদের মনে বা তাদের মধ্যে কিছু লোকের মনে (বিরক্তি) অসন্তোষ সৃষ্টি হবে।

॥ ধারা ঃ ১৮৩ ॥ রাজভৃত্যের বিধিসম্মত প্রাধিকার দ্বারা সম্পত্তি গ্রহণে বাধাপ্রদান [Resistance to the taking of property by the lawful authority of a public servant]—যে কেউ কোনো রাজভৃত্যের বিধিসম্মত প্রাধিকার দ্বারা কোনো সম্পত্তি গ্রহণে প্রতিরোধ করে এটা অবগত হয়ে বা বিশ্বাস করার কারণ থাকা সত্ত্বেও যে তিনি একজন রাজভৃত্য তাহলে তাকে উভয়বিধ কারাদণ্ডের কোনো এক ধরনের কারাদন্ডে দণ্ডিত করা হবে, যার মেয়াদ হতে পারে অনধিক ছ'মাস অথবা অনধিক এক হাজার টাকার অর্থদণ্ডে অথবা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত করা হবে।

॥ ধারা ঃ ১৮৪ ॥ রাজভৃত্যের প্রাধিকার দ্বারা বিক্রয়ের জন্য উপস্থাপিত সম্পত্তির বিক্রয়ে বাধা সৃষ্টি করা [Obstructing sale of property offered for sale by authority of public servant]—একজন রাজভৃত্য হিসাবে কোনো রাজভৃত্যের বিধিসম্মত প্রাধিকার দ্বারা বিক্রয়ের জন্য উপস্থাপিত কোনো সম্পত্তির বিক্রয়ে যে কেউ ইচ্ছাকৃত ভাবে বাধা সৃষ্টি করবে তাকে উভয়বিধ কারাদণ্ডের কোনো এক ধরনের কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হবে, যার মেয়াদ হবে অনধিক একমাস অথবা অনধিক পাঁচ'শ টাকার অর্থদণ্ডে অথবা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত করা হবে।

॥ ধারা ঃ ১৮৫ ॥ রাজভৃত্যের প্রাধিকার দ্বারা বিক্রয়ের জন্য উপস্থাপিত সম্পত্তির অবৈধ ক্রয় বা তার জন্য অবৈধ ক্রয়ের প্রস্তাব দেওয়া [Illegal purchase or bid for poperty offered for sale by authority of public servant]—একজন রাজভৃত্য হিসাবে কোনো রাজভৃত্যের বিধিসম্মত প্রাধিকার দ্বারা বিক্রয় করা হচ্ছে এমন কোনো সম্পত্তির বিক্রয়ের সময় যে কেউ এমন কোনো ব্যক্তির জন্য—তা সেই ব্যক্তি সে নিজে হোক বা অন্য কেউ, কোনো সম্পত্তি ক্রয় করবে অথবা কোনো সম্পত্তির ক্রয়ের প্রস্তাব দেবে, যার সম্পর্কে সে ঐ ব্যক্তির ঐ বিক্রয়ে সেই সম্পত্তির ক্রয়ের ব্যাপারে কোনো বৈধিক ক্ষমতা নেই বলে জানে অথবা এমন সম্পত্তির জন্য এই উদ্দেশ্যে ক্রয় প্রস্তাব দেবে যে এমন প্রস্তাবের ফলে যে সমস্ত বাধ্যবাধকতার অধীনে সে নিজেকে উপস্থাপিত করে সেগুলো সে পূর্ণ করে না। তাহলে তাকে উভয়বিধ কারাদণ্ডের কোনো এক ধরনের কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হবে যার মেয়াদ হতে পারে অনধিক এক মাস অথবা অর্থদণ্ডে দণ্ডিত করা হবে যার পরিমাণ হবে দু'শ টাকা অথবা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত করা হবে।

॥ ধারা ঃ ১৮৬ ॥ সরকারি কার্য সম্পাদনে রাজভৃত্যকে বাধা দান [Obstructing public servant in discharge of public functions]—যে কেউ কোনো রাজভৃত্যকে সরকারি কার্য সম্পাদনের সময় ইচ্ছাকৃত ভাবে বাধা দান করবে তাকে উভয়বিধ দণ্ডের কোনো এক ধরনের দণ্ডে দণ্ডিত করা হবে যার মেয়াদ হতে পারে অনধিক তিনমাস অথবা অর্থদণ্ডে দণ্ডিত করা হবে, যার পরিমাণ হবে অনধিক পাঁচ'শ টাকা অথবা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত করা হবে।

॥ ধারা ঃ ১৮৭ ॥ আইনত রাজভৃত্যকে সাহায্য করা যখন বাধ্যতামূলক তখন

তাঁকে সাহায্য করা থেকে বিরত থাকা [Omission to assist public servant when bound by law to give assistance]—যে কেউ কোনো রাজভৃত্যকে তার সরকারি কাজের সম্পাদনে সহযোগিতা করা বা তার ব্যবস্থা করা বাধ্যতামূলক হয়েও এমন সহযোগিতা দেওয়া থেকে ইচ্ছাকৃত ভাবে বিরত থাকবে তাকে বিনাশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হবে, যার মেয়াদ হতে পারে অনধিক এক মাস অথবা অর্থদণ্ডে দণ্ডিত করা হবে, যার পরিমাণ হবে অনধিক দু'শ টাকা অথবা তাকে উভয় দণ্ডে দণ্ডিত করা হবে।

এবং কোনো আদালত দ্বারা বিধিসম্মত ভাবে দেওয়া কোনো পরওয়ানা নির্বাহিত করার ব্যাপারে অথবা কোনো অপরাধের সম্পাদনে বাধা দেবার অথবা কোনো দাঙ্গা বা শান্তিভঙ্গ দমন করার অথবা কোনো অপরাধের অভিযোগে অভিযুক্ত বা কোনো অপরাধে অপরাধী ব্যক্তিকে বা আইনানুগ পাহারা থেকে পলাতক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করার উদ্দেশ্যে সাহায্য চাইতে বিধিসম্মত ভাবে যোগ্যতা সম্পন্ন রাজভৃত্যের দ্বারা যদি ঐ রকম সাহায্য চাওয়া হয় তাহলে তাকে বিনাশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হবে, যার মেয়াদ হতে পারে অনধিক ছ'মাস অথবা তাকে অর্থদণ্ডে দণ্ডিত করা হবে, যার পরিমাণ হতে পারে অনধিক পাঁচ'শ টাকা অথবা তাকে উভয় দণ্ডে দণ্ডিত করা হবে।

॥ ধারা ঃ ১৮৮ ॥ রাজভৃত্য কর্তৃক যথাযথ ভাবে জারি করা কোনো আদেশের অবজ্ঞা করা [Disobedience to order duly promulgated by public servant]—যে কেউ, ব্যক্তিগত ভাবে কোনো রাজভৃত্য দ্বারা জারিকৃত কোনো আদেশ বলে, যে আদেশ জারি করার জন্য সে আইন দ্বারা ক্ষমতাপ্রাপ্ত, কোনো কাজ করা থেকে বিরত থাকার জন্য অথবা নিজের আয়ত্বাধীন অথবা নিজের ব্যবস্থাধীন কোনো সম্পত্তির ব্যাপারে কোনো বিশেষ ব্যবস্থা করার জন্য নির্দেশ প্রাপ্ত হয়েছে তা জেনেও এমন আদেশের অবজ্ঞা করবে;

যদি এমন অবজ্ঞা বিধিসম্মত ভাবে নিয়োজিত কোনো ব্যক্তির কোনো বাধা, বিরক্তি বা ক্ষতি করে অথবা বাধা, বিরক্তি বা ক্ষতির সম্ভাবনা সৃষ্টি করে অথবা সৃষ্টি করার প্রবণতা দেখা যায় তাহলে তাকে বিনাশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হবে, যার মেয়াদ হতে পারে অনধিক একমাস অথবা অর্থদণ্ডে দণ্ডিত করা হবে, যার পরিমাণ হতে পারে অনধিক দু'শ টাকা অথবা তাকে উভয়দণ্ডে দণ্ডিত করা হবে;

এবং যদি এমন অবজ্ঞায় মানবজীবন, স্বাস্থ্য বা নিরাপত্তা সঙ্কটাকীর্ণ হয়ে ওঠে অথবা সঙ্কটাকীর্ণ হওয়ার প্রবণতা দেখা যায় অথবা দাঙ্গা-হাঙ্গামা বা শান্তি-ভঙ্গ করে অথবা করার প্রবণতা দেখা যায় তাহলে তাকে উভয়বিধ কারাদণ্ডের কোনো এক ধরনের কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হবে, যার মেয়াদ হতে পারে অনধিক ছ'মাস অথবা অর্থদণ্ডে দণ্ডিত করা হবে, যার পরিমাণ হতে পারে অনধিক এক হাজার টাকা অথবা তাকে উভয়দণ্ডে দণ্ডিত করা হবে।

স্পষ্টীকরণ—এটা আবশ্যক নয় যে অপরাধীর উদ্দেশ্য হবে ক্ষতিসাধন করার বা তার মাথায় থাকবে যে ঐ আদেশের অবজ্ঞা করলে ক্ষতি সাধনের সম্ভাবনা আছে। এটা যথেষ্ট যে, যে আদেশের সে অবজ্ঞা করছে ঐ আদেশ সম্পর্কে সে অবহিত এবং এও সে অবহিত যে, ঐ আদেশের অবজ্ঞা করলে ক্ষতিসাধিত হবে বা ক্ষতিসাধিত হওয়ার সম্ভাবনা থাকবে।

উদাহরণ—একটি আদেশ দেওয়া হলো, যাতে বলা হয়েছে, অমুক ধর্মীয় মিছিল অমুক রাস্তা দিয়ে যাবে না। আদেশটি এমন একজন রাজভৃত্য জারি করছেন যিনি এমন আদেশ জারি করার জন্য আইনসম্মত ভাবে ক্ষমতাপ্রাপ্ত। ক-জেনে শুনে এই আদেশ অবজ্ঞা করল এবং তার ফলে সে দাঙ্গার সঙ্কট তৈরি করল। ক-এই ধারায় সংজ্ঞায়িত অপরাধ করেছে।

॥ ধারা ঃ ১৮৯ ॥ রাজভৃত্যের ক্ষতিসাধনের হুমকি [Threat of injury to public servant]—যে কেউ কোনো রাজভৃত্যকে বা এমন কোনো ব্যক্তিকে যার সঙ্গে ঐ রাজভৃত্যের স্বার্থ জড়িয়ে আছে বলে সে বিশ্বাস করে এমন ব্যক্তিকে কোনো ক্ষতি করার জন্য হুমকি দিয়ে সেই রাজভৃত্যকে এমন কোনো কাজ করতে বা এমন কোনো কাজ করা থেকে বিরত থাকতে বা এমন কোনো কাজ করতে দেরি করার ব্যাপারে প্ররোচিত করার উদ্দেশ্যে, যে কাজ এই রকম রাজভৃত্যের সরকারি ক্রিয়া সম্পাদনের সঙ্গে যুক্ত, তাকে উভয়বিধ কারাদণ্ডের কোনো এক ধরনের কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হবে, যার মেয়াদ হবে অনধিক দু'বছর অথবা তাকে অর্থদণ্ডে দণ্ডিত করা হবে অথবা তাকে উভয়দণ্ডে দণ্ডিত করা হবে।

॥ ধারা ঃ ১৯০ ॥ রাজভৃত্যের কাছে নিরাপত্তার জন্য আবেদন করা থেকে বিরত থাকার জন্য কোনো ব্যক্তিকে প্ররোচনার নিমিত্ত ক্ষতি করার হুমকি [Threat of injury to induce person to rifrain from applying for protection to public servant]—যে কেউ কোনো ব্যক্তিকে এই উদ্দেশ্যের বশে ক্ষতি করার জন্য কোনো হুমকি দেবে যে সে ঐ ব্যক্তিকে প্ররোচিত করে যেন সে কোনো ক্ষতির থেকে সুরক্ষার জন্য কোনো বৈধ আবেদন এমন একজন রাজভৃত্যের কাছে করা থেকে নিবৃত থাকে বা বিরত থাকে যে রাজভৃত্য, রাজভৃত্য হিসাবে এমন সুরক্ষা দেওয়ার জন্য বা দেওয়ার ব্যবস্থা করার জন্য বিধিসম্মত ভাবে ক্ষমতাপ্রাপ্ত, তাকে উভয়বিধ কারাদণ্ডের কোনো এক ধরনের কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হবে, যার মেয়াদ হতে পারে অনধিক এক বছর অথবা অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হতে পারে অথবা তাকে উভয় দণ্ডে দণ্ডিত করা হবে।
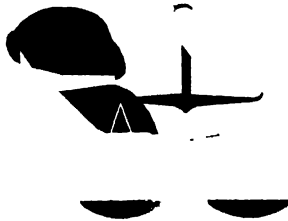
অধ্যায় ঃ এগারো

CHAPTER : XI

মিথ্যা সাক্ষ্য প্রদান ও সার্বজনিক ন্যায় বিরোধী অপরাধ বিষয়ক

(Of False evidence and offences against public justice)

(ধারা—১৯১ থেকে ধারা—২২৯)

॥ ধারা ঃ ১৯১ ॥ মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়া [Giving false evidence]—যে কেউ শপথ দ্বারা বা আইনের কোনো ব্যক্ত বিধান দ্বারা সত্য বাচন করার জন্য আইনতঃ বাধ্য হয়ে অথবা কোনো বিষয়ে কোনো ঘোষণা করার জন্য আইনতঃ বাধ্য হয়ে, এমন কোনো বিবৃতি দেয় যা মিথ্যা এবং যা সে মিথ্যা বলে জানে বা বিশ্বাস করে অথবা যা সে সত্য বলে বিশ্বাস করে না, সে মিথ্যা সাক্ষ্য দেয় বলা হয়ে থাকে।

স্পষ্টীকরণ (১) ঃ—কোনো বিবৃতি, তা সে মৌখিক হোক বা অন্য কোনো ভাবে হোক, এই ধারার অর্থের অন্তর্গত হবে।

স্পষ্টীকরণ (২) ঃ—প্রত্যায়নকারী ব্যক্তির নিজের বিশ্বাসের ব্যাপারে মিথ্যা বিবৃতি এই ধারার অর্থের অন্তর্গত হবে এবং অন্য কোনো ব্যক্তি যা বিশ্বাস করে না তা বিশ্বাস করে বলে, বা যা জানে না তা জানে বলে বিবৃতি দিয়ে সাক্ষ্য দেয়, সে মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়ার অপরাধে অপরাধী হতে পারে।

উদাহরণ—(ক) ক একটি ন্যায়সঙ্গতঃ দাবির সমর্থনে, যা য-এর বিরুদ্ধে খ-এর এক হাজার টাকার জন্য করা হয়েছে, বিচারের সময় মিথ্যা বলে যে, সে য-কে খ-এর দাবি ন্যায়সঙ্গত বলে স্বীকার করতে শুনেছে। ক মিথ্যা সাক্ষ্য দিয়েছে।

(খ) ক সত্য বিবৃতি দেওয়ার জন্য শপথ দ্বারা বাধ্য হয়ে বিবৃতি দেয় যে, সে অমুক হস্তাক্ষরের ব্যাপারে বিশ্বাস করে যে, তা য-এর হাতের লেখা, যদিও সে নিজে তা য-এর হস্তাক্ষর বলে বিশ্বাস করে না। এখানে ক যা বিবৃতি দেয় তা সে মিথ্যা বলে জানে এবং এজন্য মিথ্যা সাক্ষ্য দিয়েছে।

(গ) য-এর হাতের লেখার সাধারণ স্বরূপ জেনেও ক বলে অমুক হস্তাক্ষরের ব্যাপার তার বিশ্বাস যে তা য-এর হস্তাক্ষর ক সৎ ভাবনাপূর্বক এমন বিশ্বাস করে। এক্ষেত্রে ক-এর বিবৃতি শুধুমাত্র তার নিজের বিশ্বাস সম্পর্কে এবং তার বিশ্বাসের প্রেক্ষিতে সত্য এবং এজন্য যদি ঐ হস্তাক্ষর য-এর নাও হয়, ক মিথ্যা সাক্ষ্য দেয় নি।

(ঘ) ক শপথ দ্বারা সত্য বিবৃতি দেওয়ার জন্য বাধ্য হয়ে বিবৃত করে যে, একটি বিশেষ দিনে একটি বিশেষ জায়গায় য উপস্থিত ছিল বলে সে জানে, যদিও ঐ ব্যাপারে সে কিছুই জানে না। ক মিথ্যা সাক্ষ্য দিচ্ছে, তা ক-এর বিবৃতি মতো য ঐ দিনে ঐ জায়গায় উপস্থিত থাকুক বা না থাকুক।

(ঙ) ক একজন দোভাষী বা অনুবাদক। কোনো একটি বিবৃতি বা দস্তাবেজের, যার যথার্থ ভাষান্তরণ বা অনুবাদ করার জন্য সে শপথ দ্বারা বাধ্য এমন ভাষান্তরণ বা অনুবাদকে যা যথার্থ ভাষান্তরণ বা অনুবাদ নয় এবং যা যথার্থ বলে সে বিশ্বাস করে না, যথার্থ ভাষান্তরণ বা অনুবাদ হিসাবে দেয় বা প্রমাণিত করে। ক মিথ্যা সাক্ষ্য দিয়েছে।

॥ ধারা ঃ ১৯২ ॥ মিথ্যা সাক্ষ্য সাজানো [Fabricating false evidence]—যে কেউ কোনো পরিস্থিতিকে অস্তিত্বে নিয়ে আসে, অথবা কোনো পুস্তক বা নথিতে কোনো মিথ্যা প্রবিষ্ট করায় অথবা মিথ্যা বিবৃতি বিধৃত আছে এমন দস্তাবেজ প্রস্তুত করে এই উদ্দেশ্যে যে, এমন পরিস্থিতি, মিথ্যা লিখন (প্রবিষ্টি) বা মিথ্যা বিবৃতি ন্যায়সঙ্গতঃ কার্যবাহে অথবা এমন কোনো কার্যবাহতে—যা রাজভৃত্যের সামনে তাকে রাজভৃত্য হিসাবে বা মধ্যস্থতার সম্মুখে বিধি দ্বারা করা হয়, সাক্ষ্যতে দর্শানো হয় অথবা এইরকম সাক্ষ্যতে দর্শানো হওয়ার দরুণ এহেন পরিস্থিতি মিথ্যা লিখন বা মিথ্যা বিবৃতির কারণে কোনো ব্যক্তি, যাকে এমন কার্যবাহ মোতাবেক রায় গঠন করতে হয়, এমন কার্যবাহর পরিণাম হেতু গুরুত্বপূর্ণ কোনো বিষয় সম্বন্ধে মিথ্যা রায় গঠন করে, তা মিথ্যা সাক্ষ্য সাজানো বলা হয়ে থাকে।

উদাহরণ—(ক) ক য-এর একটি বাক্সে কিছু গহনা এই উদ্দেশ্যে রাখে যে ঐ গহনাগুলো সেখান থেকে পাওয়া যায় এবং এই অবস্থায় য-কে চুরির দায়ে দোষী সাব্যস্ত করা যায়। এক্ষেত্রে ক মিথ্যা সাক্ষ্য সাজিয়েছে।

(খ) ক আদালতে বেশ জোরালো সাক্ষ্য হিসাবে কাজে লাগানোর উদ্দেশ্যে তার দোকানের খাতায় একটা মিথ্যা লিখন প্রবিষ্ট করল। ক মিথ্যা সাক্ষ্য সাজিয়েছে।

(গ) য কে একটি অপরাধজনক ষড়যন্ত্রে দোষী সাব্যস্ত করার উদ্দেশ্যে ক য-এর হাতের লেখার অনুকরণ করে একটা চিঠি লেখে যাতে প্রতিভাত হয় যে য ঐ অপরাধজনক ষড়যন্ত্রের এক সহ-অপরাধীকে উদ্দেশ্য করে লিখছে এবং ঐ চিঠিটাকে ক এমন জায়গায় রেখে দেয় যেখানে পুলিশ অফিসার তল্লাশি নিতে পারে বলে সে জানে। ক মিথ্যা সাক্ষ্য সাজিয়েছে।

॥ ধারা ঃ ১৯৩ ॥ মিথ্যা সাক্ষ্যদানের জন্য দণ্ড [Punishment for false evidence]—যে কেউ কোনো ন্যায়িক কার্যবাহর কোনো পর্যায়ে ইচ্ছাকৃত ভাবে মিথ্যা সাক্ষ্য দেবে বা কোনো ন্যায়িক কার্যবাহের কোনো পর্যায়ে কাজে লাগাবার উদ্দেশ্যে মিথ্যা সাক্ষ্য সাজাবে, তাকে উভয়বিধ কারাদণ্ডের কোনো এক ধরনের কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হবে, যার মেয়াদ হতে পারে অনধিক সাত বছর এবং তাকে অর্থদণ্ডেও দণ্ডিত করা হবে।

আর যে কেউ কোনো অন্য মামলায় ইচ্ছাকৃত ভাবে (অর্থাৎ উদ্দেশ্য প্রণোদিত ভাবে) মিথ্যা সাক্ষ্য দেবে বা মিথ্যা সাক্ষ্য সাজাবে তাকে উভয়বিধ কারাদণ্ডের কোনো এক ধরনের কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হবে, যার মেয়াদ হতে পারে অনধিক তিন বছর এবং তাকে অর্থদণ্ডেও দণ্ডিত করা হবে।

স্পষ্টীকরণ (১) ঃ—কোর্ট-মার্শালের (অপরাধী সৈনিকদের বিচারের জন্য সামরিক পদাধিকারীদের দ্বারা গঠিত বিচার সভা) সামনে বিচার একটি ন্যায়িক কার্যাবহ (Judicial proceeding)।

স্পষ্টীকরণ (২) ঃ—আদালতের সম্মুখে কার্যাবহ শুরু হওয়ার আগে আইন দ্বারা যে নির্দিষ্ট তদন্ত হয় তা ন্যায়িক কার্যবাহর একটা পর্যায়, সেই তদন্ত যদি কোনো আদালতের সম্মুখে না হয়, তবুও।

উদাহরণ— য কে বিচারের জন্য সোপর্দ করা হবে কিনা তা নির্দ্ধারণ করার জন্য ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে তদন্তকালে ক শপথ গ্রহণান্তে এমন বিবৃতি দিল যে, বিবৃতি সে মিথ্যা বলে জানে। যেহেতু এই তদন্ত ন্যায়িক কার্যবাহর একটা পর্যায়, সেহেতু ক মিথ্যা সাক্ষ্য দিয়েছে।

স্পষ্টীকরণ (৩) ঃ—আদালত কর্তৃক আইন অনুসার নির্দিষ্ট এবং আদালতের প্রাধিকারের অধীনে পরিচালিত তদন্ত ন্যায়িক কার্যবাহর একটা পর্যায়—সেই তদন্ত যদি কোনো আদালতের সামনে না হয়, তবুও।

উদাহরণ—সংশ্লিষ্ট জায়গায় গিয়ে জমির সীমা নির্দ্ধারণের উদ্দেশ্যে আদালত কর্তৃক নিযুক্ত অফিসারের সামনে তদন্ত কালে ক শপথ গ্রহণান্তে এমন বিবৃত করল যা সে মিথ্যা বলে জানে। যেহেতু এই তদন্ত ন্যায়িক (বিচারক) কার্যবাহর একটি পর্যায় তাই ক এখানে মিথ্যা সাক্ষ্য দিয়েছে।

॥ ধারা ঃ ১৯৪ ॥ মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডনীয় কোনো অপরাধে দোষী সাব্যস্ত করার উদ্দেশ্যে মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়া বা মিথ্যা সাক্ষ্য সাজানো [Giving or fabricating false evidence with intent to procure conviction of capital offence]—যে কেউ ভারতে তৎকালে বলবৎ থাকা মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডনীয় অপবাধের নিমিত্ত কোনো ব্যক্তিকে দোষী সাব্যস্ত করার উদ্দেশ্যে অথবা তার দ্বারা দোষী সাব্যস্ত হওয়ার সম্ভাবনা আছে তা জেনে নিয়ে সাক্ষ্য দেবে বা মিথ্যা সাক্ষ্য সাজাবে, তাকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে অথবা সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হবে, যার মেয়াদ হতে পারে অনধিক দশ বছর এবং তাকে অর্থদণ্ডেও দণ্ডিত করা হবে।

যদি নির্দোষ ব্যক্তিকে এতদ্ দ্বারা দোষী সাব্যস্ত করা হয় এবং তাকে ফাঁসি দেওয়া হয়—এবং যদি কোনো নির্দোষ ব্যক্তিকে এহেন মিথ্যা সাক্ষ্যদানের পরিণাম স্বরূপ দোষী সাব্যস্ত করা হয় এবং তাকে ফাঁসি দেওয়া হয় তাহলে যে ব্যক্তি মিথ্যা সাক্ষ্য দিয়েছে তাকে মৃত্যুদণ্ডে অথবা পূর্ব বর্ণিত দণ্ডে দণ্ডিত করা হবে।

॥ ধারা ঃ ১৯৫ ॥ যাবজ্জীবন কারাদণ্ড বা কারাদণ্ডে দণ্ডনীয় অপরাধের উদ্দেশ্যে দোষী সাব্যস্ত করানোর নিমিত্ত মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়া বা (মিথ্যা সাক্ষ্য) সাজানো [Giving or fabricating false evidence with intent procure conviction of offence punishable with imprisonment for life or imprisonment]—এতদ্দ্বারা কোনো ব্যক্তিকে এমন অপরাধের জন্য, যা ভারতের তৎকালে বলবৎ থাকা আইন দ্বারা মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডযোগ্য না হোক, কিন্তু যাবজ্জীবন কারাদণ্ড অথবা সাত বছর অথবা তার চেয়ে বেশি মেয়াদের কারাদণ্ডে দণ্ডযোগ্য হতে পারে তা জেনে বা তার সম্ভাবনা আছে তা জেনে যে কেউ মিথ্যা সাক্ষ্য দেবে বা সাজাবে তাকে ঐ অপরাধের জন্য দোষী সাব্যস্ত হলে যে দণ্ডে দণ্ডিত হতো সেই দণ্ডে দণ্ডিত করা হবে।

উদাহরণ—য-কে ডাকাতির অপরাধে অপরাধী সাব্যস্ত করার উদ্দেশ্যে ক কোনো আদালতের সামনে মিথ্যা সাক্ষ্য দিল। ডাকাতির দণ্ড হতে পারে অর্থদণ্ড সহ বা অর্থদণ্ড ব্যতিরেকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড অথবা অনধিক দশ বছরের সশ্রম কারাদণ্ড। ক এজন্য (ঐ দণ্ডগুলোর কোনো একটিতে) অর্থদণ্ড সহ বা অর্থদণ্ড ছাড়া যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে অথবা কারাদণ্ডে দণ্ডিত হওয়ার যোগ্য হবে।

॥ ধারা ঃ ১৯৬ ॥ মিথ্যা বলে জ্ঞাত হয়ে কোনো সাক্ষ্যকে কাজে লাগানো [Using evidence known to be false]—যে কেউ কোনো সাক্ষ্যকে মিথ্যা বা মিথ্যাভাবে সাজানো জেনেও সাক্ষ্য বা আসল সাক্ষ্য হিসাবে ভ্রষ্টতাপূর্বক কাজে লাগাবে (অর্থাৎ চালাবে) অথবা কাজে লাগানোর চেষ্টা করবে তাকে এমন দণ্ডে দণ্ডিত করা হবে যেন সে নিজে **মিথ্যা সাক্ষ্য** দিয়েছে বা **মিথ্যা সাক্ষ্য** সাজিয়েছে।

॥ ধারা ঃ ১৯৭ ॥ মিথ্যা প্রমাণপত্র দাখিল করা বা তাতে স্বাক্ষর করা [Issuing or signing false certificate]—যে কেউ এমন প্রমাণপত্র, যা দাখিল করা বা যাতে স্বাক্ষর করা আইনতঃ প্রয়োজন, (অপেক্ষিত) অথবা যা এমন কোনো তথ্যের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট, বা এমন প্রমাণপত্র হিসাবে আইন কর্তৃক সাক্ষ্যে গ্রাহ্য, তা কোনো গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারে মিথ্যা জেনেও বা বিশ্বাস করেও এমন প্রমাণ পত্র দাখিল করবে অথবা তাতে স্বাক্ষর করবে, তাকে এমন দণ্ডে দণ্ডিত করা হবে যেন সে নিজে **মিথ্যা সাক্ষ্য** দিয়েছে।

॥ ধারা ঃ ১৯৮ ॥ মিথ্যা বলে জ্ঞাত হয়ে কোনো প্রমাণপত্র সত্যি বলে কাজে লাগানো (বা সত্যি বলে চালানো) [Using as true a certificate known to be false]—যে কেউ কোনো গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারে মিথ্যা জেনেও এমন কোনো প্রমাণ পত্রকে সত্যি বলে (আসল বলে) ভ্রষ্টতাপূর্বক কাজে লাগাবে বা কাজে লাগাবার চেষ্টা করবে, তাকে এমন দণ্ডে দণ্ডিত করা হবে যেন সে নিজে **মিথ্যা সাক্ষ্য** দিয়েছে।

॥ ধারা ঃ ১৯৯ ॥ সাক্ষ্য হিসাব আইনতঃ গ্রহণীয় এমন ঘোষণাপত্রে দেওয়া মিথ্যা বিবৃতি [False statement made in declaration which is by law receivable as evidence]—যে কেউ কোনো ব্যাপারে সাক্ষ্য হিসাবে গ্রহণ করার জন্য কোনো আদালত বা কোনো রাজভৃত্য বা অন্য কোনো ব্যক্তি আইনতঃ বাধ্য বা প্রাধিকৃত নিজের দ্বারা কৃত বা স্বাক্ষরিত এমন কোনো ঘোষণাপত্রে যে কেউ এমন বিবৃতি দেবে বা এমন কোনো বিষয় সম্পর্কে, যা ঐ উদ্দেশ্য নিমিত্ত গুরুত্বপূর্ণ, যার জন্য তা ঘোষণা করা যায় বা কাজে লাগানো যায়, যা মিথ্যা এবং যা মিথ্যা বলে সে জানে বা বিশ্বাস করে অথবা যা সত্য বলে সে বিশ্বাস করে না, তাকে এমন দণ্ডে দণ্ডিত করা হবে যেন সে নিজে **মিথ্যা সাক্ষ্য** দিয়েছে।

॥ ধারা ঃ ২০০ ॥ এমন ঘোষণাপত্র মিথ্যা জেনেও তা সত্যি বলে কাজে লাগানো [Using as true such declaration knowing to be false]—যে কেউ এমন কোনো ঘোষণাপত্রকে কোনো গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারে মিথ্যা বলে জেনেও ভ্রষ্টতাপূর্বক সত্যি বলে কাজে লাগাবে অথবা কাজে লাগানোর চেষ্টা করবে, তাকে সেই রকম দণ্ডে দণ্ডিত করা হবে যেন সে নিজে **মিথ্যা সাক্ষ্য** দিয়েছে।

স্পষ্টীকরণ—কোনো ঘোষণাপত্র যা কেবলমাত্র যথা নিয়মের ধারা বর্জিত হওয়ার নিমিত্ত অস্বীকার্য তা ১৯৯ ও ২০০ ধারার অর্থের অন্তর্গত ঘোষণাপত্র হবে।

॥ ধারা ঃ ২০১ ॥ অপরাধের সাক্ষ্য লোপ, অথবা অপরাধীকে (দণ্ড থেকে) বাঁচাবার উদ্দেশ্যে মিথ্যা সংবাদ দেওয়া [Causing disappearance of evidence of offence or giving false information to screen offender]—যে কেউ, কোনো অপরাধ করা হয়েছে তা জেনে বা এটা বিশ্বাস করার কারণ থাকা সত্ত্বেও ঐ অপরাধ সম্পাদনের কোনো সাক্ষ্য লোপ করবে যাতে অপরাধীকে আইনতঃ দণ্ড থেকে বাঁচানো যায় অথবা ঐ উদ্দেশ্যে সেই অপরাধের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত এমন কোনো সংবাদ দেবে যা সে মিথ্যা বলে জানে বা বিশ্বাস করে।

যদি অপরাধ মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডযোগ্য হয়—যদি উক্ত অপরাধ যার সম্পাদনের ব্যাপারে সে জানে বা বিশ্বাস করে, মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডযোগ্য হয়, তাহলে তাকে উভয়বিধ কারাদণ্ডের কোনো এক ধরনের কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হবে, যার মেয়াদ হতে পারে অনধিক সাত বছর এবং অর্থদণ্ডেও দণ্ডিত করা হবে,

যদি উক্ত অপরাধ যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডযোগ্য হয়—আর যদি উক্ত অপরাধ যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে অথবা অনধিক দশ বছরের কারাদণ্ডে দণ্ডযোগ্য হয়, তাহলে তাকে উভয়বিধ কারাদণ্ডের কোনো এক ধরনের কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হবে, যার মেয়াদ হতে পারে অনধিক তিন বছর এবং অর্থদণ্ডেও দণ্ডিত করা হবে,

যদি দশ বছরের কম মেয়াদের কারাদণ্ডে দণ্ডযোগ্য হয়—যদি উক্ত অপরাধ দশ বছরের কম মেয়াদের জন্য কারাদণ্ডে দণ্ডযোগ্য হয় তাহলে তাকে ঐ অপরাধের জন্য যে কোনো ধরনের কারাদণ্ডে দণ্ডিত হবে, যার মেয়াদ ঐ অপরাধের নির্দিষ্ট দীর্ঘতম মেয়াদের এক-চতুর্থাংশ পর্যন্ত প্রসারিত হতে পারে অথবা তাকে অর্থদণ্ডে দণ্ডিত করা হবে অথবা উভয় প্রকার দণ্ডে দণ্ডিত করা হবে।

উদাহরণ—য-কে খ খুন করেছে ক তা জেনেও খ-কে দণ্ড থেকে বাঁচাবার নিমিত্ত মৃত শরীর সরিয়ে ফেলতে খ-কে সাহায্য করল। ক উভয়বিধ কারাদণ্ডের যে কোনো ধরনের কারাদণ্ডে অনধিক সাত বছরের কারাদণ্ডে দণ্ডিত হবে এবং অর্থদণ্ডেও দণ্ডিত হবে।

॥ ধারা ঃ ২০২ ॥ সংবাদ দিতে বাধ্য ব্যক্তি দ্বারা উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ভাবে অপরাধের সংবাদ দেওয়া থেকে বিরত থাকা [Intentional omission to give information of offence by person bound to inform]—যে কেউ, কোনো ব্যক্তি অপরাধ করেছে তা জেনে বা বিশ্বাস করে ঐ অপরাধ সম্পর্কে কোনো সংবাদ আইনতঃ দিতে সে বাধ্য থেকেও উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ভাবে দেওয়া থেকে বিরত থাকে, সে উভয়বিধ কারাদণ্ডের কোনো এক ধরনের কারাদণ্ডে দণ্ডিত হবে, যার মেয়াদ হতে পারে ছ'মাস অথবা অর্থদণ্ডে অথবা সে উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হবে।

॥ ধারা ঃ ২০৩ ॥ কৃত অপরাধ বিষয়ে মিথ্যা খবর দেওয়া [Giving false information respecting an offence committed]—যে কেউ জেনে শুনে বা বিশ্বাস করার কারণ থাকা সত্ত্বেও যে কেউ একটা অপরাধ করেছে, ঐ অপরাধ সম্পর্কে এমন খবর দেয় যা সে মিথ্যা বলে জানে বা বিশ্বাস করে, তাকে উভয়বিধ

কারাদণ্ডের কোনো এক ধরনের কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হবে, যার মেয়াদ হতে পারে অনধিক দু'বছর অথবা অর্থদণ্ডে অথবা তাকে উভয়দণ্ডে দণ্ডিত করা হবে।

স্পষ্টীকরণ—২০১ ও ২০২ ধারায় এবং এই ধারায় অপরাধ শব্দের অন্তর্গত হবে ভারতের বাইরে কোনো জায়গায় করা এমন যে কোনো কাজ, যদি তা ভারতের মধ্যে করা হতো তাহলে নিম্নলিখিত ধারা অর্থাৎ—৩০২, ৩০৪, ৩৮২, ৩৯২, ৩৯৩, ৩৯৪, ৩৯৫, ৩৯৬, ৩৯৭, ৩৯৮, ৩৯৯, ৪০২, ৪৩৫, ৪৩৬, ৪৪৯, ৪৫০, ৪৫৭, ৪৫৮, ৪৫৯ এবং ৪৬০-এর মধ্যেকার যে কোনো ধারার অধীনে দণ্ডনীয় হতো।

॥ ধারা ঃ ২০৪ ॥ সাক্ষ্য হিসাবে পেশ করা হবে এমন কোনো দস্তাবেজ পেশ করতে না দেবার জন্য তা নষ্ট করা [Destruction of document to prevent its production as evidence]—যে কেউ এমন কোনো দস্তাবেজ (দলিল) গোপন করবে বা নষ্ট করবে, যা কোনো আদালতে অথবা এমন কোনো কার্যবাহ রাজভৃত্য হিসাবে কোনো রাজভৃত্যের সামনে বিধিসম্মত ভাবে অনুষ্ঠেয় কার্যবাহে সাক্ষ্য হিসাবে পেশ করতে তাকে বিধি অনুসার বাধ্য করতে পারে অথবা পূর্বোক্ত আদালতের বা রাজভৃত্যের সামনে সাক্ষ্য হিসাবে পেশ করা বা কাজে লাগানোতে বাধা দেবার নিমিত্ত অথবা সেই উদ্দেশ্যের জন্য, ঐ দস্তাবেজ সম্পূর্ণভাবে বা আংশিকভাবে যেন পড়া না যায় ঐমন ভাবে মুছে ফেলে (ঘষে তুলে ফেলে, নিশ্চিহ্ন করে, বিলোপ করে) বা পড়ার অনুপযুক্ত করে তোলে অথবা ঐ উদ্দেশ্যে বিধিসম্মত ভাবে তাকে ডাকার বা তা পেশ করতে বলার পর ঐরকম করে তাকে উভয়বিধ কারাদণ্ডের কোনো এক ধরনের কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হবে, যার মেয়াদ হতে পারে অনধিক দু' বছর অথবা অর্থদণ্ডে অথবা তাকে উভয়দণ্ডে দণ্ডিত করা হবে।

॥ ধারা ঃ ২০৫ ॥ মামলায় বা অভিযোজনের কাজে বা কার্যবাহের উদ্দেশ্যে মিথ্যা ভান করা [False personation fo. purpose of act or proceeding in suit or prosecution]—যে কেউ অন্য কোনো ব্যক্তির ছদ্মবেশকরণ করবে এবং অমন ছদ্মবেশে কোনো মামলা বা অপরাধজনক অভিযোজনে কোনো স্বীকৃতি বা বিবৃতি দেবে অথবা রায় সম্পর্কে স্বীকারোক্তি করবে কিংবা কোনো পরওয়ানা জারি করবে, অথবা জামিনদার বা প্রতিভূ হবে অথবা অন্য কোনো কাজ করবে তাকে উভয়বিধ কারাদণ্ডের কোনো এক ধরনের কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হবে, যার মেয়াদ হতে পারে অনধিক তিন বছর অথবা অর্থদণ্ডে অথবা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত করা হবে।

॥ ধারা ঃ ২০৬ ॥ সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করাতে বা নির্বাহ কাজে ক্রোক করা প্রতিরোধ করতে তা কপটতাপূর্বক অপসারণ করা বা লুকানো [Fraudulent removal or concealment of property to prevent its seizure as forfeited or in execution]—যে কেউ কোনো সম্পত্তি বা তাতে স্থিত কোনো স্বার্থ এই উদ্দেশ্যে কপটতা পূর্বক অপসারণ করবে বা লুকাবে বা কোনো ব্যক্তিকে হস্তান্তর করবে বা অর্পণ করবে যে তদ্দ্বারা সে ঐ সম্পত্তি বা তাতে স্থিত কোনো স্বার্থের এমন দণ্ডাদেশের অধীন যা কোনো আদাল* বা অন্য কোনো ক্ষমতা প্রাপ্ত প্রাধিকারী দ্বারা শোনানো হয়েছে, অথবা যার সম্পর্কে সে জানে যে কোনো আদালত বা অন্য কোনো ক্ষমতাপ্রাপ্ত প্রাধিকারী দ্বারা তা শোনানোর সম্ভাবনা আছে, বাজেয়াপ্ত করার জন্য অথবা অর্থদণ্ড পরিশোধ করার জন্য নেওয়া বা এমন ডিক্রি বা আদেশের

নির্বাহে-যা কোনো ফৌজদারি মামলায় আদালত কর্তৃক প্রদত্ত হয়েছে অথবা যার সম্পর্কে সে জানে যে ফৌজদারি মামলা আদালত কর্তৃক তা শোনানো সম্ভব, নেওয়াতে বাধা প্রদান করে, তাকে উভয়বিধ কারাদণ্ডের কোনো এক ধরনের কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হবে, যার মেয়াদ হতে পারে অনধিক দু'বছর অথবা অর্থদণ্ডে অথবা তাকে উভয় দণ্ডে দণ্ডিত করা হবে।

॥ ধারা ঃ ২০৭ ॥ বাজেয়াপ্ত করা বা নির্বাহ কাজে কোনো সম্পত্তির ক্রোকে বাধা দেবার জন্য কপটতাপূর্বক সম্পত্তি দাবি করা [Fraudulent Claim to property to prevnet its seizure as forfeited or in-execution]—যে কেউ কোনো সম্পত্তি অথবা তাতে স্থিত কোনো স্বার্থ অথবা অবগত হয়ে যে, সেই সম্পত্তি বা স্বার্থের ওপর তার কোনো অধিকার বা অধিকারপূর্ণ দাবি নাই, কপটতাপূর্বক বাজেয়াপ্ত করবে, নেবে অথবা তার ওপর দাবি করবে, অথবা কোনো সম্পত্তি অথবা তাতে স্থিত স্বার্থের ওপর কোনো অধিকারের সম্পর্কে এই উদ্দেশ্যে প্রবঞ্চনা করবে যে তদ্দ্বারা সে ঐ সম্পত্তি অথবা তাতে স্থিত স্বার্থের এমন দণ্ডাদেশের অধীন যা কোনো আদালত বা অন্য কোনো ক্ষমতাপ্রাপ্ত প্রাধিকারী দ্বারা ডিক্রি হয়েছে অথবা যার সম্পর্কে সে জানে যে, আদালত বা অন্য কোনো ক্ষমতাপ্রাপ্ত প্রাধিকাবী দ্বারা তার ডিক্রি করার সম্ভাবনা আছে, বাজেয়াপ্তকরণ রূপে অর্থদণ্ড পরিশোধ করার জন্য নেওয়া বা এমন ডিক্রি বা আদেশের নির্বাহে, যা ফৌজদারি মামলায় আদালত কর্তৃক প্রদত্ত হয়েছে, অথবা যার সম্পর্কে সে জানে যে ফৌজদারি মামলায় আদালত দ্বারা তা প্রদত্ত হওয়ার সম্ভাবনা আছে, নেওয়াতে বাধা দান কববে তাকে উভয়বিধ কারাদণ্ডের কোনো এক ধরনের কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হবে, যার মেয়াদ হতে পারে অনধিক দু'বছর অথবা অর্থদণ্ডে অথবা উভয়দণ্ডে দণ্ডিত করা হবে।

॥ ধারা ঃ ২০৮ ॥ যে পরিমাণ টাকা পরিশোধ্য নয় কপটতাপূর্বক সেই পরিমাণ টাকার ডিক্রি [Fraudulently suffering decree for sum not due]—যে কেউ কপটতাপূর্বক পরিশোধ্য নয় তার জন্য অথবা ঐ রকম ব্যক্তির ওপর যে টাকা প্রাপ্য তার চেয়ে বেশি পরিমাণ টাকার জন্য অথবা এমন কোনো সম্পত্তি বা সম্পত্তির স্বার্থ, যা উক্ত ব্যক্তির প্রাপ্য নয় তার জন্য যে ব্যক্তি কর্তৃক আনীত মামলায় তার বিরুদ্ধে ডিক্রি বা আদেশ প্রদান করায় অথবা প্রতারণামূলক ভাবে কোনো ডিক্রি বা আদেশের প্রেক্ষিতে টাকা আদায় হয়ে যাবার পর অন্য কিছুর জন্য, যার ব্যাপারে টাকা আদায় করা হয়েছে, তার বিরুদ্ধে উক্ত ডিক্রি বা আদেশ নির্বাহিত করার জন্য তাকে উভয়বিধ কারাদণ্ডের যে কোনো একটি ধরনের কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হবে, যার মেয়াদ হতে পারে অনধিক দু'বছর অথবা তাকে অর্থদণ্ডে দণ্ডিত করা হবে অথবা তাকে উভয়দণ্ডে দণ্ডিত করা হবে।

উদাহরণ—ক য-এর বিরুদ্ধে একটা মামলা দায়ের করল। য এটা জেনেও যে ক তার বিরুদ্ধে একটি ডিক্রি পেতে পারে, য খ-এর সঙ্গে মিথ্যা মামলা করে কপটতাপূর্বক নিজের বিরুদ্ধে এবং খ-এর পক্ষে বেশি পরিমাণ টাকার একটা ডিক্রি করালো—যদিও খ-এর কাছে য-এর কোনো ন্যায্য পাওনা ছিল না।

য এমন করার উদ্দেশ্য হলো ক ডিক্রি পেলেও খ তার ডিক্রিতে পাওয়া টাকার জন্য য-এর সম্পত্তি বিক্রি করে থাকতে পারবে এবং ঐ টাকা সে খ-এর সঙ্গে ভাগ

করে নিতে পারবে। অর্থাৎ এইভাবে সে ক-কে ফাঁকি দিতে পারবে। য এই ধারার অধীনে অপরাধ করেছে।

॥ ধারা ঃ ২০৯ ॥ অসাধুভাবে আদালতে দাবি করা [Dishonestly making false claim in court]—যে কেউ কপটতাপূর্বক বা অসাধু-উপায়ে অথবা কোনো ব্যক্তির ক্ষতি বা বিরক্তি উৎপাদনের উদ্দেশ্যে কোনো আদালতে এমন কোনো দাবি করে, যা সে মিথ্যা বলে জানে, সে উভয়বিধ কারাদণ্ডের কোনো এক ধরনের কারাদণ্ডে দণ্ডিত হবে, যার মেয়াদ হতে পারে অনধিক দু'বছর এবং সে অর্থদণ্ডেও দণ্ডিত হবে।

॥ ধারা ঃ ২১০ ॥ পাওনা নয় এমন টাকার জন্য কপটতাপূর্বক ডিক্রি আদায় [Fraudulently obtaining decree for sum not due]—যে কেউ কোনো ব্যক্তির বিরুদ্ধে পাওনা নেই এমন টাকার জন্য বা পাওনার চেয়ে বেশি টাকার জন্য অথবা কোনো সম্পত্তি বা সম্পত্তি বিধৃত স্বার্থের জন্য, যা তার প্রাপ্য নয়, ডিক্রি বা আদেশ কপটতার সঙ্গে করে নেবে অথবা কোনো ডিক্রি বা আদেশ বা অন্য কোনো বিষয়ে কোনো ধার মিটিয়ে নেবার পরও ঐ ডিক্রি বা আদেশ ঐ ব্যক্তির বিরুদ্ধে কপটতাপূর্বক কার্যকর করালে অথবা নিজের নামে কপটতাপূর্বক সেই রকম কোনো কাজ করতে দিলে বা তার অনুমতি দিলে, তাকে উভয়বিধ কারাদণ্ডের কোনো এক ধরনের কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হবে, যার মেয়াদ হতে পারে অনধিক দু'বছর, অথবা অর্থদণ্ডেও দণ্ডিত করা হবে অথবা তাকে উভয় দণ্ডে দণ্ডিত করা হবে।

॥ ধারা ঃ ২১১ ॥ ক্ষতি করার উদ্দেশ্যে অপরাধের মিথ্যা অভিযোগ আনা [False charge of offence made with intent to injure]—যে কেউ কোনো ব্যক্তিকে, তার বিরুদ্ধে এমন কার্যবাহ অথবা অভিযোগ আনার জন্য কোনো আইনসঙ্গত বা বিধিসম্মত কারণ নেই তা জেনেও ঐ ব্যক্তির ক্ষতি করার উদ্দেশ্যে ঐ ব্যক্তির বিরুদ্ধে ফৌজদারি কার্যবাহ দায়ের করবে অথবা করাবে অথবা ঐ ব্যক্তি অপরাধ করেছে বলে তার ওপর মিথ্যা অভিযোগ আনবে তাকে উভয়বিধ কারাদণ্ডের কোনো একটি ধরনের কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হবে, যার মেয়াদ হতে পারে অনধিক দু'বছর অথবা অর্থদণ্ডে দণ্ডিত করা হবে অথবা তাকে উভয় দণ্ডে দণ্ডিত করা হবে;

এবং যদি এমন ফৌজদারি কার্যবাহ মৃত্যুদণ্ড, যাবজ্জীবন কারাদণ্ড বা সাত বছর বা তার বেশি মেয়াদের কারাদণ্ডে দণ্ডযোগ্য অপরাধের মিথ্যা অভিযোগের ভিত্তিতে দায়ের করা হয় তাহলে তাকে উভয়বিধ কারাদণ্ডের যে কোনো এক ধরনের কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হবে, যার মেয়াদ হতে পারে সাত বছর এবং তাকে অর্থদণ্ডেও দণ্ডিত করা হবে।

॥ ধারা ঃ ২১২ ॥ অপরাধীকে আশ্রয়দান [Harbouring offender]—যখন কোনো অপরাধ সম্পাদিত হয়ে গেছে, তখন যে কেউ এমন ব্যক্তিকে যার সম্পর্কে সে জানে বা বিশ্বাস করার কারণ আছে যে সে অপরাধী, আইনতঃ দণ্ড থেকে বাঁচাবার উদ্দেশ্যে আশ্রয় দেবে অথবা লুকিয়ে রাখবে;

যদি অপরাধটি মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডযোগ্য হয়—যদি সেই অপরাধ মৃত্যুদণ্ড যোগ্য হয়

তাহলে তাকে উভয়বিধ কারাদণ্ডের যে কোনো একটি ধরনের কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হবে, যার মেয়াদ হতে পারে অনধিক পাঁচ বছর এবং তাকে অর্থদণ্ডেও দণ্ডিত করা হবে;

যদি অপরাধটি যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে বা কারাদণ্ডে দণ্ডযোগ্য হয়—এবং যদি ঐ অপরাধ যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে বা অনধিক দশ বছরের কারাদণ্ডে দণ্ডযোগ্য হয় তাহলে তাকে উভয়বিধ কারাদণ্ডের কোনো এক ধরনের কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হবে যার মেয়াদ হতে পারে অনধিক তিন বছর এবং তাকে অর্থদণ্ডেও দণ্ডিত করা হবে;

এবং যদি ঐ অপরাধ অনধিক একবছর মেয়াদের কারাদণ্ডে দণ্ডযোগ্য হয় এবং যদি অনধিক দশ বছরের কারাদণ্ডে দণ্ডযোগ্য না হয়, তাহলে তাকে সেই ধরনের কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হবে যা ঐ অপরাধের জন্য নির্ধারিত আছে, তার মেয়াদ ঐ অপরাধের জন্য নির্ধারিত কারাদণ্ডের সর্বাধিক মেয়াদের এক-চতুর্থাংশ পর্যন্ত প্রসারিত হতে পারে অথবা তাকে অর্থদণ্ডে দণ্ডিত করা হবে অথবা তাকে উভয় দণ্ডে দণ্ডিত করা হবে।

এই ধারার **অপরাধ** শব্দটির অর্থের মধ্যে পড়বে ভারতের বাইরে কোনো জায়গায় করা এমন অপরাধ যা, ভারতে যদি করা হতো তাহলে নিম্নলিখিত ধারা সমূহের যে কোনো ধারায় দণ্ডযোগ্য হতো, যথা ৩০২, ৩০৪, ৩৮২, ৩৯২, ৩৯৩, ৩৯৪, ৩৯৫, ৩৯৬, ৩৯৭, ৩৯৮, ৩৯৯, ৪০২, ৪৩৫, ৪৩৬, ৪৪৯, ৪৫০, ৪৫৭, ৪৫৮, ৪৫৯ এবং ৪৬০ এবং এমন প্রত্যেক কাজ এই ধারার প্রয়োজনে এমন ভাবে দণ্ডযোগ্য বলে বিবেচনা করা হবে যেন অভিযুক্ত ব্যক্তি ভাবতে ঐ অপরাধে অপরাধী হয়েছে।

ব্যতিক্রম ঃ এমন কোনো ক্ষেত্রে এই বিধান প্রযোজ্য হবে না যেখানে অপরাধীকে আশ্রয় দেওয়া বা লুকিয়ে রাখা কাজটি তার স্বামী বা স্ত্রী কর্তৃক করা হবে।

উদাহরণ—খ ডাকাতি করেছে তা জেনেও ক তাকে আইনের দণ্ড থেকে বাঁচাবার উদ্দেশ্যে আশ্রয় দিল বা লুকিয়ে রাখল। এখানে খ ডাকাতির অপরাধে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডনীয় হবে এবং ক অনধিক তিন বছর মেয়াদের সশ্রম বা বিনাশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হবে এবং সে অর্থদণ্ডেও দণ্ডিত হবে।

॥ ধারা ঃ ২১৩ ॥ অপরাধীকে দণ্ড থেকে বাঁচাবার জন্য উপহারাদি গ্রহণ [Taking gift, etc. to screen an offender from punishment]—যে কেউ নিজের জন্য বা অন্য কোনো ব্যক্তির জন্য কোনো উৎকোচ অথবা নিজের জন্য বা অন্য কোনো ব্যক্তির জন্য কোনো সম্পত্তির প্রত্যাস্থাপন, কোনো অপরাধ আড়াল করার জন্য অথবা কোনো ব্যক্তিকে কোনো অপরাধের নিমিত্ত আইনতঃ দণ্ড থেকে বাঁচাবার জন্য, অথবা কোনো ব্যক্তির বিরুদ্ধে বৈধ দণ্ড দেওয়াবার উদ্দেশ্যে তার বিরুদ্ধে কার্যকরী করতে যাওয়া কার্যবাহ না করার জন্য, প্রতিদান হিসাবে গ্রহণ করবে, অথবা প্রাপ্ত করার প্রচেষ্টা করবে অথবা গ্রহণ করার জন্য সম্মত হবে;

যদি অপরাধ মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডযোগ্য হয়—যদি ঐ অপরাধ মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডযোগ্য হয় তাহলে তাকে উভয়বিধ কারাদণ্ডের (সশ্রম বা বিনাশ্রম) যে কোনো এক ধরনের কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হবে, যার মেয়াদ হতে পারে অনধিক সাত বছর এবং তাকে অর্থদণ্ডেও দণ্ডিত করা হবে;

যদি যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে বা কারাদণ্ডে দণ্ডযোগ্য হয়—এবং যদি ঐ অপরাধ যাবজ্জীবন কারাদণ্ড বা অনধিক দশ বছরের কারাদণ্ডে দণ্ডযোগ্য হয়, তাহলে তাকে উভয়বিধ কারাদণ্ডের যে কোনো এক ধরনের কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হবে, যার মেয়াদ হতে পারে অনধিক তিন বছর এবং তাকে অর্থদণ্ডেও দণ্ডিত করা হবে;

এবং যদি ঐ অপরাধ দশ বছরের চেয়ে কম মেয়াদের কারাদণ্ডে দণ্ডযোগ্য হয়, তাহলে সে ঐ অপরাধের জন্য নির্ধারিত অপরাধ সদৃশ কারাদণ্ডে দণ্ডিত হবে, যার মেয়াদ হবে ঐ অপরাধের জন্য নির্ধারিত কারাদণ্ডের সর্বাধিক মেয়াদের এক-চতুর্থাংশ কাল অথবা সে অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হবে অথবা সে উভয় দণ্ডেই দণ্ডিত হবে।

॥ ধারা ঃ ২১৪ ॥ অপরাধীকে রক্ষা করার প্রতিদানস্বরূপ উপহার দেওয়ার বা সম্পত্তি উদ্ধার করে দেবার প্রস্তাব দেওয়া [Offering gift or restoration of property in consideration of screening offender]—যে কেউ কোনো ব্যক্তিকে কোনো অপরাধ ঐ ব্যক্তির দ্বারা লুকাবার জন্য অথবা ঐ ব্যক্তি দ্বারা কোনো ব্যক্তিকে কোনো অপরাধ নিমিত্ত বৈধ দণ্ড থেকে রক্ষা করার উদ্দেশ্যে অথবা ঐ ব্যক্তি দ্বারা কোনো ব্যক্তিকে বৈধ দণ্ড দেওয়াবার প্রয়োজনে তার বিরুদ্ধে কার্যকর হতে যাওয়া কার্যবাহ না করার জন্য প্রতিদানস্বরূপ কোনো উৎকোচ দেবে বা দেওয়াবে অথবা দেওয়ার বা দেওয়াবার প্রস্তাব বা স্বীকৃতি দেবে অথবা কোনো সম্পত্তি উদ্ধার করে দেবে বা করিয়ে দেবে;

যদি অপরাধ মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডযোগ্য হয়—যদি ঐ অপরাধ মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডযোগ্য হয় তাহলে তাকে উভয়বিধ কারাদণ্ডের কোনো এক ধরনের কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হবে, যার অবধি হতে পারে অনধিক সাত বছর এবং তাকে অর্থদণ্ডেও দণ্ডিত করা হবে;

যদি অপরাধ যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে বা কারাদণ্ডে দণ্ডযোগ্য হয়—এবং যদি ঐ অপরাধ যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে অথবা অনধিক দশ বছর মেয়াদের কারাদণ্ডে দণ্ডযোগ্য হয়, তাহলে তাকে উভয়বিধ কারাদণ্ডের কোনো এক ধরনের কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হবে, যার মেয়াদ হতে পারে অনধিক তিন বছর এবং তাকে অর্থদণ্ডেও দণ্ডিত করা হবে;

এবং যদি ঐ অপরাধ দশ বছরের চেয়ে কম মেয়াদের কারাদণ্ডে দণ্ডযোগ্য হয়, তাহলে সে ঐ অপরাধের জন্য নির্ধারিত অপরাধ সদৃশ কারাদণ্ডে দণ্ডিত হবে, যার মেয়াদ হবে ঐ অপরাধের জন্য নির্ধারিত কারাদণ্ডের সর্বাধিক মেয়াদের এক-চতুর্থাংশ কাল অথবা সে অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হবে, অথবা সে উভয়দণ্ডে দণ্ডিত হবে।

ব্যতিক্রম ঃ যে ক্ষেত্রে অপরাধের আপোষ মীমাংসা বিধিসম্মত ভাবে করা যেতে পারে তেমন ক্ষেত্রে ২১৩ ধারা ও ২১৪ ধারায় বিধৃত বিধানসমূহ প্রযোজ্য হবে না।

॥ ধারা ঃ ২১৫ ॥ চুরি যাওয়া সম্পত্তি, ইত্যাদি ফিরিয়ে আনার ব্যাপারে সাহায্য করার জন্য উপহার নেওয়া [Taking gift to help to recover stolen property, etc.]—যে কেউ কোনো ব্যক্তির এমন কোনো অস্থাবর সম্পত্তি ফিরিয়ে আনাতে, যা (যে সম্পত্তি) থেকে এই সংহিতার অধীন দণ্ডনীয় কোনো অপরাধ দ্বারা সেই ব্যক্তিকে বঞ্চিত করা হয়েছে, সাহায্য করার অজুহাতে বা সাহায্য করার জন্য কোনো উৎকোচ নেবে বা নিতে স্বীকৃত হবে অথবা নেওয়ার জন্য রাজি হবে, যদি না সে তার ক্ষমতা মধ্যস্থ সমস্ত উপায় অপরাধীকে গ্রেপ্তার করাবার জন্য এবং অপরাধের জন্য দোষী

সাব্যস্ত করাবার জন্য ব্যবহার না করে, তাকে উভয়বিধ কারাদণ্ডের যে কোনো একটি ধরনের কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হবে, যার মেয়াদ হতে পারে অনধিক দু'বছর, অথবা অর্থদণ্ডে দণ্ডিত করা হবে অথবা তাকে উভয়দণ্ডে দণ্ডিত করা হবে।

॥ ধারা ঃ ২১৬ ॥ কারা প্রহরা থেকে পালিয়েছে বা গ্রেপ্তারের আদেশ দেওয়া হয়েছে এমন অপরাধীকে আশ্রয় দান [Harbouring offender who has escaped from custody or whose apprehension has been ordered]—যখন কোনো অপরাধের জন্য দোষী সাব্যস্ত বা অভিযুক্ত ব্যক্তি ঐ অপরাধের জন্য বৈধ প্রহরাতে থাকাকালীন এহেন কারা প্রহরা থেকে পালিয়ে যায়;

অথবা যখন কোনো রাজভৃত্য এমন রাজভৃত্যের বিধিসম্মত ক্ষমতা প্রয়োগ করে কোনো অপরাধ নিমিত্ত কোনো অপরাধীকে গ্রেপ্তারের আদেশ দেন, তখন যে কেউ এমন পালিয়ে যাওয়া বা গ্রেপ্তারের আদেশের খবর জেনেও সেই ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার হওয়া এড়ানোর উদ্দেশ্যে তাকে আশ্রয় দেয় বা লুকিয়ে রাখে, তাকে নিম্নলিখিত প্রকারে দণ্ডিত করা হবে, অর্থাৎ—

যদি অপরাধ মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডযোগ্য হয়—যে অপরাধের জন্য ঐ ব্যক্তি কারা-প্রহরাতে ছিল বা গ্রেপ্তার হওয়ার জন্য আদেশিত হয়েছে, ঐ অপরাধটি যদি মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডযোগ্য হয় তাহলে সে উভয়বিধ কারাদণ্ডের কোনো এক ধরনের কারাদণ্ডে দণ্ডিত হবে, যার মেয়াদ হতে পারে অনধিক সাত বছর এবং সে অর্থদণ্ডেও দণ্ডিত হবে;

যদি অপরাধ যাবজ্জীবন কারাদণ্ড বা কারাদণ্ডে দণ্ডযোগ্য হয়—যদি ঐ অপরাধটি যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে অথবা দশ বছরের জন্য কারাদণ্ডে দণ্ডযোগ্য হয় তাহলে সে উভয়বিধ কারাদণ্ডের যে কোনো একটি ধরনের কারাদণ্ডে দণ্ডিত হবে, যার মেয়াদ হতে পারে অনধিক তিন বছর, তা অর্থসহও হতে পারে, অর্থদণ্ড ছাড়াও হতে পারে।

এবং যদি ঐ অপরাধ এমন কারাদণ্ডে দণ্ডযোগ্য হয়, যার মেয়াদ অনধিক এক বছরের, অনধিক দশ বছরের নয়, তাহলে সে ঐ অপরাধের জন্য নির্ধারিত অপরাধ সদৃশ কারাদণ্ডে দণ্ডিত হবে, যার মেয়াদ হতে পারে ঐ অপরাধের জন্য নির্ধারিত কারাদণ্ডের সর্বাধিক মেয়াদের এক-চতুর্থাংশ অথবা সে অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হবে অথবা সে উভয়দণ্ডে দণ্ডিত হবে।

এই ধারার **অপরাধ** শব্দের অর্থের অন্তর্গত এমন যে কোনো কাজ বা কাজ থেকে বিরতিও বুঝাবে, যার অভিযোগে কোনো ব্যক্তি অভিযুক্ত হয়ে ভারতের বাইরে অপরাধী হয়, যদি সে ভারতে ঐ অপরাধে অপরাধী হতো তাহলে অপরাধ হিসাবে দণ্ডযোগ্য হতো, এবং যার জন্য সে বিচারের জন্য বা দণ্ডদানের জন্য বিদেশি সরকারের হাতে সঁপে দেওয়া সংক্রান্ত যে কোনো আইন মোতাবেক বা অন্য কোনোভাবে ভারতে গ্রেপ্তার করার বা কারা-প্রহরাতে আটক করার যোগ্য হতো এবং এইরকম প্রত্যেক কাজ বা কাজ করা থেকে বিরতি, এই ধারার প্রয়োজনে এমন ভাবে দণ্ডযোগ্য বলে গণ্য হবে যেন অভিযুক্ত ব্যক্তি ভারতে ঐ অপরাধে অপরাধী হয়েছে।

ব্যতিক্রম ঃ যে ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করা হবে তার স্বামী বা স্ত্রী কর্তৃক ঐ রকম আশ্রয়দান করা হলে বা লুকিয়ে রাখা হলে, সেক্ষেত্রে এই বিধান প্রযোজ্য হবে না।

॥ ধারা ঃ ২১৬-এ ॥ দস্যু বা ডাকাতকে আশ্রয় দেওয়ার শাস্তি [Penalty for harbouring robbers or decoits]—যে কেউ, কোনো ব্যক্তিরা দস্যুতা বা ডাকাতি

করতে উদ্যত হয়েছে অথবা সম্প্রতি দস্যুতা বা ডাকাতি করেছে, তা জেনেও বা তা বিশ্বাস করার কারণ থাকা সত্ত্বেও তাদেরকে বা তাদের ভেতরের কোনো একজনকে, এহেন দস্যুতা বা ডাকাতি করাতে সুবিধা সৃষ্টি করার জন্য অথবা তাদেরকে বা তাদের ভেতরের যে কোনো একজনকে দণ্ড থেকে আড়াল করার উদ্দেশ্যে আশ্রয় দেবে, তাকে অনধিক সাত বছরের সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হবে এবং তাকে অর্থদণ্ডেও দণ্ডিত করা হবে।

স্পষ্টীকরণ—এই ধারার প্রয়োজনার্থে এটা বিবেচ্য নয় যে দস্যুতা বা ডাকাতি ভারতে করার জন্য উদ্দীষ্ট হয়েছে বা করা হয়েছে নাকি ভারতের বাইরে।

ব্যতিক্রম ঃ এই ধারার বিধান অপরাধীর স্বামী বা স্ত্রী কর্তৃক আশ্রয়দান বা আড়াল করার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে না।

॥ ধারা ঃ ২১৬-বি ॥ নিরসিত।

॥ ধারা ঃ ২১৭ ॥ রাজভৃত্য কর্তৃক কোনো ব্যক্তিকে দণ্ড থেকে বা কোনো সম্পত্তিকে বাজেয়াপ্ত হওয়া থেকে বাঁচাবার উদ্দেশ্যে আইনের নির্দেশ অমান্য করা [Public servant disobeying direction of law with intention to save person from punishment or property from forfeiture]—যে কেউ একজন রাজভৃত্য হয়ে কোনো ব্যক্তিকে আইনের দণ্ড থেকে বাঁচাবার উদ্দেশ্যে বা সম্ভবতঃ তেমন করতে পারবে জেনে অথবা কোনো ব্যক্তির যেমন দণ্ড পাওয়ার কথা তা থেকে কম দণ্ড পাওয়ার সুযোগ সৃষ্টি করে দেবার উদ্দেশ্যে অথবা কোনো সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত হওয়া থেকে বা অন্য কোনো রকম আইনানুগ দায়বদ্ধ হওয়া থেকে বাঁচাবার উদ্দেশ্যে অথবা সম্ভবতঃ সে এমনটা করতে পারবে তা জেনে, লোকসেবক হিসাবে তার যেভাবে নিজের কাজ পরিচালনা করা দরকার সে সম্পর্কে আইনের কোনো নির্দেশ জেনেশুনে অমান্য করলে তাকে উভয়বিধ কারাদণ্ডের যে কোনো এক ধরনের কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হবে, যার মেয়াদ হতে পারে অনধিক দু'বছর অথবা অর্থদণ্ডে দণ্ডিত করা হবে অথবা তাকে উভয় দণ্ডে দণ্ডিত করা হবে।

॥ ধারা ঃ ২১৮ ॥ কোনো ব্যক্তিকে দণ্ড থেকে বা কোনো সম্পত্তিকে বাজেয়াপ্ত হওয়া থেকে বাঁচাবার উদ্দেশ্যে রাজভৃত্য কর্তৃক অসত্য নথি বা লিখন প্রস্তুত [Public servant framing incorrect record or writing with intent to save person from punishment or property from forfeiture]—যে কেউ রাজভৃত্য হয়ে এবং এমন রাজভৃত্য হিসাবে নথি বা লিখন তৈরি করার জন্য ভারপ্রাপ্ত হয়ে জনসাধারণের অথবা কোনো ব্যক্তির লোকসান বা ক্ষতিসাধন করার উদ্দেশ্যে অথবা সম্ভবতঃ তার দ্বারা এমন সাধিত হবে তা জেনে অথবা কোনো ব্যক্তিকে আইনের দণ্ড থেকে বাঁচাবার উদ্দেশ্যে বা তার দ্বারা বাঁচার সম্ভাবনা আছে তা জেনে অথবা কোনো সম্পত্তি এমন বাজেয়াপ্ত বা অন্যবিধ আইনানুগ দায়বদ্ধ হওয়া থেকে বাঁচাবার উদ্দেশ্যে অথবা সম্ভবতঃ তদ্‌দ্বারা বাঁচানো যাবে তা জেনে সেইরকম নথি বা লিখন ভ্রান্ত জেনেও প্রস্তুত করবে তাকে উভয়বিধ কারাদণ্ডের কোনো এক ধরনের কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হবে, যার মেয়াদ হতে পারে অনধিক তিন বছর অথবা তাকে অর্থদণ্ডে দণ্ডিত করা হবে অথবা তাকে উভয় দণ্ডে দণ্ডিত করা হবে।

॥ ধারা ঃ ২১৯ ॥ ন্যায়িক কার্যবাহে রাজভৃত্য কর্তৃক আইনের পরিপন্থী প্রতিবেদন ইত্যাদি ভ্রষ্টতাপূর্বক (দুর্নীতি করে) প্রণয়ন [Public servant in judicial proceeding corruptly making report, etc. contrary to law]—যে কেউ রাজভৃত্য হয়ে ন্যায়িক কার্যবাহের কোনো পর্যায়ে কোনো প্রতিবেদন আদেশ, রায় বা সিদ্ধান্ত প্রণয়ন, যা আইনের পরিপন্থী বলে সে জানে, ভ্রষ্টতাপূর্বক বা বিদ্বেষপূর্বক দেবে বা ঘোষণা করবে তাকে উভয়বিধ কারাদণ্ডের কোনো এক ধরনের কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হবে, যার মেয়াদ হতে পারে অনধিক সাত বছর অথবা অর্থদণ্ডে দণ্ডিত করা হবে অথবা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত করা হবে।

॥ ধারা ঃ ২২০ ॥ আইনের পরিপন্থী কাজ করছেন জেনেও প্রাধিকার প্রাপ্ত ব্যক্তি দ্বারা বিচারার্থ বা গ্রেপ্তারার্থ সোপর্দকরণ [Commitment for trial or confinement by person having authority who knows that he is acting contrary to law]—কোনো ব্যক্তিকে বিচারার্থ বা গ্রেপ্তারার্থ সোপর্দ করার অথবা কোনো ব্যক্তি গ্রেপ্তার করে রাখার বৈধ প্রাধিকার থাকে এমন পদে আসীন থেকে যে কেউ আইনের পরিপন্থী কাজ করছে জেনেও ভ্রষ্টতাপূর্বক বা বিদ্বেষপূর্বক ঐ প্রাধিকার প্রয়োগ করে কোনো ব্যক্তিকে বিচারার্থ বা গ্রেপ্তারার্থ সোপর্দ করবে অথবা গ্রেপ্তার করে রাখবে, তাকে উভয়বিধ কারাদণ্ডের যে কোনো এক ধরনের কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হবে যার মেয়াদ হতে পারে অনধিক সাত বছর অথবা অর্থদণ্ডে দণ্ডিত করা হবে অথবা তাকে উভয় দণ্ডে দণ্ডিত করা হবে।

॥ ধারা ঃ ২২১ ॥ গ্রেপ্তার করার জন্য রাজভৃত্য বাধ্য হয়েও স্বেচ্ছাকৃত ভাবে গ্রেপ্তার করা থেকে বিরত থাকা [Intentional omission to apprehend on the part of public servant bound to apprehend]—যে কেউ এমন রাজভৃত্য হয়ে, যে কোনো অপরাধের জন্য অভিযুক্ত বা গ্রেপ্তার করার দায়িত্বের অধীন কোনো ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করার বা গ্রেপ্তার করে রাখার জন্য একজন রাজভৃত্য হিসাবে আইনতঃ বাধ্য হয়ে ঐ ব্যক্তিকে ইচ্ছাকৃত ভাবে গ্রেপ্তার করা থেকে বিরত থাকবেন অথবা ইচ্ছাকৃত ভাবে ঐ রকম গ্রেপ্তার থেকে ঐ ব্যক্তিকে পালিয়ে যেতে দেবেন, অথবা ইচ্ছাকৃত ভাবে ঐ রকম গ্রেপ্তার হয়ে থাকা ঐ ব্যক্তিকে পালিয়ে যেতে বা পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টায় সাহায্য করবেন তাকে নিম্নলিখিত প্রকারে দণ্ডিত করা হবে, অর্থাৎ

যদি গ্রেপ্তারকৃত ব্যক্তি বা যে ব্যক্তি গ্রেপ্তার হওয়ার যোগ্য সে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডযোগ্য অপরাধের জন্য অভিযুক্ত হয় বা গ্রেপ্তার হওয়ার দায়িত্বের অধীন হয়, তাহলে তাকে উভয়বিধ কারাদণ্ডের যে কোনো একটি ধরনের কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হবে, যার মেয়াদ হতে পারে অনধিক সাত বছর—অর্থদণ্ড সহ বা অর্থদণ্ড ছাড়া; অথবা যদি গ্রেপ্তারকৃত (আটক থাকা) ব্যক্তি বা যে ব্যক্তি গ্রেপ্তার হওয়ার যোগ্য, সে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড বা অনধিক দশ বছর মেয়াদের কারাদণ্ডে দণ্ডযোগ্য অপরাধে অভিযুক্ত হয় বা গ্রেপ্তার হওয়ার দায়িত্বের অধীন হয়, তাহলে তাকে উভয়বিধ কারাদণ্ডের কোনো এক ধরনের কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হবে, যার মেয়াদ হতে পারে অনধিক তিন বছর—অর্থদণ্ড সহ বা অর্থদণ্ড ছাড়া, অথবা

যদি গ্রেপ্তারকৃত ব্যক্তি অথবা যে ব্যক্তি গ্রেপ্তার হওয়ার যোগ্য সে দশ বছরের

কম মেয়াদের জন্য কারাদণ্ডে দণ্ডযোগ্য অপরাধে অভিযুক্ত হয় অথবা গ্রেপ্তার হওয়ার দায়িত্বের অধীন হয় তাহলে তাকে উভয়বিধ কারাদণ্ডের কোনো এক ধরনের কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হবে, তার মেয়াদ হতে পারে অনধিক দু'বছর অথবা তাকে অর্থদণ্ডে দণ্ডিত করা হবে অথবা তাকে উভয় দণ্ডে দণ্ডিত করা হবে।

॥ ধারা ঃ ২২২ ॥ গ্রেপ্তার করতে বাধ্য কোনো রাজভৃত্য ইচ্ছাকৃত ভাবে দণ্ডাদেশপ্রাপ্ত বা আইনানুগ সোপর্দকৃত ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করা থেকে বিরত থাকা [Intentional omission to apprehend on the part of public servant bound to apprehend person under sentence or lawfully committed]—যে কেউ এমন রাজভৃত্য হয়ে, যে কোনো অপরাধের জন্য আদালতের দণ্ডাদেশের অধীন বা হাজতে রাখার জন্য আইনানুগ সোপর্দকৃত কোনো ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করতে বা গ্রেপ্তার করে রাখতে এইরকম রাজভৃত্য হিসাবে আইনতঃ বাধ্য, এমন ব্যক্তিকে ইচ্ছাকৃত ভাবে গ্রেপ্তার করা থেকে বিরত থাকবে বা ইচ্ছাকৃত ভাবে ঐ রকম গ্রেপ্তার থেকে ঐ ব্যক্তিকে পালিয়ে যেতে দেবে অথবা ইচ্ছাকৃত ভাবে ঐ রকম গ্রেপ্তার হয়ে থাকা ঐ ব্যক্তিকে পালিয়ে যেতে বা পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টায় সাহায্য করবে তাকে নিম্নলিখিত প্রকারে দণ্ডিত করা হবে, যথা—

যদি গ্রেপ্তারকৃত ব্যক্তি বা যে ব্যক্তি গ্রেপ্তার হওয়ার যোগ্য সে মৃত্যু দণ্ডাদেশের অধীন হয় (অর্থাৎ মৃত্যুদণ্ডাদেশ প্রাপ্ত হয়) তাহলে তাকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে অথবা উভয়বিধ কারাদণ্ডের কোনো এক ধরনের কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হবে, যার মেয়াদ হতে পারে অনধিক চোদ্দ বছর, অর্থদণ্ড সহ বা অর্থদণ্ড ছাড়া, অথবা

যদি গ্রেপ্তারকৃত ব্যক্তি অথবা যে ব্যক্তি গ্রেপ্তার হওয়ার যোগ্য সে আদালতের দণ্ডাদেশে অথবা এমন দণ্ডাদেশের লঘুকরণের ভিত্তিতে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে অথবা দশ বছর বা তার বেশি মেয়াদের জন্য কারাদণ্ডে দণ্ডিত হয়, তাহলে তাকে উভয়বিধ কারাদণ্ডের কোনো এক ধরনের কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হবে, যার মেয়াদ হতে পারে অনধিক সাত বছর, অর্থদণ্ড সহ বা অর্থদণ্ড ছাড়া, অথবা

যদি গ্রেপ্তারকৃত ব্যক্তি বা যে ব্যক্তি গ্রেপ্তার হওয়ার যোগ্য, সে আদালতের দণ্ডাদেশে দশ বছরের কম মেয়াদের জন্য কারাদণ্ডে দণ্ডিত হয়, অথবা যদি ঐ ব্যক্তি হাজতে (কারা-প্রহরা) রাখার জন্য আইনানুগ সোপর্দ হয়, তাহলে তাকে উভয়বিধ কারাদণ্ডের যে কোনো একটি ধরনের কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হবে, যার মেয়াদ হতে পারে অনধিক সাত বছর, অথবা তাকে অর্থদণ্ডে দণ্ডিত করা হবে অথবা তাকে উভয়দণ্ডে দণ্ডিত করা হবে।

॥ ধারা ঃ ২২৩ ॥ রাজভৃত্য দ্বারা অবহেলা করে কারাবরোধ বা হাজত থেকে পালানো বরদাস্ত করা [Escape from confinement or castody negligently suffered by public servant]—যে কেউ এমন রাজভৃত্য হয়ে, যে কোনো অপরাধের জন্য অভিযুক্ত বা দোষী সাব্যস্ত বা হাজতে রাখার জন্য আইনানুগ সোপর্দকৃত কোনো ব্যক্তিকে কারাবরোধে রাখার জন্য এহেন রাজভৃত্য হিসাবে আইনতঃ বাধ্য, এমন ব্যক্তির কারাবরোধ থেকে পালানো অবহেলা বশতঃ বরদাস্ত করবে তাকে অনধিক দু'বছরেব বিনাশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হবে অথবা তাকে অর্থদণ্ডে দণ্ডিত কবা হবে অথবা তাকে উভয় দণ্ডে দণ্ডিত করা হবে।

॥ ধারা ঃ ২২৪ ॥ কোনো ব্যক্তির আইনানুগ গ্রেপ্তারে সেই ব্যক্তি কর্তৃক প্রতিরোধ করা বা বাধাদান [Resistance or obstruction by a person to his lawful apprehension]—যে কেউ, এমন কোনো অপরাধের জন্য, যা তার ওপর আরোপিত হয়েছে, অথবা যার জন্য তাকে দোষী সাব্যস্ত করা হয়েছে, নিজের আইনানুগ গ্রেপ্তারে ইচ্ছাকৃত ভাবে প্রতিরোধ করবে অথবা অবৈধ ভাবে বাধা দান করবে, বা কোনো হাজত থেকে, যেখানে সে এরকম কোনো আইনানুগ আটক আছে, পালাবে বা পালাবার চেষ্টা করবে, তাকে উভয়বিধ কারাদণ্ডের কোনো এক ধরনের কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হবে, যার মেয়াদ হতে পারে অনধিক দু'বছর, অথবা তাকে অর্থদণ্ডে দণ্ডিত করা হবে, অথবা তাকে উভয় দণ্ডে দণ্ডিত করা হবে।

স্পষ্টীকরণ—এই ধারায় বিধিত দণ্ড হলো সেই দণ্ডের অতিরিক্ত, যাতে ঐ ব্যক্তি, যাকে গ্রেপ্তার করা হবে অথবা হাজতে আটক রাখা হবে, ঐ অপরাধের জন্য দণ্ডযোগ্য ছিল যে অপরাধে তাকে অভিযুক্ত করা হয়েছিল, অথবা যার জন্য তাকে দোষী সাব্যস্ত করা হয়েছিল।

ব্যাখ্যা—যে অপরাধের জন্য ঐ ব্যক্তি আইনসম্মত ভাবে গ্রেপ্তার হচ্ছিল বা আটক হচ্ছিল, সেই অপরাধের যে দণ্ড এই ধারায় বলা দণ্ড সেই দণ্ডের অতিরিক্ত দণ্ড হবে।

॥ ধারা ঃ ২২৫ ॥ অন্য কোনো ব্যক্তির আইনানুগ গ্রেপ্তারে প্রতিরোধ করা বা বাধাদান [Resistance or obstruction to lawful apprehension of another person]—যে কেউ কোনো অপরাধের জন্য অন্য কোনো ব্যক্তির আইনানুগ গ্রেপ্তারে ইচ্ছাকৃত ভাবে প্রতিরোধ করবে অথবা অবৈধ বাধাদান করবে অথবা কোনো অন্য ব্যক্তিকে এমন কোনো হাজত থেকে, যেখানে সেই ব্যক্তি বিধিসম্মত ভাবে আটক আছে, ইচ্ছাকৃত ভাবে মুক্ত করবে অথবা মুক্ত করার চেষ্টা করবে তাকে উভয়বিধ কারাদণ্ডের কোনো এক ধরনের কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হবে, যার মেয়াদ হতে পারে অনধিক দু'বছর অথবা তাকে অর্থদণ্ডে দণ্ডিত করা হবে, অথবা তাকে উভয় দণ্ডে দণ্ডিত করা হবে;

অথবা যদি সেই ব্যক্তির বিরুদ্ধে, যাকে গ্রেপ্তার করা হবে, অথবা যাকে মুক্ত করা হয়েছে, অথবা যাকে মুক্ত করার চেষ্টা করা হয়েছে, যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে বা অনধিক দশ বছরের কারাদণ্ডে দণ্ডযোগ্য অপরাধের অভিযোগ থাকে বা যে ঐ অপরাধের জন্য গ্রেপ্তারের যোগ্য হয়, তাহলে তাকে উভয়বিধ কারাদণ্ডের কোনো এক ধরনের কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হবে, যার মেয়াদ হতে পারে অনধিক তিন বছর এবং অর্থদণ্ডেও দণ্ডিত করা হবে;

অথবা যদি সেই ব্যক্তির বিরুদ্ধে, যাকে গ্রেপ্তার করা হবে, বা যাকে মুক্ত করা হয়েছে, অথবা যাকে মুক্ত করার চেষ্টা করা হয়েছে, মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডযোগ্য অপরাধের অভিযোগ থাকে অথবা যে ঐ অপরাধের জন্য গ্রেপ্তারের যোগ্য হয়, তাহলে তাকে উভয়বিধ কারাদণ্ডের কোনো এক ধরনের কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হবে, যার মেয়াদ হতে পারে অনধিক সাত বছর এবং তাকে অর্থদণ্ডেও দণ্ডিত করা হবে;

অথবা যদি সেই ব্যক্তি, যাকে গ্রেপ্তার করা হবে বা যাকে মুক্ত করা হয়েছে, অথবা যাকে মুক্ত করার (ছাড়াবার) চেষ্টা করা হয়েছে, কোনো আদালতের দণ্ডাদেশের অধীন বা সে এহেন দণ্ডাদেশের লঘুকরণের ভিত্তিতে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে অথবা দশ

বছর বা তার বেশি মেয়াদের কারাদণ্ডে দণ্ডযোগ্য হয়, তাহলে তাকে উভয়বিধ কারাদণ্ডের কোনো এক ধরনের কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হবে, যার মেয়াদ হতে পারে অনধিক সাত বছর এবং তাকে অর্থদণ্ডেও দণ্ডিত করা হবে;

অথবা যদি সেই ব্যক্তি, যাকে গ্রেপ্তার করা হবে, বা যাকে মুক্ত করা হয়েছে, অথবা যাকে মুক্ত করার চেষ্টা করা হয়েছে, মৃত্যু দণ্ডাদেশের অধীন হয়, তাহলে তাকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে অথবা উভয়বিধ কারাদণ্ডের কোনো এক ধরনের কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হবে, যার মেয়াদ হবে অনধিক দশ বছর এবং তাকে অর্থদণ্ডেও দণ্ডিত করা হবে।

॥ ধারা ঃ ২২৫-এ ॥ যে সব ক্ষেত্রে অন্যভাবে কোনো বিধান দেওয়া নাই তেমন সব ক্ষেত্রে রাজভৃত্য কর্তৃক গ্রেপ্তার থেকে বিরত থাকা বা পালানো বরদাস্ত করা [Omission to apprehend, or sufferance of escape on part of public servant, in cases not otherwise provided for]—যে কেউ এমন রাজভৃত্য হয়ে, যে কোনো ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করতে বা কারাবরোধ রাখার জন্য রাজভৃত্য হিসাবে বিধিসম্মত ভাবে বাধ্য হয়ে, ঐ ব্যক্তিকে এমন কোনো ক্ষেত্রে, যার জন্য ২২১ বা ২২২ বা ২২৩ ধারা অথবা তৎকালে বলবৎ কোনো অন্য আইনে বিধিত নাই, গ্রেপ্তার থেকে বিরত থাকবে অথবা কারাবরোধ থেকে পালানো বরদাস্ত করবে—

(ক) যদি সে তা উদ্দেশ্য প্রণোদিত হয়ে করে তাহলে তাকে উভয়বিধ কারাদণ্ডের কোনো এক ধরনের কারাদণ্ডে, যার মেয়াদ হতে পারে অনধিক তিন বছর অথবা তাকে অর্থদণ্ডে, অথবা উভয় দণ্ডে, এবং

(খ) যদি সে তা উপেক্ষাপূর্বক করে তাহলে তাকে অনধিক দু'বছরের বিনাশ্রম কারাদণ্ডে বা অর্থদণ্ডে বা তাকে উভয় দণ্ডে দণ্ডিত করা হবে।

॥ ধারা ঃ ২২৫-বি ॥ যে সব ক্ষেত্রে অন্যভাবে কোনো বিধান দেওয়া নাই, তেমন সব ক্ষেত্রে বিধিসম্মত গ্রেপ্তারে প্রতিরোধ বা বাধাদান বা পালানো বা মুক্ত করা (উদ্ধার করা) [Resistance or obstruction to lawful apprehension, or escape or rescue in cases not otherwise provided for]—যে কেউ তার নিজের বা অন্য ব্যক্তির আইনানুগ গ্রেপ্তারে উদ্দেশ্য প্রণোদিত ভাবে প্রতিরোধ করবে বা অবৈধ ভাবে বাধা দান করবে অথবা বিধিসম্মত ভাবে আটক আছে এমন হাজত থেকে বেরিয়ে পালাবে বা পালাবার চেষ্টা করবে অথবা বিধিসম্মত ভাবে আটকে আছে এমন হাজত থেকে অন্য কোনো ব্যক্তিকে উদ্ধার করবে বা উদ্ধারের চেষ্টা করবে, তাকে এমন কোনো ক্ষেত্রে, যার জন্য ২২৪ বা ২২৫ ধারা অথবা তৎকালে বলবৎ অন্য কোনো আইনে বিধিত নাই, উভয়বিধ কারাদণ্ডের কোনো এক ধরনের কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হবে, যার মেয়াদ হতে পারে অনধিক ছ'মাস অথবা অর্থদণ্ডে দণ্ডিত করা হবে, অথবা তাকে উভয় দণ্ডে দণ্ডিত করা হবে।

॥ ধারা ঃ ২২৬ ॥ নিরসিত

॥ ধারা ঃ ২২৭ ॥ দণ্ড কমানোর শর্ত লঙ্ঘন [Violation of condition of remission of punishment]—যে কেউ শর্তাধীন দণ্ডহ্রাস মেনে নিয়ে ইচ্ছাকৃত ভাবে এমন কোনো শর্ত লঙ্ঘন করে যার ভিত্তিতে দণ্ডহ্রাস করা হয়েছিল, প্রথমে যে দণ্ডে সে দণ্ডিত হয়েছিল সেই মূল দণ্ডেই দণ্ডিত হবে যদি না ঐ দণ্ডের কোনো অংশ

ইতিমধ্যে সে ভোগ করে থাকে এবং যদি ঐ (মূল) দণ্ডের কোনো অংশ সে ইতিমধ্যেই ভোগ করে থাকে তাহলে উক্ত দণ্ডের যে অংশ সে ইতিমধ্যে ভোগ করেনি সেই অংশ ভোগ করবে।

॥ ধারা ঃ ২২৮ ॥ ন্যায়িক কার্যবাহে কর্তব্যরত কোনো রাজভৃত্যকে স্বেচ্ছাকৃত ভাবে অপমান বা তার কাজে বাধাদান [Intentional insult or interruption to public servant sitting in judicial proceeding]—যে কেউ, কোনো রাজভৃত্যকে সেই সময়ে, যখন এমন রাজভৃত্য তার ন্যায়িক কার্যবাহের কোনো পর্যায়ে কর্মরত আছে, ইচ্ছাকৃত ভাবে কোনো অপমান করবে বা তার কাজে কোনো বাধাদান করবে, তাকে বিনাশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হবে, যার মেয়াদ হতে পারে অনধিক ছ'মাস অথবা এক হাজার টাকা অর্থদণ্ডে দণ্ডিত করা হবে অথবা তাকে উভয় দণ্ডে দণ্ডিত করা হবে।

॥ ধারা ঃ ২২৮-এ ॥ বিশেষ কিছু অপরাধ, ইত্যাদিতে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তির পরিচয় প্রকাশ [Disclosure of identity of the victim of certain offences, etc.]–(1) যে কেউ কোনো নাম বা অন্য বিষয় মুদ্রিত বা প্রকাশিত করবে, যাতে কোনো এমন ব্যক্তির (যাকে এই ধারায় এর পরে পীড়িত ব্যক্তি বলে উল্লেখ করা হয়েছে) পরিচয় প্রকাশিত হতে পারে, যার বিরুদ্ধে ধারা ৩৭৬, ৩৭৬-এ, ৩৭৬-বি, ৩৭৬-সি, ৩৭৬-ডি-এর অধীন কোনো অপরাধ সম্পাদনের অভিযোগ আনা হয়েছে অথবা সেই রকম অপরাধ সম্পাদিত হয়েছে বলে বুঝা গেছে, তাকে উভয়বিধ কারাদণ্ডের কোনো এক ধরনের কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হবে, যার মেয়াদ হতে পারে অনধিক দু'বছর এবং তাকে অর্থদণ্ডেও দণ্ডিত করা হবে।

(2) উপধারা (১)-এর কোনো কিছু, এমন কোনো নাম বা এমন অন্য বিষয়ের মুদ্রণ বা প্রকাশনার ক্ষেত্রে, যদি তদ্দ্বারা নিপীড়িত ব্যক্তির পরিচয় প্রকাশিত হয়, প্রসারিত হয় না যখন এমন মুদ্রণ বা প্রকাশন—

(ক) কোনো পুলিশ থানার ভারপ্রাপ্ত অফিসার বা এমন কোনো অপরাধ অন্বেষক পুলিশ অফিসার, যিনি এমন অন্বেষণের প্রয়োজনের জন্য সৎ ভাবনাপূর্বক কাজ করেন, দ্বারা বা তার লিখিত আদেশের অধীনে কৃত হয়, অথবা

(খ) নিপীড়িত ব্যক্তি দ্বারা বা তার লিখিত প্রাধিকার দ্বারা কৃত হয়; বা

(গ) যেক্ষেত্রে নিপীড়িত ব্যক্তির মৃত্যু হয়েছে অথবা সে নাবালক বা মানসিক বিকারগ্রস্ত, সেক্ষেত্রে নিপীড়িত ব্যক্তির নিকটাত্মীয় দ্বারা বা তার লিখিত প্রাধিকার দ্বারা কৃত হয়ঃ

প্রকাশ থাকে যে, নিকটাত্মীয় দ্বারা এমন কোনো প্রাধিকার, স্বীকৃতি প্রাপ্ত কোনো কল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠান বা সংগঠনের চেয়ারম্যান বা সেক্রেটারি যে নামেই তারা অভিহিত হোক না কেন অন্য কোনো ব্যক্তি দ্বারা প্রদত্ত হবে না।

স্পষ্টীকরণ—এই উপধারার প্রয়োজনে **স্বীকৃতি প্রাপ্ত কল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠান বা সংগঠন** বলতে কেন্দ্রীয় বা রাজ্য সরকাব কর্তৃক স্বীকৃত সমাজকল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠান বা সংগঠনকে বুঝায়।

(3) যে কেউ উপধারা (১)-এ নির্দিষ্ট কোনো অপরাধের প্রেক্ষিতে কোনো আদালতের সম্মুখে কোনো কার্যবাহ সম্পর্কে কোনো কিছু, সেই আদালতের

পূর্বানুমতি ব্যতিরেকে মুদ্রিত বা প্রকাশিত করবে, তাকে উভয়বিধ কারাদণ্ডের কোনো এক ধরনের কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হবে, যার মেয়াদ হতে পারে অনধিক দু'বছর এবং তাকে অর্থদণ্ডেও দণ্ডিত করা হবে।

স্পষ্টীকরণ—কোনো উচ্চ আদালত (হাইকোর্ট) বা উচ্চতম আদালতের (সুপ্রিমকোর্টের) মুদ্রণ বা প্রকাশন এই ধারার অর্থের মধ্যে অপরাধের শ্রেণীতে পড়বে না।

॥ ধারা ঃ ২২৯ ॥ জুরি বা নির্ধারকের ভান করা [Personation of a juror or assessor]—যে কেউ ইচ্ছাকৃত ভাবে কোনো মামলায় ছদ্মবেশ ধারণ করে (কারো চরিত্র বা আকৃতি নকল করে বা ভান করে) বা অন্য কোনো ভাবে নিজেকে জুরি (নির্ণায়ক) বা নির্ধারক রূপে নির্বাচিত, তালিকাভুক্ত অথবা শপথ দ্বারা প্রতিশ্রুত হয়, জেনেশুনে ঐ রকম হওয়া বরদাস্ত করে, যেক্ষেত্রে সে জানে যে সে আইনতঃ ঐভাবে নির্বাচিত, তালিকাভুক্ত বা প্রতিশ্রুত হতে পারে না বা সে যে আইন লঙ্ঘন করে, ঐভাবে তালিকাভুক্ত বা প্রতিশ্রুত হয়েছে তা জেনে স্বেচ্ছাকৃত ভাবে ঐ রকম জুরি বা ঐরকম নির্ধারক হিসাবে কার্য সম্পাদন করে, তাকে উভয়বিধ কারাদণ্ডের কোনো এক ধরনের কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হবে যার মেয়াদ হতে পারে অনধিক দু'বছর অথবা তাকে অর্থদণ্ডে দণ্ডিত করা হবে অথবা তাকে উভয় দণ্ডে দণ্ডিত করা হবে।

অধ্যায় ঃ বারো

CHAPTER ঃ XII

মুদ্রা এবং সরকারি স্ট্যাম্প সম্পর্কিত অপরাধ বিষয়ক

(Of Offences Relating to coin and Government Stamps)

(ধারা—২৩০ থেকে ধারা—২৬৩-এ)

॥ ধারা ঃ ২৩০ ॥ মুদ্রার সংজ্ঞা ['Coin' defined]—মুদ্রা হলো তৎকালে অর্থ হিসাবে ব্যবহৃত এবং এভাবে ব্যবহার করা হয় এমন কোনো রাষ্ট্রের বা সার্বভৌম শক্তির প্রাধিকার দ্বারা বৈশিষ্ট্যসূচক বা মোহরাঙ্কিত ভারতীয় এবং প্রচারিত ধাতু।

ভারতীয় মুদ্রা—এই হিসাবে ব্যবহার করা হয় এমন ভারতীয় ধাতু মুদ্রা যা ভারত সরকারের প্রাধিকার দ্বারা বৈশিষ্ট্যসূচক মোহর দেওয়া ও প্রচারিত এবং ঐরকম মোহরাঙ্কিত ও প্রচারিত ধাতুর পদার্থ টাকা পয়সা হিসাবে বর্তমানে চালু না থাকলেও এই অধ্যায়ের উদ্দেশ্যে বা ভারতীয় মুদ্রা বলে ধরা হবে।

উদাহরণ—(ক) **কড়ি** মুদ্রা নয়।

(খ) মোহবাঙ্কিত নয় এমন তাম্রপিণ্ড অর্থরূপে ব্যবহৃত হলেও তা মুদ্রা নয়।

(গ) যেহেতু অর্থরূপে ব্যবহার করার জন্য অভিপ্রেত নয় তাই পদক মুদ্রা নয়।

(ঘ) কোম্পানির টাকা হিসাবে আখ্যায়িত মুদ্রা ভারতীয় মুদ্রা।

(ঙ) 'ফারুখাবাদ টাকা' যা আগে কখনও অর্থরূপে ভারত সরকারের অধীনে ব্যবহৃত হতো, তা ভারতীয় মুদ্রা, যদিও তা বর্তমানে এখন এভাবে (ঐরূপে) ব্যবহৃত হয় না।

॥ ধারা ঃ ২৩১ ॥ মুদ্রা জাল (নকল) করা [Counterfeiting coin]—যে কেউ মুদ্রা জাল (নকল) করে বা জেনেশুনে মুদ্রা জাল করার কাজের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত যে কোনো ধরনের কাজ করে, তাকে উভয়বিধ কারাদণ্ডের যে কোনো এক ধরনের কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হবে যার মেয়াদ হতে পারে অনধিক সাত বছর এবং তাকে অর্থদণ্ডেও দণ্ডিত করা হবে।

স্পষ্টীকরণ—প্রতারণা করার উদ্দেশ্যে অথবা ঐ রকম কাজের দ্বারা যে প্রতারণা করা সম্ভব হবে তা জেনে কোনো ব্যক্তি একটি আসল মুদ্রাকে অন্য কোনো ভিন্ন মুদ্রার রূপ দিলেও এই ধারায় সে অপরাধী হবে।

॥ ধারা ঃ ২৩২ ॥ ভারতীয় মুদ্রা জাল করা [Counterfeiting Indian Coin]—যে কেউ ভারতীয় মুদ্রা জাল করবে অথবা জেনেশুনে ঐ রকম জাল করার কাজের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত যে কোনো রকম কাজ করবে, তাকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত

করা হবে অথবা উভয়বিধ কারাদণ্ডের (সশ্রম বা বিনাশ্রম) কোনো এক ধরনের কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হবে যার মেয়াদ হতে পারে অনধিক দশ বছর এবং তাকে অর্থদণ্ডেও দণ্ডিত করা হবে।

॥ ধারা ঃ ২৩৩ ॥ মুদ্রা জাল করার যন্ত্রপাতি তৈরি বা বিক্রি করা [Making or selling instrument for counterfeiting coin]—যে কেউ কোনো ছাঁচ বা যন্ত্রপাতি করবে বা মেরামত করবে অথবা তৈরি বা মেরামত করার কাজের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত কোনো কাজ করবে অথবা ক্রয়, বিক্রয় বা হস্তান্তর করবে, মুদ্রা জাল করার অভিপ্রায়ে তার ব্যবহারের জন্য অথবা মুদ্রা জাল করার অভিপ্রায়ে তা ব্যবহার করা হবে তা অবহিত হয়ে বা ঐ রকম করা হবে তা বিশ্বাস করার কারণ থাকা সত্ত্বেও ঐরকম করবে তাকে উভয়বিধ কারাদণ্ডের যে কোনো এক ধরনের কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হবে, যার মেয়াদ হতে পারে অনধিক সাত বছর এবং তাকে অর্থদণ্ডেও দণ্ডিত করা হবে।

॥ ধারা ঃ ২৩৪ ॥ ভারতীয় মুদ্রা জাল করার উদ্দেশ্যে যন্ত্রপাতি তৈরি বা বিক্রয় করা [Making or selling instrument for counterfeiting Indidan coin]— যে কেউ কোনো ছাঁচ বা যন্ত্রপাতি করবে অথবা মেরামত (সারাই) করবে অথবা তৈরি করার শা মেরামত করার কাজের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত কোনো কাজ করবে অথবা ক্রয়, বিক্রয় বা হস্তান্তর করবে, ভারতীয় মুদ্রার জাল করার অভিপ্রায়ে তার ব্যবহারের জন্য অথবা ভারতীয় মুদ্রা জাল করার উদ্দেশ্যে তা ব্যবহার করা হবে তা অবহিত হয়ে অথবা ঐ রকম করা হবে তা বিশ্বাস করার কারণ থাকা সত্ত্বেও ঐরকম করবে তাকে উভয়বিধ কাবাদণ্ডের কোনো এক ধরনের কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হবে, যার মেয়াদ হতে পারে অনধিক সাত বছর এবং তাকে অর্থদণ্ডেও দণ্ডিত করা হবে।

॥ ধারা ঃ ২৩৫ ॥ মুদ্রা জাল করার জন্য যন্ত্রপাতি বা জিনিসপত্র ব্যবহারিক প্রয়োজনে নিজের হেপাজতে রাখা [Possession of instrument or material for the purpose of using the same for counterfeiting coin]—যে কেউ কোনো যন্ত্রপাতি বা জিনিসপত্র মুদ্রা জাল করার জন্য ব্যবহারিক প্রয়োজনে অথবা তা করার জন্য ব্যবহারিক প্রয়োজনে উদ্দিষ্ট তা অবগত হয়ে বা তা বিশ্বাস করার কারণ থাকা সত্ত্বেও নিজের হেপাজতে রাখবে, তাকে উভয়বিধ কারাদণ্ডের কোনো এক ধরনের কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হবে, যার মেয়াদ হতে পারে অনধিক তিন বছর এবং তাকে অর্থদণ্ডেও দণ্ডিত করা হবে;

যদি ভারতীয় মুদ্রা হয়—এবং যদি জাল করতে যাওয়া মুদ্রা ভারতীয় মুদ্রা হয় তাহলে তাকে উভয়বিধ কারাদণ্ডের কোনো এক ধরনের কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হবে, যার মেয়াদ হতে পারে অনধিক দশ বছর এবং তাকে অর্থদণ্ডেও দণ্ডিত করা হবে।

॥ ধারা ঃ ২৩৬ ॥ ভারতের বাইরে মুদ্রা জাল করার জন্য ভারতের মধ্যে প্ররোচনা [Abetting in India the counterfeiting out of India of Coin]—যে কেউ ভারতের অভ্যন্তরে থেকে ভারতের বাইরে মুদ্রা জাল করার জন্য প্ররোচনা দেবে, তাকে এমনভাবে দণ্ডিত করা হবে যেন সে মুদ্রা জাল করার প্ররোচনা ভারতে করেছে।

॥ ধারা ঃ ২৩৭ ॥ জাল করা মুদ্রার আমদানি বা রপ্তানি [Import or export of counterfeit coin]—যে কেউ কোনো জাল করা মুদ্রা জাল করা হয়েছে তা জেনে বা বিশ্বাস করার কারণ থেকে (ঐ মুদ্রা) ভারতের মধ্যে আমদানি করবে বা ভারতের বাইরে রপ্তানি করবে তাকে উভয়বিধ কারাদণ্ডের কোনো এক ধরনের কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হবে, যার মেয়াদ হতে পারে অনধিক তিন বছর এবং তাকে অর্থদণ্ডেও দণ্ডিত করা হবে।

॥ ধারা ঃ ২৩৮ ॥ জাল করা ভারতীয় মুদ্রার আমদানি বা রপ্তানি [Import or export of counterfeits of the Indian coin]—যে কেউ জাল কৃত কোনো মুদ্রা ভারতীয় মুদ্রার জালকরণ তা জেনে বা বিশ্বাস করার কারণ থেকে ভারতের মধ্যে আমদানি করবে বা ভারতের বাইরে রপ্তানি করবে, তাকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হবে অথবা উভয়বিধ কারাদণ্ডের কোনো এক ধরনের কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হবে যার মেয়াদ হতে পারে অনধিক দশ বছর এবং তাকে অর্থদণ্ডেও দণ্ডিত করা হবে।

॥ ধারা ঃ ২৩৯ ॥ নিজের হেপাজতে থাকার সময়ে জাল বলে জেনেও ঐ মুদ্রা অন্য কাউকে হস্তান্তর করা [Delivery of coin possessed with knowledge that it is counterfeit]—যে কেউ তার নিজের কাছে এমন কোনো জাল মুদ্রা রেখে, যা সে নিজের হেপাজতে রাখার সময়েই জেনেছিল যে তা জাল, কপটতাপূর্বক বা কপটতা করার অভিপ্রায়ে তা কোনো ব্যক্তিকে হস্তান্তর (অর্পণ) করবে বা কোনো ব্যক্তিকে তা নেওয়ার জন্য প্ররোচিত করার চেষ্টা করবে তাকে উভয়বিধ কারাদণ্ডের কোনো এক ধরনের কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হবে, যার মেয়াদ হতে পারে অনধিক পাঁচ বছর এবং তাকে অর্থদণ্ডেও দণ্ডিত করা হবে।

॥ ধারা ঃ ২৪০ ॥ নিজের হেপাজতে থাকার সময়ে তা ভারতীয় মুদ্রার জাল বলে জেনেও ঐ মুদ্রা অন্য কাউকে হস্তান্তর করা [Delivery of Indian coin possessed with knowledge that it is counterfeit]—যে কেউ তার নিজের কাছে এমন কোনো জাল ভারতীয় মুদ্রা রেখে যা সে নিজের হেপাজতে রাখাব সময়েই তা ভারতীয় মুদ্রার জাল বলে অবগত ছিল, কপটতাপূর্বক বা কপটতা করার অভিপ্রায়ে তা কোনো ব্যক্তিকে হস্তান্তর (অর্পণ) করবে বা কোনো ব্যক্তিকে তা নেওয়ার জন্য প্ররোচিত করার চেষ্টা করবে তাকে উভয়বিধ কারাদণ্ডের কোনো এক ধরনের কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হবে, যার মেয়াদ হতে পারে অনধিক দশ বছর এবং তাকে অর্থদণ্ডেও দণ্ডিত করা হবে।

॥ ধারা ঃ ২৪১ ॥ কোনো মুদ্রা আসল মুদ্রা বলে হস্তান্তর (বা অর্পণ), যা হস্তান্তরকারী (বা অর্পণকারী) তার হেপাজতে প্রথমবার আসার সময় জালকৃত বলে জানত না [Delivery of coin as genuine which when first prossessed, the deliverer did not know to be counterfeit]—যে কেউ অন্য কোনো ব্যক্তিকে এমন জালকৃত মুদ্রা, যা সে জাল বলে নিজে জানে কিন্তু যখন সে নিজের হেপাজতে নিয়েছিল তখন তা জালকৃত বলে জানত না, আসল মুদ্রা বলে হস্তান্তর (বা অর্পণ) করবে বা অন্য কোনো ব্যক্তিকে তা আসল মুদ্রা বলে নেওয়ার জন্য প্ররোচিত করার চেষ্টা করবে তাকে উভয়বিধ কারাদণ্ডের কোনো এক ধরনের কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হবে

যার মেয়াদ হতে পারে অনধিক দু'বছর অথবা তাকে অর্থদণ্ডে দণ্ডিত করা হবে। যা হতে পারে ঐ জাল মুদ্রার মূল্যের দশ গুণ অথবা তাকে উভয়দণ্ডে দণ্ডিত করা হবে।

উদাহরণ—ক একজন মুদ্রা জালকারী। সে তার সহ-অপরাধী (দুষ্কর্মের সহযোগী) খ-কে জালকৃত কোম্পানির টাকা চালাবার জন্য দিল। খ সেই জাল টাকা জাল মুদ্রা চালানোর কারবারি গ-কে বেচে দিল। গ ঐ মুদ্রা জাল জেনেই কিনে নিল। এবারে গ-ঐ জাল টাকা কোনো মালের পরিবর্তে ঘ-কে দিল। ঘ কিন্তু ঐ টাকা জাল না জেনেই নিল। নেওয়ার পর সে জানতে পারল যে ঐ টাকা জাল টাকা এবং সে ঐ জাল টাকা এমন ভাবে অন্যের কাছে চালালো যেন তা আসল টাকা। এখানে ঘ শুধু এই ধারার অধীনে দণ্ডযোগ্য হবে, কিন্তু খ ও গ যথারীতি ধারা ২৩৯ ও ২৪০-এর অধীনে দণ্ডযোগ্য হবে।

॥ ধারা : ২৪২ ॥ কোনো ব্যক্তি কর্তৃক জাল মুদ্রা নিজের অধিকারে রাখা যখন সে তা নিজের অধিকার রাখার সময় জাল বলে জানত [Possession of counterfeit coin by person who knew it to be counterfeit when he became possessed thereof]—যে কেউ এমন জালকৃত মুদ্রা যা সে তার অধিকারে আসার সময় জাল বলে জেনেছিল কপটতাপূর্বক বা কপটতা করার অভিপ্রায়ে নিজের হেপাজতে রাখবে, তাকে উভয়বিধ কারাদণ্ডের কোনো এক ধরনের কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হবে যার মেয়াদ হতে পারে তিন বছর এবং তাকে অর্থদণ্ডেও দণ্ডিত করা হবে।

॥ ধারা : ২৪৩ ॥ কোনো ব্যক্তি কর্তৃক ভারতীয় মুদ্রা নিজের অধিকারে রাখা যখন সে তা নিজের অধিকারে রাখার সময় জাল বলে জানত [Possession of Indian coin by person who knew it to be counterfeit when he became possessed thereof]—যে কেউ এমন ভারতীয় জাল মুদ্রা যা সে তার অধিকারে আসার সময় ভারতীয় মুদ্রার জাল বলে জেনেছিল কপটতাপূর্বক বা কপটতা করার অভিপ্রায়ে নিজের হেপাজতে রাখবে, তাকে উভয়বিধ কারাদণ্ডের কোনো এক ধরনের কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হবে যার মেয়াদ হতে পারে অনধিক সাত বছর এবং তাকে অর্থদণ্ডেও দণ্ডিত করা হবে।

॥ ধারা : ২৪৪ ॥ টাঁকশালে নিযুক্ত ব্যক্তি কর্তৃক আইন দ্বারা নির্দিষ্ট ওজন ও মিশ্রণের চেয়ে ভিন্ন ওজন ও মিশ্রণে মুদ্রা তৈরি করা [Person employed in mint causing-coin to be of different weight or composition from that fixed by law]—যে কেউ ভারতে আইনসম্মত ভাবে প্রতিষ্ঠিত কোনো টাঁকশালে নিযুক্ত হয়ে উক্ত টাঁকশাল থেকে আইন দ্বারা নির্দিষ্ট ওজন অথবা মিশ্রণের চেয়ে ভিন্ন ওজন ও মিশ্রণের মুদ্রা উক্ত টাঁকশাল থেকে প্রচলিত করার উদ্দেশ্যে কোনো কাজ করবে বা যে কাজ কবার জন্য সে আইনতঃ বাধ্য সেই রকম কোনো কাজ করা থেকে বিরত থাকবে তাকে উভয়বিধ কারাদণ্ডের কোনো এক ধরনের কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হবে, যার মেয়াদ হতে পারে অনধিক সাত বছর এবং তাকে অর্থদণ্ডেও দণ্ডিত করা হবে।

॥ ধারা : ২৪৫ ॥ টাঁকশাল থেকে মুদ্রা তৈরির উপকরণ বে-আইনিভাবে নেওয়া [Unlawfully taking coining instrument from mint]—যে কেউ ভারতে আইনসম্মত ভাবে প্রতিষ্ঠিত কোনো টাঁকশাল থেকে মুদ্রা তৈরির কোনো যন্ত্রাংশ বা

যন্ত্রপাতি বৈধ প্রাধিকার ব্যতিরেকে বের করে নিয়ে আসবে, তাকে উভয়বিধ কারাদণ্ডের যে কোনো একটি ধরনের কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হবে, যার মেয়াদ হতে পারে, অনধিক সাত বছর অথবা তাকে উভয়বিধ কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হবে।.

॥ ধারা ঃ ২৪৬ ॥ কপট ভাবে অথবা অসাধুভাবে মুদ্রার ওজন কম করা বা মিশ্রণের পরিবর্তন করা [Fraudulently or dishonestly diminishing weight or altering composition of coin]—যে কেউ কপট ভাবে বা অসাধু উপায়ে কোনো মুদ্রা নিয়ে এমন কোনো কাজ করবে যাতে ঐ মুদ্রার ওজন কম হয় অথবা তার মিশ্রণ পরিবর্তিত হয়ে যায়, তাকে উভয়বিধ কারাদণ্ডের কোনো এক ধরনের কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হবে, যার মেয়াদ হতে পারে অনধিক তিন বছর এবং তাকে অর্থদণ্ডেও দণ্ডিত করা হবে।

স্পষ্টীকরণ—যে ব্যক্তি মুদ্রার কোনো অংশ তুলে নিয়ে সেই গর্তে অন্য কোনো বস্তু ভরে দেবে, সে ঐ মুদ্রার মিশ্রণ পরিবর্তিত করবে।

॥ ধারা ঃ ২৪৭ ॥ কপট ভাবে অথবা অসাধুভাবে ভারতীয় মুদ্রার ওজন কম করা বা মিশ্রণের পরিবর্তন করা [Fraudulently or dishonestly diminising weight or altering composition of Indian Coin]—যে কেউ কপট ভাবে বা অসাধু উপায়ে ভারতীয় কোনো মুদ্রা নিয়ে এমন কোনো কাজ করবে যাতে ঐ মুদ্রণ ওজন কম অথবা তার মিশ্রণ পরিবর্তিত হয়ে যায়, তাকে উভয়বিধ কারাদণ্ডের কোনো এক ধরনের কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হবে, যার মেয়াদ হতে পারে অনধিক সাত বছর এবং তাকে অর্থদণ্ডেও দণ্ডিত করা হবে।

॥ ধারা ঃ ২৪৮ ॥ কোনো মুদ্রার আকৃতির পরিবর্তন করা এই উদ্দেশ্যে যাতে তা ভিন্ন প্রকার মুদ্রা হিসাবে চলে যায় [Altering appearance of coin with intent that it shall pass as coin of different description]—যে কেউ কোনো মুদ্রা নিয়ে তা ভিন্ন প্রকার মুদ্রা হিসাবে চলে যায় এই উদ্দেশ্যে এমন কোনো কাজ করবে যাতে ঐ মুদ্রার আকৃতি বদলে যায়, তাকে উভয়বিধ কারাদণ্ডের কোনো এক ধরনের কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হবে, যার মেয়াদ হতে পারে তিন বছর এবং তাকে অর্থদণ্ডেও দণ্ডিত করা হবে।

॥ ধারা ঃ ২৪৯ ॥ কোনো ভারতীয় মুদ্রার আকৃতির পরিবর্তন করা এই উদ্দেশ্যে যাতে তা ভিন্ন প্রকার মুদ্রা হিসাবে চলে যায় [Altering appearance of Indian coin with intent that it shall pass as coin of different description]—যে কেউ কোনো ভারতীয় মুদ্রা নিয়ে তা ভিন্ন প্রকার মুদ্রা হিসাবে চলে যায় এই উদ্দেশ্যে এমন কোনো কাজ করবে যাতে ঐ মুদ্রার আকৃতি বদলে যায়, তাকে উভয়বিধ কারাদণ্ডের কোনো এক ধরনের কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হবে, যার মেয়াদ হতে পারে অনধিক সাত বছর এবং তাকে অর্থদণ্ডেও দণ্ডিত করা হবে।

॥ ধারা ঃ ২৫০ ॥ পরিবর্তন করা হয়েছে এটা জেনে নিজের কাছে রাখা কোনো মুদ্রা অন্যকে দেওয়া [Delivery of coin possessed with knowledge that it is altered]—যে কেউ এমন কোনো মুদ্রা নিজের কাছে রেখে, যার সম্পর্কে ২৪৬ বা ২৪৮ ধারাতে বর্ণিত অপরাধ করা হয়েছে এবং ঐ মুদ্রা নিজের হেপাজতে আসার

সময় ঐরকম অপরাধ মুদ্রার বিষয়ে করা হয়েছে, তা অবহিত হয়ে সে কপটতার উদ্দেশ্যে অন্য কোনো ব্যক্তিকে ঐ মুদ্রা দেবে অথবা অন্য কোনো ব্যক্তিকে ঐ মুদ্রা নেওয়ার জন্য প্ররোচিত করার চেষ্টা করবে, তাকে উভয়বিধ কারাদণ্ডের কোনো এক ধরনের কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হবে, যার মেয়াদ হতে পারে অনধিক পাঁচ বছর এবং তাকে অর্থদণ্ডেও দণ্ডিত করা হবে।

॥ ধারা ঃ ২৫১ ॥ পরিবর্তন করা হয়েছে এটা জেনে নিজের কাছে রাখা কোনো ভারতীয় মুদ্রা অন্যকে দেওয়া [Delivery of Indian coin possessed with knowledge that it is altered]—যে কেউ এমন কোনো ভারতীয় মুদ্রা নিজের কাছে রেখে, যার সম্পর্কে ২৪৭ বা ২৪৯ ধারাতে বর্ণিত অপরাধ করা হয়েছে এবং ঐ মুদ্রা নিজের হেপাজতে আসার সময় ঐ রকম অপরাধ সেই মুদ্রার বিষয়ে করা হয়েছে তা অবহিত হয়ে সে কপটতার উদ্দেশ্যে অন্য কোনো ব্যক্তিকে ঐ মুদ্রা দেবে বা অন্য কোনো ব্যক্তিকে ঐ মুদ্রা নেওয়ার জন্য প্ররোচনা দেওয়ার চেষ্টা করবে, তাকে উভয়বিধ কারাদণ্ডের কোনো এক ধরনের কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হবে যার মেয়াদ হতে পারে অনধিক দশ বছর এবং তাকে অর্থদণ্ডেও দণ্ডিত করা হবে।

॥ ধারা ঃ ২৫২ ॥ এমন ব্যক্তি দ্বারা মুদ্রা নিজের অধিকারে রাখা যা সে ঐ মুদ্রা অধিকার করা কালে তা যে পরিবর্তিত হয়েছে তা জানত [Possession of coin by person who knew it to be altered when be became possessed thereof]—যে কেউ কপটতাপূর্বক বা কপটতা করা যাবে এই উদ্দেশ্যে এমন মুদ্রা নিজের হেপাজতে রাখবে যার সম্পর্কে ২৪৬ বা ২৪৮ ধারার যে কোনোটিতে বর্ণিত অপরাধ করা হয়েছে এবং ঐ মুদ্রা যার হেপাজতে আসার কালে ঐ রকম অপরাধ যে সেই মুদ্রার বিষয়ে করা হয়েছে তা অবহিত হয়ে থাকে, তাকে উভয়বিধ কারাদণ্ডের কোনো এক ধরনের কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হবে যার মেয়াদ হতে পারে অনধিক তিন বছর এবং তাকে অর্থদণ্ডেও দণ্ডিত করা হবে।

॥ ধারা ঃ ২৫৩ ॥ এরূপ ব্যক্তি দ্বারা ভারতীয় মুদ্রা নিজের অধিকারে রাখা যা সে ঐ মুদ্রা অধিকার করা কালে তা যে পরিবর্তিত হয়েছে তা জানত [Possession of Indian Coin by person who knew it to be altered when he became possessed thereof]—যে কেউ কপটতাপূর্বক বা কপটতা করা যাবে এই উদ্দেশ্যে এমন ভারতীয় মুদ্রা নিজের হেপাজতে রাখবে যার সম্পর্কে ২৪৭ বা ২৪৯ ধারার যে কোনোটিতে বর্ণিত অপরাধ করা হয়েছে এবং ঐ মুদ্রা তার হেপাজতে আসার কালে তার জানা ছিল যে ঐ মুদ্রার বিষয়ে ঐরকম অপরাধ করা হয়েছে, তাকে উভয়বিধ কারাদণ্ডের যে কোনো একটি ধরনের কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হবে, যার মেয়াদ হতে পারে অনধিক পাঁচ বছর এবং তাকে অর্থদণ্ডেও দণ্ডিত করা হবে।

॥ ধারা ঃ ২৫৪ ॥ আসল মুদ্রা হিসাবে দেওয়া যা ঐ মুদ্রা অর্পণকারীর কাছে প্রথম বার অধিকারে আসার সময় তা পরিবর্তিত হয়েছে বলে জানা ছিল না [Delivery of coin as genuine which, when first possessed, the deliverer did not know to be altered]—যে কেউ অন্য কোনো ব্যক্তিকে কোনো মুদ্রা দেবে বা আসলরূপে বা যেমন তা আছে তার চেয়ে ভিন্ন প্রকার মুদ্রা হিসাবে কোনো ব্যক্তিকে তা নেওয়ার জন্য প্ররোচিত করার চেষ্টা করবে, যে মুদ্রা সম্পর্কে

সে অবগত যে তাতে ২৪৬, ২৪৭, ২৪৮ বা ২৪৯ ধারায় বর্ণিত হয়েছে এমন অপরাধ করা হয়েছে, কিন্তু সে সম্পর্কে সেই সময়ে যখন সে তা প্রথম গ্রহণ করেছিল এটা অবগত ছিল না যে, তাতে এমন কোনো অপরাধ করা হয়েছে, (তাহলে) তাকে উভয়বিধ কারাদণ্ডের কোনো এক ধরনের কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হবে, যার মেয়াদ হতে পারে অনধিক দশ বছর অথবা তাকে অর্থদণ্ডে দণ্ডিত করা হবে, যার পরিমাণ হবে ঐ মুদ্রার—যে মুদ্রার বদলে পরিবর্তিত মুদ্রা চালানো হয়েছে বা চালানোর চেষ্টা করা হয়েছে, তার মূল্যের অনধিক দশগুণ।

॥ ধারা ঃ ২৫৫ ॥ সরকারি স্ট্যাম্পের জাল করা [Counterfeiting Government Stamp]—যে কেউ সরকার কর্তৃক রাজস্বের প্রয়োজনে প্রচলন করা কোনো স্ট্যাম্পের জাল করবে বা জ্ঞানতঃ জাল করার কাজের যে কোনো অংশ সম্পাদন করবে, তাকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে অথবা উভয়বিধ কারাদণ্ডের (সশ্রম বা বিনাশ্রম) কোনো এক ধরনের কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হবে, যার মেয়াদ হতে পারে অনধিক দশ বছর এবং তাকে অর্থদণ্ডেও দণ্ডিত করা হবে।

স্পষ্টীকরণ—যে ব্যক্তি এক শ্রেণীর আসল স্ট্যাম্পকে (নকল করে) অন্য শ্রেণীর আসল স্ট্যাম্পের মতো করে তা জাল করে সে এই অপরাধ করে।

॥ ধারা ঃ ২৫৬ ॥ সরকারি স্ট্যাম্প জাল করার জন্য যন্ত্রপাতি ও জিনিসপত্র নিজের হেপাজতে রাখা [Having possession of instrument or material for counterfeiting Government Stamp]—যে কেউ সরকার কর্তৃক রাজস্বের প্রয়োজনে প্রচলন করা কোনো স্ট্যাম্পের নকল (জাল) করার কাজে ব্যবহৃত করার অভিপ্রায়ে অথবা তা জাল করার কাজে ব্যবহৃত হওয়ার উদ্দেশ্যে উদ্দিষ্ট তা জেনে বা বিশ্বাস করার কারণ থেকে, কোনো যন্ত্রপাতি বা জিনিসপত্র নিজের হেপাজতে রাখবে, তাকে উভয়বিধ কারাদণ্ডের কোনো এক ধরনের কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হবে, যার মেয়াদ হতে পারে অনধিক সাত বছর এবং তাকে অর্থদণ্ডেও দণ্ডিত করা হবে।

॥ ধারা ঃ ২৫৭ ॥ সরকারি স্ট্যাম্প জাল করার জন্য যন্ত্রপাতি তৈরি করা বা বিক্রি করা [Making or selling instrument for counterfeiting Government Stamp]—যে কেউ সরকার কর্তৃক রাজস্বের প্রয়োজনে প্রচলন করা কোনো স্ট্যাম্প জাল করার উদ্দেশ্যে ব্যবহারের জন্য বা তা যে ঐ উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হবে তা অবগত হয়ে বা বিশ্বাস করার কারণ থাকার অবস্থায় কোনো যন্ত্রপাতি তৈরি করবে বা তৈরি করার কাজের যে কোনো অংশ সম্পাদন করবে অথবা কিনবে অথবা বিক্রি করবে, অথবা বিলিবন্দেজ করবে, তাকে উভয়বিধ কারাদণ্ডের কোনো এক ধরনের কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হবে, যার মেয়াদ হতে পারে অনধিক সাত বছর এবং তাকে অর্থদণ্ডেও দণ্ডিত করা হবে।

॥ ধারা ঃ ২৫৮ ॥ জালকৃত সরকারি স্ট্যাম্প বিক্রি করা [Sale of counterfeit Government Stamp]—যে কেউ সরকার কর্তৃক রাজস্বের প্রয়োজনে প্রচলন করা কোনো স্ট্যাম্পের জাল করা হয়েছে তা জেনেও বা বিশ্বাস করার কারণ থাকা সত্ত্বেও তা বেচবে বা বেচার জন্য উপস্থাপন করবে, তাকে উভয়বিধ কারাদণ্ডের যে কোনো এক ধরনের কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হবে যার মেয়াদ হতে পারে অনধিক সাত বছর এবং তাকে অর্থদণ্ডেও দণ্ডিত করা হবে।

॥ ধারা : ২৫৯ ॥ জালকৃত সরকারি স্ট্যাম্প নিজের হেপাজতে রাখা [Having possession on counterfeit Government Stamp]—যে কেউ আসল স্ট্যাম্প হিসাবে ব্যবহার করার এবং বিলিবন্দেজ করার অভিপ্রায়ে অথবা আসল স্ট্যাম্প হিসাবে ব্যবহার করা যেতে পারে এজন্য এমন কোনো স্ট্যাম্প নিজের হেপাজতে রাখবে যা সে সরকার কর্তৃক রাজস্বের প্রয়োজনে প্রচলিত স্ট্যাম্পের জালকৃত বলে জানে বা বিশ্বাস করার কারণ আছে, তাকে উভয়বিধ কারাদণ্ডের কোনো এক ধরনের কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হবে, যার মেয়াদ হতে পারে অনধিক সাত বছর এবং তাকে অর্থদণ্ডেও দণ্ডিত করা হবে।

॥ ধারা : ২৬০ ॥ জালকৃত জেনে কোনো সরকারি স্ট্যাম্পকে আসল স্ট্যাম্প হিসাবে ব্যবহার করা [Using as genuine a Government Stamp known to be counterfeit]—যে কেউ এমন কোনো স্ট্যাম্প বা যে তা সরকার কর্তৃক রাজস্বের প্রয়োজনে প্রচলিত স্ট্যাম্পের জালকৃত বলে জেনে আসল স্ট্যাম্প হিসাবে ব্যবহার করবে, তাকে উভয়বিধ কারাদণ্ডের কোনো এক ধরনের কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হবে, যার মেয়াদ হতে পারে অনধিক সাত বছর অথবা তাকে অর্থদণ্ডে দণ্ডিত করা হবে অথবা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত করা হবে।

॥ ধারা : ২৬১ ॥ সরকারের ক্ষতি সাধনের উদ্দেশ্যে, সরকারি স্ট্যাম্প লাগানো আছে এমন জিনিসের ওপর থেকে লেখা মুছে দেওয়া বা কোনো দস্তাবেজ থেকে তার (ঐ দস্তাবেজের) জন্য ব্যবহৃত স্ট্যাম্প অপসারণ করা [Effacing writing from substance bearing Government Stamp or removing from document a stamp used for it]—যে কেউ কপটতাপূর্বক বা সরকারের ক্ষতিসাধনের উদ্দেশ্যে কোনো জিনিসের ওপর থেকে, যার ওপরে সরকার কর্তৃক রাজস্বের প্রয়োজনে প্রচলিত কোনো স্ট্যাম্প লাগানো আছে, কোনো লিখন বা দস্তাবেজ, যার জন্য উক্ত স্ট্যাম্প ব্যবহৃত হয়েছে, অপসারণ করবে বা মুছে দেবে অথবা কোনো লিখন বা দস্তাবেজের উপর থেকে উক্ত লিখন বা দস্তাবেজের জন্য ব্যবহৃত স্ট্যাম্প অন্য কোনো লিখনে বা দস্তাবেজে ব্যবহার করার উদ্দেশ্যে অপসারণ করবে, তাকে উভয়বিধ কারাদণ্ডের যে কোনো এক ধরনের কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হবে, যার মেয়াদ হতে পারে অনধিক তিন বছর অথবা অর্থদণ্ডে দণ্ডিত করা হবে অথবা তাকে উভয় দণ্ডে দণ্ডিত করা হবে।

॥ ধারা : ২৬২ ॥ আগে ব্যবহৃত হয়েছে তা জেনেও এমন সরকারি স্ট্যাম্প ব্যবহার করা [Using Government Stamp known to have been before used]—যে কেউ কপটতাপূর্বক অথবা সরকারের ক্ষতি সাধনের অভিপ্রায়ে সরকার কর্তৃক রাজস্বের প্রয়োজনে প্রচলিত, এমন স্ট্যাম্প, যা আগে ব্যবহৃত হয়েছে বলে জ্ঞাত হয়ে যে কোনো উদ্দেশ্যে ব্যবহার করবে তাকে উভয়বিধ কারাদণ্ডের কোনো এক ধরনের কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হবে যার মেয়াদ হতে পারে অনধিক দু'বছর অথবা তাকে অর্থদণ্ডে দণ্ডিত করা হবে অথবা তাকে উভয় দণ্ডে দণ্ডিত করা হবে।

॥ ধারা : ২৬৩ ॥ স্ট্যাম্প যে ব্যবহৃত হয়েছে তা নির্দেশকারী চিহ্ন ঘষে নিশ্চিহ্ন করা [Erasure of mark denoting that stamp has been used]—যে কেউ কপটতাপূর্বক অথবা সরকারের ক্ষতি সাধনের অভিপ্রায়ে সরকার কর্তৃক রাজস্বের প্রয়োজনে প্রচলিত স্ট্যাম্পের ওপরে ব্যবহৃত হওয়ার নির্দেশ সূচক যে চিহ্ন এঁকে

দেওয়া হয় বা উক্ত স্ট্যাম্পের ওপর চাপ দিয়ে যে ছাপ দেওয়া হয় তা ঘষে ঘষে মুছে ফেলবে বা তুলে ফেলবে অথবা এমন কোনো স্ট্যাম্প যার থেকে পূর্বোক্তভাবে ঘষে ঘষে ঐ চিহ্ন মুছে ফেলা হয়েছে বা তুলে ফেলা হয়েছে, তা অবগত হয়ে নিজের কাছে রাখবে, বা স্ট্যাম্প ব্যবহৃত হয়েছে জেনে তা বিক্রি বা বিলিবন্দেজ করবে তাকে উভয়বিধ কারাদণ্ডের কোনো এক ধরনের কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হবে, যার মেয়াদ হবে অনধিক তিন বছর অথবা তাকে অর্থদণ্ডে দণ্ডিত করা হবে অথবা তাকে উভয় দণ্ডে দণ্ডিত করা হবে।

॥ ধারা ঃ ২৬৩-এ ॥ **কৃত্রিম স্ট্যাম্প সম্পর্কে নিষেধাজ্ঞা** [Prohibition of fictious stamps]—(১) যে কেউ কোনো কৃত্রিম স্ট্যাম্প—

(ক) তৈরি করবে, জেনেও চালাবে, লেনদেন করবে অথবা তা বিক্রি করবে অথবা ডাক সম্পর্কিত কোনো প্রয়োজনে জেনেশুনে ব্যবহার করবে, অথবা

(খ) কোনো ন্যায়সঙ্গত কৈফিয়ত ছাড়া নিজের হেপাজতে রাখবে, অথবা

(গ) তৈরি করার কোনো ছাঁচ, ধাতুপট্ট (প্লেট), যন্ত্রপাতি বা জিনিসপত্র বানাবে, অথবা কোনো ন্যায়সঙ্গত কৈফিয়ত ছাড়া নিজের হেপাজতে রাখবে, তাকে অর্থদণ্ডে দণ্ডিত করা হবে, যার পরিমাণ হবে অনধিক দু'শো টাকা।

(২) এমন কোনো স্ট্যাম্প, কোনো নকল স্ট্যাম্প তৈরি করার ছাঁচ, প্লেট, যন্ত্রপাতি বা জিনিসপত্র যা কোনো ব্যক্তির হেপাজতে আছে, তা জোর পূর্বক হস্তগত করা যেতে পারে অথবা জোরপূর্বক হস্তগত করা হলে তা বাজেয়াপ্ত করা হবে।

(৩) এই ধারায় **কৃত্রিম স্ট্যাম্প** বলতে এমন স্ট্যাম্প বুঝায় যা ডাকের হার নির্দেশ করার জন্য সরকার কর্তৃক প্রচলিত বলে অসাধুতা সহকারে প্রদর্শিত হয় বা যার ঐ অভিপ্রায়ে সরকার কর্তৃক প্রচলিত স্ট্যাম্পের যে কোনো প্রতিরূপ বা নকল অথবা প্রতীক—তা কাগজের ওপর বা অন্যভাবে, যে ভাবেই হোক না কেন।

(৪) এই ধারায় এবং ২৫৫ থেকে ২৬৩ ধারাসমূহেও, যাতে এই দুই ধারাও সমাবিষ্ট আছে **সরকার** শব্দের অন্তর্গত যখনই তা ডাক মাশুলের দামের দ্যোতক হিসাবে প্রচলন করা কোনো স্ট্যাম্প সম্পর্কে বা প্রসঙ্গে উক্ত শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে, সেখানে ১৭ ধারায় যা বলা হয়েছে তা সত্ত্বেও সে বা সেইসব ব্যক্তি বলে বুঝা হবে, যে বা যারা ভারতের কোনো অংশে এবং প্রত্যেক ম্যাজেস্টির ডোমিনিয়ন সমূহের (বৃটিশ স্বায়ত্বশাসিত ঔপনিবেশের) কোনো অংশে অথবা কোনো বিদেশেও নির্বাহী সরকার পরিচালনার জন্য আইনদ্বারা প্রাধিকৃত।

অধ্যায় ঃ তের

CHAPTER ঃ XIII

ওজন ও মাপ সম্পর্কিত অপরাধ বিষয়ক

(Of Offences Relating to Weights and Measures)

(ধারা—২৬৪ থেকে ধারা—২৬৭)

॥ ধারা ঃ ২৬৪ ॥ ওজনের জন্য মেকি উপকরণের কপটতাপূর্বক ব্যবহার [Fraudulent use of false instrument for weighing]—যে কেউ ওজনের জন্য মেকি জেনেও এমন কোনো উপকরণ কপটতাপূর্বক (বা প্রতারণামূলক ভাবে) ব্যবহার করবে তাকে উভয়বিধ কারাদণ্ডের (সশ্রম বা বিনাশ্রম) কোনো এক ধরনের কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হবে, যার মেয়াদ হতে পারে এক বছর এবং তাকে অর্থদণ্ডে দণ্ডিত করা হবে অথবা তাকে উভয় দণ্ডে দণ্ডিত করা হবে।

॥ ধারা ঃ ২৬৫ ॥ মেকি বাটখারা বা মাপের কপটতাপূর্বক ব্যবহার [Fraudulent use of weight or measure]—যে কেউ কপটতাপূর্বক কোনো মেকি বাটখারা বা দৈর্ঘ্য বা পরিমাণের মেকি মাপ ব্যবহার করবে অথবা কোনো বাটখারার বা দৈর্ঘ্য বা পরিমাণের কোনো মাপের বা তার থেকে ভিন্ন বাটখারা বা মাপ হিসাবে কপটতাপূর্বক ব্যবহার করবে, তাকে উভয়বিধ কারাদণ্ডের কোনো এক ধরনের কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হবে, যার মেয়াদ হতে পারে অনধিক এক বছর অথবা তাকে অর্থদণ্ডে দণ্ডিত করা হবে অথবা তাকে উভয় দণ্ডে দণ্ডিত করা হবে।

॥ ধারা ঃ ২৬৬ ॥ মেকি বাটখারা বা মাপ সঙ্গে রাখলে [Being an possession of false weight or measure]—যে কেউ ওজন করাব এমন কোনো যন্ত্র অথবা বাটখারা, অথবা দৈর্ঘ্য বা পরিমাণ মাপার কোনো মাপকাঠি মেকি জেনেও কপটতাপূর্বক ব্যবহারের উদ্দেশ্যে নিজের হেফাজতে রাখবে সে উভয়বিধি কারাদণ্ডের কোনো এক ধরনের কারাদণ্ডে দণ্ডিত হবে, যার মেয়াদ হতে পারে অনধিক এক বছর অথবা সে অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হবে অথবা সে উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হবে।

॥ ধারা ঃ ২৬৭ ॥ মেকি বাটখারা বা মাপকাঠি তৈরি করা অথবা বিক্রি করা [Making or selling false weight or measure]—যে কেউ ওজন করার এমন কোনো যন্ত্র বা বাটখারা অথবা দৈর্ঘ্য বা পরিমাণ মাপক মাপকাঠি মেকি জেনেও তা যথার্থের মতো ব্যবহার করা যেতে পারে বলে বা তা যথার্থের মতো ব্যবহারের সম্ভাবনা আছে বলে তৈরি করবে, বিক্রি করবে বা বিলিবন্দেজ করবে, তাকে উভয়বিধ কারাদণ্ডের কোনো এক ধরনের কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হবে, যার মেয়াদ হতে পারে অনধিক এক বছর অথবা তাকে অর্থদণ্ডেও দণ্ডিত করা হবে।

অধ্যায় : চোদ্দ

CHAPTER : XIV

জনস্বাস্থ্য, নিরাপত্তা, সুবিধা, শিষ্টতা ও নৈতিক চরিত্র সম্পর্কিত অপরাধ বিষয়ক

(Of offences Affecting the Public Health, safety, convenience, Decency and morals.)

(ধারা—২৬৮ থেকে ধারা—২৯৪)

॥ ধারা : ২৬৮ ॥ সার্বজনিক উপদ্রব [Public nuisance]—যে কেউ এমন কোনো কাজ করে বা বেআইনিভাবে এমন কোনো কাজ করা থেকে বিরত থাকে যাতে জনসাধারণ বা সর্বসাধারণের, যারা আশে-পাশে থাকে বা আশে-পাশের সম্পত্তির ভোগ দখল করে, কোনো সাধারণ ক্ষতি, বিপদ বা বিরক্তি উৎপাদন করে অথবা যাতে ঐ সমস্ত ব্যক্তিদের—যাদের কোনো গণ অধিকার ভোগের ব্যাপারে ক্ষতি, বাধা, সঙ্কট অথবা বিরক্তি উৎপাদন হওয়া অবশ্যম্ভাবী, সেই ব্যক্তি সার্বজনিক উপদ্রব সৃষ্টি করার অপরাধে অপরাধী।

সার্বজনিক উপদ্রব থেকে কিছু সুযোগ-সুবিধা বা ভালো কাজ সম্পাদিত হলেও কোনো সার্বজনিক উপদ্রব এর ভিত্তিতে ক্ষমাযোগ্য নয়।

॥ ধারা : ২৬৯ ॥ অবহেলাবশতঃ কৃত কোনো কাজ, যার ফলে জীবনের ক্ষেত্রে সঙ্কটপূর্ণ রোগের সংক্রমণ ছড়ানো সম্ভব হয় [Negligent act likely to spread infection of disease dangerous to life]—যে কেউ বেআইনিভাবে বা অবহেলা করে এমন কোনো কাজ করবে, যার ফলে এবং যা সে জানে বা বিশ্বাস করার কারণ থাকে, জীবনের পক্ষে সঙ্কটজনক কোনো রোগের সংক্রমণ ছড়ানো সম্ভব হয়, তাকে উভয়বিধ কারাদণ্ডের কোনো একধরনের কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হবে, যার মেয়াদ হতে পারে অনধিক ছ' মাস অথবা তাকে অর্থদণ্ডে দণ্ডিত করা হবে অথবা তাকে উভয়দণ্ডে দণ্ডিত করা হবে।

॥ ধারা : ২৭০ ॥ অতি বিদ্বেষপূর্ণ কাজ যা জীবনের পক্ষে সঙ্কটজনক রোগের সংক্রমণ ছড়ানো সম্ভব হতে পারে [Malignant act likely to spread infection of disease dangerous to life]—যে কেউ অতি বিদ্বেষ বশে এমন কোনো কাজ করবে যাতে জীবনের পক্ষে সঙ্কটজনক কোনো রোগের সংক্রমণ ছড়িয়ে পড়ার সম্ভাবনা আছে এবং যা সে জানে বা বিশ্বাস করার কারণ আছে যে এতে জীবনের পক্ষে সঙ্কটজনক কোনো রোগের সংক্রমণ ছড়িয়ে পড়ার সম্ভাবনা আছে, তাকে উভয়বিধ কারাদণ্ডের কোনো এক ধরনের কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হবে, যার মেয়াদ হতে পারে অনধিক দু'বছর অথবা তাকে অর্থদণ্ডে দণ্ডিত করা হবে অথবা তাকে উভয়দণ্ডে দণ্ডিত করা হবে।

॥ ধারা : ২৭১ ॥ নিরোধন সম্পর্কিত নিয়ম অমান্য করা [Disobedience to quarantine rule]—যে কেউ কোনো জলযানকে নিরোধনের অবস্থায় ফেলার জন্য অথবা নিরোধনের অবস্থায় ফেলা জলযান সমূহের তীরের সঙ্গে বা অন্য জলযান সমূহের সঙ্গে মেলামেশা নিয়ন্ত্রণ করার জন্য অথবা সংক্রামক রোগ আছে এমন জায়গা ও অন্য জায়গাগুলোর মধ্যে সমাগম নিয়ন্ত্রিত করার জন্য সরকার কর্তৃক প্রণীত এবং প্রচারিত কোনো নিয়ম জেনেশুনে অবজ্ঞা করবে, তাকে উভয়বিধ কারাদণ্ডের কোনো এক ধরনের কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হবে, যার মেয়াদ হতে পারে অনধিক ছ'মাস অথবা অর্থদণ্ডে দণ্ডিত করা হবে অথবা তাকে উভয় দণ্ডে দণ্ডিত করা হবে।

॥ ধারা : ২৭২ ॥ বিক্রয় করার উদ্দেশ্যে খাদ্যদ্রব্য বা পানীয়তে ভেজাল দেওয়া [Adulteration of food or drink intended for sale]—যে কেউ কোনো খাদ্যদ্রব্যে বা পানীয় বস্তুতে ভেজাল দেবে যাতে ঐ খাদ্যবস্তু বা পানীয় বস্তু অস্বাস্থ্যকর হয়ে যায়, এমন অভিপ্রায় করে যে তা খাদ্যবস্তু ও পানীয় বস্তু বিক্রি করা হবে অথবা ঐ খাদ্যদ্রব্য বা পানীয় বস্তু বিক্রি হওয়ার সম্ভাবনা আছে তাকে উভয়বিধ কারদণ্ডের কোনো এক ধরনের কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হবে, যার মেয়াদ হতে পারে অনধিক ছ'মাস অথবা তাকে অর্থদণ্ডে দণ্ডিত করা হবে, যার পরিমাণ হতে পারে অনধিক এক হাজার টাকা অথবা তাকে উভয় দণ্ডে দণ্ডিত করা হবে।

॥ ধারা : ২৭৩ ॥ অস্বাস্থ্যকর (ক্ষতিকারক) খাদ্য বা পানীয় বিক্রি [Sale of noxious food or drink]—যে কেউ অস্বাস্থ্যকর করা হয়েছে বা অস্বাস্থ্যকর হয়ে গেছে অথবা খাওয়া বা পানের অনুপযুক্ত হয়ে গেছে এমন কোন বস্তু যা খাওয়া ও পানের পক্ষে অস্বাস্থ্যকর জেনে বা তা বিশ্বাস করার কারণ থাকা সত্ত্বেও খাদ্য বা পানীয় হিসাবে বিক্রি করবে বা বিক্রির জন্য প্রস্তাব দেবে, তাকে উভয়বিধ কারাদণ্ডের কোনো এক ধরনের কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হবে, যার মেয়াদ হতে পারে অনধিক ছ'মাস অথবা তাকে অর্থদণ্ডে দণ্ডিত করা হবে, যার পরিমাণ হতে পারে অনধিক এক হাজার টাকা অথবা তাকে উভয় দণ্ডে (অর্থদণ্ড ও কারাদণ্ড) দণ্ডিত করা হবে।

॥ ধারা : ২৭৪ ॥ ওষুধে ভেজাল [Adulteration of drugs]—যে কেউ ওষুধে বা ভেষজ প্রস্তুতিতে ভেজাল দেবে এই উদ্দেশ্যে বা এমন সম্ভাবনার কথা জেনে যে, তা কোনো ঔষধীয় নিমিত্ত এমন ভাবে বিক্রি করা হবে বা ব্যবহার করা হবে, যেন তাতে ভেজাল মিশ্রিত হয়নি, তা এমন ভাবে করবে যাতে ঐ ওষুধের বা ভেষজ প্রস্তুতির প্রভাবকারিতা কম হয়ে যায়, ক্রিয়া পরিবর্তিত হয়ে যায় অথবা তা অস্বাস্থ্যকর হয়ে যায়, তকে উভয়বিধ কারাদণ্ডের কোনো এক ধরনের কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হবে, যার মেয়াদ হতে পারে অনধিক ছ'মাস অথবা অর্থদণ্ডে দণ্ডিত করা হবে যার পরিমাণ হতে পারে অনধিক এক হাজার টাকা অথবা উভয়দণ্ডে (কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড) দণ্ডিত করা হবে।

॥ ধারা : ২৭৫ ॥ ভেজাল ওষুধ বিক্রি [Sale of adulterated drugs]—যে কেউ জেনেশুনে যে কোনো ওষুধ বা ভেষজ প্রস্তুতিতে এমন ভাবে ভেজাল দেওয়া

হয়েছে যে তার প্রভাবকারিতা কম হয়ে গেছে অথবা তার কাজ বদলে গেছে অথবা তা অস্বাস্থ্যকর (ক্ষতিকারক) হয়ে গেছে, তা বিক্রি করবে অথবা বিক্রির জন্য প্রস্তাব দেবে অথবা বিক্রির জন্য উপস্থাপনা করবে অথবা কোনো ঔষধালয় থেকে ঔষধীয় প্রয়োজনে তা ভেজাল হিসাবে দেওয়া হবে অথবা তা ভেজালকৃত না জেনে কোনো ব্যক্তি কর্তৃক ঔষধীয় প্রয়োজনে তার ব্যবহার সম্পাদন করবে, তাকে উভয়বিধ কারাদণ্ডের কোনো এক ধরনের কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হবে, যার মেয়াদ হতে পারে অনধিক ছ'মাস অথবা অর্থদণ্ডে দণ্ডিত করা হবে, যার পরিমাণ হবে অনধিক একহাজার টাকা অথবা তাকে উভয় দণ্ডে (কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড) দণ্ডিত করা হবে।

॥ ধারা ঃ ২৭৬ ॥ কোনো ওষুধ ভিন্ন ওষুধ বা প্রস্তুতি হিসাবে বিক্রয় [Sale of drug as a defferent drug or preparation]—যে কেউ কোনো ওষুধ বা ভেষজ প্রস্তুতিকে, ভিন্ন ওষুধ বা ভেষজ প্রস্তুতি হিসাবে জ্ঞাতসারে বিক্রি করবে বা বিক্রির জন্য প্রস্তাব দেবে বা বিক্রির জন্য উপস্থাপন করবে অথবা ঔষধীয় প্রয়োজনে কোনো ঔষধালয় থেকে দেবে, তাকে উভয়বিধ কারাদণ্ডের কোনো এক ধরনের কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হবে, যার মেয়াদ হতে পারে অনধিক ছ'মাস অথবা অর্থদণ্ডে দণ্ডিত করা হবে যার পরিমাণ হতে পারে অনধিক এক হাজার টাকা অথবা তাকে উভয় দণ্ডে দণ্ডিত করা হবে।

॥ ধারা ঃ ২৭৭ ॥ গণ-ঝর্ণা বা জলাশয়ের জল দূষিত করা [Fouling water of public spring or reservoir]—যে কেউ গণ-ঝর্ণা বা জলাশয়ের জল স্বেচ্ছায় এমন ভাবে নষ্ট বা দূষিত করবে যে, তা সেই প্রয়োজন নিমিত্ত, যে নিমিত্ত তা সাধারণভাবে ব্যবহৃত হয়, ব্যবহারিতা কমে যায় তাকে উভয়বিধ কারাদণ্ডের কোনো এক ধরনের কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হবে, যার মেয়াদ হতে পারে অনধিক তিনমাস অথবা তাকে অর্থদণ্ডেও দণ্ডিত করা হবে, যার পরিমাণ হতে পারে অনধিক পাঁচ'শ টাকা অথবা তাকে উভয় দণ্ডে দণ্ডিত করা হবে।

॥ ধারা ঃ ২৭৮ ॥ আবহাওয়াকে স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর করা [Making atmosphere noxious to health]—যে কেউ কোনো জায়গার আবহাওয়াকে স্বেচ্ছায় (বা স্বতঃপ্রণোদিত ভাবে) এমন ভাবে দূষিত করবে যে তা জনসাধারণের স্বাস্থ্যের পক্ষে—যারা আশেপাশে বাস করে বা ব্যবসা করে অথবা সার্বজনিক পথ দিয়ে যাতায়াত করে, ক্ষতিকারক হয়ে ওঠে, তাকে অনধিক পাঁচ'শ টাকার অর্থদণ্ডে দণ্ডিত করা হবে।

॥ ধারা ঃ ২৭৯ ॥ সর্বসাধারণের রাস্তা দিয়ে বেপরোয়া ভাবে গাড়ি চালানো বা ঘোড়া হাঁকিয়ে যাওয়া [Rash driving or riding on a public way]—যে কেউ সর্বসাধারণের কোনো রাস্তা দিয়ে এমন বেপরোয়া ভাবে বা অসতর্ক ভাবে কোনো যানবাহন চালাবে বা ঘোড়ায় চড়ে যাবে যাতে মানুষের জীবন সঙ্কটাপন্ন হয়ে যায় বা কোনো অন্য ব্যক্তির জখম বা ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার সম্ভাবনা দেখা দেয়, তাকে উভয়বিধ কারাদণ্ডের কোনো এক ধরনের কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হবে, যার মেয়াদ হতে পারে অনধিক ছ'মাস অথবা তাকে অর্থদণ্ডে দণ্ডিত করা হবে, যার পরিমাণ হতে পাবে একহাজার টাকা অথবা তাকে উভয় দণ্ডে দণ্ডিত করা হবে।

॥ ধারা : ২৮০ ॥ বেপরোয়া ভাবে জলযান চালানো [Rash navigation of vessel]—যে কেউ কোনো জলযান এমন বেপরোয়া ভাবে বা অসতর্ক ভাবে চালাবে যাতে মানুষের জীবন সঙ্কটজনক হয়ে ওঠে অথবা কোনো অন্য ব্যক্তি জখম বা ক্ষতিগ্রস্ত হয় বা হওয়ার সম্ভাবনা দেখা যায়, তাকে উভয়বিধ কারাদণ্ডের কোনো এক ধরনের কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হবে, যার মেয়াদ হতে পারে অনধিক ছ'মাস অথবা তাকে অর্থদণ্ডে দণ্ডিত করা হবে, যার পরিমাণ হতে পারে অনধিক এক হাজার টাকা অথবা তাকে উভয় দণ্ডে দণ্ডিত করা হবে।

॥ ধারা : ২৮১ ॥ মিথ্যা আলো, নিশানা বা বয়া প্রদর্শন [Exhibition of false light, mark or buoy]—যে কেউ কোনো মিথ্যা আলো, নিশানা বা বয়া দেখিয়ে, এই অভিপ্রায়ে বা এটা সম্ভব হতে পারে তা জেনে যে এমন দেখানোর ফলে কোনো নৌ-পরিবাহককে (জলযান চালক, নাবিক, মাঝি) বিপথে চালিত করবে, তাকে উভয়বিধ কারাদণ্ডের কোনো এক ধরনের কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হবে, যার মেয়াদ হতে পারে অনধিক সাত বছর অথবা তাকে অর্থদণ্ডে দণ্ডিত করা হবে অথবা তাকে উভয় দণ্ডে দণ্ডিত করা হবে।

॥ ধারা : ২৮২ ॥ ভাড়ার জন্য বিপদজনক বা অত্যধিক বোঝাই করা জলযানে কোনো ব্যক্তির জলপথে পরিবহন [Conveying person by water for hire in unsafe or overloaded vessel]—যে কেউ কোনো ব্যক্তিকে জলপথে যে কোনো জলযানে জেনেশুনে বা অবহেলা করে ভাড়ায় পরিবহণ করবে বা করাবে যখন সেই জলযান এমন অবস্থায় আছে বা এত বেশি বোঝাই অবস্থায় আছে যাতে ঐ ব্যক্তির জীবন সঙ্কটাপন্ন হতে পারে। তাকে উভয়বিধ কারাদণ্ডের কোনো এক ধরনের কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হবে, যার মেয়াদ হতে পারে অনধিক ছ'মাস অথবা তাকে অর্থদণ্ডে দণ্ডিত করা হবে, যার পরিমাণ হতে পারে অনধিক এক হাজার টাকা অথবা তাকে উভয় দণ্ডে দণ্ডিত করা হবে।

॥ ধারা : ২৮৩ ॥ সার্বজনীন পথে বা নৌ পরিবহন পথে সঙ্কট বা বাধা [Danger or obstruction in public way or line of navigaion]—যে কেউ কোনো কাজ করে অথবা তার রক্ষণাবেক্ষণের অধীন কিংবা দখলভুক্ত কোনো সম্পত্তি সম্পর্কে উপযুক্ত ব্যবস্থা না নিয়ে সার্বজনীন কোনো পথে বা জলপথে কোনো ব্যক্তির বিপদ, বাধা বা ক্ষতির সৃষ্টি করে তাকে অনধিক দু'শ টাকা অর্থদণ্ডে দণ্ডিত করা হবে।

॥ ধারা : ২৮৪ ॥ বিষাক্ত দ্রব্য সম্পর্কে অবহেলাপূর্ণ আচরণ [Negligent conduct with respect to poisonous substance]—যে কেউ বিষাক্ত দ্রব্য নিয়ে কোনো কাজ এমন বেপরোয়া ভাবে বা অবহেলাভরে করবে, যাতে মানুষের জীবন সঙ্কটাপন্ন হয়ে পড়ে অথবা যার ফলে কোনো ব্যক্তির জখম বা ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে,

অথবা জ্ঞাতসারে বা অবহেলা করে তার দখলে থাকা বিষাক্ত দ্রব্য সম্পর্কে এমন ব্যবস্থা না নেয় যা এমন বিষাক্ত দ্রব্য থেকে মানুষের জীবনের বিপদ হওয়াকে প্রতিহত করার করার ব্যাপারে যথেষ্ট।

তাকে উভয়বিধ কারাদণ্ডের কোনো এক ধরনের কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হবে, যার মেয়াদ হতে পারে অনধিক ছ'মাস অথবা অর্থদণ্ডে দণ্ডিত করা হবে, যার পরিমাণ হতে পারে অনধিক এক হাজার টাকা অথবা তাকে উভয়দণ্ডে দণ্ডিত করা হবে।

॥ ধারা ঃ ২৮৫ ॥ আগুন বা জ্বলনশীল পদার্থ দিয়ে অবহেলাপূর্ণ আচরণ [Negligent conduct with respect to fire or combustible matter]—যে কেউ আগুন অথবা কোনো জ্বলনশীল পদার্থ দিয়ে কোনো কাজ এমন বেপরোয়া ভাবে বা অবহেলা ভরে করবে যাতে মানুষের জীবন সঙ্কটাপন্ন হয়ে পড়ে অথবা যার ফলে কোনো মানুষের জখম বা ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে,

অথবা জ্ঞাতসারে বা অবহেলা করে তার দখলে থাকা আগুন বা জ্বলনশীল পদার্থ সম্পর্কে এমন ব্যবস্থা নেওয়া থেকে বিরত থাকে যা এমন আগুন বা জ্বলনশীল শপথ থেকে মানুষের জীবনের সম্ভাব্য বিপদ হওয়াকে প্রতিহত করার ব্যাপারে যথেষ্ট,

তাকে উভয়বিধ কারাদণ্ডের কোনো এক ধরনের কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হবে, যার মেয়াদ হতে পারে অনধিক ছ'মাস অথবা অর্থদণ্ডে দণ্ডিত করা হবে, যার পরিমাণ হতে পারে অনধিক এক হাজার টাকা অথবা তাকে উভয়দণ্ডে দণ্ডিত করা হবে।

॥ ধারা ঃ ২৮৬ ॥ বিস্ফোরক পদার্থ দিয়ে অবহেলাপূর্ণ আচরণ [Negligent conduct with respect to explosive substance]—যে কেউ কোনো বিস্ফোরক পদার্থ দিয়ে কোনো কাজ এমন বেপরোয়া ভাবে বা অবহেলা ভরে করবে, যাতে মানুষের জীবন সঙ্কটাপন্ন হয়ে পড়ে অথবা যার ফলে কোনো অন্য ব্যক্তির জখম বা ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে,

অথবা নিজের দখলে থাকা কোনো বিস্ফোরক পদার্থের এমন ব্যবস্থা করা থেকে, যা এমন পদার্থ থেকে মানুষের জীবনকে কোনো সম্ভাব্য বিপদ থেকে রক্ষা করতে যথেষ্ট, জ্ঞানতঃ অথবা অবহেলা করে বিরত থাকবে,

তাকে উভয়বিধ কারাদণ্ডের কোনো এক ধরনের কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হবে, যার মেয়াদ হতে পারে অনধিক ছ'মাস, অথবা তাকে অর্থদণ্ডে দণ্ডিত করা হবে, যার পরিমাণ হতে পারে অনধিক এক হাজার টাকা অথবা তাকে উভয় দণ্ডে দণ্ডিত করা হবে।

॥ ধারা ঃ ২৮৭ ॥ যন্ত্রপাতি দিয়ে অবহেলা পূর্ণ আচরণ [Negligent conduct with respect to machinery]—যে কোনো যন্ত্রপাতি দিয়ে কোনো কাজ এমন বেপরোয়া ভাবে বা অবহেলা ভরে করবে যাতে মানুষের জীবন সঙ্কটাপন্ন হয়ে পড়ে বা যার ফলে কোনো ব্যক্তির জখম বা ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে,

অথবা নিজের দখলে থাকা অথবা নিজের রক্ষণাবেক্ষণে থাকা কোনো যন্ত্রপাতির এমন ব্যবস্থা করা থেকে, যা এমন যন্ত্রপাতি থেকে মানুষের জীবনকে কোনো সম্ভাব্য বিপদ থেকে রক্ষা করতে যথেষ্ট, জ্ঞানতঃ অথবা অবহেলা করে বিরত থাকবে,

তাকে উভয়বিধ কারাদণ্ডের কোনো এক ধরনের কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হবে, যার মেয়াদ হতে পারে অনধিক ছ'মাস অথবা তাকে অর্থদণ্ডে দণ্ডিত করা হবে, যার পরিমাণ হতে পারে অনধিক এক হাজার টাকা অথবা তাকে উভয় দণ্ডে দণ্ডিত করা হবে।

॥ ধারা ঃ ২৮৮ ॥ কোনো বাড়ি ভাঙা বা তার মেরামতি করতে গিয়ে অবহেলাপূর্ণ আচরণ [Negligent conduct with respect to pulling down or repairing buildings]—যে কেউ কোনো বাড়ি ভাঙতে বা তার মেরামতি করতে গিয়ে ঐ বাড়ির এমন ব্যবস্থা করা থেকে, যা ঐ বাড়ির বা তার কোনো অংশের ভেঙে পড়া থেকে মানুষের জীবনকে কোনো সম্ভাব্য বিপদ থেকে রক্ষা করতে যথেষ্ট, জ্ঞানতঃ বা অবহেলা করে বিরত থাকবে, তাকে উভয়বিধ কারাদণ্ডের কোনো এক ধরনের কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হবে, যার মেয়াদ হতে পারে অনধিক ছ'মাস অথবা তাকে অর্থদণ্ডে দণ্ডিত করা হবে, যার পরিমাণ হতে পারে অনধিক এক হাজার টাকা অথবা তাকে উভয় দণ্ডে দণ্ডিত করা হবে।

॥ ধারা ঃ ২৮৯ ॥ জীবজন্তু সম্পর্কে অবহেলাপূর্ণ আচরণ [Negligent conduct with respect to animal]—যে কেউ নিজের দখলে থাকা কোনো জীবজন্তু সম্পর্কে এমন ব্যবস্থা করা থেকে, যা এমন জীবজন্তু থেকে মানুষের জীবনকে কোনো সম্ভাব্য বিপদ বা ভীষণভাবে জখম হওয়ার সম্ভাব্য বিপদ থেকে রক্ষা করতে যথেষ্ট, জ্ঞানতঃ বা অবহেলা করে বিরত থাকবে, তাকে উভয়বিধ কারাদণ্ডের কোনো এক ধরনের কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হবে, যার মেয়াদ হতে পারে ছ'মাস অথবা অর্থদণ্ডে দণ্ডিত করা হবে যার পরিমাণ হতে পারে অনধিক এক হাজার টাকা অথবা তাকে উভয় দণ্ডে দণ্ডিত করা হবে।

॥ ধারা ঃ ২৯০ ॥ অন্য ভাবে বিধান দেওয়া নাই এমন ক্ষেত্রে গণ-উপদ্রবের (Public nuisance) জন্য দণ্ড [Punishment for public nuisance in cases not otherwise provided for]—যে কেউ এমন ক্ষেত্রে গণ-উপদ্রব করবে, যা এই সংহিতা দ্বারা অন্য ভাবে দণ্ডণীয় নয়, তাকে অনধিক দু'শ টাকা অর্থদণ্ডে দণ্ডিত করা হবে।

॥ ধারা ঃ ২৯১ ॥ উপদ্রব (জঘন্য কর্ম) বন্ধের আদেশ জারি করার পরও তা চালিয়ে যাওয়া [Continuance of nuisance after injunction to discontinue]—যে কেউ কোনো রাজভৃত্য দ্বারা, যার কোনো উপদ্রবের পুনরাবৃত্তি না করা বা তা চালু না রাখার জন্য নিষেধাজ্ঞা প্রচারিত করার প্রাধিকার আছে, এমন নিষেধাজ্ঞা জারি করার পর, কোনো গণ-উপদ্রবের পুনরাবৃত্তি করবে বা যা চালু রাখবে তাকে অনধিক ছ'মাসের বিনাশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হবে অথবা অর্থদণ্ডে দণ্ডিত করা হবে অথবা তাকে উভয়দণ্ডে দণ্ডিত করা হবে।

॥ ধারা ঃ ২৯২ ॥ অশ্লীল পুস্তকাদির বিক্রয়াদি নিমিত্ত [Sale etc. of obscene books, etc.]—(১) উপধারা (২) নিমিত্ত কোনো পুস্তক, পুস্তিকা, কাগজ, লিপি, রেখাচিত্র, রঙিন চিত্র, বর্ণনা, আকৃতি বা অন্য বস্তুকে অশ্লীল মনে করা হবে যদি তা কামোদ্দীপক হয় বা কামুক ব্যক্তিদের জন্য রুচিকর হয় অথবা তার প্রভাব যদি এমন হয় যে, যারা তাতে দেওয়া বিষয় সম্ভবতঃ পড়বে, দেখবে বা শুনবে তাদের নৈতিক চরিত্র কলুষিত হবার দিকে চালিত হবে,

(২) যদি কেউ—

(ক) কোনো অশ্লীল পুস্তক, পুস্তিকা কাগজ, রেখাচিত্র, রঙিন চিত্র, বর্ণনা বা

আকৃতি (নক্‌শা) অথবা অন্য কোনো অশ্লীল বস্তুকে তা যাই হোক না কেন, বেচবে, ভাড়া দেবে, বিতরণ করবে, লোক সমক্ষে প্রদর্শন করবে অথবা যে কোনো ভাবে তা প্রচার করবে অথবা ঐ বিক্রয়, ভাড়া, বিতরণ, লোকপ্রদর্শন বা পরিচালন নিমিত্ত তৈরি করবে, উৎপাদিত করবে বা নিজের দখলে রাখবে, অথবা

(খ) পূর্বোক্ত প্রয়োজন সমূহের মধ্যে যে কোনো প্রয়োজন নিমিত্ত কোনো অশ্লীল বস্তুর আমদানি বা রপ্তানি অথবা পরিবহন করবে অথবা তা বেচা হবে, ভাড়াতে দেওয়া হবে, বিতরিত করা হবে বা লোক-প্রদর্শিত করা হবে কিংবা কোনো ভাবে প্রচার করা হবে তা জেনে বা বিশ্বাস করার কারণ থেকে করবে, অথবা

(গ) এমন কোনো ব্যবসাতে অংশ নেবে বা তার থেকে লাভ প্রাপ্ত করবে, যে (কারবার বা) ব্যবসাতে সে জানে বা বিশ্বাস করার মতো কারণ আছে যে, কেউ এমন অশ্লীল বস্তুসমূহ পূর্বোক্ত প্রয়োজন সমূহের মধ্যে যে কোনো প্রয়োজন নিমিত্ত তৈরি কৃত, উৎপাদন কৃত, প্রণীত, রক্ষিত, আমদানি কৃত, রপ্তানিকৃত, পরিবাহিত, জন-সমক্ষে (অর্থাৎ প্রকাশ্যে, প্রদর্শিত অথবা যে কোনো ভাবে প্রচারিত করবে, অথবা

(ঘ) বিজ্ঞাপিত করবে বা যে কোনো মাধ্যম দ্বারা—তা সে যা-ই হোক, জ্ঞাত করাবে যে কোনো ব্যক্তি এমন কোনো কাজে—যা এই ধারার অধীনে অপরাধ, রত আছে, বা রত হওয়ার জন্য প্রস্তুত আছে অথবা এমন অশ্লীল বস্তু কোনো ব্যক্তির কাছ থেকে বা কোনো ব্যক্তির দ্বারা পাওয়া যেতে পারে, অথবা

(ঙ) এমন কোনো কাজ, যা এই ধারার অধীনে অপরাধ করার জন্য প্রস্তাব দেবে, বা দেওয়ার জন্য চেষ্টা করবে,

প্রথম বার দোষে দোষী সাব্যস্ত হওয়ার ক্ষেত্রে উভয়বিধ কারাদণ্ডের কোনো এক ধরনের কারাদণ্ডে, যার মেয়াদ হতে পারে অনধিক দু'বছর, দণ্ডিত করা হবে এবং অর্থদণ্ডে, যার পরিমাণ হতে পারে অনধিক দু'হাজার টাকা, দণ্ডিত করা হবে এবং দ্বিতীয়বার ও তার পরবর্তী সময় দোষে দোষী সাব্যস্ত হওয়ার ক্ষেত্রে উভয়বিধ কারাদণ্ডের যে কোনো এক ধরনের কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হবে, যার মেয়াদ হতে পারে অনধিক পাঁচ বছর এবং অর্থদণ্ডেও দণ্ডিত করা হবে, যার পরিমাণ হতে পারে অনধিক পাঁচ হাজার টাকা।

ব্যতিক্রম ঃ এই ধারা নিম্নলিখিত ক্ষেত্রগুলোতে প্রযোজ্য হবে না—

(ক) এমন পুস্তক, পুস্তিকা, কাগজ, লিপি, রেখাচিত্র, রঙিন চিত্র, বর্ণনা অথবা নক্‌শা (আকৃতি)—

(এক) যার প্রকাশন জনস্বার্থে হওয়ার কারণে এই প্রেক্ষিতে আইনোচিত বলে প্রমাণিত হয়েছে যে, এমন পুস্তক, পুস্তিকা, কাগজ, লিপি, রেখাচিত্র, বর্ণনা বা নক্‌শা—বিজ্ঞান, সাহিত্য কলা বা বিদ্যা অথবা সার্বজনীন অন্য উদ্দেশ্যাবলীর স্বার্থে; অথবা—

(দুই) যা সৎভাবপূর্বক ধার্মিক প্রয়োজনের নিমিত্ত রাখা বা কাজে লাগানো হয়;

(খ) এমন কোনো প্রদর্শন, যা—

(এক) প্রাচীন স্মারক বা পুরাতত্ত্বীয় স্থান এবং ভগ্নাবশেষ অধিনিয়ম ১৯৫৮ (১৯৫৮-র ২৪)-এর অর্থে প্রাচীন স্মারকের ওপর বা তাতে, অথবা

(দুই) কোনো মন্দির গাত্রে বা তাতে বা মূর্তির বহনের ব্যবহারে লাগার মতো অথবা কোনো ধার্মিক প্রয়োজনের নিমিত্ত বা ব্যবহারে লাগার মতো কোনো রথে—

খোদাই, উৎকীর্ণ, বর্ণলেপিত বা অন্য কোনোভাবে প্রদর্শিত আছে।

॥ ধারা ঃ ২৯৩ ॥ তরুণদের কাছে অশ্লীল বস্তুর বিক্রয়াদি [Sale etc, of obscene objects to young person]—যে কেউ কুড়ি বছরের কম বয়সের তরুণকে এমন কোনো অশ্লীল বস্তু, যা পূর্ববর্তী ধারায় উল্লিখিত হয়েছে বিক্রি করবে, ভাড়াতে দেবে, বিতরণ করবে, প্রদর্শিত করবে অথবা প্রচার করবে অথবা এমন করার প্রস্তাব দেবে বা তার চেষ্টা করবে প্রথমবার দোষী সাব্যস্ত হওয়ার ক্ষেত্রে তাকে উভয়বিধ কারাদণ্ডের কোনো এক ধরনের কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হবে যার মেয়াদ হতে পারে অনধিক তিন বছর এবং অর্থদণ্ডে দণ্ডিত করা হবে, যার পরিমাণ হতে পারে অনধিক দু'হাজার টাকা এবং দ্বিতীয় বা পরবর্তী বার দোষী সাব্যস্ত হওয়ার ক্ষেত্রে উভয়বিধ কারাদণ্ডের কোনো এক ধরনের কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হবে, যার মেয়াদ হতে পারে অনধিক সাত বছর এবং তাকে অর্থদণ্ডেও দণ্ডিত করা হবে, যার পরিমাণ হতে পারে অনধিক পাঁচ হাজার টাকা।

॥ ধারা ঃ ২৯৪ ॥ অশ্লীল কাজ এবং গান [Obscene acts and songs]— যে কেউ—

(ক) কোনো প্রকাশ্য জায়গায় অশ্লীল কাজ করবে, অথবা

(খ) কোনো প্রকাশ্য জায়গায় অথবা তার কাছে কোনো অশ্লীল গান করবে। অশ্লীল কবিতা আবৃত্তি আবৃত্তি করবে বা অশ্লীল গান গাথা, শব্দ, উচ্চারণ করবে (sings, recites or utters any obsene song, ballad or words) যাতে অন্য লোকের বিরক্তি উৎপাদন হয়,

তাকে উভয়বিধ কারাদণ্ডের কোনো এক ধরনের কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হবে, যার মেয়াদ হতে পারে অনধিক তিন মাস অথবা তাকে অর্থদণ্ডে দণ্ডিত করা হবে, অথবা তাকে উভয় দণ্ডে দণ্ডিত করা হবে।

॥ ধারা ঃ ২৯৪-এ ॥ লটারি কার্যালয় পরিচালন [Keeping lottery office]—যে কেউ, রাজ্য লটারি বা রাজ্য সরকার কর্তৃক প্রাধিকৃত লটারি ব্যতিরেকে যে কোনো লটারি ড্র করবার অভিপ্রায়ে কোনো কার্যালয় বা জায়গা রাখবে, তাকে উভয়বিধ কারাদণ্ডের কোনো এক ধরনের কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হবে, যার মেয়াদ হতে পারে অনধিক ছ'মাস অথবা তাকে অর্থদণ্ডে দণ্ডিত করা হবে অথবা তাকে উভয়দণ্ডে দণ্ডিত করা হবে;

এবং যে কেউ এমন কোনো লটারিতে কোনো টিকিট, লট, সংখ্যা বা রাশি ড্র করার সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত বা তার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য যে কোনো পরিস্থিতিতে বা আনুষাঙ্গিকতায় যে কোনো ব্যক্তির সুবিধা সৃষ্টির জন্য যে কোনো অর্থ দিতে বা যে কোনো মাল অর্পণ করতে অথবা কোনো কাজ করতে বা কোনো কাজ করা থেকে বিরত থাকতে কোনো প্রস্তাব প্রকাশ করবে, তাকে অনধিক এক হাজার টাকা অর্থদণ্ডে দণ্ডিত করা হবে।

অধ্যায় : পনেরো

CHAPTER : XV

ধর্মের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত অপরাধ বিষয়ক

(Of offences Relating to Religion)

(ধারা—২৯৫ থেকে ধারা—২৯৮)

॥ ধারা : ২৯৫ ॥ কোনো শ্রেণীর ধর্মকে অপমান (অবমাননা) করার অভিপ্রায়ে উপাসনা স্থলের ক্ষতি সাধন বা অপবিত্র করা [Injuring or defiling place of worship with intent to insult the religion of any class]—যে কেউ কোনো উপাসনাস্থলকে বা ব্যক্তিদের কোনো শ্রেণী দ্বারা পবিত্র বলে মান্য করা করা হয় এমন কোনো বস্তুকে নষ্ট, ক্ষতিগ্রস্ত বা অপবিত্র করবে এই উদ্দেশ্যে যে কোনো শ্রেণীর ধর্মকে তার দ্বারা অপমান করা হয় বা এমন সম্ভাবনা আছে জেনেও একাজ করবে যাতে ব্যক্তিদের কোনো শ্রেণী এহেন নাশ, ক্ষতি বা অপবিত্র করাকে নিজেব ধর্মের প্রতি অপমান বলে মনে করবে, তাকে উভয়বিধ কাবাদণ্ডের কোনো এক ধরনের কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হবে, যার মেয়াদ হতে পাবে অনধিক দু'বছর অথবা অর্থদণ্ডে দণ্ডিত করা হবে অথবা তাকে উভয় দণ্ডে দণ্ডিত কবা হবে।

॥ ধারা : ২৯৫-এ ॥ যে কোনো শ্রেণীর ধর্ম বা ধর্ম বিশ্বাসকে অপমান করে উক্ত শ্রেণীর ধর্মীয় অনুভূতিকে আহত করার অভিপ্রায়ে স্বেচ্ছাকৃত বা বিদ্বেষপূর্ণ কাজ [Deliberate and malicious acts intended to outrage religious feelings of any class by insulting its religion or riligious beliefs]—যে কেউ ভারতীয় নাগরিকের কোনো শ্রেণীর ধর্মীয় ভাবনাসমূহকে আহত করার স্বতঃস্ফূর্ত ও বিদ্বেষপূর্ণ উদ্দেশ্যে কথিত বা লিখিত শব্দ দ্বারা অথবা ইঙ্গিত দ্বারা অথবা দৃশ্য-প্রতীক দ্বারা অথবা অন্য ভাবে ঐ শ্রেণীর ধর্ম বা ধর্ম-বিশ্বাসকে অপমান করবে বা অপমান করা চেষ্টা করবে, তাকে উভয়বিধ কারাদণ্ডের যে কোনো একটি ধরনের কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হবে, যার মেয়াদ হতে পারে তিন বছর অথবা তাকে অর্থদণ্ডে দণ্ডিত করা হবে অথবা তাকে উভয় দণ্ডে দণ্ডিত করা হবে।

॥ ধারা : ২৯৬ ॥ ধর্মীয় সমাবেশে বিঘ্ন সৃষ্টি [Disturbing religious assembly]—যে কেউ ধর্মীয় উপাসনা বা ধর্মীয় উৎসবে আইনসম্মত ভাবে রত কোনো সমাবেশে ইচ্ছাকৃত ভাবে বিঘ্ন সৃষ্টি করবে, তাকে উভয়বিধ কারাদণ্ডের কোনো এক ধরনের কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হবে যার মেয়াদ হতে পারে অনধিক এক বছর অথবা তাকে অর্থদণ্ডে দণ্ডিত করা হবে অথবা তাকে উভয় দণ্ডে দণ্ডিত করা হবে।

॥ ধারা : ২৯৭ ॥ সমাধিস্থল ইত্যাদিতে অনধিকার প্রবেশ [Trespassing on

burial places, etc.]—যে কেউ কোনো ধর্মীয় উপসনাস্থলে বা কোনো সমাধিস্থলে বা অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার জন্য বা মৃতের দেহাবশেষ গচ্ছিত রাখার নিমিত্ত আলাদা করে রাখা জায়গায় অনধিকার প্রবেশ করবে বা কোনো মানুষের শবদেহকে অবজ্ঞা করবে বা অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়ার জন্য সমাবিষ্ট ব্যক্তিদের বিঘ্ন সৃষ্টি করবে—

এই উদ্দেশ্যে, যে কোনো ব্যক্তির (ধর্মীয়) ভাবনায় আঘাত লাগে বা কোনো ব্যক্তির ধর্মের অবমাননা করবে অথবা এমন সম্ভাবনা আছে বলে করবে যে, তার দ্বারা কোনো ব্যক্তির ধর্মীয় ভাবনায় আঘাত লাগে অথবা কোনো ব্যক্তি বিশেষের ধর্মের অপমান হবে,

তাকে উভয়বিধ কারাদণ্ডের কোনো এক ধরনের কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হবে, যার মেয়াদ হতে পারে অনধিক এক বছর অথবা তাকে অর্থদণ্ডে দণ্ডিত করা হবে, অথবা তাকে অর্থদণ্ডে দণ্ডিত করা হবে অথবা তাকে উভয় দণ্ডে দণ্ডিত করা হবে।

॥ ধারা ঃ ২৯৮ ॥ ধর্মীয় ভাবনা বা অনুভূতিতে আঘাত পৌঁছাবার ইচ্ছাকৃত উদ্দেশ্যে শব্দাদি উচ্চারণ করা [Uttering words, etc, with deliberate intent to wound religious feeling]—যে কেউ কোনো ব্যক্তির ধর্মীয় ভাবনায় আঘাত পৌঁছাবার ইচ্ছাকৃত উদ্দেশ্যে তার শ্রবণ গোচরতায় কোনো শব্দ উচ্চারণ করবে অথবা কোনো শব্দ সৃষ্টি করবে অথবা তার দৃষ্টিগোচরতায় কোনো অঙ্গভঙ্গি করবে বা কোনো বস্তু রাখবে, তাকে উভয়বিধ কারাদণ্ডের কোনো এক ধরনের কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হবে, যার মেয়াদ হতে পারে অনধিক এক বছর অথবা তাকে অর্থদণ্ডে দণ্ডিত করা হবে অথবা তাকে উভয় দণ্ডে দণ্ডিত করা হবে।

অধ্যায় : ষোলো

CHAPTER : XVI

মানব শরীর প্রভাবক অপরাধ বিষয়ক

(Of offences Affecting the Human Body)

(ধারা—২৯৯ থেকে ধারা—৩৭৭)

জীবন প্রভাবক অপরাধ বিষয়ক

(Of offences Affecting life)

(ধারা—২৯৯ থেকে ধারা—৩১১)

॥ ধারা : ২৯৯ ॥ অপরাধজনক নরহত্যা [Culpable homicide]—যে কেউ মৃত্যু ঘটাবার উদ্দেশ্যে অথবা এমন ভাবে শারীরিক ক্ষতি সাধনের উদ্দেশ্যে যাতে মৃত্যু সংঘটিত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে অথবা এটা জেনে যে তার কৃত কাজ মৃত্যু ঘটাতে পারে, এমন কোনো কাজ করে মৃত্যু সংঘটিত করে সে অপরাধজনক নরহত্যার অপরাধ করে।

উদাহরণ—(ক) মৃত্যু ঘটাবার উদ্দেশ্যে বা মৃত্যু ঘটাব সম্ভাবনা আছে তা জেনে ক—একটা গর্তের ওপর কাঠ ও তৃণাবৃত মাটির চাপড়া বিছিয়ে রাখলো। য—ঐ জমি স্বাভাবিক শক্ত মনে করে তার ওপর দিযে হাঁটতে গিঁয়ে গর্তে পড়ে গিয়ে মারা গেল। ক—অপরাধজনক নরহত্যার অপরাধ করেছে।

(খ) ক জানে যে য একটা ঝোপের পেছনে আছে। খ তা জানে না। ক য-এর মৃত্যুর ঘটাবার জন্য বা ঐভাবে মৃত্যু ঘটার সম্ভাবনা আছে জেনে ক খ-কে ঐ ঝোপের ওপর গুলি করতে প্ররোচনা দিল। খ-কে গুলি চালাল। এতে য-এব মৃত্যু হলো। এক্ষেত্রে এমনও হতে পারে খ কোনো অপরাধে অপরাধী হতে হলো না কিন্তু ক—এখানে **অপরাধ জনক নরহত্যার** অপরাধ করল।

(গ) ক একটি মুরগিকে মেরে ফেলার এবং তা চুরি করার উদ্দেশ্যে তার ওপর গুলি চালালে খ, যে পাশেই একটা ঝোপের পেছনে ছিল, মারা গেল। ক জানত না যে খ ঐ ঝোপের পাশে আছে। যদিও ক এখানে আইন বিরুদ্ধ কাজ করছিল, তবুও সে **অপরাধজনক নর হত্যার** অপরাধে অপরাধী নয়। কারণ তার উদ্দেশ্য ছিল না খ-কে মারার বা এমন কোনো কাজ করা যার ফলে খ-এর মৃত্যু সংঘটিত হওয়ার সম্ভাবনা আছে, তা জেনে তার মৃত্যু ঘটায় নি।

স্পষ্টীকরণ—১। যে ব্যক্তি মানসিক রোগগ্রস্ত ও অঙ্গ শৈথিল্যে গ্রস্ত কোনো অন্য ব্যক্তির শারীরিক ক্ষতি সাধন কবে এবং তাব দ্বারা ঐ দ্বিতীয় ব্যক্তির মৃত্যু ত্বরান্বিত করে, তার মৃত্যু সংঘটিত কবল বলে মনে করা হবে।

২। শারীরিক ক্ষতির ফলে যেখানে মৃত্যু সংঘটিত হয়েছে সেখানে যে ব্যক্তি এই শারীরিক ক্ষতি করল, সে তার মৃত্যু সংঘটিত করল বলে মনে করা হবে যদিও প্রয়োজনীয় উপচার ও দক্ষ চিকিৎসার দ্বারা ঐ মৃত্যু রদ করা যেতে পারত।

৩। মায়ের গর্ভস্থ কোনো শিশুর মৃত্যু সংঘটন করা, নরহত্যা নয়। কিন্তু কোনো জীবিত শিশুর মৃত্যু সংঘটিত করা অপরাধজনক নরহত্যার শ্রেণীতে পড়তে পারে, যদি ঐ শিশুর শরীরের কোনো অংশ বাইরে বেরিয়ে এসে থাকে বা যদি ঐ শিশুটি শ্বাস নাও নিয়ে থাকে বা সম্পূর্ণ ভূমিষ্ঠ নাও হয়ে থাকে।

॥ ধারা ঃ ৩০০ ॥ হত্যা (খুন) [Murder]—পূর্ববর্তী অবস্থার ক্ষেত্রে ব্যতিক্রমগুলো বাদ দিয়ে অপরাধজনক নরহত্যা হলো হত্যা, যদি সেই কাজ যার ফলে ঐ মৃত্যু সংঘটিত হয়েছে, মৃত্যু সংঘটিত করার উদ্দেশ্যে করা হয়ে থাকে, অথবা

দ্বিতীয়তঃ যদি তা এমন শারীরিক ক্ষতিসাধন করার উদ্দেশ্যে করা হয়ে থাকে, যাতে অপরাধী জ্ঞাত ছিল যে ঐ ব্যক্তির মৃত্যু ঘটার সম্ভাবনা আছে, যার সে ক্ষতি সাধন করেছে, অথবা

তৃতীয়তঃ যদি তা কেনো ঘ্যক্তির শরীরিক ক্ষতি সাধন করার অভিপ্রায়ে করা হয়ে থাকে এবং সেই শারীরিক ক্ষতি, যা সম্পাদন করার অভিপ্রায় করা হয় তা যদি সাধারণ প্রাকৃতিক নিয়মে মৃত্যু সংঘটিত করাব পক্ষে যথেষ্ট হয়, অথবা

চতুর্থতঃ যদি কার্য সম্পাদনকারী ব্যক্তির জানা থাকে যে সেই কাজ এতটাই বিপজ্জনক যে মৃত্যু সংঘটিত কবার খুবই সম্ভাবনা আছে, অথবা এমন শারীরিক ক্ষতি (বা জখম) করবে যে তাতে মৃত্যু ঘটার প্রবল সম্ভাবনা থাকবে এবং তা মৃত্যু ঘটাতে বা পূর্বোক্ত ধরনের ক্ষতি সাধন করার ঝুঁকি নেওয়ার জন্য কোনো অজুহাত ছাড়াই এমন কাজ করে।

উদাহরণ—(ক) য-কে মেরে ফেলার উদ্দেশ্যে ক-তাকে গুলি করল। পরিণামতঃ য মারা গেল। ক হত্যা করল।

(খ) য-এমন রোগে গ্রস্ত যে সামান্য আঘাতেই তার মৃত্যু ঘটা সম্ভব ক এটা জেনেও তার শাবীবিক ক্ষতি করার উদ্দেশো তার ওপর আঘাত করল। য-ঐ আঘাতের পরিণামস্বরূপ মারা গেল। ক-হত্যার অপরাধে দোষী সাব্যস্ত হবে যদিও তার ঐ আঘাত সুস্বাস্থ্যের অধিকারী কোনো ব্যক্তির মৃত্যু ঘটাবার পক্ষে সাধারণ প্রাকৃতিক নিয়মে যথেষ্ট নাও হতে পারত। কিন্তু য-কোনো রোগে গ্রস্ত (বা আক্রান্ত), এটা যদি ক না যেনে তার ওপর এমন আঘাত করত, যাতে সুস্বাস্থ্যের অধিকারী কোনো ব্যক্তিব সাধারণ প্রাকৃতিক নিয়মে মৃত্যু ঘটে না, তাহলে এখানে ক, যদিও তার উদ্দেশ্য ছিল য-এর শারীরিক ক্ষতি করার, হত্যার অপরাধে দোষী সাব্যস্ত হবে না; যদি তার উদ্দেশ্য না থেকে থাকে য-এর মৃত্যু সংঘটিত করার বা এমন শারীরিক ক্ষতি সাধন করার উভিপ্রায় না থেকে থাকে যা সাধারণ প্রাকৃতিক নিয়মে মৃত্যু ঘটায়।

(গ) উদ্দেশ্য প্রণোদিত হয়ে ক য-কে তরবারি বা লাঠি দিয়ে এমন জখম করল, যা প্রকৃতির সাধারণ নিয়মে কোনো মানুষের মৃত্যু সংঘটন করার পক্ষে যথেষ্ট। পরিণামস্বরূপ য-এর মৃত্যু ঘটল। এখানে কয-এর হত্যার অপরাধে দোষী সাব্যস্ত হবে, যদিও ক-এর উদ্দেশ্য ছিল না য-কে হত্যা করার।

(ঘ) বিনা অজুহাতে ক বেশ কিছু মানুষের সমাবেশের ওপর বারুদ ভর্তি কামান দাগল এবং তাতে ঐ সমাবেশের একজনকে হত্যা করল। ক হত্যার অপরাধে দোষী সাব্যস্ত হবে, যদিও কোনো ব্যক্তি বিশেষকে হত্যা করার তার কোনো পূর্ব পরিকল্পনা ছিল না।

ব্যতিক্রম-১ : অপরাধজনক নরহত্যা কখন খুন নয়—অপরাধজনক নরহত্যা খুন নয়, যদি অপরাধী সেই সময়ে, যখন সে গুরুতর ও আকস্মিক উত্তেজনা (বা ক্রোধোদ্দীপন) বশতঃ তার আত্ম-সংযম ক্ষমতা হারিয়ে ফেলেছে, এমন ব্যক্তির মৃত্যু ঘটায় যে ঐ রকম উত্তেজনাকর কাজ করেছিল অথবা যদি অপরাধী ভুল করে বা দুর্ঘটনাবশতঃ অন্য কোনো ব্যক্তির মৃত্যু ঘটায়।

উপরোক্ত ব্যতিক্রম নিম্নলিখিত অনুবিধি সাপেক্ষ হবে—

প্রথমতঃ যে, ক্রোধোন্মত্ততা অপরাধী কর্তৃক সৃষ্ট হয় বা স্বেচ্ছায় ঐ রকম করা হয় না কোনো ব্যক্তির হত্যা করার বা কোনো ব্যক্তির ক্ষতি করার অজুহাত হিসাবে।

দ্বিতীয়তঃ যে, আইনসম্মত ভাবে সম্পাদিত কোনো কাজ দ্বারা রাজভৃত্য হিসাবে আইনানুগ ক্ষমতা প্রয়োগের সময় তার দ্বারা ঐ ক্রোধোদ্দীপন সৃষ্টি করা হয় না।

তৃতীয়তঃ যে, ঐ ক্রোধোদ্দীপন কোনো এমন কিছু দ্বারা সৃষ্টি করা হয় না যা আত্মরক্ষার অধিকারের আইনানুগ প্রয়োগ-কালে কৃত হয়।

স্পষ্টীকরণ—ক্রোধোদ্দীপন এত গুরুতর ও আকস্মিক ছিল বা ছিল না যে, অপরাধকে হত্যার পর্যায়ে যাওয়া থেকে বাধা দেয়, এটা তথ্য সম্বন্ধীয় প্রশ্ন।

ব্যাখ্যা—অপরাধটির খুন-এ পরিণত হওয়াকে বাধা দেবার ব্যাপারে ঐ ক্রোধোদ্দীপন যথেষ্ট গুরুতর এবং আকস্মিক ছিল, কি ছিল না, তা তথ্যের প্রশ্ন।

উদাহরণ—(ক) ক, য দ্বারা প্রদত্ত ক্রোধোদ্দীপন দ্বারা তাড়িত আবেগের প্রভাবে ইচ্ছাকৃত ভাবে য-এর শিশু সন্তান খ-কে হত্যা করল। এটা খুন বা হত্যা, যদিও ঐ শিশুসন্তান খ ক্রোধোদ্দীপন সৃষ্টি করে নি এবং শিশুর মৃত্যু ঐ ক্রোধোদ্দীপন সৃষ্ট কাজ সম্পাদনকালে কোনো দুর্ঘটনা বা দুর্ভাগ্যবশতঃ সম্পাদিত হয় নি।

(খ) ক-কে খ গুরুতর ও আকস্মিক ভাবে ক্রোধোদ্দীপ্ত করল। ক এই ক্রোধোদ্দীপনে য-এর ওপর গুলি চালালো। এতে না ক-এর উদ্দেশ্য ছিল য-কে হত্যা করার, যে পাশেই ছিল কিন্তু দৃষ্টির আড়ালে ছিল, আর না সে জানত যে এর দ্বারা য-এর মৃত্যু ঘটার সম্ভাবনা আছে। ক য-কে হত্যা করল। এখানে ক খুন করে নি কিন্তু যা করেছে তা হলো অপরাধজনক নরহত্যা।

(গ) য একজন সাধ্যপাল (বেলিফ)। সে আইনসম্মত ভাবে ক-কে গ্রেপ্তার করল। ঐ গ্রেপ্তারের ফলে ক আকস্মিক ভাবে এবং তীব্র আবেগাপ্লুত হয়ে গেল এবং য-কে হত্যা করে বসল। এটা হত্যা, কারণ ঐ ক্রোধোদ্দীপন এমন ব্যাপার দ্বারা করা হয়েছিল, য একজন রাজভৃত্য দ্বারা তার ক্ষমতার প্রয়োগ কালে হয়েছিল।

(ঘ) য একজন ম্যাজিস্ট্রেট। ক একজন সাক্ষী হিসাবে তাঁর কাছে উপস্থিত হলো। য জানালেন তিনি ক-এর সাক্ষ্য হিসাবে প্রদত্ত একটি শব্দও বিশ্বাস করেন না। এবং আরও জানালেন যে, ক শপথভঙ্গ করেছে। ক এই কথায় আকস্মিক আবেগ তাড়িত হয়ে য-কে হত্যা করে বসল। এটা খুন।

(ঙ) ক য-এর নাক ধরে টানার চেষ্টা করল। য ব্যক্তিগত প্রতিরক্ষা অধিকার বলে এমন করা থেকে বিরত করতে ক-কে ধরল। ফলতঃ এতে ক-এর অকস্মাৎ এবং তীব্র আবেগ সঞ্জাত হলো। এবং সে য-কে হত্যা করল। এটা খুন, কারণ আত্মরক্ষার অধিকার প্রয়োগ করতে গিয়ে ঐ ক্রোধোদ্দীপন দেওয়ার কার্যটি করা হয়েছিল।

(চ) য খ-এর ওপর আঘাত করল। খ এই উত্তেজনায় তীব্র ক্রোধে ক্রোধান্বিত হয়ে উঠল। কাছেই দাঁড়িয়েছিল ক। খ-এর ক্রোধের সুবিধা নিয়ে তাকে দিয়ে য-কে হত্যা করাবার অভিপ্রায়ে খ-এর হাতে ক একটা ছুরি ধরিয়ে দিল। খ ঐ ছুরি দিয়ে য-কে হত্যা করল। এখানে খ হয়ত শুধু অপরাধজনক নরহত্যাই করেছে কিন্তু ক খুনের অপরাধে অপরাধী।

ব্যতিক্রম-২ ঃ অপরাধজনক নরহত্যা খুন নয়, যদি অপরাধী শরীর বা সম্পত্তির আত্মরক্ষার অধিকার সদিচ্ছার সঙ্গে প্রয়োগ করতে গিয়ে আইন দ্বারা তাকে প্রদত্ত ক্ষমতার অতিক্রমণ করে এবং পূর্ব পরিকল্পনা ব্যতিরেকে এবং এমন আত্মরক্ষার প্রয়োজনে যতটা ক্ষতি সাধন করা আবশ্যক তার চেয়ে বেশি ক্ষতি সাধন করার কোনো অভিপ্রায় ব্যতিরেকে সেই ব্যক্তির মৃত্যু সংঘটিত করে যার বিরুদ্ধে সে আত্মরক্ষার এমন অধিকার প্রয়োগ করতে যাচ্ছিল।

উদাহরণ—য ক-কে চাবুক মারার চেষ্টা করল, কিন্তু এই উদ্দেশ্যে নয় যে তাতে ক-এর খুব বেশি ক্ষতি হোক। ক একটা পিস্তল বের করে। য তার আক্রমণ চালিয়ে গেল। ক সৎভাবনা পূর্বক বিশ্বাস করে নিয়ে যে অন্য আর কিছু ব্যবহার করে নিজেকে ঐ চাবুক মারা থেকে বাঁচানো সম্ভব নয়, গুলি করে য-কে হত্যা করে। এখানে ক খুন করেনি, শুধু অপরাধজনক নরহত্যা করেছে।

লক্ষ্যণীয় ঃ কারো দ্বারা কোনো মানুষ মারা গেলেই তা খুন হয় না। একটা অপরাধজনক নরহত্যা খুন বলে চিহ্নিত হয় তখন, যখন কেউ ঠাণ্ডা মাথায় কোনো উদ্দেশ্য নিয়ে পরিকল্পিত ভাবে কাউকে হত্যা করে। খুন এবং অপরাধজনক নরহত্যার সঙ্গে পার্থক্য আছে। যেমন—রাম হঠাৎ একদিন রাতে ডিউটি সেরে বাড়ি ফিরে ঘরে তার স্ত্রীকে পাশের বাড়ির শ্যামের সঙ্গে আপত্তিকর অবস্থায় দেখে ফেলল। এবং ঐ দৃশ্য দেখার পর হঠাৎ সে এত বেশি ক্রোধোন্মত্ত হয়ে পড়ল যে, পাশেই পড়ে থাকা একটা লোহার রড দিয়ে দুজনকে তখনই আঘাত করে মেরে ফেলল। এখানে রাম অবশ্যই অপরাধজনক নরহত্যা করেছে কিন্তু যেহেতু তা অকস্মাৎ ঘটেছে এবং রুষ্ট হওয়ার মতো গুরুতর ও যথেষ্ট কারণ ছিল, তাই ঐ নরহত্যা খুন নয়। রাম খুনের অপরাধে অপরাধী হবে না।

আবার, উপরোক্ত ক্ষেত্রে রাম যদি ঐ আপত্তিকর দৃশ্য দেখেও না দেখার ভান করে তখনকার মতো নিজেকে সামলে নিয়ে শ্যামের সঙ্গে বাইরে বেরিয়ে আসত এবং কিছুক্ষণ পর দূরে কোনো ফাঁকা জায়গায় নিয়ে গিয়ে হত্যা করত তাহলে ঐ হত্যা খুন বলে ধরা হতো। কারণ এক্ষেত্রে ক্রোধের গুরুতর কারণ থাকলেও ঘটনার আকস্মিকতা রাম কাটিয়ে উঠেছিল এবং নিজেকে শান্ত করার যথেষ্ট সময় পেয়েছিল।

ব্যতিক্রম-৩ ঃ অপরাধজনক নরহত্যা খুন নয়, যদি সেই অপরাধী এমন একজন রাজভৃত্য হয়ে অথবা এমন রাজভৃত্যকে সাহায্য করতে গিয়ে যে সার্বজনিক

ন্যায়পরতা প্রসারণ সাধনে রত, তাকে আইন কর্তৃক প্রদত্ত ক্ষমতার থেকে ছাড়িয়ে যায় এবং এমন কোনো কাজ করে, যা সে বিধিসম্মত এবং এমন রাজভৃত্য হিসাবে তার কর্তব্য যথাযথ নির্বাহনের জন্য প্রয়োজন হওয়ার সৎ ভাবনাপূর্বক বিশ্বাস করে এবং সেই ব্যক্তির প্রতি, যার মৃত্যু সংঘটিত করা হয়েছে, বিদ্বেষ পোষণ না করে, মৃত্যু সংঘটিত করে।

ব্যতিক্রম-৪ ঃ অপরাধজনক নরহত্যা খুন নয়, যদি নরহত্যা হঠাৎ বিবাদজনিত আবেগের তীব্রতায় সংঘটিত হওয়া হঠাৎ মারামারিতে পূর্ব পরিকল্পনা ব্যতিরেকে এবং অপরাধী দ্বারা অন্যায় সুবিধা গ্রহণ ব্যতিরেকে অথবা নিষ্ঠুরতা বা অস্বাভাবিক পদ্ধতিতে সম্পাদন ব্যতিরেকে করা হয়ে থাকে।

স্পষ্টীকরণ—এমতাবস্থায় এটা গুরুত্বপূর্ণ নয় যে, কোন পক্ষ ক্রোধোদ্দীপন করে বা প্রথম হামলা করে।

ব্যতিক্রম-৫ ঃ অপরাধজনক নরহত্যা খুন নয়, যদি ঐ ব্যক্তি যার মৃত্যু সম্পাদিত হয়, আঠারো বছরের বেশি বয়স্ক হয়ে নিজের সম্মতিতে মৃত্যু হওয়া বরদাস্ত করে অথবা মৃত্যুর ঝুঁকি নেয়।

অর্থাৎ ১৮ বছরেব বেশি বয়স্ক কোনো ব্যক্তি কোনো কাজের দ্বারা তার মৃত্যু হতে পারে বা মৃত্যুর ঝুঁকি থাকতে পারে জেনেও যদি নিজের সম্মতিতে উক্ত বিপজ্জনক কাজ স্বীকার করে নেয় এবং তার ফলে যদি তার মৃত্যু ঘটে তাতে অপরাধজনক নরহত্যা হলেও খুনের অপরাধ হবে না।

উদাহরণ—আঠেরো বছরের কম বয়সের একটি ছেলে য-কে উস্কিয়ে ক তাকে দিয়ে স্বেচ্ছামৃত্যু বরণ করায় বা আত্মহত্যা করায়। এখানে য-এর বয়স আঠেরো বছরের কম হওয়ার জন্য সে তার নিজের মৃত্যুর জন্য সম্মতি দেওয়ার যোগ্য নয়। তাই এখানে ক হত্যার প্ররোচনা দিয়েছে।

॥ ধারা ঃ ৩০১ ॥ যে ব্যক্তির মৃত্যু সংঘটনের উদ্দেশ্য ছিল, সেই ব্যক্তি ছাড়া অন্য কোনো ব্যক্তির মৃত্যু সংঘটিত করে অপরাধজনক নরহত্যা [Culpable homicide by causing death of person other than person whose death was intended]—যদি কোনো ব্যক্তি এমন কিছু কাজের দ্বারা, যাতে তার অভিপ্রায় মৃত্যু সংঘটন করা হয় অথবা যাতে সে জানে যে মৃত্যু সংঘটিত হওয়া সম্ভব, কোনো ব্যক্তির মৃত্যু সংঘটিত করে, যে ব্যক্তির মৃত্যু সংঘটিত করার, না তার কোনো অভিপ্রায় ছিল, না সে জানত যে, এর দ্বারা ঐ ব্যক্তির মৃত্যু সংঘটিত হওয়ার সম্ভাবনা আছে, অপরাধজনক নরহত্যা করে তাহলে অপরাধী দ্বারা কৃত অপরাধজনক নরহত্যা হবে সেই রকম, যে রকম তা হতো, যদি সে ঐ ব্যক্তির মৃত্যু সংঘটিত করত, যার মৃত্যু সংঘটিত করা তার দ্বারা অভিপ্রেত ছিল বা সে জানত যে তার দ্বারা ঐ ব্যক্তির মৃত্যু সংঘটিত হওয়ার সম্ভাবনা আছে।

॥ ধারা ঃ ৩০২ ॥ খুনের জন্য দণ্ড [Punishment for Murder]—যে কেউ খুন করবে তাকে মৃত্যুদণ্ডে অথবা যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হবে এবং তাকে অর্থদণ্ডেও দণ্ডিত করা হবে।

মিঠু বনাম পঞ্জাব রাজ্য—এ. আই. আর ১৯৮৩ এস. সি. ৪৭৩-এ উচ্চতম আদালত অসংবিধানিক বলে এই ধারাকে অভিখণ্ডিত করেছে (Struck down) এবং শূন্য বলে ঘোষণা করেছে (declared it void)।

॥ ধারা ঃ ৩০৩ ॥ যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত অপরাধী কর্তৃক সম্পাদিত খুনের জন্য দণ্ড [Punishment for murder by life Convict]—যে কেউ যাবজ্জীবন কারা দণ্ডাদেশের অধীন হয়ে খুন করবে তাকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করা হবে।

॥ ধারা ঃ ৩০৪ ॥ খুনের পর্যায়ে পড়ে না এমন অপরাধজনক নরহত্যার জন্য দণ্ড [Punishment for culpable homicide not amounting to murder]—যে কেউ এমন কোনো অপরাধজনক নরহত্যা করবে যা খুনের পর্যায়ভুক্ত হয় না, যদি সেই কাজ, যার দ্বারা মৃত্যু সংঘটিত করা হয়েছে, মৃত্যু বা এমন কোনো শারীরিক ক্ষতি করার উদ্দেশ্যে সম্পাদন করে যাতে মৃত্যুর সম্ভাবনা আছে, তাহলে তাকে উভয়বিধ কারাদণ্ডের কোনো এক ধরনের কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হবে, যার মেয়াদ হতে পারে অনধিক দশ বছর এবং তাকে অর্থদণ্ডেও দণ্ডিত করা হবে।

অথবা যদি সেই কাজ দ্বারা মৃত্যু সংঘটন করার সম্ভাবনা আছে তা জেনে, কিন্তু তার দ্বারা মৃত্যু বা এমন শারীরিক ক্ষতি, যাতে মৃত্যু সংঘটিত হওয়ার সম্ভাবনা আছে, সম্পাদন করার কোনো অভিপ্রায় ব্যতিরেকে সম্পাদন করা হয় তাহলে তাকে উভয়বিধ কারাদণ্ডের কোনো এক ধরনের কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হবে, যার মেয়াদ হতে পারে অনধিক দশ বছর, অথবা অর্থদণ্ডে দণ্ডিত করা হবে, অথবা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত করা হবে।

॥ ধারা ঃ ৩০৪-এ ॥ অবহেলা করে মৃত্যু সংঘটন করা [Causing death by negligence]—যে কেউ বেপরোয়া ভাবে বা অবহেলাপূর্ণ কোনো এমন কাজ করে কোনো ব্যক্তির মৃত্যু ঘটায়, যা অপরাধজনক নরহত্যার শ্রেণীতে পড়ে না, তাকে উভয়বিধ কারাদণ্ডের কোনো এক ধরনের কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হবে, যার মেয়াদ হতে পারে অনধিক দু'বছর অথবা তাকে অর্থদণ্ডে দণ্ডিত করা হবে অথবা তাকে উভয় দণ্ডে দণ্ডিত করা হবে।

॥ ধারা ঃ ৩০৪-বি ॥ পণমৃত্যু [Doury death]—যেখানে কোনো স্ত্রীলোকের মৃত্যু কোনো দহন বা শারীরিক ক্ষতি দ্বারা সম্পাদন করা হয়, অথবা তার বিবাহের সাত বছরের মধ্যে স্বাভাবিক পরিস্থিতি থেকে অন্য রকম হয়ে যায় এবং দেখানো হয় যে তার মৃত্যুর কিছু আগে তার স্বামী বা তার স্বামীর কোনো আত্মীয় পণের কোনো দাবির জন্য বা ঐ দাবি সম্পর্কে তার সঙ্গে কোনো নিষ্ঠুর আচরণ করেছিল অথবা তাকে তিক্ত করেছিল, সেখানে এমত মৃত্যুকে পণমৃত্যু বলা হবে, এবং এমন স্বামী বা আত্মীয়দের তার মৃত্যু সম্পাদনকারী বলে মনে করা হবে।

স্পষ্টীকরণ (১) ঃ—এই উপধাবার নিমিত্ত 'পণ'-এর সেই রকমই অর্থ হবে, যা 'পণ নিবারক আইন', ১৯৬১ (১৯৬১-র ২৮)-র ২-ধারায় বিধৃত হয়েছে।

স্পষ্টীকরণ (২) ঃ—যে কেউ পণমৃত্যু সংঘটিত করবে, তাকে এমন মেয়াদের জন্য কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হবে, যা সাত বছরের কম হবে না কিন্তু যা যাবজ্জীবন কারাদণ্ড পর্যন্ত প্রসারিত হতে পারবে।

॥ ধারা ঃ ৩০৫ ॥ শিশু বা উন্মত্ত ব্যক্তিকে আত্মহত্যার প্ররোচনা [Abetment of suicide of child or insane person]—যদি কোনো আঠেরো বছরের চেয়ে কম বয়সের ব্যক্তি, কোনো উন্মত্ত ব্যক্তি, কোনো বিকারগ্রস্ত ব্যক্তি, কোনো জড়বুদ্ধি সম্পন্ন ব্যক্তি বা প্রমত্ত (মাতাল) ব্যক্তি আত্মহত্যা করে তাহলে যে কেউ এমন আত্মহত্যা করার জন্য প্ররোচনা দেবে, তাকে মৃত্যুদণ্ডে বা যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে বা কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হবে, যার মেয়াদ হতে পারে অনধিক দশ বছর এবং তাকে অর্থদণ্ডেও দণ্ডিত করা হবে।

॥ ধারা ঃ ৩০৬ ॥ আত্মহত্যার প্ররোচনা [Abetment of suicide]—যদি কোনো ব্যক্তি আত্মহত্যা করে তাহলে যে কেউ এমন আত্মহত্যার প্ররোচনা দেবে তাকে উভয়বিধ কারাদণ্ডের কোনো এক ধরনের কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হবে, যার মেয়াদ হতে পারে অনধিক দশ বছর এবং তাকে অর্থদণ্ডেও দণ্ডিত করা হবে।

অপরাধজনক নরহত্যা ও খুন-এর মধ্যে পার্থক্য
(Difference between Culpable homicide and Murder)

অপরাধজনক নরহত্যা (Culpable homicide) (ধারা—২৯৯)	খুন (Murder) (ধারা—৩০০)
কেউ অপরাধজনক নরহত্যা করেছে তখনই বলা হবে, যখন কোনো ব্যক্তির মৃত্যু ঘটানো কাজটি— (ক) মৃত্যু ঘটানোর উদ্দেশ্যে করা হয়ে থাকে, অথবা	৩০০ ধারার ৫টি ব্যতিক্রম সাপেক্ষে অপরাধজনক নরহত্যা খুন বলে ধরা হবে যদি সে কাজের জন্য মৃত্যু ঘটানো হয়েছে সেই কাজটি— (ক) মৃত্যু ঘটাবার অভিপ্রায়ে করা হয়ে থাকে, অথবা
(খ) এমন দৈহিক ক্ষতি করার উদ্দেশ্যে করা হয়ে থাকে, যাতে ঐ ক্ষতিতে মৃত্যু ঘটার সম্ভাবনা থাকে, অথবা	(খ) এমন দৈহিক ক্ষতি করার উদ্দেশ্যে করা হয়েছে যে, ঐ ক্ষতির ফলে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তির মৃত্যু ঘটার সম্ভাবনা আছে বলে অপরাধী জানত, অথবা
(গ) এমন, যে ঐ কাজের মৃত্যু ঘটার সম্ভাবনা আছে বলে সে জানত।	(গ) এমন দৈহিক ক্ষতি সাধনের উদ্দেশ্যে করা হয়ে থাকে যে ঐ রকম দৈহিক ক্ষতি স্বাভাবিক অবস্থায় কারো মৃত্যু ঘটাবার পক্ষে যথেষ্ট হয়। অথবা
	(ঘ) অপরাধীর জ্ঞান মতে এমন বিপজ্জনক ছিল যে, ঐ কাজের অবশ্যাম্ভাবী পরিণতি হলো মৃত্যু ঘটা কিংবা এমন দৈহিক ক্ষতি ঘটা যে ঐ ক্ষতিতে মৃত্যু ঘটার প্রবল সম্ভাবনা আছে।

এবারে লক্ষ্য করে দেখা যেতে পারে যে—

১। **অপরাধজনক নরহত্যার** (ক) অংশ—খুন-এর (ক) অংশ অর্থাৎ মৃত্যু ঘটাবার উদ্দেশ্যেই যখন মৃত্যু ঘটানো হয় তখন তা **অপরাধজনক নরহত্যাও** বটে আবার **খুনও** বটে। অন্য ভাবে বলা যেতে পারে এক্ষেত্রে সমস্ত **অপরাধজনক নরহত্যাকে খুন** বলে বিবেচনা করা হবে।

২। পরের ক্ষেত্রে অর্থাৎ **অপরাধজনক নরহত্যা** ও **খুন**-এর (খ) অংশ থেকে বোঝা যাচ্ছে—

অপরাধীর কাজের সম্ভাব্য ফল যদি মৃত্যু হয় তবে তা **অপরাধজনক নরহত্যা**, কিন্তু অপরাধীর কাজের সম্ভাব্য ফলে যদি জখম হওয়া ব্যক্তিটির মৃত্যু হয় এবং তা যদি অপরাধীর জানা থাকে তাহলে তা **খুন**-এর অপরাধ হবে।

যেমন, একজন সুস্থ ব্যক্তিকে একটা লাথি মারা হলো, সে তাতে মারা যেতেও পারে আবার নাও মারা যেতে পারে। ধরা যাক, সে মরেই গেল, সেক্ষেত্রে যেটা অপরাধ হবে তা **অপরাধজনক নরহত্যা**, **খুন** নয়।

কিন্তু যদি কোনো অসুস্থ ব্যক্তিকে সহ্য করতে পারবে না জেনেও ঐ ভাবে লাথি মারা হয় অর্থাৎ মারা যেতে পারে ধরে নিয়েই মারা হয়, তাহলে তা **অপরাধজনক নরহত্যা** না হয়ে **খুনের** অপরাধ হবে।

৩। **অপরাধজনক নরহত্যার** (খ) অংশ ও **খুন**-এর (গ) অংশ থেকে বোঝা যাচ্ছে—যখন কোনো কাজের সম্ভাব্য পরিণাম মৃত্যু হয় তখন তা **অপরাধজনক নরহত্যা** হয়; কিন্তু যখন ঐ কাজ স্বাভাবিক অবস্থায় কারো মৃত্যু ঘটার পক্ষে যথেষ্ট বলে মনে হয় তখন তা **খুন** হবে।

যেমন, কাউকে লাঠি দিয়ে আঘাত করা হলো বা ঘুষি মারা হলো। এবারে ঐ ব্যক্তি যদি মারা যায় তাহলে ঐ মৃত্যুটাকে লাঠি বা ঘুষির আঘাতের সম্ভাব্য ফল (নিশ্চিত ফল নয়) বলে ধরে নিয়ে **অপরাধজনক নরহত্যা**-র অপরাধে আঘাতকারী অপরাধী হবে। **খুনের** অপরাধে নয়।

কিন্তু কাউকে ধারালো তরবারি দিয়ে বা চপার দিয়ে পেটে বা হৃৎপিণ্ডে আঘাত করা হলো এবং লোকটি মারা গেল। এক্ষেত্রে ঐ আঘাত স্বাভাবিক ভাবে বা প্রকৃতির সাধারণ নিয়মে কারো মৃত্যু ঘটানোর পক্ষে যথেষ্ট। এখানে আঘাতের নিশ্চিত পরিণাম স্বরূপ লোকটি মারা গেছে। তাই আঘাতকারী এখানে **খুনের** অপরাধে অপরাধী হবে।

তাহলে এই দৃষ্টান্ত থেকে বোঝা যাচ্ছে, কি ধরনের অস্ত্র দিয়ে এবং শরীরে কোথায় আঘাত করা হয়েছে—এ দুটো ব্যাপার বেশ গুরুত্বপূর্ণ।

৪। শেষে **অপরাধজনক নরহত্যা**-র (গ) অংশ ও **খুনের** (ঘ) অংশ থেকে দেখা যাচ্ছে—উভয় ক্ষেত্রেই অপরাধীর জ্ঞান বা জানা থাকাটা জরুরি যে তার কাজের ফল মৃত্যু পর্যন্ত গড়াতে পারে।

তাই এবার, মৃত্যু যখন ঐ কাজের সম্ভাব্য পরিণতি হয়, তখন শুধু **অপরাধজনক নরহত্যা** হবে এবং মৃত্যু যখন অপরাধীর আশু বিপজ্জনক কাজের অবশ্যম্ভাবী ফল হবে তখন তা **খুন** বলে বিবেচিত হবে।

যেমন, একজন প্রায় জনশূন্য রাস্তা দিয়ে বেপরোয়া গাড়ি চালাতে গিয়ে হঠাৎ একজন পথিককে চাপা দিয়ে মেরে ফেলল। এটা ঐরকম গাড়ি চালানোর সম্ভাব্য ফল বলে অপরাধজনক নরহত্যা। কিন্তু জনাকীর্ণ রাস্তা দিয়ে বেপরোয়া গাড়ি চালিয়ে কাউকে মেরে ফেললে তা খুন। কারণ এখানে ঐ রকম গাড়ি চালানোর এটা অবশ্যম্ভাবী ফল।

॥ ধারা : ৩০৭ ॥ খুনের চেষ্টা [Attempt to murder]—যে কেউ কোনো কাজ এমন উদ্দেশ্যে বা জ্ঞানে এবং এমন পরিস্থিতিতে করবে যে যদি ঐ কাজ দ্বারা সে মৃত্যু ঘটিয়ে ফেলে তাহলে সে খুনের অপরাধে অপরাধী হতো, তাকে উভয়বিধ কারাদণ্ডের কোনো এক ধরনের কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হবে, যার মেয়াদ হতে পারে অনধিক দশ বছর এবং তাকে অর্থদণ্ডেও দণ্ডিত করা হবে এবং যদি এমন কাজ দ্বারা কোনো ব্যক্তিকে যদি আহত করা হয় তাহলে ঐ অপরাধী হয় যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত হবে অথবা ইতিপূর্বে উল্লিখিত দণ্ডে দণ্ডিত হবে।

যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত অপরাধী কর্তৃক চেষ্টা [Attempts by life convicts]—যখন এই ধারায় বর্ণিত অপরাধ করা কোনো ব্যক্তি যাবজ্জীবন কারাদণ্ডাদেশের অধীন, তখন সে যদি জখম (বা আহত) করা হয়, মৃত্যুদণ্ডেও দণ্ডিত হতে পারে।

উদাহরণ—(ক) য-কে হত্যা করার উদ্দেশ্যে ক তার ওপর এমন পরিস্থিতিতে গুলি চালালো যে যদি য-এর মৃত্যু হতো তাহলে ক খুনের অপরাধে অপরাধী হতো। এই ধারায় ক-এর দণ্ড হতে পারে।

(খ) ক একটি কম বয়সের শিশুর মৃত্যু ঘটাবার উদ্দেশ্যে তাকে একটি নির্জন জায়গায় অরক্ষিত ছেড়ে দিল। ক এই ধারায় বর্ণিত অপরাধ করেছে, যদিও পরিণামস্বরূপ শিশুটির মৃত্যু ঘটেনি।

(গ) য-কে হত্যা করার পরিকল্পনা করে ক একটা বন্দুক কিনল এবং তাতে গুলি ভর্তি করল। ক এখনও কোনো অপরাধ করেনি। য-কে ক গুলি করল। সে এই ধারায় বর্ণিত অপরাধ করেছে। এবং যদি এভাবে গুলি করে সে য-কে জখম করত তাহলে সে এই ধারার প্রথম প্যারার পরের অংশ দ্বারা যে দণ্ড বর্ণিত হয়েছে সেই দণ্ডে দণ্ডিত হতে পারে।

(ঘ) বিষ দিয়ে য-কে হত্যা করার উদ্দেশ্যে ক বিষ কিনল, এবং তা সে এমন খাবারে মিশিয়ে দিল যা ক-এর নিজের কাছে থাকে। ক এখনও এই ধারায় পরিভাষিত বা বর্ণিত অপরাধ করেনি। ক ঐ খাবার য-এর টেবিলে রাখল অথবা তা য-এর টেবিলে রাখার জন্য য-এর ভৃত্যকে দিল। ক এই ধারায় বর্ণিত অপরাধ করেছে।

॥ ধারা : ৩০৮ ॥ অপরাধজনক নরহত্যার চেষ্টা [Attempt to commit culpable homicide]—যে কেউ কোনো কাজ এমন অভিপ্রায় বা জ্ঞানে এবং এমন পরিস্থিতিতে করবে যে, যদি ঐ কাজের ফলে সে মৃত্যু ঘটিয়ে ফেলে তাহলে সে খুনের পর্যায়ে না পড়া অপরাধজনক নরহত্যার অপরাধী হবে। তাকে উভয়বিধ কারাদণ্ডের

কোনো এক ধরনের কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হবে যার মেয়াদ হতে পারে অনধিক তিন বছর অথবা তাকে অর্থদণ্ডে দণ্ডিত করা হবে অথবা তাকে উভয় দণ্ডে দণ্ডিত করা হবে। আর যদি এমন কাজের ফলশ্রুতিতে কোনো ব্যক্তি জখম হয় তাহলে উভয়বিধ কারাদণ্ডের কোনো এক ধরনের কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হবে, যার মেয়াদ হতে পারে অনধিক সাত বছর অথবা তাকে অর্থদণ্ডে দণ্ডিত করা হবে, অথবা তাকে উভয় দণ্ডে দণ্ডিত করা হবে।

উদাহরণ—ক গুরুতর এবং আকস্মিক ক্রোধোন্মত্ততা বশতঃ এমন পরিস্থিতিতে য-এর ওপর গুলি চালায়, যে যদি তার দ্বারা সে মৃত্যু ঘটিয়ে ফেলত, তাহলে সে খুনের শ্রেণীতে না পড়া অপরাধজনক নরহত্যার অপরাধে অপরাধী হতো। ক এই ধারায় বর্ণিত অপরাধ করেছে।

॥ ধারা : ৩০৯ ॥ আত্মহত্যা করার চেষ্টা [Attempt to commit suicide]—যে কেউ আত্মহত্যা করার চেষ্টা করবে এবং ঐ অপরাধ করার জন্য কোনো কাজ করবে, সে অনধিক এক বছরের বিনাশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হবে অথবা অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হবে অথবা তাকে উভয় দণ্ডেই দণ্ডিত করা হবে।

॥ ধারা : ৩১০ ॥ ঠগ (দুর্বৃত্ত) [Thug]—যে কেউ এই আইন অনুমোদিত হওয়ার পর যে কোনো সময় হত্যার দ্বারা বা হত্যার সঙ্গে লুঠ বা শিশু অপহরণের নিমিত্ত অন্য ব্যক্তি বা অন্য ব্যক্তিবর্গের সঙ্গে অভ্যাসবশতঃ যুক্ত থাকে সে ঠগ।

॥ ধারা : ৩১১ ॥ দণ্ড [Punishment]—যে কেউ ঠগ হবে, সে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত হবে এবং অর্থদণ্ডেও দণ্ডিত হবে।

গর্ভপাত, অ-জাত শিশুর ক্ষতিসাধন, শিশুবর্জন ও শিশুর-জন্ম গোপন করার অপরাধ বিষয়ক

(Of the causing of Miscarriage of injuries to Unborn children, of the Exposure of Infants, and of the concealment of Births.)

(ধারা—৩১২ থেকে ধারা—৩১৮)

॥ ধারা : ৩১২ ॥ গর্ভপাত ঘটানো [Causing miscarriage]—যে কেউ গর্ভবতী স্ত্রীর স্বেচ্ছায় গর্ভপাত ঘটাবে, যদি এমন গর্ভপাত ঐ স্ত্রীর জীবন রক্ষার প্রয়োজনে সৎভাবনা প্রসূত না হয় তাহলে তাকে উভয়বিধ কারাদণ্ডের কোনো এক ধরনের কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হবে, যার মেয়াদ হতে পারে অনধিক তিন মাস অথবা তাকে অর্থদণ্ডে দণ্ডিত করা হবে অথবা তাকে উভয় দণ্ডে দণ্ডিত করা হবে; এবং ঐ স্ত্রী যদি স্পন্দনগর্ভা অর্থাৎ আসন্ন প্রসবা (quick with child) হন তাহলে ঐ ব্যক্তিকে উভয়বিধ কারাদণ্ডের কোনো এক ধরনের কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হবে, যার মেয়াদ হতে পারে অনধিক সাত বছর এবং তাকে অর্থদণ্ডেও দণ্ডিত করা হবে।

স্পষ্টীকরণ—যে স্ত্রীলোক নিজেই তার গর্ভপাত ঘটায়, সে নিজেও এই ধারার অর্থের অন্তর্গত হবে।

॥ ধারা : ৩১৩ ॥ স্ত্রীর সম্মতি ব্যতিরেকে গর্ভপাত ঘটানো [Causing miscarriage without women's consent]—যে কেউ সেই স্ত্রীলোকের সম্মতি ছাড়া, তা সেই স্ত্রীলোক আসন্নপ্রসবা হোক বা না হোক, পূর্বোক্ত শেষ ধারায় সংজ্ঞায়িত অপরাধ করবে, তাকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে বা উভয়বিধ কারাদণ্ডের (সশ্রম বা বিনাশ্রম) কোনো এক ধরনের কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হবে যার মেয়াদ হতে পারে অনধিক দশ বছর এবং তাকে অর্থদণ্ডেও দণ্ডিত করা হবে।

॥ ধারা : ৩১৪ ॥ গর্ভপাত করার উদ্দেশ্যে কৃত কোনো কাজের দ্বারা সম্পাদিত মৃত্যু [Death caused by act done with intent to cause miscarriage]—যে কেউ গর্ভবতী মহিলার গর্ভপাত করাবার উদ্দেশ্যে এমন কাজ করবে যাতে ঐ মহিলার মৃত্যু ঘটে, তাকে উভয়বিধ কারাদণ্ডের কোনো এক ধরনের কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হবে, যার মেয়াদ হতে পারে অনধিক দশ বছর এবং তাকে অর্থদণ্ডেও দণ্ডিত করা হবে;

যদি ঐ কাজ স্ত্রীলোকটির অনুমতি ছাড়া করা হয়—এবং যদি ঐ কাজ স্ত্রীলোকটির অনুমতি ছাড়া করা হয় তাহলে তাকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে বা উপরি উল্লিখিত দণ্ডে দণ্ডিত করা হবে।

স্পষ্টীকরণ—এই অপরাধের জন্য এটা প্রয়োজনীয় বিষয় নয় যে অপরাধীকে জানতে হবে যে ঐ কাজের ফলে মৃত্যু ঘটার সম্ভাবনা আছে।

॥ ধারা : ৩১৫ ॥ শিশুর জীবন্ত ভূমিষ্ঠ হওয়া আটকাতে বা জন্মের পর তার মৃত্যু ঘটাবার উদ্দেশ্যে কৃত কার্য [Act done with intent to prevent child being born alive or to cause it to die after birth]—যে কেউ কোনো শিশুর জন্মের আগে কোনো কাজ এমন অভিপ্রায় নিয়ে করবে যে, ঐ শিশুর জীবন্ত ভূমিষ্ঠ হওয়া তার দ্বারা প্রতিহত (আটকানো) করা যাবে অথবা জন্মের পর তদ্দ্বারা ঐ শিশুর মৃত্যু সম্পাদিত হয় এবং এহেন কাজের ফলে ঐ শিশুর জীবন্ত ভূমিষ্ঠ হওয়া প্রতিহত হবে অথবা তার জন্মের পর তার মৃত্যু সম্পাদন করবে, যদি ঐ কাজ শিশুর মায়ের জীবন রক্ষার নিমিত্ত সৎ ভাবনা প্রসূত না হয় তাহলে তাকে উভয়বিধ কারাদণ্ডের কোনো এক ধরনের কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হবে, যার মেয়াদ হতে পারে অনধিক দশ বছর অথবা তাকে অর্থদণ্ডে দণ্ডিত করা হবে অথবা তাকে উভয়দণ্ডে দণ্ডিত করা হবে।

॥ ধারা : ৩১৬ ॥ অপরাধজনক নরহত্যার পর্যায়ে পড়ে এমন কোনো কাজ দ্বারা কোনো মাতৃজঠরস্থিত প্রাণবন্ত শিশুর মৃত্যু ঘটানো [Causing death of quick unborn child by act amounting to culpable homicide]—যে কেউ এমন কোনো কাজ এমন পরিস্থিতিতে করবে যে, যদি সে তদ্দ্বারা মৃত্যু ঘটিয়ে ফেলে, তাহলে সে **অপরাধজনক নরহত্যার** অপরাধী হতো, এবং এমন কাজ দ্বারা কোনো মাতৃজঠরস্থিত প্রাণবন্ত শিশুর মৃত্যু ঘটাবে, তাকে উভয়বিধ কারাদণ্ডের কোনো এক

ধরনের কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হবে, যার মেয়াদ হতে পারে অনধিক দশ বছর এবং তাকে অর্থদণ্ডেও দণ্ডিত করা হবে।

উদাহরণ—গর্ভবতী স্ত্রীর মৃত্যু ঘটাতে পারে তা জেনে ক যদি এমন কাজ করে বা যদি তাতে ঐ স্ত্রীর মৃত্যু ঘটে যায়, তাহলে সে অপরাধজনক নরহত্যার পর্যায়ে পড়বে। ঐ স্ত্রীর ক্ষতি হয়, কিন্তু মৃত্যু ঘটে না, কিন্তু তদ্দ্বারা ঐ মাতৃজঠরস্থিত প্রাণবন্ত শিশুর মৃত্যু ঘটে, যা তার গর্ভে আছে। ক এই ধারায় সংজ্ঞায়িত অপরাধ করেছে।

॥ ধারা ঃ ৩১৭ ॥ শিশুর পিতা, মাতা অথবা তার রক্ষণাবেক্ষণকারী ব্যক্তি কর্তৃক বারো বছরের কম বয়সের শিশু বর্জন এবং পরিত্যাগ করা [Exposure and abandonment of child under twelve years, by parent or person having care of it]—যে কেউ বারো বছরের কম বয়সের শিশুর মা বা বাবা হয়ে বা তার দেখাশোনার দায়িত্বে আছেন, এমন কেউ হয়ে শিশুকে সম্পূর্ণভাবে বর্জন করার উদ্দেশ্যে সেই শিশুকে কোনো জায়গায় অরক্ষিত রেখে দেবে বা ছেড়ে আসবে, তাকে উভয়বিধ কারাদণ্ডের কোনো এক ধরনের কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হবে, যার মেয়াদ হতে পারে অনধিক সাত বছর অথবা অর্থদণ্ডে দণ্ডিত করা হবে অথবা তাকে উভয় দণ্ডে দণ্ডিত করা হবে।

স্পষ্টীকরণ—যদি শিশুকে ঐভাবে কোনো জায়গায় পরিত্যাগ করে আসার পরিণামস্বরূপ শিশুটি মরে যায় তাহলে যথাস্থিতি, হত্যা বা অপরাধজনক নরহত্যার জন্য অপরাধীর বিচারে বাধাদান করা এই ধারার উদ্দেশ্য নয়।

॥ ধারা ঃ ৩১৮ ॥ গোপনে মৃতদেহ সরিয়ে দিয়ে শিশুর জন্ম গোপন করা [Concealment of birth by secret disposal of dead body]—যে কেউ কোনো শিশুর মৃত শরীর গোপনে মাটিতে পুঁতে বা অন্য ভাবে তা সরিয়ে ফেলে ঐ শিশুর জন্ম উদ্দেশ্যমূলক ভাবে গোপন করবে বা গোপন করার চেষ্টা করবে, সেই শিশুর জন্মের আগেই হোক বা জন্মের পরেই হোক বা জন্মানোর সময় হোক, তাকে উভয়বিধ কারাদণ্ডের কোনো এক ধরনের কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হবে. যার মেয়াদ হতে পারে অনধিক দু'বছর অথবা তাকে অর্থদণ্ডে দণ্ডিত করা হবে অথবা তাকে উভয়দণ্ডে দণ্ডিত করা হবে।

জখম করা বিষয়ক
(Of hurt)

॥ ধারা ঃ ৩১৯ ॥ জখম [Hurt]—যে কেউ কোনো ব্যক্তির শারীরিক পীড়া, রোগ বা অঙ্গ-শৈথিল্য (বা অক্ষমতা) সৃষ্টি করে, সে জখম করল বলা হয়ে থাকে।

॥ ধারা ঃ ৩২০ ॥ গুরুতর জখম [Grievous hurt]—'জখম'-কে কেবল নিম্নলিখিত ধরনের ক্ষেত্রে 'গুরুতর' (বা মারাত্মক) বলা হবে—

প্রথমতঃ—পুরুষত্ব হরণ (বা খোজা) করা।

দ্বিতীয়তঃ—উভয় চোখের মধ্যে কোনো একটির দৃষ্টি থেকে স্থায়ীভাবে বঞ্চিত করা।

তৃতীয়তঃ—উভয় কানের মধ্যে কোনো একটি কানের শ্রবণশক্তি থেকে স্থায়ী ভাবে বঞ্চিত করা।

চতুর্থতঃ—কোনো একটি অঙ্গ বা সন্ধি থেকে বঞ্চিত।

পঞ্চমতঃ—যে কোনো অঙ্গের বা সন্ধির ক্ষমতানাশ বা স্থায়ী ভাবে ক্ষতিসাধন।

ষষ্ঠতঃ—মস্তক বা মুখমণ্ডলের স্থায়ীভাবে বিকৃতি সাধন।

সপ্তমতঃ—অস্থি বা দাঁত ভাঙা অথবা অস্থি বা দাঁতের স্থানচ্যুতি।

অষ্টমতঃ—যে কোনো ধরনের জখম যা জীবনকে সংকটজনক করে তোলে অথবা যার জন্য জখমপ্রাপ্ত ব্যক্তি কুড়ি দিন পর্যন্ত তীব্র শারীরিক কষ্ট ভোগ করে অথবা তার নিজের সাধারণ কাজকর্মও করতে অসমর্থ হয়ে পড়ে।

॥ ধারা ঃ ৩২১ ॥ স্বেচ্ছায় জখম করা [Voluntarily causing hurt]—যে কেউ কোনো কাজ এই উদ্দেশ্য নিয়ে করে যে তার দ্বারা কোনো ব্যক্তিকে জখম করা যায় অথবা তার ঐ কাজের ফলে কোনো লোকের জখম হওয়ার সম্ভাবনা আছে তা জেনেও ঐরকম কাজ করে এবং তার ফলে কোনো ব্যক্তি জখম হয়, তাহলে সে স্বেচ্ছায় জখম করল বলা হয়ে থাকে।

॥ ধারা ঃ ৩২২ ॥ স্বেচ্ছায় গুরুতর জখম করা [Voluntarily causing grievous hurt]—যে কেউ স্বেচ্ছায় জখম করে, যদি সেই জখম, যা করার তার উদ্দেশ্য ছিল, অথবা তার ঐ কাজের ফলে কোনো লোকের গুরুতর জখম হওয়ার সম্ভাবনা আছে তা জেনেও ঐ রকম কাজ করে এবং তার দ্বারা কৃত সেই জখম, যদি গুরুতর জখম হয়, তাহলে সে স্বেচ্ছায় গুরুতর জখম করল, বলা হয়ে থাকে।

স্পষ্টীকরণ—কোনো ব্যক্তি স্বেচ্ছায় গুরুতর জখম করে তা বলা হয় না; যদি না সে ঐ গুরুতর জখম করে এবং গুরুতর ভাবে জখম করার উদ্দেশ্য থাকে, অথবা গুরুতর জখম হবার সম্ভাবনা আছে বলে তার জানা থাকে কিন্তু যদি সে কোনো একটি ধরনের গুরুতর জখম করার উদ্দেশ্য নিয়ে বা এরকম সম্ভাবনার কথা জেনে প্রকৃতপক্ষে সে অন্য প্রকারের গুরুতর জখম ঘটায় তাহলে সে স্বেচ্ছায় গুরুতর জখম করল বলা হয়ে থাকে।

উদাহরণ—ক য-এর মুখ স্থায়ীভাবে বিকৃত করে দেওয়ার উদ্দেশ্যে বা তেমন হওয়ার সম্ভাবনার কথা জেনে য-এর মুখে আঘাত করল। এতে য-এর মুখ স্থায়ীভাবে বিকৃত না হলেও তাকে কুড়ি দিন পর্যন্ত প্রচণ্ড শারীরিক কষ্ট সহ্য করতে হলো। ক স্বেচ্ছায় গুরুতর জখম করেছে।

॥ ধারা ঃ ৩২৩ ॥ স্বেচ্ছায় জখম করার দণ্ড [Punishment for voluntarily causing hurt]—যে অবস্থার কথা ৩৩৪ ধারাতে বিধিত হয়েছে সেই অবস্থা ছাড়া যে কেউ স্বেচ্ছায় জখম করবে, তাকে উভয়বিধ কারাদণ্ডের কোনো একটি কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হবে, যার মেয়াদ হবে অনধিক এক বছর অথবা তাকে অর্থদণ্ডে দণ্ডিত করা হবে, যার পরিমাণ হতে পারে অনধিক এক হাজার টাকা, অথবা তাকে উভয় দণ্ডে দণ্ডিত করা হবে।

॥ ধারা ঃ ৩২৪ ॥ মারাত্মক অস্ত্রশস্ত্র বা পদ্ধতি দ্বারা স্বেচ্ছায় জখম করা [Voluntarily causing hurt by dangerous weapons or means]—সেই অবস্থা ছাড়া, যা ৩৩৪ ধারাতে বিধিত হয়েছে, যে কেউ, ইচ্ছাকৃত ভাবে গুলি করার, ছুরিকাঘাত করার অথবা কর্তন করার যন্ত্রাদি দ্বারা অথবা এমন যন্ত্রাদি দ্বারা যেগুলো হামলার অস্ত্র হিসাবে ব্যবহার করলে মৃত্যু সংঘটিত করতে পারে অথবা আগুন বা যে কোনো উত্তপ্ত বস্তু দ্বারা অথবা কোনো বিষ বা কোনো ক্ষয়কারক পদার্থ দ্বারা অথবা কোনো বিস্ফোরক পদার্থ দ্বারা অথবা এমন কোনো পদার্থ দ্বারা যা শ্বাসের মধ্যে গেলে, গিলে ফেললে বা রক্তের মধ্যে মিশে গেলে মানুষের শরীরের পক্ষে ক্ষতিকারক হবে অথবা কোনো জীবজন্তু দ্বারা জখম করবে তাকে উভয়বিধ কারাদণ্ডের কোনো এক ধরনের কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হবে, যার মেয়াদ হতে পারে অনধিক তিন বছর অথবা তাকে অর্থদণ্ডে দণ্ডিত করা হবে অথবা তাকে উভয়বিধ দণ্ডে দণ্ডিত করা হবে।

॥ ধারা ঃ ৩২৫ ॥ ইচ্ছাকৃত ভাবে গুরুতর জখম করার দণ্ড [Punishment for voluntarily causing grievous hurt]—সেই অবস্থা ছাড়া, যার জন্য ৩৩৫ ধারাতে বিধিত হয়েছে, যে কেউ ইচ্ছাকৃত ভাবে গুরুতর জখম করবে, তাকে উভয়বিধ কারাদণ্ডের কোনো এক ধরনের কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হবে, যার মেয়াদ হতে পারে অনধিক সাত বছর এবং তাকে অর্থদণ্ডেও দণ্ডিত করা হবে।

॥ ধারা ঃ ৩২৬ ॥ মারাত্মক অস্ত্রশস্ত্র বা পদ্ধতি দ্বারা স্বেচ্ছায় গুরুতর জখম করা [Voluntarily causing grievous hurt by dangerous weapons or means]—সেই অবস্থা ছাড়া, যার জন্য ৩৩৪ ধারাতে বিধিত হয়েছে, যে কেউ ইচ্ছাকৃত ভাবে গুলি করার, ছুরিকাঘাত করার অথবা কর্তন করার যন্ত্রাদি দ্বারা অথবা এমন যন্ত্রাদি দ্বারা যেগুলো হামলার অস্ত্র হিসাবে ব্যবহার করলে মৃত্যু সংঘটিত করতে পারে অথবা আগুন বা যে কোনো উত্তপ্ত বস্তু দ্বারা অথবা কোনো বিষ বা কোনো ক্ষয়কারক পদার্থ দ্বারা অথবা কোনো বিস্ফোরক পদার্থ দ্বারা অথবা এমন কোনো পদার্থ দ্বারা যা শ্বাসের মধ্যে গেলে, গিলে ফেললে বা রক্তের মধ্যে মিশে গেলে মানুষের শরীরের পক্ষে ক্ষতিকারক হবে অথবা কোনো জীবজন্তু দ্বারা গুরুতর জখম করবে, তাকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড বা উভয়বিধ কারাদণ্ডের (সশ্রম বা বিনাশ্রম) কোনো এক ধরনের কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হবে, যার মেয়াদ হতে পারে অনধিক দশ বছর এবং তাকে অর্থদণ্ডেও দণ্ডিত করা হবে।

॥ ধারা ঃ ৩২৭ ॥ কোনো সম্পত্তি জোরপূর্বক নেওয়ার জন্য বা কোনো অবৈধ কাজ করাতে বাধ্য করার জন্য ইচ্ছাকৃত ভাবে জখম করা [Voluntarily causing hurt to extort property or to constrain to an illegal act]—যে কেউ কোনো ব্যক্তিকে ইচ্ছাকৃত ভাবে জখম করে এবং তা যদি ঐ জখম হওয়া ব্যক্তির অথবা এ জখম হওয়া ব্যক্তির স্বার্থ সংশ্লিষ্ট কোনো ব্যক্তির কোনো সম্পত্তি বা মূল্যবান প্রতিভূতি জোরপূর্বক নিয়ে নেওয়ার জন্য করা হয় অথবা তা যদি ঐ জখম হওয়া ব্যক্তিকে বা ঐ জখম হওয়া ব্যক্তির স্বার্থ সংশ্লিষ্ট কোনো ব্যক্তিকে বে-আইনীভাবে বা কোনো অপরাধ সম্পাদনে সুবিধা সৃষ্টি করে দিতে পারে এমন কোনো কাজ করতে বাধ্য করার জন্য করা হয় তাহলে তাকে উভয়বিধ কারাদণ্ডের কোনো এক ধরনের

কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হবে, যার মেয়াদ হতে পারে অনধিক দশ বছর এবং তাকে অর্থদণ্ডেও দণ্ডিত করা হবে।

॥ ধারা : ৩২৮ ॥ অপরাধ করার উদ্দেশ্যে বিষাদি দ্বারা জখম করা [Causing hurt by means of poison, etc. with intent to commit an offence]—যে কেউ ইচ্ছাকৃত ভাবে কোনো ব্যক্তিকে জখম করার জন্য, অপরাধ করার জন্য অথবা কাজটির সম্পাদনে সুবিধা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে অথবা এটা জ্ঞাত হয়ে যে, ঐ রকম কাজের সম্পাদনে জখম ঘটার সম্ভাবনা আছে, কোনো বিষ বা হতবুদ্ধিকারী, প্রমত্তকারী বা স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকারক ঔষধি বা অন্য বস্তু ঐ ব্যক্তিকে দেবে বা তাকে গ্রহণ করাবে, তাকে উভয়বিধ কারাদণ্ডের কোনো এক ধরনের কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হবে, যার মেয়াদ হতে পারে অনধিক দশ বছর এবং তাকে অর্থদণ্ডেও দণ্ডিত করা হবে।

॥ ধারা : ৩২৯ ॥ কোনো সম্পত্তি জোরপূর্বক নেওয়ার জন্য বা কোনো অবৈধ কাজ করাতে বাধ্য করার জন্য ইচ্ছাকৃত ভাবে গুরুতর জখম করা [Voluntarily causing grievous hurt to extort property or to constrain to an illegal act]—যে কেউ কোনো ব্যক্তিকে ইচ্ছাকৃত ভাবে গুরুতর জখম করে এবং তা যদি ঐ জখম হওয়া ব্যক্তির অথবা ঐ জখম হওয়া ব্যক্তির স্বার্থ সংশ্লিষ্ট কোনো ব্যক্তির কোনো সম্পত্তি বা মূল্যবান প্রতিভূতি জোরপূর্বক নিয়ে নেওয়ার জন্য করা হয় অথবা তা যদি ঐ জখম হওয়া ব্যক্তিকে বা ঐ জখম হওয়ার ব্যক্তির স্বার্থ সংশ্লিষ্ট কোনো ব্যক্তিকে বেআইনি ভাবে বা কোনো অপরাধ সম্পাদনে সুবিধা সৃষ্টি করে দিতে পারে এমন কোনো কাজ করতে বাধ্য করা হয়, তাহলে তাকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে অথবা উভয়বিধ কারাদণ্ডের (সশ্রম বা বিনাশ্রম) কোনো এক ধরনের কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হবে, যার মেয়াদ হতে পারে অনধিক দশ বছর এবং তাকে অর্থদণ্ডেও দণ্ডিত করা হবে।

॥ ধারা : ৩৩০ ॥ জোরপূর্বক স্বীকারোক্তি আদায় করার জন্য বা সম্পত্তি ফিরিয়ে দিতে বাধ্য করার জন্য ইচ্ছাকৃত ভাবে জখম করা [Voluntarily causing hurt to extort confession or to compel restoration of property]—যে কেউ কোনো ব্যক্তিকে ইচ্ছাকৃত ভাবে জখম করে এবং তা যদি ঐ জখম হওয়া ব্যক্তি বা ঐ জখম হওয়া ব্যক্তির স্বার্থ সংশ্লিষ্ট কোনো ব্যক্তির কাছ থেকে কোনো অপরাধ বা অসদাচরণ উদ্‌ঘাটন করতে পারে এমন কোনো স্বীকারোক্তি বা তথ্য জোরপূর্বক আদায় করার জন্য হয় অথবা তা যদি ঐ জখম হওয়া ব্যক্তিকে বা ঐ জখম হওয়া ব্যক্তির স্বার্থ সংশ্লিষ্ট কোনো ব্যক্তিকে কোনো সম্পত্তি বা মূল্যবান প্রতিভূতি ফিরিয়ে দিতে বাধ্য করার জন্য করা হয় অথবা কোনো সম্পত্তি বা মূল্যবান প্রতিভূতি উদ্ধারের কাজে সাহায্য হতে পারে এমন কোনো তথ্য দিতে বাধ্য করার জন্য করা হয় তাহলে তাকে উভয়বিধ কারাদণ্ডের কোনো এক ধরনের কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হবে, যার মেয়াদ হতে পারে অনধিক সাত বছর এবং তাকে অর্থদণ্ডেও দণ্ডিত করা হবে।

উদাহরণ—(ক) ক জনৈক পুলিশ অফিসার, য একটি অপরাধ করেছে তা তাকে দিয়ে স্বীকার করাতে বাধ্য করার জন্য ক য-কে ভীষণ ভাবে যাতনা দিল। ক এই ধারার অধীন অপরাধে অপরাধী।

(খ) ক জনৈক পুলিশ অফিসার, য তার চুরিকৃত সম্পত্তি কোথায় রেখেছে তা

তাকে দিয়ে দেখিয়ে দিতে বাধ্য করার জন্য ক য-কে ভীষণ ভাবে যাতনা দিল। ক এই ধারার অধীনে অপরাধে অপরাধী।

(গ) ক জনৈক রাজস্ব আধিকারিক, য-এর কাছে পাওনা রাজস্বের বকেয়া অংশ মিটিয়ে দিতে বাধ্য করার জন্য য-কে ভীষণ ভাবে যাতনা দিল। ক এই ধারার অধীন অপরাধে অপরাধী।

(ঘ) ক জনৈক জমিদার, জনৈক প্রজা য-কে খাজনা দিতে বাধ্য করার জন্য ভীষণ ভাবে যাতনা দিল। ক এই ধারার অধীন অপরাধে অপরাধী।

॥ ধারা ঃ ৩৩১ ॥ জোরপূর্বক স্বীকারোক্তি আদায় করার জন্য বা সম্পত্তি ফিরিয়ে দিতে বাধ্য করার জন্য ইচ্ছাকৃত ভাবে গুরুতর জখম করা [Voluntarily causing grievous hurt to extort confession or to compel restoration of property]—যে কেউ কোনো ব্যক্তিকে ইচ্ছাকৃত ভাবে গুরুতর জখম করে এবং তা যদি ঐ জখম হওয়া ব্যক্তি বা ঐ জখম হওয়া ব্যক্তির স্বার্থ সংশ্লিষ্ট কোনো ব্যক্তির কাছ থেকে কোনো অপরাধ বা অসদাচরণ উদ্‌ঘাটন করতে পারে এমন কোনো স্বীকারোক্তি বা তথ্য জোরপূর্বক আদায় করার জন্য হয় অথবা তা যদি ঐ জখম হওয়া ব্যক্তিকে বা ঐ জখম হওয়া ব্যক্তির স্বার্থ সংশ্লিষ্ট কোনো ব্যক্তিকে কোনো সম্পত্তি বা মূল্যবান প্রতিভূতি ফিরিয়ে দিতে বাধ্য করার জন্য করা হয় অথবা কোনো সম্পত্তি বা মূল্যবান প্রতিভূতি উদ্ধারের কাজে সাহায্য হতে পারে এমন কোনো তথ্য দিতে বাধ্য করার জন্য করা হয় তাহলে তাকে উভয়বিধ কারাদণ্ডের কোনো এক ধরনের কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হবে। যার মেয়াদ হতে পারে অনধিক দশ বছর এবং তাকে অর্থদণ্ডেও দণ্ডিত করা হবে।

॥ ধারা ঃ ৩৩২ ॥ ভয় দেখিয়ে রাজভৃত্যকে তার কর্তব্য পালন থেকে নিবৃত্ত করার জন্য ইচ্ছাকৃত ভাবে জখম করা [Voluntarily causing hurt to deter public servant from his duty]—যে কেউ এমন কোনো ব্যক্তিকে যিনি রাজভৃত্য হিসাবে নিজের কর্তব্য পালনে রত এমন রাজভৃত্যকে অথবা এই উদ্দেশ্যে ঐ ব্যক্তিকে বা অন্য কোনো রাজভৃত্যকে তদ্‌রূপ রাজভৃত্য হিসাবে কর্তব্য পালন থেকে বাধা দান করবে অথবা ভয় দেখিয়ে বিরত করবে অথবা এমন রাজভৃত্য হিসাবে ঐ ব্যক্তি দ্বারা নিজের কর্তব্যের আইনানুগ নির্বাহনে কৃত বা করার জন্য প্রচেষ্টার কোনো ব্যাপারের পরিণামস্বরূপ ইচ্ছাকৃত ভাবে জখম করবে, তাকে উভয়বিধ কারাদণ্ডের কোনো এক ধরনের কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হবে; যার মেয়াদ হতে পারে অনধিক তিন বছর এবং তাকে অর্থদণ্ডেও দণ্ডিত করা হবে।

॥ ধারা ঃ ৩৩৩ ॥ ভয় দেখিয়ে রাজভৃত্যকে তার কর্তব্য পালন থেকে নিবৃত্ত করার জন্য ইচ্ছাকৃত ভাবে গুরুতর জখম করা [Voluntarily causing grievous hurt to deter public servant from his duty]—যে কেউ এমন কোনো ব্যক্তিকে যিনি রাজভৃত্য হিসাবে নিজের কর্তব্য পালনে রত এমন রাজভৃত্যকে অথবা এই উদ্দেশ্যে ঐ ব্যক্তিকে বা অন্য কোনো রাজভৃত্যকে তদ্‌রূপ রাজভৃত্য হিসাবে কর্তব্যপালন থেকে বাধা দান করবে অথবা ভয় দেখিয়ে বিরত করবে অথবা এমন রাজভৃত্য হিসাবে ঐ ব্যক্তি দ্বারা নিজের কর্তব্যের আইনানুগ নির্বাহনে কৃত বা করার জন্য

প্রচেষ্টার কোনো ব্যাপারের পরিণামস্বরূপ ইচ্ছাকৃত ভাবে গুরুতর জখম করবে তাকে উভয়বিধ কারাদণ্ডের কোনো এক ধরনের কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হবে, যার মেয়াদ হতে পারে অনধিক দশ বছর এবং তাকে অর্থদণ্ডেও দণ্ডিত করা হবে।

॥ ধারা ঃ ৩৩৪ ॥ উত্তেজনাবশতঃ ইচ্ছাকৃত ভাবে জখম করা [Voluntarily causing hurt on provocation]—যে কেউ গুরুতর বা অকস্মাৎ উত্তেজনাবশতঃ ইচ্ছাকৃত ভাবে জখম করবে, যদি না তার অভিপ্রায় যে উত্তেজিত করেছিল সেই ব্যক্তির থেকে ভিন্ন কোনো ব্যক্তিকে জখম করা হয় এবং যদি না সে, নিজ দ্বারা কৃত এমন জখম করার সম্ভাবনা সম্পর্কে জ্ঞাত থাকে, তাকে উভয়বিধ কারাদণ্ডের কোনো এক ধরনের কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হবে, যার মেয়াদ হতে পারে অনধিক এক মাস অথবা তাকে অর্থদণ্ডে দণ্ডিত করা হবে, যার পরিমাণ হতে পারে অনধিক পাঁচশ টাকা অথবা তাকে উভয় দণ্ডে দণ্ডিত করা হবে।

॥ ধারা ঃ ৩৩৫ ॥ উত্তেজনাবশতঃ ইচ্ছাকৃত ভাবে গুরুতর জখম করা [Voluntarily causing grievous hurt on provocation]—যে কেউ গুরুতর বা অকস্মাৎ উত্তেজনাবশতঃ ইচ্ছাকৃত ভাবে গুরুতর জখম করবে, যদি না তার অভিপ্রায় যে উত্তেজিত করেছিল সেই ব্যক্তির থেকে ভিন্ন কোনো ব্যক্তিকে জখম করা হয় এবং যদি না সে, নিজ দ্বারা কৃত এমন জখম করার সম্ভাবনা সম্পর্কে জ্ঞাত থাকে, তাকে উভয়বিধ কারাদণ্ডের কোনো এক ধরনের কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হবে, যার মেয়াদ হতে পারে অনধিক চার বছর অথবা তাকে অর্থদণ্ডে দণ্ডিত করা হবে, যার পরিমাণ হতে পারে অনধিক দু'হাজার টাকা অথবা তাকে উভয় দণ্ডে দণ্ডিত করা হবে।

স্পষ্টীকরণ—শেষ দুটি ধারা, ৩০০ ধারার ব্যতিক্রমে যে বিধানসমূহ আছে সেই একই বিধানসমূহের অধীন।

॥ ধারা ঃ ৩৩৬ ॥ অন্যের জীবন বা ব্যক্তিগত নিরাপত্তার পক্ষে বিপজ্জনক কাজ [Act endangering life or personal safety of others]—যে কেউ বেপরোয়া বা অবহেলা ভরে কোনো কাজ ক'রে মানুষের জীবন বা অন্যের ব্যক্তিগত নিরাপত্তাকে বিপজ্জনক করে তোলে তাকে উভয়বিধ কারাদণ্ডের কোনো এক ধরনের কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হবে, যার মেয়াদ হতে পারে অনধিক তিন মাস, অথবা তাকে অর্থদণ্ডে দণ্ডিত করা হবে, যার পরিমাণ হতে পারে অনধিক আড়াই'শ টাকা অথবা তাকে উভয় দণ্ডে দণ্ডিত করা হবে।

॥ ধারা ঃ ৩৩৭ ॥ অন্যের জীবন বা ব্যক্তিগত নিরাপত্তার পক্ষে বিপজ্জনক কাজ দ্বারা জখম করা [Causing hurt by act endangering life or personal safety of others]—যে কেউ বেপরোয়া বা অবহেলা ভরে কোনো কাজ ক'রে যাতে, মানুষের জীবন বা অন্যের ব্যক্তিগত নিরাপত্তা বিপজ্জনক হয়ে পড়ে, কোনো ব্যক্তিকে জখম করবে তাকে উভয়বিধ কারাদণ্ডের কোনো এক ধরনের কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হবে যার মেয়াদ হতে পারে অনধিক ছ'মাস অথবা তাকে অর্থদণ্ডে দণ্ডিত করা হবে, যার পরিমাণ হতে পারে অনধিক পাঁচশ টাকা অথবা তাকে উভয় দণ্ডে দণ্ডিত করা হবে।

॥ ধারা ঃ ৩৩৮ ॥ অন্যের জীবন বা ব্যক্তিগত নিরাপত্তার পক্ষে বিপজ্জনক কাজ দ্বারা গুরুতর জখম করা [Causing grievous hurt by act endangering life or personal safety of others]—যে কেউ বেপরোয়া বা অবহেলা ভরে কোনো কাজ ক'রে, যাতে মানুষের জীবন বা অন্যের ব্যক্তিগত নিরাপত্তা বিপজ্জনক হয়ে পড়ে, কোনো ব্যক্তিকে গুরুতর জখম করবে, তাকে উভয়বিধ কারাদণ্ডের কোনো এক ধরনের কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হবে, যার মেয়াদ হতে পারে অনধিক দু'বছর অথবা তাকে অর্থদণ্ডে দণ্ডিত করা হবে, যার পরিমাণ হতে পারে অনধিক এক হাজার টাকা অথবা তাকে উভয় দণ্ডেই দণ্ডিত করা হবে।

ব্যাখ্যা—একজন সেপাই তার বন্দুকের সেপ্‌টি কেসটি নিরাপদ না করে অর্থাৎ না নামিয়েই পাহারার কাজে যাচ্ছিল। সেপাইটির এই কাজ বেপরোয়া ও অবহেলা ভরে করা এবং তা মানুষের জীবন বা অন্যের ব্যক্তিগত নিরাপত্তাকে বিপজ্জনক করে তুলতে পারে। তাই এটি ৩৩৬ ধারা মতে অপরাধ।

যদি যেতে যেতে সেপাইটির বন্দুক থেকে গুলি বেরিয়ে কাউকে ঘায়েল বা জখম করে দেয় তাহলে ঐ সেপাইটি ৩৩৭ ধারা মতে অপরাধী হবে।

আবার যদি যেতে যেতে সেপাইটির বন্দুক থেকে গুলি বেরিয়ে কাউকে গুরুতর ভাবে জখম করে দেয় তাহলে ঐ সেপাইটি ৩৩৮ ধারা মতে অপরাধী হবে।

অন্যায় গতিরোধ ও অন্যায় অবরোধ বিষয়ক

(Of wrongful Restraint and wrongful Confinement)

(ধারা—৩৩৯ থেকে ধারা—৩৪৮)

॥ ধারা ঃ ৩৩৯ ॥ অন্যায় গতিরোধ [Wrongful restraint]—যে কেউ কোনো ব্যক্তিকে ইচ্ছাকৃত ভাবে এমন ভাবে বাধা দেয় যে ঐ ব্যক্তির ঐ দিকে, যে দিকে যাওয়ার অধিকার ঐ ব্যক্তির আছে, যাওয়া থেকে বিরত থাকতে হয় সে ঐ ব্যক্তির অন্যায় গতিরোধ করল বলা হয়ে থাকে।

ব্যতিক্রম ঃ যদি কোনো ব্যক্তি সৎভাবনাপূর্বক বিশ্বাস করে যে, সাধারণের ব্যবহার্য নয় এমন কোনো স্থলপথ বা জলপথ তার বন্ধ করার অধিকার আছে তাহলে ঐ রকম বন্ধ করা এই ধারা মতে অপরাধ বলে গণ্য হবে না।

উদাহরণ—ক কোনো রাস্তায়, যে রাস্তা দিয়ে যাওয়ার অধিকার য-এর আছে, সৎভাবনাপূর্বক এরকম বিশ্বাস না করে যে তার রাস্তা অবরোধ করার অধিকার প্রাপ্ত আছে, তাই বাধা দেয়। য-এর যাওয়া তার দ্বারা অবরুদ্ধ হয়। ক য-এর অন্যায় অবরোধ করল।

॥ ধারা ঃ ৩৪০ ॥ অন্যায় অবরোধ [Wrongful confinement]—যে কেউ

কোনো ব্যক্তিকে এমন অন্যায় ভাবে অবরুদ্ধ করে যে ঐ ব্যক্তিকে নিশ্চিত পরিসীমার বাইরে যাওয়া থেকে বিরত থাকতে হয়, সে ঐ ব্যক্তির অন্যায় অবরোধ করল বলা হয়ে থাকে।

উদাহরণ—(ক) য-কে প্রাচীর ঘেরা একটা জায়গায় ঢুকিয়ে দিয়ে ক তালা দিয়ে দিল। এইভাবে য প্রাচীরের নির্দিষ্ট পরিসীমার বাইরে কোনো দিকেই যেতে সমর্থ হয় না। ক য-এর অন্যায় অবরোধ করেছে।

(খ) ক একটা বাড়ির বাইরে যাওয়ার দরজাতে একজন বন্দুকধারী লোককে বসিয়ে দিল এবং য-কে বলে দিল, য যদি বাড়ি থেকে বেরোবার চেষ্টা করে তাহলে ঐ বন্ধুকধারী য-কে গুলি করে দেবে। ক য-এর অন্যায় অবরোধ করেছে।

॥ ধারা : ৩৪১ ॥ অন্যায় গতিরোধের জন্য দণ্ড [Punishment for wrongful restraint]—যে কেউ কোনো ব্যক্তির অন্যায় ভাবে গতিরোধ করবে, তাকে অনধিক এক মাসের বিনাশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হবে অথবা তাকে অনধিক পাঁচ'শ টাকা অর্থদণ্ডে দণ্ডিত করা হবে অথবা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত করা হবে।

॥ ধারা : ৩৪২ ॥ অন্যায় অবরোধের জন্য দণ্ড [Punishment for wrongful confinement]—যে কেউ কোনো ব্যক্তির অন্যায় অবরোধ করবে তাকে উভয়বিধ কারাদণ্ডের (সশ্রম বা বিনাশ্রম) কোনো এক ধরনের কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হবে, যার মেয়াদ হতে পারে অনধিক এক বছর অথবা তাকে অর্থদণ্ডে দণ্ডিত করা হবে, যার পরিমাণ হতে পারে অনধিক এক হাজার টাকা অথবা তাকে উভয় দণ্ডে দণ্ডিত করা হবে।

॥ ধারা : ৩৪৩ ॥ তিন বা ততোধিক দিনের জন্য অন্যায় অবরোধ [Wrongful confinement for three or more days]—যে কেউ কোনো ব্যক্তির তিন বা ততোধিক দিনের অন্যায় অবরোধ করবে, তাকে উভয়বিধ কারাদণ্ডের কোনো এক ধরনের কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হবে, যার মেয়াদ হতে পারে অনধিক দু'বছর অথবা তাকে অর্থদণ্ডে দণ্ডিত করা হবে অথবা তাকে উভয় দণ্ডে দণ্ডিত করা হবে।

॥ ধারা : ৩৪৪ ॥ দশ বা ততোধিক দিনের জন্য অন্যায় অবরোধ [Wrongful confinement for ten or more days]—যে কেউ কোনো ব্যক্তির দশ বা ততোধিক দিনের জন্য অন্যায় অবরোধ করবে, তাকে উভয়বিধ কারাদণ্ডের কোনো এক ধরনের কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হবে, যার মেয়াদ হতে পারে অনধিক তিন বছর এবং তাকে অর্থদণ্ডেও দণ্ডিত করা হবে।

॥ ধারা : ৩৪৫ ॥ ছেড়ে দেবার জন্য রিট দেওয়া হয়েছে এমন ব্যক্তির অন্যায় অবরোধ [Wrongful confinement of person for whose liberation writ has been issued]—যে কেউ কোনো ব্যক্তিকে ছেড়ে দেবার জন্য যথাযথ ভাবে রিট দেওয়া হয়েছে তা জেনেও অন্যায় ভাবে তাকে অবরোধ করে রাখবে, তাকে কোনো মেয়াদের সেই কারাদণ্ডের অতিরিক্ত, যাতে সে এই অধ্যায়ের অন্য কোনো ধারার অধীন দণ্ডনীয়, উভয়বিধ কারাদণ্ডের কোনো এক ধরনের কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হবে যার মেয়াদ হতে পারে অনধিক দু'বছর।

॥ ধারা : ৩৪৬ ॥ গোপন স্থানে অন্যায় অবরোধ [Wrongful confinement

in secret]—যে কেউ কোনো ব্যক্তিকে অন্যায়ভাবে এমন অবরোধ করবে যাতে এমন অভিপ্রায় প্রতীত হয় যে ঐ অবরুদ্ধ ব্যক্তির স্বার্থ সংশ্লিষ্ট কোনো ব্যক্তি বা কোনো রাজভৃত্য যেন ঐ ব্যক্তির অবরোধ সম্বন্ধে জানতে না পারে অথবা পূর্ববর্ণিত এমন ব্যক্তি বা রাজভৃত্য এমন অবরোধের স্থান সম্পর্কে জানতে না পারে বা তার কোনো খোঁজ না পেতে পারে, তাকে এ ধরনের অন্যায় অবরোধের জন্য দণ্ডযোগ্য দণ্ডের অতিরিক্ত উভয়বিধ কারাদণ্ডের কোনো এক ধরনের কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হবে যার মেয়াদ হতে পারে অনধিক দু'বছর।

॥ ধারা : ৩৪৭ ॥ জোর করে সম্পত্তি আদায় করার অথবা বেআইনি কাজ করতে বাধ্য করার জন্য অন্যায় অবরোধ [Wrongful confinement to extort property or constrain to illegal act]—যে কেউ কোনো ব্যক্তির অন্যায় অবরোধ করেব এই উদ্দেশ্য নিয়ে যে, সেই অবরুদ্ধ ব্যক্তির কাছ থেকে অথবা তার স্বার্থ সংশ্লিষ্ট কোনো ব্যক্তির কাছ থেকে কোনো সম্পত্তি বা মূল্যবান প্রতিভূতি জোর করে আদায় করা যায় অথবা ঐ অবরুদ্ধ ব্যক্তিকে অথবা তার স্বার্থ সংশ্লিষ্ট কোনো ব্যক্তিকে এমন কোনো কিছু বেআইনি ভাবে করার জন্য অথবা এমন কোনো খবর জানাবার জন্য, যাতে অপরাধ সংঘটিত করার কাজে সুবিধা সৃষ্টি হয়, বাধ্য করা হয়, তাকে উভয়বিধ কারাদণ্ডের কোনো এক ধরনের কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হবে, যার মেয়াদ হতে পারে তিন বছর এবং তাকে অর্থদণ্ডেও দণ্ডিত করা হবে।

॥ ধারা : ৩৪৮ ॥ জোর করে স্বীকারোক্তি আদায় করার জন্য অথবা সম্পত্তি ফিরিয়ে দিতে বাধ্য করার জন্য অন্যায় অবরোধ [Wrongful confinement to extort confession or compel restoration of property]—যে কেউ কোনো ব্যক্তির অন্যায় অবরোধ করবে এই উদ্দেশ্য নিয়ে যে, ঐ অররুদ্ধ ব্যক্তির কাছ থেকে অথবা তার সঙ্গে স্বার্থ সংশ্লিষ্ট কোনো ব্যক্তির কাছ থেকে কোনো স্বীকারোক্তি বা কোনো খবর যাতে কোনো অপরাধ বা অসদাচারণের খোঁজ পাওয়া যায়, জোর করে আদায় করা হয় অথবা ঐ অবরুদ্ধ ব্যক্তি বা তার সঙ্গে স্বার্থ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে বাধ্য করা হয় যাতে সে কোনো সম্পত্তি বা কোনো মূল্যবান প্রতিভূতি ফিরিয়ে দেয় বা দেওয়ার ব্যবস্থা করে অথবা কোনো দাবি বা চাহিদা পূরণ করে অথবা এমন কোনো খবর দেয়, যাতে কোনো সম্পত্তি বা কোনো মূল্যবান প্রতিভূতির প্রত্যার্পণ করানো যায়, তাকে উভয়বিধ কারাদণ্ডের কোনো এক ধরনের কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হবে, যার মেয়াদ হতে পারে অনধিক তিন বছর এবং তাকে অর্থদণ্ডেও দণ্ডিত করা হবে।

অপরাধজনক বল ও হামলা বিষয়ক

(Of Criminal Force and Assault)

(ধারা—৩৪৯ থেকে ধারা—৩৫৮)

॥ ধারা : ৩৪৯ ॥ বল [Force]—কোনো ব্যক্তি অন্য কোনো ব্যক্তির ওপর বল প্রয়োগ করছে বলা হয়, যদি সে ঐ অন্য ব্যক্তিটির গতি সৃষ্টি, গতি পরিবর্তন বা

গতিহীনতা সম্পাদন করে অথবা যদি সে কোনো পদার্থে এমন গতি, গতি পরিবর্তন বা গতিহীনতা সম্পাদন করে, যাতে ঐ পদার্থের স্পর্শ সেই অন্য ব্যক্তিটির শরীরের কোনো অংশের সঙ্গে বা কোনো এমন বস্তুর সঙ্গে হয়ে যায়, যা সেই অন্য ব্যক্তি পরে আছে অথবা সঙ্গে নিয়ে যাচ্ছে বা এমন কোনো বস্তুর সঙ্গে, যা এমন ভাবে স্থিত যে, এহেন সংস্পর্শে সেই অন্য ব্যক্তিটির সংবেদন শক্তির ওপর প্রভাব পড়ে ঃ

প্রকাশ থাকে যে, তা তখন, যখন গতিমান করা, গতি পরিবর্তন করা বা গতিহীন করা ব্যক্তিটি সেই গতি, গতি পরিবর্তন বা গতিহীনতাকে পূর্ববর্ণিত তিনটি প্রকারের কোনো একটি প্রকার দ্বারা সম্পাদিত করে, অর্থাৎ

প্রথমতঃ নিজের ব্যক্তিগত শারীরিক শক্তির দ্বারা।

দ্বিতীয়তঃ কোনো পদার্থের এমন নিয়োজন দ্বারা যে তার নিজের বা কোনো অন্য ব্যক্তি দ্বারা কোনো অন্য কাজের জন্য যাওয়া ব্যতিরেকেই গতি বা গতি পরিবর্তন বা গতিহীনতা ঘটিত হয়।

তৃতীয়তঃ কোনো জীবজন্তুকে গতিমান হওয়ার, গতি পরিবর্তন করার, অথবা গতিহীন হওয়ার জন্য প্ররোচনা দ্বারা।

॥ ধারা ঃ ৩৫০ ॥ অপরাধজনক বল [Criminal Force]—যে কেউ কোনো ব্যক্তির ওপর সেই ব্যক্তির সম্মতি ব্যতিরেকে কোনো অপরাধ করার জন্য ইচ্ছাকৃত ভাবে বল প্রয়োগ করবে অথবা যার ওপর বলপ্রয়োগ করা হয় সেই ব্যক্তিকে এমন বল প্রয়োগ করার উদ্দেশ্যে অথবা এমন বল প্রয়োগ তার ক্ষতি, ভয় বা বিরক্তি উৎপাদনের সম্ভাবনার কথা জেনেও করবে, সে ঐ অন্য ব্যক্তিটির ওপর অপরাধজনক বল প্রয়োগ করছে এমন বলা হয়ে থাকে।

উদাহরণ—(ক) য নদীর ধারে দড়ি দিয়ে বাঁধা একটি নৌকার ওপর বসে আছে। ক দড়িটা খুলে দিল এবং নৌকাটাকে ইচ্ছা করে স্রোতে বইয়ে দিল। এখানে ক ইচ্ছা করে য-এর গতি সঞ্চার করে এবং গতির সঞ্চার অন্য কোনো ব্যক্তির কাজ ব্যতিরেকেই সংঘটিত হয়। সুতরাং ক ইচ্ছা করে য-এর গতি সঞ্চার (বা উৎপন্ন) করেছে এবং সে যদি তা কোনো অপরাধ সংঘটনের উদ্দেশ্যে অথবা য-এর ক্ষতি, ভীতি বা বিরক্তি উৎপাদনের সম্ভাবনা আছে তা জেনে বা ইচ্ছা করে এবং য-এর সম্মতি ছাড়া করে থাকে তবে সে য-এর প্রতি অপরাধমূলক বল প্রয়োগ করেছে।

(খ) য একটি রথে চড়ে যাচ্ছে। ক য-এর ঘোড়াগুলোকে চাবুক দিয়ে আঘাত করে এবং এভাবে সে ওদের গতিকে দ্রুত করে। এখানে ক জীবজন্তুকে তাদের নিজেদের গতি পরিবর্তন করার জন্য প্ররোচিত করে য-এর গতির পরিবর্তন সাধন করেছে। সুতরাং ক য-এর ওপর বল প্রয়োগ করেছে এবং যদি ক য-এর সম্মতি ব্যতিরেকে এই কাজ য-এর ক্ষতি, ভীতি বা বিরক্তি উৎপাদনের উদ্দেশ্যে বা এমন সম্ভাবনা আছে জেনেও করে তাহলে ক য-এর ওপর অপরাধজনক বল প্রয়োগ করেছে।

(গ) য একটি পাল্‌কিতে করে যাচ্ছে। য-এর ওপর দস্যুতা করার উদ্দেশ্যে ক ডাণ্ডা ধরে তার পাল্‌কিটাকে থামাল। এখানে ক য-কে গতিহীন (বা গতি নিবৃত্ত) করল এবং তা তার শারীরিক বল দ্বারা করল। সুতরাং ক য-এর ওপর বল প্রয়োগ করেছে এবং ক য-এর সম্মতি ব্যতিরেকে এই কাজ অপরাধ করার জন্য উদ্দেশ্য

প্রণোদিত ভাবে (ইচ্ছাকৃত ভাবে) করেছে, তাই ক য-এর ওপর অপরাধজনক বল প্রয়োগ করেছে।

(ঘ) ক ইচ্ছা করে রাস্তায় য-কে ধাক্কা মারল। এখানে ক তার নিজের শারীরিক শক্তির দ্বারা নিজের শরীরকে এমন ভাবে গতিশীল করেছে, যাতে সে য-এর সংস্পর্শে আসে। অতএব সে ইচ্ছা করে য-এর ওপর বল প্রয়োগ করেছে এবং যদি সে য-এর সম্মতি ব্যতিরেকে এই কাজ অপরাধ করার জন্য উদ্দেশ্যমূলক ভাবে বা এভাবে য-এর ক্ষতি, ভীতি বা বিরক্তি উৎপাদনের সম্ভাবনা আছে জেনেও করে থাকে তাহলে সে য-এর ওপর অপরাধজনক বল প্রয়োগ করেছে।

(ঙ) ক এমন উদ্দেশ্যে বা এমন সম্ভাবনা আছে জেনেও পাথর ছোঁড়ে যে সেই পাথর এমন ভাবে পড়ার ফলে য বা য-এর পরিধানের বা য কর্তৃক বাহিত কোনো বস্তুর সংস্পর্শে আসে বা জলে গিয়ে পড়ে এবং ছিটকে গিয়ে জল য-এর পরিধানে বা য কর্তৃক বাহিত কোনো বস্তুর ওপর পড়ে। এখানে যদি পাথর ছোঁড়ার ফলে পরিণামস্বরূপ এমন অবস্থার সৃষ্টি হয় যে, কোনো বস্তু য বা য-এর পরিধানের সংস্পর্শে আসে তাহলে ক য-এর ওপর বল প্রয়োগ করেছে এবং যদি সে য-এর সম্মতি ব্যতিরেকে এই কাজ অপরাধ করার জন্য উদ্দেশ্যমূলক ভাবে বা এভাবে য-এর ক্ষতি, ভীতি বা বিরক্তি উৎপাদনের সম্ভাবনা আছে জেনেও করে থাকে তাহলে সে য-এর ওপর অপরাধজনক বল প্রয়োগ করেছে।

(চ) ক জনৈকা মহিলার ঘোমটা ইচ্ছা করে তুলে ধরল। এখানে ক তার ওপর উদ্দেশ্য প্রণোদিত ভাবে বল প্রয়োগ করেছে। এবং যদি সে ঐ মহিলার সম্মতি ব্যতিরেকে এই কাজ উদ্দেশ্যমূলক ভাবে বা এর দ্বারা তার ক্ষতি, ভীতি বা বিরক্তি উৎপাদনের সম্ভাবনা আছে জেনেও করে থাকে তাহলে সে তার (ঐ মহিলার) ওপর অপরাধজনক বল প্রয়োগ করেছে।

(ছ) য স্নান করছে। ক তার স্নানের টবে এমন জল ঢেলে দেয় যে জল সে ফুটন্ত গরম বলে জানে। এখানে ফুটন্ত জলে এমন গতি নিজের শারীরিক শক্তির দ্বারা ইচ্ছাকৃত ভাবে উৎপন্ন করে যে য সেই জলের সংস্পর্শে আসে, অথবা অন্য জলের সংস্পর্শে আসে যা এমন ভাবে স্থিত যে, এমন সংস্পর্শের ফলে য-এর সংবেদন শক্তি প্রভাবিত হয়; এজন্য ক য-এর ওপর ইচ্ছাকৃত ভাবে বল প্রয়োগ করেছে, এবং যদি সে য-এর সম্মতি ব্যতিরেকে এই কাজ উদ্দেশ্যমূলক ভাবে বা এর দ্বারা তার ক্ষতি, ভীতি বা বিরক্তি উৎপাদনের সম্ভাবনা আছে জেনেও করে থাকে তাহলে ক অপরাধজনক বল প্রয়োগ করেছে।

(জ) ক য-এর সম্মতি ব্যতিরেকে একটা কুকুরকে য-এর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্য লেলিয়ে দিল। এখানে যদি ক-এর উদ্দেশ্য য-এর ক্ষতি, ভীতি বা বিরক্তি উৎপাদনের জন্য হয় তাহলে সে য-এর ওপর অপরাধজনক বল প্রয়োগ করেছে।

॥ ধারা ঃ ৩৫১ ॥ হামলা [Assault]—যে কেউ কোনো রকম অঙ্গ চালনা বা প্রস্তুতি এমন উদ্দেশ্য নিয়ে করে বা এমন সম্ভাবনার থা জেনে করে যে, এহেন অঙ্গ চালনা বা এহেন প্রস্তুতি করার ফলে কোনো উপস্থিত ব্যক্তির এমন আশঙ্কা হয় যে, সে এমন অঙ্গ চালনা বা প্রস্তুতি করছে সে ঐ ব্যক্তির ওপর অপরাধজনক বলের প্রয়োগ প্রায় করতেই যাচ্ছে, সে হামলা করছে বলা হয়ে থাকে।

স্পষ্টীকরণ—শুধুমাত্র কথা হামলার শ্রেণীতে পড়ে না। কিন্তু যে কথা কোনো শক্তি প্রয়োগ করে সে তার অঙ্গ চালনা বা প্রস্তুতিকে এমন অর্থ প্রদান করতে পারে যার দ্বারা সেই অঙ্গ চালনা বা প্রস্তুতি হামলার শ্রেণীতে পড়ে।

উদাহরণ—ক এমন উদ্দেশ্যে বা এমন সম্ভাবনার কথা জেনে তার মুষ্টি চালনা করে যে তার দ্বারা য-এর মনে বিশ্বাস জন্মায় যে, ক য-কে মারতে যাচ্ছে। ক হামলা করেছে।

(খ) ক একটা হিংস্র কুকুরের গলবন্ধনী এই উদ্দেশ্যে বা এমন সম্ভাবনার কথা জেনে খুলতে শুরু করে যে, তার দ্বারা য-এর বিশ্বাস হয়ে যায় যে তার ওপর ক কুকুর দিয়ে আক্রমণ করাতে যাচ্ছে। ক য-এর ওপর হামলা করেছে।

(গ) ক য-কে 'আমি তোমাকে মারব' বলে একটা লাঠি তুলে নেয়। এখানে যদিও ক দ্বারা ব্যবহৃত কথা কোনো অবস্থাতেই হামলার শ্রেণীতে পড়ে না এবং যদিও কেবল অঙ্গ চালনা করা, যার সঙ্গে অন্য পরিস্থিতির অভাব আছে, হামলার শ্রেণীতে নাও পড়ে তথাপি বাক্য দ্বারা স্পষ্টীকৃত ঐ অঙ্গ চালনা হামলার শ্রেণীতে পড়তে পারে।

॥ ধারা ঃ ৩৫২ ॥ গুরুতর উত্তেজনা ছাড়া হামলা করা বা অপরাধজনক বল প্রয়োগ করার দণ্ড [Punishment for assault or criminal force otherwise than on grave provocation]—যে কেউ কোনো ব্যক্তির ওপর হামলা বা অপরাধজনক বল প্রয়োগ সেই ব্যক্তি কর্তৃক গুরুতর এবং অকস্মাৎ উত্তেজনা দেওয়া ব্যতিরেকে করবে, তাকে উভয়বিধ কারাদণ্ডের (সশ্রম বা বিনাশ্রম) কোনো এক ধরনের কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হবে, যার মেয়াদ হতে পারে অনধিক তিন মাস অথবা তাকে অর্থদণ্ডে দণ্ডিত কবা হবে যার পরিমাণ হতে পারে অনধিক পাঁচশ টাকা অথবা তাকে উভয় দণ্ডে দণ্ডিত করা হবে।

স্পষ্টীকরণ—এই ধারার অধীন কোনো অপরাধের দণ্ড লাঘব গুরুতর ও অকস্মাৎ উত্তেজনার কারণে হবে না, যদি সেই উত্তেজনা (বা উৎক্ষোভন) অপরাধ করার জন্য অজুহাত হিসাবে অপরাধী দ্বারা ইপ্সিত বা স্বেচ্ছাকৃত ভাবে উত্তেজিত বা উৎক্ষোভিত করা হয়ে থাকে, অথবা

যদি সেই উৎক্ষোভন এমন কিছু ব্যাপার দ্বারা হয়ে থাকে যা আইনসম্মত ক্ষমতার ব্যবহারে বা কোনো রাজভৃত্য দ্বারা এমন রাজভৃত্যের ক্ষমতার আইনসম্মত প্রয়োগে করা হয়ে থাকে, অথবা

যদি সেই উৎক্ষোভন কোনো এমন ব্যাপার দ্বারা দেওয়া হয়ে থাকে যা আত্মরক্ষার অধিকারের আইনানুগ প্রয়োগ মতো করা হয়ে থাকে।

উৎক্ষোভন অপরাধ লাঘব করার জন্য যথেষ্ট গুরুতর এবং অকস্মাৎ ছিল কি ছিল না, তা তথ্যের প্রশ্ন।

॥ ধারা ঃ ৩৫৩ ॥ রাজভৃত্যকে তার কর্তব্য সম্পাদন থেকে ভীতিপ্রদর্শনপূর্বক বিরত করার জন্য হামলা বা অপরাধজনক বল প্রয়োগ [Assault or criminal

force to deter public servant from discharge of his duty]—যে কেউ কোনো এমন ব্যক্তির ওপর, যে একজন রাজভৃত্য, সে সময়ে হামলা করবে বা অপরাধজনক বলপ্রয়োগ করবে যখন এমন রাজভৃত্য হিসাবে সে তার কর্তব্য সম্পাদন করছে অথবা এই উদ্দেশ্যে যে ঐ ব্যক্তিকে সেই রকম রাজভৃত্য হিসাবে তার কর্তব্য সম্পাদন থেকে বিরত করে বা ভয় দেখিয়ে বিরত করে অথবা এমন রাজভৃত্য হিসাবে তার কর্তব্যের আইনানুগ সম্পাদনে কৃত হয় বা করার জন্য চেষ্টিত কোনো ব্যাপারের পরিণামস্বরূপ হয়, তাকে উভয়বিধ কারাদণ্ডের কোনো এক ধরনের কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হবে, যার মেয়াদ হতে পারে অনধিক দু'বছর অথবা তাকে অর্থদণ্ডে দণ্ডিত করা হবে অথবা তাকে উভয় দণ্ডে দণ্ডিত করা হবে।

॥ ধারা : ৩৫৪ ॥ স্ত্রীলোকের শ্লীলতাহানি করার উদ্দেশ্যে তার ওপর হামলা বা অপরাধজনক বল প্রয়োগ [Assault or criminal force to woman with intent to outrage her modesty]—যে কেউ কোনো স্ত্রীলোকের শ্লীলতাহানির উদ্দেশ্যে অথবা তদ্দ্বারা সে তার শ্লীলতাহানি করবে এমন সম্ভাবনা আছে জেনে ঐ স্ত্রীলোকের ওপর হামলা করবে বা অপরাধজনক বল প্রয়োগ করবে তাকে উভয়বিধ কারাদণ্ডের কোনো এক ধরনের কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হবে, যার মেয়াদ হতে পারে অনধিক দু' বছর অথবা তাকে অর্থদণ্ডে দণ্ডিত করা হবে অথবা তাকে উভয় দণ্ডে দণ্ডিত করা হবে।

॥ ধারা : ৩৫৫ ॥ প্রবল উত্তেজনা ব্যতিরেকে কোনো ব্যক্তির মানহানি করার উদ্দেশ্যে তার ওপর হামলা বা অপরাধজনক বল প্রয়োগ [Assault or criminal force with intent to dishonour person, otherwise than on grave provocation]—যে কেউ কোনো ব্যক্তির ওপর হামলা বা অপরাধজনক বলের প্রয়োগ সেই ব্যক্তি দ্বারা প্রবল এবং আকস্মিক উত্তেজনা দেওয়া ব্যতিরেকে, তদ্দ্বারা ঐ ব্যক্তির মানহানি করার উদ্দেশ্যে করবে, তাকে উভয়বিধ কারাদণ্ডের কোনো এক ধরনের কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হবে, যার মেয়াদ হতে পারে অনধিক দু' বছর অথবা তাকে অর্থদণ্ডে দণ্ডিত করা হবে অথবা তাকে উভয় দণ্ডে দণ্ডিত করা হবে।

॥ ধারা : ৩৫৬ ॥ কোনো ব্যক্তির দ্বারা বাহিত সম্পত্তি চুরি করার চেষ্টায় হামলা বা অপরাধজনক বল প্রয়োগ [Assault or criminal force in attempt to commit theft of property carried by a person]—যে কেউ কোনো ব্যক্তি সেই সময়ে পরিধান করে আছে এমন সম্পত্তি বা বহন করে নিয়ে যাচ্ছে এমন সম্পত্তি চুরি করার উদ্দেশ্যে তার ওপর হামলা বা অপরাধজনক বল প্রয়োগ করবে, তাকে উভয়বিধ কারাদণ্ডের কোনো এক ধরনের কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হবে, যার মেয়াদ হতে পারে অনধিক দু' বছর অথবা তাকে অর্থদণ্ডে দণ্ডিত করা হবে অথবা তাকে উভয় দণ্ডে দণ্ডিত করা হবে।

॥ ধারা : ৩৫৭ ॥ কোনো ব্যক্তিকে অন্যায় ভাবে অবরোধ করার চেষ্টায় হামলা বা অপরাধজনক বল প্রয়োগ [Assault or criminal force in attempt wrongfully to confine a person]—যে কেউ কোনো ব্যক্তির ওপর অন্যায় ভাবে অবরোধ করার চেষ্টায় সেই ব্যক্তির ওপর হামলা বা অপরাধজনক বল প্রয়োগ

করবে তাকে উভয়বিধ কারাদণ্ডের কোনো এক ধরনের কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হবে যার মেয়াদ হতে পারে অনধিক এক বছর অথবা তাকে অর্থদণ্ডে দণ্ডিত করা হবে, যার পরিমাণ হতে পারে অনধিক এক হাজার টাকা, অথবা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত করা হবে।

॥ ধারা : ৩৫৮ ॥ কারো দ্বারা প্রবল উৎক্ষোভিত হওয়ার পর হামলা বা অপরাধজনক বল প্রয়োগ [Assault or criminal force on grave provocation]—যে কেউ কোনো ব্যক্তির প্রবল এবং অকস্মাৎ উৎক্ষোভনের প্রেক্ষিতে সেই ব্যক্তির ওপর হামলা বা অপরাধজনক বল প্রয়োগ করবে তাকে অনধিক এক মাস মেযাদের বিনাশ্রম কারাদণ্ডে অথবা অনধিক দু'শ টাকা অর্থদণ্ডে অথবা তাকে উভয় দণ্ডে (অনধিক এক মাসের কারাদণ্ড ও অনধিক দু'শ টাকা অর্থদণ্ড) দণ্ডিত করা হবে।

স্পষ্টীকরণ—অন্তিম এই ধারাটির **স্পষ্টীকরণ** ৩৫২ ধারার অধীন স্পষ্টীকরণের অধীন হবে। (অর্থাৎ ৩৫২ ধারার স্পষ্টীকরণ এই ধারার ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হবে)।

অপহরণ, হরণ, দাসত্ব এবং বলাৎশ্রম বিষয়ক

(Of Kidnapping, Abduction, Slavery and Forced Labour)

(ধারা—৩৫৯ থেকে ধারা—৩৭৪)

॥ ধারা : ৩৫৯ ॥ অপহরণ [Kidnapping]—অপহরণ দু'ধরনের হয়, ভারত থেকে অপহরণ এবং আইনানুগ অভিভাবকত্ব থেকে অপহরণ।

॥ ধারা : ৩৬০ ॥ ভারত থেকে অপহরণ [Kidnapping from India]—যে কেউ কোনো ব্যক্তিকে, ঐ ব্যক্তির অথবা ঐ ব্যক্তির পক্ষ থেকে সম্মতি দিতে আইনসঙ্গত ভাবে প্রাধিকৃত কোনো ব্যক্তির সম্মতি ব্যতিরেকে ভারতের সীমা থেকে বাইরে নিয়ে যায়, সে ভারত থেকে ঐ ব্যক্তির অপহরণ করেছে বলা হবে।

॥ ধারা : ৩৬১ ॥ আইনানুগ অভিভাবকত্ব থেকে অপহরণ [Kidnapping from lawful guardianship]—যে কেউ কোনো নাবালক-নাবালিকাকে, যদি সে পুরুষ হয়, তাহলে ষোলো বছরের কম বয়সের অথবা যদি নারী হয় তাহলে আঠের বছরের কম বয়সের কাউকে অথবা কোনো মানসিক বিকারগ্রস্ত ব্যক্তিকে, এমন নাবালক-নাবালিকা বা মানসিক বিকারগ্রস্ত ব্যক্তির আইনানুগ অভিভাবকত্ব থেকে এমন অভিভাবকের সম্মতি ব্যতিরেকে নিয়ে যায়, অথবা ভুলিয়ে নিয়ে যায়, সে এমন নাবালক-নাবালিকা বা এমন বিকৃত মস্তিষ্ক ব্যক্তির আইনানুগ অভিভাবকত্ব থেকে অপহরণ করেছে বলা হবে।

স্পষ্টীকরণ—এই ধারার '**আইনানুগ অভিভাবক**' শব্দ দুইটির মধ্যে এমন

ব্যক্তি পড়ে যার ওপর এমন নাবালক-নাবালিকা বা অন্য ব্যক্তির তত্ত্বাবধান বা প্রহরার দায়িত্ব আইনসঙ্গত ভাবে ন্যস্ত করা হয়েছে।

ব্যতিক্রম ঃ এই ধারা কোনো এমন ব্যক্তির কাজের ওপর প্রযোজ্য হবে না, যে সৎভাবনাপূর্বক বিশ্বাস করে যে সে কোনো অবৈধ সন্তানের বাবা অথবা সৎভাবনাপূর্বক যার বিশ্বাস যে, সে এমন শিশুর আইনসঙ্গত প্রহরার অধিকারী, যদি না এ ধরনের কাজ কোনো দুরাভিসন্ধি বা আইনবিরুদ্ধ প্রয়োজনের জন্য করা হয়।

॥ ধারা ঃ ৩৬২ ॥ হরণ [Abduction]—যে কেউ কোনো ব্যক্তিকে কোনো জায়গা থেকে যাওয়ার জন্য বলপূর্বক বাধ্য করে অথবা কোনো রকম প্রতারণাপূর্ণ পদ্ধতি দ্বারা প্ররোচিত করে, সে ঐ ব্যক্তিকে হরণ করেছে, এমন বলা হবে।

॥ ধারা ঃ ৩৬৩ ॥ অপহরণের জন্য দণ্ড [Punishment for kidnapping]—যে কেউ ভারত থেকে বা আইনসঙ্গত অভিভাবকত্ব থেকে কোনো ব্যক্তিকে অপহরণ করবে, তাকে উভয়বিধ কারাদণ্ডের কোনো এক ধরনের কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হবে, যার মেয়াদ হতে পারে অনধিক সাত বছর এবং তাকে অর্থদণ্ডেও দণ্ডিত করা হবে।

॥ ধারা ঃ ৩৬৩-এ ॥ ভিক্ষে করাবার জন্য নাবালক-নাবালিকার অপহরণ বা বিকলাঙ্গকরণ [Kidnapping or maiming a minor for purposes of begging]—(১) যে কেউ কোনো নাবালক বা নাবালিকাকে একারণে অপহরণ করবে অথবা নাবালক বা নাবালিকার আইনসঙ্গত অভিভাবক ব্যক্তিগত ভাবে না হয়েও নাবালক-নাবালিকার তত্ত্বাবধান এজন্য নেবে যে, এমন নাবালক-নাবালিকাকে ভিক্ষে করার প্রয়োজনের নিমিত্ত নিয়োজিত বা প্রযুক্ত করা যায়, তাকে উভয়বিধ কারাদণ্ডের কোনো এক ধরনের কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হবে, যার মেয়াদ হতে পারে অনধিক দশ বছর এবং তাকে অর্থদণ্ডেও দণ্ডিত করা হবে।

(২) যে কেউ কোনো নাবালক-নাবালিকাকে বিকলাঙ্গ করবে যে, এমন নাবালক-নাবালিকাকে ভিক্ষে করার প্রয়োজনের নিমিত্ত নিয়োজিত বা প্রযুক্ত করা যায়, তাকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হবে এবং তাকে অর্থদণ্ডেও দণ্ডিত করা হবে।

(৩) যেখানে কোনো ব্যক্তি, যে নাবালক-নাবালিকার আইনসঙ্গত অভিভাবক না হয়েও, ঐ নাবালক-নাবালিকাকে ভিক্ষে করার প্রয়োজনের নিমিত্ত নিয়োজিত বা প্রযুক্ত করবে, সেখানে যতক্ষণ তৎ প্রতিকূল প্রমাণ না করে দেওয়া যায়, এমন ধারণা করা হবে যে সে এই উদ্দেশ্যে ঐ নাবালক-নাবালিকাকে অপহরণ করেছিল, বা অন্যভাবে তাদের তত্ত্বাবধান হাসিল করেছিল, যাতে সেই নাবালক-নাবালিকাকে ভিক্ষে করার প্রয়োজনের নিমিত্ত নিয়োজিত বা প্রযোজ্য করা যায়।

(৪) এই ধারায়—

(ক) ভিক্ষে করা বলতে বুঝায়—

(এক) প্রকাশ্যস্থানে ভিক্ষে চাওয়া বা নেওয়া—তা গান করা, নাচ দেখানো, ভবিষ্যদ্বাণী করা, কৌশলাদি (যাদু বা ম্যাজিক) দেখানো বা জিনিস বিক্রি করার অজুহাতে বা অন্য কোনো উপায়ে হোক বা না হোক,

(দুই) ভিক্ষে চাওয়া বা নেওয়ার জন্য কোনো ব্যক্তিগত এলাকায় প্রবেশ করা,

(তিন) ভিক্ষে নেওয়া বা জোর করে আদায় করার উদ্দেশ্যে নিজের বা অন্য কোনো ব্যক্তির বা জীবজন্তুর কোনো ঘা, ক্ষত, আঘাত, অঙ্গবিকৃতি বা রোগ অনাবৃত করা বা প্রদর্শন করা,

(চার) ভিক্ষে চাওয়া বা নেওয়ার প্রয়োজনে কোনো নাবালক-নাবালিকাকে প্রদর্শিত বস্তু (exhibit) হিসাবে ব্যবহার করা,

(খ) নাবালক বা নাবালিকা বলতে বুঝায়—

(এক) যদি পুরুষ হয় তাহলে ষোল বছরের কম বয়সের কোনো ব্যক্তিকে এবং

(দুই) যদি স্ত্রীলোক হয় তাহলে আঠের বছরের কম বয়সের কোনো ব্যক্তিকে।

॥ ধারা : ৩৬৪ ॥ খুন করার উদ্দেশ্যে অপহরণ বা হরণ [Kidnapping or abducting in order to murder]—যে কেউ এ কারণে কোনো ব্যক্তির অপহরণ বা হরণ করবে যে সেই ব্যক্তিকে খুন করা হবে অথবা তাকে এমন ভাবে স্থানান্তরিত করা যায় যাতে সে তার খুন হওয়ার বিপদের মধ্যে গিয়ে পড়ে, তাকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে বা সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হবে, যার মেয়াদ হতে পারে অনধিক দশ বছর অথবা তাকে অর্থদণ্ডেও দণ্ডিত করা হবে।

উদাহরণ—(ক) কোনো দেবমূর্তির কাছে য-কে বলি দেওয়া হবে তা জেনে বা তার সম্ভাবনা আছে তা জেনে ক ভারত থেকে য-কে অপহরণ করল। ক এই ধারায় সংজ্ঞায়িত অপরাধ করেছে।

(খ) খ-কে হত্যা করার উদ্দেশ্যে ক তাকে বাড়ি থেকে বলপূর্বক বা ছলপূর্বক নিয়ে গেল। ক এই ধারায় সংজ্ঞায়িত অপরাধ করেছে।

॥ ধারা : ৩৬৫ ॥ কোনো ব্যক্তিকে গোপনে এবং অন্যায় ভাবে অবরোধ করার উদ্দেশ্যে অপহরণ বা হরণ [Kidnapping or abducting with intent secretly and wrongfully to confine person]—যে কেউ এই উদ্দেশ্যে কোনো ব্যক্তির অপহরণ বা হরণ করবে যাতে তাকে গোপনে এবং অন্যায় ভাবে অবরুদ্ধ করা যায়, তাকে উভয়বিধ কারাদণ্ডের কোনো এক ধরনের কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হবে, যার মেয়াদ হতে পারে অনধিক সাত বছর এবং তাকে অর্থদণ্ডেও দণ্ডিত করা হবে।

॥ ধারা : ৩৬৬ ॥ বিবাহাদি করতে বাধ্য করার জন্য কোনো স্ত্রীলোককে অপহরণ, হরণ বা প্ররোচিত করা [Kidnapping, abducting or inducing woman to compel her marriage, etc.]—যে কেউ কোনো স্ত্রীলোককে অপহরণ বা হরণ করে তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে যে কোনো ব্যক্তিকে বিয়ে করতে বাধ্য করার উদ্দেশ্যে বা এটা জেনে যে এটা সম্ভব যে তাকে তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে যে কোনো ব্যক্তিকে বিয়ে করতে বাধ্য করা হবে অথবা যাতে অবৈধ ভাবে যৌন সংসর্গ করতে তাকে বাধ্য বা প্রলুব্ধ করা যায় অথবা এটা জেনে যে এটা সম্ভব যে তাকে অবৈধ যৌন সংসর্গ করতে বাধ্য বা প্রলুব্ধ করা হবে, তাকে উভয়বিধ কারাদণ্ডের যে কোনো একটি ধরনের কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হবে, যার মেয়াদ হতে পারে অনধিক দশ বছর এবং তাকে অর্থদণ্ডেও দণ্ডিত করা হবে; এবং যে কেউ এই সংহিতার সংজ্ঞায়িত অপরাধমূলক ভীতি প্রদর্শন দ্বারা কিংবা ক্ষমতার অপব্যবহার দ্বারা বা বাধ্য করার জন্য কোনো পদ্ধতি দ্বারা কোনো স্ত্রীলোককে কোনো

জায়গা থেকে পাওয়ার জন্য প্ররোচিত করে এই উদ্দেশ্যে যে তাকে অন্য কোনো ব্যক্তির অবৈধ যৌন সংসর্গ করতে বাধ্য বা প্রলুব্ধ করা যেতে পারে বা এটা জেনে যে এটা সম্ভব যে তাকে অন্য ব্যক্তির সঙ্গে যৌন সংসর্গ করতে বাধ্য করা হবে, সে উপরিল্লিখিত ভাবে দণ্ডযোগ্য হবে।

॥ ধারা ঃ ৩৬৬-এ ॥ নীতিবিরুদ্ধ উদ্দেশ্য সাধনায় নাবালিকা সংগ্রহ [Procuration of minor girl]—যে কেউ আঠের বছরের কম বয়সের অপ্রাপ্তবয়স্কা বালিকাকে অন্য কোনো ব্যক্তির সঙ্গে যৌন সংসর্গ করার জন্য বাধ্য বা প্রলুব্ধ করার উদ্দেশ্যে অথবা তদ্দ্বারা বাধ্য বা প্রলুব্ধ করা হবে তার সম্ভাবনার কথা জেনে ঐ বালিকাকে কোনো জায়গা থেকে যাবার জন্য বা কোনো কাজ করার জন্য যে কোনো উপায়ে প্ররোচিত করবে তাকে কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হবে, যার মেয়াদ হতে পারে অনধিক দশ বছর এবং তাকে অর্থদণ্ডেও দণ্ডিত করা হবে।

॥ ধারা ঃ ৩৬৬-বি ॥ বিদেশ থেকে মেয়ে আমদানি [Importation of girl from foreign country]—যে কেউ একুশ বছরের কম বয়সের কোনো মেয়েকে কোনো অন্য ব্যক্তির সঙ্গে যৌন সংসর্গ করার জন্য বাধ্য বা প্রলুব্ধ করার উদ্দেশ্যে অথবা তদ্দ্বারা বাধ্য বা প্রলুব্ধ করা হবে তার সম্ভাবনার কথা জেনে ভারতের বাইরের কোনো দেশ থেকে অথবা জম্মু-কাশ্মীর রাজ্য থেকে আমদানি করবে তাকে কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হবে, যার মেয়াদ হতে পারে অনধিক দশ বছর এবং তাকে অর্থদণ্ডেও দণ্ডিত করা হবে।

॥ ধারা ঃ ৩৬৭ ॥ কোনো ব্যক্তিকে গুরুতর জখম, দাসত্ব ইত্যাদির বিষয় করার উদ্দেশ্যে অপহরণ বা হরণ [Kidnapping or abducting in order to subject person to grievous hurt, slavery, etc.]—যে কেউ কোনো ব্যক্তিকে গুরুতর জখম বা দাসত্ব অথবা কোনো ব্যক্তিকে প্রকৃতিবিরুদ্ধ কামবাসনার পাত্র করার জন্য বা পাত্র করার বিপদের মধ্যে পড়তে পারে এমন ভাবে নিয়োজিত করতে অথবা সেই ব্যক্তিকে উপযুক্ত বিষয়ের পাত্র করা যায় এমন সম্ভাবনার কথা জেনে অথবা যাতে উপযুক্ত ভাবে তাকে নিয়োজিত করা যায় তার জন্য ঐ ব্যক্তিকে অপহরণ বা হরণ করবে, তাকে উভয়বিধ কারাদণ্ডের কোনো এক ধরনের কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হবে, যার মেয়াদ হতে পারে অনধিক দশ বছর এবং তাকে অর্থদণ্ডেও দণ্ডিত করা হবে।

॥ ধারা ঃ ৩৬৮ ॥ অপহৃত বা হৃত ব্যক্তিকে অন্যায় ভাবে লুকানো অথবা অবরোধ করে রাখা [Wrongfully concealing or keeping in confinement kidnapped or abducted person]—যে কেউ কোনো ব্যক্তিকে অপহরণ বা হরণ করা হয়েছে তা জেনে সেই ব্যক্তিকে অন্যায় ভাবে লুকিয়ে রাখবে অথবা অবরোধ করে রাখবে, তাকে তেমন দণ্ডেই দণ্ডিত করা হবে যেন সে ঐ একই উদ্দেশ্যে বা জ্ঞানে বা প্রয়োজনে এমন ব্যক্তিকে অপহরণ বা হরণ করে যার জন্য সে ঐ ব্যক্তিকে লুকিয়ে বা অবরোধ করে রেখেছিল।

॥ ধারা ঃ ৩৬৯ ॥ দশ বছরের কম বয়সের শিশুর শরীর থেকে চুরি করার উদ্দেশ্যে তার অপহরণ বা হরণ [Kidnapping or abducting child under ten years with intent to steal from its person]—যে কেউ দশ বছরের কম

বয়সের শিশুকে তার শরীর থেকে কোনো অস্থাবর সম্পত্তি অন্যায় ভাবে নেওয়ার উদ্দেশ্যে ঐ শিশুর অপহরণ বা হরণ করবে, তাকে উভয়বিধ কারাদণ্ডের কোনো এক ধরনের কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হবে, যার মেয়াদ হতে পারে অনধিক সাত বছর এবং তাকে অর্থদণ্ডেও দণ্ডিত করা হবে।

॥ ধারা : ৩৭০ ॥ দাস হিসাবে কোনো ব্যক্তিকে কেনা অথবা বিলিবন্দেজ করা [Buying or disposing of any person as a slave]—যে কেউ কোনো ব্যক্তিকে দাস হিসাবে আমদানি করবে, রপ্তানি করবে, অপসৃত করবে, কিনবে, বিক্রি করবে অথবা বিলিবন্দেজ করবে অথবা কোনো ব্যক্তিকে দাস হিসাবে তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে স্বীকার করবে, গ্রহণ করবে বা আটক করবে, তাকে উভয়বিধ কারাদণ্ডের কোনো এক ধরনের কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হবে, যার মেয়াদ হতে পারে অনধিক সাত বছর এবং তাকে অর্থদণ্ডেও দণ্ডিত করা হবে।

॥ ধারা : ৩৭১ ॥ অভ্যাসগত ভাবে দাসের কারবার করা [Habitual dealing in slaves]—যে কেউ অভ্যাসবশতঃ দাস আমদানি করবে, রপ্তানি করবে, অপসারিত করবে, খরিদ করবে, বিক্রি করবে অথবা তার নিন্দনীয় কারবার করবে বা দাস কেনা-বেচার ব্যবসা করবে, তাকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে অথবা উভয়বিধ কারাদণ্ডের (সশ্রম বা বিনাশ্রম) কোনো এক ধরনের কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হবে, যার মেয়াদ হতে পারে অনধিক দশ বছর এবং তাকে অর্থদণ্ডেও দণ্ডিত করা হবে।

॥ ধারা : ৩৭২ ॥ বেশ্যাবৃত্তি ইত্যাদি করার প্রয়োজনে অপরিণত বয়স্কাকে বিক্রি করা [Selling minor for purposes of prostitution, etc.]—যে কেউ আঠের বছরের কম বয়সের কোনো ব্যক্তিকে এই উদ্দেশ্যে যে এমন ব্যক্তিকে যে কোনো বয়সে বেশ্যাবৃত্তি বা কোনো ব্যক্তির সঙ্গে অবৈধ যৌন সংসর্গ করার জন্য অথবা কোনো বেআইনি এবং নীতিগর্হিত প্রয়োজনে কাজে লাগানো যায় বা নিয়োজিত করা যায় অথবা এমন সম্ভাবনা আছে তা জেনে যে, ঐ ব্যক্তিকে যে কোনো বয়সে এমন কোনো প্রয়োজন নির্মিত্ত কাজে লাগানো যাবে বা নিয়োজিত করা যাবে, বিক্রি করবে, ভাড়াতে দেবে, অথবা অন্য কোনো ভাবে বিলিবন্দেজ করবে তাকে উভয়বিধ কারাদণ্ডের কোনো এক ধরনের কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হবে, যার মেয়াদ হতে পারে অনধিক দশ বছর এবং তাকে অর্থদণ্ডেও দণ্ডিত করা হবে।

স্পষ্টীকরণ (১) :—যখন আঠের বছরের কম বয়সের নারীকে, কোনো বেশ্যা বা পতিতালয় চালায় বা তার ব্যবস্থা করে এমন ব্যক্তির কাছে বিক্রি করা হয়, ভাড়াতে দেওয়া হয়, অথবা অন্য কোনো ভাবে বিলিবন্দেজ করা হয় তখন এভাবে ঐ নারীকে বিলিবন্দেজ করা ব্যক্তিটির সম্পর্কে যতক্ষণ না ভিন্নরূপ প্রমাণ করা যায়, এমন প্রাক্‌প্রত্যয় করা হবে সে তাকে এই উদ্দেশ্যে বিলিবন্দেজ করেছে যাতে তাকে বেশ্যাবৃত্তির জন্য ব্যবহার করা যায়।

স্পষ্টীকরণ (২) :—এই ধারার নিমিত্ত **অবৈধ যৌন সহবাস** বলতে বুঝায় এমন ব্যক্তিদের মধ্যে যৌন সংসর্গ যারা বিবাহ দ্বারা আবদ্ধ নয় অথবা এমন কোনো সংযোগ বা বন্ধন দ্বারা আবদ্ধ নয় যা বিয়ের শ্রেণীভুক্ত না হলেও তারা যে

সম্প্রদায়ভুক্ত সেই সম্প্রদায়ের অথবা যদি তারা ভিন্ন সম্প্রদায়ের হয়, তাহলে সেই দুটি সম্প্রদায়ের নিজস্ব আইন বা প্রথা দ্বারা তাদের মধ্যে বিবাহ-সদৃশ সম্পর্ক গঠনকারী রূপে স্বীকৃত।

॥ ধারা ঃ ৩৭৩ ॥ বেশ্যাবৃত্তি ইত্যাদির নিমিত্ত নাবালিকা ক্রয় করা [Buying minor for purposes of prostitution, etc.]—যে কেউ আঠের বছরের কম বয়সের কোনো ব্যক্তিকে এমন কোনো উদ্দেশ্যে যাতে এমন ব্যক্তি যে কোনো বয়সে বেশ্যাবৃত্তি বা কোনো ব্যক্তির সঙ্গে অবৈধ সহবাস করার জন্য অথবা কোনো বেআইনি নীতিগর্হিত প্রয়োজনে কাজে লাগানো যায় বা ব্যবহার করা যায় অথবা এমন সম্ভাবনা আছে জেনে ঐ ব্যক্তিকে যে কোনো বয়সে এমন কোনো প্রয়োজনে কাজে লাগাবে বা ব্যবহার করবে, খরিদ করবে, ভাড়ায় নেবে অথবা তাকে হস্তগত করবে, তাকে উভয়বিধ কারাদণ্ডের কোনো এক ধরনের কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হবে, যার মেয়াদ হতে পারে অনধিক দশ বছর অথবা তাকে অর্থদণ্ডেও দণ্ডিত করা হবে।

স্পষ্টীকরণ (১) ঃ—আঠের বছরের কম বয়সের নারীর ক্রেতা, ভাড়ায় নেওয়া ব্যক্তি চালনাকারী বা অন্য কোনো ভাবে হস্তগতকারী কোনো বেশ্যার বা পতিতালয় বা তার ব্যবস্থাকারী কোনো ব্যক্তি সম্পর্কে যতক্ষণ না ভিন্নরূপ প্রমাণ করা যায়, এমন প্রাক্-প্রত্যয় করা হবে যে, এমন নারীকে সে এমন উদ্দেশ্যে হস্তগত করেছে যাতে তাকে বেশ্যাবৃত্তির নিমিত্ত ব্যবহার করা যায়।

স্পষ্টীকরণ (২) ঃ—৩৭২ ধারায় যেমন বলা হয়েছে **অবৈধ সহবাস** বলতে তার তেমনই অর্থ হবে।

॥ ধারা ঃ ৩৭৪ ॥ অবৈধ বলাৎশ্রম [Unlawful compulsory labour]—যে কেউ কোনো ব্যক্তিকে সেই ব্যক্তির ইচ্ছার বিরুদ্ধে শ্রমদান করার জন্য অবৈধভাবে বাধ্য করবে, তাকে উভয়বিধ কারাদণ্ডের কোনো এক ধরনের কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হবে, যার মেয়াদ হতে অনধিক এক বছর অথবা তাকে অর্থদণ্ডে দণ্ডিত করা হবে অথবা তাকে উভয় দণ্ডে দণ্ডিত করা হবে।

যৌন অপরাধ

(Sexual Offences)

(ধারা—৩৭৫ থেকে ধারা—৩৭৭)

॥ ধারা ঃ ৩৭৫ ॥ ধর্ষণ [Rape]—যে পুরুষ নিম্নলিখিত ব্যতিক্রমের ক্ষেত্রগুলো ছাড়া নিচের ছ'টি বিবরণের পরিস্থিতির যে কোনো পরিস্থিতিতে কোনো মেয়ের সঙ্গে যৌন সহবাস করবে, সেই পুরুষটি '**ধর্ষণ**' (বলাৎকার) করেছে এমন বলা হবে।

প্রথমতঃ— মেয়েটির ইচ্ছার বিরুদ্ধে।

দ্বিতীয়তঃ— মেয়েটির সম্মতির বিরুদ্ধে।

তৃতীয়তঃ— ঐ মেয়েটির এমন সম্মতিতে, যখন তার সম্মতি তাকে বা যার সঙ্গে স্বার্থ সংশ্লিষ্ট আছে এমন কোনো ব্যক্তিকে মৃত্যু বা জখম করার ভয়ের মধ্যে ফেলে গ্রহণ (আদায়) করা হয়।

চতুর্থতঃ— ঐ মেয়েটির এমন সম্মতিতে, যখন পুরুষটি জানে যে সে ঐ মেয়েটির স্বামী নয় এবং ঐ মেয়েটি এজন্য সম্মতি দিয়েছে যে সে বিশ্বাস করেছে যে সে এমন পুরুষ; যার সঙ্গে সে বিধিসম্মত ভাবে বিবাহিতা বা বিবাহিতা বলে বিশ্বাস করেছে।

পঞ্চমতঃ—ঐ মেয়েটির সম্মতিতে, যখন এমন সম্মতি দেওয়ার সময় সে মানসিক বিকারগ্রস্ত বা মত্ততার কারণে বা ঐ পুরুষ দ্বারা ব্যক্তিগত ভাবে বা কোনো অন্য ব্যক্তির মাধ্যমে কোনো সংজ্ঞালোপকারী বা অস্বাস্থ্যকর বস্তু দেওয়ার কারণে, যে ব্যাপারে সে সম্মতি দিচ্ছে তার প্রকৃতি এবং পরিণামসমূহ অনুধাবণ করতে অসমর্থ হয়।

ষষ্ঠতঃ—ঐ মেয়েটির সম্মতিতে অথবা সম্মতি ব্যতিরেকে, যখন তার বয়স ষোলো বছরের কম।

স্পষ্টীকরণ—ধর্ষণের (বলাৎকারের) অপরাধের জন্য প্রয়োজনীয় যৌন সংসর্গ নিমিত্ত (পুংলিঙ্গ) প্রবিষ্ট করানোই যথেষ্ট।

ব্যতিক্রম ঃ স্ত্রীর বয়স যদি পনের বছরের কম না হয় তাহলে তার সঙ্গে স্বামীর যৌন সহবাস ধর্ষণ হবে না।

ব্যাখ্যা—কোনো ব্যক্তির স্ত্রীর বয়স যদি পনেব বছরেব কম হয় তাহলে সেক্ষেত্রেও যৌন সহবাস ধর্ষণ বা বলাৎকারের পর্যায়ে পড়বে। অর্থাৎ তা ধর্ষণ বা বলাৎকারের অপরাধ হবে।

॥ ধারা ঃ ৩৭৬ ॥ ধর্ষণের জন্য দণ্ড [Punishment for rape]—(১) যে কেউ এই ধারার উপধারা (২)-এ সংজ্ঞায়িত অবস্থাগুলো ছাড়া ধর্ষণ করবে তাকে উভয়বিধ কারাদণ্ডের (সশ্রম বা বিনাশ্রম) কোনো এক ধরনের কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হবে যার মেয়াদ সাত বছরের কম হবে না, কিন্তু যা যাবজ্জীবন বা অনধিক দশ বছরের হতে পারে এবং অর্থদণ্ডেও দণ্ডিত করা হবে, যদি না ঐ মেয়েটি, যাকে ধর্ষণ করা হয়েছে, তার স্ত্রী হয় এবং বারো বছরের চেয়ে কম বয়সের না হয় তাহলে সে উভয়বিধ কারাদণ্ডের কোনো এক ধরনের কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হবে, যার মেয়াদ হতে পাবে অনধিক দু' বছর, অথবা অর্থদণ্ডে অথবা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হবে।

প্রকাশ থাকে যে, আদালত এমন পর্যাপ্ত ও বিশেষ কারণে যা রায়ে উল্লিখিত হবে, সাত বছরের কম মেয়াদের কারাদণ্ডের দণ্ডাদেশ দিতে পারেন।

(২) যে কেউ—

(ক) পুলিশ অফিসার হয়ে—

(এক) ঐ পুলিশ থানার সীমার ভেতর, যেখানে সে নিযুক্ত আছে, ধর্ষণ করবে; অথবা

(দুই) যে কোনো থানার পরিসরে তা সে পুলিশ থানার মধ্যে যেখানে সে নিযুক্ত আছে, অবস্থিত হোক বা না হোক, ধর্ষণ করবে; অথবা

(তিন) নিজের হেপাজতে বা তার নিজের অধীনস্থ কোনো পুলিশ অফিসারের হেপাজতে থাকা কোনো স্ত্রীলোককে ধর্ষণ করবে; অথবা

(খ) রাজভৃত্য হয়ে নিজের প্রশাসনিক অবস্থার সুযোগ নিয়ে এমন কোনো স্ত্রীলোককে, যে এমন রাজভৃত্য হিসাবে তার হেপাজতে বা তার অধীনস্থ কোনো রাজভৃত্যের হেপাজতে আছে, ধর্ষণ করবে; অথবা

(গ) সমকালে প্রযোজ্য কোনো আইন দ্বারা অথবা তার অধীনে স্থাপিত কোনো জেল, বিচারাধীন অপ্রাপ্ত বয়স্ক অপরাধীদের হাজত অথবা অপর কোনো হেপাজত গৃহ অথবা মহিলা বা শিশুদের কোনো সংস্থার পরিচালক বা কর্মচারিদের মধ্যে থেকে তাদের প্রশাসনিক অবস্থার সুযোগ নিয়ে এহেন জেল, বিচারাধীন অপ্রাপ্ত বয়স্ক, অপরাধীদের হাজত, স্থান বা প্রতিষ্ঠানের বসবাসকারীকে ধর্ষণ করবে; অথবা

(ঘ) কোনো হাসপাতালের পরিচালনায় থাকা কোনো ব্যক্তি বা কর্মচারিদের মধ্যে থেকে নিজেদের প্রশাসনিক অবস্থার সুযোগ নিয়ে সেই হাসপাতালের কোনো স্ত্রীলোককে ধর্ষণ করবে; অথবা

(ঙ) কোনো স্ত্রীলোক গর্ভবতী আছে জেনেও তেমন কোনো স্ত্রীলোককে ধর্ষণ করবে; অথবা

(চ) কোনো মেয়ের বয়স বারো বছরের কম তা জেনেও সেই মেয়েকে ধর্ষণ করবে, অথবা

(ছ) গণ-ধর্ষণ করবে,

তাকে সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হবে, যার মেয়াদ দশ বছরের কম হবে না, এবং যা যাবজ্জীবন হতে পারে এবং তাকে অর্থদণ্ডেও দণ্ডিত করা হবে।

প্রকাশ থাকে যে, আদালত এমন পর্যাপ্ত ও বিশেষ কারণে, যা রায়ে উল্লিখিত হবে, উভয়বিধ কারাদণ্ডের কোনো এক ধরনের কারাদণ্ডের দণ্ডাদেশ দিতে পারবেন, যার মেয়াদ দশ বছরের কম হতে পারে।

স্পষ্টীকরণ (১) ঃ— যেখানে একদল লোকের মধ্যে এক বা একাধিক ব্যক্তি দ্বারা, প্রত্যেকের সাধারণ উদ্দেশ্যের রূপায়ণে কোনো স্ত্রীলোককে ধর্ষণ করা হয়, সেখানে এমন ব্যক্তিদের মধ্যে প্রত্যেকের সম্পর্কেই মনে করা হবে যে এই উপধারার অর্থের মধ্যে দলগত (বা গণ-ধর্ষণ) ধর্ষণ করেছে।

স্পষ্টীকরণ (২) ঃ— মহিলা বা শিশুদের কোনো সংস্থা বলতে মহিলা এবং শিশুদের গ্রহণ করার ও তাদের দেখাশোনা করার জন্য প্রতিষ্ঠিত বা রক্ষিত কোনো প্রতিষ্ঠান বুঝায়—তার নাম অনাথাশ্রম হোক বা উপেক্ষিত (অবহেলিত) মহিলা বা শিশুদের আবাসগৃহ হোক বা বিধবাদের আবাসগৃহ হোক অথবা অন্য কোনো আবাসগৃহ হোক।

স্পষ্টীকরণ (৩) ঃ—হাসপাতাল বলতে বুঝায় কোনো হাসপাতালের আশপাশ এবং তার মধ্যে পড়ে এবং এমন যে কোনো প্রতিষ্ঠানের আশপাশ যার উদ্দেশ্য হলো রোগমুক্তির পর আস্তে আস্তে স্বাস্থ্য পুনরুদ্ধারের কাজে লিপ্ত ব্যক্তিদের অথবা চিকিৎসকদের পরামর্শ বা পুনর্বাসন প্রত্যাশী ব্যক্তিদের গ্রহণ ও চিকিৎসা।

॥ ধারা : ৩৭৬-এ ॥ পৃথক ভাবে থাকাকালীন কোনো ব্যক্তির দ্বারা তার স্ত্রীর সঙ্গে যৌন সহবাস [Intercourse by a man with his wife during separation]—যে কেউ তার স্ত্রীর সঙ্গে, যখন বিচ্ছেদের ডিক্রীর অধীন বা কোনো প্রথা বা রীতির অধীন সে তার থেকে পৃথক ভাবে বসবাস করছে, তার সম্মতি ব্যতিরেকে যৌন সহবাস করবে, তাকে উভয়বিধ কারাদণ্ডের কোনো এক ধরনের কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হবে, যার মেয়াদ হতে পারে অনধিক দু' বছর এবং তাকে অর্থদণ্ডেও দণ্ডিত করা হবে।

॥ ধারা : ৩৭৬-বি ॥ কোনো রাজভৃত্য কর্তৃক তার হেপাজতে থাকা কোনো স্ত্রীলোকের সঙ্গে যৌন সহবাস [Intercourse by public servant with woman in his custody]—যে কেউ রাজভৃত্য হয়ে তার প্রশাসনিক পদমর্যাদার সুযোগ নিয়ে কোনো স্ত্রীলোকের, যে ঐ রাজভৃত্য হিসাবে তার হেপাজতে আছে বা তার অধীনস্থ কোনো রাজভৃত্যের হেপাজতে আছে, তার নিজের সঙ্গে এমন যৌন সহবাস করার জন্য প্ররোচিত করবে বা প্রলুব্ধ করবে, যা যৌন সহবাস ধর্ষণের অপরাধের পর্যায়ে পড়ে না, তাকে উভয়বিধ কারাদণ্ডের কোনো এক ধরনের কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হবে, যার মেয়াদ হতে পারে অনধিক পাঁচ বছর এবং তাকে অর্থদণ্ডেও দণ্ডিত করা হবে।

॥ ধারা : ৩৭৬-সি ॥ জেল বিচারাধীন অপ্রাপ্তবয়স্ক অপরাধীদের হাজত ইত্যাদির অধীক্ষক দ্বারা যৌন সহবাস [Intercourse by superintendent of jail, remand home, etc.]—যে কেউ সমকালে বলবৎ কোনো আইন দ্বারা অথবা তার অধীন প্রতিষ্ঠিত কোনো জেল, বিচারাধীন অপ্রাপ্তবয়স্ক অপরাধীদের হাজত বা অন্য কোনো রক্ষণাবেক্ষণের স্থানের অথবা মহিলা বা শিশুদের কোনো প্রতিষ্ঠানের অধীক্ষক বা পরিচালক হয়ে তার প্রশাসনিক পদমর্যাদার সুযোগ নিয়ে জেল, বিচারাধীন অপ্রাপ্তবয়স্ক অপরাধীদের হাজত, স্থান বা প্রতিষ্ঠানের বসবাসকারী কোনো স্ত্রীলোককে তার সঙ্গে এমন যৌন সহবাস করার জন্য প্ররোচিত বা প্রলুব্ধ করবে যা ধর্ষণের অপরাধের শ্রেণীতে পড়ে না, তাকে উভয়বিধ কারাদণ্ডের কোনো এক ধরনের কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হবে, যার মেয়াদ হতে পারে অনধিক পাঁচ বছর এবং তাকে অর্থদণ্ডেও দণ্ডিত করা হবে।

স্পষ্টীকরণ (১) :—কোনো জেল, বিচারাধীন অপ্রাপ্ত বয়স্ক অপরাধীদের হাজত বা রক্ষণাবেক্ষণের কোনো জায়গা বা মহিলা অথবা শিশুদের কোনো সংস্থার **অধীক্ষক**-এর অন্তর্গত আছেন কোনো এমন ব্যক্তি যিনি এমন জেল, বিচারাধীন অপ্রাপ্তবয়স্ক অপরাধীদের হাজত, স্থান বা সংস্থার এমন কোনো পদ অধিকার করে আছেন, যার ভিত্তিতে তিনি সেগুলোর অধিবাসীদের ওপর কোনো প্রাধিকার বা নিয়ন্ত্রণ প্রয়োগ করতে পারেন।

স্পষ্টীকরণ (২) :—মহিলা বা শিশুদের কোনো **সংস্থা** বলতে সেই একই অর্থ বুঝাবে যা ধারা ৩৭৬-এর উপধারা (২)-এর ২ নং স্পষ্টীকরণে দেওয়া আছে।

॥ ধারা : ৩৭৬-ডি ॥ হাসপাতালের পরিচালনায় থাকা কোনো ব্যক্তি বা

কর্মচারিদের মধ্যে কোনো সদস্য দ্বারা সেই হাসপাতালের কোনো স্ত্রীলোকের সঙ্গে যৌন সহবাস [Intercourse by any member of the management or staff of a hospital with any woman in that hospital]—যে কেউ কোনো হাসপাতালের পরিচালনার মধ্যে থেকে বা কোনো হাসপাতালের কর্মচারি হয়ে তার প্রশাসনিক পদমর্যাদার সুযোগ নিয়ে ঐ হাসতাপালের কোনো স্ত্রীলোকের সঙ্গে এমন যৌন সহবাস করবে যে যৌন সহবাস ধর্ষণের শ্রেণীতে পড়ে না, তাকে উভয়বিধ কারাদণ্ডের কোনো এক ধরনের কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হবে, যার মেয়াদ হতে পারে অনধিক পাঁচ বছর এবং তাকে অর্থদণ্ডেও দণ্ডিত করা হবে।

স্পষ্টীকরণ—ধারা ৩৭৬-এর উপধারা (২)-এর স্পষ্টীকরণ ৩-এ যে অর্থ বলা হয়েছে, হাসপাতাল কথাটি সেই একই অর্থ বহন করবে।

প্রকৃতি বিরুদ্ধ অপরাধ বিষয়ক

(Of Unnatural Offences)

(ধারা—৩৭৭)

॥ ধারা ঃ ৩৭৭ ॥ অপ্রাকৃতিক অপরাধ [Unnatural offences]—যে কেউ কোনো পুরুষ, স্ত্রীলোক বা জীবজন্তুর সঙ্গে প্রাকৃতিক রীতির বিরুদ্ধে স্বেচ্ছাকৃত ভাবে ইন্দ্রিয় চালনা করবে (যৌন সংসর্গ বা Carnal intercourse), তাকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে অথবা উভয়বিধ কারাদণ্ডের (সশ্রম বা বিনাশ্রম) কোনো এক ধরনের কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হবে, যার মেয়াদ হতে পারে অনধিক দশ বছর এবং তাকে অর্থদণ্ডেও দণ্ডিত করা হবে।

স্পষ্টীকরণ—এই ধারায় সংজ্ঞায়িত অপরাধ সংঘটনের জন্য প্রয়োজনীয় ইন্দ্রিয়চালনা নিমিত্ত প্রবিষ্ট হওয়াই যথেষ্ট।

অধ্যায় ঃ সতেরো

CHAPTER ঃ XVII

সম্পত্তির বিরুদ্ধে ঘটানো অপরাধ বিষয়ক

(Of offences Against Property)

চুরি বিষয়ক

(Theft)

(ধারা—৩৭৮ থেকে ধারা—৩৮২)

॥ ধারা ঃ ৩৭৮ ॥ চুরি [Theft]—যে কেউ কোনো ব্যক্তির দখল থেকে, সেই ব্যক্তির সম্মতি ছাড়া, কোনো অস্থাবর সম্পত্তি অসৎভাবে নিয়ে নেবার উদ্দেশ্যে ঐ সম্পত্তি সেই ভাবে সরায়, সে চুরি করে বলা হয়ে থাকে।

স্পষ্টীকরণ (১) ঃ—যতক্ষণ কোনো জিনিস মাটির সঙ্গে সংযুক্ত থাকে, অস্থাবর সম্পত্তি না হওয়ার জন্য চুরির বিষয় হয় না; কিন্তু যে মুহূর্তে তা মাটি থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়, তা চুরি করার যোগ্য জিনিস হযে যায়।

স্পষ্টীকরণ (২) ঃ—যে কাজের দ্বারা জিনিসটিকে মাটি থেকে বিচ্ছিন্ন করা হলো, সেই একই কাজের ফলে চুরি সংঘটিত হতে পারে।

স্পষ্টীকরণ (৩) ঃ—কোনো ব্যক্তি কোনো জিনিস স্থানান্তবণের কাজ করে এমন বলা হয় যখন সে সেই বাধাকে অপসৃত করে যা ঐ জিনিসের স্থানান্তকরণকে প্রতিরোধ করে আছে, অথবা যখন সে সেই জিনিসকে অন্য কোনো জিনিস থেকে আলাদা করে এবং যখন সে বাস্তবিক তা স্থানান্তরণ করে।

স্পষ্টীকরণ (৪) ঃ—সেই ব্যক্তি, যে কোনো উপায়ে (বা পদ্ধতিতে) কোনো জীবজন্তুকে চালিত করে, সে ঐ জীবজন্তুকে চালনা কবল বলা হয় এবং বলা হয় যে, সে এমন প্রত্যেকটি জিনিসকে চালিত করল, যা এমনতর উৎপন্ন কৃত গতির পরিণামস্বরূপ সেই জীবজন্তু দ্বারা চালিত হয়।

স্পষ্টীকরণ (৫) ঃ—সংজ্ঞাতে (পরিভাষা) বর্ণিত সম্পত্তি উক্ত বা বিবক্ষিত হতে পারে এবং ঐ রকম সম্পত্তি যার দখলে আছে সে কিংবা অন্য কেউ যার উক্ত ভাবে বা বিবক্ষিত ভাবে ঐ রকম সম্পত্তি দেবাব অধিকার আছে সে দিতে পারে।

উদাহরণ—(ক) য-এর সম্পতি ব্যতিরেকে য-এর দখল থেকে একটা গাছ অসৎ ভাবে নেওয়ার অভিপ্রায়ে য-এর অধিকৃত মাটিতে লাগানো ঐ গাছটাকে ক কেটে ফেলল। এখানে যে মুহূর্তে ক এভাবে নেওয়ার জন্য ঐ গাছটাকে পৃথক (বিচ্ছিন্ন) করল, (সেই মুহূর্তে) সে চুরির অপরাধে অপরাধী হলো।

(খ) ক তার পকেটে কুকুরকে প্রলুব্ধ করার মতো কোনো জিনিস রাখে এবং এভাবে সে য-এর কুকুরকে তার পেছন-পেছন চলার জন্য প্ররোচিত করে। এখানে যদি ক-এর উদ্দেশ্য য-এর সম্মতি ছাড়া য-এর দখল (বা অধিকার) থেকে ঐ কুকুরটাকে অসৎ ভাবে নেওয়া হয়, তাহলে যেই য-এর কুকুরটি ক-এর পেছন পেছন চলা শুরু করল, সেই মুহূর্তে ক চুরির অপরাধে অপরাধী হলো।

(গ) ক একটা বলদকে মূল্যবান বস্তুর একটা পেটিকা নিয়ে যেতে দেখল। ঐ মূল্যবান বস্তু অসৎভাবে নেওয়ার উদ্দেশ্যে সে ঐ বলদটাকে একটা বিশেষ দিকে চালিত করল। বলদটা যে-ই ঐ বিশেষ দিকে চলা শুরু করল, তখনই ক ঐ মূল্যবান বস্তু চুরির অপরাধে অপরাধী হলো।

(ঘ) ক য-এর ভৃত্য এবং য তাকে তার একটি প্লেটের দেখাশোনার দায়িত্ব দিয়েছে। ক য-এর সম্মতি ছাড়া অসৎ ভাবে প্লেট নিয়ে পালিয়ে গেল। এখানে ক চুরির অপরাধে অপরাধী হলো।

(ঙ) য কোথাও যাত্রা করার আগে তার প্লেটটি তার ফিরে না আসা পর্যন্ত একটি পণ্যাপারের রক্ষক ক-এর দায়িত্বে দিয়ে গেল। ক ঐ প্লেটটি একটা স্বর্ণকারের কাছে নিয়ে গেল এবং বিক্রি করে দিল। যেহেতু ঐ প্লেটটি য-এর দখলে ছিল না তাই তা য-এর দখল থেকে নেওয়া সম্ভব ছিল না এবং ক চুরির অপরাধে অপরাধী নয় যদিও সে অপরাধজনক বিশ্বাস ভঙ্গের অপরাধে অপরাধী হতে পারে।

(চ) ক য-এর অধিকারভুক্ত বাড়ির টেবিল থেকে য-এর একটি আংটি পেল। এক্ষেত্রে ঐ আংটিটি য-এর দখলে আছে এবং যদি ক তা অসৎ ভাবে স্থানান্তরিত (সরায়) করে তাহলে সে চুরির অপরাধে অপরাধী হবে।

(ছ) ক কোনো ব্যক্তির দখলে নেই এমন একটা আংটি রাস্তায় কুড়িয়ে পেল। ক তা নিয়ে নিলে চুরির অপরাধে অপরাধী হবে না, যদিও সে সম্পত্তির অপরাধজনক অপপ্রয়োগের অপরাধে অপরাধী হতে পারে।

(জ) ক য-এর বাড়িতে য-এর একটা আংটি টেবিলে পড়ে থাকতে দেখল। ধরা পড়ার বা খোঁজ পেয়ে যাবার ভয়ে ক সেই মুহূর্তে তা আত্মসাৎ করার সাহস না করে আংটিটাকে পরে কখনো যখন আংটি হারিয়ে যাওয়ার কথা য ভুলে যাবে তখন বের করবে এবং বেচে দেবে এই উদ্দেশ্যে ক এমন জায়গায় লুকিয়ে রাখে যেখান থেকে ঐ আংটিটা য এর পক্ষে খুঁজে পাওয়া প্রায় অসম্ভব। এক্ষেত্রে ক ঐ আংটিটা প্রথমবার সরাবার (বা স্থানান্তরিত করার) সময়ে চুরির অপরাধে অপরাধী হয়েছে।

(ঝ) য একজন মিস্ত্রি, ক তাকে তার ঘড়িটা সময় ঠিক করে দেবার জন্য (অর্থাৎ মেরামত করার জন্য) দিল। য তা (ঘড়িটা) তার দোকানে নিয়ে গেল। ক যার কাছে ঐ মিস্ত্রির কোনো ঋণ নেই, যার জন্য সেই মিস্ত্রি ঐ ঘড়িটি প্রতিভূতি (জামিন) হিসাবে আইনতঃ আটকাতে পারে, ক প্রকাশ্যে ঐ দোকানে ঢোকে, য-এর হাত থেকে

বলপূর্বক তার ঘড়িটা নিয়ে নেয় এবং নিয়ে চলে যায়। এখানে ক অপরাধজনক অনধিকার প্রবেশ এবং হামলা করে থাকলেও সে চুরি করেনি। কারণ যা কিছু সে করেছে অসৎ ভাবে করেনি (অর্থাৎ সৎ ভাবে করেছে)।

(ঞ) যদি ঐ ঘড়ি মেরামত করার জন্য ক-এর কাছে য-এর মজুরি পাওনা হয় এবং যদি য ঘড়িটি ঐ পাওনা মজুরির প্রতিভূতি হিসাবে বিধিপূর্বক রাখে এবং ক ঐ ঘড়িটা য-এর দখল থেকে এই উদ্দেশ্যে নিয়ে নেয় যে জ-কে এভাবে তার মজুরির প্রতিভূতি হিসাবে সেই সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত করা হবে তাহলে সে চুরি করেছে কারণ সে তা অসৎ ভাবে নিয়েছে।

(ট) এবং যদি ক তার ঘড়ি য-এর কাছে বন্ধক রাখার পর ঘড়ির বদলে নেওয়া ঋণ শোধ করা ব্যতিরেকে ঘড়িটা য-এর দখল থেকে তার সম্পত্তি ছাড়া নিয়ে নেয়, তাহলে সে চুরির অপরাধ করেছে, কারণ সে তা অসৎ ভাবে নিয়েছে, যদিও ঐ ঘড়িটা তার নিজেরই সম্পত্তি।

(ঠ) ক য-এর কোনো জিনিস পরে কখনো ফিরিয়ে দিয়ে পুরস্কার পেতে পারবে এই উদ্দেশ্যে য-এর সম্মতি ছাড়া তার দখলের বাইরে নিয়ে গেল। যেহেতু জিনিসটি অসৎ ভাবে নিয়েছে, তাই চুরির অপরাধ করেছে।

(ড) ক য-এর বন্ধু। সে য-এর অনুপস্থিতিতে তার লাইব্রেরিতে গেল এবং য-এর ব্যক্ত সম্মতি ছাড়া শুধু পড়ার জন্য এবং পড়া হয়ে গেলে ফেরত দিয়ে দেবে এই উদ্দেশে একটা বই নিয়ে গেল। এক্ষেত্রে ক-এর পক্ষে এমন মনে করা সম্ভব যে তার দ্বারা বইটির ব্যবহারে য-এর বিবক্ষিত (implied) সম্মতি ছিল। ক যদি মনে মনে এমন ভেবে থাকে তাহলে সে চুরির অপরাধে অপরাধী নয়।

(ঢ) ক য-এর স্ত্রীর কাছে সাহায্য (charity) চাইল। সে ক-কে অর্থ, খাদ্যবস্তু ও বস্ত্রাদি দিল, যা ক ঐ মহিলার স্বামী য-এর বলে জানে। এখানে ক-এর এমন মনে করার সম্ভাবনা আছে যে, য-এর স্ত্রীর ঐরকম সাহায্য দেওয়ার অধিকার আছে। ক যদি এমনটা মনে করে থাকে তাহলে চুরির অপরাধে অপরাধী নয়।

(ণ) ক য-এর স্ত্রীর উপপতি (অবৈধ প্রণয়ী)। মেয়েটি ক-কে একটা মূল্যবান সম্পত্তি দিল, যে সম্পত্তি ক জানে যে তা তার স্বামী য-এর। আর এও জানে তাও এমন সম্পত্তি যা কাউকে দেওয়ার ব্যাপারে য-এর কাছে সে অধিকার প্রাপ্ত করেনি। ক যদি ঐ সম্পত্তি অসৎ ভাবে নেয়, তাহলে সে চুরির অপরাধে অপরাধী হবে।

(ত) য-এর সম্পত্তি তার নিজের সম্পত্তি মনে করে সরল বিশ্বাসে তা খ-এর দখল থেকে সেই সম্পত্তি নিয়ে আনল। যেহেতু ক এটা অসৎ ভাবে নেয় নি, তাই সে চুরির অপরাধ করেনি।

॥ ধারা : ৩৭৯ ॥ চুরির জন্য দণ্ড [Punishment for Theft]—যে কেউ চুরি করবে তাকে উভয়বিধ কারাদণ্ডের (সশ্রম বা বিনাশ্রম) কোনো এক ধরনের কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হবে, যার মেয়াদ হতে পারে অনধিক তিন বছর অথবা অর্থদণ্ডে দণ্ডিত করা হবে, অথবা তাকে উভয় দণ্ডে দণ্ডিত করা হবে।

॥ ধারা : ৩৮০ ॥ বসত বাড়ি, ইত্যাদিতে চুরি [Theft in dwelling house, etc.]—যে কেউ এমন কোনো পাকাবাড়ি, তাঁবু বা জলযানে চুরি করবে যে

পাকাবাড়ি, তাবু বা জলযান মানুষের বাসস্থান হিসাবে সম্পত্তির রক্ষণাবেক্ষণের জন্য ব্যবহার হয়, তাকে উভয়বিধ কারাদণ্ডের কোনো এক ধরনের কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হবে, যার মেয়াদ হতে পারে অনধিক সাত বছর এবং তাকে অর্থদণ্ডেও দণ্ডিত করা হবে।

॥ ধারা : ৩৮১ ॥ করণিক বা ভৃত্য কর্তৃক মালিকের দখলে থাকা সম্পত্তি চুরি [Theft by clerk or servant of property in possession of masters]—যে কেউ করণিক বা ভৃত্য হয়ে অথবা করণিক বা ভৃত্য হিসাবে নিযুক্ত হয়ে তার মালিক বা নিযুক্তকারীর দখলে থাকা কোনো সম্পত্তি চুরি করবে তাকে উভয়বিধ কারাদণ্ডের কোনো এক ধরনের কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হবে, যার মেয়াদ হতে পারে অনধিক সাত বছর এবং তাকে অর্থদণ্ডেও দণ্ডিত করা হবে।

॥ ধারা : ৩৮২ ॥ চুরি করার জন্য মৃত্যু, জখম বা আটক রাখার প্রস্তুতির পর চুরি [Theft after preparation made for causing death, hurt or restraint in order to the committing of the theft]—যে কেউ চুরি করার জন্য বা চুরি করার পর পালিয়ে যাবার জন্য অথবা চুরি করা সম্পত্তি ধরে রাখার জন্য কোনো ব্যক্তির মৃত্যু বা তাকে জখম বা তাকে আটক করার জন্য অথবা মৃত্যু, জখম বা আটকের ভয় দেখাবার প্রস্তুতি নিয়ে চুরি করবে, তাকে সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হবে, যার মেয়াদ হতে পারে অনধিক দশ বছর এবং তাকে অর্থদণ্ডেও দণ্ডিত করা হবে।

উদাহরণ—(ক) য-এর দখলী সম্পত্তি ক চুরি করল এবং সে চুরি করার সময় তার কাছে য কাপড়ের মধ্যে একটা গুলি ভর্তি পিস্তল ছিল যা সে য দ্বারা প্রতিরোধ করার অবস্থায় য-কে জখম করার উদ্দেশ্যে নিজের কাছে রেখেছিল। ক এই ধারায় সংজ্ঞায়িত অপরাধ করেছে।

(খ) ক য-এর পকেট মারে, আর এই রকম পকেট কাটার জন্য কিছু সঙ্গীসাথীকে তার কাছে সে এজন্য রাখে যাতে য যদি বুঝে যে কি করছে এবং প্রতিরোধ করে অথবা ক-কে ধরার চেষ্টা করে তাহলে য-কে আটকাতে বা অবরোধ করতে পারে। ক এই ধারায় সংজ্ঞায়িত অপরাধ করেছে।

জুলুমবাজি বিষয়ক

(Of Extortion)

(ধারা—৩৮৩ থেকে ধারা—৩৮৯)

॥ ধারা : ৩৮৩ ॥ জুলুমবাজি (জোর করে আদায় করা) [Extortion]—যে কেউ কোনো ব্যক্তিকে স্বয়ং বা অন্য কোনো ব্যক্তিকে কোনো ক্ষতি করার ভয় ইচ্ছা করে দেখায় এবং তার দ্বারা এই ভাবে ভীত করা ব্যক্তিকে কোনো সম্পত্তি বা মূল্যবান প্রতিভূতি বা স্বাক্ষরিত বা মুদ্রাঙ্কিত কোনো জিনিস যাকে মূল্যবান প্রতিভূতিতে পরিবর্তিত করা যায়, কোনো ব্যক্তিকে প্রদান করার জন্য অসৎ ভাবে প্ররোচনা দেয়, সে জুলুমবাজি করে।

উদাহরণ—(ক) ক য-কে তার টাকা না দিলে তার বিরুদ্ধে মানহানিকর লেখা প্রকাশিত করবে বলে হুমকি দেয়। এই ভাবে তাকে টাকা দিতে ক য-কে প্ররোচিত করে। ক জুলুমবাজির অপরাধ করেছে।

(খ) ক য-কে এই বলে হুমকি দেয় যে, যদি সে কিছু টাকা দেওয়ার ব্যাপারে অঙ্গীকার পত্রে সই করে ক-কে (বচনপত্র বা প্রমিসরি নোটে) না দেয় তাহলে সে য-এর শিশু সন্তানকে অন্যায় ভাবে অবরোধ করে রাখবে। য সেই অঙ্গীকারপত্র সই করে দেয়। ক জুলুমবাজির অপরাধ করেছে।

(গ) ক য-কে এই বলে হুমকি দেয় যে, যদি সে খ-কে কিছু ফসল দেওয়ার ব্যাপারে বণ্ডে (তমসুকে) সই না করে এবং না দেয় তাহলে সে য-এর জমিতে লাঙল দেওয়ার জন্য একদল লোক পাঠাবে এবং এভাবে য-কে সে বণ্ডে সই করাবার জন্য এবং দেওয়ার জন্য প্ররোচিত করে। ক জুলুমবাজির অপরাধ করেছে।

(ঘ) ক য-কে গুরুতর জখম করার ভয় দেখিয়ে অসৎ ভাবে য-কে প্ররোচিত করে যে, সে একটা সাদা কাগজে সই করে, মোহর (ছাপ্) লাগিয়ে তাকে দেয়। য ঐ কাগজে সই করে ক-কে দিল। এখানে এই ভাবে সই করা কাগজ মূল্যবান প্রতিভূতি (valuable security)-তে পরিবর্তিত করা যায়। তাই ক জুলুমবাজির অপরাধ করেছে।

॥ ধারা ঃ ৩৮৪ ॥ জুলুমবাজি করার দণ্ড [Punishment for extortion]—যে কেউ জুলুমবাজি করবে, সে উভয়বিধ কারাদণ্ডের কোনো এক ধরনের কারাদণ্ডে দণ্ডিত হবে, যার মেয়াদ হতে পারে অনধিক তিন বছর অথবা তাকে অর্থদণ্ডে দণ্ডিত করা হবে অথবা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত করা হবে।

॥ ধারা ঃ ৩৮৫ ॥ জুলুমবাজি করার জন্য কোনো ব্যক্তিকে ক্ষতি করার ভীতির মধ্যে ফেলা [Putting person in fear of injury in order to commit extortion]—যে কেউ জুলুমবাজি করার জন্য কোনো ব্যক্তিকে কোনো ক্ষতি করার ভীতির মধ্যে ফেলবে অথবা ভীতির মধ্যে ফেলার চেষ্টা করবে তাকে উভয়বিধ কারাদণ্ডের কোনো এক ধরনের কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হবে যার মেয়াদ হতে পারে দু' বছর অথবা অর্থদণ্ডে দণ্ডিত করা হবে, অথবা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত করা হবে।

॥ ধারা ঃ ৩৮৬ ॥ কোনো ব্যক্তিকে মৃত্যু ভয় বা গুরুতর জখম করার ভীতির মধ্যে ফেলে জুলুমবাজি [Extortion by putting a person in fear of death or grievous hurt]—যে কেউ কোনো ব্যক্তিকে, উক্ত ব্যক্তিকে স্বয়ং বা অন্য কোনো ব্যক্তিকে মৃত্যু বা গুরুতর জখমের ভীতির মধ্যে ফেলে জুলুমবাজি করবে, তাকে উভয়বিধ কারাদণ্ডের কোনো এক ধরনের কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হবে, যার মেয়াদ হতে পারে অনধিক দশ বছর এবং তাকে অর্থদণ্ডেও দণ্ডিত করা হবে।

॥ ধারা ঃ ৩৮৭ ॥ জুলুমবাজি করার জন্য কোনো ব্যক্তিকে ভয় বা গুরুতর জখমের ভীতির মধ্যে ফেলা [Putting person in fear of death or grievous hurt, in order to commit extortion]—যে কেউ জুলুমবাজি করার জন্য কোনো

ব্যক্তিকে, উক্ত ব্যক্তিকে স্বয়ং বা অন্য কোনো ব্যক্তিকে মৃত্যুভয় বা গুরুতর জখমের ভীতির মধ্যে ফেলবে অথবা ভীতির মধ্যে ফেলার চেষ্টা করবে, তাকে উভয়বিধ কারাদণ্ডের কোনো এক ধরনের কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হবে, যার মেয়াদ হতে পারে অনধিক সাত বছর এবং তাকে অর্থদণ্ডেও দণ্ডিত করা হবে।

॥ ধারা : ৩৮৮ ॥ মৃত্যুদণ্ড বা যাবজ্জীবন কারাদণ্ড, ইত্যাদি দ্বারা দণ্ডনীয় অপরাধের অভিযোগে অভিযুক্ত করার হুমকি দিয়ে জুলুমবাজি [Extortion by threat or accusation of an offence punishable with death or imprisonment for life, etc.]—যে কেউ কোনো ব্যক্তিকে স্বয়ং তার বিরুদ্ধে বা অন্য কোনো ব্যক্তির বিরুদ্ধে এমন অভিযোগ আনার ভীতিতে ফেলে জুলুমবাজি করবে যে সে এমন কোনো অপরাধ করেছে বা করার চেষ্টা করেছে, যা মৃত্যুদণ্ডে বা যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে বা এমন কারাদণ্ডে, যার মেয়াদ অনধিক দশ বছর হতে পারে, দণ্ডনীয় অথবা যে কোনো অন্য ব্যক্তিকে এমন অপরাধ করার জন্য প্ররোচিত করেছে, তাকে উভয়বিধ কারাদণ্ডের কোনো এক ধরনের কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হবে, যার মেয়াদ হতে পারে অনধিক দশ বছর এবং তাকে অর্থদণ্ডেও দণ্ডিত করা হবে এবং যদি সেই অপরাধ এমন হয় যা এই সংহিতার ৩৭৭ ধারার অধীন দণ্ডনীয়, তাহলে তাকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হতে পারে।

॥ ধারা : ৩৮৯ ॥ জুলুমবাজি করার জন্য কোনো ব্যক্তিকে অপরাধের অভিযোগ আনার ভীতিতে ফেলা [Putting person in fear of accusation of offence in order to commit extortion]—যে কেউ জুলুমবাজি করার নিমিত্ত কোনো ব্যক্তিকে স্বয়ং তার বিরুদ্ধে বা অন্য কোনো ব্যক্তির বিরুদ্ধে এমন অভিযোগ আনার ভয় দেখাবে বা এমন ভয় দেখাবার চেষ্টা করবে যে সে এমন অপরাধ করেছে বা করার চেষ্টা করেছে যা যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে বা অনধিক দশ বছরের কারাদণ্ডে দণ্ডনীয়, তাকে উভয়বিধ কারাদণ্ডের কোনো এক ধরনের কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হবে, যার মেয়াদ হতে পারে অনধিক দশ বছর এবং তাকে অর্থদণ্ডেও দণ্ডিত করা হবে এবং যদি সেই অপরাধ এমন হয় যা এই সংহিতার ৩৭৭ ধারার অধীন দণ্ডনীয় তাহলে তাকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডেও দণ্ডিত করা হতে পারে।

দস্যুতা (রাহাজানি) এবং ডাকাতি বিষয়ক

(Of Robbery and Dacoity)

(ধারা—৩৯০ থেকে ধারা—৪০২)

॥ ধারা : ৩৯০ ॥ দস্যুতা [Robbery]—সব ধরনের দস্যুতাতে চুরি অথবা জুলুমবাজি থাকে।

চুরি কখন দস্যুতা বলে বিবেচিত হবে [When theft is robbery]—চুরি 'দস্যুতা' বলে বিবেচিত হবে যদি ঐ চুরি সম্পাদনের জন্য অথবা ঐ চুরি সম্পাদনকালে অথবা ঐ চুরির দ্বারা প্রাপ্ত সম্পত্তি নিয়ে যাবার বা নিয়ে যাবার চেষ্টা

করার সময় অপরাধী উক্ত উদ্দেশ্যে স্বেচ্ছায় কোনো ব্যক্তির মৃত্যু বা জখম বা তার অন্যায় অবরোধ করে অথবা সেই মুহূর্তে মৃত্যুর বা সেই মুহূর্তে জখমের বা সেই মুহূর্তে অন্যায় অবরোধের ভীতি প্রদর্শন করে বা প্রদর্শন করার চেষ্টা করে।

জুলুমবাজি কখন দস্যুতা বলে বিবেচিত হবে [When extortion is robbery]—জুলুমবাজি 'দস্যুতা' বলে বিবেচিত হবে, যদি অপরাধী ঐ জুলুমবাজি করার সময় ভীত করে তোলা ব্যক্তিটির সামনে থাকে এবং সেই ব্যক্তিকে স্বয়ং উক্ত ব্যক্তির বা অন্য কোনো ব্যক্তির তৎক্ষণাৎ মৃত্যু বা তৎক্ষণাৎ জখম বা তৎক্ষণাৎ অন্যায় অবরোধের ভীতির মধ্যে ফেলে জুলুমবাজি করে এবং এমত ভীতির মধ্যে ফেলা ব্যক্তিকে জুলুমী সম্পত্তি সেই মুহূর্তে এবং সেখানেই দেবার জন্য প্ররোচিত করে।

স্পষ্টীকরণ—অপরাধীকে উপস্থিত বলা হবে যদি সে ঐ অন্য ব্যক্তিকে তৎক্ষণাৎ মৃত্যুর, তৎক্ষণাৎ জখমের বা তৎক্ষণাৎ অন্যায় অবরোধের ভয়ে ভীত করে তোলার জন্য যথেষ্ট কাছে থেকে থাকে।

উদাহরণ—(ক) ক য-কে চেপে ধরল এবং য-এর জামাকাপরের মধ্যে থেকে য-এর টাকা-পয়সা ও অলঙ্কারাদি য-এর অনুমতি ব্যতিরেকে ছলপূর্বক বের করে নিল। এখানে ক চুরির অপরাধ করেছে এবং সে চুরি করার জন্য ইচ্ছাকৃত ভাবে য-কে অন্যায় অবরোধ করেছে। তাই ক দস্যুতার অপরাধ করেছে।

(খ) য-এর সঙ্গে ক-এর রাস্তায় দেখা হলে সে একটা পিস্তল বের করল এবং য-এর পার্স (টাকা পয়সা রাখার ছোট্ট ব্যাগ) দাবি করল। পরিণামতঃ য তার পার্স ক-কে দিয়ে দিল। এক্ষেত্রে ক য-কে তৎক্ষণাৎ জখম করার ভয় দেখিয়ে জুলুমপূর্বক তার পার্স নিয়েছে এবং জুলুম করার সময় সে তার সামনে উপস্থিত আছে। সুতরাং ক দস্যুতা করেছে।

(গ) রাস্তায় য ও তার শিশু সন্তানের সঙ্গে ক-এর দেখা হলো। ক ঐ শিশুটিকে ধরে নেয় এবং হুমকি দেয় যে য যদি তার পার্স তার হাতে না তুলে দেয় তাহলে সে ঐ শিশুটিকে পাহাড় থেকে খাদে ফেলে দেবে। পরিণামস্বরূপ য তার পার্স ক-এর হাতে তুলে দেয়। এক্ষেত্রে ক য-কে তার শিশুটির যে শিশুটি ওখানেই উপস্থিত আছে তৎক্ষণাৎ জখম সাধন করার ভয় দেখিয়ে তার পার্স জুলুমপূর্বক হস্তগত করেছে। এ কারণে ক য-এর ওপর দস্যুতা করেছে।

(ঘ) য-কে 'তোমার শিশু আমার দলের হাতে আছে' এই কথা বলে ক তার কাছ থেকে কোনো সম্পত্তি প্রাপ্ত করে, 'যদি তুমি আমার কাছে দশ হাজার টাকা না পাঠাও তাহলে তাকে মেরে ফেলা হবে।' এটা জুলুমবাজি এবং এভাবেই দণ্ডনীয় হবে, কিন্তু তা দস্যুতা নয়, যতক্ষণ না য-কে তার শিশুর তৎক্ষণাৎ মৃত্যুর ভয়ে ভীত করে তোলা হচ্ছে।

॥ ধারা ঃ ৩৯১ ॥ ডাকাতি [Dacoity]—যখন পাঁচ বা ততোধিক ব্যক্তি একজোট হয়ে দস্যুতা করে (বা রাহাজানি করে) অথবা বাঁচার চেষ্টা করে অথবা যেখানে সমগ্র সংখ্যক ব্যক্তি এক সঙ্গে জোট হয়ে রাহাজানি করতে থাকে বা করার চেষ্টা করে এবং উপস্থিত ব্যক্তিরা এবং এইরকম করা বা করতে চেষ্টা হওয়ার সাহায্যকারী ব্যক্তিরা

সংখ্যায় পাঁচ বা ততোধিক, এহেন কার্য সম্পাদনকারী, চেষ্টাকারী বা সাহায্যকারী প্রত্যেক ব্যক্তি ডাকাতি করেছে বলা হয়।

॥ ধারা : ৩৯২ ॥ দস্যুতার দণ্ড [Punishment for robbery]—যে কেউ দস্যুতা করবে, তাকে অনধিক দশ বছরের সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হবে এবং অর্থদণ্ডেও দণ্ডিত করা হবে এবং যদি সূর্যাস্ত থেকে সূর্যোদয়ের মধ্যে রাজপথে দস্যুতা করা হয় তাহলে কারাদণ্ড অনধিক চোদ্দ বছর হতে পারে।

॥ ধারা : ৩৯৩ ॥ দস্যুতা করার চেষ্টা [Attempt to commit robbery]—যে কেউ দস্যুতা করার চেষ্টা করবে, তাকে অনধিক সাত বছরের সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হবে এবং তাকে অর্থদণ্ডেও দণ্ডিত করা হবে।

॥ ধারা : ৩৯৪ ॥ দস্যুতা করতে স্বেচ্ছায় জখম করা [Voluntarily causing hurt in committing robbery]—যদি কোনো ব্যক্তি দস্যুতা করার সময় অথবা দস্যুতা করার চেষ্টা করার সময় স্বেচ্ছায় জখম করবে তাহলে এমন ব্যক্তি এবং অন্য যে কোনো ব্যক্তি এমন দস্যুতা করার সময় অথবা দস্যুতা করার চেষ্টা করার সময় যৌথভাবে সম্পৃক্ত থাকবে তাকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে অথবা অনধিক দশ বছরের সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হতে পারে এবং তাকে অর্থদণ্ডেও দণ্ডিত করা হবে।

॥ ধারা : ৩৯৫ ॥ ডাকাতির জন্য দণ্ড [Punishment for dacoity]—যে কেউ ডাকাতি করবে তাকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে অথবা সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হবে, যার মেয়াদ হতে পারে অনধিক দশ বছর এবং তাকে অর্থদণ্ডেও দণ্ডিত করা হবে।

॥ ধারা : ৩৯৬ ॥ খুন সহ ডাকাতি [Dacoity with murder]—যে পাঁচ বা ততোধিক ব্যক্তি একত্রিত হয়ে ডাকাতি করছে তাদের মধ্যে যে কোনো একজন ব্যক্তি এমন ডাকাতি করার সময় যদি খুন করে তাহলে ঐ সমস্ত ব্যক্তিদের প্রত্যেকেই মৃত্যুদণ্ডে বা যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে অথবা সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হবে, যার মেয়াদ হতে পারে অনধিক দশ বছর এবং তাদের অর্থদণ্ডেও দণ্ডিত করা হবে।

॥ ধারা : ৩৯৭ ॥ মৃত্যু বা গুরুতর জখম করার চেষ্টার সঙ্গে দস্যুতা বা ডাকাতি [Robbery or dacoty with attempt to cause death or grievous hurt]—যদি দস্যুতা বা ডাকাতি করা কালে, অপরাধী কোনো মারাত্মক অস্ত্র ব্যবহার করে অথবা কোনো ব্যক্তিকে গুরুতর ভাবে জখম করে অথবা মৃত্যু ঘটাবার চেষ্টা করে অথবা গুরুতর জখম করার চেষ্টা করে, তাহলে সে যে কারাদণ্ডে দণ্ডিত হবে তার মেয়াদ সাত বছরের কম হবে না।

॥ ধারা : ৩৯৮ ॥ মারাত্মক অস্ত্রে সজ্জিত হয়ে দস্যুতা বা ডাকাতির চেষ্টা [Attempt to commit robbery or dacoity when armed with deadly weapon]—যদি দস্যুতা বা ডাকাতির চেষ্টা করার সময় অপরাধী কোনো মারাত্মক অস্ত্রে সজ্জিত হয়ে থাকে, তাহলে তাকে যে কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হবে তা সাত বছরের কম হবে না।

॥ ধারা : ৩৯৯ ॥ ডাকাতি করার জন্য প্রস্তুতি নেওয়া [Making preparation to commit dacoity]—যে কেউ ডাকাতি করার জন্য কোনো প্রস্তুতি নেবে তাকে

সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হবে যার মেয়াদ হতে পারে অনধিক দশ বছর এবং তাকে অর্থদণ্ডেও দণ্ডিত করা হবে।

॥ ধারা : ৪০০ ॥ ডাকাত দলের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট থাকার দণ্ড [Punishment for belonging to gang of dacoits]—যে কেউ এই আইন বিধিবদ্ধ হওয়ার পর যে কোনো সময় এমন ব্যক্তিদের দলের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট থাকবে, যারা স্বভাবতঃ ডাকাতি করার প্রয়োজনে সম্মিলিত হয়েছে, তাকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে অথবা সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হবে, যার (যে সশ্রম কারাদণ্ডের) মেয়াদ হতে পারে অনধিক দশ বছর এবং তাকে অর্থদণ্ডেও দণ্ডিত করা হবে।

॥ ধারা : ৪০১ ॥ চোরের দলের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট থাকার দণ্ড [Punishment for belonging to gang of thieves]—যে কেউ এই আইন বিধিবদ্ধ হওয়ার পর যে কোনো সময় এমন ব্যক্তিদের ভ্রাম্যমান বা অন্য দলের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট থাকবে, যারা স্বভাবতঃ চুরি বা দস্যুতা করার প্রয়োজনে সম্মিলিত হয়েছে এবং যদি ঐ দল, ঠগ ও ডাকাতদের না হয়, (তাহলে) তাকে সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হবে, যার মেয়াদ হতে পারে অনধিক সাত বছর এবং তাকে অর্থদণ্ডেও দণ্ডিত করা হবে।

॥ ধারা : ৪০২ ॥ ডাকাতি করার জন্য একত্রিত জড়ো হওয়া [Assembling for purpose of committing dacoity]—যে কেউ এই আইন বিধিবদ্ধ হওয়ার পর যে কোনো সময় ডাকাতি করার নিমিত্ত একত্রিত পাঁচ বা ততোধিক ব্যক্তিদের মধ্যে একজন হবে, তাকে সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হবে, যার মেয়াদ হতে পারে অনধিক সাত বছর এবং তাকে অর্থদণ্ডেও দণ্ডিত করা হবে।

অপরাধজনক সম্পত্তি আত্মসাৎ বিষয়ক

(Of Criminal Misappropriation of Property)

(ধারা—৪০৩ ও ধারা—৪০৪)

॥ ধারা : ৪০৩ ॥ অসৎ ভাবে সম্পত্তির আত্মসাৎ [Dishonest misappropriation of property]—যে কেউ অসৎ ভাবে কোনো অস্থাবর সম্পত্তি আত্মসাৎ করবে অথবা তা নিজের ব্যবহারের জন্য পরিবর্তিত করে নেবে তাকে উভয়বিধ কারাদণ্ডের কোনো এক ধরনের কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হবে, যার মেয়াদ হতে পারে অনধিক দু' বছর অথবা অর্থদণ্ডে দণ্ডিত করা হবে অথবা তাকে উভয় দণ্ডে দণ্ডিত করা হবে।

উদাহরণ—(ক) ক সরল বিশ্বাসে নিজের সম্পত্তি মনে করে য-এর দখলী সম্পত্তি য-এর দখলের বাইরে বের করে আনে; এক্ষেত্রে ক চুরির অপরাধে অপরাধী নয়; কিন্তু যদি ক তার ভুল বুঝতে পারার পরে অসৎ ভাবে ঐ সম্পত্তি নিজের জন্য ব্যবহার করে তাহলে সে এই ধারায় সংজ্ঞায়িত অপরাধে অপরাধী হবে।

(খ) ক য-এর বন্ধু। য-এর অনুপস্থিতিতে সে য-এর লাইব্রেরিতে যায় এবং য-

এর ব্যক্ত অনুমতি ছাড়া একটা বই নিয়ে আসে। এখানে ক যদি মনে করে থাকে যে পড়ার জন্য তার বই নিয়ে যাওয়ার ব্যাপারে য-এর বিবক্ষিত সম্মতি আছে, তাহলে ক চুরি করে নি। কিন্তু যদি ক পরে ঐ বই নিজের সুবিধার জন্য বেচে দেয়, তাহলে সে এই ধারার অধীন অপরাধে অপরাধী।

(গ) ক এবং খ একটি ঘোড়ার যুগ্ম মালিক। ক ঐ ঘোড়াটিকে নিজের কাজে লাগানোর উদ্দেশ্যে খ-এর দখল থেকে নিয়ে যায়। এখানে ঐ ঘোড়াটাকে নিজের কাজে লাগানোর অধিকার ক-এর আছে, তাই সে তা অসৎ ভাবে আত্মসাৎ করেনি। কিন্তু ক যদি ঐ ঘোড়াটা বেচে দেয় এবং বিক্রি করে পাওয়া পুরো টাকাটা নিজের জন্য বিনিয়োগ করে তাহলে সে এই ধারার অধীন অপরাধে অপরাধী।

স্পষ্টীকরণ (১) ঃ—শুধু কিছু সময়ের জন্য অসৎ ভাবে আত্মসাৎ করা এই ধারার অর্থের অন্তর্গত আত্মসাৎ বলে বিবেচিত হবে।

উদাহরণ—ক নিঃশর্ত পৃষ্ঠাঙ্কনযুক্ত য-এর একটা সরকারি অঙ্গীকারপত্র কুড়িয়ে পেল। ক ঐ অঙ্গীকার পত্রটি যে য-এর তা জেনে এবং মনে মনে পরে তা য-কে ফিরিয়ে দেবে ইচ্ছে রেখে সে তা ব্যাঙ্কারের কাছে ঋণের জামিন স্বরূপ গচ্ছিত রাখল। ক এই ধারার অধীন অপরাধ করেছে।

স্পষ্টীকরণ (২) ঃ—কোনো ব্যক্তি যদি অন্য কারো দখলে (বা অধিকারে) নাই এমন কোনো সম্পত্তি পায় এবং সে যদি তা ক্ষতির হাত থেকে রক্ষা করার জন্য কিংবা ঐ সম্পত্তির মালিককে সম্পত্তিটি ফিরিয়ে দেবার জন্য সম্পত্তিটি নেয় তবে সে তা অসৎ ভাবে নেয় না বা অসৎ ভাবে আত্মসাৎ করে না এবং সে কারণে কোনো অপরাধ করে না। কিন্তু সে যদি মালিক কে তা জানা সত্ত্বেও অথবা মালিককে খুঁজে বের করার উপায় থাকা সত্ত্বেও অথবা মালিককে খুঁজে বের করবার এবং তাকে জানাবার উপযুক্ত ব্যবস্থা না করে এবং যাতে সে উক্ত সম্পত্তিটি দাবি করতে পারে তার জন্য প্রয়োজনীয় সময় পর্যন্ত না রেখেই তা নিজের কাজে লাগায় তবে সে এই ধারায় পরিভাষিত অপরাধ করেছে।

এমতাবস্থায় যুক্তিযুক্ত উপায় বা যুক্তিযুক্ত সময় বলতে কি বুঝাবে তা হলো তথ্যের প্রশ্ন।

এটা জরুরি নয় যে, প্রাপককে এটা জানতে হবে যে সম্পত্তিটির মালিক কে অথবা যে, কোনো বিশিষ্ট ব্যক্তি তার মালিক। তা বিনিয়োজিত করার সময় তার বিশ্বাস নেই যে, তা তার নিজের সম্পত্তি অথবা সরল বিশ্বাসে মনে করে যে, তার আসল মালিককে খুঁজে পাওয়া নাও যেতে পারে—এটাই যথেষ্ট।

উদাহরণ—(ক) ক রাজপথে একটা টাকা পড়ে থাকতে দেখল। টাকাটা কার তা না জেনে সে তা তুলে নিল। এখানে ক এই ধারার বর্ণিত অপরাধ করেনি।

(খ) ক রাস্তায় একটা চিঠি কুড়িয়ে পেল, যাতে একটা ব্যাঙ্ক নোট আছে। ঐ চিঠিতে প্রদত্ত নির্দেশ ও বিষয়বস্তু থেকে সে জানতে পারে ঐ নোটটা কার। ক ঐ নোটটা নিজের প্রয়োজনে ব্যবহার করে। সে এই ধারায় বর্ণিত অপরাধে অপরাধী।

(গ) বাহককে প্রদেয় হয় এমন একটা চেক ক কুড়িয়ে পেল। চেকটি যার

হারিয়েছে ঐ ব্যক্তিটির সম্পর্কে কিছুই সে অনুমান করতে পারল না। কিন্তু ঐ চেকটার ওপর যে চেকটা লিখেছে তার নাম লেখা আছে, ক জানে যে সে ক-কে ঐ ব্যক্তিটির ঠিকানা বলতে পারে যে ব্যক্তির অনুকূলে চেকটি লেখা হয়েছে; ক চেকটির মালিককে খোঁজার চেষ্টা না করে ঐ চেকটি নিজের কাজে লাগায়। ক এই ধারায় বর্ণিত অপরাধে অপরাধী।

(ঘ) ক দেখতে পেল টাকাসমেত য-এর পার্সটা পড়ে গেল। ক তা য-কে ফিরিয়ে দেবার মানসে কুড়িয়ে নিল। কিন্তু পরে সে তা নিজের প্রয়োজনে কাজে লাগালো। ক এই ধারা মতে অপরাধ করেছে।

(ঙ) ক টাকাসহ একটা পার্স কুড়িয়ে পেল। ক জানে না পার্সটা কার। পরে ক জানতে পারল ঐ পার্সটা য-এর। কিন্তু সে তা নিজের কাজে ব্যবহার করল। এক্ষেত্রে ক এই ধারা মতে অপরাধ করেছে।

(চ) ক একটি মূল্যবান আংটি কুড়িয়ে পেল। সে জানে না তা কার। ক আংটিটির মালিক কে তার খোঁজ না করে সঙ্গে সঙ্গে তা বেচে দিল। ক এই ধারার বর্ণনা মতো অপরাধ করেছে।

॥ ধারা : ৪০৪ ॥ মৃত ব্যক্তির মৃত্যুর সময় তার দখলে ছিল এমন সম্পত্তি অসৎ ভাবে আত্মসাৎ করা [Dishonest misappropriation of property possessed by deceased person at the time of his death]—যে কেউ কোনো সম্পত্তি, সেই সম্পত্তি কোনো ব্যক্তির মৃত্যুর সময় তার দখলে ছিল তা জেনে এবং আইনতঃ তার দখল (বা অধিকার) পাবার অধিকারী ব্যক্তি তার দখল পায় নি, অসৎ ভাবে তা আত্মসাৎ করার অথবা নিজের প্রয়োজনে পরিবর্তিত করে নেবে, তাকে উভয়বিধ কারাদণ্ডের কোনো এক ধরনের কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হবে, যার মেয়াদ হতে পারে অনধিক তিন বছর এবং তাকে অর্থদণ্ডেও দণ্ডিত করা হবে এবং যদি সেই অপরাধী ঐ ব্যক্তির মৃত্যুর সময় তার দ্বারা করণিক বা ভৃত্য হিসাবে নিয়োজিত থেকে থাকে তাহলে কারাদণ্ড সাত বছর পর্যন্ত প্রসারিত হতে পারে।

উদাহরণ—আসবাবপত্র এবং টাকাপয়সা য-এর দখলে ছিল। য মারা গেল। তার ভৃত্য ক সেই টাকা-পয়সার আইনতঃ দাবিদার যে ব্যক্তি সেই ব্যক্তির কাছে ঐ টাকা-পয়সা যাবার আগেই অসৎ ভাবে আত্মসাৎ করল। ক এই ধারা মতে (ধারা ৪০৪) অপরাধ করেছে।

অপরাধজনক বিশ্বাসভঙ্গ বিষয়ক

(Of Criminal Breach of Trust)

(ধারা—৪০৫ থেকে ধারা—৪০৯)

॥ ধারা : ৪০৫ ॥ অপরাধজনক বিশ্বাসভঙ্গ [Criminal breach of trust]—যে কেউ সম্পত্তি বা সম্পত্তির ওপর যে কোনো কর্তৃত্ব কোনো প্রকার তার ওপর বিশ্বাস করে ন্যস্ত করার পর ঐ সম্পত্তিকে অসৎ ভাবে আত্মসাৎ করে নেয় অথবা তা নিজের ব্যবহারে পরিবর্তিত করে নেয় অথবা যে প্রকার এমন ন্যস্তকরণ নির্বাহ

করতে হবে, তা নির্দেশকারী আইনের কোনো নির্দেশের অথবা এমন ন্যস্তকরণের নির্বাহের ব্যাপারে তার দ্বারা কৃত কোনো নির্দেশের অথবা এমন ন্যস্তকরণের নির্বাহের ব্যাপারে তার দ্বারা কৃত কোনো ব্যক্ত বা বিবক্ষিত বৈধ চুক্তির উল্লঙ্ঘন করে অসৎ ভাবে ঐ সম্পত্তি ব্যবহার করে বা বিলিবন্দেজ করে অথবা জেনেশুনে অন্য কোনো ব্যক্তির এমন করা বরদাস্ত করে সে অপরাধজনক বিশ্বাসভঙ্গ করে।

স্পষ্টীকরণ (১) ঃ—কোনো একজন ব্যক্তি, যে নিয়োগকর্তা হয়ে সমকালে বলবৎ আছে এমন কোনো আইনে (১৯৫২-এর ১৯)-এর ১৭ ধারার অধীন প্রতিষ্ঠিত কর্মচারিদের কোনো একটি প্রভিডেন্ট ফাণ্ড বা ফ্যামিলি পেনশন ফাণ্ডে জমা দেবার জন্য কর্মচারিকে প্রদেয় মজুরি থেকে কর্মচারির ঐ ফাণ্ডে প্রদেয় চাঁদা কেটে নেয়, সে তার দ্বারা এমন ভাবে কেটে নেওয়া কর্মচারির চাঁদার টাকাটি বিশ্বাসবশতঃ হেপাজতে পেয়েছে বলে মনে করা হবে এবং যদি সংশ্লিষ্ট আইন উলঙ্ঘন করে কর্মচারিদের মজুরি থেকে কেটে নেওয়া চাঁদার টাকা ঐ ফাণ্ডে জমা দেওয়ার কর্তব্য থেকে চ্যুত হয় তাহলে সে উক্ত আইনের নির্দেশ লঙ্ঘন করে ঐরকম চাঁদার টাকা অসৎ ভাবে ব্যবহার করেছে বলে মনে করা হবে।

স্পষ্টীকরণ (২) ঃ—কোনো একজন ব্যক্তি যে নিয়োগকর্তা হয়ে ১৯৪৮ সালের কর্মচাবি রাজ্য বীমা আইনে প্রতিষ্ঠিত (১৯৪৮-এর ৩৪) কর্মচারি রাজ্য বীমা নিগমের দ্বারা পরিচালনাধীন 'কর্মচারী রাজ্য বীমা ফাণ্ডে' জমা দেওয়ার জন্য কর্মচারিকে প্রদেয় মজুরি থেকে কর্মচারির ঐ ফাণ্ডে প্রদেয় চাঁদা কেটে নেয়। সে তার দ্বারা এমন ভাবে কেটে নেওয়া কর্মচারির চাঁদার টাকাটি বিশ্বাসবশতঃ হেপাজতে পেয়েছে বলে মনে করা হবে। এবং সে যদি ঐ আইনের উল্লঙ্ঘন করে ঐ চাঁদার টাকা ঐ ফাণ্ডে জমা দেওয়ার কর্তব্য থেকে চ্যুত হয় তবে সে উক্ত আইনের নির্দেশ লঙ্ঘন করে ঐরকম চাঁদার টাকা অসৎ ভাবে ব্যবহার করেছে বলে মনে করা হবে।

উদাহরণ—(ক) কোনো একজন মৃত ব্যক্তির শেষ ইচ্ছাপত্রের সম্পাদনকারী হয়ে ক অসৎ ভাবে সেই আইন অমান্য করে যার দ্বারা সে নির্দিষ্ট যে উক্ত শেষ ইচ্ছাপত্রানুসারে ঐ সম্পত্তি ভাগ করে এবং তা তার নিজ কাজে নিয়োজিত করে। ক এখানে অপরাধজনক বিশ্বাসভঙ্গ করেছে।

(খ) ক একজন পণ্যাগার রক্ষক। য ভ্রমণে যাচ্ছে। সে তার আসবাবপত্র এমন একটা চুক্তি অনুসারে বিশ্বাসপূর্বক ক-কে দিয়ে যায় যে পণ্যাগার ঘরের জন্য স্থিরীকৃত টাকা দিয়ে দিলে তা সে ফেরৎ দিয়ে দেবে। ক ঐ আসবাবপত্র অসৎভাবে বিক্রি করে দেয়। ক এখানে অপরাধজনক বিশ্বাসভঙ্গ করেছে।

(গ) ক কলকাতায় বসবাস করে। সে দিল্লিতে বসবাসকারী য-এর এজেন্ট। ক ও য-এর মধ্যে একটা ব্যক্ত ও বিবক্ষিত চুক্তি হয়েছে যে, য ক-কে যে টাকা পাঠাবে, ক তা য-এর নির্দেশ মতো বিনিয়োগ করবে। য ক-কে এই চুক্তিতে এক লাখ টাকা পাঠালো এবং নির্দেশ দিল তা যেন কোম্পানির কাগজে লগ্নী বা বিনিয়োগ করা হয়। ক অসৎভাবে ঐ নির্দেশ লঙ্ঘন করে এবং নিজের ব্যবসাতে ঐ টাকা বিনিয়োগ করে। এখানে ক অপরাধজনক বিশ্বাসভঙ্গ করেছে।

(ঘ) কিন্তু পূর্ববর্তী উদাহরণে যদি 'ক' অসৎভাবে নয় সরলবিশ্বাসে ব্যাঙ্ক অব বেঙ্গল-এর শেয়ার (অংশ) গ্রহণ করা য-এর পক্ষে অধিকতর সুবিধাজনক এমন বিশ্বাস করে য-এর নির্দেশ অমান্য করে এবং য-এর অনুকূলে কোম্পানির কাগজ না কিনে ব্যাঙ্ক অব বেঙ্গল-এর শেয়ার খরিদ করে, সেখানে য-এর ক্ষতি হলেও এবং য ক-এর বিরুদ্ধে ক্ষতিসাধনের জন্য দেওয়ানী মামলা আনতে সক্ষম হলেও ক অসৎ ভাবে কাজ না করায় অপরাধজনক বিশ্বাসভঙ্গ করেনি।

(ঙ) একজন রাজস্ব আধিকারিক ক-কে বিশ্বাসবশতঃ সরকারি অর্থ অর্পণ করা হয়েছে এবং তার কাছে যে সরকারি অর্থ আছে তা নির্দিষ্ট অর্থভাণ্ডারে দেবার জন্য হয় তিনি নির্দেশিত কিংবা সরকারের সঙ্গে ব্যক্ত বা বিবক্ষিত চুক্তি দ্বারা আবদ্ধ। ক অসৎভাবে ঐ অর্থ আত্মসাৎ করে। ক এখানে অপরাধজনক বিশ্বাসভঙ্গ করেছে।

(চ) ক একজন বাহক। জলপথে বা স্থলপথে সম্পত্তি বহনের জন্য য কর্তৃক সে বিশ্বাসবশতঃ নিযুক্ত হয়েছে। ক অসৎভাবে এই সম্পত্তি আত্মসাৎ করে। ক অপরাধজনক বিশ্বাসভঙ্গ করেছে।

॥ ধারা : ৪০৬ ॥ অপরাধজনক বিশ্বাসভঙ্গের জন্য দণ্ড [Punishment for criminal breach of trust]—যে কেউ অপরাধজনক বিশ্বাসভঙ্গ করবে তাকে উভয়বিধ কারাদণ্ডের কোনো এক ধরনের কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হবে, যার মেয়াদ হতে পারে অনধিক তিন বছর অথবা তাকে অর্থদণ্ডে দণ্ডিত করা হবে অথবা তাকে উভয় দণ্ডে দণ্ডিত করা হবে।

॥ ধারা : ৪০৭ ॥ বাহক ইত্যাদিদের দ্বারা অপরাধজনক বিশ্বাসভঙ্গ [Crminal breach of trust by carrier, etc.]—যে কেউ বাহক, খাটোয়াল বা পণ্যাগার রক্ষক হিসাবে নিজের কাছে সম্পত্তির বিশ্বস্ত ভারপ্রাপ্ত হওয়ার পর এমন সম্পত্তির বিষয়ে অপরাধজনক বিশ্বাসভঙ্গ করবে তাকে উভয়বিধ কারাদণ্ডের কোনো এক ধরনের কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হবে, যার মেয়াদ হতে পারে অনধিক সাত বছর এবং তাকে অর্থদণ্ডেও দণ্ডিত করা হবে।

॥ ধারা : ৪০৮ ॥ করণিক বা ভৃত্যের দ্বারা অপরাধজনক বিশ্বাস ভঙ্গ [Criminal breach of trust by clerk or servant]—যে কেউ করণিক বা ভৃত্য হয়ে অথবা করণিক বা ভৃত্য হিসাবে নিয়োজিত হয়ে এবং সেই সম্পর্ক সূত্রে কোনো প্রকার সম্পত্তি বা সম্পত্তির ওপর যে কোনো কর্তৃত্ব বিশ্বাস বশতঃ তাদের ওপর ন্যস্ত হলে সেই সম্পত্তির বিষয়ে অপরাধজনক বিশ্বাসভঙ্গ করবে তাকে উভয়বিধ কারাদণ্ডের কোনো এক ধরনের কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হবে।

॥ ধারা : ৪০৯ ॥ রাজভৃত্য দ্বারা বা ব্যাঙ্কার, বণিক বা এজেন্ট দ্বারা অপরাধজনক বিশ্বাসভঙ্গ [Crminal breach of trust by public servant, or by banker, merchant or agent]—যে কেউ রাজভৃত্য হিসাবে অথবা ব্যাঙ্কার, বণিক, গোমশতা, দালাল, আইনসম্মত প্রতিনিধি বা এজেন্ট হিসাবে কারবারের বিষয়ে কোনো ভাবে বিশ্বাসভঙ্গ করে, তাকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে অথবা উভয়বিধ কারাদণ্ডের (সশ্রম বা বিনাশ্রম) কোনো এক ধরনের কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হবে, যার মেয়াদ হতে পারে অনধিক দশ বছর এবং তাকে অর্থদণ্ডেও দণ্ডিত করা হবে।

চোরাই সম্পত্তি গ্রহণ বিষয়ক

(Of the receiving of stolen property)

(ধারা—৪১০ থেকে ধারা—৪১৪)

॥ ধারা ঃ ৪১০ ॥ চোরাই সম্পত্তি [Stolen property]—সেই সম্পত্তি, যার দখল চুরি বা জুলুমবাজি বা দস্যুতা দ্বারা হস্তান্তরিত করা হয়েছে এবং সেই সম্পত্তি যার অপরাধজনক অপপ্রয়োগ করা হয়েছে অথবা যার সম্পর্কে অপরাধজনক বিশ্বাসভঙ্গ ভারতের মধ্যে করা হোক বা বাইরে। কিন্তু যদি এমন সম্পত্তি তার পরে এমন ব্যক্তির দখলে পৌঁছে যায়, যে তার দখলের জন্য আইনগত ভাবে অধিকারী, তাহলে তা আর চোরাই সম্পত্তি থাকে না।

॥ ধারা ঃ ৪১১ ॥ চোরাই সম্পত্তি অসৎ ভাবে গ্রহণ [Dishonestly receiving stolen property]—যে কেউ কোনো চোরাই সম্পত্তি, তা চোরাই সম্পত্তি বলে জেনে বা বিশ্বাস করার কারণ থাকা সত্ত্বেও অসৎ ভাবে গ্রহণ করবে বা রাখবে, তাকে উভয়বিধ কারাদণ্ডের কোনো এক ধরনের কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হবে, যার মেয়াদ হতে পারে অনধিক তিন বছর অথবা তাকে অর্থদণ্ডে দণ্ডিত করা হবে অথবা উভয়দণ্ডে দণ্ডিত করা হবে।

॥ ধারা ঃ ৪১২ ॥ ডাকাতি করার সময় চুরি করা সম্পত্তি অসৎ ভাবে গ্রহণ [Dishonestly receiving property stolen in the commission of a dacoity]—যে কেউ এমন চোরাই সম্পত্তি অসৎ ভাবে গ্রহণ করবে বা রাখবে, যার দখল করার বিষয়ে সে জানে বা তার বিশ্বাস করার কারণ আছে যে তার ডাকাতির দ্বারা হস্তগত করা হয়েছে অথবা এমন কোনো ব্যক্তির কাছ থেকে যার সম্পর্কে সে জানে বা তার বিশ্বাস করার কারণ আছে যে, সে ডাকাত দলের সঙ্গে যুক্ত, বা যুক্ত ছিল, এমন সম্পত্তি, যার সম্পর্কে সে জানে বা তার বিশ্বাস করাব কারণ আছে যে তাতে চুরি করা অসৎ ভাবে গ্রহণ করা, তাকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে অথবা উভয়বিধ কারাদণ্ডের (সশ্রম বা বিনাশ্রম) কোনো এক ধরনের কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হবে, যার মেয়াদ হতে পারে অনধিক দশ বছর এবং তাকে অর্থদণ্ডেও দণ্ডিত করা হবে।

॥ ধারা ঃ ৪১৩ ॥ অভ্যাসগত ভাবে চোরাই সম্পত্তির কারবার করা [Habitually dealing in stolen property]—যে কেউ এমন সম্পত্তি, যার সম্পর্কে সে জানে বা তার বিশ্বাস করার কারণ আছে যে তা চুরি করা সম্পত্তি, অভ্যাসগত ভাবে গ্রহণ করবে বা অভ্যাসগত ভাবে কারবার করবে, তাকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হবে অথবা উভয়বিধ কারাদণ্ডের কোনো এক ধরনের কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হবে, যার মেয়াদ হতে পারে অনধিক দশ বছর এবং তাকে অর্থদণ্ডেও দণ্ডিত করা হবে।

॥ ধারা : ৪১৪ ॥ চোরাই মাল লুকিয়ে রাখতে সাহায্য করা [Assisting in concealment of stolen property]—যে কেউ এমন মাল লুকিয়ে রাখার ব্যাপারে অথবা বিলিবন্দেজ করার ব্যাপারে অথবা সরিয়ে ফেলতে স্বেচ্ছায় সাহায্য করবে, যার সম্পর্কে সে জানে বা তার বিশ্বাস করার কারণ আছে যে, তা চোরাই মাল, তাকে উভয়বিধ কারাদণ্ডের কোনো এক ধরনের কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হবে অথবা তাকে উভয় দণ্ডে দণ্ডিত করা হবে।

প্রতারণা (ঠকানো, বঞ্চনা) বিষয়ক

(Of cheating)

(ধারা—৪১৫ থেকে ধারা—৪২০)

॥ ধারা : ৪১৫ ॥ প্রতারণা (চাটবৃত্তি, ঠকানো, বঞ্চনা) [Cheating]—যে কেউ কোনো ব্যক্তিকে প্রবঞ্চনা করে ঐ ব্যক্তিকে, যাকে এমন ভাবে প্রবঞ্চিত করা হয়েছে, প্রতারণামূলক ভাবে বা অসৎ ভাবে প্ররোচিত করে যে, সে কোনো সম্পত্তি কোনো ব্যক্তিকে প্রদান করে দেয় অথবা অনুমতি দেয় যে, কোনো ব্যক্তি কোনো সম্পত্তি রেখে দেয় বা উদ্দেশ্যমূলক ভাবে ঐ ব্যক্তিকে, যাকে এভাবে প্রবঞ্চিত করা হয়েছে, প্ররোচিত করে যে সে এমন কোনো কাজ করে বা করা থেকে বিরত থাকে যাতে সে যদি তাকে ঐ ভাবে প্রবঞ্চিত না করা হতো, করত না অথবা করা থেকে বিরত থাকত না এবং যে কাজ এবং কাজের বিরতি থেকে ঐ ব্যক্তির শারীরিক, মানসিক, সুনাম সম্পর্কিত বা সম্পত্তি বিষয়ে লোকসান বা ক্ষতি সাধন হয় অথবা তেমন সম্ভাবনা থাকে, সে প্রতারণা করছে এমন বলা হয়।

স্পষ্টীকরণ—অসৎ ভাবে তথ্য গোপন করা এই ধারাব অর্থেব অন্তর্গত প্রবঞ্চনা হবে।

উদাহরণ—(ক) ক নিজেকে জনপালন কৃত্যকে কর্মরত বলে মিথ্যাচার সহ ভান করে ইচ্ছাকৃত ভাবে য-কে প্রবঞ্চিত করে এবং এই রকম অসৎ ভাবে য-কে ধারে মাল নিতে দিতে প্রবোচিত করে যার জন্য সে দাম দিতে চায় না। এখানে ক প্রবঞ্চনা করে।

(খ) কোনো জিনিসের ওপর জাল চিহ্ন দিয়ে ইচ্ছাকৃত ভাবে য-কে প্রবঞ্চিত করে এমন বিশ্বাস করায় যে এই জিনিস কোনো নির্দিষ্ট প্রসিদ্ধ উৎপাদক দ্বারা তৈরি করা হয়েছে এবং এই ভাবে সে য-কে ঐ জিনিস কিনতে ও তার মূল্য দিতে অসৎ ভাবে প্ররোচিত করে। ক প্রবঞ্চনা করে।

(গ) ক য-কে কোনো মালের নকল স্যাম্পল (নমুনা) দেখিয়ে য-কে উদ্দেশ্যমূলক ভাবে প্রবঞ্চনা করে তাকে বিশ্বাস করায় যে, ঐ মালটা সেই স্যাম্পলের অনুরূপ এবং তার দ্বারা ঐ মালটি কেনার এবং দাম দেবার জন্য য-কে অসৎ ভাবে প্ররোচিত করে। ক প্রবঞ্চনা করে।

(ঘ) ক কোনো মালের দাম দিতে এমন প্রতিষ্ঠানের ওপর হুণ্ডি কাবে, সেখানে

ক-এর কোনো টাকা জমা নেই এবং যার দ্বারা ক হুণ্ডির অস্বীকার করা প্রত্যাশা করে, উদ্দেশ্যমূলক ভাবে য-কে প্রবঞ্চনা করে এবং তার দ্বারা অসৎ ভাবে য-কে প্ররোচিত করে যাতে সেই মাল অর্পণ করে যার দাম দেওয়ার ইচ্ছা ক-এর নাই। ক প্রবঞ্চনা করে।

(ঙ) যে জিনিসগুলো হীরে নয় বলে ক জানে, হীরা হিসাবে বন্ধক রেখে য-কে উদ্দেশ্যমূলক ভাবে প্রবঞ্চনা করে এবং তার দ্বারা টাকা ধার দেওয়ার জন্য য-কে অসৎ ভাবে প্ররোচিত করে।

(চ) উদ্দেশ্যমূলক ভাবে ক প্রবঞ্চনা করে য-কে বিশ্বাস করায় যে ক-কে য যে টাকা ধার দেবে তার সে শোধ করে দেবে এবং তার দ্বারা অসৎ ভাবে য-কে প্ররোচিত করে যাতে সে তাকে টাকা ধার দিয়ে দেয়, যদিও ক-এর ঐ টাকা শোধ করার কোনো অভিপ্রায় নাই। ক প্রবঞ্চনা করে।

(ছ) উদ্দেশ্যমূলক ভাবে ক য-কে প্রবঞ্চনা করে বিশ্বাস করায় যে, ক-এর ইচ্ছা য-কে নিশ্চিত পরিমাণ কিছু নীল গাছের চারা অর্পণ করা, যা সত্যি সত্যি দেওয়ার বা অর্পণ করার কোনো ইচ্ছা ক-এর নাই এবং তার দ্বারা এমন অর্পণের বিশ্বাসে অগ্রিম টাকা দেওয়ার জন্য য-কে অসৎভাবে প্ররোচিত করে। ক প্রবঞ্চনা করে। যদি ক টাকা নেওয়ার সময় নীল গাছ দেওয়ার অভিপ্রায় রেখে থাকে এবং তার পরে নিজের চুক্তি ভঙ্গ করে এবং সে তা অর্পণ না করে তাহলে সে প্রবঞ্চনা করে না, কিন্তু চুক্তি ভঙ্গ করার জন্য তার বিরুদ্ধে শুধু দেওয়ানী মামলা আনা যেতে পারে।

(জ) ক উদ্দেশ্যমূলক ভাবে প্রবঞ্চনা করে য-কে বিশ্বাস করায় যে, ক য-এর সঙ্গে কৃত চুক্তির মধ্যে তার করণীয় অংশের কাজ সে করে দিয়েছে যদিও ক তা পালন করেনি এবং তার দ্বারা য-কে অসৎ ভাবে টাকা দেওয়ার জন্য প্ররোচিত করে। ক প্রবঞ্চনা করে।

(ঝ) ক য-কে একটা সম্পত্তি বিক্রি এবং হস্তান্তরিত করে। এমন বিক্রয়ের পরিণামস্বরূপ সেই সম্পত্তির ওপর তার কোনো অধিকার নাই ক তা জেনে, খ-কে করা আগের বিক্রয় ও হস্তান্তরের তথ্য প্রকাশ না করে য-এর হাতে বিক্রি করে দেয় অথবা বন্ধক দেয় এবং য-এর কাছ থেকে বিক্রয় বা বন্ধকের টাকা প্রাপ্ত করে। ক প্রবঞ্চনা করে।

॥ ধারা : ৪১৬ ॥ ছদ্মরূপে প্রবঞ্চনা [Cheating by personation]—কোনো ব্যক্তি ছদ্ম রূপ দ্বারা প্রবঞ্চনা করছে বলা হবে তখন, যখন সে অন্য ব্যক্তি বলে ভান করে অথবা এক ব্যক্তিকে অন্য কোনো ব্যক্তি রূপে জেনে শুনে হাজির করিয়ে অথবা সে বা অন্য কোনো ব্যক্তি সে বা এমন অন্য ব্যক্তি প্রকৃত পক্ষে যা তা ছাড়া, একজন ব্যক্তি, এমন দেখিয়ে প্রতারণা করে।

স্পষ্টীকরণ—সেই ব্যক্তি, যার ছদ্ম রূপ ভান করা হয়েছে বাস্তবে তেমন ব্যক্তি কেউ থাকুক বা সে কাল্পনিক হোক তা অপরাধ বলে পরিগণিত হয়।

উদাহরণ—(ক) ক নিজেকে ঐ একই নামের একজন ধনী ব্যাঙ্কার এমন ভান করে প্রতারণা করে। ক ছদ্ম রূপ দ্বারা (বা ভান করে) প্রবঞ্চনা করে।

(খ) খ, যার মৃত্যু হয়েছে, ক তার ছদ্মরূপ দ্বারা প্রতারণা করে। ক ছদ্মরূপ দ্বারা (বা ভান করে) প্ররোচনা না করে।

॥ ধারা : ৪১৭ ॥ প্রতারণার (বা ঠকানোর) জন্য দণ্ড [Punishment for cheating]—যে কেউ প্রবঞ্চনা করবে, তাকে উভয়বিধ কারাদণ্ডের কোনো এক ধরনের কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হবে, যার মেয়াদ হতে পারে অনধিক এক বছর অথবা তাকে অর্থদণ্ডে দণ্ডিত করা হবে অথবা তাকে উভয়দণ্ডে দণ্ডিত করা হবে।

॥ ধারা : ৪১৮ ॥ যে ব্যক্তির স্বার্থরক্ষা করতে অপরাধী বাধ্য সেই ব্যক্তির অন্যায় ক্ষতি হবে জেনে প্রবঞ্চনা করা [Cheating with knowledge that wrongful loss may ensue to person whose interest offender is bound to protect]—যে কেউ এটা সম্ভাব্য একথা জেনে প্রবঞ্চনা করবে যে, সে তার দ্বারা ঐ ব্যক্তিকে অন্যায় ক্ষতি করবে, প্রতারণা সম্পর্কিত লেনদেনে যার স্বার্থ রক্ষা করতে হয় আইনের দ্বারা নতুবা আইনানুরূপ চুক্তিতে বাধ্য ছিল, তবে সে ক্ষেত্রে তাকে উভয়বিধ কারাদণ্ডের কোনো এক ধরনের কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হবে, যার মেয়াদ হতে পারে অনধিক তিন বছর অথবা অর্থদণ্ডে দণ্ডিত করা হবে অথবা তাকে উভয়দণ্ডে দণ্ডিত করা হবে।

॥ ধারা : ৪১৯ ॥ ছদ্মরূপ (বা ভান) দ্বারা প্রবঞ্চনা করার দণ্ড [Punishment for cheating by personation]—যে কেউ ছদ্মরূপ দ্বারা বা ভান করে প্রবঞ্চনা করবে, তাকে উভয়বিধ কারাদণ্ডের কোনো এক ধরনের কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হবে, যার মেয়াদ হতে পারে অনধিক তিন বছর অথবা অর্থদণ্ডে অথবা উভয়দণ্ডে দণ্ডিত করা হবে।

॥ ধারা : ৪২০ ॥ প্রবঞ্চনা করা ও সম্পত্তি অর্পণ করার নিমিত্ত অসৎ ভাবে প্ররোচনা দেওয়া [Cheating and dishonestly inducing delivery of property]—যে কেউ প্রবঞ্চনা করবে এবং তদ্দ্বারা সেই ব্যক্তিকে যাকে প্রবঞ্চিত করা হয়েছে, অসৎ ভাবে প্ররোচিত করবে যে, সে কোনো সম্পত্তি কোনো ব্যক্তিকে অর্পণ করে দেয় অথবা যে কোনো মূল্যবান প্রতিভূতি অথবা কোনো জিনিস যা হস্তাক্ষরিত বা মুদ্রাঙ্কিত এবং যা মূল্যবান প্রতিভূতিতে পবিবর্তিত করার যোগ্য, পূর্ণতঃ বা অংশতঃ প্রস্তুত করে, পরিবর্তিত করে অথবা ধ্বংস করে, তাকে উভয়বিধ কারাদণ্ডের কোনো এক ধরনের কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হবে, যাব মেয়াদ হতে পারে অনধিক সাত বছর এবং তাকে অর্থদণ্ডেও দণ্ডিত করা হবে।

কপট দলিল ও সম্পত্তির বিলিবন্দেজ বিষয়ক

(Of Fraudulent Deeds and Disposition of property)

(ধারা—৪২১ থেকে ধারা—৪২৪)

॥ ধারা : ৪২১ ॥ পাওনাদারদের মধ্যে বন্টন রোধ করতে অসৎ ভাবে বা কপটতার সঙ্গে সম্পত্তি অপসারণ বা লুকানো [Dishonest or fraudulent removal or concealment of property to prevent distribution among creditors]—যে কেউ কোনো সম্পত্তি তার পাওনাদার বা কোনো অন্য ব্যক্তির পাওনাদারদের মধ্যে আইন সম্মত ভাবে বণ্টন করা তদ্দ্বারা রোধ করার অভিপ্রায়ে অথবা তদ্দ্বারা রোধ করার সম্ভাবনা আছে তা জেনে ঐ সম্পত্তি অসৎ ভাবে বা কপটতা পূর্বক অপসারণ করবে বা লুকাবে অথবা কোনো ব্যক্তিকে অর্পণ করবে, অথবা যথেষ্ট প্রতিদান (প্রতিফল, প্রতিমূল্য, প্রতিলাভ) ব্যতিরেকে কোনো ব্যক্তিকে হস্তান্তরিত করবে বা করাবে তাকে উভয়বিধ কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হবে যার মেয়াদ হতে পারে দু' বছর অথবা তাকে অর্থদণ্ডে দণ্ডিত করা হবে অথবা তাকে উভয়দণ্ডে দণ্ডিত করা হবে।

॥ ধারা : ৪২২ ॥ অসৎ ভাবে বা কপটতাপূর্বক পাওনাদারদের ঋণের অর্থপ্রাপ্তিতে বাধা দান [Dishonestly or fraudulently preventing debt being available for creditors]—যে কেউ কোনো ঋণ বা দাবির যা তার স্বয়ং বা কোনো অন্য ব্যক্তির শোধ দেওয়ার কথা, নিজের বা অন্য কোনো ব্যক্তির ঋণসমূহ মিটিয়ে ফেলার জন্য আইনসম্মত প্রাপ্ত করাকে অসৎ ভাবে বা কপটতাপূর্বক নিবারিত করবে, তাকে উভয়বিধ কারাদণ্ডের কোনো এক ধরনের কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হবে, যার মেয়াদ হতে পারে অনধিক দু' বছর অথবা তাকে অর্থদণ্ডে দণ্ডিত করা হবে অথবা তাকে উভয়দণ্ডে দণ্ডিত করা হবে।

॥ ধারা : ৪২৩ ॥ যে হস্তান্তর দলিলে প্রতিদানের মিথ্যা বিবৃতি বিধৃত আছে তার অসৎ বা কপটতাপূর্ণ নির্বাহ [Dishonest or fraudulent execution of deed of transfer containing false statement of consideration]—যে কেউ অসৎভাবে বা কপটতাপূর্বক এমন কোনো দলিল বা সাধিত্রে হস্তাক্ষরিত করবে বা তা নির্বাহ করবে বা তাতে কোনো পক্ষ হয় যা কোনো সম্পত্তি বা তার মধ্যকার কোনো স্বার্থ হস্তান্তর করে বা ভারমুক্ত বলে মনে হয় এবং যা এমন হস্তান্তর ও ভারমুক্ত করার জন্য প্রতিদান সম্বন্ধে মিথ্যা বিবৃতি বহন করে অথবা যে ব্যক্তি বা ব্যক্তিরা যার বা যাদের ব্যবহার হিতার্থে বা প্রকৃতপক্ষে বলবৎ থাকবে তার বা তাদের সম্পর্কে মিথ্যা বিবৃতি বহন করে। সে উভয়বিধ কারাদণ্ডের কোনো এক ধরনের কারাদণ্ডে দণ্ডিত হবে। যার মেয়াদ হতে পারে দু'বছর অথবা সে অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হবে অথবা সে উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হবে।

॥ ধারা : ৪২৪ ॥ অসৎ ভাবে বা কপটতা করে সম্পত্তির অপসারণ অথবা

লুকানো [Dishonest or fraudulent removal or concealment of property]—যে কেউ অসৎ ভাবে বা কপটতা করে নিজের বা অন্য কোনো ব্যক্তির কোনো সম্পত্তি লুকাবে বা অপসারিত করবে অথবা তা লুকিয়ে রাখতে বা অপসারিত করতে অসৎ ভাবে বা কপটতা করে সাহায্য করবে অথবা অসৎ ভাবে কোনো এমন অভিযাচন বা দাবিকে যার সে অধিকারী, ছেড়ে দেবে, তাকে উভয়বিধ কারাদণ্ডের কোনো এক ধরনের কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হবে, যার মেয়াদ হতে পারে অনধিক দু'বছর অথবা তাকে অর্থদণ্ডে দণ্ডিত করা হবে অথবা তাকে উভয়দণ্ডে দণ্ডিত করা হবে।

অনিষ্ট বিষয়ক
(Of Mischief)

(ধারা—৪২৫ থেকে ধারা—৪৪০)

॥ ধারা : ৪২৫ ॥ অনিষ্ট (ক্ষতি, অপকার) [Mischief]—যে কেউ জনসাধারণকে বা কোনো ব্যক্তি বিশেষের অন্যায় ক্ষতি বা লোকসান করছে তা জেনে বা তেমন সম্ভাবনা আছে তা জেনে কোনো সম্পত্তি ধ্বংস বা কোনো সম্পত্তিতে অথবা তার অবস্থানে এমন রদ-বদল করে যাতে তার মূল্য বা উপযোগিতা নষ্ট হয় বা কমে যায় বা তার ওপর কোনো ক্ষতিকারক প্রভাব পড়ে, সে 'অনিষ্ট' করল বলা হবে।

স্পষ্টীকরণ (১) :—অনিষ্ট করার অপরাধ নিমিত্ত এটা আবশ্যক নয় যে, অপরাধী ক্ষতিগ্রস্ত বা ধ্বংসকৃত সম্পত্তির মালিকের ক্ষতি বা লোকসান সংঘটিত করার অভিপ্রায় রাখে। অপরাধী যদি ক্ষতি সাধনের দ্বারা যে কোনো ব্যক্তির ক্ষতি করতে ইচ্ছা করে অথবা তার যদি জানা থাকে যে, কোনো ব্যক্তির এমন ক্ষতি হবার সম্ভাবনা আছে, তাহলেই যথেষ্ট হবে।

স্পষ্টীকরণ (২) :—অপরাধীর নিজের সম্পত্তি অথবা অপরাধীর ও অন্যের যৌথ সম্পত্তির ক্ষতি সাধন করলেও ক্ষতি করার অপরাধ সংঘটিত হতে পারে।

উদাহরণ—(ক) য-এর অন্যায়ভাবে ক্ষতি করার অভিপ্রায়ে য-এর মূল্যবান প্রতিভূতি ক ইচ্ছা করে পুড়িয়ে ফেলে। ক অনিষ্ট করার অপরাধ করেছে।

(খ) য-এর অন্যায় ভাবে ক্ষতি করার অভিপ্রায়ে তার বরফ ঘরে ক জল ঢুকিয়ে দেয়। ক অনিষ্ট করার অপরাধ করেছে।

(গ) য-এর অন্যায় ভাবে ক্ষতি করার অভিপ্রায়ে য-এর আংটি ইচ্ছে করে ক নদীতে ফেলে দেয়। ক অনিষ্ট করার অপরাধ করেছে।

(ঘ) য-এর কাছে ক-এর ঋণের জন্য আদালতের নির্দেশ অনুযায়ী তার সম্পত্তি নিয়ে নেওয়া হবে জেনে য-এর ঋণের টাকা যাতে আদায় না হয় সেই উদ্দেশ্যে ক তার নিজের সম্পত্তি নষ্ট করে এবং এর ফলে য-এর (ঋণের টাকা আদায়ের) ক্ষতি হয়। ক অনিষ্ট করার অপরাধ করেছে।

(ঙ) ক একটি জাহাজের বীমা করিয়ে বীমাকারীদের ক্ষতি সাধন করার অভিপ্রায়ে জাহাজটি ধ্বংস সাধন করে। ক অনিষ্ট করার অপরাধ করেছে।

(চ) য একজন জাহাজ-মালিককে জাহাজের জামিনস্বরূপ টাকা ধার দিয়েছে। ক য-এর ক্ষতি করার অভিপ্রায়ে ঐ জাহাজের ধ্বংস সাধন করে। ক অনিষ্ট করার অপরাধ করেছে।

(ছ) একটা ঘোড়া ক ও য-এর যৌথ সম্পত্তি। ক অন্যায়ভাবে য-এর ক্ষতি করার অভিপ্রায়ে ঐ ঘোড়াটাকে গুলি করে মেরে ফেলল। ক অনিষ্ট করার অপরাধ করেছে।

(জ) ক য-এর শস্যক্ষেত্রের শস্য নষ্ট করার অভিপ্রায়ে অথবা ঐভাবে নষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা আছে জেনে য-এর জমিতে একদল গরু ঢুকিয়ে দিল। ক অনিষ্ট করার অপরাধ করেছে।

॥ ধারা ঃ ৪২৬ ॥ অনিষ্ট করার দণ্ড [Punishment for mischief]—যে কেউ অনিষ্ট করার অপরাধ করবে তাকে উভয়বিধ করাদণ্ডের (সশ্রম বা বিনাশ্রম) কোনো এক ধরনের কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হবে, যার মেয়াদ হতে পারে অনধিক তিনমাস অথবা অর্থদণ্ডে দণ্ডিত করা হবে অথবা উভয়দণ্ডে দণ্ডিত করা হবে।

॥ ধারা ঃ ৪২৭ ॥ পঞ্চাশ টাকা লোকসান করে অনিষ্ট [Mischief causing damage to the amount of fifty rupees]—যে কেউ অনিষ্ট করবে এবং তদ্দ্বারা পঞ্চাশ টাকা বা ততোধিক টাকার অনিষ্টের ক্ষতি বা লোকসান সংঘটিত করবে তাকে উভয়বিধ কারাদণ্ডের কোনো এক ধরনেব কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হবে, যার মেয়াদ হতে পারে অনধিক দু'বছর অথবা তাকে অর্থদণ্ডে দণ্ডিত করা হবে অথবা তাকে উভয়দণ্ডেই দণ্ডিত করা হবে।

॥ ধারা ঃ ৪২৮ ॥ দশ টাকা মূল্যের জীব-জন্তু হত্যা করে বা তাকে পঙ্গু করে দিয়ে অনিষ্ট [Mischief by killing or maiming animal of the value of ten rupees]—যে কেউ দশ টাকা বা তার অধিক মূল্যেব কোনো জীবজন্তুকে বা জীবজন্তুদেরকে হত্যা করে, বিষ দিয়ে পঙ্গু করে অথবা কাজের অনুপযোগী করে দিয়ে অনিষ্টসাধন করবে তাকে উভয়বিধ কারাদণ্ডের কোনো এক ধরনের কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হবে, যার মেয়াদ হতে পারে অনধিক দু'বছর অথবা তাকে অর্থদণ্ডে অথবা তাকে উভয়দণ্ডে দণ্ডিত করা হবে।

॥ ধারা ঃ ৪২৯ ॥ যে কোনো মূল্যের গবাদি পশু ইত্যাদি অথবা পঞ্চাশ টাকা মূল্যের যে কোনো জীবজন্তুকে হত্যা বা তাকে পঙ্গু করে দিয়ে অনিষ্ট [Mischief by killing or maiming cattle, etc., of any value or any animal of the value of fifty rupees] —যে কেউ কোনো হাতি, উট, ঘোড়া, খচ্চর, মহিষ, ষাঁড়, গাই, বলদকে তার দাম যাই হোক অথবা পঞ্চাশ টাকা বা তার বেশি মূল্যের অন্য যে কোনো জীবজন্তুকে হত্যা করে, বিষ দিয়ে পঙ্গু করে অথবা কাজের অনুপযোগী করে ক্ষতি করবে, তাকে উভয়বিধ কারাদণ্ডের কোনো এক ধরনের কারাদণ্ডে দণ্ডিত কবা হবে, যার মেয়াদ হতে পাবে অনধিক পাঁচ বছর অথবা তাকে অর্থদণ্ডে দণ্ডিত করা হবে।

॥ ধারা ঃ ৪৩০ ॥ জলসেচ ব্যবস্থার ক্ষতি করে বা অন্যায় ভাবে জলকে ভিন্ন মুখে চালিত করে অনিষ্ট [Mischief by injury to works of irrigation or by wrongfully diverting water]—যে কেউ এমন কোনো কাজ করে অনিষ্ট করবে যাতে কৃষিকাজের প্রয়োজন নিমিত্ত অথবা মানুষের বা মনুষ্যেতর প্রাণীর বা সেই সব

জীবজন্তুর যা সম্পত্তি স্বরূপ খাওয়ার বা পান করার অথবা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার অথবা কোনো উৎপাদন কাজ চালিয়ে যাবার জন্য জল সরবরাহের ঘাটতি হয় বা এমন ঘাটতি হওয়ার সম্ভাবনার কথা জেনে কোনো কাজ করে, তাকে উভয়বিধ কারাদণ্ডের কোনো এক ধরনের কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হবে, যার মেয়াদ হতে পারে অনধিক পাঁচ বছর অথবা তাকে অর্থদণ্ডে দণ্ডিত করা হবে অথবা তাকে উভয়দণ্ডে দণ্ডিত করা হবে।

॥ ধারা ঃ ৪৩১ ॥ সার্বজনিক রাস্তা, সেতু, নদী বা খালের ক্ষতি করে অনিষ্ট [Mischief by injury to public road, bridge, river or channel]—যে কেউ এমন কোনো কাজ করে অনিষ্ট করবে, যাতে কোনো সার্বজনিক রাস্তা, সেতু, নাব্য নদী বা প্রাকৃতিক বা কৃত্রিম নাব্য খালকে চলাচল বা মালপত্র প্রবহনের অগম্য বা নিরাপত্তা কমিয়ে দেওয়া যায় বা কমে যেতে যেতে পারে এমন সম্ভাবনার কথা তার জানা থাকে, তাকে উভয়বিধ কারাদণ্ডের কোনো এই ধরনের কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হবে, যার মেয়াদ হতে পারে অনধিক পাঁচ বছর অথবা তাকে অর্থদণ্ডে দণ্ডিত করা হবে অথবা তাকে উভয়দণ্ডে দণ্ডিত করা হবে।

॥ ধারা ঃ ৪৩২ ॥ সার্বজনিক নর্দমাতে হানিপ্রদ প্লাবন বা বিঘ্ন ঘটিয়ে অনিষ্ট [Mischief by causing inundation or obstruction to public drainage attended with damage]—যে কেউ এমন কোনো কাজ করে অনিষ্ট করবে, যাতে কোনো সার্বজনিক জল-নিকাশে ক্ষতিকারক বা হানিপ্রদ জলপ্লাবন বা বিঘ্ন সৃষ্টি হয় বা হওয়ার সম্ভাবনার কথা তার জানা থাকে, তাকে উভয়বিধ কারাদণ্ডের কোনো এক ধরনের কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হবে, যার মেয়াদ হতে পারে অনধিক পাঁচ বছর অথবা তাকে অর্থদণ্ডে দণ্ডিত করা হবে অথবা তাকে উভয়দণ্ডে দণ্ডিত করা হবে।

॥ ধারা ঃ ৪৩৩ ॥ বাতিঘর বা সমুদ্র নিশানা ধ্বংস করে, অপসারিত করে অথবা তার উপযোগিতা কম করে দিয়ে অনিষ্ট [Mischief by destroying or moving or rendering less useful a light house or sea mark]—যে কেউ কোনো বাতিঘর বা সমুদ্রের নিশানা হিসাবে ব্যবহৃত অন্য কোনো আলো বা কোনো সমুদ্রের নিশানা বা বয়া বা অন্য বস্তু, যা নৌচালকদের পথ নির্দেশ দানের জন্য রাখা হয়েছে, ধ্বংস করে, অপসারণ করে অথবা এমন কোনো কাজ করে যাতে ঐ বাতিঘর, সমুদ্র-নিশানা, বয়া বা পূর্বোক্ত মতো কোনো অন্য বস্তু নৌচালকদের জন্য পথ নির্দেশের উপযোগিতা কম হয়ে যায়, অনিষ্ট করবে তাকে উভয়বিধ কারাদণ্ডের কোনো এক ধরনের কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হবে, যার মেয়াদ হতে পারে অনধিক সাত বছর অথবা তাকে অর্থদণ্ডে অথবা তাকে উভয়দণ্ডে দণ্ডিত করা হবে।

॥ ধারা ঃ ৪৩৪ ॥ সরকারি প্রাধিকরণ দ্বারা স্থাপিত কোনো স্থল চিহ্ন (ভূমি নিশানা) ধ্বংস করে বা অপসারিত ইত্যাদি করে অনিষ্ট [Mischief by destroying or moving etc. a land mark fixed by public authority]—যে কেউ রাজভৃত্যের প্রাধিকারে বসানো (বা স্থাপন করা) কোনো স্থল চিহ্ন ধ্বংস করে বা অপসারণ করে অথবা এমন কোনো কাজের দ্বারা, যাতে এই স্থলচিহ্ন এমন স্থল চিহ্ন হিসাবে কম উপযোগী হয়ে যায়, অনিষ্ট করবে, তাকে উভয়বিধ কারাদণ্ডের কোনো এক ধরনের কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হবে, যার মেয়াদ হতে পারে অনধিক এক বছর অথবা তাকে অর্থদণ্ডে দণ্ডিত করা হবে অথবা তাকে উভয়দণ্ডে দণ্ডিত করা হবে।

॥ ধারা : ৪৩৫ ॥ একশ টাকার অথবা (কৃষিজ পণ্যের ক্ষেত্রে) দশ টাকার লোকসান করার অভিপ্রায়ে আগুন বা বিস্ফোরক পদার্থ দ্বারা অনিষ্ট [Mischief by fire or explosive substance with intent to cause damage to amount of one hundred or (in case of agricultural produce) ten rupees]—যে কেউ কোনো সম্পত্তি একশ টাকা বা তার চেয়ে বেশি টাকা মূল্যের অথবা (যেখানে সম্পত্তিটি হলো কৃষিজ পণ্য, সেখানে) দশ টাকা বা তার চেয়ে বেশি টাকার মূল্যের লোকসান করার অভিপ্রায়ে অথবা এমন সম্ভাবনার কথা জেনে যে, তদ্দ্বারা লোকসান হবে, আগুন বা কোনো বিস্ফোরক পদার্থ দ্বারা অনিষ্ট করবে, তাকে উভয়বিধ কারাদণ্ডের কোনো এক ধরনের কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হবে, যার মেয়াদ হতে পারে অনধিক সাত বছর এবং তাকে অর্থদণ্ডেও দণ্ডিত করা হবে।

॥ ধারা : ৪৩৬ ॥ গৃহাদির ধ্বংস সাধনের অভিপ্রায়ে আগুন বা বিস্ফোরক পদার্থ দ্বারা অনিষ্ট [Mischief by fire or explosive substance with intent to destroy house, etc.]—যে কেউ এমন যা সাধারণতঃ কোনো উপাসনা-গৃহ হিসাবে বা মানুষের বসবাসকারী কোনো বাড়ির স্থান হিসাবে অথবা সম্পত্তি হেপাজতে বা মানুষের রাখার জায়গা হিসাবে কাজে লাগে, ধ্বংস করার অভিপ্রায়ে অথবা এমন সম্ভাবনা আছে জেনে সে তার দ্বারা ধ্বংস হতে পারে আগুন বা কোনো বিস্ফোরক পদার্থ দ্বারা অনিষ্ট করবে তাকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে অথবা উভয়বিধ কারাদণ্ডের (সশ্রম বা বিনাশ্রম) কোনো এক ধরনের কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হবে, যার মেয়াদ হতে পারে অনধিক দশ বছর এবং তাকে অর্থদণ্ডেও দণ্ডিত করা হবে।

॥ ধারা : ৪৩৭ ॥ পাটাতনযুক্ত অথবা কুড়ি টন ভারযুক্ত জলযানকে ধ্বংস করার বা বিপদশঙ্কুল করার অভিপ্রায়ে অনিষ্ট [Mischief with intent to destroy or make unsafe a decked vessel or one of twenty tons burden]—যে কেউ কোনো পাটাতনযুক্ত জলযান বা কুড়ি টন বা তার চেয়ে বেশি ভারযুক্ত জলযানকে ধ্বংস করার বা বিপদশঙ্কুল করে তোলার অভিপ্রায়ে বা এমন সম্ভাবনার কথা জেনে যে সে তদ্দ্বারা তা ধ্বংস করবে বা বিপদশঙ্কুল করে তুলবে, অনিষ্ট করবে, তাকে উভয়বিধ কারাদণ্ডের কোনো এক দণ্ডের কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হবে, যার মেয়াদ হতে পারে অনধিক দশ বছর এবং তাকে অর্থদণ্ডেও দণ্ডিত কবা হবে।

॥ ধারা : ৪৩৮ ॥ ধারা : ৪৩৭-এ বর্ণিত আগুন বা বিস্ফোরক পদার্থ দ্বারা কৃত অনিষ্টের জন্য দণ্ড [Punishment for the mischief described in section 437 committed by fire or explosive substance]—যে কেউ আগুন বা কোনো বিস্ফোরক পদার্থ দ্বারা এমন অনিষ্ট করবে বা করার চেষ্টা করবে, যেমন পূর্ববর্তী ধারায় বর্ণিত হয়েছে, তাকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে অথবা উভয়বিধ কারাদণ্ডের (সশ্রম বা বিনাশ্রম) কোনো এক ধরনের কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হবে, যার মেয়াদ হতে পারে অনধিক দশ বছর এবং তাকে অর্থদণ্ডেও দণ্ডিত করা হবে।

॥ ধারা : ৪৩৯ ॥ চৌর্যাদি করার অভিপ্রায়ে ইচ্ছাকৃত ভাবে জলযানকে চড়া বা উপকূলে চালিত করার জন্য দণ্ড [Punishment for the intentionally running vessel aground or ashore with intent to commit theft

etc.]—যে কেউ কোনো জলযানকে সে তার মধ্যস্থ সম্পত্তি চুরি করতে পারে অথবা অন্যায় ভাবে এমন কোনো সম্পত্তি আত্মসাৎ করতে পারে এই অভিপ্রায় নিয়ে অথবা এই অভিপ্রায়ে যে সম্পত্তির এমন চুরি বা আত্মসাৎ করা যেতে পারে, ইচ্ছাকৃত ভাবে চড়াতে তুলে দেবে অথবা উপকূলে লাগিয়ে দেবে, তাকে উভয়বিধ কারাদণ্ডের কোনো এক ধরনের কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হবে যার মেয়াদ হতে পারে অনধিক দশ বছর এবং তাকে অর্থদণ্ডেও দণ্ডিত করা হবে।

॥ ধারা ঃ ৪৪০ ॥ মৃত্যু ঘটাবার বা জখম করার জন্য প্রস্তুতি নেওয়ার পর কৃত অনিষ্ট [Mischief committed after preparation made for causing death or hurt]—যে কেউ কোনো ব্যক্তিকে মৃত্যু বা তাকে জখম বা তাকে অবৈধ আটক করার অথবা মৃত্যুর বা জখম করার বা অবৈধভাবে আটক করার ভয় দেখাবার প্রস্তুতি নিয়ে অনিষ্ট করবে, তাকে উভয়বিধ কারাদণ্ডের কোনো এক ধরনের কারাদণ্ডে দণ্ডিত কবা হবে এবং তাকে অর্থদণ্ডেও দণ্ডিত করা হবে।

অপরাধজনক অনধিকার প্রবেশ

(Of Criminal trespass)

(ধারা—৪৪১ থেকে ধারা—৪৬২)

॥ ধারা ঃ ৪৪১ ॥ অপরাধজনক অনধিকার প্রবেশ [Criminal trespass]—যে কেউ এমন সম্পত্তিতে বা এমন সম্পত্তির ওপর, যা কোনো অন্য ব্যক্তির দখলে রয়েছে, এই উদ্দেশ্যে প্রবেশ করে যাতে সে কোনো অপরাধ করতে পারে অথবা কোনো ব্যক্তিকে, যার দখলে এমন সম্পত্তি রয়েছে তাকে ভীত, অপমানিত বা বিরক্ত করতে পারে;

অথবা এমন সম্পত্তিতে বা এমন সম্পত্তির ওপর আইনসম্মতঃ ভাবে প্রবেশ করে আইন বিরুদ্ধভাবে উপস্থিত থাকে এই উদ্দেশ্যে তদ্দ্বারা সে কোনো এমন ব্যক্তিকে ভীত, অপমানিত বা বিরক্ত করতে পারে অথবা এই উদ্দেশ্যে উপস্থিত থাকে যাতে সে কোনো অপরাধ করতে পারে;

সে 'অপরাধজনক অনধিকার প্রবেশ' করল, এমন বলা হবে।

॥ ধারা ঃ ৪৪২ ॥ বাড়িতে অনধিকার প্রবেশ [House-trespass]—যে কেউ কোনো বাড়িতে, তাঁবুতে বা জলযানে, যা মানুষের বসবাসের জায়গা হিসাবে ব্যবহৃত হয় অথবা এমন কোনো বাড়িতে বা উপাসনাগৃহ হিসাবে অথবা কোনো সম্পত্তি হেপাজতে রাখার জায়গা হিসাবে ব্যবহার করা হয়, প্রবেশ করে অথবা সেখানে অবস্থান করে (বা উপস্থিত থাকে), অপরাধজনক অনধিকার 'প্রবেশ করে, সে 'বাড়িতে অনধিকার প্রবেশ' করল এমন বলা হবে।

স্পষ্টীকরণ—অপরাধজনক অনধিকার প্রবেশকারী ব্যক্তির শরীরের কোনো অংশের প্রবেশ 'বাড়িতে অনধিকার প্রবেশ' বলে বিবেচিত হবে

॥ ধারা ঃ ৪৪৩ ॥ প্রচ্ছন্ন ভাবে বাড়িতে অনধিকার প্রবেশ [Lurking house trespass]—যে কেউ এহেন পূর্ব সতর্কতা গ্রহণের পর বাড়িতে অনধিকার প্রবেশ

করে যে, এমন ভাবে বাড়িতে অনধিকার প্রবেশ কোনো এমন ব্যক্তির কাছে গোপন করা যায় যাতে ঐ বাড়ি, তাঁবু বা জলযানের মধ্যে থেকে, যা অনধিকার প্রবেশের বিষয়, অনধিকার প্রবেশকারীকে উচ্ছেদ করে দেওয়ার বা বাইরে বের করে দেওয়ার অধিকার আছে, সে 'প্রচ্ছন্ন ভাবে বাড়িতে অনধিকার প্রবেশ করল' বলা হবে।

॥ ধারা : ৪৪৪ ॥ রাতের বেলায় প্রচ্ছন্ন ভাবে বাড়িতে অনধিকার প্রবেশ [Lurking house trespass by night]—যে কেউ সূর্যাস্তের পর এবং সূর্যোদয়ের আগে প্রচ্ছন্ন ভাবে (গুপ্ত ভাবে) বাড়িতে অনধিকার প্রবেশ করে সে 'রাতের বেলায় প্রচ্ছন্ন ভাবে বাড়িতে অনধিকার প্রবেশ করল' বলা হবে।

॥ ধারা : ৪৪৫ ॥ গৃহ-ভেদ [House breaking]—যে ব্যক্তি বাড়িতে অনধিকার প্রবেশ করে, সে গৃহ-ভেদও করে বলা হয়ে থাকে যদি সে ঐ গৃহে অথবা তার কোনো অংশে অতঃপর বিবৃত ছটি পদ্ধতির যে কোনো একটি পদ্ধতিতে প্রবেশ করে অথবা যদি সে ঐ গৃহে বা তার কোনো অংশে অপরাধ করার নিমিত্তে থেকে অথবা সেখানে অপরাধ সম্পাদনের পর ঐ গৃহ থেকে অথবা তার কোনো অংশ থেকে এমন ছটি পদ্ধতির কোনো একটি পদ্ধতিতে বাইরে বেরিয়ে যায়, যথা—

প্রথমতঃ— যদি সে কোনো এমন রাস্তা দিয়ে প্রবেশ করে অথবা বাইরে বেরয় যা সে নিজে বা ঐ বাড়িতে অনধিকার প্রবেশের কোনো প্রোৎসাহক সে বাড়িতে অনধিকার প্রবেশের জন্য তৈরি করেছে।

দ্বিতীয়তঃ— যদি সে কোনো এমন রাস্তা দিয়ে প্রবেশ করে অথবা বাইরে বেরয় যা সেই অপরাধের প্রোৎসাহক ছাড়া অন্য কোনো ব্যক্তি দ্বারা মানুষের প্রবেশের পথ হিসাবে অভীপ্সিত নয় অথবা কোনো এমন রাস্তা দিয়ে যাতে সে বেরিয়েছে কোনো প্রাচীরে বা বাড়িতে মই দ্বারা বা অন্য ভাবে চড়ে।

তৃতীয়তঃ— যদি সে কোনো এমন রাস্তা দিয়ে প্রবেশ করে বা বাইরে বেরয় যা সে বা ঐ গৃহে অনধিকার প্রবেশের কোনো প্রোৎসাহক ঐ গৃহ অনধিকার প্রবেশের জন্য এমন কোনো পদ্ধতিতে খুলেছে, যে পদ্ধতিতে ঐ রাস্তা খোলা ঐ বাড়ির দখলকারীর কাছে অভীপ্সিত নয় (অর্থাৎ এমন ভাবে রাস্তাটা খুলেছে যে ভাবে ঐ বাড়ির মালিক সাধারণতঃ খোলেন না)।

চতুর্থতঃ— যদি ঐ বাড়িতে অনধিকার প্রবেশ করার জন্য অথবা বাড়িতে অনধিকার প্রবেশের পব ঐ বাড়ি থেকে বেরিয়ে যাবার জন্য সে কোনো তালা খুলে প্রবেশ করে বা বেরিয়ে যায়।

পঞ্চমতঃ— যদি সে অপরাধজনক শক্তির প্রয়োগ বা হামলা বা কোনো ব্যক্তির ওপর হামলার হুমকি দ্বারা নিজে প্রবেশ করে এবং বেবিয়ে যায়।

ষষ্ঠতঃ— যদি সে কোনো এমন রাস্তা দিয়ে প্রবেশ করে অথবা বাইরে বেরয় যে রাস্তা সম্পর্কে সে জানে যে তা এমন প্রবেশ বা প্রস্থানকে আটকাবার জন্য বন্ধ করে রাখা হয়েছে এবং তা তার দ্বারা বা ঐ বাড়িতে অনধিকার প্রবেশের প্রোৎসাহক দ্বারা খোলা হয়েছে।

স্পষ্টীকরণ—কোনো উপগৃহ বা বহির্বাড়ি যা কোনো বাড়ির সঙ্গে দখলে

আছে এবং যার এবং ঐ রকম বাড়ির মধ্যে আসা-যাওয়ার জন্য ব্যবহার হয় না এমন রাস্তা আছে, এই ধারার অর্থের অন্তর্গত ঐ বাড়ির অংশ।

উদাহরণ—(ক) য-এর বাড়ির দেওয়ালে ছেঁদা করে এবং ঐ ছেঁদার মধ্যে দিয়ে তার হাত গলিয়ে ক বাড়িতে অনধিকার প্রবেশ করল। এটা গৃহ-ভেদ।

(খ) ক বাড়িতে অনধিকার প্রবেশ করল ডেক মধ্যবর্তী জাহাজের পার্শ্ববর্তী ঘুলঘুলির মধ্যে দিয়ে জাহাদের মধ্যে চুপিসারে হামাগুড়ি দিয়ে ঢুকে। এটা গৃহ-ভেদ।

(গ) ক একটা জানালার মধ্যে দিয়ে য-এর বাড়িতে ঢুকে বাড়িতে অনধিকার প্রবেশ করল। এটা গৃহ-ভেদ।

(ঘ) ক শক্ত ভাবে আটকানো একটা দরজা খুলে সেই দরজা দিয়ে য-এর গৃহ মধ্যে প্রবেশ করে বাড়িতে অনধিকার প্রবেশ করল। এটা গৃহ-ভেদ।

(ঙ) ক বাড়িতে অনধিকার প্রবেশ করে দরজার একটা ফুটো দিয়ে তার ঢুকিয়ে দরজার তালা বা ছিট্‌কানি বা হুড়কা খুলে ঐ দরজা-পথ দিয়ে বাড়ির মধ্যে প্রবেশ করল। এটা গৃহ-ভেদ।

(চ) য তার বাড়ির দরজার চাবির হারিয়ে ফেলল, ক তা পেল। ঐ চাবির সাহায্যে ক উক্ত দরজা খুলে য-এর বাড়িতে প্রবেশ করে বাড়িতে অনধিকার প্রবেশ করল। এটা গৃহ ভেদ।

(ছ) য তার বাড়ির দরজাতে দাঁড়িয়ে আছে। ক ধাক্কা দিয়ে য-কে ফেলে দিয়ে জোর পূর্বক বাড়িতে প্রবেশ করে ঐ বাড়িতে অনধিকার প্রবেশ করল। এটা গৃহ-ভেদ।

(জ) য হলো ম-এর দারোয়ান। সে ম-এর বাড়ির দরজায় দাঁড়িয়ে আছে। য-কে মারার ভীতি প্রদর্শন করে (হুমকি দিয়ে) ক তাকে বাধা দেওয়া থেকে বিরত করে ঐ বাড়িতে প্রবেশ করে বাড়িতে অনধিকার প্রবেশ করল। এটা গৃহ-ভেদ।

॥ ধারা ঃ ৪৪৬ ॥ রাতের বেলায় গৃহভেদ [House breaking by night]—যে কেউ সূর্যাস্তের পর এবং সূর্যোদয়ের আগে গৃহ-ভেদ করে সে রাত্রিতে গৃহ-ভেদ করল বলা হবে।

॥ ধারা ঃ ৪৪৭ ॥ অপরাধজনক অনধিকার প্রবেশের জন্য দণ্ড [Punishment for criminal trespass]—যে কেউ অপরাধজনক অনধিকার প্রবেশ করবে তাকে উভয়বিধ কারাদণ্ডের (সশ্রম বা বিনাশ্রম) কোনো এক ধরনের কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হবে, যার মেয়াদ হতে পারে অনধিক তিনমাস অথবা তাকে অর্থদণ্ডে দণ্ডিত করা হবে, যার পরিমাণ হতে পারে পাঁচ'শ টাকা অথবা তাকে উভয়দণ্ডেই দণ্ডিত করা হবে।

॥ ধারা ঃ ৪৪৮ ॥ বাড়িতে অনধিকার প্রবেশের জন্য দণ্ড [Punishment for house trespass]—যে কেউ বাড়িতে অনধিকর প্রবেশ করবে তাকে উভয়বিধ কারাদণ্ডের কোনো এক ধরনের কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হবে, যার মেয়াদ হতে পারে অনধিক এক বছর অথবা তাকে অর্থদণ্ডে দণ্ডিত করা হবে, যার পরিমাণ হতে পারে এক হাজার টাকা অথবা তাকে উভয়দণ্ডে দণ্ডিত করা হবে।

॥ ধারা ঃ ৪৪৯ ॥ মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডনীয় অপরাধ করার জন্য বাড়িতে অনধিকার প্রবেশ

[House trespass in order to commit offence punishable with death]—যে কেউ মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডযোগ্য অপরাধ সম্পাদন করার জন্য বাড়িতে অনধিকার প্রবেশ করবে তাকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হবে অথবা তাকে সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হবে, যার মেয়াদ হতে পারে অনধিক দশ বছর এবং তাকে উভয় দণ্ডে দণ্ডিত করা হবে।

॥ ধারা : ৪৫০ ॥ যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের দণ্ডযোগ্য অপরাধ করার জন্য বাড়িতে অনধিকার প্রবেশ [House trespass in order to commit offence punishable with imprisonment for life]—যে কেউ যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডযোগ্য অপরাধ সম্পাদন করার জন্য বাড়িতে অনধিকার প্রবেশ করবে তাকে উভয়বিধ কারাদণ্ডের কোনো এক ধরনের কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হবে, যার মেয়াদ হবে অনধিক দশ বছর এবং তাকে অর্থদণ্ডেও দণ্ডিত করা হবে।

॥ ধারা : ৪৫১ ॥ কারাদণ্ডে দণ্ডযোগ্য অপরাধ করার জন্য বাড়িতে অনধিকার প্রবেশ [House trespass in order to commit offence punishable with imprisonment]—যে কেউ কারাদণ্ডে দণ্ডনীয় অপরাধ সম্পাদন করার জন্য বাড়িতে অনধিকার প্রবেশ করবে তাকে উভয়বিধ কারাদণ্ডের কোনো এক ধরনের কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হবে যার মেয়াদ হতে পারে অনধিক দু'বছর এবং অর্থদণ্ডেও দণ্ডিত করা হবে এবং যদি সেই অপরাধ, যা করা তার অভীষ্ট, চুরি হয় তাহলে কারাদণ্ডের মেয়াদ সাত বছর পর্যন্ত প্রসারিত হতে পারে।

॥ ধারা : ৪৫২ ॥ জখম, হামলা বা অন্যায় আটক রাখার প্রস্তুতি নেওয়ার পর বাড়িতে অনধিকার প্রবেশ [House trespass after preparation for hurt, assault or wrongful restraint]—যে কেউ কোনো ব্যক্তিকে জখম করার জন্য বা কোনো ব্যক্তির ওপর হামলা করার জন্য অথবা কোনো ব্যক্তিকে অন্যায় ভাবে আটক করার জন্য অথবা কোনো ব্যক্তিকে জখমের বা হামলার বা অন্যায় আটকের ভীতিতে ফেলার প্রস্তুতি নিয়ে বাড়িতে অনধিকার প্রবেশ করবে তাকে উভয়বিধ কারাদণ্ডের কোনো এক ধরনের কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হবে, যার মেযাদ হতে পারে অনধিক সাত বছর এবং তাকে অর্থদণ্ডেও দণ্ডিত করা হবে।

॥ ধারা : ৪৫৩ ॥ প্রচ্ছন্ন ভাবে বাড়িতে অনধিকার প্রবেশ বা গৃহ-ভেদের জন্য দণ্ড [Punishment for lurking house trespass or house-breaking]—যে কেউ প্রচ্ছন্ন ভাবে বাড়িতে অনধিকার প্রবেশ করবে বা গৃহ-ভেদ করবে তাকে উভয়বিধ কারাদণ্ডের কোনো এক ধরনের কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হবে, যার মেয়াদ হতে পারে অনধিক দু'বছর এবং তাকে অর্থদণ্ডেও দণ্ডিত করা হবে।

॥ ধারা : ৪৫৪ ॥ কারাদণ্ডে দণ্ডনীয় অপরাধ সংঘটনের জন্য প্রচ্ছন্ন ভাবে বাড়িতে অনধিকার প্রবেশ বা গৃহ-ভেদ [Lurking house trespass or house breaking in order to commit offence punishable with imprisonment]—যে কেউ কারাদণ্ডে দণ্ডনীয় অপরাধ সংঘটনের জন্য প্রচ্ছন্ন ভাবে বাড়িতে অনধিকার প্রবেশ করবে বা গৃহ-ভেদ করবে, তাকে উভয়বিধ কারাদণ্ডের কোনো এক ধরনের কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা, যার মেয়াদ হতে পারে অনধিক তিন বছর এবং তাকে অর্থদণ্ডেও দণ্ডিত

করা হবে এবং যদি সেই অপরাধ চুরি হয়, যা করা হবে বলে অভিপ্রায় করা হয়েছে, তা হলে কারাদণ্ডের মেয়াদ দশ বছর পর্যন্ত প্রসারিত হতে পারে।

॥ ধারা : ৪৫৫ ॥ জখম, হামলা বা অন্যায় আটকের প্রস্তুতি নেওয়ার পর প্রচ্ছন্ন ভাবে বাড়িতে অনধিকার প্রবেশ বা গৃহ-ভেদ [Lurkng house trespass or house breaking after preparation for hurt, assault or wrongful restraint]—যে কেউ কোনো ব্যক্তিকে জখম করার বা কোনো ব্যক্তির ওপর হামলা করার অথবা কোনো ব্যক্তিকে অন্যায় ভাবে আটক করার অথবা কোনো ব্যক্তিকে জখমের বা হামলার বা অন্যায় আটকের ভীতির মধ্যে ফেলার প্রস্তুতি নিয়ে প্রচ্ছন্ন ভাবে বাড়িতে অনধিকার প্রবেশ বা গৃহভেদ করবে, তাকে উভয়বিধ কারাদণ্ডের কোনো এক ধরনের কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হবে, যার মেয়াদ হতে পারে অনধিক দশ বছর এবং তাকে অর্থদণ্ডেও দণ্ডিত করা হবে।

॥ ধারা : ৪৫৬ ॥ রাত্রিকালে প্রচ্ছন্ন ভাবে বাড়িতে-অনধিকার প্রবেশ অথবা রাত্রিকালে গৃহভেদের জন্য দণ্ড [Punishment for lurking house trespass or house breakng by night]—যে কেউ রাত্রিকালে প্রচ্ছন্ন ভাবে বাড়িতে অনধিকার প্রবেশ করবে অথবা রাত্রিকালে গৃহ-ভেদ করবে। তাকে উভয়বিধ কারাদণ্ডের কোনো এক ধরনের কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হবে, যার মেয়াদ হতে পারে অনধিক তিন বছর এবং তাকে অর্থদণ্ডেও দণ্ডিত কবা হবে।

॥ ধারা : ৪৫৭ ॥ কারাদণ্ডে দণ্ডনীয় অপরাধ সংঘটনের জন্য রাত্রিকালে প্রচ্ছন্ন ভাবে বাড়িতে অনধিকার প্রবেশ বা রাত্রিকালে গৃহভেদ [Lurking house trespass or house breaking by night in order to commit offence punishable with imprisonment]—যে কেউ কারাদণ্ডে দণ্ডনীয় কোনো অপরাধ সংঘটনের জন্য রাত্রিকালে প্রচ্ছন্ন ভাবে বাড়িতে অনধিকার প্রবেশ করবে অথবা রাত্রিকালে গৃহ ভেদ করবে তাকে উভয়বিধ কাবাদণ্ডের কোনো এক ধরনের কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হবে যার মেয়াদ হতে পারে অনধিক পাঁচ বছর এবং তাকে অর্থদণ্ডেও দণ্ডিত করা হবে এবং যদি সেই অপরাধ যা করা হবে বলে অভিপ্রায় করা হয়েছে, তা চুরি হয় তাহলে ঐ কারাদণ্ডের মেয়াদ চোদ্দ বছর বছর পর্যন্ত প্রসারিত হতে পারে।

॥ ধারা : ৪৫৮ ॥ জখম, হামলা বা অন্যায় আটকের প্রস্তুতি নেওয়ার পর রাত্রি কালে প্রচ্ছন্ন ভাবে বাড়িতে অনধিকার প্রবেশ বা রাত্রিকালে গৃহভেদ [Lurking house trespass or house breaking by night after preparation for hurt, assault or wrougful restraint]—যে কেউ কোনো ব্যক্তিকে জখম করার বা কোনো ব্যক্তির ওপর হামলা করার বা কোনো ব্যক্তিকে অন্যায় ভাবে আটক করার অথবা কোনো ব্যক্তির জখমের বা হামলার বা অন্যায় আটকের ভীতির মধ্যে ফেলোর প্রস্তুতি নিয়ে রাত্রিকালে প্রচ্ছন্ন ভাবে বাড়িতে অনধিকার প্রবেশ করবে বা রাত্রিকালে গৃহ-ভেদ করবে, তাকে উভয়বিধ কারাদণ্ডের কোনো এক ধরনের কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হবে, যার মেয়াদ হতে পারে অনধিক চোদ্দ বছর এবং তাকে অর্থদণ্ডেও দণ্ডিত করা হবে।

॥ ধারা : ৪৫৯ ॥ প্রচ্ছন্ন ভাবে বাড়িতে অনধিকার প্রবেশ বা গৃহ-ভেদ করার সময় গুরুতর জখম করা [Grievous hurt caused whilst committing lurking house-trespass or house-breaking]—যে কেউ প্রচ্ছন্ন ভাবে বাড়িতে অনধিকার প্রবেশ বা গৃহ-ভেদের সময় কোনো ব্যক্তিকে গুরুতর ভাবে জখম করবে অথবা কোনো ব্যক্তির মৃত্যু বা গুরুতর ভাবে জখম করার চেষ্টা করবে তাকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হবে অথবা উভয়বিধ কারাদণ্ডের (সশ্রম বা বিনাশ্রম) কোনো এক ধরনের কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হবে, যার মেয়াদ হতে পারে অনধিক দশ বছর এবং তাকে অর্থদণ্ডেও দণ্ডিত করা হবে।

॥ ধারা : ৪৬০ ॥ রাত্রিকালে বাড়িতে প্রচ্ছন্ন ভাবে অনধিকার প্রবেশ বা রাত্রিকালে প্রচ্ছন্ন ভাবে গৃহ-ভেদের সঙ্গে যৌথ ভাবে সম্পৃক্ত সমস্ত ব্যক্তিই দণ্ডযোগ্য, যেখানে তাদের মধ্যে কোনো একজনের দ্বারা মৃত্যু বা গুরুতর জখম সংঘটিত হয়েছে [All persons jointly concerned in lurking house trespass or house-breaking by night punishable where death or grievous hurt caused one of them]—যদি রাত্রিকালে বাড়িতে অনধিকার প্রবেশ বা রাত্রিকালে গৃহ-ভেদ করার সময় এমন অপরাধ সংঘটনের দোষী কোনো ব্যক্তি ইচ্ছাকৃত ভাবে কোনো ব্যক্তির মৃত্যু ঘটায় বা গুরুতর জখম করে বা মৃত্যু অথবা গুরুতর জখম করার চেষ্টা করে তাহলে এমন রাত্রিকালীন প্রচ্ছন্ন ভাবে বাড়িতে অনধিকার প্রবেশ বা রাত্রিকালীন গৃহ-ভেদের সঙ্গে যৌথ ভাবে সম্পৃক্ত প্রত্যেক ব্যক্তি যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে বা উভয়বিধ কারাদণ্ডের কোনো এক ধরনের কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হবে, যার মেয়াদ হতে পারে অনধিক দশ বছর এবং তাকে অর্থদণ্ডেও দণ্ডিত করা হবে।

॥ ধারা : ৪৬১ ॥ সম্পত্তি আছে এমন কোনো পাত্র অসৎ ভাবে ভেঙে খুলে ফেলা [Dishonestly breaking open receptacle containing property]—যে কেউ এমন কোনো বন্ধ পাত্র, যাতে সম্পত্তি আছে অথবা যাতে সম্পত্তি আছে বলে সে বিশ্বাস করে, অসৎ ভাবে বা অনিষ্ট করার অভিপ্রায়ে ভেঙে খুলবে বা খুলবে, তাকে উভয়বিধ কারাদণ্ডের কোনো এক ধরনের কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হবে, যার মেয়াদ হতে পারে অনধিক দু'বছর অথবা তাকে অর্থদণ্ডে দণ্ডিত করা হবে অথবা তাকে উভয়দণ্ডে দণ্ডিত করা হবে।

॥ ধারা : ৪৬২ ॥ হেপাজতের জন্য নিযুক্ত ব্যক্তির দ্বারা সম্পাদিত হলে একই অপরাধের জন্য দণ্ড [Punishment for same offence when committed by person entrusted with custody]—যে কেউ এমন বন্ধ পাত্র, যাতে সম্পত্তি আছে বা যাতে সম্পত্তি আছে বলে সে বিশ্বাস করে, তার হেপাজতে নিযুক্ত থেকে তা খোলার অধিকার না থাকা সত্ত্বেও অসৎ ভাবে বা অনিষ্ট করার অভিপ্রায়ে ঐ পাত্রটিকে ভেঙে খুলবে বা খুলবে তাকে উভয়বিধ কারাদণ্ডের কোনো এক ধরনের কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হবে, যার মেয়াদ হতে পারে অনধিক তিন বছর অথবা তাকে অর্থদণ্ডে দণ্ডিত করা হবে অথবা তাকে উভয়দণ্ডে দণ্ডিত করা হবে।

অধ্যায় ঃ আঠারো

CHAPTER ঃ XVIII

দস্তাবেজ এবং সম্পত্তি-চিহ্ন সম্বন্ধীয় অপরাধ বিষয়ক

(Of Offences Relating to Documents and to Property marks)

(ধারা—৪৬৩ থেকে ধারা—৪৮৯)

॥ ধারা ঃ ৪৬৩ ॥ জালিয়াতি [Forgery]— যে কেউ কোনো মিথ্যা দস্তাবেজ বা দস্তাবেজের কোনো অংশ তৈরি করে এই অভিপ্রায়ে যাতে জনসাধারণের বা কোনো ব্যক্তির লোকসান বা ক্ষতিসাধন করা যায় অথবা কোনো দাবি বা অধিকার সমর্থন করা যায় অথবা এমন কিছু করা যায় যাতে কোনো ব্যক্তি সম্পত্তি ত্যাগ কবে কোনো অভিব্যক্ত বা বিবক্ষিত চুক্তি করে অথবা কপটতা করার অভিপ্রায়ে তৈরি করে অথবা কপটতা করা যায়, এই অভিপ্রায়ে তৈরি করে, সে জালিযাতি কবে।

॥ ধারা ঃ ৪৬৪ ॥ মিথ্যা দস্তাবেজ তৈরি করা [Making false document]— সেই ব্যক্তি সম্পর্কে মিথ্যা দস্তাবেজ তৈরি করেছে বলা হবে, যখন—

প্রথমতঃ— সে অসৎ ভাবে বা কপটতাপূর্বক ভাবে কোনো দস্তাবেজ বা দস্তাবেজের অংশ বিশেষ তৈরি করে তাতে স্বাক্ষর করে, নামমুদ্রা সংযুক্ত করে বা তা নির্বাহ করে অথবা কোনো দস্তাবেজের নির্বাহ নির্দেশ করে এমন কোনো চিহ্ন তৈরি করে এমন বিশ্বাস করাবার অভিপ্রায়ে যাতে ঐ রকম দস্তাবেজ বা দস্তাবেজের অংশ বিশেষ তৈরি করা হয়েছিল, স্বাক্ষর করা হয়েছিল, নামমুদ্রা সংযুক্ত করা হয়েছিল, নির্বাহ করা হয়েছিল এমন ব্যক্তির দ্বারা বা এমন ব্যক্তির প্রাধিকার দ্বারা, যার দ্বারা বা যার প্রাধিকার দ্বারা এটি তৈরি-কৃত, স্বাক্ষরিত, নামমুদ্রা যুক্ত বা নির্বাহিত হয়নি বলে সে জানে, কিংবা এমন সময়ে যখন সে জানে যে এটা তৈরি কৃত, স্বাক্ষরিত নামমুদ্রা যুক্ত বা নির্বাহিত হয়নি, অথবা,

দ্বিতীয়তঃ— যে কোনো দস্তাবেজের কোনো গুরুত্বপূর্ণ অংশের পরিবর্তন তার দ্বারা বা কোনো অন্য ব্যক্তি দ্বারা, তা সেই ব্যক্তি এমন পরিবর্তনের সময় জীবিত থাকুক বা না থাকুক, ঐ দস্তাবেজ তৈরি করার বা নির্বাহ করার পর, তাকে বাতিল করার দ্বারা বা অন্য ভাবে, বৈধ প্রাধিকার ব্যতিরেকে, অসৎ ভাবে বা কপটতাপূর্বক করে, অথবা

তৃতীয়তঃ— যে অসৎ ভাবে বা কপটতা করে কোনো ব্যক্তিকে কোনো দস্তাবেজে স্বাক্ষরিত করায়, নামমুদ্রা যুক্ত করায়, নির্বাহ করায় বা সংশোধন কবায় এটা জেনে যে

এমন ব্যক্তি মানসিক অসুস্থতা বা মত্ততার কারণে বা তাকে যে প্রতারণা করা হয়েছে সেই হেতু উক্ত দস্তাবেজের বিষয়বস্তু বা পরিবর্তনের প্রকৃতি সম্পর্কে অবহিত নয়।

উদাহরণ—(ক) খ-এর ওপরে য-এর লেখা ১০,০০০ টাকার একটা প্রত্যয় পত্র (letters of credit) ক-এর কাছে আছে। য সেই রকমই লিখেছে বলে খ-এর বিশ্বাস হয়ে যেতে পারে এই অভিপ্রায়ে ক খ-কে প্রবঞ্চিত করার জন্য ১০,০০০-এর সঙ্গে একটা শূন্য (০) যোগ করল এবং সংখ্যাটিকে ১,০০,০০০ করল। এক্ষেত্রে ক জালিয়াতি করেছে।

(খ) য-এর সম্পত্তি ক খ-কে বেচে দেয় এই অভিপ্রায়ে এবং তদ্দ্বারা খ-এর কাছে থেকে বিক্রয়লব্ধ টাকা আদায় করে য-এর প্রাধিকার ব্যতিরেকে য-এর নামমুদ্রা এমন একটা দস্তাবেজে লাগালো, যাতে য-এর তরফ থেকে ক-কে একটি স্থাবর সম্পত্তি হস্তান্তরের দস্তাবেজ বলে মনে হয়। ক জালিয়াতি করেছে।

(গ) কোনো ব্যাঙ্কারের ওপর বাহককে প্রদেয় খ-এর দ্বারা স্বাক্ষরিত একটি চেক ক কুড়িয়ে তুলে নিল। ঐ চেকে কোনো টাকার অঙ্ক লেখা নেই। ক কপটতাপূর্বক উক্ত চেক-এ দশ হাজার টাকার অঙ্ক লিখে তা পূরণ করল। ক জালিয়াতি করল।

(ঘ) ক তার প্রতিনিধি খ-কে ক কর্তৃক স্বাক্ষরিত একটি ব্যাঙ্কের চেক-এ প্রদেয় টাকার অঙ্ক না বসিয়ে দিয়ে গেল এবং নির্দিষ্ট পরিমাণ টাকা প্রদানের উদ্দেশ্যে ঐ চেকে অনধিক দশ হাজার টাকার একটা অঙ্ক বসিয়ে চেকটি পূরণ করে নিতে খ-কে প্রাধিকার দিল। খ ঐ চেকটিতে কুড়ি হাজার টাকার অঙ্ক লিখে তা পূরণ করল। এখানে খ জালিয়াতি করল।

(ঙ) খ-এর প্রাধিকার ব্যতিরেকে খ-এর নামে ক নিজের ওপর একটি বাণিজ্যিক হুণ্ডি (Bill of exchange) কাটল। ক-এর উদ্দেশ্য হলো হুণ্ডিটি কোনো ব্যাঙ্কারের কাছে আসল হুণ্ডি হিসাবে বাট্টায় ভাঙিয়ে নেওয়া এবং মেয়াদ শেষে হুণ্ডিটি মিটিয়ে দেওয়া। এক্ষেত্রে যেহেতু ক ব্যাঙ্কারকে তার কাছে খ-এর জামিন আছে বলে ধারণা তৈরি করতে পরিচালিত করে এবং তদ্দ্বারা হুণ্ডিটি ভাঙিয়ে নিয়ে, কপটতা করার উদ্দেশ্যে হুণ্ডিটি কেটেছিল; তাই ক জালিয়াতির অপরাধে অপরাধী।

(চ) য-এর উইলে (শেষ ইচ্ছাপত্রে) এই কথাগুলি লিখিত আছে—আমি এই বলে নির্দেশ দিচ্ছি যে, আমার অবশিষ্ট সমস্ত সম্পত্তি ক, খ ও গ-এর মধ্যে সমানভাবে ভাগ করে দেওয়া হোক। ক অসৎ ভাবে খ-এর নাম এই উদ্দেশ্যে ঘষে তুলে ফেলে যাতে এমন বিশ্বাস করা যায় যে ঐ সম্পত্তি শুধু তার আর গ-এর মধ্যেই ভাগ করে দেওয়া হয়েছে। ক এখানে জালিয়াতির অপরাধে অপরাধী।

(ছ) ক একটি সরকারি অঙ্গীকারপত্র পৃষ্ঠাঙ্কন করল এবং ঐ অঙ্গীকারপত্রে 'য-কে বা তার আদেশানুসার প্রদান করুন' কথাগুলি লিখে এবং পৃষ্ঠাঙ্কনে সই করে তা য-কে বা তার আদিষ্ট ব্যক্তিকে প্রদেয় করল। খ অসৎ ভাবে 'য-কে বা তার আদেশানুসার প্রদান করুন' এই কথাগুলো মুছে দিল এবং এইভাবে সে ঐ বিশেষ পৃষ্ঠাঙ্কনকে ফাঁকা পৃষ্ঠাঙ্কনে পরিবর্তিত করল। খ জালিয়াতি করল।

(জ) ক একটি অস্থাবর সম্পত্তি য-এর কাছে বিক্রয় ও হস্তান্তর করল। পরে ক য-কে তার সম্পত্তির ব্যাপারে প্রতারিত করার অভিপ্রায়ে ঐ একই সম্পত্তির ব্যাপারে

খ-এর অনুকূলে একটি হস্তান্তর দলিলও সম্পাদন করল এবং তাতে যে তারিখে য-কে সম্পত্তি হস্তান্তরিত করা হয়েছে তার ছ'মাস আগের তারিখ দেওয়া হলো। এমনটা করা হলো এই উদ্দেশ্যে যাতে এমন একটা বিশ্বাস করা যায় যে, য-এর কাছে ঐ সম্পত্তি হস্তান্তর করার আগে সে তা খ-কে হস্তান্তর করেছে। ক জালিয়াতি করেছে।

(ঝ) য তার উইল ক-এর দ্বারা লিখিয়ে নেবার জন্য তাকে বলল। ক উদ্দেশ্যমূলক ভাবে, য ঐ উইলানুসারে সম্পত্তির প্রাপক হিসাবে যে ব্যক্তির নাম বলল, ক সেই ব্যক্তির নামের পরিবর্তে ভিন্ন ব্যক্তির নাম তাতে লিখে এবং য-এর নির্দেশ অনুযায়ী সে উইলটি লিখেছে এই কথা বলে য-কে উক্ত উইলে সই করতে প্ররোচিত করল। ক জালিয়াতি করেছে।

(ঞ) ক নিজেই একটি চিঠি লিখে এবং খ-এব অনুমতি ব্যতিরেকে খ-এর নামে তাতে সই করে এবং তার দ্বারা এমন প্রশংসা করা হয় যেন ক একজন উত্তম চরিত্র বিশিষ্ট ব্যক্তি এবং অদৃষ্টপূর্ব দুর্ভাগ্যবশতঃ নিদারুণ দুঃখ-দুর্দশার মধ্যে আছে; এমনটা করা হয় এই উদ্দেশ্যে যে এমন চিঠির সাহায্যে য এবং অন্যান্য ব্যক্তির কাছ থেকে ভিক্ষা পাওয়া যাবে। এখানে যেহেতু ক মিথ্যা দস্তাবেজ তৈরি করেছে য-কে তার সম্পত্তি দিয়ে দিতে প্ররোচিত করার জন্য, ক জালিয়াতি করেছে।

(ট) খ-এর অনুমতি ছাড়া ক নিজেই একটি চিঠি লিখল এবং তাতে খ-এর নামে সই করে ক-এর চরিত্রের প্রশংসা করে, তার দ্বারা য-এর অধীনে কাজে নিযুক্ত হবে এই উদ্দেশ্যে ক জালিয়াতি করেছে। কারণ যেহেতু সে জাল প্রশংসাপত্র দিয়ে য-কে প্রতারিত করার অভিপ্রায় করেছিল এবং তদ্দ্বারা য-কে প্রবোচিত করেছিল।

স্পষ্টীকরণ (১) ঃ—কোনো ব্যক্তি কর্তৃক স্বয়ং নিজের নাম স্বাক্ষর করা জালিয়াতির শ্রেণীতে পড়তে পারে।

উদাহরণ—(ক) ক একটি হুণ্ডিতে নিজের নাম স্বাক্ষর করে এই অভিপ্রায়ে যাতে এমনটা বিশ্বাস করে নেওয়া যায় যে, ঐ হুণ্ডি ঐ নামেরই অন্য কোনো ব্যক্তি দ্বারা লেখা হয়েছে। ক জালিয়াতি করেছে।

(খ) ক একটি টুকরো কাগজে 'স্বীকৃত' কথাটি লিখল এবং তার ওপর য-এর নামের স্বাক্ষর এই অভিপ্রায়ে করল যাতে খ পরে এই কাগজের ওপরে একটা হুণ্ডি, যা য-এর ওপর খ দ্বারা লিখিত, লেখে এবং ঐ হুণ্ডি এমন ভাবে কাজে লাগায় যেন তা য-দ্বারা স্বীকার করে নেওয়া হয়েছে। ক জালিয়াতির অপরাধে অপরাধী এবং যদি খ এই তথ্যটি জেনে ক-এর উদ্দেশ্যানুসরণে ঐ কাগজে হুণ্ডি লিখে দেয় তাহলে খ-ও জালিয়াতির অপরাধে অপরাধী হবে।

(গ) ক একই নামের অন্য একজন ব্যক্তির আদেশের প্রদেয় একটি হুণ্ডি কুড়িয়ে পেল। ক ঐ হুণ্ডিটিকে স্বীয় নামে পৃষ্ঠাঙ্কিত করে এমন বিশ্বাস করাবার অভিপ্রায়ে যে, যে ব্যক্তির আদেশে হুণ্ডিটি প্রদেয় ছিল সেই ব্যক্তির দ্বারা তা পৃষ্ঠাঙ্কিত হয়েছে। এখানে ক জালিয়াতি করেছে।

(ঘ) খ-এর বিরুদ্ধে জারি করা কোনো ডিক্রি কার্যকব করতে বিক্রি করা হয়েছে এমন কোনো একটি স্থাবর সম্পত্তি ক কিনল। খ উক্ত স্থাবর সম্পত্তি অধিকৃত হওয়ার পর য-এর সঙ্গে দুরভিসন্ধি করে ক-কে কপটতা করে বঞ্চিত করতে এবং এমন

বিশ্বাস করার অভিপ্রায়ে যে ঐ লিজ অধিকৃত হওয়ার আগে কার্যকর করা হয়েছিল, নামমাত্র ভাড়ায় এবং একটা দীর্ঘ সময়েব জন্য য-এর নামে ঐ স্থাবর সম্পত্তির লিজ (পাট্টা) করে দেয় এবং উক্তরূপ অধিকৃত হওয়ার ছ'মাস আগের তারিখ ঐ লিজে দেওয়া হয়। খ যদিও নিজের নামেই লিজটি সম্পাদন করেছে তবুও তার ওপর আগেকার তারিখ দিয়ে সে জালিয়াতি করেছে।

(ঙ) ক একজন ব্যবসায়ী, দেউলিয়া হয়ে যাওয়ার পূর্বানুমান করে তার মালপত্র খ-এর কাছে তার নিজের সুবিধা সৃষ্টির জন্য এবং তার নিজের পাওনাদারদের কপটতাপূর্বক বঞ্চিত করার অভিপ্রায়ে রেখে দিল এবং এই লেনদেন বর্ণযুক্ত করার জন্য একটি অঙ্গীকার পত্র লিখে দিল প্রাপ্ত মূল্যের জন্য একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ টাকা খ-কে দিতে নিজেকে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ ক'রে এবং ক দেউলিয়া হয়ে যাওয়ার মুখে পৌছানোর আগেই উক্ত অঙ্গীকার পত্রটি সম্পাদিত হয়েছিল বলে বিশ্বাস করানোর উদ্দেশ্যে ঐ অঙ্গীকার পত্রে সম্পাদনের প্রকৃত তারিখ না বসিয়ে আগের তারিখ বসাল। জালিয়াতি সংজ্ঞার প্রথমাংশ অনুসারে ক জালিয়াতি করেছে।

স্পষ্টীকরণ (২) ঃ—কোনো মিথ্যা দস্তাবেজ কোনো কল্পিত ব্যক্তির নামে এই অভিপ্রায়ে তৈরি কবা যাতে এমন বিশ্বাস করে নেওয়া হয় যে ঐ দস্তাবেজ একজন প্রকৃত ব্যক্তির দ্বারা তৈরি করা হয়েছে, অথবা কোনো মৃত ব্যক্তির নামে এই অভিপ্রায়ে তৈরি করা যাতে বিশ্বাস করে নেওয়া হয় যে, ঐ দস্তাবেজ ঐ ব্যক্তির দ্বারা তার জীবদ্দশায় তৈরি করা হয়েছিল, জালিয়াতি বলে গণ্য হতে পারে।

উদাহরণ—ক একজন কল্পিত ব্যক্তিব নামে একটা হুণ্ডি কাটল এবং তা বিনিময় করার অভিপ্রায়ে হুণ্ডিটি ঐ কল্পিত ব্যক্তির নামে কপটতাপূর্বক স্বীকার করে নিল। ক জালিয়াতি করল।

॥ ধারা ঃ ৪৬৫ ॥ জালিয়াতির জন্য দণ্ড [Punishment for forgery]—যে কেউ জালিয়াতি কববে, তাকে উভয়বিধ কারাদণ্ডের কোনো এক ধরনের কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হবে, যার মেয়াদ হতে পারে অনধিক দু' বছর অথবা অর্থদণ্ডে দণ্ডিত করা হবে অথবা তাকে উভযদণ্ডে দণ্ডিত কবা হবে।

॥ ধারা ঃ ৪৬৬ ॥ আদালতের নথি বা সরকারি রেজিস্টার জালিয়াতি [Forgery of record of court or of Public Register, etc.]—যে কেউ এমন দস্তাবেজের, যা কোনো আদালতেব বা আদালতে নথি বা কার্যবাহ, অথবা জন্ম, দীক্ষাদান, বিবাহ বা মৃতদেহ সমাহিত করার রেজিস্টারের অথবা রাজভৃত্য দ্বারা রাজভৃত্য হিসাবে রক্ষিত রেজিস্টার বলে প্রতীয়মান হয় অথবা কোনো প্রমাণপত্রের বা এমন দস্তাবেজেব যার সম্পর্কে প্রতীয়মান হয় যে কোনো রাজভৃত্য দ্বারা তা তার পদমর্যাদার ক্ষমতা বলে তৈরি করা অথবা কোনো মামলা দায়ের করার বা মামলার বিরোধিতা করার বা তাতে কোনো কার্যবাহ গ্রহণ করার বা রায় কবুল করার বা মোক্তরনামা সম্বন্ধীয় স্বীকারোক্তি করার প্রাধিকার জাল করে, তাকে উভয়বিধ কারাদণ্ডের কোনো এক ধরনের কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হবে, যার মেয়াদ হতে পারে অনধিক সাত বছর এবং তাকে অর্থদণ্ডেও দণ্ডিত করা হবে।

॥ ধারা ঃ ৪৬৭ ॥ মূল্যবান প্রতিভূতি [ঋণ বা সম্পত্তির নিদর্শন-পত্র], উইল

ইত্যাদির জালিয়াতি [Forgery of valuable security, will etc.]—যে কেউ এমন কোনো দস্তাবেজের জাল করে, যা কোনো মূল্যবান প্রতিভূতি বা উইল বা পুত্রের দত্তক গ্রহণের প্রাধিকার বলে প্রতীয়মান হয় অথবা যা কোনো মূল্যবান প্রতিভূতির তৈরির বা হস্তান্তরের বা তার ওপর আসল, সুদ বা লভ্যাংশ গ্রহণ করার বা কোনো অর্থ, অস্থাবর সম্পত্তি বা মূল্যবান প্রতিভূতি গ্রহণ করার বা প্রদান করার প্রাধিকার বলে প্রতীয়মান হয়, অথবা কোনো দস্তাবেজকে, যা অর্থ প্রদানের প্রাপ্তি স্বীকৃতি সূচক ঋণমুক্তি পত্র বা রসিদপত্র বলে অথবা কোনো অস্থাবব সম্পত্তি বা মূল্যবান প্রতিভূতি প্রদানের জন্য ঋণমুক্তি পত্র বা রসিদপত্র বলে প্রতীযমান হয় তাকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে অথবা উভয়বিধ কারাদণ্ডের (সশ্রম বা বিনাশ্রম) কোনো এক ধরনের কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হবে, যার মেয়াদ হতে পারে অনধিক দশ বছর এবং তাকে অর্থদণ্ডেও দণ্ডিত করা হবে।

॥ ধারা ঃ ৪৬৮ ॥ প্রতারণা করার জন্য জালিয়াতি [Forgery for purpose of cheating]—যে কেউ এমন অভিপ্রায়ে জালিয়াতি করবে যে সেই দস্তাবেজ, যা জাল করা হয়েছে, প্রতারণার নিমিত্ত কাজে লাগানো হবে তাকে উভযবিধ কারাদণ্ডের কোনো এক ধরনের কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হবে যার মেয়াদ হতে পারে সাত বছর এবং তাকে অর্থদণ্ডেও দণ্ডিত করা হবে।

॥ ধারা ঃ ৪৬৯ ॥ সুনামের হানি ঘটানোর উদ্দেশ্যে জালিয়াতি [Forgery for the purpose of harming reputation]—যে কেউ জালিয়াতি এই অভিপ্রায়ে করবে যে ঐ দস্তাবেজ, যা জাল করা হয়েছে, কোনো পক্ষেব সুনাম হানি করবে অথবা তেমন সম্ভাবনার কথা জেনে যে ঐ প্রয়োজনে তা কাজে লাগানো যাবে, তাকে উভয়বিধ কারাদণ্ডের কোনো এক ধরনের কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হবে, যার মেয়াদ হতে পারে অনধিক তিন বছর এবং তাকে অর্থদণ্ডেও দণ্ডিত করা হবে।

॥ ধারা ঃ ৪৭০ ॥ জাল দস্তাবেজ [Forged document]—যা সম্পূর্ণতঃ বা অংশতঃ জালিয়াতি করে তৈরি করা হয়েছে এমন মিথ্যা দস্তাবেজ **জাল দস্তাবেজ** বলে অভিহিত করা হয়।

॥ ধারা ঃ ৪৭১ ॥ জাল দস্তাবেজকে আসলরূপে কাজে লাগানো [Using as genuine a forged document]—যে কেউ কোনো দস্তাবেজ যার সম্পর্কে সে জানে বা বিশ্বাস করার কারণ আছে যে তা জালকৃত দস্তাবেজ, কপটতা করে বা অসৎ ভাবে আসলের মতো ব্যবহার করবে তাকে সেই ভাবেই দণ্ডিত করা হবে যেন সে নিজেই ঐ দস্তাবেজ জাল করেছে।

॥ ধারা ঃ ৪৭২ ॥ ৪৬৭ ধারার অধীন দণ্ডযোগ্য জালিয়াতি করার অভিপ্রায়ে জালকৃত নাম মুদ্রা, ইত্যাদি তৈরি করা বা হেপাজতে রাখা [Making or possessing counterfeit seal, etc. with intent to commit forgery punishable under section 467]—যে কেউ কোনো নামমুদ্রা (সীলমোহর), ফলক (চাকতি) বা ছাপ লাগানোর অন্য কোনো উপকরণ কোনো এমন জালিয়াতি করার নিমিত্ত ব্যবহার করবে বলে তৈরি করবে বা তার নকল (কূটকৃতি) তৈরি করবে যা এই সংহিতার ৪৬৭ ধারার অধীন দণ্ডযোগ্য অথবা এই উদ্দেশ্যে কোনো

এমন নামমুদ্রা ফলক বা অন্য কোনো উপকরণ জাল (বা নকল জেনেও নিজের হেফাজতে রাখবে তাকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে অথবা উভয়বিধ কারাদণ্ডের (সশ্রম বা বিনাশ্রম) কোনো এক ধরনের কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হবে, যার মেয়াদ হতে পারে অনধিক সাত বছর এবং তাকে অর্থদণ্ডেও দণ্ডিত করা হবে।

॥ ধারা ঃ ৪৭৩ ॥ অন্য ভাবে দণ্ডযোগ্য জালিয়াতি করার অভিপ্রায়ে জালকৃত নামমুদ্রা, ইত্যাদি তৈরি করা বা হেপাজতে রাখা [making or possessing counterfeit seal, etc, with intent to commit forgery punishable otherwise]—৪৬৭ ধারা ব্যাতীত এই অধ্যায়ের যে কোনো ধারা মতে দণ্ডযোগ্য হয় এমন জালিয়াতি করার অভিপ্রায়ে কোনো ছাপ দেওয়ার নিমিত্ত কোনো নামমুদ্রা, ফলক বা অন্য উপকরণ কোনো এমন জালিয়াতি করার জন্য ব্যবহার করবে বলে তৈরি করবে বা তার নকল (কূটকৃতি) তৈরি করবে অথবা এই উদ্দেশ্যে কোনো এমন নামমুদ্রা, ফলক বা অন্য কোনো উপকরণ জাল (বা নকল) জেনেও নিজের হেপাজতে রাখবে তাকে উভয়বিধ কারাদণ্ডের কোনো এক ধরনের কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হবে, যার মেয়াদ হতে পারে অনধিক সাত বছর এবং তাকে অর্থদণ্ডেও দণ্ডিত করা হবে।

॥ ধারা ঃ ৪৭৪ ॥ জালকৃত জেনে এবং তা আসল বলে চালাবার অভিপ্রায়ে ৪৬৬ বা ৪৬৭ ধারায় বর্ণিত দস্তাবেজ হেপাজতে রাখা [Having possession of document described in section 466 or 467, knowing it to be forged and intending to use it as genuine]—যে কেউ কোনো দস্তাবেজ জালকৃত জেনে এবং তা কপটতাপূর্বক বা অসৎ ভাবে আসল বলে কাজে লাগানো হবে এমন অভিপ্রায় রেখে নিজের হেফাজতে রাখবে, যদি ঐ দস্তাবেজ এই সংহিতার ৪৬৬ ধারায় উল্লেখ মতো হয়, তাহলে তাকে উভয়বিধ কারাদণ্ডের কোনো এক ধরনের কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হবে, যার মেয়াদ হতে পারে অনধিক সাত বছর এবং তাকে অর্থদণ্ডেও দণ্ডিত করা হবে তথা যদি ঐ দস্তাবেজ এই সংহিতার ৪৬৭ ধারায় উল্লেখ মতো হয় তাহলে তাকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে বা উভয়বিধ কারাদণ্ডের কোনো এক ধরনের কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হবে, যার মেয়াদ হতে পারে অনধিক সাত বছর এবং তাকে অর্থদণ্ডেও দণ্ডিত করা হবে।

॥ ধারা ঃ ৪৭৫ ॥ ৪৬৭ ধারায় বর্ণিত দস্তাবেজ সমূহ প্রামাণিকরণের জন্য ব্যবহৃত যন্ত্র বা চিহ্নের জাল তৈরি করা বা জালকৃত চিহ্নযুক্ত বস্তু হেপাজতে রাখা [Counterfeiting device or mark used for authenticating documents described in section 467 or possessing counterfeit marked material]—যে কেউ কোনো বস্তুর ওপর বা তার উপাদানে কোনো এমন যন্ত্র (কল) বা চিহ্নের—যা এই সংহিতার ৪৬৭ ধারায় বর্ণিত কোনো দস্তাবেজের প্রামাণিকরণের প্রয়োজনের জন্য ব্যবহৃত হয়ে, জাল করা হবে এই অভিপ্রায় রেখে তৈরি করবে যে, এমন যন্ত্র (বা কল) অথবা এমন চিহ্নের, ঐ পদার্থের ওপর সেই সময়ে জালিয়াতি করা হচ্ছে বা তার পরে জালকৃত কোনো দস্তাবেজকে প্রামাণিকরণের আভাস প্রদান করার প্রয়োজনে ব্যবহার করা হবে অথবা যে এমন অভিপ্রায়ে কোনো এমন বস্তু তার নিজের হেপাজতে রাখবে, যার ওপর বা যার

উপাদানে এমন যন্ত্রের বা চিহ্নের জাল করা হয়েছে, তাকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হবে অথবা তাকে উভয়বিধ কারাদণ্ডের (সশ্রম বা বিনাশ্রম) কোনো এক ধরনের কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হবে, যার মেয়াদ হতে পারে অনধিক সাত বছর এবং তাকে অর্থদণ্ডেও দণ্ডিত করা হবে।

॥ ধারা : ৪৭৬ ॥ ৪৬৭ ধারায় বর্ণিত দস্তাবেজসমূহ ভিন্ন দস্তাবেজ সমূহের প্রামাণিকরণের জন্য ব্যবহৃত যন্ত্র বা চিহ্নের জাল তৈরি করা বা জালকৃত চিহ্নযুক্ত বস্তু হেপাজতে রাখা [Counterfeiting device or mark used for authenticating documents other than those described in section 467, or possessing counterfeit marked material]—যে কেউ কোনো বস্তুর ওপর বা তার উপাদানে কোনো এমন যন্ত্র (কল) বা চিহ্নের যা এ সংহিতার ৪৭৩ ধারায় বর্ণিত কোনো দস্তাবেজ ব্যতীত ভিন্ন কোনো দস্তাবেজের প্রামাণিকরণের প্রয়োজনের জন্য ব্যবহৃত হবে, জাল করা হবে এই অভিপ্রায় রেখে তৈরি করবে, যে এমন যন্ত্র (বা কল) অথবা এমন চিহ্নের, ঐ পদার্থের ওপর সেই সময়ে জালিয়াতি করা হচ্ছে বা তার পরে জালকৃত কোনো দস্তাবেজকে প্রামাণিককরণের আভাস প্রদান করার প্রয়োজনে ব্যবহার করা হবে অথবা যে এমন অভিপ্রায়ে কোনো এমন বস্তু তার নিজের হেপাজতে রাখবে। যার ওপর বা যার উপাদানে এমন যন্ত্রের বা চিহ্নের জাল করা হয়েছে, তাকে উভয়বিধ কারাদণ্ডের কোনো এক ধরনের কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হবে, যার মেয়াদ হতে পারে অনধিক সাত বছর এবং তাকে অর্থদণ্ডেও দণ্ডিত করা হবে।

॥ ধারা : ৪৭৭ ॥ উইল, দত্তক গ্রহণ, প্রাধিকার পত্র বা মূল্যবান প্রতিভূতিকে কপটতা পূর্বক বাতিল করা, ধ্বংস করা, ইত্যাদি [Fraudulent cancellation destruction, etc. if will, authority to adopt, or valuable security]—যে কেউ কপটতা পূর্বক বা অসততাপূর্বক বা জনসাধারণ বা কোনো ব্যক্তির লোকসান বা হানি করার অভিপ্রায়ে কোনো এমন দস্তাবেজ যা উইল বা পুত্রের দত্তক গ্রহণ করার প্রাধিকার পত্র বা কোনো মূল্যবান প্রতিভূতি অথবা যা তেমন বলে প্রতীয়মান হয়, বাতিল করবে, ধ্বংস করবে বা বিকৃত করবে অথবা বাতিল, ধ্বংস বা বিকৃতি করাব চেষ্টা করবে বা লুকাবে বা লুকানোর চেষ্টা করবে বা এমন দস্তাবেজের সম্পর্কে অনিষ্ট করবে তাকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে অথবা উভয়বিধ কারাদণ্ডের কোনো এক ধরনের কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হবে, যার মেয়াদ হতে পারে অনধিক সাত বছর এবং তাকে অর্থদণ্ডেও দণ্ডিত করা হবে।

॥ ধারা : ৪৭৭-এ ॥ হিসাব-পত্রের মিথ্যাকরণ [Falsification of accounts]—যে কেউ করণিক, আধিকারিক বা কর্মচারি হয়ে বা করণিক, আধিকারিক, কর্মচারি হিসাবে নিযুক্ত থেকে অথবা তেমন ক্ষমতা বলে কাজ করা কালে ইচ্ছাকৃত ভাবে এবং কপটতা করার অভিপ্রায়ে কোনো বই, কাগজ, লিখন, মূল্যবান প্রতিভূতি বা হিসাব, যার মালিক তার নিয়োগকারী বা তার নিয়োগকারীর অধিকারভুক্ত অথবা যা তদ্ কর্তৃক তার নিয়োগকারীর জন্য বা তার পক্ষে গ্রহণ করা হয়েছে, ধ্বংস করে, পরিবর্তন করে, বিকৃত করে বা মিথ্যাকৃত করে অথবা ইচ্ছাকৃত ভাবে বা কপটতা করার অভিপ্রায়ে এমন বই, কাগজ, লিখন, মূল্যবান প্রতিভূতি বা

হিসাব থেকে বা তাতে কোনো মিথ্যা লিখন অনুপ্রবিষ্ট করাবে বা করবার জন্য প্ররোচনা দেবে অথবা তা থেকে বা তাতে কোনো গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বর্জন করবে বা পরিবর্তন করবে কিংবা ঐ রকম বর্জন বা পরিবর্তন করার জন্য প্ররোচনা দেবে তাকে উভয়বিধ কারাদণ্ডের কোনো এক ধরনের কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হবে যার মেয়াদ হতে পারে অনধিক সাত বছর অথবা তাকে অর্থদণ্ডে দণ্ডিত করা হবে অথবা তাকে উভয় দণ্ডে দণ্ডিত করা হবে।

স্পষ্টীকরণ—এই ধারার অধীন কোনো অভিযোগপত্রে কোনো বিশিষ্ট ব্যক্তি, যাকে প্রতারিত করার অভিপ্রায় করা হয়েছে, সেই ব্যক্তির নাম না করে অথবা নির্দিষ্ট যে পরিমাণ টাকা উক্ত প্রতারণার বিষয় তা অথবা যে বিশেষ দিনে অপরাধটি সংঘটিত হয়েছিল তা উল্লেখ না করে, প্রতারণা করার সাধারণ উদ্দেশ্যের অভিযোগ আনা যথেষ্ট হবে।

সম্পত্তি-চিহ্ন ও অন্যান্য চিহ্ন বিষয়ক
(Of Property and other marks)

(ধারা—৪৭৮ থেকে ধারা—৪৮৯)

॥ ধারা : ৪৭৮ ॥ বাতিল হয়ে গেছে।

॥ ধারা : ৪৭৯ ॥ সম্পত্তি-চিহ্ন [Property-mark]—সেই চিহ্ন, যা কোনো অস্থাবর সম্পত্তির কোনো বিশিষ্ট ব্যক্তির মালিকানা ভুক্তির দ্যোতক হিসাবে ব্যবহার করা হয়, তাকে সম্পত্তি-চিহ্ন বলে।

॥ ধারা : ৪৮০ ॥ বাতিল হয়ে গেছে।

॥ ধারা : ৪৮১ ॥ মিথ্যা সম্পত্তি-চিহ্নের ব্যবহার [Using a false property-mark]—যে কেউ কোনো অস্থাবর সম্পত্তি বা মালপত্র বা কোনো পেটি বা প্যাকেজ বা অন্য কোনো পাত্র, যাতে অস্থাবর সম্পত্তি বা মালপত্র রাখা আছে, এমন পদ্ধতিতে চিহ্নিত করে অথবা কোনো পেটি (বাক্স) প্যাকেজ বা অন্য কোনো পাত্র, যাতে কোনো চিহ্ন আছে, তা এমন পদ্ধতিতে ব্যবহার লাগায়, যা এজন্য যুক্তিযুক্ত ভাবে প্রকল্পিত যে, যাতে এইরকম বিশ্বাস করানো যায় যে এই রকমই চিহ্নিত সম্পত্তি বা মালপত্র বা এমন ভাবে চিহ্নিত কোনো এমন পাত্রে রাখা কোনো সম্পত্তি বা মালপত্র, এমন ব্যক্তির যা তা নয়, সে মিথ্যা 'সম্পত্তি-চিহ্ন' ব্যবহার করে বলা হয়।

॥ ধারা : ৪৮২ ॥ মিথ্যা সম্পত্তি-চিহ্ন ব্যবহার করার জন্য দণ্ড [Punishment for using a false property-mark]—যে কেউ কোনো মিথ্যা সম্পত্তি-চিহ্ন ব্যবহার করবে, যতক্ষণ না সে প্রমাণ করতে পারে যে সে প্রতারণা করার অভিপ্রায় ছাড়া ঐ কাজ করেছে, তাকে উভয়বিধ কারাদণ্ডের কোনো এক ধরনের কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হবে, যার মেয়াদ হতে পারে অনধিক এক বছর অথবা তাকে অর্থদণ্ডে দণ্ডিত করা হবে অথবা তাকে উভয়দণ্ডে দণ্ডিত করা হবে।

॥ ধারা ঃ ৪৮৩ ॥ অন্য ব্যক্তির দ্বারা ব্যবহৃত সম্পত্তি-চিহ্নের জালকরণ [Counterfeiting a property-mark used by another]—যে কেউ কোনো সম্পত্তি-চিহ্ন, যা কোনো অন্য ব্যক্তি দ্বারা ব্যবহৃত হয়, জাল করবে, তাকে উভয়বিধ কারাদণ্ডের কোনো এক ধরনের কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হবে, যার মেয়াদ হতে পারে অনধিক দু'বছর অথবা তাকে অর্থদণ্ডে দণ্ডিত করা হবে অথবা তাকে উভয়দণ্ডে দণ্ডিত করা হবে।

॥ ধারা ঃ ৪৮৪ ॥ রাজভৃত্য দ্বারা ব্যবহৃত চিহ্নের জালকরণ [Counterfeiting a mark used by a public servant]—যে কেউ কোনো সম্পত্তি-চিহ্ন, যা রাজভৃত্য দ্বারা ব্যবহৃত হয় অথবা, কোনো এমন চিহ্ন, যা রাজভৃত্য দ্বারা কোনো সম্পত্তি, কোনো নির্দিষ্ট ব্যক্তি দ্বারা বা কোনো নির্দিষ্ট সময় বা স্থানে উৎপাদিত হয়েছে তা নির্দেশ করা বোঝাতে ব্যবহৃত হয় অথবা এজন্য যে, সেই সম্পত্তি কোনো নির্দিষ্ট গুণমানের বা কোনো নির্দিষ্ট কার্যালয়ের মাধ্যমে উত্তীর্ণ হয়েছে অথবা এজন্য যে তা কোনো ছাড় পাবার যোগ্য, জাল করবে বা কোনো এমন চিহ্ন যা জাল জেনেও আসল বলে ব্যবহার করবে তাকে উভয়বিধ কারাদণ্ডের কোনো এক ধরনের কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হবে, যার মেয়াদ হতে পারে অনধিক তিন বছর এবং তাকে অর্থদণ্ডেও দণ্ডিত করা হবে।

॥ ধারা ঃ ৪৮৫ ॥ সম্পত্তি -চিহ্ন জাল করার জন্য কোনো উপকরণ তৈরি করা বা হেপাজতে রাখা [Making or possession of any instrument for counterfeiting a property-mark]—যে কেউ সম্পত্তি-চিহ্ন জাল করার উদ্দেশ্যে কোনো ডাই (ছাঁচ), চাক্‌তি বা অন্য কোনো উপকরণ (যন্ত্র) তৈরি করবে বা নিজের হেপাজতে রাখবে অথবা এমন বোঝাবার উদ্দেশ্যে কোনো সম্পত্তি -চিহ্ন নিজের হেপাজতে রাখবে যে, কোনো মাল একজন ব্যক্তির মালিকানাধীন যে ব্যক্তির মালিকানাধীন ঐগুলি নয়, তাকে উভয়বিধ কারাদণ্ডের কোনো এক ধরনের কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হবে, যার মেয়াদ প্রসারিত হতে পারে তিন বছর পর্যন্ত অথবা তাকে অর্থদণ্ডে দণ্ডিত করা হবে অথবা তাকে উভয়দণ্ডে দণ্ডিত করা হবে।

॥ ধারা ঃ ৪৮৬ ॥ জাল সম্পত্তি-চিহ্নে চিহ্নিত মালপত্র বিক্রয় [Selling goods marked with a counterfeit property-mark]—যে কেউ কোনো মালপত্র অথবা জিনিসপত্রের ওপর অথবা এমন কোনো পেটি, প্যাকেজ অন্য কোনো পাত্রের ওপর, যাতে এ রকম মাল রাখা হয়েছে, কোনো জাল সম্পত্তি চিহ্ন লাগানো বা ছাপ থাকা সত্ত্বেও বেচবে বা বেচার জন্য প্রদর্শিত করবে অথবা নিজের হেফাজতে রাখবে, যতক্ষণ না সে প্রমাণ করে দেয় যে—

(ক) এই ধারার বিরুদ্ধে অপরাধ না করার জন্য যাবতীয় যুক্তিসঙ্গত পূর্ব সতর্কতা অবলম্বন করে চিহ্নের বিশুদ্ধতার বিষয়ে সন্দেহ করার মতো কোনো কারণ অভিযোগে বর্ণিত অপরাধ করার সময় তার কাছে ছিল না, এবং

(খ) অভিযোগকারী দ্বারা বা অভিযোগকারীর দিক থেকে চাওয়ার পর সে যাদের কাছে এমন মাল বা জিনিস নিয়েছিল সেই ব্যক্তিদের সম্পর্কে সব কথা যা তার সাধ্যের মধ্যে ছিল বলে দিয়েছে, অথবা

(গ) অন্য ভাবে যে সরল মনে (নির্দোষ ভাবে, সরলতার সঙ্গে) কাজ করেছে,
তাকে উভয়বিধ কারাদণ্ডের কোনো এক ধরনের কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হবে, যার মেয়াদ হতে পারে এক বছর অথবা তাকে অর্থদণ্ডে দণ্ডিত করা হবে অথবা তাকে উভয়দণ্ডে দণ্ডিত করা হবে।

॥ ধারা : ৪৮৭ ॥ এমন কোনো পাত্রের (বা আধারের) ওপর জাল চিহ্ন দেওয়া যাতে মাল আছে [Making a false mark upon any receptacle containing goods]—যে কেউ কোনো পেটি, প্যাকেজ বা অন্য পাত্রের ওপর, যাতে মাল রাখা আছে, এমন পদ্ধতিতে কোনো এমন চিহ্ন দেবে যা এজন্য যুক্তি-সঙ্গত ভাবে প্রকল্পিত যে তা দিয়ে কোনো রাজভৃত্যের বা অন্য কোনো ব্যক্তির এমন বিশ্বাস উৎপাদন হয় যে এমন পাত্রে এমন মাল আছে, যা তাতে নাই বা তাতে এমন মাল নাই যা ওতে আছে অথবা যে, এই পাত্রে রাখা মাল এমন প্রকৃতির বা গুণমানের যা তার বাস্তবিক প্রকৃতি ও গুণমান থেকে ভিন্ন; যতক্ষণ না সে এমন প্রমাণ করে দেয় যে, সে ঐ কাজ কপটতা করার অভিপ্রায় ছাড়া করেছে, তাকে উভয়বিধ কারাদণ্ডের কোনো এক ধরনের কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হবে, যার মেয়াদ হতে পারে অনধিক তিন বছর অথবা তাকে অর্থদণ্ডে দণ্ডিত করা হবে অথবা তাকে উভয়দণ্ডে দণ্ডিত করা হবে।

॥ ধারা : ৪৮৮ ॥ কোনো এমন মিথ্যা চিহ্ন ব্যবহার করার জন্য দণ্ড [Punishment for making use of any such false mark]—যে কেউ পূর্ববর্তী ধারার দ্বারা নিষিদ্ধ যে কোনে পদ্ধতিতে এমন কোনো মিথ্যা চিহ্ন ব্যবহার করবে, যতক্ষণ না সে প্রমাণ করে যে, সে ঐ কাজ কপটতা করার অভিপ্রায় ছাড়া করেছে, তাকে তেমন ভাবেই দণ্ডিত করা হবে যেন সে ঐ ধারার বিরুদ্ধ অপরাধ করেছে।

॥ ধারা : ৪৮৯ ॥ ক্ষতি করার উদ্দেশ্যে সম্পত্তি-চিহ্নের গোপন পরিবর্তন [Tampering with property-mark with intent to cause injury]—যে কেউ কোনো সম্পত্তি-চিহ্ন কোনা ব্যক্তির ক্ষতি করাব অভিপ্রায়ে বা সম্ভাব্য ক্ষতির কথা জেনে, অপসারিত করবে, ধ্বংস করবে, বিকৃত করবে বা তাতে কিছু জুড়ে দেবে তাকে উভয়বিধ কারাদণ্ডের কোনো এক ধরনের কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হবে, যার মেয়াদ হতে পারে অনধিক এক বছর অথবা তাকে অর্থদণ্ডে দণ্ডিত করা হবে অথবা তাকে উভয়দণ্ডে দণ্ডিত করা হবে।

কারেন্সি নোট ও ব্যাঙ্ক নোট বিষয়ক

(Of currency-notes and Bank-notes)

(ধারা—৪৮৯-এ থেকে ধারা—৪৮৯-ই)

॥ ধারা : ৪৮৯-এ ॥ কারেন্সি নোট বা ব্যাঙ্ক নোট জাল করা [Counterfeiting currency-notes or bank-notes]—যে কেউ কোনো কারেন্সি নোট বা ব্যাঙ্ক নোট জাল করবে অথবা জেনে শুনে কারেন্সি নোট বা ব্যাঙ্ক নোট জালকরণ পদ্ধতির

যে কোনো অংশ সম্পাদিত করবে তাকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে অথবা উভয়বিধ কারাদণ্ডের (সশ্রম বা বিনাশ্রম) কোনো এক ধরনের কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হবে, যার মেয়াদ হতে পারে অনধিক দশ বছর এবং তাকে অর্থদণ্ডেও দণ্ডিত করা হবে।

স্পষ্টীকরণ—এই ধারার এবং ৪৮৯-বি, ৪৮৯-সি, ৪৮৯ ডি এবং ৪৮৯-ই ধারাগুলির নিমিত্ত 'ব্যাঙ্কনোট' অভিব্যক্তিটির অর্থ হলো অঙ্গীকার পত্র কিংবা বিশ্বের যে কোনো অংশে ব্যাঙ্কিং ব্যবসায় রত কোনো ব্যক্তি কর্তৃক অথবা যে কোনো রাষ্ট্রের বা সার্বভৌম শক্তির প্রাধিকার দ্বারা বা ঐ রকম প্রাধিকারের অধীনে প্রদত্ত বা বাহকের চাহিদা মতো অর্থ প্রদান করার সমতুল্য অথবা একটা প্রতিকল্প হিসাবে ব্যবহারের জন্য উদ্দিষ্ট (বা অভিপ্রেত)।

॥ ধারা : ৪৮৯-বি ॥ জাল অথবা নকল কারেন্সি নোট বা ব্যাঙ্ক নোটকে আসল বলে ব্যবহার করা (চালানো) [Using as genuine forged or counterfeit currency-notes or bank-notes]—যে কেউ কোনো জাল বা নকল (কৃত্রিম) কারেন্সি নোট বা ব্যাঙ্ক নোট তা জাল বা নকল জেনেও বা তেমন বিশ্বাস করার কারণ থাকা সত্ত্বেও, কোনো অন্য ব্যক্তিকে বিক্রি করবে অথবা তার কাছ থেকে খরিদ করবে, অথবা গ্রহণ করবে অথবা অন্য ভাবে তার কেনা-বেচা করবে অথবা তা আসল বলে ব্যবহার করবে তাকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে অথবা উভয়বিধ কারাদণ্ডে (সশ্রম বা বিনাশ্রম) দণ্ডিত করা হবে, যার মেয়াদ হতে পারে দশ বছর এবং তাকে অর্থদণ্ডেও দণ্ডিত করা হবে।

॥ ধারা : ৪৮৯-সি ॥ জাল বা নকল কারেন্সি নোট বা ব্যাঙ্ক নোট নিজের কাছে রাখা [Possession of forged on counterfeit currency-notes or bank-notes]—যে কেউ-কোনো জাল বা নকল কারেন্সি নোট বা ব্যাঙ্ক নোট তা জাল বা নকল জেনেও বা তেমন বিশ্বাস করার কারণ থেকেও এবং এমন অভিপ্রায় রেখে যে তা আসল বলে ব্যবহার করবে বা আসল বলে ব্যবহার করা যাবে বলে নিজের কাছে রাখবে, তাকে উভয়বিধ কারাদণ্ডের কোনো এক ধরনের কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হবে, যার মেয়াদ হতে পারে অনধিক সাত বছর অথবা তাকে অর্থদণ্ডে দণ্ডিত করা হবে অথবা তাকে উভয়দণ্ডেই দণ্ডিত করা হবে।

॥ ধারা : ৪৮৯-ডি ॥ কারেন্সি নোট বা ব্যাঙ্ক নোট জাল বা নকল করার জন্য যন্ত্রপাতি বা বস্তু তৈরি করা বা নিজের কাছে রাখা [Making or possessing instruments or materials for forging or counterfeiting currency-notes or bank-notes]—যে কেউ কোনো মেশিন, যন্ত্রপাতি বা বস্তু, কোনো কারেন্সি নোট বা ব্যাঙ্ক নোট জাল করার জন্য বা নকল করার প্রয়োজন নিমিত্ত অথবা কারেন্সি নোট বা ব্যাঙ্ক নোট জাল বা নকল করার অভিপ্রায় আছে তা জেনে বা বিশ্বাস করার কারণ থেকে তৈরি করবে বা তৈরি করার পদ্ধতির কোনো অংশের সম্পাদন করবে, খরিদ করবে বা বেচবে অথবা বিলিবন্দেজ করবে অথবা নিজের কাছে রাখবে, তাকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে অথবা উভয়বিধ কারাদণ্ডের কোনো এক ধরনের কারাদণ্ডে (সশ্রম বা বিনাশ্রম) দণ্ডিত করা হবে, যার মেয়াদ হতে পারে অনধিক দশ বছর এবং তাকে অর্থদণ্ডেও দণ্ডিত করা হবে।

॥ ধারা : ৪৮৯-ই ॥ কারেন্সি নোট বা ব্যাঙ্ক নোটের সদৃশ কোনো দস্তাবেজ তৈরি

করা বা ব্যবহার করা [Making or using doccuments resembling currency-notes or bank-notes]–(1) যে কেউ কোনো দস্তাবেজ কারেন্সি নোট বা ব্যাঙ্ক নোট বলে প্রতীয়মান হয় অথবা কারেন্সি নোট বা ব্যাঙ্ক নোটের যে কোনো রকম সদৃশ হয় অথবা এমন নিকট সদৃশ হয় যে তাতে প্রতারিত করার উদ্দেশ্য নিহিত বলে অনুমিত হয়, তৈরি করবে, তৈরি করাবে, অথবা যে কোনো প্রয়োজনের জন্য কাজে লাগাবে বা কোনো ব্যক্তিকে দেবে, তাকে অর্থদণ্ডে দণ্ডিত করা হবে যার পরিমাণ একশ টাকা পর্যন্ত হতে পারে।

(2)—যদি কোনো ব্যক্তি যার নাম এমন কোনো দস্তাবেজে লিখিত আছে যা তৈরি করা উপধারা (১)-এর অধীন অপরাধ, কোনো পুলিশ অফিসারকে অথবা সেই ব্যক্তির নাম ও ঠিকানা যার দ্বারা তা মুদ্রিত করা হয়েছে বা অন্য ভাবে তৈরি করা হয়েছে, বলার জন্য জিজ্ঞাসিত হয়ে তাকে বিধিসম্মত ওজর ব্যতিরেকে বলতে অস্বীকার করবে, তাকে অর্থদণ্ডে দণ্ডিত করা হবে যার পরিমাণ হতে পারে দু'শ টাকা পর্যন্ত।

(3)—যেখানে কোনো এমন দস্তাবেজের ওপর, যার সম্পর্কে কোনো ব্যক্তির ওপর উপধারা (১)-এর অধীন অপরাধের অভিযোগ আরোপ করা হয়েছে, অথবা কোনো অন্য দস্তাবেজের ওপর যা ঐ দস্তাবেজ সম্পর্কে কাজে লাগানো হয়েছে অথবা বিতরিত করা হয়েছে, কোনো ব্যক্তির নাম থাকে, সেখানে যতক্ষণ ভিন্নরূপ প্রমাণ না করে দেওয়া যায়, এই প্রাক্-প্রত্যয় করা হবে যে ঐ ব্যক্তি সেই দস্তাবেজ তৈরি করিয়েছে।

অধ্যায় ঃ উনিশ

CHAPTER ঃ XIX

সেবা-চুক্তির অপরাধজনক ভঙ্গকরণ বিষয়ক

(Of the criminal Breach of contracts of Service)

(ধারা—৪৯০ থেকে ধারা—৪৯২)

॥ ধারা ঃ ৪৯০ ॥ বাতিল হয়ে গেছে।

॥ ধারা ঃ ৪৯১ ॥ অসহায় ব্যক্তির পরিচর্যা করার এবং তার প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি সরবরাহ সম্পর্কিত চুক্তি-ভঙ্গ [Breach of contract to attend on and supply wants of helpless person]—যে কেউ কোনো এমন ব্যক্তির, যে কিশোরবস্থা বা মানসিক বিকৃতি বা রোগ বা শারীরিক দুর্বলতার জন্য অসহায় অথবা নিজের ব্যক্তিগত নিরাপত্তা বা নিজের ব্যক্তিগত আবশ্যকতাদি পূরণ করতে অসমর্থ, তার পরিচর্যা করার জন্য বা তার আবশ্যকতাদি পূরণ করার জন্য বিধিসম্মত চুক্তি দ্বারা আবদ্ধ হয়ে ইচ্ছা করে এগুলো করা থেকে বিরত থাকবে, তাকে উভয়বিধ কারাদণ্ডের কোনো এক ধরনের কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হবে, যার মেয়াদ হতে পারে অনধিক তিন মাস অথবা তাকে অর্থদণ্ডে দণ্ডিত করা হবে, যাঁর পরিমাণ হতে পারে অনধিক দু'শ টাকা অথবা তাকে উভয়দণ্ডে দণ্ডিত করা হবে।

॥ ধারা ঃ ৪৯২ ॥ বাতিল হয়ে গেছে।

অধ্যায় ঃ কুড়ি

CHAPTER ঃ XX

বিবাহ সম্পর্কিত অপরাধ বিষয়ক

(Of Offences Relating to Marriage)

(ধারা—৪৯৩ থেকে ধারা—৪৯৮)

॥ ধারা ঃ ৪৯৩ ॥ প্রতারণা করে বিধিসম্মত ভাবে বিয়ে হওয়ার বিশ্বাস উৎপাদন করে কোনো পুরুষ দ্বারা স্বামী-স্ত্রী হিসাবে সহবাস করা [Cohabitation caused by a man deceitfully inducing a belief to lawful marriage]—প্রত্যেক পুরুষ যে কোনো স্ত্রীলোককে, যার সঙ্গে তার বিধিসম্মত বিবাহ হয় নি, প্রতারণা করে বিশ্বাস জন্মাবে যে, তার সঙ্গে সে বিধিসম্মত ভাবে বিবাহিত এবং এই বিশ্বাসে ঐ স্ত্রীলোকের সঙ্গে সহবাস বা মৈথুন করবে, তাকে উভয়বিধ কারাদণ্ডের কোনো এক ধরনের কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হবে, যার মেয়াদ হতে পারে অনধিক দশ বছর এবং তাকে অর্থদণ্ডেও দণ্ডিত করা হবে।

॥ ধারা ঃ ৪৯৪ ॥ স্বামী বা স্ত্রীর জীবদ্দশায় পুনর্বিবাহ করা [Marrying again during life time of husband or wife]—যে কেউ স্বামী বা স্ত্রী জীবিত থাকা কালে কোনো এমন অবস্থায় বিবাহ করবে, যে অবস্থায় এরকম বিবাহ ঐরকম স্বামী বা স্ত্রীর জীবন কালে হওয়ার কারণে বিফল হয় (বাতিল, অকার্যকর), তাকে উভয়বিধ কারাদণ্ডের কোনো এক ধরনের কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হবে, যার মেয়াদ হতে পারে অনধিক সাত বছর এবং তাকে অর্থদণ্ডেও দণ্ডিত করা হবে।

ব্যতিক্রম ঃ ঐ রকম স্বামী বা স্ত্রীর সঙ্গে যে ব্যক্তির বিবাহটি উপযুক্ত অধিক্ষেত্র সম্পন্ন আদালত কর্তৃক বাতিল ঘোষিত হয়েছে, সেই রকম কোনো ব্যক্তির ক্ষেত্রে এই ধারা প্রযোজ্য হবে না।

এবং এমন ব্যক্তির ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হবে না, যে পূর্ব স্বামী বা স্ত্রীর জীবৎকালে বিবাহ করে নেয়, যদি এমন স্বামী বা স্ত্রী সেই পরবর্তী বিবাহের সময় এমন ব্যক্তির কাছ থেকে সাত বছর পর্যন্ত এক নাগাড়ে অনুপস্থিত থাকে এবং সেই সময়ের ভেতর এমন ব্যক্তি এমন যদি শুনে থাকে যে, সে জীবিত আছে, কিন্তু তা তখন, যখন এমন পরবর্তী বিবাহ সম্পাদনকারী ব্যক্তি সেই বিবাহ হওয়ার আগে সেই ব্যক্তিকে যার সঙ্গে এমন বিবাহ হয়, তথ্যাদির বাস্তবিক অবস্থার খবরাখবর, যতদূর সে জানে, দিয়ে দেয়।

॥ ধারা ঃ ৪৯৫ ॥ যে ব্যক্তির সঙ্গে পরবর্তী বিবাহের চুক্তি সম্পাদিত হয়েছে, তার কাছে পূর্ব বিবাহের কথা গোপন রেখে একই অপরাধ সম্পাদন [Same offence with concealment of formei narriage from person with whom subsequent marraige is contracted]—যে কেউ পূর্ববর্তী অন্তিম ধারায় পরিভাষিত অপরাধ তার পূর্ব বিবাহের কথা ঐ ব্যক্তির কাছে গোপন করে

করবে, যাতে পরবর্তী বিবাহ করা যায়, তাকে উভয়বিধ কারাদণ্ডের কোনো এক ধরনের কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হবে, যার মেয়াদ হতে পারে অনধিক দশ বছর এবং তাকে অর্থদণ্ডেও দণ্ডিত করা হবে।

॥ ধারা ঃ ৪৯৬ ॥ আইনসম্মত বিবাহ ছাড়া প্রতারণামূলক বিবাহ কর্ম সম্পন্ন করা [Marriage ceremony fraudulently gone through without lawful marriage]—যে কেউ অসৎ ভাবে বা প্রতারণামূলক অভিপ্রায়ে বিবাহিত হওয়ার কর্ম সমাধা করবে এমন জেনে যে, তদ্দ্বারা সে বিধিসম্মত ভাবে বিবাহিত হয় নি, সে উভয়বিধ কারাদণ্ডের কোনো এক ধরনের কারাদণ্ডে দণ্ডিত হবে, যার মেয়াদ হতে পারে অনধিক সাত বছর এবং সে অর্থদণ্ডেও দণ্ডিত হবে।

॥ ধারা ঃ ৪৯৭ ॥ ব্যভিচার [Adultery]—যে কেউ এমন ব্যক্তির সঙ্গে যে কিনা অন্য একজন পুরুষের স্ত্রী এবং যার কোনো পুরুষের স্ত্রী হওয়ার কথা সে জানে অথবা তেমন বিশ্বাস করার কারণ আছে, সেই পুরুষের সম্মতি অথবা উপেক্ষা ব্যতিরেকে এমন যৌন সংসর্গ (মৈথুন) করবে—যা ধর্ষণ (বা বলাৎকারের) শ্রেণীতে ঠিক পড়ে না, সে ব্যভিচারের অপরাধে অপরাধী এবং সে উভয়বিধ কারাদণ্ডের কোনো এক ধরনের কারাদণ্ডে দণ্ডিত হবে, যার মেয়াদ হতে পারে অনধিক পাঁচ বছর অথবা সে অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হবে অথবা সে উভয়বিধ দণ্ডে দণ্ডিত হবে। এ ধরনের ক্ষেত্রে বিবাহিত স্ত্রী প্রোৎসাহক (বা প্ররোচক) হিসাবে দণ্ডযোগ্যা হবে না।

॥ ধারা ঃ ৪৯৮ ॥ বিবাহিত স্ত্রীকে অপরাধজনক অভিপ্রায়ে ফুসলিয়ে নিয়ে যাওয়া বা নিয়ে যাওয়া বা আটক রাখা [Enticing or taking away or detaining with criminal intent a married woman]—যে কেউ কোনো স্ত্রীলোককে, যে, কোনো অন্য পুরুষের বিবাহিত স্ত্রী এবং যার অন্য পুরুষের স্ত্রী হওয়ার কথা সে জানে বা তেমন বিশ্বাস করার কারণ থাকে, সেই পুরুষের কাছ থেকে অথবা কোনো এমন ব্যক্তির কাছ থেকে, যে ব্যক্তি ঐ পুরুষের হয়ে তার তত্ত্বাবধান করছে, এই অভিপ্রায়ে নিয়ে যাবে অথবা ফুসলিয়ে নিয়ে যাবে, সে যে কোনো ব্যক্তির সঙ্গে অবৈধ যৌন সংসর্গ করতে পারে বা এই অভিপ্রায়ে এমন কোনো স্ত্রীলোককে লুকিয়ে রাখবে, আটক রাখবে, তাকে উভয়বিধ কারাদণ্ডের কোনো এক ধরনের কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হবে, যার মেয়াদ হতে পারে অনধিক দু'বছর অথবা অর্থদণ্ডে দণ্ডিত করা হবে, অথবা তাকে উভয়দণ্ডে দণ্ডিত করা হবে।

অধ্যায় ঃ কুড়ি-এ
(CHAPTER ঃ XX-A)
স্বামী বা স্বামীর আত্মীয়দের দ্বারা সম্পাদিত অত্যাচার বিষয়ক
(Of Cruelty by husband or Relatives of Husband)

(ধারা—৪৯৮-এ)

॥ ধারা ঃ ৪৯৮-এ ॥ কোনো স্ত্রীলোকের স্বামী বা স্বামীর আত্মীয়-স্বজনদের দ্বারা তার সঙ্গে নিষ্ঠুরতা করা [Husband or relative of husband of a woman subjecting her to cruelty]—যে কেউ, কোনো স্ত্রী-লোকের স্বামী বা স্বামীর আত্মীয়স্বজন হয়ে ঐ স্ত্রীর প্রতি নিষ্ঠুর আচরণ করবে, তাকে উভয়বিধ কারাদণ্ডের কোনো এক ধরনের কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হবে, যার মেয়াদ হতে পারে তিন বছর এবং তাকে অর্থদণ্ডেও দণ্ডিত করা হবে।

স্পষ্টীকরণ—এই ধারার নিমিত্ত নিষ্ঠুরতা বলতে নিম্নলিখিত অভিপ্রায় বুঝায়—

(ক) জেনে শুনে করা কোনো আচরণ যা এমন ধরনের যে, তাতে ঐ স্ত্রীকে আত্মহত্যার করার জন্য প্ররোচিত করার বা ঐ স্ত্রীলোকের জীবন, অঙ্গ, স্বাস্থ্যের (তা মানসিক হোক বা শারীরিক) গুরুতর ক্ষতিসাধন করার বা বিপদ ঘটাবার সম্ভাবনা থাকে, অথবা

(খ) কোনো স্ত্রীলোককে এমন ভাবে বিরক্ত করা যাতে তাকে বা তার কোনো আত্মীয়স্বজনকে কেনো সম্পত্তি বা মূল্যবান প্রতিভূতিব কোনো বেআইনি দাবি পূরণ করার জন্য পীড়িত করা যায় অথবা কোনো স্ত্রীলোককে এ কারণে হয়রান করা যে তার কোনো আত্মীয়স্বজন এমত দাবি পূরণে ব্যর্থ হয়েছে।

ব্যাখ্যা—পণের জন্য বিবাহিত মহিলাদের মৃত্যুর বিপদ থেকে সমাজকে রক্ষা করার উদ্দেশ্যে গত ১৯৮৩ সালের ৪৬নং সংশোধন আইনে এই বিধানটি ভারতীয় দণ্ড সংহিতায় সংযোজিত করা হয়েছে।

অধ্যায় ঃ একুশ

CHAPTER ঃ XXI

মানহানি বিষয়ক

(Of Defamation)

(ধারা—৪৯৯ থেকে ঃ ধারা—৫০২)

॥ ধারা ঃ ৪৯৯ ॥ মানহানি [Defamation]—যে কেউ কথিত বা পাঠ করার জন্য উদ্দিষ্ট শব্দসমূহ দ্বারা অথবা সঙ্কেত দ্বারা অথবা দৃশ্য প্রতীক দ্বারা কোনো ব্যক্তি সম্পর্কে কোনো নিন্দা এই উদ্দেশ্যে করে বা নিন্দা প্রকাশিত করে যাতে এমন নিন্দার ফলে ঐ ব্যক্তির সুনামের হানি হয় বা এমন নিন্দায় ঐ ব্যক্তির সুনামের হানি হবে তা জেনে বা বিশ্বাস করার কারণ থেকে যদি তার নিন্দা করবে বা নিন্দা প্রকাশিত করবে, অতঃপর উল্লিখিত ব্যতিক্রমগুলি ব্যাতিরেকে, তার সম্পর্কে বলা হয় যে সে ঐ ব্যক্তির মানহানি করে।

স্পষ্টীকরণ (১) ঃ—কোনো মৃত ব্যক্তির কোনো নিন্দা করা মানহানির পর্যায়ে পড়বে যদি ঐ নিন্দা সেই ব্যক্তিটি বেঁচে থাকলে তার সুনামের হানি ঘটাত এবং তার উদ্দেশ্য যদি হয় তাব পরিবার বা অন্যান্য নিকট আত্মীয়-স্বজনদের মর্মে বেদনা দান।

স্পষ্টীকরণ (২) ঃ—কোনো কোম্পানি, সমিতি বা ব্যক্তিগোষ্ঠি সম্পর্কে কোনো নিন্দা আরোপ করা হলে তা মানহানির পর্যায়ে পড়বে।

স্পষ্টীকরণ (৩) ঃ— বিকল্প হিসাবে বা ব্যঙ্গোক্তির মাধ্যমে অভিব্যক্ত নিন্দাও মানহানিব পুর্যায়ে পড়বে।

স্পষ্টীকরণ (৪) ঃ—কোনো নিন্দাকে (বা দোষারোপকে) কারো সুনামের হানিকারক বলা হয় না যতক্ষণ ঐ নিন্দা (বা দোষারোপ) অন্যের দৃষ্টিতে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে ঐ ব্যক্তির সদাচাবিক ও (নৈতিক) ও বৌদ্ধিক চরিত্রকে হেয় প্রতিপন্ন না করে বা ঐ ব্যক্তির জাতি বা পেশার সম্পর্কে তার শীলতাকে হেয় (বা অবনমন) না করে অথবা সেই ব্যক্তির চরিত্রকে খাটো না করে অথবা এমন বিশ্বাস না করায় যে, ঐ ব্যক্তির শরীর জঘন্য অবস্থায় আছে বা এমন অবস্থায় আছে যাকে সাধারণ ভাবে নিকৃষ্ট বলে মনে কবা হয়।

উদাহরণ—(ক) য-অবশ্যই খ-এর ঘড়ি চুরি করেছে এমন বিশ্বাস করাবার উদ্দেশ্যে ক বলল, য একজন সৎ ব্যক্তি, সে কখনোই খ-এর ঘড়ি চুরি করেনি। যতক্ষণ না এটা ব্যতিক্রমগুলোর কোনো একটির মধ্যে না পড়ে, তা মানহানি।

(খ) ক-কে জিজ্ঞাসা করা হলো খ-এর ঘড়ি কে চুরি করেছে। ক খ-এর ঘড়ি য চুরি করেছে বলে বিশ্বাস করাবার উদ্দেশ্যে য-এর দিকে ইঙ্গিত করল। যতক্ষণ না তা ব্যতিক্রমগুলোর কোনো একটির মধ্যে পড়ছে, তা মানহানি।

(গ) য খ-এর ঘড়ি চুরি করেছে এমন বিশ্বাস করাবার উদ্দেশ্যে য-এর একটা ছবি তুলল, যাতে দেখা যাচ্ছে য খ-এর ঘড়ি নিয়ে পালাচ্ছে। যতক্ষণ না তা ব্যতিক্রমগুলোর কোনো একটির মধ্যে পড়ছে, তা মানহানি।

প্রথম ব্যতিক্রম ঃ সার্বজনিক হিতার্থে যে সত্য বিষয়ের নিন্দা করা বা প্রকাশিত করা বিধেয় [Imputation of truth which public good requires to be made or published]—কোনো ব্যক্তি সম্পর্কে যা সত্য সে রকম কোনো ব্যাপারে নিন্দা করা মানহানি নয়, যদি তা জন-কল্যাণের জন্য হয় যে তার নিন্দা করা বা সাধারণ্যে প্রকাশ করা বিধেয় (উচিত কাজ) হয়। তা জন-কল্যাণের জন্য কিনা তা তথ্যের প্রশ্ন (question of fact)।

দ্বিতীয় ব্যতিক্রম ঃ রাজভৃত্যদের প্রকাশ্য আচরণ [Public conduct of public servants]—সরকারি কর্তব্য পালনের ক্ষেত্রে রাজভৃত্যদের আচরণ সম্পর্কে অথবা ঐ আচরণের মধ্যে দিয়ে তার যে চরিত্র প্রকাশিত হয় সে বিষয়ে সদ্‌ভাবপূর্বক অভিব্যক্ত কোনো অভিমত—তা যা-ই হোক, মানহানি নয়।

তৃতীয় ব্যতিক্রম ঃ সার্বজনিক কোনো প্রশ্ন সম্পর্কে কোনো ব্যক্তির আচরণ [Conduct of any person touching any public question]—কোনো সার্বজনিক প্রশ্নের ব্যাপারে কোনো ব্যক্তির আচরণ সম্পর্কে এবং তার চরিত্রের বিষয়ে, যতদূর তার চরিত্র ঐ আচরণের মধ্যে দিয়ে প্রকাশ পায়, কোনো অভিমত, তা যা-ই হোক, সদ্‌ভাবপূর্বক অভিব্যক্ত করা মানহানি নয়।

উদাহরণ—কোনো সার্বজনিক প্রশ্নের ব্যাপারে সরকারকে কোনো দরখাস্ত দেওয়া, কোনো সার্বজনিক প্রশ্নের জন্য সভা আহ্বান করার অধিযাচনে স্বাক্ষর করা, ঐ রকম সভায় সভাপতিত্ব করা, সভাতে যোগ দেওয়া, জনসাধারণের সমর্থন প্রার্থী সমিতি গঠন করা বা ঐ রকম সমিতিতে যোগদান করা, জনসাধারণের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট কোনো কর্তব্য সম্পাদনের জন্য যোগ্যতার সঙ্গে কোনো পদের কোনো বিশেষ প্রার্থীর পক্ষে ভোট দান প্রার্থনা বা ভোট প্রার্থনা করে ফেরা বিষয়ে য-এর আচরণ সম্পর্কে সরল বিশ্বাসে কোনো অভিমত ব্যক্ত করা য-এর পক্ষে মানহানি করা নয়।

চতুর্থ ব্যতিক্রম ঃ আদালতের কার্যবাহের প্রতিবেদন প্রকাশ [Publication of reports of proceedings of court]—কোনো আদালতের কার্যবাহের কার্যবাহসমূহের বা কোনো এমন কার্যবাহসমূহের পরিণামের অস্তিত্বপূর্ণ প্রকৃত সত্য প্রতিবেদন প্রকাশ করা মানহানি নয়।

স্পষ্টীকরণ—কোনো 'জাস্টিস অব দ্য পীস' বা অন্য আধিকারিক, যিনি কোনো আদালতের বিচারের প্রারম্ভিক কাজ হিসাবে প্রকাশ্য আদালতে তদন্ত সম্পাদনকারী কোনো 'জাস্টিস অব্ দ্য পীস' (ন্যায়পাল) বা অন্য আধিকারিক আদালত হবে।

পঞ্চম ব্যতিক্রম ঃ আদালতের মীমাংসিত মামলার গুণাগুণ বা সাক্ষী এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য ব্যক্তির আচরণ [Merits of case decided in court or conduct of witnesses and others concerned]—কোনো এমন মামলার গুণাগুণ বিষয়ে তা দেওয়ানী হোক বা ফৌজদারি, যা কোনো আদালত দ্বারা মীমাংসিত

হয়েছে, অথবা কোনো এমন মামলার পক্ষ, সাক্ষী বা নিযুক্তক হিসাবে কোনো ব্যক্তির আচরণের বিষয়ে অথবা এমন ব্যক্তির চরিত্রের (শীলতার) বিষয়ে তার আচরণ থেকে যতটা চরিত্র (শীলতা) প্রকাশ পায় কোনো অভিমত, তা যা-ই হোক, সদ্ভাবপূর্বক অভিব্যক্ত করা মানহানি নয়।

উদাহরণ—ক বলল, আমি মনে করি ঐ বিচারের সময় য প্রদত্ত সাক্ষ্য এমন পরস্পর বিরোধী (অসঙ্গত) যে সে অবশ্যই নির্বোধ কিংবা অসৎ। যদি ক এটা সরল বিশ্বাসে বলে থাকে তাহলে তা এই ব্যতিক্রমের অন্তর্গত হবে কারণ যে অভিমত সে য-এর চরিত্রের বিষয়ে অভিব্যক্ত করেছে তা তার প্রদত্ত সাক্ষী হিসাবে য-এর আচরণ থেকে প্রকাশিত হওয়া, তার বেশি কিছু নয়।

(খ) কিন্তু যদি ক বলে, যা কিছু য ঐ বিচারকালে সরল বিশ্বাসে বলেছে আমি তা বিশ্বাস করি না কারণ আমি জানি যে সে সত্যপরায়ণতা বর্জিত ব্যক্তি। তাহলে ক এই ব্যতিক্রমের আওতায় আসবে না, কারণ যে অভিমত সে য-এর চরিত্র সম্পর্কে ব্যক্ত করছে, তা এমন অভিমত যা সাক্ষী হিসাবে য-এর আচারণের ওপর প্রতিষ্ঠিত নয়।

ষষ্ঠ ব্যতিক্রম : জনসাধারণ্যে সম্পাদিত কার্যাদির গুণাগুণ [Merit of Public Performance]—কোনো এমন কৃতির গুণাগুণ বিষয়ে যা তার স্রষ্টা জনসাধারণের বিচারের জন্য পরিবেশন করেছেন, অথবা তার স্রষ্টার চরিত্রেব বিষয়ে, যতটা তার চরিত্র ঐ কৃতিতে প্রকাশ পায়, কোনো অভিমত সরল বিশ্বাসে অভিব্যক্ত করা মানহানি নয়।

স্পষ্টীকরণ—কোনো কৃতি সর্বসাধারণের বিচারের জন্য ব্যক্তভাবে পরিবেশন করা যেতে পারে বা স্রষ্টার দিক থেকে কৃত কোনো কাজের দ্বারা পরিবেশিত হতে পারে যার দ্বারা পরোক্ষভাবে বিচারের জন্য সর্বসাধারণের সামনে উপস্থাপন প্রকাশ পায়।

উদাহরণ—(ক) যে ব্যক্তি গ্রন্থ প্রকাশ করে, সে ঐ গ্রন্থ সর্বসাধারণের বিচারার্থ পেশ করে।

(খ) যে ব্যক্তি সর্বসাধারণের সামনে ভাষণ দেয়, সেই ব্যক্তি তার ভাষণ জনসাধারণের বিচারার্থ পেশ করে।

(গ) কোনো অভিনেতা বা গায়ক যখন কোনো প্রকাশ্য মঞ্চে উপস্থিত হয়, সে তার অভিনয় বা সঙ্গীত পরিবেশন সর্বসাধারণের বিচারার্থ পেশ করে।

(ঘ) য-দ্বারা প্রকাশিত একটি গ্রন্থ সম্পর্কে ক বলে, য-এর গ্রন্থ মূর্খতাপুর্ণ, য অবশ্যই কোনো দুর্বল ব্যক্তি হবে। য-এর গ্রন্থ অশ্লীল, য অবশ্যই অপরিচ্ছন্ন মানসিকতার ব্যক্তি। যদি ক সরল বিশ্বাসে এমনটা বলে তাহলে তা এই ব্যতিক্রমের আওতায় আসবে কারণ, যে অভিমত সে য-এর সম্পর্কে অভিব্যক্ত করেছে তা য-এর চরিত্রের ব্যাপারে ততটাই সম্পর্কিত যতটা য-এর গ্রন্থে প্রকাশ পায় তার বেশি নয়।

(ঙ) কিন্তু যদি ক বলে, য এর গ্রন্থ যে মূর্খতাপূর্ণ ও অশ্লীল তাতে আমার আশ্চর্যের কিছু নাই, কারণ য-একজন দুর্বল ও লম্পট ব্যক্তি।' ক এই ব্যতিক্রমের আওতায় আসবে না কারণ ক য-এর চরিত্র বিষয়ে যে অভিমত ব্যক্ত করেছে তা এমন অভিমত যা য-এর গ্রন্থের ওপর প্রতিষ্ঠিত নয়।

সপ্তম ব্যতিক্রম ঃ কোনো অন্য ব্যক্তির ওপর বিধিসম্মত প্রাধিকার আছে এমন ব্যক্তি দ্বারা সরল বিশ্বাসে করা ভর্ৎসনা [Censure passed in good faith by person having lawful authority over another]—কোনো এমন ব্যক্তি দ্বারা, যা কোনো অন্য ব্যক্তির ওপর কোনো এমন প্রাধিকার থাকে, যা হয় আইন দ্বারা প্রদত্ত অথবা সেই অন্য ব্যক্তির সঙ্গে করা কোনো আইনানুগ চুক্তি দ্বারা আবদ্ধ, এমন বিষয়ে, যার সঙ্গে এমন বিধিসম্মত প্রাধিকার সম্পর্কিত, সেই অন্য ব্যক্তির আচারণের সম্পর্কে সরল বিশ্বাসে করা কোনো ভর্ৎসনা মানহানি নয়।

উদাহরণ—সরল বিশ্বাসে বিচারকের সাক্ষীর অথবা আদালতের কোনো আধিকারিকের আচরণকে ভর্ৎসনা করা, বিভাগীয় প্রধান কর্তৃক সরল বিশ্বাসে যে সব ব্যক্তি তার আদেশ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত তাদের ভর্ৎসনা করা, মাতাপিতা কর্তৃক সরল বিশ্বাসে অন্যান্য শিশুদের সামনে কোনো শিশুকে ভর্ৎসনা করা, মাতাপিতার কাছ থেকে অধিকার প্রাপ্ত করে কোনো বিদ্যালয়ের শিক্ষক কর্তৃক সরল বিশ্বাসে অন্য ছাত্রদের সামনে কোনো ছাত্রকে ভর্ৎসনা করা, কাজে অবহেলা করার জন্য নিয়োগকর্তা কর্তৃক সরল বিশ্বাসে তার কর্মচারিকে ভর্ৎসনা করা, ব্যাঙ্কার কর্তৃক সরল বিশ্বাসে তার ব্যাঙ্কের কোষাধ্যক্ষ হিসাবে কোষাধ্যক্ষর আচরণে তাকে ভর্ৎসনা করা এই ব্যতিক্রমের আওতায় পড়বে।

অষ্টম ব্যতিক্রম ঃ সরল বিশ্বাসে অধিকার প্রাপ্ত ব্যক্তির কাছে অভিযোগ করা [Accusation preferred in good faith to authorised person]—কোনো ব্যক্তির বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ, অনেক ব্যক্তির মধ্যে কোনো একজন ব্যক্তির সামনে সরল বিশ্বাসে করা, যে ঐ ব্যক্তির ওপব অভিযোগের বিষয়বস্তু সম্পর্কে বিধিসম্মত ভাবে প্রাধিকারকৃত, মানহানি নয়।

উদাহরণ—যদি ক একজন ম্যাজিস্ট্রের সামনে য-এর ওপর সরল বিশ্বাসে অভিযোগ আরোপ করে, যদি ক একজন ভৃত্য য-এর আচরণ সম্পর্কে য-এর মালিকের কাছে সরল বিশ্বাসে অভিযোগ করে, যদি ক একটি শিশু য-এর সম্পর্কে য-এর বাবার কাছে সরল বিশ্বাসে অভিযোণ করে, তাহলে ক এই ব্যতিক্রমের আওতায় আসবে।

নবম ব্যতিক্রম ঃ নিজের বা অন্যের হিতার্থে সুরক্ষার নিমিত্ত কোনো ব্যক্তির দ্বারা সরল বিশ্বাসে আরোপ করা নিন্দা [Imputation made in good faith by person for protection of his or others interests]—কোনো অন্য ব্যক্তির চরিত্রের ওপর নিন্দা আরোপ করা মানহানি নয়, কিন্তু তা তখন, যখন আরোপকারী ব্যক্তির বা কোনো অন্য ব্যক্তির হিতের সুরক্ষার জন্য অথবা জন-কল্যাণের জন্য সেই নিন্দা আরোপ করা হয়।

উদাহরণ—(ক) ক একজন দোকানদার। সে তার ব্যবসা দেখাশুনা করে যে খ তাকে বলে যতক্ষণ য-নগদ টাকা না দিচ্ছে, ততক্ষণ তাকে কিছু বিক্রি করবে না, কারণ তার সততার ব্যাপারে আমার কোনো অভিমত নাই। যদি সে য-এর ওপর এই নিন্দা আরোপ করে তাব হিতের সুরক্ষার্থে সরল বিশ্বাসপূর্বক, তাহলে ক এই ব্যতিক্রমের আওতায় আসবে।

(খ) ক, একজন ম্যাজিস্ট্রেট তার বরিষ্ঠ আধিকারিককে রিপোর্ট দিতে গিয়ে য-এর চরিত্র সম্পর্কে নিন্দা আরোপ করল। এখানে যদি এই নিন্দা সরল বিশ্বাসে এবং জন-কল্যাণের জন্য আরোপ করে থাকে তাহলে ক এই ব্যতিক্রমের আওতায় আসবে।

দশম ব্যতিক্রম ঃ সতর্কীকরণ, যাকে দেওয়া হয়েছে তার হিতার্থে অথবা জন-কল্যাণের জন্য উদ্দিষ্ট [Caution intended for good of person to whom conveyed or for public good]—কোনো ব্যক্তিকে অন্য কোনো ব্যক্তির বিরুদ্ধে সরল বিশ্বাসে সতর্ক করা মানহানি নয়, কিন্তু তা তখন, যখন এমন সতর্কীকরণ, যাকে দেওয়া হয়েছে, যার সঙ্গে তার স্বার্থ সংশ্লিষ্ট আছে, অথবা জন-কল্যাণের উদ্দিষ্ট।

॥ ধারা ঃ ৫০০ ॥ মানহানির জন্য দণ্ড [Punishment for defamation]—যে কেউ কোনো অন্য ব্যক্তির মানহানি করবে, তাকে বিনাশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হবে, যার মেয়াদ হতে পারে অনধিক তিন বছর অথবা তাকে অর্থদণ্ডে দণ্ডিত করা হবে, অথবা তাকে উভয়দণ্ডে দণ্ডিত করা হবে।

॥ ধারা ঃ ৫০১ ॥ মানহানিকারক বলে জানা কোনো কথা মুদ্রণ বা উৎকীর্ণ করা [Printing or engraving matter known to be defamatory]—যে কেউ কোনো কথা অন্য ব্যক্তির ক্ষেত্রে মানহানিকারক জেনে বা তেমন বিশ্বাস করার কারণ থেকে মুদ্রণ করবে বা উৎকীর্ণ করবে, তাকে বিনাশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হবে যার মেয়াদ হতে পারে অনধিক দু'বছর অথবা তাকে অর্থদণ্ডে দণ্ডিত করা হবে অথবা তাকে উভয়দণ্ডে দণ্ডিত করা হবে।

॥ ধারা ঃ ৫০২ ॥ মুদ্রিত বা উৎকীর্ণ মানহানিকারক বিষয় সম্বলিত কোনো জিনিস বিক্রি করা [Sale of printed or engraved substance containing defamatory matter]—যে কেউ কোনো মুদ্রিত বা উৎকীর্ণ জিনিস, যাতে মানহানিকারক বিষয় সংশ্লিষ্ট আছে, তা এমনটা জেনে যে তাতে এমন বিষয় সংশ্লিষ্ট আছে, বিক্রি করবে, অথবা বিক্রির জন্য উপস্থাপন করবে, তাকে বিনাশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হবে, যার মেয়াদ হতে পারে অনধিক দু'বছর অথবা তাকে অর্থদণ্ডে অথবা তাকে উভয়দণ্ডে দণ্ডিত করা হবে।

অধ্যায় ঃ বাইশ

CHAPTER ঃ XXII

অপরাধজনক ভীতি-প্রদর্শন, অপমান ও বিরক্তি বিষয়ক

(Of criminal Intimidation, Insult and Annoyance)

(ধারা—৫০৩ থেকে ধারা—৫১০)

॥ ধারা ঃ ৫০৩ ॥ অপরাধজনক ভীতি-প্রদর্শন (ত্রাস) [Criminal intimidation]—যে কেউ কোনো অন্য ব্যক্তির শরীর, সুনাম বা সম্পত্তির অথবা কোনো এমন ব্যক্তির শরীর বা সুনামের, যার সঙ্গে ঐ ব্যক্তি হিতবদ্ধ, কোনো ক্ষতি করার জন্য ভীতি প্রদর্শন সেই ব্যক্তিকে এই অভিপ্রায়ে করে যাতে তাকে ত্রস্ত করা যায়, অথবা তাকে দিয়ে এমন হুমকির নির্বাহনের পরিবর্জন করার উপায় স্বরূপ কোনো এমন কাজ করানো যায়, যা করার জন্য সে আইনতঃ বাধ্য নয় বা কোনো এমন কাজ করা থেকে বিরত করানো যায়, যা করার জন্য তার অইনতঃ অধিকার আছে, সে অপরাধজনক ভীতি-প্রদর্শন করে।

স্পষ্টীকরণ—কোনো এমন মৃত ব্যক্তির সুনামের হানি করার হুমকি, যাতে যাকে হুমকি দেওয়া হয়েছে সেই ব্যক্তির স্বার্থ সংশ্লিষ্ট আছে (হিতবদ্ধ) এই ধারার আওতায় আসবে।

উদাহরণ—দেওয়ানী মামলা চালাতে বিরত থাকার জন্য খ কে প্ররোচিত করার অভিপ্রায়ে ক খ-এর বাড়ি পুড়িয়ে দেবার হুমকি দিল। ক অপরাধজনক ভীতি-প্রদর্শনের অপরাধে অপরাধী।

॥ ধারা ঃ ৫০৪ ॥ শান্তিভঙ্গ করার জন্য উত্তেজিত করার অভিপ্রায়ে ইচ্ছাকৃত অপমান করা [Intentional insult with intent to provoke breach of peace]—যে কেউ কোনো ব্যক্তিকে ইচ্ছাকৃত অপমান করবে এবং তার দ্বারা ঐ ব্যক্তিকে এমন অভিপ্রায়ে উত্তেজিত করবে বা তেমন সম্ভাবনার কথা জেনে প্ররোচিত করবে যে, ঐ ধরনের উত্তেজনা বশে সে সাধারণের শান্তি ভঙ্গ করবে বা কোনো অন্য অপরাধ সংঘটন করবে তাকে উভয়বিধ কারাদণ্ডের কোনো এক ধরনের কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা, যার মেয়াদ হতে পারে অনধিক দু'বছর অথবা তাকে অর্থদণ্ডে দণ্ডিত করা হবে অথবা তাকে উভয়দণ্ডে দণ্ডিত করা হবে।

॥ ধারা ঃ ৫০৫ ॥ জনসাধারণের অনিষ্টকারী বিবৃতি [Statements conducing to public mischief]—(১) যে কেউ এমন বিবৃতি, গুজব বা প্রতিবেদন—

(ক) এমন অভিপ্রায়ে বা যার ফলে এমন সম্ভাবনা আছে যে, ভারতের

স্থলবাহিনী, নৌবাহিনী বা বিমানবাহিনীর কোনো আধিকারিক সৈনিক, নাবিক বা বৈমানিক বিদ্রোহ করে অথবা অন্যভাবে সে তার সেই পদমর্যাদায় নিজের কর্তব্যে অবহেলা করে বা তার পালনে ব্যর্থ হয়, অথবা

(খ) এমন অভিপ্রায়ে বা যার ফলে এমন সম্ভাবনা আছে যে, জনসাধারণ বা জনসাধারণের কোনো অংশে এমন ভয় বা ত্রাস সৃষ্টি হয়, যাতে কোনো ব্যক্তি রাজ্যের বিরুদ্ধে বা জনসাধারণের শান্তির বিরুদ্ধে অপরাধ সংঘটনের জন্য প্ররোচিত হয়, অথবা

(গ) এই অভিপ্রায়ে বা যাতে এমন সম্ভাবনা থাকে যে তার ফলে ব্যক্তির কোনো শ্রেণী বা সম্প্রদায়কে কোনো অন্য শ্রেণী বা সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে অপরাধ সংঘটনের জন্য উদ্দীপ্ত করা যায়,

তৈরি করবে, প্রকাশিত করবে বা প্রচার করবে, তাকে সেই কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হবে যা তিন বছর পর্যন্ত প্রসারিত হতে পারে অথবা তাকে অর্থদণ্ডে অথবা তাকে উভয়দণ্ডে দণ্ডিত করা হবে।

(২) **বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে শত্রুতা, ঘৃণা বা বিদ্বেষ সৃষ্টিকারী অথবা উৎসাহদানকারী বিবৃতি** [Staments creating or promoting enmity hatred or ill-will between classes]—যে কেউ, গুজব বা ত্রাসকারী সংবাদ সম্বলিত কোনো বিবৃতি বা প্রতিবেদন তৈরি, মুদ্রণ, অথবা প্রচার এমন অভিপ্রায়ে বা এমন সম্ভাবনা থেকেও করবে, যাতে বিভিন্ন ধর্মীয়, বংশগত, ভাষাগত বা আঞ্চলিক গোষ্ঠি বা জাতি বা সম্প্রদায়ের মধ্যে শত্রুতা ঘৃণা বা বিদ্বেষের ভাবনা, ধর্ম, বংশ, জন্মস্থান, বাসস্থান, ভাষা, জাতি বা সম্প্রদায়ের ভিত্তিতে বা অন্য যে কোনো ভিত্তির ওপর সৃষ্টি হয় বা উৎসাহিত হয়, তৈরি করবে, মুদ্রণ করবে অথবা প্রচার করবে তাকে কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হবে, যার মেয়াদ হতে পারে অনধিক তিন বছর অথবা তাকে অর্থদণ্ডে অথবা তাকে উভয় দণ্ডে দণ্ডিত করা হবে।

(৩) **ধর্মীয় উপাসনা স্থল ইত্যাদিতে করা উপধারা (২)-এর অধীন অপরাধ** [Offence under sub-section (2) committed in pleace of worship etc.]—যে কেউ উপধারা (২)-এ বিধৃত অপরাধ কোনো ধর্মীয় উপাসনা স্থলে অথবা কোনো সমাবেশে, যে ধর্মীয় উপাসনা বা ধর্মীয় অনুষ্ঠানে রত আছে, করবে তাকে সেই কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হবে যা পাঁচ বছর পর্যন্ত প্রসারিত হতে পারে এবং তাকে অর্থদণ্ডেও দণ্ডিত করা হবে।

ব্যতিক্রম : এমন কোনো বিবৃতি, গুজব বা প্রতিবেদন এই ধারার অর্থের অন্তর্গত অপরাধের শ্রেণীতে পড়বে না, যখন তার স্রষ্টা, প্রকাশক, অথবা প্রচারক ব্যক্তির কাছে এই বিশ্বাসের পক্ষে যুক্তিসঙ্গত ভিত্তি থাকে, যে এমন বিবৃতি, গুজব, বা প্রতিবেদন সত্য এবং সে তা সরল বিশ্বাসপূর্বক এবং পূর্বোক্ত ধরনের কোনো অভিপ্রায় ব্যতিরেকে তৈরি করে, মুদ্রণ করে অথবা প্রচার করে।

॥ ধারা : ৫০৬ ॥ অপরাধজনক ভীতিপ্রদর্শনের জন্য দণ্ড [Punishment for criminal intimidation]—যে কেউ অপরাধজনক (অর্থাৎ দণ্ডযোগ্য) ভীতি-প্রদর্শনের অপরাধ করবে, তাকে উভয়বিধ কারাদণ্ডের কোনো এক ধরনের কারাদণ্ডে

দণ্ডিত করা হবে, যার মেয়াদ হতে পারে অনধিক দু'বছর অথবা তাকে অর্থদণ্ডে দণ্ডিত করা হবে। অথবা তাকে উভয়দণ্ডে দণ্ডিত করা হবে।

যদি মৃত্যু বা গুরুতর জখম ইত্যাদি করার জন্য ঐ ভীতি প্রদর্শন (বা হুমকি) করা হয় [If threat be to cause death or grievous hurt etc.]—এবং যদি ঐ ভীতিপ্রদর্শন (বা হুমকি) মৃত্যু বা গুরুতর জখম ঘটাবার বা আগুন দ্বারা কোনো সম্পত্তি ধ্বংস করার বা মৃত্যুদণ্ডে অথবা যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে অথবা সাত বছর মেয়াদের কারাদণ্ডে দণ্ডযোগ্য অপরাধ সংঘটনের জন্য অথবা কোনো স্ত্রীলোকের ওপর দুশ্চরিত্রের নিন্দা আরোপ করার জন্য হয়, তাহলে তাকে উভয়বিধ কারাদণ্ডের কোনো এক ধরনের কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হবে, যার মেয়াদ হতে পারে অনধিক সাত বছর অথবা তাকে অর্থদণ্ডে দণ্ডিত করা হবে অথবা তাকে উভয় দণ্ডে দণ্ডিত করা হবে।

॥ ধারা ঃ ৫০৭ ॥ বেনামী জ্ঞাপনের দ্বারা অপরাধজনক ভীতি-প্রদর্শন [Criminal intimadation by an anomymous communication.]—যে কেউ বেনামী জ্ঞাপন দ্বারা অথবা যে হুমকি দিয়েছে সেই ব্যক্তির নাম বা বাসস্থান গোপন করার আগাম সতর্কতা নিয়ে অপরাধজনক ত্রাসসৃষ্টির অপরাধ করবে, তাকে পূর্ববর্তী অন্তিম ধারা দ্বারা ঐ অপরাধের জন্য নির্ধারিত দণ্ড ব্যতিরেকে, উভয়বিধ কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হবে, যার মেয়াদ হতে পারে অনধিক দু'বছর।

॥ ধারা ঃ ৫০৮ ॥ ঈশ্বরের বিরাগভাজন হবে বলে বিশ্বাস করার জন্য প্ররোচিত করে কোনো ব্যক্তিকে দিয়ে করানো কোনো কাজ [Act caused by inducing person to believe that he will be rendered an object of divine displeasure]—যে কেউ কোনো ব্যক্তিকে এমন বিশ্বাস করার জন্য প্ররোচিত করে অথবা প্ররোচিত করার চেষ্টা করে যে, যদি সে ঐ ব্যাপারটা না করে, যা করানো ঐ অপরাধীর অভিপ্রায়, অথবা যদি সে ঐ ব্যাপারটা করে যা করতে তাকে বিরত করা অপরাধীর অভিপ্রায়, তাহলে সে বা অন্য কোনো ব্যক্তি যার সঙ্গে তার স্বার্থ সংশ্লিষ্ট আছে (হিতবদ্ধ) অপরাধীর কোনো কাজের দ্বারা ঈশ্বরের বিরাগভাজন হয়ে যাবে অথবা বিরাগভাজন করে দেওয়া হবে, ইচ্ছাকৃত ঐ ব্যক্তিকে দিয়ে কোনো এমন ব্যাপার করাবে বা করাবার চেষ্টা করবে যা করার জন্য সে আইনসম্মত ভাবে বাধ্য নয় বা কোনো এমন ব্যাপার করা থেকে বিরত করবে বা করাবার চেষ্টা করবে যা করার জন্য তার আইনতঃ অধিকার আছে, তাকে উভয়বিধ কারাদণ্ডের কোনো এক ধরনের কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হবে, যার মেয়াদ হতে পারে অনধিক এক বছর অথবা তাকে অর্থদণ্ডে দণ্ডিত করা হবে অথবা তাকে উভয়দণ্ডে দণ্ডিত করা হবে।

॥ ধারা ঃ ৫০৯ ॥ কোনো স্ত্রীলোকের শালীনতাকে অসম্মান করার অভিপ্রায়ে করা কোনো শব্দ, অঙ্গভঙ্গি বা কাজ [Word, gesture or act intended to insult the modesty of woman]—যে কেউ কোনো স্ত্রীলোকের শালীনতার অসম্মান করার অভিপ্রায়ে কোনো কথা বলবে, কোনো শব্দ বা অঙ্গ-ভঙ্গি করবে অথবা কোনো জিনিস প্রদর্শিত করবে, এই অভিপ্রায়ে যে ঐ স্ত্রীলোক কর্তৃক ঐ কথা বা শব্দ শ্রুত হয় অথবা অঙ্গ-ভঙ্গি বা জিনিস দৃষ্ট হয় অথবা ঐ স্ত্রীলোকের গোপনতায় যদি অনধিকার প্রবেশ করবে, তাকে অনধিক এক বছরের বিনাশ্রম

কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হবে অথবা তাকে অর্থদণ্ডে দণ্ডিত করা হবে অথবা তাকে উভয়দণ্ডে দণ্ডিত করা হবে।

॥ ধারা : ৫১০ ॥ পানোন্মত্ত ব্যক্তি দ্বারা প্রকাশ্য স্থানে অশোভন আচরণ [Misconduct in public by a drunken person]—যে কেউ মত্ত অবস্থায় জনসাধারণ কর্তৃক ব্যবহার্য স্থানে অথবা কোনো এমন স্থানে, যেখানে তার প্রবেশ করা অনধিকার প্রবেশ হয়, আসবে এবং সেখানে এমন ধরনের আচরণ করবে যাতে কোনো ব্যক্তির বিরক্তি উৎপাদন হয়, তাকে অনধিক চব্বিশ ঘণ্টার বিনাশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হবে অথবা অনধিক দশ টাকা অর্থদণ্ডে দণ্ডিত করা হবে অথবা তাকে উভয়দণ্ডে দণ্ডিত করা হবে।

অধ্যায় : তেইশ

CHAPTER : XXIII

অপরাধ করার চেষ্টা বিষয়ক

(Of Attempting to commit Offences)

(ধারা—৫১১)

॥ ধারা : ৫১১ ॥ যাবজ্জীবন কারাদণ্ড বা অন্যবিধ কারাদণ্ডে দণ্ডযোগ্য অপরাধ করার চেষ্টার জন্য দণ্ড [Punishment for attempting to commit offtences punishable with imprisonment for life or other imprisonment]—যে কেউ এই সংহিতার দ্বারা যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে বা কারাদণ্ডে দণ্ডযোগ্য অপরাধ করার অথবা এমন অপরাধ করাবার জন্য চেষ্টা করবে এবং এমন চেষ্টায় অপরাধ করার লক্ষ্যে কোনো কাজ করবে, যেখানে এখন চেষ্টার দণ্ডের জন্য কোনো ব্যক্ত বিধান এই সংহিতা দ্বারা দেওয়া হয়নি সেখানে তাকে ঐ অপরাধের জন্য বিধিত কোনো ধরনের কারাদণ্ডে সেই মেয়াদ অবধি যা যথাস্থিতি যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের অর্ধেক পর্যন্ত অথবা ঐ অপরাধের জন্য বিধিত দীর্ঘতম মেয়াদের অর্ধেক কালখণ্ডের জন্য হতে পারে অথবা এমন অর্থদণ্ডে যা ঐ অপরাধের জন্য বিধিত আছে, দণ্ডিত করা হবে অথবা উভয়দণ্ডে দণ্ডিত করা হবে।

উদাহরণ —(ক) ক একটা সিন্দুক ভেঙে খোলে এবং তার থেকে কিছু গয়না চুরি করার চেষ্টা করে। সিন্দুকটা এভাবে খোলার পর সে জানতে পারে যে তাতে কোনো গয়না নাই সে চুরি করার লক্ষ্যে কাজ করেছে এবং তাই সে এই ধারার অধীন অপরাধী।

(খ) ক য-এর পকেটে হাত ঢুকিয়ে তার পকেট থেকে চুরি করাব চেষ্টা করে য-এর পকেটে কিছুই না থাকার পরিণামস্বরূপ ক তার চেষ্টায় ব্যর্থ হয়; ক এই ধারার অধীন অপরাধী।

॥ পরিশিষ্ট ॥

A

Abduction	—	হরণ
Abet	—	প্রোৎসাহিত করা
Abetment	—	প্ররোচনা
Abettor	—	প্রোৎসাহক
Accomplice	—	সহ অপরাধী
Adulteration	—	ভেজাল দেওয়া
Adultery	—	ব্যাভিচার
Agent	—	এজেন্ট, নিযুক্তক, প্রতিনিধি
Ambiguity	—	সন্দিগ্ধতা, দ্ব্যর্থতা
Arbirator	—	মীমাংসাকারী
Assailant	—	হামলাকারী
Assault	—	হামলা
Assessment	—	মূল্য নির্দ্ধারণ
Authorised	—	প্রাধিকৃত
Authority	—	প্রাধিকার

B

Bailiff	—	বেইলিফ, সাধ্যপাল
Blank endorsement	—	শর্তহীন বা নিঃশর্ত পৃষ্ঠাঙ্কন

C

Caste	—	জাতি, শ্রেণী
Cheat	—	প্রবঞ্চক, ঠগ
Cheating	—	প্রতারণা, ঠকানো, বঞ্চনা, চাটবৃত্তি।
Community	—	সম্প্রদায়
Confinement	—	অবরোধ, আটক
Contempt	—	অবমান
Consideration	—	প্রতিদান
Continuance	—	অবিরাম অনুবৃত্তি
Corporation	—	নিগম
Criminal Couspiracy	—	অপরাধজনক ষড়যন্ত্র
Criminal assault	—	অপরাজনক হামলা
Criminal force	—	অপরাজনক বলপ্রয়োগ
Coin	—	মুদ্রা

Corrupt	—	অপচারমূলক
Corruption	—	অপচার
Counterfeit	—	নকল, জাল
Calpable homicide	—	অপরাধজনক নরহত্যা
Custody	—	প্রহরা, হেপাজত
	D	
Deadly	—	মারাত্মক, প্রাণঘাতী
Defamation	—	মানহানি
Defiling	—	অপবিত্র করা
Delivery	—	অর্পণ
Deliberate	—	স্বেচ্ছাকৃত
Disqulification	—	অযোগ্যতা
Document	—	দস্তাবেজ
Doubtful	—	সন্দেহজনক, সন্দিগ্ধ
Doubtful debt	—	সংশয়জনক ঋণ
	E	
Effect	—	প্রভাব
Exposer	—	বর্জন
Express	—	ব্যক্ত, অভিব্যক্ত
Expression	—	অভিব্যক্তি
Extortion	—	জোর করে আদায় করা, জুলুমবাজি
	F	
False personation	—	ছদ্ম পরিচয়, ভান কর'
Falsification	—	মিথ্যাকরণ
Fauling	—	দূষিত করা
Force	—	বল
Forced labour	—	বলাৎশ্রম
Forfeiture	—	বাজেয়াপ্ত করা
Forgery	—	জালিয়াতি
Fraud	—	প্রতারণা
Fraudulent	—	কপটতাপূর্ণ
	G	
Genuine	—	আসল

Good faith	—	সদ্‌ভাবপূর্ণ, সদ্‌ভাববশতঃ, সরল বিশ্বাস
Government stamps	—	সরকারি মুদ্রাঙ্কিত কাগজ
Gratificaltion	—	ঘুষ
Greivous hurt	—	গুরুতর জখম
Group	—	গোষ্ঠি
	H	
House break	—	গৃহভেদ
Hurt	—	জখম
House breaker	—	সিঁদেল চোর
	I	
Illigal	—	অবৈধ
Illegitimate child	—	অবৈধ সন্তান
Ill will	—	বিদ্বেষ
Implied	—	বিবক্ষিত
Indemnity	—	ক্ষতিপূর্তি
Instrument	—	উপকরণ, যন্ত্র, সাধিত্র
Insult	—	অপমান, অবমাননা
Innuendo	—	শ্লেষ, কটাক্ষ, বক্রোক্তি, বক্রভাষণ
Intention	—	উদ্দেশ্য, অভিপ্রায়
Interval	—	বিরামকাল
Intimidation	—	ভীতি-প্রদর্শন, ত্রাস সৃষ্টি
	J	
Juror	—	জুরি
Justice of the peace	—	ন্যায়পাল, জাস্টিস অব দ্য পীস
	K	
Kidnapping	—	অপহরণ
	L	
Liability	—	দায়
Life Convict	—	যাবজ্জীবন দণ্ডে দণ্ডনীয় অপরাধী
Lequidator	—	অবসায়ক
Local authority	—	স্থানীয় প্রাধিকারী
Lurk	—	প্রচ্ছন্ন, গোপন

	M	
Machinery	—	যন্ত্রপাতি
Malicious	—	বিদ্বেষপূর্ণ
Malignant	—	অতি বিদ্বেষপূর্ণ, অতি অপকারী
Manager	—	ম্যানেজার, প্রবন্ধক, ব্যবস্থাপক
Master	—	পোতাধ্যক্ষ
Merchant	—	মহাজন, বণিক
Measure	—	দৈর্ঘ্য ও পরিমাণ মাপক মাপকাঠি
Mint	—	টাঁকশাল
Mischief	—	অনিষ্ট, ক্ষতি, অপকার
Misconduct	—	দুশ্চরিচত্র, অশোভন আচরণ
Mutiny	—	প্রকাশ বিদ্রোহ
	N	
Navigation	—	জলযান চালানো
Negligence	—	অবহেলা
Noxions	—	অস্বাস্থ্যকর, ক্ষতিকারক
Nuisance	—	উপদ্রব, জঘন্যকর্ম
	O	
Obscene	—	অশ্লীল
Obstruction	—	বাধা
Offence	—	অপরাধ, দোষ
Officer	—	আধিকারিক
Omitted	—	পরিত্যক্ত
	P	
Painting	—	বর্ণলেপন
Pamphlet	—	প্যাম্‌ফ্লেট
Period	—	মেয়াদ, কালখণ্ড
Performance	—	কৃতি, সম্পাদন
Presiding Officer	—	অগ্রাধিকারিক
Presumption	—	প্রাক-প্রত্যয়
Private defence	—	আত্মরক্ষা, ব্যক্তিগত সুরক্ষা
Proceeding	—	কার্যবাহ
Process	—	পরওয়ানা
Proclamation	—	উদ্‌ঘোষণা
Prohibition	—	নিষেধ

Promissory note	—	অঙ্গীকার পত্র, প্রত্যর্থপত্র
Prosecution	—	অভিশংসন
Proviso	—	অনুবিধি, উপবিধি
Provocation	—	উত্তেজনা, উৎক্ষোভন
Public nuisance	—	গণ-উপদ্রব, প্রকাশ্য উপদ্রব
Public servant	—	রাজভৃত্য
	Q	
Quarantine	—	নিরোধন সম্পর্কিত
	R	
Race	—	জাতি
Rate	—	হার, দর
Restraint	—	গতিরোধ, আটক
Resistance	—	বাধা দান
Repealed	—	নিরসিত, বাতিল
Riot	—	দাঙ্গা
Robbery	—	দস্যুতা, রাহাজানি
	S	
Sedition	—	রাজবৈর
Sexual intercourse	—	যৌন সংগসর্গ, মৈথুন, যৌন সহবাস
Slavery	—	ক্রীতদাসত্ব
Summons	—	সমন
Survey	—	জরিপ
	T	
Trust	—	বিশ্বাস
Thug	—	ঠগ
	U	
Undischarged insolvent	—	অনুন্মুক্ত শোধে অক্ষম
Undue influence	—	অবৈধ প্রভাব
Unrebuttable	—	অনপনীয়
	V	
Voluntarily	—	স্বেচ্ছায়, ইচ্ছাকৃত
	W	
Will	—	উইল, শেষ ইচ্ছাপত্র
Writ	—	রিট
Wrongful	—	অপরাধমূলক, অপরাধজনক

বৃহৎ আইন জানুন

দেওয়ানী প্রক্রিয়া সংহিতা, ১৯০৮

[১৯০৮ সালের ৫নং আইন]

THE CODE OF CIVIL PROCEDURE, 1908

(ACT No. 5 OF 1908)

● দেওয়ানী প্রক্রিয়া সংহিতা, ১৯০৮ ●

[১৯০৮ সালের ৫নং আইন]

[২১ মার্চ, ১৯০৮]

দেওয়ানী আদালতসমূহের কার্য প্রক্রিয়ার সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত আইনসমূহ দৃঢ় ও সংশোধন করার জন্য অধিনিয়ম।

দেওয়ানী আদালতসমূহের কার্য প্রক্রিয়ার সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত আইনসমূহ দৃঢ় ও সংশোধন করা সমীচীন; তাই এতদ্দ্বারা নিম্নলিখিত ভাবে আইন প্রণয়ন করা হলো ঃ

প্রস্তাবনা
(Preliminary)

॥ ধারা ঃ ১ ॥ সংক্ষিপ্ত নাম, প্রারম্ভ ও বিস্তার [Short title, commencement and extent]—(১) এই অধিনিয়মের সংক্ষিপ্ত নাম হলো **দেওয়ানী প্রক্রিয়া সংহিতা, ১৯০৮।**

(২) এটি ১৯০৯ সালের জানুয়ারির প্রথম দিনে বলবৎ হবে।

(৩) এর বিস্তার—

(ক) জম্মু-কাশ্মীর রাজ্য,

(খ) নাগাল্যাণ্ড রাজ্য ও আদিবাসী এলাকাসমূহ ছাড়া সম্পূর্ণ ভারতে হবে।

প্রকাশ থাকে যে, সংশ্লিষ্ট রাজ্য সরকার, সরকারি ঘোষণা পত্রে বিজ্ঞপ্তি দ্বারা এই সংহিতার বিধিসমূহের অথবা তার মধ্যস্থ কোনোটির বিস্তার, যথাস্থিতি, সম্পূর্ণ নাগাল্যাণ্ড রাজ্য বা এমন আদিবাসী এলাকাসমূহ বা তার কোনো অংশের ওপর এমন অনুপূরক, আনুষঙ্গিক, পবিণামিক পরিবর্তন সহ করতে পাববে বা বিজ্ঞপ্তিতে বা অধিসূচনাতে উল্লেখ করা যাবে।

স্পষ্টীকরণ—এই খণ্ডে **'আদিবাসী এলাকা'** বলতে সেই সব রাজ্যক্ষেত্র বুঝায় যা ২১ জানুয়ারি, ১৯৭২-এর ঠিক আগে সংবিধানের ষষ্ঠ অনুসূচির ২০ অনুচ্ছেদে যথা উল্লিখিত অসমের আদিবাসী এলাকায় অন্তর্ভুক্ত ছিল।

(৪) আমিনদিভি দ্বীপপুঞ্জ এবং অন্ধ্রপ্রদেশ রাজ্যে পূর্ব ও পশ্চিম গোদাববী এবং বিশাখাপত্তনম এজেন্সিসমূহ এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল লাক্ষাদ্বীপের ব্যাপারে এই সংহিতা প্রযোজ্য হওয়ার কোনো প্রতিকূল প্রভাব, যথাস্থিতি, এমন দ্বীপসমূহ, এজেন্সি বা এমন কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে এই সংহিতা প্রযোজ্য হওয়ার ব্যাপারে সমকালে (তৎকালে) বলবৎ থাকা কোনো নিয়ম বা প্রনিয়ম প্রযোজ্য হওয়ার ওপর পড়বে না।

॥ ধারা ঃ ২ ॥ সংজ্ঞা সমূহ [Definitions]—যতক্ষণ বিষয় বা প্রসঙ্গতে কোনো কথা বিরুদ্ধ না হবে, এই আইনে—

(১) বিধি **'সংহিতা'**ব অন্তর্গত হবে;

(২) **'ডিক্রি'** বলতে এমন ন্যায়-নির্ণয়নের (বিচার অন্তের রায়ের) নিয়মগত অভিব্যক্তি বুঝায় যা, যতদূর তা তাকে অভিব্যক্ত করে এমন আদালতের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত, মামলার পুরো কোনো বিবাদস্পদ বিষয়সমূহের সম্পর্কে পক্ষদের অধিকার চূড়ান্তরূপে নির্ধাবণ করে আর তা হয় প্রাথমিক হতে পারে অথবা চূড়ান্ত হতে পারে। এমন মনে করা হবে যে, এব অন্তর্গত আর্জি নামঞ্জুব করা হবে এবং ধারা ১৪৪-এর অন্তর্গত কোনো প্রশ্নের মীমাংসা হবে কিন্তু এর অন্তর্গত—

(ক) না কোনো এমন ন্যায়নির্ণয়ন (বিচার অন্তের রায়) হবে, যার আপিল, আদেশের আপিলের মতো হয়; এবং

(খ) না ত্রুটির জন্য খারিজ করার কোনো আদেশ হবে;

স্পষ্টীকরণ—ডিক্রি তখন প্রারম্ভিক হয় যখন মামলা সম্পূর্ণতঃ শেষ করে ফেলার আগে পরে আরও কার্যবাহ চালানোর থাকে। তা তখন চূড়ান্ত হয়, যখন এমন বিচারপূর্বক মামলাটির সম্পূর্ণতঃ অবসান ঘটায়। তা অংশতঃ প্রারম্ভিক এবং অংশতঃ চূড়ান্ত হতে পারে।

(৩) **'ডিক্রিধারী'** বলতে এমন ব্যক্তিকে বুঝায় যার পক্ষে কোনো ডিক্রি সম্পাদিত হয়েছে অথবা কোনো নির্বাহযোগ্য আদেশ প্রদত্ত হয়েছে;

(৪) **'জিলা'** বলতে আরম্ভিক (আদিম) অধিক্ষেত্রর মুখ্য দেওয়ানী আদালতের (যাকে এর পরে **'জিলা আদালত'** বলে উল্লেখ করা হয়েছে) অধিক্ষেত্রর স্থানীয় সীমা বুঝায় এবং এর অন্তর্গত হবে উচ্চ আদালতের সাধারণ আরম্ভিক (আদিম) দেওয়ানী অধিক্ষেত্রর স্থানীয় সীমা;

(৫) **'বিদেশি আদালত'** বলতে এমন আদালত বুঝাবে, যা ভারতের বাইরে অবস্থিত এবং কেন্দ্রীয় সরকারের প্রাধিকার দ্বারা যা স্থাপিতও নয় এবং পরিচালিতও নয়;

(৬) **'বিদেশি রায়'** বলতে বুঝায় কোনো বিদেশি আদালতের দেওয়া রায়;

(৭) **'সরকারি প্লিডার'**-এর আওতায় আসবেন এমন আধিকারিক যিনি সরকারি প্লিডার-এর ওপর এই সংহিতা দ্বারা ব্যক্ত ভাবে অর্পিত কৃত্যের বা তার মধ্যের কোনো একটির পালন করার জন্য রাজ্য সরকার দ্বারা নিযুক্ত হয়েছেন এবং এমন কিছু প্লিডারও এর আওতায় আসবেন যিনি সরকারি প্লিডারের নির্দেশের অধীন কার্য সম্পাদন করেন;

(৭-এ) আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জের ব্যাপারে **'উচ্চ-আদালত'** (হাইকোর্ট) বলতে **'কলকাতা উচ্চ-আদালত'** বুঝাবে;

(৭-বি) ধারা নং ১, ২৯, ৪৩, ৪৪, ৪৪-এ, ৭৮, ৭৯, ৮২, ৮৩ এবং ৮৭-এ ছাড়া **'ভারত'** বলতে জম্মু-কাশ্মীর রাজ্য বাদ দিয়ে ভারতের এলাকা;

(৮) **'ন্যায়াধীশ'** বলতে দেওয়ানী আদালতের কর্তৃত্বাধিকারী আধিকারিককে বুঝাবে;

(৯) **'রায়'** বলতে ন্যায়াধীশ দ্বারা ডিক্রি বা আদেশের ভিত্তির কথন (বা বিবৃতি) বুঝাবে;

(১০) **'নির্ণীতঋণী'** বলতে বুঝাবে সেই ব্যক্তি যার বিরুদ্ধে কোনো ডিক্রি সম্পাদিত হয়েছে অথবা নির্বাহযোগ্য কোনো আদেশ করা হয়েছে;

(১১) **'বৈধিক প্রতিনিধি'** বলতে বুঝাবে সেই ব্যক্তি যিনি মৃত ব্যক্তির সম্পত্তির আইনের দৃষ্টিতে প্রতিনিধিত্ব করেন এবং যিনি মৃতের সম্পত্তিতে অহেতুক হস্তক্ষেপ করেন এবং যেখানে কোনো পক্ষ প্রতিনিধি হিসাবে মামলা আনয়ন করে অথবা যেখানে কোনো পক্ষের ওপর প্রতিনিধি হিসাবে মামলা আনা হয়, সেখানে ঐ ব্যক্তি এর অন্তর্গত হবে যার ওপর ঐ সম্পত্তি পক্ষের মৃত্যুতে বর্তায় যে এই রকম মামলা এনেছে বা যার ওপর এহেন মামলা আনা হয়েছে;

(১২) সম্পত্তির **'মধ্যকালীন মুনাফা'** বলতে এমন মুনাফার ওপর সুদসহ সেই মুনাফা বুঝায় যে এমন সম্পত্তির ওপর অন্যায় ভাবে দখলকারী ব্যক্তি তার থেকে

বস্তুতঃ পেয়েছেন অথবা যা সে সামান্য তৎপরতায় তার থেকে পেতে পারত, কিন্তু অন্যায় ভাবে দখলে রাখা ব্যক্তি দ্বারা কৃত উন্নয়ন সাধন হেতু হওয়া মুনাফা এর অন্তর্ভুক্ত হবে না;

(১৩) ফলন্ত (বাড়ছে এমন) ফসল **'অস্থাবর সম্পত্তি'র** আওতায় আসবে;

(১৪) **'আদেশ'** বলতে দেওয়ানী আদালতের কোনো সিদ্ধান্তের নিয়মনিষ্ঠ অভিব্যক্তি বুঝাবে যা ডিক্রি নয়;

(১৫) **'প্লিডার'** বলতে আদালতে কোনো অন্য ব্যক্তির হয়ে হাজির হওয়া এবং সওয়াল-জবাব করার অধিকার প্রাপ্ত কোনো ব্যক্তি বুঝাবে এবং অধিবক্তা, উকিল এবং কোনো উচ্চ আদালতের এটর্নী এর আওতায় পড়বেন;

(১৬) **'নির্দিষ্ট'** বলতে বুঝাবে নিয়মাবলীর দ্বারা নির্দিষ্ট ;

(১৭) **'সরকারি আধিকারিক'** বলতে নিম্নলিখিত বিবরণগুলির কোনো একটি বিবরণের মধ্যে পড়েন এমন ব্যক্তি বুঝাবে, যথা—

(ক) প্রত্যেক ন্যায়াধীশ (বিচারক);

(খ) অখিল ভারতীয় সেবার প্রত্যেক সদস্য (সর্বভারতীয় কৃত্যকের সদস্য);

(গ) রাষ্ট্রের সেনা, নৌসেনা, বায়ুসেনার প্রত্যেক কমিশন প্রাপ্ত আধিকারিক বা গেজেটেড আধিকারিক, যতক্ষণ তাঁরা সরকারের অধীন সেবা প্রদান করবেন;

(ঘ) আদালতের প্রত্যেক আধিকারিক যাঁর এমন আধিকারিক হিসাবে কর্তব্য হলো আইন বা তথ্যের কোনো ব্যাপারে তদন্ত বা রিপোর্ট (প্রতিবেদন) করা, অথবা কোনো দস্তাবেজ প্রস্তুত করা, প্রমাণিত করা অথবা রাখা অথবা কোনো সম্পত্তির দায়িত্ব সামলানো বা সেই সম্পত্তির বিলিবন্দেজ করা বা কোনো ন্যায়িক পরওয়ানা নির্বাহ করা বা কোনো শপথ গ্রহণ করানো অথবা ব্যাখ্যা করা অথবা আদালতে শৃঙ্খলা বজায় রাখা এবং এমন প্রত্যেক ব্যক্তি যাকে উক্ত কর্তব্যগুলোর মধ্যে কোনোটির পালন করার প্রাধিকার আদালত কর্তৃক বিশেষভাবে প্রদান করা হয়েছে;

(ঙ) এমন প্রত্যেক ব্যক্তি যিনি এমন পদে আসীন থাকেন যার ভিত্তিতে (অর্থাৎ পদাধিকার বলে) তিনি কোনো ব্যক্তিকে আটক করার বা রাখার জন্য ক্ষমতাসম্পন্ন;

(চ) সরকারের প্রত্যেক আধিকারিক যাঁদের এমন আধিকারিক হিসাবে কর্তব্য হলো অপরাধ নিবারণ করা, অপরাধের খবর দেওয়া, অপরাধীকে বিচারের জন্য উপস্থিত করা বা জনসাধারণের স্বাস্থ্য, নিরাপত্তা বা সুবিধা রক্ষা করা;

(ছ) প্রত্যেক আধিকারিক যাঁদের এমন আধিকারিক হিসাবে কর্তব্য হলো সরকারের পক্ষে কোনো সম্পত্তি গ্রহণ করা, প্রাপ্ত করা, রাখা, ব্যয় করা অথবা সরকারের পক্ষে কোনো সর্বেক্ষণ (জরিপ), নির্ধারণ বা চুক্তি করা অথবা কোনো রাজস্ব পরওয়ানার নির্বাহ করা বা সরকার আর্থিক স্বার্থকে প্রভাবিত করে এমন ক্ষেত্রে তদন্ত বা রিপোর্ট করা (প্রতিবেদন দেওয়া) বা সরকারের আর্থিক স্বার্থের সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত কোনো দস্তাবেজ প্রস্তুত করা, প্রমাণিত করা বা রাখা বা সরকারের আর্থিক স্বার্থ সুরক্ষার জন্য কোনো আইনের লঙ্ঘনে বাধা দান করা; এবং

(জ) এমন প্রত্যেক আধিকারিক যিনি সরকারের সেবায় রত অথবা সেখান থেকে বেতন গ্রহণ করেন বা কোনো সরকারি কর্তব্য পালনের জন্য ফি বা কমিশন হিসাবে পারিশ্রমিক পান;

(১৮) **'বিধি'** বলতে প্রথম অনুসূচিত বিধৃত কিংবা ধারা ১২২ বা ধারা ১২৫-এর অধীন প্রণীত নিয়ম ও নিদর্শ বুঝায়;

(১৯) **'নিগম অংশ'** সম্পর্কে মনে করা হবে যে, স্টক, ডিবেঞ্চার স্টক, ডিবেঞ্চার বা বণ্ড এর অন্তর্গত হবে;

(২০) রায় বা ডিক্রির ক্ষেত্র ছাড়া স্ট্যাম্পযুক্ত **'স্বাক্ষরিত'**-র অন্তর্গত হবে।

॥ ধারা : ৩ ॥ আদালতের অধীনতা [Subordination of Courts]—এই প্রয়োজনের জন্য জিলা আদালত উচ্চ আদালতের অধীনস্থ এবং জিলা আদালত অপেক্ষা অবর শ্রেণীর প্রত্যেক দেওয়ানী আদালত ও লঘুবাদ আদালত, উচ্চ আদালত এবং জেলা আদালতের অধীন।

॥ ধারা : ৪ ॥ রক্ষা (রেহাই) [Savings]—(১) এর প্রতিকূল কোনো নির্দিষ্ট বিধানের অভাবে এই সংহিতার যে কোনো বিষয় সম্পর্কে এমন ধরা যাবে না যে, তা কোনো বিশেষ বা স্থানীয় আইনকে যা বর্তমানে বলবৎ আছে অথবা সমকালে বলবৎ কোনো আইন দ্বারা কিংবা তার অধীন প্রদত্ত কোনো বিশেষ অধিক্ষেত্র বা ক্ষমতাকে অথবা বিধৃত প্রক্রিয়ার কোনো বিশেষ রূপকে পরিসীমিত করে অথবা তার ওপর অন্যভাবে প্রভাব ফেলে।

(২) বিশেষ ভাবে এবং উপধারা (১)-এ বিধৃত প্রতিপাদনার ব্যাপকতার ওপর প্রভাব না ফেলে, এই সংহিতার যে কোনো ব্যাপারে এমন মনে করা যাবে না যে, তা কোনো এমন প্রতিকারকে পরিসীমিত করে বা তার ওপর প্রভাব ফেলে, যা ভূ-ধারক বা ভূ-স্বামী কৃষিজমির খাজনা আদায় এমন জমির ফসল থেকে করার জন্য সমকালে বলবৎ কোনো আইনের অধীন রাখে।

॥ ধারা : ৫ ॥ রাজস্ব আদালতে সংহিতার প্রয়োগ [Application of the Code to Revenue Courts]—(১) যেখানে কোনো রাজস্ব আদালত প্রক্রিয়া সম্পর্কিত এমন কোনো বিষয়ে যার ওপর ঐ আদালতের ক্ষেত্রে প্রযোজিত কোনো বিশেষ অধিনিয়ম মৌন, এই সংহিতার বিধানসমূহ দ্বারা প্রশাসিত সেখানে রাজ্য সরকার সরকারী ঘোষণা পত্রে বিজ্ঞপ্তি দ্বারা এমন ঘোষণা করতে পারবে যে, ঐ বিধানসমূহের যে কোনো অংশ, যা এই সংহিতা দ্বারা ব্যক্তভাবে প্রযোজিত করা হয় নি, সেই আদালতসমূহে প্রযোজ্য হবে না অথবা তাদের ক্ষেত্রে কেবল এমন পরিবর্তন সহ প্রযোজ্য হবে যেমন রাজ্য সরকার নির্ধারণ করবে।

(২) উপধারা (১)-এ 'রাজস্ব-আদলত' বলতে এমন আদালত বুঝায় যা কোনো কৃষিজ প্রয়োজনে প্রযুক্ত জমির খাজনা, রাজস্ব বা মুনাফা সম্বন্ধিত মামলাসমূহ বা অন্য কার্যবাহসমূহ গ্রহণ করার অধিক্ষেত্র কোনো স্থানীয় আইনের অধীন থাকে কিন্তু তেমন মামলা বা কার্যবাহর বিচার দেওয়ানী প্রকৃতির মামলা বা কার্যবাহ রূপে করার জন্য এই সংহিতার অধীন আরম্ভিক (আদিম) অধিক্ষেত্র থাকা দেওয়ানী আদালত এর মধ্যে পড়ে না।

॥ ধারা : ৬ ॥ আর্থিক অধিক্ষেত্র (আর্থিক এক্তিয়ার) [Pecuniary Jurisdiction]—ব্যক্ত ভাবে এমন বিধৃত আছে তা ব্যতিরেকে, এর কোনো কিছুর প্রভাব এমন হবে না যে, তা কোনো আদালতকে ঐ মামলার ওপর অধিক্ষেত্র দিয়ে দেয় যার অর্থ পরিমাণ বা যার বিষয়বস্তুর মূল্য তার সাধারণ অধিক্ষেত্রর আর্থিক সীমার থেকে (যদি কিছু থাকে) অধিক হয়।

॥ ধারা ঃ ৭ ॥ প্রান্তীয় লঘুবাদ আদালত (ছোট আদালত, অথবা ধর্মাধিকরণ) [Provincial Small Cause Courts]—প্রান্তীয় লঘুবাদ আদালত অধিনিয়ম, ১৮৮৭ (১৮৮৭-র ৯)-এর অধীন বা বেরার লঘুবাদ আদালত আইন (Or under the Berar Small Cause Court Law), ১৯০৫-এর অধীন গঠিত আদালতসমূহের ওপর অথবা লঘুবাদ আদালতের অধিক্ষেত্রর প্রয়োগ উক্ত অধিনিয়ম বা আইনের অধীন করে যে সব আদালত তাদের ওপর অথবা ভারতের কোনো এমন ভাগের, যার ওপর উক্ত অধিনিয়ম সম্প্রসারিত নয় ঐ আদালতগুলোর ওপর—যা সমরূপী অধিক্ষেত্রর প্রয়োগ করে, নিম্নলিখিত বিধানগুলো প্রযোজ্য হবে না, অর্থাৎ—

(ক) এই সংহিতা দেহস্থিত সেই অংশটুকুর, যা

(১) লঘুবাদ আদালতের দ্বারা গ্রাহ্য নয় এমন মামলার সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত,

(২) এমন মামলায় প্রদত্ত ডিক্রিসমূহের নির্বাহের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত,

(৩) স্থাবর সম্পত্তির বিরুদ্ধে ডিক্রিসমূহের নির্বাহের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত এবং

(খ) নিম্নলিখিত ধারাসমূহের, যেমন—

ধারা—৯-এর,

ধারা—৯১ এবং ধারা—৯২-এর,

ধারা—৯৪ এবং ধারা—৯৫-এর সেই পর্যন্ত যেখানে তারা—

(১) স্থাবর সম্পত্তির ক্রোক করার আদেশ,

(২) আসেধাজ্ঞা,

(৩) স্থাবর সম্পত্তির রিসিভারের নিযুক্তি, অথবা

(৪) ধারা ৯৪-এর অংশ (ঙ) তে নির্দিষ্ট অন্তর্বর্তী আদেশসমূহকে প্রাধিকৃত করে বা তাদের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত এবং ধারা ৯৬ থেকে ১১২ পর্যন্ত ধারার ও ধারা ১১৫-এর।

॥ ধারা ঃ ৮ ॥ প্রেসিডেন্সি লঘুবাদ আদালত [Presidency Small Causes Courts]—ধারা—২৪, ধারা—৩৮ থেকে ধারা—৪১, ধারা—৭৫-এর অংশ (ক), (খ) এবং (গ), ধারা—৭৬, ধারা—৭৭, ধারা—১৫৭ এবং ধারা—১৫৮তে এবং প্রেসিডেন্সি লঘুবাদ আদালত অধিনিয়ম, ১৮৮২ (১৮৮২-র ১৫) দ্বারা যেমন বিধান প্রদত্ত আছে তা ছাড়া, এই সংহিতার দেহস্থিত বিধানের সম্প্রসারণ কলকাতা, চেন্নাই ও মুম্বাই শহরে স্থাপিত কোনো লঘুবাদ আদালতের কোনো মামলা বা কার্যবাহর ওপর হবে না ঃ

প্রকাশ থাকে যে,

(১) যথাস্থিতি (যেখানে যেমন অবস্থিত) ফোর্ট উইলিয়ম, চেন্নাই এবং মুম্বাইয়ের উচ্চ আদালত সময়ে সময়ে সরকারি ঘোষণাপত্রে বিজ্ঞপ্তি (জ্ঞাপন) দিয়ে নির্দেশ দিতে পারবে যে, এমন কোনো একটি বিধানের সম্প্রসারণ—যা প্রেসিডেন্সি লঘুবাদ আদালত অধিনিয়ম ১৮৮২ (১৮৮২-র ১৫)-তে অভিব্যক্ত বিধানসমূহের সঙ্গে অসঙ্গত নয় এবং এমন পরিবর্তন ও গ্রহণ সহ যা ঐ বিজ্ঞপ্তি (জ্ঞাপনে) তে নির্দিষ্ট করা যায়—এমন আদালতের মামলা বা কার্যবাহর ওপর বা মামলা বা কার্যবাহর কোনো শ্রেণীর ওপর হবে না।

(২) উক্ত উচ্চ আদালতসমূহের মধ্যে কোনোটির দ্বারা প্রেসিডেন্সি লঘুবাদ আদালত অধিনিয়ম ১৮৮২ (১৮৮২-র ১৫)-এর ধারা ৯-এর অধীনে তার আগে প্রণীত যাবতীয় নিয়ম আইনসম্মত ভাবে প্রণীত মনে করা হবে।

প্রথম খণ্ড
[PART : 1]
সাধারণ মামলা বিষয়ক
(Suits in General)
(ধারা ৯ থেকে ধারা ৩৫খ)

আদালতের অধিক্ষেত্র ও পূর্ব-ন্যায়
(Jurisdiction of the Court and Res Judicata)

॥ ধারা ঃ ৯ ॥ নিষেধ না থাকার ক্ষেত্রে আদালত সমস্ত দেওয়ানী মামলার বিচার করবে [Courts to try all Civil Suits unless Barred]—আদালতসমূহের (এতে বিধৃত বিধানসমূহের অধীন সাপেক্ষে) যে সমস্ত মামলার গ্রাহ্যতায় অভিব্যক্ত বা বিবক্ষিত ভাবে বাধা আছে যে সমস্ত মামলা ছাড়া দেওয়ানী প্রকৃতির সমস্ত মামলার বিচারের অধিক্ষেত্র থাকবে।

স্পষ্টীকরণ (১) —যে মামলায় সম্পত্তি সম্পর্কিত বা পদ-সম্পর্কিত অধিকার প্রতিবাদিত, এমন অধিকার ধার্মিক আচার-অনুষ্ঠান ও ক্রিয়া সম্পর্কিত প্রশ্নসমূহের সিদ্ধান্তের ওপর পূর্ণরূপে অবলম্বিত থাকা সত্ত্বেও তা দেওয়ানী প্রকৃতির মামলা।

স্পষ্টীকরণ (২) —এই ধারার প্রয়োজনার্থে এ ব্যাপারটা গুরুত্বপূর্ণ নয় যে, স্পষ্টীকরণ ১-এ নির্দিষ্ট পদের জন্য কোনো ফি আছে কি নাই অথবা এমন পদ কোনো বিশেষ জায়গার সঙ্গে সংযুক্ত আছে কি না।

॥ ধারা ঃ ১০ ॥ মামলা স্থগিত করা [Stay of Suit]—কোনো আদালত এমন কোনোও মামলার বিচারে, যাতে বিচার্য বিষয় তারই অধীনে মামলাকারী যে কোনো পক্ষের মধ্যে বা এমন পক্ষের মধ্যে যাদের থেকে ব্যুৎপন্ন অধিকারের অধীন তারা বা তাদের মধ্যে কেউ দাবি করছেন, কোনো পূর্বতন দায়েরকৃত মামলাতেও প্রত্যক্ষভাবে এবং সারগত ভাবে বিচার্য বিষয়, পরে কার্যবাহ চালাবে না, যেখানে এমন মামলা সেই আদালতে বা ভারতের মধ্যে কোনো এমন আদালতে, যে আদালত দাবিকৃত উপশম দেওয়ার অধিক্ষেত্র বিশিষ্ট অথবা ভারতের সীমার বাইরের কোনো এমন আদালতে, যে আদালত কেন্দ্রীয় সরকার দ্বারা প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে বা পরিচালিত হচ্ছে এবং তেমনই অধিক্ষেত্র বিশিষ্ট বা উচ্চতম আদালতের সামনে বিচারাধীন আছে।

স্পষ্টীকরণ—বিদেশি আদালতে কোনো মামলার বা বিচারাধীন থাকা সেই বিবাদ-হেতুর ওপর প্রতিষ্ঠিত কোনো মামলার বিচার করা থেকে ভারতের আদালতসমূহকে নিবৃত্ত করে না।

॥ ধারা ঃ ১১ ॥ পূর্ব-ন্যায় [Pre-judicata]—কোনো আদালত এমন কোনো মামলা বা বিচার্য বিষয়ের বিচার করবে না যাতে প্রত্যক্ষ ভাবে বা সারগত ভাবে বিচার্য বিষয় সেই স্বত্বের অধীন মামলাকারী সেই পক্ষগণের মধ্যে অথবা এমন পক্ষগণের মধ্যে, যাদের থেকে ব্যুৎপন্ন অধিকারের অধীন তারা বা তাদের মধ্যে যে

কোনো একজন দাবি করছেন, কোনো পূর্ববর্তী মামলাতেও এমন আদালতে প্রত্যক্ষ ভাবে এবং সারগতভাবে বিচার্য বিষয় ছিল, যা এমন পরবর্তী মামলার অথবা সেই মামলার, যাতে এমন বিচার্য-বিষয় পরে তোলা হয়েছে, বিচার করার যোগ্য ছিল এবং এমন আদালত দ্বারা শ্রুত হয়েছে এবং চূড়ান্তভাবে নিশ্চিত করা হয়েছে।

স্পষ্টীকরণ (১) —'পূর্ববর্তী মামলা' কথা দুটি এমন মামলার দ্যোতক যা প্রশ্নগত মামলার আগেই নিশ্চিত করা হয়েছে—তা তার আগে দাখিল করা হয়ে থাকুক বা না থাকুক।

স্পষ্টীকরণ (২) —এই ধারার প্রয়োজনার্থে, আদালতের যোগ্যতার নির্ধারণ এমন আদালতের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আপিল করার অধিকার বিষয়ক কোনো বিধানের বিবেচনা করা ব্যতিরেকে করা যাবে।

স্পষ্টীকরণ (৩) —উপরে নির্দেশিত বিষয়ের পূর্ববর্তী মামলায় এক পক্ষ দ্বারা অভিযোগ এবং অন্যপক্ষ দ্বারা ব্যক্তভাবে বা বিবক্ষিত ভাবে প্রত্যাখ্যান বা স্বীকৃতি আবশ্যক।

স্পষ্টীকরণ (৪) —পূর্ববর্তী মামলায় প্রতিরক্ষা বা আক্রমণের ভিত্তি তৈরি করা যেতে পারত এবং তৈরি করা উচিত ছিল এমন যে কোনো বিষয়ের ব্যাপারে এমন মনে করা হবে যে, তা এরূপ মামলায় প্রত্যক্ষ ভাবে বা সারগত ভাবে বিচার্য বিষয় ছিল।

স্পষ্টীকরণ (৫) ঃ—আর্জিতে দাবি করা কোনো উপশম যা ডিক্রি দ্বারা ব্যক্ত ভাবে প্রদত্ত হয়নি, এই ধারার প্রয়োজনার্থ নামঞ্জুর করা হয়েছে বলে মনে করা হবে।

স্পষ্টীকরণ (৬) —যেখানে কোনো ব্যক্তি সার্বজনিক অধিকারের বা কোনো এমন ব্যক্তিগত অধিকারের জন্য সদ্‌ভাবনাপূর্বক মকদ্দমা করেন, যার তারা নিজেদের জন্য এবং অন্য ব্যক্তিদের জন্য সমবেত ভাবে দাবি করছেন সেখানে এমন অধিকারে স্বার্থ সংশ্লিষ্ট সমস্ত ব্যক্তিদের সম্পর্কে এই ধারার প্রয়োজনার্থ এমন মনে করা হবে যে, তারা এমন মকদ্দমাকারী ব্যক্তিদের থেকে ব্যুৎপন্ন অধিকারের অধীন দাবি করছেন।

স্পষ্টীকরণ (৭) —এই ধারার বিধান কোনো ডিক্রির নির্বাহনের জন্য কার্যবাহর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে এবং এই ধারাতে কোনো মকদ্দমা, বিচার্য বিষয় বা পূর্ববর্তী মামলার উল্লেখের অর্থ করতে হবে যথাক্রমে সেই ডিক্রির নির্বাহর জন্য কার্যবাহ এমন কার্যবাহতে উত্থিত প্রশ্ন এবং সেই ডিক্রির নির্বাহর জন্য পূর্ববর্তী কার্যবাহর উল্লেখ হিসাবে।

স্পষ্টীকরণ (৮) —সীমিত অধিক্ষেত্র বিশিষ্ট কোনো আদালত দ্বারা, যে আদালতের এমন বিচার্য বিষয়ের মীমাংসা করার জন্য যোগ্যতা আছে, কোনো বিচার্য বিষয় শ্রুত হয়েছে এবং চূড়ান্ত ভাবে মীমাংসিত হয়েছে, তা কোনো পরবর্তী মকদ্দমায় পূর্ব ন্যায় রূপে এমনটা সত্ত্বেও গণ্য হবে যে, সীমিত অধিক্ষেত্র বিশিষ্ট এরূপ আদালত এহেন পরবর্তী মকদ্দমার অথবা সেই মকদ্দমার যাতে এমন বিচার্য বিষয় পরে উত্থাপিত হয়েছে, বিচার করার যোগ্যতা সম্পন্ন ছিল না।

॥ ধারা : ১২ ॥ আরও মামলা করার বাধা [Bar to further Suit]—বাদী যেখানে কোনো বিশেষ বিবাদ-হেতুর সম্পর্কে আরও মামলা দায়ের করা থেকে নিয়মাবলীর দ্বারা নিবৃত্ত হয়, সেখানে কোনো এমন আদালতে, যেখানে এই সংহিতা প্রযোজ্য, কোনো মামলা এমন বিবাদ-হেতু সম্পর্কে দায়ের করার অধিকার তার থাকবে না।

॥ ধারা : ১৩ ॥ বিদেশি রায় কখন চূড়ান্ত (সমাপ্তি মূলক) হবে না [When foreign judgment not conclusive]—বিদেশি রায় তার দ্বারা সেই পক্ষগণের মধ্যে বা সেই অধিকারের অধীন মকদ্দমাকারী পক্ষগণের মধ্যে যাদের থেকে ব্যুৎপন্ন অধিকারের অধীন তারা বা তাদের মধ্যে কেউ দাবি করেন, প্রত্যক্ষ ভাবে ন্যায় নির্ণীত কোনো বিষয়ের ব্যাপারে সেই ক্ষেত্র ব্যতিরেকে চূড়ান্ত (বা সমাপ্তিমূলক) হবে সেক্ষেত্রে—

(ক) তা যোগ্য অধিক্ষেত্র বিশিষ্ট আদালত দ্বারা শোনানো হয়নি;

(খ) তা মকদ্দমার গুণাগুণের ভিত্তিতে প্রদত্ত হয়নি;

(গ) কার্যবাহসমূহের প্রেক্ষিতে সুস্পষ্ট হয় নি, তা আন্তর্জাতিক আইনের ভুল ধারণার ওপর বা ভারতের আইন যেখানে প্রযোজ্য সেখানে ভারতের আইনকে স্বীকৃত না দেওয়ার ওপর প্রতিষ্ঠিত;

(ঘ) সেই কার্যবাহসমূহ, যেগুলোর মধ্যে থেকে ঐ রায় গ্রহণ করা হয়েছিল, নৈসর্গিক ন্যায়পরতার পরিপন্থী;

(ঙ) তা কপটতাপূর্বক গ্রহণ করা হয়েছিল;

(চ) তা ভারতে বলবৎ কোনো আইনের লঙ্ঘনের ওপর প্রতিষ্ঠিত দাবিকে বজায় রাখে।

॥ ধারা : ১৪ ॥ বিদেশি রায়ের ব্যাপারে প্রাক্-প্রত্যয় [Presumption as to foreign judgments]—বিদেশি রায়-এর প্রমাণিত প্রতিলিপি বলে কথিত কোনো এমন দস্তাবেজ পেশ করা হলে, যদি নথি থেকে প্রতিকূল কিছু প্রতীয়মান না হয়, তাহলে আদালত প্রাক্-প্রত্যয় করবে যে, এমন রায় যোগ্যতাসম্পন্ন অধিক্ষেত্র বিশিষ্ট আদালত কর্তৃক শোনানো (উচ্চারিত) হয়েছিল কিন্তু এধরনের প্রাক্-প্রত্যয় অধিক্ষেত্রর অভাব প্রমাণ করে অপসারিত করা যাবে।

মামলা দায়ের করার জায়গা
(Place of Suing)

॥ ধারা : ১৫ ॥ যে আদালতে মামলা দায়ের করতে হবে [Court in which suits to be instituted]—প্রত্যেক মামলা সেই নিম্নতম শ্রেণীর আদালতে দায়ের করা যাবে, যে আদালতের তার বিচার করার যোগ্যতা আছে।

॥ ধারা : ১৬ ॥ বিষয়বস্তু যেখানে অবস্থিত, সেখানে মামলা করতে হবে [Suits to be instituted where subject-matter situate]—কোনো আইন দ্বারা নির্দিষ্ট আর্থিক বা অন্য সীমাবদ্ধতার অধীন থেকে, মকদ্দমা, যা,—

(ক) খাজনা বা লাভ সহ বা বর্জিত স্থাবর সম্পত্তির পুনরুদ্ধারের জন্য;

(খ) স্থাবর সম্পত্তির বিভাজনের জন্য;

(গ) স্থাবর সম্পত্তির বন্ধ বা তার ওপর ভারের অবস্থায় বন্ধকী সম্পত্তি খালাসের অধিকার হরণের, বিক্রয়ের অথবা উদ্ধার করার জন্য;

(ঘ) স্থাবর সম্পত্তিতে কোনো অন্য অধিকার বা স্বার্থের চূড়ান্ত নিষ্পত্তিকরণের জন্য;

(ঙ) স্থাবর সম্পত্তির প্রতি কৃত ক্ষতির ক্ষতিপূরণের জন্য;

(চ) মালক্রোক বা ক্রোকের বস্তুতঃ অধীন অস্থাবর সম্পত্তির উদ্ধার করার জন্য।

সেই আদালতে দায়ের করা যাবে, যে আদালতের অধিক্ষেত্রর স্থানীয় সীমার মধ্যে ঐ সম্পত্তি অবস্থিত ঃ

প্রকাশ থাকে যে, প্রতিবাদী দ্বারা বা নিমিত্তধারী স্থাবর সম্পত্তি সম্পর্কে উপশমের বা এমন সম্পত্তির প্রতি কৃত ক্ষতির ক্ষতিপূরণ পরিগ্রহণের জন্য মামলা, যেখানে প্রার্থিত উপশম তার নিজ আজ্ঞানুবর্তিতার দ্বারা সম্পূর্ণভাবে পাওয়া যেতে পাবে, সেই আদালতে, যার অধিক্ষেত্রর স্থানীয় সীমার মধ্যে সম্পত্তি অবস্থিত অথবা সেই আদালতে, যার অধিক্ষেত্রর স্থানীয় সীমার মধ্যে প্রতিবাদী প্রকৃতপক্ষে এবং স্বেচ্ছায় বসবাস করে বা ব্যবসা করে বা মুনাফার জন্য ব্যক্তিগত ভাবে কাজ করে, দায়ের করা যাবে।

স্পষ্টীকরণ—এই ধারাতে 'সম্পত্তি' বলতে বুঝাবে ভারতের মধ্যে অবস্থিত সম্পত্তি।

॥ ধারা ঃ ১৭ ॥ বিভিন্ন আদালতের অধিক্ষেত্রর মধ্যে অবস্থিত স্থাবর সম্পত্তির জন্য মামলা করা [Suits for immovable property situate within jurisdiction of different courts]—মকদ্দমা যেখানে বিভিন্ন আদালতের অধিক্ষেত্রর মধ্যে অবস্থিত স্থাবর সম্পত্তি সম্পর্কে উপশমের বা এমন সম্পত্তির প্রতি কৃত ক্ষতির ক্ষতিপূরণ প্রাপ্তির জন্য আনীত হয়েছে সেখানে সেই মকদ্দমা এমন যে কোনো আদালতে দায়ের করা যাবে, যার অধিক্ষেত্রর স্থানীয় সীমার মধ্যে উক্ত সম্পত্তির কোনো অংশ অবস্থিত ঃ

প্রকাশ থাকে যে, তা তখনই যখন পুরো দাবি ঐ মকদ্দমার বিষয়বস্তুর মূল্যের প্রেক্ষিতে এমন আদালত দ্বাবা প্রগ্রাহ্য হবে।

॥ ধারা ঃ ১৮ ॥ আদালতের অধিক্ষেত্রর স্থানীয় সীমা যেখানে অনিশ্চিত সেখানে মামলা করার জায়গা [Place of institution of suit where local limits of jurisdiction of courts are uncertain]—(১) যেখানে এমন অভিযোগ করা হয় এটা অনিশ্চিত বলে যে, কোনো স্থাবর সম্পত্তি দুই বা ততোধিক আদালতের কোনো একটি আদালতের অধিক্ষেত্র স্থানীয় সীমার মধ্যে অবস্থিত সেখানে সেই আদালত সমূহের মধ্যে কোনো একটি আদালত, যদি তার সমাধান হয়ে যায় যে, অভিযোগ করা অনিশ্চয়তার ভিত্তি আছে, সেই বিবৃতি নথিভুক্ত করা হবে এবং তখন সেই সম্পত্তির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট যে কোনো মকদ্দমা গ্রহণ করার ও তার বিলিবন্দেজ করার জন্য পরে

কার্যবাহ চালাতে পারবে এবং ঐ মামলায় তার ডিক্রির তেমনই প্রভাব হবে যেন ঐ সম্পত্তি তার অধিক্ষেত্রর স্থানীয় সীমার মধ্যে অবস্থিত :

প্রকাশ থাকে যে, তা তখন, যখন সেই মকদ্দমাটি এমন যে তার সম্পর্কে আদালত ঐ মকদ্দমার প্রকৃতি ও মূল্যের প্রেক্ষিতে অধিক্ষেত্র প্রয়োগ করার যোগ্যতা সম্পন্ন।

(২) বিবৃতি যেখানে উপধারা (১)-এর অধীন নথিভুক্ত করা হয় নি এবং কোনো আপিল বা পুনরীক্ষণ আদালতের সামনে এমন আপত্তি আনা হয় যে, এমন সম্পত্তি সম্পর্কিত মকদ্দমায় ডিক্রি বা আদেশ এমন আদালত কর্তৃক প্রদত্ত হয়েছিল যার সেখানে অধিক্ষেত্র ছিল না যেখানে সম্পত্তি অবস্থিত সেখানে আপিল বা পুনরীক্ষণ আদালত সে আপত্তি ততক্ষণ গ্রাহ্য করবে না যতক্ষণ তার রায় না হয় যে, মকদ্দমা দায়ের করার সময় তার সম্পর্কে অধিক্ষেত্র বিশিষ্ট আদালত সম্পর্কে অনিশ্চয়তার জন্য কোনো যুক্তিসঙ্গত ভিত্তি ছিল না, তার পরিণামস্বরূপ ন্যায়পরতার পরাজয় ঘটেছে।

॥ ধারা : ১৯ ॥ ব্যক্তি বিশেষ বা অস্থাবর সম্পত্তির ক্ষতির জন্য ক্ষতিপূরণের মামলা [Suits for compensation for wrongs to person or movables]—যেখানে শরীর বা অস্থাবর সম্পত্তির কোনো ক্ষতির ক্ষতিপূরণের জন্য মকদ্দমা আনীত হয়, সেখানে যদি ক্ষতি একটি আদালতের অধিক্ষেত্রর স্থানীয় সীমার মধ্যে করা হয়ে থাকে এবং প্রতিবাদী কোনো অন্য আদালতের অধিক্ষেত্রর স্থানীয় সীমার মধ্যে বসবাস করে অথবা ব্যবসা করে অথবা মুনাফার জন্য ব্যক্তিগত ভাবে কাজ করে তাহলে মকদ্দমা বাদীর মতানুসারে উক্ত আদালতসমূহের যে কোনো আদালতে দায়ের করা যাবে।

উদাহরণ—(ক) দিল্লিবাসী ক কলকাতায় খ-কে মারধর করল। খ সেক্ষেত্রে ক-এর বিরুদ্ধে কলকাতা বা দিল্লিতে মকদ্দমা দায়ের করতে পারবে।

(খ) খ-এর মানহানিকর কোনো বিবৃতি দিল্লি নিবাসী ক কলকাতাতে প্রকাশিত করল। খ সেক্ষেত্রে ক-এর বিরুদ্ধে কলকাতা বা দিল্লিতে মামলা দায়ের করতে পারবে।

॥ ধারা : ২০ ॥ যেখানে প্রতিবাদী বসবাস করে অথবা যেখানে মামলার কারণ উদ্ভূত হয় সেখানে অন্যান্য মামলা দায়ের করা যাবে [Other suit to be instituted where defendants reside or cause of action arises]—পূর্বোক্ত সীমাবদ্ধতা সাপেক্ষে প্রত্যেক মকদ্দমা এমন আদালতে দায়ের করা যাবে, যার অধিক্ষেত্রর স্থানীয় সীমার মধ্যে—

(ক) প্রতিবাদী বা যেখানে একের অধিক প্রতিবাদী থাকে, সেখানে প্রতিবাদীদের মধ্যে প্রত্যেকে মকদ্দমা প্রারম্ভের সময়ে প্রকৃতপক্ষে এবং স্বেচ্ছায় বসবাস করে বা ব্যবসা করে অথবা মুনাফার জন্য ব্যক্তিগত ভাবে কাজ করে, অথবা

(খ) যেখানে একের অধিক প্রতিবাদী, সেখানে প্রতিবাদীদের মধ্যে যে কোনো প্রতিবাদী মকদ্দমা প্রারম্ভের সময় প্রকৃতপক্ষে এবং স্বেচ্ছায় বসবাস করে বা ব্যবসা করে বা মুনাফার জন্য ব্যক্তিগত ভাবে কাজ করে ; কিন্তু তা তখন, যখন এমন ক্ষেত্রে হয় আদালতের অনুমতি প্রদত্ত হয়েছে অথবা যে প্রতিবাদী পূর্বোক্ত ভাবে বসবাস

করে না, ব্যবসা করে না বা মুনাফার জন্য ব্যক্তিগত ভাবে কাজ করে না, তারা এ ধরনের দায়ের করার জন্য মৌনসম্মত হয়; অথবা

(গ) বিবাদহেতু পূর্ণভাবে বা আংশিক ভাবে উত্থিত হয়।

স্পষ্টীকরণ—নিগমের ব্যাপারে এমন মনে করা হবে যে, তা ভারতস্থিত একমাত্র বা প্রধান কার্যালয়ে অথবা কোনো এমন বিবাদ হেতুর ব্যাপারে যা এমন কোনো জায়গায় উত্থিত, যেখানে তার অধীনস্থ কার্যালয়ও আছে, এমন জায়গায় ব্যবসা পরিচালনা করে।

উদাহরণ—(ক) **ক** কলকাতার একজন ব্যবসায়ী। **খ**-ব্যবসা করে দিল্লিতে। **খ** কলকাতায় তার এজেন্ট (নিযুক্তক) দ্বারা **ক**-এর কাছে মাল কেনে এবং ইস্ট ইণ্ডিয়ান রেল কোম্পানির কাছে তা অর্পণ করার জন্য **ক**-কে অনুরোধ করে। সেইমতো **ক** কলকাতায় ঐ মাল অর্পণ করে। মালের দামের জন্য **ক** **খ** এর বিরুদ্ধে মকদ্দমা দায়ের করতে পারে হয় কলকাতায় যেখানে বিবাদ-হেতু উত্থিত হয়েছে নতুবা দিল্লিতে যেখানে সে ব্যবসা করে।

(খ) **ক** সিমলায়, **খ** কলকাতায় এবং **গ** দিল্লিতে বসবাস করে। **ক**, **খ** এবং **গ** একসঙ্গে বেনারসে থাকা কালে **খ** ও **গ** চাওয়ামাত্র প্রদেয় একটি যৌথ প্রত্যর্থ-পত্র (অঙ্গীকারপত্র) তৈরি করে **ক**-কে অর্পণ করে। **খ** ও **গ**-এর ওপর **ক** বেনারসে মামলা দায়ের করতে পারবে যেখানে বিবাদ-হেতু উত্থিত হয়েছে। সে তাদের ওপর কলকাতাতেও, যেখানে **খ** বসবাস করে এবং দিল্লিতেও, যেখানে **গ** বসবাস করে মামলা দায়ের করতে পারবে। কিন্তু এমন অবস্থার প্রতিটি ক্ষেত্রে যদি বসবাস না করা প্রতিবাদী আপত্তি তোলে, তাহলে আদালতের অনুমতি ছাড়া মামলা চলবে না।

॥ ধারা ঃ ২১ ॥ অধিক্ষেত্র সম্পর্কিত আপত্তি [Objection to jurisdiction] (১) মামলা আনয়ন করার জায়গা সম্পর্কে কোনো আপত্তি কোনো আপিল বা পুনরীক্ষণ আদালত দ্বারা ততক্ষণ গ্রাহ্য করা যাবে না যতক্ষণ এ ধরনের আপত্তি প্রথমবারের আদালতে যথাসম্ভব সর্বপ্রথম সুযোগে এবং উক্ত সমস্ত মামলায় যাতে বিচার্য বিষয় স্থিরীকৃত হয়, এমন স্থিরীকরণের সময় বা তার আগে করা না হয়ে থাকে এবং যতক্ষণ তার পরিণামস্বরূপ ন্যায়পরতার পরাজয় না ঘটে থাকে।

(২) কোনো আদালতের অধিক্ষেত্রর আর্থিক সীমাবদ্ধতার ভিত্তিতে তার যোগ্যতার ব্যাপারে কোনো আপত্তি কোনো আপিল বা পুনরীক্ষণ আদালত দ্বারা ততক্ষণ গ্রাহ্য করা যাবে না যতক্ষণ এ ধরনের আপত্তি প্রথমবারের আদালতে যথাসম্ভব সর্বপ্রথম সুযোগে এবং উক্ত সমস্ত মামলায় যাতে বিচার্য বিষয় স্থিরীকৃত হয়, এমন স্থিরীকরণের সময় বা তার আগে করা না হয়ে থাকে এবং যতক্ষণ তার পরিণামস্বরূপ ন্যায়পরতার পরাজয় না ঘটে থাকে।

(৩) কোনো আপিল আদালতের অধিক্ষেত্রর স্থানীয় সীমার ভিত্তিতে তার যোগ্যতার সম্পর্কে কোনো আপত্তি আপিল বা পুনরীক্ষণ আদালত দ্বারা ততক্ষণ গ্রাহ্য করা যাবে না যতক্ষণ এ ধরনের আপত্তি আপিল আদালতে যথাসম্ভব সর্বপ্রথম সুযোগে না করা হয়ে থাকে এবং যতক্ষণ তার পরিণামস্বরূপ ন্যায়পরতার পরাজয় না ঘটে থাকে।

॥ ধারা ঃ ২১-ক ॥ মামলা দায়ের করার জায়গার বিষয়ে আপত্তির ওপর ডিক্রি বাতিল করার জন্য আনীত মামলার বাধা [Bar on suit to set aside decree on objection as to place of suing]—অনুরূপ অধিকারের অধীন মকদ্দমাকারী সেই সব পক্ষের মধ্যে বা এমন পক্ষগণের মধ্যে যাদের থেকে ব্যুৎপন্ন অধিকারের অধীন তারা তাদের মধ্যে কেউ দাবি করে, কোনো পূর্ববর্তী মামলায় সম্পাদিত ডিক্রির আইনসিদ্ধতাকে মামলা দায়ের করার জায়গা সম্পর্কে কোনো আপত্তির ভিত্তিতে প্রশ্ন উত্থাপনকারী কোনো মামলা দায়ের করা যাবে না।

স্পষ্টীকরণ—'পূর্ববর্তী মামলা' বলতে বুঝায় সেই মামলা, যা মামলার সিদ্ধান্তের আগে মীমাংসিত হয়েছে, যাতে ডিক্রির আইনসিদ্ধতার প্রশ্ন তোলা হয়েছে, তা পূর্বে মীমাংসিত মামলা ঐ মামলার আগে দায়ের করা হোক বা পরে, যাতে ডিক্রির আইনসিদ্ধতা সম্পর্কে প্রশ্ন তোলা হয়েছে।

॥ ধারা ঃ ২২ ॥ যে মামলা একাধিক আদালতে দায়ের করা যায় তা স্থানান্তকরণের ক্ষমতা [Power to transfer suits which may be instituted in more than one court]—যেখানে কোনো মকদ্দমা দুই বা ততোধিক আদালতের মধ্যে কোনো একটিতে দায়ের করা যায় এবং এ ধরনের আদালতের মধ্যে কোনো একটিতে দায়ের করা হয়েছে সেখানে যে কোনো প্রতিবাদী অন্য পক্ষদের বিজ্ঞপ্তি দেওয়ার পরে যথাসম্ভব সর্বপ্রথম সুযোগে (সম্ভাব্য নিকটতম সুযোগে) এবং সেই সব মামলাতে, যাতে বিচার্য বিষয় স্থির করা হয়, এমন স্থিরীকরণের সময় বা তার আগে কোনো অন্য আদালতে মামলা স্থানান্তরিত করার জন্য আবেদন করতে পারবে এবং সেই আদালত, যেখানে এমন আবেদন করা হয়েছে, অন্য পক্ষদের (যদি কেউ থাকে) আপত্তির ওপর বিচার করার পর নির্ধারণ করবে যে, অধিক্ষেত্র বিশিষ্ট কতিপয় আদালতের মধ্যে কোন্ আদালতে মামলা চলবে।

॥ ধারা ঃ ২৩ ॥ কোন্ আদালতে আবেদন করা যাবে [To what court application lies]—(১) যেখানে অধিক্ষেত্র বিশিষ্ট কতিপয় আদালত একই আপিল আদালতের অধীনস্থ সেখানে ধারা-২২ এর অধীন আবেদন আপিল-আদালতে করা যাবে।

(২) যেখানে এমন আদালত বিভিন্ন আপিল-আদালতের অধীনস্থ হয়েও একই উচ্চ আদালতের অধীনস্থ সেখানে ঐ আবেদন উচ্চ আদালতে (হাইকোর্ট) করা যাবে।

(৩) যেখানে এমন আদালত বিভিন্ন উচ্চ আদালতের অধীনস্থ সেখানে আবেদন সেই উচ্চ আদালতে করা যাবে, যার অধিক্ষেত্রর স্থানীয় সীমার মধ্যে যে আদালতে মামলা আনা হয়েছে সেই আদালত অবস্থিত।

॥ ধারা ঃ ২৪ ॥ স্থানান্তরণ ও প্রত্যাহরণের সাধারণ ক্ষমতা [General Power of transfer and withdrawal]—(১) যে কোনো পক্ষের আবেদনের প্রেক্ষিতে এবং পক্ষদের বিজ্ঞপ্তি দেওয়ার পর এবং তাদের মধ্যে যারা শ্রুত হতে ইচ্ছুক তাদের বক্তব্য শোনার পর বা এমন বিজ্ঞপ্তি না দিয়ে নিজের ইচ্ছায়, উচ্চ আদালত বা জেলা আদালত যে কোনো রকম পর্যায়ে—

(ক) এমন কোনো মকদ্দমা, আপিল বা অন্য কার্যবাহ যা তার সামনে বিচার বা

বিলিবন্দেজ করার জন্য রয়েছে, তার অধীনস্থ এমন কোনো আদালতকে হস্তান্তরিত করতে পারবে যা তার বিচার করার জন্য বা বিলিবন্দেজ করার জন্য যোগ্যতা সম্পন্ন; অথবা

(খ) নিজের অধীনস্থ কোনো আদালতে অমীমাংসিত থাকা যে কোনো মকদ্দমা, আপিল বা অন্য কার্যবাহর প্রত্যাহার করতে পারবে, এবং

(১) তার বিচার বা বিলিবন্দেজ করতে পারবে; অথবা

(২) বিচার করার জন্য বা তার বিলিবন্দেজ করার জন্য যোগ্যতা সম্পন্ন তার অধীনস্থ এমন আদালতকে তার বিচার করার জন্য বা বিলিবন্দেজ করার জন্য স্থানান্তরিত করতে পারবে;

(৩) বিচার বা বিলিবন্দেজ করার জন্য সেই আদালতকে তা হস্তান্তর করতে পারবে, যার থেকে তা প্রত্যাহৃত হয়েছিল;

(২) যেখানে কোনো মকদ্দমা বা কার্যবাহর স্থানান্তরণ বা প্রত্যাহরণ উপধারা (১) -এর অধীন করা হয়েছে সেখানে ঐ আদালত, যে আদালতকে এমন মকদ্দমা বা কার্যবাহর অতঃপর বিচার করতে হবে বা তার বিলিবন্দেজ করতে হবে, স্থানান্তরণের আদেশে প্রদত্ত বিশেষ নির্দেশাবলীর সাপেক্ষে হয় তার পুনর্বিচার করতে পারবে নতুবা সেই সূত্রক্ষ থেকে কার্যবাহ চালাবে যেখান থেকে তার স্থানান্তরণ বা প্রত্যাহরণ করা হয়েছিল;

(৩) এই ধারার প্রয়োজনার্থ—

(ক) অতিরিক্ত ও সহকারি ন্যায়াধীশের আদালত, জিলা আদালতের অধীনস্থ বলে মনে করা হবে;

(খ) কোনো ডিক্রি বা কোনো আদেশের নিবাহ জানিত কার্যবাহও 'কার্যবাহ'-র অন্তর্ভুক্ত হবে;

(৪) কোনো লঘুবাদ আদালত থেকে এই ধারার অধীন স্থানান্তরিত বা প্রত্যাহৃত কোনো মকদ্দমার বিচারকারী আদালতকে এমন মকদ্দমার প্রয়োজনে লঘুবাদ আদালত মনে করা হবে;

(৫) কোনো মকদ্দমা বা কার্যবাহ এমন আদালত থেকে এই ধারা মতে স্থানান্তরিত করা যাবে, যার বিচার করার অধিক্ষেত্র ঐ আদালতের নাই।

॥ ধারা ঃ ২৫ ॥ উচ্চতম আদালতের (সুপ্রিম কোর্টের) মামলা, ইত্যাদি স্থানান্তরিত করার ক্ষমতা [Power of Supreme Court to transfer suits, etc.]—(১) কোনো পক্ষের আবেদনের ভিত্তিতে এবং পক্ষগণকে বিজ্ঞপ্তি দেওয়ার পর এবং তাদের মধ্যে যারা শ্রুত হতে ইচ্ছুক, তাদের বক্তব্য শ্রবণান্তে যদি উচ্চতম আদালতের কোনো বিন্দুতে এমন সমাধান হয়ে যায় যে ন্যায় প্রাপ্তির জন্য এই ধারা মতে আদেশ দেওয়া সমীচীন তাহলে ঐ আদালত এমন নির্দেশ দিতে পারে যে, কোনো রাজ্যের কোনো উচ্চ আদালত বা অন্য দেওয়ানী আদালত থেকে কোনো অন্য রাজ্যের উচ্চ আদালতে বা অন্য দেওয়ানী আদালতে কিছু মকদ্দমা আপিল বা অন্য কার্যবাহ স্থানান্তরিত করে দেওয়া হোক।

(২) এই ধারার অধীন প্রত্যেক আবেদন প্রস্তাব দ্বারা করতে হবে এবং তার সমর্থনে একটা হলফনামা (শপথনামা) থাকবে।

(৩) যে আদালতে এমন মকদ্দমা, আপিল বা অন্য কার্যবাহ স্থানান্তরিত করা হয়েছে সেই আদালত স্থানান্তরণ আদেশে প্রদত্ত বিশেষ নির্দেশাবলী সাপেক্ষে হয় তার পুনর্বিচার করবে নতুবা সেই বিন্দু থেকে পরবর্তী কার্যবাহ চালাবে, যার ওপর তা স্থানান্তরিত করা হয়েছিল।

(৪) এই ধারার অধীন আবেদন খারিজ করতে গিয়ে যদি উচ্চতম আদালত তা অসার বা গোলমেলে (বিরক্তকর) বলে অভিমত ব্যক্ত করে তাহলে উক্ত আদালত আবেদনকারীকে, আবেদনের বিরোধিতা করেছে যে ব্যক্তি, তাকে ক্ষতিপূরণ হিসাবে অনধিক দু'হাজার টাকার মধ্যে এমন অঙ্কের টাকা প্রদান করার জন্য আদেশ দিতে পারবে যা উচ্চতম আদালত মকদ্দমাটির পরিস্থিতি মোতাবেক যথার্থ বিবেচনা করবে।

(৫) এই ধারার অধীন স্থানান্তরিত মকদ্দমা আপিল বা অন্য কার্যবাহতে প্রযোজ্য হওয়া আইন এমন আইন হবে যা ঐ আদালত, যাতে সেই মকদ্দমা, আপিল বা অন্য কার্যবাহ মূলতঃ দায়ের করা হয়েছে, এমন মকদ্দমা, আপিল বা অন্য কার্যবাহতে প্রয়োগ করা বিধেয় ছিল।

মামলা দায়ের করা
(Institution of Suits)

॥ ধারা : ২৬ ॥ মামলা দায়ের করা [Institution of Suits]—আর্জি (বাদপত্র) উপস্থাপিত করে অথবা অন্য যেমন পদ্ধতি বিহিত করা হবে তেমন পদ্ধতিতে প্রত্যেক মামলা দায়ের করা যাবে।

সমন (আহ্বান পত্র) এবং আবিষ্কার
(Summons and Discovery)

॥ ধারা : ২৭ ॥ প্রতিবাদীদের সমন দেওয়া [Summons to defendants]—যেখানে কোনো মকদ্দমা সম্যক ভাবে দাখিল করা হয়েছে, সেখানে হাজির হওয়ার জন্য এবং দাবির উত্তর দেওয়ার জন্য প্রতিবাদীর নামে সমন দেওয়া যাবে (ইস্যু করা যাবে) এবং তা নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে জারি করা যাবে।

॥ ধারা : ২৮ ॥ প্রতিবাদী যেখানে কোনো ভিন্ন রাজ্যে বসবাস করে সেখানে সমন জারি করা [Service of summons where defendant resides in another State]—(১) সমন অন্য রাজ্যে জারি করার জন্য ঐ রাজ্যে বলবৎ থাকা নিয়মাবলীর দ্বারা বিহিত করা যায় এমন আদালতে এবং পদ্ধতিতে পাঠানো যেতে পারে।

(২) যে আদালতে এমন সমন পাঠানো হয় সেই আদালত তা পেয়ে পরবর্তীতে এমন কার্যবাহ করবে যেন, তা ঐ আদালত কর্তৃকই প্রদত্ত (ইস্যু করা) হয়েছে এবং তখন ঐ আদালত সেই সমন ও সে সম্পর্কে তার কার্যবাহর নথি (যদি কিছু থাকে) প্রেরক-আদালতে (ইস্যু করা আদালতে) ফেরত পাঠাবে।

(৩) যেখানে কোনো অন্য রাজ্যে জারি করার জন্য পাঠানো সমনের ধারা উপধারা (২)-এ নির্দিষ্ট নথির ভাষা থেকে ভিন্ন হয় সেখানে নথির একটি অনুবাদও—

(ক) যদি সমন জারি করা আদালতের (অর্থাৎ সমন প্রেরণকারী আদালতের) ভাষা হিন্দি হয়, তাহলে হিন্দিতে; অথবা

(খ) যদি এমন নথির ভাষা হিন্দি বা ইংরেজি থেকে আলাদা কিছু হয়, তাহলে হিন্দিতে বা ইংরেজিতে উক্ত উপধারার অধীন ঐ নথির সঙ্গে পাঠাতে হবে।

॥ ধারা ঃ ২৯ ॥ বিদেশি সমন জারি করা [Service of foreign summons]—সেই সব সমন এবং অন্যান্য পরওয়ানা যা—

(ক) ভারতের যে কোনো অংশে স্থাপিত কোনো দেওয়ানী বা রাজস্ব আদালত কর্তৃক, যার ওপর এই সংহিতার বিধানসমূহ সম্প্রসারিত হয়নি, অথবা

(খ) কোনো এমন দেওয়ানী বা রাজস্ব আদালত কর্তৃক যা কেন্দ্রীয় সরকারের প্রাধিকার বলে ভারতের বাইরে স্থাপিত করা হয়েছে অথবা পরিচালিত হচ্ছে, অথবা

(গ) ভারতের বাইরের অন্য এমন কোনো দেওয়ানী বা রাজস্ব-আদালত কর্তৃক, যার সম্পর্কে কেন্দ্রীয় সরকার সরকারি ঘোষ-পত্রে প্রজ্ঞাপন দিয়ে ঘোষণা করেছে যে, এই ধারার বিধান তাতে প্রযোজ্য,

প্রদত্ত (ইস্যু করা) হয়েছে, সেই সব রাজ্যক্ষেত্রে অবস্থিত আদালতসমূহে পাঠানো যাবে যাদের ওপর এই সংহিতা সম্প্রসারিত (অর্থাৎ প্রযোজ্য) এবং সেগুলো এমন ভাবে জারি করা হবে যেন সেগুলো এমন আদালত কর্তৃকই প্রদত্ত (ইস্যু করা) সমন।

॥ ধারা ঃ ৩০ ॥ আবিষ্কার করা এবং তার সমজাতীয় আদেশ দেওয়ার ক্ষমতা [Power to order discovery and the like]—বিহিত করা যাবে এমন শর্তসমূহ ও সীমাবদ্ধতা সাপেক্ষে আদালত যে কোনো সময় হয় স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হয়ে অথবা যে কোনো পক্ষের আবেদনের ওপর—

(ক) এমন আদেশ দিতে পারবে যা জেরা অর্পণ এবং তার উত্তর দেওয়া, দস্তাবেজসমূহ ও তথ্যাবলীর স্বীকৃতি এবং সাক্ষ্য হিসাবে পেশ করার যোগ্য দস্তাবেজ সমূহ বা অন্যান্য বাস্তব বস্তুসমূহ, আবিষ্কার, পরিদর্শন, পেশকরণ, বাজেয়াপ্তকরণ এবং ফেরত দেওয়ার সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত সমস্ত বিষয়ে আবশ্যক বা যুক্তিসঙ্গত;

(খ) যাদের হয়ে সাক্ষ্য দেওয়ার জন্য অথবা দস্তাবেজ পেশ করার জন্য অথবা পূর্বোক্ত মতো বস্তুসমূহ পেশ করার জন্য উপস্থিতি প্রয়োজন এমন ব্যক্তিদের নামে সমন প্রদান করা যাবে;

(গ) এমন আদেশ দিতে পারবে যে, কোনো তথ্য হলফনামা দ্বারা প্রমাণিত করা যায়।

॥ ধারা ঃ ৩১ ॥ সাক্ষীকে সমন দেওয়া [Summons to witness]—ধারা-২৭, ধারা-২৮ ও ধারা-১৯-এর বিধানসমূহ সাক্ষ্য দেওয়ার জন্য বা দস্তাবেজ বা অন্যান্য বাস্তব বস্তুসমূহ পেশ করার জন্য সমনের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে।

॥ ধারা ঃ ৩২ ॥ ব্যত্যয়ের (অক্ষমতা, অনিয়মিততা) জন্য শাস্তি [Penalty for default]—আদালত ধাবা-৩০-এর অধীন যাদের নামে সমন প্রদত্ত (ইস্যু) হয়েছে এমন ব্যক্তিদের হাজির হওয়ার জন্য বাধ্য করতে পারবে এবং উক্ত প্রয়োজনে—

(ক) তাকে গ্রেপ্তারের জন্য পরওয়ানা (ও 'রেন্ট) দিতে পারবে (অর্থাৎ গ্রেপ্তারি পরওয়ানা জারি করতে পারবে);

(খ) তার সম্পত্তি ক্রোক করতে পারবে এবং তা বিক্রয় করতে পারবে;

(গ) তার ওপর অনধিক পাঁচশ টাকা অর্থদণ্ড আরোপ করতে পারবে;

(ঘ) হাজিরা হেতু প্রতিভূতি জমা দেওয়ার জন্য তাকে আদেশ দিতে পারবে এবং ব্যত্যয় ঘটালে তাকে দেওয়ানী কারাগারে সোপর্দ করাতে পারবে।

রায় ও ডিগ্রি (আজ্ঞপ্তি)
(Judgment and Decree)

॥ ধারা : ৩৩ ॥ রায় ও ডিক্রি [Judgement and decree]—মকদ্দমার শুনানির পর রায় ঘোষণা করবে এবং এমত রায়ের ওপর ডিক্রি প্রদত্ত হবে।

সুদ . (Interest)

॥ ধারা : ৩৪ ॥ সুদ [Interest]—(১) যেখানে এবং যত দূর ডিক্রি টাকা দেওয়ার নিমিত্ত সেখানে আদালত ডিক্রিতে এই আদেশ দিতে পারবে যে, ন্যায়নির্ণীত মূল টাকার ওপর এমন কোনো সুদ অতিরিক্ত, যা এমন মূল টাকার ওপর মকদ্দমা দায়ের করার আগের কোনো সময় কালের জন্য ন্যায়নির্ণীত হয়েছে, মকদ্দমার তারিখ থেকে ডিক্রির তারিখ পর্যন্ত সুদ, আদালত যুক্তিযুক্ত বলে মনে করে এমন হারে সেই মূল টাকার ওপর ডিক্রির তারিখ থেকে টাকা দেওয়ার তারিখ পর্যন্ত বা আদালত উচিত মনে করে এমন পূর্ববর্তী তারিখ পর্যন্ত অনধিক বাৎসরিক শতকরা ছ'টাকার বেশি নয় এমন যে হার আদালত যুক্তিযুক্ত মনে করে সেই হারে অতিরিক্ত সুদ সহ, দেওয়া হোক :

প্রকাশ থাকে যে, যেখানে এ ধরনের ন্যায়নির্ণীত অর্থ সম্পর্কিত দায়িত্ব উদ্ভূত হয়েছে কোনো বাণিজ্যিক লেনদেন থেকে সেখানে এমন অতিরিক্ত সুদের হার বাৎসরিক শতকরা ছ'টাকা হারের থেকে বেশি হতে পারে, কিন্তু এমন হার সুদের চুক্তিভিত্তিক হারের থেকে অথবা যেখানে কোনো চুক্তিভিত্তিক হার নাই, সেখানে ঐ হারের চেয়ে বেশি হবে না, যার ওপর বাণিজ্যিক লেনদেনের ব্যাপারে রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্ক টাকা ধার দেয় বা অগ্রিম দেয়।

স্পষ্টীকরণ (১) —এই উপধারায় 'রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্ক' বলতে ব্যাঙ্কিং কোম্পানিজ (সংস্থাসমূহের অধিগ্রহণ ও হস্তান্তরকরণ) অধিনিয়ম, ১৯৭০ (১৯৭০-এর ৫)-এ সংজ্ঞায়িত তদানুরূপ নতুন ব্যাঙ্ক বুঝায়।

স্পষ্টীকরণ (২) —এই ধারার প্রয়োজনার্থ কোনো লেনদেন বাণিজ্যিক লেনদেন হবে, যদি তা উক্ত দায়িত্ব প্রাপক পক্ষের শিল্প, কারবার বা ব্যবসার সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত হয়।

(২) যেখানে এমন মূল টাকার ওপর ডিক্রির তারিখ থেকে টাকা দেওয়ার তারিখ পর্যন্ত বা অন্য পূর্ববর্তী তারিখ পর্যন্ত অতিরিক্ত সুদ দেওয়ার বিষয়ে এমন ডিক্রি যেখানে মৌন, সেখানে আদালত এমন সুদ দেওয়ানোর ব্যাপারে অস্বীকার করে আদেশ দিয়েছেন বলে ধরতে হবে এবং তার জন্য পৃথক মকদ্দমা করা যাবে না।

খরচ (Costs)

॥ ধারা : ৩৫ ॥ খরচ [Costs]—(১) যেভাবে শর্তাবলী ও সীমাবদ্ধতা বিহিত করা যেতে পারে তা এবং সমকালে বলবৎ কোনো আইনের বিধান সাপেক্ষে, সমস্ত

মকদ্দমার এবং তার সঙ্গে আনুষঙ্গিক খরচ দেওয়ানোর ব্যাপার আদালতের ইচ্ছানুসার হবে এবং এই খরচ কার দ্বারা, কোন্ সম্পত্তি থেকে এবং কতটা পর্যন্ত দিতে হবে তা নির্ধারণ করার এবং প্রয়োজনীয় যাবতীয় নির্দেশ দেওয়ার পুরোপুরি অধিকার আদালতের থাকবে। উক্ত আদালতের ঐ মকদ্দমার বিচার করার অধিক্ষেত্র নাই এই তথ্য এহেন ক্ষমতা প্রয়োগের ক্ষেত্রে বাধাস্বরূপ হবে না।

(২) আদালত যেখানে এমন নির্দেশ দেয় যে, পরিণামানুসার খরচ দেওয়া যাবে না, সেখানে আদালত তার কারণগুলো লিখিত ভাবে বিবৃত করবে।

॥ ধারা ঃ ৩৫-ক ॥ মিথ্যা বা বিরক্তকর দাবি বা প্রতিরক্ষণের ক্ষতিপূরণাত্মক খরচ [Copensatory costs in respect of false or vexations claims or defences]—(১) যদি কোনো মকদ্দমায় বা অন্য কার্যবাহতে, নির্বাহক কার্যবাহ যার মধ্যে পড়বে কিন্তু আপিল বা পুনরীক্ষণ পড়বে না, কোনো পক্ষ দাবি বা প্রতিরক্ষণের ব্যাপারে এই ভিত্তিতে আপত্তি করে যে দাবি বা প্রতিরক্ষণ বা তার কোনো ভাগ, যতদূর তা আপত্তিকারীর বিরুদ্ধে, ততদূর ঐ পক্ষের জ্ঞানে মিথ্যা বা বিরক্তকর হয়, যার দ্বারা তা করা হয়েছে এবং অতঃপর যদি এমন দাবি বা এমন প্রতিরক্ষণ সে পর্যন্ত পূর্ণতঃ বা অংশতঃ নামঞ্জুর, পরিত্যক্ত বা প্রত্যাহৃত করা হয় যে পর্যন্ত তা আপত্তিকারীর বিরুদ্ধে হয়, তাহলে আদালত যদি তা যথার্থ মনে করে, তবে এমন দাবি বা প্রতিরক্ষণকে মিথ্যা বা বিরক্তকর প্রতিপন্ন করার জন্য তার কারণগুলো নথিভুক্ত করার পর, যে পক্ষ কর্তৃক এমন দাবি বা প্রতিরক্ষণ উত্থাপিত করা হয়েছে ক্ষতিপূরণ বাবদ সেই পক্ষ কর্তৃক আপত্তিকারীকে খরচ দেওয়ার জন্য আদেশ দিতে পারবে ঃ

(২) কোন আদালত এমন পরিমাণ টাকা দেওয়ার আদেশ দেবে না যা, তিন হাজার টাকা ও তার আর্থিক অধিক্ষেত্রর সীমা অতিক্রমকারী পরিমাণের মধ্যে যে পরিমাণটি কম তার থেকে বেশি হয় ঃ

প্রকাশ থাকে যে, যেখানে কোনো এমন আদালতের বা প্রাদেশিক লঘুবাদ আদালত অধিনিয়ম, ১৯৮৭ (১৯৮৭-র৯) বা ভারতের কোনো এমন অংশে যেখানে উক্ত অধিনিয়ম প্রযোজ্য নয়, বলবৎ থাকা তদানুরূপ আইনের অধীন এ ধরনের অধিনিয়ম বা আইনের অধীন গঠিত আদালত নয় এমন কোনো লঘুবাদ আদালতের অধিক্ষেত্র প্রয়োগকারী যে কোনো আদালতের আর্থিক সীমা দু'শ পঞ্চাশ টাকার কম, সেখানে উচ্চ আলাদত এমন পরিমাণ টাকা, যা দু'শ পঞ্চাশ টাকার বেশি নয় এবং ঐ সীমা থেকে একশ' টাকার বেশি নয়, খরচ বাবদ এই ধারার অধীন বিনির্ণীত করার ক্ষমতা ঐ আদালতকে দিতে পারবে ঃ

আরও প্রকাশ থাকে যে, এই ধারার অধীনে যে কোনো আদালতের বা আদালতের শ্রেণীর খরচ বাবদ যে পরিমাণ টাকার বিনিময় দেবার ক্ষমতা আছে তা উচ্চ আদালত সীমিত করে দিতে পারে।

(৩) যে কোনো ব্যক্তি, যার বিরুদ্ধে এই ধারার অধীন আদেশ করা হয়েছে, এ কারণে কোনো রেহাই এমন কোনো অপরাধমূলক দায়িত্ব থেকে পাবে না, যা তার দ্বারা কৃত কোনো দাবি বা প্রতিরক্ষণের সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত।

(৪) কোনো মিথ্যা বা বিরক্তকর দাবি বা প্রতিরক্ষণ সম্পর্কে এই ধারার অধীন

বিনির্ণীত কোনো ক্ষতিপূরণের টাকা ঐরকম দাবি বা প্রতিরক্ষণ সম্পর্কিত ক্ষতি বা ক্ষতিপূরণের জন্য উত্থাপিত করা কোনো পরবর্তী মকদ্দমায় হিসাবে ধরা হবে।

॥ ধারা : ৩৫-খ ॥ বিলম্বিত করার জন্য খরচ [Costs for causing delay]—

(১) যদি কোনো মকদ্দমার শুনানির জন্য বা ঐ ব্যাপারে কোনো কার্যবাহ করার জন্য নির্দিষ্ট তারিখে, মামলার কোনো পক্ষ—

(ক) কার্যবাহ করার জন্য যা ঐ তারিখে এই সংহিতা দ্বারা বা তার অধীনে করার আবশ্যক ছিল, তা করা থেকে অসফল থাকে, অথবা

(খ) এমন কার্যবাহ করার জন্য বা সাক্ষ্য পেশ করার জন্য বা অন্য কোনো ভিত্তিতে মুলতবি নেয়,

তাহলে আদালত এমন কারণসমূহের ভিত্তিতে, যা লিখিত ভাবে বিবৃত করা হবে, এমন পক্ষের কাছ থেকে অন্য পক্ষকে এধরনের খরচ, যা আদালতের মতে অন্যপক্ষকে তার দ্বারা ঐ তারিখে আদালতে হাজির হওয়ার জন্য যে খরচ হয়েছে তা পরিপূরণের জন্য সঙ্গত ভাবে যথেষ্ট, প্রদানের অভিপ্রায়কারী আদেশ দিতে পারবে এবং এমন আদেশের তারিখের ঠিক পরবর্তী তারিখে এমন খরচ প্রদান—

(ক) বাদীকে যদি এমন খরচ প্রদান করার আদেশ দেওয়া হয়ে থাকে, তাহলে বাদী দ্বারা মকদ্দমায়;

(খ) যদি প্রতিবাদীকে এমন খরচ প্রদান করার আদেশ দেওয়া হয়ে থাকে, তাহলে প্রতিবাদী দ্বারা প্রতিরক্ষণে;

কার্যবাহ চালিয়ে যাবার জন্য পূর্বশর্ত হবে।

(২) এমন খরচ, যা উপধারা (১)-এর অধীনে প্রদান করার জন্য আদেশ দেওয়া হয়েছে, যদি তা প্রদান করা হয়ে গিয়ে থাকে, তাহলে ঐ মকদ্দমায় প্রদত্ত ডিক্রিতে বিনির্ণীত খরচে সম্মিলিত করা যাবে না; কিন্তু যদি এমন খরচ প্রদান না করা হয়ে থাকে, তাহলে ঐ খরচের টাকা এবং ঐ ব্যক্তিদের নাম ও ঠিকানা, যাদের দ্বারা ঐ খরচ প্রদেয়, নির্দেশ সম্বলিত পৃথক আদেশ দেওয়া হবে এবং এভাবে প্রস্তুতকৃত আদেশ ঐ ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে নির্বাহ করা যাবে (বা নির্বাহযোগ্য হবে)।

দ্বিতীয় খণ্ড
[PART : 2]
নির্বাহন
(Execution)
(ধারা ৩৬ থেকে ধারা ৭৪)
সাধারণ
(General)

॥ ধারা : ৩৬ ॥ আদেশ প্রয়োগ [Application to orders]—এই সংহিতার ডিক্রির নির্বাহের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত বিধানসমূহের ব্যাপারে (যে গুলোর মধ্যে ডিক্রির অধীন অর্থপ্রদানের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত বিধানও আছে) মনে করা হবে যে, সেগুলো নির্বাহে (যেগুলোর মধ্যে আদেশের অধীন অর্থপ্রদানও আছে) ততটাই প্রয়োগ হবে, যতটা প্রয়োজিত করা যায়।

॥ ধারা : ৩৭ ॥ ডিক্রি সম্পাদনকারী আদালতের সংজ্ঞা [Definition of Court which passed a decree]—যতক্ষণ কোনো ব্যাপার, বিষয় বা প্রসঙ্গে বিরুদ্ধভাব না থাকে, ডিক্রির নির্বাহের সম্পর্কে ডিক্রি **সম্পাদনকারী আদালত** এই অভিব্যক্তির মধ্যে বা ঐ অর্থবাহী শব্দের ব্যাপারে মনে করা হবে তার বা তাদের অন্তর্গত—

(ক) নির্বাহযোগ্য ডিক্রি যেখানে আপিল অধিক্ষেত্রর প্রয়োগে সম্পাদিত হয়েছে, যেখানে প্রথম বারের আদালত থাকে; এবং

(খ) যেখানে প্রথম বারের আদালত বিদ্যমান নেই অথবা তা নির্বাহ করার অধিক্ষেত্র হারিয়েছে, সেখানে সেই আদালত থাকে যা, যদি সেই মকদ্দমা, যাতে ঐ ডিক্রি সম্পাদিত হয়েছে, ডিক্রির নির্বাহর জন্য আবেদন পাওয়ার সময় দায়ের করা হয় তাহলে এমন মকদ্দমার বিচারের জন্য অধিক্ষেত্র থাকবে।

স্পষ্টীকরণ—প্রথমবারের আদালতের ডিক্রির নির্বাহ অধিক্ষেত্র শুধু এমন ভিত্তিতে শেষ হয়ে যায় না যে, ঐ মকদ্দমা দায়ের করার পর যাতে ডিক্রি সম্পাদিত হয়েছিল অথবা ডিক্রি সম্পাদিত হওয়ার পর ঐ আদালতের অধিক্ষেত্র থেকে কোনো এলাকা অন্য কোনো আদালতের অধিক্ষেত্রে স্থানান্তরিত করে দেওয়া হয়েছে, কিন্তু এধরনের প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে এমন অন্য আদালতেরও ডিক্রি নির্বাহনের অধিক্ষেত্র থাকবে। যদি ডিক্রির নির্বাহনের জন্য আবেদন করার সময় উক্ত মকদ্দমা বিচার করার অধিক্ষেত্র তার থাকত।

যে সমস্ত আদালত দ্বারা ডিক্রি নির্বাহিত করা যাবে
(Courts by which Decrees may be Executed)

॥ ধারা : ৩৮ ॥ যে আদালত দ্বারা ডিক্রি নির্বাহ করা যাবে [Court by which decree may be executed]—ডিক্রি নির্বাহিত করা যাবে, হয় যে আদালত তা প্রদান করেছে সেই আদালত দ্বারা অথবা সেই আদালত দ্বারা, যে আদালতে তা নির্বাহ করার জন্য পাঠানো হয়েছে।

॥ ধারা : ৩৯ ॥ ডিক্রি স্থানান্তরিতকরণ [Transfer of decree] (১)—ডিক্রি

প্রদানকারী আদালত ডিক্রিধারীর আবেদনের ভিত্তিতে তা যোগ্যতা সম্পন্ন অধিক্ষেত্র বিশিষ্ট অন্য আদালতে নির্বাহনের জন্য পাঠাবে ঃ—

(ক) যদি যার বিরুদ্ধে ডিক্রি প্রদান করা হয়েছে সেই ব্যক্তি এমন অন্য আদালতের অক্ষিক্ষেত্রর স্থানীয় সীমার মধ্যে প্রকৃতপক্ষে এবং স্বেচ্ছায় বসবাস করে বা কারবার করে অথবা মুনাফার জন্য ব্যক্তিগত ভাবে কাজ করে; অথবা

(খ) যদি এমন ব্যক্তির সম্পত্তি, যা এধরনের ডিক্রি'র সন্তুষ্টির জন্য যথেষ্ট, ডিক্রিপ্রদানকারী আদালতের অধিক্ষেত্রর স্থানীয় সীমার মধ্যে না থাকে এবং এমন অন্য আদালতের অধিক্ষেত্রর স্থানীয় সীমার মধ্যে থাকে; অথবা

(গ) যদি ঐ ডিক্রি তাকে প্রদানকারী আদালতের অধিক্ষেত্রর স্থানীয় সীমার বাইরে স্থিত স্থাবর সম্পত্তির বিক্রয় বা অর্পণের নির্দেশ দেয় ; অথবা,

(ঘ) যদি ডিক্রি প্রদানকারী আদালত অন্য কোনো কারণে বা সেই আদালত নথিভুক্ত করবে, এমন বিচার করে যে, ডিক্রির নির্বাহ এমন অন্য আদালত দ্বারা করা সমীচীন।

(২) ডিক্রি প্রদানকারী আদালত স্ব-প্রেরণায় তা যোগ্য অধিক্ষেত্র বিশিষ্ট যে কোনো অধস্তন আদালতে নির্বাহের জন্য পাঠাতে পারবে।

(৩) এই ধারার প্রয়োজনার্থ, কোনো আদালতকে যোগ্য অধিক্ষেত্র বিশিষ্ট আদালত মনে করা হবে যদি, ঐ আদালতে ডিক্রি স্থানান্তরণের জন্য আবেদন করার সময় এমন আদালতকে ঐ মকদ্দমার বিচার করার অধিক্ষেত্র থাকে, যেখানে উক্ত ডিক্রি প্রদত্ত হয়েছিল।

॥ ধারা ঃ ৪০ ॥ অন্য কোনো রাজ্যের আদালতে ডিক্রি স্থানান্তরিতকরণ [Transfer of decree to Court in another State]—যেখানে ডিক্রি অন্য কোনো রাজ্যে নির্বাহ করার জন্য পাঠানো হয়, সেখানে তা এমন আদালতে পাঠাতে হবে এবং এমন পদ্ধতিতে নির্বাহিত করা হবে যা ঐ রাজ্যে বলবৎ থাকা নিয়মাবলীর দ্বারা নির্দিষ্ট করা যায়।

॥ ধারা ঃ ৪১ ॥ নির্বাহ-কার্যবাহসমূহের ফল প্রমাণিত করতে হবে [Result of execution proceedings to be certified]—যে আদালত ডিক্রির এমন নির্বাহ-সম্পর্কিত তথ্য বা যেখানে পূর্ব কথিত আদালত তা নির্বাহ করতে অসফল থাকে, সেখানে এমন অসফলতার অবস্থা প্রমাণিত করবে, সেই আদালত।

॥ ধারা ঃ ৪২ ॥ স্থানান্তরিত ডিক্রির নির্বাহে আদালতের ক্ষমতা [Powers of Court in executing transferred decree]—(১) নির্বাহর জন্য ডিক্রি পাঠানো হয় যে আদালতে, সেই আদালতের এমন ডিক্রি নির্বাহে সেই একই ক্ষমতা থাকবে যেমন যদি তা সেই আদালত দ্বারাই প্রদত্ত হলে তার থাকত। ডিক্রির অবজ্ঞা করে অথবা তার নির্বাহে বাধা দান করে যে সমস্ত ব্যক্তি সেই আদালত কর্তৃক সেই রকমই ভাবেই দণ্ডনীয় হবে যেন ঐ আদালতই ডিক্রি প্রদান করেছে এবং এমন ডিক্রির নির্বাহে তার আদেশ আপিলের ব্যাপারে সেই নিয়মাবলীরই অধীন থাকবে, যেন ডিক্রি সেই আদালত দ্বারাই প্রদত্ত হয়েছে।

(২) উপধারা (১) এর বিধানসমূহের ব্যাপকত্বের ওপর কোনো প্রতিকূল প্রভাব

না ফেলে উক্ত উপধারার অধীন আদালতের ক্ষমতার অন্তর্গত ডিক্রি প্রদানকারী আদালতের নিম্নলিখিত ক্ষমতা থাকবে; যথা—

(ক) ধারা-৩৯-এর অধীনে নির্বাহের জন্য অন্য কোনো আদালতের ডিক্রি পাঠাবার ক্ষমতা;

(খ) ধারা-৫০-এর অধীনে মৃত নির্ণীত-ঋণীর বৈধিক প্রতিনিধির বিরুদ্ধে ডিক্রি নির্বাহ্ করার ক্ষমতা;

(গ) ডিক্রি ক্রোক করার আদেশ দেওয়ার ক্ষমতা।

(৩) উপধারা (২)-এ নির্দিষ্ট ক্ষমতার প্রযোগে আদেশদানকারী আদালত তার একটি প্রতিলিপি (কপি) ডিক্রি প্রদানকারী আদালতকে পাঠাবে।

(৪) এই ধারার কোনো কিছু থেকে এমন মনে করা হবে না, যে, যে আদালতে নির্বাহ্ করার জন্য কোনো ডিক্রি পাঠানো হয়েছে তা সেই আদালতকে নিম্নলিখিত ক্ষমতাগুলোর কোনো একটি ক্ষমতা প্রদান করে; অর্থাৎ—

(ক) ডিক্রি হস্তান্তর-গ্রহণকারীর অনুরোধে নির্বাহের আদেশ দেওয়াব ক্ষমতা;

(খ) কোনো ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠানের (ফার্মের) বিরুদ্ধে প্রদত্ত ডিক্রির ক্ষেত্রের (অবস্থায়), আদেশ ২১-এর বিধি-৫০ এর উপবিধি (১)-এর প্রকরণ (খ) বা প্রকরণ (গ)-এ নির্দিষ্ট ব্যক্তির থেকে ভিন্ন কোনো ব্যক্তির বিরুদ্ধে এ ধরনের ডিক্রি নির্বাহের অনুমতি দেওয়ার ক্ষমতা।

॥ ধারা : ৪৩ ॥ যে সমস্ত জায়গায় এই সংহিতা প্রযোজ্য নয়, সেখানকার দেওয়ানী আদালত কর্তৃক প্রদত্ত ডিক্রির নির্বাহ [Execution of decrees passed by Civil Courts in places to which this Code does not extend]—যদি কোনো ডিক্রি, যা কোনো এমন দেওয়ানী আদালত কর্তৃক প্রদান করা হয়েছে, যা ভারতের কোনো এমন অংশে প্রতিষ্ঠিত, যার ওপর এই সংহিতার বিধানসমূহ প্রসারিত নয় অথবা কোনো এমন আদালত দ্বারা প্রদান করা হয়েছে যা কেন্দ্রীয় সরকারের প্রাধিকার ভারতের বাইরে স্থাপন করা হযেছে অথবা চালু রাখা হয়েছে। তা প্রদানকারী আদালতের অধিক্ষেত্রের ভেতর নির্বাহ্ করা যাবে না, তাহলে এতে বিধানপ্রদত্ত প্রক্রিয়ায় তা সেই সব রাজ্যক্ষেত্রের যে কোনো আদালতের অধিক্ষেত্রের ভেতর নির্বাহিত করা যাবে, যাদের ওপর এই সংহিতা প্রসারিত।

॥ ধারা : ৪৪ ॥ যে সমস্ত জায়গায় এই সংহিতা প্রয়োজনীয় সেখানকার রাজস্ব-আদালত কর্তৃক প্রদত্ত ডিক্রির নির্বাহ [Execution of decrees passed by Revenue Courts in places to which this Code does not extend]—রাজ্য সরকার সরকারি ঘোষ-পত্রে প্রজ্ঞাপন দিয়ে ঘোষণা করতে পারবে সে ভারতের এমন কোনো অংশের যেখানে এই সংহিতার বিধানসমূহ প্রযোজ্য নয়, কোনো রাজস্ব-আদালতের ডিক্রি সমূহের বা এমন ডিক্রিসমূহের কোনো শ্রেণীর রাজ্যতে এমন ভাবে নির্বাহ্ করা যাবে যেন সেই ডিক্রিসমূহ উক্ত রাজ্যস্থিত আদালত দ্বারা প্রদত্ত হয়েছে।

॥ ধারা : ৪৪-ক ॥ পূরক এলাকার আদালতসমূহ কর্তৃক প্রদত্ত ডিক্রির নির্বাহ [Execution of decrees passed by Courts in reciprocating territory]—(১) যেখানে কোনো পূরক এলাকার উপরিক আদালতসমূহের যে কোনো একটির ডিক্রির প্রমাণিত প্রতিলিপি কোনো জেলা আদালতে দাখিল করা হয়েছে, সেখানে ঐ

ডিক্রির নির্বাহ ভারতে এমন ভাবে করা যাবে যেন তা ঐ জেলা আদালত দ্বারা প্রদত্ত হয়েছে।

(২) ডিক্রির প্রমাণিত প্রতিলিপির সঙ্গে দাখিল করতে হবে এমন উপরিক-আদালতের দেওয়া প্রমাণপত্র যাতে ঐ প্রযোজ্যতার, যদি কিছু থাকে, উল্লেখ থাকবে যে অবধি ঐ ডিক্রি তুষ্ট ও সমন্বিত করা হয়েছে এবং এমন প্রমাণপত্র এই ধারার অধীনস্থ কার্যবাহসমূহের প্রয়োজনের জন্য এমন তুষ্টি ও সমন্বয়ের প্রসারণের ব্যাপারে নিশ্চায়ক সমাপ্তিমূলক প্রমাণ হবে।

(৩) ধারা-৪৭-এর বিধান এই ধারার অধীন ডিক্রির নির্বাহকারী জেলা আদালতের কার্যবাহসমূহতে, ঐ ডিক্রির প্রমাণিত প্রতিলিপি দাখিলের সময়.থেকে প্রযোজ্য হবে এবং যদি জেলা আদালতকে সমাধানপ্রদ ভাবে এটি প্রদর্শিত করে দেওয়া হয় যে উক্ত ডিক্রি ধারা-১৩-এর প্রকরণ (ক) থেকে প্রকরণ (চ) পর্যন্ততে নির্দিষ্ট কোনো ব্যতিক্রমের মধ্যে পড়ছে, তাহলে ঐ আদালত এমন ডিক্রির নির্বাহ করা অস্বীকার করবে।

স্পষ্টীকরণ (১) —**পূরক এলাকা** বলতে বুঝাবে ভারতের বাইরের এমন দেশ বা এলাকা, যা কেন্দ্রীয় সরকার এই ধারার প্রয়োজনার্থ সরকারি ঘোষ-পত্রে প্রজ্ঞাপন দ্বারা **পূরক এলাকা** ঘোষিত করতে পারে এবং এমন কোনো এলাকার (বা অঞ্চলের) প্রসঙ্গে **উপরিক-আদালত** বলতে বুঝাবে এমন আদালত যা উক্ত প্রজ্ঞাপনে উল্লেখ করা যেতে পারে।

স্পষ্টীকরণ (২) —উপরিক-আদালত প্রসঙ্গে প্রযুক্ত **ডিক্রি** শব্দের দ্বারা এমন আদালতের এমন ডিক্রি বা রায় বুঝাবে যার অধীন এমন কোনো টাকা প্রদেয় হয় যা কর বা সম জাতীয় প্রকৃতির অন্য প্রভাবার্থ অথবা অর্থদণ্ড বা অন্য দণ্ডের বিষয়ে প্রদানযোগ্য টাকা নেই কিন্তু কোনো অবস্থাতেই এর অন্তর্গত মীমাংসার রোয়েদাদ (award) হবে না, যদিও এমন রোয়েদাদ ডিক্রি বা রায় হিসাবে বলবৎ যোগ্য।

॥ ধারা : ৪৫ ॥ ভারতের বাইরে ডিক্রির নির্বাহ [Execution of decrees outside India]—এই খণ্ডের পূর্ববর্তী ধারাসমূহের মধ্যে সেই ধারাসমূহের, যে ধারা-সমূহ আদালতকে কোনো অন্য আদালতে নির্বাহের জন্য ডিক্রি পাঠাবার নিমিত্ত সক্ষম করে, এমন অর্থ করা হবে যে তা কোনো রাজ্যস্থ আদালতকে কেন্দ্রীয় সরকারের প্রাধিকার দ্বারা ভারতের বাইরে প্রতিষ্ঠিত কোনো এমন আদালতে নির্বাহ-জন্য ডিক্রি প্রেরণ হেতু সক্ষম করে (অর্থাৎ ক্ষমতা দেয়) যার সম্পর্কে উক্ত রাজ্য সরকার সরকারি ঘোষ-পত্রে প্রজ্ঞাপন দ্বারা ঘোষণা করেছে যে, তাতে এই ধারা প্রযোজ্য হবে।

॥ ধারা : ৪৬ ॥ আজ্ঞাপত্র [Precept]—(১) যখনই কোনো ডিক্রি প্রদানকারী আদালত ডিক্রিধারীর আবেদনের ভিত্তিতে যথোপযুক্ত বিবেচনা করে, তখন তা কোনো এমন অন্য-আদালতে, যে আদালত উক্ত ডিক্রি-নির্বাহে সক্ষম, তা নির্ণীত-ঋণীর সেই আজ্ঞাপত্রে উল্লিখিত যে কোনো সম্পত্তি ক্রোক করে নেওয়ার ব্যাপারে এই আজ্ঞাপত্র দিতে পারবে।

(২) যে আদালতে আজ্ঞাপত্র পাঠানো হয় সেই আদালত সেই সম্পত্তিকে এমন

পদ্ধতিতে ক্রোক করার জন্য কার্যবাহ্ করবে (অর্থাৎ অগ্রসর হবে) যা ডিক্রির নির্বাহে সম্পত্তি ক্রোক করার জন্য নির্দিষ্ট ঃ

প্রকাশ থাকে যে, যতক্ষণ ক্রোকের মেয়াদ ডিক্রি প্রদানকারী আদালতের আদেশের দ্বারা বাড়ানো না হয় অথবা যতক্ষণ ক্রোকের নিষ্পত্তির আগে ডিক্রি ক্রোককারী আদালতে স্থানান্তরিত না করে দেওয়া হয় এবং এমন সম্পত্তি বিক্রয়ের আদেশের জন্য ডিক্রিধারী আবেদন প্রদত্ত না হয়, আজ্ঞাপত্রের অধীন কোনো রকম ক্রোক দু'মাসের বেশি চালু থাকবে না।

ডিক্রি নির্বাহকারী আদালত কর্তৃক প্রশ্নাবলী মীমাংসিত হবে
(Questions to be Determined by Court Executing Decree)

॥ ধারা ঃ ৪৭ ॥ ডিক্রি নির্বাহকারী আদালত কর্তৃক প্রশ্নাবলী মীমাংসিত হবে [Questions to be determined by the Court executing decree]—(১) সেই সব প্রশ্ন যা ঐ মকদ্দমার পক্ষদের বা তাদের প্রতিনিধিদের মধ্যে উত্থিত হয়, যাতে ডিক্রি প্রদান করা হয়েছিল এবং যা ডিক্রির নির্বাহ, খারিজ বা সন্তুষ্টির সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত উক্ত ডিক্রি-নির্বাহকারী আদালত কর্তৃক নির্ধারিত করা হবে, কোনো পৃথক মকদ্দমা দ্বারা নয়।

(২) নিরসিত।

(৩) যেখানে এমন প্রশ্ন উত্থিত হয় যে, কোনো ব্যক্তি কোনো পক্ষের প্রতিনিধি কি না, সেখানে উক্ত প্রশ্ন ঐ আদালত কর্তৃক এই ধারার প্রয়োজনার্থ নির্ধারিত (মীমাংসিত) হবে।

স্পষ্টীকরণ (১) —যার মকদ্দমা খারিজ করা হয়েছে সেই বাদী (মকদ্দমাকারী) এবং যার বিরুদ্ধে মকদ্দমা খারিজ করা হয়েছে সেই প্রতিবাদী এই ধারার প্রয়োজনার্থ মকদ্দমার পক্ষ।

স্পষ্টীকরণ (২) —(ক) ডিক্রি নির্বাহের নিমিত্ত বিক্রয়ে সম্পত্তির ক্রেতা এই ধারার প্রয়োজনার্থ ঐ মকদ্দমার পক্ষ বলে মনে করা হবে যাতে উক্ত ডিক্রি প্রদত্ত হয়েছে; এবং

(খ) এধরনের সম্পত্তির ক্রেতাকে বা তার প্রতিনিধিকে দখল দেওয়া সম্পর্কিত যাবতীয় প্রশ্নকে এই ধারার অর্থে ডিক্রির নির্বাহ খারিজ বা তার সন্তুষ্টির সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত প্রশ্ন মনে করা হবে।

নির্বাহের জন্য সময়ের সীমা
(Limit of time for Execution)

॥ ধারা ঃ ৪৮ ॥ [কিছু ক্ষেত্রে নির্বাহ নিষিদ্ধ]—তামাদি আইন, ১৯৬৩ (১৯৬৩-র ৩৬)-এর ধারা-২৮ দ্বারা (১ জানুয়ারি, ১৯৬৪ থেকে) নিরসিত।

হস্তান্তর গ্রহীতা ও বৈধিক প্রতিনিধি
(Transferees and Legal Representatives)

॥ ধারা ঃ ৪৯ ॥ হস্তান্তর গ্রহীতা [Transferee]—ডিক্রির প্রতিটি হস্তান্তর গ্রহীতা

সেই সমদর্শিতায় (যদি কিছু থাকে) অধীন থেকে ধারণ করবে যেগুলোকে নির্ণীত-ঋণী মূল ডিক্রিধারীর বিরুদ্ধে বলবৎ করতে পারত।

॥ ধারা : ৫০ ॥ বৈধিক প্রতিনিধি [Legal representative]—(১) যেখানে ডিক্রির পরিপূর্ণ সন্তুষ্টির আগেই নির্ণীত-ঋণীর মৃত্যু হয়ে যায়, সেখানে ডিক্রি-ধারক ডিক্রি-প্রদানকারী আদালতে আবেদন এই মর্মে করতে পারবে যাতে তার নির্বাহ মৃতের বৈধিক প্রতিনিধির বিরুদ্ধে করা যায়।

(২) ডিক্রি যেখানে এমন বৈধিক প্রতিনিধির বিরুদ্ধে নির্বাহ করা হয় সেখানে মৃতের সম্পত্তির সেই সীমা অবধিই দায়ী হবে যে সীমা পর্যন্ত উক্ত সম্পত্তি তার হাতে এসেছে (বা হস্তগত হয়েছে) এবং যথাযথ ভাবে বিলিবন্দেজ করা হয়নি এবং ডিক্রি নির্বাহকারী আদালত এমন দায়িত্ব সুনিশ্চিত করার প্রয়োজন হেতু স্বেচ্ছায় বা ডিক্রিধারীর আবেদনের ভিত্তিতে এমন হিসাব যা ঐ আদালত যুক্তিসঙ্গত বলে মনে করে পেশ করার জন্য এমন বৈধিক প্রতিনিধিকে বাধ্য করতে পারবে।

নির্বাহ-প্রক্রিয়া
(Procedure in Execution)

॥ ধারা : ৫১ ॥ আদালতের নির্বাহ করার ক্ষমতা [Powers of Court to enforce execution]—এমন শর্তসমূহ এবং সীমাবদ্ধতা সাপেক্ষে, যা নির্দিষ্ট করা হয়, আদালত ডিক্রি ধারীর আবেদনের ভিত্তিতে আদেশ দিতে পারবে যে, ডিক্রির নির্বাহ—

(ক) নির্দিষ্ট ভাবে ডিক্রি-কৃত কোনো সম্পত্তির অর্পণ দ্বারা কবা হোক;

(খ) কোনো সম্পত্তির ক্রোক এবং বিক্রয় দ্বারা বা তাব ক্রোক ব্যতিরেকে বিক্রয় দ্বারা করা হোক;

(গ) যেখানে ধারা ৫৮-র অধীন গ্রেপ্তার ও কারারুদ্ধকরণ মঞ্জুরযোগ্য সেখানে গ্রেপ্তার এবং এমন কালখণ্ডের জন্য যা ঐ ধারায় উল্লিখিত কালখণ্ডের (মেয়াদের) বেশি নয়, কারাগারে আটক দ্বারা করা হোক;

(ঘ) বেশি ভারের নিয়োগ দ্বারা করা হোক; অথবা

(ঙ) যে উপশম মঞ্জুর করা হয়েছে তার প্রকৃতি যেমন প্রয়োজন সেই রকম অন্য কোনো পদ্ধতি দ্বারা করা হোক :

প্রকাশ থাকে যে, ডিক্রি যেখানে অর্থপ্রদানের জন্য সেখানে কারারুদ্ধকরণের দ্বারা নির্বাহের জন্য আদেশ ততক্ষণ দেওয়া যাবে না, যতক্ষণ নির্ণীত-ঋণীকে এর জন্য কারণ দর্শানোর সুযোগ দেওয়ার পর, যে তাকে কেন কারাগারে সোপর্দ করা যাবে না, আদালতের নথিতে লিখিত-কারণের দ্বারা তা চূড়ান্ত না হয়ে যায় যে,

(ক) নির্ণীত-ঋণী এই উদ্দেশ্যে বা এমন পরিণাম সৃষ্টির উদ্দেশ্যে ডিক্রির নির্বাহে বিঘ্ন বা বিলম্ব হয়—

(১) আদালতের অধিক্ষেত্রের স্থানীয় সীমা থেকে ফেরার হতে পারে বা সেখানকার সীমা ছেড়ে যেতে পারে; অথবা

(২) ঐ মকদ্দমা দায়ের করার পর, যাতে সেই ডিক্রি প্রদান করা হয়েছিল, তার সম্পত্তির কোনো অংশ অসৎ ভাবে হস্তান্তরিত করেছে, লুকিয়েছে, সরিয়েছে অথবা তার সম্পত্তি সম্পর্কে অসৎভাবাপন্ন কোনো কাজ করেছে; অথবা

(খ) ডিক্রির অর্থ বা তার পর্যাপ্ত অংশ পরিশোধ করার সংস্থান নির্ণীত-ঋণীর আছে বা ডিক্রির তারিখের পর ছিল এবং সে তা দিতে অস্বীকার বা দিতে অবহেলা করে অথবা করেছে;

(গ) ডিক্রির হলো সেই টাকার জন্য, যার হিসাব দেওয়ার জন্য নির্ণীত-ঋণী বিশ্বসনীয় যোগ্যতায় বাধ্য ছিল।

স্পষ্টীকরণ—প্রকরণ (খ)-এর প্রয়োজনার্থ নির্ণীত-ঋণীর সংস্থানের গণনা করায় এমন সম্পত্তি গণনার বাইরে রাখতে হবে, যা ডিক্রির নির্বাহে ক্রোক করা থেকে সমকালে বলবৎ কোনো আইন বা আইনের ক্ষমতা থাকা প্রথা দ্বারা বা তার অধীনে ছাড়-প্রাপ্ত।

॥ ধারা : ৫২ ॥ বৈধিক প্রতিনিধির বিরুদ্ধে ডিক্রির বলবৎকরণ [Enforcement of Decree against legal representative]—(১) যেখানে কোনো মৃত ব্যক্তির বৈধিক প্রতিনিধি হিসাবে কোনো পক্ষের বিরুদ্ধে কোনো ডিক্রি প্রদান করা হয়েছে এবং ঐ ডিক্রি মৃতের সম্পত্তি থেকে অর্থ প্রদান করার ব্যাপারে সেখানে তা এমন যে কোনো সম্পত্তির ক্রোক ও বিক্রয় দ্বারা নির্বাহ করা যেতে পারবে।

(২) যেখানে নির্ণীত-ঋণীর দখলে এমন কোনো সম্পত্তি অবশিষ্ট থেকে না থাকে এবং সে আদালতকে এমন সমাধান (সন্তুষ্টি) করার ব্যাপারে অসফল থাকে যে, সে মৃতের ঐ সম্পত্তি যথাযথ ভাবে প্রয়োগ করে দিয়েছে, যা তার দখলে আসা প্রমাণিত করা হয়েছে; সেখানে ডিক্রি নির্ণীত-ঋণীর বিরুদ্ধে ঐ সম্পত্তির পরিমাণ পর্যন্ত যার সম্পর্কে যে আদালতের সন্তুষ্টি সাধনে অসফল হয়েছে, সেই পদ্ধতিতে নির্বাহ করা যাবে, যেন ঐ ডিক্রি ব্যক্তিগত ভাবে তার বিরুদ্ধে প্রদত্ত হয়েছিল।

॥ ধারা : ৫৩ ॥ পৈত্রিক সম্পত্তির দায়িত্ব [Liability of ancestral property]—পুত্র বা অন্য কোনো বংশধরের হস্তস্থিত এমন সম্পত্তি সম্পর্কে যা মৃত পূর্বপুরুষের এমন ঋণ পরিশোধ করার জন্য হিন্দু আইনের অধীনে দায়ী, যার জন্য ডিক্রি প্রদত্ত হয়েছে, ধারা-৫০ ও ধারা-৫২ প্রয়োজনার্থ এমন মনে করা হবে যেন তা মৃতের এমন সম্পত্তি যা তার বৈধিক প্রতিনিধি হিসাবে পুত্র বা অন্য কোনো বংশধরের হাতে এসেছে।

॥ ধারা : ৫৪ ॥ সম্পত্তির বিভাজন বা অংশের পৃথকীকরণ [Partition of estate or separation of share]—যেখানে ডিক্রি করা হয় এমন অবিভক্ত সম্পত্তির বিভাজনের জন্য, যার ওপর সরকারকে প্রদেয় রাজস্ব ধার্যকৃত হয় অথবা এমন সম্পত্তির অংশের পৃথক দখলের জন্য সেখানে সম্পত্তির বিভাজন বা অংশের পৃথকীকরণ কালেক্টর বা এই হেতু কালেক্টরের নিযুক্ত এমন কোনো গেজেটেড অধস্তন কর্মচারি দ্বারা ঐ সম্পত্তির বিভাজন বা অংশের পৃথক দখলের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত সমকালে বলবৎ আইন (যদি কিছু থাকে) অনুসারে করা হবে।

গ্রেপ্তার ও আটক (Arrest and Detention)

॥ ধারা : ৫৫ ॥ গ্রেপ্তার ও আটক [Arrest and detention]—(১) নির্ণীত- ঋণীকে ডিক্রির নির্বাহে যে কোনো সময় যে কোনো দিন গ্রেপ্তার করা যাবে এবং যত তাড়াতাড়ি সম্ভব তাকে আদালতের সামনে হাজির করতে হবে এবং তাকে সেই জেলার দেওয়ানী

কারাগারে, যেখানে আটকের আদেশ প্রদানকারী আদালত অবস্থিত বা যেখানে এধরনের দেওয়ানী কারাগারে বাসোপযোগী সুবিধা নাই, সেখানে এমন কোনো জায়গায়, যে জায়গা রাজ্য সরকার ঐ ব্যক্তিদের আটকের জন্য নির্দিষ্ট করেছে, যাদের বিরুদ্ধে প্রদেয় আদেশ ঐ জেলার আদালত দ্বারা দেওয়া যায়, আটক করা যাবে।

প্রকাশ থাকে যে, প্রথমতঃ এই ধারার অধীনে গ্রেপ্তার করার প্রয়োজনের নিমিত্ত কোনো বাস-গৃহে সূর্যাস্তের পর বা সূর্যোদয়ের আগে প্রবেশ করা যাবে না ঃ

প্রকাশ থাকে যে, দ্বিতীয়তঃ বাস-গৃহের কোনো সদর দরজা ততক্ষণ ভেঙে খোলা যাবে না, যতক্ষণ ঐ বাস-গৃহ নির্ণীত-ঋণীর দখলে না থাকবে (অর্থাৎ ঐ বাড়ি যদি নির্ণীত-ঋণীর দখলে না থাকে) এবং তার কাছে পৌঁছানোর ব্যাপারে (গ্রেপ্তারকারী) সে নিষেধ না করে বা পৌঁছানোর ব্যাপারে কোনো ভাবে বাধা না দেয়, কিন্তু গ্রেপ্তার করার জন্য প্রাধিকার প্রাপ্ত কোনো আধিকারিক যখন কোনো বাস-গৃহে যথাযথ ভাবে প্রবেশ করে গেছে, তখন সে এমন যে কোনো ঘরের দরজা ভেঙে ফেলতে পারবে, সেক্ষেত্রে তার বিশ্বাস করার কারণ থাকে যে সেখানে (অর্থাৎ ঐ ঘরে) নির্ণীত-ঋণী আছে ঃ

প্রকাশ থাকে যে, তৃতীয়তঃ ঘরটি যদি এমন কোনো স্ত্রীলোকের প্রকৃত দখলে থাকে, যে নির্ণীত-ঋণী নয় এবং সে দেশাচার মতো যদি লোকজনের সামনে বের না হয়, তাহলে গ্রেপ্তার করার জন্য প্রাধিকার প্রাপ্ত আধিকারিক তাকে জানাবে যে সেখান থেকে সরে যাওয়ার ব্যাপারে তার স্বাধীনতা আছে এবং (সেই মতো) তাকে সরে যাবার জন্য উপযুক্ত সময় দেওয়ার এবং সরে যাওয়ার জন্য উপযুক্ত (অর্থাৎ সঙ্গত) সুবিধা দেওয়ার পর সেই আধিকারিক গ্রেপ্তার করার জন্য ঘরে ঢুকতে পারবে ঃ

প্রকাশ থাকে যে, চতুর্থতঃ যেক্ষেত্রে উক্ত ডিক্রি যার নির্বাহ করতে গিয়ে নির্ণীত-ঋণীকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে, টাকা দেওয়ার ডিক্রি হয় এবং নির্ণীত-ঋণী ডিক্রির টাকা ও গ্রেপ্তারির খরচ যে আধিকারিক তাকে গ্রেপ্তার করেছে তাকে দিয়ে দেয় সেক্ষেত্রে ঐ আধিকারিক তাকে সঙ্গে সঙ্গে মুক্ত করে দেবে।

(২) রাজ্য সরকার সরকারি ঘোষ-পত্রে প্রকাশন দ্বারা ঘোষণা করতে পারবে যে, এমন কোনো ব্যক্তি বা এমন ব্যক্তিদের শ্রেণী, যার বা যাদের গ্রেপ্তার করার ফলে জনসাধারণের বিপদ বা অসুবিধার সৃষ্টি হতে পারে, ডিক্রির নির্বাহে ঐ প্রক্রিয়া থেকে ভিন্ন কোনো প্রক্রিয়া অনুসারে, যা রাজ্য সরকার ঐ নিমিত্ত নির্ধারিত করবে, গ্রেপ্তার করার দায়িত্বের অধীন হবে না। (অর্থাৎ ভিন্ন ডিক্রির নির্বাহে গ্রেপ্তার করা যাবে না)।

(৩) যেখানে নির্ণীত-ঋণীকে টাকা দেওয়ার নির্দেশবাহী ডিক্রি-নির্বাহে গ্রেপ্তার করা হয় এবং আদালতের সামনে আনা হয়, সেখানে আদালত তাকে বলবে যে সে তাকে দেউলিয়া ঘোষিত করাবার জন্য আবেদন করতে পারে এবং যদি সে আবেদনের বিষয়বস্তুর ব্যাপারে অসৎ ভাবে কোনো কাজ না করে থাকে এবং যদি সে সমকালে বলবৎ দেউলিয়া-আইনের বিধানসমূহ পালন করে তাহলে তাকে মুক্ত করে দেওয়া যেতে পারে।

(৪) যেখানে নির্ণীত-ঋণী তাকে দেউলিয়া ঘোষিত করাবার জন্য আবেদন করার অভীপ্সা প্রকট করে এবং আদালতকে সন্তোষজনক প্রতিভূতি এজন্য দিয়ে দেয় যে, সে এমন আবেদন এক মাসের মধ্যে করবে এবং সে আবেদন-সম্বন্ধীয় বা ঐ ডিক্রি-

সম্বন্ধীয়—যার নির্বাহে তাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল, কোনো কার্যবাহতে ডাকা হলেই হাজির হবে, সেখানে আদালত তাকে আটক থেকে মুক্ত করতে পারবে আর যদি সে এমন আবেদন করতে ও হাজির হতে ব্যর্থ হয় তাহলে ডিক্রির নির্বাহে হয় প্রতিভূতি আদায় করার জন্য অথবা উক্ত ব্যক্তিকে দেওয়ানী কারাগারে সোপর্দ করার জন্য আদালত নির্দেশ দিতে পারবে।

॥ ধারা ঃ ৫৬ ॥ টাকা আদায়ের ডিক্রির নির্বাহে স্ত্রীলোকদের গ্রেপ্তার বা আটকের নিষেধাজ্ঞা [Prohibition of arrest or detention of women in execution of decree for money]—এই খণ্ডে যা কিছু বলা হয়েছে তা সত্ত্বেও টাকা আদায়ের ডিক্রির নির্বাহে স্ত্রীলোককে গ্রেপ্তার করার এবং দেওয়ানী কারাগারে আটক করার জন্য আদালত আদেশ দেবে না।

জীবন-নির্বাহ (Subsistence)

॥ ধারা ঃ ৫৭ ॥ জীবন-নির্বাহ ভাতা (বৃত্তি) [Subsistence allowance]—রাজ্য সরকার নির্ণীত-ঋণীদের জীবন-নির্বাহ হেতু প্রদেয় মাসিক ভাতার (বা বৃত্তির) মাপমান, তার পদমর্যাদা, বংশ ও জাতি অনুসারে স্থির করে দিতে পারবে।

॥ ধারা ঃ ৫৮ ॥ আটক এবং মুক্তি [Detention and release]—(১) ডিক্রির নির্বাহে দেওয়ানী আদালতে আটক প্রত্যেক ব্যক্তি—

(ক) যেখানে ডিক্রি করা হয়েছে এক হাজার টাকার বেশি টাকা প্রদান করার জন্য সেখানে অনধিক তিন মাস মেয়াদের জন্য; এবং

(খ) যেখানে ডিক্রি করা হয়েছে পাঁচশ' টাকার বেশি কিন্তু এক হাজার টাকার বেশি নয় এমন টাকা প্রদান করার জন্য সেখানে অনধিক ছ'সপ্তাহ মেয়াদের জন্য,

ঐরকম আটক রাখা যাবে ঃ

প্রকাশ থাকে যে, এমন আটক থেকে তাকে—

(১) তার আটকের পরওয়ানাতে বর্ণিত টাকা দেওয়ানী আদালতের ভারপ্রাপ্ত আধিকারিককে প্রদান করে দিলে; অথবা

(২) তার বিরুদ্ধে ডিক্রি অন্যভাবে সম্পূর্ণতঃ তৃপ্ত হলে; অথবা

(৩) যে ব্যক্তির আবেদনের ভিত্তিতে তাকে আটক করা হয়েছিল, সে জীবন-নির্বাহ ভাতা প্রদান করা থেকে বিরত হলে আটকের উক্ত মেয়াদ শেষ হওয়ার আগেই ছেড়ে দেওয়া (মুক্ত করে দেওয়া) যাবে ঃ

আরও প্রকাশ থাকে যে, প্রকরণ—(২) বা প্রকরণ (৩)-এর অধীন এধরনের আটকে থেকে আদালতের আদেশ ছাড়া মুক্ত করা যাবে না।

(১-এ) শঙ্কা দূর করার জন্য ঘোষণা করা হচ্ছে যে, যেখানে ডিক্রির মোট টাকার পরিমাণ পাঁচশ' টাকার বেশি নয়, সেখানে টাকা প্রদানের ডিক্রির নির্বাহে নির্ণীত-ঋণীকে দেওয়ানী কারাগারে আটক করার জন্য আদেশ দেওয়া যাবে না।

(২) এই ধারার অধীন আটক থেকে মুক্ত করা নির্ণীত-ঋণী, শুধু তাকে ছেড়ে দেওয়ার কারণে তার ঋণ থেকে সে মুক্ত হয়ে যাবে না, তবে যে ডিক্রির নির্বাহে দেওয়ানী কারাগারে তাকে আটক করা হয়েছিল তার নির্বাহে তাকে আবার (পুনরায়) গ্রেপ্তার করা যাবে না।

॥ ধারা ঃ ৫৯ ॥ অসুস্থতার কারণে মুক্তি দেওয়া [Release on ground of illness]—(১) নির্ণীত-ঋণীকে গ্রেপ্তারের জন্য পরওয়ানা জারি করার পর আদালত যে কোনো সময় গুরুতর অসুস্থতার ভিত্তিতে তার সেই পরওয়ানা রদ করতে পারবে।

(২) নির্ণীত-ঋণীকে যেখানে গ্রেপ্তার করা হয়েছে, সেখানে যদি আদালত এমন মত ব্যক্ত করে যে, তার (অর্থাৎ নির্ণীত-ঋণীর) স্বাস্থ্যের অবস্থা এত ভালো নয় যে তাকে দেওয়ানী কারাগারে আটক করা যায় তাহলে তাকে ছেড়ে দিতে পারবে।

(৩) যদি নির্ণীত-ঋণীকে দেওয়ানী কারাগারের সোপর্দ করা হয়ে গিয়ে থাকে তাহলে তাকে ওখান থেকে—

(ক) রাজ্য সরকার কোনো সংক্রমক বা ছোঁয়াচে ব্যাধি হওয়ার ভিত্তিতে ছেড়ে দিতে পারবে; অথবা

(খ) সোপর্দকারী আদালত বা এমন কোনো আদালত যার অধীনে ঐ আদালত আছে, ঐ নির্ণীত-ঋণীকে কোনো গুরুতর রোগে পীড়িত হওয়ার কারণে ছেড়ে দিতে পারবে ; অথবা

(৪) এই ধারার অধীন ছেড়ে দেওয়া নির্ণীত-ঋণীকে পুনরায় গ্রেপ্তার করা যাবে। কিন্তু দেওয়ানী কারাগারে তার আটকের সম্পূর্ণ মেয়াদ ধারা-৫৪ দ্বারা নির্দিষ্ট মেয়াদের চেয়ে বেশি হবে না।

ক্রোক (Attachment)

॥ ধারা ঃ ৬০ ॥ যে সম্পত্তি ডিক্রির নির্বাহে ক্রোক এবং বিক্রয় করা যাবে [Property liable to attachment and sale in execution of decree]—(১) নিম্নলিখিত সম্পত্তি ডিক্রির নির্বাহে ক্রোক এবং বিক্রয় করা যাবে অর্থাৎ ভূমি, গৃহ, বা অন্যান্য বাড়ি, মাল, টাকা, ব্যাঙ্ক নোট, চেক, বিনিময়পত্র, হুণ্ডি, অঙ্গীকার-পত্র, সরকারি প্রতিভূতি, বণ্ড বা টাকার প্রতিভূতি, ঋণ, নিগমের অংশ ও অতঃপর যেগুলি উল্লিখিত তা ছাড়া বিক্রয়যোগ্য অন্য এমন সব স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি যা, নির্ণীত-ঋণীর বা যার ওপর বা যার মুনাফার ওপর তার এমন বিলিবন্দেজ ক্ষমতা আছে, যা সে তার সুবিধার জন্য প্রয়োগ করতে পারে, তা নির্ণীত-ঋণীর নামে থেকে থাকুক বা অন্য ব্যক্তির দ্বারা তার জন্য আছিরূপে বা তার পক্ষে থেকে থাকুক ঃ

প্রকাশ থাকে যে, নিম্নলিখিত বিশেষ বস্তুসমূহ, এ ধরনের ক্রোক ও বিক্রয় করা যাবে না; যেমন—

(ক) নির্ণীত-ঋণী, তার স্ত্রী এবং তার সন্তানদের পরার উপযুক্ত বস্ত্র, রান্না করার বাসন, চারপাই এবং বিছানা এবং এমন ব্যক্তিগত গহনা যেগুলো কোনো স্ত্রীলোক ধার্মিক প্রথা অনুসারে নিজের থেকে পৃথক করতে পারে না (যেমন মঙ্গলসূত্র);

(খ) শিল্পীর উপকরণসমূহ এবং যেক্ষেত্রে নির্ণীত-ঋণী একজন কৃষক সেক্ষেত্রে তার চাষবাসের উপকরণ এবং এমন গবাদি পশু ও বীজ যা আদালতের মতে তার পক্ষে প্রয়োজন হতে পারে সাধারণ ভাবে তার জীবিকা উপার্জনের জন্য, এমন কৃষিজ পণ্যের অথবা এমন কৃষিজ পণ্যের শ্রেণীর এমন অংশ যা ঠিক পরবর্তী ধারার বিধানের অধীন দায়িত্ব থেকে মুক্ত ঘোষণা করে দেওয়া হয়েছে;

(গ) সেই সব গৃহ এবং অন্যান্য বাড়ি (তাদের মালমশলা, ও নির্মাণ স্থানও তার সঙ্গে সরাসরি সংলগ্ন ভূ-সম্পত্তি যা তাদের ভোগের জন্য প্রয়োজনীয়) যা কৃষক বা শ্রমিক বা ঘরোয়া চাকরের এবং তাদের দখলে আছে ;

(ঘ) হিসাবের খাতাপত্র;

(ঙ) ক্ষতির জন্য মকদ্দমা আনার অধিকারমাত্র;

(চ) ব্যক্তিগত সেবা করানোর যে কোনো অধিকার;

(ছ) সেই সব বৃত্তি ও আনুতোষিক (উপদান) যা সরকারের বা কোনো স্থানীয় প্রাধিকারীর অথবা অন্য কোনো নিয়োগকারীর পেনশনভোগীদের প্রদত্ত হয় বা এমন কোনো সেবা পারিবারিক পেন্সন সরকারি ঘোষ-পত্রতে প্রজ্ঞাপন দ্বারা এই হেতু প্রজ্ঞাপিত করা হয়েছে, প্রদেয় এবং রাজনৈতিক ভাতা;

(জ) শ্রমিক ও ঘরোয়া চাকর-বাকরের মজুরি—তা টাকা বা বস্তু (in money or in kind)—যেভাবেই দেওয়া হোক ;

(ঝ) ভরণপোষণের ডিক্রি ছাড়া অন্য কোনো ডিক্রির নির্বাহে বেতনের প্রথম চারশ' টাকা এবং বাকি টাকার দুই-তৃতীয়াংশ ঃ

প্রকাশ থাকে যে, যেখানে এমন বেতনের অংশের, যা ক্রোক করা যেতে পারে, কোনো ... মোটের ওপর চব্বিশ মাসের মেয়াদ পর্যন্ত অবিরাম বা সবিরাম ক্রোক থেকেছে, সেখানে যতক্ষণ পরবর্তী বারো মাসের মেয়াদ শেষ না হয়ে যায় ততক্ষণ এই অংশ ক্রোক থেকে ছাড় পাবে এবং সেখানে এমন ক্রোক একই ডিক্রির নির্বাহে করা হযেছে সেখানে মোটের ওপর চব্বিশ মাসের মেয়াদ পর্যন্ত ক্রোক চালু থাকার পর এমন অংশকে ঐ ডিক্রির নির্বাহে ক্রোক থেকে চূড়ান্ত ভাবে ছাড় পাবে ;

(ঝ-ক) ভরণপোষণের ডিক্রির নির্বাহে বেতনের এক-তৃতীয়াংশ ;

(ঞ) এমন ব্যক্তিদের বেতন ও ভাতা, যাতে ভারতীয় বায়ুসেনা অধিনিয়ম, ১৯৫০ (১৯৫০-এর ৪৫) অথবা সেনা অধিনিয়ম, ১৯৫০ (১৯৫০-এর ৪৬) অথবা নৌ-সেনা অধিনিয়ম, ১৯৫০ (১৯৫০-এর ৪২) প্রযোজ্য ঃ

(ট) এমন যেকোনো তহবিলের অন্তর্ভুক্ত বা তাব থেকে ব্যুৎপন্ন যাতে ভবিষ্য-নিধি অধিনিয়ম ১৯২৫ (১৯২৫-এর ১৯) সমকালে প্রযোজ্য আছে, যাবতীয় বাধ্যতামূলক আমানত এবং অন্য টাকা যতটা সেগুলোর সম্পর্কে উক্ত অধিনিয়ম দ্বারা ঘোষণা করা হয়েছে যে, সেগুলোকে ক্রোক করা যাবে না (অর্থাৎ ক্রোক অযোগ্য বলে ঘোষণা করা হয়েছে,

(ট-ক) কোনো এমন তহবিলের অন্তর্ভুক্ত বা তা ব্যুৎপন্ন যাতে সার্বজনিক ভবিষ্য-নিধি অধিনিয়ম ১৯৬৮ (১৯৬৮-এর ২৩) (Public Provident Fund Act) সমকালে প্রযোজ্য আছে, যাবতীয় আমানত ও অন্য টাকা, যতটা সেগুলোর সম্পর্কে উক্ত অধিনিয়ম দ্বারা ঘোষণা করা হয়েছে যে, সেগুলোকে ক্রোক করা যাবে না (অর্থাৎ ক্রোক অযোগ্য বলে ঘোষণা করা হয়েছে)

(ট-খ) নির্ণীত-ঋণীর জীবনের ওপর বিমা পলিসির অধীনে প্রদেয় সমস্ত টাকা ঃ

(ট-গ) এমন কোনো বাসভবনের নিজের ।হত (অর্থ) যাতে ভাড়া এবং বাসস্থানের নিয়ন্ত্রণ সম্বন্ধিত সমকালে বলবৎ কোনো আইনের বিধান প্রযোজ্য আছে।

(ঠ) সরকারের কোনো কর্মচারির বা রেল কোম্পানি বা স্থানীয় প্রাধিকারীর কর্মচারির প্রাপ্য মোট বেতনের অংশস্বরূপ এমন কোনো ভাতা, যার সম্পর্কে যথাযথ সরকার সরকারি ঘোষ-পত্রে প্রজ্ঞাপন দিয়ে ঘোষিত করে যে, তা ক্রোকের থেকে ছাড় পেয়েছে এবং এমন কোনো কর্মচারিকে তার নিলম্বিতকালে (সাময়িক ভাবে বরখাস্ত কালে) দেওয়া কোনো জীবন-নির্বাহ অনুদান বা ভাতা;

(ড) উর্ধ্বতন দ্বারা উত্তরাধিকারের প্রত্যাশা অথবা অন্য কেবল নৈমিত্তিক বা সম্ভাব্য অধিকার বা স্বার্থ (হিত);

(ঢ) ভাবী ভরণপোষণের অধিকার;

(ণ) এমন ভাতা, যার সম্পর্কে কোনো ভারতীয় আইন ঘোষণা করেছে যে, তা ডিক্রির নির্বাহে ক্রোক বা বিক্রয়ের দায়িত্ব থেকে ছাড়-প্রাপ্ত;

(ত) যেখানে নির্ণীত-ঋণী এমন ব্যক্তি, যে ভূ-রাজস্ব প্রদানের জন্য দায়বদ্ধ সেখানে, এমন কোনো অস্থাবর সম্পত্তি যা এমন রাজস্বের বকেয়া আদায়ের জন্য (উসুলের জন্য) বিক্রয় থেকে ঐ আইনের অধীন ছাড়-প্রাপ্ত, যা তাতে সমকালে প্রযোজ্য।

স্পষ্টীকরণ (১) —প্রকরণ—(ছ), (জ), (ঝ), (ঝ-ক), (ঞ), (ঠ) এবং (ণ) -তে বর্ণিত বস্তুসমূহের সম্পর্কে প্রদেয় টাকা, ঐ টাকা প্রকৃত পক্ষে প্রদেয় হওয়ার আগে বা তারপরে ক্রোক বা বিক্রয় থেকে ছাড়প্রাপ্ত এবং বেতনের ক্ষেত্রে তার ক্রোক যোগ্য অংশ, তার প্রকৃত পক্ষে প্রদেয় হওয়ার আগে বা তার পরে ক্রোক করা যেতে পারে।

স্পষ্টীকরণ (২) —প্রকরণ (ঝ) এবং (ঝ-ক)-তে বর্ণিত বেতন বলতে, এমন বেতন ব্যতিরেকে যা প্রকরণ (ঠ)-এর বিধানসমূহের অধীন ক্রোক থেকে ছাড়-প্রাপ্ত বলে ঘোষিত হয়েছে, সেই সব মাসিক বেতন বুঝায় যা কোনো ব্যক্তিকে তার নিয়োগ থেকে প্রাপ্ত করে—তার কর্তব্যরত অবস্থায় বা ছুটিতে থাকা কালে।

স্পষ্টীকরণ (৩) —প্রকরণ (ঠ)-এ বর্ণিত **যথাযথ সরকার**, বলতে বুঝায়—

(১) কেন্দ্রীয় সরকারের চাকুরিতে রত কোনো ব্যক্তি অথবা রেল প্রশাসনের বা সেনাবাসের প্রাধিকারীর বা বড় বন্দরের বন্দরপ্রাধিকারীর কোনো কর্মচারির ব্যাপারে কেন্দ্রীয় সরকার;

(২) সরকারের অন্য কোনো কর্মচারি বা কোনো অন্য স্থানীয় প্রাধিকারীর কর্মচারির ব্যাপারে, রাজ্য সরকার।

স্পষ্টীকরণ (৪) —এই অনুবিধির প্রয়োজনে বোনাস **মজুরি**-র অন্তর্গত হবে এবং 'শ্রমিক' শব্দের অন্তর্গত হবে দক্ষ, অদক্ষ বা আধাদক্ষ শ্রমিক।

স্পষ্টীকরণ (৫) —এই অনুবিধির প্রয়োজনে **কৃষক** বলতে বুঝায় এমন ব্যক্তি, যে নিজেই চাষবাস করে এবং সে নিজের জীবিকার জন্য প্রধানতঃ কৃষি-জমির উপার্জনের ওপরই নির্ভরশীল তা সে জমির মালিক ভাড়াটিয়া, অংশীদার বা কৃষি শ্রমিক যে হিস্যাবেই হোক না কেন।

স্পষ্টীকরণ (৬) —স্পষ্টীকরণ ৫-এর প্রয়োজনে কোনো কৃষক নিজেই চাষবাস করে (অর্থাৎ সে চাষী) মনে করা হবে, যদি সে—

(ক) নিজ শ্রমের দ্বারা; অথবা

(খ) নিজের পরিবারের কোনো সদস্যের শ্রমের দ্বারা; অথবা

(গ) নগদ টাকা বা বস্তু (তবে তা উৎপাদনের অংশ নয়) রূপে প্রদেয় অথবা উভয়রূপে প্রদেয় মজুরি দিয়ে চাকর বা শ্রমিকের দ্বারা;

(১-ক) বর্তমানে চাষবাস করে বলবৎ কোনো আইনে যাই বলা থাকুক না কেন, সেই শর্ত, যার দ্বারা ঐ ব্যক্তি এই ধারার অধীন কোনো ছাড়-এর সুবিধা পরিত্যাগ করার শর্ত করছে, তা বাতিল হবে।

(২) এই ধারার কোনো কিছুর সম্পর্কে এমন মনে করা হবে না (অথবা ধরা হবে না) যে, তা কোনো এমন বাড়ি, বা অন্যান্য অট্টালিকা (বিল্ডিং)-কে (সেগুলোর মালমশলা এবং নির্মাণ-স্থান এবং তার সঙ্গে সরাসরি সংলগ্ন এবং তাদের ভোগের জন্য প্রয়োজনীয় জমি সহ) এমন কোনো বাড়ি অট্টালিকা; নির্মাণস্থান বা জমির ভাড়ার জন্য ডিক্রির নির্বাহে ক্রোক বা বিক্রয় থেকে অব্যাহতি দেয়।

॥ ধারা ঃ ৬১ ॥ কৃষি-উৎপাদনের আংশিক ছাড় [Partial exemption of agricultural produce]—রাজ্য সরকার সরকারি ঘোষ-পত্রে প্রকাশিত সাধারণ বা বিশেষ আদেশ দ্বারা ঘোষণা করতে পারবে যে, কৃষি-উৎপাদন বা কৃষির কোনো শ্রেণীর এমন অংশ যার জন্য রাজ্য সরকারের এমন প্রতীত হয় যে, তা আগামী ফসল পর্যন্ত ঐ জমির ওপর যথাযথ চাষ করার জন্য এবং নির্ণীত-ঋণী এবং তার পরিবারের নির্বাহের জন্য বিধিত করার প্রয়োজনের জন্য আবশ্যক, সমস্ত কৃষক বা কৃষকদের কোনো শ্রেণীর অবস্থায় ডিক্রির নির্বাহে ক্রোক বা বিক্রয়ের দায় থেকে ছাড় থাকবে (অর্থাৎ অব্যাহতি-প্রাপ্ত থাকবে)।

॥ ধারা ঃ ৬২ ॥ বসত-বাড়িতে সম্পত্তি বাজেয়াপ্তকরণ [Seizure of property in dwelling-house]—(১) কোনোও ব্যক্তি এই সংহিতার অধীনে অস্থাবর সম্পত্তির বাজেয়াপ্তকরণ নির্দিষ্ট বা প্রাধিকৃতকারী কোনো পরওয়ানার নির্বাহ হেতু কোনো বসত বাড়িতে সূর্যাস্তের পর এবং সূর্যোদয়ের আগে প্রবেশ করবে না।

(২) বসত-বাড়ির কোনোও সদর দরজা ততক্ষণ ভেঙে খোলা যাবে না, যতক্ষণ না এমন বসত-বাড়ি নির্ণীত-ঋণীর দখলে থাকবে এবং সে তাতে প্রবেশ করাতে মানা (বা অস্বীকার) করবে অথবা তাতে প্রবেশ করাতে কোনো রকম বাধা দান করবে, কিন্তু যখন কোনো এমন পরওয়ানার নির্বাহকারী ব্যক্তি কোনো বসত-বাড়িতে প্রবেশ করে ফেলেছে তখন সে এমন ঘরের দরজা ভাঙতে পারবে যদি তার বিশ্বাস করার কারণ থাকে যে তাতে (অর্থাৎ ঐ ঘরে) এ ধরনের কোনো সম্পত্তি আছে।

(৩) যেখানে কোনো বসত-বাড়ির ঘর এমন কোনো স্ত্রীলোকের প্রকৃত দখলে থাকে যে দেশাচার অনুযায়ী লোকজনের সামনে আসতে পারে না, সেখানে ঐ স্ত্রীলোককে পরওয়ানা-নির্বাহকারী ব্যক্তি বিজ্ঞপ্তি দেবে যে সেখান থেকে সরে যাবার ব্যাপারে তার স্বাধীনতা আছে, এবং তার সরে যাবার জন্য উপযুক্ত সময় দেওয়ার ও সরে যাবার মতো উপযুক্ত সুবিধা দেওয়ার পর এবং ঐ সম্পত্তি লুকিয়ে লুকিয়ে সরিয়ে নিয়ে যাবার ব্যাপারে বিচার করার জন্য এমন সব রকমের পূর্ব সতর্কতা অবলম্বন করতঃ যা এই বিধানসমূহের মতে যুক্তিসঙ্গত, সে সম্পত্তি বাজেয়াপ্তকরণের প্রয়োজন হেতু এ ধরনের ঘরে প্রবেশ করতে পারবে।

॥ ধারা ঃ ৬৩ ॥ কিছু আদালতের ডিক্রির নির্বাহে ক্রোক কৃত সম্পত্তি [Property attached in execution of decrees of several Courts]—(১) কোনো আদালতের প্রহরায় (বা তত্ত্বাবধানে, জিম্মাতে) নাই এমন সম্পত্তি যেখানে একের অধিক আদালতের ডিক্রির নির্বাহে ক্রোক করা হয়েছে, সেখানে সেই আদালত, যে আদালত এমন সম্পত্তি গ্রহণ করবে বা নিজের দখলজাত করবে এবং তার সম্পর্কে কোনো দাবির বা তার ক্রোকের ব্যাপারে কোনো আপত্তির মীমাংসা করবে, তা হবে সবচেয়ে উচ্চ মর্যাদার (বা শ্রেণীর) আদালত অথবা যেখানে এমন আদালতের মধ্যে মর্যাদার কোনো পার্থক্য নেই, সেখানে যে আদালতের ডিক্রির অধীন সম্পত্তি সবচেয়ে আগে ক্রোক করা হয়েছিল সেই আদালতে হবে।

(২) এই ধারার কোনো কিছু এ ধরনের ডিক্রিগুলোর কোনো একটির নির্বাহকারী আদালত দ্বারা গৃহীত কোনো কার্যবাহকে অসিদ্ধ করা বলে ধরা হবে না।

স্পষ্টীকরণ—উপধারা (২)-এর প্রয়োজনার্থ **আদালত দ্বারা গৃহীত কোনো কার্যবাহ**-এর অন্তর্গত ডিক্রিধারী ডিক্রির নির্বাহকৃত বিক্রয়ে সম্পত্তি ক্রয় করেছেন, তার দ্বারা প্রদেয় ক্রয়মূল্যের সমান পবিমাণ গ্রাহ্য করার আদেশ ঐ ডিক্রিধারীর নাই।

॥ ধারা ঃ ৬৪ ॥ ক্রোক করার পর সেই সম্পত্তির ব্যক্তিগত হস্তান্তর বাতিল হবে [Private alienation of property after attachment to be void]—যেখানে ক্রোক করা হয়ে গেছে, সেখানে ক্রোক করা সম্পত্তি বা তাতে স্থিত কোনো স্বার্থের (হিতের) ঐ ক্রোকের প্রতিকূল ব্যক্তিগত হস্তান্তর বা অর্পণ এবং কোনো ঋণ, লভ্যাংশ, অন্য টাকার এমত ক্রোকের প্রতিকূল নির্ণীত-ঋণীকে প্রদান ক্রোকেব অধীন বলবৎকরণযোগ্য যাবতীয় দাবির বিরুদ্ধে বাতিল হবে।

স্পষ্টীকরণ—এই ধারায় প্রয়োজনার্থ ক্রোকের অধীন বলবৎকরণ যোগ্য যাবতীয় দাবির মধ্যে পরিসম্পদের আনুপাতিক বিতরণের দাবিও আছে।

বিক্রয় (Sale)

॥ ধারা ঃ ৬৫ ॥ ক্রেতা অধিকার [Purchaser's title]—যেখানে কোনো ডিক্রির নির্বাহে স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয় করা হয়েছে এবং এমন বিক্রয় নিরঙ্কুশ (absolute) হয়ে গেছে যেখানে এমন মনে করা হবে (বা ধরা হবে) যে, সেই সময় থেকেই সম্পত্তি ক্রেতাতে বর্তেছে যখন তা বিক্রয় করা হয়েছে, যে সময়ে বিক্রয় নিরঙ্কুশ হয়েছে সেই সময় থেকে নয়।

॥ ধারা ঃ ৬৬ ॥ বাদীর পক্ষে ক্রয় করা হলে ক্রেতার বিরুদ্ধে মামলা চলবে না [Suit against purchaser not maintainable on ground of purchase being on behalf plaintiff]—(১) যেমন ভাবে নির্দিষ্ট হবে তেমন ভাবে আদালতের দ্বাবা প্রমাণিত ক্রয়ের অধীনে স্বত্ব দাবিদার কোনো ব্যক্তির বিরুদ্ধে কোনো মকদ্দমা চালানো যাবে না, এই ভিত্তিতে যে, উক্ত ক্রয় সম্পন্ন হয়েছিল বাদীর পক্ষে বা যে ব্যক্তির মাধ্যমে দাবি পেশ করেন এরকম অন্য কারো পক্ষে।

(২) এই ধারার কোনো কিছু এই মর্মে ঘোষণা প্রাপ্তির মকদ্দমায় বাধা-স্বরূপ হবে না যে, উপরিল্লিখিত ভাবে প্রমাণিত কোনো ক্রেতার নাম প্রমাণপত্রে সন্নিবেশিত হয়েছে প্রতারণামূলক ভাবে বা প্রকৃত ক্রেতার সম্মতি ব্যতিরেকে অথবা ঐ সম্পত্তির

বিরুদ্ধে তৃতীয় কোনো ব্যক্তির অগ্রগমনের অধিকারে হস্তক্ষেপ করবে না, যদিও প্রমাণিত ক্রেতার কাছে কৃত্রিম ভাবে বিক্রীত; এই জন্য যে, প্রকৃত ক্রেতার বিরুদ্ধে এমন তৃতীয় ব্যক্তির (বা পর ব্যক্তি) দাবিকে এটা তুষ্ট করতে পারে।

প্রসঙ্গতঃ প্রদত্ত ৬৬ নং ধারাটি গত ১৯৮৮ খ্রিষ্টাব্দের ৪৫ আইনের ৭নং ধারা বলে নিরসিত হয়েছে। এবং এই সংশোধন ১৯৮৮ খ্রিষ্টাব্দের ১৯শে মে তারিখ থেকে বলবৎ করা হয়েছে।

॥ ধারা : ৬৭ ॥ টাকা প্রদানের ডিক্রির নির্বাহে জমি বিক্রির ব্যাপারে রাজ্য সরকারের নিয়মাবলী প্রণয়নের ক্ষমতা [Power for State Government to make rules as to sales of land in execution of decrees for payment of money]—(১) রাজ্য সরকার যে কোনো স্থানীয় এলাকার জন্য এমন নিয়ম যা টাকা প্রদানের ডিক্রির নির্বাহে ভূ-সম্পত্তিতে স্থিত যে কোনো শ্রেণীর স্বার্থর বিক্রয়ের বিষয়ে শর্ত আরোপ করে যেকোনো স্থানীয় এলাকার জন্য নিয়মাবলী প্রণয়ন করতে পারে, যেখানে এই স্বার্থ এতই অনিশ্চিত বা অনির্ধারিত যে তাদের মূল্য স্থির করা রাজ্য সরকারের মতে অসম্ভব।

(২) যদি ঐ তারিখে, যে তারিখে এই সংহিতা কোনো স্থানীয় ক্ষেত্রে বলবৎ হয়েছিল (বা কার্যকর হয়েছিল), ডিক্রির নির্বাহে জমি বিক্রির ব্যাপারে কোনো বিশেষ নিয়ম যেখানে বলবৎ থেকে থাকে তাহলে রাজ্য সরকার সরকারি ঘোষ-পত্রে প্রজ্ঞাপন দিয়ে এধরনের নিময়াবলীর ব্যাপারে ঘোষণা করতে পারবে যে, ঐ নিয়মাবলী বলবৎ আছে অথবা তেমনই প্রকরণ দ্বারা সেগুলো পরিবর্তন করতে পারবে।

এই ভাবে চালু রাখা (অর্থাৎ বজায় রাখা) বা এইভাবে পরিবর্তিত নিয়ম এই উপধারা দ্বারা প্রদত্ত ক্ষমতার বলে প্রকাশিত প্রত্যেক প্রজ্ঞাপনে উল্লিখিত থাকবে।

(৩) এই ধারার অধীনে প্রণীত প্রত্যেক নিয়ম, প্রণয়নের পর যথা শীঘ্র সম্ভব রাজ্য বিধানসভার সামনে পেশ করতে হবে।

কালেক্টরকে স্থাবর সম্পত্তির বিরুদ্ধে ডিক্রির নির্বাহ করার ক্ষমতা প্রত্যায়োজন

[Delegation to Collector of Power to Execute Decrees Against Immovable Property 68-72 (Repeated)]

॥ ধারা : ৬৮ ॥ দেওয়ানী প্রক্রিয়া সংহিতা (সংশোধন) অধিনিয়ম, ১৯৫৬ (১৯৫৬-র ৬৬)-র ধারা ৭ দ্বারা নিরসিত।

॥ ধারা : ৬৯ ॥ পূর্বোক্ত মতে নিরসিত।

॥ ধারা : ৭০ ॥ পূর্বোক্ত মতে নিরসিত।

॥ ধারা : ৭১ ॥ পূর্বোক্ত মতে নিরসিত।

॥ ধারা : ৭২ ॥ পূর্বোক্ত মতে নিরসিত।

পরিসম্পদ বিতরণ (Distribution of Assets)

॥ ধারা : ৭৩ ॥ নির্বাহ-বিক্রয় থেকে পাওয়া অর্থ ডিক্রিধারীদের মধ্যে আনুপাতিক হারে বিতরণ করা [Proceeds of execution-sale to be reteably distributed among decree-holders]—(১) পরিসম্পদ যেখানে আদালত কর্তৃক ধারিত এবং এমন পরিসম্পদ প্রাপ্তির আগে একাধিক ব্যক্তি

টাকা প্রদানের এমন ডিক্রির, যা একই নির্ণীত-ঋণীর বিরুদ্ধে প্রদত্ত, নির্বাহের জন্য আবেদন আদালতে করা হয়েছে এবং তাদের তুষ্টি (বা তৃপ্তি বা সন্তোষ) প্রাপ্ত করেনি, সেখানে সম্পত্তি আদায়ের খরচ কেটে নিয়ে উক্ত পরিসম্পদ ঐ রকম সমস্ত ব্যক্তির মধ্যে আনুপাতিক হারে বিতরিত হবে।

প্রকাশ থাকে যে—

(ক) যেখানে কোনো সম্পত্তি বন্ধক বা প্রভাবের অধীন বিক্রয় করা হয়েছে। সেখানে বন্ধকগ্রহীতা বা প্রভার গ্রহীতা এমন বিক্রয় থেকে সৃষ্ট কোনো উদ্বৃত্তের অংশ পাওয়ার অধিকারী হবে না;

(খ) যেখানে ডিক্রির নির্বাহে বিক্রয়ের দায়িত্বাধীন কোনো সম্পত্তি বন্ধক বা প্রভাবের অধীন সেখানে আদলত বন্ধক গ্রহীতা ও প্রভারগ্রহীতাকে বিক্রয়লব্ধ অর্থে সেই একই স্বার্থ প্রদান করে বা, তার বিক্রীত সম্পত্তিতে ছিল, সম্পত্তি বন্ধক বা প্রভার থেকে মুক্ত ভাবে বিক্রয় করার জন্য আদেশ দিতে পারবে ;

(গ) যেখানে কোনো স্থাবর সম্পত্তি এমন ডিক্রির নির্বাহে বিক্রয় করা হয়, যা তার ওপর স্থিত প্রভাব অপসারিত করার জন্য তা বিক্রয় করে দেবার আদেশ দেয়, সেখানে বিক্রয় লব্ধ অর্থ নিম্নলিখিত অনুসারে ব্যবহার করা হবে—

প্রথমতঃ, বিক্রয়ের খরচ প্রদানে;

দ্বিতীয়তঃ, ডিক্রির অধীনে প্রদেয় টাকার পরিশোধে;

তৃতীয়তঃ, পরবর্তী দায় (কিছু থাকলে) প্রদেয় সুদ এবং মূলধন পরিশোধে এবং

চতুর্থতঃ, নির্ণীত-ঋণীর বিরুদ্ধে টাকা দেওয়ার ডিক্রির সেইসব ধারকদের মধ্যে আনুপাতিক হিসাবে। যারা ঐ বিক্রির আদেশ বাহী ডিক্রি প্রদানকারী আদালতের কাছে, সম্পত্তি বিক্রির আগে ঐ ডিক্রির নির্বাহ হেতু আবেদন করে দিয়েছে এবং তাতে তুষ্টি লাভ করেনি।

(২) যেখানে তারা সবাই বা কোনো পরিসম্পদ, যা এই ধারার অধীনে আনুপাতিক ভাবে বিতরণ যোগ্য, এমন ব্যক্তিকে দিয়ে দেওয়া হয় যা পাওয়ার অধিকার তাদের নেই, সেখানে এধরনের অধিকারী যে কোনো ব্যক্তি উক্ত পরিসম্পদ ফেরত দিতে বাধ্য করার জন্য ঐ ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে মামলা করতে পারে।

(৩) এই ধারার কোনো কিছু সরকারের কোনো অধিকারের ওপর প্রভাব ফেলবে না (অর্থাৎ সরকারের কোনো অধিকারকে প্রভাবিত করবে না)।

নির্বাহের প্রতিরোধ (বাধা দান) (Resistance to Execution)

॥ ধারা ঃ ৭৪ ॥ নির্বাহে প্রতিরোধ (বা বাধা দান) [Resistance to execution]—যেখানে কোনো আদালত পরিতুষ্ট হয় এই বলে যে, স্থাবর সম্পত্তির দখল পাওয়ার জন্য ডিক্রির কোনো ধারক বা যে কোনো ডিক্রির নির্বাহে বিক্রীত স্থাবর সম্পত্তির ক্রেতাকে নির্ণীত-ঋণী বা তার পক্ষে কোনো ব্যক্তি ঐ সম্পত্তির দখল পাওয়ার ব্যাপারে বাধা দিয়েছেন বা প্রতিরোধ সৃষ্টি করেছেন এবং যেখানে এ ধরনের বাধা দান বা প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি যথার্থ কারণ ভিত্তিক নয় সেখানে আদালত ডিক্রির ধারক বা ক্রেতার অনুরোধ ক্রমে ঐরকম নির্ণীত-ঋণী বা ঐরকম অন্য কোনো ব্যক্তিকে এমন মেয়াদের জন্য দেওয়ানী আদালতে আটক রাখার আদেশ জারি করতে পারেন, যা অনধিক ত্রিশ দিনের হতে পারে এবং আরও নির্দেশ দিতে পারে যে ডিক্রিধারী বা বিক্রেতাকে সম্পত্তির দখল দেওয়া হোক।

তৃতীয় খণ্ড
[PART : 3]
আনুষঙ্গিক কার্যবাহ
(Incidental Proceedings)
(ধারা ৭৫ থেকে ধারা ৭৮)

কমিশন
(Commissions)

॥ ধারা : ৭৫ ॥ আদালতের কমিশন ইস্যু করার ক্ষমতা [Power of Court to issue commissions]—নির্দিষ্ট করা যায় এমন শর্তাবলী ও সীমাবদ্ধতা সাপেক্ষে আদালত—

(ক) কোনো ব্যক্তিকে পরীক্ষা করার জন্য;

(খ) স্থানীয় তদন্ত করার জন্য;

(গ) হিসাব-পত্র পরীক্ষা বা সেগুলো বিন্যস্ত করার জন্য; অথবা

(ঘ) বিভাজন করার জন্য;

(ঙ) কোনো বৈজ্ঞানিক, কারিগরী বা বিশেষজ্ঞ স্তরের তদন্ত করার জন্য;

(চ) যে সম্পত্তি শীঘ্র এবং প্রকৃতির নিয়মে ক্ষয়িষ্ণু এবং যা মকদ্দমার নির্ধারণ বিলম্বিত থাকা পর্যন্ত আদালতের কব্জায় (বা প্রহরায়) আছে, এমন সম্পত্তি বিক্রি করার জন্য;

(ছ) মন্ত্রী পর্যায়ের কোনো কাজ করার জন্য; কমিশন ইস্যু করতে পারে।

॥ ধারা : ৭৬ ॥ অন্য আদালতকে কমিশন [Commission to another Court]—কোনো ব্যক্তিকে পরীক্ষা করার জন্য কমিশন ইস্যু করা আদালত যে রাজ্যে অবস্থিত সেই রাজ্য ভিন্ন অন্য রাজ্যে স্থিত এমন আদালতকে কমিশন ইস্যু করা যাবে (যে আদালত উচ্চ আদালত নয় এবং) যে আদালতের ঐ এলাকায় অধিক্ষেত্র আছে সেখানে যে ব্যক্তিকে পরীক্ষা করা হবে সেই ব্যক্তি বসবাস করে।

(২) উপধারা (১)-এর অধীনে কোনো ব্যক্তিকে পরীক্ষা করার জন্য কমিশন প্রাপ্ত প্রত্যেক আদালত তার অনুসরণে ঐ ব্যক্তিকে পরীক্ষা করবে বা করাবে এবং কমিশন যথাযথ ভাবে নির্বাহ করার পর তা তার অধীনে গৃহীত সাক্ষ্য সহ, যে আদালত তা ইস্যু করেছে সেই আদালতকে ফেরত পাঠানো যাবে, কিন্তু যদি কমিশন ইস্যু করা (বা প্রদানকারী) আদেশ দ্বারা ভিন্নরূপ নির্দেশ প্রদত্ত হয় তাহলে এমন আদেশের নির্দেশ অনুযায়ী উক্ত কমিশন ফেরত দিতে হবে।

॥ ধারা : ৭৭ ॥ অনুরোধ-পত্র [Letter of request]—কমিশন ইস্যু করার পরিবর্তে আদালত এমন পরীক্ষা করার জন্য অনুরোধ-পত্র দিয়ে দিতে পারবে যে ভারতের মধ্যে নয় এমন কোনো স্থানে বসবাস করে।

॥ ধারা : ৭৮ ॥ বিদেশি আদালত কর্তৃক ইস্যু করা কমিশন [Commissions issued by foreign Courts]—নির্দিষ্ট করা যায় এমন শর্তাবলী ও সীমাবদ্ধতা সাপেক্ষে,

সাক্ষীদের পরীক্ষা করার জন্য কমিশনের নির্বাহ এবং ফেরতের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত বিধান সেই কমিশনগুলোতে প্রযোজ্য হবে যা—

(ক) ভারতের যে অংশগুলোতে এই সংহিতা প্রযোজ্য নয় সেই সব অংশে স্থিত আদালতসমূহের দ্বারা বা তাদের অনুরোধে ইস্যু করা হয়েছে; অথবা

(খ) কেন্দ্রীয় সরকারের প্রাধিকার দ্বারা ভারতের বাইরে প্রতিষ্ঠিত বা পরিচালিত আদালতসমূহের দ্বারা বা তাদের অনুরোধে ইস্যু করা হয়েছে; অথবা

(গ) ভারতের বাইরের কোনো রাজ্য বা দেশে স্থিত আদালতসমূহের দ্বারা বা তাদের অনুরোধে ইস্যু করা হয়েছে।

চতুর্থ খণ্ড
[PART : 4]
বিশেষ ক্ষেত্রের মামলা
(Suits in Particular Cases)
(ধারা ৭৯ থেকে ধারা ৮৮)

সরকার কর্তৃক বা তার বিরুদ্ধে মামলা অথবা নিজের পদাধিকার বলে রাজভৃত্য কর্তৃক বা তার বিরুদ্ধে মামলা
(Suits by or Against the Government or Public Officers in their Official Capacity)

॥ ধারা ঃ ৭৯ ॥ সরকার কর্তৃক বা তার বিরুদ্ধে মামলা [Suits by or against Government]—সরকার দ্বারা বা তার বিরুদ্ধে মামলায় যেখানে যেমন (অর্থাৎ যথাস্থিতি) বাদী বা প্রতিবাদী হিসাবে নামোল্লেখ করতে হবে এমন প্রাধিকারী হবে—

(ক) কেন্দ্রীয় সরকার দ্বারা বা তার বিরুদ্ধে মামলার ক্ষেত্রে ভারত যুক্তরাষ্ট্র; এবং

(খ) কোনো রাজ্য সরকার দ্বারা বা তার বিরুদ্ধে মামলার ক্ষেত্রে সেই রাজ্য।

॥ ধারা ঃ ৮০ ॥ বিজ্ঞপ্তি [Notice]—(১) উপধারা (২)-এ যেমন বিধিত হয়েছে তা ব্যতিরেকে সরকারের (যার মধ্যে জম্মু-কাশ্মীর রাজ্যের সরকারও পড়বে) বিরুদ্ধে বা এমন কাজের দরুণ যার সম্পর্কে এরূপ অনুমিত হয় যে, তা এমন সরকারি আধিকারিক দ্বারা নিজের পদমর্যাদায় কৃত, সরকারি আধিকারিকের বিরুদ্ধে কোনো মকদ্দমা ততক্ষণ দায়ের করা যাবে না, যতক্ষণ বিবাদ-হেতুর (মামলার কারণ), বাদীর নাম, বর্ণনা, নিবাসস্থানের এবং যে উপশম সে দাবি করছে তার বিবৃতিবাহী লিখিত বিজ্ঞপ্তি—

(ক) কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে মামলার ক্ষেত্রে, রেল সম্পর্কিত ক্ষেত্র ব্যতিরেকে, সেই সরকাবের সচিবকে;

(খ) কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে মামলার ক্ষেত্রে, যেখানে তা রেলের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত, সেই রেলের জেনারেল ম্যানেজারকে;

(খ-ক) জম্মু-কাশ্মীর রাজ্যের সরকারের বিরুদ্ধে মামলার ক্ষেত্রে সেই সরকারে প্রধান সচিবকে অথবা ঐ সরকার কর্তৃক এই হেতু প্রাধিকার প্রাপ্ত কোনো আধিকারিককে;

(গ) অন্য কোনো রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে মামলার ক্ষেত্রে সেই সরকারের সচিবকে বা জেলা-কালেক্টরকে।

অর্পণ করার বা বার কার্যালয়ে রক্ষিত হওয়ার সরকারি আধিকারিকের ক্ষেত্রে তাকে অর্পণ করার বা তার কার্যালয়ে রক্ষিত হওয়ার পর, দু'মাস সময় অতিক্রান্ত না হয় এবং বাদপত্র (বা আর্জি)-তে এই বিধৃতি বিবৃত থাকবে যে, বিজ্ঞপ্তি ঐভাবে অর্পিত হয়েছে বা রক্ষিত হয়েছে।

(২) সরকারের (যে সরকারের মধ্যে জম্মু-কাশ্মীর রাজ্যের সরকারও পড়ে)

বিরুদ্ধে বা এমন কাজের দরুণ যার সম্পর্কে এরূপ অনুমিত হয় যে, তা এমন সরকারি আধিকারিক দ্বারা নিজের পদমর্যাদায় কৃত সরকারি আধিকারিকের বিরুদ্ধে কোনো অত্যাবশ্যক বা আশু উপশম প্রাপ্ত করার জন্য কোনো মামলা, আদালতের অনুমতিতে, উপধারা (১) দ্বারা যথা প্রয়োজন কোনো বিজ্ঞপ্তি জারি না করে, দায়ের করা যাবে; কিন্তু আদালত মামলায় উপশম—তা মধ্যবর্তী বা অন্য কিছু, যেখানে যেমন, সরকার বা সরকারি আধিকারিককে মামলায় আবেদন কৃত উপশম সম্পর্কে কারণ দর্শাবার উপযুক্ত সুযোগ দেওয়ার পরই প্রদান করবে, অন্যভাবে নয় ঃ

প্রকাশ থাকে যে, যদি আদালত পক্ষের শুনানির পর সন্তুষ্ট হয় যে, মামলায় কোনো অত্যাবশ্যক বা আশু উপশম প্রদান করার প্রয়োজন নাই, তাহলে আদালত উপধারা (১)-এর প্রয়োজনীতা শেষ করার পর তা (পুনরায়) দাখিল করার জন্য আর্জি (বাদপত্র) ফেরত দিয়ে দেবে।

(৩) সরকারের বিরুদ্ধে বা এমন কাজের দরুণ যার সম্পর্কে এমন অনুমিত হয় যে, তা এমন সরকারি-আধিকারিক দ্বারা নিজের পদাধিকারে করা হয়েছে, সরকারি আধিকারিকের বিরুদ্ধে দায়ের কৃত কোনো মামলা কেবল এ-কারণে খারিজ করা যাবে না যে উপধারা (১)-এ নির্দিষ্ট বিজ্ঞাপ্তিতে কোনো ক্রটি বা দোষ আছে, যদি ঐ বিজ্ঞপ্তিতে—

(ক) বাদীর নাম, বর্ণনা এবং বাসস্থান এমন ভাবে প্রদত্ত হয়েছে যা বিজ্ঞপ্তি জারি করা ব্যক্তির শনাক্তকরণে যথার্থ প্রাধিকারী বা সরকারি প্রাধিকারিককে সক্ষম করে এমন বিজ্ঞপ্তি উপধারা (১)-এ নির্দিষ্ট যথার্থ প্রাধিকারীর কার্যালয়ে অর্পিত হয়েছে অথবা রক্ষিত হয়েছে; এবং

(খ) বিবাদ-কারণ এবং বাদী দ্বাবা দাবি করা উপশম যথার্থ ভাবে চিহ্নিত করা হয়েছে।

॥ ধারা ঃ ৮১ ॥ গ্রেপ্তার ও ব্যক্তিগত হাজিরা থেকে রেহাই [Exemption from arrest and personal appearance]—এমন যে কোনো কাজের জন্য, যা সরকারি আধিকারিক দ্বারা তার পদাধিকারে কৃত বলে অনুমিত, তার বিরুদ্ধে দায়ের করা মামলাতে—

(ক) ডিক্রির নির্বাহ ছাড়া প্রতিবাদীকে গ্রেপ্তার করা যাবে না বা তার সম্পত্তি ক্রোক করা যাবে না; এবং

(খ) আদালত যখন এ ব্যাপারে সন্তুষ্ট হয়ে যায় যে সরকারি কাজের ক্ষতি না করে প্রতিবাদী তার কর্তব্য থেকে গরহাজির হতে পারে না সেখানে আদালত তাকে ব্যক্তিগত ভাবে উপস্থিত হওয়া থেকে রেহাই দেবে।

॥ ধারা ঃ ৮২ ॥ ডিক্রির নির্বাহ [Execution of decree]—(১) যেখানে সরকার দ্বারা বা সরকারের বিরুদ্ধে বা এমন কাজের দরুণ যার সম্পর্কে অনুমিত হয় যে, তা এমন সরকারি আধিকারিক দ্বারা তার পদাধিকার বলে কৃত, তার দ্বারা বা তার বিরুদ্ধে আনীত কোনো মামলায় যেখানে যেমন, ভারত যুক্তরাষ্ট্র বা কোনো রাজ্য বা সরকারি আধিকারিকের বিরুদ্ধে প্রদত্ত হয়, সেখানে এমন ডিক্রি উপধারা (২)-এর বিধান অনুসারেই নির্বাহ করা হবে, অন্য ভাবে নয়।

(২) ঐ ডিক্রির তারিখ থেকে গণনা করা তিনমাস কাল পর্যন্ত ঐ ডিক্রি তুষ্ট না হলেই কোনো এমন ডিক্রির নির্বাহ সংক্রান্ত আদেশ প্রদান করা যাবে।

(৩) উপধারা (১) ও উপধারা (২)-এ বিধৃত কোনো আদেশ বা বিনির্ণয়ের সম্পর্কে এমন ভাবে প্রযোজ্য হবে, ঐ ডিক্রিগুলো যেমন ভাবে প্রযোজ্য হয়, যদি এই আদেশ বা বিনির্ণয়—

(ক) ভারত যুক্তরাষ্ট্র অথবা কোনো রাজ্যের অথবা যথাপূর্বোক্ত কোনো কাজের ব্যাপারে কোনো সরকারি আধিকারিকের বিরুদ্ধে, তা কোনো আদালত দ্বারা দেওয়া হোক বা অন্য কোনো প্রাধিকার দ্বারা দেওয়া হোক বা অন্য কোনো প্রাধিকারিক দ্বারা প্রদত্ত হোক; এবং

(খ) এই সংহিতা বা সমকালে বলবৎ অন্য কোনো আইনের বিধানের অধীন এমন ভাবে নির্বাহ করার যোগ্য যেন তা ডিক্রি।

অন্য দেশ কর্তৃক এবং বিদেশি শাসক, রাষ্ট্রদূত ও কূটনৈতিক দূত কর্তৃক বা তাদের বিরুদ্ধে মামলা

(Suits by Aliens and by or Against Foreign Rulers, Ambassadors and Envoys)

॥ ধারা ঃ ৮৩ ॥ বিদেশিরা কখন মামলা দায়ের করতে পারবে [When aliens may sue]—বিদেশি শত্রু, যারা ভারত সরকাবের অনুমতি ক্রমে ভারতে বসবাস করছে এবং বিদেশি বন্ধু এমন যে কোনো আদালতে, যে আদালত মামলার বিচার করার জন্য অন্য ভাবে যোগ্যতাসম্পন্ন, এমন ভাবে মামলা আনতে পারবে যেন তারা ভারতের নাগরিক। কিন্তু বিদেশি শত্রু, যারা এ ধরনের অনুমতি ব্যতিরেকে ভারতে বসবাস করছে অথবা যারা বিদেশে বসবাস করছে এমন কোনো আদালতে মামলা দায়ের করতে পারবে না।

স্পষ্টীকরণ—বিদেশে বসবাস করে এমন প্রত্যেক ব্যক্তিকে যাদের সরকার ভারতের সঙ্গে যুদ্ধরত এবং যারা কেন্দ্রীয় সরকার দ্বারা এই হেতু প্রদত্ত অনুমতি ব্যতিরেকে ঐ দেশে ব্যবসা পরিচালনা করছে, এই ধারার উদ্দেশ্যে এমন মনে করা হবে যে তারা বিদেশে বসবাসকারী বিদেশি শত্রু।

॥ ধারা ঃ ৮৪ ॥ বিদেশি রাজ্য কখন মামলা করতে পারবে [When foreign States may sue]—কোনো বিদেশি রাজ্য যে কোনো যোগ্যতাসম্পন্ন আদালতে মামলা দায়ের করতে পারবে ঃ

প্রকাশ থাকে যে, মামলাটির উদ্দেশ্য হলো এরকম রাজ্যের শাসককে বা এরকম রাজ্যের সরকারি পদাধিকার বলে কার্যসম্পাদনকারী কোনো আধিকারিককে বর্তানো ব্যক্তিগত অধিকার বলবৎ করা।

॥ ধারা ঃ ৮৫ ॥ বিদেশি শাসকের পক্ষ থেকে অভিশংসন বা প্রতিরক্ষণের জন্য সরকার কর্তৃক বিশেষ ভাবে নিয়োজিত ব্যক্তি [Persons specially appointed by Government to prosecute or defend on behalf of foreign Rulers] `(১) কেন্দ্রীয় সরকার বিদেশি রাজ্যের অনুরোধে বা শাসকের পক্ষে কাজ করতে কেন্দ্রীয় সরকারের মতে যে কোনো যোগ্যতাসম্পন্ন যে কোনো ব্যক্তির অনুরোধে আদেশ দিয়ে এ ধরনের শাসকের পক্ষে অভিশংসন বা প্রতিরক্ষণ করতে যে কোনো ব্যক্তিকে

নিযুক্ত করতে পারে এবং এভাবে নিযুক্ত ব্যক্তিকে এমন স্বীকৃত প্রতিনিধি বলে মনে করা হবে যাদের দ্বারা এই সংহিতার অধীনে এমন শাসকের মধ্যে হাজিরা দেওয়া কার্য সম্পাদন এবং আবেদন করা হতে পারে, সম্পাদিত হতে পারে বা কৃত হতে পারে।

(২) এই ধারার অধীনে নিয়োগ কোনো নির্দিষ্ট মকদ্দমার বা অনেক নির্দিষ্ট মকদ্দমার প্রয়োজনের জন্য অথবা এমন যাবতীয় মকদ্দমার প্রয়োজনের জন্য করা যাবে যেগুলোর এমন শাসকের পক্ষ থেকে অভিশংসন প্রতিরক্ষণ করা মাঝে-মাঝে প্রয়োজন হয়।

(৩) এই ধারার অধীনে নিযুক্ত ব্যক্তি এমন কোনো মকদ্দমা বা কোনো মকদ্দমাতে হাজির হতে এবং আবেদন ও কাজ করার জন্য কোনো অন্য ব্যক্তিবর্গকে এমন প্রাধিকৃত বা নিযুক্ত করতে পারবে যেন সে নিজেই তার বা তাদের একটি পক্ষ।

॥ ধারা ঃ ৮৬ ॥ বিদেশি শাসক, রাষ্ট্রদূত ও কূটনৈতিক দূত-এর বিরুদ্ধে মামলা [Suits against foreign Rulers Ambassadors and Envoys]—কেন্দ্রীয় সরকারের কোনো সচিব কর্তৃক লিখিত ভাবে শংসিত উক্ত সরকারের সম্মতি ছাড়া এমন কোনো আদালত বিদেশি কোনো রাষ্ট্রের শাসকের বিরুদ্ধে মামলা করা যাবে না, যে আদালত অন্য ভাবে এ ধরনের মামলার বিচার করার জন্য যোগ্যতাসম্পন্ন ঃ

প্রকাশ থাকে যে, যে ব্যক্তি স্থাবর সম্পত্তির প্রজা হওয়ার সুবাদে এমন বিদেশি রাজ্যের ওপর, যার কাছ থেকে সে সম্পত্তি প্রাপ্ত হয়েছে বা প্রাপ্ত হয়েছে বলে দাবি করে, সেই ব্যক্তি যথা পূর্বোক্ত সম্পত্তি ব্যতিরেকে মামলা করতে পারবে।

(২) এমন সম্মতি নির্দিষ্ট মামলা বা অনেকগুলি নির্দিষ্ট মামলা বা কোনো বা যে কোনো নির্দিষ্ট শ্রেণী বা শ্রেণীর যাবতীয় মামলার ব্যাপারে প্রদত্ত হতে পারবে এবং তা কোনো মামলা বা মামলাগুলোর শ্রেণীর ক্ষেত্রে ঐ আদালতকেও নির্দিষ্ট করতে পারবে যাতে ঐ বিদেশি শাসকের বিরুদ্ধে মামলা আনয়ন করা যাবে, কিন্তু তা ততক্ষণ দেওয়া যাবে না, যতক্ষণ কেন্দ্রীয় সরকারের বিশ্বাস না হয় যে, তা বিদেশি শাসক—

(ক) সেই ব্যক্তির বিরুদ্ধে যে তার ওপর মামলা করার ইচ্ছা করে, সেই আদালতে মামলা দায়ের করেছে; অথবা

(খ) ব্যক্তিগত ভাবে বা অন্য কোনো ব্যক্তি দ্বারা ঐ আদালতের অধিক্ষেত্রের স্থানীয় সীমার মধ্যে ব্যবসা চালায়; অথবা

(গ) সেই সীমার মধ্যে অবস্থিত স্থাবর সম্পত্তির অধিকারী এবং তার বিরুদ্ধে এমন সম্পত্তির সম্পর্কে অথবা ঐ অর্থের ব্যাপারে যার প্রভাব ঐ সম্পত্তির ওপর আছে, মামলা করতে হবে; অথবা

(ঘ) এই ধারা দ্বারা তাকে প্রদত্ত বিশেষাধিকার পরিত্যাগ করেছে ব্যক্ত ভাবে বা বিবক্ষিত ভাবে।

(৩) কেন্দ্রীয় সরকারের সচিব দ্বারা লিখিত ভাবে শংসিত কোনো ডিক্রি বিদেশি রাজ্যের সম্পত্তির বিরুদ্ধে কেন্দ্রীয় সরকারের সম্মতিতেই নির্বাহ করা হবে, অন্য ভাবে নয়।

(৪) এই ধারার পূর্ববর্তী বিধান নিম্নলিখিত ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে তেমন ভাবেই প্রযোজ্য হবে যেমন ভাবে তা বিদেশি রাজ্যের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হয়—

(ক) বিদেশি রাজ্যের কোনো শাসক ;

(ক-ক) বিদেশি রাজ্যের কোনো রাজদূত বা দূত ;

(খ) কমনওয়েলথ্ দেশের যে কোনো হাই কমিশনার;

(গ) বিদেশি রাজ্যের কর্মচারীদের বা বিদেশি রাজ্যের রাজদূত বা দূতের বা কমনওয়েলথ্ দেশের হাইকমিশনারের কর্মীবৃন্দ বা অনুচর শ্রেণীর কোনো এমন সদস্য যাঁকে কেন্দ্রীয় সরকার সাধারণ বা বিশেষ আদেশ দ্বারা এই হেতু নির্দিষ্ট করে।

(৫) এই সংহিতার অধীন নিম্নলিখিত ব্যক্তিদের গ্রেপ্তার করা যাবে না, অর্থাৎ

(ক) বিদেশি রাজ্যের কোনো শাসক ;

(খ) বিদেশি রাজ্যের কোনো রাজদূত বা দূত ;

(গ) কমনওয়েলথ্ দেশের কোনো হাই কমিশনার;

(ঘ) বিদেশি রাজ্যের কর্মচারীদের বা বিদেশি রাজ্যের শাসক রাজদূত বা দূতের বা কমনওয়েলথ্ দেশের হাই কমিশনারের কর্মীবৃন্দ বা অনুচর শ্রেণীর কোনো এমন সদস্য যাঁকে কেন্দ্রীয় সরকার সাধারণ বা বিশেষ আদেশ দ্বারা এই হেতু নির্দিষ্ট করে।

(৬) যেক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সরকারকে উপধারা (১)-এ নির্দিষ্ট সম্মতি দেওয়ার অনুরোধ করা হয় সেখানে কেন্দ্রীয় সরকার ঐ অনুরোধ সম্পূর্ণতঃ বা অংশতঃ অস্বীকার করার আগে অনুরোধকারী ব্যক্তিকে শুনানির জন্য উপযুক্ত সুযোগ দেবে।

॥ ধারা : ৮৭ ॥ মামলার পক্ষধারী হিসাবে বিদেশি শাসকদের শৈলী [Style of foreign Rulers as parties to suits] বিদেশি রাজ্যের শাসক নিজের রাজ্যের নামে মামলা দায়ের করতে পারবে এবং সেই শাসকের বিরুদ্ধে মামলা তার রাজ্যের নামে দায়ের করা যাবে :

প্রকাশ থাকে যে, ধারা-৮৬-তে নির্দিষ্ট সম্পত্তি দিতে কেন্দ্রীয় সরকার শাসকের বিরুদ্ধে মামলা কোনো নিযুক্তকের (বা প্রতিনিধির) নামে বা অন্য কোনো নামে দায়ের করার নির্দেশ দিতে পারবে।

॥ ধারা : ৮৭-এ ॥ বিদেশি রাজ্য এবং **শাসক**-এর সংজ্ঞা [Definitions of 'foreign States' and 'Ruler']—(১) এই খণ্ডে—

(ক) **বিদেশি রাজ্য** বলতে বুঝায় ভারতের বাইরের এমন কোনো রাজ্য যা কেন্দ্রীয় সরকার দ্বারা স্বীকৃত প্রাপ্ত; এবং,

(খ) বিদেশী রাজ্য সম্পর্কে **শাসক** বলতে বুঝায় এমন ব্যক্তি যে, ঐ রাজ্যের প্রধান (বা অধিপতি) হিসাবে কেন্দ্রীয় সরকার দ্বারা সমকালে স্বীকৃতি প্রাপ্ত।

(২) প্রত্যেক আদালত নিম্নলিখিত তথ্য ন্যায়িক দৃষ্টিতে দেখবে যে—

(ক) কোনো রাজ্য কেন্দ্রীয় সরকার দ্বারা স্বীকৃত কি না;

(খ) কোনো ব্যক্তি রাজ্যের প্রধান হিসাবে কেন্দ্রীয় সরকার দ্বারা স্বীকৃত কি না।

ভূতপূর্ব (বা প্রাক্তন) ভারতীয় রাজ্যসমূহের শাসকদের বিরুদ্ধে মামলা (Suits Against Rulers of Former Inidan States)

॥ ধারা : ৮৭-বি ॥ ভূতপূর্ব (বা প্রাক্তন) ভারতীয় রাজ্যসমূহের শাসকবর্গের ওপর

৮৫ ও ৮৬ ধারার প্রয়োগ [Application of sections 85 and 86 to Rulers of former Indian States]—(১) কোনো ভূতপূর্ব ভারতীয় রাজ্যের শাসক দ্বারা বা তার বিরুদ্ধে আনীত মামলার ক্ষেত্রে, যা সম্পূর্ণতঃ বা অংশতঃ ঐ রকমই বিবাদ-হেতুর ওপর প্রতিষ্ঠিত যা সংবিধানের শুরুর আগে উদ্ভূত হয়েছে অথবা এমন মামলা থেকে উদ্ভূত হওয়া কোনো কার্যবাহর ক্ষেত্রে ধারা ৮৫ ও ধারা ৮৬-র উপধারা (১) এবং (৩)-এর বিধান এমন শাসকের ব্যাপারে তেমন ভাবেই প্রযোজ্য হবে যেমন ভাবে সেগুলো কোনো বিদেশি রাজ্যের শাসকের ব্যাপারে (অর্থাৎ বেলায়) প্রযোজ্য হয়।

(২) এই ধারার—

(ক) ভূতপূর্ব ভারতীয় রাজ্য বলতে বুঝায় সেই রাজ্য, যে ভারতীয় রাজ্যকে কেন্দ্রীয় সরকার সরকারি ঘোষ-পত্রে প্রজ্ঞাপন দিয়ে এই ধারার প্রয়োজনে বিশেষ ভাবে নির্দিষ্ট করে দিতে পারে;

(খ) সংবিধানের শুরু বলতে বুঝায় ১৯৫০ সালের ২৬ জানুয়ারি; এবং

(গ) কোনো ভূতপূর্ব ভারতীয় রাজ্য সম্পর্কে শাসক-এর তেমনই অর্থ হবে যেমন অর্থ করা আছে সংবিধানের ৩৬৩ অনুচ্ছেদে।

অন্তরাভিবাচী (Interpleader)

॥ ধারা ঃ ৮৮ ॥ অন্তরাভিবাচী (বা ইন্টারপ্লিডার) মামলা কোথায় করা যেতে পারে [Where interpleader suit may be instituted]—যেখানে দুই বা ততোধিক ব্যক্তি সেই ঋণ, টাকা বা অন্যান্য স্থাবর বা অস্থাবর সম্পত্তি সম্পর্কে একে অন্যের প্রতিকূল দাবি অন্য কোনো এমন ব্যক্তির কাছে করে যে মূল্যাদি বা খরচের জন্য ছাড়া অন্য কোনো স্বার্থ দাবি করে না এবং যে তা অধিকার আছে এমন দাবিদারকে তা দিতে বা অর্পণ করতে তৈরি আছে সেখানে এমন অন্য ব্যক্তি যাবতীয় এমন দাবিদারদের বিরুদ্ধে অন্তরাভিবাচী মামলা (বা ইন্টারপ্লিডার মামলা) ঐ ব্যক্তির সম্পর্কে যাকে টাকা দেওয়া বা টাকা অর্পণ করা হবে, সিদ্ধান্ত প্রাপ্ত করার ও নিজের জন্য ক্ষতিপূরণ প্রাপ্ত করার প্রয়োজনে দায়ের করতে পারবে ঃ

প্রকাশ থাকে যে, যেখানে এমন কোনো মামলা অমীমাংসিত হয়ে আছে যাতে সব পক্ষের অধিকার উপযুক্ত ভাবে নির্ণীত করা যেতে পারে সেখানে এমন কোনো অন্তরাভিবাচী (বা ইন্টারপ্লিডার) মামলা করা যাবে না।

পঞ্চম খণ্ড
[PART : 5]
বিশেষ কার্যবাহ
(Special Proceedings)
(ধারা ৮৯ থেকে ধারা ৯৩)

সালিস (বিবাদ মীমাংসা)
(Arbitration)

॥ ধারা ঃ ৮৯ ॥ সালিস [Arbitration]—সালিস আধিনিয়ম, ১৯৪০ (১৯৪০-এর ১০)-এর ধারা ৪৯ এবং অনুসূচি ৩ দ্বারা নিরসিত।

বিশেষ ক্ষেত্র (Special Case)

॥ ধারা ঃ ৯০ ॥ আদালতের অভিমতের জন্য বিষয় বিবৃত করার ক্ষমতা [Power to State case for opinion of Court]—যখন কোনো ব্যক্তি আদালতের অভিমত হেতু কোনো বিবাদ-বিষয় বিবৃত করার জন্য লিখিত ঐক্যমতে উপনীত হয় তখন আদালত নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে তার বিচার করবে এবং সিদ্ধান্ত নেবে।

সার্বজনিক উপদ্রব এবং জনসাধারণের প্রভাব সৃষ্টিকারী অন্যান্য অবৈধ কাজ
(Public Nuisances and Other Wrongful Acts Affecting the Public)

॥ ধারা ঃ ৯১ ॥ সার্বজনিক উপদ্রব এবং জনসাধারণের প্রভাব সৃষ্টিকারী অন্যান্য অবৈধ কাজ [Public nuisances and other wrongful acts affecting the public]—(১) সার্বজনিক উপদ্রব বা জনসাধারণের ওপর প্রভাব পড়ে বা প্রভাব পড়ার সম্ভাবনা থাকে এমন অন্যান্য অবৈধ কাজের ক্ষেত্রে ঘোষণা এবং আসেধাজ্ঞার জন্য বা এমন অন্য উপশমের জন্য যা মামলাটির পরিস্থিতি মোতাবেক যথাযথ হয় মকদ্দমা—

(ক) মহা-অধিবক্তা দ্বারা (এ্যাডভোকেট জেনারেল); অথবা

(খ) দুই বা ততোধিক ব্যক্তি দ্বারা, এমন সার্বজনিক উপদ্রব বা অন্য অবৈধ কাজের দরুণ এমন ব্যক্তিদের বিশেষ ক্ষতি না হলেও আদালতের অনুমতিতে দায়ের করা যাবে।

(২) এই ধারার কোনো কিছু মকদ্দমার এমন কোনো অধিকারকে সীমিত করে বা তার ওপর অন্য ভাবে প্রভাব ফেলে বলে মনে করা হবে না, যার অস্তিত্ব এর বিধানসমূহ থেকে স্বতন্ত্র (অর্থাৎ সম্পর্ক হীন)।

॥ ধারা ঃ ৯২ ॥ সার্বজনিক বদান্যতা [Public charities]—দাতব্য বা ধার্মিক প্রকৃতির সার্বজনিক উদ্দেশ্যে সৃষ্ট কোনো ব্যক্ত বা অব্যক্ত ন্যাসের কোনো অভিযুক্ত ভঙ্গের মামলায় অথবা যেখানে কোনো এমন ন্যাসের প্রশাসনের জন্য আদালতের নির্দেশ প্রয়োজনীয় মনে করা হয় সেখানে মহাধিবক্তা বা ন্যাসের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট দুই বা

ততোধিক ব্যক্তি, যারা আদালতের অনুমতি লাভ করেছে এমন মামলা, তা কলহমূলক হোক বা না হোক, আদিম অধিক্ষেত্র বিশিষ্ট প্রধান দেওয়ানী আদালতে বা রাজ্য সরকার দ্বারা এই হেতু যে অন্য আদালতকে ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে সেই আদালতের স্থানীয় অধিক্ষেত্রের স্থানীয় সীমার মধ্যে ন্যাসের সম্পূর্ণ বিষয়বস্তু সম্পূর্ণতঃ বা অংশতঃ নিম্নলিখিত ডিক্রি পাওয়ার জন্য দায়ের করা যাবে—

(ক) কোনো অছি অপসারণের ডিক্রি;

(খ) নতুন অছি নিযুক্তকরণের ডিক্রি;

(গ) অছি কোনো সম্পত্তি বর্তিয়ে (বা নিহিত করে);

(গ-ক) এমন অছি-কে যা অপসারিত হয়েছে অথবা এমন ব্যক্তিকে যিনি অছি পদে নেই, নিজের দখলের কোনো ন্যাস-সম্পত্তির দখল সেই ব্যক্তিকে অর্পণ করার নির্দেশ দেওয়ার ডিক্রি, যে ব্যক্তি ঐ সম্পত্তির দখল পাওয়ার যোগ্য;

(ঘ) হিসাবপত্র এবং তদন্তের নির্দেশ দেওয়ার ডিক্রি;

(ঙ) এমন ঘোষণা করার ডিক্রি যে ন্যাস-সম্পত্তির বা তাতে স্থিত স্বার্থের কি অনুপাত ন্যাসের কোনো বিশেষ উদ্দেশ্যের জন্য বিতরিত হবে (অর্থাৎ স্বার্থর কত অংশ বিভাজন করে দিতে হবে);

(চ) সম্পূর্ণ ন্যাস-সম্পত্তি বা তার যে-কোনো অংশ ভাড়া দেবার, বিক্রি করার, বন্ধক দেবার বা বিনিময় করার প্রাধিকৃত করার ডিক্রি;

(ছ) কোনো প্রকল্প (স্কীম) স্থির করার ডিক্রি; অথবা

(জ) এমন অতিরিক্ত বা অন্য উপশম প্রদান করার ডিক্রির বা বিষয়টির প্রকৃতি অনুসারে আবশ্যক।

(২) ধর্মীয় ভাতাপ্রদান অধিনিয়ম ১৮৬৩-র (১৮৬৩-র ২০) দ্বারা বা সেই সব অঞ্চল, ১লা নভেম্বর ১৯৫৬র ঠিক আগে ভাগ-খ রাজ্যগুলোতে অন্তর্ভুক্ত ছিল তাতে বলবৎ—থাকা তৎস্থানীয় কোনো আইন দ্বারা বিধিত আছে, তেমন ছাড়া উপধারা (১)-এ বিশেষ ভাবে নির্দিষ্ট উপশমগুলোর কোনোটির জন্য দাবি করা কোনো মামলা এমন কোনো ন্যাসের সম্পর্কে যা তাতে নির্দিষ্ট আছে, ঐ উপধারার বিধানসমূহের অনুরূপই দায়ের করা করা যাবে, অন্য ভাবে নয়।

(৩) আদালত, দাতব্য বা ধর্মীয় প্রকৃতির সার্বজনিক উদ্দেশ্যে সৃষ্ট কোনো ব্যক্ত বা অব্যক্ত ন্যাসের মূল উদ্দেশ্যসমূহের পরিবর্তন করতে পারবে এবং এমন ন্যাসের সম্পত্তি বা আয় অথবা তার কোনো অংশকে নিম্নলিখিত পরিস্থিতিগুলির মধ্যে কোনো এক বা একাধিক ক্ষেত্রে সম উদ্দেশ্যের জন্য ব্যবহার করতে পারবে; অর্থাৎ—

(ক) যেখানে ন্যাসের মূল উদ্দেশ্য সম্পূর্ণতঃ বা অংশতঃ—(এক) যতদূর সম্ভবপূর্ণ হয়েছে; অথবা

(দুই) যেখানে আর ক্রিয়ান্বিত করা যাচ্ছে না বা ন্যাস সৃষ্টিকারী সাধিত্রে প্রদত্ত নির্দেশাবলী অনুসারে বা যেখানে কোনো এমন সাধিত্র নেই সেখানে ন্যাসের ভাবনানুসার ক্রিয়ান্বিত করা যাচ্ছে না, অথবা

(খ) সেখানে ন্যাসের মূল উদ্দেশ্যে, ন্যাসের ভিত্তিতে প্রাপ্তিসাধ্য সম্পত্তির কেবল এক ভাগ ব্যবহার করার জন্যই বিধান দেওয়া আছে; অথবা

(গ) যেখানে ন্যাসের ভিত্তিতে প্রাপ্তিসাধ্য সম্পত্তি এবং সম উদ্দেশ্যের জন্য ব্যবহার্য অন্য সম্পত্তির ন্যাসের ভাবনা ও সাধারণ প্রয়োজনের জন্য তার ব্যবহার মনে রেখে, অন্য কোনো প্রয়োজনের সঙ্গে বেশি প্রভাবশালী ভাবে ব্যবহার করা যেতে পারে এবং তা সেই উদ্দেশ্য থেকে অন্য কোনো প্রয়োজনের জন্য উপযুক্ত পদ্ধতিতে ব্যবহার করা যেতে পারে; অথবা

(ঘ) যেখানে মূল উদ্দেশ্য সম্পূর্ণতঃ বা অংশতঃ, এমন কোনো ক্ষেত্র সম্পর্কে গঠন করা হয়েছিল, যা এমন উদ্দেশ্যসমূহের জন্য সে সময়ে একটা একক (অর্থাৎ ইউনিট) ছিল কিন্তু এখন নেই; অথবা

(ঙ) যেখানে—

(এক) মূল উদ্দেশ্য গঠিত হওয়ার পর সম্পূর্ণতঃ বা অংশতঃ, অন্য মাধ্যম দ্বারা যথেষ্ট ভাবে ব্যবস্থা করা হয়েছে; অথবা

(দুই) মূল উদ্দেশ্য গঠিত হওয়ার পর সম্পূর্ণতঃ বা অংশতঃ সমাজের পক্ষে অনুপযোগী বা ক্ষতিকারক হওয়ার কারণে শেষ হয়ে গেছে।

(তিন) মূল উদ্দেশ্য গঠিত হওয়ার পর সম্পূর্ণতঃ বা অংশতঃ আইনানুসার দাতব্য (বা পূর্ত) হয়ে নেই; অথবা

(চার) মূল উদ্দেশ্য গঠিত হওয়ার পর সম্পূর্ণতঃ বা অংশতঃ ন্যাসের উদ্দেশ্য (বা ভাবনা) মনে রেখে, ন্যাসের ভিত্তিতে প্রাপ্তিসাধ্য সম্পত্তির উপযুক্ত এবং প্রভাবকারী ব্যবহারের জন্য অন্য কোনো পদ্ধতিতে বিধিত করে না।

ব্যাখ্যা—যখন মূল লক্ষ্য হিসাবে যা ব্যবহার করা চলত; (১) এবং যথেষ্টভাবে পূরণ হয়েছে অথবা (২) শেষ হয়ে গেছে এবং সমাজের পক্ষে ক্ষতিকর অথবা (৩) আইন অনুসার দাতব্য প্রতিষ্ঠান বলে আর স্বীকৃত নয় অথবা (৪) ন্যাসে যা উদ্দেশ্য হিসাবে ব্যক্ত করা হয়েছিল এখন আর তা সেই লক্ষ্যপূরণ করবার জন্য কিছু করা সম্ভব নয়।

॥ ধারা : ৯৩ ॥ প্রেসিডেন্সি-শহরের বাইরে মহাধিবক্তার ক্ষমতার প্রয়োগ [Exercise of Powers of Advocate-General outside presidency-towns]—মহাধিবক্তার ওপর ধারা-৯১ ও ধারা-৯২ দ্বারা প্রদত্ত ক্ষমতার প্রয়োগ প্রেসিডেন্সি শহরের বাইরে রাজ্য সরকারের পূর্ব-অনুমোদনে কালেক্টর বা এমন আধিকারিকও করতে পারবেন, যাঁকে রাজ্য সরকার এই হেতু নিযুক্ত করেছে।

ষষ্ঠ খণ্ড
[PART : 6]
অনুপূরক কার্যবাহ
(Supplemental Proceedings)
(ধারা ৯৪ ও ধারা ৯৫)

॥ ধারা ঃ ৯৪ ॥ অনুপূরক কার্যবাহ [Supplemental proceedings]—আদালত ন্যায়পরতার উদ্দেশ্যর পরাজয় নিবারণার্থে সেই ক্ষেত্রে, যাতে এমন করা নির্দিষ্ট হয়—

(ক) প্রতিবাদীকে গ্রেপ্তার করার জন্য এবং আদালতের সামনে তাকে এই ব্যাপারে কারণ দর্শাবার জন্য হাজির করা হেতু যে, সে তার হাজিরার জন্য প্রতিভূতি কেন দেবে না, পরওয়ানা জারি করতে পারবে এবং যদি সে ঐ প্রতিভূতির জন্য প্রদত্ত কোনো আদেশ পালনে অসফল হয় তাহলে তাকে দেওয়ানী কারাগারে সোপর্দ করতে পারবে;

(খ) প্রতিবাদীকে তার নিজের কোনো সম্পত্তি পেশ করার জন্য প্রতিভূতি দেওয়ার এবং সেই সম্পত্তি আদালতের নিয়ন্ত্রণাধীন রাখার নির্দেশ দিতে পারবে বা কোনো সম্পত্তি ক্রোক করার আদেশ দিতে পারবে;

(গ) অস্থায়ী আসেধাজ্ঞা দিতে পারবে এবং অমান্য করলে তাতে দোষী ব্যক্তিকে দেওয়ানী আদালতে সোপর্দ করতে পারবে, এবং তার সম্পত্তি ক্রোক করা হোক এবং বিক্রি করা হোক বলে আদেশ দিতে পারবে;

(ঘ) কোনো সম্পত্তির রিসিভার নিযুক্ত করতে পারবে এবং তার সম্পত্তি ক্রোক করে এবং তা বিক্রয় করে তার কর্তব্য পালন করবে;

(ঙ) আদালতের ন্যায়সঙ্গত বা সুবিধাজনক প্রতীত হয় এমন অন্য কোনো অন্তবর্তী আদেশ দিতে পারবে।

॥ ধারা ঃ ৯৫ ॥ অপর্যাপ্ত ভিত্তিতে গ্রেপ্তার, ক্রোক অথবা আসেধাজ্ঞা প্রাপ্ত করার জন্য ক্ষতিপূরণ [Compensation for obtaining arrest, attachment or injunction on insufficient grounds]—(১) যেখানে কোনো মকদ্দমায়, যাতে এর পূর্বোক্ত ধারার অধীন কোনো গ্রেপ্তার বা ক্রোক করা হয়েছে অথবা অস্থায়ী আসেধাজ্ঞা দেওয়া হয়েছে—

(ক) আদালতের এমন প্রতীত হয় যে, এমন গ্রেপ্তার ক্রোক বা আসেধাজ্ঞার জন্য আবেদন অপর্যাপ্ত ভিত্তিতে দেওয়া হয়েছিল; অথবা

(খ) বাদীর মকদ্দমা অসফল হয় এবং আদালতের এমন মনে হয় যে, তা দায়ের করার জন্য কোনো যুক্তি সঙ্গত বা সম্ভাব্য ভিত্তি ছিল না।

সেখানে প্রতিবাদী আদালতের কাছে আবেদন করতে পারবে এবং এমন আবেদনের ভিত্তিতে তার আদেশ দ্বারা এক হাজার টাকার বেশি হয় না এমন পরিমাণ টাকা প্রতিবাদীর জন্য তার দ্বারা কৃত ব্যয়ের বা তার হওয়া ক্ষতির জন্য (যার মধ্যে তার সুনামের ক্ষতিও আছে) যুক্তিসঙ্গত ক্ষতিপূরণ মনে হয় ঃ

প্রকাশ থাকে যে, আদালত, তাঁর অর্থ-সম্পর্কিত অধিক্ষেত্রের সীমার অধিক টাকা এই ধারার অধীন বিনির্ণীত করবে না।

(২) এমন কোনো আবেদনের সিদ্ধান্ত নির্ণয়কারী আদেশ ঐ গ্রেপ্তার, ক্রোক বা আসেধাজ্ঞার বিষয়ে ক্ষতিপূরণ নিমিত্ত যে কোনো মকদ্দমার বাধাস্বরূপ হবে।

সপ্তম খণ্ড
[PART : 7]
আপিল
(Appeals)

(ধারা ৯৬ থেকে ধারা ১১২)

মূল ডিক্রি থেকে আপিল
(Appeals from Original Decrees)

॥ ধারা ঃ ৯৬ ॥ মূল ডিক্রি থেকে আপিল [Appeal from original Decree]—(১) যেখানে এই সংহিতার পাঠে বা সমকালে বলবৎ অন্য কোনো আইন দ্বারা ব্যক্ত ভাবে ভিন্নরূপ বিধৃত আছে তা রক্ষা করে প্রারম্ভিক অধিক্ষেত্র প্রয়োগকারী কোনো আদালত দ্বারা প্রদত্ত যে কোনো ডিক্রির বিরুদ্ধে আপিল করা যাবে এমন আদালতের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আপিল শোনার জন্য প্রাধিকৃত।

(২) একপক্ষীয় প্রদত্ত মূল ডিক্রির আপিল হতে পারে।

(৩) পক্ষদের সম্মতিতে যা ডিক্রি আদালত প্রদান করেছে, তার কোনো আপিল হবে না।

(৪) লঘুবাদ আদালত দ্বারা গ্রাহ্য মকদ্দমায় কোনো ডিক্রি থেকে কোনো আপিল, যদি ঐ ডিক্রির টাকার পরিমাণ বা মূল্য তিন হাজার টাকার বেশি না হয়, তাহলে, কেবল আইনের প্রশ্নের সম্পর্কেই হবে।

॥ ধারা ঃ ৯৭ ॥ যেখানে প্রারম্ভিক ডিক্রির আপিল করা হয়নি সেখানে চূড়ান্ত ডিক্রির আপিল [Appeal from final decree where no appeal from preliminary decree]—যেখানে এই সংহিতার প্রারম্ভের পর প্রদত্ত প্রারম্ভিক ডিক্রির দ্বারা ব্যথিত (বা ক্ষুব্ধ) হয়ে কোনো পক্ষ এমন ডিক্রির বিরুদ্ধে করা আপিলে প্রশ্ন তুলতে পারবে না।

ব্যাখ্যা—এই ধারার তাৎপর্য হলো বর্তমান ধারাটি যে বিষয় সম্পর্কিত সেই বিষয়ে প্রশাসক ডিক্রিকে ধরা হবে যেন উক্ত ডিক্রি প্রদানকারী আদালতের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত এর মধ্যে বিধৃত আছে (ভেঙ্কট রেড্ডি ব. পেঠী রেড্ডি, AIR 1963 SC 997)।

॥ ধারা ঃ ৯৮ ॥ যেখানে কোনো আপিল দুই বা ততোধিক বিচারক কর্তৃক শ্রুত হয় সেখানে সিদ্ধান্ত [Decision where appeal heard by two or more judges]—(১) যেখানে কোনো আপিল দুই বা ততোধিক ন্যায়াধীশের (বিচারক) এজলাস (ন্যায়পীঠ, ন্যায়াসন) দ্বারা শ্রুত হয় সেখানে আপিলের সিদ্ধান্ত এমন ন্যায়াধীশদের বা এমন ন্যায়াধীশদের অধিকাংশের (যদি থাকে) মতানুসারে হবে।

(২) যেখানে এমন অধিকাংশ ন্যায়ধীশ নেই যাঁরা আপিলকৃত ডিক্রিতে বদ-বদল করার বা তা উল্টে (অর্থাৎ বাতিল করে) দেওয়ার সিদ্ধান্তের ব্যাপারে একমত, সেখানে ঐ রকম ডিক্রি দৃঢ়কৃত করতে হবে ঃ

প্রকাশ থাকে যে, আপিল শোনার এজলাসে (বা ন্যায় পীঠে বা বেঞ্চ-এ) দুই বা অন্য কোনো সমসংখ্যক ন্যায়াধীশ আছেন এবং সেই ন্যায়াধীশ এমন আদালতের যে আদালতে ঐ এজলাসের (ন্যায়পীঠ বা বেঞ্চ-এর) ন্যায়াধীশদের চেয়ে অধিক সংখ্যক ন্যায়াধীশ আছেন এবং এজলাসের ন্যায়াধীশদের মধ্যে কোনো আইনের প্রশ্নে মতভেদ আছে সেখানে তাঁরা ঐ আইনের প্রশ্ন বিবৃত করবেন যার সম্পর্কে তাঁদের মতভেদ আছে এবং তখন আপিলকে অন্য ন্যায়াধীশদের কোনো একজন বা একাধিক ন্যায়াধিশ উক্ত প্রশ্ন সম্পর্কে শুনবেন এবং তখন ঐ প্রশ্নের সিদ্ধান্ত আপিল শ্রুত ন্যায়াধীশদের বহুসংখ্যকের (যদি থাকে) যাঁদের মধ্যে ঐ ন্যায়াধীশরাও আছেন, যাঁরা সেই আপিল সর্বপ্রথম শুনেছেন, মতানুসারে করা হবে।

(৩) এই ধারার কোনো কিছু কোন উচ্চ আদালতের লেটার্স পেটেন্ট-এর কোনো বিধানের পরিবর্তনকারী বা ভিন্ন ভাবে তার ওপর প্রভাবকারী ধরা হবে না।

॥ ধারা : ৯৯ ॥ কোনো ডিক্রি গুণাগুণ বা এক্তিয়ারের ওপর প্রভাব পড়ে না এমন ভুল বা অনিয়মিততার জন্য সংশোধন বা পরিবর্তন করা যায় না [No decree to be reversed or modified for error or irregularity not affecting merits or jurisdiction]—পক্ষদের বা বিবাদ-হেতুসমূহের এমন কুসংযোজনের (অথবা অ-সংযোজনের) বা মকদ্দমার যে কোনো কার্যবাহতে এমন ভুল, ত্রুটি বা অনিয়মিততার কারণে, যাতে বিষয়টির গুণাগুণ বা আদালতের অধিক্ষেত্রের ওপর প্রভাব পড়ে না কোনো ডিক্রি আপিলে না উল্টে দেওয়া যাবে (অর্থাৎ বাতিল করা যাবে), না তাতে বাস্তবিক কোনো রদ-বদল করা যাবে, আর না কোনো আপিলে মামলা (বা মকদ্দমা) প্রতিঘোষিত করা যাবে :

প্রকাশ থাকে যে, এই ধারার কোনো কিছু কোনো আবশ্যক পক্ষের অসংযোজনে প্রযোজ্য হবে না।

॥ ধারা : ৯৯-ক ॥ ধারা ৪৭-এর অধীন কোনো আদেশ উল্টে দেওয়া যাবে না বা পরিবর্তন করা যাবে না, যতক্ষণ মকদ্দমার সিদ্ধান্তের ওপর প্রতিকূল প্রভাব না পড়ছে [No order under section 47 to be reversed or modified unless decision of the case is prejudicially affected]—ধারা ৯৯-এর বিধানসমূহের ব্যাপকতার ওপর প্রতিকূল প্রভাব না ফেলে, ধারা ৪৭-এর অধীন কোনো আদেশ, উক্ত আদেশের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত কোনো কার্যবাহে কোনো ভুল, ত্রুটি বা অনিয়মিততার কারণে ততক্ষণ উল্টে দেওয়া যাবে না এবং তাতে বাস্তবিক রদ-বদলও করা যাবে না যতক্ষণ উক্ত ভুল, ত্রুটি বা অনিয়মিততার মকদ্দমার সিদ্ধান্তের ওপর প্রতিকূল প্রভাব না পড়ছে।

আপিলজাত ডিক্রি থেকে আপিল
(Appeals from Appellate Decrees)

॥ ধারা : ১০০ ॥ দ্বিতীয় আপিল [Second Appeal]—(১) যেখানে অন্য ভাবে এই সংহিতা-পাঠ-এ বা সমকালে বলবৎ থাকা অন্য কোনো আইনে ব্যক্ত ভাবে বিধৃত, উচ্চ আদালতের অধীনস্থ কোনো আদালত তার দ্বারা আপিলে প্রদত্ত প্রত্যেক

ডিক্রির আপিল উচ্চ আদালতে হতে পারবে, যদি উচ্চ আদালতের এমন মীমাংসা হয়ে যায় যে উক্ত মামলাতে আইনের কোনো বাস্তবিক প্রশ্ন নিহিত আছে।

(২) একপক্ষীয় প্রদত্ত আপিলজাত ডিক্রির আপিল এই ধারার অধীন হতে পারবে।

(৩) এই ধারার অধীন আপিলে নিহিত আইনের ঐ প্রকৃত প্রশ্নের আপিলের জ্ঞাপনে বস্তুগত কারণ দেখাতে হবে।

(৪) উচ্চ আদালতে যখন মীমাংসা হয়ে যায় যে, কোনো মকদ্দমায় বাস্তবিক আইনের প্রশ্ন নিহিত আছে তাহলে তা ঐ প্রশ্ন সূত্রবদ্ধ করবে।

(৫) আপিল এমন ভাবে সূত্রবদ্ধ প্রশ্নের ওপর শোনা হবে এবং প্রতিবাদীকে আপিলের শুনানিতে এই যুক্তি প্রদর্শনের অনুমতি দেওয়া হবে যে এমন মামলায় এ ধরণের প্রশ্ন নিহিত নেই ঃ

প্রকাশ থাকে যে, এই ধারার কোনো কিছুর সম্পর্কে এমন ধরা হবে না যে তা, আইনের অন্য কোনো এমন বাস্তবিক প্রশ্নের ওপর, যা আদালতের দ্বারা সূত্রবদ্ধ করা নয়, ঐ মামলায় এমন প্রশ্ন নিহিত আছে বলে আদালতের মীমাংসা হলে আদালতের কারণসমূহ নথিভুক্ত করে আপিল শুনানির ক্ষমতা ফিরিয়ে নেয় অথবা হ্রাস করে দেয়।

॥ ধারা ঃ ১০০-ক ॥ কিছু ক্ষেত্রে পরে আর আপিল করা যায় না [No further appeal in certain cases]—কোনো উচ্চ আদালতের নিমিত্ত কোনো লেটর্স পেটেন্ট-এ বা আইনের ক্ষমতাবিশিষ্ট অন্য কোনো সাধিত্রে অথবা সমকালে বলবৎ থাকা অন্য কোনো আইনে যাই থাকুক, যেখানে কোনো আপিলজাত ডিক্রি বা আদেশের আপিলের শুনানি এবং তার নিষ্পত্তিকরণ উচ্চ আদালতের কোনো একক ন্যায়াধীশ দ্বারা করা হয়, সেখানে এমন আপিলে উক্ত একক ন্যায়াধীশের সিদ্ধান্ত, নিষ্পত্তি বা আদেশের অথবা এমন আপিলে প্রদত্ত ডিক্রির পরে আর কোনো আপিল করা যাবে না।

॥ ধারা ঃ ১০১ ॥ অন্য কোনো ভিত্তিতে দ্বিতীয় আপিল করা যাবে না [Second appeal on no other grounds]—যে কোনো দ্বিতীয় আপিল ধারা ১০০-ক বর্ণিত বিধানের ভিত্তিতে হবে, অন্য ভাবে নয়।

॥ ধারা ঃ ১০২ ॥ কিছু মামলার ক্ষেত্রে দ্বিতীয় আপিল করা যাবে না [No second appeal in certain suits]—লঘুবাদ আদালত দ্বারা গ্রাহ্য হতে পারে এমন প্রকৃতির কোনো মামলায়, যখন বিষয়বস্তুর অর্থ পরিমাণ বা মূল্য তিন হাজার টাকার বেশি নয়, কোনো দ্বিতীয় আপিল করা যাবে না।

॥ ধারা ঃ ১০৩ ॥ উচ্চ আদালতের তথ্যাদি বিষয় নির্ধারণের ক্ষমতা [Power of High Court to determine issues of fact]—যদি নথিভুক্ত সাক্ষ্য যথেষ্ট হয় তাহলে কোনো দ্বিতীয় আপিলে উচ্চ আদালত এমন আপিলের বিলিবন্দেজের জন্য আবশ্যক যেকোনো বিচার্য বিষয় মীমাংসা করতে পারবে, যা—

(ক) নিম্ন আপিল আদালত দ্বারা বা প্রথমবারের আদালত এবং নিম্ন আপিল আদালত উভয়ের দ্বারা মীমাংসিত হয়নি, অথবা

(খ) ধারা ১০০-তে যেমন নির্দিষ্ট আছে তেমন আইনের এমন প্রশ্নের নিষ্পত্তিকরণ হেতু এমন আদালত বা আদালতসমূহ দ্বারা ভুল ভাবে মীমাংসিত হয়েছে।

আদেশ থেকে আপিল
(Appeals from Orders)

॥ ধারা ঃ ১০৪ ॥ আপিল করা যাবে এমন আদেশ [Orders from which appeal lies]—(১) নিম্নলিখিত আদেশসমূহের আপিল হবে—

[ক থেকে চ পর্যন্ত বিলোপ হয়েছে]

(চ-চ) ধারা ৩৫-এ এর অধীন প্রদত্ত আদেশ;

(চ-চ-ক) ধারা ৯১ বা ধারা ৯২ এর অধীন প্রদত্ত, যেখানে যেমন উল্লিখিত, ধারা ৯১ বা ধারা ৯২-এ নির্দিষ্ট প্রকৃতির মামলা দায়ের করার জন্য অনুমতি প্রদানে অস্বীকৃতিমূলক আদেশ;

(ছ) ধারা-৯৫-এর অধীনে প্রদত্ত আদেশ;

(জ) এই সংহিতার বিধানগুলোর কোনোটির অধীন প্রদত্ত এমন আদেশ, যাতে অর্থদণ্ড আরোপিত হয়েছে বা কোনো ব্যক্তিকে গ্রেপ্তারের বা দেওয়ানী কারাগারে আটকের নির্দেশ রয়েছে, সেইক্ষেত্র ব্যতিরেকে যেখানে এমন গ্রেপ্তার বা আটক কোনো ডিক্রি নির্বাহে হয়;

(ঝ) নিয়মাবলীর অধীনে সম্পাদিত এমন কোনো আদেশ যার আপিল নিয়মাবলীর দ্বারা ব্যক্ত ভাবে অনুমোদিত এবং এই সংহিতা পাঠে বা সমকালে বলবৎ থাকা কোনো অন্য আদেশসমূহের আপিল হবে না ঃ

প্রকাশ থাকে যে, প্রকরণ (চ-চ)-তে বিশেষভাবে নির্দেশ করা কোনো আদেশের কোনো আপিল কেবল এই ভিত্তিতেই হবে যে কোনো আদেশ করারই প্রয়োজন ছিল না বা আদেশ কম পরিমাণ টাকার প্রদানের জন্য করার প্রয়োজন ছিল।

(১) এই ধারার অধীনে আপিলে প্রদত্ত কোনো আদেশেরই কোনো আপিল হবে না।

॥ ধারা ঃ ১০৫ ॥ অন্যান্য আদেশ [Other orders]—(১) অন্যভাবে প্রদত্ত ব্যক্ত বিধানসমূহ ব্যতিরেকে কোনো আদালত দ্বারা তার প্রারম্ভিক বা আপিলজাত অধিক্ষেত্রের প্রয়োগে সম্পাদিত কোনো আদেশের কোনো আপিলই হবে না, কিন্তু যেখানে ডিক্রির আপিল করা হয় সেখানে কোনো আদেশ মধ্যস্থ এমন ভুল, ত্রুটি বা অনিয়মিততা, যার প্রভাব পড়ে মামলার সিদ্ধান্তের ওপর, আপিল স্মারকলিপিতে (Memorandum) আপত্তির ভিত্তিতে বিবৃত করা যাবে।

(২) উপধারা (১)-এ যা কিছু বিধৃত থাকুক না কেন, যেখানে এমন প্রেরণ-আদেশে, যার আপিল হয়, ক্ষুব্ধ কোনো পক্ষ আপিল করে না যেখানে সে তার পরে তার শুদ্ধতার (অর্থাৎ নির্ভুলতার) ওপর মামলা করা থেকে নিবারিত থাকবে (অর্থাৎ কোনো প্রশ্ন তুলতে পারবে না)।

॥ ধারা ঃ ১০৬ ॥ কোন্ আদালতে শুনানি হবে [What Courts to hear appeals]—যেখানে কোনো আদেশের কোনো একটি আপিল অনুমোদিত, সেখানে তা সেই আদালতে হবে, যাতে সেই মামলার ডিক্রির আপিল হয়, যাতে ঐ রকম আদেশ করা হয়েছিল; অথবা যেখানে এমন আদেশ আপিলজাত অধিক্ষেত্রের প্রয়োগে কোনো আদালত দ্বারা (উচ্চ আদালত নয়) কৃত হয় সেখানে তা উচ্চ আদালতে হবে।

আপিল বিষয়ক সাধারণ বিধান
(General Provisions Relating to Appeals)

॥ ধারা : ১০৭ ॥ আপিল আদালতের ক্ষমতা [Powers of Appellate Court]—(১) এমন শর্তসমূহ এবং সীমাবদ্ধতার অধীন সাপেক্ষে, যা নির্দিষ্ট হতে পারে, আপিল আদালতের এমন ক্ষমতা থাকবে যে তা—

(ক) মকদ্দমা চূড়ান্তভাবে নিষ্পত্তি করতে পারে;

(খ) মামলা প্রতিপ্রেরণ করতে পারে (প্রতিপ্রেরণ = পুনরায় পাঠানো);

(গ) বিচার্য-বিষয় স্থির করে এবং সেগুলো বিচার করার জন্য পাঠায়;

(ঘ) অতিরিক্ত সাক্ষ্যগ্রহণ বা এমন সাক্ষ্য গ্রহণের নির্দেশ দান।

(২) উপধারা-(১)-এ যাই বিধৃত থাকুক না কেন আপিল আদালতের তেমনই ক্ষমতা থাকবে এবং তা যতদূর সম্ভব সেই সব কর্তব্য প্রতিপালন করবে যা, প্রারম্ভিক অধিক্ষেত্রবিশিষ্ট আদালতে দায়ের করা মামলা সম্পর্কে এই সংহিতা দ্বারা প্রদত্ত এবং সেগুলোর ওপর আরোপিত।

॥ ধারা : ১০৮ ॥ আপিলজাত ডিক্রি এবং আদেশের বিরুদ্ধে আপিলের প্রক্রিয়া [Procedure in appeals from appellate decrees and orders]—মূল ডিক্রির আপিলের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত এই খণ্ডর বিধানসমূহ যতদূর সম্ভব—

(ক) আপিলজাত ডিক্রির আপিলে প্রযোজ্য হবে; এবং

(খ) সেই আদেশের আপিলে প্রযোজ্য হবে যা এই সংহিতার অধীন বা এমন কোনো বিশেষ বা স্থানীয় আইনের অধীন সম্পাদিত হয়েছে, যাতে কোনো ভিন্ন প্রক্রিয়া বিধৃত করা হয় নি (অর্থাৎ ভিন্ন প্রক্রিয়ার বিধান দেওয়া হয় নি)।

উচ্চতম আদালতে (সুপ্রিম কোর্ট) আপিল
(Appeals to the Supreme Court)

॥ ধারা : ১০৯ ॥ উচ্চতম আদালতে আপিল কখন হবে [When appeals lie to the Supreme Court]—সংবিধানের খণ্ড-৫-এর পরিচ্ছেদ-৪-এর বিধানসমূহ এবং এমন নিয়ামবলীর যা ভারতের আদালতসমূহ থেকে আপিল বিষয়ে উচ্চতম আদালত দ্বারা মাঝে মাঝে প্রণীত হয় এবং এতে অতঃপর অন্তর্ভুক্ত বিধান সাপেক্ষে কোনো উচ্চ আদালতের দেওয়ানী কার্যবাহর কোনো সিদ্ধান্ত, ডিক্রি বা চূড়ান্ত আদেশের আপিল উচ্চতম আদালতে হবে যদি উচ্চ আদালত প্রমাণ করে দেয় যে,—

(১) মামলাতে সাধারণ গুরুত্বের কোনো বাস্তবিক বৈধিক প্রশ্ন নিহিত আছে; এবং
(২) উচ্চ আদালতের মতে ঐ প্রশ্নের মীমাংসা হওয়া দরকার উচ্চতম আদালত দ্বারা।

॥ ধারা : ১১০ ॥ বিষয়-বস্তুর মূল্য [Value of subject matters]—নিরসিত।

॥ ধারা : ১১১ ॥ কিছু আপিলের বাধা [B r of Certain appeals]—নিরসিত।

॥ ধারা : ১১১-ক ॥ ফেডারেল আদালতের আপিল [Appeals to Federal Court]—নিরসিত।

॥ ধারা ঃ ১১২ ॥ রক্ষা [Savings]—(১) এই সংহিতায় অন্তর্ভুক্ত কোনো কিছুর সম্পর্কেই এমন ধরা হবে না যে, তা—

(ক) সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১৩৬ বা কোনো অন্য বিধানের অধীন উচ্চতম আদালতের ক্ষমতার ওপর প্রভাব ফেলে; অথবা

(খ) উচ্চতম আদালতে আপিল উপস্থাপিত করার জন্য বা তার সামনে সেগুলোর পরিচালনার জন্য ঐ আদালত দ্বারা প্রণীত এবং সমকালে বলবৎ থাকা কোনো নিয়মাবলীতে হস্তক্ষেপ করে।

(২) এতে অন্তর্ভুক্ত কোনো কিছু কোনো ফৌজদারী বা নৌ সেনাপতির বা উপ-প্রধান নৌ সেনাপতির দপ্তর সম্পর্কিত ক্ষেত্রাধিকারের কোনো বিষয় অথবা প্রাইজ কোর্টের আদেশ এবং ডিক্রির আপিলের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে না।

অষ্টম খণ্ড
[PART : 8]
উল্লেখন, পুনর্বিচার ও পুনরীক্ষণ
(Reference, Review and Revision)
(ধারা ১১৩ থেকে ধারা ১১৫)

॥ ধারা ঃ ১১৩ ॥ উচ্চ আদালতকে উল্লেখন [Reference to High Court]—সেই সব শর্তসমূহ এবং সীমাবদ্ধতার সাপেক্ষে, যা নির্দিষ্ট হতে পারে, কোনো আদালত মামলা বিবৃত করে তা উচ্চ আদালতের অভিমতের জন্য নির্দেশিত করতে পারবে এবং উচ্চ আদালত তার ওপর এমন আদেশ দিতে পারবে যা সেই উচ্চ আদালত যথার্থ মনে করবে ঃ

প্রকাশ থাকে যে, যেখানে আদালতের সন্তুষ্টি হয় যে, তার সময়ে অমীমাংসিত মামলাতে কোনো অধিনিয়ম, অধ্যাদেশ, বা প্রনিয়ম বা কোনো অধিনিয়মের, অধ্যাদেশের বা প্রনিয়মে বিধৃত কোনো বিধানের আইনমান্যতার সম্পর্কে প্রশ্ন নিহিত আছে, যার মীমাংসা ঐ মামলার নিষ্পত্তির জন্য আবশ্যক, এবং এমন অভিমত হয় যে, এমন অধিনিয়ম অধ্যাদেশ, প্রনিয়ম বা বিধান অসিদ্ধ বা অকার্যকর, কিন্তু ঐ উচ্চ আদালত দ্বারা, ঐ আদালত যার অধীনস্থ অথবা উচ্চতম আদালত দ্বারা এইভাবে ঘোষিত করা হয়নি, সেখানে ঐ আদালত তার অভিমত এবং তার কারণসমূহ উল্লেখ করে মামলাটি বিধৃত করবে এবং তা উচ্চ আদালতের অভিমতের জন্য দাখিল করবে (বা নির্দেশিত করবে)।

স্পষ্টীকরণ—এই ধারায় **প্রনিয়ম** বলতে বুঝায় বঙ্গদেশ, মুম্বাই, মাদ্রাজ (অধুনা চেন্নাই) সংহিতার কোনো প্রনিয়ম বা সাধারণ প্রকরণ অধিনিয়ম ১৯৮৭ (১৯৮৭-র ১০)-এ বা কোনো রাজ্যের সাধারণ খণ্ড অধিনিয়মে সংজ্ঞায়িত যে কোনো প্রনিয়ম।

॥ ধারা ঃ ১১৪ ॥ পুনর্বিচার [Review]—পূর্বে যেমন উল্লিখিত হয়েছে তেমন সাপেক্ষে, কোনো ব্যক্তি, যে—

(ক) কোনো এমন ডিক্রি বা আদেশ হেতু যার এই সংহিতা দ্বারা আপিল অনুমোদিত, কিন্তু যার কোনো আপিল করা হয়নি ;

(খ) এমন কোনো ডিক্রি বা আদেশ হেতু যার এই সংহিতা দ্বারা আপিল অনুমোদিত নয়; অথবা

(গ) এমন সিদ্ধান্ত হেতু বা লঘুবাদ আদালতের নির্দেশে সম্পাদিত হয়েছে ;

নিজেকে ক্ষুব্ধ মনে করে, সে ডিক্রি প্রদানকারী বা আদেশকারী আদালতের সিদ্ধান্তের জন্য পুনর্বিচারের জন্য আবেদন করতে পারবে এবং আদালত তার ওপর এমন আদেশ দিতে পারবে যা ঐ আদালত যথার্থ মনে করবে।

॥ ধারা ঃ ১১৫ ॥ পুনরীক্ষণ [Revision]—(১) উচ্চ আদালত এমন যে কোনো মামলার নথি চাইতে পারে যা এমন উচ্চ আদালতের অধীনস্থ কোনো আদালতে সিদ্ধান্ত নিয়েছে এবং যার কোনো আপিল হয় না এবং যদি এমন মনে হয় যে—

(ক) এমন অধীনস্থ আদালত এমন অধিক্ষেত্র প্রয়োগ করেছে, যা তাতে আইন দ্বারা নিহিত নেই; অথবা

(খ) এমন অধীনস্থ আদালত এমন অধিক্ষেত্র প্রয়োগ করার ব্যাপারে অসফল হয়েছে, যা এভাবে নিহিত আছে; অথবা

(গ) এমন অধীনস্থ আদালত তার অধিক্ষেত্র প্রয়োগ করতে গিয়ে অবৈধ ভাবে বা গুরুত্বপূর্ণ অনিয়মিততা সহযোগে কার্য সম্পাদন করেছে।

তাহলে উচ্চ আদালত ঐ ব্যাপারে যেমন যথার্থ মনে করে তেমন আদেশ দিতে পারে :

প্রকাশ থাকে যে, উচ্চ আদালত, কোনো মকদ্দমা বা অন্য কার্যবাহর চলাকালীন এই ধারার অধীন সম্পাদিত কোনো আদেশে বা কোনো বিচার্য বিষয়ের মীমাংসাকারী কোনো আদেশে তখনই রদবদল করবে বা উল্টিয়ে দিতে পারবে যখন—

(ক) এমন আদেশ যদি তা পুনরীক্ষণের জন্য আবেদনকারীর পক্ষের অনুকূলে করা হতো তাহলে মকদ্দমা বা অন্য কার্যবাহ চূড়ান্তভাবে নিষ্পত্তি করে দিত, অথবা

(খ) এমন আদেশ যদি অপরিবর্তিত থাকতে দেওয়া হয় তাহলে ন্যায়পরতার জয় হয় না অথবা যার বিরুদ্ধে তা করা হয়েছিল সেই পক্ষের অপূরণীয় ক্ষতিসাধন হতো।

(২) উচ্চ আদালত এই ধারার অধীন এমন কোনো ডিক্রি বা আদেশে যার বিরুদ্ধে হয় উচ্চ আদালতে অথবা তার অধীনস্থ কোনো আদালতে আপিল হয়, রদ-বদল করবে না বা তা উল্টে দিতে পারবে না।

স্পষ্টীকরণ—এই ধারাতে এমন মকদ্দমার নথি চাইতে পারবে যা এমন উচ্চ আদালতের অধীনস্থ কোনো আদালত মীমাংসা করেছে—শীর্ষক অভিব্যক্তির মধ্যে কোনো মকদ্দমা বা অন্য কার্যবাহ চলতে থাকার সময় সম্পাদিত কোনো আদেশ বা কোনো বিচার্য বিষয়ের মীমাংসাকারী যে কোনো আদেশও পড়বে।

নবম খণ্ড
[PART : 9]
ন্যায়িক কমিশনারের আদালত নয় এমন উচ্চ আদালত সম্পর্কে বিশেষ বিধানসমূহ
(Special Provisions Relating to the High Courts not being the Court of a Judicial Commissioner)

(ধারা ১১৬ থেকে ধারা ১২০)

॥ ধারা ঃ ১১৬ ॥ কিছু উচ্চ আদালতের ক্ষেত্রে এই খণ্ড প্রযোজ্য হবে [Part to apply only to certain High Courts]—ন্যায়িক কমিশনারের আদালত নয় এমন উচ্চ আদালতের ক্ষেত্রেই এই খণ্ড প্রযোজ্য হবে।

॥ ধারা ঃ ১১৭ ॥ উচ্চ আদালতের ক্ষেত্রে এই সংহিতার প্রয়োগ [Application of Code to High Courts]—এই খণ্ডে অথবা খণ্ড ১০-এ অথবা নিয়মাবলীতে যেমন বিধৃত হয়েছে তা রক্ষা করে এই সংহিতার বিধান এমন উচ্চ আদালতসমূহের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে।

॥ ধারা ঃ ১১৮ ॥ ব্যয় নির্ধারণের আগে ডিক্রির নির্বাহ [Execution of decree before ascertainment of Costs]—যেখানে কোনো এমন উচ্চ আদালত এমন প্রয়োজন মনে করে যে, তার নিজস্ব প্রারম্ভিক দেওয়ানী অধিক্ষেত্রের প্রয়োগে প্রদত্ত কোনো ডিক্রি মকদ্দমাতে হওয়া খরচের পরিমাণ কর আরোপ দ্বারা নির্ধারিত করার আগে নির্বাহ করা দরকার সেখানে ঐ আদালত ঐ ডিক্রিটি অতঃপর নির্বাহিত হোক, বলে আদেশ দিতে পারবে—তার যে অংশ খরচ সম্পর্কিত তা ছাড়া।

এবং তার যে অংশ খরচ সম্পর্কিত তার ব্যাপারে ডিক্রিটি নির্বাহিত হতে পারে কর আরোপ দ্বারা খরচের পরিমাণ নির্ধারিত হওয়ার পর।

॥ ধারা ঃ ১১৯ ॥ প্রাধিকৃত নয় এমন ব্যক্তিরা আদালতের উদ্দেশ্যে কিছু বলতে পারবেন না [Unauthorized persons not to address Court]—এই সংহিতার কোনো কিছুর ব্যাপারে এমন মনে করা হবে না যে, তা কোনো ব্যক্তিকে সেক্ষেত্রে আদালত তার সনদ দ্বারা প্রদত্ত ক্ষমতার প্রয়োগে ঐ ব্যক্তিকে এমন করার জন্য প্রাধিকৃত করেছে সেই ক্ষেত্র ব্যতিরেকে অন্য ব্যক্তির পক্ষে ঐ আদালতকে তার প্রারম্ভিক (আদিম) দেওয়ানী অধিক্ষেত্রর প্রয়োগের ব্যাপারে কথা বলার বা সাক্ষীদের পরীক্ষা করার প্রাধিকার দেয় অথবা অধিবক্তা, উকিল এবং এটর্নিদের সম্পর্কে নিয়ম প্রণয়ন করার ব্যাপারে ঐ উচ্চ আদালতের ক্ষমতায় হস্তক্ষেপ করে।

॥ ধারা ঃ ১২০ ॥ প্রারম্ভিক (আদিম) দেওয়ানী ক্ষেত্রাধিকারে উচ্চ আদালতে বিধানসমূহ প্রযোজ্য নয় [Provisions not applicable to High Court in original civil jurisdiction]—(১) নিম্নলিখিত বিধানসমূহ, অর্থাৎ ধারা-১৬, ধারা-১৭ ও ধারা-২০ তার প্রারম্ভিক দেওয়ানী ক্ষেত্রাধিকা. ' প্রয়োগ করার ব্যাপারে উচ্চ আদালতের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে না।

(২) নিরসিত।

দশম খণ্ড
[PART : 10]
নিয়মাবলী
(Rules)

(ধারা ১২১ থেকে ধারা ১৩১)

॥ ধারা ঃ ১২১ ॥ প্রথম অনুসূচির অন্তর্ভুক্ত নিয়মাবলীর প্রভাব [Effect of rules in first schedule]—প্রথম অনুসূচির অন্তর্ভুক্ত নিয়মাবলী, যতক্ষণ এই খণ্ডের বিধানসমূহ অনুসারে বাতিলকৃত বা পরিবর্তিত না হয় ততক্ষণ সেগুলো এমন প্রভাবশালী হবে যেন সেগুলো এই সংহিতা মধ্যে বিধিবদ্ধ আছে।

॥ ধারা ঃ ১২২ ॥ কিছু কিছু উচ্চ আদালতের নিয়মাবলী প্রণয়নের ক্ষমতা [Power of certain High Courts to make rules]—ন্যায়িক কমিশনারের আদালত নয় এমন উচ্চ আদালত তার নিজস্ব প্রক্রিয়া এবং তার তত্ত্বাবধান সাপেক্ষে দেওয়ানী আদালতসমূহের প্রক্রিয়ার নিয়ন্ত্রণের জন্য পূর্বে প্রকাশের পর মাঝে মাঝে নিয়ম প্রণয়ন করতে পারবে এবং ঐ নিয়মাবলীর দ্বারা প্রথম অনুসূচির অন্তর্ভুক্ত যাবতীয় নিয়মকে বা তার যে কোনো নিয়মকে বাতিল বা পরিবর্তিত করতে পারবে অথবা তার সবগুলোতে অথবা তার কোনোটিতে পরিবর্ধন করতে পারবে।

॥ ধারা ঃ ১২৩ ॥ কিছু রাজ্যে নিয়ম-সমিতি গঠন [Constitution of Rule Committees in certain States]—(১) এমন শহরে যা ধারা-১২২-এ উল্লিখিত উচ্চ আদালত সমূহের প্রত্যেকটির কর্মস্থল, একটি সমিতি গঠন করা হবে যার নাম হবে নিয়ম-সমিতি।

(২) এমন প্রত্যেক সমিতি নিম্নলিখিত ব্যক্তিদের নিয়ে গঠিত হবে; যথা—

(ক) যেখানে এমন সমিতি গঠিত হয়েছে এমন শহরে স্থাপিত উচ্চ আদালতের তিন জন ন্যায়াধীশ, তাঁদের মধ্যে অন্ততঃ একজন এমন হবেন যিনি কখনো জিলা-ন্যায়াধীশ হিসাবে অথবা বিভাগীয় ন্যায়াধীশ হিসাবে অন্ততঃ তিন বছর কাজ করেছেন;

(খ) যাদের নাম ঐ আদালতে তালিকাভুক্ত আছে এমন দু'জন ব্যবহারজীবী;

(গ) ঐ উচ্চ-আদালতের অধীনস্থ দেওয়ানী আদালতের একজন ন্যায়াধীশ;

(ঘ) নিরসিত।

(৩) এমন প্রত্যেক সমিতির সদস্য উচ্চ আদালত দ্বারা নিযুক্ত হবেন তাঁদের যে সমিতি সদস্যদের মধ্যে থেকে একজনকে সভাপতি হিসাবেও মনোনীত করবেন।

(৪) এমন কোনো সমিতির প্রত্যেক সদস্য এমন সময়সীমার জন্য পদে অধিষ্ঠিত থাকবেন যা উচ্চ আদালত দ্বারা এই হেতু বিহিত করা যায় এবং যখন কোনো সদস্য কর্ম থেকে অবসর নেন, পদত্যাগ করেন, তার মৃত্যু হয় বা তিনি ঐরাজ্যে যে রাজ্যে সমিতি গঠিত হয়েছে, বসবাস করা ছেড়ে দেন বা সমিতির সদস্য হিসাবে কাজ করতে অসমর্থ হয়ে পড়েন তখন উক্ত উচ্চ আদালত তার জায়গায় অন্য ব্যক্তিকে সদস্য নিযুক্ত করতে পারবে।

(৫) এমন প্রত্যেক সমিতির একজন করে সচিব থাকবেন, যাকে উচ্চ আদালত

দ্বারা নিযুক্ত করা হবে এবং রাজ্য সরকার দ্বারা এই হেতু যেমন বিধৃত হবে তেমন পারিশ্রমিক পাবেন।

॥ ধারা ঃ ১২৪ ॥ সমিতি উচ্চ আদালতকে রিপোর্ট করবে [Committee to report to High Court]—প্রত্যেক নিয়ম-সমিতি যে শহরে তা গঠিত হয়েছে সেই শহরে স্থাপিত উচ্চ আদালতকে প্রথম অনুসূচিতে অন্তর্ভুক্ত নিয়মাবলীকে বাতিল, পরিবর্তিত বা পরিবর্ধিত করার অথবা নতুন নিয়ম প্রণয়নের কোনো প্রস্তাবের ব্যাপারে রিপোর্ট করবে এবং ধারা ১২২ সাপেক্ষে যে কোনো নিয়ম প্রণয়নের আগে সেই উচ্চ আদালত এমন রিপোর্টের ওপর বিচার-বিবেচনা করবে।

॥ ধারা ঃ ১২৫ ॥ অন্যান্য উচ্চ আদালতের নিয়মাবলী প্রণয়নের ক্ষমতা [Power of other High Courts to make Rules]—ধারা-১২২ উল্লিখিত আদালত থেকে ভিন্ন উচ্চ আদালত ঐ ধারার দ্বারা প্রদত্ত ক্ষমতার প্রয়োগ এমন পদ্ধতিতে এবং শর্তসাপেক্ষে করতে পারবে যা রাজ্য সরকার স্থির করবে ঃ

প্রকাশ থাকে যে, এমন কোনো উচ্চ আদালত এমন কোনো নিয়মাবলী যা অন্য কোনো উচ্চ আদালত দ্বারা প্রণীত, নিজে অধিক্ষেত্রের স্থানীয় সীমার মধ্যে প্রসারিত করার জন্য নিয়ম প্রণয়ন করতে পারবে পূর্ব প্রকাশের পর।

॥ ধারা ঃ ১২৬ ॥ নিয়মাবলী অনুমোদন সাপেক্ষ হবে [Rules to be subject to approval]—পূর্ববর্তী বিধানসমূহের অধীন প্রণীত নিয়ম ঐ রাজ্য সরকারের পূর্ব-অনুমোদনের যেখানে ঐ আদালত, যার প্রক্রিয়ার নিয়ন্ত্রণ সেই নিয়মগুলো করে, অবস্থিত হয় বা যদি ঐ আদালত কোনো রাজ্যে অবস্থিত না হয় তাহলে কেন্দ্রীয় সরকারের পূর্ব অনুমোদন সাপেক্ষ হবে।

॥ ধারা ঃ ১২৭ ॥ নিয়মাবলী প্রকাশন [Publication of rules]—এইভাবে প্রণীত এবং অনুমোদিত নিয়ম সরকারি ঘোষ-পত্রে প্রকাশিত করা হবে এবং প্রকাশনের তারিখ থেকে বা অন্য এমন তারিখ থেকে যা বিশেষ ভাবে নির্দিষ্ট করা হবে ঐ উচ্চ আদালতের অধিক্ষেত্রের স্থানীয় সীমার মধ্যে যে আদালত সেগুলো প্রণীত করেছে, একই ক্ষমতা এবং প্রভাব থাকবে যেন সেগুলো প্রথম অনুসূচিতে অন্তর্ভুক্ত ছিল।

॥ ধারা ঃ ১২৮ ॥ যে সব বিষয়ে নিয়মাবলী প্রণীত হতে পারে [Matters for which rules may provide]—(১) এমন নিয়মাবলী এই সংহিতা মধ্যস্থ বিধানসমূহের সঙ্গে অসঙ্গতিপূর্ণ হবে না কিন্তু সেগুলোর সাপেক্ষে দেওয়ানী আদালত-সমূহের প্রক্রিয়ার সঙ্গে সম্পর্কিত যে কোনো বিষয়ে নিয়মাবলী প্রণীত হতে পারে।

(২) বিশেষতঃ এবং উপধারা (১) দ্বারা প্রদত্ত ক্ষমতার ব্যাপকতার ওপর প্রতিকূল প্রভাব ব্যতিরেকে, এমন নিয়ম নিম্নলিখিত সমস্ত বিষয় বা তার মধ্যে যে কোনো বিষয়ের প্রণীত হতে পারে; যথা—

(ক) সমন, বিজ্ঞপ্তি এবং অন্যান্য পরওয়ানাসমূহের সাধারণতঃ বা কোনো নির্দিষ্ট এলাকায় ডাক দ্বারা বা অন্য কোনো প্রকারে জারি এবং এমন জারি করার প্রমাণ;

(খ) যে সময়কাল পর্যন্ত পশু-সম্পত্তি এবং অন্যান্য অস্থাবর সম্পত্তি ক্রোকের অধীন থাকে সেই সময়কাল পর্যন্ত তার ভরণ-পোষণ এবং অভিরক্ষা, এমন ভরণ-পোষণ অভিরক্ষার জন্য প্রদেয় ফি এবং এমন পশু-সম্পত্তি ও সম্পত্তির বিক্রয় ও এমন সম্পত্তির আগম;

(গ) প্রতিদাবিরূপে করা মকদ্দমার প্রক্রিয়া এবং অধিক্ষেত্রর প্রয়োজনে এমন মকদ্দমার মূল্যায়ন;

(ঘ) ঋণের ক্রোক এবং বিক্রয়সহ বা পরিবর্তে ঋণ পরিশোধ নিষেধক আদেশ এবং প্রভাব সৃষ্টিকারী আদেশের প্রক্রিয়া;

(ঙ) যেখানে প্রতিবাদী কোনো ব্যক্তির বিরুদ্ধে—তা সে মকদ্দমার পক্ষ হোক বা না হোক, অংশ দান বা ক্ষতিপূর্তির নিমিত্ত যোগ্য বলে দাবি করে সেখানে প্রক্রিয়া;

(চ) সেই সব মকদ্দমায় সংক্ষিপ্ত প্রক্রিয়া—

(এক) যে সব মকদ্দমায় বাদী শুধুমাত্র সুদসহ বা সুদ ছাড়া প্রতিবাদী কর্তৃক প্রদেয় ঋণ বা নির্ধারিত করা হয় নি এমন অর্থ সংক্রান্ত দাবি আদায় করতে চায় যে দাবি উত্থিত হয় ব্যক্ত বা বিবক্ষিত চুক্তির ওপর; অথবা একটি অধিনিয়মের ওপর যেখানে যে টাকা আদায় করার জন্য চাওয়া হয় তা নির্দিষ্ট পরিমাণ টাকা অথবা অর্থদণ্ড ব্যতিত ঋণের প্রকৃতি বিশিষ্ট টাকা; অথবা জামিনের ওপর, সেখানে প্রধান ব্যক্তি বিরোধী দাবি কেবল ঋণ বা নির্ধারিত করা হয় নি এমন অর্থের দাবি সংক্রান্ত বা ন্যাসের ওপর; অথবা

(দুই) যা খাজনা বা মধ্যকালীন মুনাফার জন্য দাবিসহ বা দাবি ব্যতিরেকে স্থাবর সম্পত্তির পুনরুদ্ধারের জন্য ভূ-স্বামী দ্বারা এমন প্রজার বিরুদ্ধে আনীত হয় যার মেয়াদের অবসান হয়ে গেছে বা যার মেয়াদ ছেড়ে দেওয়ার বিজ্ঞপ্তি দ্বারা যথাযথ ভাবে করা হয়েছে, অথবা যার মেয়াদ খাজনা না দেওয়ার কারণে বাজেয়াপ্তকরণযোগ্য হয়ে গেছে অথবা এমন প্রজা থেকে ব্যুৎপন্ন অধিকারের অধীন দাবিকারী ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে আনীত হয়;

(ছ) উৎপন্নকারী (অরিজিনেটিং) সমন হিসাবে প্রক্রিয়া;

(জ) মকদ্দমা, আপিল এবং অন্য কার্যবাহর পুনর্বিন্যাস দ্বারা শক্তিশালী করা;

(ঝ) আদালতের কোনো রেজিস্টার (নিবন্ধক), প্রোথোনোটরি, মাস্টার বা অন্য পদাধিকারিককে কোনো ন্যায়িক, আধা-ন্যায়িক, ন্যায়িক নয় এমন কর্তব্যের প্রত্যভিয়োজন; এবং

(ঞ) এমন সমস্ত নির্দর্শ রেজিস্টার, পুস্তক, লিখন এবং হিসাব-পত্র যা দেওয়ানী আদালতসমূহের কাজ-কারবার নির্বাহর জন্য আবশ্যক বা বাঞ্ছনীয় হয়।

॥ ধারা ঃ ১২৯ ॥ প্রারম্ভিক দেওয়ানী প্রক্রিয়া বিষয়ে উচ্চ আদালতের নিয়ম প্রণয়নের ক্ষমতা [Power of High Courts to make rules as to their original civil procedure]—এই সংহিতায় যাই বিধৃত থাকুক না কেন কোনো উচ্চ আদালত," যে আদালত ন্যায়িক কমিশনারের আদালত নয়, এমন নিয়ম প্রণয়ন করতে পারবে যা তার স্থাপনাকারী লেটর্স পেটেন্ট বা আদেশ বা অন্য আইনের সঙ্গে অসঙ্গতিপূর্ণ না হয় এবং যা তা তার প্রারম্ভিক দেওয়ানী ক্ষেত্রাধিকারের প্রয়োগে তার প্রক্রিয়া নিয়ন্ত্রণ করার জন্য যথাযথ মনে করে এবং এতে বিধৃত কোনো কিছু এমন নিয়মাবলীর আইন গ্রাহ্যতার ওপর প্রভাব ফেলবে না যা এই সংহিতার প্রারম্ভকালে বলবৎ থাকে।

॥ ধারা ঃ ১৩০ ॥ প্রক্রিয়া থেকে ভিন্ন বিষয়ে অন্যান্য উচ্চ আদালতের নিয়ম প্রণয়নের ক্ষমতা [Power of other High Courts to make rules as to matters other than procedure]—যে উচ্চ আদালতে ধারা-১২৯ প্রযোজ্য হয় না সেই উচ্চ আদালত প্রক্রিয়া থেকে ভিন্ন যে কোনো বিষয়ের সম্পর্কে এমন কোনো নিয়ম রাজ্য সরকারের পূর্ব-অনুমোদনে প্রণয়ন করতে পারবে যা কোনো রাজ্যের উচ্চ আদালত তার ক্ষেত্রাধিকারের অধীন এলাকার কোনো এমন অংশের জন্য, যা প্রেসিডেন্সি শহরের সীমার অন্তর্গত নয়, সংবিধানের অনুচ্ছেদ—২২৭-এর সাপেক্ষে কোনো এমন বিষয়ের জন্য প্রণয়ন করতে পারবে।

॥ ধারা ঃ ১৩১ ॥ নিয়মাবলী প্রকাশন [Publication of rules]—ধারা-১২৯ বা ধারা-১৩০ অনুসারে প্রণীত নিয়ম সরকারি ঘোষ-পত্রে প্রকাশিত করতে হবে এবং প্রকাশনের তারিখ থেকে অথবা এমন অন্য তারিখ থেকে যেমন নির্দিষ্ট করা হয়, আইনের বলপ্রাপ্ত হবে।

একাদশ খণ্ড
[PART : 11]
বিবিধ
(Miscellaneous)
(ধারা ১৩২ থেকে ধারা ১৫৮)

॥ ধারা : ১৩২ ॥ **ব্যক্তিগত হাজিরা থেকে কিছু স্ত্রীলোকের ছাড়** [Exemption of certain women from personal appearance]—(১) যে সমস্ত স্ত্রীলোককে দেশের প্রথা এবং রীতি অনুসারে সর্ব সাধারণের সামনে আনার জন্য বাধ্য করা ঠিক নয়, তাদেরকে ব্যক্তিগত হাজিরা থেকে আদালত ছাড় (রেহাই) দেবে।

(২) এতে অন্তর্ভুক্ত কোনো কিছু এমন কোনো মকদ্দমায়, যাতে স্ত্রীলোকের গ্রেপ্তার এই সংহিতায় নিষিদ্ধ করা নাই, দেওয়ানী পরওয়ানার নির্বাহে কোনো স্ত্রীলোককে ছাড় (রেহাই) দেয় বলে ধরা হবে না।

॥ ধারা : ১৩৩ ॥ **অন্যান্য ব্যক্তিদের ছাড়** [Exemption of other persons]—(১) নিম্নলিখিত ব্যক্তি আদালতে ব্যক্তিগত হাজিরা থেকে ছাড় (রেহাই) পাওয়ার যোগ্য হবেন; যথা—

(এক) ভারতের রাষ্ট্রপতি;
(দুই) ভারতের উপরাষ্ট্রপতি;
(তিন) লোকসভার অধ্যক্ষ;
(চার) কেন্দ্রীয় মন্ত্রী;
(পাঁচ) উচ্চতম আদালতের ন্যায়াধীশ
(ছয়) রাজ্যের রাজ্যপাল এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের প্রশাসক;
(সাত) রাজ্য বিধানসভার অধ্যক্ষ;
(আট) রাজ্য বিধান পরিষদের সভাপতি;
(নয়) রাজ্যের মন্ত্রী;
(দশ) উচ্চ আদালতের ন্যায়াধীশ; এবং
(এগারো) সেই সব ব্যক্তি যাঁদের ক্ষেত্রে ধারা-৮৭-বি প্রযোজ্য হয়।

(২) ১৯৫৬-র অধিনিয়ম সং. ৬৬-র ধারা-১২ দ্বারা নিরসিত।

(৩) যেখানে কোনো ব্যক্তি এমন ছাড়ের বিশেষ অধিকারের দাবি করে এবং তার পরিণামস্বরূপ তার পরীক্ষা কমিশন দ্বারা করার প্রয়োজন হয় সেখানে যদি তার সাক্ষ্যের অভিপ্রেতকারী পক্ষ কমিশনের খরচ না দেয় তাহলে সেই ব্যক্তি ঐ খরচ দেবে।

॥ ধারা : ১৩৪ ॥ **ডিক্রির নির্বাহ করা ব্যতিরেকে গ্রেপ্তার** [Arrest other than in execution of decree]—ধারা-৫৫, ধারা-৫৭ ও ধারা-৫৯-এর বিধানসমূহ এই সংহিতা সাপেক্ষে গ্রেপ্তারকৃত সমস্ত ব্যক্তির ক্ষেত্রে যতদূর সম্ভব প্রযোজ্য হবে।

॥ ধারা : ১৩৫ ॥ **দেওয়ানী পরওয়ানার অধীন গ্রেপ্তার থেকে ছাড়** [Exemption from arrest under civil process]—(১) কোনো ন্যায়াধীশ (বা বিচারক), ম্যাজিস্ট্রেট বা অন্য কোনো ন্যায়িক আধিকারিককে গ্রেপ্তার করা যাবে না যখন তাঁরা তাঁদের আদালতে যাচ্ছেন, আদালতে পদাসীন হয়ে আছেন বা আদালত থেকে ফিরে আসছেন।

(২) যেখানে কোনো বিষয় এমন কোনো ন্যায়াধীশের সামনে অমীমাংসিত আছে, যাঁর তাতে ক্ষেত্রাধিকার আছে, অথবা যাঁর সম্পর্কে তিনি সৎভাবনা পূর্বক বিশ্বাস করেন যে, তাতে তাঁর এমন অধিক্ষেত্র আছে সেখানে ঐ বিষয়ের পক্ষ তাঁদের প্লিডার, মোক্তার, রাজস্ব-প্রতিনিধি এবং স্বীকৃত প্রতিনিধি এবং তাঁদের সেই সব সাক্ষী যাঁরা সমন-এর আজ্ঞানুবর্তনে কাজ করছেন, এমন পরওয়ানা থেকে, যা এমন ন্যায়পীঠ কর্তৃক আদালত অবমাননার জন্য প্রদত্ত হয়েছে, ভিন্ন দেওয়ানী পরওয়ানার অধীন গ্রেপ্তার করা থেকে সেই সময় রেহাই-প্রাপ্ত থাকবেন যখন তাঁরা এমন বিষয়ের প্রয়োজনার্থ এমন ন্যায়পীঠে যাচ্ছেন অথবা তাতে হাজির হচ্ছেন এবং যখন তাঁরা এমন ন্যায়পীঠ থেকে ফিরছেন।

(৩) উপধারা (২)-এর কোনো কিছু নির্ণীত-ঋণীকে তৎকাল নির্বাহের আদেশের অধীন বা যেখানে এমন নির্ণীত-ঋণী ডিক্রির নির্বাহে তাকে কারাগারে কেন সোপর্দ করা যাবে না তার কারণ দর্শাবার জন্য হাজির হয় সেখানে গ্রেপ্তার থেকে রেহাই (বা ছাড়) দাবি করার জন্য সমর্থ করবে না।

॥ ধারা ঃ ১৩৫-ক ॥ বিধানিক সংস্থার সদস্যদের দেওয়ানী পরওয়ানার অধীন গ্রেপ্তার করা এবং আটক করা থেকে ছাড় [Exemption of members of legislative bodies from arrest and detention under civil process]—(১) কোনো ব্যক্তি—

(ক) যদি তিনি—

(এক) সংসদের কোনো কক্ষর ; অথবা

(দুই) কোনো রাজ্যের বিধান সভার বা বিধান পরিষদের ; অথবা

(তিন) কোনো কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের বিধান সভার সদস্য হন তাহলে যেখানে যেমন, সংসদের কোনো কক্ষর অথবা বিধান সভা বা বিধান পরিষদের কোনো অধিবেশন চলাকালীন;

(খ) যদি তিনি—

(এক) সংসদের কোনো কক্ষর; অথবা

(দুই) কোনো রাজ্য বা কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের বিধান সভার অথবা

(তিন) কোনো রাজ্যের বিধান পরিষদের কোনো কমিটির সদস্য হন তাহলে এমন কমিটির কোনো অধিবেশন চলাকালীন—

(গ) যদি তিনি—

(এক) সংসদের কোনো কক্ষর ; অথবা

(দুই) এমন কোনো রাজ্যের বিধান সভা বা বিধান পরিষদের—যাতে এমন উভয় কক্ষ বিদ্যমান ;

সদস্য হন তাহলে যেখানে যেমন, সংসদের কক্ষসমূহ বা রাজ্য বিধানিক সভার কক্ষসমূহের সংযুক্ত বৈঠক অধিবেশন, সম্মেলন বা সংযুক্ত সমিতি চলাকালীন,

এবং এমন অধিবেশন, বৈঠক (সভা) বা সম্মেলনের চল্লিশ দিন আগে এবং পরে দেওয়ানী পরওয়ানার অধীন গ্রেপ্তার বা কারাগারে আটক করা যাবে না।

(২) উপধারা (১)-এর অধীন আটক থেকে মুক্তি প্রাপ্ত ব্যক্তিকে উক্ত উপধারার

বিধানসমূহের সাপেক্ষে পুনরায় গ্রেপ্তার এবং তত সময়ের মেয়াদের জন্য আটক করা যাবে যত সময়ের জন্য সে আটক থাকত যদি তাকে উপধারা (১)-এ প্রদত্ত বিধানসমূহের অধীনে মুক্তি দেওয়া না হতো।

॥ ধারা : ১৩৬ ॥ গ্রেপ্তার অভিপ্রেত ব্যক্তি বা ক্রোক অভিপ্রেত সম্পত্তি যেখানে জেলার বাইরে অবস্থিত সেখানে প্রক্রিয়া [Procedure where person to be arrested or property to be attached is outside district]—(১) যেখানে আবেদন করা হয় যে এই সংহিতার এমন কোনো বিধানের অধীন, যা ডিক্রির নির্বাহের সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত নয়, কোনো ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করা হয় বা কোনো সম্পত্তি ক্রোক করা হয় এবং যে আদালতের কাছে এমন করা হয়, সেই আদালতের অধিক্ষেত্রের স্থানীয় সীমার বাইরে এমন ব্যক্তি বসবাস করে বা এমন সম্পত্তি অবস্থিত সেখানে আদালত তার বিবেচনানুসারে গ্রেপ্তারের জন্য ওয়ারেন্ট জারি করতে পারবে বা ক্রোকের জন্য আদেশ দিতে পারবে এবং জেলার ঐ আদালতকে, যে আদালতের অধিক্ষেত্রের স্থানীয় সীমার মধ্যে ঐ ব্যক্তি বসবাস করে বা ঐ সম্পত্তি অবস্থিত, ওয়ারেন্ট বা আদেশের একটা কপি (প্রতিলিপি) গ্রেপ্তার করার বা ক্রোক করার খরচের সম্ভাব্য টাকাসহ পাঠাতে পারবে।

(২) জেলা আদালত উক্ত কপি (বা প্রতিলিপি) এবং টাকা পাওয়ার পর তার আধিকারিক দ্বারা অথবা তার অধীনস্থ আদালত দ্বারা গ্রেপ্তার বা ক্রোক করাবে এবং যে আদালত ঐ গ্রেপ্তারি বা ক্রোক-হেতু ঐ ওয়ারেন্ট দিয়েছিল বা আদেশ দিয়েছিল সেই আদালতকে এগুলো পাঠাবে (অর্থাৎ জানাবে)।

(৩) এই ধারার অধীন গ্রেপ্তারকারী আদালত গ্রেপ্তারকৃত ব্যক্তিকে সেই আদালতে পাঠাবে, যে আদালত ঐ গ্রেপ্তারির ওয়ারেন্ট দিয়েছিল, কিন্তু যদি গ্রেপ্তার কৃত ব্যক্তি পূর্বকথিত আদালতকে সমাধানপ্রদ কারণ দর্শায় এজন্য যে, তাকে অতঃপর কথিত আদালত কেন পাঠানো যাবে না অথবা অতঃপর কথিত আদালতের সামনে তার হাজিরার জন্য বা কোনো এমন ডিক্রির তুষ্টির জন্য, যা ঐ আদালত দ্বারা তার বিরুদ্ধে প্রদত্ত হয়, যথেষ্ট প্রতিভূতি দিয়ে দেয় তাহলে এই উভয় দশার মধ্যে প্রত্যেকটার ক্ষেত্রে ঐ আদালত, যে আদালত গ্রেপ্তার করেছে, তাকে ছেড়ে (অর্থাৎ মুক্ত করে) দেবে।

(৪) যেখানে এই ধারার অধীন যাকে গ্রেপ্তার করা হবে সেই ব্যক্তি বা যে অস্থাবর সম্পত্তি ক্রোক করা হবে সেই অস্থাবর সম্পত্তি বঙ্গদেশের ফোর্ট উইলিয়ম বা মাদ্রাসের (অধুনা চেন্নাইয়ের) অথবা মুম্বাইয়ের উচ্চ আদালতের সাধারণ প্রারম্ভিক দেওয়ানী অধিক্ষেত্রের স্থানীয় সীমার মধ্যে অবস্থিত, সেখানে গ্রেপ্তারের ওয়ারেন্টের বা ক্রোকের আদেশের প্রতিলিপি এবং গ্রেপ্তারির বা ক্রোক করার খরচের সম্ভাব্য টাকা, যেখানে যেমন—কলকাতা, মাদ্রাজ (অধুনা চেন্নাই) বা মুম্বাইয়ের লঘুবাদ আদালতকে পাঠানো হবে এবং ঐ আদালত ঐ প্রতিলিপি এবং ঐ টাকা পাওয়ার পর এমন ভাবে অগ্রসর হবে যেন তা জিলা আদালত।

॥ ধারা : ১৩৭ ॥ অধীনস্থ আদালতের ভাষা [Language of subordinate

Courts]—(১) ঐ ভাষা যা এই সংহিতার প্রারম্ভে উচ্চ আদালতের অধীনস্থ যে কোনো আদালতের ভাষা তা ঐ অধীনস্থ আদালতের ভাষা হিসাবে ততক্ষণ বহাল থাকবে যতক্ষণ রাজ্য সরকার ভিন্নরূপ কোনো নির্দেশ না দেবে।

(২) রাজ্য সরকার ঘোষণা করতে পারবে যে এমন কোনো আদালতের ভাষা কি হবে এবং কোন্ লিপিতে এমন আদালতে আবেদন এবং তার কার্যবাহ্ লেখা হবে।

(৩) যেখানে এই সংহিতা সাক্ষ্যের নথিভুক্তকরণ থেকে ভিন্ন কোনো কিছু কোনো এমন আদালতে লিখিত ভাবে করা অভিপ্রেত বা অনুজ্ঞাত করে সেখানে এমন লিখন ইংরেজিতে করা যাবে। কিন্তু যদি কোনো পক্ষ বা তার প্লিডার ইংরেজি না জানেন তাহলে আদালতের ভাষায় অনুবাদ তাঁর অনুরোধক্রমে তাঁকে দেওয়া যাবে এবং আদালত এমন অনুবাদের খরচ দেওয়ার ব্যাপারে এমন আদেশ দেবে যা সেই আদালত যথার্থ মনে করবে।

॥ ধারা ঃ ১৩৮ ॥ ইংরেজিতে সাক্ষ্য নথিভুক্ত করা হেতু আদেশ দেওয়ার উচ্চ আদালতের ক্ষমতা [Power of High Court to require evidence to be recorded in English]—(১) উচ্চ আদালত সরকারি ঘোষ-পত্রে প্রজ্ঞাপন দিয়ে এমন প্রজ্ঞাপনে উল্লিখিত বা তাতে প্রদত্ত বিবরণের অন্তর্ভুক্ত, কোনো ন্যায়াধীশের ব্যাপারে নির্দেশ দিতে পারবে যে, ঐ বিষয়সমূহে যেগুলোতে আপিল অনুমোদিত আছে, সাক্ষ্য ইংরেজি ভাষায় এবং নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে তার দ্বারা লিখিত হবে।

(২) যেখানে ন্যায়াধীশ উপধারা (১)-এর অধীন নির্দেশ মান্য করা থেকে কোনো পর্যাপ্ত কারণ দ্বারা বাধাপ্রাপ্ত হন, সেখানে তিনি ঐ কারণ নথিভুক্ত করবেন এবং প্রকাশ আদালতে কথন করে সাক্ষ্য লেখাবেন।

॥ ধারা ঃ ১৩৯ ॥ হলফনামার জন্য শপথ কার দ্বারা গ্রহণ করানো হবে [Oath on affidavit by whom to be administered]—এই সংহিতার অধীন যে কোনো হলফনামার ক্ষেত্রে—

(ক) কোনো আদালত বা ম্যাজিস্ট্রেট; অথবা

(ক-ক) নোটেরি অধিনিয়ম, ১৯৫২ (১৯৫২-র ৫৩)-এর অধীন নিযুক্ত নোটেরি; অথবা

(খ) কোনো এমন আধিকারিক বা অন্য ব্যক্তি, যাকে উচ্চ আদালত এই নিমিত্ত নিযুক্ত করতে পারে; অথবা

(গ) কোনো অন্য আদালত দ্বারা, যাকে রাজ্য সরকার এই নিমিত্ত সাধারণ ভাবে বা বিশেষ ভাবে সক্ষম করেছে, নিযুক্ত করা যে কোনো আধিকারিক সাক্ষীকে শপথ গ্রহণ করাতে পারবে।

॥ ধারা ঃ ১৪০ ॥ জাহাজ ডুবির উদ্ধার কার্য, ইত্যাদির ক্ষেত্রে মূল্য-নির্ধারক [Assessors in causes of salvage etc.]—(১) প্রধান নৌ-সেনাপতির বা উপপ্রধান নৌ-সেনাপতির দপ্তর বিষয়ক এমন বিষয়ে যা, জাহাজ ডুবির উদ্ধার, গুণ-টানা (দড়ি দিয়ে বেঁধে টেনে নিয়ে যাওয়া) বা ধাক্কা লাগার সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত, আদালত তার প্রারম্ভিক অধিক্ষেত্রের প্রয়োগ করুক বা আপিলজাত অধিক্ষেত্রর প্রয়োগ করুক নিজের সহায়তার জন্য এমন পদ্ধতিতে, যা তা নির্দিষ্ট করে বা যেমন সিদ্ধান্ত হয়,

দু'জন সক্ষম মূল্য-নির্ধারককে যদি আদালত যথার্থ মনে করে সমন দিতে পারবে এবং সমন বিষয়ের পক্ষদের কারো আবেদনের ভিত্তিতে সমন দিবে এবং তদানুসার এমন মূল্য নির্ধারক হাজির হবেন এবং সহায়তা করবেন।

(২) এমন প্রত্যেক মূল্য-নির্ধারক তাঁর হাজিরার জন্য এমন পারিশ্রমিক পাবেন যা পক্ষের দ্বারা প্রদত্ত হবে আদালত যেমন নির্দেশ দেবে বা যেমন নির্দিষ্ট করা যাবে।

॥ ধারা : ১৪১ ॥ এমন বিবিধ কার্যবাহ [Miscellaneous proceedings]—মকদ্দমার বিষয়ে এই সংহিতায় যেমন বিধান দেওয়া আছে সেই প্রক্রিয়ার দেওয়ানী অধিক্ষেত্র বিশিষ্ট কোনো আদালতের যাবতীয় কার্যবাহে সেই পর্যন্ত অনুসরণ করা যাবে যে পর্যন্ত তা প্রযোজ্য হতে পারে।

স্পষ্টীকরণ—এই ধারায় **কার্যবাহ** শব্দের মধ্যে পড়ে আদেশ—৯-এর অধীন কার্যবাহ, কিন্তু এর মধ্যে সংবিধানের অনুচ্ছেদ ২২৬-এর অধীন কার্যবাহ পড়ে না।

॥ ধারা : ১৪২ ॥ আদেশ ও বিজ্ঞপ্তিসমূহ লিখিত হতে হবে [Orders and notices to be in writing]—এমন সব আদেশ ও বিজ্ঞপ্তি, যেগুলোর জারি এই সংহিতার অধীন কোনো ব্যক্তির ওপর করা যাবে বা যা তাকে দেওয়া হবে, লিখিত ভাবে হবে :

॥ ধারা : ১৪৩ ॥ ডাক মাসুল [Postage]—যেখানে এই সংহিতার অধীন প্রদত্ত এবং ডাক দ্বারা প্রেরিত কোনো বিজ্ঞপ্তি, সমন বা পত্রের ডাক মাসুল প্রদানযোগ্য সেখানে এই ডাক মাসুল এবং সেগুলোর নিবন্ধীকরণের খরচ (বা ফি) সেই সময়ের মধ্যে দিতে হবে যে সময় ঐ পত্র-প্রেরণের কাজ সম্পাদনের আগে নির্ধারিত করা হবে :

প্রকাশ থাকে যে, রাজ্য সরকার এমন ডাক মাসুল বা ফি দেওয়া থেকে বা উভয়বিধ প্রদান থেকে রেহাই দিতে পারবে অথবা তার পরিবর্তে প্রদেয় আদালত-ফি মাপনী নির্দিষ্ট করে দিতে পারবে।

॥ ধারা : ১৪৪ ॥ প্রত্যাস্থাপনের জন্য আবেদন [Application for restitution]—(১) যেখানে এবং যে পর্যন্ত কোনো ডিক্রি বা আদেশে কোনো আপিল পুনরীক্ষণ বা অন্য কার্যবাহতে রদ-বদল করা হয় বা উল্টে দেওয়া হয় অথবা তা এই প্রয়োজনে দায়ের করা কোনো মকদ্দমাতে বাতিল করা হয় বা সংশোধিত করা হয় সেখানে এবং সেই পর্যন্ত সেই আদালত, যে আদালত ডিক্রি বা আদেশ দিয়েছিল ঐ পক্ষের আবেদনের ভিত্তিতে যা প্রত্যাস্থাপন দ্বারা বা অন্য ভাবে কোনো সুবিধা পাওয়ার যোগ্য এমন প্রত্যাস্থাপন করাবে যাতে পক্ষ, যতদূর সম্ভব সেই অবস্থায় হবে যাতে সে থাকত যদি ঐ ডিক্রি বা আদেশ বা তার ঐ অংশ যাতে রদ-বদল করা হয়েছে বা যা উল্টে দেওয়া হয়েছে বা বাতিল করা হয়েছে বা সংশোধিত করা হয়েছে, তা না দেওয়া হতো এবং আদালত এই প্রয়োজন হেতু এমন কোনো আদেশ যার মধ্যে খরচের টাকা ফেরত দেবার জন্য এবং সুদ, ক্ষতিপূরণ, খেসারৎ এবং অন্তঃকালীন মুনাফা প্রদানের জন্য আদেশ থাকবে, করতে পারবে যা ঐ ডিক্রি বা আদেশ এমন রদ-বদল করবে, উল্টানোর, বাতিল করার বা সংশোধনের পরিণামস্বরূপ হয়।

স্পষ্টীকরণ—এই ধারার প্রয়োজন হেতু "সেই আদালত, যে আদালত ডিক্রি বা আদেশ প্রদান করেছে" কথাগুলোতে মনে করা হবে যে, তার মধ্যে নিম্নলিখিত আদালতগুলি পড়বে—

(ক) যেখানে ডিক্রি বা আদেশে রদ বদল করা বা উল্টে দেওয়া হয়েছে আপিলগত বা পুনরীক্ষণ অধিক্ষেত্রর প্রয়োগের মাধ্যমে সেখানে প্রথম বারের আদালত;

(খ) যেখানে ডিক্রি বা আদেশ পৃথক মকদ্দমায় বাতিল করা হয়েছে সেখানে প্রথম বারের সেই আদালত, যে আদালত ঐ ডিক্রি বা আদেশ প্রদান করেছে;

(গ) যেখানে প্রথম বারের আদালত বিদ্যমান নেই অথবা তার তা নির্বাহ করার অধিক্ষেত্র নাই, সেখানে ঐ আদালত, যে আদালতের এমন মকদ্দমার বিচার করার অধিক্ষেত্র থাকত যদি ঐ মকদ্দমা, যাতে ডিক্রি বা আদেশ প্রদান করা হয়েছে, এই ধারার অধীন প্রত্যাস্থাপনের জন্য আবেদন করার সময় দায়ের করা হতো।

(২) কোনো মকদ্দমা এমন কোনো প্রত্যাস্থাপন বা অন্য উপশম পাওয়ার প্রয়োজন হেতু দায়ের করা হবে যা উপধারা (১)-এর অধীন আবেদন দ্বারা প্রাপ্ত করা যেতে পারে।

॥ ধারা ঃ ১৪৫ ॥ জামিনদারের দায়িত্বের বলবৎকরণ [Enforcement of liability of surety]—যেখানে কোনো ব্যক্তি—

(ক) কোনো ডিক্রি বা তার কোনো অংশ পালনের জন্য; অথবা

(খ) ডিক্রির নির্বাহে গৃহীত কোনো সম্পত্তির প্রত্যাস্থাপনের জন্য; অথবা

(গ) কোনো মকদ্দমায় তার পরিণামস্বরূপ কোনো কার্যবাহতে আদালতের কোনো আদেশের অধীন কোনো টাকা প্রদানের জন্য বা কোনো ব্যক্তির ওপর তার অধীন আরোপিত কোনো শর্ত পরিপূরণের জন্য;

প্রতিভূতি বা জামিন দিয়ে দিয়েছে সেখানে ঐ ডিক্রি বা আদেশ, ডিক্রিসমূহের নির্বাহের জন্য এতে যেমন বিধান দেওয়া আছে তেমন পদ্ধতিতে নির্বাহ করা হবে; যথা—

(১) যদি সে নিজেকে ব্যক্তিগত ভাবে দায়ী করে থাকে তাহলে তার বিরুদ্ধে সেই সীমা পর্যন্ত;

(২) যদি সে প্রতিভূতি হিসাবে কোনো সম্পত্তি দিয়ে থাকে তাহলে এমন প্রতিভূতির সীমা পর্যন্ত ঐ সম্পত্তির বিক্রয় দ্বারা;

(৩) যদি বিষয়টি প্রকরণ (১) ও প্রকরণ (২) উভয়ের অধীনে পড়ে তাহলে ঐ প্রকরণসমূহে উল্লিখিত সীমা পর্যন্ত;

এবং এমন ব্যক্তি সম্পর্কে এমন মনে করা হবে যে, সে ধারা ৪৭-এর অর্থে একজন পক্ষ ঃ

প্রকাশ থাকে যে, এমনটা হবে তখন, যখন এমন বিজ্ঞপ্তি, যা আদালত প্রত্যেক ক্ষেত্রে যথেষ্ট বলে মনে করে, জামিনদারকে দিয়ে দেওয়া হয়েছে।

॥ ধারা ঃ ১৪৬ ॥ প্রতিনিধিদের দ্বারা বা তাদের বিরুদ্ধে কার্যবাহ [Proceedings by or against representatives]—অন্য ভাবে প্রদত্ত এই সংহিতা দ্বারা অথবা সমকালে বলবৎ থাকা কোনো আইন দ্বারা ভিন্নরূপ বিধৃত আছে, তা রক্ষা করে সেখানে

কোনো ব্যক্তি দ্বারা বা তার বিরুদ্ধে কোনো কার্যবাহ গ্রহণ করা যায় বা আবেদন করা যায় সেখানে তার থেকে ব্যুৎপন্ন অধিকারের অধীন দাবিকারী যে কোনো ব্যক্তি দ্বারা বা তার বিরুদ্ধে কার্যবাহ গৃহীত হতে পারে বা আবেদন করা যেতে পারে।

॥ ধারা : ১৪৭ ॥ অযোগ্যতার অধীন ব্যক্তিদের দ্বারা সম্মতি বা চুক্তি [Consent or agreement by persons under disability]—যে ক্ষেত্রে অযোগ্যতার অধীন কোনো ব্যক্তি পক্ষ থাকে, তেমন যাবতীয় মকদ্দমায় কোনো কার্যবাহ সম্বন্ধে কোনো সম্মতি বা চুক্তি, যদি তা তার বিবাদ-বন্ধু বা মামলার্থ সংরক্ষক দ্বারা আদালতের ব্যক্ত অনুমতিতে দেওয়া হয় বা করা যায় তাহলে তা এমনই ক্ষমতা ও প্রভাব রাখবে যেন এমন ব্যক্তি অযোগ্যতার অধীন ছিল না এবং সে এমন সম্মতি দিয়েছিল বা এমন চুক্তি করেছিল।

॥ ধারা : ১৪৮ ॥ সময় বৃদ্ধিকরণ [Enlargement of time]—যেখানে আদালত এই সংহিতা দ্বারা নির্দিষ্ট বা অনুজ্ঞাত কোনো কার্য সম্পাদনের জন্য কোনো সময়সীমা নির্ধারিত করেছে বা মঞ্জুর করেছে, সেখানে আদালত এমন সময়সীমাকে তার বিবেচনা মতো সময়ে-সময়ে বাড়াতে পারবে; প্রথমে নির্ধারিত বা মঞ্জুর করা সময়-সীমা শেষ হয়ে গেলেও।

॥ ধারা : ১৪৮-ক ॥ ক্যাভিয়েট দাখিল করার অধিকার [Right to lodge a caveat]—(১) যেখানে কোনো আদালতে দায়ের করা বা শীঘ্রই দায়ের করা হবে এমন মকদ্দমা বা কার্যবাহতে কোনো আবেদন করা প্রত্যাশিত বা কোনো আবেদন করা হয়েছে সেখানে কোনো ব্যক্তি যে এমন আবেদনের শুনানিতে আদালতের সামনে উপস্থিত হওয়ার দাবি করে তার সম্পর্কে ক্যাভিয়েট দাখিল করতে পারবে।

(২) যেখানে উপধারা (১)-এর অধীনে কোনো ক্যাভিয়েট দাখিল করা হয়েছে সেখানে ঐ ব্যক্তি যার দ্বারা ক্যাভিয়েট দাখিল করা হয়েছে [যাকে এরপর ক্যাভিয়েটর বলা হয়েছে] , সেই ব্যক্তির ওপর যার দ্বারা উপধারা (১)-এর অধীন আবেদন করা হয়েছে অথবা করতে পারেন বলে আশা আছে, ক্যাভিয়েটের বিজ্ঞপ্তি জারি করবে রেজিস্টার্ড ডাক দ্বারা।

(৩) যেখানে উপধারা (১)-এর অধীন কোনো ক্যাভিয়েট দাখিল করার পর কোনো মকদ্দমা বা কার্যবাহতে কোনো ফাইল করা হয় সেখানে আদালত আবেদনের বিজ্ঞপ্তি দেবে ক্যাভিয়েটরকে।

(৪) যেখানে আবেদনকারীর ওপর কোনো ক্যাভিয়েটরের বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়েছে, সেখানে তার দ্বারা করা আবেদনের এবং ঐ আবেদনের সমর্থনে তার দ্বারা ফাইল করা হয়েছে বা ফাইল করার কোনো কাগজ-পত্র বা দস্তাবেজের প্রতিলিপি ক্যাভিয়েটরের খরচে ক্যাভিয়েটরকে দ্রুত পাঠাবে।

(৫) যেখানে উপধারা (১)-এর অধীন কোনো ক্যাভিয়েট দাখিল করা হয়েছে সেখানে এমন ক্যাভিয়েট সেই তারিখ থেকে, যে তারিখে তা দাখিল করা হয়েছে, নব্বই দিন শেষ হওয়ার পর কার্যকরী থাকবে না যতক্ষণ না উপধারা (১)-এ নির্দিষ্ট আবেদন ঐ সময়সীমা শেষ হওয়ার আগে করা হবে।

॥ ধারা : ১৪৯ ॥ আদালত-ফি-র ন্যূনতা পূরণের ক্ষমতা [Power to make up deficiency of Court-fees]—যেখানে আদালত-ফি-এর সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত সমকালে বলবৎ কোনো আইন দ্বারা কোনো দস্তাবেজের জন্য নির্দিষ্ট সম্পূর্ণ ফি বা তার কোনো অংশ প্রদত্ত হয়নি সেখানে যে ব্যক্তি দ্বারা এই ফি প্রদেয় তাকে আদালত যে কোনো পর্যায়ে স্ব-বিবেচনানুসার অনুজ্ঞাত করতে পারবে যে সে, সেখানে যেমন, এমন সম্পূর্ণ আদালত-ফি বা তার সেই অংশ পরিশোধ করে এবং এভাবে পরিশোধ হওয়ার পর ঐ দস্তাবেজের—যার জন্য ঐ ফি প্রদেয় হয়, সেই একই ক্ষমতা এবং প্রভাব থাকবে যেন এমন ফি প্রথম বারেই পরিশোধ করা হয়েছে।

॥ ধারা : ১৫০ ॥ কারবার হস্তান্তর [Transfer of business]—অন্য প্রকার প্রদত্ত বিধানসমূহ ব্যতিরেকে, যেখানে কোনো আদালতের কারবার অন্য আদালতে হস্তান্তরিত করে দেওয়া হয়েছে, সেখানে যে আদালতকে কারবার এভাবে হস্তান্তরিত করা হয়েছে, তার তেমনই ক্ষমতা থাকবে এবং আদালত সেই সব কর্তব্যই পালন করবে যা ঐ আদালতে এবং তার ওপর এই সংহিতা দ্বারা বা তার অধীন ক্রমশঃ প্রদত্ত এবং আরোপিত ছিল, যার জন্য কারবার এই ভাবে হস্তান্তরিত করা হয়েছিল।

॥ ধারা : ১৫১ ॥ আদালতের অন্তর্নিহিত ক্ষমতার রক্ষা [Saving of inherent powers of Court]—এই সংহিতার কোনো কিছুর ব্যাপারে এমন মনে করা হবে না যে, তা এমন আদেশসমূহ দেওয়ার আদালতের অন্তর্নিহিত ক্ষমতাকে পরিসীমিত বা অন্যভাবে প্রভাবিত করে, যা ন্যায়পরতার উদ্দেশ্যের জন্য বা আদালতের পরওয়ানাব অপপ্রয়োগ নিবারণ করার জন্য প্রয়োজন।

॥ ধারা : ১৫২ ॥ রায় ডিক্রি বা আদেশসমূহের সংশোধন [Amendment of judgments decrees or orders]—রায়, ডিক্রি বা আদেশসমূহের করণিক-কৃত বা গাণিতিক ভুল বা কোনো আকস্মিক ভুল বা বিচ্যুতিজনিত কারণে তাতে হওয়া ত্রুটি আদালত স্বেচ্ছায় বা পক্ষদের কারো আবেদনের ভিত্তিতে যে কোনো সময় সংশোধন করে দিতে পারে।

॥ ধারা : ১৫৩ ॥ সংশোধনের সাধারণ ক্ষমতা [General power to amend]—আদালত যে কোনো সময় এবং খরচ-সম্পর্কিত এমন শর্তাবালীর ওপর বা অন্য ভাবে যা সেই আদালত ঠিক মনে করে, মকদ্দমার যে কোনো কার্যবাহতে হওয়া যে কোনো ভুল বা ত্রুটি সংশোধন করতে পারবে এবং এমন কার্যবাহ দ্বারা উত্থাপিত বা তার ওপর নির্ভরশীল যথার্থ প্রশ্ন বা বিচার্য-বিষয়ের নির্ধারণের প্রয়োজনে যাবতীয় সংশোধন করা যাবে।

॥ ধারা : ১৫৩-ক ॥ আপিল যেখানে সংক্ষেপিত বাতিল হয়ে যায় সেখানে ডিক্রি বা আদেশ সংশোধন করার ক্ষমতা [Power to amend decree or order where appeal is summarily dismissed]—যেখানে আপিল আদালত আদেশ ৪১-এর নিয়ম ১১-র অধীন কোনো আপিল বাতিল করে সেখানে ধারা ১৫২-র অধীন ঐ আদালতের ঐ ডিক্রি বা আদেশ, যার বিরুদ্ধে আপিল করা হয়েছে, সংশোধন করার ক্ষমতার প্রয়োগ ঐ আদালত দ্বারা, যে আদালতে প্রথমবার ডিক্রি বা আদেশ পাশ করেছে, যাই পাশ করে থাকুক না কেন, করা যাবে যে আপিল বাতিল

করার প্রভাব, প্রথম বারের আদালত দ্বারা পাশ করা হয়েছে, যেখানে যেমন, ডিক্রি বা আদেশের নিশ্চয়তায় হয়েছে।

॥ ধারা ঃ ১৫৩-খ ॥ বিচার পরিচালনার স্থানকে প্রকাশ্য আদালত মনে করা [Place of trial to be deemed to be open Court]—সেই স্থান, যেখানে কোনো মকদ্দমার বিচারের প্রয়োজনে কোনো দেওয়ানী আদালত হয় প্রকাশ্য আদালত বলে ধরা হবে এবং তাতে সাধারণতঃ জনসাধারণের ততদূর প্রবেশাধিকার থাকবে যতদূর জনসাধারণ এতে সুবিধা মতো সামিল হতে পারে ঃ

প্রকাশ থাকে যে, যদি পদাসীন বিচারক (ন্যায়াধীশ) যথার্থ মনে করে তাহলে তিনি কোনো বিশেষ মকদ্দমার পরীক্ষা (বা তদন্ত) বা বিচারের যে কোনো পর্যায়ে এমন আদেশ দিতে পারবেন যে, সাধারণত জনসাধারণ বা কোনো বিশেষ কোনো ব্যক্তির আদালত দ্বারা ব্যবহৃত কক্ষ বা বাড়ি পর্যন্ত প্রবেশাধিকার নাই অথবা সে সেখানে আসবে না বা সে থাকবে না।

॥ ধারা ঃ ১৫৪ ॥ আপিলের বর্তমান অধিকার রক্ষা [Saving of present right of appeal]—নিরসিত।

॥ ধারা ঃ ১৫৫ ॥ কিছু অধিনিয়মের সংশোধন [Amendment of certain acts]—নিরসিত।

॥ ধারা ঃ ১৫৬ ॥ নিরসন [Repeals]—নিরসিত।

॥ ধারা ঃ ১৫৭ ॥ বাতিল (নিরসিত) অধিনিয়মের অধীন আদেশসমূহ বহাল থাকা [Continuance of orders under repealed enactments]—১৮৫৯-এর অধিনিয়ম-৮ বা কোনো দেওয়ানী প্রক্রিয়া সংহিতা বা তার সংশোধক যে কোনো অধিনিয়ম বা এতদ্দ্বারা নিরসিত কোনো অন্য অধিনিয়মের অধীন প্রকাশিত প্রজ্ঞাপন, কৃত ঘোষণা এবং প্রণীত নিয়ম, নিযুক্ত করা স্থান, ফাইল করা চুক্তি, নির্ধারিত মাপনী, প্রণীত নিদর্শ, কৃত নিযুক্তি এবং প্রদত্ত ক্ষমতা যতদূর সেগুলো এই সংহিতার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ হয়, একই ক্ষমতা (বা শক্তি) এবং প্রভাব থাকবে যেন সেগুলো এই সংহিতার অধীন ও এর দ্বারা এই নিমিত্ত সক্ষম প্রাধিকারী দ্বারা যথাক্রমে প্রকাশিত করা, প্রণীত করা, নিযুক্ত করা, ফাইল করা নির্দিষ্ট করা প্রণীত করা এবং প্রদত্ত করা হয়েছে।

॥ ধারা ঃ ১৫৮ ॥ দেওয়ানী প্রক্রিয়া সংহিতা এবং অন্যান্য বাতিল অধিনিয়মসমূহের উল্লেখ [Reference to Code of Civil Procedure and other repealed enactments]—এই সংহিতার শুরুর আগে প্রণীত বা প্রদত্ত এমন প্রত্যেক অধিনিয়ম বা প্রজ্ঞাপনে, যাতে ১৮৫৯-এর অধিনিয়ম-৮ বা যে কোনো দেওয়ানী প্রক্রিয়া সংহিতা বা তার সংশোধক যে কোনো অধিনিয়ম বা এতদ্দ্বারা নিরসিত যে কোনো অন্য অধিনিয়মের প্রতি বা তার কোনো অধ্যায় বা ধারার উল্লেখ রয়েছে, এমন উল্লেখকে, যতদূর সম্ভব, এই সংহিতা বা তার যথাযথ খণ্ড, আদেশ, ধারা বা নিয়মের উল্লেখ বলে ধরা হবে।

প্রথম অনুসূচি
[THE FIRST SCHEDULE]
আদেশ—১
[ORDER : 1]
মামলার পক্ষ
(Parties to Suits)
(বিধি ১ থেকে বিধি ১৩)

॥ বিধি : ১ ॥ বাদী হিসাবে কাদেরকে যুক্ত করা যাবে [Who may be joined as plaintiffs]—সেই সমস্ত ব্যক্তিকে বাদী হিসাবে একই মকদ্দমায় যুক্ত করা যেতে পারে যেখানে—

(ক) একই কাজ বা লেনদেন বা কাজ বা লেনদেনের সারির ব্যাপারে বা তার থেকে সৃষ্ট উপশম পাওয়ার অধিকার যৌথ ভাবে বা পৃথক ভাবে বা অনুকল্প ভাবে বিদ্যমান বলে অভিকথিত হয়; এবং

(খ) যদি এমন ব্যক্তি কর্তৃক আলাদা-আলাদা ভাবে মকদ্দমা আনীত হতো তাহলে আইন বা তথ্যের সাধারণ প্রশ্ন উত্থিত হতো।

॥ বিধি : ২ ॥ আদালতের পৃথক বিচারের আদেশ দেওয়ার ক্ষমতা [Power of Court to order separate trials]—যেখানে আদালতের এমন প্রতীত হয় বাদীদের কারো সংযুক্তকরণে মকদ্দমার বিচারে অসুবিধা বা বিলম্ব হতে পারে যেখানে আদালত বাদীদের নির্বাচন করার ব্যাপারে বলতে পারে অথবা পৃথক বিচারের অথবা সমীচীন হয় এমন অন্য আদেশ দিতে পারবে।

॥ বিধি : ৩ ॥ প্রতিবাদী হিসাবে কাকে যুক্ত করা যাবে [Who may be joined as defendants]—প্রতিবাদী হিসাবে তাদের সকলকে একই মকদ্দমায় যুক্ত করা যাবে সেখানে—

(ক) একই কার্য বা লেনদেন বা কার্য বা লেনদেনের সারির ব্যাপারে বা তার থেকে উদ্ভূত উপশম পাওয়ার অধিকার তাদের বিরুদ্ধে যৌথভাবে বা পৃথকভাবে বা অনুকল্পভাবে বিদ্যমান বলে অভিকথিত হয়; এবং

(খ) যদি এমন ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে আলাদা-আলাদা ভাবে মকদ্দমা আনীত হতো তাহলে আইন বা তথ্যের সাধারণ প্রশ্ন উত্থিত হতো।

॥ বিধি : ৩-ক ॥ যেখানে প্রতিবাদীদের যুক্ত করাতে অসুবিধা বা বিচারের কাজে বিলম্ব হতে পারে সেখানে পৃথক বিচারের আদেশ দেওয়ার ক্ষমতা [Power to order separate trials where joinder of defendants may embarrass or delay trial]—যেখানে আদালতের প্রতীত হয় যে, প্রতিবাদীদের সংযুক্তকরণে মকদ্দমার বিচারের কাজে অসুবিধা বা বিলম্ব হতে পারে সেখানে আদালত পৃথক বিচারের আদেশ বা এমন অন্য আদেশ দিতে পারে যা সমীচীন হয়।

॥ বিধি : ৪ ॥ সংযুক্ত পক্ষগণের মধ্যে এক বা একাধিকের অনুকূলে অথবা তাদের বিরুদ্ধে আদালতের রায় দেবার ক্ষমতা [Court may give judgment for or against one or more of joint parties]—(ক) বাদীদের মধ্যে যে এক বা

অধিক বাদী উপশমের অধিকারী সাব্যস্ত হয় তার বা তাদের অনুকূলে, ঐ উপশমের জন্য, যার সে বা তার অধিকারী;

(খ) প্রতিবাদীদের মধ্যে যে এক বা একাধিক প্রতিবাদী দায়ী সাব্যস্ত হয় তার বা তাদের বিরুদ্ধে তাদের নিজের-নিজের দায়িত্বানুসার কোনো সংশোধন ছাড়াই রায় দেওয়া যাবে।

॥ বিধি ঃ ৫ ॥ দাবিকৃত সম্পূর্ণ উপশমে প্রতিবাদীর স্বার্থ সংশ্লিষ্ট হওয়া আবশ্যক নয় [Defendant need not be interested in all the relief claimed]—প্রত্যেক প্রতিবাদীকে তাদের বিরুদ্ধে কোনো মকদ্দমায় দাবিকৃত সম্পূর্ণ উপশমে (প্রতিকারে) স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট হতে হবে তার কোনো প্রয়োজন নেই।

॥ বিধি ঃ ৬ ॥ একই চুক্তির ভিত্তিতে দায়ী পক্ষগণের একত্রীকরণ [Joinder of parties liable on same contract]—বাদী যে কোনো একটি চুক্তির ভিত্তিতে পৃথক ভাবে বা যুক্ত ভাবে এবং পৃথক ভাবে দায়ী সমস্ত বা যে কোনো ব্যক্তিকে যাদের মধ্যে বিনিময়পত্র, হুণ্ডি, এবং বচনপত্রের পক্ষরাও আছে একই মকদ্দমার পক্ষরূপে তার বিকল্প হিসাবে যুক্ত করতে পারবে।

॥ বিধি ঃ ৭ ॥ যখন বাদীর সন্দেহ থাকে যে কার কাছে প্রতিকার চাওয়া হবে [When plaintiff in doubt from whom redress is to be sought]—যেখানে বাদীর এ ব্যাপারে সন্দেহ থাকে যে সেই ব্যক্তিকে, যার কাছে প্রতিকার পাওয়ার সে অধিকারী সেখানে সে দুই বা তার অধিক প্রতিবাদীকে এই হেতু সংযুক্ত করতে পারবে যে সমস্ত পক্ষের মধ্যে এই প্রশ্নের ব্যাপারে স্থির করা যায় যে, প্রতিবাদীদের মধ্যে কে এবং কি পরিমাণ দায়ী।

॥ বিধি ঃ ৮ ॥ একই স্বার্থসম্পন্ন সমস্ত ব্যক্তির পক্ষে এক ব্যক্তি মামলা দায়ের করতে বা প্রতিরক্ষণ করতে পারবে [One person may sue or defend on behalf of all in same interest]—(১) যেখানে একই মামলায় একই স্বার্থ সংশ্লিষ্ট অনেক ব্যক্তি বিদ্যমান, সেখানে—

(ক) এইভাবে স্বার্থ সংশ্লিষ্ট সকল ব্যক্তির পক্ষ থেকে বা তাদের উপকারের জন্য আদালতের অনুমতিক্রমে এমন ব্যক্তিদের মধ্যে এক বা একাধিক ব্যক্তি মামলা দায়ের করতে পারবে বা তাদের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা যাবে অথবা তারা এমন মামলায় প্রতিরক্ষণ করতে পারবে।

(খ) আদালত এমন নির্দেশ দিতে পারবে যে এইভাবে স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট সমস্ত ব্যক্তিদের পক্ষ থেকে বা তাদের উপকারের জন্য এমন ব্যক্তিদের মধ্যে এক বা একাধিক ব্যক্তি মামলা দায়ের করতে পারবে বা তাদের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা যাবে অথবা তারা এমন মামলায় প্রতিরক্ষণ করতে পারবে।

(২) আদালত এমন প্রত্যেক মামলাতে যেখানে উপবিধি (১)-এর অধীন অনুমতি বা নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, এই রকম স্বার্থসংশ্লিষ্ট সমস্ত ব্যক্তিকে হয় ব্যক্তিগত ভাবে জারি করিয়ে অথবা যেখানে ব্যক্তিদের সংখ্যা বা অন্য কোনো কারণে এমন জারিকরণ যুক্তি সঙ্গতঃভাবে সাধ্য নয় সেখানে আদালত প্রত্যেক মামলার ক্ষেত্রে যেমন নির্দেশ করবে, বাদীর খরচে সার্বজনিক বিজ্ঞাপনে মামলা দায়ের করার বিজ্ঞপ্তি দেবে।

(৩) কোনো ব্যক্তি, যার পক্ষ থেকে বা যার উপকারের জন্য উপবিধি (১) এর অধীন কোনো মামলা দায়ের করা হয় বা এমন মামলায় প্রতিরক্ষণ করা হয়; ঐ মামলায় পক্ষ হওয়ার জন্য আদালতের কাছে আবেদন করতে পারবে।

(৪) আদেশ-২৩-এর বিধি-১-এর উপবিধি (১)-এর অধীন এমন মামলায় দাবির কোনো অংশ পরিত্যাগ করা যাবে না এবং ঐ আদেশের বিধি-১-এর উপবিধি-(৩) এর অধীন এমন মামলার প্রত্যাহার করা যাবে না এবং ঐ আদেশের বিধি-৩-এর অধীন এমন মামলায় কোনো চুক্তি; বোঝাপাড়া, বা তুষ্টি নিবন্ধিত (অর্থাৎ নথিভুক্ত) করা যাবে না যতক্ষণ আদালত এই প্রকার স্বার্থ সংশ্লিষ্ট সমস্ত ব্যক্তিদের বিজ্ঞপ্তি উপবিধি (২)-এ নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে বাদীর খরচে না দিয়ে দেবে।

(৫) যেখানে এমন মামলায় মামলাকারী বা প্রতিরক্ষণকারী কোনো ব্যক্তি মামলা বা প্রতিরক্ষণে যথেষ্ট তৎপর তার সঙ্গে কার্যবাহ করে না, সেখানে আদালত ঐ মামলায় তেমনই স্বার্থসংশ্লিষ্ট অন্য কোনো ব্যক্তিকে তার জায়গায় রাখতে পারবে।

(৬) এই নিয়মের অধীন মামলায় প্রদত্ত ডিক্রি সেই সব ব্যক্তিদের ওপর আবদ্ধকর (প্রযোজ্য) হবে যাদের পক্ষ থেকে বা যাদের উপকারের জন্য, যেখানে যেমন, মামলা দায়ের করা হয়েছে অথবা এমন মামলায় প্রতিরক্ষণ করা হয়েছে।

স্পষ্টীকরণ—এই বিষয়টি নির্দিষ্ট করার প্রয়োজন হেতু ঐ ব্যক্তিরা, যারা মামলা দায়ের করছে বা যাদের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা হয়েছে অথবা যারা এমন মামলায় প্রতিরক্ষণ করছে, কোনো একটি মামলায় তেমনই স্বার্থ জড়িত আছে কি নেই, প্রমাণ করা অনাবশ্যক যে, এমন ব্যক্তিদের সেই একই বিবাদ-হেতু আছে যা ঐ ব্যক্তিদের আছে, যাদের পক্ষ থেকে বা যাদের উপকারার্থে, যেখানে যেমন, তারা মামলা দায়ের করছে বা তাদের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা হচ্ছে অথবা তারা এমন মামলায় প্রতিরক্ষণ করছে।

॥ বিধি ঃ ৮-ক ॥ আদালতের কার্যবাহে মতামত দেওয়ার অথবা অংশ নেওয়ার জন্য কোনো ব্যক্তি বা ব্যক্তিদের সমষ্টিকে অনুমতি দেওয়ার ক্ষমতা [Power of Court to permit a person or body of persons to present opinion or to take part in the proceedings]—যদি মকদ্দমার বিচার করার সময় আদালতের এমন মীমাংসা হয়ে যায় যে কোনো ব্যক্তি বা ব্যক্তিদের সমষ্টি এমন কোনো আইনের প্রশ্নে স্বার্থ সংশ্লিষ্ট যা কোনো মকদ্দমায় প্রত্যক্ষ ভাবে এবং যথার্থ ভাবে বিচার্য বিষয় এবং এমন ব্যক্তি বা ব্যক্তিদের সমষ্টিকে ঐ আইনের প্রশ্নে তার মতামত ব্যক্ত করার জন্য এবং মামলার কার্যবাহে এমন অংশ নেওয়ার জন্য অনুজ্ঞাত করতে পারবে যা আদালত বিশেষ ভাবে নির্দিষ্ট করবে।

॥ বিধি ঃ ৯ ॥ কুসংযোজন ও অসংযোজন [Misjoinder and nonjoinder]—কোনো মকদ্দমা, পক্ষগণের কুসংযোজন ও অসংযোজনের কারণে বিফল হবে না এবং আদালত প্রত্যেক মকদ্দমায় বিবাদগ্রস্ত বিষয়ের বিলিবন্দেজ করতে পারবে সেই পর্যন্ত, যে পর্যন্ত ঐ পক্ষগণের, যারা বস্তুতঃ তার সামনে আছে, অধিকার এবং স্বার্থ জড়িত।

প্রকাশ থাকে যে, এই বিধির কোনো কিছু কোনো প্রয়োজনীয় পক্ষের অসংযোজনে প্রযোজ্য হবে না।

॥ বিধি ঃ ১০ ॥ ভুল বাদীর নামে মামলা [Suit in name of wrong plaintiff]—(১) যেখানে কোনো মামলা বাদী হিসাবে ভুল ব্যক্তির নামে দায়ের করা হয়েছে, অথবা যেখানে সঠিক ব্যক্তির নামে দায়ের করা হয়েছে কিনা এটা সন্দেহজনক, সেখানে যদি মামলার কোনো পর্যায়ে আদালতের মীমাংসা হয়ে যায় যে, মামলা সদ্ভাবনাপ্রসূত ভুলের জন্য দায়ের করা হয়েছিল এবং বিতর্কের বাস্তবিক বিষয়ের নির্ধারণের জন্য এমনটা করা আবশ্যক ছিল তাহলে তা এমন শর্তে যা আদালত ন্যায়সঙ্গত মনে করবে, মামলার যে কোনো পর্যায়ে কোনো অন্য ব্যক্তিকে বাদী হিসাবে প্রতিস্থাপিতে করার বা সংযুক্ত করার আদেশ দিতে পারবে।

(২) আদালত পক্ষধারীদের নাম কাটতে পারবে অথবা জুড়তে পারবে [Court may strike out or add parties]—আদালত কার্যবাহর যে কোনো পর্যায়ে হয় উভয় পক্ষের কোনো এক পক্ষের আবেদনের ভিত্তিতে অথবা আবেদন ব্যতিরেকে এবং এমন শর্তে যা আদালতের ন্যায়সঙ্গত বলে প্রতীত হয়, আদেশ দিতে পারবে যে বাদী হিসাবে কিংবা প্রতিবাদী হিসাবে অন্যায় ভাবে সংযোজিত যে কোনো পক্ষের নাম কেটে দেওয়া হোক এবং কোনো ব্যক্তির নাম, যাকে বাদী বা প্রতিবাদী হিসাবে এমন সংযোজিত করা উচিত ছিল বা আদালতের শাসনে যার উপস্থিতি মামলায় নিহিত সমস্ত প্রশ্ন প্রভাবশালী হিসাবে এবং সম্পূর্ণ ন্যায়বিচার ও নিষ্পত্তি করার জন্য আদালতকে সহজ করা দৃষ্টিতে আবশ্যক, জুড়ে দেওয়া হোক।

(৩) কোনো ব্যক্তিকে বাদ-মিত্র ব্যতিরেকে মামলা দায়েরকারী বাদী হিসাবে অথবা ঐ বাদীকে যাঁ কোনো অযোগ্যতার (বা অক্ষমতার) অধীন, বাদ-মিত্র হিসাবে তার সম্মতি ছাড়া যোগ করা যাবে না।

ব্যাখ্যা—বাদ-মিত্র বলতে বোঝানো হয়েছে বাদীর নিকটতম বন্ধু বা আত্মীয়।

(৪) যেখানে প্রতিবাদীকে যুক্ত করা হয় সেখানে বাদপত্র (আর্জি) সংশোধন করতে হবে [Where defendant added, plain to be amended)—যেখানে কোনো প্রতিবাদীকে যুক্ত করা হয় সেখানে যতক্ষণ আদালত ভিন্নরূপে নির্দিষ্ট না করছে বাদপত্র এমনভাবে সংশোধন করা হবে, যেমন ভাবে তা আবশ্যক হয় এবং সমনের এবং বাদপত্রের সংশোধিত প্রতিলিপি নতুন প্রতিবাদীর ওপর এবং যদি আদালত যথার্থ মনে করে তাহলে মূল প্রতিবাদীর ওপর জারি করা হবে।

(৫) ইণ্ডিয়ান লিমিটেশন অ্যাক্ট (ভারতীয় তামাদি আইন) ১৮৭৭ (১৮৭৭-র ১৫)-এর ধারা ২২-এর বিধান সাপেক্ষে প্রতিবাদী হিসাবে সংযুক্ত যে কোনো ব্যক্তির বিরুদ্ধে কার্যবাহ সমন জারির পরই শুরু করা যাবে।

॥ বিধি ঃ ১০-ক ॥ এ বিষয়ে বিবৃতি দেওয়ার জন্য কোনো প্লিডার (ব্যবহারজীবী)-কে আদালতের অনুরোধ করার ক্ষমতা [Power of Court to request any pleader to address it]—যদি কোনো মকদ্দমা বা কার্যবাহতে বিচার্য-বিষয়ের ওপর আদালতের মীমাংসার কোনো স্বার্থে প্রভাব পড়ার সম্ভাবনা থাকে এবং সেই পক্ষের যে এমন স্বার্থসংশ্লিষ্ট যার এমন প্রভাবিত হওয়া সম্ভব, কোনো প্লিডার দ্বারা প্রতিনিধিত্ব করা হয় না, তাহলে আদালত, স্ববিবেচনানুসার প্লিডারের কাছে এমন স্বার্থের ব্যাপারে বিবৃত করার জন্য অনুরোধ করতে পারে।

॥ বিধি ঃ ১১ ॥ মামলা পরিচালনা [Conduct of suit]—আদালত কোনো মামলার (বা মকদ্দমায়) পরিচালনার দায়িত্ব এমন ব্যক্তির হাতে তুলে দিতে পারেন যাকে আদালতে উপযুক্ত মনে করবে।

॥ বিধি ঃ ১২ ॥ কতিপয় বাদী বা প্রতিবাদীদের মধ্যে কোনো একজনের অন্যের জন্য হাজির হওয়া [Appearance of one of several plaintiffs or defendants for others]—(১) যেখানে বাদীর সংখ্যা একজনের অধিক, সেখানে তাদের মধ্যে কোনো একজন বা একাধিক জনকে তাদের মধ্যেকার অন্য কোনো বাদী কোনো কার্যবাহতে ঐ অন্য ব্যক্তির জন্য হাজির হওয়ার, বিবৃত করার বা কাজ করার জন্য প্রাধিকৃত করতে পারবে এবং ঠিক একই ভাবে যেখানে একের অধিক প্রতিবাদী সেখানে তাদের মধ্যে কোনো এক জন বা একাধিক জনকে তাদের মধ্যেকার অন্য কোনো প্রতিবাদী কোনো কার্যবাহতে ঐ অন্য ব্যক্তির জন্য হাজির হওয়ার, বিবৃত করার বা কাজ করার জন্য প্রাধিকৃত করতে পারবে।

(২) ঐ প্রাধিকার হবে লিখিত ভাবে এবং তা প্রদানকারীপক্ষ দ্বারা স্বাক্ষরিত হবে এবং আদালতে ফাইল (দাখিল) করতে হবে।

॥ বিধি ঃ ১৩ ॥ অসংযোজন বা কুসংযোজনের ব্যাপারে আপত্তি [Objections as to nonjoinder or misjoinder]—পক্ষধারীদের অসংযোজন বা কুসংযোজনের ভিত্তিতে সমস্ত আপত্তি যথাসম্ভব শীঘ্রতম সুযোগের মধ্যে করতে হবে এবং এমন যাবতীয় ক্ষেত্রে যেখানে বিচার্য বিষয় স্থিরীকৃত হয় এমন স্থিরীকরণের সময় বা তার আগে করতে হবে। যতক্ষণ না আপত্তির কারণ পরবর্তীসময়ে উত্থিত হয় এবং যদি আপত্তি এভাবে না করা হয় তাহলে সেই আপত্তি পরিত্যক্ত করা হয়েছে বলে ধরে নেওয়া হবে।

আদেশ—২
[ORDER : 2]

মামলা গঠন
(Frame of Suit)

(বিধি ১ থেকে বিধি ৭)

॥ **বিধি ঃ ১ ॥ মামলা গঠন** [Frame of suit]—প্রত্যেক মামলার গঠন যথাসাধ্য এমন ভাবে করা হবে যে, বিবাদ গ্রস্ত বিষয়সমূহের ওপর চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য ভিত্তি প্রাপ্ত হয় এবং সেগুলোর সঙ্গে সম্পৃক্ত আরও মামলা করা নিবারিত হয়।

॥ **বিধি ঃ ২ ॥ মামলার মধ্যে সমগ্র দাবি অন্তর্ভুক্ত হবে** [Suit to include the whole claim]—(১) প্রত্যেক মামলার অন্তর্ভুক্ত তা সম্পূর্ণ দাবি হবে যা ঐ বিবাদ হেতুর বিষয়ে করার ব্যাপারে বাদী অধিকারী, কিন্তু বাদী মামলাকে কোনো আদালতের অধিক্ষেত্রের ভেতর দায়ের করার দৃষ্টিতে তাঁর দাবির কোনো অংশ পরিত্যাগ করতে পারবে।

(২) **দাবির কোনো অংশে পরিত্যাগ** [Relinquishment of part of claim]—যেখানে বাদী তার দাবির কোনো অংশর সম্পর্কে মামলা আনা থেকে বিরত হয় অথবা তা ইচ্ছাকৃত ভাবে পরিত্যাগ করে সেখানে তারপরে সে এমন বিরত থাকা বা পরিত্যাগ করা সম্পর্কে মামলা করতে পারবে না।

(৩) **কতকগুলো প্রতিকারের মধ্যে থেকে কোনো একটির জন্য মামলা আনয়নের বিরতি** [Omission to sue for one of several reliefs]—একই বিবাদ হেতুর সম্পর্কে একাধিক প্রতিকার পাওয়ার অধিকারী ব্যক্তি এমন সমস্ত প্রতিকার বা তার কোনোটির জন্য মামলা আনতে পারবে, কিন্তু যদি সে এমন সমস্ত প্রতিকারের জন্য মামলা আনা থেকে আদালতের অনুমতি ছাড়া বিরত হয় তাহলে তার পরে সে এমন বিরত থাকা (বা বর্জিত) কোনো প্রতিকারের (বা উপশমের) জন্য মামলা আনতে পারবে না।

স্পষ্টীকরণ—এই বিধির প্রয়োজনার্থ কোনো বাধ্যবাধকতা ও তা পালনের জন্য বাড়তি জামানত এবং ঐ বাধ্যবাধকতার অধীন উদ্ভূত উত্তরোত্তর দাবির ব্যাপারে ধরা হবে যে সেগুলো পরপর একই বিবাদ-হেতু (বা মামলার হেতু) সৃষ্টি করবে।

উদাহরণ—ক একটি বাড়ি **খ**-কে **বাৎসরিক** ১২,০০০ টাকা ভাড়াতে দিল। ১৯০৫, ১৯০৬ ও ১৯০৭ **সালগুলোতে পুরো** ভাড়া বাকি পড়ে এবং তা শোধ করা হয় না। **ক** ১৯০৮ সালে **কেবল** ১৯০৬ সালের বাকি ভাড়ার **জন্য খ**-এর ওপর মামলা দায়ের করল। এরপর কিন্তু **ক খ**-এর বিরুদ্ধে ১৯০৫ বা ১৯০৭ সালের বাকি ভাড়ার জন্য কোনো **মামলা** করতে পারবে না।

॥ **বিধি ঃ ৩ ॥ মামলার-হেতুসমূহের সংযোজন** [Joinder of causes of action]—(১) অন্যত্র যেমন বিধান দেওয়া আছে তা ব্যতিরেকে বাদী সেই প্রতিবাদী বা যৌথভাবে সেই প্রতিবাদীদের বিরুদ্ধে কোনো মামলা-হেতু একই মকদ্দমায় সংযোজিত করতে পারবে এবং এমন মামলা-হেতু থাকা যে কোনো বাদী, যাতে তারা সেই প্রতিবাদী বা যৌথভাবে সেই প্রতিবাদীদের বিরুদ্ধে যৌথভাবে স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট, এমন মামলা-হেতুসমূহকে একই মকদ্দমাতে সংযোজিত করতে পারবে।

(২) যেখানে মামলা-হেতু সংযোজিত করা হয় সেখানে মকদ্দমার সম্পর্কে আদালতের ক্ষেত্রাধিকার সংকলিত বিষয়-বস্তুসমূহের সেই টাকা বা মূল্যের ওপর নির্ভরশীল হবে যা মকদ্দমা দায়ের করার তারিখে আছে।

॥ **বিধি ঃ ৪** ॥ **স্থাবর সম্পত্তি প্রত্যুদ্ধারের জন্য কেবল কিছু দাবির সংযোজন করতে হবে** [Only certain claims to be joined for recovery of immovable property]—যতক্ষণ আদালতের অনুমতি না হয় স্থাবর সম্পত্তির প্রত্যুদ্ধারের জন্য মকদ্দমাতে নিম্নলিখিত মামলা-হেতু ছাড়া কোনো মামলা-হেতু সংযোজিত করা যাবে না—

(ক) সেই দাবিকৃত সম্পত্তি বা তার কোনো ভাগের অন্তর্বর্তীকালীন মুনাফা বা বকেয়া খাজনার দাবি;

(খ) যে চুক্তির অধীন ঐ সম্পত্তি বা তার কোনো অংশ দখল করা হয় তা ভঙ্গের জন্য ক্ষতিপূরণের দাবি; এবং

(গ) যাতে প্রার্থিত প্রতিকার সেই একই মামলা-হেতুর ওপর নির্ভরশীল সেই দাবি ঃ

প্রকাশ থাকে যে, এই বিধির কোনো কিছুর সম্পর্কে এমন মনে করা যাবে না যে, এই নিষ্ক্রয় সম্পত্তির (forcelosure) বা বন্ধকী-সম্পত্তির পুনঃপ্রাপ্তির (redemption) কোনো মকদ্দমার কোনো পক্ষকে এমন প্রার্থনা থেকে নিবারিত করে যে বন্ধকী সম্পত্তির দখল তাকে দেওয়া হোক।

ব্যাখ্যা—এই নিয়মে বিধৃত কোনো কিছু কোনো মকদ্দমার কোনো পক্ষকে নিষ্ক্রয় সম্পত্তির বা বন্ধকী-সম্পত্তির ফিরে পাবার মামলায় বন্ধকী-সম্পত্তির যদি দখল চায় তাহলে তাতে বাধা দেয় বলে ধরা হবে না।

॥ **বিধি ঃ ৫** ॥ **নির্বাহক, প্রশাসক বা উত্তরাধিকারীর দ্বারা অথবা তার বিরুদ্ধে দাবি** [Claims by or against executor, administrator or heir]—কোনো নির্বাহক, প্রশাসক বা উত্তরাধিকারী দ্বারা অথবা তার বিরুদ্ধে তার ঐ পদাধিকার বলে আনীত যে কোনো দাবি ব্যক্তিগত ভাবে তার দ্বারা বা তার বিরুদ্ধে আনীত সেই দাবিসমূহের সঙ্গে ততক্ষণ সংযুক্ত করা যাবে না, যতক্ষণ অন্তিম বর্ণিত দাবিসমূহের সম্পর্কে অভিকথিত না হয় যে, সেগুলো ঐ সম্পত্তির সম্পর্কে সৃষ্ট অথবা যতক্ষণ অন্তিম বর্ণিত দাবি এমন না হয় যেগুলোর জন্য সে ঐ মৃত ব্যক্তির সঙ্গে, যার সে প্রতিনিধিত্ব করছে, যৌথভাবে অধিকারী বা দায়ী ছিল।

॥ **বিধি ঃ ৬** ॥ **পৃথক ভাবে আদালতের বিচারের আদেশ দেওয়ার ক্ষমতা** [Power of Court to order separate trials]—আদালতের যেখানে প্রতীত হয় যে, একই মকদ্দমায় মামলা হেতুসমূহের সংযোজনের ফলে বিচারে অসুবিধা বা বিলম্ব হয়ে যাবে বা এমনটা করা ভিন্ন ভাবে অসুবিধাজনক হবে, সেখানে আদালত পৃথক বিচারের আদেশ দিতে পারবে কিংবা এমন অন্য আদেশ দিতে পারবে যা ন্যায়পরতার স্বার্থে সমীচীন হয়।

॥ **বিধি ঃ ৭** ॥ **কুসংযোজনের ব্যাপারে আপত্তি** [Objections as to misjoinder]—মামলাহেতুর কুসংযোজনের ভিত্তিতে সমস্ত আপত্তি যথাসম্ভব শীঘ্রতম সুযোগে করা যাবে এবং এমন সমস্ত ব্যাপারে যাতে বিচার্য বিষয় স্থিরীকৃত হয়, এমন স্থিরীকরণের সময় বা তার আগে করা হবে, যতক্ষণ আপত্তির ভিত্তি পরে সৃষ্টি না হয় এবং যদি এমন আপত্তি করা হয় তাহলে ঐ আপত্তি পরিত্যাগ করা হয়েছে বলে মনে করা হবে।

আদেশ—৩
[ORDER : 3]
স্বীকৃতি প্রাপ্ত নিযুক্তক ও প্লিডার
(Recognised Agents and Pleaders)
(বিধি ১ থেকে বিধি ৬)

॥ বিধি ঃ ১ ॥ হাজিরা ইত্যাদি ব্যক্তিগত ভাবে অথবা স্বীকৃত নিযুক্তক দ্বারা অথবা প্লিডার দ্বারা দেওয়া যেতে পারে [Appearances, etc. may be in person, by recognised agent or by pleader]—কোনো আদালতে হাজিরা বা তাতে আবেদন করা বা কাজ করা যা এমন আদালতে করার জন্য কোনো পক্ষ আইন দ্বারা অভিপ্রেত বা প্রাধিকৃত, যেখানে সমকালে বলবৎ থাকা কোনো আইন দ্বারা ব্যক্ত ভাবে ভিন্নরূপ বিধান দেওয়া হয়েছে তা ব্যতিরেকে পক্ষের দ্বারা স্বয়ং বা তার স্বীকৃতি প্রাপ্ত নিযুক্তক দ্বারা বা তার তরফে যেখানে যেমন, হাজিরা দেওয়া ব্যক্তি, আবেদনকারী বা কার্য সম্পাদনকারী, তার প্লিডার দ্বারা করা যাবে ঃ

প্রকাশ থাকে যে, যদি আদালত নির্দেশ দেয় তাহলে এমন হাজিরা পক্ষ ব্যক্তিগত ভাবে দেবে।

॥ বিধি ঃ ২ ॥ স্বীকৃতি প্রাপ্ত নিযুক্তক [Recognised agents]—স্বীকৃত যে সমস্ত নিযুক্তক দ্বারা পক্ষধারীদের তরফে এমন হাজিরা, আবেদন এবং কার্য সম্পাদন করা যাবে তা নিম্নলিখিত রূপ হয়—

(ক) পক্ষধারীদের তরফে হাজিরা দেওয়া, আবেদনপত্র দাখিল করা এবং কার্য সম্পাদন করার যাদের মোক্তারনামা (প্রতিহস্ত ক্ষমতা) আছে;

(খ) যেখানে কোনো অন্য নিযুক্তক এমন হাজিরা, আবেদন এবং কার্য সম্পাদনের জন্য ব্যক্ত ভাবে প্রাধিকৃত নয় সেখানে এমন ব্যক্তি যে, ঐ পক্ষধারীদের পক্ষে এবং তাদের নামে ব্যবসা বা কারবার পরিচালনা করে যে পক্ষ ঐ আদালতের অধিক্ষেত্রের সেই সব স্থানীয় সীমাসমূহে বসবাস করে না, যে সমস্ত সীমার ভেতর এমন হাজিরা, আবেদন বা কার্য এমন ব্যবসা বা কারবারের সংক্রান্তেই করা হয়।

॥ বিধি ঃ ৩ ॥ স্বীকৃতি প্রাপ্ত নিযুক্তকের ওপর পরওয়ানা জারি [Service of process on recognised agent]—(১) যতক্ষণ আদালত ভিন্নরূপ নির্দেশ না দিচ্ছে, ততক্ষণ কোনো পক্ষের স্বীকৃতি প্রাপ্ত নিযুক্তকের ওপর জারি করা পরওয়ানাসমূহ তেমনই ফলপ্রসূ হবে যেন সেগুলো জারি করা হয়েছে পক্ষকে ব্যক্তিগত ভাবে।

(২) যে বিধান মকদ্দমার কোনো পক্ষের ওপর পরওয়ানা জারি করার জন্য হয় তা তার স্বীকৃতি প্রাপ্ত নিযুক্তকের ওপর পরওয়ানার জারির ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হবে।

॥ বিধি ঃ ৪ ॥ প্লিডারের নিযুক্তি (নিয়োগ) [Appoinment of Pleader]—(১) কোনো প্লিডার (বা ব্যবহারজীবী) কোনো আদালতে কোনো ব্যক্তির জন্য কার্য সম্পাদন করতে পারবেন না যতক্ষণ তিনি ঐ ব্যক্তি কর্তৃক এমন লিখিত দস্তাবেজ

দ্বারা এই হেতু নিযুক্ত না হবেন, যা ঐ ব্যক্তি দ্বারা বা তার স্বীকৃতিপ্রাপ্ত নিযুক্তক দ্বারা বা এমন নিযুক্তির জন্য মোক্তারনামা দ্বারা বা তার অধীন সম্যক রূপে প্রাধিকৃত কোনো অন্য ব্যক্তি দ্বারা স্বাক্ষরিত।

(২) এমন প্রত্যেক নিযুক্তি (বা নিয়োগ) আদালতে দাখিল করা (ফাইল করা) হবে এবং উপবিধি (১)—এর প্রয়োজন হেতু বা ততক্ষণ বলবৎ থাকবে বলে মনে করা হবে যতক্ষণ তা আদালতের অনুমতি ক্রমে এমন পত্র দ্বারা বাতিল করা না হয় যা যেখানে যেমন, মক্কেল বা প্লিডার দ্বারা স্বাক্ষরিত এবং আদালতে দাখিল করা হয় অথবা যতক্ষণ মক্কেল বা প্লিডারের মৃত্যু না হয় বা যতক্ষণ মকদ্দমার ঐ মক্কেলের সঙ্গে সম্বন্ধিত যাবতীয় কার্যবাহ শেষ না হয়।

স্পষ্টীকরণ—এই উপবিধির প্রয়োজন হেতু নিম্নলিখিত কাজগুলোকে মকদ্দমার কার্যবাহ (বা প্রসিডিংস) বলে মনে করা হবে—

(ক) মকদ্দমার ডিক্রি বা আদেশের পুনর্বিচারের জন্য আবেদন;

(খ) মকদ্দমার সম্পাদিত কোনো ডিক্রি বা আদেশের প্রেক্ষিতে এই সংহিতার ধারা—১৪৪ বা ধারা—১৫২-র অধীন আবেদন;

(গ) মকদ্দমার কোনো ডিক্রি বা আদেশের আপিল এবং

(ঘ) মকদ্দমায় পেশকৃত বা দাখিলকৃত দস্তাবেজের প্রতিলিপি বা ঐ সব দস্তাবেজের ফেরত পাওয়ার জন্য বা মকদ্দমার সম্পর্কে আদালতে জমা করা অর্থ ফেরত পাওয়ার প্রয়োজনার্থ আবেদন বা কার্য।

(৩) উপবিধি (২)-এর কোনো কিছুর অর্থ এমন করা যাবে না যে, তা—

(ক) প্লিডার এবং তার মক্কেলের মধ্যে সেই সময়সীমার বিস্তার করে যার জন্য প্লিডারকে লাগানো হয়েছিল, বা

(খ) সেই আদালত ছাড়া যার জন্য, প্লিডার লাগানো হয়েছিল কোনো আদালত দ্বারা জারি করা কোনো বিজ্ঞপ্তি বা দস্তাবেজ প্লিডারের ওপর সেই অবস্থা ব্যতিরেকে জারি করা প্রাধিকৃত করে যাতে মক্কেল উপবিধি (১)-এ নির্দিষ্ট দস্তাবেজে এমন জারির জন্য ব্যক্ত ভাবে সম্মত হয়েছে।

(৪) উচ্চ আদালত সাধারণ আদেশ দ্বারা নির্দেশ দিতে পারবে যে যেখানে সেই ব্যক্তি যার দ্বারা প্লিডার নিযুক্ত করা হয়, নিজের নাম লিখতে অসমর্থ হয়, সেখানে প্লিডার নিযুক্তকারী দস্তাবেজের ওপর তাব চিহ্ন এমন ব্যক্তির দ্বারা এবং এমন পদ্ধতিতে প্রত্যায়িত করা হবে, যেমন ভাবে ঐ আদেশ দ্বারা নির্দিষ্ট করা হবে।

(৫) যে কোনো প্লিডারকে যখন শুধু সওয়াল জবাব করার জন্য (হেতু ভাষণের জন্য) নিযুক্ত করা হয়, কোনো পক্ষের তরফে সে ততক্ষণ সওয়াল জবাব করবে না যতক্ষণ সে তার দ্বারা স্বাক্ষরিত এবং নিম্নলিখিত তথ্যাদি বিবৃতকারী একটি হাজিরার স্মারক পত্র (Memorandum of appearance) আদালতে দাখিল না করে দেবে—

(ক) মকদ্দমাব পক্ষধারীদের নাম;

(খ) সেই পক্ষর নাম, যার তরফে সে হাজির হচ্ছে; এবং

(গ) সেই ব্যক্তির নাম, যার দ্বারা সে হাজির হওয়ার জন্য প্রাধিকৃত হয়েছে ঃ

প্রকাশ থাকে যে, এই উপবিধির কোনো কিছু এমন কোনো প্লিডারের ক্ষেত্রে

প্রযোজ্য হবে না, যে কোনো পক্ষর তরফে সওয়াল-জবাব করার জন্য এমন কোনো অন্য প্লিডার দ্বারা নিযুক্ত হয়েছে যাকে ঐ পক্ষের তরফে আদালতে কার্য সম্পাদনের জন্য যথাযথ ভাবে নিযুক্ত করা হয়েছে।

॥ বিধি ঃ ৫ ॥ প্লিডারের ওপর পরওয়ানা জারি [Service of process on Pleader]—কোনো পরওয়ানার ব্যাপার, যা জারি করা হয়েছে এমন প্লিডারের ওপর, যাকে কোনো পক্ষর তরফে আদালতে কার্য সম্পাদনের জন্য যথাযথ ভাবে নিযুক্ত করা হয়েছে অথবা যে এমন প্লিডারের কার্যালয়ে বা সেই জায়গায় যেখানে সে সাধারণ ভাবে বসবাস করে, দিয়ে দেওয়া হয়েছে, তা সেই পক্ষের ব্যক্তিগত হাজিরার জন্য হোক বা না হোক এমন ধরে নেওয়া হবে যে তা ঐ পক্ষকে যথাযথ ভাবে দেওয়া হয়েছে এবং জানিয়ে দেওয়া হয়েছে, যার প্রতিনিধিত্ব করছে ঐ প্লিডার এবং যতক্ষণ আদালত কোনো ভিন্নরূপ নির্দেশ না দিচ্ছে, ততক্ষণ তা যাবতীয় প্রয়োজনার্থ তেমনই ফলপ্রসূ হবে যেন পক্ষকে তা ব্যক্তিগত ভাবে দেওয়া হয়েছে অথবা পক্ষর ওপর ব্যক্তিগত ভাবে জারি করা হয়েছে।

॥ বিধি ঃ ৬ ॥ নিযুক্তক জারি গ্রহণ করবেন [Agent to accept service]—(১) বিবিধ-২-এ বর্ণিত স্বীকৃতি প্রাপ্ত নিযুক্তক ছাড়া এমন যে কোনো ব্যক্তিকে, যে ঐ আদালতের অধিক্ষেত্রর ভেতর বসবাস করে পরওয়ানার জারি গ্রহণ করার জন্য নিযুক্তক হিসাবে নিয়োগ করা যাবে।

(২) **নিযুক্তি লিখিত ভাবে হবে এবং আদালতে তা দাখিল করতে হবে** [Appoinment to be in writing and to filed in Court]—এমন নিযুক্তি বিশেষ বা সাধারণ হতে পারে এবং এমন সাধিত্র দ্বারা করা হবে যা মালিক দ্বারা স্বাক্ষরিত এবং এমন সাধিত্র বা যদি নিযুক্তি সাধারণ হয় তাহলে তার প্রত্যয়িত প্রতিলিপি আদালতে দাখিল (ফাইল) করা হবে।

(৩) আদালত, মকদ্দমার কোনো এমন পক্ষকে যার-এ ধরনের স্বীকৃতি প্রাপ্ত নিযুক্তক নেই, যে আদালতের ক্ষেত্রাধিকারের মধ্যে বসবাস করে অথবা যার এধরনের কোনো প্লিডার নেই, যাকে তার তরফে আদালতে কার্য সম্পাদন করাব জন্য যথাযথভাবে নিযুক্ত করা হয়েছে, মকদ্দমার কোনো পর্যায়ে আদেশ দিতে পারবে যে, সে যেন তার পক্ষ থেকে পরওয়ানার (আদেশিকার) নির্বাহ গ্রহণ করার জন্য নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে এমন নিযুক্তক নিযুক্ত করে, যে আদালতের ক্ষেত্রাধিকারের মধ্যে বসবাস করে।

আদেশ—৪
[ORDER : 4]
মামলা দায়ের করা
(Institution of Suits)

(বিধি ১ থেকে বিধি ২)

॥ বিধি ১ ॥ আর্জি দ্বারা মামলা শুরু হবে [Suit to be commenced by plaint]—(১) প্রত্যেক মামলা (বা মকদ্দমা) আদালতে বা আদালত দ্বারা এই নিমিত্ত নিযুক্ত কোনো আধিকারিকের কাছে আর্জি দাখিল করে দায়ের করতে হবে।

(২) প্রত্যেক আর্জিকে বিধি-৬ ও বিধি-৭-এ বিধৃত নিয়মাবলীকে সেই পর্যন্ত মান্য করতে হবে যতদূর পর্যন্ত সেগুলো প্রযোজ্য করা যায়।

॥ বিধি ঃ ২ ॥ মামলার রেজিস্টার [Register of Suits]—আদালত প্রত্যেকটি মামলার পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ, সেই প্রয়োজন নিমিত্ত রক্ষিত পুস্তকে অন্তর্ভুক্ত করবে; যাকে দেওয়ানী মামলার রেজিস্টার বলে অভিহিত করা হবে।

আদেশ—৫
[ORDER : 5]

সমন (আহ্বান-পত্র) প্রেরণ বা তা জারি
(Issue and Service of Summons)

(বিধি ১ থেকে বিধি ৩০)

সমন প্রেরণ
(Issue of Summons)

॥ বিধি ঃ ১ ॥ সমন [Summons] —(১) মামলা যখন যথাযথ ভাবে দায়ের করা হয়েছে তখন সমন-এ নির্দিষ্ট দিনে হাজির হওয়ার এবং দাবির জবাব দেওয়ার জন্য প্রতিবাদীর নামে সমন পাঠানো হবে ঃ

প্রকাশ থাকে যে, যখন প্রতিবাদী আর্জি দাখিল করার পরই উপস্থিত হয় এবং বাদীর দাবি স্বীকার করে নেয় তখন এমন কোনো সমন পাঠানো যাবে না ঃ

আরও প্রকাশ থাকে যে, তা এবং যেখানে সমন পাঠানো হয়েছে, সেখানে আদালত প্রতিবাদীকে তার হাজিরার তারিখে তার প্রতিরক্ষণের লিখিত বিবৃতি, যদি কিছু থাকে, দাখিল করার জন্য নির্দেশ দিতে পারবে এবং সমন-এ তা অন্তর্ভুক্ত করবে।

(২) যে প্রতিবাদীর নামে উপবিধি (১)-এর অধীন সমন পাঠানো হয়েছে সেই প্রতিবাদী—

(ক) ব্যক্তিগত ভাবে, অথবা

(খ) এমন প্লিডার দ্বারা, যে যথাযথ ভাবে নির্দেশপ্রাপ্ত এবং মামলার সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত যাবতীয় গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের জবাব দিতে সক্ষম, অথবা

(গ) এমন প্লিডার দ্বারা, যার সঙ্গে এমন কোন ব্যক্তি আছে যে এমন যাবতীয় প্রশ্নের জবাব দেওয়ার জন্য সক্ষম, হাজির হতে পারবে।

(৩) এমন প্রত্যেক সমন ন্যায়াধীশ বা এমন আধিকারিক দ্বারা যা সে নিযুক্ত করে, স্বাক্ষরিত হবে এবং তার ওপর আদালতের শীলমোহর থাকবে।

॥ বিধি ঃ ২ ॥ সমন-এর সঙ্গে সংযোজিত কপি (প্রতিলিপি) বা বিবৃতি [Copy or statement annexed to summons]—প্রত্যেক সমন-এর সঙ্গে আর্জির একটি কপি (বা প্রতিলিপি) অথবা তেমন অনুমতি হলে একটি সংক্ষিপ্ত বিবৃতি থাকবে।

॥ বিধি ঃ ৩ ॥ প্রতিবাদী বা বাদীকে ব্যক্তিগত ভাবে হাজির হওয়ার জন্য আদালত আদেশ দিতে পারবে [Court may order defendant or plaintiff to appear in person]—(১) যেখানে আদালত প্রতিবাদীকে ব্যক্তিগত ভাবে হাজির হতে বলার মতো কারণ দেখতে পায়, সেখানে সমন দ্বারা এমন আদেশ দেওয়া যাবে যাতে সমন-এ নির্দেশ করা তারিখে সে আদালতে ব্যক্তিগত ভাবে হাজির হয়।

(২) যেখানে আদালত বাদীকে সেই দিনই ব্যক্তিগত ভাবে হাজির হতে বলার মতো কারণ দেখতে পায় সেখানে আদালত তাকে এমন হাজিরার জন্য আদেশ করবে।

॥ বিধি ঃ ৪ ॥ কোনো পক্ষকে ব্যক্তিগত হাজির হওয়ার জন্য ততক্ষণ কোনো আদেশ দেওয়া যাবে না যতক্ষণ সে কোনো নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে বসবাস না করবে [No party to be ordered to appear in person unless resident within certain limits]—কোনো পক্ষকে ব্যক্তিগত ভাবে হাজির হওয়ার জন্য শুধু মাত্র তখনই আদেশ দেওয়া যাবে যখন সে—

(ক) আদালতের সাধারণ প্রারম্ভিক অধিক্ষেত্রর স্থানীয় সীমার মধ্যে বসবাস করে; অথবা

(খ) ঐ সীমার বাইরে হলেও এমন স্থানে বসবাস করে যা আদালত ভবন থেকে পঞ্চাশ মাইলের কম বা [যেখানে সে বাস করে সেই জায়গার এবং যেখানে আদালত অবস্থিত, সেই জায়গায় মধ্যবর্তী দূরত্বের ছ'ভাগের পাঁচ ভাগ (অর্থাৎ পঞ্চ-যষ্ঠাংশ) দূরত্বের মধ্যে রেল বা স্টীমার যোগাযোগ বা অন্য কোনো প্রতিষ্ঠিত সার্বজনিক পরিবহন থাকে] দু'শ মাইলের কম দূরত্বের হয়।

॥ বিধি ঃ ৫ ॥ সমন হয় বিচার্য-বিষয় নির্ধারণের জন্য হবে অথবা চূড়ান্ত নিষ্পত্তির জন্য হবে [Summons to be either to settle issues or for final disposal]—আদালত সমন দেবার সময় স্থির করবে যে তা কি শুধু বিচার্য-বিষয় স্থিরীকরণের জন্য হবে, না মকদ্দমার চূড়ান্ত নিষ্পত্তির জন্য হবে এবং সমন-এ সেই মতো নির্দেশ সংশ্লিষ্ট থাকবে ঃ

প্রকাশ থাকে যে, লঘুবাদ আদালত দ্বারা শ্রুত হবে এমন প্রত্যেক মকদ্দমার সমন হবে মকদ্দমার চূড়ান্ত নিষ্পত্তির জন্য।

॥ বিধি ঃ ৬ ॥ প্রতিবাদীর হাজিরার জন্য দিন ধার্য করতে হবে [Fixing day for appearance of defendant]—প্রতিবাদীর হাজিরার জন্য দিন, আদালতের চলতি কাজকর্ম, প্রতিবাদীর বাসস্থান এবং সমন জারির জন্য প্রয়োজনীয় সময় বিবেচনা করে ঠিক করা হবে এবং সেই দিনটি এমন ভাবে ঠিক করা হবে যে ঐ দিন হাজির হতে বা জবাব দেওয়ার মতো সমর্থ হতে প্রতিবাদী পর্যাপ্ত সময় পায়।

॥ বিধি ঃ ৭ ॥ প্রতিবাদী যে দস্তাবেজের ওপর নির্ভর করছে, তা পেশ করার জন্য সমন-এ আদেশ থাকবে [Summons to order defendant to produce documents relied on by him]—হাজির হওয়াব ও জবাব দেওয়ার জন্য সমন-এ প্রতিবাদীকে আদেশ দেওয়া হবে যে, সে যেন তার দখলে এবং ক্ষমতায় থাকা এমন যাবতীয় দস্তাবেজ পেশ করে যাতে তার মকদ্দমার সমর্থনে নির্ভর করা তার অভিপ্রেত হয়।

॥ বিধি ঃ ৮ ॥ চূড়ান্ত নিষ্পত্তির জন্য সমন জারি করে সাক্ষীদের পেশ করার জন্য প্রতিবাদীকে নির্দেশ দিতে হবে [On issue of summons for final disposal, defendant to be directed to produce his witnesses]—সমন যেখানে চূড়ান্ত নিষ্পত্তির জন্য জারি করা হয়, সেখানে তাতে প্রতিবাদীকে এমন নির্দেশও দেওয়া হবে যে, সে সাক্ষীদের সাক্ষ্যের ওপর তার মকদ্দমার সমর্থনে সে নির্ভর করতে চাইছে তাদের যেন ঐ দিনই পেশ করে, যে দিনটিকে তার হাজিরার জন্য স্থির করা হয়েছে।

সমন জারি (Service of Summons)

॥ বিধি ঃ ৯ ॥ জারি করার জন্য সমন প্রদান অথবা প্রেরণ [Delivery or

transmission of summons for service]—(১) প্রতিবাদী যেখানে ঐ আদালতের অধিক্ষেত্রের ভেতর বসবাস করে, যে আদালতে মকদ্দমা দায়ের করা হয়েছে অথবা সেই অধিক্ষেত্রের ভেতর বসবাসকারী তার এমন নিযুক্তক, যে সমন-এর জারি গ্রহণ করার জন্য সক্ষম, সেখানে যতক্ষণ আদালত অন্য রকম কিছু নির্দেশ না দিচ্ছে, সমন উপযুক্ত আধিকারিককে তার দ্বারা বা তার অধীনস্থ কোনো একজনের দ্বারা জারি করার জন্য দেওয়া হবে বা পাঠানো হবে।

(২) উপযুক্ত আধিকারিক ঐ আদালত থেকে, যে আদালতে মকদ্দমা দায়ের করা হয়েছে, ভিন্ন কোনো আদালতের আধিকারিক হতে পারবেন এবং যেখানে তিনি এমন আধিকারিক সেখানে তাকে সমন ডাক মারফৎ বা এমন কোনো পদ্ধতিতে পাঠানো যেতে পারে যেমন (পদ্ধতি) আদালত নির্দিষ্ট করবে।

॥ বিধি ঃ ১০ ॥ জারি করার পদ্ধতি [Mode of Service]—সমন-এর জারি তার এমন প্রতিলিপির অর্পণ বা প্রদান দ্বারা করা হবে যা ন্যায়াধীশ বা এমন আধিকারিক দ্বারা, যাকে সে এই হেতু নিযুক্ত করেছে, স্বাক্ষরিত হবে এবং যার ওপর আদালতের শীলমোহর দেওয়া থাকবে।

॥ বিধি ঃ ১১ ॥ বেশ কয়েকজন প্রতিবাদীর ওপর জারি [Service on several defendants]—অন্য কোনো নির্দেশ ছাড়া যেখানে একাধিক প্রতিবাদী থাকে, সেখানে প্রত্যেক প্রতিবাদীর ওপর সমন জারি করতে হবে।

॥ বিধি ঃ ১২ ॥ সম্ভাব্য ক্ষেত্রে প্রতিবাদীর ওপর ব্যক্তিগত ভাবে সমন জারি করতে হবে অন্যথা তার নিযুক্তকের ওপর জারি করতে হবে [Service to be on defendant in person when practicable or on his agent]—যেখানেই সম্ভব হবে, সমন জারি প্রতিবাদীর ওপর ব্যক্তিগত ভাবে করা হবে, তবে যদি জারি গ্রহণ করার মতো তার কোনো সক্ষম নিযুক্তক থাকে তাহলে সেক্ষেত্রে তার ওপর জারিই যথেষ্ট হবে।

॥ বিধি ঃ ১৩ ॥ যে নিযুক্তকের দ্বারা প্রতিবাদী ব্যবসা-পরিচালনা করে সেই নিযুক্তকের ওপর জারি [Service on agent by whom defendant carries on business]—(১) কোনো ব্যবসা বা কাজকর্মের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত এমন কোনো মকদ্দমায় যা দায়ের করা হয়েছে এমন ব্যক্তির বিরুদ্ধে যে ঐ আদালতের অধিক্ষেত্রের স্থানীয় সীমার মধ্যে বসবাস করে না, যে আদালত এমন সমন দিয়েছে, কোনো এমন ব্যবস্থাপক বা নিযুক্তকের ওপর জারি যথার্থ জারি বলে ধরা হবে, যিনি জারির সময় উক্ত সীমার মধ্যে উক্ত ব্যক্তির হয়ে ব্যক্তিগতভাবে এমন ব্যবসা বা কাজকর্ম করছিলেন।

(২) পোতাধ্যক্ষের সম্পর্কে এই বিধির প্রয়োজনার্থ ধরে নেওয়া হবে যে তিনি মালিক বা চুক্তি সম্পাদনান্তে ভাড়াতে নেওয়া ব্যক্তির নিযুক্তক।

॥ বিধি ঃ ১৪ ॥ স্থাবর সম্পত্তির মামলায় ভারপ্রাপ্ত নিযুক্তকের ওপর জারি [Service on agent in charge in suits for immovable property]—যখন কোনো স্থাবর সম্পত্তির দরুণ উপশম (প্রতিকার) বা সেই সম্পত্তির সম্পাদিত কোনো ক্ষতির জন্য ক্ষতিপূরণ প্রাপ্তির মকদ্দমায় জারি প্রতিবাদীর ওপর ব্যক্তিগত ভাবে করা যায় না এবং ঐ জারি গ্রহণ করার জন্য প্রতিবাদীর সক্ষম কোনো নিযুক্তক নেই তখন জারি করা যাবে প্রতিবাদীর এমন নিযুক্তকের ওপর যে ঐ সম্পত্তির ভারপ্রাপ্ত।

॥ বিধি ঃ ১৫ ॥ জারি যখন প্রতিবাদীর আত্মীয়দের কোনো প্রাপ্ত বয়স্ক সদস্যের ওপর করা যায় [Where service may be on an adult member of defendant's family]—কোনো মকদ্দমায় প্রতিবাদী যখন তার বাসস্থানে সেই সময়ে অনুপস্থিত থাকে যখন তার বাসস্থানে সমন জারি করার আছে এবং যুক্তিসঙ্গত সময়কাল পর্যন্ত তাকে তার বাসস্থানে পাওয়ার সম্ভাবনা থাকে না এবং তার তরফে সমন-এর জারি গ্রহণ করার মতো সক্ষম তার কোনো নিযুক্তক নাই সেখানে প্রতিবাদীর সঙ্গে বসবাস করে এমন যে কোনো প্রাপ্ত বয়স্ক পারিবারিক সদস্যের ওপর করা যাবে—তা সে পুরুষ হোক বা মহিলা।

স্পষ্টীকরণ—এই বিধির অর্থের মধ্যে বাড়ির চাকর পরিবারের সদস্য বলে পরিগণিত হবে না।

॥ বিধি ঃ ১৬ ॥ যে ব্যক্তির ওপর জারি করা হয়েছে সেই ব্যক্তি প্রাপ্তি স্বীকারমূলক স্বাক্ষর করবে [Person served to sign acknowledgement]—যেখানে জারিকারী আধিকারিক সমনের প্রতিলিপি, প্রতিবাদীকে ব্যক্তিগত ভাবে বা সেই নিমিত্তে তার নিযুক্তককে বা কোনো অন্য ব্যক্তিকে অর্পণ করেন বা প্রদান করেন, সেখানে যে ব্যক্তিকে তা অর্পণ করা হয়েছে বা প্রদান করা হয়েছে তার কাছে সে ঐ মূল সমন-এ পৃষ্ঠাঙ্কিত জারির প্রাপ্তি স্বীকারে স্বাক্ষর অভিপ্রায় করবে।

॥ বিধি ঃ ১৭ ॥ প্রতিবাদী যখন জারিকরণ প্রত্যাখ্যান করে বা তাকে খুঁজে পাওয়া যায় না, তেমন ক্ষেত্রে প্রক্রিয়া [Procedure when defendant refuses to accept service or cannot be found]—প্রতিবাদী বা তার নিযুক্তক বা উপরোক্ত মতো কোনো অন্য ব্যক্তি যখন প্রাপ্তি স্বীকারে স্বাক্ষর করতে অস্বীকার করে বা যেখানে জারিকারী আধিকারিক যাবতীয় যথাযথ এবং যুক্তিসঙ্গত তৎপরতা গ্রহণ করা সত্ত্বেও উক্ত প্রতিবাদীকে খুঁজে না পায়, যে তার বাসস্থানে সেই সময়ে অনুপস্থিত যখন তার ওপর সমন জারি তার বাসস্থানেই করার থাকে এবং যুক্তিসঙ্গত সময় কালের মধ্যে তাকে তার বাসস্থানে পাওয়ার সম্ভাবনা থাকে না এবং এমন কোনো নিযুক্তকও নাই যে সমন-এর জারি তার তরফে গ্রহণ করার জন্য সক্ষম এবং এমন অন্য কোনো ব্যক্তিও নেই যার ওপর জারি করা যায়, সেখানে জারিকারী আধিকারিক ঐ বাড়ির, যেখানে প্রতিবাদী সাধারণ ভাবে বসবাস করছে, বা ব্যবসা করছে বা মুনাফার জন্য ব্যক্তিগত ভাবে কাজ করছে, সদর দরজায় বা বাড়ির অন্য কোনো সহজদৃষ্ট অংশে সমন-এর একটি প্রতিলিপি এঁটে দেবে এবং তখন যে মূল প্রতিলিপিটি তাতে পৃষ্ঠাঙ্কিত বা তাতে সংশ্লিষ্ট এমন রিপোর্ট (বা প্রতিবেদন)-এর সঙ্গে, যাতে বিবৃত থাকবে যে, সে ঐ প্রতিলিপি এমন ভাবে এঁটে (বা লাগিয়ে) দিয়েছেন এবং তা কেমন পরিস্থিতি ছিল যাতে তাকে এমনটা করতে হয়েছে বলা থাকবে এবং যাতে সেই ব্যক্তির (যদি কেউ থাকে) নাম ও ঠিকানা উল্লিখিত থাকবে যে ঐ বাড়িটি চিনিয়ে দিয়েছিল এবং যার উপস্থিতিতে প্রতিলিপি এঁটে দেওয়া হয়েছিল, ঐ আদালতকে ফেরত পাঠাবে, যে আদালত ঐ সমন দিয়েছিল।

॥ বিধি ঃ ১৮ ॥ জারি করার সময় ও প্রক্রিয়ার পৃষ্ঠাঙ্কন [Endorsement of time

and manner of service]—জারিকারী আধিকারিক তেমন সব অবস্থায়, যাতে জারি বিধি-১৬-র অধীনে করা হয়েছে, সেই সময়, যখন এবং যে প্রক্রিয়াতে জারি করা হয়েছিল, সেই প্রক্রিয়া এবং যদি এমন কোনো ব্যক্তি থাকে, যে ঐ ব্যক্তিকে, যার ওপর জারি করা হয়েছে, তাকে সনাক্ত করেছিল এবং যে সমন অর্পণ ও প্রদানের সাক্ষী ছিল, তাহলে তার নাম ও ঠিকানা বিবৃতকারী বিবরণ মূল সমন-এর পৃষ্ঠাঙ্কৃত করবে বা করাবে বা মূল সমন-এর সঙ্গে সংলগ্ন করবে বা করাবে।

॥ বিধি ঃ ১৯ ॥ জারিকারী আধিকারিকের পরীক্ষা [Examination of serving officer]—যেখানে বিধি-১৭-র অধীনে সমন ফেরত দেওয়া হয়, সেখানে আদালত ঐ বিধির অধীনে জারিকারী আধিকারিকের শপথনামা দ্বারা সত্যাখ্যাত না হয়ে থাকলে, শপথ গ্রহণ করিয়ে উক্ত জারিকারী আধিকারিককে পরীক্ষা করাবে, অথবা তার কার্যবাহ সংক্রান্ত অন্য আদালত দ্বারা তাকে পরীক্ষা করাবে এবং তা সেইভাবে সত্যাখ্যাত হয়ে থাকলে জারিকারী আধিকারিককে পরীক্ষা করাতে পারে অথবা তার কার্যবাহ সংক্রান্ত অন্য আদালত দ্বারা তাকে পরীক্ষা করাতে পারে, আদালত যেমন যথাযথ বিবেচনা করবে ঐ ব্যাপারে সেই রকম আরও তদন্ত করতে পারে এবং ঘোষণা করবে যে, সমন যথাযথ ভাবে জারি করা হয়েছে অথবা যেমন যথাযথ বিবেচনা করবে সেই রকম জারির আদেশ দেবে।

॥ বিধি ঃ ১৯-ক ॥ ব্যক্তিগত ভাবে জারি করা ছাড়াও জারি করার জন্য ডাকের মাধ্যমে একসঙ্গে সমন জারি করা [Simultaneous issue of summons for service by post in addition to personal service]—(১) বিধি-৯ থেকে বিধি-১৯ মতো ব্যক্তিগত ভাবে সমন দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আদালত প্রতিবাদীকে এবং তার কোনো প্রতিনিধিকে, যেখানে সে থাকে রেজিস্টার্ড ডাকে স্বীকারোক্তি করা পত্র সহ সমন পাঠাবার ব্যবস্থা করবে ঃ

প্রকাশ থাকে যে, আদালত যদি মকদ্দমার পরিস্থিতিতে এমন প্রয়োজন মনে করে যে, রেজিস্টার্ড ডাকে সমন পাঠাবার দরকার নাই তাহলে ঐ আদালত তা নাও পাঠাতে পারে।

(২) সমন ইত্যাদি পাঠাবার পর যদি প্রতিবাদী বা তার কোনো প্রতিনিধি তা গ্রহণ না করে (অর্থাৎ গ্রহণ করতে অস্বীকার করে) এবং আদালতে তা ফেরত আসে, সরবরাহকারী ডাকঘর যদি ঐ সমন নিতে ঐ প্রতিবাদী বা তার প্রতিনিধি অস্বীকার করেছে বলে তাতে মন্তব্য করে তাহলে তা সবই প্রতিবাদীকে দেওয়া হয়েছে বলে আদালত মনে করবে ঃ

প্রকাশ থাকে যে, যখনই কোনো সমন প্রাপ্তি স্বীকার পত্র সহ রেজিস্টার্ড ডাকে পাঠানো হয়েছে অথচ তা ত্রিশ দিনের মধ্যে প্রাপ্তি স্বীকার পত্র হারিয়ে যাওয়া বা অন্যত্র দাখিল হয়ে যাওয়ার কারণবশত পাওয়া না যায় তাহলেই এই উপবিধি কার্যকরী হবে।

॥ বিধি ঃ ২০ ॥ প্রতিস্থাপিত জারি [Substituted service]—(১) যে ক্ষেত্রে আদালত যুক্তিসঙ্গত কারণে বিশ্বাস করে যে, প্রতিবাদী সমনের জারিকরণ পরিহার করার জন্য লুকিয়ে থাকছে অথবা অন্য কোনো কারণে সমন সাধারণ ভাবে জারি করা যাচ্ছে না সেক্ষেত্রে আদালত-ভবনের কোনো দৃষ্টি আকর্ষণকারী জায়গায় অথবা

যে বাড়িতে প্রতিবাদী শেষবারের মতো বসবাস করেছে বা ব্যবসা চালিয়েছে বা মুনাফার জন্য ব্যক্তিগত ভাবে কাজকর্ম করেছে বলে জ্ঞাত হয় তার বিশেষ কোনো জায়গায় সমনের একটি প্রতিলিপি এঁটে দিয়ে অন্য কোনো প্রক্রিয়ায় জারি করার জন্য আদালত আদেশ দেবে।

(১-ক) যদি আদালত খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন দেওয়ার ব্যাপারে কোনো নির্দেশ দেয় তাহলে যে অঞ্চলে প্রতিবাদী বসবাস করে বা আগে করত, সেই অঞ্চলে সরবরাহ হয় এমন দৈনিক খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন দিতে হবে।

(২) **প্রতিস্থাপিত জারির প্রভাব** [Effect of substituted service]—আদালতের আদেশ মতো প্রতিস্থাপিত জারি এমন ভাবে ফলপ্রসূ হবে যেন তা ব্যক্তিগত ভাবে প্রতিবাদীর ওপর জারি করা হয়েছে।

(৩) **যেখানে জারি প্রতিস্থাপিত হয়েছে সেখানে হাজিরার জন্য সময় ধার্য করে দিতে হবে** [Where service substituted, time for appearance to be fixed]—যেক্ষেত্রে আদালতের আদেশক্রমে জারি প্রতিস্থাপিত হয়, সেক্ষেত্রে আদালত মামলার প্রয়োজন অনুসারে প্রতিবাদীর হাজিরার সময় ধার্য করে দেবে।

॥ বিধি ঃ ২০-ক ॥ নিরসিত।

॥ বিধি ঃ ২১ ॥ প্রতিবাদী যেখানে কোনো অন্য আদালতের অধিক্ষেত্রের মধ্যে বসবাস করছে সেখানে সমন জারি করা [Service of summons where defendant resides within jurisdiction of another Court]—যে আদালত সমন প্রদান করে সেই আদালতের দ্বারা রাজ্যের মধ্যে বা রাজ্যের বাইরে, তার আধিকারিকদের কোনো একজনের মারফত বা ডাক যোগে সেখানে প্রতিবাদী বসবাস করে সেই জায়গার ওপর অধিক্ষেত্রে আছে এমন যে কোনো অন্য আদালতে (যা উচ্চ আদালত নয়) সমন পাঠানো যেতে পারে।

॥ বিধি ঃ ২২ ॥ বাইরের আদালত কর্তৃক প্রদত্ত সমন প্রেসিডেন্সি-শহরের মধ্যে জারি করা [Service within presidency-towns of summons issued by Courts outside]—যেখানে কোলকাতা, মাদ্রাজ (অধুনা চেন্নাই) এবং মুম্বাই শহরগুলোর সীমার বাইরে প্রতিষ্ঠিত কোনো আদালতের দেওয়া সমন ঐ ধরনের সীমার মধ্যে জারি করার থাকে, সেখানে তা যে লঘুবাদ-আদালতের অধিক্ষেত্রের মধ্যে জারি করতে হবে সেই লঘুবাদ আদালতে পাঠাতে হবে।

॥ বিধি ঃ ২৩ ॥ যে আদালতকে সমন পাঠানো হয়েছে তার কর্তব্য [Duty of Court to which summons is sent]—বিধি-২১ ও বিধি-২২ অনুসারে যে আদালতে সমন পাঠানো হয় সেই আদালত ঐ সমন পেয়ে এমন ভাবে এগোবেন যেন ঐরকম আদালতের দ্বারা তা দেওয়া হয়েছে এবং তারপরে যে আদালতে প্রধানতঃ (বা মূলতঃ) তা দিয়েছিল সেই আদালতে ঐ বিষয় সম্পর্কিত কার্যবাহর নথি (যদি কিছু থাকে) সহ তা ফেরত পাঠাবে।

॥ বিধি ঃ ২৪ ॥ কারাবদ্ধ প্রতিবাদীর ওপর জারি করা [Service on defendant in prison]—প্রতিবাদী যে ক্ষেত্রে কারাবদ্ধ অবস্থায় রয়েছে সেক্ষেত্রে প্রতিবাদীর ওপর জারি করার জন্য সমন অর্পণ করতে হবে বা প্রেরণ করতে হবে ডাক মারফত

অথবা অন্য ভাবে ঐ সমন কারাগারের ভারপ্রাপ্ত আধিকারিককে অর্পণ করতে হবে, বা তাঁর কাছে পাঠাতে হবে।

॥ বিধি ঃ ২৫ ॥ প্রতিবাদী যেখানে ভারতের বাইরে বসবাস করে এবং যদি তার কোনো নিযুক্তক (এজেন্ট) না থাকে সেক্ষেত্রে সমন জারিকরণ [Service where defendant resides out of India and has no agent]—যেখানে প্রতিবাদী ভারতের বাইরে বসবাস করে এবং যার ভারতে জারি গ্রহণ করার মতো এমন কোনো ক্ষমতাপ্রাপ্ত নিযুক্তক নাই সেখানে যে জায়গায় সে বসবাস করছে সেই জায়গার ঠিকানায় প্রতিবাদীকে ঐ সমন পাঠাতে হবে এবং যদি ঐরকম জায়গা ও যে জায়গায় সংশ্লিষ্ট আদালত অবস্থিত তার সীমানার মধ্যে ডাক ব্যবস্থা বিদ্যমান থেকে থাকে তাহলে ঐ সমন তাকে পাঠাতে হবে ডাক মারফত তার ঠিকানাতে ঃ

প্রকাশ থাকে যে, যেখানে এমন কোনো প্রতিবাদী পাকিস্তানে বসবাস করে সেখানে উক্ত সমন, তার একটা প্রতিলিপি সহ প্রতিবাদীর ওপর জারি করার জন্য প্রতিবাদী যে জায়গায় বসবাস করে সেই জায়গার ওপর যা ঐ দেশের অধিক্ষেত্রে আছে এমন যেকোনো আদালতে (যা উচ্চ আদালত নয়) পাঠাতে হবে ঃ

আরও প্রকাশ থাকে যে, যেখানে এমন প্রতিবাদী পাকিস্তানের সরকারি আধিকারিক (পাকিস্তান সামরিক বাহিনী, নৌবাহিনী বা বিমান বাহিনীর অন্তর্ভুক্ত নয় এমন) অথবা ঐ দেশের কোনো রেলওয়ে কোম্পানির স্থানীয় প্রাধিকারীর কর্মচারি, যেখানে সমন, তার একটি প্রতিলিপিসহ ঐ রকম প্রতিবাদীর ওপর জারি করার জন্য ঐ দেশের এমন আধিকারিক বা প্রাধিকারীর কাছে কেন্দ্রীয় সরকার সরকারি ঘোষ-পত্রে প্রজ্ঞাপন দিয়ে এ ব্যাপারে যেমন উল্লেখ করে তেমন ভাবে পাঠাতে হবে।

॥ বিধি ঃ ২৬ ॥ রাজনৈতিক নিযুক্তক বা আদালত মারফত বিদেশি রাজ্যক্ষেত্রে (সমন) জারিকরণ [Service in foreign territory through Political Agent or Court]—যেখানে—

(ক) কেন্দ্রীয় সরকারের ওপর বর্তায় এমন বিদেশি অধিক্ষেত্রর প্রয়োগে, এমন কোনো নিযুক্তক নিযুক্ত হয়েছেন অথবা এমন কোনো আদালত স্থাপিত হয়েছে বা চালিয়ে যাওয়া হচ্ছে যে আদালতের ক্ষমতা আছে বিদেশে যে অঞ্চলে প্রতিবাদী বসবাস করে যে অঞ্চলে এই সংহিতার অধীনে আদালতের দেওয়া সমন জারি করার; অথবা

(খ) সরকারি ঘোষ-পত্রে প্রজ্ঞাপন দিয়ে রাজ্য সরকার উপরি উল্লিখিত মতো অধিক্ষেত্র প্রয়োগে স্থাপিত নয় বা চালিয়ে যাওয়া হচ্ছে না, এমন কোনো অঞ্চলে অবস্থিত এমন যে কোনো আদালত সম্পর্কে ঘোষণা করে যে, এই সংহিতার অধীনে ঐ রাজ্যের আদালত কর্তৃক দেওয়া সমনের এমন আদালত কর্তৃক জারিকরণ বৈধ জারিকরণ বলে পরিগণিত হবে, সেখানে উক্ত সমন ঐ রকম রাজনৈতিক নিযুক্তক বা আদালতের কাছে বিবৃত প্রতিবাদীর ওপর জারিকরণের ডাক মারফৎ বা অন্য কোনো উপায়ে পাঠানো যেতে পারে এবং ঐ রাজনৈতিক নিযুক্তক অথবা আদালত যদি ঐ সমন ফেরত দেয় এবং সমনের পেছনে উক্ত রাজনৈতিক বা নিযুক্তক বা ঐ আদালতের ন্যায়াধীশ বা অন্য কোনো আধিকারিক কর্তৃক স্বাক্ষর করা এমন লিখন থাকে যে এর পরে নির্দেশ করা প্রক্রিয়ার উক্ত সমন ঐ প্রতিবাদীর জারি করা হয়েছে তাহলে ঐ রকম পৃষ্ঠাঙ্কন জারিকরণের প্রমাণ হিসাবে গ্রহণ করা হবে।

॥ বিধি ঃ ২৬-ক ॥ বিদেশের আধিকারিকদের কাছে সমন প্রেরণ [Summonses to be sent to officers of foreign Countries]—কেন্দ্রীয় সরকার বিজ্ঞপ্তি দিয়ে ঘোষণা করতে পারে যে, কোনো প্রতিবাদী বিদেশে কোনো বিভাগে কর্মরত বা স্বেচ্ছায় মুনাফার জন্য ব্যবসা চালাচ্ছে বা থাকছে, ভারত সরকার তখন বিদেশ দপ্তরের মাধ্যমে সেই দেশের বিদেশ দপ্তরে বা আধিকারিকের কাছে প্রতিবাদীকে দেওয়ার জন্য পাঠানো যাবে এবং তা ঐ আধিকারিক কর্তৃক সমর্থিত হয়ে ফেরত আসলে সাক্ষ্য হিসাবে গ্রহণ করা যাবে।

॥ বিধি ঃ ২৭ ॥ অসামরিক সরকারি আধিকারিকের ওপর বা রেল কোম্পানির বা স্থানীয় আধিকারিকের কর্মচারির ওপর জারি [Service on civil public officer or on servant of Railway Company or local authority]—প্রতিবাদী যেখানে কোনো সরকারি আধিকারিক (ভারতীয় সামরিক বাহিনী, নৌবাহিনী বা বিমান বাহিনীর অন্তর্ভুক্ত নয় এমন) অথবা কোনো রেলওয়ে কোম্পানির বা স্থানীয় কোনো প্রাধিকারীর কোনো কর্মচারি, সেখানে আদালত, যদি সেই আদালতের এমন প্রতীত হয় যে, সমন বিশেষ সুবিধাজনক ভাবে এমন প্রকারে জারি করা যেতে পারে, তাহলে প্রতিবাদীর ওপর তা জারি করার জন্য যে কার্যালয়ে সে নিযুক্ত আছে তার প্রধানের কাছে তা পাঠাতে পারে, সঙ্গে তার একটি প্রতিলিপি দিয়ে, যে প্রতিলিপি ঐ প্রতিবাদী রেখে দেবে।

॥ বিধি ঃ ২৮ ॥ সৈনিক, নৌসেনা, বায়ুসেনাদের ওপর জারি [Service on soldiers, sailors or air-men]—প্রতিবাদী যেখানে একজন সৈনিক, নাবিক বা বৈমানিক, সেখানে সমন জারি করার জন্য আদালত তা তার সেনাপতির (বা সেনা-প্রধানের) কাছে পাঠাবে, তার একটি প্রতিলিপি সহ, যে প্রতিলিপি ঐ প্রতিবাদী তার কাছে রেখে দিতে পারে।

॥ বিধি ঃ ২৯ ॥ সমন জারি করার জন্য যাকে প্রদান করা হয় বা প্রেরণ করা হয় সেই ব্যক্তির কর্তব্য [Duty of person to whom summons is delivered or sent for service]—(১) যেখানে সমন জারির জন্য কোনো ব্যক্তিকে বিধি-২৪ ও বিধি ২৭ বা বিধি-২৮ এর অধীনে দেওয়া হয়েছে বা পাঠানো হয়েছে সেখানে এমন ব্যক্তি তা জারি, যদি সম্ভব হয়, করার জন্য এবং নিজের স্বাক্ষর করে প্রতিবাদীর লিখিত প্রাপ্তি স্বীকার সহ ফেরত দেবার জন্য বাধ্য হবে এবং এমন স্বাক্ষর জারির বলে ধরা হবে।

(২) কোনো কারণে যেখানে জারি সম্ভব নয় সেখানে সমন এমন কারণের জন্য এবং জারি করানোর জন্য কৃত কার্যবাহর সম্পূর্ণ বিবৃতি সহ (কথনসহ) আদালতকে ফেরত পাঠানো হবে এবং এমন বিবৃতি (কথন)-টিকে জারি না হওয়ার সাক্ষ্য বলে ধরে নেওয়া হবে।

॥ বিধি ঃ ৩০ ॥ সমন-এর বদলে পত্রে প্রতিস্থাপন [Substitution of letter for summons]—(১) ইতিপূর্বে এতে যা বিবৃত করা হয়েছে তা সাপেক্ষে যেখানে আদালত এমন অভিমত ব্যক্ত করবে যে, প্রতিবাদী এমন মর্যাদার যা তাকে তার প্রতি

এমন সম্মানজনক আচরণ করার জন্য অধিকারী করে সেখানে ঐ সমন-এর বদলে এমন পত্র প্রতিস্থাপিত করতে পারবেন, যা ন্যায়াধীশ দ্বারা অথবা এমন আধিকারিক দ্বারা, যা তিনি এই নিমিত্ত নিযুক্ত করেন, স্বাক্ষরিত হবে।

(২) উপবিধি-(১)-এর অধীন প্রতিস্থাপিত পত্রতে সেই সব অনুপুঙ্খ বিবরণ সন্নিবিষ্ট হবে যেগুলো সমন-এ বিবৃত হওয়া আবশ্যক এবং উপবিধি (২)-এর বিধানসমূহ সাপেক্ষে তা সব রকম ভাবে সমন বলে মনে করা হবে।

(৩) এধরনের প্রতিস্থাপিত পত্র প্রতিবাদীকে ডাক মারফৎ বা আদালত কর্তৃক নির্বাচিত কোনো বিশেষ সংবাদ-বাহক দ্বারা বা এমন কোনো অন্য পদ্ধতিতে, যা আদালত যথার্থ মনে করবে, পাঠানো যাবে এবং যেখানে প্রতিবাদীর এমন কোনো নিযুক্তক (বা এজেন্ট) থাকে যে এমন জারি গ্রহণ করাতে সক্ষম সেখানে ঐ পত্র ঐ নিযুক্তককেও দেওয়া যেতে পারে কিংবা পাঠানো যেতে পারে।

আদেশ—৬
[ORDER : 6]
সাধারণভাবে ওকালতি (সওয়াল-জবাব)
(Pleadings Generally)

(বিধি ১ থেকে বিধি ১৮)

॥ বিধি ঃ ১ ॥ ওকালতি [Pleading]—**ওকালতি** বলতে বুঝাবে আর্জি (বাদপত্র) বা লিখিত বিবৃতি।

॥ বিধি ঃ ২ ॥ ওকালতিতে গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাদি বিবৃত হবে, সাক্ষ্য নয় [Pleading to state material facts and not evidence]—(১) প্রত্যেক ওকালতিতে সেই সব গুরুত্বপূর্ণ তথ্যের সংক্ষিপ্ত বিবৃতি সন্নিবিষ্ট থাকবে, যেগুলোর ওপর ওকালতি করা পক্ষ, যেখানে যে প্রকার নিজের দাবি বা নিজের প্রতিরক্ষণের জন্য নির্ভর করে এবং কেবল সেইসব তথ্যের, কিন্তু সাক্ষ্যের নয়, যেগুলোর দ্বারা এগুলোকে প্রমাণিত করতে হবে, সংক্ষিপ্ত বিবৃতি সন্নিবিষ্ট থাকবে।

(২) প্রত্যেক ওকালতিকে প্রয়োজনানুসারে বিভিন্ন অনুচ্ছেদে বিভক্ত করা হবে, যাতে ক্রমিক সংখ্যা দেওয়া হবে, প্রত্যেক অভিযোগ সুবিধানুসার আলাদা অনুচ্ছেদে করা হবে।

(৩) ওকালতিতে (আর্জি বা লিখিত বিবৃতি) তারিখ, পরিমাণ, সংখ্যা কথাগুলি অঙ্ক (চিহ্ন) এবং শব্দেও ব্যক্ত করা হবে।

॥ বিধি ঃ ৩ ॥ ওকালতির নিদর্শ [Forms of Pleading]—পরিশিষ্ট ক-এর নিদর্শসমূহে, যখন প্রযোজ্য হওয়ার মতো হবে এবং যেখানে প্রযোজ্য হওয়ার মতো হবে না, সেখানে যতদূর সম্ভব, মোটামুটি সেই রকমই নিদর্শ সমস্ত ওকালতির জন্য ব্যবহার করা হবে।

॥ বিধি ঃ ৪ ॥ যেখানে প্রয়োজন হবে সেখানে বিশদ বিবরণ দিতে হবে [Particulars to be given where necessary]—যে সব ক্ষেত্রে ওকালতিকারী পক্ষ কোনো মিথ্যাবর্ণন, কপটতা, বিশ্বাসভঙ্গ ইচ্ছাকৃত ব্যতিক্রম (খেলাপ) বা অনুচিত (যথার্থ নয় এমন) প্রভাবের অভিবাক্-এর ওপর নির্ভর করে (বা আস্থাস্থাপন করে) তেমন সব ক্ষেত্রে, যেখানে সেই সব অনুপুঙ্খ বিবরণ ছাড়া এমন অনুপুঙ্খ বিবরণ যা পূর্বোক্ত নিদর্শে উদাহরণস্বরূপ দর্শিত করা হয়েছে, প্রয়োজন হয়, ওকালতিতে সেই অনুপুঙ্খ বিবরণসমূহ (যদি প্রয়োজন হয় তাহলে তারিখ ও দফা সহ) বিবৃত করা হবে।

॥ বিধি ঃ ৫ ॥ আরও অধিক ভালো বিবৃতি বা বিশদ বিবরণ [Further and better statement or particulars]—দাবি বা প্রতিরক্ষণের প্রকৃতির অতিরিক্ত এবং অধিক ভালো বিবৃতি দেওয়ার বা কোনো ওকালতিতে বিবৃত কোনো কিছুর অতিরিক্ত এবং অধিক ভালো অনুপুঙ্খ বিবরণসমূহ দেওয়ার আদেশ খরচ ও অন্য কিছুর ব্যাপারে এমন শর্তসমূহের অধীনে দেওয়া যাবে যা আইনসম্মত হয়।

॥ **বিধি ঃ ৬** ॥ **পূর্বশর্ত** [Condition precedent]—যে কোনো পূর্বশর্ত পালনের বা ঘটিত হওয়ার প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার অভিপ্রায় করা হয় তা যেখানে যেমন, বাদী বা প্রতিবাদী দ্বারা তার ওকালতিতে স্পষ্টতঃ নির্দিষ্ট করা হবে তার সাপেক্ষে বাদী বা প্রতিবাদীর পক্ষর জন্য প্রয়োজনীয় পূর্বশর্তের পালন বা ঘটিত হওয়ার সত্যরূপ দৃঢ় বর্ণনা তার ওকালতিতে বিবক্ষিত হবে।

॥ **বিধি ঃ ৭** ॥ **ব্যতিক্রম** [Departure]—যে কোনো ওকালতিতে দাবির কোনো নতুন ভিত্তি বা তথ্য সম্পর্কিত কোনো অভিযোগ, যা তার ওকালতিকারী পক্ষর পূর্ববর্তী ওকালতির সঙ্গে অসঙ্গত, সংশোধন করা ব্যতিরেকে উত্থাপনও করা যাবে না এবং বিধৃতও করা যাবে না।

॥ **বিধি ঃ ৮** ॥ **চুক্তি অস্বীকারকরণ** [Denial of contract]—যেখানে কোনো ওকালতিতে কোনো চুক্তির অভিকথন রয়েছে, সেখানে বিরোধী পক্ষ দ্বারা কৃত শুধুই অস্বীকারের অর্থ হবে তা কেবল ব্যক্ত চুক্তির, যা অভিকথিত হয়েছে অথবা সেইসব তথ্যের বিষয়ের, যা দিয়ে ঐ চুক্তি বিবক্ষিত করা যেতে পারে, অস্বীকার, তা এমন চুক্তির বৈধতা বা আইনের দৃষ্টিতে পর্যাপ্ততার অস্বীকার নয়।

॥ **বিধি ঃ ৯** ॥ **দস্তাবেজের প্রভাব বিবৃত করতে হবে** [Effect of document to be stated]—যেখানেই কোনো দস্তাবেজের অন্তর্বস্তু গুরুত্বপূর্ণ, সেখানে তা সম্পূর্ণ ভাবে অথবা তার কোনো অংশকে সন্নিবেশিত না করে তার প্রভাব (বা ফল) কে যথাসম্ভব সংক্ষিপ্ত আকারে ওকালতিতে বিবৃত করা যথেষ্ট হবে যতক্ষণ দস্তাবেজের বা তার কোনো অংশের যথাবৎ শব্দই গুরুত্বপূর্ণ না হয়।

॥ **বিধি ঃ ১০** ॥ **বিদ্বেষ, জ্ঞান ইত্যাদি** [Malice, knowledge, etc.]—যেখানেই কোনো ব্যক্তির বিদ্বেষ, প্রতারণামূলক উদ্দেশ্য, জ্ঞান বা চিত্তের অন্য কোনো অবস্থার অভিকথন করা গুরুত্বপূর্ণ, সেখানে সেই পরিস্থিতিগুলো সন্নিবেশিত না করে, যেগুলো থেকে তার অনুমান করার আছে, তাই তথ্য হিসাবে অভিকথিত করা যথেষ্ট হবে।

॥ **বিধি ঃ ১১** ॥ **বিজ্ঞপ্তি** [Notice]—যেখানেই এমন অভিকথন করা গুরুত্বপূর্ণ যে কোনো তথ্য, বিষয় বা বস্তুব বিজ্ঞপ্তি কোনো ব্যক্তির প্রতি ছিল, সেখানে যতক্ষণ এমন বিজ্ঞপ্তির নিদর্শ বা তার যথা নির্দিষ্ট শব্দ বা সেই পারিপার্শ্বিক অবস্থা, যার থেকে এমন বিজ্ঞপ্তির অনুমান করে নিতে হবে, গুরুত্বপূর্ণ না হয়, এমন বিজ্ঞপ্তিকে তথ্য-হিসাবে অভিকথিত করা যথেষ্ট হবে।

॥ **বিধি ঃ ১২** ॥ **বিবক্ষিত চুক্তি বা সম্পর্ক** [Implied contract or relation]—যখনই পত্রসমূহের বা কথোপকথনের শ্রেণী থেকে বা অন্য কোনো ভাবে কতিপয় পরিস্থিতি থেকে কোনো ব্যক্তিদের ভেতরের কোনো চুক্তি বা অন্য সম্পর্ক বিবক্ষিত করার থাকে, তখন এমন চুক্তি বা সম্পর্ককে তথ্যরূপে অভিকথিত করা এবং এমন পত্রসমূহ, কথোপকথন বা পরিস্থিতিসমূহকে বিস্তারিত সন্নিবেশিত করা ব্যতিরেকে সেগুলোর প্রতি সাধারণ ভাবে নির্দেশ দেওয়াই যথেষ্ট হবে। এবং এমতাবস্থায় যদি এমন ওকালতি করা ব্যক্তি এমন পরিস্থিতি থেকে বিবক্ষিত হতে পারে এমন একটি চুক্তি বা সম্পর্কের থেকে অধিক চুক্তি ও সম্পর্কের ওপর বিকল্প ভাবে নির্ভর করতে চায় তাহলে সে তা বিকল্প ভাবে বিবৃত করতে পারবে।

॥ বিধি ঃ ১৩ ॥ আইনের প্রাক্-প্রত্যয় [Presumption of law]—কোনো তথ্য সম্বন্ধীয় বিষয়কে, যার আইনের প্রাক্-প্রত্যয় কোনো পক্ষর অনুকূলে করে, অথবা যার প্রমাণের ভার প্রতিপক্ষর ওপর, পক্ষদের কারো দ্বারা যে কোনো ওকালতিতে অভিকথিত করা ততক্ষণ প্রয়োজনীয় হবে না, যতক্ষণ শুরুতেই তার অস্বীকার সুনির্দিষ্টভাবে না করে দেওয়া হবে [উদাহরণার্থ, যেখানে বাদী দাবির বাস্তব ভিত্তি হিসাবে হুণ্ডির ওপর মকদ্দমা দায়ের করে, তার প্রতিদানের জন্য দায়ের করে না, সেখানে হুণ্ডির প্রতিদান]

॥ বিধি ঃ ১৪ ॥ ওকালতি স্বাক্ষরযুক্ত হবে [Pleading to be signed]—প্রত্যেকটি ওকালতি (আর্জি = লিখিত বিবৃতি = হেতু ভাষণ) পক্ষ দ্বারা এবং যদি তার কোনো প্লিডার থাকে তাহলে তার দ্বারা স্বাক্ষর যুক্ত করতে হবে ঃ কিন্তু যেখানে ওকালতিকারী পক্ষর অনুপস্থিতির জন্য অথবা অন্য কোনো উত্তম হেতু জনিত কারণে ওকালতিতে সে স্বাক্ষর করতে অসমর্থ হয় সেখানে তা এমন ব্যক্তির দ্বারা স্বাক্ষর করানো যাবে যে তার অনুকূলে তাতে স্বাক্ষর করার জন্য অথবা মামলা দায়ের করার জন্য বা প্রতিরক্ষণ করার জন্য তার দ্বারা যথাযথ ভাবে প্রাধিকৃত।

॥ বিধি ঃ ১৪-ক ॥ বিজ্ঞপ্তি জারি করার জন্য ঠিকানা [Address for service of notice]—(১) পক্ষর দ্বারা দাখিল করতে যাওয়া প্রত্যেক আর্জির সঙ্গে পক্ষর ঠিকানার ব্যাপারে নির্দিষ্ট নিদর্শে বিবৃতি বিধি-১৪-তে যেমন বিধৃত আছে সেইভাবে স্বাক্ষর করে দিতে হবে।

(২) এমন ঠিকানা, আদালতে যথাযথ ভাবে পূরণ করা নিদর্শ এবং যাচাই কৃত দরখাস্ত সহ পক্ষর নতুন ঠিকানা তাতে দিয়ে দাখিল করে মাঝে-মাঝে পরিবর্তিত করা যাবে।

(৩) উপবিধি (১)-এর অধীনে কৃত বিবৃতিতে প্রদত্ত ঠিকানাকে পক্ষর রেজিস্ট্রিকৃত (নিবন্ধিত) ঠিকানা বলা হবে এবং যতক্ষণ পূর্বোক্ত ভাবে যথাযথ পরিবর্তিত না করা হয় ততক্ষণ তা মকদ্দমায় বা তাতে প্রদত্ত কোনো ডিক্রি বা প্রদত্ত আদেশের কোনো আপিলে যাবতীয় পরওয়ানা জারি হেতু এবং নির্বাহ হেতু পক্ষর ঠিকানা বলে ধরে নেওয়া হবে এবং পূর্বোক্ত সাপেক্ষে এই মামলা ও বিষয়ের চূড়ান্ত নির্ধারণের পর দু'বছর মেয়াদের জন্য ঐ একই ঠিকানা ধরা হবে।

(৪) কোনো পরওয়ানার জারি পক্ষর ওপর সমস্ত কিছুর ব্যাপারে তার নিবন্ধিত (রেজিস্ট্রিকৃত) ঠিকানাতে এমন ভাবে করা যাবে যেন ঐ পক্ষ সেখানে বসবাস করছিল।

(৫) আদালত সেক্ষেত্রে জানতে পারে যে, কোনো পক্ষর নিবন্ধিত ঠিকানা অসম্পূর্ণ, মিথ্যা বা কাল্পনিক, সেক্ষেত্রে আদালত হয় নিজ ইচ্ছায় অথবা কোনো পক্ষর আবেদনের ভিত্তিতে—

(ক) এমন ক্ষেত্রে যেখানে এমন নিবন্ধিত ঠিকানা বাদী দ্বারা প্রদত্ত হয়েছিল, সেখানে মকদ্দমা স্থগিত করার আদেশ দিতে পারবে, অথবা

(খ) এমন ক্ষেত্রে যেখানে এমন নিবন্ধিত ঠিকানা প্রতিবাদী দ্বারা প্রদত্ত হয়েছিল, সেখানে তার প্রতিরক্ষণ বাতিল করে দেওয়া হবে এবং তা এমন অবস্থায় রাখা হবে যেন সে কোনো প্রতিরক্ষণ পেশই করে নি।

(৬) যেখানে উপবিধি (৫)-এর অধীনে কোনো মকদ্দমা স্থগিত করে দেওয়া হয় অথবা প্রতিরক্ষণ বাতিল করে দেওয়া হয় সেখানে, যেখানে যেমন, বাদী বা প্রতিবাদী নিজের সঠিক ঠিকানা দেওয়ার পর আদালতের কাছে যেখানে যেমন, স্থগিতাদেশ বা প্রতিরক্ষণ বাতিল করার আদেশ বাতিল করতে পারে এমন আদেশের জন্য আবেদন করতে পারবে।

(৭) যদি আদালতের এমন মীমাংসা হয়ে যায় যে, উপযুক্ত সময়ে তার সঠিক ঠিকানা দাখিল করা থেকে পক্ষ যথেষ্ট কারণে বাধাপ্রাপ্ত হয়েছিল তাহলে ঐ স্থগিতাদেশ বা প্রতিরক্ষণ বাতিল করার আদেশ খরচ এবং অন্য বিষয় সম্পর্কে এমন শর্তাদিতে যা আদালত সঠিক মনে করে, বাতিল করতে পারবে এবং যেখানে যেমন, মকদ্দমা ও প্রতিরক্ষণের কার্যবাহর জন্য দিন ধার্য করবে।

ব্যাখ্যা—আদালত যদি দেখে যথেষ্ট বাধার জন্য পক্ষটি সঠিক ঠিকানা সরবরাহ করতে পারে নি তাহলে তার নির্দেশ প্রতিবাদীর কাছে খরচ নিয়ে অথবা যা সঠিক মনে করে সেই মতো বাতিল করে পুনরায় মকদ্দমা চলার জন্য একটা দিন ধার্য করবে।

(৮) এই বিধির কোনো কিছু আদালতকে অন্য কোনো ঠিকানায় পরওয়ানা জারি করার নির্দেশ দেওয়া থেকে, যদি কোনো কারণে এমন করা তা ঠিক বলে মনে করে, বিরত করবে না।

॥ বিধি : ১৫ ॥ ওকালতি সত্যাখ্যান [Verification of Pleadings]—(১) সমকালে বলবৎ থাকা কোনো আইন দ্বারা ভিন্ন রূপ যেমন বিধান দেওয়া আছে, তা ছাড়া প্রত্যেক ওকালতি, তা সম্পাদনকারী পক্ষর দ্বারা অথবা পক্ষধারীদের কারো দ্বারা বা এমন কোনো অন্য ব্যক্তি দ্বারা, যার সম্পর্কে আদালতে সন্তোষজনক ভাবে প্রমাণ করে দেওয়া হয়েছে যে, সে মকদ্দমার তথ্যগুলোর সঙ্গে পরিচিত, তার নিম্নাংশে সত্যাখ্যাত হবে।

(২) সত্যাখ্যানকারী ব্যক্তি ওকালতির সংখ্যাযুক্ত অনুচ্ছেদসমূহের উল্লেখ পূর্বক বিশেষ ভাবে নির্দেশ করবে যে কোন্ অনুচ্ছেদটি সে তার নিজের জ্ঞানের ভিত্তিতে সত্যাখ্যাত করছে এবং কোন্ অনুচ্ছেদটি সে তার প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে সত্যাখ্যাত করছে এবং যার সম্পর্কে তা সত্য বলে তার বিশ্বাস আছে।

(৩) সত্যাখ্যানকারী ব্যক্তি দ্বারা ঐ সত্যাখ্যান স্বাক্ষরিত করা হবে এবং তাতে যেদিন ঐ স্বাক্ষর করা হয়েছিল এবং যে জায়গায় তা স্বাক্ষর করা হয়েছিল তা বিবৃত করতে হবে।

॥ বিধি : ১৬ ॥ ওকালতি কেটে বাদ দেওয়া [Striking out Pleadings]—আদালত কার্যবাহর যে কোনো পর্যায়ে আদেশ দিতে পারবে যে, যে কোনো হেতুভাষণের (বা ওকালতিব) অন্তর্ভুক্ত এমন যে কোনো বিষয় কেটে দেওয়া হোক বা সংশোধন করা হোক, যা—

(ক) অনাবশ্যক, কলঙ্কজনক, অসার বা গোলমেলে; অথবা

(খ) মকদ্দমার ঋজু বিচারের ওপর প্রতিকূল প্রভাব বিস্তারকারী বা তাতে হয়রানি সৃষ্টিকারী বা বিলম্ব সৃষ্টিকারী; অথবা

(গ) অন্য ভাবে আদালতের প্রক্রিয়ার অপব্যবহার।

॥ বিধি ঃ ১৭ ॥ ওকালতির সংশোধন [Amendment of Pleadings]—আদালত উভয়ের যে কোনো পক্ষকে কার্যবাহর যে কোনো পর্যায়ে অনুমতি দিতে পারবে যে, সে তার ওকালতিকে (বা হেতুভাষণকে) এমন পদ্ধতিতে এবং এমন শর্তে যা হবে ন্যায়সঙ্গত (আইনানুগ), পরিবর্তিত করতে পারে বা সংশোধন করতে পারে এবং পুরোটা এমন ভাবে সংশোধন করা হবে যা পক্ষধারীদের মধ্যে বিবাদগ্রস্ত প্রশ্নের নির্ধারণের উদ্দেশ্যে আবশ্যক মনে হয়।

॥ বিধি ঃ ১৮ ॥ আদেশের পর সংশোধন করতে ব্যর্থ হওয়া [Failure to amend other order]—যদি কোনো পক্ষ, যে সংশোধন করার অনুমতির জন্য আদেশ প্রাপ্ত হয়েছে, ঐ আদেশ দ্বারা ঐ উদ্দেশ্যে সীমাবদ্ধ সময়ের ভেতর অথবা যদি তার দ্বারা কোনো সময় সীমাবদ্ধ করা হয় তাহলে, আদেশের তারিখ থেকে চোদ্দ দিনের মধ্যে তদানুসার সংশোধন না করা হয় তাহলে যতক্ষণ আদালত কর্তৃক সময় বর্দ্ধিত করা না হয় ততক্ষণ তাকে যেখানে যেমন, যথাপূর্বোক্ত সময়ের বা উক্ত চোদ্দ দিনের অবধি শেষ হওয়ার পর সংশোধন করার জন্য অনুজ্ঞাত করা যাবে না।

আদেশ—৭
[ORDER : 7]
আর্জি (বাদপত্র)
(Plaint)
(বিধি ১ থেকে বিধি ১৮)

॥ **বিধি : ১ ॥ আর্জিতে বিশদ বিবরণ বিবৃত করতে হবে** [Particulars to be contained in plaint]—আর্জিতে নিম্নলিখিত বিশদ বিবরণগুলি থাকবে—

(ক) যে আদালতের মকদ্দমা আনা হয়েছে সেই আদালতের নাম;

(খ) বাদীর নাম, বর্ণনা এবং বাসস্থান;

(গ) যতদূর নিশ্চিত করা যায়, প্রতিবাদীর নাম বর্ণনা ও বাসস্থান;

(ঘ) বাদী বা প্রতিবাদী যেখানে অপ্রাপ্ত বয়স্ক বা মানসিক বিকারগ্রস্ত সেখানে সেই মর্মে একটি বিবৃতি;

(ঙ) যে সব তথ্যের ভিত্তিতে বিবাদ-হেতু গঠিত, সেই সব তথ্য এবং তা কখন উত্থিত হয়েছে;

(চ) আদালতের অধিক্ষেত্র প্রদর্শনকারী তথ্যসমূহ;

(ছ) বাদী যে উপশম দাবি করে;

(জ) বাদী যেখানে কোনো পাল্টা দাবি অনুজ্ঞাত করেছে বা নিজের দাবির কোনো অংশ পরিত্যাগ করেছে, সেখানে অনুজ্ঞাত করা বা পরিত্যাগ করা টাকার পরিমাণ; এবং

(ঝ) অধিক্ষেত্রের এবং আদালত-ফি-র প্রয়োজনার্থ মকদ্দমার বিষয়-বস্তুর মূল্যের বিবৃতি ঐ বিষয়ে যতদূর স্বীকার করা যায়।

॥ **বিধি : ২ ॥ অর্থকরী মকদ্দমায়** [In Money suits]—বাদী যেখানে টাকা-পয়সা ফেরত পেতে চাইছে (বা আদায় করতে চাইছে) সেখানে দাবিকৃত নির্দিষ্ট টাকার পরিমাণ আর্জিতে বিবৃত করতে হবে।

কিন্তু যেখানে বাদী অন্তঃকালীন মুনাফার জন্য বা এমন পরিমাণ টাকার জন্য যা তার ও প্রতিবাদীর মধ্যে হিসাবপত্র করার পর তাকে পরিশোধ করার থাকে অথবা প্রতিবাদীর দখলে থাকা অস্থাবর বস্তুর জন্য বা এমন ঋণের জন্য, যার টাকা সে যুক্তিসঙ্গত তৎপরতা সত্ত্বেও প্রাক্-কলন (হিসাব) করতে পারে না, মকদ্দমা আনে সেখানে দাবিকৃত টাকার পরিমাণ বা মূল্য মোটামুটি ভাবে আর্জিতে বিবৃত করা হবে।

॥ **বিধি : ৩ ॥ যেখানে মকদ্দমার বিষয়-বস্তু স্থাবর সম্পত্তি** [Where the subject-matter of the suit is immovable property]—যেখানে মকদ্দমার বিষয়-বস্তু স্থাবর সম্পত্তি, সেখানে আর্জিতে সম্পত্তির এমন বর্ণনা (বা বিবরণ) থাকবে যে, তা চিহ্নিত করার পক্ষে যথেষ্ট হবে এবং সেই অবস্থায় যাতে এই সম্পত্তির চিহ্নিতকরণ ভূ-ব্যবস্থাপন বা সর্বেক্ষণ সম্বন্ধীয় নথির সীমা বা সংখ্যার দ্বারা করা যেতে পারে, আর্জিতে এমন সীমা বা সংখ্যা বিশেষ ভাবে নির্দিষ্ট করতে হবে।

॥ **বিধি : ৪ ॥ বাদী যখন প্রতিনিধি হিসাবে মকদ্দমা করে** [When plaintiff sues as representative]—বাদী যেখানে প্রতিনিধি হিসাবে মকদ্দমা আনে সেখানে আর্জিতে যে শুধু তার বিষয়-বস্তুতে বাস্তবিক বিদ্যমান থাকা স্বার্থই প্রদর্শিত হবে, তা

নয়, তার সঙ্গে সম্পৃক্ত মকদ্দমা দায়ের করার উদ্দেশ্যে তাকে সক্ষম করার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ (যদি কিছু থাকে) যে সে নিয়েছে তাও প্রদর্শিত হবে।

॥ বিধি : ৫ ॥ প্রতিবাদীর স্বার্থ ও দায়িত্ব প্রদর্শন করতে হবে [Defendant's interest and liability to be shown]—প্রতিবাদী বিষয়-বস্তুতে যে স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বা স্বার্থ সংশ্লিষ্ট থাকার দাবি করছে তা আর্জিতে প্রদর্শিত হবে এবং সে বাদীর দাবির উত্তর দেবার জন্য অভিপ্রেত হওয়াব যোগ্য।

॥ বিধি : ৬ ॥ পরিসীমা আইন (বা তামাদি আইন) থেকে অব্যাহতি (বা রেহাই) পাওয়ার কারণ [Grounds of exemption from limitation law]—যেখানে মকদ্দমা পরিসীমা আইন (বা তামাদি আইন) দ্বারা নির্দিষ্ট মেয়াদ শেষে দায়ের করা হয় সেখানে আর্জিতে তার কারণ দর্শাতে হবে যার ভিত্তিতে এমন আইন থেকে অব্যাহতি (বা রেহাই) পাওয়ার দাবি করা হয়েছে :

প্রকাশ থাকে যে, আদালত বাদীকে মকদ্দমায় সন্নিবিষ্ট না করা কোনো কারণের ভিত্তিতে, যদি ঐ কারণ মকদ্দমায় উল্লিখিত কারণসমূহের সঙ্গে অসঙ্গত না হয়, তাহলে পরিসীমা আইন (বা তামাদি আইন) থেকে অব্যাহতি পাওয়ার উদ্দেশ্যে দাবি করার অনুমতি দিতে পারবে।

॥ বিধি : ৭ ॥ উপশম বিশেষ ভাবে বিবৃত করতে হবে [Relief to be specifically stated]—প্রত্যেক আর্জিতে ঐ উপশম সুনির্দিষ্ট ভাবে বিবৃত হবে যার জন্য বাদী সাধারণ ভাবে বা বিকল্প ভাবে দাবি করে এবং এটা প্রয়োজন হবে না যে, এমন কোনো সাধারণ বা অন্য উপশম চাওয়া হোক, যা আদালত আইনসম্মত মনে করে, যা সর্বদাই সেই প্রসার পর্যন্ত এমন ভাবে দেওয়া যাবে যেন তা চাওয়া হয়েছে এবং এই একই বিধি প্রতিবাদী দ্বারা তার লিখিত বিবৃতিতে দাবিকৃত কোনো উপশমেও প্রয়োজ্য হবে।

॥ বিধি : ৮ ॥ পৃথক ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত উপশম [Relief founded on separate grounds]—বাদী যেখানে কতকগুলো সুস্পষ্ট দাবি বা বিবাদ-হেতুর ব্যাপারে—যা পৃথক ও সুস্পষ্ট ভিত্তিব ওপর প্রতিষ্ঠিত, উপশম চায় সেখানে তা যতদূর সম্ভব পৃথক ভাবে এবং সুস্পষ্টভাবে বিবৃত করা হবে।

॥ বিধি : ৯ ॥ আর্জি গ্রহণের পর প্রক্রিয়া সংক্ষিপ্ত বিবৃতি [Procedure on admitting plaint concise statements]—(১) যদি বাদী কর্তৃক কোনো দস্তাবেজ আর্জির সঙ্গে দাখিল করা হয় তাহলে বাদী এই ভাবে দাখিলকৃত দস্তাবেজের তালিকা আর্জিতে পৃষ্ঠাঙ্কিত করবে অথবা আর্জির সঙ্গে সংযোজিত করবে এবং যদি ঐ আর্জি গ্রহণ করে নেওয়া হয় তাহলে আর্জির সাদা কাগজে যতগুলি প্রতিবাদী আছে ততগুলি প্রতিলিপি সে দাখিল করবে, এমন সময়ের ভেতর যা আদালত নির্ধারিত করে বা ঐ আদালত দ্বারা সময়ে সময়ে বাড়ানো যায়, ঐ অবস্থায় ছাড়া, উপস্থিত করবে যাতে আদালত আর্জির দৈর্ঘ্য বা প্রতিবাদীর সংখ্যার কারণে বা অন্য কোনো পর্যাপ্ত কারণে তাকে এমন অনুজ্ঞা দিয়ে দেয় যে, সে কৃত দাবির বা উপশমের, যার দাবি পরে করা হয়েছে, প্রকৃতির সংক্ষিপ্ত বিবৃতি তত সংখ্যাতে দাখিল করে এবং ঐ অবস্থায় সে এমন বিবৃতি দাখিল করবে।

(১-ক) বাদী উপবিধি (১)-এর অধীন আদালত দ্বারা নির্ধারিত করা বা ঐ

আদালতের দ্বারা বাড়ানো সময়ের মধ্যে প্রতিবাদীর ওপর সমন-এর জারির জন্য, যে ফি অভিপ্রেত, তা প্রদান করবে।

(২) যেখানে প্রতিনিধি হিসাবে বাদী মকদ্দমা আনে অথবা প্রতিবাদী বা প্রতিবাদীদের কারো ওপর মকদ্দমা আনা হয় সেখানে এমন বিবৃতি প্রদর্শন করবে যে, কোন এক্তিয়ারে বাদী মকদ্দমা এনেছে বা প্রতিবাদীর ওপর মকদ্দমা আনা হয়েছে।

(৩) এমন বিবৃতিসমূহ আর্জির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ করার জন্য আদালতের সম্মতিতে সংশোধন করতে পারবে।

(৪) যদি আদালতের মুখ্য করণিক এমন তালিকা ও প্রতিলিপি বা বিবৃতি পরীক্ষা করে নির্ভুল দেখেন তাহলে তিনি সেগুলোতে স্বাক্ষর করবেন।

॥ বিধি ঃ ১০ ॥ আর্জি ফেরত [Return of plaint]—(১) বিধি-১০-ক-এর বিধানসমূহের সাপেক্ষে, আর্জি মকদ্দমার যে কোনো পর্যায়ে ঐ আদালতে দাখিল করার জন্য ফেরত দেওয়া যাবে, যাতে মকদ্দমা দায়ের করা সমীচীন ছিল।

স্পষ্টীকরণ—সন্দেহ নিরসনের জন্য এর দ্বারা ঘোষণা করা হয় যে, আপিল বা পুনরীক্ষণ আদালত মকদ্দমায় প্রদত্ত ডিক্রি বাতিল করার পর এই উপবিধির অধীন আর্জি ফেরত দেওয়ার নির্দেশ দিতে পারবে।

(২) **আর্জি ফেরতের পর প্রক্রিয়া [Procedure on returing plaint]**—ন্যায়াধীশ আর্জি ফেরত দেওয়ার পর, তা উপস্থাপিত করার এবং ফেরতের তারিখ, উপস্থাপনকারী পক্ষের নাম এবং তা ফেরত দেওয়ার কারণসমূহের সংক্ষিপ্ত বিবৃতি পৃষ্ঠাঙ্কিত করবে।

॥ বিধি ঃ ১০-ক ॥ আর্জি ফেরতের পর যখন তা ফাইল করা হয় তখন আদালতে হাজিরার জন্য আদালতের দিন ধার্য করার ক্ষমতা [Power of Court to fix a date of appearance in the Court where plaint is to be filed after its return]—(১) যেখানে মকদ্দমায় প্রতিবাদীর হাজিরার পর আদালত আর্জি ফেরত দেওয়া সমীচীন বলে অভিমত ব্যক্ত করে সেখানে আদালত এমন করার আগে বাদীকে তার সিদ্ধান্তের কথা জানাবে।

(২) যেখানে বাদীকে উপবিধি (১)-র অধীন সিদ্ধান্তের কথা জানানো হয়েছে সেখানে বাদী আদালতের কাছে—

(ক) ঐ আদালতকে সুনির্দিষ্ট করে, যাতে সে আর্জি ফেরতের পর আর্জি প্রস্তুত করা প্রস্তাব করে;

(খ) এমন প্রার্থনা করে যে; আদালত উক্ত আদালতে পক্ষদের হাজিরার জন্য তারিখ নির্ধারণ করে, এবং

(গ) এমন অনুরোধ করে যে, এই প্রকারে নির্ধারণ করা তারিখের কথা তাকে এবং প্রতিবাদীকে জানানো হোক;

(৩) যেখানে বাদী দ্বারা উপবিধি (২)-এর অধীন আবেদন করা হয় সেখানে আদালত কোনো আর্জি ফেরত দেবার আগে ঐ আদালত লিখে দেবে যে এই কারণে মকদ্দমাটি তার বিচার করার এক্তিয়ার নাই—

(ক) যে আদালতে মকদ্দমা করা ধার্য হবে সেই আদালতে উভয় পক্ষের উপস্থিতির দিন ধার্য হবে; এবং

(খ) বাদী ও প্রতিবাদীকে হাজিরার এমন তারিখের কথা জানাবে (বা নোটিশ দেবে)।

(৪) উপবিধি (৩) অনুসারে হাজির হওয়ার জন্য যখন নোটিশ দেবে, তখন—

(ক) যে আদালতে মকদ্দমা দায়ের করা হচ্ছে সেই আদালত, ভিন্নরূপ আদেশ না দিলে, পুনরায় হাজির হওয়ার জন্য নোটিশ দেবে না; এবং

(খ) আর্জি ফেরত দেবার আদালতের নোটিশ তৎসময়ে মকদ্দমার চালানো আদালতের নোটিশ বলে গণ্য হবে।

(৫) যখন উপবিধি (২) অনুসারে বাদীর আবেদন গ্রাহ্য করা হয় তখন আবেদনকারী বাদী আর্জি ফেরত দেওয়া আদালতের নির্দেশের বিরুদ্ধে আপিল করতে পারবে না।

॥ বিধি ঃ ১০-খ ॥ আপিল আদালতের যথাযথ আদালতে মামলা হস্তান্তরিত করার ক্ষমতা [Power of appellate Court transfer suit to the proper Court]—(১) আর্জির ফেরত দেওয়ার আপিলের বিরুদ্ধে আপীল করলে আদালত শুনানির দ্বারা তার নির্দেশ সাব্যস্ত করতে পারবে। তখন আপিল আদালত মনে করলে লিমিটেশন অ্যাক্ট—১৯৬৩-র শর্ত সাপেক্ষে যেখানে মকদ্দমা দায়ের করার কথা ছিল সেখানে দায়ের করতে পারবে (রাজ্যের ভেতরে বা বাইরে যেখানেই তা হোক না কেন) তখন আর্জি ফেরত দেওয়া আদালত সমন অ-বিচার্য বিষয় করতে পারে এবং যে আদালত মকদ্দমা পরিচালনা করবে সেই আদালত তা করবে, তবে ফেরত দেওয়া আদালত কারণ লিখে রাখবে।

(২) আদালত কর্তৃক উপবিধি (১)-এর অধীন প্রদত্ত নির্দেশ দ্বারা পক্ষদের সেই সব অধিকারের ওপর প্রতিকূল প্রভাব পড়বে না, যা আর্জি দাখিল করা ঐ আদালতের মকদ্দমা বিচার করার অধিক্ষেত্রের প্রশ্নের সঙ্গে সম্পর্ক যুক্ত।

॥ বিধি ঃ ১১ ॥ আর্জি নামঞ্জুর করা (প্রত্যাখ্যান করা) [Rejection of plaint]—নিম্নলিখিত অবস্থার প্রেক্ষিতে আর্জি নামঞ্জুর করা হবে—

(ক) যেখানে তা বিবাদ-হেতু উল্লেখিত হয়নি (বা প্রকটিত হয়নি);

(খ) যেখানে দাবিকৃত উপশমের মূল্যায়ন কম করা হয়েছে এবং বাদী আদালত কর্তৃক ঐ মূল্যায়ন ঠিক করার জন্য অভিপ্রেত হওয়ার পর সেই সময়ের মধ্যে, যা আদালত নির্ধারিত করেছে, এমন করতে ব্যর্থ হয় (বা অসফল হয়);

(গ) দাবিকৃত উপশমের মূল্যায়ন যেখানে ঠিক আছে কিন্তু যে স্ট্যাম্প-পত্রের ওপর আর্জি লেখা হয়েছে তা যথেষ্ট নয় এবং বাদী প্রয়োজনীয় স্ট্যাম্প-পত্র দেওয়ার জন্য আদালত কর্তৃক আদিষ্ট হওয়ার পর ঐ আদালত কর্তৃক নির্ধারিত সময়ের মধ্যে তা দিতে ব্যর্থ (বা অসমর্থ) হয়;

(ঘ) আর্জির বিবৃতি দেখে যেখানে মকদ্দমা কোনো আইন দ্বারা গ্রহণযোগ্য নয় বলে প্রতীত হয় ঃ

প্রকাশ থাকে যে, মূল্যায়নের সংশোধনের জন্য অথবা প্রয়োজনীয় স্ট্যাম্পপত্র দেওয়ার জন্য আদালত দ্বারা নির্ধারিত সময় ততক্ষণ বর্ধিত করা হবে না যতক্ষণ আদালতের নথিভুক্ত কারণসমূহ দ্বারা মীমাংসা না হয় যে বাদী কোনো বিশেষ প্রতিবন্ধকতার জন্য আদালত কর্তৃক নির্ধারিত সময়ের মধ্যে, যেখানে যেমন, মূল্যায়ন সংশোধন করার বা প্রয়োজনীয় স্ট্যাম্পপত্র দেওয়া থেকে বিরত ছিল এবং এভাবে সময় বর্ধিতকরণ প্রত্যাখ্যাত হলে বাদীর প্রতি ঘোরতর অন্যায় করা হবে।

॥ বিধি : ১২ ॥ আর্জি নামঞ্জুর করার পর প্রক্রিয়া [Procedure on rejecting plaint]—আর্জি যেখানে নামঞ্জুর করা হয় সেখানে আদালত কারণ উল্লেখ করে একটি আদেশ নথিভুক্ত করবে।

॥ বিধি : ১৩ ॥ আর্জি নামঞ্জুর হলে সেক্ষেত্রে নতুন আর্জি করার কোনো প্রতিবন্ধকতা নেই [Where rejection of plaint does not preclude presentation of fresh plaint]—এতে এর আগে উল্লিখিত কারণগুলোর কোনোটির জন্য আর্জি নামঞ্জুর করা হলে শুধু নামঞ্জুর করার কারণেই বাদীকে সেই বিবাদ-হেতুর সম্পর্কে নতুন আর্জি দাখিল করা থেকে বঞ্চিত করা হবে না।

আর্জিতে আস্থাস্থাপন করা হয়েছে এমন সব দস্তাবেজ
(Documents Relied on in Plaint)

॥ বিধি : ১৪ ॥ যে দস্তাবেজের ভিত্তিতে বাদী মামলা করে তা পেশ করা [Production of document on which plaintiff sues]—(১) বাদী যেখানে তার দখলে বা ক্ষমতায় থাকা দস্তাবেজের ভিত্তিতে মামলা করে সেখানে আর্জি দাখিল করার সময় সে তা আদালতে দাখিল করবে এবং সেই সময়েই দস্তাবেজ বা তার প্রতিলিপির আর্জির সঙ্গে দাখিল করার জন্য অর্পণ করবে।

· (২) **অন্যান্য দস্তাবেজের তালিকা** [List of other documents]—যেখানে নিজের মকদ্দমার সমর্থনে সাক্ষ্য হিসেবে অন্য কোনো দস্তাবেজের ওপর নির্ভর করবে [তা তার দখলে বা ক্ষমতায় থাকুক বা না থাকুক] সেখানে এমন দস্তাবেজে এমন তালিকার অন্তর্ভুক্ত করবে যা আর্জিতে সংযোজিত হবে বা আর্জিতে সংলগ্ন হবে।

॥ বিধি : ১৫ ॥ দস্তাবেজ বাদীর দখলে বা ক্ষমতার মধ্যে না থাকার অবস্থার বিবৃতি [Statement in case of documents not in plaintiff's possession or power]—যেখানে কোনো এমন দস্তাবেজ যা বাদীর দখলে বা ক্ষমতায় নেই তা যদি সম্ভব হয় তাহলে তা কার দখলে বা ক্ষমতায় আছে তা বিবৃত করবে।

॥ বিধি : ১৬ ॥ হারিয়ে যাওয়া বিনিময়ে সাধিত্রের ভিত্তিতে মামলা [Suits on lost negotiable instruments]—যেখানে মকদ্দমা নির্ভর করে থাকে বিনিময়ে সাধিত্রের ওপর এবং প্রমাণ করে দেওয়া হয় যে সাধিত্র হারিয়ে গেছে এবং বাদী এমন সাধিত্রের ওপর প্রতিষ্ঠিত অন্য কোনো ব্যক্তির দাবির জন্য ক্ষতিপূরণ, আদালতকে মীমাংসাপ্রদ ভাবে দেয়, সেখানে আদালত এমন ডিক্রি প্রদান করতে

পারবে যেমন ডিক্রি আদালত প্রদান করতে পারত যদি বাদী যে সময় আর্জি উপস্থাপিত করা হয়েছিল এবং সেই সাধিত্রের প্রতিলিপি আর্জির সঙ্গে দাখিল করার জন্য সেই সময়েই প্রদত্ত হতো।

॥ **বিধি : ১৭** ॥ **দোকানের খাতাপত্র পেশ করা** [Production of shop-book]—(১) যেখান পর্যন্ত ব্যাঙ্কার খাতাপত্র সাক্ষ্য অধিনিয়ম, ১৮৯১ (১৮৯১-এর ১৮) কর্তৃক অন্যত্র বিধৃত আছে, যেখান পর্যন্ত ছাড়া সেই অবস্থায় যেখানে বাদী যে দস্তাবেজের ওপর ভিত্তি করে মকদ্দমা দায়ের করে সেই দস্তাবেজ, দোকানের খাতাপত্র বা অন্যান্য হিসাবের মধ্যের—যা তার দখল ও ক্ষমতার মধ্যে আছে, লিখন, বাদী সেই লিখনের, যার ওপর সে নির্ভর করছে, প্রতিলিপি সহ খাতাপত্র বা হিসেব আর্জি ফাইল করার সময় পেশ করবে।

(২) **মূল প্রবিষ্টির (লিখন) চিহ্নিতকরণ করতে হবে এবং ফেরত দিতে হবে** [Original entry to be marked and returned]—আদালত বা এমন আধিকারিক যাকে সে এই নিমিত্ত নিযুক্ত করেছে, অতঃপর দস্তাবেজ, যেগুলোর শনাক্তকরণের জন্য চিহ্নিত করবে এবং প্রতিলিপি যাচাই করে এবং মূলের সাথে তুলনা করে যদি তা নির্ভুল দেখা যায় তাহলে তা সেরকম নির্ভুল বলে প্রমাণিত করবেন এবং খাতাপত্র বাদীকে ফেরত দেবেন এবং প্রতিলিপি দাখিল করাবেন।

॥ **বিধি : ১৮** ॥ **আর্জি ফাইল করার সময় (নথিভুক্ত করার সময়) পেশ না করা দস্তাবেজের অগ্রাহ্যতা** [Inadmissibility of document not produced when plaint filed]—(১) যে দস্তাবেজ আর্জি উপস্থাপিত করার সময় আদালতে বাদী কর্তৃক দাখিল করা দরকার ছিল বা সেই তালিকাতে উল্লেখ করার দরকার ছিল যা আর্জিতে যুক্ত হয় বা আর্জির সঙ্গে সংলগ্ন করা হয় এবং সেই মতো যা পেশ করা বা উল্লেখ করা হয়নি তা আর্জির শুনানিতে আদালতের অনুমতি ছাড়া তার দিক থেকে সাক্ষ্যতে গ্রহণ করা হবে না।

(২) এই বিধির কোনো কিছু এমন দস্তাবেজে প্রযোজ্য হবে না যা প্রতিবাদীর সাক্ষীদের প্রতি পরীক্ষার (কূটপরীক্ষার, জেরার) জন্য বা এমন কোনো ব্যাপারের জবাব দেওয়ার জন্য, যা প্রতিবাদী কর্তৃক উত্থিত হয়েছে, পেশ করা হয়েছে বা সাক্ষীকে তার স্মৃতি মনে করিয়ে দেবার জন্যই (ঝালিয়ে নেবার জন্যই) তার হাতে দিয়ে দেওয়া হয়েছে।

আদেশ—৮
[ORDER : 8]
লিখিত বিবৃতি, প্রতিগণনা (পাল্টা দাবি) ও প্রতি-দাবি
(Written Statement, Set-off and Counter-claim)
(বিধি ১ থেকে বিধি ১০)

॥ বিধি ঃ ১ ॥ লিখিত বিবৃতি [Written statement]—(১) প্রতিবাদী তার প্রতিরক্ষণের লিখিত বিবৃতি প্রথম শুনানির সময় অথবা যত সময়ের মধ্যে আদালত কর্তৃক অনুজ্ঞাত হয় তত সময়ের মধ্যে উপস্থাপন করবে।

(২) বিধি-৮ক নিয়মে যে বিধান প্রদত্ত হয়েছে তা ব্যতিরেকে যেখানে প্রতিবাদী পাল্টা দাবি বা প্রতিদাবির জন্য তার প্রতিরক্ষণ বা দাবির সমর্থন কোনো দস্তাবেজের ওপর [সে দস্তাবেজ তার দখলে বা ক্ষমতায় থাকুক বা না থাকুক] নির্ভর করে সেখানে সে একটি তালিকায় এমন দস্তাবেজ উল্লেখ করবে; এবং

(ক) যদি লিখিত বিবৃতি উপস্থাপন করা হয় তাহলে লিখিত বিবৃতির সঙ্গে সেই তালিকা সংলগ্ন করবে ঃ

প্রকাশ থাকে যে, প্রতিবাদী তার লিখিত বিবৃতিতে তার দখলে ও ক্ষমতায় থাকা দস্তাবেজের ভিত্তিতে পাল্টা দাবি অথবা প্রতিদাবি করে সেখানে সে লিখিত বিবৃতি উপস্থাপিত করার সময় আদালতে তা দাখিল করবে এবং সেই সময়েই ঐ দস্তাবেজ অথবা তার প্রতিলিপি লিখিত বিবৃতির সঙ্গে ফাইল করার জন্য অর্পণ করবে।

(খ) যদি লিখিত বিবৃতি উপস্থাপন করা না হয় তাহলে মকদ্দমার প্রথম শুনানির সময় আদালতে ঐ তালিকা উপস্থাপন করবে।

(৩) যেক্ষেত্রে এমন কোনো দস্তাবেজ প্রতিবাদীর দখলে বা ক্ষমতাতে নেই, অথবা সেক্ষেত্রে সে যতদূর সম্ভব হয় তা কার দখলে বা ক্ষমতায় আছে তা বিবৃত করবে।

(৪) যদি এমন কোনো তালিকা এভাবে সংলগ্ন বা উপস্থাপন করা না হয় তাহলে প্রতিবাদীকে এই নিমিত্ত আদালত যেমন ঠিক মনে করে তেমন আরো সময় অনুজ্ঞাত করা হবে।

(৫) উপবিধি (২)-এ নির্দিষ্ট তালিকাতে অন্তর্ভুক্ত করা দরকার এবং যা এভাবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি। আদালতের অনুমতি ছাড়া, মকদ্দমার শুনানিতে প্রতিবাদীর পক্ষ থেকে সাক্ষ্যতে নেওয়া যাবে না।

(৬) উপবিধি (৫)-এর কোনো কিছুই এমন দস্তাবেজে প্রযোজ্য হবে না, যা বাদীর সাক্ষীদের প্রতি পরীক্ষার (জেরা) জন্য পেশ করা হয়েছে, অথবা আর্জি ফাইল করার পর বাদী ছাড়া উত্থিত কোনো বিষয়ের জবাবী হয়, অথবা কোনো সাক্ষীকে কেবল তার স্মৃতি মনে করিয়ে দেবার (বা ঝালিয়ে নেবার) জন্য দেওয়া হয়।

(৭) যেখানে আদালত উপবিধি (৫)-এর অধীন অনুমতি দেয় সেখানে সে এমন করার জন্য তার কারণ নথিভুক্ত করবে এবং এ ধরনের অনুমতি ততক্ষণ দেওয়া হবে না যতক্ষণ উপবিধি (২)-এ নির্দিষ্ট তালিকাতে দস্তাবেজ অন্তর্ভুক্ত না করার জন্য (অর্থাৎ প্রবৃষ্ট না করার জন্য) আদালতের পক্ষে মীমাংসাপ্রদ ভাবে যথেষ্ট কারণ দর্শিত করা না হয়।

॥ বিধি ঃ ২ ॥ সওয়ালে নতুন তথ্যাদি বিশেষভাবে উল্লিখিত হবে [New facts must be specially pleaded]—প্রতিবাদীকে তার সওয়াল দ্বারা সেইসব কথা তুলতে হবে যেগুলোতে দর্শিত হয় যে, মকদ্দমা বা আইনের দৃষ্টিতে লেনদেনটি বাতিল বা বাতিলযোগ্য এবং প্রতিরক্ষণের সব এমন ভিত্তি উত্থিত করতে হবে যা হলো যদি তা উত্থিত না করা হয় তাহলে সেগুলো হঠাৎ সামনে আসাতে বিরোধী পক্ষ সম্ভবত চমকিত হবে বা যেগুলো থেকে এমন বিচার্য-বিষয় সৃষ্ট হয়ে যাবে যা আর্জি থেকে সৃষ্ট হয় না। উদাহরণস্বরূপ প্রতারক, সীমাবদ্ধতা, অব্যাহতি, অর্থপ্রদান, সম্পাদন বা অবৈধতা প্রদর্শিত করে এমন তথ্য।

॥ বিধি ঃ ৩ ॥ অস্বীকার সুনির্দিষ্ট হবে [Denial to be specific]—প্রতিবাদীকে তার লিখিত বিবৃতিতে বাদীর দ্বারা কৃত অভিযোগে বর্ণিত কারণসমূহ সাধারণভাবে অস্বীকার করলেই তা যথেষ্ট মনে করা হবে না, অধিকন্তু যে সব তথ্য সম্পর্কিত অভিযোগ প্রতিবাদী স্বীকার করে না, ক্ষতিপূরণ ছাড়া সেগুলোর প্রত্যেকটি অবশ্যই প্রতিবাদীকে সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করতে হবে।

॥ বিধি ঃ ৪ ॥ বাক্-ছলপূর্ণ অস্বীকৃতি [Evasive denial]—যেক্ষেত্রে কোনো প্রতিবাদী আর্জিতে কোনো তথ্য সম্পর্কিত অভিযোগ অস্বীকার করে, সেক্ষেত্রে তা এমন বাক্-ছলপূর্ণভাবে করা উচিত নয় বরং বিষযটির সারবত্তার ওপর জবাব (বা উত্তর) দেওয়া দরকার। এইভাবে যদি এমন অভিযোগ করা হয় যে সে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ টাকা নিয়েছিল তাহলে সে ঐ নির্দিষ্ট পরিমাণ টাকা পেয়েছে সেটা অস্বীকার করলেই তা যথেষ্ট হবে না, সেইসঙ্গে অবশ্যই সে ঐ পবিমাণ টাকার বা তার যে কোনো অংশ পাওয়া অস্বীকার করবে অথবা তাছাড়া সে কত টাকা পেয়েছিল তা উল্লেখ করবে এবং যদি বিভিন্ন পারিপার্শ্বিক অবস্থাব ভিত্তিতে কোনো অভিযোগ তোলা হয় তাহলে ঐ পারিপার্শ্বিক অবস্থার সঙ্গে তা স্বীকার করলেই যথেষ্ট হবে না।

॥ বিধি ঃ ৫ ॥ সুনির্দিষ্ট অস্বীকার [Specific denial]—(১) যদি আর্জির তথ্য সম্পর্কিত প্রত্যেকটি অভিযোগ নির্দিষ্টভাবে এই প্রযোজনীয় নিহিতার্থ (বিবক্ষা) দ্বারা প্রত্যাখ্যান না করা হয় অথবা প্রতিবাদীর আর্জিতে (হেতুভাষণ) এই বিবৃতির স্বীকার করা না হয় তাহলে যোগ্যতাহীন ব্যক্তি ব্যতিরেকে অন্য কোনো ব্যক্তির সম্পর্কে ধরে নিতে হবে কথিত ঐ অভিযোগ স্বীকৃত হয়েছে ঃ

প্রকাশ থাকে যে, এমনভাবে স্বীকার করে নেওয়া যে কোনো তথ্যের এমন স্বীকৃতি ব্যতিরেকে অন্যভাবে প্রমাণ করার প্রয়োজন অনুভব আদালত তার ইচ্ছামত করতে পারে।

(২) যেখানে প্রতিবাদী হেতুভাষণ জমা দেয়নি, সেখানে আদালতের জন্য আর্জিতে নিহিত তথ্যের ভিত্তিতে রায় শোনানো, অযোগ্য ব্যক্তি ব্যতিরেকে অন্য কোনো ব্যক্তির আদালত তার ইচ্ছে মতো এমন যে কোনো তথ্য প্রমাণ করার জন্য দিতে পারে।

(৩) আদালত উপবিধি (১)-এ অনুবিধির অধীন বা উপবিধি (২)-এর অধীন নিজের বিবেকাধিকার প্রয়োগ করতে এই তথ্যের ওপর যথাথ লক্ষ্য রাখবে যে, বাদী কি কোনো প্লিডার নিযুক্ত করতে পারত কিনা বা সে কোনো প্লিডারকে নিযুক্ত করেছে কিনা।

(৪) এই বিধির অধীন যখন কোনো রায় ঘোষণা করা হয় তখন এমন রায় অনুসারে ডিক্রি তৈরি করা হবে এবং এমন ডিক্রির ওপর যে তারিখে রায় ঘোষণা করা হয়েছিল সেই তারিখ দেওয়া হবে।

॥ বিধি ঃ ৬ ॥ লিখিত বিবৃতিতে জবাবের বিশদ বিবরণ দিতে হবে [Particulars of set-off to be given in written statement]—(১) যেখানে টাকা আদায়ের মকদ্দমায় প্রতিবাদী আদালতের অধিক্ষেত্রের অর্থ সম্পর্কিত সীমা থেকে বেশি নয় এমন টাকার কোনো নির্ধারিত পরিমাণ যা বাদীর কাছে বৈধ (বা আইনসম্মত ভাবে) আদায় করতে পারে, বাদীর দাবির বিরুদ্ধে পাল্টা দাবি করার দাবি করে এবং উভয় পক্ষ তেমনই মর্যাদা রাখে যেমন বাদীর মকদ্দমায় তার যেমন আছে সেখানে প্রতিবাদী পাল্টা দাবির জন্য প্রার্থিত ঋণের বিবরণ দিতে গিয়ে লিখিত বিবৃতি ঐ মামলায় প্রথম শুনানির উপস্থাপন করতে পারবে। কিন্তু তার পরে তাকে ততক্ষণ উপস্থিত করতে পারবে না যতক্ষণ আদালত দ্বারা তাকে অনুজ্ঞা না দেওয়া হবে।

(২) **পাল্টা দাবির (প্রতিগণনা) প্রভাব** [Effect of set-off]—লিখিত বিবৃতির প্রভাব পরস্পর বিরোধী মকদ্দমার (Cross-suit) আর্জির যে ফল তার সমানই হবে যাকে আদালত মূল দাবি এবং পাল্টা দাবি উভয়ের সম্পর্কে চূড়ান্ত রায় ঘোষণার জন্য সক্ষম হয়, কিন্তু ডিক্রিকৃত টাকার ওপর প্লিডারকে ডিক্রির অধীন প্রদেয় খরচের সম্পর্কে তার পূর্বস্বত্বের ওপর এতে প্রভাব পড়ে না।

(৩) প্রতিবাদী দ্বারা প্রদত্ত লিখিত বিবৃতি সম্পর্কিত নিয়মগুলো প্রতিগণনার দাবির উত্তরে লিখিত বিবৃতিতেও প্রযোজ্য হবে।

উদাহরণ—(ক) **ক খ**-কে ২০০০ টাকা উইল করে দিল এবং গ-কে তার নির্বাহক ও অবশিষ্ট সম্পত্তির রিসিভার নিযুক্ত করল। **খ** মারা গেল এবং **ঘ খ**-এর সম্পত্তির পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করল। **গ ঘ**-এর জামিনদার হিসেবে ১০০০ টাকা যখন শোধ করে তখন **ঘ গ**-এর বিরুদ্ধে উইলের ক্ষমতা বলে পাওয়া সম্পত্তির জন্য মামলা করে। **গ** তার ১০০০ টাকা দেনা উইল মূলে প্রাপ্ত সম্পত্তি সম্পর্কে একই বৈশিষ্ট্য পূর্ণ করে না, যেমন তারা ১০০০ টাকা দেনা পরিশোধের ব্যাপারে পূর্ণ করে।

(খ) **ক** কোনো উইল না করেই মারা গেল। সে সময়ে সে **খ**-এর কাছে ঋণী। **ক**-এর সম্পত্তির পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করল **গ** এবং **খ** সম্পত্তির অংশ **গ**-এর কাছ থেকে কিনে নিল। **গ**-এর দ্বারা **খ**-এর বিরুদ্ধে আনীত ক্রয়ের টাকার মামলায় **খ** মূল্যের তুলনায় ঋণের পাল্টা দাবি (প্রতিগণনা) করতে পারে না, কারণ **গ**-এর দুটি এক্তিয়ার আছে, এক, **খ**-এর কাছে বিক্রেতার এক্তিয়ার যাতে সে **খ**-এর মামলা দায়ের করে এবং দুই, **ক**-এর প্রতিনিধি স্বরূপ এক্তিয়ার।

(গ) **খ**-এর ওপর বিনিময়পত্রের ভিত্তিতে **ক** মামলা দায়ের করে। **খ** অভিযোগ করে যে, **ক খ**-এর মাল বীমা করার ব্যাপারে অন্যায়ভাবে উপেক্ষা করেছে, এবং **ক** তাকে ক্ষতিপূরণ দেবার জন্য দায়ী, যার প্রতিগণনার জন্য **খ** দাবি করে। এই টাকা নির্দিষ্ট না হওয়ার জন্য প্রতিগণনা করা যাবে না।

(ঘ) **ক** ৫০০ টাকার বিনিময়পত্রের ভিত্তিতে **খ**-এর ওপর মামলা দায়ের করে। **ক**-এর বিরুদ্ধে ১০০০ টাকার জন্য রায় **খ**-এর কাছে আছে। এই উভয় দাবি নির্দিষ্ট অর্থ সম্পর্কিত চাহিদা হওয়ার কারণে প্রতিগণনা (পাল্টা দাবি) করা যাবে।

(ঙ) **ক** অনধিকার প্রবেশের ক্ষতিপূরণ বাবদ **খ**-এর বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করে। **খ**-এর কাছে **ক**-এর ১০০০ টাকার প্রমিসরি নোট আছে এবং **খ** দাবি করে যে, এই টাকা এমন টাকাতে যা মামলায় **ক** আদায় করতে পারে, প্রতিগণনা করে দেওয়া হোক। **খ** এমন করতে পারে কারণ যে-ই **ক**-এর অধিকারে আদায় হয়ে যায় তখনই উভয় টাকা নির্দিষ্ট অর্থ সম্পর্কিত চাহিদা হয়ে যায়।

(চ) **ক** এবং **খ** ১০০০ টাকার জন্য **গ**-এর বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করে **গ** ঐ ঋণ প্রতিগণনা করতে পারে না যা কেবল **ক**-দ্বারা তাকে দেয়।

(ছ) **খ** ও **গ**-এর বিরুদ্ধে **ক** ১০০০ টাকার জন্য মামলা দায়ের করে। **খ** তার ঐ ঋণের প্রতিগণনা করতে পারে না, যা তাকে একাই **ক**-কে শোধ করতে হবে।

(জ) **ক**-কে ১০০০ টাকা দিতে হবে **খ** ও **গ**-এর অংশীদারী ফার্মে। **গ** বেঁচে থাকাকালীন **খ** মারা গেল। **গ**-এর ওপর তার পৃথক এক্তিয়ারে ১৫০০ টাকা একটি ঋণের জন্য **ক** দাবি জানায়। **গ** ১০০০ টাকা ঋণের প্রতিগণনা করতে পারবে।

॥ বিধি ঃ ৬-ক ॥ প্রতিবাদী কর্তৃক প্রতি-দাবি [Counter-claim by defendant]—(১) কোনো মামলার প্রতিবাদী বিধি-৬ অনুসারে হেতুভাষণে (আর্জি, ওকালতি) প্রতিগণনা করার অধিকার দাবি করার সঙ্গে বাদীর দাবির বিরুদ্ধে প্রতি-দাবি হিসেবে মামলাটি আনার আগে বা পরে কিন্তু প্রতিবাদী তার প্রতিরক্ষণ দেওয়ার আগে বা পরে তার প্রতিরক্ষণ দেওয়া হেতু সীমিত সময়সীমা অতিক্রান্ত হওয়ার আগে এইরকম প্রতি-দাবি ক্ষতিপূরণের দাবির প্রকৃতিবিশিষ্ট হোক বা না হোক বাদীর বিরুদ্ধে ও প্রতিবাদীর পক্ষে উত্থিত বিবাদ-হেতু সম্পর্কে যে কোনো অধিকার বা দাবি দাঁড় করাতে পারে ঃ

প্রকাশ থাকে যে, এমন প্রতি-দাবি আদালতের অধিক্ষেত্রের অর্থ সম্পর্কিত সীমার অধিক হবে না।

(২) এমন প্রতি-দাবির প্রভাব (ফল) পরস্পর বিরোধী প্রভাবের (ফল) মতোই হবে, যাতে আদালত একই মকদ্দমায় মূল দাবি এবং প্রতি-দাবি উভয়ের সম্পর্কে চূড়ান্ত রায় ঘোষণা করতে সক্ষম হয়।

(৩) বাদীর স্বাধীনতা থাকবে যে সে প্রতিবাদীর প্রতি-দাবির উত্তরে (বা জবাবে) লিখিত বিবৃতি আদালত কর্তৃক নির্ধারিত সময়ের মধ্যে ফাইল (অর্থাৎ দাখিল) করবে।

(৪) প্রতি-দাবিকে আর্জি হিসেবে গণ্য করা হবে এবং তার ওপর আর্জিতে যে বিধি (বা নিয়ম) প্রযোজ্য হয়, সেই একই বিধি (বা নিয়ম) প্রযোজ্য হবে।

॥ বিধি ঃ ৬-খ ॥ প্রতি-দাবি বিবৃত করতে হবে [Counter-claim to be stated]—যেখানে কোনো প্রতিবাদী প্রতি-দাবির অধিকারের সমর্থনকারী কোনো ভিত্তির ওপর নির্ভর করে সেখানে সে তার লিখিত বিবৃতিতে নির্দিষ্টভাবে বিবৃত করবে যে, সে এমনটা করছে প্রতি-দাবি হিসেবে।

॥ বিধি ঃ ৬-গ ॥ প্রতি-দাবি বর্জিতকরণ [Exclusion of counter-claim]—যেখানে প্রতিবাদী কোনো প্রতি-দাবি উত্থিত করে এবং বাদী এমন যুক্তির অবতারণা

করে যে, তার দ্বারা উত্থিত দাবির নিষ্পত্তি প্রতি-দাবি রূপে না করে স্বাধীনভাবে করা উচিত সেখানে বাদী প্রতি-দাবির সম্পর্কে বিচার্য বিষয় ঠিক করার আগে যে কোনো সময় আদালতের কাছে এমন প্রতি-দাবি বর্জন করার আদেশের জন্য আবেদন করতে পারবে এবং আদালত এই আবেদনের শুনানির পর যেমন উচিত মনে করবে আদেশ দিতে পারবে।

॥ বিধি ঃ ৬-ঘ ॥ মামলা চলা বন্ধ করার প্রভাব (বা ফল) [Effect of discontinuance of suit]—যদি কোনো ক্ষেত্রে প্রতিবাদী কোনো প্রতি-দাবি তোলে, বাদীর মামলা স্থগিত করে দেওয়া হয়, বন্ধ করে দেওয়া হয় বা খারিজ করে দেওয়া হয় তাহলে এমন হলেও প্রতি-দাবির ওপর কার্যবাহ চালানো যাবে।

॥ বিধি ঃ ৬-ঙ ॥ প্রতি-দাবির উত্তর দিতে বাদীর ব্যর্থতা [Default of plaintiff to reply to counter-claim]—যদি বাদী প্রতিবাদী দ্বারা কৃত প্রতি-দাবির উত্তর তৈরি করাতে ব্যত্যয় করে তাহলে আদালতের বাদীর বিরুদ্ধে ঐ প্রতি-দাবির সম্পর্কে যা তার বিরুদ্ধে করা হয়েছে, রায় ঘোষণা করতে পারবে অথবা প্রতি-দাবির সম্পর্কে আদালত যেমন উচিত মনে করবে তেমন আদেশ দিতে পারবে।

॥ বিধি ঃ ৬-চ ॥ প্রতি-দাবির সফলতার ক্ষেত্রে প্রতিবাদীকে উপশম [Relief to defendant where counter-claim succeeds]—যেখানে কোনো মকদ্দমায় বাদীর দাবির বিরুদ্ধে প্রতিক্ষরণ হিসেবে প্রতিগণনা (পাল্টা দাবি) বা প্রতি-দাবি প্রতিষ্ঠিত করে দেওয়া হয় এবং এমন কোনো উপশম দেখা যায় যা যেখানে যেমন, বাদী বা প্রতিবাদীকে শোধ করার থাকে সেখানে আদালত এমন পক্ষর অনুকূলে, যে ঐ উপশম পাওয়ার .অধিকারী, রায় দিতে পারবে।

॥ বিধি ঃ ৬-ছ ॥ লিখিত বিবৃতি সম্পর্কিত বিধিসমূহ প্রযোজ্য হবে [Rules relating to written statement to apply]—প্রতিবাদী কর্তৃক প্রদত্ত লিখিত বিবৃতির সঙ্গে সম্পর্কিত বিধি প্রতি-দাবির উত্তরে দাখিল করা লিখিত বিবৃতিব ওপরও প্রযোজ্য হবে।

॥ বিধি ঃ ৭ ॥ পৃথক ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত প্রতিরক্ষা বা পাল্টা দাবি [Defence or set-off founded upon separate grounds]—যেখানে প্রতিবাদী পৃথক ও স্পষ্ট তথ্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত প্রতিরক্ষার বা পাল্টা দাবির বা প্রতি-দাবির কিছু নির্দিষ্ট ভিত্তির ওপর নির্ভর করে সেখানে তার বিবৃতি যতদূর সম্ভব হয়, পৃথকভাবে এবং নির্দিষ্টভাবে করতে হবে।

॥ বিধি ঃ ৮ ॥ প্রতিরক্ষার নতুন ভিত্তি [New ground of defence]—প্রতিরক্ষার কোনো এমন ভিত্তি, যা মকদ্দমা দায়ের করার বা পাল্টা দাবি করার লিখিত বিবৃতি উপস্থাপিত করার পর সৃষ্টি হয়েছে, যেখানে যেমন, প্রতিবাদী বা বাদী দ্বারা তাদের লিখিত বিবৃতিতে তোলা যাবে।

॥ বিধি ঃ ৮-ক ॥ যে দস্তাবেজগুলোর ভিত্তিতে প্রতিবাদী উপশম দাবি করেছে সেগুলো প্রতিবাদীর পেশ করা কর্তব্য [Duty of defendant to produce documents upon which relief is claimed by him]—(১) যেখানে প্রতিবাদীর

প্রতিরক্ষার ভিত্তি হলো এমন দস্তাবেজ, যা তার দখলে বা ক্ষমতার মধ্যে আছে, সেখানে সে আদালতে তা সেই সময় পেশ করবে যখন তার দ্বারা লিখিত বিবৃতি উপস্থিত করা হবে এবং সে লিখিত বিবৃতির সঙ্গে যে দস্তাবেজ দাখিল করা হবে তা অথবা তার প্রতিলিপি সেই সময়েই অর্পণ করবে।

(২) এমন দস্তাবেজ যা এই বিধির অধীন প্রতিবাদী দ্বারা আদালতে পেশ করা উচিত। কিন্তু এভাবে পেশ করা হয় না, আদালতের অনুমতি ব্যতিরেকে মকদ্দমার শুনানিতে তার তরফ থেকে সাক্ষ্যতে নেওয়া হবে না।

(৩) এই নিয়মের কোনো কিছু এমন দস্তাবেজে প্রযোজ্য হবে না, যা—

(ক) বাদীর সাক্ষীদের প্রতি-পরীক্ষার (কূট পরীক্ষা, জেরা) জন্য পেশ করা হয়েছে; অথবা

(খ) আর্জি দাখিল করার পর বাদী কর্তৃক উত্থাপিত কোনো বিষয়ের জবাবে থাকে; অথবা

(গ) সাক্ষীকে কেবল তার স্মৃতি মনে করিয়ে দেবার জন্য (অর্থাৎ ঝালিয়ে নেবার জন্য) দেওয়া হয়েছে।

॥ বিধি ঃ ৯ ॥ পরবর্তী ওকালতি (হেতুভাষণ/সওয়াল জবাব) [Subsequent pleadings]—প্রতিবাদীর লিখিত বিবৃতির পর কোনো ওকালতি যা পাল্টা দাবি বা প্রতিবাদীর বিরুদ্ধে প্রতিরক্ষা থেকে ভিন্ন, আদালতের অনুমতিতেই এবং আদালত উচিত মনে করে এমন নির্দিষ্ট শর্তের ভিত্তিতে উপস্থাপিত করা যাবে, অন্য ভাবে নয়; কিন্তু আদালত পক্ষদের কারও কাছ থেকে লিখিত বিবৃতি বা অতিরিক্ত লিখিত বিবৃতি যে কোনো সময় চাইতে পারবে এবং তা উপস্থাপিত করার জন্য সময় নির্দিষ্ট করতে পারবে।

॥ বিধি ঃ ১০ ॥ আদালত দ্বারা লিখিত বিবৃতি পেশ করা যেখানে অভীষ্ট সেখানে তা পেশ করতে ব্যর্থ হলে প্রক্রিয়া [Procedure when party fails to present written statement called for by court]—যেখানে কোনো এমন পক্ষ যার কাছে লিখিত বিবৃতি বিধি-১ বা বিধি-৯-এর অধীন চাওয়া হয়েছে, তাকে আদালত দ্বারা যেখানে যেমন, অনুজ্ঞাত বা নির্ধারিত সময় সীমার মধ্যে পেশ করাতে বাধ্য হয় সেখানে আদালত তার বিরুদ্ধে রায় ঘোষণা করবে অথবা মকদ্দমার সম্পর্কে এমন আদেশ দেবে যা আদালত সমীচীন মনে করে এবং এমন রায় ঘোষণা করার পর ডিক্রি তৈরি করা হবে।

আদেশ—৯
[ORDER : 9]
পক্ষদের হাজিরা ও তাদের গর-হাজিরার পরিণাম
(Appearance of Parties and Consequence of Non-appearance)
(বিধি ১ থেকে বিধি ১৪)

॥ বিধি : ১ ॥ পক্ষরা সেইদিন হাজির হবে যেদিন প্রতিবাদী হাজির হওয়ার ও জবাব দেওয়ার জন্য সমন-এ নির্দিষ্ট করা আছে [Parties to appear on day fixed in summons for defendant to appear and answer]—যে দিনটি প্রতিবাদীর হাজির হওয়ার এবং জবাব দেওয়ার জন্য সমন-এ নির্দিষ্ট করা হয়েছে সেইদিন পক্ষ স্বয়ং বা নিজের নিজের প্লিডারদের দ্বারা বিচারালয়ে উপস্থিত থাকবে এবং মকদ্দমার শুনানি সেদিন হবে, যদি না তখন আদালত কর্তৃক ভবিষ্যতের কোনো দিন পর্যন্ত মকদ্দমার শুনানি স্থগিত করে দেওয়া হয়।

॥ বিধি : ২ ॥ খরচ দিতে না পারার পরিণাম স্বরূপ সমন জারি না হওয়ার ক্ষেত্রে মামলা খারিজ হয়ে যাওয়া [Dismissal of suit where summons not served in consequence of plaintiffs failure to pay costs]—যদি এমন নির্দিষ্ট করা দিনে দেখা যায় যে প্রতিবাদীর ওপর সমন জারি করা হয়নি তার কারণ আদালত ফি বা ডাক মাসুল (যদি কিছু থাকে) যা এমন জারির জন্য ব্যয়যোগ্য দেওয়া থেকে বা আদেশ-৭-এর বিধি-৯ দ্বারা কাঙ্ক্ষিত আর্জির বা সংক্ষিপ্ত বিবৃতির প্রতিলিপি উপস্থাপন করতে বাদী ব্যর্থ হয়েছে, সেখানে মকদ্দমা খারিজ করে দেওয়া হোক বলে আদালত আদেশ দিতে পারবে :

প্রকাশ থাকে যে, এই ব্যর্থতা সত্ত্বেও যদি প্রতিবাদী ঐদিন, যেদিন তার হাজির হওয়ার বা জবাব দেওয়ার জন্য নির্দিষ্ট হয়েছে, নিজেই [অথবা যখন সে নিযুক্তক দ্বারা হাজির হওয়ার জন্য নিযুক্তক দ্বারা অনুমতি প্রাপ্ত হয়েছে] হাজির হয়ে যায় তাহলে এমন কোনো আদেশ দেওয়া যাবে না।

॥ বিধি : ৩ ॥ দু'পক্ষের কেউই হাজির না হওয়ার ক্ষেত্রে মামলা খারিজ হয়ে যাবে [Where neither party appears, suit to be dismissed]—যেখানে মকদ্দমার শুনানির জন্য ডাক দেওয়ার পর কোনো পক্ষই হাজির হয় না সেখানে আদালত ঐ মকদ্দমা খারিজ করা হোক বলে আদেশ দিতে পারবে।

॥ বিধি : ৪ ॥ বাদী নতুন মামলা দায়ের করতে পারবে অথবা আদালত মামলাটি নথিতে পুনর্বহাল করতে পারবে [Plaintiff may bring fresh suit or Court may restore suit to file]—মকদ্দমা যেখানে বিধি-২ বা বিধি-৩-এর অধীনে খারিজ করে দেওয়া হয় যেখানে বাদী নতুন মকদ্দমা [তামাদি আইন সাপেক্ষে] দায়ের করতে পারবে অথবা সে ঐ খারিজকে বাতিল করার আদেশের জন্য আবেদন করতে পারবে আর যদি আদালতে মীমাংসা হয়ে যায় যে, যেখানে যেমন, বিধি-২-এ নির্দিষ্ট ব্যর্থতার জন্য অথবা তার গরহাজিরার জন্য যথেষ্ট কারণ ছিল, তাহলে

আদালত ঐ খারিজ বাতিল করার জন্য আদেশ দেবে এবং মকদ্দমার পরবর্তী কার্যবাহ চালিয়ে যাবার জন্য দিন ধার্য করবে।

॥ বিধি ঃ ৫ ॥ জারি না হয়ে সমন ফেরত আসার পর এক মাসের মধ্যে যদি বাদী নতুন সমন-এর জন্য আবেদন করতে বিফল হয়, তাহলে সেক্ষেত্রে মামলা খারিজ হয়ে যায় [Dismissal of suit where plaintiff after summons returned unserved, fails for one month to apply for fresh summons]—(১) যেখানে সমন প্রতিবাদী বা কয়েকজন প্রতিবাদীর মধ্যে কোনো একজনের নামে দেওয়া হলে এবং তা জারি না হয়ে ফেরত আসার পর ঐদিন থেকে একমাস পর্যন্ত যার আদালতে ঐ আধিকারিক বিবরণী দিয়েছেন যা জারি সম্পাদনকারী আধিকারিকদের দ্বারা প্রদেয় বিবরণীসমূহ আদালতে সাধারণভাবে প্রমাণিত করে বাদী আদালত থেকে নতুন সমন দেওয়ার জন্য আবেদন করাতে ব্যর্থ হয়েছে সেখানে আদালত আদেশ দিতে পারবে যে, প্রতিবাদীর বিরুদ্ধে ঐ মকদ্দমা খারিজ করে দেওয়া হোক ; কিন্তু যদি বাদী আদালতের সমন মীমাংসা নির্দিষ্ট ঐ সময়সীমার মধ্যে করে ফেলে—

(ক) যে প্রতিবাদীর ওপর জারি হয়নি তার বাসস্থানের খোঁজ করার জন্য যথাসাধ্য চালিয়েও বিফল হয়েছে; অথবা

(খ) উক্ত প্রতিবাদী পরওয়ানা জারি হওয়া এড়াতে নিজেকে সরিয়ে রাখছে; অথবা

(গ) সময় বাড়াবার জন্য অন্য কোনো যথেষ্ট কারণ রয়েছে ; তাহলে এমন আবেদন করার জন্য সময়সীমাকে আদালত যতটা বাড়ানো উপযুক্ত মনে করবে ততটা পর্যন্ত বাড়িয়ে দিতে পারবে।

(২) এমন অবস্থায় বাদী [তামাদি আইন সাপেক্ষে] নতুন মকদ্দমা আনতে পারবে।

॥ বিধি ঃ ৬ ॥ যখন শুধু বাদী হাজির হয়, তখন প্রক্রিয়া [Procedure when only plaintiff appears]—(১) যেখানে বাদীকে শুনানির জন্য ডাক দেওয়ার পর বাদী হাজির হয় এবং প্রতিবাদী গরহাজির হয়, সেখানে—

(ক) **যখন সম্যকভাবে সমন জারি করা হয়েছে** [When summons duly served]—যদি এমন সাব্যস্ত হয়ে যায় যে সমন সম্যকভাবে জারি করা হয়েছিল, তাহলে আদালত আদেশ দিতে পারবে যে, মকদ্দমার একতরফা শুনানি হোক;

(খ) **যখন সম্যকভাবে সমন জারি করা হয়নি** [When summons not duly served]—যদি এমন সাব্যস্ত না হয়, যে সমন সম্যকভাবে জারি করা হয়েছিল, তাহলে আদালত আদেশ দিতে পারবে যে, দ্বিতীয়বার সমন দেওয়া হোক এবং প্রতিবাদীর ওপর তা জারি করা হোক;

(গ) **সমন জারি হলেও যখন তা সম্যক সময়ে করা হয়নি** [When summons served, but not in due time]—যদি এমন সাব্যস্ত হয়ে যায় যে, প্রতিবাদীর ওপর সমন জারি করা হয়েছিল কিন্তু তা এমন সময়ে হয়নি যাতে নির্ধারিত দিনে উপস্থিত হওয়ার এবং জবাব দেওয়ার জন্য যথেষ্ট সময় পাওয়া যায়।

তাহলে আদালত মকদ্দমার শুনানি আদালত কর্তৃক নির্দিষ্ট করা আগামী কোনো

দিনের জন্য স্থগিত করবে এবং নির্দেশ দেবে যে, এমন দিনের বিজ্ঞপ্তি প্রতিবাদীকে দিয়ে দেওয়া হোক।

(২) যেক্ষেত্রে সমন সম্যক ভাবে জারি বা যথেষ্ট সময়ের মধ্যে জারি বাদীর ত্রুটির জন্য না হয় সেক্ষেত্রে আদালত বাদীকে স্থগিত হওয়ার জন্য যে খরচ হবে তা দেবার জন্য আদেশ দেবে।

॥ বিধি : ৭ ॥ বিবাদী যেখানে স্থগিত শুনানির দিন হাজির থাকে এবং আগের গরহাজিরার জন্য উপযুক্ত কারণ দর্শায় সেখানে প্রক্রিয়া (অর্থাৎ তেমন ক্ষেত্রে প্রক্রিয়া) [Procedure where defendant appears on day of adjourned hearing and assigns good cause for previous not appearance]—আদালত যেখানে একতরফা ভাবে মকদ্দমার শুনানি স্থগিত করে দিয়েছে এবং প্রতিবাদী ঐ শুনানির দিন কিংবা আগে হাজির হয় এবং তার আগের গরহাজিরার জন্য যথেষ্ট কারণ দেখায় সেখানে আদালত খরচ এবং অন্যান্য বিষয়ের ব্যাপারে যে শর্ত আরোপ করবে তা সাপেক্ষে তাকে মকদ্দমার পরে তেমনই ভাবে শোনানো হবে যেন সে তার হাজিরার জন্য নির্দিষ্ট করা দিনে হাজির হয়েছিল।

॥ বিধি : ৮ ॥ যখন শুধু বিবাদী হাজির হয়, তখন প্রক্রিয়া [Procedure where defendant only appears]—যখন মকদ্দমার শুনানির জন্য ডাক দেওয়ার পর বিবাদী হাজির হয় এবং বাদী গরহাজির হয় তখন আদালত মকদ্দমা খারিজ করার জন্য আদেশ দেবে। কিন্তু যদি বিবাদী দাবি বা তার অংশ স্বীকার করে নেয় তাহলে আদালত এমন স্বীকৃতির ওপর বিবাদীর বিরুদ্ধে ডিক্রি প্রদান করবে এবং যেখানে দাবির অংশ বিশেষই স্বীকার করা হয়েছে সেখানে আদালত মকদ্দমা সেই পর্যন্ত খারিজ করবে যে পর্যন্ত বাকি দাবির সঙ্গে তার সম্পর্ক আছে।

॥ বিধি : ৯ ॥ ত্রুটির ফলে বাদীর বিরুদ্ধে হওয়া ডিক্রি নতুন মামলাকে বিঘ্নিত করে [Decree agáinst plaintiff by default bars fresh suit]—(১) যেখানে মকদ্দমা বিধি-৮-এর অধীন সম্পূর্ণভাবে বা আংশিক ভাবে খারিজ করে দেওয়া হয় সেখানে বাদী সেই বিবাদ হেতুর জন্য নতুন মকদ্দমা আনা থেকে নিবারিত হবে। কিন্তু সে খারিজকরণকে বাতিল করার আদেশের জন্য আবেদন করতে পারবে এবং যদি সে আদালতকে তুষ্ট করে দেয় যে, যখন মকদ্দমার শুনানির জন্য ডাক দেওয়া হচ্ছিল সেই সময় তার গরহাজিরার পক্ষে যথেষ্ট কারণ ছিল তাহলে আদালত খরচ ও অন্যান্য বিষয়ের ব্যাপারে যেমন সমীচীন মনে হয় তেমন শর্ত সাপেক্ষে খারিজকরণকে বাতিল করার আদেশ দেবে এবং মকদ্দমার পরবর্তী কার্যবাহ চালিয়ে যাবার জন্য দিন ধার্য করবে।

(২) এই নিয়ম সাপেক্ষে কোনো আদেশ ততক্ষণ দেওয়া যাবে না, যতক্ষণ আবেদনের বিজ্ঞপ্তি জারি বিরোধী পক্ষের ওপর না করা হবে।

॥ বিধি : ১০ ॥ বাদী যখন কয়েকজন তখন তাদের একজনের বা একাধিকজনের গরহাজিরার ক্ষেত্রে প্রক্রিয়া [Procedure in case of non-attendance of one or more of several plaintiff's]—বাদীর সংখ্যা যখন

একাধিক এবং তাদের একজন বা একাধিক জন হাজির হয় এবং অন্যেরা গরহাজির থাকে তখন আদালত হাজির হওয়া বাদী বা বাদীদের অনুরোধক্রমে মকদ্দমা এমনভাবে অগ্রসর হওয়ার সম্মতি দেবে যেন সমস্ত বাদীই হাজির হয়েছে অথবা যেমন উপযুক্ত মনে করবে তেমন আদেশ দেবে।

॥ বিধি ঃ ১১ ॥ বিবাদী যখন কয়েকজন তখন তাদের একজনের বা একাধিক জনের গরহাজিরার ক্ষেত্রে প্রক্রিয়া [Procedure in case of non-attendance of one or more of several defendants]—যেখানে বিবাদীর সংখ্যা একাধিক এবং তাদের একজন বা একাধিক জন হাজির হয় এবং অন্যেরা গরহাজির হয় সেখানে মকদ্দমা অগ্রসর হবে এবং আদালত রায় ঘোষণার সময় সেই বিবাদীদের সম্পর্কে, যারা গরহাজির হয়েছে, যেমন উপযুক্ত মনে হয় এমন আদেশ দেবে।

॥ বিধি ঃ ১২ ॥ ব্যক্তিগতভাবে হাজির হওয়ার জন্য আদিষ্ট হয়েও কোনো পক্ষের পর্যাপ্ত কারণ দর্শানো ব্যতিরেকে গরহাজির থাকার পরিণাম (ফল) [Consequence of non-attendance without sufficient cause shown, of party ordered to appear in person]—যেখানে কোনো বাদী বা বিবাদী, যাকে ব্যক্তিগতভাবে হাজির হওয়ার আদেশ দেওয়া হয়েছে, ব্যক্তিগতভাবে হাজির না হয় বা এমনভাবে হাজির হতে অসফল হওয়ার জন্য পর্যাপ্ত কারণ আদালতে সন্তোষজনকভাবে না দেখায়, সেখানে সে পূর্ববর্তী বিধিগুলোতে বিধৃত সমস্ত বিধানগুলোর অধীন হবে যা এমন বাদী ও বিবাদীদের ক্ষেত্রে যারা গরহাজির থাকে, যেখানে যেমন প্রযোজ্য হয়।

একতরফা ডিক্রি বাতিল করা
(Setting Aside Decrees *Ex-parte*)

॥ বিধি ঃ ১৩ ॥ বিবাদীর বিরুদ্ধে একতরফা ডিক্রি বাতিল করা [Setting aside decree *ex-parte* against defendant]—যে কোনো মকদ্দমায় কোনো বিবাদীর বিরুদ্ধে একতরফা ডিক্রি দেওয়া হয়ে থাকলে সে ডিক্রি প্রদানকারী আদালতে তা রদ করার আদেশ দেওয়ার জন্য আবেদন করতে পারে এবং যদি সে আদালতকে এই শর্তে সন্তোষ প্রদান করতে পারে যে, ঐ সমন যথারীতি জারি হয়নি। কিংবা যখন মকদ্দমার শুনানির সময় ডাক দেওয়া হয়েছিল তখন সে যে কোনো পর্যাপ্ত কারণে হাজির হওয়াতে বাধা পেয়েছে তাহলে আদালত, মকদ্দমার খরচ আদালতে দেওয়ার এবং অন্য কোনো শর্তসাপেক্ষে, যেমন আদালত যথার্থ মনে করে, ডিক্রিটি রদ করে আদেশ দেবে এবং মকদ্দমার পরবর্তী কার্যবাহ চালিয়ে যাবার জন্য একটি দিন ধার্য করবে ঃ

প্রকাশ থাকে যে, যেখানে ডিক্রিটি এমন ধরনের যে তা শুধুমাত্র উক্ত বিবাদীর বিরুদ্ধে রদ করা যাবে না, তাহলে তা অন্য সমস্ত বা অন্য যে কোনো বিবাদীর বিরুদ্ধেও রদ করা যাবে ঃ

আরও প্রকাশ থাকে যে, কোনো আদালত একতরফা ভাবে দেওয়া হয়েছে এমন কোনো ডিক্রি রদ করবে না, শুধু এজন্য যে, সমন জারি করার ব্যাপারে কোনো রকম

অনিয়ম করা হয়েছে, যদি আদালত এই তথ্যে সন্তুষ্ট হয় যে, বিবাদী শুনানির তারিখ সম্পর্কে অবহিত ছিল এবং হাজির হওয়ার এবং বাদীর দাবির জবাব দেওয়ার মতো যথেষ্ট সময় সে পেয়েছিল।

স্পষ্টীকরণ—যেখানে এই বিধি সাপেক্ষে প্রদত্ত একতরফা ডিক্রির বিরুদ্ধে আপিল করা হয়েছে এবং আপিলকারী আপিলটি ফিরিয়ে নিয়েছে এই হেতু ছাড়া অন্য কোনো হেতুতে আপিলটির ওপর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে, সেখানে উক্ত একতরফা ডিক্রি রদ করার জন্য কোনো আবেদন গ্রাহ্য হবে না।

॥ বিধি : ১৪ ॥ কোনো ডিক্রি বিরোধী পক্ষকে বিজ্ঞপ্তি না দিয়ে বাতিল (বা রদ) করা যাবে না [No decree to be set aside without notice to opposite party]—উপরে উল্লেখ মতো এমন কোনো আবেদনের প্রেক্ষিতে কোনো ডিক্রি রদ করা যাবে না, যদি বিরোধী পক্ষর ওপর তার বিজ্ঞপ্তি জারি না করা হয় (অর্থাৎ বিজ্ঞপ্তি না দেওয়া হয়)।

আদেশ—১০
[ORDER : 10]

আদালত কর্তৃক পক্ষদেরকে পরীক্ষা
(Examination of Parties by the Court)
(বিধি ১ থেকে বিধি ৪)

॥ বিধি : ১ ॥ ওকালতির (সওয়ালের) বিবৃতি স্বীকৃত বা অস্বীকৃত কিনা তা নির্ধারণ করা [Ascertainment whether allegations in pleadings are admitted or denied]—মকদ্দমার প্রথম শুনানিতে আদালত প্রত্যেক পক্ষর অথবা প্রত্যেক পক্ষর প্লিডারের কাছ থেকে সেই পক্ষ অপর পক্ষের আর্জিতে লিখিত বিবৃতিতে [যদি থাকে] বিধৃত তথ্য সম্পর্কিত উক্তিগুলো স্বীকার করে বা অস্বীকার করে কিনা তা নির্ধারণ করবে এবং যেগুলো সংশ্লিষ্ট পক্ষ কর্তৃক ব্যক্তভাবে প্রয়োজনীয় অনুমানের দ্বারা স্বীকৃত বা অস্বীকৃত হয়নি, আদালত এধবনের স্বীকার বা অস্বীকার লিপিবদ্ধ করবে।

॥ বিধি : ২ ॥ পক্ষ বা পক্ষের সঙ্গীর মৌখিক পরীক্ষা [Oral examination of party or companion of party]—(১) আদালত মকদ্দমার শুনানিতে—

(ক) মকদ্দমার বিতর্কিত বিষয়টি বিশদ, স্পষ্ট বা ব্যাখ্যা করার জন্য ব্যক্তিগত ভাবে হাজির হওয়া বা আদালতে উপস্থিত থাকা পক্ষদেরকে আদালত যেমন উপযুক্ত মনে করবে, তেমন সকলকে মৌখিক পরীক্ষা করতে পারবে ; এবং

(খ) মকদ্দমা সম্পর্কে যে কোনো গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের জবাব দিতে সক্ষম এমন যে কোনো পক্ষর বা তার প্লিডারের সঙ্গে ব্যক্তিগতভাবে হাজির বা আদালতে উপস্থিত প্রত্যেককে মৌখিকভাবে পরীক্ষা করতে পারবে।

(২) আগামী যে কোনো শুনানির সময় ব্যক্তিগতভাবে হাজির থাকা বা আদালতে উপস্থিত থাকা যে কোনো পক্ষকে বা মকদ্দমাটির ব্যাপারে যে কোনো গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের জবাব দিতে সক্ষম যে কোনো ব্যক্তিকে, যে এমন পক্ষ বা তার প্লিডারদের সঙ্গে আছে, আদালত মৌখিকভাবে পরীক্ষা করতে পারবে।

(৩) উপযুক্ত মনে করলে আদালত এই নিয়মানুসারে পরীক্ষা করার সময় যে কোনো পক্ষের সুপারিশ মতো প্রশ্ন করতে পারে।

॥ বিধি : ৩ ॥ পরীক্ষার সারমর্ম লিখিত হতে হবে [Substance of examination to be written]—ন্যায়াধীশ দ্বারা পরীক্ষার সারমর্ম লেখা হবে আর তা নথির অংশ হবে।

॥ বিধি : ৪ ॥ প্লিডারের জবাব দেওয়াতে অস্বীকার অথবা জবাব দিতে অসমর্থতার পরিমাণ [Consequence of refusal or inability of pleader to answer]—(১) যে ক্ষেত্রে কোনো পক্ষ প্লিডার মারফৎ হাজিরা দিয়েছে, সেই পক্ষর প্লিডার বা বিধি-২-এ উল্লিখিত প্লিডারের সঙ্গে উপস্থিত হওয়া কোনো ব্যক্তি যদি

মকদ্দমার ব্যাপারে কোনো গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের জবাব দিতে অস্বীকার করেন অথবা অসমর্থ হন আদালতের মতানুসারে যে পক্ষর তিনি প্রতিনিধিত্ব করেন সেই পক্ষর জবাব দেওয়া উচিত এবং যদি এমন সম্ভাবনা থাকে যে সেই পক্ষকে ব্যক্তিগতভাবে প্রশ্ন করলে তার উত্তর দিতে সমর্থ হয় তাহলে আদালত মকদ্দমার শুনানি ভবিষ্যতের কোনো দিন পর্যন্ত স্থগিত রাখতে এবং সেই দিনটিতে সংশ্লিষ্ট পক্ষকে ব্যক্তিগত ভাবে হাজির হওয়ার জন্য নির্দেশ দেবে।

(২) যদি এমন ধার্য করা দিনে ঐ পক্ষ আইনসঙ্গত কারণ ব্যতিরেকে ব্যক্তিগতভাবে হাজির হতে অসফল হয় তাহলে আদালত তার বিরুদ্ধে রায় ঘোষণা করতে পারবে অথবা মকদ্দমার সম্পর্কে যেমন উপযুক্ত মনে করে তেমন আদেশ দিতে পারবে।

আদেশ—১১
[ORDER : 11]
আবিষ্কার এবং পরিদর্শন
(Discovery and Inspection)
(বিধি ১ থেকে বিধি ২৩)

॥ বিধি ঃ ১ ॥ প্রশ্নমালা দ্বারা আবিষ্কার [Discovery by interrogatories]— যে কোনো মকদ্দমায় বাদী বা বিবাদী বিরোধী পক্ষকে বা তেমন পক্ষদের কোনো একজনের বা একাধিকজনের পরীক্ষা করার জন্য লিখিত প্রশ্ন আদালতের অনুমতিতে দিতে পারবে এবং দেওয়ার সময় প্রশ্নমালাতে এমন পাদটীকা (Note at the foot) থাকবে যে এমন ব্যক্তিদের প্রত্যেকে এমন প্রশ্নের মধ্যে কোন্ কোন্টার উত্তর দেওয়ার জন্য বাঞ্ছিত হয়েছে ঃ

প্রকাশ থাকে যে, কোনো পক্ষ একই পক্ষকে প্রশ্নমালার এক সেট-এর (One set of interrogatories) বেশি ঐ নিমিত্ত আদেশ ব্যতিরেকে দেবে না ঃ

আরও প্রকাশ থাকে যে, সেই সব প্রশ্ন যা মকদ্দমায় প্রশ্নগত কোনো বিষয়সমূহের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট নয়, যাই বিধৃত থাকুক না কেন, অপ্রাসঙ্গিক মনে করা হবে যে, সাক্ষীর মৌখিক পরীক্ষা করতে সেগুলো গ্রাহ্য হতো।

॥ বিধি ঃ ২ ॥ বিশেষ প্রশ্নমালা দাখিল করতে হবে [Particular interrogatories to be submitted]—প্রশ্নমালা দেওয়ার জন্য সম্মতি হেতু আবেদনের ভিত্তিতে সেই বিশেষ প্রশ্ন, যা দেওয়ার প্রস্তাব করা হয়েছে, আদালতের সামনে রাখা হবে, এমন আবেদনের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত নেওয়াতে আদালত এমন কোনো প্রস্তাবের ওপরও বিচার-বিবেচনা করবে যা সেই পক্ষ, যাকে প্রশ্ন করার আছে, প্রশ্নগত ব্যাপার বা তার কোনোটির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বিবরণ দেওয়ার বা স্বীকারোক্তি করার জন্য বা দস্তাবেজ পেশ করার জন্য করে থাকে এবং তার সামনে রাখা প্রশ্নমালার মধ্যে কেবল এমন প্রশ্নমালা সম্পর্কে সম্মতি দেওয়া হবে যেগুলোকে আদালত হয় মকদ্দমার সুষ্ঠু বিচারের জন্য অথবা মকদ্দমার খরচ বাঁচাবার জন্য প্রয়োজন মনে করবে।

॥ বিধি ঃ ৩ ॥ প্রশ্নমালার খরচ [Costs of interrogatories]- -(১) মকদ্দমার খরচের সমন্বয় করা কালে কোনো পক্ষর অনুরোধ ক্রমে এমন প্রশ্নমালার যথার্থ খুঁজে দেখা হবে এবং সেইরকম খোঁজ করার জন্য আবেদন করা হয়ে থাকুক বা না থাকুক, শুল্ক ধার্যকারী আধিকারিক (taxing officer) বা আদালত যদি মনে করে যে এহেন প্রশ্নমালা অযৌক্তিক ভাবে বা বিরক্তিকর ভাবে করা হয়েছে বা তা অহেতুক দীর্ঘ হয়েছে, তাহলে উক্ত প্রশ্নমালা ও তাদের উত্তর সংক্রান্ত খরচ যে কোনো ব্যাপারে দোষী সাব্যস্ত ব্যক্তি দেবে।

॥ বিধি ঃ ৪ ॥ প্রশ্নমালার নিদর্শ [Form of interrogatories]—প্রশ্নমালা পরিশিষ্ট গ-এর ২নং নিদর্শে এমন রদবদল সহ হবে, যা পরিস্থিতি অনুযায়ী আবশ্যক হয়।

॥ বিধি ঃ ৫ ॥ নিগম [Corporations]—মকদ্দমার কোনো পক্ষ যেখানে একটি আইন দ্বারা গঠিত নিগম বা ব্যক্তিদের এমন ' ' তা নিগমিত হোক বা না হোক, নিজের নামে বা অন্য কোনো আধিকারিকের নামে মকদ্দমা করতে এবং এর বিরুদ্ধে এমন মকদ্দমা করতে অন্য কোনো ব্যক্তি কোনো সদস্য বা আধিকারিককে প্রশ্নমালা

দেওয়ার জন্য অনুমতি চেয়ে আবেদন করতে পারবে এবং সেই মতো আদেশ দেওয়াও যেতে পারে।

॥ বিধি : ৬ ॥ উত্তরদানের দ্বারা প্রশ্নমালা সম্পর্কে আপত্তি [Objections to interrogatories by answer]—যে কোনো প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার দরুন এই কারণে যে সেই প্রশ্ন কুৎসামূলক বা অপ্রাসঙ্গিক অথবা মকদ্দমার প্রয়োজন হেতু সরল বিশ্বাসে প্রদর্শিত করা হয়নি অথবা যে বিষয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়েছে সেই পর্যায়ে যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ নয় অথবা বিশেষ অধিকারের ভিত্তিতে বা অন্য কোনো ভিত্তিতে কোনো আপত্তি উত্তরে দেওয়া শপথপত্রে করা যাবে।

॥ বিধি : ৭ ॥ প্রশ্নমালা বাতিল করা বা কেটে দেওয়া [Setting aside and striking out interrogatories]—কোনো প্রশ্ন এই কারণে বাতিল করা যাবে যে, সেগুলো অযুক্তিযুক্তভাবে বা বিরক্তি করার জন্য প্রদর্শিত করা হয়েছে, অথবা এই কারণে কেটে দেওয়া যাবে যে সেগুলো অতিবিশদ, পীড়াদায়ক, অপ্রয়োজনীয় বা কুৎসামূলক এবং এই প্রয়োজন হেতু যে কোনো আবেদন প্রশ্নমালা জারির পর সাতদিনের মধ্যে করা যাবে।

॥ বিধি : ৮ ॥ উত্তরে প্রদত্ত শপথনামা (শপথপত্র) ফাইল করা [Affidavit in answer filing]—প্রশ্নমালার উত্তর শপথপত্র দ্বারা দেওয়া হবে, যা দশ দিনের মধ্যে বা আদালত অনুজ্ঞাত করে এমন অন্য সময়ের মধ্যে ফাইল করা যাবে।

॥ বিধি : ৯ ॥ উত্তরে প্রদত্ত শপথনামার নিদর্শ [Form of affidavit in answer]—প্রশ্নমালার উত্তরে কৃত শপথপত্রে পরিশিষ্ট গ-এর ৩নং নিদর্শে এমন রদ-বদল সহ হবে যা পরিস্থিতি অনুযায়ী আবশ্যক হয়।

॥ বিধি : ১০ ॥ কোনো আপত্তি তোলা যাবে না [No exception to be taken]—উত্তরে দেওয়া কোনো শপথপত্রে কোনো আপত্তি তোলা যাবে না। কিন্তু কোনো শপথ পত্রের অপর্যাপ্ততার কারণে আপত্তি তোলা হলে তা অপর্যাপ্ত কিনা তা নির্ধারণ করবে আদালত।

॥ বিধি : ১১ ॥ উত্তর দেওয়ার জন্য বা অতিরিক্ত উত্তর দেওয়ার জন্য আদেশ [Order to answer or answer further]—যেখানে কোনো ব্যক্তি যাকে প্রশ্ন করা হয়েছে উত্তর দেওয়া থেকে বিরত থাকে, অথবা অপর্যাপ্ত উত্তর দেয় সেখানে প্রশ্নকারী পক্ষ আদালতের কাছে এমন আদেশের জন্য আবেদন করতে পারবে যে ঐ পক্ষর কাছে চাওয়া যায় যে সে, যেখানে যেমন, উত্তর দেয় বা অতিরিক্ত উত্তর দেয়, এবং তার কাছে এমন অভিপ্রেত আদেশ নেওয়া যাবে যে সে, আদালত কর্তৃক যেমনই নির্দেশ দেওয়া হোক, হয় শপথপত্র দ্বারা অথবা মৌখিক পরীক্ষা দ্বারা উত্তর দিক বা অতিরিক্ত উত্তর দিক।

॥ বিধি : ১২ ॥ দস্তাবেজ আবিষ্কারের জন্য আবেদন [Application for discovery of documents]—কোনো পক্ষ যে কোনো শপথপত্র দাখিল করা ব্যতিরেকে আদালতের কাছে উক্ত আদেশের জন্য আবেদন করতে পারবে, যা কোনো মকদ্দমার অন্য কোনো পক্ষকে নির্দেশ করে যে, সে তাতে প্রশ্ন সংক্রান্ত

কোনো ব্যাপারে সম্পর্কযুক্ত এমন দস্তাবেজের যা তার দখলে বা শক্তিতে আছে বা ছিল, শপথপত্রে আবিষ্কার করা হোক এমন আবেদনের শুনানির পর যদি আদালতের সন্তুষ্টি হয় যে, এমন আবিষ্কারের প্রয়োজন নেই অথবা মকদ্দমার সেই পর্যায়ে প্রয়োজন নেই, তাহলে আদালত তা নামঞ্জুর করতে পারবে অথবা স্থগিত করতে পারবে অথবা হয় সাধারণভাবে অথবা দস্তাবেজসমূহের কিছু শ্রেণী সম্পর্কে যেমন উপযুক্ত মনে করে তেমন আদেশ দিতে পারবে :

প্রকাশ থাকে যে, যখন এবং যতদূর আদালতের অভিমত হয় যে, মকদ্দমার সুষ্ঠু বিচারের জন্য বা খরচ বাঁচানোর জন্য এটা প্রয়োজন নেই তখন এবং ততদূর আবিষ্কারের জন্য আদেশ দেওয়া হবে না।

॥ বিধি : ১৩ ॥ দস্তাবেজ সম্পর্কিত শপথনামা [Affidavit of documents]—উপরিল্লিখিত সর্বশেষ বিধি অনুসারে যে পক্ষর বিরুদ্ধে আদেশ দেওয়া হয়েছে, সেই পক্ষ ঐ আদেশে উল্লিখিত দস্তাবেজসমূহের মধ্যে কোনোটা (যদি থাকে) যদি সে প্রকাশ করতে আপত্তি করে তবে তা শপথপত্রে (বা শপথনামায়) স্পষ্টভাবে উল্লেখ করতে হবে এবং তা পরিশিষ্ট গ-এর ৫নং নিদর্শে পরিস্থিতি মোতাবেক আবশ্যক রদবদল সহ করতে হবে।

॥ বিধি : ১৪ ॥ দস্তাবেজ পেশ করা [Production of documents]—কোনো মকদ্দমা বিচারাধীন থাকার সময় মকদ্দমার কোনো বিষয়ের প্রশ্ন সংক্রান্ত দস্তাবেজ কোনো পক্ষর দখলে বা ক্ষমতায় থাকলে আদালত উপযুক্ত মনে করলে যে কোনো সময়ে সেই পক্ষকে শপথের দ্বারা সেই দস্তাবেজ প্রকাশ করার আদেশ দিলে তা আইন সম্মত হবে এবং ঐ দস্তাবেজ প্রকাশ করা হলে যেমন উপযুক্ত মনে হয় আদালত সেই মতো তা ব্যবহার করতে পারে।

॥ বিধি : ১৫ ॥ ওকালতি বা শপথনামাতে নির্দিষ্ট দস্তাবেজের পরিদর্শন [Inspection of documents referred to in pleadings or affidavits]—মকদ্দমার আসল পক্ষ অন্য পক্ষকে তার ওকালতিতে (হেতুভাষণ বা আর্জি বা লিখিত জবাব বা সওয়াল-জবাব) বা শপথনামায় যে দস্তাবেজের বিবরণ উল্লেখ করেছে তার পরিদর্শনের জন্য কিংবা তার প্লিডার দিয়ে পরিদর্শকের জন্য এবং ঐ দলিলের প্রতিলিপি নেওয়ার জন্য তাকে বা তাদেরকে অনুমতি দেওয়ার জন্য বিজ্ঞপ্তি দিতে পারবে এবং কোনো পক্ষ উক্ত বিজ্ঞপ্তি স্বীকার না করলে (গ্রাহ্য বা মান্য) সেই পক্ষ পরবর্তী সময়ে দস্তাবেজ স্বপক্ষে প্রমাণ হিসেবে ব্যবহার করতে পারবে না, যদি না সে আদালতকে সন্তুষ্ট করতে পারে যে, ঐ দস্তাবেজ সে মকদ্দমার প্রতিবাদী হওয়ায় শুধু নিজ স্বত্বের সঙ্গে সম্পর্ক যুক্ত কিংবা তার অন্য কোনো কারণ বা ভিত্তি থাকে যা আদালত ঐ বিজ্ঞপ্তি স্বীকার না করার ব্যাপারে যথেষ্ট মনে করে, সেক্ষেত্রে আদালত খরচ ও অন্যান্য শর্ত সাপেক্ষে ঐ দলিল প্রমাণ হিসেবে দাখিল করার অনুমতি নিতে পারে।

॥ বিধি : ১৬ ॥ পেশকরণের বিজ্ঞপ্তি [Notice to produce]—কোনো পক্ষর ওকালতি (বা আর্জি) বা শপথনামায় উল্লিখিত দস্তাবেজগুলো উপস্থাপিত করার বিজ্ঞপ্তি পরিস্থিতি মোতাবেক রদবদল সহ পরিশিষ্ট-গ-এ বর্ণিত ৭নং নিদর্শে হতে হবে।

॥ বিধি : ১৭ ॥ বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হয়েছে এমন ক্ষেত্রে পরিদর্শনের সময় [Time for inspection when notice given]—যে পক্ষকে এমন বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হয়েছে সে এমন বিজ্ঞপ্তি পাওয়ার দশ দিনের মধ্যে যে পক্ষ বিজ্ঞপ্তি দিয়েছে সেই পক্ষকে একটি বিজ্ঞপ্তি দিয়ে জানাবে যে, সংশ্লিষ্ট দলিলগুলো বা তার মধ্যস্থ যেগুলো প্রকাশ করতে সে আপত্তি করবে না, সেগুলো উক্ত বিজ্ঞপ্তি দেওয়ার তিন দিনের মধ্যে কোনো এক সময়ে তার প্লিডারের অফিসে অথবা ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষের বইয়ে বা অন্য হিসেবের-খাতাপত্রে (বা বইয়ে) বা এমন বইয়ে যা ব্যবসা-বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানে সবসময় ব্যবহার করা হয় এমন কোনো খাতাপত্রের ক্ষেত্রে তাদের সাধারণত সেখানে রাখা হয় যেখানে পরিদর্শন করা যাবে এবং যে দস্তাবেজগুলো প্রকাশ করতে [যদি তেমন কিছু থাকে] সে আপত্তি করলে সেগুলো এবং আপত্তির কারণ উল্লেখ করবে। পরিস্থিতি মোতাবেক রদবদল সহ এমন বিজ্ঞপ্তি পরিশিষ্ট-গ-এ উল্লিখিত ৮নং নিদর্শে করতে হবে।

॥ বিধি : ১৮ ॥ পরিদর্শনের জন্য আদেশ [Order for inspection]—(১) যে ক্ষেত্রে ১৫নং বিধি অনুসারে বিজ্ঞপ্তি পাওয়া পক্ষ পরিদর্শনের সময় নির্দেশক বিজ্ঞপ্তি দেওয়া থেকে বিরত থাকে অথবা পরিদর্শন করা হলে আপত্তি করে অথবা প্লিডারের অফিস ভিন্ন জায়গায় পরিদর্শন করাবার প্রস্তাব দেয় সেখানে আদালত পরিদর্শন প্রার্থী পক্ষের আবেদনের ভিত্তিতে আদালত যেমন ঠিক মনে করে এমন জায়গায় এবং এমনভাবে পরিদর্শনের জন্য আদেশ দিতে পারবে :

প্রকাশ থাকে যে, যখন এবং যতদূর আদালতের এমন অভিমত হয় যে, মকদ্দমার সুষ্ঠু বিচারের জন্য বা খরচ বাঁচানোর জন্য এটা প্রয়োজনীয় নয় তখন এবং ততদূর আদেশ দেওয়া যাবে না।

(২) উক্তপক্ষর বিবৃতি, বিবরণী বা শপথপত্রে নির্দিষ্ট আছে, সেই দস্তাবেজগুলো ব্যতীত যেগুলোর বিরুদ্ধে আবেদন করা হয়েছে, অথবা তার দস্তাবেজ সম্পর্কিত শপথপত্রে প্রকাশ করা হয়েছে এমন দস্তাবেজগুলো পরিদর্শনের জন্য কোনো আবেদন এমন শপথপত্রের ওপর প্রতিষ্ঠিত হবে যা এগুলো কোন্ দস্তাবেজ তা দর্শায়, যার পরিদর্শন করতে হবে, যেগুলো আবেদক পক্ষ সেগুলোর পরিদর্শন করার অধিকারী এবং তা অন্য পক্ষর দখলে বা ক্ষমতায় আছে। যখন এবং যতদূর আদালতের এমন অভিমত হয় যে, মকদ্দমার সুষ্ঠু বিচারের জন্য বা খরচ বাঁচানোর জন্য এটা প্রয়োজনীয় নয়, তখন এবং ততদূর আদালত এমন দস্তাবেজ পরিদর্শনের জন্য ঐ আদেশ দেবে না।

॥ বিধি : ১৯ ॥ সত্যাখ্যাত কপি (প্রতিলিপি) [Verified copies]—(১) যেখানে কোনো কারবারের হিসেবের-খাতাপত্রের পরিদর্শনের জন্য আবেদন করা হয়েছে, সেখানে যদি উপযুক্ত মনে করে তাহলে আদালত মূল খাতাপত্রের পরিদর্শনের আদেশ দেওয়ার বদলে তার মধ্যের কোনো (সংশ্লিষ্ট অংশের) লিখিত বিষয়ের কপি (প্রতিলিপি) দেওয়ার জন্য এবং মূল লিখিত বিষয়ের সঙ্গে কপির পরীক্ষা করে দেখেছেন (অর্থাৎ মিলিয়ে দেখেছেন) এমন ব্যক্তির শপথপত্র দ্বারা সেই লিখিত বিষয়গুলো সত্যাখ্যাত করার জন্য আদেশ দিতে পারবে এবং এমন

শপথপত্রে বিবৃত থাকবে যে, মূল খাতাপত্রে কোনো রকম ঘষামাঘি, ভেতরে কিছু লেখালেখি বা পরিবর্তন করা হয়েছে কিনা এবং যদি হয়ে থাকে তাহলে তা কি ঃ

প্রকাশ থাকে যে, এধরনের প্রতিলিপি দেওয়া সত্ত্বেও আদালত ঐ খাতাপত্র পরিদর্শনের জন্য আদেশ দিতে পারবে, যার প্রতিলিপি তৈরি করা হয়েছিল।

(২) যেখানে পরিদর্শনের আদেশের জন্য আবেদনের ভিত্তিতে কোনো দস্তাবেজ সম্পর্কে বিশেষাধিকারের দাবি করা হয়েছে সেখানে আদালতের কাছে তা আইনানুগ হবে যে, ঐ আদালত বিশেষাধিকারের দাবির বৈধতার ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য, দস্তাবেজের যদি সেই দস্তাবেজ সংশ্লিষ্ট রাজ্যের কোনো বিষয় সম্বলিত না হয়, পরিদর্শন করে।

(৩) মকদ্দমার কোনো পক্ষের আবেদনক্রমে আদালত যে কোনো সময় এবং দস্তাবেজের কোনো শপথনামা করার আদেশ দেওয়া হয়ে থাকুক বা না থাকুক, যে কোনো অন্য পক্ষকে শপথনামা দ্বারা বিধৃত করার নির্দেশ দিতে পারে যে উক্ত আবেদনে বিশেষভাবে নির্দিষ্ট কোনো একটি বা একাধিক দস্তাবেজ তার দখলে বা ক্ষমতায় আছে বা কখনো তা বা সেগুলো ছিল এবং যদি এখন তার দখলে না থাকে তাহলে তা বা সেগুলোকে কবে সে পৃথক করেছে, এবং সেটার বা সেগুলোর কি হলো, ঐ আবেদন এমন বিবৃত করা শপথনামা দ্বারা করা হবে যে, সাক্ষীর বিশ্বাস আছে যে, যে পক্ষর বিরুদ্ধে আবেদন করা হয়েছে, তার দখলে বা ক্ষমতায় ঐ দস্তাবেজ আছে বা ঐ দস্তাবেজগুলো আছে বা কোনো সময়ে তা বা সেগুলো ছিল যা বা যেগুলো আবেদনে সুনির্দিষ্ট করা হয়েছে এবং পরে প্রশ্ন সংক্রান্ত ব্যাপারে অথবা সেগুলোর মধ্যে কয়েকটির সঙ্গে তা বা সেগুলো সংশ্লিষ্ট আছে কি না।

॥ **বিধি ঃ ২০** ॥ **সময়পূর্ব আবিষ্কার** [Premature discovery]—যেখানে কোনো পক্ষ, যার কাছে কোনো রকম আবিষ্কার বা পরিদর্শন চাওয়া হয়েছে (অর্থাৎ নির্দেশ দেওয়া হয়েছে) তার বা সেগুলোর কোনো অংশের ব্যাপারে আপত্তি করে, সেখানে যদি আদালতের সিদ্ধান্ত হয় যে প্রার্থিত আবিষ্কার বা পরিদর্শনের অধিকার মকদ্দমায় বিতর্কিত কোনো বিচার্য বিষয় বা প্রশ্নের মীমাংসার ওপর নির্ভর করছে অথবা অন্য কোনো কারণে বাঞ্ছনীয় যে, মকদ্দমায় বিতর্কিত কোনো বিচার্য বিষয় বা প্রশ্নের মীমাংসা আবিষ্কার বা পরিদর্শনের অধিকারের সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে করা প্রয়োজন তাহলে আদালত আদেশ দিতে পারবে যে, এমন বিচার্য বিষয় বা প্রশ্নের মীমাংসা আগে করা হোক এবং আবিষ্কার এবং পরিদর্শনের প্রশ্ন সংরক্ষিত রাখতে পারবে।

॥ **বিধি ঃ ২১** ॥ **আবিষ্কারের আদেশ পালন না করা** [Non-compliance with order for discovery]—(১) যখন কোনো পক্ষ প্রশ্নমালার উত্তর দেওয়া বা দস্তাবেজসমূহ আবিষ্কার করার অথবা পরিদর্শনের আদেশ মান্য করাতে অসফল হয় সেখানে যদি সে রাজী হয় এ ব্যাপারে দায়ী হবে যে,তার মকদ্দমা চালানোর অভাবে খারিজ করে দেওয়া হয় আর যদি সে প্রতিবাদী হয় তাহলে যদি সে কোনো প্রতিরক্ষণ করে যা তা কেটে দেওয়ার ব্যাপারে দায়ী হবে এবং এমন পরিস্থিতিতে রেখে দেওয়া হবে যেন তার প্রতিরক্ষণ করা হয়নি, এবং প্রশ্নকারী বা আবিষ্কার বা পরিদর্শন কাঙ্ক্ষাকারী পক্ষ আদালতের কাছে ঐ মর্মে আদেশের জন্য আবেদন

করতে পারবে এবং পক্ষদের বিজ্ঞপ্তি দেওয়ার পরে এবং তাদের শুনানির জন্য যুক্তিসঙ্গত সুযোগ দেওয়ার পর ঐ আদেশ এমন আবেদনের ভিত্তিতে সেই মতো করা যাবে।

(২) যেখানে কোনো মকদ্দমা খারিজ করার কোনো আদেশ উপবিধি (১) সাপেক্ষে করা যায় সেখানে বাদী সেই বিবাদ হেতুর ওপর নতুন মকদ্দমা দায়ের করতে পারবে না।

॥ বিধি ঃ ২২ ॥ প্রশ্নমালার উত্তরসমূহ বিচারকালে ব্যবহার [Using answers to interrogatories at trial]—কোনো পক্ষ প্রশ্নমালার জন্য প্রদত্ত বিরোধী পক্ষর উত্তরমালার কোনো একটির বা একাধিকের বা উত্তরের কোনো অংশের, অন্য উত্তরমালা বা এমন সম্পূর্ণ উত্তরের দাখিল ব্যতিরেকে, মকদ্দমার বিচারে সাক্ষ্যতে ব্যবহার করা যাবে ঃ

প্রকাশ থাকে যে, এধরনের ক্ষেত্রে আদালত সবসময় প্রদত্ত উত্তরে পরিপূর্ণতায় দেখতে পারবে এবং যদি আদালত মনে করে এগুলোর যে অন্য অংশগুলো সংশ্লিষ্ট করা হয়েছে তার সঙ্গে এমনভাবে সম্পর্কযুক্ত যে, আগে উল্লেখ করা উত্তরটি এগুলো ব্যতিরেকে ব্যবহার করা সমীচীন নয় তাহলে তা সংশ্লিষ্ট করার আদেশ দিতে পারে।

॥ বিধি ঃ ২৩ ॥ আদেশ নাবালকদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য [Order to apply to minors]—এই আদেশ নাবালক বাদীদের এবং প্রতিবাদীদের এবং অক্ষমতার অধীন ব্যক্তিদের মকদ্দমার অভিভাবকদের এবং মকদ্দমা হেতু অভিভাবকদের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হবে।

আদেশ—১২
[ORDER : 12]
স্বীকৃতি
(Admission)
(বিধি ১ থেকে বিধি ৯)

॥ বিধি ঃ ১ ॥ মামলার স্বীকৃতির বিজ্ঞপ্তি [Notice of admission of case]—মামলার যে কোনো পক্ষ তার লিখিত আর্জি দ্বারা বা অন্য কোনো রকমে লিখিতভাবে বিজ্ঞপ্তি দিতে পারবে যে সে কোনো পক্ষর সম্পূর্ণ মামলার অথবা তার অংশ বিশেষের সত্যতা স্বীকার করে।

॥ বিধি ঃ ২ ॥ দস্তাবেজের স্বীকৃতির জন্য বিজ্ঞপ্তি [Notice to admit of documents]—উভয়পক্ষের মধ্যে কোনো এক পক্ষ অপর পক্ষের কাছে বাঞ্ছা করতে পারবে যে, সে কোনো দস্তাবেজ সমস্ত আইনানুগ ব্যতিক্রম ছাড়া বিজ্ঞপ্তি জারির তারিখ থেকে পুনের দিনের মধ্যে স্বীকার করে নেবে এবং এমন বিজ্ঞপ্তির পর স্বীকার করে নিতে রাজি না হলে বা উপেক্ষা করলে, আদালত যতক্ষণ অন্য বকম কোনো আদেশ না দিচ্ছে, এমন যে কোনো দস্তাবেজ প্রমাণ করার খরচ ঐ উপেক্ষা করা বা রাজি না হওয়া পক্ষের দ্বারা প্রদত্ত হবে (অর্থাৎ ঐ পক্ষকে দিতে হবে) মকদ্দমার পরিণাম সেক্ষেত্রে যাইহোক না কেন এবং যতক্ষণ এমন বিজ্ঞপ্তি না দেওয়া হচ্ছে, কোনো দস্তাবেজ প্রমাণ করার কোনো রকম খরচ কেবল তখনই অনুজ্ঞাত করা হবে যখন এমন বিজ্ঞপ্তি না দেওয়ার অর্থ আদালতের মতে হবে খরচ বাঁচানো।

॥ বিধি ঃ ২-ক ॥ যদি দস্তাবেজের স্বীকৃতির জন্য বিজ্ঞপ্তি জারির পর করা না হয় তাহলে তা স্বীকৃত বলে মনে করা হবে [Documents to be deemed to be admitted if not devided after service of notice to admit documents]—(১) এমন প্রত্যেক দস্তাবেজ যা স্বীকার করার দাবি পক্ষর কাছে করা হয়, ঐ পক্ষ দ্বারা সাক্ষ্যতে বা দস্তাবেজের স্বীকৃতির সূচনায় তার জবাবে সুনির্দিষ্ট ভাবে বা প্রয়োজনীয় নিহিতার্থ দ্বারা অস্বীকৃত করা হয় না, অথবা তা স্বীকার না করার বিবৃতি দেওয়া যায় না, স্বীকৃতি বলে মনে করা হবে শুধু অক্ষমতার অধীন ব্যক্তিদের বিরুদ্ধ ক্ষেত্র ছাড়া ঃ

প্রকাশ থাকে যে, আদালত তার ইচ্ছা মতো বা নথিতে লিখে রাখার কারণে ঐ ধরনের স্বীকার ছাড়া অন্য ভাবে ঐ বকম স্বীকৃত দস্তাবেজ প্রমাণ করার নির্দেশ দিতে পারে।

(২) যেক্ষেত্রে কোনো কোনো পক্ষ অসঙ্গতভাবে তার দেনার দস্তাবেজ স্বীকার করার বিজ্ঞপ্তি জারি করার পর ঐ দস্তাবেজ স্বীকার করতে অস্বীকার করে বা উপেক্ষা করে সেক্ষেত্রে আদালত ক্ষতিপূরণ বাবদ খরচ দেবার জন্য অন্য পক্ষকে নির্দেশ দিতে পারে।

॥ বিধি ঃ ৩ ॥ বিজ্ঞপ্তির নিদর্শ [Form of notice]—পরিস্থিতি মোতাবেক রদবদল সহ দস্তাবেজ স্বীকারের বিজ্ঞপ্তি পরিশিষ্ট-গ-এ উল্লিখিত ৯নং নিদর্শে হবে।

॥ বিধি ঃ ৩-ক ॥ আদালতের স্বীকৃতি নথিভুক্ত করার ক্ষমতা [Power of Court to record admission]—বিধি-২ অনুসারে কোনো দস্তাবেজ স্বীকারের জন্য বিজ্ঞপ্তি দেওয়া না হলেও আদালত তার সামনের কার্যবাহর যে কোনো পর্যায়ে তার ইচ্ছা অনুসারে যে কোনো পক্ষকে যে কোনো দস্তাবেজ স্বীকার করে নেওয়ার জন্য আগ্রহ দেখাতে পারে এবং এমন প্রত্যেক ক্ষেত্রে ঐ পক্ষ ঐ রকম দস্তাবেজ স্বীকার করছে কি না বা স্বীকার করতে অস্বীকৃত হচ্ছে কিনা বা স্বীকার করতে উপেক্ষা (অবহেলা) করছে কি না তা নথিতে লিপিবদ্ধ করবে।

॥ বিধি ঃ ৪ ॥ তথ্যসমূহ স্বীকৃতির বিজ্ঞপ্তি [Notice to admit acts]—যে কোনো পক্ষ অন্য যে কোনো ভাবে শুনানির জন্য নির্ধারিত দিন থেকে অন্তত নয় দিন আগে যে কোনো সময় লিখিত বিজ্ঞপ্তি দ্বারা অভিপ্রায় করতে পারে যে সে উক্ত বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত কোনো সুনির্দিষ্ট তথ্য বা তথ্যসমূহকে শুধু মকদ্দমার প্রয়োজনের জন্য স্বীকার করে নিক। এবং এমন বিজ্ঞপ্তি জারির পর ছয় দিনের মধ্যে অথবা এমন অতিরিক্ত সময়ের মধ্যে যা আদালত কর্তৃক অনুজ্ঞাত করা হয় তা বা সেগুলো স্বীকার করতে রাজি না হওয়ার বা উপেক্ষা (অবহেলা) করার অবস্থায় তথ্য বা তথ্যসমূহ প্রমাণ করার খরচ যতক্ষণ আদালত ভিন্ন রকম কিছু নির্দেশ না দেয় এভাবে উপেক্ষাকারী বা অস্বীকারকারী (রাজি না হওয়া) পক্ষ দ্বারা দেওয়া যাবে তাতে মকদ্দমার পরিমাণ (বা ফল) যাইহোক না কেন ঃ

প্রকাশ থাকে যে, এমন বিজ্ঞপ্তি অনুসারে সম্পাদিত যে কোনো স্বীকৃতির সম্পর্কে মনে করা হবে যে, তা ঐ বিশেষ মকদ্দমার প্রয়োজন হেতুই করা হয়েছে, এবং তা এমন স্বীকৃতি মনে করা হবে না যার ঐ পক্ষর কোনো অন্য ক্ষেত্রে বা বিজ্ঞপ্তি প্রদানকারী পক্ষর থেকে ভিন্ন কোনো ব্যক্তির অনুকূলে ব্যবহার করা যায় ঃ

আরও প্রকাশ থাকে যে, আদালত এভাবে সম্পাদিত যে কোনো স্বীকৃতিকে আইনসঙ্গত হয় এমন শর্তে সংশোধন করার জন্য বা প্রত্যাহার করার জন্য যে কোনো পক্ষকে যে কোনো সময় অনুজ্ঞাত (অনুমতি) দিতে পারবে।

॥ বিধি ঃ ৫ ॥ স্বীকৃতির নিদর্শ [Form of admissions]—তথ্যসমূহ স্বীকার করার জন্য বিজ্ঞপ্তি পরিশিষ্ট-গ-এর ১০ নং নিদর্শে এবং তথ্যসমূহের স্বীকৃতিগুলো পরিশিষ্ট-গ-এর ১১নং নিদর্শে এমন রদবদল সহ হবে যে, যা পরিস্থিতির প্রয়োজন মোতাবেক হবে।

॥ বিধি ঃ ৬ ॥ স্বীকৃতির ওপর রায় [Judgment on admissions]—(১) যে ক্ষেত্রে ওকালতিতে (আর্জিতে) বা অন্য কোনো ভাবে কোনো তথ্য সম্পর্কে মৌখিক বা লিখিত ভাবে স্বীকারোক্তি করা হয়েছে সেক্ষেত্রে আদালতে মকদ্দমার যে কোনো পর্যায়ে, হয় উভয়ের যে কোনো পক্ষের আবেদনের ভিত্তিতে অথবা নিজের ইচ্ছায় পক্ষদের মধ্যে বিরোধ ভুক্ত অন্য যে কোনো প্রশ্ন নির্ধারণের জন্য অপেক্ষা না করে আদালত যেমন উপযুক্ত মনে করে সেই রকম স্বীকারোক্তির পরিপ্রেক্ষিতে এমন আদেশ দিতে পারে।

(২) যখনই উপবিধি (১)-এর অধীনে কোনো রায় ঘোষণা করা হয় তখনই সেই

রায় অনুসারে একটা ডিক্রি দিতে হবে এবং সেই ডিক্রিটিতে যে তারিখে রায় ঘোষণা করা হয়েছে সেই তারিখটি দেওয়া হবে।

॥ বিধি ঃ ৭ ॥ স্বাক্ষরের শপথ নামা [Affidavit of signature]—কোনো ঘটনা বা দস্তাবেজ সম্পর্কে স্বীকারোক্তির জন্য বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হলে এবং সেই মতো কোনো স্বীকারোক্তি করা হলে, যদি তার সাক্ষ্যের প্রয়োজন হয় তাহলে প্লিডার বা তার করণিক (মহুরী) সেই স্বীকারোক্তিতে দেওয়া স্বাক্ষরের শপথনামা দিলে তা যথেষ্ট সাক্ষ্য হবে।

॥ বিধি ঃ ৮ ॥ দস্তাবেজ করার জন্য বিজ্ঞপ্তি [Notice to produce documents]—দস্তাবেজসমূহ পেশ করার জন্য বিজ্ঞপ্তি পরিশিষ্ট-গ-এর ১২নং নিদর্শে এমন রদবদল সহ হবে যে, পরিস্থিতির প্রয়োজন মোতাবেক হয়। পেশ করার জন্য কোনো বিজ্ঞপ্তি জাবির ব্যাপারে এবং সেই সময়ের ব্যাপারে যখন তা জারি করা হয়েছিল প্লিডার বা তার করণিকেব (মহুরীর) শপথনামা তা পেশ করার বিজ্ঞপ্তির প্রতিলিপি সহ সমস্ত ক্ষেত্রে বিজ্ঞপ্তি জারির ব্যাপারে এবং সেই সময়ের ব্যাপারে যখন তা জারি করা হয়েছিল, যথেষ্ট সাক্ষ্য হবে।

॥ বিধি ঃ ৯ ॥ খরচাদি [Costs]—যদি স্বীকৃতি বা পেশ করার বিজ্ঞপ্তি এমন দস্তাবেজগুলোকে সুনির্দিষ্ট কবে, যা আবশ্যক নয়, তাহলে তার জন্য হওয়া খরচ এমন বিজ্ঞপ্তি প্রদানকাবী পক্ষ দ্বাবা বহন করা হবে (অর্থাৎ বিজ্ঞপ্তি প্রদানকারী পক্ষ ঐ খবচ বহন করবে)।

আদেশ—১৩
[ORDER : 13]
দস্তাবেজ পেশ (দাখিল) করা, অবরুদ্ধ (বাজেয়াপ্ত) করে রাখা এবং ফেরত দেওয়া
(Production, Impounding and Return of Documents)
(বিধি ১ থেকে বিধি ১১)

॥ বিধি : ১ ॥ দস্তাবেজ সংক্রান্ত সাক্ষ্যের বিচার্য বিষয় স্থিরীকরণের সময় অথবা তার আগে পেশ করা [Documentary evidence to be produced at or before the settlement of issues]—(১) পক্ষ বা তার প্লিডারের দখলে বা ক্ষমতায় থাকা প্রত্যেক ধরনের এমন সমস্ত দস্তাবেজী সাক্ষ্যকে, যার ওপর নির্ভর করা তার অভিপ্রেত এবং যা আদালতে সেই সময় পর্যন্ত ফাইল করা হয়নি এবং সেই সব দস্তাবেজ যেগুলো পেশ করার জন্য আদালত আদেশ দিয়েছে, বিচার্য বিষয়ের স্থিরীকরণের সময় বা তার আগে পেশ করবে।

(২) আদালত এভাবে পেশকৃত দস্তাবেজগুলো নিয়ে নেবে :

প্রকাশ থাকে যে, তা তখন, যখন সেগুলোর সঙ্গে এমন নিদর্শে তৈরি করা একটি যথাযথ তালিকা থাকবে যা আদালত কর্তৃক নির্দেশিত হবে।

॥ বিধি : ২ ॥ দস্তাবেজগুলো পেশ না করার প্রভাব [Effect of non-production of documents]—যে কোনো পক্ষর দখলে বা ক্ষমতায় থাকা কোনো দস্তাবেজ সংক্রান্ত সাক্ষ্য বা বিধি-১-এর প্রয়োজনানুসারে দাখিল (বা পেশ) করার ছিল, কিন্তু দাখিল (পেশ) করা হয়নি, কার্যবাহর যে কোনো পরবর্তী পর্যায়ে কেবল তখনই নেওয়া যাবে যখন তা দাখিল (পেশ) করার জন্য যথার্থ কারণ দর্শানো হয়েছে, যা আদালতের মীমাংসার উপযোগী এবং এমন সাক্ষ্য গ্রহণকারী আদালত তার এমন করার কারণগুলো নথিভুক্ত করবে।

(২) উপবিধি (১)-এর কোনো কিছু এমন দস্তাবেজে প্রযোজ্য হবে না যা—

(ক) অন্য পক্ষদের সাক্ষীদের পরীক্ষার জন্য দাখিল করা হয়েছে; অথবা

(খ) কোনো সাক্ষীকে কেবল তার স্মৃতি জাগিয়ে দেবার জন্য দেওয়া হয়েছে।

॥ বিধি : ৩ ॥ অপ্রাসঙ্গিক বা অস্বীকার্য দস্তাবেজ নামঞ্জুর করা [Rejection of irrelevant or inadmissible documents]—মকদ্দমার কোনো পর্যায়ে আদালত এমন যে কোনো দস্তাবেজকে যেগুলোকে আদালত অপ্রাসঙ্গিক বা অন্য কোনো ভাবে অস্বীকার্য মনে করে, এভাবে নামঞ্জুর করার ভিত্তিগুলোকে নথিভুক্ত করে নামঞ্জুর করতে পারবে।

॥ বিধি : ৪ ॥ সাক্ষ্যে গৃহীত (স্বীকৃত) দস্তাবেজের ওপর পৃষ্ঠাঙ্কন [Endorsements on documents admitted in evidence]—(১) এর পরবর্তী উপবিধির

বিধানসমূহ সাপেক্ষে এমন প্রত্যেক দস্তাবেজের ওপর, যা মকদ্দমায় সাক্ষ্য হিসেবে গ্রহণ নেওয়া হয়েছে, নিম্নলিখিত বিবরণী পৃষ্ঠাঙ্কিত করা হবে; যথা—

(ক) মকদ্দমার সংখ্যা ও শিরোনাম (শীর্ষক);

(খ) দস্তাবেজ পেশকারী ব্যক্তির নাম;

(গ) যেদিন তা পেশ করা হয়েছে সেদিনের তারিখ এবং

(ঘ) তা যে এভাবে গৃহীত হয়েছে তার বিবৃতি এবং পৃষ্ঠাঙ্কন ন্যায়াধীশ দ্বারা স্বাক্ষরিত বা আদ্যস্বাক্ষরিত করা হবে।

(২) এমনভাবে গৃহীত দস্তাবেজ যখন হিসেব বই, হিসেবপত্র বা নথিতে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে, এবং এর পরবর্তী বিধির অধীন মূল দস্তাবেজের জায়গায় তার একটি প্রতিলিপি রাখা হয়েছে সেখানে পূর্বোক্ত বিবরণীগুলোর পৃষ্ঠাঙ্কন সেই প্রতিলিপি ওপর করতে হবে এবং তার ওপরের পৃষ্ঠাঙ্কন ন্যায়াধীশ দ্বারা স্বাক্ষরিত বা আদ্যস্বাক্ষরিত হতে হবে।

॥ বিধি ঃ ৫ ॥ বই, হিসেবপত্র এবং নথিতে গৃহীত প্রবিষ্টির প্রতিলিপির ওপর পৃষ্ঠাঙ্কন [Endorsements on copies of admitted entries in books, accounts and records]—(১) ব্যাঙ্কারের বই সংক্রান্ত প্রমাণ আইন, ১৮৯১ (১৮৯১-এর ১৮) দ্বারা অন্যরকম বিধান দেওয়া হয়েছে তা ব্যতিরেকে, ঐ ক্ষেত্রে যাতে মকদ্দমার সাক্ষ্যতে গৃহীত দস্তাবেজ ডাকবই বা দোকানের হিসেবের খাতাপত্র অথবা অন্যান্য হিসেবপত্রের যা চলতি ব্যবহারের জন্য থাকে, প্রবিষ্টি আছে সেই পক্ষ, যার তরফ থেকে সেই বই বা হিসেবপত্র পেশ করা হয়েছে, ঐ প্রবিষ্টির প্রতিলিপি দিতে পারবে।

(২) যেক্ষেত্রে এমন দস্তাবেজ সরকারি কার্যালয়ে বা সরকারি আধিকারিক দ্বারা পেশ করা সরকারি নথির প্রবিষ্টি (লিখন) আছে সেক্ষেত্রে আদালত অভিপ্রায় করতে পারবে যে ঐ প্রবিষ্টির (লিখনের) প্রতিলিপি—

(ক) যেখানে ঐ নথি, বই বা হিসেবপত্র পক্ষর তরফে পেশ করা হয়, তখন সেই পক্ষ দ্বারা দেওয়া হয়; অথবা

(খ) যেখানে ঐ নথি, বই বা হিসেবপত্র এমন আদেশ মান্য করে পেশ করা হয়েছে, যা স্বীয় ইচ্ছানুসারে কাজ করে আদালত কর্তৃক প্রদত্ত হয়েছে, সেখানে উভয় পক্ষ দ্বারা বা যে কোনো পক্ষ দ্বারা দেওয়া হবে।

(৩) যেখানে প্রবিষ্টির প্রতিলিপি এই বিধির পূর্বোক্ত বিধানসমূহের অধীন দেওয়া হয়েছে সেখানে আদালত আদেশ-৭-এর বিধি-১৭-তে বর্ণিত পদ্ধতিতে প্রতিলিপির পরীক্ষা ও তুলনা এবং প্রতিলিপি প্রমাণিত করার পর প্রবিষ্টিকে শনাক্ত করবে এবং সেই বই, হিসেবপত্র বা নথিকে যাতে তা আছে, তা পেশকারী ব্যক্তিকে ফিরিয়ে দেবে।

॥ বিধি ঃ ৬ ॥ সাক্ষ্যে অস্বীকৃত (অগ্রাহ্য হওয়ার কারণে নামঞ্জুর প্রতিলিপির ওপর পৃষ্ঠাঙ্কন [Endorsements on documents rejected as inadmissible in evidence]—যে দস্তাবেজের ওপর সাক্ষ্য হিসেবে উভয় পক্ষর কোনো এক পক্ষ নির্ভর করে তা যেখানে আদালত সাক্ষ্যতে অগ্রাহ্য প্রতিপন্ন করে সেখানে বিধি-

৪-এর উপবিধি (১)-এর খণ্ড (ক), (খ) এবং (গ)-এ বর্ণিত বিবরণী এমন বিবৃতির সঙ্গে যা নামঞ্জুর করে দেওয়া হয়েছে, তার ওপর পৃষ্ঠাঙ্কন করা হবে এবং পৃষ্ঠাঙ্কন ন্যায়াধীশ দ্বারা স্বাক্ষরিত বা আদ্যস্বাক্ষরিত করতে হবে।

॥ বিধি : ৭ ॥ গৃহীত দস্তাবেজ রেকর্ডে সম্মিলিত করা এবং নামঞ্জুর করা দস্তাবেজ ফেরত দেওয়া [Recording of admitted and return of rejected documents]—(১) এমন প্রত্যেক দস্তাবেজ, যা সাক্ষ্যতে গ্রহণ করে নেওয়া হয়েছে বা যেখানে বিধি ৫-এর অধীন মূল দস্তাবেজের জায়গায় তার প্রতিলিপি রাখা হয়েছে, সেখানে তার প্রতিলিপি মকদ্দমার নথির অংশ হবে।

(২) দস্তাবেজগুলো, যা সাক্ষ্যতে গৃহীত হয়নি নথির অংশ হবে না এবং সেগুলো, যেখানে যেমন, সেই ব্যক্তিদের ফিরিয়ে দেওয়া হবে, যারা সেগুলো পেশ করেছিল।

॥ বিধি : ৮ ॥ কোনো দস্তাবেজ অবরুদ্ধ করে রাখার (বাজেয়াপ্ত করার) আদেশ আদালত দিতে পারবে [Court may order any document to be impounded]—যদি আদালত এ ব্যাপারে যথেষ্ট কারণ দেখতে পায়, তাহলে আদালত কোনো মকদ্দমায় তার সমক্ষে পেশকৃত যে কোনো দস্তাবেজ বা বইয়ের, এই আদেশের বিধি-৫ বা ৭-এ অথবা আদেশ-৭-এর বিধি-১৭-এ যাই বিধান দেওয়া থাকুক না কেন, এমন সময়সীমার জন্য এবং এমন শর্তের অধীনে, যা আদালত উপযুক্ত মনে করে, অবরুদ্ধ করার জন্য বা আদালতের কোনো আধিকারিকের হেপাজতে রাখার জন্য নির্দেশ দিতে পারবে।

॥ বিধি : ৯ ॥ গৃহীত দস্তাবেজ ফেরত দেওয়া [Return of admitted documents]—(১) মকদ্দমায় পেশ করা এবং নথিতে সংযোজিত করা কোনো দস্তাবেজ ফেরতাকাঙ্ক্ষী যে কোনো ব্যক্তি, তা সে মকদ্দমার পক্ষ হোক বা না হোক, ঐ দস্তাবেজ, যতক্ষণ তা বিধি-৮-এর অধীনে অবরুদ্ধ করে না দেওয়া হয়, ফেরত পাওয়ার অধিকারী—

(ক) যেখানে মকদ্দমা এমন খাতে আপিল অনুজ্ঞাত নয়, সেখানে সেই সময় হবে, যখন মকদ্দমার বিলিবন্দেজ হয়ে গেছে; এবং

(খ) যেখানে মকদ্দমা এমন খাতে আপিল অনুজ্ঞাত, সেখানে সেই সময় হবে যখন মকদ্দমার মীমাংসা হয়ে যায় যে, আপিল করার সময় পার হয়ে গেছে, কিন্তু আপিল করা হয়নি অথবা যদি আপিল করা হয়ে থাকে তাহলে সেই সময় হবে যখন আপিলের নিষ্পত্তি করে দেওয়া হয়েছে :

প্রকাশ থাকে যে, এই বিধি দ্বারা নির্দিষ্ট করা সময়ের আগে যে কোনো সময়ে কোনো দস্তাবেজ ফেরত দেওয়া যেতে পারে যদি তার জন্য আবেদনকারী ব্যক্তি—

(ক) যথোচিত আধিকারিক হয়—

(এক) মকদ্দমার পক্ষর ক্ষেত্রে মূলের জায়গায় রাখার জন্য প্রমাণিত প্রতিলিপি দেয় ; এবং

(দুই) অন্য কোনো ব্যক্তির ক্ষেত্রে এমন সাধারণ প্রতিলিপি দেয় যা আদেশ-৭-এর বিধি-১৭-র উপবিধি (২)-এ বর্ণিত পদ্ধতিতে পরীক্ষিত হয়েছে, মূলের সঙ্গে মেশানো হয়েছে এবং প্রমাণিত হয়েছে ; এবং

(খ) দায় গ্রহণ করে যে, যদি তার কাছে এমন অভিপ্রায় করা হয় তাহলে সে মূল পেশ (প্রকাশ) করে দেবে ঃ

আরও প্রকাশ থাকে যে, এমন কোনো দস্তাবেজ ফেরত দেওয়া হবে না যা ডিক্রির জোরে সম্পূর্ণভাবে বাতিল বা অনুপযোগী হয়ে গেছে।

॥ বিধি ঃ ১০ ॥ আদালত নিজেই তার রেকর্ড থেকে বা অন্য আদালতের রেকর্ড থেকে নথিপত্র তলব করতে পারে [Court may send for papers from its own records or from other Courts]—(১) আদালত স্বেচ্ছায় বা মকদ্দমার পক্ষদের কারো আবেদনের ভিত্তিতে নিজের বিবেচনা অনুসারে তার রেকর্ড থেকে বা কোনো আদালতের রেকর্ড থেকে অন্য কোনো মকদ্দমা বা কার্যবাহর নথিপত্র তলব করতে পারে অথবা তা পরিদর্শন করতে পারে।

(২) এই বিধির অধীনে করা প্রত্যেক আবেদনের (যতক্ষণ আদালত অন্য রকম কোনো নির্দেশ না দিচ্ছে) এমন একটি শপথনামা দ্বারা সমর্থন করা হবে যাতে দর্শিত হবে যে, ঐ মকদ্দমায়, যাতে আবেদন করা হয়েছে ঐ নথিপত্র কিভাবে গুরুত্বপূর্ণ এবং যে আবেদনকারী অযুক্তিযুক্ত বিলম্ব বা ব্যয় ব্যতিরেকে ঐ নথিপত্রের বা তার কোনো অংশের; যার ওতে প্রয়োজন আছে, যথাযথ ভাবে অধিপ্রমাণ কৃত প্রতিলিপি প্রাপ্ত করতে সক্ষম হবে না; অথবা যে মূল পেশ করার ন্যায়পরতার জন্য প্রয়োজন।

(৩) এই বিধির কোনো ব্যাপার এমন কোনো দস্তাবেজকে যা মকদ্দমায় সাক্ষ্য আইনের অধীন অগ্রাহ্য হয়, সাক্ষ্যতে ব্যবহার করার জন্য আদালতকে সক্ষম করতে পারে বলে মনে করা হবে না।

॥ বিধি ঃ ১১ ॥ দস্তাবেজের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত বিধানের গুরুত্বপূর্ণ সামগ্রীর ব্যবহার [Provisions as to documents applied to material objects]—দস্তাবেজগুলো সম্পর্কে তাতে নিহিত বিধান সাক্ষ্য হিসেবে পেশ (প্রকাশ) যোগ্য অন্য সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ সামগ্রীতে, যতটা সম্ভব প্রযোজ্য হবে।

আদেশ—১৪
[ORDER : 14]
বিচার্য-বিষয়ের স্থিরীকরণ এবং আইনের বিচার্য-বিষয়ের ভিত্তিতে অথবা স্বীকার্য বিচার্য-বিষয়ের ভিত্তিতে মামলার নিষ্পত্তি
(Settlement of Issues and Determination of Suit on Issues of Law or on Issues Agreed Upon)
(বিধি ১ থেকে বিধি ৭)

॥ বিধি : ১ ॥ বিচার্য-বিষয়ের গঠন [Framing of issues]—(১) বিচার্য-বিষয় তখন সৃষ্টি হয় যখন তথ্য বা আইনের কোনো গুরুত্বপূর্ণ বিবৃতি একপক্ষ দৃঢ়ভাবে ঘোষণা করে এবং অপর পক্ষ তা অস্বীকার করে।

(২) গুরুত্বপূর্ণ বিবৃতি হলো সেই সমস্ত ঘটনা বা আইনের বিবৃতি যা বাদীকে তার মকদ্দমা করার অধিকার প্রতিপন্ন করার জন্য বিবৃত করতে হবে বা নিজের প্রতিরক্ষণ গঠন করার জন্য প্রতিবাদীকে বিবৃত করতে হবে।

(৩) এক পক্ষ দ্বারা দৃঢ়ভাবে ঘোষিত এবং অপর পক্ষ দ্বারা প্রত্যাখ্যাত প্রতিটি গুরুত্বপূর্ণ বিবৃতি একটি স্বতন্ত্র বিচার্য-বিষয় হবে।

(৪) বিচার্য-বিষয় দু'ধরনের হয়—

(ক) তথ্যগত বিচার্য-বিষয়, এবং

(খ) আইনগত বিচার্য-বিষয়।

(৫) আদালত মকদ্দমার প্রথম শুনানিতে আর্জি এবং যদি কোনো লিখিত বিবৃতি থাকে তাহলে তা পড়ার পর এবং আদেশ-১০-এর বিধি-২-এর অধীন পরীক্ষা করার পর এবং পক্ষদের বা তাদের প্লিডারদের শুনানির পর নির্ধারণ করবে যে তথ্যের বা আইনের যে সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের ব্যাপারে পক্ষদের মধ্যে মতভেদ আছে এবং তখন আদালত সেই সব বিচার্য-বিষয়ের প্রণয়ন ও লিপিবদ্ধ করার জন্য অগ্রসর হবে, যাদের সম্পর্কে প্রতীয়মান হয় যে, বিষয়ের সঠিক সিদ্ধান্ত তাদের ওপর নির্ভর করছে।

(৬) এই বিধির কোনো কিছু আদালতের এমন অভিপ্রায় করে না যে তা ঐ ক্ষেত্রে বিচার্য-বিষয় প্রণয়ন ও লিপিবদ্ধ করে যখন প্রতিবাদী মকদ্দমার প্রথম শুনানিতে কোনো প্রতিরক্ষণ করে না।

॥ বিধি : ২ ॥ আদালত কর্তৃক সমস্ত বিচার্য-বিষয়ের ওপর রায় ঘোষিত হবে [Court to pronounce judgment on all issues]—(১) এ ব্যাপারে কোনো বিধান থাকুক বা না থাকুক, মকদ্দমার বিলিবন্দেজ আদি বিচার্য-বিষয়ের ওপর করা যাবে, আদালত উপবিধি (২)-এর বিধান সাপেক্ষে সমস্ত বিচার্য-বিষয়ের ওপর রায় ঘোষণা করবে।

(২) যেখানে আইনগত বিচার্য-বিষয় এবং তথ্যগত বিচার্য-বিষয় দুটি একই মকদ্দমায় উদ্ভূত হয়েছে এবং আদালতের অভিমত যে, বিষয়ের বা তার কোনো

অংশের বিলিবন্দেজ কেবল আইনগত বিচার্য-বিষয়ের ভিত্তিতে করা যেতে পারে সেখানে যদি ঐ বিচার্য-বিষয়—

(ক) আদালতের অধিক্ষেত্র; অথবা

(খ) সমকালে প্রযোজ্য কোনো আইন দ্বারা উদ্ভূত কোনো মকদ্দমার নিষেধের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত হয় তাহলে প্রথমে ঐ বিচার্য-বিষয়ের বিচার করবে এবং সেই প্রয়োজন হেতু যদি আদালত ঠিক মনে করে তাহলে, তা অন্য বিচার্য-বিষয়সমূহের বিলিবন্দেজ ততক্ষণের জন্য স্থগিত করতে পারবে যতক্ষণ ঐ বিচার্য-বিষয়ের মীমাংসা না করা হয় এবং ঐ মকদ্দমার কার্যবাহ ঐ বিচার্য-বিষয়ের সিদ্ধান্ত অনুসারে করতে পারবে।

॥ বিধি ঃ ৩ ॥ বিচার্য-বিষয়ের প্রণয়ন করা যাবে এমন সামগ্রী [Materials from which issues may be framed]—আদালত নিম্নলিখিত সমস্ত সামগ্রী দ্বারা বা তার কোনোটি দ্বারা বিচার্য-বিষয় প্রণয়ন করতে পারবে—

(ক) পক্ষদের দ্বারা বা তাদের তরফ থেকে উপস্থিত ব্যক্তিদের দ্বারা বা ঐ পক্ষদের প্লিডারদের দিয়ে শপথ দ্বারা কৃত অভিযোগ ;

(খ) বিবৃতিসমূহ বা মকদ্দমায় প্রদত্ত প্রশ্নোত্তরে তোলা অভিযোগ,

(গ) উভয় পক্ষের মধ্যে কোনো এক পক্ষ দ্বারা পেশ করা দস্তাবেজের অন্তর্নিহিত বিষয়বস্তু।

॥ বিধি ঃ ৪ ॥ বিচার্য-বিষয় প্রণয়নের আগে আদালত সাক্ষীদের বা দস্তাবেজের পরীক্ষা করতে পারবে [Court may examine witnesses or documents before framing issues]—যেখানে কোনো এমন ব্যক্তির পরীক্ষা করা ব্যতিরেকে যে ব্যক্তি আদালতের সামনে নেই অথবা কোনো এমন দস্তাবেজের পরিদর্শন করা ব্যতিরেকে যা মকদ্দমায় পেশ করা হয়নি, তাই বিচার্য-বিষয় ঠিকঠাক প্রণয়ন করা যাবে না বলে আদালত অভিমত ব্যক্ত করে সেখানে আদালত বিচার্য-বিষয়ের প্রণয়ন ভবিষ্যতের কোনো দিনের জন্য স্থগিত করতে পারবে এবং সেই ব্যক্তি দ্বারা কোনো দস্তাবেজ পেশ করাতে পারবে যার দখলে বা ক্ষমতায় ঐ দস্তাবেজ আছে।

॥ বিধি ঃ ৫ ॥ বিচার্য-বিষয় সংশোধন করার ও তা কেটে বাদ দেওয়ার ক্ষমতা [Power to amend and strike out, issues]—(১) আদালত ডিক্রি দেওয়ার আগে যে কোনো সময় এমন শর্তে যা আদালত ঠিক মনে করে, বিচার্য-বিষয়ের সংশোধন করতে পারবে বা অতিরিক্ত বিচার্য-বিষয়ের যা পক্ষদের মধ্যে বিতর্কিত বিষয় নির্ধারণের জন্য প্রয়োজন, এমনভাবে করা যাবে বা প্রণীত করা যাবে।

(২) আদালত ডিক্রি দেওয়ার আগে যে কোনো সময় যে কোনো এমন বিচার্য-বিষয়সমূহ কেটে দিতে পারে যেগুলো সম্পর্কে আদালতের প্রতীয়মান হয় যে সেগুলো ত্রুটিপূর্ণ ভাবে প্রণীত বা সংযুক্ত।

॥ বিধি ঃ ৬ ॥ তথ্য বা আইনের প্রশ্ন চুক্তির দ্বারা বিচার্য-বিষয় হিসেবে বিবৃত করা যাবে [Questions of fact or law may by agreement be stated in form of issues]—যেখানে মকদ্দমার পক্ষ বা তথ্যের বা আইনের এমন প্রশ্নের ব্যাপারে সহমত হয়েছে বা তাদের মধ্যে নির্ণীত করতে হবে সেখানে তারা তা বিচার্য-

বিষয় হিসেবে বিবৃত করতে পারবে এবং লিখিত ভাবে চুক্তি করতে পারবে যে, এমন বিচার্য-বিষয়ের ওপর আদালতের স-কারাত্মক বা ন-কারাত্মক (সমর্থন সূচক বা অস্বীকার মূলক) অভিমতের ওপর—

(ক) এমন টাকা যা চুক্তিতে সুনির্দিষ্ট করা আছে অথবা আদালত দ্বারা অথবা এমন পদ্ধতিতে যা আদালত নির্দেশ দেয়, নির্ধারিত করা আছে, পক্ষদের কারো দ্বারা তাদের মধ্যে অন্য কাউকে দেওয়া যাবে বা তাদের মধ্যে এক পক্ষ এমন কোনো অধিকারের দাবিদার বা এমন কোনো দায়িত্বের অধীন ঘোষণা করা যাবে যা চুক্তিতে নির্ধারিত আছে ;

(খ) কোনো সম্পত্তি যা চুক্তিতে সুনির্দিষ্ট করা আছে এবং মকদ্দমায় বিচার্য-বিষয় পক্ষদের কারো দ্বারা তাদের অন্য কারোকে অথবা এমন ভাবে দেওয়া হবে যে ভাবে অন্য পক্ষ নির্দেশ দেয়; অথবা

(গ) পক্ষদের মধ্যে এক বা একাধিক পক্ষ চুক্তিতে সুনির্দিষ্ট এবং বিতর্কিত বিষয়ে সম্বন্ধযুক্ত কোনো বিশেষ কাজ করতে বা করা থেকে বিরত থাকবে।

॥ বিধি ঃ ৭ ॥ সরল বিশ্বাসে চুক্তিটির নির্বাহ হয়েছে এ ব্যাপারে যদি আদালত সন্তুষ্ট হয়, তাহলে আদালত রায় ঘোষণা করতে পারবে [Court, if satisfied that agreement was executed in good faith, may pronounce judgment]—আদালত যেমন উপযুক্ত মনে করে তেমন তদন্ত করার পর ঐ আদালত যদি সন্তুষ্ট হয় যে—

(ক) পক্ষদের দ্বারা যথাযথ ভাবে চুক্তি নির্বাহ হয়েছিল,

(খ) পূর্বোক্ত প্রশ্নের সিদ্ধান্তে তার যথেষ্ট স্বার্থ আছে ; এবং

(গ) তা এমন যোগ্য, যে, তার বিচার ও মীমাংসা করা যায়—

সেখানে আদালত ঐ বিচার্য-বিষয়ের নথিতে লিপিবদ্ধ করার এবং বিচার করার জন্য অগ্রসর হবে;

এবং তার ওপর আদালতের সারবত্তা বা সিদ্ধান্তের সেই রীতিতে বিবৃতি করবে যেন বিচার্য-বিষয়ের প্রণয়ন আদালত কর্তৃক কৃত এবং এমন বিচার্য-বিষয়ের সারবত্তা বা সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে সেই চুক্তির শর্ত অনুযায়ী রায় ঘোষণা করবে এবং এমন ভাবে ঘোষিত রায় অনুসারে ডিক্রি হবে।

আদেশ—১৫
[ORDER : 15]
প্রথম শুনানিতে মামলার নিষ্পত্তি
(Disposal of the Suit at the First Hearing)
(বিধি ১ থেকে বিধি ৪)

॥ বিধি ঃ ১ ॥ পক্ষরা যখন বিষয়ীভূত থাকে না [Parties not at issue]—যেখানে প্রথম শুনানিতে প্রতীয়মান হয় যে, আইনগত বা তথ্যগত কোনো প্রশ্নে পক্ষদের মধ্যে বিচারে বিষয়ীভূত নয়, সেখানে আদালত সঙ্গে সঙ্গে রায় ঘোষণা করতে পারবে।

॥ বিধি ঃ ২ ॥ যখন কয়েকজন বিবাদীর মধ্যে কোনো একজন বিষয়ীভূত থাকে না [One of several defendants not at issue]—(১) বিবাদী যখন একাধিক এবং বিবাদীদের মধ্যে কোনো একজনের আইনগত বা তথ্যগত কোনো প্রশ্নে বাদীরা বিষয়ীভূত নয়, সেখানে আদালত এমন বিবাদীর পক্ষে বা তাদের বিরুদ্ধে রায় সঙ্গে সঙ্গে ঘোষণা করতে পারবে এবং মকদ্দমা কেবল অন্যান্য বিবাদীদের মধ্যে চলবে।

(২) যখন কখনো এই বিধির সাপেক্ষে রায় ঘোষণা করা হয় তখন এমন রায় অনুসারে ডিক্রি প্রস্তুত করা হবে এবং ডিক্রিতে সেই একই তারিখ দেওয়া হবে যে তারিখে ঐ রায় ঘোষণা করা হয়েছিল।

॥ বিধি ঃ ৩ ॥ যখন পক্ষরা বিষয়ীভূত থাকে [Parties at issue]—(১) যেখানে পক্ষরা আইনগত বা তথ্যগত কোনো প্রশ্নে বিষয়ীভূত থাকে এবং আদালত তাতে এর আগে বিধৃত রূপে বিচার্য-বিষয়ের প্রণয়ন করে নেয়, যদি আদালতের সিদ্ধান্ত হয় যে বিচার্য-বিষয়ের মধ্য এমন বিচার্য-বিষয়ের জন্য যা মকদ্দমার সিদ্ধান্তের জন্য যথেষ্ট, যে যুক্তি বা সাক্ষ্য পক্ষ সঙ্গে সঙ্গেই দিতে পারে তা ব্যতিরেকে অতিরিক্ত কোনো যুক্তি বা সাক্ষ্য অভিপ্রেত নয়, এবং মকদ্দমায় তখনই পরবর্তী কার্যবাহ চালাতে কোনো অন্যায় (বা অবিচার) না হয় তাহলে, আদালত এমন বিচার্য-বিষয়ের সিদ্ধান্তের জন্য অগ্রসর হতে পারবে এবং যদি তার সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত পর্যালোচনা সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য যথেষ্ট হয় তাহলে আদালত সেই মতো রায় ঘোষণা করতে পারবে, সেক্ষেত্রে সমন কেবল বিচার্য-বিষয়ের স্থিরীকরণের জন্য দেওয়া হোক বা মকদ্দমার চূড়ান্ত নিষ্পত্তির জন্য হোক ঃ

প্রকাশ থাকে যে, যেখানে সমন কেবল বিচার্য-বিষয়ের স্থিরীকরণের জন্যই দেওয়া হয়ে থাকে, সেখানে তা তখন করা যাবে যখন পক্ষ বা তার প্লিডার উপস্থিত থাকে এবং তাদের কেউ আপত্তি না করে।

(২) প্রাপ্ত তথ্যাদি যেখানে সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য যথেষ্ট নয় সেখানে আদালত মকদ্দমার পরবর্তী শুনানি স্থগিত করবে এবং এমন অতিরিক্ত সাক্ষ্য উপস্থাপিত করার জন্য বা এমন অতিরিক্ত যুক্তির জন্য দিন নির্ধারণ করবে যা মকদ্দমার জন্য প্রয়োজন হয়।

॥ বিধি ঃ ৪ ॥ সাক্ষ্য (বা প্রমাণ) পেশ করাতে ব্যর্থতা [Failure to produce evidence]—সমন যেখানে চূড়ান্ত নিষ্পত্তির জন্য দেওয়া হয় এবং উভয় পক্ষর কেউই সেই সাক্ষ্য যথেষ্ট কারণ ব্যতিরেকে পেশ করতে ব্যর্থ হয় যার ওপর সে নির্ভর করে সেখানে আদালত সঙ্গে সঙ্গেই রায় ঘোষণা করতে পারবে অথবা আদালত যদি উচিত মনে করে তাহলে বিচার্য-বিষয়ের প্রণয়ন ও লিভুক্তির পর এমন সাক্ষ্য পেশ করার জন্য মকদ্দমা স্থগিত করতে পারবে, যা এমন বিচার্য-বিষয়ে তার সিদ্ধান্তের জন্য আবশ্যক।

আদেশ—১৬
[ORDER : 16]
সাক্ষীদের সমন প্রদান এবং তাদের হাজিরা
(Summoning and Attendance of Witnesses)
(বিধি ১ থেকে বিধি ২১)

॥ বিধি ঃ ১ ॥ সাক্ষীদের তালিকা এবং সাক্ষীদের সমন প্রদান [List of witnesses and summons to witnesses]—(১) এমন তারিখে বা তার আগে, যা আদালত ধার্য করে আর যা বিচার্য-বিষয়ের নিষ্পত্তি করে দেওয়ার পনের দিন পর না হয়, পক্ষ আদালতে এমন সাক্ষীদের তালিকা পেশ করবে যাদের তারা হয় সাক্ষ্য দেওয়ার জন্য অথবা দস্তাবেজ পেশ করার জন্য ডাকার প্রস্তাব করে এবং আদালতে এমন ব্যক্তিদের হাজিরার জন্য তাদের নামে সমন গ্রহণ করে।

(২) সাক্ষী পেশ করার জন্য যে কোনো পক্ষ তালিকা দিয়ে আদালতে আবেদন করতে পারবে এবং আবেদনপত্রে সাক্ষীকে সেই রকম সমন দেওয়ার কারণ উল্লেখ করতে হবে।

(৩) আদালত কারণ নথিভুক্ত করে পক্ষকে উপবিধি (১)-এ নির্দিষ্ট তালিকায় বর্ণিত নাম থেকে ভিন্ন কোনো সাক্ষীকে—আদালতের মারফত সমন দ্বারা হোক যা অন্য কোনো ভাবে ডাকার অনুমতি শুধুমাত্র তখনই দিতে পারবে যখন এমন পক্ষ উক্ত তালিকাতে এমন সাক্ষীদের নামের উল্লেখ থেকে বিরত থাকার জন্য (বা ত্রুটির জন্য) পর্যাপ্ত কারণ দর্শাবে।

(৪) উপবিধি (২)-এর বিধানসমূহ সাপেক্ষে এই বিধিতে নির্দিষ্ট সমন পক্ষদের দ্বারা আদালতের কাছে বা এমন আধিকারিকের কাছে, যিনি এই নিমিত্ত আদালত কর্তৃক নিযুক্ত হয়েছেন, আবেদন করে প্রাপ্ত করতে পারবে।

॥ বিধি ঃ ১-ক ॥ সমন ব্যতিরেকে সাক্ষীদের পেশ করা [Production of witnesses without summons]—বিধি-১-এর উপবিধি (৩)-এর বিধানসমূহ সাপেক্ষে মকদ্দমার কোনো পক্ষ বিধি-১-এর অধীনে সমনের জন্য আবেদন করা ব্যতিরেকে কোনো সাক্ষীকে সাক্ষ্য দেওয়ার জন্য বা দস্তাবেজ পেশ করার জন্য আনতে পারবে।

॥ বিধি ঃ ২ ॥ সমনের জন্য আবেদন করলে সাক্ষীদের খরচ আদালতে জমা দিতে হবে [Expenses of witness to be paid into Court on applying for summons]—(১) যে পক্ষ কোনো সমন দেওয়ার জন্য আদালতের কাছে আবেদন করে সেই পক্ষকে সমন মঞ্জুর হওয়ার আগে ও নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে যে ব্যক্তির হাজিরার জন্য সমন দেওয়া হবে, আদালতে তার যাওয়া-আসার এবং একদিনের হাজিরার খরচ নির্বাহের জন্য প্রয়োজনীয় টাকা আদালতে জমা করতে হবে।

(২) **বিশেষজ্ঞ** [Experts]—এই নিয়মানুসারে প্রদেয় টাকা নির্ধারণার্থে আদালত, বিশেষজ্ঞ হিসেবে সাক্ষ্য দেওয়ার জন্য সমন প্রদত্ত কোনো ব্যক্তির ক্ষেত্রে

সেই সময়ের জন্য যুক্তিসঙ্গত পারিশ্রমিক অনুজ্ঞাত করবে যা সাক্ষ্য দেওয়ার জন্য এবং মামলার জন্য প্রয়োজনীয় বিশেষজ্ঞ হিসেবে কোনো কাজ করার জন্য লেগেছে।

(৩) **খরচের হার** [Scale of expenses] আদালত যেখানে উচ্চ আদালতের অধীন, সেখানে এমন খরচের হার নির্ধারণ করার জন্য সেই সব বিধির কথা মাথায় রাখতে হবে যেগুলো সেই নিমিত্ত তৈরি করা হয়েছে।

(৪) **সাক্ষীদের সরাসরি খরচ প্রদান করতে হবে** [Expenses to be directly paid to witnesses]—যেখানে পক্ষ দ্বারা সমন সাক্ষীকে সরাসরি জারি করা হয় যেখানে উপবিধি (১)-এ নির্দিষ্ট খরচ সাক্ষীকে পক্ষ দ্বারা বা তার প্রতিনিধি দ্বারা প্রদান করতে হবে।

॥ বিধি ঃ ৩ ॥ সাক্ষীদের খরচ প্রদান [Tender of expenses to witness]—যদি সমনের জারি সমনিত ব্যক্তিকে ব্যক্তিগতভাবে করা হয় তাহলে সমন জারি করার সময় আদালতে জমা করা টাকা সমনিত ব্যক্তিকে প্রদান করা হবে।

॥ বিধি ঃ ৪ ॥ যেখানে অপর্যাপ্ত টাকা জমা দেওয়া হয়েছে, সেখানে প্রক্রিয়া [Procedure where insufficient sum paid in]—(১) যেখানে আদালতের বা এই নিমিত্ত নিযুক্ত আধিকারিকের প্রতীয়মান হয় যে, আদালতে জমা করা টাকার পরিমাণ এমন খরচ বা যুক্তিসঙ্গত পারিশ্রমিক মেটাবার পক্ষে যথেষ্ট নয়, তাহলে সমনিত ব্যক্তিকে আদালত এমন অতিরিক্ত (বাড়তি) টাকা দেওয়ার জন্য নির্দেশ দিতে পারবে যা ঐ নিমিত্ত প্রয়োজন হয় বলে অনুমিত হয় এবং টাকা দেওয়াতে ত্রুটি করলে আদালত আদেশ দিতে পারবে যে ঐ পরিমাণ টাকা সমনকারী পক্ষর অস্থাবর সম্পত্তি ক্রোক করে এবং বিক্রি করে আদায় করে অথবা যে ব্যক্তির প্রতি সমন জারি করা হয়েছিল আদালত তাকে সাক্ষ্য দান থেকে অব্যাহতি দিতে পারে অথবা উপরিল্লিখিত পদ্ধতিতে টাকা আদায়ের আদেশ ও অব্যাহতি দেওয়ার আদেশ দুটোই দিতে পারে।

(২) **একদিনের বেশি সাক্ষীকে আটকালে তার খরচ** [Expenses of witnesses detained more than one day]—যে ব্যক্তিকে সমন জারি করা হয়েছে, তাকে যদি একদিনের বেশি আটকানো (অর্থাৎ রাখা) হয় তাহলে যে পক্ষর তরফ থেকে ঐ ব্যক্তিকে সমন জারি করা হয়েছে সেই পক্ষকে কথিত ব্যক্তির অতিরিক্ত সময় আদালতে থাকার খরচ দাখিল করার জন্য আদালত আদেশ দিতে পারবে এবং তার অন্যথা হলে ঐ পক্ষর অস্থাবর সম্পত্তি ক্রোক করে নিলাম করে ঐ ধরনের টাকা আদায়ের আদেশ দিতে পারবে অর্থাৎ উপরিল্লিখিত পদ্ধতিতে টাকা আদায় ও অব্যাহতি দেওয়া দু'ধরনের আদেশই দিতে পারে।

॥ বিধি ঃ ৫ ॥ সমন-এ হাজিরার সময়, স্থান এবং উদ্দেশ্য নির্দিষ্ট করতে হবে [Time, place and purpose of attendance to be specified in summons]—কোনো ব্যক্তিকে সাক্ষ্য দেওয়া বা দস্তাবেজ পেশ করার জন্য সমন জারি করা হলে তাতে যে সময়ে ও যে স্থানে ঐ ব্যক্তির হাজির হওয়ার প্রয়োজন হয় তা বিশেষভাবে উল্লেখ করতে হবে এবং সাক্ষ্য দেওয়া ও দস্তাবেজ পেশ উভয়

উদ্দেশ্যে বা কোন্ উদ্দেশ্যে তার হাজিরার প্রয়োজন তা উল্লেখ করতে হবে এবং যে দস্তাবেজ পেশ করার জন্য সেই ব্যক্তিকে ডাকা হয় সেই দস্তাবেজের যতটা সম্ভব নির্ভুল বিবরণ সমন-এ দিতে হবে।

॥ বিধি : ৬ ॥ দস্তাবেজ পেশ করার জন্য সমন [Summons to produce document]—যে কোনো সাক্ষ্য দেওয়ার জন্য সমন দেওয়া ব্যতিরেকে, দস্তাবেজ পেশ করার জন্য সমন দেওয়া যাবে এবং কেবল দস্তাবেজ পেশ করার জন্য সমনিত কোনো ব্যক্তি, তা পেশ করা হেতু যদি ব্যক্তিগতভাবে হাজির হওয়ার বদলে এমন দস্তাবেজ পেশ (বা দাখিল) করে দেয় তাহলে তার সম্পর্কে মনে করা হবে যে, সে সমন মেনে নিয়েছে।

॥ বিধি : ৭ ॥ আদালতে উপস্থিত ব্যক্তিদের সাক্ষী দেওয়ার জন্য বা দস্তাবেজ পেশ করার জন্য আদেশ দেওয়ার ক্ষমতা [Power to require persons present in Court to give evidence or produce document]—আদালতে উপস্থিত যে কোনো ব্যক্তির কাছে আদালত অভিপ্রায় করতে পারবে যে, ঐ ব্যক্তি সাক্ষ্য দিক বা এমন কোনো দস্তাবেজ পেশ করুক যা ঐ সময়ে এবং ওখানে তার দখলে বা ক্ষমতায় আছে।

॥ বিধি : ৭-ক ॥ জারি করার জন্য পক্ষকে সমন দেওয়া [Summons given to party for service]—(১) আদালত কোনো ব্যক্তির হাজিরার জন্য সমন প্রদানার্থে কোনো পক্ষর আবেদনের ভিত্তিতে, সেই পক্ষকে ঐ ব্যক্তির প্রতি সমন জারি করার জন্য অনুজ্ঞা দিতে পারবে এবং এমন ক্ষেত্রে ঐ পক্ষকে জারি করার জন্য সমন দেবে।

(২) এমন সমন-এর জারি এমন পক্ষ দ্বারা বা তার তরফে সাক্ষীকে ব্যক্তিগত ভাবে তার প্রতি ন্যায়াধীশ দ্বারা বা আদালতের এমন আধিকারিক দ্বারা যাকে আদালত এই নিমিত্ত নিযুক্ত করা হয়, স্বাক্ষরিত হবে এবং যা আদালতের মোহরে মোহরযুক্ত হবে, প্রদত্ত ও সম্পাদিত করে করা যাবে।

(৩) আদেশ-৫-এর বিধি-১৬-র এবং বিধি-১৮-র বিধান এই অধিনিয়মের অধীন ব্যক্তিগত ভাবে জারি করা সমন এমন ভাবে প্রযোজ্য হবে যেন জারি করা ব্যক্তি জারি করা আধিকারিক।

(৪) যদি এমন সমন সম্পাদন করার সময় অগ্রাহ্য করা হয় বা যে ব্যক্তির ওপর জারি করা হয় সেই ব্যক্তি জারির প্রাপ্তি স্বীকারে স্বাক্ষর করাতে অস্বীকার করে অথবা কোনো কারণে এমন সমন ব্যক্তিগত ভাবে জারি করা না হয় তাহলে আদালত পক্ষর আবেদন ভিত্তিতে এমন সমন সেই একই পদ্ধতিতে জারি করার জন্য যেমন ভাবে প্রতিবাদীকে সমন জারি করা হয় তেমনভাবে আবার পাঠাবে।

(৫) যেখানে এই বিধি সাপেক্ষে পক্ষর দ্বারা সমন জারি করা হয় সেখানে পক্ষর কাছে এমন ফি (fees) দেওয়ার অভিপ্রায় করা যাবে না, যা সমন জারির জন্য অন্য ভাবে তা দেওয়া না হয়।

॥ বিধি : ৮ ॥ কিভাবে সমন জারি হবে [Summons how served]—এই

আদেশের অধীনে প্রত্যেক সমন জারি যা বিধি-৭ক-এর অধীন পক্ষকে জারির জন্য প্রদত্ত সমন নয়, যতদূর সম্ভব তেমনই পদ্ধতিতে করা যাবে যেমনভাবে প্রতিবাদীর প্রতি প্রদত্ত সমন জারি করা হয় এবং আদেশ-৫-এর সেই সব বিধি যা জারির প্রমাণের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত সেই সমস্ত সমন-এর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে যেগুলো জারি করা হয়েছে এই বিধির অধীনে।

॥ বিধি ঃ ৯ ॥ সমন জারির জন্য সময় [Time for serving summons]— সমস্ত ক্ষেত্রে জারি সেই সময়ের যথেষ্ট সময় আগে করতে হবে যা সমনিত ব্যক্তির হাজিরার জন্য সমন-এ নির্দিষ্ট করা আছে, যাতে তা তৈরি করার জন্য এবং সেই জায়গা পর্যন্ত যে জায়গায় তার হাজিরার অভিপ্রায় করা হচ্ছে, রওনা হওয়ার জন্য যথেষ্ট সময় পাওয়া যায়।

॥ বিধি ঃ ১০ ॥ সাক্ষী সমন মানতে ব্যর্থ (বা অক্ষম) হলে সেখানে প্রক্রিয়া [Procedure where witness fails to comply with summons]—(১) যেখানে কোনো ব্যক্তি যার নামে সাক্ষ্য দিতে হাজির হওয়ার জন্য বা দস্তাবেজ পেশ করার জন্য সমন দেওয়া হয়েছে, সেই সমন মানার জন্য হাজির হতে বা দস্তাবেজ পেশ করতে ব্যর্থ (অক্ষম) হয় সেখানে আদালত—

(ক) যেখানে জারিকারী আধিকারিকের প্রমাণপত্র শপথনামা দ্বারা সত্যায়িত করা হয়নি, অথবা যদি সমন-এর জারি পক্ষ বা তার নিযুক্তক দ্বারা করানো হয়েছে, তাহলে যেখানে যেমন, জারিকারী আধিকারিক বা পক্ষ বা তার নিযুক্তকের যে শপথনামা জারি করিয়েছিল, সমন-এর তামিল হওয়ার বা না হওয়ার ব্যাপারে শপথনামা পরীক্ষা করবে বা কোনো আদালত দ্বারা এভাবে তার পরীক্ষা করাবে ; অথবা

(খ) যদি জারিকারী আধিকারিকের প্রমাণপত্র এমনভাবে সত্যায়িত করা হয় তাহলে যেখানে যেমন, জারিকারী এমন আধিকারিক বা পক্ষ বা তার নিযুক্তকের, যে শপথনামার জারি করিয়েছিল, সমন-এর জারি হওয়ার বা না হওয়ার ব্যাপারে শপথনামা পরীক্ষা করতে পারবে, অথবা কোনো আদালত দ্বারা এভাবে তার পরীক্ষা করাতে পারবে।

(২) যেখানে আদালত এমন বিশ্বাস করার মতো কারণ দেখতে পায় যে এমন সাক্ষ্য বা এমনভাবে পেশ (বা দাখিল) করা গুরুত্বপূর্ণ এবং এমন সমন গ্রাহ্য করে হাজির হওয়াতে বা এমন দস্তাবেজ পেশ করাতে উক্ত ব্যক্তি আইনসঙ্গত কারণ ব্যতীত ব্যর্থ হয়েছে অথবা এমন জারি থেকে নিজেকে উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে এড়িয়ে আছে সেখানে আদালত তার কাছে এমন অভিপ্রায় রাখা ইস্তেহার জারি করতে পারবে যে তাতে নির্দিষ্ট সময় ও স্থানে সাক্ষ্য দেওয়ার বা দস্তাবেজ পেশ করার জন্য হাজির হয় এবং ইস্তেহারের প্রতিলিপি ঐ বাসস্থানের সদর দরজায় অথবা সহজে চোখে পড়ে এমন অন্য কোনো অংশে লাগিয়ে দেওয়া হবে যে বাসস্থানে সে সাধারণভাবে বসবাস করে।

(৩) আদালত এমন ব্যক্তির গ্রেপ্তারের জন্য পরওয়ানা প্রতিভূতি সহ অথবা এমন ইস্তেহারের পরিবর্তে অথবা তা প্রদান করার সময় বা তার পরে যে কোনো সময়ে স্ববিবেচনা মতো পাঠাতে পারবে এবং তার সম্পত্তি ক্রোক করার জন্য আদেশ

এমন ক্রোকের খরচ-খরচার এবং বিধি-১২-র অধীন ধার্য করা কোনো জরিমানার টাকার চেয়ে অনধিক এমন টাকার জন্য করতে পারবে যা সে উপযুক্ত মনে করে—

প্রকাশ থাকে যে, কোনো লঘুবাদ আদালত স্থাবর সম্পত্তির ক্রোকের জন্য আদেশ দিতে পারবে না।

॥ বিধি ঃ ১১ ॥ সাক্ষী যদি হাজির হয় তাহলে ক্রোক প্রত্যাহৃত হতে পারে [If witness appears attachment may be withdrawn]—যেখানে এমন ব্যক্তি তার সম্পত্তি ক্রোক করার পর কোনো সময় হাজির হয়ে যায়; এবং —

(ক) আদালতকে সন্তুষ্ট করে দেয় এই বলে যে সমন মান্য করতে আইনসম্মত কারণ ব্যতীত সে ব্যর্থ হয়নি, অথবা সে ইচ্ছাকৃতভাবে জারি এড়িয়ে যায়নি; এবং

(খ) যেখানে পূর্ববর্তী শেষ বিধির অধীন প্রদত্ত ইস্তেহারে নির্দিষ্ট সময় ও জায়গায় হাজির হতে সে ব্যর্থ হয়েছে সেখানে যদি আদালতকে সন্তুষ্ট করে দেয় এবং বলে যে, এমন ইস্তেহারের কোনো বিজ্ঞপ্তি সে এমন সময়ে পায়নি যাতে সে হাজির হতে পারে;

সেখানে আদালত এমন আদেশ দেবে যে সম্পত্তি ক্রোক থেকে মুক্ত করা হোক, এবং ক্রোকের খরচের সম্পর্কে আদালত এমন আদেশ করবে যা উচিত (বা উপযুক্ত) মনে করে।

॥ বিধি ঃ ১২ ॥ সাক্ষী যদি হাজির হতে না পারে তাহলে সেক্ষেত্রে প্রক্রিয়া [Procedure if witness fails to appear]—(১) যেখানে এমন ব্যক্তি হাজির না হয় অথবা হাজির হয়েও আদালতকে সন্তুষ্ট করতে ব্যর্থ হয় সেখানে আদালত তার সাংসারিক অবস্থা এবং মামলার যাবতীয় পরিস্থিতির দিকে খেয়াল রেখে (অর্থাৎ বিবেচনা করে) অনধিক পাঁচশ' টাকা পর্যন্ত যেমন মনে করবে তেমন অর্থদণ্ড করতে পারবে এবং ক্রোকের খরচ মেটাবার জন্য উক্ত জরিমানা (অর্থাৎ অর্থদণ্ড) সহ (যদি থাকে) তার সম্পত্তি বা সম্পত্তির কোনো অংশ ক্রোক করার বা নিলাম করার বা বিক্রয় করার অথবা যদি বিধি-১০ অনুসারে ইতিমধ্যে ক্রোক হয়ে থাকে তবে নিলাম-বিক্রয়ের আদেশ দিতে পারে ঃ

প্রকাশ থাকে যে, যদি সেই ব্যক্তি, যার হাজিরার অভিপ্রায় করা হচ্ছে, উক্ত খরচ এবং জরিমানা (অর্থদণ্ড) আদালতে জমা দেয় তাহলে আদালতে সম্পত্তি ক্রোক থেকে মুক্ত করার আদেশ দিতে পারবে।

(২) আদালত না বিধি-১০-এর উপবিধি (২)-এর অধীন ঘোষণা জারি করেছে আর না ঐ বিধির উপবিধি (৩)-এর অধীন পরওয়ানা জারি করেছে আর না ক্রোকের আদেশ দিয়েছে এমনটা সত্ত্বেও, আদালত এমন ব্যক্তিকে এমন কারণ দর্শানোর জন্য বিজ্ঞপ্তি দেওয়ার পর যে, অর্থদণ্ড (বা জরিমানা) কেন ধার্য করা হবে না, এই বিধির উপবিধি (১)-এর অধীন অর্থদণ্ড ধার্য করতে পারবে।

॥ বিধি ঃ ১৩ ॥ ক্রোক করার ধরন [Mode of attachment]—ডিক্রির নিষ্পত্তিতে সম্পত্তির ক্রোক এবং বিক্রয় সম্পর্কে বিধান, যতদূর তা প্রযোজ্য হওয়ার মতো, এই আদেশের অধীন কোনো ক্রোক বা বিক্রয়ের প্রতি তেমনই প্রযোজ্য বলে মনে করা হবে যেন সেই ব্যক্তি যার সম্পত্তি এভাবে ক্রোক করা হয়েছে, নির্ণীত-ঋণী।

॥ বিধি : ১৪ ॥ আদালত সাক্ষী হিসেবে নিজ উদ্যোগে মামলায় উপস্থিত আগন্তুককে সমন দিতে পারে [Court may of its own accord summon as witnesses strangers to suit]—হাজিরা এবং উপস্থিতি সম্পর্কে এই সংহিতার বিধানসমূহ ও সমকালে বলবৎ কোনো আইন সাপেক্ষে, যেখানে আদালত যে কোনো সময় কোনো এমন ব্যক্তির পরীক্ষা (বা জেরা) করার প্রয়োজন মনে করে, যার মধ্যে পক্ষও আছে এবং যে মকদ্দমার পক্ষর দ্বারা সাক্ষী হিসেবে আহূত হয়নি সেখানে আদালত স্বতঃপ্রণোদিত ভাবে এমন ব্যক্তিকে ধার্য করা দিনে সাক্ষ্য দেওয়ার জন্য অথবা নিজের দখলে থাকা কোনো দস্তাবেজ পেশ করার জন্য সাক্ষী হিসেবে সমন করাতে পারবে এবং সাক্ষী হিসেবে তার পরীক্ষা (বা জেরা) করতে পারবে অথবা তার দ্বারা এধরনের দস্তাবেজ পেশ করাতে পারবে।

॥ বিধি : ১৫ ॥ সাক্ষ্যদানের জন্য বা দস্তাবেজ পেশ করার জন্য যে ব্যক্তিদের সমন দেওয়া হয়েছে, তাদের কর্তব্য [Duty of persons summoned to give evidence or produce document]—পূর্ববর্তী বিধি সাপেক্ষে যে ব্যক্তিকে কোনো মকদ্দমায় হাজির হওয়ার জন্য এবং সাক্ষ্য দেওয়ার জন্য সমন দেওয়া হয়, সেই ব্যক্তি এই প্রয়োজন হেতু সমন-এ উল্লিখিত সময় ও জায়গায় হাজির হবে এবং যে ব্যক্তিকে দস্তাবেজ পেশ করার জন্য সমন দেওয়া হয় সে এমন সময়ে এবং এমন জায়গায় হয় তা পেশ করার জন্য হাজির হবে অথবা তা পেশ করাবে।

॥ বিধি : ১৬ ॥ কখন তারা প্রস্থান করতে পারবে [When they may depart]—(১) এইভাবে সমনিত (সমন পাওয়া) এবং হাজির হওয়া ব্যক্তিকে আদালত যতক্ষণ ভিন্নরূপ নির্দেশ না দিচ্ছে, প্রত্যেক শুনানিতে মকদ্দমার নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত উপস্থিত হতে হবে।

(২) উভয় পক্ষর যে কাউকে আবেদনের ভিত্তিতে এবং আদালতের মারফৎ সমস্ত প্রয়োজনীয় খরচাদি (যদি কিছু থাকে) শোধ করার পর, আদালত এভাবে সমনিত (সমন প্রাপ্ত) এবং হাজির হওয়া যে কোনো ব্যক্তির কাছে এমন অভিপ্রায় করতে পারে যে, সে পরবর্তী বা অন্য যে কোনো শুনানিতে অথবা যতক্ষণ মকদ্দমার নিষ্পত্তি না হয় ততক্ষণ হাজির হওয়ার জন্য প্রতিভূতি দেবে এবং ঐ প্রতিভূতি দিতে ব্যত্যয় করলে (বা অন্যথা করলে বা ব্যর্থ হলে) তাকে দেওয়ানী কারাগারে আটক রাখার নির্দেশ দিতে পারবে।

॥ বিধি : ১৭ ॥ ১০নং বিধি থেকে ১৩নং বিধির প্রয়োগ [Application of rules 10 to 13]—বিধি-১০ থেকে বিধি-১৩ পর্যন্ত বিধানসমূহ সম্পর্কে যতদূর তা প্রযোজ্য হওয়ার মতো, মনে করা হবে যে, সেগুলো এমন যে কোনো ব্যক্তির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য যা সমন-এর মান্যতা হেতু হাজির হওয়ার পর, বিধি-১৬ লঙ্ঘন করে আইনসঙ্গত হেতু ব্যতীত প্রস্থান করেছে।

॥ বিধি : ১৮ ॥ যেখানে ধৃত সাক্ষী সাক্ষ্য দিতে পারবে না বা দস্তাবেজ পেশ করতে পারবে না, সেখানে প্রক্রিয়া [Procedure where witness apprehended cannot give evidence or produce document]—যেক্ষেত্রে ওয়ারেন্ট সাপেক্ষে

গ্রেপ্তার করা কোনো ব্যক্তি আদালতের সামনে প্রহরাধীনে আনা হয় এবং পক্ষদের বা তাদের কারোর অনুপস্থিতির জন্য এমন সাক্ষ্য দিতে না পারে বা এমন দস্তাবেজ পেশ করতে না পারে, যা দেওয়ার জন্য বা পেশ করার জন্য তাকে সমন দেওয়া হয়েছিল, সেক্ষেত্রে আদালত তার কাছে অভিপ্রায় করতে পারে যে, আদালত যেমন উপযুক্ত মনে করে এমন সময়ে বা এমন জায়গায় তার হাজিরার জন্য যুক্তিসঙ্গত জমানত বা অন্য প্রতিভূতি দেয় এবং এমন জমানত বা প্রতিভূতি দেওয়া হলে তাকে মুক্ত করতে পারবে এবং সে এমন জমানত বা প্রতিভূতি দিতে ব্যত্যয় করলে তাকে দেওয়ানী কারাগারে আটক করার আদেশ দিতে পারবে।

॥ বিধি : ১৯ ॥ কোনো সাক্ষী যতক্ষণ কোনো নিশ্চিত সীমার বসবাসকারী না হবে ততক্ষণ তাকে ব্যক্তিগতভাবে হাজির হওয়ার জন্য আদেশ দিতে পারবে না [No witness to be ordered to attend in person unless resident within certain limits]—যে কোনো ব্যক্তিকে ব্যক্তিগতভাবে হাজির হওয়ার জন্য শুধুমাত্র তখনই আদেশ দেওয়া যাবে যখন সে—

(ক) আদালতের সাধারণ প্রারম্ভিক অধিক্ষেত্রের স্থানীয় সীমার ভেতর; অথবা

(খ) এমন সীমার বাইরে কিন্তু এমন সীমার মধ্যে যা আদালত ভবনের এক কিলোমিটারের কম বা (যেখানে সে বসবাস করে সেই জায়গা এবং যেখানে ঐ আদালত অবস্থিত সে জায়গার মধ্যবর্তী ছয় ভাগের পাঁচ ভাগ দূরত্বের মধ্যে রেল, স্টীমার বা অন্য কোনো প্রতিষ্ঠিত সরকারি পরিবহন ব্যবস্থা আছে সেখানে) পাঁচ কিলোমিটারের কম দূরত্ব; বসবাস করে :

প্রকাশ থাকে যে, যেখানে এই বিধিতে বর্ণিত উভয় স্থানের মধ্যে বিমান পরিবহন ব্যবস্থা আছে এবং সাক্ষীকে বিমানের (অর্থাৎ আকাশ পথের)-যাত্রী ভাড়া দেওয়া হয়েছে, সেখানে তাকে ব্যক্তিগত ভাবে হাজির হওয়ার আদেশ দেওয়া যাবে।

॥ বিধি : ২০ ॥ আদালত কর্তৃক আহূত হয়ে কোনো পক্ষ সাক্ষ্য দিতে অস্বীকার করলে তার পরিণাম (বা ফল) [Consequence of refusal of party to give evidence when called on by Court]—যেখানে আদালতে উপস্থিত মকদ্দমার এমন কোনো পক্ষ, আদালত কর্তৃক নির্দেশ দেওয়ার পর, সাক্ষ্য দিতে বা সেই সময়ে তার দখলে বা ক্ষমতায় আছে এমন দস্তাবেজ আইনসঙ্গত কারণ ব্যতিরেকে পেশ করতে অস্বীকার করে সেখানে আদালত তার বিরুদ্ধে রায় ঘোষণা করতে পারবে অথবা মকদ্দমা সম্পর্কে আদালত যেমন উচিত মনে করবে তেমন আদেশ করতে পারবে।

॥ বিধি : ২১ ॥ সাক্ষী বিষয়ক বিধি সমন কৃত (সমনিত) পক্ষদের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হবে [Rules as to witnesses to apply to parties summoned]—যেখানে মকদ্দমার কোনো পক্ষর কাছে সাক্ষ্য দেওয়ার বা দস্তাবেজ পেশ করার জন্য অভিপ্রায় করা হয়েছে, সেখানে তাকে সাক্ষী সম্বন্ধিত বিধান, যতদূর প্রযোজ্য হওয়া সম্ভব ততদূর প্রযোজ্য হবে।

আদেশ—১৬ক
[ORDER : 16A]
কারাগারে অবরুদ্ধ বা আটক সাক্ষীদের হাজিরা
(Attendance of Witnesses Confined or Detained in Prisons)

(বিধি ১ থেকে বিধি ৭)

॥ বিধি ঃ ১ ॥ সংজ্ঞা [Definitions]—এই আদেশে—

(ক) **আটক** বলতে নিবারক নিরোধক বিধান দেওয়া কোনো আইনের অধীন আটকও বুঝাবে।

(খ) **কারাগার**-এর অন্তর্গত নিম্নলিখিতগুলোও হবে—

(১) এমন কোনো জায়গা, যা রাজ্য সরকার কোনো সাধারণ বা বিশেষ আদেশ দ্বারা অতিরিক্ত জেল (হাজত) ঘোষণা করেছে; এবং

(২) কোনো সংশোধনাগার, বোর্স্টাল সংস্থা (যেখানে অপ্রাপ্তবয়স্কদের কারারুদ্ধ করে সংশোধনের ব্যবস্থা করা হয়) বা এ ধরনের অন্য কোনো সংস্থা।

॥ বিধি ঃ ২ ॥ সাক্ষী দেওয়া হেতু বন্দিদের হাজির করার জন্য আদেশ দেওয়ার ক্ষমতা [Power to require attendance of prisoners to give evidence]—যেখানে আদালতের এমন প্রতীয়মান হয় যে, রাজ্যের ভেতর কারাগারে অবরুদ্ধ বা আটক ব্যক্তির সাক্ষ্য মকদ্দমায় গুরুত্বপূর্ণ সেখানে আদালত কারাগারের ভারপ্রাপ্ত আধিকারিকের কাছে ঐ ব্যক্তিকে সাক্ষ্য দেওয়ার জন্য আদালতের সামনে পেশ করার আদেশ দেওয়ার জন্য বলতে পারবে ঃ

প্রকাশ থাকে যে, কারাগার থেকে আদালত ভবনের দূরত্ব যদি ২৫ কিলোমিটারের বেশি হয় তাহলে এমন আদেশ ততক্ষণ দেওয়া যাবে না, যতক্ষণ আদালতে এমন মীমাংসা না হয়ে যায়, কমিশন দ্বারা ঐ ব্যক্তিকে পরীক্ষা করা যথেষ্ট হবে না।

॥ বিধি ঃ ৩ ॥ আদালতে খরচ জমা দিতে হবে [Expenses to be paid into Court]—(১) আদালত বিধি (২)-এর অধীন কোনো আদেশ দেওয়ার আগে যে পক্ষর ইচ্ছায় বা যার সুবিধার জন্য আদেশ দেওয়া হচ্ছে সেই পক্ষর কাছে অভিপ্রায় করবে যে, সে আদালতে এমন টাকা জমা দেয় যা আদালতের আদেশের নির্বাহে খরচ-খরচা শোধ করার জন্য, যার মধ্যে সাক্ষীকে প্রদত্ত রক্ষীর যাতায়াত খরচ এবং অন্যান্য খরচও থাকে, যথেষ্ট বলে মনে হয়।

(২) যেখানে আদালত উচ্চ আদালতের অধীন, সেখানে এমন খরচ-খরচার পরিমাণ (বা হার) ধার্য করার ব্যাপারে, এইহেতু উচ্চ আদালত কর্তৃক প্রস্তুত নিয়মাদির কথা মনে রাখতে হবে (অর্থাৎ হাইকোর্টের নিয়ম মেনে টাকার হার নির্ধারণ করতে হবে)।

॥ বিধি ঃ ৪ ॥ ২নং বিধির কার্য সম্পাদন থেকে কতিপয় ব্যক্তিকে রাজ্য সরকারের রেহাই দেওয়ার ক্ষমতা [Power of State Government to exclude

certain persons from the operation of rule 2]—(১) রাজ্য সরকার উপবিধি-(২) এ উল্লিখিত বিষয়ের কথা মনে রেখে যে কোনো সময় সাধারণ বা বিশেষ আদেশ দ্বারা নির্দেশ দিতে পারবে যে, কোনো ব্যক্তি বা শ্রেণীকে এমন কারাগার থেকে সরানো যাবে না, যেখানে তাকে বা তাদেরকে অবরুদ্ধ বা আটক করে রাখা হয়েছে, এবং যতক্ষণ আদেশ বলবৎ থাকবে, ততক্ষণ ২নং বিধির অধীনে প্রদত্ত কোনো আদেশ—তা রাজ্য সরকার দ্বারা প্রদত্ত আদেশের তারিখের আগে বা পরে, যখনই দেওয়া হোক, সেই ব্যক্তি বা সেই শ্রেণী সম্পর্কে কার্যকরী হবে না।

(২) রাজ্য সরকার উপবিধি (১)-এর অধীন আদেশ দেওয়ার আগে নিম্নলিখিত বিষয়গুলোর প্রতি লক্ষ্য রাখবে। যথা—

(ক) সেই অপরাধের স্বরূপ যার জন্য বা সে ভিত্তিগুলোর ওপর ঐ ব্যক্তি বা শ্রেণীর ব্যক্তিদেরকে কারাগারে অবরুদ্ধ বা আটক রাখার আদেশ দেওয়া হয়েছে ;

(খ) যদি ঐ ব্যক্তিকে বা ঐ শ্রেণীর ব্যক্তিদের কারাগার থেকে ছেড়ে দেওয়ার অনুজ্ঞা দেওয়া হয় তাহলে গণব্যবস্থায় বিঘ্নের সম্ভাবনা ; এবং

(গ) সাধারণত গণ-স্বার্থ।

॥ বিধি : ৫ ॥ কিছু ব্যাপারে কারাগারের ভারপ্রাপ্ত আধিকারিকের (কারা প্রধানের) আদেশ কার্যান্বিত না করা [Officer in charge of prison to obstain from carrying out order in certain cases]—যেখানে ২নং বিধির অধীন কোনো ব্যক্তির সম্পর্কে আদেশ দেওয়া হয়েছে, সেই ব্যক্তি—

(ক) এমন ব্যক্তি যার সম্পর্কে কারাগারের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট চিকিৎসা আধিকারিক প্রমাণ করেছেন (অর্থাৎ সার্টিফিকেট দিয়েছেন) যে, তার অসুস্থতার কারণে বা অঙ্গ শৈথিল্যের কারণে তাকে কারাগার থেকে নিয়ে যাওয়া যাবে না; অথবা

(খ) বিচারের জন্য সোপর্দ বা বিচার স্থগিত থাকা পর্যন্ত অথবা প্রাথমিক তদন্ত স্থগিত থাকা পর্যন্ত ভারার্পণের অধীন; অথবা

(গ) এমন মেয়াদের জন্য হাজতে আছে যা আদেশ মান্য করার জন্য এবং সেই কারাগারে যেখানে সে অবরুদ্ধ বা আটক আছে, ফেরত নিয়ে যাবার জন্য কাঙ্ক্ষিত সময় হওয়ার আগে শেষ হয়ে যাবে; অথবা

(ঘ) এমন ব্যক্তি, যার ওপর রাজ্য সরকার দ্বারা বিধি-৪-এর অধীন প্রদত্ত আদেশ বলবৎ (বা প্রযোজ্য) হয়।

সেখানে কারাগারের ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক আদালতের আদেশকে কার্যান্বিত করবে না এবং এমন না করার কারণসমূহের বিবরণ আদালতে পাঠাবে।

॥ বিধি : ৬ ॥ বন্দিকে আদালতে হেপাজতের সঙ্গে আনতে হবে [Prisoner to be brought to Court in custody]—কারাগারের ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক, অন্য কোনো মামলায়, আদালতের আদেশ দেওয়ার পর তাতে উল্লিখিত ব্যক্তিকে আদালতে পাঠাবে যাতে সে ঐ আদেশে উল্লিখিত সময়ে উপস্থিত হতে পারে এবং তাকে আদালতে বা তার কাছে প্রহরায় ততক্ষণ রাখার ব্যবস্থা করবে যতক্ষণ তার

পরীক্ষা না করা হয় বা যতক্ষণ আদালত তাকে ঐ কারাগারে, যেখানে সে অবরুদ্ধ বা আটক আছে, ফেরত নিয়ে যাবার জন্য তাকে প্রাধিকৃত না করে।

॥ বিধি : ৭ ॥ কারাগারে সাক্ষীর পরীক্ষার জন্য কমিশন নিয়োগের ক্ষমতা [Power to issue commission for examination of witness in prison]—(১) যেখানে আদালতের প্রতীয়মান হয় যে, কারাগারে—তা রাজ্যের মধ্যে হোক বা ভারতের অন্যত্র, অবরুদ্ধ বা আটক ব্যক্তির সাক্ষ্য মকদ্দমায় গুরুত্বপূর্ণ, অথচ এমন ব্যক্তির হাজিরা এই আদেশের পূর্ববর্তী বিধানসমূহের অধীন সুনিশ্চিত করা যাচ্ছে না, সেখানে আদালত ঐ ব্যক্তির পরীক্ষা যে কারাগারে সে অবরুদ্ধ বা আটক আছে সেখানে করার জন্য কমিশন নিয়োগ করতে পারবে।

(২) আদেশ-২৬-এর বিধান, যতদূর সম্ভব কারাগারে এমন ব্যক্তির কমিশন দ্বারা পরীক্ষার ব্যাপারে তেমন ভাবেই প্রযোজ্য হবে যেমন ভাবে সেগুলো অন্য কোনো ব্যক্তির কমিশন দ্বারা পরীক্ষার ব্যাপারে প্রযোজ্য হয়।

আদেশ—১৭
[ORDER : 17]
মুলতবি (স্থগিত)
(Adjournments)

(বিধি ১ থেকে বিধি ৩)

॥ বিধি ঃ ১ ॥ আদালত সময় মঞ্জুর করতে পারবে এবং শুনানি মুলতবি করতে পারবে [Court may grant time and adjourn hearing]—(১) যদি মকদ্দমার কোনো পর্যায়ে যথেষ্ট হেতু দেখানো হয় তাহলে আদালত পক্ষদের বা তাদের যে কাউকে সময় মঞ্জুর করতে পারবে এবং শুনানি মাঝে মাঝে স্থগিত করতে পারবে।

(২) **মুলতবির খরচ** [Costs of adjournment]—আদালত এধরনের প্রত্যেক ব্যাপারে মকদ্দমার পরবর্তী শুনানির দিন ধার্য করবে এবং উক্ত স্থগিতের জন্য হওয়া খরচের ব্যাপারে আদালত যেমন ঠিক মনে করবে তেমন আদেশ দিতে পারবে ঃ

প্রকাশ থাকে যে,

(ক) মকদ্দমার শুনানি যদি শুরু হয়ে গিয়ে থাকে, তাহলে যতক্ষণ আদালত সেই বিশেষ (সাধারণ নয় এমন) কারণে, যেগুলো আদালত কর্তৃক নথিভুক্ত করা হবে, শুনানি স্থগিত পরের দিনের জন্য করা প্রয়োজন মনে না করে, মকদ্দমার শুনানি রোজ চলতে থাকবে ততদিন পর্যন্ত যতদিন উপস্থিত সাক্ষীদের পরীক্ষা করা না হয়ে যায়;

(খ) কোনো পক্ষর অনুরোধক্রমে কোনো স্থগিতাদেশ এমন পরিস্থিতি ব্যতিরেকে যা ঐ পক্ষর নিয়ন্ত্রণের বাইরে, মঞ্জুর করা হবে না (অর্থাৎ পরিস্থিতি পক্ষর নিয়ন্ত্রণের বাইরে না গেলে স্থগিতাদেশ মঞ্জুর করা হয় না);

(গ) কোনো পক্ষর প্লিডার অন্য আদালতে ব্যস্ত আছে এমন তথ্যকে স্থগিতাদেশের জন্য ভিত্তি (Ground) বলে মনে করা হবে না ;

(ঘ) যেখানে প্লিডারের অসুস্থতা বা অন্য আদালতে ব্যস্ত থাকা ছাড়া, অন্য কোনো কারণে, মকদ্দমা চালাতে তার অক্ষমতাকে স্থগিতাদেশের জন্য একটা ভিত্তি (Ground) হিসেবে পেশ করা হয় সেখানে আদালত ততক্ষণ মুলতবি মঞ্জুর করবে না যতক্ষণ এমন মীমাংসা না হয় যে, এমন মুলতবির জন্য আবেদনকারী পক্ষ সময় মতো অন্য প্লিডারের ব্যবস্থা করতে পারতো না;

(ঙ) যখন কোনো সাক্ষী আদালতে উপস্থিত হয় কিন্তু পক্ষ বা তার প্লিডার উপস্থিত থাকে না অথবা পক্ষ বা তার প্লিডার আদালতে উপস্থিত হয়েও কোনো সাক্ষীর পরীক্ষা বা প্রতি-পরীক্ষা (cross-examine) করার জন্য তৈরি থাকে না তখন আদালত, যদি উচিত মনে করে তাহলে সাক্ষীর বিবৃতি নথিভুক্ত করতে পারবে এবং যেখানে যেমন, পক্ষ বা তার প্লিডার দ্বারা যে উপস্থিত হয়নি, অথবা পূর্বোক্তভাবে তৈরি নয়, সাক্ষীর প্রধান পরীক্ষা বা প্রতি-পরীক্ষা করা থেকে অব্যাহতি দিয়ে এমন আদেশ দিতে পারবে যা আদালত উচিত মনে করে।

॥ বিধি ঃ ২ ॥ যদি পক্ষ নির্দিষ্ট দিনে হাজির হতে না পারে তাহলে সেক্ষেত্রে প্রক্রিয়া [Procedure if parties fail to appear on day fixed]—মকদ্দমার শুনানি যেদিন পর্যন্ত স্থগিত রাখা হয়েছে, সেইদিন যদি পক্ষ বা তাদের কেউ উপস্থিত

হতে অসমর্থ হয় (বা ব্যর্থ হয়) তাহলে আদালত আদেশ—৯ দ্বারা সেইহেতু নির্দিষ্ট পদ্ধতিগুলোর কোনোটির সাহায্যে মকদ্দমার বিলিবন্দেজ করার জন্য এগোতে পারবে, অথবা যেমন উচিত মনে করবে তেমন অন্য আদেশ দিতে পারবে।

স্পষ্টীকরণ— যেখানে কোনো পক্ষর সাক্ষ্য বা সাক্ষ্যের যথেষ্ট অংশ আগেই নথিভুক্ত করা হয়েছে এবং উক্ত পক্ষ মকদ্দমা যে তারিখ পর্যন্ত শুনানি স্থগিত করা হয়েছে সে তারিখ উপস্থিত হতে না পারে, সেখানে আদালত ঐ ব্যাপারে নিজের বিবেচনা মতো এমন ভাবে অগ্রসর হবে যেন উক্ত পক্ষ উপস্থিত আছে।

॥ বিধি ঃ ৩ ॥ পক্ষদের মধ্যেকার কোনো পক্ষ সাক্ষ্য ইত্যাদি পেশ করতে না পারলেও আদালত কার্যবাহ চালিয়ে যেতে পারবে [Court may proceed not withstanding either party fails to produce evidence, etc.]—যেখানে মকদ্দমার কোনো পক্ষ, যাকে সময় মঞ্জুর করা হয়েছে, তার সাক্ষ্য পেশ করতে বা তার সাক্ষীদের হাজির করাতে অথবা মকদ্দমার পরবর্তী প্রগতির জন্য প্রয়োজনীয় কোনো এমন অন্য কাজ করাতে, যার জন্য সময় দেওয়া হয়েছে, ব্যর্থ হয় সেখানে আদালত এমন ত্রুটি সত্ত্বেও—

(ক) যদি পক্ষরা উপস্থিত হয় তাহলে মকদ্দমা তৎক্ষণাৎ নিষ্পত্তি করার জন্য অগ্রসর হতে পারবে ; অথবা

(খ) যদি পক্ষরা বা তাদের কেউ অনুপস্থিত হয় তাহলে ২নং বিধি সাপেক্ষে কার্যবাহ চালাতে পারবে।

আদেশ—১৮
[ORDER : 18]

মামলার শুনানি ও সাক্ষীদের পরীক্ষা
(Hearing of the Suit and Examination of Witnesses)

(বিধি ১ থেকে বিধি ১৮)

॥ বিধি : ১ ॥ শুরু করার অধিকার [Right to begin]—শুরু করার অধিকার বাদীর থাকবে যদি না প্রতিবাদী বাদী কর্তৃক আনীত অভিযোগে বর্ণিত তথ্যসমূহ স্বীকার না করে এবং যুক্তি দেখায় যে, কেন আইনগত ব্যাপারে প্রতিবাদী কর্তৃক অভিযোগে বর্ণিত কিছু অতিরিক্ত তথ্যের ভিত্তিতে বাদী তার কাঙ্ক্ষিত উপশমের (প্রতিকারের) কোনো অংশ লাভের অধিকারী নয় এবং এই ক্ষেত্রে প্রতিবাদীর শুরু করার অধিকার থাকে।

॥ বিধি : ২ ॥ বিবৃতি ও সাক্ষ্য পেশকরণ [Statement and production of evidence]—(১) যেদিন মকদ্দমার শুনানির জন্য ধার্য করা হয়েছে, অথবা কোনো অন্যদিন, যে দিন পর্যন্ত শুনানি স্থগিত করা হয়েছে, যে পক্ষের শুরু করার অধিকার আছে, সেই পক্ষ তার মামলা বিবৃত করবে এবং সেই বিচার্য-বিষয়ের সমর্থনে তার সাক্ষ্য পেশ করবে যা প্রমাণ করার জন্য সে বাধ্য।

(২) তখন অন্য পক্ষ তার মামলা বিবৃত করবে এবং তার সাক্ষ্য [যদি থাকে] পেশ করবে এবং তখন সম্পূর্ণ মামলার ব্যাপারে সাধারণভাবে আদালতের উদ্দেশ্যে বক্তব্য পেশ করতে পারবে।

(৩) তখন আরম্ভকারী পক্ষ সাধারণভাবে সম্পূর্ণ মামলার ব্যাপারে জবাব দিতে পারবে।

(৪) এই বিধিতে যাই বিধৃত থাকুক না কেন, আদালত লিপিবদ্ধ করা হবে এমন কারণসমূহে কোনো পক্ষকে যে কোনো পর্যায়ে কোনো সাক্ষীকে পরীক্ষা করার জন্য নির্দেশ দিতে পারবে বা অনুমতি দিতে পারবে।

॥ বিধি : ৩ ॥ যেখানে কয়েকটি বিচার্য-বিষয় আছে সেখানে সাক্ষ্য [Evidence where several issues]—যেখানে কয়েকটি বিচার্য-বিষয় আছে, যার কিছু প্রমাণ করার দায় অন্য পক্ষর ওপর, সেখানে আরম্ভকারী পক্ষ তার বিকল্প হিসেবে, হয় ঐ বিচার্য-বিষয়ের ব্যাপারে তার সাক্ষ্য পেশ করতে পারবে অথবা অন্য পক্ষ দ্বারা পেশ করা সাক্ষ্যর জবাব হিসেবে পেশ করার জন্য তা সংরক্ষিত রাখতে পারবে এবং পরে বিধৃত ক্ষেত্রে আরম্ভকারী পক্ষ অন্য পক্ষর দ্বারা তার সমস্ত সাক্ষ্য পেশ করার (বা দাখিল করার) পর উক্ত বিচার্য-বিষয়ের ওপর তার সাক্ষ্য পেশ করতে পারবে এবং তখন অন্য পক্ষ আরম্ভকারী পক্ষর দ্বারা এভাবে পেশ করা সাক্ষ্যর বিশেষভাবে জবাব দেবে। কিন্তু তখন আরম্ভকারী পক্ষ সম্পূর্ণ মামলার ব্যাপারে সাধারণভাবে জবাব দেওয়ার অধিকারী হবে।

॥ বিধি : ৩-ক ॥ অন্য সাক্ষীদের আগে পক্ষর হাজির হওয়া [Party to appear before other witnesses]—যেখানে কোনো পক্ষ ব্যক্তিগতভাবে কোনো সাক্ষী হিসেবে হাজির হতে চাইছে সেখানে সে তার তরফে কোনো অন্য সাক্ষীকে পরীক্ষা

করার আগে হাজির হবে, কিন্তু যদি আদালত লিপিবদ্ধ করা হবে এমন কারণসমূহে তাকে পরবর্তী পর্যায়ে ব্যক্তিগত ভাবে তার সাক্ষী হিসেবে হাজির হওয়ার জন্য অনুমতি দেয় তাহলে সে মকদ্দমায় উপস্থিত হতে পারবে।

॥ বিধি ঃ ৪ ॥ সাক্ষীদের পরীক্ষা প্রকাশ্য আদালতে করতে হবে [Witnesses to be examined in open Court]—হাজির সাক্ষীদের সাক্ষ্য প্রকাশ্য আদালতে ন্যায়াধীশের উপস্থিতিতে এবং তাঁর ব্যক্তিগত নির্দেশনা ও তত্ত্বাবধানে মৌখিক ভাবে নেওয়া হবে।

॥ বিধি ঃ ৫ ॥ যে সব ক্ষেত্রের আপিল হতে পারে সে সব ক্ষেত্রে সাক্ষ্য কিভাবে নেওয়া হবে [How evidence shall be taken in appealable cases]—যে সমস্ত মামলায় আপিলের অনুমোদন দেওয়া হয় সেই মামলাগুলোতে প্রত্যেক সাক্ষীর সাক্ষ্য—

(ক) আদালতের ভাষায়—

(১) ন্যায়াধীশ দ্বারা বা তাঁর উপস্থিতিতে এবং তাঁর ব্যক্তিগত নির্দেশনা ও তত্ত্বাবধানে নেওয়া হবে; অথবা

(২) ন্যায়াধীশ বলতে থাকার সময়ই টাইপরাইটারে টাইপ করা হবে ; অথবা

(খ) যদি ন্যায়াধীশ নথিভুক্ত করা কারণের ভিত্তিতে এমন নির্দেশ দেন তাহলে ন্যায়াধীশের উপস্থিতিতে আদালতের ভাষায় যান্ত্রিক উপায়ে নথিভুক্ত করা হবে।

॥ বিধি ঃ ৬ ॥ জবানবন্দির ভাষান্তর কখন করতে হবে [When deposition to be interpreted]—যেখানে সাক্ষ্য যে ভাষায় দেওয়া হয়েছে তা ছাড়া, অন্য কোনো ভাষায় লেখা হয়েছে এবং সাক্ষী যে ভাষায় তা লেখা হয়েছে সেই ভাষা না বোঝে সেখানে ঐ সাক্ষ্য, যেভাবে তা লিপিবদ্ধ হয়েছে, সেই ভাষার রূপান্তর তাকে শোনানো হবে, যে ভাষায় তা প্রদত্ত হয়েছে।

॥ বিধি ঃ ৭ ॥ ধারা-১৩৮-এর অধীন সাক্ষ্য [Evidence under section 138]—ধারা-১৩৮-এর অধীন গৃহীত সাক্ষ্য বিধি-৫ দ্বারা নির্দিষ্ট নিদর্শে হবে এবং তা পড়ে শোনানো হবে এবং স্বাক্ষরিত করা হবে আর যদি কোনো কারণে প্রয়োজন হয় তাহলে তার ভাষান্তর ও সংশোধন তেমন ভাবেই করা হবে যেন তা ঐ বিধি সাপেক্ষে গৃহীত হয়েছে।

॥ বিধি ঃ ৮ ॥ ন্যায়াধীশ (বিচারক) দ্বারা সাক্ষ্য লিখিত না হওয়ার ক্ষেত্রে স্মারকলিপি [Memorandum when evidence not taken down by Judge]—যেখানে সাক্ষ্য ন্যায়াধীশ দ্বারা লিখিত হয়নি, অথবা প্রকাশ্য আদালতে তাঁর দ্বারা বিবৃত করে লেখানো হয়নি অথবা তাঁর উপস্থিতিতে যান্ত্রিক উপায়ে নথিভুক্ত করা হয়নি সেখানে যেমন-যেমন প্রত্যেক সাক্ষীর পরীক্ষা হতে থাকে (অর্থাৎ সাক্ষ্য গৃহীত হতে থাকে) তেমন-তেমন প্রত্যেক সাক্ষীর সাক্ষ্যের সারাংশের স্মারকলিপি তৈরি করার জন্য ন্যায়াধীশ বাধ্য থাকবেন এবং এমন স্মারকলিপি ন্যায়াধীশ কর্তৃক লিখিত ও স্বাক্ষরিত হবে আর তা নথির অংশ হিসেবে পরিগণিত হবে।

॥ বিধি ঃ ৯ ॥ সাক্ষ্য কখন ইংরেজিতে নেওয়া যাবে [When evidence may be taken in English]—(১) আদালতের ভাষা যেখানে ইংরেজি নয় কিন্তু মকদ্দমায় ব্যক্তিগতভাবে হাজির সমস্ত পক্ষ এবং সেই পক্ষদের, যারা প্লিডারদের দ্বারা হাজির

হয়েছে, প্লিডার, এমন সাক্ষ্যের যা ইংরেজিতে প্রদত্ত হচ্ছে, ইংরেজিতে লেখা হলে আপত্তি করে না, সেখানে ন্যায়াধীশ তা সেভাবেই লিখতে পারবে অথবা লেখাতে পারবে।

(২) সাক্ষ্য যেখানে ইংরেজিতে প্রদত্ত হয় না, কিন্তু সেই সমস্ত পক্ষ যারা ব্যক্তিগত ভাবে উপস্থিত হয়েছে এবং সেই পক্ষদের, যারা প্লিডারদের দিয়ে হাজির হয়েছে, প্লিডার এমন সাক্ষ্য ইংরেজিতে গৃহীত হলে আপত্তি করে না, সেখানে ন্যায়াধীশ এমন সাক্ষ্য ইংরেজিতে লিখতে পারবেন বা লেখাতে পারবেন।

॥ বিধি : ১০ ॥ কোনো বিশেষ প্রশ্ন ও উত্তর লেখা যাবে [Any particular question and answer may be taken down]—যদি এমন করার জন্য কোনো বিশেষ কারণ প্রতীয়মান হয়, তাহলে আদালত কোনো বিশেষ প্রশ্ন এবং উত্তর অথবা কোনো প্রশ্নের ব্যাপারে কোনো আপত্তি স্বেচ্ছায় বা কোনো পক্ষ বা তার প্লিডারের আবেদনের ভিত্তিতে লিখতে পারবে।

॥ বিধি : ১১ ॥ আপত্তি করা হয়েছে এবং আদালত কর্তৃক অনুমতি দেওয়া হয়েছে, এমন প্রশ্ন [Questions objected to and allowed by Court]—যেখানে কোনো সাক্ষীকে করা কোনো প্রশ্নের ওপর কোনো পক্ষ বা তার প্লিডার দ্বারা আপত্তি তোলা হয়েছে এবং আদালত তা জিজ্ঞাসা করার অনুমতি দিয়েছে সেখানে ন্যায়াধীর্শ ঐ প্রশ্ন, জবাব, আপত্তি ও আপত্তিকারীর নাম এতদ্বিষয়ে আদালতের সিদ্ধান্ত সহ লিপিবদ্ধ করবে।

॥ বিধি : ১২ ॥ সাক্ষীদের আচরণ (ভাবভঙ্গি) সম্পর্কে মন্তব্য [Remarks on demeanour of witnesses]—আদালত সাক্ষীর পরীক্ষা করার সময় তার আচরণের (বা ভাবভঙ্গির) মধ্যে যেগুলো গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করবে, সেগুলো নথিভুক্ত করবে।

॥ বিধি : ১৩ ॥ যেসব ক্ষেত্রে আপিল হয় না, সেই সব ক্ষেত্রে সাক্ষ্যের স্মারকলিপি [Memorandum of evidence in unappealable cases]—এ ধরনের মামলাতে, যেগুলোতে আপিল অনুমোদিত (বা অনুজ্ঞাত) নয়, সাক্ষীদের সাক্ষ্য বিস্তার সহ লিপিবদ্ধ করার বা কথন করে লিপিবদ্ধ করানোর বা নথিভুক্ত করার আবশ্যকতা নেই, কিন্তু ন্যায়াধীশ যেমন-যেমন প্রত্যেক সাক্ষীর পরীক্ষা হতে থাকে তেমন-তেমন তার সাক্ষ্যের সারাংশের স্মারকলিপি তৈরি করাবেন অথবা কথনের সঙ্গে সঙ্গেই টাইপরাইটারে টাইপ করাবেন অথবা যান্ত্রিক উপায়ে লিপিবদ্ধ করাবেন এবং উক্ত স্মারকলিপি ন্যায়াধীশ দ্বারা স্বাক্ষরিত করা হবে কিংবা অন্যভাবে প্রামাণিক করতে হবে এবং তা নথির অংশ হিসেবে পরিগণিত হবে।

॥ বিধি : ১৪ ॥ [নিরসিত]—বাতিল করা হয়েছে।

॥ বিধি : ১৫ ॥ অন্য কোনো ন্যায়াধীশের সামনে নেওয়া সাক্ষ্য ব্যবহার করার ক্ষমতা [Power to deal with evidence taken before another judge]—(১) যেখানে ন্যায়াধীশ মৃত্যু, স্থানান্তকরণ বা অন্য কোনো কারণে মকদ্দমার বিচারে নিষ্পত্তিকরণে বাধাপ্রাপ্ত হন, সেখানে তাঁর উত্তরসূরী (যিনি তাঁর পরে তাঁর স্থলাভিষিক্ত হন) পূর্ববর্তী বিধি সাপেক্ষে গৃহীত যে কোনো সাক্ষ্য বা তৈরি করা যে কোনো স্মারকলিপি ঠিক সেই ভাবেই ব্যবহার করতে পারবেন, যেন এমন সাক্ষ্য বা স্মারকলিপি উক্ত নিয়মের অধীন তাঁরই দ্বারা বা তাঁরই নির্দেশানুসারে গৃহীত হয়েছে বা তৈরি করা হয়েছে, আর তা মকদ্দমায় সেই পর্যায় থেকে অগ্রসর হতে পারবে যে পর্যায়ের পর তা

তাঁর পূর্ববর্তী ন্যায়াধীশ কর্তৃক ত্যক্ত হয়েছিল (অর্থাৎ পূর্ববর্তী বিচারক যে পর্যন্ত কাজ করে ছেড়ে দিয়েছিলেন, পরবর্তী বিচারক সেখান থেকে এগোবেন)।

(২) উপবিধি (১) বিধৃত ধারা-২৪-এর অধীন স্থানান্তরিত মকদ্দমার ক্ষেত্রে গৃহীত সাক্ষ্য যে পর্যন্ত বলবৎ হয়, যে পর্যন্ত তা প্রযোজ্য বলে মনে করা হবে।

॥ বিধি : ১৬ ॥ অবিলম্বে সাক্ষীর জবানবন্দি নেওয়ার (পরীক্ষা করার) ক্ষমতা [Power to examine witness immediately]—(১) যেখানে সাক্ষীর আদালতের অধিক্ষেত্রের বাইরে যাওয়ার প্রয়োজন হয়ে পড়েছে, অথবা তার সাক্ষ্য কেন অবিলম্বে নিতে হবে তার যথেষ্ট কারণ সে আদালতের কাছে সন্তোষজনক ভাবে দর্শাতে পেরেছে সেখানে আদালত মকদ্দমা দায়ের করার পর যে কোনো সময় এমন সাক্ষীর সাক্ষ্য, যে কোনো পক্ষ বা সেই সাক্ষীর আবেদনের ভিত্তিতে এর আগে যেমন বিধান দেওয়া হয়েছে সেই পদ্ধতিতে গ্রহণ করতে পারবে।

(২) যেখানে এমন সাক্ষ্য সেই মুহূর্তেই এবং পক্ষদের উপস্থিতিতে গ্রহণ না করা হয় সেখানে পরীক্ষার জন্য নির্ধারিত দিনের বিজ্ঞপ্তি, যা আদালত যথেষ্ট মনে করবে, পক্ষদের দিয়ে দেবে।

(৩) এমন ভাবে গৃহীত সাক্ষ্য সাক্ষীকে পড়ে শোনানো হবে এবং যদি সে স্বীকার করে নেয় যে তা নির্ভুল, তাহলে তাকে দিয়ে তা স্বাক্ষরিত করা হবে এবং যদি প্রয়োজন হয় তাহলে ন্যায়াধীশ তাতে সংশোধন করবেন এবং স্বাক্ষরিত করবেন এবং তখন তা ঐ মকদ্দমার যে কোনো শুনানিতে পাঠ করা যাবে।

॥ বিধি : ১৭ ॥ আদালত সাক্ষীকে পুনরায় ডাকতে পারবে এবং তার জবানবন্দি (বা সাক্ষ্য) নিতে পারবে [Court may recall and examine witness]—আদালত মকদ্দমার যে কোনো পর্যায়ে পরীক্ষা করা হয়ে গেছে এমন যে কোনো সাক্ষীকে আবার ডাকতে পারবে এবং [সমকালে বলবৎ সাক্ষ্য-আইনের সাপেক্ষে] আদালত যেমন উচিত মনে করে তেমন প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতে পারবে।

॥ বিধি : ১৭-ক ॥ পূর্বে জ্ঞাত ছিল না এমন সাক্ষীকে পেশ করা অথবা যথাযথ তৎপরতা সত্ত্বেও যে সাক্ষীকে পেশ করা সম্ভব হয়নি, তাকে পেশ করা [Production of evidence not previously known or which could not be produced despite due diligence]—যেখানে কোনো পক্ষ আদালতকে সন্তোষজনক ভাবে বুঝিয়ে দিতে পারে যে, যথাযথ তৎপরতা সত্ত্বেও কোনো সাক্ষ্য সম্পর্কে তার পূর্বে জ্ঞাত ছিল না, বা সে তার দ্বারা সেই সময়ে, যখন উক্ত পক্ষ তার সাক্ষ্য তৈরি করছিল, পেশ করা সম্ভব ছিল না, সেখানে আদালত ঐ পক্ষকে উক্ত সাক্ষ্য পরবর্তী পর্যায়ে এমন শর্তে পেশ করার অনুমতি দিতে পারবে যা আদালত আইনসঙ্গত বলে মনে করবে।

॥ বিধি : ১৮ ॥ আদালতের পরিদর্শন করার ক্ষমতা [Power of Court to inspect]—আদালত এমন যে কোনো সম্পত্তি বা বস্তু পরিদর্শন মকদ্দমার যে কোনো পর্যায়ে করতে পারবে, যার সম্পর্কে কোনো প্রশ্ন উঠেছে এবং যেক্ষেত্রে আদালত কোনো সম্পত্তি বা বস্তু পরিদর্শন করে সেক্ষেত্রে আদালত যথাশীঘ্র সম্ভব এমন পরিদর্শনের প্রেক্ষিতে একটি সুসংগত তথ্যসমূহের স্মারকলিপি তৈরি করবে এবং এহেন স্মারকলিপি মকদ্দমার নথির অংশ হিসেবে পারগণিত হবে।

আদেশ—১৯
[ORDER : 19]
হলফনামা (শপথনামা)
(Affidavits)

(বিধি ১ থেকে বিধি ৩)

॥ বিধি : ১ ॥ কোনো বিষয় হলফনামা দ্বারা প্রমাণ করার জন্য আদেশ দেওয়ার ক্ষমতা [Power to order any point to be proved by affidavit]—যে কোনো আদালত যে কোনো সময় যথেষ্ট কারণ সাপেক্ষে আদেশ দিতে পারবে যে, যে কোনো বিশেষ তথ্য বা যে কোনো তথ্যসমূহ শপথনামা দ্বারা প্রমাণ করা হোক অথবা কোনো সাক্ষীর শপথনামা (হলফনামা) শুনানিতে, আদালত যুক্তিসঙ্গত মনে করে এমন শর্তে পড়া হোক :'

প্রকাশ থাকে যে, যেখানে আদালতের প্রতীয়মান হয় যে, উভয়ের মধ্যে কোনো পক্ষ সরল বিশ্বাসে প্রতি পরীক্ষার (Cross-examination) জন্য সাক্ষী পেশ করতে চাইছে এবং সেই মর্মে সাক্ষীকে পেশ করা যায় সেখানে এমন সাক্ষী বা সাক্ষ্য শপথনামা দেওয়ার প্রাধিকারবাহী আদেশ দেওয়া যাবে না।

॥ বিধি : ২ ॥ জেরার জন্য হলফ পূর্বক সাক্ষ্য দেওয়ার নিমিত্ত সাক্ষীর উপস্থিত হওয়ার আদেশ দেওয়ার ক্ষমতা [Power to order attendance of deponent for cross-examination]—(১) যে কোনো আবেদনের ভিত্তিতে সাক্ষ্য শপথনামা দ্বারা দেওয়া যাবে, কিন্তু আদালত উভয় পক্ষের যে কাউকে কারোর ইচ্ছায় (বা অনুরোধে) সাক্ষীকে প্রতি-পরীক্ষার (বা জেরার) জন্য হাজির হওয়ার আদেশ দিতে পারবে।

(২) যতক্ষণ সাক্ষীকে ব্যক্তিগতভাবে আদালতে হাজির হওয়ার ব্যাপারে ছাড় (বা অব্যাহতি বা ছুট) না দেওয়া হচ্ছে অথবা আদালত ভিন্নরূপ কোনো আদেশ না দিচ্ছে, এমন হাজিরা হবে আদালতে।

॥ বিধি : ৩ ॥ হলফনামা যে বিষয় পর্যন্ত সীমাবদ্ধ থাকবে [Matters to which affidavits shall be confined]—(১) শপথনামা সেই সব তথ্য পর্যন্তই সীমাবদ্ধ হবে যেগুলো সাক্ষী তার নিজস্ব জ্ঞানে প্রমাণ করতে সক্ষম, কিন্তু অন্তর্বর্তী আবেদনের শপথনামায় তার বিশ্বাসের ওপর প্রতিষ্ঠিত বিবৃতি গ্রাহ্য হতে পারে :

প্রকাশ থাকে যে, তা তখন, যখন তাদের জন্য ভিত্তিসমূহ বিবৃত করা হয়েছে।

(২) যে শপথনামায় জনশ্রুতি বা বিতর্কিত বিষয় বা দস্তাবেজের প্রতিলিপি অথবা দস্তাবেজসমূহের অংশ বিশেষ অনাবশ্যকভাবে বর্ণনা করা হয়েছে; এমন প্রত্যেকটি শপথনামার খরচ [যতক্ষণ আদালত ভিন্নরূপ কোনো নির্দেশ না দেয়] দাখিলকারী পক্ষ দ্বারা বহন করা হবে।

আদেশ—২০
[ORDER : 20]
রায় এবং ডিক্রি
(Judgment and Decree)

(বিধি ১ থেকে বিধি ২০)

॥ বিধি ঃ ১ ॥ রায় কখন ঘোষিত হবে [Judgment when pronounced]—(১) আদালত মকদ্দমার শুনানি করার পর প্রকাশ্য আদালতে হয় সঙ্গে সঙ্গে অথবা তারপরে যথাশীঘ্র সম্ভব ভবিষ্যতের কোনো তারিখে ঘোষণা করবে এবং যখন কোনো রায় ভবিষ্যতের কোনো তারিখে ঘোষণা করতে হবে তখন আদালত ঐ প্রয়োজন নিমিত্ত কোনো একটি দিন ধার্য করতে পারবে যার যথাযথ বিজ্ঞপ্তি পক্ষদের বা তাদের প্লিডারদের দেওয়া হবে ঃ

প্রকাশ থাকে যে, যেখানে রায় সঙ্গে সঙ্গে ঘোষণা করা হয়নি, সেখানে আদালত সেই তারিখ থেকে, যে তারিখে মকদ্দমার শুনানি শেষ হয়েছিল, পনের দিনের মধ্যে রায় ঘোষণা করার সর্বরকমের চেষ্টা করবে কিন্তু যেখানে এমনটা করা সম্ভবপর নয় সেখানে আদালত রায় ঘোষণার জন্য ভবিষ্যতের কোনো একটা দিন ধার্য করবে এবং এমন দিন সাধারণতঃ যে তারিখে মকদ্দমার শুনানি শেষ হয়েছিল সেই তারিখ থেকে ত্রিশদিনের বেশি হবে না এবং এই রকম ভাবে ধার্য করা দিনের যথাযথ বিজ্ঞপ্তি পক্ষদের বা তাদের প্লিডারদের দেওয়া হবে ঃ

আরও প্রকাশ থাকে যে, যেখানে রায়, যে তারিখে মকদ্দমার শুনানি শেষ হয়েছিল সেই তারিখ থেকে ত্রিশ দিনের মধ্যে ঘোষণা না করা হয় সেখানে আদালত এধরনের বিলম্বের জন্য যে হেতু তা নথিভুক্ত করবে এবং ভবিষ্যতের এমন কোনো দিন ধার্য করবে যে দিন রায় ঘোষণা করা সম্ভব হবে এবং এভাবে ধার্য করা দিনের যথাযথ বিজ্ঞপ্তি পক্ষদের বা তাদের প্লিডারদের দিয়ে দেওয়া হবে।

(২) যেক্ষেত্রে লিখিত রায় ঘোষণা করতে হবে সেক্ষেত্রে যদি প্রত্যেকটি বিচার্য-বিষয়ের ওপর আদালতের অভিমত এবং মামলাতে প্রদত্ত চূড়ান্ত আদেশ পাঠ করা হয় তাহলে তা যথেষ্ট হবে এবং আদালতের কাছে এটা আবশ্যক হবে না যে, সম্পূর্ণ রায় পড়ে শুনাতে হবে কিন্তু সম্পূর্ণ রায়ের একটা প্রতিলিপি রায় ঘোষণার পরে পরেই পক্ষদের বা প্লিডারদের পর্যবেক্ষণের জন্য (for the perusal) দেওয়া হবে।

(৩) রায় প্রকাশ্য আদালতে আশুলিপিক দিয়ে কথন পূর্বক লিখিয়ে কেবল তখনই ঘোষণা করা যাবে যখন ন্যায়াধীশ উচ্চ আদালত দ্বারা এই হেতু বিশেষভাবে ক্ষমতা প্রাপ্ত হয়েছেন ঃ

প্রকাশ থাকে যে, যেখানে রায় প্রকাশ্য আদালতে কথন পূর্বক লিখিয়ে ঘোষণা করা হয় সেখানে এইভাবে ঘোষিত রায়ের অনুলিপি (transcript) প্রয়োজনীয় সংশোধনের পর, ন্যায়াধীশ দ্বারা স্বাক্ষরিত করা হবে, তার ওপর যে দিন রায় ঘোষিত হয়েছিল সেই তারিখ দিতে হবে এবং তা নথির অংশ হিসেবে পরিগণিত হবে।

॥ বিধি ঃ ২ ॥ পূর্ববর্তীদের দ্বারা লিখিত রায় ন্যায়াধীশের ঘোষণা করার ক্ষমতা [Power to pronounce judgment written by judge's predecessor]—

ন্যায়াধীশ যে রায় তাঁর পূর্ববর্তী ন্যায়াধীশ কর্তৃক লিখিত কিন্তু ঘোষণা করে যেতে পারেননি সেই রায় ঘোষণা করতে পারবেন।

॥ বিধি ঃ ৩ ॥ রায় স্বাক্ষরিত হবে [Judgment to be signed]—রায় ঘোষণার সময় ন্যায়াধীশ তাতে প্রকাশ্য আদালতে তারিখ বসাবেন এবং স্বাক্ষর করবেন আর তাতে একবার স্বাক্ষর করার পর ধারা—১৫২-তে যে বিধান দেওয়া আছে অথবা পুনর্বিলোকন ছাড়া অতঃপর তাতে কোনো পরিবর্তনও করা যাবে না এবং পরিবর্ধনও করা যাবে না (অর্থাৎ তাতে কোনো সংশোধন বা সংযোজন করা যাবে না)।

॥ বিধি ঃ ৪ ॥ লঘুবাদ আদালতসমূহের রায় [Judgments of small cause Courts]—(১) লঘুবাদ আদালতের রায়ে সিদ্ধান্তের প্রশ্নসমূহ এবং সেগুলোর সিদ্ধান্তের চেয়ে বেশি আর কিছু অন্তর্ভুক্ত হওয়ার প্রয়োজন নেই।

(২) **অন্যান্য আদালতের রায়** [Judgment of other Courts]—অন্যান্য আদালতের রায় মামলার সংক্ষিপ্ত বিবৃতি, সিদ্ধান্তের প্রশ্ন, সেগুলোর ব্যাপারে আদালতের সিদ্ধান্ত এবং এমন সিদ্ধান্তের কারণ অন্তর্ভুক্ত হবে।

॥ বিধি ঃ ৫ ॥ প্রত্যেকটি বিচার্য-বিষয়ের ওপর আদালত তার সিদ্ধান্ত বিবৃত করবে [Court to state its decision on each issue]—সেসব মকদ্দমায় বিচার্য-বিষয়ের প্রণয়ন করা হয়েছে তাতে যতক্ষণ বিচার্য-বিষয়ের কোনো একটির বা একাধিকের সিদ্ধান্ত (বা মত বা রায়) মকদ্দমার সিদ্ধান্তের জন্য যথেষ্ট না হয়, আদালত বিচার্য-বিষয়ের প্রত্যেকটির ওপর আলাদা-আলাদা ভাবে তার মত বা সিদ্ধান্ত (Finding or decision) সেইহেতু কারণ সহ দেবে।

॥ বিধি ঃ ৫-ক ॥ যেসব ক্ষেত্রে পক্ষদের প্রতিনিধিত্ব প্লিডার দ্বারা করা হয়নি, সেসব ক্ষেত্রে আদালত কর্তৃক পক্ষদেরকে এ ব্যাপারে এত্তেলা দেওয়ার আপিল কোথায় করা যাবে [Court to inform parties as to where an appeal lies in cases where parties are not represented by pleaders]—যে ক্ষেত্রে উভয় পক্ষর প্রতিনিধিত্ব করা হয়েছে প্লিডারদের দ্বারা সেই ক্ষেত্র ব্যতিরেকে আদালত এ ধরনের মামলায়, যেগুলোর আপিল হতে পারে, তার রায় ঘোষণার সময় আদালতে উপস্থিত পক্ষকারদেরকে এত্তেলা দেবে যে, কোন্ আদালতে আপিল করা যেতে পারে এবং এধরনের আপিল দাখিল করার জন্য (বা ফাইল করার জন্য) তামাদিকালের সময়সীমা কত দিন আর পক্ষদের এভাবে দেওয়া এত্তেলা নথিতে রাখা হবে।

॥ বিধি ঃ ৬ ॥ ডিক্রির বিষয়-বস্তু [Contents of decree]—(১) ডিক্রি রায়-এর অনুরূপ হবে, তাতে মকদ্দমার সংখ্যা, পক্ষদের নাম ও পরিচয় এবং দাবির বিবরণ বিধৃত থাকবে এবং মঞ্জুরকৃত উপশম (প্রতিকার) অথবা মকদ্দমার অন্য কোনো সিদ্ধান্ত তাতে স্পষ্টভাবে নির্দিষ্ট করা থাকবে।

(২) মকদ্দমার খরচের টাকা এবং ঐ খরচের টাকা কার দ্বারা কোন্ সম্পত্তি থেকে এবং কি অনুপাতে (অর্থাৎ হারে) পরিশোধ হবে তা ডিক্রিতে বিবৃত করতে হবে।

(৩) এক পক্ষ কর্তৃক অন্য পক্ষকে দেয় খরচের টাকা প্রথম পক্ষর কাছে অন্য

পক্ষর যে পাওনা স্বীকৃত হয়েছে বা নির্ধারিত হয়েছে তার সঙ্গে প্রতিগণনার (Set off) নির্দেশ আদালত দিতে পারে।

॥ বিধি : ৬-ক ॥ রায়-এর শেষ অনুচ্ছেদে সংক্ষিপ্ত আকারে প্রদত্ত নিবৃত্তির উল্লেখ করতে হবে (অর্থাৎ শেষে সংক্ষিপ্ত রায় থাকবে) [Last paragraph of judgment to indicate in precise terms the reliefs granted]—(১) সেইসব উপশমের বিবৃতি, যা এমন রায় দ্বারা প্রদত্ত হয়েছে, রায়-এর শেষ পরিচ্ছেদে সংক্ষিপ্তাকারে করা থাকবে।

(২) এটা নিশ্চিত করার সব রকমের চেষ্টা করা হবে যে ডিক্রি যথাসম্ভব দ্রুত এবং প্রত্যেক ক্ষেত্রে, যে তারিখে রায় ঘোষিত হয়েছিল, সেই তারিখ থেকে পনের দিনের মধ্যে তৈরি করা হবে, কিন্তু যেখানে পূর্বোক্ত সময়ের মধ্যে তৈরি করা সম্ভব হয় না সেখানে আদালত যদি ডিক্রির বিরুদ্ধে আপিল করতে ইচ্ছুক পক্ষ দ্বারা এমন করার অনুরোধ করা হয় তাহলে, প্রমাণ করবে যে ডিক্রি তৈরি হয়নি এবং ঐ বিলম্বের যা কারণ তা ঐ প্রমাণপত্রে উল্লেখ করবে এবং তখন—

(ক) ডিক্রির প্রতিলিপি দাখিল (ফাইল) না করে ডিক্রির বিরুদ্ধে আপিল করা যাবে এমন ক্ষেত্রে রায়-এর শেষ অনুচ্ছেদ, আদেশ-৪১-এর বিধি-১-এর প্রয়োজন হেতু ডিক্রি-স্থলে করা হবে ; এবং

(খ) যতক্ষণ ডিক্রি তৈরি না হচ্ছে, ততক্ষণ রায়-এর শেষ অনুচ্ছেদ নির্বাহের প্রয়োজন হেতু ডিক্রি মনে করা হবে এবং সংশ্লিষ্ট পক্ষ শুধু সেই অনুচ্ছেদের প্রতিলিপির জন্য আবেদন করার অধিকারী হবে এবং তার কাছ থেকে সম্পূর্ণ রায়-এর প্রতিলিপির জন্য আবেদন করার অভিপ্রায় করা যাবে না, কিন্তু যখনই ডিক্রি তৈরি হয়ে যাবে (অর্থাৎ পাওয়া যাবে) রায়-এর শেষ অনুচ্ছেদ নির্বাহের প্রয়োজন হেতু বা অন্য কোনো প্রয়োজন হেতু ডিক্রি হিসেবে কার্যকরী থাকবে না :

প্রকাশ থাকে যে, আবেদন যেখানে রায়-এর কেবল শেষ অনুচ্ছেদের প্রতিলিপি পাওয়ার জন্য করা হয়েছে, সেখানে এমন প্রতিলিপিতে মকদ্দমার সমস্ত পক্ষর নাম ও ঠিকানা উল্লিখিত থাকবে।

॥ বিধি : ৬-খ ॥ টাইপকৃত রায়-এর প্রতিলিপি (বা কপি) যখন পাওয়া যাবে [Copies of type written judgments when to be made available]—রায় যেখানে টাইপ করা অবস্থায় আছে, সেখানে টাইপকৃত রায়-এর প্রতিলিপি, যদি তা করা সম্ভব হয় তাহলে রায় ঘোষণার পরেই পক্ষদেরকে এমন প্রতিলিপির আবেদনকারী পক্ষদের দ্বারা উচ্চ আদালত কর্তৃক তৈরি নিয়মে নির্দিষ্ট আছে এমন ধার্য খরচ দেওয়ার পর পাওয়া যাবে।

॥ বিধি : ৭ ॥ ডিক্রির তারিখ [Date of decree]—যেদিন রায় ঘোষণা করা হয়েছে ডিক্রিতে সেই দিনের তারিখ দিতে হবে এবং ন্যায়াধীশের ডিক্রির রায় অনুসারে প্রস্তুত করা হয়েছে এ ব্যাপারে তুষ্ট হওয়ার পর ডিক্রিতে স্বাক্ষর করবেন।

॥ বিধি : ৮ ॥ ন্যায়াধীশ (বা বিচারক) যে ক্ষেত্রে ডিক্রিতে স্বাক্ষর করার আগে তাঁর পদ খালি করেছেন সেক্ষেত্রে প্রক্রিয়া [Procedure where Judge has vacated office before signing decree]—যে ক্ষেত্রে ন্যায়াধীশ (বা বিচারক) রায় ঘোষণার পর ডিক্রিতে স্বাক্ষর না করে তাঁর পদ খালি করেছেন সেক্ষেত্রে উক্ত রায় অনুসারে প্রস্তুতকৃত ডিক্রিতে তার উত্তরসূরী অথবা যদি ঐ আদালতের অস্তিত্বই

অবলুপ্ত হয়ে যায় তাহলে ঐ আদালত যে আদালতের অধীন ছিল সেই আদালতের ন্যায়াধীশ স্বাক্ষর করবেন।

॥ বিধি : ৯ ॥ স্থাবর সম্পত্তি পুনরুদ্ধারের জন্য ডিক্রি [Decree for recovery of immovable property]—মকদ্দমার বিষয়-বস্তু যেখানে স্থাবর সম্পত্তি সেখানে ডিক্রিতে এমন সম্পত্তির এমন বর্ণনা অন্তর্ভুক্ত হবে যা তার শনাক্তকরণের জন্য যথেষ্ট হবে এবং যেখানে উক্ত সম্পত্তি সীমানা (Boundaries) দ্বারা বা সেটেলমেন্ট বা জরিপের রেকর্ড বই-এ যে সংখ্যা আছে তার দ্বারা শনাক্ত করা যায় সেখানে ডিক্রিতে এমন সীমানা বা সংখ্যা সুনির্দিষ্ট করতে হবে।

॥ বিধি : ১০ ॥ অস্থাবর সম্পত্তি প্রদান করার জন্য ডিক্রি [Decree for delivery of movable property]—মকদ্দমা যেখানে অস্থাবর সম্পত্তির জন্য করা হয় এবং ডিক্রি এমন সম্পত্তি প্রদানের জন্য প্রদত্ত হয় সেখানে যদি প্রদান করা সম্ভব না হয় তাহলে ডিক্রিতে টাকার সেই পরিমাণের কথাও বিবৃত করতে হবে যা বিকল্প হিসেবে দেওয়া যাবে।

॥ বিধি : ১১ ॥ ডিক্রি কিস্তিতে টাকা শোধ দেওয়ার আদেশ দিতে পারবে [Decree may direct payment by instalments]—(১) যদি এবং যতটুকু টাকা শোধ দেওয়ার জন্য কোনো ডিক্রি দেওয়া হয়, তাহলে এবং ততটুকু আদালত ঐ চুক্তিতে, যার প্রেক্ষিতে টাকা শোধ করতে হবে, যাই থাকুক না কেন, সেইসব পক্ষের যারা চূড়ান্ত শুনানির দিন আদালতে ব্যক্তিগতভাবে বা তাদের প্লিডার দ্বারা হাজির ছিল, শোনার পর, রায়-এর আগে ডিক্রিতে কোনো যথেষ্ট কারণে আদেশ দিতে পারবে যে, ডিক্রির টাকা সুদসহ অথবা সুদ ছাড়া শোধ করা, মুলতবি থাক বা কিস্তিতে দেওয়া হোক।

(২) ডিক্রির পরের কিস্তিতে টাকা শোধ দেওয়ার আদেশ [Order after decree for payment by instalments]—এমন কোনো ডিক্রি দেওয়ার পর আদালত নির্ণীত-ঋণীর আবেদনের ভিত্তিতে এবং ডিক্রিধারীর অনুমতিতে আদেশ দিতে পারবে যে সুদ পরিশোধ সম্পর্কিত, নির্ণীত-ঋণীর সম্পত্তির ক্রোক সম্পর্কিত, তার থেকে প্রতিভূতি নেওয়া সম্পর্কিত বা অন্য এমন শর্তে যা আদালত উচিত মনে করে, ডিক্রি কৃত টাকা পরিশোধ স্থগিত (মুলতবি) রাখা হোক বা কিস্তিতে করা হোক।

॥ বিধি : ১২ ॥ দখল ও অন্তঃকালীন মুনাফার জন্য ডিক্রি [Decree for possession and mesne profits]—(১) যেখানে মকদ্দমা করা হয় স্থাবর সম্পত্তি পুনরুদ্ধারের এবং খাজনা বা অন্তঃকালীন মুনাফার জন্য সেখানে আদালত এমন ডিক্রি প্রদান করতে পারবে যা হবে—

(ক) সম্পত্তি দখলের জন্য;

(খ) এমন খাজনার জন্য যা মকদ্দমা দায়ের করার আগের কোনো সময়ে সম্পত্তির ওপর জমা হয়েছে বা উক্ত খাজনার ব্যাপারে তদন্ত করার নির্দেশ দেওয়ার জন্য;

(খ-ক) অন্তঃকালীন লাভের জন্য বা এমন অন্তঃকালীন মুনাফার ব্যাপারে তদন্ত করার নির্দেশ দেওয়ার জন্য;

(গ) মকদ্দমা দায়ের করা থেকে নিম্নলিখিতগুলোর মধ্যে; যথা—

(এক) ডিক্রিধারীকে দখল প্রদান করা;

(দুই) ডিক্রিধারীকে আদালতের মারফত বিজ্ঞপ্তি সহ নির্ণীত-ঋণী দ্বারা দখল পরিত্যাগ করা; অথবা

(তিন) ডিক্রির তারিখ থেকে তিন বছরের সমাপ্তি আদেশ দেওয়া এগুলোর মধ্যে যে ঘটনাটি আগে ঘটেছে অথবা সেই পর্যন্ত খাজনা বা অন্তঃকালীন মুনাফার ব্যাপারে তদন্তের নির্দেশ দেওয়ার জন্য।

(২) যেখানে খণ্ড (খ) বা খণ্ড (গ) এর অধীন তদন্তের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে সেখানে খাজনা বা অন্তঃকালীন মুনাফার ব্যাপারে চূড়ান্ত ডিক্রি উক্ত তদন্তের ফলানুপাতে প্রদত্ত হবে।

॥ বিধি ঃ ১২-ক ॥ স্থাবর সম্পত্তির বিক্রয় বা লীজ (পাট্টা)-এর চুক্তির সুনির্দিষ্ট সম্পাদনের জন্য ডিক্রি [Decree for specific performance of contract for the sale or lease of immovable property]—যেখানে স্থাবর সম্পত্তির বিক্রয় বা লিজ (পাট্টা)-র কোনো চুক্তির সুনির্দিষ্ট সম্পাদনের জন্য কোনো ডিক্রিতে এমন আদেশ আছে যে, ক্রয়-মূল্য বা অন্য টাকা ক্রেতা বা পাট্টাধারী দ্বারা প্রদত্ত হবে সেখানে তাতে সেই সময়কাল নির্দিষ্ট করা হবে যার মধ্যে (অর্থাৎ সময়কালের মধ্যে) টাকা দিতে হবে।

॥ বিধি ঃ ১৩ ॥ প্রশাসন মামলায় ডিক্রি [Decree in administration suit]—(১) যেখানে মামলা কোনো সম্পত্তির হিসেবে সংক্রান্ত বিষয়ের জন্য এবং আদালতের ডিক্রির অধীন তার যথাযথ প্রশাসনের জন্য দায়ের করা হয় সেখানে আদালত চূড়ান্ত ডিক্রি দেওয়ার আগে উক্ত হিসেব নেওয়ার জন্য এবং তদন্ত করার জন্য আদেশ প্রদানকারী এবং এমন অন্য নির্দেশ প্রদানকারী যা আদালত উচিত মনে করে, প্রাথমিক ডিক্রি দেবে।

(২) কোনো মৃত ব্যক্তির সম্পত্তির আদালত দ্বারা পরিচালনায়, যদি এমন সম্পত্তি তার দেনা ও দায়িতা সম্পূর্ণ পরিশোধ করার ব্যাপারে যথেষ্ট নয় বলে প্রমাণিত হয়, তাহলে প্রতিভূত এবং অপ্রতিভূত উত্তমর্ণদের (secured and unsecured creditors) নিজের নিজের অধিকারের ব্যাপারে এবং উক্ত ঋণ ও দায়িতার ব্যাপারে যা প্রমাণ করা যায় এবং বার্ষিক বৃত্তির মূল্যমান এবং ভবিষ্যৎ ও সম্ভাব্য দায়িতার মূল্যায়নের ব্যাপারে পরপর সেই সব নিয়ম পালন করা হবে যা ন্যায়নির্ণীত বা ঘোষিত দেউলিয়া ব্যক্তির সম্পত্তির ব্যাপারে ঐ আদালতের স্থানীয় সীমার মধ্যে সমকালে বলবৎ আছে, যার মধ্যে প্রশাসন মামলা স্থগিত আছে এবং সেই সব ব্যক্তি যারা এমন কোনো মামলায় এমন সম্পত্তি থেকে আদায় পাওয়ার অধিকারী হবে, প্রাথমিক ডিক্রির অধীন আসতে পারবে এবং ঐ সম্পত্তির বিরুদ্ধে এমন দাবি করতে পারবে যার জন্য তারা এই সংহিতার ডিক্রিতে পরপর অধিকারী।

॥ বিধি ঃ ১৪ ॥ অগ্র-ক্রয়াধিকার মামলায় ডিক্রি [Decree in pre-emption suit]—(১) যেখানে আদালত সম্পত্তির কোনো বিশেষ বিক্রয়ের ব্যাপারে অগ্রাধিকারের মামলায় ডিক্রি দেয় এবং ক্রয়-মূল্য (purchase money) এমন আদালতে জমা করেনি সেখানে ডিক্রিতে—

(ক) এমন দিন সুনির্দিষ্ট হবে যেদিন বা যার আগে ক্রয়-মূল্য এভাবে জমা করা হবে; এবং

(খ) বাদীর বিরুদ্ধে ডিক্রি অনুসার খরচ-খরচা সহ (যদি থাকে) উক্ত ক্রয়-মূল্য (ক্রয়ের টাকা) খণ্ড (ক)-এ উল্লিখিত দিনে বা তার ঐ দিনের আগে আদালতে জমা দেওয়ার পর প্রতিবাদীর সম্পত্তির দখল বাদীকে অর্পণ করার মর্মে নির্দেশ থাকবে, যার অধিকার এভাবে জমা করার তারিখ থেকে তার ওপর উদ্ভূত হয়েছে বলে মনে করা হবে কিন্তু যদি ক্রয়-মূল্য এবং খরচ [যদি থাকে], এভাবে জমা করা না হয় তাহলে মকদ্দমাটি খরচ সহ খারিজ করে দেওয়া হবে।

(২) যেখানে আদালত অগ্র-ক্রয়াধিকারের পরস্পর-বিরোধী দাবির ওপর রায় দিয়েছেন, সেখানে ডিক্রিতে নির্দিষ্ট করা হবে যে—

(ক) যদি এবং যতদূর পর্যন্ত ডিক্রি দাবি সমান মাত্রার হয়, তাহলে এবং ততদূর পর্যন্ত উপবিধি (১)-এর বিধানসমূহ পালনকারী প্রত্যেক অগ্র-ক্রয়াধিকারীর দাবি ঐ সম্পত্তির আনুপাতিক অংশের ব্যাপারে কার্যকরী হবে, যে সম্পত্তির অন্তর্গত এমন কোনো আনুপাতিক অংশও থাকবে, যার সম্পর্কে এমন কোনো অগ্র-ক্রয়াধিকারীর, যে উক্ত বিধানসমূহ পালনে ব্যর্থ হয়েছে, দাবি এমন ত্রুটি না হলে কার্যকরী (বলবৎ) হতো ; এবং

(খ) যদি এবং যতদূর পর্যন্ত ডিক্রি ও দাবি বিভিন্ন মাত্রার (অর্থাৎ সমান মাত্রার নয়) হয়, তাহলে এবং ততদূর পর্যন্ত আবার অগ্র-ক্রয়াধিকারীর দাবি ততক্ষণ কার্যকরী হবে না যতক্ষণ বরিষ্ঠ অগ্র-ক্রয়াধিকারী উক্ত বিধানসমূহ পালন করতে ব্যর্থ না হয়।

॥ বিধি : ১৫ ॥ অংশীদারী (পার্টনারশিপ) ভঙ্গের জন্য মামলায় ডিক্রি [Decree in suit for dissolution of partnership]—মকদ্দমা যেক্ষেত্রে অংশদারী ভঙ্গের জন্য বা অংশীদারীদের হিসেবের জন্য আনা হয় সেক্ষেত্রে আদালত চূড়ান্ত ডিক্রি দেওয়ার আগে এমন প্রাথমিক ডিক্রি দিতে পারবে যাতে পক্ষদের আনুপাতিক অংশ ঘোষিত হবে, যেদিন অংশদারী ভঙ্গ হবে, সেদিন ধার্য হবে বা ভঙ্গ হয়েছে বলে মনে করা হবে এবং এমন হিসেব গ্রহণ এবং অন্যান্য এমন কার্যাদি সম্পাদনের আদালত যেমন উচিত মনে করবে নির্দেশ থাকবে।

॥ বিধি : ১৬ ॥ মালিক ও নিযুক্তকের মধ্যে হিসেব-পত্রের জন্য আনীত মামলায় ডিক্রি [Decree in suit for account between principal and agent]—মালিক ও নিযুক্তকের মধ্যে অর্থ-সংক্রান্ত লেনদেন বিষয়ক হিসেব-পত্রের জন্য আনীত মামলায় এবং এমন অন্য কোনো মামলায়, যার জন্য ইতিপূর্বে এতে বর্ণিত হয়নি, যেখানে এমন প্রয়োজন হয় যে, সেই অর্থের (বা টাকার) পরিমাণ, যা কোনো পক্ষকে বা পক্ষর শোধ করার আছে, নির্ধারণ করার জন্য হিসেব গ্রহণ দরকার, আদালত তার চূড়ান্ত ডিক্রি প্রদানের আগে এমন প্রাথমিক ডিক্রি প্রদান করতে পারবে যাতে গ্রহণ করা উপযুক্ত মনে করে এমন হিসেব গ্রহণের নির্দেশ থাকবে।

॥ বিধি : ১৭ ॥ হিসেব-পত্রের ব্যাপারে বিশেষ নির্দেশ [Special directions as to accounts]—(১) আদালত হয় হিসেব গ্রহণের জন্য নির্দেশবাহী ডিক্রি দ্বারা অথবা পরবর্তী কোনো আদেশ দ্বারা সেই প্রণালী (পদ্ধতি) সম্পর্কে বিশেষ নির্দেশ দিতে পারবে যাতে হিসেব গ্রহণ করতে হবে, অথবা প্রমাণ করতে হবে এবং বিশেষ করে এমন নির্দেশ দিতে পারবে যে, হিসেব নিতে সেই সব হিসেব-বহি (খাতাপত্র)

যেগুলোর মধ্যে প্রশ্নগত হিসেব রাখা হয়েছে, সেগুলোকেই হিসেবের সত্যতা সম্পর্কে প্রাথমিক প্রমাণ হিসেবে স্বীকার করে নিতে হবে, যা তাতে অন্তর্ভুক্ত আছে। কিন্তু স্বার্থ সংশ্লিষ্ট পক্ষদের, যেমন তারা উচিত মনে করবে, সেগুলোর ওপর তেমন আপত্তি তোলার স্বাধীনতা থাকবে।

॥ বিধি ঃ ১৮ ॥ সম্পত্তি বিভাজনের জন্য অথবা তার মধ্যস্থ অংশের পৃথক দখলের জন্য আনীত মামলায় ডিক্রি [Decree in suit for partition of property or separate possession of a share therein]—আদালত যখন সম্পত্তি বিভাজনের জন্য বা তার মধ্যস্থ অংশের পৃথক দখলের জন্য ডিক্রি দেয়, তখন—

(১) যদি এবং যতদূর পর্যন্ত ডিক্রি এমন সম্পত্তির সঙ্গে সম্পর্ক যুক্ত, যার ওপর সরকারকে প্রদেয় রাজস্ব নির্ধারিত আছে তাহলে এবং ততদূর পর্যন্ত ডিক্রি সম্পত্তিতে স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন পক্ষর অধিকার ঘোষণা করবে, কিন্তু তা এমন নির্দেশ দেবে যে, এমন বিভাজন বা পৃথককরণ এমন ঘোষণা এবং ধারা-৫৪-র বিধানসমূহ অনুসারে সমাহর্তা (Collector) দ্বারা বা তাঁর দ্বারা এই নিমিত্ত নিযুক্ত তাঁর অধীনস্থ কোনো গেজেটেড আধিকারিক দ্বারা করা হোক।

(২) যদি এবং যতদূর পর্যন্ত এমন ডিক্রি অন্য কোনো স্থাবর বা অস্থাবর সম্পত্তির সঙ্গে সম্পর্ক যুক্ত হয় তাহলে এবং ততদূর পর্যন্ত আদালত যদি বিভাজন বা পৃথককরণ অতিরিক্ত তদন্ত ব্যতিরেকে সুবিধাজনক ভাবে করা না যায় তাহলে সম্পত্তির সঙ্গে স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন পক্ষর অধিকার ঘোষণাকারী এবং অভিপ্রেত করা হয় এমন অতিরিক্ত নির্দেশকারী প্রাথমিক ডিক্রি দিতে পারবে।

॥ বিধি ঃ ১৯ ॥ যখন প্রতিগণনা বা পাল্টা দাবির অনুমতি দেওয়া হয় তখন ডিক্রি [Decree when set-off or counter-claim is allowed]—(১) যখন প্রতিবাদীকে বাদীর বিরুদ্ধে প্রতিগণনা বা পাল্টা দাবি অনুমোদন করা হয়েছে, সেখানে ডিক্রিতে বিবৃত হবে যে, বাদীকে কত টাকা শোধ দিতে হবে এবং প্রতিবাদীকে কত টাকা শোধ দিতে হবে এবং তা কোনো এমন টাকা আদায়ের জন্য হবে যা উভয় পক্ষর মধ্যে কোনো পক্ষকে পাওনা আছে বা হবে বলে প্রতীয়মান হয়।

(২) **প্রতিগণনা বা পাল্টা দাবি সম্পর্কিত ডিক্রির আপিল** [Appeal from decree relating to set-off or counter-claim]—কোনো এমন মকদ্দমায় যাতে প্রতিগণনা বা পাল্টা দাবি করা হয়েছে প্রদত্ত কোনো ডিক্রি আপিলের সম্পর্কে সেই বিধানসমূহ সাপেক্ষে হবে যেগুলোর অধীন তা হতো যদি কোনো প্রতিগণনার দাবি বা পাল্টা দাবি না করা হতো।

(৩) আদেশ-৮-এর বিধি-৬-এর অধীন বা অন্য ভাবে প্রতিগণনার দাবি অনুমোদিত হয়ে থাকলেও এই বিধির বিধান বলবৎ হবে।

॥ বিধি ঃ ২০ ॥ রায় এবং ডিক্রির প্রত্যায়িত প্রতিলিপি দিতে হবে [Certified copies of judgment and decree to be furnished]—রায় ও ডিক্রি প্রত্যয়িত প্রতিলিপি (certified copy), আদালতের কাছে আবেদন করলে এবং তার খরচ দিলে, পক্ষদের দেওয়া যাবে।

আদেশ—২০ক
[ORDER : 20A]
খরচ
(Costs)

(বিধি ১ ও বিধি ২)

॥ বিধি : ১ ॥ কিছু বিষয়ের ব্যাপারে বিধান (শর্ত) [Provisions relating to certain items]—খরচের ব্যাপারে এই সংহিতার বিধানসমূহের ব্যাপ্তির ওপর প্রতিকূল কোনো প্রভাব ব্যতিরেকে আদালত নিম্নলিখিত বিষয়ে খরচ ধার্য করতে পারবে ; যথা—

(ক) মকদ্দমা দায়ের করার আগে আইন দ্বারা প্রদান অভিপ্রেত হয় এমন বিজ্ঞপ্তি দেওয়ার জন্য উপগত খরচ;

(খ) আইনতঃ দেওয়ার জন্য অভিপ্রেত না হলেও মকদ্দমার কোনো পক্ষ দ্বারা অন্য কোনো পক্ষের মকদ্দমা দায়ের করার আগে প্রদত্ত হয়েছে এমন বিজ্ঞপ্তি দেওয়ার জন্য উপগত খরচ;

(গ) কোনো পক্ষ দ্বারা পেশ করা ওকালতি টাইপ করা, লেখার বা ছাপার উপগত খরচ;

(ঘ) মকদ্দমার প্রয়োজন হেতু আদালতের রেকর্ড পরিদর্শনের জন্য কোনো পক্ষ দ্বারা প্রদত্ত খরচ (Charges paid by a party) ;

(ঙ) আদালতের মাধ্যমে সমন করা হোক বা না হোক কোনো পক্ষ দ্বারা সাক্ষীদের পেশ করার উপগত ব্যয়;

(চ) আপিলের ক্ষেত্রে কোনো পক্ষ দ্বারা রায় বা ডিক্রির প্রতিলিপি নেওয়ার জন্য উপগত ব্যয়, যা আপিলের স্মারকলিপি জমা দেওয়ার প্রয়োজন।

॥ বিধি : ২ ॥ উচ্চ আদালত (হাইকোর্ট) দ্বারা গঠিত নিয়ম অনুসারে খরচ বিনির্ণীত করতে হবে [Costs to be awarded in accordance with the rules made by High Court]—এই বিধির অধীনে খরচ এমন নিয়মানুসারে বিনির্ণীত করা হবে যা উচ্চ আদালত কর্তৃক এই হেতু নির্দিষ্ট করা হয়েছে (বা তৈরি করা হয়েছে)।

আদেশ—২১
[ORDER : 21]

ডিক্রি এবং আদেশের নির্বাহ
(Execution of Decrees and Orders)

(বিধি ১ থেকে বিধি ১০৬)

ডিক্রি অনুযায়ী অর্থ প্রদান
(Payment Under Decree)

॥ বিধি ঃ ১ ॥ ডিক্রি অনুযায়ী অর্থ প্রদানের ধরন [Modes of paying money under decree]—(১) ডিক্রির অধীন পরিশোধ্য (প্রদেয়) সমস্ত টাকা নিম্নলিখিত পদ্ধতিতে প্রদান করতে হবে; যথা—

(ক) যে আদালতের ডিক্রি নির্বাহ করা কর্তব্য, সেই আদালতে জমা করে বা ঐ আদালতে মনি অর্ডার করে অথবা ব্যাঙ্ক মারফত পাঠিয়ে; অথবা

(খ) আদালতের বাইরে ডিক্রিধারীকে মনি অর্ডার করে বা কোনো ব্যাঙ্কের মাধ্যমে বা অন্য কোনো উপায়ে, যা টাকা দেওয়ার লিখিত সাক্ষ্য বহন করবে, অথবা

(গ) অন্য কোনো ভাবে যে ভাবে ডিক্রি প্রদানকারী ঐ আদালত নির্দেশ দেবে।

(২) যেখানে উপবিধি (১)-এর খণ্ড (ক) বা খণ্ড (গ)-এর অধীন টাকা প্রদান করা হয় সেখানে নির্ণীত-ঋণী ডিক্রিধারীকে তার বিজ্ঞপ্তি আদালতের মাধ্যমে দেবে অথবা নিবন্ধিত ডাকযোগে সরাসরি পাঠিয়ে দেবে।

(৩) যেখানে উপবিধি (১)-এর খণ্ড (ক) বা খণ্ড (খ)-এর অধীন মনি অর্ডার দ্বারা বা ব্যাঙ্কের মাধ্যমে টাকা প্রদান করা হয়, সেখানে যেমন, মনি অর্ডারে বা ব্যাঙ্কের মাধ্যমে টাকা প্রদানের ক্ষেত্রে নিম্নলিখিত বিবরণগুলো স্পষ্টভাবে বিবৃত থাকবে; যথা—

(ক) মূল মকদ্দমার সংখ্যা;

(খ) পক্ষদের বা যেখানে দুইয়ের বেশি বাদী বা দুইয়ের বেশি প্রতিবাদী থাকে সেখানে, যেখানে যেমন, প্রথম দুই বাদীর এবং প্রথম দুই প্রতিবাদীর নাম,

(গ) প্রেরিত টাকা কিভাবে সমন্বিত করা হবে অর্থাৎ ঐ টাকা দেওয়া মূল (বা আসল) বাবদ, সুদ বাবদ বা খরচ বাবদ;

(ঘ) আদালতের নির্বাহ সংক্রান্ত মকদ্দমার সংখ্যা যেখানে উক্ত মকদ্দমা বিচারাধীন আছে (অর্থাৎ বিচারের অপেক্ষায় রয়েছে);

(ঙ) টাকা প্রদানকারীর নাম ও ঠিকানা।

(৪) উপবিধি (১)-এর খণ্ড (ক) বা খণ্ড (গ)-এর অধীন প্রদেয় (পরিশোধ্য) কোনো টাকার সুদ, যদি থাকে, উপবিধি (২)-এ নির্দিষ্ট বিজ্ঞপ্তি জারির তারিখ থেকে লাগবে না।

(৫) উপবিধি (১)-এর খণ্ড (খ)-এর অধীন প্রদেয় (পরিশোধ্য) কোনো টাকার ওপর সুদ, যদি থাকে, ঐভাবে প্রদানের তারিখ থেকে লাগবে না ঃ

প্রকাশ থাকে যে, যেখানে ডিক্রিধারী মনি অর্ডার দ্বারা ব্যাঙ্কের মাধ্যমে পাঠানো টাকা নিতে অস্বীকার করে সেখানে সুদ সেই তারিখ থেকে যে তারিখ তাকে টাকা

দেওয়া হয়েছে লাগবে না অথবা যেখানে সে মনি অর্ডার বা ব্যাঙ্কের মাধ্যমে পাঠানো টাকা গ্রহণ এড়িয়ে যায় সেখানে সুদ সেই তারিখ থেকে লাগবে না, যে তারিখে যেখানে যেমন, ডাকঘর কর্তৃপেক্ষর ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষের সাধারণ কাজের ধারায় ঐ টাকা তাকে দেওয়া হতো।

॥ বিধি : ২ ॥ ডিক্রিধারীকে আদালতের বাইরে অর্থপ্রদান [Payment out of Court to decree-holder]—(১) যেখানে কোনো ধরনের ডিক্রির অধীন প্রদেয় কোনো টাকা আদালতের বাইরে প্রদান করা হয়েছে বা কোনো প্রকারের সম্পূর্ণ ডিক্রি বা তার কোনো অংশের সমন্বয় ডিক্রিধারীকে সন্তোষজনকভাবে অন্য উপায়ে করা হয়েছে সেখানে ডিক্রিধারী যে আদালতের ডিক্রি নির্বাহ করা কর্তব্য সেই আদালতকে প্রমাণ করবে যে, এমন পরিশোধ বা সমন্বয়সাধন করে দেওয়া হয়েছে এবং আদালত তা সেই মতো লিপিবদ্ধ করবে।

(২) নির্ণীত-ঋণী বা কোনো এমন ব্যক্তিও যে নির্ণীত-ঋণীর জন্য প্রতিভূ, এমন পরিশোধ বা সমন্বয় সাধনের এত্তেলা আদালতকে দিতে পারবে এবং আদালতের কাছে আবেদন করতে পারবে যে, আদালত তার দ্বারা ধার্য করা দিনে সে কারণ দর্শাবার বিজ্ঞপ্তি ডিক্রিধারী নামে দেয় যে, এমন পরিশোধ বা সমন্বয় সাধনের ব্যাপারে কেন লিপিবদ্ধ করা হবে না যে তা প্রমাণিত, আর যদি ডিক্রিধারী এমন বিজ্ঞপ্তি জারির পর এমন কারণ দর্শাতে ব্যর্থ হয় যে, পরিশোধ বা সমন্বয় সাধন সম্পর্কে এটা লিপিবদ্ধ করার দরকার নাই যে তা প্রমাণিত, তাহলে আদালত তা সেইমত লিপিবদ্ধ করবে।

(২-ক) নির্ণীত-ঋণীর ইচ্ছানুসারে কোনো পরিশোধ বা সমন্বয়সাধন ততক্ষণ লিপিবদ্ধ করা হবে না যতক্ষণ তা—

(ক) পরিশোধ বিধি-১-এ বর্ণিত পদ্ধতিতে করা না হবে; বা

(খ) পরিশোধ বা সমন্বয় সাধন দস্তাবেজী সাক্ষ্য দ্বারা প্রমাণিত না হবে; অথবা

(গ) পরিশোধ বা সমন্বয়সাধন ডিক্রিধারী দ্বারা বা তার তরফে সেই বিজ্ঞপ্তির জবাবে যা বিধি-১-এর উপবিধি (২)-এর অধীন প্রদত্ত হয়েছে, অথবা আদালতের সামনে অস্বীকার করা হয়েছে।

(৩) সেই পরিশোধ বা সমন্বয়সাধন যা পূর্বোক্ত মতে প্রত্যায়িত বা লিপিবদ্ধ করা হয়নি, ডিক্রিনির্বাহকারী কোনো আদালত দ্বারা তা গ্রাহ্য (বা স্বীকার) করা হবে না।

ডিক্রি নির্বাহকারী আদালত
(Courts Executing Decrees)

॥ বিধি : ৩ ॥ একের অধিক ক্ষেত্রাধিকারের মধ্যে স্থিত ভূমি [Lands situate in more than one jurisdiction]—যেখানে স্থাবর সম্পত্তি দুই বা তার বেশি আদালতের ক্ষেত্রাধিকারের স্থানীয় সীমানার মধ্যে অবস্থিত একটি ভূ-সম্পত্তি বা রায়তি সম্পত্তি প্রতিষ্ঠা করে সেখানে সম্পূর্ণ ভূ-সম্পত্তি বা রায়তি সম্পত্তি এমন আদালতগুলোর মধ্যে কোনো একটি আদালত ক্রোক করতে পারবে এবং তা বিক্রয় করতে পারবে।

॥ বিধি : ৪ ॥ লঘুবাদ আদালতে স্থানান্তরকরণ [Transfer to Court of small

causes]—ডিক্রি যেখানে কোনো এমন মকদ্দমাতে দেওয়া হয়েছে, যার আর্জিতে উল্লিখিত মূল্য দু'হাজার টাকার বেশি নয় এবং যেখানে তার সম্পর্ক বিষয়-বস্তুর সঙ্গে সমকালে বলবৎ থাকা আইন দ্বারা হয় প্রেসিডেন্সি অথবা প্রাদেশিক লঘুবাদ আদালতের স্বীকৃতি পাবে বলে অভিপ্রায় করা হয় এবং যে আদালত উক্ত ডিক্রি দিয়েছে, সেই আদালত যদি মনে করে তা কোলকাতা, মাদ্রাজ (অধুনা চেন্নাই) অথবা বোম্বাই (অধুনা মুম্বাই) যেখানে যেমন, নির্বাহিত হবে, সেখানে ঐ রকম আদালত কোলকাতা, মাদ্রাজ (অধুনা চেন্নাই) বা মুম্বাইয়ে অবস্থিত লঘুবাদ আদালতে যেখানে যেমন, বিধি-৬এ বর্ণিত প্রতিলিপি এবং প্রমাণপত্র পাঠাতে পারবে এবং তখন এমন লঘুবাদ আদালত ঐ ডিক্রির নির্বাহ এমন ভাবে করবে যেন তা তারই (অর্থাৎ ঐ লঘুবাদ আদালত) দ্বারা প্রদত্ত হয়েছে।

॥ **বিধি ঃ ৫** ॥ **স্থানান্তকরণের ধরন** [Mode of transfer]—যেখানে ডিক্রি নির্বাহের জন্য অন্য আদালতে পাঠাবার দরকার হয় সেখানে ঐ আদালত, যে আদালত এমন ডিক্রি দিয়েছে, ডিক্রি সরাসরি অন্য আদালতে পাঠাবে, সেই অন্য আদালত ঐ রাজ্যে অবস্থিত হোক বা না হোক; কিন্তু যে আদালতে ডিক্রি নির্বাহনের জন্য পাঠানো হয়েছে সেই আদালত যেক্ষেত্রে তার ডিক্রি নির্বাহ করার অধিক্ষেত্র নাই, এমন আদালতকে পাঠাবে'ঞ্জ আদালতের এমন অধিক্ষেত্র আছে।

॥ **বিধি ঃ ৬** ॥ **আদালত যখন তার নিজস্ব ডিক্রি অন্য আদালত দ্বারা নির্বাহিত করতে চায় তখন প্রক্রিয়া** [Procedure where Court desires that its own decree shall be executed by another Court]—ডিক্রি নির্বাহের জন্য প্রেরণকারী আদালত নিম্নলিখিতগুলো পাঠাবে; যথা—

(ক) ডিক্রির প্রতিলিপি;

(খ) এমন উল্লিখিত (বা বর্ণিত) প্রমাণপত্র (প্রত্যয়নপত্র) যে ডিক্রির তুষ্টি সেই আদালতের অধিক্ষেত্রের ভেতর, যে আদালত তা দিয়েছিল, নির্বাহ দ্বারা লাভ করা হয়নি, অথবা যেখানে ডিক্রির নির্বাহ আংশিক ভাবে হয়েছে, সেখানে তাতে যে পর্যন্ত তুষ্টি লাভ করা হয়েছে, এবং ডিক্রির যে অংশ অতুষ্ট রয়ে গেছে সেই অংশ বর্ণিত করা প্রত্যয়নপত্র ; এবং

(গ) ডিক্রির নির্বাহের কোনো আদেশের প্রতিলিপি অথবা যদি এমন কোনো আদেশ না দেওয়া হয়ে থাকে তাহলে সেই বিষয়ক প্রমাণপত্র (বা প্রত্যয়ন পত্র)।

॥ **বিধি ঃ ৭** ॥ **ডিক্রি ইত্যাদির প্রতিলিপি প্রাপক আদালত সেগুলোকে প্রমাণ ছাড়াই নথিভুক্ত করবে** [Court receiving copies of decree, etc. to file same without proof]—যে আদালতে ডিক্রি পাঠানো হয়েছে, এমন প্রতিলিপি এবং প্রমাণপত্র ঐ ডিক্রি বা আদেশের যা নির্বাহের জন্য প্রদত্ত বা তার প্রতিলিপির কোনো অতিরিক্ত প্রমাণ ছাড়া নথিভুক্ত করবে (বা ফাইল করবে) যদি না সেই কারণগুলো থেকে, যা লিপিবদ্ধ করা হবে এবং যেগুলোর ওপর ন্যায়াধীশের স্বাক্ষর থাকবে, এমন প্রমাণের অভিপ্রায় করা হয়।

॥ **বিধি ঃ ৮** ॥ **ডিক্রি বা আদেশের সেই আদালত কর্তৃক নির্বাহ যেখানে তা পাঠানো হয়েছে** [Execution of decree or order by Court to which it is sent]—যেখানে এমন প্রতিলিপি এমন ভাবে নথিভুক্ত করা হয়েছে, সেখানে যদি ঐ আদালত, যে আদালতকে ঐ ডিক্রি বা আদেশ পাঠানো হয়েছে, জেলা আদালত হয়

তাহলে তা এমন আদালত দ্বারা নির্বাহ করা যাবে বা যোগ্য অধিক্ষেত্র বিশিষ্ট কোনো অধীনস্থ আদালতকে নির্বাহের জন্য স্থানান্তরিত করা যাবে।

॥ বিধি : ৯ ॥ অন্য আদালত দ্বারা স্থানান্তরিত ডিক্রির উচ্চ আদালত দ্বারা নির্বাহ [Execution by High Court of decree transferred by other Court]—যে আদালতকে ডিক্রির নির্বাহের জন্য পাঠানো হয়েছে, যেখানে সেই আদালত উচ্চ আদালত (হাইকোর্ট), সেখানে ডিক্রি এমন আদালত দ্বারা সেই একই পদ্ধতিতে নির্বাহিত করা হবে যেন তা এমন আদালত দ্বারা তার সাধারণ প্রারম্ভিক (আদিম) দেওয়ানী অধিক্ষেত্রের ব্যবহারে প্রদত্ত হয়েছিল (as if it had been passed by such Court in the exercise of its ordinary original civil jurisdiction)।

নির্বাহের জন্য আবেদন
(Application for Execution)

॥ বিধি : ১০ ॥ নির্বাহের জন্য আবেদন [Application for execution]—যেখানে ডিক্রিধারক তা নির্বাহ করতে চাইছে সেখানে ঐ ডিক্রি প্রদানকারী আদালতের কাছে বা এই হেতু নিযুক্ত আধিকারিকের [যদি থাকেন] কাছে বা যদি ডিক্রি কোনো অন্য আদালতকে, এতে ইতিপূর্বে বর্ণিত বিধান অনুসারে পাঠানো হয়ে থাকে তাহলে সেই আদালতের কাছে আবেদন করবে।

॥ বিধি : ১১ ॥ মৌখিক আবেদন [Oral application]—(১) যেখানে টাকা পরিশোধের জন্য ডিক্রি প্রদত্ত হয়েছে সেখানে যদি নির্ণীত-ঋণী আদালতের সীমানার মধ্যে হয় তাহলে আদালত ডিক্রি প্রদানের সময় ডিক্রিধারী দ্বারা কৃত মৌখিক আবেদনের ভিত্তিতে পরওয়ানা (ওয়ারেন্ট) তৈরির আগেই ডিক্রির দ্রুত নির্বাহ নির্ণীত-ঋণীর গ্রেপ্তার দ্বারা করার আদেশ দিতে পারবে।

(২) **লিখিত আবেদন** (Written application)—উপবিধি (১)-এ যেমন বিধান দেওয়া আছে তা ব্যতীত, ডিক্রির নির্বাহের জন্য প্রত্যেকটি আবেদনপত্র লিখিত এবং আবেদনকারী বা কোনো এমন অন্য ব্যক্তি দ্বারা, যাদের সম্পর্কে আদালতে সন্তোষজনক ভাবে প্রমাণ করে দেওয়া হয়েছে যে ঐ মকদ্দমার তথ্যসমূহের সঙ্গে ওয়াকিবহাল, স্বাক্ষরিত ও সত্যায়িত হবে এবং সারণীবদ্ধ ভাবে নিম্নলিখিত বিবরণগুলো হবে। যথা —

(ক) মকদ্দমার সংখ্যা ;

(খ) পক্ষদের নাম ;

(গ) ডিক্রির তারিখ ;

(ঘ) ডিক্রির বিরুদ্ধে কোনো আপিল করা হয়েছে কি না ;

(ঙ) ডিক্রির পরে পক্ষদের মধ্যে কোনো টাকা পরিশোধ বা বিরোধ সম্পর্কিত ব্যাপারে অন্য কোনো রকম সমন্বয় সাধিত হয়েছে কিনা, এবং [যদি হয়ে থাকে] কত বা কি ;

(চ) ডিক্রির নির্বাহের জন্য কোনো আবেদন আগে করা হয়েছে কিনা এবং [যদি করা হয়ে থাকে] কি এবং সেই আবেদনের তারিখ ও তার ফলাফল ;

(ছ) যদি ডিক্রির ওপর সুদ থেকে থাকে তাহলে তা সহ প্রাপ্য টাকার পরিমাণ

অথবা এর দ্বারা অনুমোদিত অন্য কোনো উপশমের সঙ্গে যে তারিখে ডিক্রি প্রদান করা হবে তার আগে বা পরে কোনো পাল্টা ডিক্রি (cross-decree) দেওয়া হয়ে থাকলে তার বিবরণ ;

(জ) বিনির্ণীত খরচের [যদি থাকে] টাকার পরিমাণ ;

(ঝ) কার বিরুদ্ধে ডিক্রির নির্বাহ অভিপ্রায় করা হয়েছে তার নাম; ও

(ঞ) নিম্নোক্ত যে পদ্ধতিতে আদালতের সহায়তা অভিপ্রায় করা হয়েছে; যথা—

(এক) সুনির্দিষ্টভাবে ডিক্রিকৃত কোনো সম্পত্তি অর্জন করে ;

(দুই) কোনো সম্পত্তির ক্রোক বা ক্রোক ও বিক্রয় করে অথবা ক্রোক ছাড়া বিক্রয় করে ;

(তিন) কোনো ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার এবং কারাগারে আটক করে ;

(চার) রিসিভার নিযুক্ত করে ;

(পাঁচ) অন্য কোনো ভাবে, যা অনুমোদিত উপশমের প্রকৃতি অনুসারে অভিপ্রেত।

(৩) যে আদালতের কাছে উপবিধি (২)-এর অধীন (কোনো আবেদনকারী কর্তৃক) আবেদন করা হয়েছে, সেই আবেদনকারীর কাছে ঐ ডিক্রির একটি প্রত্যায়িত প্রতিলিপি দাখিল করার জন্য অভিপ্রায় করা হবে।

॥ বিধি : ১১-ক ॥ গ্রেপ্তারির জন্য আবেদনে ডিক্রির উল্লেখ থাকবে [Application for arrest to state grounds]—যেখানে নির্ণীত-ঋণীকে গ্রেপ্তার এবং কারাগারে আটক রাখার জন্য আবেদন করা হয় সেখানে সেই ভিত্তিগুলো (grounds), যেগুলোর ওপর গ্রেপ্তারির জন্য আবেদন করা হয়েছে, বিবৃত হবে অথবা তার সঙ্গে একটি শপথনামা থাকবে যাতে, সেই ভিত্তিগুলো (grounds), যেগুলোর ওপর গ্রেপ্তারের জন্য আবেদন করা হয়েছে, বিবৃত হবে।

॥ বিধি : ১২ ॥ নির্ণীত-ঋণীর দখলে নেই এমন অস্থাবর সম্পত্তি ক্রোক করার জন্য আবেদন [Application for attachment of movable property not in judgment-debtor's possession]—যেখানে কোনো এমন অস্থাবর সম্পত্তি ক্রোক করার জন্য আবেদন করা হয়েছে যা নির্ণীত-ঋণীর হলেও তা তার দখলে নেই সেখানে ডিক্রিধারী সেই সম্পত্তির, যার ক্রোক করতে যাওয়া হচ্ছে, যুক্তিসঙ্গতভাবে যথার্থ বর্ণনা অন্তর্ভুক্ত আছে এমন একটি সম্পত্তি তালিকা আবেদনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট করতে হবে।

॥ বিধি : ১৩ ॥ স্থাবর সম্পত্তির ক্রোক করার আবেদনে কিছু বিশেষ বিষয়ের উল্লেখ [Application for attachment of immovable property to contain certain particulars]—যেখানে নির্ণীত-ঋণীর কোনো স্থাবর সম্পত্তি ক্রোক করার জন্য আবেদন করা হয় সেখানে সেই আবেদনের পাদ-ভাগে নিম্নলিখিত বিষয়গুলো অন্তর্ভুক্ত হবে। যথা—

(ক) এধরনের সম্পত্তির এমন বর্ণনা যা সেই সম্পত্তির শনাক্তকরণের জন্য যথেষ্ট হয় এবং সেক্ষেত্রে, যাতে এমন সম্পত্তি সীমানা দ্বারা বা সেটেলমেন্ট রেকর্ডের বা জরিপের সংখ্যা দ্বারা শনাক্ত করা যায়, তেমন সীমানা (চৌহদ্দি) বা সংখ্যার বিশদ বিবরণ (specification); এবং

(খ) নির্ণীত-ঋণীর এমন সম্পত্তিতে যে অংশ বা স্বার্থ আবেদনকারী সর্বোত্তম

বিশ্বাস অনুসারে বিদ্যমান এবং যতদূর পর্যন্ত সে তা নির্ণয় করতে পেরেছে ততদূর পর্যন্ত সেই অংশ বা স্বার্থের বিশদ বিবরণ।

॥ বিধি : ১৪ ॥ সমাহর্তার রেজিস্টার থেকে প্রমাণিত অংশবিশেষকে কিছু ক্ষেত্রে চাইবার ক্ষমতা [Power to require certified extract from Collector's register in certain cases]—যেখানে কোনো এমন জমি ক্রোক করার জন্য আবেদন করা হয় যা সমাহর্তার অফিসে নিবন্ধিত, সেখানে আদালত আবেদনকারীর কাছে, সে ঐ জমির স্বত্বাধিকারী হিসেবে অথবা ঐ জমিতে বা তার রাজস্বে কোনো হস্তান্তরযোগ্য স্বত্বে দখলদার হিসেবে অথবা ঐ জমির জন্য রাজস্ব প্রদানে দায়ী হিসেবে রেজিস্টারে উল্লিখিত ব্যক্তিদের এবং রেজিস্টারে উল্লিখিত স্বত্বাধিকারীদের অংশসমূহ নির্দেশকারী প্রত্যয়িত প্রতিলিপি এমন অফিসের রেজিস্টার থেকে দাখিল করার জন্য অভিপ্রায় করতে পারে (বা আদেশ দিতে পারে)।

॥ বিধি : ১৫ ॥ যৌথ ডিক্রিধারী দ্বারা নির্বাহের জন্য আবেদন [Application for execution by joint decree-holders]—(১) ডিক্রি যেখানে একাধিক ব্যক্তিদের তরফে যৌথভাবে প্রদত্ত হয়েছে সেখানে যতক্ষণ ডিক্রিতে তার প্রতিকূল কোনো শর্ত আরোপ করা না হচ্ছে, সম্পূর্ণ ডিক্রির নির্বাহের জন্য আবেদন ঐ ব্যক্তিদের মধ্যে কোনো একজন বা কয়েকজন তাদের সকলের উপকারের জন্য বা যেখানে তাদের মধ্যে কারো মৃত্যু ঘটে যায় সেখানে মৃতের উর্ধ্বতন (Survivor) এবং বিধিসম্মত প্রতিনিধিদের উপকারের জন্য করতে পারবে।

(২) যেখানে আদালত ডিক্রির নির্বাহ এই বিধির অধীনে করা আবেদনের ভিত্তিতে অনুমোদন করার জন্য যথেষ্ট কারণ দেখে, সেখানে আদালত এমন আদেশ করবে যা (ঐ আদালত) সেই ব্যক্তিদের, যারা আবেদন করার জন্য সম্মিলিত হয়নি, স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য প্রয়োজনীয় মনে করে।

॥ বিধি : ১৬ ॥ ডিক্রি হস্তান্তরকারী দ্বারা নির্বাহের জন্য আবেদন [Application for execution by transferee of decree]—যেখানে কোনো ডিক্রির বা যদি কোনো ডিক্রি দুই বা ততোধিক ব্যক্তির তরফে সম্মিলিতভাবে প্রদত্ত হয়ে থাকে তাহলে কোনো ডিক্রিধারীর স্বার্থ লিখিত স্বত্বার্পণ দ্বারা অথবা আইনের প্রক্রিয়া দ্বারা সম্পন্ন হয়েছে সেখানে হস্তান্তরণ, যে আদালত ডিক্রি দিয়েছিল সেই আদালত থেকে ডিক্রির নির্বাহের জন্য আবেদন করতে পারবে এবং ঐ ডিক্রি সেই একই পদ্ধতিতে এবং সেই একই শর্ত সাপেক্ষে এমনভাবে নির্বাহ করা হবে যেন আবেদন উক্ত ডিক্রিধারী দ্বারা করা হয়েছে :

প্রকাশ থাকে যে, ঐ ডিক্রি অথবা উপরিলিখিত স্বত্বার্পণ দ্বারা আর স্বত্ব হস্তান্তরিত হয়ে থাকলে হস্তান্তরকারীকে এবং নির্ণীত-ঋণীকে ঐ আবেদনের বিজ্ঞপ্তি দিতে হবে এবং ডিক্রি প্রদানের ব্যাপারে তাদের আপত্তি [যদি থাকে] না শুনে আদালত ডিক্রিটি প্রদান করতে পারবে না :

আরও প্রকাশ থাকে যে, দুই বা ততোধিক ব্যক্তির বিরুদ্ধে প্রদত্ত টাকা পরিশোধ করার ডিক্রি যদি তাদেরই কারো কাছে হস্তান্তরিত করা হয় তাহলে অন্যদের বিরুদ্ধে তা আর দেওয়া যাবে না।

স্পষ্টীকরণ—এই বিধির কোনো কিছু ধারা-১৪৬-এর বিধানসমূহের ওপর কোনো প্রভাব ফেলবে না এবং সেই সম্পত্তিতে যা মকদ্দমার বিষয়-বস্তু অধিকারের কোনো হস্তান্তরিত ডিক্রির নির্বাহের জন্য, এই বিধি দ্বারা যেমন অভিপ্রেত ডিক্রির পৃথক স্বত্বার্পণ ব্যতিরেকে, আবেদন করতে পারবে।

॥ বিধি : ১৭ ॥ ডিক্রির নির্বাহের জন্য আবেদন পাওয়ার পর প্রক্রিয়া [Procedure on receiving application for execution of decree]—(১) ডিক্রির নির্বাহের জন্য আবেদন বিধি-১১-র উপবিধি (২)-এর বিধান অনুসারে পাওয়ার পর আদালত সুনিশ্চিত করবে যে বিধি-১১ থেকে বিধি-১৪ পর্যন্ত বর্ণিত অভিপ্রেত বিধানসমূহের মধ্যে ঐ মকদ্দমায় প্রযোজ্য হয় এমন বিধানগুলো পালন করা হয়েছে কিনা এবং যদি সেগুলো পালন করা না হয়ে থাকে তাহলে আদালত তখনই এবং সেখানেই বা তাকে ধার্য করে দেওয়া সময়ের মধ্যে ত্রুটি-বিচ্যুতিগুলো দূর করার জন্য অনুমতি দেবে।

(১-ক) যদি ত্রুটি-বিচ্যুতিগুলো এইভাবে দূর করা না হয় তাহলে আদালত আবেদন নামঞ্জুর (বা বাতিল) করবে :

প্রকাশ থাকে যে, যেখানে আদালতের রায়-এ বিধি-১১-র উপবিধি (২)-এর খণ্ড (ছ) ও (জ)-এ উল্লিখিত টাকার ব্যাপারে কোনো ভুল থাকে তাহলে সেখানে আদালত নামঞ্জুর (বা বাতিল) করার কারণ [কার্যবাহ চলা কালে টাকার পরিমাণ চূড়ান্তভাবে নির্ণয় করার ব্যাপারে পক্ষর অধিকারের ওপর কোনো প্রতিকূল প্রভাব না ফেলে] সাময়িকভাবে টাকার পরিমাণ নির্ণয় করবে এবং এই রকম সাময়িকভাবে নির্ণীত টাকা সম্পর্কিত ডিক্রির নির্বাহের জন্য আদেশ দেবে।

(২) যেখানে আবেদন উপবিধি (১)-এর বিধানসমূহের অধীন সংশোধন করা হয় সেখানে আইনানুসারে এবং যে তারিখে তা প্রথম পেশ করা (দাখিল করা) হয়েছিল, সেই তারিখে পেশ করা হয়েছে বলে ধরে নেওয়া হবে।

(৩) এই বিধির অধীন সম্পাদিত প্রত্যেকটি সংশোধন ন্যায়াধীশ দ্বারা স্বাক্ষরিত অথবা আদ্যক্ষরিত করা হবে।

(৪) যখন আবেদনটি গৃহীত হয় তখন আদালত উপযুক্ত রেজিস্টারে (নিবন্ধ-বহিতে) আবেদন সম্পর্ক মন্তব্য ও যেদিন তা দেওয়া হয়েছিল, সেদিনের তারিখ অন্তর্ভুক্ত করবে এবং এতে ইতিপূর্বে অন্তর্ভুক্ত বিধানসমূহে যাই থাকুক না কেন আবেদনপত্রের প্রকৃতি অনুসারে ডিক্রির নির্বাহের জন্য আদেশ দেবে :

প্রকাশ থাকে যে, টাকা পরিশোধের জন্য ডিক্রির ক্ষেত্রে ক্রোক করা সম্পত্তির মূল্য ডিক্রির অধীন প্রাপ্য টাকার পরিমাণের যথাসম্ভব কাছাকাছি সমান হবে।

॥ বিধি : ১৮ ॥ পাল্টা ডিক্রির ক্ষেত্রে নির্বাহ [Execution in case of cross-decrees]—(১) যেখানে আদালতে এমন পাল্টা ডিক্রির (বা প্রতি-ডিক্রি-র) নির্বাহের জন্য আবেদন করা হয় যা দুটি টাকার অঙ্কের পরিশোধের জন্য আলাদা-আলাদা মকদ্দমাতে সেই একই পক্ষর মধ্যে প্রদত্ত হয়েছে এবং উক্ত আদালত কর্তৃক একই সময়ে নির্বাহিত করা থাকে; সেখানে—

(ক) যদি উভয় টাকার অঙ্ক সমান সমান হয় তাহলে উভয় ডিক্রিতে তুষ্টি লিপিবদ্ধ করা হবে ;

(খ) যদি উভয় টাকার অঙ্ক সমান-সমান না হয় তাহলে বেশি অঙ্কের টাকার ডিক্রির ধারকের দ্বারাই এবং কেবল ততটুকু অঙ্কের টাকার জন্যই যা কম অঙ্কের টাকা বিয়োগ দেওয়ার পর অবশিষ্ট থাকে, নির্বাহ করা যাবে এবং বেশি অঙ্কের টাকার ডিক্রিতে কম অঙ্কের টাকার তুষ্টি লিপিবদ্ধ করা হবে এবং সেই সঙ্গে কম অঙ্কের টাকার ডিক্রিতেও তুষ্টি লিপিবদ্ধ করা হবে।

(২) এই বিধির সম্পর্কে এমন ধরে নেওয়া হবে যে তা সেখানে প্রযোজ্য হবে যেখানে উভয়ের মধ্যে কোনো পক্ষ ঐ ডিক্রিগুলোর মধ্যে একটির স্বত্বার্পণগ্রহীতা হয় এবং সেক্ষেত্রে মূল স্বত্বার্পণকারী কর্তৃক পাওনা নির্ণীত-ঋণীর সম্পর্কেও তেমনই প্রযোজ্য হবে, যেমন স্বত্বার্পণ গ্রহীতার স্বয়ং নির্ণীত-ঋণীর পাওনার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হয়।

(৩) এই বিধির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হয় এমন ধরা হবে না, যতক্ষণ—

(ক) সেই মকদ্দমা দুটোর যে দুটোতে ডিক্রি করা হয়েছে, একটি ডিক্রিধারী অন্যটির নির্ণীত-ঋণী না হয় এবং প্রত্যেক পক্ষ উভয় মকদ্দমায় একই রকম বৈশিষ্ট্য বজায় না রাখে; এবং

(খ) ডিক্রিগুলোর অধীন প্রাপ্য টাকার অঙ্ক নিশ্চিত (বা নির্দিষ্ট) না হয়।

(৪) কতিপয় ব্যক্তির বিরুদ্ধে সম্মিলিতভাবে এবং আলাদাভাবে প্রদত্ত ডিক্রির ধারক তার ডিক্রিকে এমন ডিক্রির সম্পর্কে যা উক্ত ব্যক্তিদের এক বা একাধিক পক্ষদের মধ্যে এককভাবে তার বিরুদ্ধে প্রদত্ত হয়েছে, পাল্টা-ডিক্রি (বা প্রতি ডিক্রি) হিসেবে ব্যবহার করবে।

উদাহরণ—(ক) ক-এর কাছে খ-এর বিরুদ্ধে ১০০০ টাকার ডিক্রি আছে। ক-এর বিরুদ্ধে ১০০০ টাকা পরিশোধের জন্য একটা ডিক্রি ম-এর আছে যা তখন পরিশোধ হবে যখন ক কিছু মাল ভবিষ্যতের কোনো তারিখে দিতে ব্যর্থ হবে। ম তার ডিক্রিকে পাল্টা ডিক্রি হিসেবে অত্র বিধির অধীন ব্যবহার করতে পারবে না।

(খ) সহবাদী খ ও ক ১০০০ টাকার ডিক্রি গ-এর বিরুদ্ধে পেল এবং খ-এর বিরুদ্ধে গ ১০০০ টাকায় ডিক্রি পেল এই বিধির অধীন গ তার ডিক্রিকে পাল্টা ডিক্রি হিসেবে ব্যবহার করতে পারবে না।

(গ) ক ১০০০ টাকার ডিক্রি খ-এর বিরুদ্ধে পেল। খ-এর ট্রাস্টি (ন্যাসী) গ খ-এর তরফে ক-এর বিরুদ্ধে ১০০০ টাকার ডিক্রি পায়। খ এই বিধির অধীন গ-এর ডিক্রিকে পাল্টা-ডিক্রি হিসেবে ব্যবহার করতে পারবে না।

(ঘ) ক, খ, গ, ঘ এবং ঙ সম্মিলিত ভাবে ও পৃথকভাবে চ দ্বারা প্রাপ্ত ডিক্রির অধীন ১০০০ টাকার জন্য দায়ী (দেনাদার)। ক এককভাবে চ-এর বিরুদ্ধে ১০০০ টাকার ডিক্রি পেল এবং সেই আদালতে বিধানের জন্য আবেদন করল যে আদালতে ঐ যৌথ ডিক্রি নির্বাহ করা হচ্ছে। ঘ এই বিধির অধীন তার যৌথ ডিক্রিকে পাল্টা ডিক্রি হিসেবে ব্যবহার করতে পারবে।

॥ বিধি ঃ ১৯ ॥ একই ডিক্রির অধীন পাল্টা দাবির ক্ষেত্রে নির্বাহ [Execution in case of cross claims under same decree]—যেখানে আদালতের কাছে আবেদন এমন ডিক্রির নির্বাহের জন্য করা হয়, যার অধীন উভয় পক্ষ পরস্পরের কাছে টাকা আদায় করার অধিকারী; সেখানে—

(ক) যদি উভয় টাকার অঙ্ক সমান সমান হয় তাহলে উভয়ের জন্য তুষ্টি ডিক্রিতে লিপিবদ্ধ করা হবে; এবং

(খ) যদি উভয় টাকার অঙ্ক সমান সমান না হয় তাহলে বেশি অঙ্কের টাকার অধিকারী পক্ষ দ্বারাই এবং কেবল সেই পরিমাণ টাকার জন্যই বা কম অঙ্কের টাকা বিয়োগ দেওয়ার পর অবশিষ্ট থাকে, নির্বাহ করা যাবে এবং কম অঙ্কের টাকার তুষ্টি ডিক্রিতে লিপিবদ্ধ করা হবে।

॥ **বিধি ঃ ২০** ॥ **বন্ধকী মামলায় পাল্টা-ডিক্রি ও পাল্টা দাবি** [Cross-decrees and cross-claims in mortgage suits]—বিধি-১৮ ও বিধি-১৯-এ বিধৃত বিধান সমূহ বন্ধক বা জিম্মা বলবৎ করার জন্য বিক্রয়ের ডিক্রিসমূহের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে।

॥ **বিধি ঃ ২১** ॥ **একসঙ্গে নির্বাহ** [Simultaneous execution]—আদালত নির্ণীত-ঋণীর ব্যক্তি (person) ও সম্পত্তির (property) বিরুদ্ধে একসঙ্গে নির্বাহ করাতে অস্বীকার করতে পারে তার ইচ্ছানুসারে।

॥ **বিধি ঃ ২২** ॥ **কিছু ক্ষেত্রে নির্বাহের বিরুদ্ধে কারণ দর্শানোর বিজ্ঞপ্তি** [Notice to show cause against execution in certain cases]—(১) নির্বাহের জন্য আবেদন ; যেখানে—

(ক) ডিক্রির তারিখের দু'বছর পর করা হয়েছে; অথবা

(খ) ডিক্রির কোনো পক্ষর বৈধ (আইনসম্মত) প্রতিনিধির বিরুদ্ধে করা হয়েছে অথবা যেখানে ধারা ৪৪-এ-র বিধানসমূহের অধীন পেশ করা হয়েছে এমন ডিক্রির নির্বাহের জন্য আবেদন করা হয়েছে।

(গ) শোধাক্ষমতাতে স্বত্বার্পণ গ্রহীতা বা রিসিভারের বিরুদ্ধে, যেখানে ডিক্রির কোনো পক্ষকে দেউলিয়া (শোধাক্ষম) বলে বিচার পূর্বক রায় দেওয়া হয়েছে;

সেখানে ডিক্রিনির্বাহকারী আদালত, যে ব্যক্তির বিরুদ্ধে নির্বাহের জন্য আবেদন করা হয়েছে, সেই ব্যক্তির প্রতি এমন অভিপ্রায় করা বিজ্ঞপ্তি দেবে যে, সে যেন নির্ধারিত তারিখে, তার বিরুদ্ধে ডিক্রির নির্বাহ কেন করা যাবে না তার কারণ দর্শায় ঃ

প্রকাশ থাকে যে, যদি ডিক্রির তারিখ এবং নির্বাহের জন্য আবেদনের তারিখের মধ্যে দু'বছর অতিক্রান্ত হয়ে গিয়ে থাকে, যদি উক্ত আবেদনপত্রটি যে পক্ষর বিরুদ্ধে নির্বাহ করার আবেদন করা হয়েছে, সেই পক্ষর আগের নির্বাহের কোনো আবেদনপত্রে দেওয়া অন্তিম আদেশের তারিখ থেকে দু'বছরের মধ্যে দাবি করা হয়ে থাকে অথবা নির্ণীত-ঋণীর বিরুদ্ধে নির্বাহের আবেদন করা হয়ে থাকে আর যদি নির্বাহের জন্য দায়ের করা আগের আবেদনপত্রর প্রেক্ষিতে আদালত একই ব্যক্তির বিরুদ্ধে নির্বাহের জন্য আদেশ দিয়ে থাকেন তাহলে সেসব ক্ষেত্রে ঐ রকম বিজ্ঞপ্তি দেওয়ার কোনো দরকার নেই।

(২) পূর্ববর্তী উপবিধির কোনো কিছু সেই উপবিধি দ্বারা বিহিত বিজ্ঞপ্তি প্রদান ব্যতিরেকে ডিক্রির নির্বাহে কোনো আদেশিকা (বা পরওয়ানা) প্রদান করা থেকে আদালতের বিঘ্ন সৃষ্টিকারী বলে মনে করা যাবে না, যদি সেইসব কারণে, যা লিপিবদ্ধ করা হবে, তার বিচার হয় যে, এমন বিজ্ঞপ্তি প্রদান করলে অথবা (অযৌক্তিক) বিলম্ব হবে বা ন্যায়-বিচার ব্যাহত হবে (বা বিঘ্নিত হবে)।

॥ **বিধি ঃ ২২-ক** ॥ **বিক্রয়ের আগে কিন্তু বিক্রয়ের উদ্‌ঘোষণা জারির পর নির্ণীত-ঋণীর মৃত্যু ঘটলে বিক্রয় বাতিল করা যাবে না** [Sale not to be set aside on

the death of the Judgment-debtor before the sale but after the service of the proclamation of sale]—যেখানে কোনো সম্পত্তি কোনো ডিক্রির নির্বাহে বিক্রয় করা হয় সেখানে কেবল এই কারণে যে, বিক্রয়ের উদ্‌ঘোষণা জারি করার তারিখ এবং এমন সত্ত্বেও বিক্রয় বাতিল করা যাবে না যে, ডিক্রিধারী এমন মৃত নির্ণীত-ঋণীর বৈধ প্রতিনিধিকে তার জায়গায় রাখতে ব্যর্থ হয়েছে, কিন্তু এমন ব্যর্থতার ক্ষেত্রে আদালত বিক্রয়কে সেইক্ষেত্রে বাতিল করতে পারবে যেক্ষেত্রে আদালতের মীমাংসা হয় মৃত নির্ণীত-ঋণীর বৈধ-প্রতিনিধির ওপর বিক্রয়ের প্রতিকূল প্রভাব পড়েছে।

॥ **বিধি : ২৩ ॥ বিজ্ঞপ্তি জারির পর প্রক্রিয়া** [Procedure after issue of notice]—(১) যেখানে কোনো ব্যক্তি, যার নামে বিধি-২২-এর অধীন বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়েছে, হাজির না হয় অথবা আদালতকে সন্তোষজনকভাবে হেতু না দর্শায় যে ডিক্রির নির্বাহ কেন করা যাবে না, সেখানে আদালত ডিক্রির নির্বাহের জন্য আদেশ দিতে পারবে।

(২) যেখানে উক্ত ব্যক্তি ডিক্রির নির্বাহের বিরুদ্ধে কোনো আপত্তি পেশ করে সেখানে আদালত সেই আপত্তির ওপর বিচার করবে এবং যেমন উপযুক্ত মনে করবে তেমন আদেশ দেবে।

নির্বাহের জন্য পরওয়ানা
(Process for Execution)

॥ **বিধি : ২৪ ॥ নির্বাহের জন্য পরওয়ানা** [Process for execution]—(১) যখন পূর্ববর্তী বিধিসমূহ দ্বারা অভিপ্রেত প্রাথমিক উপায় [যদি থাকে] করা হয়ে যায় তখন, যতক্ষণ আদালত এর প্রতিকূল কারণ না দেখতে পাচ্ছে ততক্ষণ তা (আদালত) ঐ ডিক্রির নির্বাহের জন্য তার পরওয়ানা নির্বাহের জন্য পাঠাবে।

(২) এ ধরনের প্রত্যেক পরওয়ানাতে সেই দিনের তারিখ দেওয়া হবে যে দিন তা দেওয়া হয়েছিল এবং ন্যায়াধীশ দ্বারা বা এমন আধিকারিক দ্বারা যাঁকে আদালত কর্তৃক এই নিমিত্ত নিযুক্ত করা হয়েছে, স্বাক্ষরিত করা হবে এবং আদালতের মোহরে মোহরাঙ্কিত করা হবে এবং নির্বাহের জন্য নির্দিষ্ট আধিকারিককে দেওয়া হবে।

(৩) এ ধরনের প্রত্যেক পরওয়ানাতে সেই দিনটি সুনির্দিষ্ট করা হবে যেদিন বা যার আগে তা নির্বাহ করা হবে এবং সেই দিনটিও সুনির্দিষ্ট করা হবে যেদিন বা যেদিনের আগে তা আদালতে ফেরত দেওয়া হবে। কিন্তু কোনো পরওয়ানা সেইক্ষেত্রে বাতিল বলে মনে করা হবে না, যাতে তা ফেরত পাঠাবার জন্য কোনো দিন নির্দিষ্ট (বা ধার্য) করা হয় নি।

॥ **বিধি : ২৫ ॥ পরওয়ানার ওপর পৃষ্ঠাঙ্কন** [Endorsement on process]—

(১) যে আধিকারিককে পরওয়ানা নির্বাহ করার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে, তার ওপর সেই দিন, যখন এবং ঐ পদ্ধতি, যে পদ্ধতিতে তা নির্বাহ করা হয়েছে, আর যদি তা ফেরত পাঠাবার জন্য পরওয়ানাতে নির্দিষ্ট অন্তিম দিনের চেয়ে বেশি সময় চলে যায় তাহলে বিলম্বের কারণ অথবা যদি তা নির্বাহিত করা হয়ে যায় তাহলে সেই কারণ, যে কারণে তা নির্বাহ করা যায় নি; পৃষ্ঠাঙ্কিত করবে এবং ঐ পরওয়ানাকে ঐ পৃষ্ঠাঙ্কনের সঙ্গে আদালতে ফেরত দেবে।

(২) যেখানে পৃষ্ঠাঙ্কন এই মর্মে থাকে যে, এমন আধিকারিক পরওয়ানা নির্বাহ করতে অসমর্থ, সেখানে আদালত তার বর্ণিত সক্ষমতা সম্পর্কে তার পরীক্ষা (সাক্ষ্য গ্রহণ) করবে আর যদি আদালত উচিত মনে করে তাহলে এমন অক্ষমতা সম্পর্কে সাক্ষীদের সমন দিয়ে তাদের পরীক্ষা করতে পারবে এবং ফলাফল লিপিবদ্ধ করবে।

নির্বাহ স্থগিত রাখা
(Stay of Execution)

॥ বিধি : ২৬ ॥ আদালত কখন নির্বাহ স্থগিত রাখতে পারবে [When Court may stay execution]—(১) যে আদালতে কোনো ডিক্রি নির্বাহের জন্য পাঠানো হয়েছে, সেই আদালত নির্ণীত-ঋণীকে ডিক্রি প্রদানকারী আদালত বা ঐ ডিক্রি বা তা নির্বাহ করা সম্পর্কে আপিলের অধিক্ষেত্র সম্পন্ন কোনো আদালতে নির্বাহ স্থগিত রাখার আদেশের জন্য অথবা উক্ত প্রথম আদালত বা আপিল আদালত দ্বারা পরওয়ানা পাঠানো হয়ে থাকলে কিংবা সেখানে নির্বাহের জন্য আবেদন করা হয়ে থাকলে যেমন আদেশ দিতে পারত সেই বিষয়ে কোনো কোনো আদেশের জন্য আদালতে আবেদন করার ক্ষমতা দেওয়ার জন্য যথেষ্ট কারণ দেখানো হলে যুক্তিসঙ্গত সময়ের জন্য ঐ রকম ডিক্রির নির্বাহ স্থগিত রাখতে পারে।

(২) যেখানে নির্ণীত-ঋণীর সম্পত্তি বা ব্যক্তি নির্বাহের অধীন অবরোধ করা হয়েছে সেখানে যে আদালত নির্বাহ জারি করেছে সেই আদালত এমন আবেদন পত্রের ফলাফল বিচারাধীন থাকা পর্যন্ত এমন সম্পত্তির প্রতিস্থাপন বা এমন ব্যক্তির মুক্তির জন্য আদেশ দিতে পারবে।

(৩) **নির্ণীত-ঋণীর কাজ থেকে প্রতিভূতি চাওয়ার বা তার ওপর শর্তাদি আরোপ করার ক্ষমতা** [Power to require security from, or impose conditions upon judgment-debtor]—আদালত নির্বাহ স্থগিত করার জন্য বা সম্পত্তির প্রতিস্থাপনের জন্য (অর্থাৎ সম্পত্তি উদ্ধারের জন্য) বা নির্ণীত-ঋণীর মুক্তির জন্য আদেশ দেওয়ার আগে নির্ণীত-ঋণীর কাছে আদালত যেমন উচিত মনে করবে তেমন প্রতিভূতি চাইবে বা তার ওপর তেমন শর্তাদি আরোপ করবে।

॥ বিধি : ২৭ ॥ মুক্তি-প্রাপ্ত নির্ণীত-ঋণীর দায়িত্ব [Liability of Judgment-debtor discharged]—বিধি-২৬-এর অধীন প্রতিস্থাপন বা মুক্তির যে কোনো আদেশ নির্বাহের জন্য পাঠানো ডিক্রির নির্বাহে নির্ণীত-ঋণীর সম্পত্তি বা ব্যক্তিকে (property or person)—পুনরায় অবরোধ করা থেকে নিবারিত করবে না।

বিধি : ২৮ ॥ ডিক্রি প্রদানকারী আদালতের অথবা আপিল আদালতের আদেশ সেই আদালতের জন্য বাধ্যতামূলক হবে যার কাছে আবেদন করা হয়েছে [Order of Court which passed decree or of Appellate Court to be binding upon Court applied to]—ডিক্রি প্রদানকারী আদালতের বা উপরিল্লিখিত মতো আপিল আদালতের এমন ডিক্রি নির্বাহের সম্পর্কে কোনো আদেশ যে আদালতে ডিক্রি নির্বাহের জন্য পাঠানো হয়েছে সেই আদালতের ওপর বাধ্যতামূলক (binding upon) হবে।

॥ বিধি ঃ ২৯ ॥ ডিক্রিধারী ও নির্ণীত-ঋণীর মধ্যে মামলা বিচারাধীন থেকে গেলে নির্বাহ স্থগিত করা [Stay of execution pending suit between decree holder and Judgment-debtor]—যে ব্যক্তির বিরুদ্ধে ডিক্রি প্রদান করা হয়েছে, সেই ব্যক্তির তরফে কোনো মকদ্দমা এমন আদালতের ডিক্রি ধারকের বা এমন আদালত দ্বারা নির্বাহিত করা হচ্ছে এমন ডিক্রির ধারকের বিরুদ্ধে কোনো আদালতে বিচারাধীন আছে, সেখানে আদালত প্রতিভূতির সম্পর্কে বা অন্য কিছু সম্পর্কে, যেমন আদালত ন্যায়ানুগ মনে করে তেমন শর্তসাপেক্ষে, ডিক্রির নির্বাহ ততক্ষণের জন্য স্থগিত রাখতে পারবে যতক্ষণ বিচারাধীন মকদ্দমার নিষ্পত্তি না হয়ে যায় ঃ

প্রকাশ থাকে যে, ডিক্রি যদি টাকা পরিশোধের জন্য হয় তাহলে আদালত ঐ ক্ষেত্রে, যে ক্ষেত্রে আদালত প্রতিভূতি অভিপ্রায় করা ব্যতিরেকে তার স্থগিত মঞ্জুর করে তাহলে তার কারণ লিপিবদ্ধ করে রাখবে।

নির্বাহের পদ্ধতি
(Mode of Execution)

॥ বিধি ঃ ৩০ ॥ অর্থ পরিশোধের ডিক্রি [Decree for payment of money]—অর্থ পরিশোধের প্রতিটি ডিক্রি, যার মধ্যে অন্যান্য উপশমের বিকল্প হিসেবে অর্থ পরিশোধে ডিক্রিও অন্তর্ভুক্ত, নির্ণীত-ঋণীর কাছ থেকে দেওয়ানী কারাগারে আটক দ্বারা বা তার সম্পত্তি ক্রোক বা বিক্রয় দ্বারা অথবা দু'রকম ভাবেই নির্বাহ করা যাবে।

॥ বিধি ঃ ৩১ ॥ সুনির্দিষ্ট অস্থাবর সম্পত্তির জন্য ডিক্রি [Decree for specific movable property]—(১) যেখানে ডিক্রি দেওয়া হয় কোনো সুনির্দিষ্ট অস্থাবর সম্পত্তির জন্য বা কোনো সুনির্দিষ্ট অস্থাবর সম্পত্তির অংশের জন্য, সেখানে যদি অস্থাবর সম্পত্তি বা তার অংশের বাজেয়াপ্তকরণ সম্ভব হয় তাহলে সেই অস্থাবর সম্পত্তির বা তার অংশ বাজেয়াপ্ত করে এবং সেই পক্ষকে যার তরফে রায় দেওয়া হয়েছে অথবা অর্পণ গ্রহণের জন্য সেই পক্ষ কর্তৃক নিযুক্ত ব্যক্তিকে অর্পণ করে অথবা নির্ণীত-ঋণী দেওয়ানী কারাগারে আটক করে অথবা তার সম্পত্তি ক্রোক করে কিংবা দু'রকম ভাবেই নির্বাহ করা যাবে।

(২) যেখানে উপবিধি (১)-এর অধীন সম্পাদিত কোনো ক্রোক তিন মাসের জন্য বলবৎ থেকেছে, সেখানে যদি নির্ণীত-ঋণী ডিক্রির মান্য না করে থাকে এবং ডিক্রিধারী ক্রোক করা সম্পত্তি বিক্রয়ের জন্য আবেদন করে থাকে তাহলে এমন সম্পত্তি বিক্রয় করা যাবে এবং প্রাপ্ত টাকা থেকে আদালত ডিক্রিধারীকে সেইক্ষেত্রে, যেখানে অস্থাবর সম্পত্তি অর্পণের বিকল্প স্বরূপ দেওয়ার জন্য কোনো টাকার অঙ্ক নির্ধারিত করা হয়েছে, ঐ টাকা এবং অন্য ক্ষেত্রসমূহে এমন উপশম, যা আদালত উপযুক্ত মনে করে, দিতে পারবে এবং অবশিষ্ট (যদি থাকে) নির্ণীত-ঋণীর আবেদনের প্রেক্ষিতে তাকে দেবে।

(৩) যেখানে নির্ণীত-ঋণী ডিক্রি মান্য করেছে এবং তা নির্বাহের জন্য যাবতীয় খরচ জমা দিয়েছে, যে খরচ দেওয়ার জন্য সে বাধ্য, বা সেখানে ক্রোকের তারিখ থেকে তিনমাস শেষে হওয়া পর্যন্ত সম্পত্তি বিক্রয়ের জন্য কোনো আবেদন করা না

হয়ে থাকে বা করা হয়ে থাকলেও তা নামঞ্জুর করে দেওয়া হয়েছে, সেখানে ক্রোক শেষ হয়ে যাবে।

॥ বিধি ঃ ৩২ ॥ সুনির্দিষ্ট পালনের জন্য দাম্পত্য অধিকারের প্রতিস্থাপনের জন্য আদেশের জন্য ডিক্রি [Decree for specific performance for restitution of conjugal rights, or for an injuction]—(১) *যেখানে কোনো পক্ষর বিরুদ্ধে কোনো চুক্তি সুনির্দিষ্ট পালনের জন্য বা দাম্পত্য অধিকারের প্রতিস্থাপনের জন্য বা আসেধাজ্ঞার জন্য কোনো ডিক্রি প্রদান করা হয়েছে, সেই ডিক্রি মান্য করার সুযোগ* পাওয়া গেছে আর তা মান্য করাতে জেনেশুনে ব্যর্থ হয়েছে সেখানে ঐ ডিক্রি, দাম্পত্য অধিকারের প্রতিস্থাপনের জন্য ডিক্রির ক্ষেত্রে তার সম্পত্তি ক্রোক করে অথবা চুক্তির সুনির্দিষ্ট পালনের জন্য বা আসেধাজ্ঞার জন্য ডিক্রির ক্ষেত্রে দেওয়ানী কারাগারে তাকে আটক করে বা তার সম্পত্তি ক্রোক করে অথবা দু'ভাবেই কার্যকর করা যাবে।

(২) যেখানে কোনো পক্ষ, যার বিরুদ্ধে সুনির্দিষ্ট পালনের জন্য বা আসেধাজ্ঞার জন্য ডিক্রি প্রদান করা হয়েছে, একটি নিগম, সেখানে ডিক্রি ঐ নিগমের সম্পত্তি ক্রোক করে বা আদালতের অনুমতিতে তার নির্দেশকদের বা অন্যান্য মুখ্য আধিকারিকদের দেওয়ানী কারাগারে আটক করে বা ক্রোক ও আটক দু'রকম ভাবে কার্যকরী করা যাবে।

(৩) যেখানে উপবিধি (১) বা উপবিধি (২)-এর সাপেক্ষে কোনো ক্রোক ছ'মাস বলবৎ ছিল, সেখানে যদি নির্ণীত-ঋণী ডিক্রি মান্য না করে থাকে এবং ডিক্রিধারী ক্রোক করা সম্পত্তি বিক্রয়ের জন্য আবেদন করে থাকে তাহলে ঐ সম্পত্তি বিক্রয় করা যাবে এবং প্রাপ্য টাকা থেকে ডিক্রিধারীকে আদালত যেমন সঙ্গত মনে করবে তেমন ক্ষতিপূরণ দেবে এবং অবশিষ্ট [যদি থাকে] নির্ণীত-ঋণীর আবেদন সাপেক্ষে তাকে দেবে।

(৪) যেখানে নির্ণীত-ঋণী ডিক্রি মান্য করেছে এবং তা নির্বাহ করার জন্য যাবতীয় খরচ পরিশোধ করেছে, যা করতে সে বাধ্য, অথবা যেখানে ক্রোকের তারিখ থেকে ছ'মাস শেষ হওয়া পর্যন্ত ঐ সম্পত্তি বিক্রয় করার জন্য কোনো আবেদন করা হয়নি বা করলেও তা নামঞ্জুর করা হয়নি, সেখানে ক্রোক শেষ হয়ে যাবে।

(৫) যেখানে চুক্তির সুনির্দিষ্ট পালন বা আসেধাজ্ঞার কোনো ডিক্রির মান্য করা হয়নি সেখানে আদালত পূর্বোক্ত সমস্ত পরওয়ানার বা তার মধ্যে যে কোনোটির পরিবর্তে অথবা সেগুলোর সাথে একই সঙ্গে নির্দেশ দিতে পারবে যে, ঐ কাজ, যা সম্পাদন করার জন্য অভিপ্রায় করা হয়েছিল, যতদূর সম্ভব, ডিক্রিধারী বা আদালত দ্বারা নিযুক্ত অন্য কোনো ব্যক্তি দ্বারা নির্ণীত-ঋণীর খরচ করা যাবে এবং কাজ সম্পন্ন করার পর যে খরচ হয়েছে তা আদালত নির্দিষ্ট পদ্ধতি নির্ধারণ করা হবে এবং তা এমনভাবে আদায় করা হবে যেন তা ডিক্রিতেই বিধৃত আছে।

উদাহরণ—খুব কম সম্পত্তির মালিক ক এমন একটি পাকা বাড়ি তৈরি করে যা খ-এর পারিবারিক বাসভবনকে মানুষের বসবাসের অযোগ্য করে দেয়। ক-কে কারাগারে আটক করার এবং তার সম্পত্তি ক্রোক হয়ে যাবার পরও খ-এর দ্বারা তার

বিরুদ্ধে বাজেয়াপ্ত করা এবং তার পাকাবাড়ি অপসারিত করার নির্দেশবাহী ডিক্রি মান্য করতে অস্বীকৃত হয়। আদালতের এই অভিমত ক-এর সম্পত্তি বিক্রয় দ্বারা পাওয়া যেতে পারে এমন যেকোনো টাকা ততটা পরিমাণ হবে না যে, তা খ-এর বাসভবনের মূল্যের দিক থেকে যে হানি ঘটিয়েছে তার জন্য যথেষ্ট ক্ষতিপূরণ হয়। এক্ষেত্রে ঐ পাকা বাড়ি অপসারণের জন্য খ আদালতের কাছে আবেদন করতে পারবে এবং তা অপসারণ নিমিত্ত নির্বাহ-কার্যবাহতে যে খরচ হবে তা ক-এর কাছ থেকে আদায় করতে পারবে।

॥ বিধি ঃ ৩৩ ॥ **দাম্পত্য অধিকার প্রতিস্থাপনের ডিক্রি নির্বাহে আদালতের বিবেকাধিকার** [Discretion of Court in executing decrees for restitution of conjugal rights]—(১) বিধি ৩২-এ যা কিছুই বিধৃত থাকুক না কেন, আদালত দাম্পত্য অধিকারের প্রতিস্থাপনের ডিক্রি স্বামীর বিরুদ্ধে দেওয়ার সময় বা পরবর্তী কোনো সময় এই বিধিতে বিধৃত পদ্ধতি অনুসারে ডিক্রি নির্বাহ করার আদেশ দিতে পারবে।

(২) যেখানে আদালত উপবিধি (১)-এর অধীনে কোনো আদেশ দিয়েছে সেখানে ডিক্রি এই নিমিত্ত নির্ধারিত সময়ের মধ্যে মান্য না করার ক্ষেত্রে নির্ণীত-ঋণী ডিক্রিধারীকে ন্যায়সঙ্গত হয় এমন সাময়িক (periodical payments) অর্থ দেবার আদেশ আদালত দিতে পারবে এবং যদি আদালত সঙ্গত মনে করে তাহলে নির্ণীত-ঋণীর কাছে আদালতের সন্তোষ অনুসারে ডিক্রিধারীকে এ ধরনের সাময়িক অর্থ প্রদানের নিশ্চয়তা বিধান অভিপ্রায় করতে পারে।

(৩) আদালত সাময়িক অর্থ প্রদানের জন্য উপবিধি (২)-এর অধীনে প্রদত্ত যে কোনো আদেশে বদবদল বা সংশোধন, অর্থ প্রদানেব সময়ের পবিবর্তন করে বা টাকার অঙ্ক বাড়িযে বা কমিয়ে সময়ে সময়ে করতে পারবে অথবা এভাবে অর্থ প্রদানের জন্য আদিষ্ট সম্পূর্ণ অর্থ বা তার যে কোনো অংশের প্রদান অস্থায়ীভাবে স্থগিত করতে পারবে এবং তা সম্পূর্ণভাবে বা আংশিকভাবে আদালত যেমন ন্যায়সঙ্গত মনে করবে তেমন পুনর্বিলোকন (review) করতে পারবে।

(৪) এই বিধিব অধীন শোধ দেওয়ার জন্য আদিষ্ট যে-কোনো টাকা এমন ভাবে আদায় করা যাবে যেন তা অর্থ পরিশোধের ডিক্রির অধীন প্রদেয়।

॥ বিধি ঃ ৩৪ ॥ **দস্তাবেজ নির্বাহ বা হস্তান্তরযোগ্য দলিলের পৃষ্ঠাঙ্কনের জন্য ডিক্রি** [Decree for execution of document, or endorsement of negotiable instrument]—(১) ডিক্রি যেখানে কোনো দস্তাবেজ নির্বাহের (বা সম্পাদনের) জন্য বা কোনো হস্তান্তরযোগ্য দলিলের (negotiable instrument) পৃষ্ঠাঙ্কনের জন্য হয় এবং নির্ণীত-ঋণী ডিক্রি মান্য করতে অবহেলা (বা উপেক্ষা) করে বা তা মান্য করতে অস্বীকার করে যেখানে ডিক্রিধারী ডিক্রির শর্ত অনুসারে দস্তাবেজ বা পৃষ্ঠাঙ্কনের একটা খসড়া তৈরি করতে পারবে এবং তা আদালতে দাখিল করতে পারবে।

(২) তারপর আদালত নির্ণীত-ঋণীর কাছে এমন নির্দেশবাহী বিজ্ঞপ্তি সহ খসড়া নির্ণীত-ঋণীর ওপর জারি করাবে যে, সে [যদি থাকে]— আদালত যে সময় ধার্য করে দেবে সেই সময়ের মধ্যে তাব আপত্তি তোলে।

(৩) যেখানে নির্ণীত-ঋণী খসড়া সম্পর্কে আপত্তি তোলে সেখানে তার আপত্তি আদালত যেমন সঙ্গত মনে করে তেমন সময়ের ভেতর লিখিতভাবে বিবৃত করা হবে এবং আদালত যেমন সঙ্গত মনে করবে খসড়া অনুমোদিত বা পরিবর্তিত করার জন্য তেমন আদেশ দেবে।

(৪) ডিক্রিধারী খসড়ার একটি প্রতিলিপি আদালত যেমন নির্দেশ দেবে তেমন পরিবর্তন সহ [যদি থাকে] যথার্থ স্ট্যাম্প-পেপারে, যদি সমকালে বলবৎ আইন দ্বারা এ ধরনের স্ট্যাম্প অভিপ্রায় করা হয়, আদালতে দাখিল করবে এবং ন্যায়াধীশ বা এই নিমিত্ত নিযুক্ত করা হয়েছে এমন আধিকারিক দাখিলকৃত এই দস্তাবেজ নির্বাহ করবেন (বা সম্পাদন করবেন)।

(৫) এই বিধির অধীন দস্তাবেজ নির্বাহ (বা সম্পাদন) বা হস্তান্তরযোগ্য দলিলের পৃষ্ঠাঙ্কন নিম্নলিখিত ধরনে (Form-এ) হবে; যথা—

"ঙ, চ-দ্বারা ক খ-এর বিরুদ্ধে মকদ্দমায় ক খ-এর তরফে .... আদালতের ন্যায়াধীশ [অথবা যথাস্থিতি] গ ঘ", এবং তার তেমনই ফল হবে যেমন ফল তা নির্বাহ করার বা পৃষ্ঠাঙ্কন করার জন্য আদিষ্ট পক্ষ দ্বারা দস্তাবেজের নির্বাহ বা হস্তান্তরযোগ্য দলিলের পৃষ্ঠাঙ্কনে হতো।

(৬) (ক) যেখানে দস্তাবেজের নিবন্ধীকরণ সমকালে বলবৎ কোনো আইনের অধীন অভিপ্রায় করা হচ্ছে সেখানে আদালত বা আদালত কর্তৃক এই নিমিত্ত প্রাধিকৃত করা হয়েছে আদালতের এমন আধিকারিক এই আইনানুসারে দস্তাবেজ নিবন্ধিত করাবে।

(খ) যেখানে দস্তাবেজ এভাবে নিবন্ধিত করানোর প্রয়োজন নাই, কিন্তু ডিক্রিধারী তা নিবন্ধিত করাতে চাইছে যেখানে আদালত যেমন সঙ্গত মনে করবে তেমন আদেশ দিতে পারবে।

(গ) যেখানে আদালত কোনো দস্তাবেজের নিবন্ধীকরণের জন্য কোনো আদেশ দেয় সেখানে আদালত যেমন সঙ্গত মনে করবে নিবন্ধীকরণের খরচের ব্যাপারে তেমন আদেশ দিতে পারবে।

॥ বিধি ঃ ৩৫ ॥ স্থাবর সম্পত্তির জন্য ডিক্রি [Decree for immovable property]—(১) যেখানে ডিক্রি কোনো স্থাবর সম্পত্তির দখল দেওয়ার জন্য প্রদত্ত হয় সেখানে তার দখল সেই পক্ষকে—যাকে ন্যায় নির্ণীত করা হয়েছে (অর্থাৎ যে পক্ষের অনুকূলে রায় দেওয়া হয়েছে) অথবা এমন ব্যক্তিকে—যাকে সে তার তরফে দখল নেওয়ার জন্য নিযুক্ত করেছে এবং যদি প্রয়োজন হয় তাহলে ডিক্রি দ্বারা বাধ্য এমন কোনো ব্যক্তিকে—যে সম্পত্তি খালি করতে অস্বীকার করে, সরিয়ে দিয়ে দখল দেওয়া যাবে।

(২) যেখানে ডিক্রি কোনো স্থাবর সম্পত্তি যৌথভাবে দখলের জন্য দেওয়া হয় সেখানে সম্পত্তির কোনো সহজদৃষ্ট স্থানে পরওয়ানার (ওয়ারেন্টের) প্রতিলিপি (কপি) আটকে দিয়ে বা ডিক্রির সারাংশ কোনো সুবিধাজনক স্থানে ঢোল পিটিয়ে অথবা অন্য কোনো প্রচলিত পদ্ধতিতে উদ্‌ঘোষিত করে এমন দখল দেওয়া যাবে।

(৩) যেখানে কোনো পাকাবাড়ি বা পরিবেষ্টিত জায়গার দখল দেওয়া হবে এবং দখলকারী ব্যক্তি ডিক্রি দ্বারা বাধ্য হয়েও সেখান পর্যন্ত অবাধে পৌঁছাতে পারে না,

সেখানে আদালত দেশের প্রথা অনুসারে লোকজনের সামনে আসতে না পারা মহিলাদের যুক্তিসঙ্গত সতর্কবার্তা দিয়ে (বা হুঁশিয়ারী দিয়ে) এবং সরে যাবার সুযোগ দেওয়ার পর তার আধিকারিকদের মাধ্যমে কোনো তালা বা খিল অপসারিত করতে পারবে অথবা খুলতে পারবে অথবা কোনো দরজা ভেঙে খুলতে পারবে অথবা ডিক্রিধারীকে দখল দেওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় যে কোনো অন্য কার্য সম্পাদন করতে পারবে।

॥ বিধি : ৩৬ ॥ স্থাবর সম্পত্তি যখন প্রজার (বা দখলদারের) দখলে তখন এমন সম্পত্তি সমর্পণের জন্য ডিক্রি [Decree for delivery of immovable property when in occupancy of tenant]—যেখানে কোনো ডিক্রি কোনো এমন স্থাবর সম্পত্তি দখল দেওয়ার জন্য প্রদান করা হয় যা এমন প্রজা বা অন্য ব্যক্তির দখলে আছে যে তারা তা তাদের দখলে রাখার অধিকারী এবং ডিক্রি দ্বারা বাধ্য নয় যে, তারা তার দখল ত্যাগ করে (বা দখলমুক্ত করে) সেখানে আদালত সম্পত্তির কোনো সহজদৃষ্ট জায়গায় পরওয়ানার প্রতিলিপি আটকে দিয়ে এবং সম্পত্তি সম্পর্কে ডিক্রির সারাংশ কোনো সুবিধাজনক জায়গায় ঢোল পিটিয়ে বা অন্য কোনো প্রচলিত পদ্ধতিতে দখলকারীকে উদ্‌ঘোষিত করে সম্পত্তিটি অর্পণ করার আদেশ দেবে।

গ্রেপ্তারি ও দেওয়ানী কারাগারে আটক
(Arrest and Detention in the Civil Prison)

॥ বিধি : ৩৭ ॥ কারাগারে আটক করার বিরুদ্ধে কারণ দর্শানোর জন্য নির্ণীত-ঋণীকে অনুজ্ঞা দেওয়ার বিবেচনা প্রসূত (বৈবেকিক) ক্ষমতা [Discretionary power to permit judgment-debtor to show cause against detention in prison]—(১) এই বিধিতে যা কিছুই বিধৃত থাকুক না কেন সেখানে অর্থ প্রদানের জন্য ডিক্রির নির্বাহ এমন নির্ণীত-ঋণীর যা আবেদনের অনুসরণে গ্রেপ্তার করার দায়িত্বের অধীন, গ্রেপ্তার এবং দেওয়ানী কারাগারে আটক দ্বারা করার জন্য আবেদন করা হয় সেখানে আদালত তার গ্রেপ্তারের জন্য পরওয়ানা জারির পরিবর্তে তার কাছে এমন অভিপ্রায় করা বিজ্ঞপ্তি তার নামে জারি করবে যে সেই দিন—যা ঐ বিজ্ঞপ্তিতে সুনির্দিষ্ট করা হবে, সে আদালতে হাজির হয় এবং দেওয়ানী কারাগারে তাকে কেন সোপর্দ করা যাবে না তার কারণ দর্শায় :

প্রকাশ থাকে যে, যদি আদালতের শপথনামা দ্বারা বা অন্য কোনোভাবে মীমাংসা হয়ে যায় যে, নির্ণীত-ঋণী ডিক্রি নির্বাহে বিলম্ব করার উদ্দেশ্যে ফেরার হয়ে যাওয়া বা আদালতের অধিক্ষেত্রের স্থানীয় সীমানা ছেড়ে যাওয়া বা তার এমন করার পরিণামস্বরূপ ডিক্রি নির্বাহে বিলম্ব হওয়ার সম্ভাবনা থাকে তাহলে এমন বিজ্ঞপ্তি দেওয়ার প্রয়োজন হবে না।

(২) যেখানে বিজ্ঞপ্তি মান্য করে হাজির না হয় সেখানে যদি ডিক্রিধারী এমন অভিপ্রায় করে তাহলে আদালত নির্ণীত-ঋণীর গ্রেপ্তারের জন্য পরওয়ানা (ওয়ারেন্ট) জারি করবে।

॥ বিধি : ৩৮ ॥ গ্রেপ্তারি ওয়ারেন্টে নির্ণীত-ঋণীর হাজির করার নির্দেশ থাকবে [Warrant for arrest to direct judgment-debtor to be brought up]—

নির্ণীত-ঋণীর গ্রেপ্তারের পরওয়ানাতে যে আধিকারিকের ওপর তার নির্বাহ ন্যস্ত করা হয়েছে, সেই আধিকারিককে নির্দেশ দেওয়া হবে তিনি তাকে আদালতের সামনে সুবিধামতো যত তাড়াতাড়ি সম্ভব হাজির করেন, যদি না নির্ণীত-ঋণী, যে টাকা দেওয়ার জন্য সে আদিষ্ট হয়েছে, সেই টাকা সুদ ও যদি কোনো খরচ হয় তাহলে সেই খরচ সহ, কার জন্য সে দায়ী, আগেই না জমা করে দেয়।

খোরাকি
(Subsistence Allowance)

॥ বিধি ঃ ৩৯ ॥ জীবন-নির্বাহ ভাতা [Subsistence allowance]—(১) যতক্ষণ এবং যে সময় পর্যন্ত ডিক্রিধারী আদালতের এমন টাকা জমা না করে দেয়, যা ন্যায়াধীশ নির্ণীত-ঋণীর গ্রেপ্তার থেকে শুরু করে তাকে আদালতে হাজির করা পর্যন্ত তার জীবন-নির্বাহ নিমিত্ত যথেষ্ট বলে মনে করে, ততক্ষণ কোনো নির্ণীত-ঋণীকে ডিক্রির নির্বাহে গ্রেপ্তার করা যাবে না।

(২) যেখানে নির্ণীত-ঋণীকে ডিক্রির নির্বাহে দেওয়ানী কারাগার সোপর্দ করা হয়, সেখানে আদালত তার জীবন-নির্বাহেব জন্য এমন মাসিক ভাতা ধার্য করবে, যার জন্য সে ধারা—৫৭-র অধীন নির্ধারিত হার অনুসারে অধিকারী অথবা যেখানে এমন কোনো হার নির্ধারিত করা হয়নি, সেখানে ঐ নির্ণীত-ঋণী যে শ্রেণীর, সেই শ্রেণী অনুসারে যেমন যথেষ্ট হয় বলে আদালত বিবেচনা করবে।

(৩) আদালত কর্তৃক ধার্য করা মাসিক-ভাতা সেই পক্ষ দ্বারা যার আবেদনের ভিত্তিতে নির্ণীত-ঋণীকে গ্রেপ্তার করা হয়, অগ্রিম মাসিক পরিশোধ করার ভিত্তিতে প্রতি মাসের প্রথমদিনের আগেই দেওয়া হবে।

(৪) প্রথম টাকা পরিশোধ আদালতের উপযুক্ত আধিকারিককে চলতি মাসের সেই ক'দিনের জন্য করা হবে যা নির্ণীত-ঋণীকে দেওয়ানী কারগারে সোপর্দ করার আগে যে ক'দিন অবশিষ্ট আছে এবং পরবর্তী টাকা পরিশোধ [যদি থাকে] দেওয়ানী কারাগারের ভারপ্রাপ্ত আধিকারিককে করা যাবে।

(৫) দেওয়ানী কারাগারে নির্ণীত-ঋণীর জীবন-নির্বাহের জন্য ডিক্রিধারী দ্বাবা কৃত খরচ, মকদ্দমার খরচ মনে করা হবে ঃ

প্রকাশ থাকে যে, নির্ণীত-ঋণীকে এমন ভাবে খরচ করা যে কোনো অঙ্কের টাকার জন্য দেওয়ানী কারাগারে আটক করা যাবে না এবং গ্রেপ্তারও করা যাবে না।

॥ বিধি ঃ ৪০ ॥ বিজ্ঞপ্তির আজ্ঞানুবর্তনে (অর্থাৎ মেনে) বা গ্রেপ্তারির পর নির্ণীত-ঋণী হাজির হলে কার্যবাহ [Proceedings on appearance of judgment-debtor in obedience to notice or after arrest]—(১) যখন নির্ণীত-ঋণীকে বিধি-৩৭-র অধীন প্রদত্ত বিজ্ঞপ্তির আজ্ঞানুবর্তনে আদালতের সামনে হাজির করা হয় বা অর্থ পরিশোধের ডিক্রির নির্বাহে গ্রেপ্তার করার পর, আদালতের সামনে হাজির করা হয় তখন আদালত ডিক্রিধারীর বক্তব্য শোনার জন্য এগোবে (বা অগ্রসর হবে) এবং এমন সমস্ত সাক্ষ্য গ্রহণ করবে সেগুলো নির্বাহের জন্য তার আবেদনের সমর্থনে তার দ্বারা

পেশ করা হবে এবং তখন নির্ণীত-ঋণীকে কারণ দর্শানোর সুযোগ দেবে এই বলে যে দেওয়ানী কারাগারে তাকে কেন সোপর্দ করা যাবে না।

(২) উপবিধি (১)-এর অধীন তদন্তের সমাপ্তি বিলম্বিত রেখে আদালত নির্ণীত-ঋণীকে আদালতের আধিকারিকের প্রহরায় আটক রাখার বিবেকানুসার আদেশ দিতে পারবে অথবা আদালতের সন্তোষজনক মীমাংসা সাপেক্ষে প্রয়োজনের সময় তার হাজিরার জন্য প্রতিভূতি দিলে তাকে ছেড়ে দিতে পারবে।

(৩) উপবিধি (১)-এর অধীন তদন্তের সমাপ্তি হলে আদালত ধারা-৫১-র বিধানসমূহ এবং এই সংহিতার অন্যান্য বিধানসমূহ সাপেক্ষে নির্ণীত-ঋণীকে দেওয়ানী কারাগারে আটক রাখার আদেশ দিতে পারবে এবং নির্ণীত-ঋণী আগে গ্রেপ্তার না হয়ে থাকলে সেক্ষেত্রে তাকে সেই মুহূর্তে গ্রেপ্তার করাবে ঃ

প্রকাশ থাকে যে, ডিক্রির তুষ্টির জন্য নির্ণীত-ঋণীকে সুযোগ দেওয়ার জন্য আদালত আটকের আদেশ দেওয়ার আগে নির্ণীত-ঋণীকে আদালতের আধিকারিকের প্রহরায় (বা জিম্মায়) পনের দিন থেকে অনধিক নির্দিষ্ট অবধির জন্য রাখতে পারে অথবা আদালতের নির্দিষ্ট সময়ের অবসানের পর হাজির হওয়ার জন্য, যদি ডিক্রির তুষ্টি তার আগেই না করা হয় তাহলে আদালতে সন্তোষজনক মীমাংসা সাপেক্ষে প্রতিভূতি দিলে তাকে ছেড়ে দিতে পারবে।

(৪) এই বিধির অধীনে ছেড়ে দেওয়া (অর্থাৎ মুক্ত করে দেওয়া) নির্ণীত-ঋণীকে পুনরায় গ্রেপ্তার করা যাবে।

(৫) আদালত যদি উপবিধি (৩)-এর অধীন আটকের আদেশ না দেয় তাহলে আদালত আবেদন নামঞ্জুর করবে এবং যদি নির্ণীত-ঋণী হাজতে থাকে তাহলে তাকে ছেড়ে দেবার নির্দেশ দেবে।

সম্পত্তি ক্রোক
(Attachment of Property)

॥ বিধি ঃ ৪১ ॥ নির্ণীত-ঋণীর দখলে থাকা নিজস্ব সম্পত্তির সম্পর্কে পরীক্ষা [Examination of judgment-debtor as to his property]—(১) যেখানে ডিক্রি টাকা পরিশোধের জন্য প্রদত্ত হয় সেখানে ডিক্রিধারী আদালতের কাছে এমন আদেশের জন্য আবেদন করতে পারবে যে,

(ক) নির্ণীত-ঋণীর; অথবা

(খ) নির্ণীত-ঋণী যেখানে একটি নিগম সেক্ষেত্রে তার কোনো আধিকারিকের; অথবা

(গ) অন্য যে কোনো ব্যক্তির,

এই মর্মে মৌখিক পরীক্ষা করা হবে যে, নির্ণীত-ঋণীকে কি কোনো ঋণ শোধ করার আছে (অর্থাৎ উপরোক্ত কারো কাছে নির্ণীত-ঋণীর কোনো পাওনা আছে কিনা) যদি থাকে তাহলে তা কত এবং নির্ণীত-ঋণীর কি এমন কোনো অন্য সম্পত্তি বা উপায় আছে যা দিয়ে ডিক্রির তুষ্টি করা যায়, যদি থাকে তাহলে তাকে এবং আদালত এমন নির্ণীত-ঋণী বা আধিকারিক বা অন্য ব্যক্তির হাজিরা বা তাদের পরীক্ষার জন্য এবং কোনো হিসেবের খাতাপত্র বা দস্তাবেজ পেশ করার জন্য আদেশ দিতে পারবে।

(২) যেখানে টাকা পরিশোধের জন্য কোনো ডিক্রি ত্রিশ দিনের সময় কাল পর্যন্ত অতুষ্ট থেকেছে (remained unsatisfied) সেখানে আদালত ডিক্রিধারীর আবেদনের ভিত্তিতে এবং উপবিধি (১)-এর অধীন তার ক্ষমতার ওপর কোনো প্রতিকূল প্রভাব না ফেলে আদেশ দ্বারা নির্ণীত-ঋণীর কাছে বা যেখানে নির্ণীত-ঋণী একটি নিগম, সেখানে তার কোনো আধিকারিকের কাছে ঐ আদালত নির্ণীত-ঋণীর সম্পদের বিবরণ বিবৃতকারী একটি শপথনামা দেওয়ার অভিপ্রায় করতে পারবে।

(৩) উপবিধি (২)-এর অধীন প্রদত্ত কোনো ডিক্রির আদেশ অবহেলা (বা অমান্য করার ক্ষেত্রে আদেশকারী আদালত বা কোনো এমন আদালত, যেখানে কার্যবাহ হস্তান্তরিত করা হয়েছে, নির্দেশ দিতে পারবে যে, আদেশ অবহেলাকারী (বা অমান্যকারী) ব্যক্তিকে দেওয়ানী কারাগারে অনধিক তিনমাস মেয়াদের জন্য আটক করে রাখা হোক, যদি না সেই মেয়াদ শেষ হওয়ার আগে আদালত তাকে ছেড়ে দেওয়ার (বা মুক্ত করে দেওয়ার) আদেশ দেয়।

॥ বিধি : ৪২ ॥ ভাড়া বা অন্তর্কালীন মুনাফা বা তার পরের অন্য কোনো ব্যাপারে যার পরিমাণ পরে কখনো নির্ধারিত হবে, ডিক্রির ক্ষেত্রে ক্রোক [Attachment in case of decree for rent or mesne profits or other matter amount of which to be subsequently determined]—ডিক্রি যেখানে ভাড়া বা অন্তর্কালীন মুনাফা (বা লাভ) বা অন্য কিছুর জন্য তদন্ত (বা অনুসন্ধান) নির্দেশ করছে সেখানে নির্ণীত-ঋণীর সম্পত্তি, নির্ণীত-ঋণীর কাছ থেকে প্রাপ্য টাকার পরিমাণ নির্ধারিত হওয়ার আগেই নির্ণীত-ঋণীর সম্পত্তি টাকা পরিশোধের জন্য প্রদত্ত অন্য কোনো একটি সাধারণ ডিক্রির ক্ষেত্রে যেমনভাবে ক্রোক করা হয় তেমনভাবেই ক্রোক করা যাবে।

॥ বিধি : ৪৩ ॥ কৃষি-জাত পণ্য থেকে ভিন্ন নির্ণীত-ঋণীর দখলে থাকা কোনো অস্থাবর সম্পত্তির ক্রোক [Attachment of movable property other than agricultural produce, in procession of Judgment-debtor]—যেখানে ক্রোক করতে যাওয়া সম্পত্তি নির্ণীত-ঋণীর দখলে থাকা কৃষি-জাত পণ্য ভিন্ন অন্য অস্থাবর সম্পত্তি, সেখানে ক্রোক প্রকৃত বাজেয়াপ্তকরণ দ্বারা করা হবে এবং ক্রোককারী আধিকারিক ঐ সম্পত্তি ব্যক্তিগতভাবে তাঁর প্রহরায় বা তাঁর অধীনস্থদের কোনো একজনের প্রহরায় রাখবেন এবং তাঁর যথাযথ প্রহরার (বা হেফাজতের) জন্য দায়ী থাকবেন :

প্রকাশ থাকে যে, বাজেয়াপ্ত করা সম্পত্তি যদি দ্রুত পচনশীল জিনিস হয় অথবা তা প্রহরায় (বা হেপাজতে) রাখার খরচ ঐ সম্পত্তির মূল্যের চেয়ে বেশি হওয়ার সম্ভাবনা থাকে তাহলে ক্রোককারী আধিকারিক তা তৎক্ষণাৎ বিক্রয় করতে পারবে।

॥ বিধি : ৪৩-ক ॥ অস্থাবর সম্পত্তির প্রহরা (অভিরক্ষা) [Custody of movable property]—(১) যেখানে ক্রোক করা সম্পত্তি হলো পশু, কৃষি-জাত পণ্য বা এমন জিনিস (বা বস্তু) যা সুবিধাজনকভাবে অপসারণ করা যায় না এবং ক্রোককারী আধিকারিক বিধি-৪৩-এর অধীন কার্য সম্পাদন করতে পারে না, সেখানে তিনি, নির্ণীত-ঋণীর বা ডিক্রিধারীর বা ঐ সম্পত্তিতে স্বার্থসংশ্লিষ্ট থাকার দাবিকারী

কোনো অন্য ব্যক্তির অনুরোধে তা ঐ গ্রাম বা স্থানে যেখানে তার ক্রোক করা হয়েছে, কোনো প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তির প্রহরায় [যাকে এর পরে অভিরক্ষক (বা জিম্মাদার) বলা হয়েছে] ছাড়তে পারবে।

(২) যদি অভিরক্ষক (জিম্মাদার) যথাযথ বিজ্ঞপ্তি পাওয়ার পর, এমন সম্পত্তি আদালত কর্তৃক কথিত জায়গায় সেই আধিকারিকের সামনে, যে আধিকারিককে এই প্রয়োজন হেতু নিযুক্ত করা হয়েছে, পেশ করতে বা তা ঐ ব্যক্তিকে, যার তরফে আদালত কর্তৃক পুনঃপ্রতিষ্ঠার আদেশ দেওয়া হয়েছে, পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করতে ব্যর্থ হয় অথবা যদি ঐ সম্পত্তি এভাবে পেশ বা পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করা হলেও তেমন অবস্থায় থাকে না, যেমন অবস্থায় তা ন্যস্ত করার সময় ছিল, তাহলে—

(ক) জিম্মাদার (বা অভিরক্ষক) ঐ হানি বা ক্ষতির জন্য বা তাঁর কর্তব্যের ত্রুটির জন্য হয়েছে, ডিক্রিধারী বা নির্ণীত-ঋণী বা কোনো অন্য ব্যক্তিকে যে তার পুনঃ প্রতিষ্ঠার অধিকারী, ক্ষতিপূরণ দেওয়ার দায়িত্বের অধীন হলে; এবং

(খ) এমন দায়িত্বের ভার অর্পণ—

(এক) ডিক্রিধারীর অনুরোধ এমনভাবে করা যাবে যেন অভিরক্ষক (জিম্মাদার) ধারা-১৪৫-এর অধীন জামিনদার (বা প্রতিভূ) ছিলেন;

(দুই) নির্ণীত-ঋণী বা এমন অন্য ব্যক্তির অনুরোধ, নির্বাহের জন্য আবেদন করার পর করা যাবে; এবং

(গ) এমন দায়িত্বের নির্ধারণকারী কোনো আদেশ ডিক্রির মতো আপিলযোগ্য হবে।

॥ বিধি : ৪৪ ॥ কৃষিজাত পণ্যের ক্রোক [Attachment of agricultural produce]—যেখানে যে সম্পত্তি ক্রোক করা হচ্ছে তা যদি কৃষিজাতপণ্য হয়, সেখানে ক্রোকের পরওয়ানার (ওয়ারেন্টের) একটি প্রতিলিপি—

(ক) যেক্ষেত্রে এমন পণ্য বাড়ন্ত ফসল, সেক্ষেত্রে ঐ জমির ওপর যে জমিতে ঐ ফসল বেড়ে উঠছে; কিংবা

(খ) যেক্ষেত্রে এমন পণ্য কেটে ফেলা হয়েছে অথবা এক জায়গায় জড়ো করা হয়েছে, খামারে বা শস্য মাড়াইয়ের জায়গায় অথবা সেরকম কোনো জায়গায় বা খড় বা বিচুলির গাদার ওপর, যার ওপর বা যাতে সেগুলো গাদা করে রাখা হয়েছে, তার ওপর—লাগিয়ে (বা লটকিয়ে) এবং তার আর একটি প্রতিলিপি ঐ বাড়ির, যেখানে নির্ণীত-ঋণী সাধারণ ভাবে বসবাস করে, সদর দরজাতে অথবা অন্য কোনো সহজ দৃষ্ট অংশে লাগিয়ে অথবা আদালতের অনুমতিতে ঐ বাড়ির সেখানে সে কারবার করে অথবা মুনাফার জন্য ব্যক্তিগতভাবে কাজ করে অথবা সে জায়গা সম্পর্কে জানা গেছে যে সেখানে ঐ নির্ণীত-ঋণী শেষ বারের মতো বসবাস করছিল বা কারবার করছিল বা মুনাফার জন্য ব্যক্তিগতভাবে কাজ করছিল, তার সদর দরজায় বা তার সহজ দৃষ্ট কোনো অংশে লাগিয়ে ক্রোক করা যাবে এবং তখন ঐ পণ্য (বা ফসল) আদালতের দখলে এসে গেছে বলে মনে করা হবে।

॥ বিধি : ৪৫ ॥ ক্রোক-কৃত কৃষিজাত পণ্যের বিষয়ে বিধান [Provisions as to agricultural produce under attachment]—(১) যেখানে কৃষি-জাত পণ্যের

ক্রোক করা হয়েছে সেখানে আদালত তার পাহারার জন্য এমন ব্যবস্থা করবে যা আদালত সঙ্গত মনে করবে এবং বাড়ন্ত ফসলের ক্রোকের জন্য প্রত্যেক আবেদনপত্রে আদালতকে এমন ব্যবস্থা গ্রহণে সক্ষম করার প্রয়োজনে সেই সম্ভাব্য সময় নির্দিষ্ট হবে যখন তা কাটার বা একত্রিত করার উপযুক্ত হয়ে যাবে।

(২) এমন শর্তসাপেক্ষে যা ক্রোকের আদেশে অথবা পরবর্তী আদেশে আদালত দ্বারা এই নিমিত্ত আরোপ করা হয়েছে, নির্ণীত-ঋণী ফসলের দেখাশোনা করতে পারবে, কাটতে পারবে, একত্রিত করতে পারবে, গোলাতে (বা গুদামে) রাখতে পারবে এবং সেগুলো পাকাবার জন্য বা সংরক্ষণের জন্য প্রয়োজনীয় পণ্য কোনো কার্য সম্পাদন করতে পারবে এবং যদি নির্ণীত-ঋণী এমন সমস্ত কাজ বা কোনো কাজ করাতে ব্যর্থ হয় তাহলে ডিক্রিধারী আদালতের অনুমতিতে এবং একই শর্তসাপেক্ষে সমস্ত কার্য বা তার কোনো কার্য হয় ব্যক্তিগতভাবে করতে পারবে বা তার দ্বারা নিযুক্ত অন্য কোনো ব্যক্তি দ্বারা করাতে পারবে এবং ডিক্রিধারী দ্বারা যে খরচ হয়েছে তা নির্ণীত-ঋণীর কাছে এমনভাবে আদায় করা হবে যেন তা ডিক্রির অন্তর্গত বা তার অংশগত হয়।

(৩) বাড়ন্ত ফসল হিসেবে ক্রোক করা ফসল (বা পণ্য) সম্পর্কে তা কেটে জমি থেকে আলাদা করে ফেলা হয়েছে শুধু এই কারণে ক্রোকের অধীনে আর নাই এমন মনে করা হবে না এবং তা পুনরায় ক্রোক করা অভিপ্রেত করা হবে না বা তেমনও মনে করা হবে না।

(৪) যেখানে বাড়ন্ত ফসলের ক্রোকের জন্য আদেশ ফসল কাটার বা একত্রিত করার উপযুক্ত হওয়ার সম্ভাবনার অনেক আগে দেওয়া হয়েছে, সেখানে আদালতের আদেশের নির্বাহ এমন সময়কালের জন্য স্থগিত করতে পারবে যা আদালত সঙ্গত মনে করবে এবং ক্রোকের আদেশের নির্বাহ স্থগিত থাকা পর্যন্ত ফসল অপসারণ নিষিদ্ধকারী অতিরিক্ত আদেশ তার বিবেকানুসার দিতে পারবে।

(৫) যে বাড়ন্ত ফসল তার প্রকৃতিগত কারণে ভাণ্ডারে (বা গুদামে বা গোলাতে) রাখার উপযুক্ত নয়, সেই বাড়ন্ত ফসল এমন কোনো সময়ে এই বিধির অধীন ক্রোক করা যাবে না যা এমন সময়ের আগে কুড়ি দিনের কম হয় যে সময়ে তা কাটার বা একত্রিত করার উপযুক্ত হওয়ার সম্ভাবনা আছে।

॥ বিধি ঃ ৪৬ ॥ নির্ণীত-ঋণীর দখলে নেই, এমন ঋণ, অংশ বা অন্য সম্পত্তির ক্রোক [Attachment of debt, share and other property not in possession of judgment-debtor]—(১) (ক) এমন ঋণের ক্ষেত্রে যা হস্তান্তরযোগ্য দলিল প্রতিভূত নয়;

(খ) কোনো নিগমের মূলধনের (পুঁজির) কোনো অংশের ক্ষেত্রে;

(গ) কোনো আদালতে রক্ষিত (বা জমা দেওয়া) বা প্রহরায় থাকা, সম্পত্তি ব্যতিরেকে অন্য কোনো অস্থাবর সম্পত্তির ক্ষেত্রে, যা নির্ণীত-ঋণীর দখলে নাই; লিখিত আদেশ দ্বারা ক্রোক করে নিষিদ্ধ করতে হবে—

(এক) ঋণের ক্ষেত্রে যতক্ষণ আদালত অতিরিক্ত আদেশ না দিচ্ছে, ততক্ষণ পাওনাদারকে ঋণ আদায় দিয়ে এবং ঋণীকে ঐ ঋণ শোধ করে;

(দুই) অংশের ক্ষেত্রে, যে ব্যক্তির নামে অংশ সে সময়ে আছে, সেই ব্যক্তিকে হস্তান্তরিত করে অথবা তার ওপর কোনো লভ্যাংশ গ্রহণ করে;

(তিন) পূর্ববর্তীক্ষেত্র বাদ দিয়ে অন্য অস্থাবর সম্পত্তির ক্ষেত্রে তাতে দখল রাখা ব্যক্তি কর্তৃক নির্ণীত-ঋণীকে প্রদান করা যাবে

(২) এমন আদেশের একটি প্রতিলিপি আদালত ভবনের কোনো সহজদৃষ্ট জায়গায় লাগানো হবে এবং আর একটি প্রতিলিপি ঋণের ক্ষেত্রে ঋণীকে, অংশের ক্ষেত্রে নিগমের উপযুক্ত আধিকারিককে এবং [পূর্বোক্ত ব্যতিরেক] অন্য অস্থাবর সম্পত্তির ক্ষেত্রে তাতে দখলকারী ব্যক্তিকে পাঠানো হবে।

(৩) উপবিধি (১)-এর খণ্ড (১)-এর অধীন নিষিদ্ধ-ঋণী (অর্থাৎ নিষেধাজ্ঞাপ্রাপ্ত-ঋণী) তার ঋণের টাকা আদালতে জমা করতে পারবে এবং এভাবে জমা করলে তা এমন ভাবে দায়মুক্ত হবে যেমনভাবে তা পাওয়ার অধিকারী পক্ষকে প্রদান করলে দায়মুক্ত হতো।

॥ বিধি ঃ ৪৬-ক॥ গারনিশীকে (উত্তমর্ণ আদেশদাতার কাছে ঋণী বলে তার যে ঘাতকের ওপর ঋণ পরিশোধ করতে নিষেধ করে আদেশ জারি করা হয়) বিজ্ঞপ্তি (অর্থাৎ ঋণ পরিশোধের দায়িত্বধারীকে বিজ্ঞপ্তি) [Notice to garnishee]—(১) আদালত (বন্ধক বা প্রভার দ্বারা প্রতিভূত ঋণ ব্যতীত) এমন ঋণের ক্ষেত্রে, যা বিধি-৪৬-এর অধীন ক্রোক করা হয়েছে, ক্রোককারী পাওনাদারের আবেদনের ভিত্তিতে এমন ঋণ পরিশোধ করার দায়িত্বাধীন গারনিশীকে বিজ্ঞপ্তি দিতে পারবে, যাতে তার কাছে অভিপ্রায় করা যাবে যে, সে নির্ণীত-ঋণীকে তার দ্বারা পরিশোধ্য ঋণ বা তার তত অংশ—যত অংশ ডিক্রি ও নির্বাহের খরচসমূহ মেটাতে যথেষ্ট হয়, আদালতে জমা দেয় অথবা হাজির হয় এবং কারণ দর্শায় যে, কেন সে এমন করবে না।

(২) উপবিধি (১)-এর অধীন কোনো আবেদন শপথনামা দ্বারা করা যাবে, যাতে বিবৃত তথ্য প্রত্যায়িত হবে এবং বিবৃত হবে যে, সাক্ষীর বিশ্বাস করে যে সে গারনিশী নির্ণীত-ঋণীর কাছে ঋণী।

(৩) যেখানে গারনিশী নির্ণীত-ঋণীকে তার দ্বারা পরিশোধ্য টাকা বা তার তত অংশ, যত অংশ ডিক্রি এবং নির্বাহের খরচ মেটাবার পক্ষে যথেষ্ট হয় আদালতে জমা দিয়ে দেয় সেখানে আদালত ঐ টাকা ডিক্রির তুষ্টি এবং নির্বাহের খরচ মেটাবার জন্য ডিক্রিধারীকে পরিশোধ করার জন্য নির্দেশ দিতে পারবে।

॥ বিধি ঃ ৪৬-খ ॥ গারনিশীর বিরুদ্ধে আদেশ [Order against garnishee]—যেখানে গারনিশী নির্ণীত-ঋণীকে তার দ্বারা পরিশোধ্য টাকা বা তার তত অংশ, যত অংশ ডিক্রির তুষ্টি এবং নির্বাহের খরচসমূহ মেটাবার জন্য যথেষ্ট হয়, সঙ্গে সঙ্গে আদালতে জমা না করে এবং হাজির না হয় এবং বিজ্ঞপ্তি অনুসারে কারণ না দর্শায়, সেখানে আদালত গারনিশীকে আদেশ দিতে পারবে যে, সে এমন বিজ্ঞপ্তির শর্তাদি পালন করে এবং ঐ আদেশের নির্বাহ এমনভাবে করা যাবে যেন ঐ আদেশ তার বিরুদ্ধে ডিক্রি।

॥ বিধি ঃ ৪৬-গ ॥ বিবাদগ্রস্ত প্রশ্নসমূহের বিচার [Trial of disputed

questions]—যেখানে গারনিশী তার দায়িত্বের ব্যাপারে প্রশ্ন তোলে সেখানে আদালত আদেশ দিতে পারবে যে, দায়িত্বের নির্ধারণের জন্য কোনো বিচার্য-বিষয় বা প্রয়োজনীয় প্রশ্নের বিচার এমনভাবে করা হবে যেন তা মকদ্দমারই বিচার্য-বিষয় এবং এমন বিচার্য-বিষয় নির্ধারণের পর এমন আদেশ বা এমন আদেশসমূহ দেবে যা আদালত সঙ্গত (বা উপযুক্ত) মনে করবে ঃ

প্রকাশ থাকে যে, যেখানে যে ঋণের ব্যাপারে বিধি-৪৬-ক অনুসারে আবেদন করা হয় এমন অঙ্কের টাকা সম্পর্কে যা আদালতের আর্থিক ক্ষেত্রাধিকার বহির্ভূত সেখানে ঐ আদালত ঐ নির্বাহ সম্পর্কিত বিষয়টি সেই জেলা বিচারকের আদালতে পাঠাবে, যে আদালতের অধীনে ঐ আদালত অধীনস্থ এবং তখন জেলা-বিচারকের আদালত বা কোনো অন্য যোগ্য আদালত, যে আদালতকে জেলা বিচারক দ্বারা স্থানান্তরিত হতে পারে, তার সেইভাবেই বিলিবন্দেজ করবে যেন ঐ মামলাটি গোড়াতে ঐ আদালতেই দায়ের করা হয়েছিল।

॥ বিধি ঃ ৪৬-ঘ ॥ **ঋণ যেখানে অন্য ব্যক্তির, সেখানে প্রক্রিয়া** [Procedure where debt belongs to third person]—যেখানে এমন ধারণা দেওয়া হয় বা এমন সম্ভাবনা আছে বলে প্রতীয়মান হয় যে, ঋণ কোনো অন্য ব্যক্তির বা এমন ঋণের ওপর অন্য কোনো ব্যক্তির পূর্বস্বত্ব বা প্রভার বা অন্য কোনো রকম স্বার্থ সংশ্লিষ্ট আছে, সেখানে আদালত এমন ব্যক্তিকে হাজির হওয়ার জন্য এবং ঐরকম ঋণে তার দাবির [কিছু থাকলে] প্রকৃতি এবং বিবরণ বিবৃত করার ও তা প্রমাণ করার আদেশ দিতে পারবে।

॥ বিধি ঃ ৪৬-ঙ ॥ **অন্য ব্যক্তির বিরুদ্ধে আদেশ** [Order as regards third person]—এমন তৃতীয় ব্যক্তি এবং কোনো এমন ব্যক্তি বা ব্যক্তিদের যাদের অতঃপর হাজির হওয়ার আদেশ দেওয়া হয় অথবা যেখানে এমন তৃতীয় ব্যক্তি বা অন্য কোনো ব্যক্তি বা ব্যক্তি আদেশান্তে আদালতে হাজির না হয় সেখানে আদালত যেমন এতে বিধান দেওয়া আছে তেমন আদেশ দিতে পারবে অথবা এমন তৃতীয় ব্যক্তি বা অন্য কোনো ব্যক্তি বা ব্যক্তিদের, যেখানে যেমন পূর্বস্বত্ব, প্রভার বা স্বার্থের সম্পর্কে, এমন শর্তসাপেক্ষে [যদি থাকে] এমন অন্য আদেশ বা আদেশসমূহ দিতে পারবে যা আদালত সঙ্গত (বা উপযুক্ত) মনে করে।

॥ বিধি ঃ ৪৬-চ॥ **গারনিশী দ্বারা কৃত অর্থ প্রদান বৈধ দায়মুক্তি হবে** [Payment by garnishee to be valied discharge]—বিধি-৪৬-ক-এর অধীন বিজ্ঞপ্তিতে বা পূর্বোক্ত কোনো আদেশের অধীনে গারনিশী দ্বারা কৃত অর্থপ্রদান নির্ণীত-ঋণী এবং পূর্বোক্ত ভাবে হাজির হওয়ার জন্য আদিষ্ট কোনো অন্য ব্যক্তির বিরুদ্ধে সেই অঙ্কের টাকার জন্য যা প্রদেয় হয়েছে, বা ধার্যকৃত হয়েছে, তার বৈধ দায়মুক্তি হবে, ঐ ডিক্রি, যার নির্বাহের জন্য বিধি-৪৬-ক-এর অধীন আবেদন করা হয়েছিল, অথবা এমন আবেদনের ভিত্তিতে সম্পাদিত কার্যবাহতে প্রদত্ত আদেশ, বাতিল করে দেওয়া হোক বা উল্টে দেওয়া হোক।

॥ বিধি ঃ ৪৬-ছ ॥ **খরচ সমূহ** [Costs]—বিধি-৪৬-ক-এর অধীন করা কোনো আবেদনের খরচ এবং তার থেকে উদ্ভূত কোনো কার্যবাহর খরচ অথবা তার আনুষঙ্গিক খরচসমূহ আদালতের বিবেচনার অধীন হবে।

॥ বিধি ঃ ৪৬-জ ॥ আপীলসমূহ [Appeals]—বিধি-৪৬-খ, বিধি-৪৬-গ এবং বিধি-৪৬-ঙ-র অধীন প্রদত্ত কোনো আদেশ ডিক্রি হিসেবে আপিলযোগ্য হবে।

॥ বিধি ঃ ৪৬-ঝ ॥ হস্তান্তরযোগ্য সাধিত্রের প্রযোজ্য হওয়া [Application to negotiable instruments]—বিধি-৪৬-ক থেকে বিধি-৪৬-জ পর্যন্ত (যেগুলোর মধ্যে উভয় বিধি বিদ্যমান) বিধানসমূহ বিধি-৫১-এর অধীন ক্রোক করা হস্তান্তরযোগ্য সাধিত্রসমূহ সম্পর্কে যতদূর সম্ভব তেমন ভাবেই প্রযোজ্য হবে যেমনভাবে ঋণের সম্পর্কে প্রযোজ্য হয়।

॥ বিধি ঃ ৪৭ ॥ অস্থাবর সম্পত্তির অংশের ক্রোক [Attachment of share in movables]—যেখানে ক্রোক করতে যাওয়া সম্পত্তি এমন অস্থাবর সম্পত্তিতে নির্ণীত-ঋণীর অংশ বা স্বার্থ সংশ্লিষ্ট আছে যা সহ-মালিক হিসেবে তার এবং অন্য কারোর, সেখানে ক্রোক নির্ণীত-ঋণীর নিজের অংশ বা স্বার্থ হস্তান্তর করতে হলে বা তা কোনো রকমভাবে দায়মুক্ত করতে না-পারা জাতীয় বিজ্ঞপ্তি দ্বারা করা যাবে।

॥ বিধি ঃ ৪৮ ॥ সরকারি কর্মচারি বা রেল কোম্পানি অথবা স্থানীয় আধিকারিকের কর্মচারির বেতন বা ভাতা ক্রোক [Attachment of salary or allowances of servant of the Government or railway company or local authority]—(১) যেখানে ক্রোক করতে যাওয়া সম্পত্তি হলো সরকারি কর্মচারি বা রেল কোম্পানি বা স্থানীয় প্রাধিকারীর কর্মচারির বা কোনো ব্যবসা বা শিল্পে নিযুক্ত কোনো নিগমের যা কেন্দ্রীয়, প্রাদেশীয় বা রাজ্য অধিনিয়ম দ্বারা স্থাপিত করা হয়েছে। কর্মচারির বা কোম্পানি অধিনিয়ম ১৯৫৬-র (১৯৫৬-র ১) ধারা-৬১৭-তে যথাবর্ণিত কোনো সরকারি কোম্পানির কর্মচারির বেতন বা ভাতা, সেখানে নির্ণীত-ঋণী বা ব্যয়ন আধিকারিক সেই আদালতের ক্ষেত্রাধিকারের স্থানীয় সীমার মধ্যে বসবাস করুক বা না করুক; এমন আদেশ করতে পারবে যে, ঐ টাকা ধারা-৬০-এর বিধানসমূহ সাপেক্ষে এমন বেতন বা ভাতা থেকে, হয় এক থোকে অথবা মাসিক কিস্তিতে, আদালত যেমন নির্দেশ দেবে, আটকিয়ে রাখা যাবে এবং এমন আধিকারিককে যা যথোচিত সরকার, সরকারি ঘোষপত্রতে প্রজ্ঞাপন দিয়ে এইহেতু নিযুক্ত করবে, এই আদেশের বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হলে—

(ক) যেখানে এমন বেতন বা ভাতা সেই সব স্থানীয় সীমার মধ্যে যেগুলোর ওপর এই সংহিতা তৎসময় প্রসারিত হয়, সেখানে সেই আধিকারিক বা অন্য ব্যক্তি যাঁর কর্তব্য হলো তা ব্যয়ন করা, যেখানে যেমন, আদেশের অধীন পরিশোধ্য টাকা বা মাসিক কিস্তি আটকিয়ে রাখবেন, এবং আদালতের কাছে পাঠাবেন;

(খ) যেখানে এমন বেতন বা এমন ভাতা উক্ত সীমার বাইরে ব্যয়ন করতে হবে, সেখানে সেই সীমাগুলোর মধ্যবর্তী ঐ আধিকারিক বা অন্য ব্যক্তি, যার কর্তব্য হলো ব্যয়ন করতে যাওয়া বেতন বা ভাতার টাকার বিষয়ে ব্যয়ন প্রাধিকারীকে নির্দেশ দেওয়া, যথাস্থিতি, আদেশের অধীন পরিশোধ্য টাকা (প্রদেয় টাকা) বা মাসিক কিস্তি আদালতের কাছে পাঠাবে এবং ব্যয়ন প্রাধিকারীকে সময়ে সময়ে ব্যয়নযোগ্য টাকার মোট থেকে আদালতের কাছে সময়ে সময়ে পাঠানো হয়েছে যে টাকা তার মোট অঙ্ক বিয়োগ করার নির্দেশ দেবে।

(২) যেখানে এমন বেতন ভাতার ক্রোকযোগ্য অংশ ক্রোকের কোনো পূর্ববর্তী এবং অতুষ্ট আদেশের অনুসরণে প্রথম থেকেই আটকিয়ে রাখা হচ্ছে এবং কোনো আদালতের কাছে পাঠানো হচ্ছে সেখানে যথোচিত সরকার দ্বারা এই নিমিত্ত আধিকারিক, পরবর্তী আদেশ অবিলম্বে যে যাবতীয় বিবরণের সম্পূর্ণ বিবৃতি সহ ফেরত পাঠাবে।

(৩) এই বিধিমতে প্রদত্ত প্রত্যেকটি আদেশ উপবিধি (২)-এ বিধৃত বিধানসমূহ অনুসরণে ফেরত দেওয়া না হলে অতিরিক্ত বিজ্ঞপ্তি বা অন্য কারণ ব্যতিরেকে যথোচিত সরকারকে বা রেল কোম্পানিকে বা স্থানীয় প্রাধিকারীকে বা নিগম বা সরকারি কোম্পানিকে, যেখানে যেমন, বাধ্য করবে যতক্ষণ নির্ণীত-ঋণী, সেই স্থানীয় সীমার মধ্যে আছে, যেখানে তৎসময়ে এই সংহিতা প্রসারিত হয় এবং যখন সে ঐ সব সীমার বাইরে আছে, যদি সে ভারতের সঞ্চিত নিধি (Consolidated Fund of India) বা রাজ্যের সঞ্চিত নিধি থেকে অথবা রেল কোম্পানির নিধি অথবা স্থানীয় প্রাধিকারীর নিধি অথবা নিগম বা ভারতে অবস্থিত সরকারি নিধি থেকে যেখানে যেমন, কোনো বেতন পায় বা ভাতা পায় এবং যথোচিত সরকার বা রেল কোম্পানি বা স্থানীয় প্রাধিকারী বা নিগম বা সরকারি কোম্পানি, যেখানে যেমন, এই বিধি লঙ্ঘন করে কোনো টাকা দেওয়া হলে তার জন্য দায়ী থাকবে।

স্পষ্টীকরণ—এই বিধি বলতে বুঝায়—

(১) কেন্দ্রীয় সরকারের চাকরিতে নিযুক্ত কোনো ব্যক্তির বা রেল প্রশাসনের বা সেনা নিবাস প্রাধিকারীর বা বড় বন্দরের বন্দর প্রাধিকারীর কোনো কর্মচারির বা কোনো বাণিজ্য বা শিল্পতে নিযুক্ত কোনো নিগমের—যা কেন্দ্রীয় অধিনিয়ম দ্বারা স্থাপিত করা হয়েছে, কোনো কর্মচারি বা এমন কোনো সরকারি কোম্পানির যাতে শেয়ার মূলধনের কোনো অংশ কেন্দ্রীয় সরকার দ্বারা বা একাধিক রাজ্য সরকার দ্বারা বা অংশতঃ কেন্দ্রীয় সরকার ও অংশতঃ এক বা একাধিক রাজ্য সরকার দ্বারা ধারিত, কোনো কর্মচারি সম্পর্কে, —কেন্দ্রীয় সরকার ;

(২) সরকারের কোনো অন্য কর্মচারির অথবা কোনো অন্য স্থানীয় প্রাধিকারীর কোনো কর্মচারির বা কোনো বাণিজ্য বা শিল্পে নিযুক্ত কোনো নিগমের, যা প্রাদেশিক বা রাজ্য অধিনিয়ম দ্বারা স্থাপিত করা হয়েছে, কোনো কর্মচারির বা কোনো অন্য সরকারি কোম্পানির কর্মচারির সম্পর্কে, —রাজ্য সরকার।

॥ বিধি ঃ ৪৮-ক ॥ বেসরকারি কর্মচারিদের বেতন বা ভাতা ক্রোক [Attachment of salary or allowances of private employees]—(১) যেখানে ক্রোক করতে যাওয়া সম্পত্তি হলো এমন সেবক যার ওপর বিধি-৪৮ প্রযোজ্য হয়, থেকে আলাদা কোনো সেবকের বেতন বা ভাতা, সেখানে আদালত, ঐ ক্ষেত্র, যেখানে ঐ কর্মচারির ব্যয়ন আধিকারিক আদালতের ক্ষেত্রাধিকারের স্থানীয় সীমার মধ্যে থাকে, এমন আদেশ করতে পারবে যে, ঐ টাকা, ধারা-৬০-এ উল্লিখিত বিধানসমূহ সাপেক্ষে, এমন বেতন বা ভাতার থেকে, হয় এক থোকে অথবা মাসিক কিস্তিতে, আদালত যেমন নির্দেশ দেবে, আটকিয়ে রাখা যাবে এবং এমন ব্যয়ন আধিকারিক, যেখানে যেমন, আদেশের অধীন পরিশোধ্য টাকা বা মাসিক কিস্তি আদালতের কাছে পাঠাবে।

(২) যেখানে এমন বেতন বা ভাতার ক্রোকযোগ্য অংশ ক্রোকের কোনো পূর্ববর্তী ও অতুষ্ট আদেশের অনুসরণে গোড়া থেকেই আটকিয়ে রাখা হচ্ছে বা আদালতের কাছে পাঠানো হচ্ছে, সেখানে ব্যয়ন আধিকারিক পরবর্তী আদেশ অবিলম্বে যে আদালত কর্তৃক তা প্রদত্ত হয়েছে সেই আদালতকে বিদ্যমান ক্রোকের যাবতীয় বিবরণের সম্পূর্ণ বিবৃতিসহ ফেরত পাঠাবে।

(৩) এই নিয়মের অধীনে প্রদত্ত প্রত্যেক আদেশ যতক্ষণ তা উপবিধি (২)-এর বিধানসমূহ অনুসরণে ফেরত দেওয়া না হয়, অতিরিক্ত বিজ্ঞপ্তি বা অন্য নির্দেশিকা ব্যতিরেকে, সেই সময় পর্যন্ত যতক্ষণ নির্ণীত-ঋণী সেই স্থানীয় সীমাগুলোর ভেতর স্থিত আছে, যেগুলোর ওপর এই সংহিতা তৎসময়ে প্রসারিত আছে এবং যদি সে ভারতের কোনো অংশের কোনো নিয়োগকর্তার নিধি থেকে প্রদেয় কোনো বেতন বা ভাতা পাচ্ছে এমন হয় তাহলে সেই সময় পর্যন্তও, যতক্ষণ তা সেই সীমাগুলোর বাইরে স্থিত, নিয়োগকর্তাকে বাধ্য করবে এবং নিয়োগ কর্তা এই বিধি লঙ্ঘনে প্রদত্ত যে কোনো টাকার জন্য দায়ী হবে।

॥ বিধি : ৪৯ ॥ অংশীদারী সম্পত্তি ক্রোক [Attachment of partnership property]— (১) এই বিধিদ্বারা অন্যবিধ বিধান ছাড়া, কোনো অংশীদারীর সম্পত্তি ফার্মের বিরুদ্ধে বা ঐ ফার্মের বিরুদ্ধে বা ঐ ফার্মের অংশীদারদের বিরুদ্ধে প্রদত্ত ডিক্রি থেকে ভিন্ন কোনো ডিক্রির নির্বাহে ক্রোক করা যাবে না বা তা বিক্রয় করা যাবে না।

(২) আদালত কোনো অংশীদারের বিরুদ্ধে ডিক্রি ধারকের আবেদনের প্রেক্ষিতে ডিক্রির অধীনে প্রদেয় টাকা শোধ করার দায়িত্ব (ভার) বা অংশীদারের সম্পত্তিতে এমন অংশীদারের স্বার্থ ও মুনাফার ওপর দেওয়ার আদেশ দিতে পারবে এবং সেই আদেশ বা পরবর্তী আদেশ বলে ঐ মুনাফার (তা প্রথমেই ঘোষিত হয়ে থাকুক বা জমা হয়ে থাকুক) এই অংশীদারের অংশে ও এমন কোনো অন্য অর্থের বা অংশীদারী প্রসঙ্গে আর প্রাপ্য, রিসিভার নিযুক্ত করতে পারবে এবং হিসেবপত্র তদন্তের জন্য নির্দেশ দিতে পারবে এবং এমন স্বার্থ বিক্রয়ের জন্য আদেশ দিতে পারবে অথবা এমন অন্য আদেশ দিতে পারবে, যেমন আদেশ, ঐ অংশীদার তার স্বার্থ ডিক্রিধারীর তরফে দায়ভারাক্রান্ত হলে দেওয়া যেত বা নির্দিষ্ট করা যেত, অথবা মকদ্দমার অবস্থার প্রেক্ষিতে যেমন অভিপ্রেত হত তেমন আদেশ দিতে পারবে।

(৩) অন্য অংশীদার বা অংশীদারদের দায়ভারাক্রান্ত স্বার্থের থেকে যে কোনো সময় মুক্ত করার বা বিক্রয়ের জন্য নির্দেশিত করার ক্ষেত্রে তা ক্রয় করার স্বাধীনতা থাকবে।

(৪) উপবিধি (২)-এর অধীন আদেশের জন্য প্রত্যেক আবেদনপত্র জারি করা হবে নির্ণীত-ঋণীর ওপর এবং তার অংশীদারদের ওপর অথবা তাদের মধ্যে এমন ব্যক্তিদের ওপর যারা ভারতের মধ্যে আছে।

(৫) নির্ণীত-ঋণীর যে কোনো অংশীদার দ্বারা উপবিধি (৩)-এর অধীন প্রত্যেক আবেদন পত্র জারি করা হবে ডিক্রিধারীর ওপরে এবং নির্ণীত-ঋণীর ওপর এবং অন্য অংশীদারদের মধ্যে এমন ব্যক্তিদের ওপর, যারা আবেদন পত্রে সামিল হয়নি এবং যারা ভারতের মধ্যে আছে।

(৬) উপবিধি (৪) বা উপবিধি (৫)-এর অধীন কৃত জারি সমস্ত অংশীদারদের ওপর জারি হয়েছে বলে মনে করা হবে এবং এমন আবেদন পত্রের প্রেক্ষিতে প্রদত্ত সমস্ত আদেশের জারিকরণ সেই মতোই হবে।

॥ বিধি ঃ ৫০ ॥ ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানের (ফার্মের) বিরুদ্ধে ডিক্রির নির্বাহন [Execution of decree against firm]—(১) যেখানে কোনো ফার্মের বিরুদ্ধে ডিক্রি প্রদত্ত হয়েছে সেখানে নির্বাহন—

(ক) অংশীদারীর (Partnership) কোনো সম্পত্তির বিরুদ্ধে;

(খ) কোনো এমন ব্যক্তির বিরুদ্ধে যা আদেশ-৩০-এর বিধি-৬ বা বিধি-৭-এর অধীন নিজেই তার নামে হাজির হয়েছে বা যে তার বিবৃতিতে স্বীকার করেছে যে, সে অংশীদার অথবা সে অংশীদার হিসেবে বিচারপূর্বক রায় পেয়েছে;

(গ) এমন কোনো ব্যক্তির বিরুদ্ধে যার ওপর সমন দ্বারা অংশীদার হিসেবে ব্যক্তিগতভাবে জারি করা হয়েছে এবং সে হাজির হতে ব্যর্থ হয়েছে;

মঞ্জুর করা যাবে ঃ

প্রকাশ থাকে যে, এই উপবিধি কোনো কিছুই ভারতীয় অংশীদারী অধিনিয়ম, ১৯৩২ (১৯৩২-এর ৯)-এর ধারা-৩০-এর বিধানসমূহকে সীমিত বা সেগুলোর ওপর অন্যভাবে প্রভাব বিস্তারকারী বলে মনে করা হবে না।

(২) যেক্ষেত্রে ডিক্রিধারী দাবি করে যে, ডিক্রিটি উপবিধি (১)-এর খণ্ড (ক) ও খণ্ড (গ)-র উল্লিখিত ব্যক্তি ব্যতীত অন্য কারো ওপর ব্যবসায়ের অংশীদার হিসেবে জারি করানোর অধিকার তার আছে, সেক্ষেত্রে, যে আদালত কর্তৃক ডিক্রি প্রদত্ত হয়েছে সেই আদালতে অনুমতির জন্য আবেদন করতে পারবে এবং যেক্ষেত্রে দায়িত্বের ব্যাপারে কোনো বিতর্ক তোলা হয় না, সেক্ষেত্রে ঐ আদালত ঐ রকম আবেদন মঞ্জুর করতে পারে কিংবা যেক্ষেত্রে এমন দায়িত্বের ব্যাপারে বিতর্ক তোলা হয় সেক্ষেত্রে উক্ত ব্যক্তির দায়িত্ব কোনো মকদ্দমার বিচার্য নিষ্পত্তি এবং নির্ধারণের প্রক্রিয়ায় মীমাংসিত ও নির্ধারিত হবে সেই মর্মে আদেশ দিতে পারে।

(৩) যেক্ষেত্রে কোনো ব্যক্তির দায়িত্বের বিচার ও নির্ধারণ উপবিধি (২)-এর অধীন করা হয়েছে সেক্ষেত্রে তার ওপর প্রদত্ত আদেশের তেমনই ক্ষমতা হবে এবং তা আপিল সম্পর্কে বা অন্য কিছুতে সেই শর্তসমূহেরই অধীন হবে যেন তা ডিক্রি।

(৪) অংশীদারীর কোনো সম্পত্তির বিরুদ্ধে প্রদত্ত ডিক্রি ব্যতীত কোনো ফার্মের বিরুদ্ধে ডিক্রি ঐ ফার্মের কোনো অংশীদারকে তখনই রেহাই দেবে, দায়ী করবে অথবা তার কোনো অংশীদারীর ওপর প্রভাব ফেলবে, যখন হাজির হওয়ার ও জবাব দেওয়ার জন্য সমন তার ওপর জারি করা হয়ে গেছে।

(৫) এই বিধির কোনো কিছু আদেশ-৩০-এর বিধি-১০-এর বিধানসমূহের ভিত্তিতে কোনো হিন্দু অবিভক্ত পরিবারের বিরুদ্ধে প্রদত্ত কোনো ডিক্রি বলবৎ হবে না।

॥ বিধি ঃ ৫১ ॥ হস্তান্তরযোগ্য সাধিত্রের (লেখ্য) ক্রোক [Attachment of negotiable instruments]—যেখানে কোনো সম্পত্তি এমন হস্তান্তরযোগ্য সাধিত্র, যা আদালতের হেফাজতেও নেই এবং কোন সরকার আধিকারিকের প্রহরাতেও (বা জিম্মায়) নেই, সেখানে ঐ ক্রোক প্রকৃত বাজেয়াপ্তকরণ দ্বারা করা যাবে এবং সাধিত্র আদালতে আনতে হবে এবং আদালতের পরবর্তী আদেশ সাপেক্ষে আটক রাখতে হবে।

॥ বিধি : ৫২ ॥ আদালত বা সরকারি আধিকারিকের প্রহরায় (বা হেফাজতে) থাকা সম্পত্তির ক্রোক [Attachment of property in custody of Court or public officer]—যেখানে ক্রোক করতে যাওয়া সম্পত্তি কোনো আদালত বা সরকারি আধিকারিকের প্রহরায় আছে, সেখানে ঐ ক্রোক ঐ আদালত বা আধিকারিকের কাছে এমন অনুরোধবাহী বিজ্ঞপ্তি দ্বারা করা যাবে যে, এমন সম্পত্তি এবং তার ওপর প্রদেয় হয় এমন কোনো সুদ বা লভ্যাংশ বিজ্ঞপ্তি প্রদানকারী আদালতের পরবর্তী আদেশ সাপেক্ষে আটক রাখা হয় :

প্রকাশ থাকে যে, যেখানে এমন সম্পত্তি কোনো আদালতের প্রহরায় (বা হেফাজতে) থাকে সেখানে তার অধিকার বা অগ্রাধিকার সম্পর্কে এমন কোনো প্রশ্ন যা ডিক্রিধারীর এবং কোনা স্বত্বার্পণকারীর বা ক্রোকের ভিত্তিতে বা অন্যভাবে এমন সম্পত্তিতে স্বার্থ সংশ্লিষ্ট থাকার দাবিদার কোনো এমন অন্য ব্যক্তির মধ্যে উদ্ভূত হয়, যা নির্ণীত-ঋণী নয়, এমন আদালত দ্বারা তা নির্ধারণ করতে হবে।

॥ বিধি : ৫৩ ॥ ডিক্রিসমূহ ক্রোক [Attachment of decrees]—(১) যেখানে ক্রোক করতে যাওয়া সম্পত্তি টাকা পরিশোধের বা কোনো বন্ধক বা কোনো দায়িত্ব কার্যকরী করার জন্য বিক্রয়ের ডিক্রি হয় সেখানে ক্রোক—

(ক) ডিক্রি যদি সেই আদালত কর্তৃক প্রদত্ত হয় তাহলে এমন আদালতের আদেশ দ্বারা করা যাবে; এবং

(খ) যদি সেই ডিক্রি, যার ক্রোক চাওয়া হয়েছে, অন্য কোনো আদালত দ্বারা প্রদত্ত হয়ে থাকে তাহলে সেই ডিক্রি যার নির্বাহ চাওয়া হয়েছে, প্রদানকারী অন্য আদালত দ্বারা ঐ আদালতকে এমন অনুরোধবাহী বিজ্ঞপ্তি দিয়ে করা যাবে যে, তার ডিক্রির নির্বাহ ততগুণের জন্য স্থগিত রাখে; যতক্ষণ—

(এক) যে ডিক্রির নির্বাহ চাওয়া হয়েছে, সেই ডিক্রি প্রদানকারী আদালত বিজ্ঞপ্তি বাতিল না করে; অথবা

[(দুই) (ক) যে ডিক্রির নির্বাহ চাওয়া হয়েছে সেই ডিক্রির ধারক; বা

(খ) এমন ডিক্রিধারীর লিখিত পূর্ব সম্মতিতে বা ক্রোককারী আদালতের অনুমতিতে তার নির্ণীত-ঋণী, ঐ বিজ্ঞপ্তি প্রাপ্ত আদালতের কাছে ক্রোক করা ডিক্রির নির্বাহ করার আবেদন না করে।]

(২) যেখানে আদালত উপবিধি (১)-এর খণ্ড (ক)-এর অধীন আদেশ দেয় বা উক্ত উপবিধির খণ্ড (২)-এর উপখণ্ড (দুই)-এর অধীন আবেদন প্রাপ্ত হয় সেখানে ঐ পাওনাদারের, যে ডিক্রি ক্রোক করিয়েছে বা তার নির্ণীত-ঋণীর আবেদনের ভিত্তিতে তা ক্রোক করা ডিক্রির নির্বাহ করার জন্য অগ্রসর হবে এবং শুদ্ধ লাভ (Net Profit) ঐ ডিক্রির তুষ্টিতে ব্যবহার করবে, যার নির্বাহ চাওয়া হয়েছে।

(৩) যে ডিক্রির নির্বাহ উপবিধি (১)-এ নির্দিষ্ট প্রকৃতির কোনো অন্য ডিক্রির ক্রোক দ্বারা চাওয়া হয়েছে, সেই ডিক্রির ধারকের ব্যাপারে মনে করা হবে যে তা ক্রোক করা ডিক্রির ধারকের প্রতিনিধি এবং ক্রোক করা এমন ডিক্রির নির্বাহ এমন কোনো পদ্ধতিতে করানোর অধিকারী যা ঐ ডিক্রির ধারকের ক্ষেত্রে আইনসঙ্গত হয়।

(৪) যেখানে ডিক্রির নির্বাহে ক্রোক করতে যাওয়া সম্পত্তি উপবিধি (১)-এ

নির্দিষ্ট প্রকৃতির ডিক্রি থেকে ভিন্ন ডিক্রি হয়, সেখানে ক্রোক, ঐ ডিক্রিকে যার নির্বাহ চাওয়া হয়েছে, প্রদানকারী আদালত দ্বারা ঐ ডিক্রির ধারককে, যার ক্রোক চাওয়া হয়েছে, এমন বিজ্ঞপ্তি দিয়ে যে তা তাকে কোনো রকম হস্তান্তরিত বা দায়-ভারাক্রান্ত না করে এবং যেখানে এমন ডিক্রি কোনো অন্য আদালত দ্বারা প্রদান করা হয়েছে সেখানে এমন অন্য আদালতকেও এমন বিজ্ঞপ্তি পাঠিয়ে করা যাবে যে, তা ঐ ডিক্রির যার ক্রোক চাওয়া হয়েছে, নির্বাহ করা থেকে ততক্ষণ বিরত থাকে যতক্ষণ এমন বিজ্ঞপ্তিকে ঐ আদালত বাতিল না করে দেয়, যে আদালত কর্তৃক তা প্রেরিত হয়েছে।

(৫) এই বিধির অধীন ক্রোক করা ডিক্রির ধারক ডিক্রির নির্বাহকারী আদালতকে এমন তথ্য এবং সহায়তা দেবে যা যুক্তিসঙ্গতভাবে অভিপ্রায় করা যায়।

(৬) যে ডিক্রির নির্বাহ কোনো অন্য ডিক্রির ক্রোক দ্বারা চাওয়া হয়েছে, সেই ডিক্রির ধারকের আবেদনের ভিত্তিতে, যে আদালত এই বিধির অধীন ক্রোকের আদেশ দেয় সেই আদালত ঐ আদেশের বিজ্ঞপ্তি ক্রোককৃত ডিক্রি দ্বারা বাধ্য নির্ণীত-ঋণীকে দেবে এবং ক্রোককৃত ডিক্রির এমন কোনো টাকা পরিশোধ বা সমন্বয় সাধন, যা এমন আদেশ লঙ্ঘন করে নির্ণীত-ঋণী তার জ্ঞাতসারে বা এমন আদেশের বিজ্ঞপ্তি পাওয়ার পর হয় আদালতের মারফৎ অথবা অন্য কোনো ভাবে করে (টাকা পরিশোধ বা সমন্বয় সাধন), কোনো আদালত দ্বারা যতক্ষণ ক্রোক বলবৎ থাকে ততক্ষণ মান্য করা যাবে না।

॥ **বিধি ঃ ৫৪** ॥ **স্থাবর সম্পত্তি ক্রোক** [Attachment of immovable property]—(১) যেখানে কোনো সম্পত্তি স্থাবর সম্পত্তি, সেখানে এমন আদেশ দ্বারা ক্রোক করা যাবে, যা সম্পত্তিকে কোনো রকমভাবে হস্তান্তরিত বা দায় ভারাক্রান্ত করা থেকে নির্ণীত-ঋণীর তরফে এহেন হস্তান্তর বা দায়ভার থেকে কোনো রকম উপকার (বা সুযোগ) গ্রহণ করাতে সমস্ত ব্যক্তিকে নিষিদ্ধ করে (অর্থাৎ এমন নিষিদ্ধকারী আদেশ দ্বারা ক্রোক করা যাবে)।

(১-ক) আদেশে নির্ণীত-ঋণীর কাছে এমন অভিপ্রায় করা যাবে যাতে সে বিক্রয়ের উদ্‌ঘোষণার শর্তাদি ঠিক করার জন্য ধার্য করা তারিখের বিজ্ঞপ্তি পাওযার জন্য কোনো নির্দিষ্ট (বা নির্ধারিত) তারিখে আদালতে হাজির হয়।

(২) ঐ আদেশ এমন সম্পত্তির ওপর বা তার পার্শ্ববর্তী কোনো কোনো জায়গায় ঢোল পিটিয়ে বা অন্য কোনো স্থানীয় প্রথানুসারে ঘোষণা করা যাবে এবং এমন আদেশের প্রতিলিপি সম্পত্তির কোনো সহজ দৃষ্ট অংশে এবং তারপর আদালত ভবনের কোনো সহজদৃষ্ট অংশে এবং যেক্ষেত্রে ঐ সম্পত্তি সরকারকে রাজস্ব প্রদানকারী কোনো জমি, সেক্ষেত্রে যে জেলায় ঐ জমি স্থিত সেই জেলার সমাহর্তার কার্যালয়েও লাগাতে (বা আটকাতে) হবে আর যে ক্ষেত্রে ঐ সম্পত্তি কোনো গ্রাম-স্থিত জমি, সেক্ষেত্রে ঐ গ্রামের ওপর ক্ষেত্রাধিকার সম্বলিত গ্রাম পঞ্চায়েতের যদি থাকে, কার্যালয়েও তার একটি প্রতিলিপি লট্‌কে দিতে হবে।

॥ **বিধি ঃ ৫৫** ॥ **ডিক্রির সন্তুষ্টির ক্ষেত্রে ক্রোক তুলে নেওয়া** [Removal of attachment other satisfaction of decree]—যেখানে—

(ক) যে কোনো সম্পত্তির যে কোনো ক্রোকের পরিণামস্বরূপ হওয়া যাবতীয় ব্যয় ও খরচ সহ ডিক্রির টাকা আদালতে পরিশোধ করা হয়; অথবা

(খ) ডিক্রির তুষ্টি অন্যভাবে আদালতের মাধ্যমে করা হয় অথবা আদালতের প্রত্যয়িত করা হয়; অথবা

(গ) ডিক্রি বাতিল করা হয় বা উল্টে দেওয়া হয়;

সেখানে ক্রোককে প্রত্যাহৃত বলে মনে করা হবে এবং স্থাবর সম্পত্তির ক্ষেত্রে যেখানে, নির্ণীত-ঋণী চাইলে, প্রত্যাহারের বিষয় তার খরচে ঘোষণা করা হবে এবং ঘোষণার একটি প্রতিলিপি, পূর্ববর্তী শেষ বিধি দ্বারা নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে আটকাতে হবে।

॥ বিধি ঃ ৫৬ ॥ ডিক্রির অধীন অধিকার প্রাপ্ত পক্ষকে মুদ্রা বা কারেন্সি টাকা প্রদান করার আদেশ [Order for payment of coin or currency notes to party entitled under decree]—যেখানে ক্রোককৃত সম্পত্তি চলতি মুদ্রা বা কারেন্সি নোট (চলতি অর্থাৎ অচল নয় এমন), সেখানে আদালত ক্রোক বহাল থাকা কালে যেকোনো সময়ে নির্দেশ দিতে পারবে যে, এমন মুদ্রা বা এমন নোট বা সেগুলোর ততটুকু অংশে যতটুকু ডিক্রির তুষ্টির জন্য যথেষ্ট হয়, ডিক্রির অধীন তা পাওয়ার অধিকারীপক্ষকে পরিশোধ করা হোক।

॥ বিধি ঃ ৫৭ ॥ ক্রোকের অবসান [Determination of attachment]—(১) যেখানে কোনো সম্পত্তি ডিক্রি নির্বাহে ক্রোক করা হয়েছে এবং আদালত কোনো কারণে ডিক্রির নির্বাহর জন্য আবেদন খারিজ করার আদেশ দিয়েছে সেখানে আদালত ক্রোক বহাল রাখার বা অবসান ঘটানোর আদেশ দেবে এবং ঐ ক্রোক যে সময়কাল পর্যন্ত বহাল থাকবে সেই সময়কাল বা যে তারিখে ক্রোকের অবসান ঘটবে সেই তারিখও নির্দিষ্ট করবে।

(২) আদালত যদি এমন আদেশ দেওয়া থেকে বিরত থাকে তাহলে ধরে নিতে হবে ক্রোকের অবসান ঘটেছে।

দাবি ও আপত্তিসমূহের বিচারপূর্বক রায় দান
(Adjudication of Claims and Objections)

॥ বিধি ঃ ৫৮ ॥ ক্রোককৃত সম্পত্তির ওপর দাবি ও এমন সম্পত্তি ক্রোক করার ব্যাপারে আপত্তিসমূহের বিচারপূর্বক রায় দান [Adjudication of claims to or objections to attachment of property]—(১) যেখানে ডিক্রির নির্বাহে ক্রোককৃত কোনো সম্পত্তির ওপর কোনো দাবি বা তার ক্রোকের সম্পর্কে কোনো আপত্তি এই ভিত্তিতে তোলা হয় যে, ঐ সম্পত্তি এভাবে ক্রোক করার দায়িত্বের অধীন নয়, সেখানে আদালত এমন দাবি বা আপত্তির বিচারপূর্বক রায়ের জন্য এতে অন্তর্ভুক্ত বিধানসমূহ অনুসারে অগ্রসর হবে ঃ

প্রকাশ থাকে যে, এমন কোনো দাবি বা আপত্তি সেই সব ক্ষেত্রে গৃহীত হবে না যেখানে—

(ক) দাবি বা আপত্তি করার আগে ক্রোককৃত সম্পত্তি বিক্রয় করে দেওয়া হয়েছে; অথবা

(খ) আদালতের যদি অভিমত হয় যে, দাবি বা আপত্তি করাতে পরিকল্পিতভাবে বা অহেতুক বিলম্ব করা হয়েছে।

(২) এই বিধির অধীন কার্যবাহর পক্ষদের মধ্যে বা তাদের প্রতিনিধিদের মধ্যে উদ্ভূত এবং দাবি বা আপত্তি বিচারপূর্বক রায়-এ সুসঙ্গত যাবতীয় প্রশ্ন (যাতে ক্রোককৃত সম্পত্তিতে অধিকার, স্বত্ব বা স্বার্থ সংশ্লিষ্ট প্রশ্নও অন্তর্ভুক্ত আছে) দাবি বা আপত্তি সম্পর্কে কার্যবাহকারী আদালত দ্বারা নির্ধারিত করা হবে, পৃথক মকদ্দমা দ্বারা নয়।

(৩) উপবিধি (২)-এ নির্দিষ্ট প্রশ্নসমূহ স্থিরীকরণের পর আদালত এহেন স্থিরকরণ অনুসারে—

(ক) দাবি বা আপত্তি অনুমোদিত করবে এবং সম্পত্তি, হয় সম্পূর্ণভাবে অথবা আদালত যতদূর সঙ্গত মনে করে ততদূর পর্যন্ত ক্রোক থেকে মুক্ত করে দেবে; অথবা

(খ) দাবি বা আপত্তি অনুমোদন করবে ; অথবা

(গ) কোনো ব্যক্তির পক্ষে (বা তরফে) কোনো বন্ধক দায়িত্বভার বা স্বার্থের অধীন ক্রোক বহাল রাখবে; অথবা

(ঘ) এমন আদেশ প্রদান করবে, যা আদালত ঐ মকদ্দমার পরিস্থিতি মোতাবেক সঙ্গত মনে করে।

(৪) যেখানে কোনো দাবি বা আপত্তি এহেন বিধি অনুসারে বিচারিত হয়েছে, তেমন বিচারের ওপর প্রদত্ত আদেশ আপিলের মতো ক্ষমতাসম্পন্ন এবং সেই রকমই শর্তসাপেক্ষ হবে যেন মনে হয় তা ডিক্রি।

(৫) সেখানে কোনো দাবি বা আপত্তি করা হয় আদালত উপবিধি (১)-এর 'ব্যতিক্রম'-এর (অর্থাৎ অনুবিধির) অধীন তা গ্রহণ করাতে অস্বীকার করা হয় সেখানে যে পক্ষর বিরুদ্ধে এমন আদেশ প্রদান হয়, সে ঐ অধিকার সিদ্ধ করার জন্য যার জন্য সে বিতর্কিত সম্পত্তিতে দাবি করে, মকদ্দমা দায়ের করতে পারবে; কিন্তু এমন মকদ্দমার, যদি থাকে ফলাফল সাপেক্ষে দাবি বা আপত্তি গ্রহণ করতে এভাবে অস্বীকার করে দেওয়া আদেশ চূড়ান্ত (বা সমাপ্তিমূলক বা নিশ্চায়ক বা উপসংহারমূলক) হবে।

॥ **বিধি : ৫৯ ॥ বিক্রয় রদ করা** [Stay of sale]—যেখানে ক্রোককৃত কোনো সম্পত্তি দাবি পেশ করার বা আপত্তি তোলার আগেই বিক্রয়ের জন্য বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়েছে, সেখানে আদালত—

(ক) অস্থাবর সম্পত্তির ক্ষেত্রে দাবি বা আপত্তির বিচার্য-পূর্বক রায় দান পর্যন্ত বিক্রয় মুলতবি (স্থগিত) রাখার আদেশ দিতে পারবে; অথবা

(খ) স্থাবর সম্পত্তির ক্ষেত্রে দাবি বা আপত্তির বিচার-পূর্বক রায় দান পর্যন্ত সম্পত্তি বিক্রয় করা যাবে না বলে আদেশ দিতে পারবে, অথবা এমন রায় দান পর্যন্ত সম্পত্তি বিক্রয় করা যেতে পারে কিন্তু বিক্রয় সুনিশ্চিত (বা দৃঢ়) করা যাবে না;

এবং এমন কোনো আদেশ প্রতিভূতি বা অন্য কিছুর ব্যাপারে এমন সীমা ও শর্তের অধীন করা যাবে যা আদালত সঙ্গত মনে করবে।

॥ **বিধি ৬০** ॥ [নিরসিত]

॥ **বিধি ৬১** ॥ [নিরসিত]

॥ **বিধি ৬২** ॥ [নিরসিত]

॥ **বিধি ৬৩** ॥ [নিরসিত]

সাধারণ ভাবে বিক্রয়
(Sale Generally)

॥ বিধি : ৬৪ ॥ ক্রোককৃত সম্পত্তি বিক্রয় করার এবং তার থেকে প্রাপ্য অর্থ ন্যায্য অধিকারী ব্যক্তিকে দেওয়ার জন্য আদেশ করার ক্ষমতা [Power to order property attached to be sold and proceeds to be paid to person entitled]—ডিক্রির নির্বাহকারী যে কোনো আদালত আদেশ দিতে পারবে যে, ঐ আদালত দ্বারা ক্রোক করা এবং বিক্রয়ের দায়িত্বের মধ্যে থাকা যে কোনো সম্পত্তি বা তার এমন কোনো অংশ যা ডিক্রির তুষ্টির জন্য প্রয়োজনীয় বলে প্রতীয়মান হয়, বিক্রয় করা হোক এবং ঐ বিক্রয় থেকে প্রাপ্য টাকা বা তার বেশির ভাগ অংশ ঐ পক্ষকে দিয়ে দেওয়া হোক যা ডিক্রি সাপেক্ষে পাওয়ার জন্য অধিকারী।

॥ বিধি : ৬৫ ॥ কার মাধ্যমে বিক্রয় পরিচালিত হবে এবং কিভাবে সম্পাদিত হবে [Sales by whom conducted and how made]—অন্যত্র যেমন বলা হয়েছে তা ব্যতীত, ডিক্রির নির্বাহে সম্পাদিত প্রত্যেক বিক্রয়ানুষ্ঠান আদালতের আধিকারিক দ্বারা অথবা কোনো এমন অন্য ব্যক্তি দ্বারা যাঁকে আদালত এই নিমিত্ত নিযুক্ত করেছে, পরিচালিত করা হবে এবং নির্ধারিত পদ্ধতিতে প্রকাশ্যে নিলাম করে সম্পাদন করা হবে।

॥ বিধি : ৬৬ ॥ প্রকাশ্য নিলাম দ্বারা সম্পাদিত বিক্রয়ের উদ্‌ঘোষণা [Proclamation of sales by public auction]—(১) যেখানে কোনো সম্পত্তির কোনো ডিক্রির নির্বাহে প্রকাশ্য নিলাম দ্বারা বিক্রয় করার জন্য আদেশ দেওয়া হয়েছে, সেখানে আদালত অভিপ্রেত বিক্রয়ের উদ্‌ঘোষণা প্রচার ঐ আদালতের ভাষাতে করাবে।

(২) এমন উদ্‌ঘোষণা ডিক্রিধারী এবং নির্ণীত-ঋণীকে বিজ্ঞপ্তি দেওয়ার পর প্রণয়ন করা হবে এবং তাতে বিক্রয়ের সময় এবং স্থান বিবৃত হবে এবং নিম্নলিখিত বিষয়গুলি তাতে যথাসম্ভব পরিষ্কার ও নির্ভুল ভাবে নির্দিষ্ট থাকবে—

(ক) যে সম্পত্তি বিক্রয় করা হবে, তা, কিংবা সেখানে সম্পত্তিটির কোনো অংশ ডিক্রির তুষ্টির জন্য যথেষ্ট হবে, সেখানে তার সেই অংশ;

(খ) যেখানে সেই সম্পত্তি, যা বিক্রয় করা হবে, সরকারকে রাজস্ব প্রদানকারী কোনো ভূ-সম্পত্তিতে বা ভূ-সম্পত্তির অংশে কোনো স্বার্থ সংশ্লিষ্ট হয় সেখানে ঐ ভূ-সম্পত্তির ওপর বা ভূ-সম্পত্তির অংশের ওপর নির্ধারিত রাজস্ব;

(গ) কোনো দায়, যার জন্য ঐ সম্পত্তি দায়ী;

(ঘ) সেই টাকা, যা আদায়ের জন্য বিক্রয় আদিষ্ট করা হয়েছে; এবং

(ঙ) অন্য এমন প্রত্যেক বিষয় যার সম্পর্কে আদালতের মত হলো যে, সম্পত্তির প্রকৃতি ও মূল্য স্থির করার জন্য, তার সম্পর্কে জ্ঞাত হওয়া ক্রেতার কাছে গুরুত্বপূর্ণ :

প্রকাশ থাকে যে, যেখানে উদ্‌ঘোষণার শর্ত নির্ধারণ করার তারিখ সম্পর্কিত বিজ্ঞাপিত নির্ণীত-ঋণীকে দেওয়া হয়েছে বিধি-৫৪-র মতানুসারে একটি আদেশ দ্বারা, সেখানে আদালত অন্য কোনো রকম নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত এই বিধি অনুসারে নির্ণীত-ঋণীকে বিজ্ঞপ্তি দেওয়ার প্রয়োজন হবে না :

আরও প্রকাশ থাকে যে, এই বিধির কোনো কিছুই এই ভাবে ব্যাখ্যা করা যাবে না যে, আদালত উক্ত বিক্রয়ের উদ্‌ঘোষণায় সম্পত্তির মূল্য- সম্পর্কে নিজস্ব অনুমান উল্লেখ করতে হবে কিন্তু যে কোনো পক্ষ বা উভয় পক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত মূল্য বিচার কিছু থাকলে উদ্‌ঘোষণাতে তা উল্লেখ করতে হবে।

(৩) এই বিধির অধীন বিক্রয়ের আদেশের জন্য প্রত্যেক আবেদন পত্রের সঙ্গে যে বিবৃতিটি থাকবে তা স্বাক্ষবিত ও প্রত্যয়িত হবে এবং তা হবে ইতিপূর্বে ওকালতি ও সত্যতা প্রতিপাদনের জন্য উল্লিখিত যে পদ্ধতিতে স্বাক্ষরিত ও সত্যতা প্রতিপাদিত হয়েছে সেইভাবে এবং উদ্‌ঘোষণাতে নির্দিষ্ট করার জন্য উপবিধি (২) দ্বারা অভিপ্রেত বিষয় তাতে সেই পর্যন্ত অন্তর্ভুক্ত হবে যে পর্যন্ত সত্যতা প্রতিপাদনকারী ব্যক্তি তা জ্ঞাত হয় অথবা তার দ্বারা নিরূপণ করা যায়।

(৪) উদ্‌ঘোষণায় যা নির্দিষ্ট করতে হবে আদালত সেগুলো নির্ধারণ করার জন্য এমন যেকোনো ব্যক্তিকে সমন করতে পারবে, যাকে আদালত সমন করার প্রয়োজন মনে করবে এবং এমন যে কোনো কিছুর ব্যাপারে তার পরীক্ষা করতে পারবে এবং তার সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত তার দখল ও ক্ষমতায় থাকা কোনো দস্তাবেজ পেশ করার অভিপ্রায় তার কাছে করতে পারবে।

॥ **বিধি ঃ ৬৭ ॥ উদ্‌ঘোষণা করার পদ্ধতি** [Mode of making proclamation] —(১) প্রত্যেক উদ্‌ঘোষণা, যতদূর সম্ভব এমন পদ্ধতিতে করা যাবে এবং প্রকাশিত করা যাবে যা বিধি-৫৪-র উপবিধি (২) দ্বারা নির্দিষ্ট করা আছে।

(২) আদালত যেখানে এমন নির্দেশ দেয় সেখানে এমন উদ্‌ঘোষণা সরকারি ঘোষপত্র বা স্থানীয় সংবাদ পত্রেও অথবা দুটোতেই প্রকাশিত করতে হবে এবং এধরনের প্রকাশনের খরচ কে বিক্রয়ের খরচ বলে মনে করা হবে।

(৩) যেখানে সম্পত্তি আলাদাভাবে বিক্রয় করার প্রয়োজন হেতু অংশে (বা গোছা-গোছা করে বা ভাগ-ভাগ করে) বিভক্ত করা হয়েছে, সেখানে প্রত্যেক অংশের জন্য আলাদা-আলাদাভাবে উদ্‌ঘোষণা করার দরকার হবে না, যতক্ষণ আদালতের মনে না হয় যে বিক্রয়ের প্রয়োজনীয় বিজ্ঞপ্তি অন্যভাবে দেওয়া যাবে না।

॥ **বিধি ঃ ৬৮ ॥ বিক্রয়ের সময়** [Time of sale]—বিধি-৪৩-এর ব্যতিক্রম অংশে বর্ণিত ধরনের সম্পত্তির ক্ষেত্র ব্যতীত এর অধীন কোনো বিক্রয় নির্ণীত-ঋণীর লিখিত সম্মতি ছাড়া ততক্ষণ হবে না—যতক্ষণ সেই তারিখ থেকে, যে তারিখে উদ্‌ঘোষণার প্রতিলিপি বিক্রয়ের আদেশ প্রদানকারী ন্যায়ধীশের আদালত ভবনে লাগানো হয়েছে, গণনা করে স্থাবর সম্পত্তির ক্ষেত্রে কমপক্ষে পনের দিন এবং অস্থাবর সম্পত্তির ক্ষেত্রে কমপক্ষে সাত দিন অবসৃত (অর্থাৎ অতিক্রান্ত) না হয়।

॥ **বিধি ঃ ৬৯ ॥ বিক্রয় স্থগিত বা রদ করা** [Adjournment or stoppage of sale]—(১) আদালত এর অধীন যে কোনো নির্দিষ্ট দিন ও সময় পর্যন্ত বিক্রয় তার বিবেকানুসার স্থগিত করতে পারবে এবং এমন বিক্রয় পরিচালনাকারী আধিকারিক স্থগিতকরণের কারণ লিপিবদ্ধ করে বিক্রয় তার বিবেকানুসার স্থগিত করতে পারবে ঃ

প্রকাশ থাকে যে, বিক্রয় যেখানে আদালত ভবনে বা তার চত্বরের মধ্যে করা হয় সেখানে আদালতের সম্মতি ব্যতিরেকে তা কোনো রকম স্থগিত করা যাবে না।

(২) যেখানে বিক্রয় তিরিশ দিনের বেশি সময় সীমার জন্য উপবিধি (১)-এর অধীনে স্থগিত করা হয় সেখানে, নির্ণীত-ঋণী যদি না তা পরিত্যাগ করার জন্য তার সম্মতি দেয়, বিধি-৬৭-র অধীন নতুন করে উদ্‌ঘোষণা করতে হবে।

(৩) যদি অংশের (বা গোছের বা গুচ্ছর) জন্য নিলামের উদ্দেশ্যে দর হাঁকা শেষ হবার আগেই ঋণ ও খরচ (বিক্রয়ের খরচ সহ) নিলাম বিক্রয় পরিচালনাকারী আধিকারিককের কাছে জমা দিয়ে দেওয়া হয় অথবা তাকে সন্তোষজনকভাবে প্রমাণ করে দেওয়া যায় যে, ঋণের টাকা এবং খরচ সেই আদালতে জমা করে দেওয়া হয়েছে, যে আদালতে বিক্রয়ের জন্য আদেশ দিয়েছিল তাহলে এমন প্রত্যেক নিলাম-বিক্রয় রদ করে দেওয়া যাবে।

॥ বিধি ঃ ৭০ ॥ [নিরসিত]

॥ বিধি ঃ ৭১ ॥ বিচ্যুতি করেছে এমন ক্রেতা পুনর্বিক্রয়ে হওয়া ক্ষতির জন্য দায়ী থাকবে [Defaulting purchaser answerable for loss on re-sale]—ক্রেতার বিচ্যুতির কারণে হওয়া পুনর্বিক্রয়ের মূল্যে যে হ্রাস হয়, তা এবং এমন পুনর্বিক্রয়ের জন্য হওয়া যাবতীয় খরচ যে আধিকারিক বা অন্য ব্যক্তি বিক্রয় করে, তার দ্বারা আদালতে প্রমাণিত করতে হবে এবং উক্ত বিচ্যুতিকারী ক্রেতার কাছে হয় ডিক্রিধারীর অথবা নির্ণীত-ঋণীর অনুরোধে অর্থ প্রদানের ডিক্রির নির্বাহের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত বিধানসমূহের অধীন আদায়যোগ্য হবে।

॥ বিধি ঃ ৭২ ॥ ডিক্রিধারী বিনা অনুমতিতে সম্পত্তির জন্য নিলামও ডাকতে পারবে না এবং তা ক্রয়ও করতে পারবে না [Decree-holder not to bid for or buy property without permission]—(১) যে ডিক্রির নির্বাহে সম্পত্তি বিক্রয় করা হয় সেই ডিক্রির কোনো ধারক আদালতের ব্যক্ত অনুমোদন ব্যতিরেকে সম্পত্তির জন্য নিলামও ডাকতে পারবে না এবং তা কিনতেও পারবে না।

(২) যেখানে ডিক্রিধারী ক্রয় করে সেখানে ডিক্রির অর্থ প্রদত্ত হয়েছে বলে মনে করা হতে পারে—[Where decree-holder perchases amount of decree may be taken as payment]—যেখানে ডিক্রিধারী এমন অনুমতির প্রেক্ষিতে ক্রয় করে সেখানে ক্রয়মূল্য ও ডিক্রি যাতে শোধ্য টাকা, ধারা-৭৩-এর বিধানসমূহ সাপেক্ষে পরস্পরের বিরুদ্ধে প্রতিগণনা করা যাবে এবং ডিক্রি নির্বাহকারী আদালত ডিক্রির সম্পূর্ণ ও আংশিক তুষ্টি তদানুসারে লিপিবদ্ধ করবে।

(৩) যেক্ষেত্রে ডিক্রিধারী ব্যক্তিগতভাবে কিংবা অন্য কোনো ব্যক্তির মাধ্যমে ঐরকম অনুমতি ছাড়া ক্রয় করে, সেক্ষেত্রে আদালত যদি নির্ণীত-ঋণীর বা বিক্রয়ের ফলস্বরূপ ক্ষতিগ্রস্ত অন্য কোনো ব্যক্তি আবেদন ক্রমে সঙ্গত মনে করে, তবে আদেশ প্রদানপূর্বক ঐ বিক্রয় (বা নিলাম-বিক্রয়) রদ করতে পারবে এবং ঐ আবেদনের খরচ ও আদেশের জন্য হওয়া খরচ এবং পুনঃবিক্রয়ের ফলে কোনো মূল্য হ্রাস হলে তা এবং এমন পুনঃবিক্রয়ে হওয়া যাবতীয় খরচ ডিক্রিধারীকে দিতে হবে।

॥ বিধি ঃ ৭২-ক ॥ আদালতের অনুমতি ব্যতিরেকে বন্ধক-গ্রহীতা নিলাম-বিক্রয়ে ডাক দিতে পারবে না (অর্থাৎ দর হাঁকতে পারবে না) [Mortgagee not to bid at sale without the leave of the Court]—(১) বিধি-৭২-এ যা-ই বিধৃত

থাকুক না কেন, স্থাবর সম্পত্তির কোনো বন্ধক-গ্রহীতা বন্ধকের ওপর ডিক্রির নির্বাহে বিক্রিত সম্পত্তির জন্য দর হাঁকতে পারবে না কিংবা তা ক্রয় করতে পারবে না যদি না তাকে ঐ সম্পত্তির জন্য দর হাঁকার (অর্থাৎ নিলামে ডাক দেওয়ার) অথবা তা ক্রয় করার জন্য আদালত অনুমতি দেয়;

(২) যদি এমন বন্ধক-গ্রহীতাকে দর হাঁকার জন্য অনুমতি দেওয়া হয় তাহলে আদালত বন্ধক-গ্রহীতার ব্যাপারে কোনো সংরক্ষিত মূল্য ধার্য করবে এবং যতক্ষণ আদালত অন্য রকম কোনো নির্দেশ না দিচ্ছে ততক্ষণ সংরক্ষিত মূল্য—

(ক) যদি সম্পত্তির বিক্রয় এক লটে করা হয় তাহলে বন্ধকের ব্যাপারে মূলধন, সুদ ও খরচ যাতে সেই সময়ে পরিশোধ্য টাকার চেয়ে কম হবে না; এবং

(খ) কোনো সম্পত্তির বিক্রয় আলাদা-আলাদা লটে করার ক্ষেত্রে সেই পরিমাণ টাকার চেয়ে কম হবে না, যে পরিমাণ টাকা প্রত্যেক লটের সম্পর্কে আদালতের প্রতীয়মান হয় যে, ঐ বন্ধকের ওপর মূলধন, সুদ ও খরচ যাতে সেই সময়ে পরিশোধ্য টাকা সম্পর্কে ঐ লটের জন্য যথাযথ মনে করা যায়।

(৩) অন্যান্য ক্ষেত্রে বিধি-৭২-এর উপবিধি (২) ও উপবিধি (৩)-এর বিধানসমূহ ঐ বিধির অধীন ডিক্রিধারী দ্বারা ক্রয়ের ব্যাপারে প্রযোজ্য (বা বলবৎ) হবে।

॥ বিধি ঃ ৭৩ ॥ আধিকারিকদের দ্বারা নিলাম ডাকা বা ক্রয় করার বাধ্য-বাধকতা [Restriction on bidding or purchase by officers]—কোনো আধিকারিক বা অন্য ব্যক্তি, যাকে কোনো বিক্রয়ের ব্যাপারে কোনো কর্তব্য সম্পাদন করতে হবে, বিক্রয় কৃত সম্পত্তির কোনো স্বার্থের জন্য প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ কোনোভাবেই দর হাঁকতে পারবে না এবং তা অর্জনও করতে পারবে না, অর্জনের চেষ্টাও করতে পারবে না।

অস্থাবর সম্পত্তির বিক্রয়
(Sale of Movable Property)

॥ বিধি ঃ ৭৪ ॥ কৃষিগত পণ্যের বিক্রয় [Sale of agricultural produce]—

(১) যেখানে বিক্রয় করতে যাওয়া সম্পত্তি কৃষিজাত পণ্য, সেখানে বিক্রয়—

(ক) যদি ঐ পণ্য বাড়ন্ত ফসল হয় তাহলে যে জমির ওপর ঐ ফসল ফলেছে সেই জমির ওপর বা তার কাছাকাছি করা যাবে; অথবা

(খ) যদি ঐ ফসল কেটে ফেলা হয়ে গিয়ে থাকে, এক জায়গায় জড়ো করা হয়ে থাকে তাহলে ঐ খামারের অথবা ফসল ঝাড়াই করার জায়গায় বা সেইরকম কোনো জায়গায় অথবা খড়-বিচালির গাদার ওপর বা তার পাশে, যার ওপর বা যার পাশে বা যাতে তা জমা করা আছে ঃ

প্রকাশ থাকে যে, যদি আদালতের অভিমত হয় যে, এমনটা করলে ফসলের অধিকতর সুবিধায় বিক্রয় করা যাবে তাহলে বিক্রয় সর্বসাধারণের সমাগমের নিকটবর্তী স্থানে করার আদেশ আদালত দিতে পারবে।

(২) যেখানে পণ্য (বা ফসল) বিক্রয়ের জন্য সাজিয়ে রাখা হলে—

(ক) বিক্রয়কারী ব্যক্তির অনুমানে তার জন্য ন্যায্য দামের হাঁক লাগানো হয় নি (অর্থাৎ পণ্যের বা ফসলের যতটা দাম হওয়া উচিত ততটা দাম নিলামে না ওঠে); এবং

(খ) ঐ ফসলের মালিক বা তার তরফে কার্য সম্পাদনকারী প্রাধিকৃত ব্যক্তি বিক্রয় অনুষ্ঠান পরের দিন পর্যন্ত বা বিক্রয়ের জায়গায় যদি কোনো হাট বসে তাহলে পরবর্তী হাটের দিন পর্যন্ত স্থগিত রাখার জন্য আবেদন করে;

সেখানে বিক্রয় সেই মতো স্থগিত রাখা হবে এবং তার পর ফসলের জন্য যে দামই উঠুক বিক্রয়ের কাজ শেষ করতে হবে।

॥ বিধি ঃ ৭৫ ॥ বাড়ন্ত (বা বর্ধিষ্ণু) ফসলের ব্যাপারে বিশেষ বিধান [Special provisions relating to growing crops]—(১) যেখানে বিক্রয় করতে যাওয়া পণ্য বাড়ন্ত (বা বর্ধিষ্ণু) ফসল হয় এবং ঐ ফসল এমন প্রকৃতির হয় যে, তা গুদামজাত করা যাবে, কিন্তু তখনও পর্যন্ত গুদামে রাখা হয় নি, সেখানে বিক্রয়ের দিন এমনভাবে ধার্য করা হবে যে, সেই দিন আসার আগে তা গুদামজাত করার যোগ্য হয়ে যায় এবং ঐ ফসল ততক্ষণ বিক্রয় করা যাবে না যতক্ষণ তা কেটে নেওয়া না হচ্ছে বা একত্রিত করা না হচ্ছে বা গুদামে রাখার যোগ্য না হচ্ছে।

(২) যেখানে ফসল তার প্রকৃতিগত কারণে এমন নয় যে তা গুদামজাত করার যোগ্য সেখানে তা কাটার আগে বা একত্রিত করার আগে বিক্রয় করা যাবে এবং ক্রেতা জমিতে প্রবেশ করার, তত্ত্বাবধান করার এবং কাটার বা একত্রিত করার উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় সবকিছু করার জন্য অধিকারী হবে।

॥ বিধি ঃ ৭৬ ॥ হস্তান্তরযোগ্য লেখ্য ও নিগমের অংশ [Negotiable instruments and shares in operation]—যেখানে বিক্রয় করতে যাওয়া সম্পত্তি হস্তান্তরযোগ্য লেখ্য (বা সাধিত্র) কিংবা নিগম-অংশ সেখানে আদালত প্রকাশ্য নিলাম দ্বারা বিক্রয় করার নির্দেশ দেওয়ার পরিবর্তে লেখ্য বা অংশ বিক্রয় কোনো দালালের মাধ্যমে বিক্রয় করার জন্য প্রাধিকৃত করতে পারবে।

॥ বিধি ঃ ৭৭ ॥ প্রকাশ্য নিলাম দ্বারা (বা করে) বিক্রয় [Sale by public auction]—(১) যেখানে অস্থাবর সম্পত্তি প্রকাশ নিলাম করে বিক্রয় করা হয় সেখানে প্রত্যেক লটের মূল্য বিক্রয়ের সময় দিতে হবে অথবা তার পরে অবিলম্বে এমন সময়ে করতে হবে যা বিক্রয় অনুষ্ঠান পরিচালনাকারী আধিকারিক কিংবা অন্য ব্যক্তি নির্দিষ্ট করবে এবং টাকা দিতে বিচ্যুতি করলে (অর্থাৎ কোনো কারণে না দিলে) ঐ সম্পত্তি আবার নতুন করে বিক্রয় করা হবে।

(২) ক্রয়মূল্য দিয়ে দেওয়ার পর বিক্রয় অনুষ্ঠান পরিচালনাকারী আধিকারিক বা অন্য ব্যক্তি একটি রসিদ দেবে আর (তখন) ঐ বিক্রয়টি চূড়ান্ত হবে।

(৩) যেখানে বিক্রয় করতে যাওয়া অস্থাবর সম্পত্তি এমন জিনিসের অংশ, যে জিনিস নির্ণীত-ঋণী ও কোনো সহ-মালিকের এবং দুই বা ততোধিক ব্যক্তি যাদের মধ্যে একজন হলো ঐ সহ-মালিক, যথাক্রমে, ঐ সম্পত্তি বা তার কোনো লটের জন্য একই অঙ্কের ডাক দেয়, সেই ডাক ঐ সহ-মালিকের বলে মনে করা হবে।

॥ বিধি ঃ ৭৮ ॥ অনিয়মিততা বিক্রয়কে অকার্যকর করবে না, কিন্তু ক্ষতি হয়েছে এমন যে কোনো ব্যক্তি মামলা দায়ের করতে পারবে [Irregularity not to vitiate sale, but any person injured may sue]—অস্থাবর সম্পত্তির বিক্রয়ের প্রকাশন বা পরিচালনা সংক্রান্ত কোনো অনিয়মিততা বিক্রয়কে দূষিত করবে না, কিন্তু যে

ব্যক্তির কোনো ক্ষতি এমন অনিয়মিততার কারণে কোনো অন্য ব্যক্তির দ্বারা হয়েছে, তার বিরুদ্ধে প্রতিকারের জন্য (অর্থাৎ ক্ষতিপূরণের জন্য) অথবা যদি ঐ অন্য ব্যক্তি ক্রেতা হয় সেই নির্দিষ্ট সম্পত্তির পুনরুদ্ধারের জন্য এবং এমন পুনরুদ্ধারে বিচ্যুতির ক্ষেত্রে প্রতিকারের জন্য মকদ্দমা দায়ের করতে পারবে।

॥ বিধি ঃ ৭৯ ॥ অস্থাবর সম্পত্তি, ঋণ এবং অংশ অর্পণ [Delivery of movable property, debts and shares]—যেখানে বিক্রিত সম্পত্তি এমন ধরনের অস্থাবর সম্পত্তি যা প্রকৃত আটক (বাজেয়াপ্ত) করে নেওয়া হয়েছে, সেখানে তা ক্রেতাকে অর্পণ করা হবে।

(২) যেখানে বিক্রিত সম্পত্তি নির্ণীত-ঋণী ছাড়া অন্য কোনো ব্যক্তির দখলে থাকা অস্থাবর সম্পত্তি, সেখানে ক্রেতাকে তা দখলকারী ব্যক্তিকে এমন নিষিদ্ধকারী বিজ্ঞপ্তি দিয়ে অর্পণ করা যাবে যে সে তার ওপর দখল ক্রেতা ছাড়া অন্য ব্যক্তিকে দেবে না।

(৩) যেখানে বিক্রিত সম্পত্তি কোনো হস্তান্তরযোগ্য সাধিত্র দ্বারা নিরাপদ করা হয় নি, এমন কোনো ঋণ বা নিগমের অংশ হয়, সেখানে তা অর্পণের জন্য আদালত লিখিতভাবে পাওনাদারকে ঐ ঋণ বা তার ওপর পাওনা কোনো সুদ নিতে নিষেধ করে এবং দেনাদারকে ক্রেতা ছাড়া অন্য কারো কাছে ঐ টাকা শোধ করতে নিষেধ করে বা যে ব্যক্তির নামে অংশ আছে সেই ব্যক্তি কর্তৃক ক্রেতা ছাড়া অন্য কারো কাছে ঐ অংশ হস্তান্তর করতে বা তার ওপর কোনো লভ্যাংশ বা সুদ নিতে নিষেধ করে এবং নিগমের ম্যানেজার (বা ব্যবস্থাপক), সম্পাদক অথবা অন্য কোনো যোগ্য আধিকারিককে ক্রেতা ছাড়া অন্য কারো কাছে ঐ রকম কোনো হস্তান্তর বা কোনো টাকা শোধ করার অনুমতি দেওয়া থেকে বিরত থাকার জন্য লিখিত আদেশ দেবে।

॥ বিধি ঃ ৮০ ॥ হস্তান্তরযোগ্য লেখ্য এবং অংশ হস্তান্তর [Transfer of negotiable instruments and shares]—(১) সেখানে দস্তাবেজ (দলিল) সম্পাদন বা ঐ পক্ষদ্বারা পৃষ্ঠাঙ্কন, যার নামে ঐ হস্তান্তরযোগ্য লেখ্য (বা সাধিত্র) বা নিগম-অংশ সে সময়ে আছে, এমন হস্তান্তরযোগ্য লেখ্যর বা অংশের হস্তান্তরের জন্য অভিপ্রেত, সেখানে ন্যায়াধীশ (বিচারক) বা এই নিমিত্ত আদালত যাকে নিযুক্ত করেছে সেই আধিকারিক এহেন দস্তাবেজের সম্পাদন করতে পারবে অথবা এমন পৃষ্ঠাঙ্কন করতে পারবে যা আবশ্যক হয় এবং এমন সম্পাদন বা পৃষ্ঠাঙ্কনের তেমনই প্রভাব হবে যা পক্ষ দ্বারা কৃত সম্পাদনা (নির্বাহ) পৃষ্ঠাঙ্কনের ক্ষেত্রে হয়।

(২) এমন সম্পাদন (নির্বাহ) বা পৃষ্ঠাঙ্কন নিম্নলিখিত শৈলীতে করতে হবে; যথা—

ক খ-এর বিরুদ্ধে **ঙ চ** দ্বারা আনীত মকদ্দমার **ক খ**-এর তরফে......আদালতের ন্যায়াধীশ (বিচারক) [অথবা যেখানে যেমন] গ ঘ।

(৩) আদালত এমন হস্তান্তরযোগ্য সাধিত্র (বা লেখ্য) বা এমন অংশের হস্তান্তর হওয়া পর্যন্ত আদেশ দ্বারা কোনো ব্যক্তিকে এজন্য নিযুক্ত করতে পারবে যে, সে তার ওপর শোধ্য (পাওনা) কোনো সুদ বা লভ্যাংশ পায় এবং তার জন্য রসিদে স্বাক্ষর করে এবং এমনভাবে স্বাক্ষরিত যে কোনো রসিদ যাবতীয় প্রয়োজন হেতু তেমনই গ্রাহ্য (valid) ও কার্যকারী (effectual) হবে যেন, পক্ষ নিজেই তার ওপর স্বাক্ষর করেছে।

॥ বিধি ঃ ৮১ ॥ অন্য সম্পত্তির ক্ষেত্রে ন্যস্তকরণ আদেশ [Vesting order in case of other property]—এমন কোনো অস্থাবর সম্পত্তির ক্ষেত্রে যার জন্য এতে এর আগে বিধৃত করা হয় নি, আদালত এমন সম্পত্তির ক্রেতাকে বা ক্রেতা যেমন নির্দেশ দেবে সেইমতো ন্যস্তকারী আদেশ দিতে পারবে এবং এমন সম্পত্তি সেই মতো ন্যস্ত হবে।

স্থাবর সম্পত্তির বিক্রয়

(Sale of Immovable Property)

॥ বিধি ঃ ৮২ ॥ কোন্ আদালত বিক্রয়ের জন্য আদেশ দিতে পারবে [What Courts may order sales]—ডিক্রির নির্বাহতে স্থাবর সম্পত্তির বিক্রয়ের জন্য লঘুবাদ আদালত ছাড়া অন্য যে কোনো আদালত আদেশ দিতে পারবে।

॥ বিধি ঃ ৮৩ ॥ নির্ণীত-ঋণী যাতে ডিক্রির টাকা যোগাড় করতে পারে তার জন্য বিক্রয় মুলতবি রাখা (বা স্থগিত রাখা) [Postponement of sale to enable judgment-debtor to raise amount of decree]—(১) যেক্ষেত্রে স্থাবর সম্পত্তির বিক্রয়ের জন্য আদেশ দেওয়া হয়ে গেছে সেক্ষেত্রে নির্ণীত-ঋণী যদি আদালতের তুষ্টি বিধান করতে পারে যে, এমন বিশ্বাস করার মতো হেতু আছে যে, ডিক্রির টাকা এমন সম্পত্তি বা তার কোনো অংশের বা নির্ণীত-ঋণীর অন্য কোনো স্থাবর সম্পত্তির, বন্ধক বা পাট্টা (লীজ) বা প্রাইভেট (ব্যক্তিগত) বিক্রয় দ্বারা যোগাড় করা সম্ভব তাহলে সে আবেদন করলে আদালত বিক্রয়ের আদেশে সমাবিষ্ট ঐ সম্পত্তির বিক্রয়—(আদালত) যেমন সঙ্গত মনে করবে, তেমন শর্ত ও সময় সাপেক্ষে স্থগিত করতে পারবে (বা মুলতবি করতে পারবে) আর তা এজন্য, যাতে সে ঐ টাকা যোগাড় করতে সক্ষম হয়।

(২) এমন ক্ষেত্রে আদালত নির্ণীত-ঋণীকে এমন প্রমাণপত্র দেবে যা তাতে বর্ণিত সময়ের মধ্যে এবং ধারা-৬৪-তে যাই বিধৃত থাকুক, প্রস্তাবিত বন্ধক, পাট্টা (লীজ) বা বিক্রয় করার জন্য তাকে প্রাধিকৃত করবে (অর্থাৎ প্রাধিকার যুক্ত প্রত্যয়ন পত্র দেবে) ঃ

প্রকাশ থাকে যে, এমন বন্ধক, পাট্টা বা বিক্রয়ের অধীন প্রদেয় সমস্ত টাকা সেই ক্ষেত্র ব্যতিরেকে, যেক্ষেত্রে ডিক্রিধারী এমন টাকা বিধি-৭২-এর বিধানসমূহের অধীন প্রতি গণনা করার অধিকারী, আদালতকে দিতে হবে, নির্ণীত-ঋণীকে নয় ঃ

আরও প্রকাশ থাকে যে, এই বিধির অধীন কোনো বন্ধক, পাট্টা বা বিক্রয় ততক্ষণ চূড়ান্ত (শুদ্ধ) হবে না, যতক্ষণ না তা আদালত কর্তৃক সুনিশ্চিত (পুষ্ট বা confirmed) করা হচ্ছে।

(৩) এই বিধির কোনো কিছুর ব্যাপারে এমন মনে করা হবে না যে, তা এমন সম্পত্তির বিক্রয়ে প্রযোজ্য হয়, যে ব্যাপারে এমন সম্পত্তির বন্ধক বা ঐ সম্পত্তির দায় বলবৎ করানোর জন্য বিক্রয়ের ডিক্রির নির্বাহে বিক্রয় করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

॥ বিধি ঃ ৮৪ ॥ ক্রেতা কর্তৃক জমা এবং বিচ্যুতির ক্ষেত্রে পুনর্বিক্রয় [Deposit by purchaser and re-sale on default]—(১) স্থাবর সম্পত্তির প্রত্যেক বিক্রয়ের ক্ষেত্রে সেই ব্যক্তি যাকে ক্রেতা হওয়ার ব্যাপারে ঘোষণা করা হয়েছে (অর্থাৎ ক্রেতা হবে বলে ঘোষণা করা হয়েছে) তার ক্রয়মূলের পঁচিশ শতাংশ টাকা জমা বিক্রয় অনুষ্ঠান পরিচালনাকারী আধিকারিকে বা অন্য ব্যক্তিকে এমন ঘোষণার অব্যবহিত

পরেই দিতে হবে এবং এমন জমা দেওয়ার ব্যাপারে যদি বিচ্যুত হয় তাহলে সেই সম্পত্তি সঙ্গে সঙ্গে আবার বিক্রয় করে দেওয়া হবে (অর্থাৎ ক্রয় মূল্যের পঁচিশ শতাংশ জমা তখনই দিতে না পারলে ঐ সম্পত্তি পুনর্বিক্রয় করে দেওয়া হবে)।

(২) যেক্ষেত্রে ডিক্রিধারী ক্রেতা হয় এবং ক্রয়মূল্য বিধি-৭২-এর অধীন গণনা করার অধিকারী হয়, সেক্ষেত্রে আদালত এই বিধির আবশ্যকতা (অভিপ্রায় করা) থেকে মুক্তি দিতে পারে (অর্থাৎ আবশ্যকতা ত্যাগ করতে পারে)।

॥ বিধি ঃ ৮৫ ॥ ক্রয়মূল্য পুরো দেওয়ার সময় [Time for payment in full of purchase money]—ক্রয়মূল্যের প্রদেয় পুবো টাকা ক্রেতা সম্পত্তি বিক্রয়ের পনের দিনের মধ্যে আদালত বন্ধ হওয়ার আগে আদালতে জমা দেবে ঃ

প্রকাশ থাকে যে, আদালতে এভাবে জমা করতে যাওয়া টাকা হিসেব করতে ক্রেতা এমন যে কোনো প্রতিগণনার সুযোগ নিতে পারবে যার বিধি-৭২-এর অধীন সে অধিকারী।

॥ বিধি ঃ ৮৬ ॥ অর্থ প্রদানে বিচ্যুতি হলে প্রক্রিয়া [Procedure in default of payment]—পূর্ববর্তী শেষ বিধিতে বর্ণিত সময়ের ভেতর টাকা শোধ দিতে বিচ্যুতি হলে, জমা, যদি আদালত সঙ্গত মনে করে, তাহলে বিক্রয়ের খরচ কেটে নেওয়ার পর সরকারের সামনে বাজেয়াপ্ত করা হবে এবং সম্পত্তি আবার বিক্রয় করা যাবে এবং ঐ সম্পত্তির ওপর বা যে টাকার জন্য তা অতঃপর বিক্রয় করা হবে, তার কোনো অংশে বিচ্যুতিকারী ক্রেতা সবরকম দাবি বাজেয়াপ্ত হবে (অর্থাৎ দাবির অধিকার থেকে ক্রেতা বঞ্চিত হবে)।

॥ বিধি ঃ ৮৭ ॥ পুনর্বিক্রয়ের ব্যাপারে প্রজ্ঞাপন [Notification on re-sale] স্থাবর সম্পত্তির প্রত্যেক পুনর্বিক্রয়, যা ক্রয়মূল্যের পরিশোধ, সেই সময়ের ভিতর করার, যে সময় এমন টাকা পরিশোধের জন্য অনুমিত, বিচ্যুতির জন্য হতে যাচ্ছে, এমন পদ্ধতিতে এবং এমন সময়ের জন্য, যা বিক্রয়ের জন্য এতে ইতিপূর্বে নির্দিষ্ট করা হয়েছে, নতুন করে উদ্‌ঘোষণা প্রদানের পর করা যাবে।

॥ বিধি ঃ ৮৮ ॥ সহ-ভাগীদার (শরিক) নিলামের ডাকে অগ্রাধিকার পাবে। Bid of co-sharer to have preference]—যে ক্ষেত্রে বিক্রিত সম্পত্তি কোনো অবিভক্ত স্থাবর সম্পত্তির অংশ এবং দুই বা ততোধিক ব্যক্তি—যার মধ্যে একজন এমন সহ-ভাগীদার, যথাক্রমে, এমন সম্পত্তি বা তার কোনো লটের জন্য একই পরিমাণ টাকার ডাক দেয় সেখানে ঐ ডাক সেই সহ-ভাগীদারের (বা শরিকের) ডাক বলে মনে করা হবে।

॥ বিধি ঃ ৮৯ ॥ টাকা জমা দিয়ে বিক্রয় রদ করার জন্য আবেদন [Application to set aside sale on deposit]—(১) যেখানে স্থাবর সম্পত্তির কোনো ডিক্রির নির্বাহে বিক্রয় করা হয়েছে যেখানে বিক্রিত সম্পত্তিতে বিক্রয়ের সময় বা আবেদন করার সময় কোনো স্বার্থ দাবি করা ব্যক্তি কিংবা এমন ব্যক্তির জন্য বা তার স্বার্থে সম্পাদনকারী কোনো ব্যক্তি—

(ক) ক্রয়মূল্যের পাঁচ-শতাংশের সমান টাকা ক্রেতাকে দেওয়ার জন্য; এবং

(খ) বিক্রয়ের উদ্‌ঘোষণায় এমন টাকা হিসেবে, যা আদায়ের জন্য বিক্রয়ের আদেশ দেওয়া হয়েছিল, নির্দিষ্ট টাকা তার থেকে সেই টাকা—যা বিক্রয়ের

উদ্‌ঘোষণার তারিখ থেকে শুরু করে ততদিনে ডিক্রিধারী পেয়ে গেছে, বাদ দিয়ে ডিক্রিধারীকে পরিশোধ করার জন্য ;

আদালতে জমা করার পর বিক্রয়ের আদেশ বাতিল করার জন্য আবেদন করতে পারবে।

(২) যেখানে কোনো ব্যক্তি তার স্থাবর সম্পত্তির বিক্রয়কে বাতিল করার জন্য আবেদন বিধি-৯০-এর অধীনে করে, সেখানে যতক্ষণ সে তার আবেদন পত্র ফিরিয়ে না নিচ্ছে, সে এই বিধির অধীন আবেদন করার বা আবেদনের ব্যাপারে কোনো কার্যবাহ চালিয়ে যাবার অধিকারী হবে না।

(৩) এই বিধির কোনো কিছুই নির্ণীত-ঋণীকে এমন কোনো দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দেবে না, যার অধীনে সে যে খরচ বিক্রয়ের উদ্‌ঘোষণার অন্তর্গত হয় না সেই খরচ ও সুদের সাথে সম্পর্ক যুক্ত।

॥ বিধি ঃ ৯০ ॥ অনিয়মিততা ও প্রতারণার ভিত্তিতে বিক্রয় খারিজ করার জন্য আবেদন [Application to set aside sale on ground of irregularity or fraud]—(১) যেক্ষেত্রে কোনো ডিক্রির নির্বাহে (বা সম্পাদনে) কোনো স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয় করা হয়েছে, সেক্ষেত্রে ডিক্রিধারী বা ক্রেতা বা এমন কোনো অন্য ব্যক্তি যে পরিসম্পদের আনুপাতিক বণ্টনে অংশ পাওয়ার দাবিদার কিংবা যার স্বার্থ এই বিক্রয় দ্বারা প্রভাবিত হয়েছে, বিক্রয় তার প্রকাশনা বা পরিচালনায় হওয়া গুরুত্বপূর্ণ অনিয়মিততা বা প্রতারণার ভিত্তিতে বাতিল করার জন্য আদালতের কাছে আবেদন করতে পারবে।

(২) তার প্রকাশন বা পরিচালনায় হওয়া অনিয়মিততা বা প্রতারণার ভিত্তিতে কোনো বিক্রয় ততক্ষণ বাতিল করা যাবে না, যতক্ষণ প্রমাণিত তথ্যের প্রেক্ষিতে আদালতের মীমাংসা না হয় যে, এমন অনিয়মিততা বা প্রতারণার কারণে আবেদনকারীর বাস্তবিক (অথবা মোটারকম) ক্ষতি হয়েছে।

(৩) এই বিধির অধীন বিক্রয় বাতিল করার জন্য কোনো আবেদন এমন কোনো হেতুতে গ্রহণ করা যাবে না যা আবেদক, সেই তারিখে বা তার আগে হেতু মনে করতে পারত, যে তারিখে বিক্রয়ের উদ্‌ঘোষণা ঠিক করা হয়েছিল।

স্পষ্টীকরণ—বিক্রিত সম্পত্তির ক্রোক না হওয়া বা ক্রোকের ত্রুটি আপনা-আপনি (বা নিজেই) এই বিধির অধীন কোনো বিক্রয়কে বাতিল করার জন্য হেতু হবে না।

॥ বিধি ঃ ৯১ ॥ নির্ণীত-ঋণীর কোনো বিক্রয়যোগ্য স্বার্থ ছিল না এই ভিত্তিতে (বা কারণে) বিক্রয় খারিজ করার জন্য ক্রেতা দ্বারা আবেদন [Application by purchaser to set-aside sale on ground of judgment-debtor having no saleable interest]—ডিক্রির নির্বাহে এমন যে কোনো বিক্রয়ের ক্রেতা, বিক্রয় খারিজ করার জন্য আবেদন আদালতের কাছে করতে পারবে এই ভিত্তিতে যে, বিক্রয় করা সম্পত্তিতে নির্ণীত-ঋণীর কোনো বিক্রয়-সংক্রান্ত স্বার্থ ছিল না।

॥ বিধি ঃ ৯২ ॥ বিক্রয় কখন চূড়ান্ত হবে অথবা খারিজ করা হবে [Sale when to become absolute or be set aside]—(১) যেক্ষেত্রে বিধি-৮৯, বিধি-৯০ বা বিধি-

৯১-এর অধীন কোনো আবেদন করা হয় নি অথবা যেখানে এমন আবেদন করা হয়েছে এবং অগ্রাহ্য (অর্থাৎ অনুমোদন হয়নি) করা হয়েছে, সেক্ষেত্রে আদালত বিক্রয় সুদৃঢ়কারী আদেশ দেবে এবং তখন বিক্রয় সুনিশ্চিত (বা সুদৃঢ়) হয়ে যাবে ঃ

প্রকাশ থাকে যে, যেখানে সম্পত্তির, এমন সম্পত্তির কোনো দাবির চূড়ান্ত নিষ্পত্তি হওয়া পর্যন্ত বা তার ক্রোকের জন্য আপত্তি স্থগিত থাকা পর্যন্ত ডিক্রির নির্বাহে বিক্রয় করা হয়েছে, সেখানে আদালত এমন বিক্রয়কে ঐ দাবি বা আপত্তির চূড়ান্ত নিষ্পত্তি পর্যন্ত সুদৃঢ় করবে না।

(২) যেখানে এমন আদেশ করা হয়েছে এবং অনুমোদিত করা হয়েছে এবং যেখানে বিধি-৮৯-র অধীন আবেদনের ক্ষেত্রে ঐ বিধি দ্বারা অভিপ্রেত জমা, বিক্রয়ের তারিখ থেকে ত্রিশ দিনের মধ্যে করে দেওয়া হয়েছে অথবা সেই ক্ষেত্রে যাতে বিধি-৮৯-এর অধীন জমাকৃত টাকা, জমা কর্তার তরফে হওয়া কোনো করণিককৃত বা গাণিতিক ভুলের জন্য কম বলে মনে হচ্ছে এবং ঐ কম্‌তি আদালত দ্বারা ধার্য করা সময়সীমার মধ্যে পূরণ করে দেওয়া হয়েছে সেখানে আদালত বিক্রয় খারিজকারী আদেশ দেবে ঃ

প্রকাশ থাকে যে, যতক্ষণ আবেদনের বিজ্ঞপ্তি তার দ্বারা প্রভাবিত সমস্ত ব্যক্তিকে না দেওয়া হয়, ততক্ষণ এমন কোনো আদেশ করা যাবে না।

(৩) এই বিধির অধীন প্রদত্ত আদেশ খারিজ করার জন্য কোনো মকদ্দমা এমন ব্যক্তি দ্বারা দায়ের করা যাবে না, যার বিরুদ্ধে এমন আদেশ প্রদত্ত হয়েছে।

(৪) যেখানে কোনো অন্য পক্ষ নিলাম-ক্রেতার বিরুদ্ধে মকদ্দমা দায়ের করে নির্ণীত-ঋণীর অধিকারকে চ্যালেঞ্জ করে সেখানে ডিক্রিধারী ও নির্ণীত-ঋণী মকদ্দমার প্রয়োজনীয় পক্ষ হবে।

(৫) যদি উপবিধি (৪)-এ নির্দিষ্ট মকদ্দমার ডিক্রি দিয়ে দেওয়া হয় তাহলে আদালত ডিক্রিধারীকে নির্দেশ দেবে যে সে নিলাম ক্রেতাকে টাকা ফেরত দিয়ে দেয় এবং যেখানে এমন আদেশ সম্পাদিত হয় সেখানে নির্বাহর কার্যবাহ, যাতে বিক্রয় করা হয়েছিল, সেইক্ষেত্র ব্যতিরেকে, সেক্ষেত্রে আদালত ভিন্ন নির্দেশ দেয়, সেই পর্যায়ে আবার তোলা যাবে, যার ওপর বিক্রয়ের আদেশ দেওয়া হয়েছিল।

॥ বিধি ঃ ৯৩ ॥ কিছু ক্ষেত্রে ক্রয়মূল্য ফেরত [Return of purchase money in certain cases]—যেখানে স্থাবর সম্পত্তির বিক্রয় বিধি-৯২-এর অধীন খারিজ করে দেওয়া হয়, সেখানে ক্রেতা তার ক্রয়মূল্য সুদসহ অথবা সুদছাড়া; যেমন আদালত নির্দিষ্ট করবে, ফেরত পাওয়ার আদেশ ঐ ব্যক্তির বিরুদ্ধে পাওয়ার অধিকারী হবে যাকে ক্রয়মূল্য দিয়ে দেওয়া হয়েছিল।

॥ বিধি ঃ ৯৪ ॥ ক্রেতার প্রমাণপত্র [Certificate to purchaser]—যেখানে স্থাবর সম্পত্তির বিক্রয় চূড়ান্ত হয়ে গেছে, সেখানে আদালত বিক্রীত সম্পত্তিকে এবং বিক্রয়ের সময় যে ব্যক্তিকে ক্রেতা ঘোষিত করা হয়েছে তার নাম নির্দিষ্টকারী প্রমাণপত্র দেবে আর প্রমাণ পত্রে সেই দিনের তারিখ থাকবে যে দিন বিক্রয় চূড়ান্ত হয়েছিল।

॥ বিধি ঃ ৯৫ ॥ নির্ণীত-ঋণীর ভোগ দখলে থাকা সম্পত্তির অর্পণ [Delivery of property in occupancy of Judgment-debtor]—যেখানে বিক্রীত স্থাবর সম্পত্তি নির্ণীত-ঋণীর বা তার পক্ষে অন্য কোনো ব্যক্তির বা এমন স্বত্বের অধীন যা

নির্ণীত-ঋণীর এমন সম্পত্তির ক্রোক হওয়ার পর উদ্ভূত (সৃষ্ট) হয়েছে, দাবিকারী কোনো ব্যক্তির ভোগ-দখলে আছে এবং তার ব্যাপারে প্রমাণপত্র (Certificate) বিধি-৯৪-র অধীন প্রদত্ত হয়েছে, সেখানে আদালত ক্রেতার আবেদন ক্রমে আদেশ দেবে যে ঐ সম্পত্তির ওপর এমন ক্রেতার বা এমন কোনো ব্যক্তির, যাকে ক্রেতা তার তরফে (বা পক্ষে) অর্পণ পাওয়ার জন্য নিযুক্ত করে, দখল করিয়ে এবং যদি আবশ্যক হয় তাহলে ঐ ব্যক্তিকে সরিয়ে যে ঐ সম্পত্তি খালি করতে অস্বীকার করে, প্রদান করা হোক।

॥ বিধি ঃ ৯৬ ॥ দখলদারের ভোগ-দখলে থাকা সম্পত্তি অর্পণ [Delivery of property in occupancy of tenant]—যেখানে বিক্রীত সম্পত্তি দখলদারের বা তার ওপর দখল রাখার অধিকারী অন্য ব্যক্তির ভোগ দখলে আছে, আর তার সম্পর্কে প্রমাণ পত্র বিধি-৯৪-এর অধীন প্রদত্ত হয়েছে সেখানে আদালত ক্রেতার আবেদন ক্রমে বিক্রয়ের প্রমাণ পত্রের একটি প্রতিলিপি সম্পত্তির কোনো সহজ দৃষ্ট জায়গায় লাগিয়ে এবং কোনো সুবিধাজনক জায়গায় ঢোল পিটিয়ে অথবা অন্য কোনো প্রচলিত বা পদ্ধতিতে এই ব্যাপারটা ভোগ-দখলকারীকে উদ্‌ঘোষিত করে যে নির্ণীত-ঋণীর স্বার্থ ক্রেতাকে হস্তান্তরিত করা হয়েছে, অর্পণ করার আদেশ দেবে।

ডিক্রিধারী বা ক্রেতাকে দখল অর্পণে বাধা দান
(Resistance to Delivery of Possession to Decree-holder or Purchaser)

॥ বিধি ঃ ৯৭ ॥ স্থাবর সম্পত্তির ওপর দখল করার ব্যাপারে প্রতিরোধ বা বাধা দান [Resistance or obstruction to possession of immovable property]—(১) যেখানে স্থাবর সম্পত্তি দখলের ডিক্রি ধারকের বা ডিক্রি নির্বাহে বিক্রয় করা কোনো সম্পত্তির ক্রেতার এমন সম্পত্তির ওপর দখল গ্রহণ কোনো ব্যক্তি দ্বারা প্রতিরোধ করা হয়, কিংবা তাতে বাধা দেওয়া হয় সেখানে সে এমন প্রতিরোধ বা বাধার অভিযোগ করে আদালতে আবেদন করতে পারবে।

(২) যেখানে কোনো আবেদন উপবিধি (১)-এর অধীন করা হয় সেখানে আদালত ঐ আবেদনের ওপর বিচার এতে অন্তর্ভুক্ত বিধানসমূহ অনুসারে করার জন্য অগ্রসর হবে।

॥ বিধি ঃ ৯৮ ॥ বিচারপূর্বক রায় দানের পর আদেশ [Orders after adjudication]—বিধি-১০১-এ নির্দিষ্ট প্রশ্নের মীমাংসার পর, আদালত এমন মীমাংসার অনুসরণে এবং উপবিধি (২)-এর বিধান সাপেক্ষে—

(ক) আবেদন মঞ্জুর করে এবং আবেদনকারীকে সম্পত্তির দখল দেবার নির্দেশ দিয়ে কিংবা আবেদন খারিজ করে আদেশ দেবে; বা

(খ) এমন অন্য আদেশ প্রদান করবে যা ঐ মকদ্দমার পরিস্থিতি মোতাবেক যথোচিত হয়।

(২) যেখানে এমন সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে আদালতের মীমাংসা হয়ে যায় যে, নির্ণীত-ঋণী তার প্ররোচনায় কোনো ব্যক্তি দ্বারা অথবা তার তরফে বা কোনো হস্তান্তরণ দ্বারা সেই ক্ষেত্রে যেখানে এমন হস্তান্তর মকদ্দমা বা নির্বাহের কার্যবাহ স্থগিত থাকা কালে করা হয়েছিল, প্রতিরোধ করা হয়েছিল বা বাধা দেওয়া হয়েছিল,

সেখানে আদালত নির্দেশ দেবে যে আবেদনকারীকে সম্পত্তির দখল দেওয়া হোক এবং যেখানে এর ওপরেও দখল পেতে আবেদনকারীকে প্রতিরোধ করা হয় বা তাকে বাধা দেওয়া হয় সেখানে আদালত নির্ণীত-ঋণীকে বা তার প্ররোচনাতে বা তার তরফে কার্য সম্পাদনকারী ব্যক্তিকে এমন সময়সীমার জন্য, যা ত্রিশ দিন পর্যন্ত হতে পারে; দেওয়ানী কারাগারে আটক রাখার আদেশও আবেদনকারীর অনুরোধে দিতে পারবে।

॥ বিধি ঃ ৯৯ ॥ ডিক্রিধারী বা ক্রেতার দ্বারা বেদখল করা [Dispossession by decree-holder or purchaser]—(১) যেখানে নির্ণীত-ঋণী ভিন্ন কোনো ব্যক্তি স্থাবর সম্পত্তির ওপর দখলের ডিক্রির ধারক দ্বারা বা যেখানে এমন সম্পত্তির ডিক্রির নির্বাহে বিক্রয় করা হয়েছে সেখানে, তার ক্রেতা দ্বারা এমন সম্পত্তি থেকে বেদখল করে দেওয়া হয়েছে সেখানে সে এমন বেদখল করার প্রতিবাদ করে আদালতের কাছে আবেদন করতে পারবে।

(২) যেখানে এমন কোনো আবেদন করা হয় সেখানে আদালত ঐ আবেদনক্রমে বিচার এতে অন্তর্ভুক্ত বিধানসমূহ অনুসারে করার জন্য অগ্রসর হবে।

॥ বিধি ঃ ১০০ ॥ বেদখলের অভিযোগ সমন্বিত আবেদনক্রমে আদেশ প্রদত্ত হবে [Order to be passed upon application complaining dispossession]—বিধি-১০১-এ নির্দিষ্ট প্রশ্নগুলো মীমাংসা করে, আদালত এমন মীমাংসা অনুসারে—

(ক) আবেদন মঞ্জুর করে এবং এমন নির্দেশ দেয় যে, আবেদনকারীকে দখল দেওয়া হোক অথবা আবেদন খারিজ করে, আদেশ দেবে; বা

(খ) এমন অন্য আদেশ প্রদান করবে যা আদালত মকদ্দমার পরিস্থিতি মোতাবেক যথোচিত মনে করে।

॥ বিধি ঃ ১০১ ॥ যে প্রশ্নের মীমাংসা (বা নির্ধারণ) করতে হবে [Question to be determined]—বিধি-৯৭ বা বিধি-৯৯-এর অধীন কোনো আবেদন ক্রমে কোনো কার্যবাহর পক্ষদের মধ্যে অথবা তাদের প্রতিনিধিদের মধ্যে উদ্ভূত বা আবেদনের ন্যায়বিচারে সুসঙ্গত সমস্ত প্রশ্ন (যেগুলোর মধ্যে সম্পত্তিতে অধিকার, স্বত্ব বা স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট প্রশ্নও আছে), আবেদন সম্পর্কে কার্যবাহ সম্পাদনকারী আদালত দ্বারা (নির্ধারিত করা হবে), পৃথক মকদ্দমা দ্বারা নয় এবং সেই প্রয়োজন হেতু আদালত, সমকালে বলবৎ কোনো অন্য আইনে প্রতিকূল ব্যাপার যাই থাকুক না কেন, এমন প্রশ্নগুলোর মীমাংসা করার ক্ষেত্রাধিকারী মনে করা হবে (অর্থাৎ মীমাংসা করার তার ক্ষেত্রাধিকার আছে বলে মনে করা হবে)।

॥ বিধি ঃ ১০২ ॥ মামলা চলা কালে হস্তান্তর গ্রহীতার ক্ষেত্রে এই নিয়মাবলী প্রযোজ্য হবে না [Rules not applicable to transferee *pendente lite*]—বিধি-৯৮ ও বিধি-১০০-র কোনো কিছু স্থাবর সম্পত্তির দখলের ডিক্রির নির্বাহে ঐ ব্যক্তির দ্বারা কৃত প্রতিরোধ বা প্রদত্ত বাধার ক্ষেত্রে অথবা কোনো ব্যক্তির বেদখল করার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে না যা নির্ণীত-ঋণী ঐ সম্পত্তি, যাতে ডিক্রি প্রদান করা হয়েছিল, সেই মকদ্দমা দায়ের করার পর হস্তান্তর করেছে।

স্পষ্টীকরণ—এই বিধিতে, 'হস্তান্তর'-এর মধ্যে আইনের ক্রিয়াপ্রণালীর (সক্রিয়তার) দ্বারা হস্তান্তরও আছে।

॥ বিধি ঃ ১০৩ ॥ আদেশাবলীকে ডিক্রি মনে করতে হবে [Orders to be treated as decrees]—যেক্ষেত্রে কোনো আবেদন ক্রমে ন্যায়বিচার বিধি-৯৮ বা

বিধি-১০০-র অধীন করা হয়েছে, সেখানে তার ওপর কৃত আদেশের তেমনই ক্ষমতা হবে এবং ঐ আপিল বা অন্য কিছুর ব্যাপারে তেমনই শর্তাধীন হবে যেমন ডিক্রির ক্ষেত্রে ক্ষমতা ও শর্তাধীন থাকত।

॥ বিধি : ১০৪ ॥ বিধি-১০১ বা বিধি-১০৩-এর অধীন আদেশ বিলম্বিত মামলার পরিণামের অধীন হবে [Order under rule 101 or rule 103 to be subject to the result or pending suit]—বিধি-১০১ বা বিধি-১০৩-এর অধীন প্রদত্ত প্রত্যেক আদেশ, ঐ কার্যবাহর, যাতে এমন আদেশ দেওয়া হয়, শুরুর তারিখকে বিলম্বিত করে এমন কোনো মামলার পরিণামের অধীন সেইক্ষেত্রে হবে, যাতে ঐ মকদ্দমার বিধি-১০১ বা বিধি-১০৩-এর অধীন আদেশ প্রদত্ত হয় যার বিরুদ্ধে সেইপক্ষ দ্বারা এমন অধিকার প্রতিষ্ঠিত করতে চাওয়া হয়েছে, যার সে ঐ সম্পত্তির বর্তমান দখলের ওপর দাবি করে।

॥ বিধি : ১০৫ ॥ আবেদনের শুনানি [Hearing of application]—(১) যে আদালতের সামনে এই আদেশের পূর্ববর্তী বিধিসমূহের কোনো বিধির অধীন কোনো আবেদন বিচারাধীন আছে, সেই আদালত শুনানির জন্য দিন ধার্য করতে পারবে।

(২) যেক্ষেত্রে ধার্যকৃত দিন বা কোনো অন্য দিন, যে দিন পর্যন্ত শুনানি স্থগিত রাখা হয়, মকদ্দমার শুনানির জন্য ডাক পড়ার পর আবেদনকারী হাজির না হয় সেখানে আদালত আবেদন খারিজ করার আদেশ দিতে পারবে।

(৩) যেক্ষেত্রে আবেদনকারী হাজির হয় এবং বিরোধী পক্ষ, যাকে আদালত কর্তৃক বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হয়েছে, হাজির না হয় সেক্ষেত্রে আদালত এক তরফাভাবে ঐ আবেদন শুনতে পারবে এবং যেমন সঙ্গত মনে করে তেমন আদেশ দিতে পারবে।

স্পষ্টীকরণ—উপবিধি (১)-এ নির্দিষ্ট আবেদনের অন্তর্গত বিধি-৫৮-র অধীন কৃত দাবি বা আপত্তিও আছে।

॥ বিধি : ১০৬ ॥ একতরফা ভাবে সম্পাদিত আদেশাবলী ইত্যাদি খারিজ করা [Setting aside orders passed ex-parte, etc.]—(১) আবেদনকারী যার বিরুদ্ধে বিধি-১০৫-এর উপবিধি (২)-এর অধীন কোনো আদেশ প্রদত্ত হয়, অথবা বিরোধী পক্ষকার যার বিরুদ্ধে ঐ বিধির উপবিধি (৩)-এর অধীন বা বিধি-২৩-এর উপবিধি (১)-এর অধীন কোনো এক তরফা আদেশ প্রদান করা হয়, ঐ আদেশ বাতিল করার জন্য আদালতের কাছে আবেদন করতে পারবে এবং যদি সে আদালতের তুষ্টি সাধন করতে পারে যে, আবেদনের শুনানির জন্য ডাক পড়ার পর তার হাজির না হওয়ার যথেষ্ট কারণ ছিল তাহলে আদালত খরচ বা অন্য ব্যাপারে যেমন সঙ্গত মনে করে তেমন শর্ত আরোপ করে আদেশ বাতিল করবে এবং ঐ আবেদন পরবর্তী কোনো সময়ে শোনার জন্য দিন ধার্য করবে।

(২) উপবিধি (১)-এর অধীন আবেদন ক্রমে কোনো আদেশ ততক্ষণ দেওয়া যাবে না, যতক্ষণ ঐ আবেদনের বিজ্ঞপ্তির জারি অপর পক্ষর ওপর না করা হবে।

(৩) উপবিধি (১)-এর অধীন আবেদন আদেশের তারিখ থেকে ত্রিশ দিনের মধ্যে করা যাবে অথবা সেখানে এক তরফা আদেশের ক্ষেত্রে বিজ্ঞপ্তি যথাযথ ভাবে জারি করা হয় নি, সেখানে সেই তারিখ থেকে—যে তারিখে আবেদনকারী আদেশের কথা জানতে পেরেছে, ত্রিশ দিনের মধ্যে করা যাবে।

আদেশ—২২

[ORDER : 22]

পক্ষধারীদের মৃত্যু, বিবাহ এবং দেউলিয়াপনা (শোধাক্ষমতা)

(Death, Marriage and Insolvency of Parties)

(বিধি ১ থেকে বিধি ১২)

॥ বিধি : ১ ॥ যদি মামলা করার অধিকার অবশিষ্ট থাকে তাহলে পক্ষর মৃত্যুতে তা বাতিল হবে না [No abatement by party's death if right to sue survives]—যদি মকদ্দমা দায়ের করার অধিকার অবশিষ্ট থাকে তাহলে বাদী বা প্রতিবাদীর মৃত্যুর মকদ্দমা বাতিল পড়বে না।

॥ বিধি : ২ ॥ যেখানে কিছু বাদী বা বিবাদীর মধ্যে কোনো একজনের মৃত্যু হয়ে যায় সেখানে প্রক্রিয়া [Procedure where one of several plaintiffs or defendants dies and right to sue survives]—যেখানে একাধিক বাদী বা বিবাদী থাকে এবং তাদের মধ্যে কোনো একজনের মৃত্যু হয়ে যায় এবং যেখানে মকদ্দমা দায়ের করার অধিকার একমাত্র জীবিত বাদী বা বাদীদের অথবা একমাত্র জীবিত বিবাদী বা বিবাদীদের বিরুদ্ধে বিদ্যমান থাকে (বা অবশিষ্ট থাকে) সেখানে আদালত নথিতে সেই তথ্য লিপিবদ্ধ করাবে এবং মকদ্দমাটি জীবিত বাদী বা বাদীদের অনুরোধে অথবা জীবিত বিবাদী বা বিবাদীদের বিরুদ্ধে অগ্রসর হবে (অর্থাৎ চলতে থাকবে)।

॥ বিধি : ৩ ॥ কিছু বাদীর মধ্যে একজনের বা একমাত্র বাদীর মৃত্যুর ক্ষেত্রে প্রক্রিয়া [Procedure in case of death of one of several plaintiffs or of sole plaintiff]—(১) যেখানে দুই বা ততোধিক বাদীদের মধ্যে একজনের মৃত্যু হয়ে যায় এবং মকদ্দমা করার অধিকার একমাত্র জীবিত বাদীদের বিদ্যমান থাকে অথবা একজন মাত্র বাদী বা একজন মাত্র জীবিত বাদীর মৃত্যু হয়ে যায় এবং মকদ্দমা করার অধিকার বিদ্যমান থাকে, সেখানে এই নিমিত্ত আবেদন করলে আদালত মৃতবাদীর বৈধ প্রতিনিধিকে পক্ষ করবে এবং মকদ্দমা চালিয়ে যাবে।

(২) যেখানে আইন দ্বারা নির্দিষ্ট (বা সীমিত) সময়ের মধ্যে কোনো আবেদন উপবিধি (১)-এর অধীন করা না হয় সেখানে মকদ্দমাটি সেই পর্যন্ত বাতিল হয়ে যাবে যে পর্যন্ত মৃত বাদীর সাথে সম্পর্ক (অর্থাৎ যে পর্যন্ত মৃত ব্যক্তি সংশ্লিষ্ট হয়ে রয়েছে) এবং প্রতিবাদীর আবেদন ক্রমে আদালত সেই সব খরচ-খরচা তার তরফে বিনিময় করতে পারবে যা মকদ্দমার প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার জন্য (বা প্রতিরক্ষণের জন্য) তার খরচ হয়েছে, আর তা মৃত বাদীর ভূ-সম্পত্তি থেকে আদায় করা হবে।

॥ বিধি : ৪ ॥ কিছু বিবাদীর মধ্যে একজনের বা একমাত্র বিবাদীর মৃত্যুর ক্ষেত্রে প্রক্রিয়া [Procedure in case death of one of several defendants or of sole defendant]—যেখানে দুই বা ততোধিক বিবাদীর মধ্যে একজনের মৃত্যু হয়ে যায় এবং মকদ্দমা করার অধিকার একমাত্র জীবিত বিবাদীর বা একমাত্র জীবিত

বিবাদীদের বিরুদ্ধে বিদ্যমান থাকে না অথবা একজন মাত্র বিবাদী বা একজন মাত্র জীবিত বিবাদীর মৃত্যু হয়ে যায় এবং মকদ্দমা করার অধিকার বিদ্যমান (অবশিষ্ট) থাকে সেখানে এই নিমিত্ত কৃত আবেদন ক্রমে আদালত মৃত বিবাদীর বৈধ প্রতিনিধিকে পক্ষ করবে এবং মকদ্দমা চালিয়ে যাবে।

(২) এইভাবে পক্ষ করা যে কোনো ব্যক্তি, মৃত বিবাদীর বৈধ প্রতিনিধি হিসেবে তার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য মোতাবেক যথোচিত প্রতিরক্ষণ (আত্মপক্ষ সমর্থন) করতে পারবে।

(৩) যেখানে আইন দ্বারা নির্দিষ্ট (সীমিত) সময়ের মধ্যে কোনো আবেদন উপবিধি (১)-এর অধীন করা হয় না সেখানে মকদ্দমাটি যে পর্যন্ত মৃত বিবাদীর বিরুদ্ধে, বাতিল হয়ে যাবে।

(৪) যখনই আদালত সঙ্গত মনে করবে, বাদীকে কোনো এমন প্রতিবাদীর যে লিখিত বিবৃতি দাখিল করতে ব্যর্থ হয় অথবা যা দাখিল করা হলে, শুনানির সময় হাজির হওয়াতে এবং প্রতিদ্বন্দ্বিতা করাতে ব্যর্থ হয়, বৈধ প্রতিনিধিকে প্রতিস্থাপিত করার প্রয়োজনীয়তা থেকে অব্যাহতি দিতে পারবে এবং এমন মকদ্দমায় রায় উক্ত প্রতিবাদীর বিরুদ্ধে ঐ প্রতিবাদীর মৃত্যু হলেও ঘোষণা করা যাবে এবং তার একই ক্ষমতা ও ফল থাকবে যেন তা মৃত্যু হওয়ার আগেই ঘোষিত হয়েছে।

(৫) যেখানে—

(ক) বাদী, প্রতিবাদীর মৃত্যুর ব্যাপারে অবহিত ছিল না এবং সেই কারণে সে বিধির অধীন প্রতিবাদীর বৈধ প্রতিনিধির প্রতিস্থাপিত করার জন্য আবেদন, তামাদি আইন, ১৯৬৩ (১৯৬৩-র ৩৬)-এ এই নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে না করতে পেরে থাকে এবং যার ফলস্বরূপ মকদ্দমাটি বাতিল হয়ে গেছে; এবং

(খ) বাদী, তামাদি আইন, ১৯৬৩(১৯৬৩-র ৩৬)-এ এই নিমিত্ত নির্দিষ্ট সময়ের অবসানের পর ঐ বাতিলকরণ রদ করার জন্য আবেদন করে এবং ঐ আইনের ধারা-৫-এর অধীন ঐ আবেদনকে এই কারণে গ্রহণ করার জন্যও আবেদন করে যে, এমন অজ্ঞানতার কারণে উক্ত আইনে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে তার আবেদন না করার জন্য তার কাছে যথেষ্ট কারণ ছিল—

সেখানে আদালত, উক্ত ধারা-৫-এর অধীন আবেদনক্রমে বিচার করার সময় এমন অজ্ঞানতার তথ্যের ওপর, যদি প্রমাণিত হয়ে যায়, তাহলে যথাযথ বিবেচনা করবে।

॥ বিধি : ৪-ক ॥ বৈধ প্রতিনিধি না থাকা অবস্থায় প্রক্রিয়া [Procedure where there is no legal representative]—(১) যদি কোনো মকদ্দমায় আদালতের প্রতীয়মান হয় যে, মকদ্দমা ঝুলে থাকার সময় (অর্থাৎ বিচারাধীন থাকা কালে) মৃত্যু হয়েছে এমন পক্ষর কোনো বৈধ প্রতিনিধি নেই তাহলে আদালত মকদ্দমার কোনো পক্ষর আবেদনক্রমে, মৃত ব্যক্তির ভূ-সম্পত্তির প্রতিনিধিত্বকারী ব্যক্তির অনুপস্থিতিতে কার্যবাহ করতে পারবে অথবা আদেশ দ্বারা মহাপ্রশাসক বা আদালতের কোনো আধিকারিক বা কোনো এমন অন্য ব্যক্তিকে, যাকে আদালত মৃত ব্যক্তির ভূ-সম্পত্তির প্রতিনিধিত্ব করার জন্য উপযুক্ত মনে করে, মকদ্দমার প্রয়োজন হেতু নিযুক্ত করতে পারবে এবং মকদ্দমায় তারপরে প্রদত্ত কোনো রায় বা প্রদত্ত কোনো আদেশ মৃত ব্যক্তির ভূ-সম্পত্তিকে সেই সীমা পর্যন্ত আবদ্ধ করবে যতটা সে আবদ্ধ হতো যদি উক্ত মকদ্দমায় মৃত ব্যক্তির ব্যক্তিগত প্রতিনিধি পক্ষ থাকতো।

(২) আদালত এই বিধি অনুসারে আদেশ দেওয়ার আগে—

(ক) অভিপ্রায় করতে পারবে যে, মৃত ব্যক্তির ভূ-সম্পত্তিতে স্বার্থ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের (যদি কেউ থাকে) যাদের আদালত উপযুক্ত মনে করবে, আদেশের জন্য আবেদনের বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হোক; এবং

(খ) এমন নির্ধারণ করবে যে, যে ব্যক্তিকে মৃত ব্যক্তির ভূ-সম্পত্তির প্রতিনিধিত্ব করার জন্য নিযুক্তি হেতু প্রস্তাব করা হয়েছে, এভাবে নিযুক্ত করার জন্য রাজি আছে এবং মৃত ব্যক্তির স্বার্থবিরোধী কোনো স্বার্থ নাই।

॥ বিধি ঃ ৫ ॥ বৈধ প্রতিনিধির ব্যাপারে প্রশ্নের নিষ্পত্তি [Determination of question as to legal representative]—যেখানে কোনো ব্যক্তি মৃত বাদী বা মৃত প্রতিবাদীর (বিবাদীর) প্রতিনিধি বৈধ কিনা সে সম্পর্কে কোনো প্রশ্ন ওঠে সেখানে এমন প্রশ্নের মীমাংসা করা হবে আদালত দ্বারা ঃ

প্রকাশ থাকে যে, যেখানে এমন প্রশ্ন আপিল আদালতের সামনে উত্থিত হয়, সেখানে ঐ প্রশ্নের মীমাংসা করার আগে আদালত কোনো অধীনস্থ আদালতকে এই মর্মে নির্দেশ দেবে যে, সেই প্রশ্নের বিচার করে এবং এমন বিচারকালে নথিতে কোনো সাক্ষ্য অন্তর্ভুক্ত করা হয়ে থাকলে (যদি থাকে) তাহলে তার অভিমত ও তার কারণ সহ ঐ নথি ফেরত দেবে এবং আপিল আদালত ঐ প্রশ্নের মীমাংসা করা কালে বিবেচনা করবে।

॥ বিধি ঃ ৬ ॥ শুনানির পর মৃত্যুর কারণে (মামলা) বাতিল হবে না [No abatement by reason of death after hearing]—পূর্ববর্তী বিধিসমূহে যাই থাকুক না কেন, মকদ্দমার কারণ অবশিষ্ট থাকুক বা না থাকুক, শুনানির সম্মতি এবং রায় ঘোষণার মধ্যবর্তী সময়ে যে কোনো পক্ষর মৃত্যুর কারণে কোনো মামলা বাতিল হবে না, তবে এমন ক্ষেত্রে মৃত্যু হলেও, রায় ঘোষণা করা যাবে এবং তার সেই একই রকম ক্ষমতা ও কার্যকারিতা থাকবে যেন তা মৃত্যু হওয়ার আগেই ঘোষিত হয়েছে।

॥ বিধি ঃ ৭ ॥ মহিলা পক্ষর বিবাহের কারণে মামলা বাতিল হবে না [Suit not abated by marriage of female party]—(১) মহিলা বাদী বা মহিলা প্রতিবাদীর বিবাহে মামলা খারিজ (বা বাতিল) হবে না, এমন ক্ষেত্রেও রায় ঘোষণা পর্যন্ত মামলাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া যাবে এবং যেখানে মহিলা প্রতিবাদীর বিরুদ্ধে ডিক্রি দেওয়া হয়েছে, সেখানে তা কেবল তার বিরুদ্ধে এককভাবে নির্বাহ করা যাবে।

(২) যেখানে স্বামী তার স্ত্রীর ঋণের জন্য আইনতঃ দায়ী, সেখানে ডিক্রি আদালতের অনুমতিক্রমে স্বামীর বিরুদ্ধেও নির্বাহ করা যাবে এবং স্ত্রীর অনুকূলে রায় ঘোষিত হওয়ার ক্ষেত্রে ডিক্রির নির্বাহ যেক্ষেত্রে স্বামী ডিক্রির বিষয়-বস্তুর জন্য আইনতঃ অধিকারী সেক্ষেত্রে এমন অনুমতিক্রমে স্বামীর আবেদনের ওপর করা যাবে।

॥ বিধি ঃ ৮ ॥ বাদীর দেউলিয়া (শোধাক্ষমতা) যখন মামলা বিঘ্নিত করে [When plaintiffs insolvency bars suit]—(১) এমন কোনো মামলা যা স্বত্বনিয়োগী বা রিসিভার (assignee or receiver) বাদীর পাওনাদারের সুবিধার (বা উপকারের) জন্য, চালাতে পারে, মামলাটি বাদীর দেউলিয়ার জন্য সেই ক্ষেত্র ছাড়া বাতিল হবে না, যেক্ষেত্রে এমন স্বত্বনিয়োগী বা রিসিভার এমন মামলা চালিয়ে যেতে

রাজি না হয় বা [যতক্ষণ আদালত কোনো বিশেষ কারণে ভিন্নরূপ নির্দেশ না দেয়] ঐ মামলার খরচ-খরচার জন্য প্রতিভূতি (জামানত) আদালত নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে জমা দিতে অস্বীকার করে।

(২) **যখন অধিকার প্রাপ্ত প্রতিনিধি (assignee) (স্বত্ব নিয়োগী) মামলা চালু রাখতে অথবা প্রতিভূতি জমা দিতে অসফল হয়, তখন প্রক্রিয়া [Procedure where assignee fails to continue suit or give security]**—যেখানে অধিকার প্রাপ্ত প্রতিনিধি (বা স্বত্বনিয়োগী) বা রিসিভার মকদ্দমার চালিয়ে যেতে এবং আদিষ্ট সময়ের মধ্যে এমন প্রতিভূতি জমা দিতে অবহেলা করে বা অস্বীকার করে সেখানে বিবাদী মকদ্দমাটি বাদীর দেউলিয়ার (বা শোধাক্ষমতার) কারণে খারিজ করার জন্য আবেদন করতে পারবে এবং আদালত মকদ্দমাটিকে খারিজকারী ও বিবাদীকে সেইসব খরচ-খরচা যেগুলো সে তার প্রতিরক্ষণ করাতে খরচ করেছে তা বিনির্ণয়কারী আদেশ দিতে পারবে এবং সেই খরচ ঋণ হিসেবে বাদীর ভূ-সম্পত্তির বিরুদ্ধে প্রমাণিত করা যাবে।

॥ বিধি ঃ ৯ ॥ বাতিল বা খারিজ হওয়ার প্রভাব (ফলাফল) [Effect of abatement or dismissal]—(১) যেখানে মকদ্দমাটি এই আদেশের অধীনে বাতিল আদেশের অধীনে বাতিল হয়ে যায় অথবা তা খারিজ হয়ে যায়, সেখানে কোনো রকম নতুন মকদ্দমা, সেই একই বিবাদ-হেতুর ওপর দায়ের করা যাবে না।

(২) বাদী বা মৃত বাদীর বৈধ প্রতিনিধি হওয়ার দাবিদার ব্যক্তি বা দেউলিয়া বাদীর ক্ষেত্রে স্বত্বনিয়োগী (বা অধিকার প্রাপ্ত প্রতিনিধি) বা রিসিভার বাতিল বা খারিজকে রদ করার আদেশের জন্য আবেদন করতে পারবে এবং যদি এমনটা প্রমাণিত করে দেওয়া যায় যে, মকদ্দমা চালু থাকতে যথেষ্ট কারণে বাধাপ্রাপ্ত হয়েছিল তাহলে আদালত খরচের ব্যাপারে এমন শর্ত সাপেক্ষে বা অন্য কোনো ভাবে, যেমন আদালত সঙ্গত মনে করবে, বাতিল বা খারিজ রদ করে দেবে।

(৩) ইণ্ডিয়ান লিমিটেশন অ্যাক্ট, ১৮৭৭ (১৮৭৭-এর ১৫)-র ধারা-৫-এ বর্ণিত উপবিধি (২)-এর অধীন আবেদনে প্রযোজ্য হবে [বর্তমানে তামাদি আইন, ১৯৬৩-র ৩৬)-এর ধারা-৪ ও ধারা-৫ দেখতে হবে]।

স্পষ্টীকরণ—এই বিধির কোনো কিছুর এমন অর্থ করা যাবে না, যে তা কোনো পরবর্তী মকদ্দমায় এমন তথ্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত প্রতিরক্ষা বিঘ্নিত করে যা ঐ মকদ্দমায় বিবাদ হেতু হতো, যা এই আদেশের অধীন বাতিল হয়ে গেছে অথবা যা খারিজ হয়ে গেছে। অর্থাৎ এই আইনের কোনো কিছু কোনো বাতিল মামলা বা খারিজ মামলায় অথবা প্রতিরক্ষায় একই কার্যকারণের ওপর নতুন মামলা দায়ের করাতে বিঘ্নিত করবে না।

॥ বিধি ঃ ১০ ॥ মামলার চূড়ান্ত আদেশ হওয়ার আগে অধিকার নিয়োগের ক্ষেত্রে প্রক্রিয়া [Procedure in case of assignment before final order in suit]—(১) মামলা বিচারাধীন থাকার সময়ে (অর্থাৎ ঝুলে থাকার সময়) কোনো স্বার্থ সংশ্লিষ্ট অধিকার (বা স্বত্ব) নিয়োগ সৃষ্টি বা ক্ষমতা হস্তান্তরের অন্যান্য ক্ষেত্রে,

মকদ্দমা আদালতের অনুমতিতে সেই ব্যক্তি দ্বারা বা তার বিরুদ্ধে চালু রাখা যাবে, যে ব্যক্তির এমন স্বার্থ লাভ বা ক্ষমতা হস্তান্তরিত হয়েছে।

(২) কোনো ডিক্রির আপিল অমীমাংসিত থাকাকালীন ঐ ডিক্রির ক্রোকের ব্যাপারে মনে করা হবে তা এমন স্বার্থ যাতে ঐ ব্যক্তি এখন ক্রোক করিয়েছিল, উপবিধি (১)-এর সুবিধা পাওয়ার অধিকারী হয়ে গেছে।

॥ বিধি ঃ ১০-ক ॥ আদালতকে কোনো পক্ষের মৃত্যু জ্ঞাপন করার ক্ষেত্রে প্লিডারের কর্তব্য [Duty of pleader to communicate to Court death of a party]—মকদ্দমায় কোনো পক্ষর তরফে হাজির হওয়া প্লিডারকে যখনই জ্ঞাত হয় যে, ঐ পক্ষর মৃত্যু হয়ে গেছে, তাহলে সে আদালতকে এর এত্তেলা দেবে এবং তখন আদালত এমন মৃত্যুর বিজ্ঞপ্তি অন্য পক্ষকে দেবে এবং এই প্রয়োজন হেতু প্লিডার ও মৃতপক্ষর মধ্যে সংঘটিত চুক্তির অস্তিত্ব স্বীকার করা যাবে (অথবা চুক্তি বিদ্যমান আছে বলে ধরা হবে)।

॥ বিধি ঃ ১১ ॥ আপিলসমূহে আদেশের প্রয়োগ [Application of order to appeals]—(১) আপিলের ক্ষেত্রে এই আদেশ প্রযোজ্য করতে যত দূর সম্ভব বাদী শব্দটি বুঝাতে আপিলার্থী, প্রতিবাদী শব্দটি বুঝাতে উত্তরবাদী (বা প্রত্যর্থী) এবং মকদ্দমা শব্দটি বুঝতে আপিল মনে করা হবে।

॥ বিধি ঃ ১২ ॥ কার্যবাহসমূহের ক্ষেত্রে আদেশের প্রয়োগ [Application of order to proceedings]—বিধি-৩, বিধি-৪, বিধি-৮-এর কোনো কিছু কোনো ডিক্রি বা আদেশ নির্বাহের কার্যবাহসমূহের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে না।

আদেশ—২৩
[ORDER : 23]
মামলা প্রত্যাহার এবং সমন্বয় সাধন
(Withdrawal and Adjustment of Suits)
(বিধি ১ থেকে বিধি ৪)

॥ বিধি : ১ ॥ মামলা প্রত্যাহার অথবা দাবির অংশ পরিত্যাগ [Withdrawal of suit or abandonment of part of claim]—মামলা দায়ের করার পর যে কোনো সময় বাদী সমস্ত প্রতিবাদী বা তাদের কারো বিরুদ্ধে তার মকদ্দমা পরিত্যাগ অথবা তার দাবির অংশ পরিত্যাগ করতে পারবে :

প্রকাশ থাকে যে, যেখানে বাদী নাবালক বা এমন ব্যক্তি যার ওপর আদেশ-৩২-এর বিধি-১ থেকে বিধি-১৪ পর্যন্ত বিধানগুলো প্রযোজ্য হয়, সেখানে আদালতের অনুমতি ব্যতীত মকদ্দমার বা দাবির কোনো অংশ পরিত্যাগ করা যাবে না।

(২) উপবিধি-(১) এর 'ব্যতিক্রম' (অনুবিধি) অংশের অধীন অনুমতির জন্য আবেদনের সঙ্গে বাদ-মিত্রর শপথনামা দিতে হবে এবং যদি নাবালক বা তেমন অন্য কোনো ব্যক্তির প্রতিনিধিত্ব প্লিডার দিয়ে করা হয় তাহলে প্লিডারকে এই মর্মের প্রমাণপত্রও দিতে হবে যে প্রস্তাবিত পরিত্যাগ তার মতে নাবালক বা এমন অন্য ব্যক্তির হিতের (বা লাভের) জন্য করা হচ্ছে।

(৩) যেখানে আদালতে এমন মীমাংসা হয়ে যায় যে—

(ক) মকদ্দমা কোনো গাঠনিক ত্রুটির জন্য ব্যর্থ হয়ে যাবে; অথবা

(খ) মকদ্দমার বিষয়-বস্তু অথবা দাবির অংশের জন্য নতুন মকদ্দমা দায়ের করার নিমিত্ত বাদীকে অনুমতি দেওয়ার যথেষ্ট কারণ আছে;

সেখানে আদালত যেমন সঙ্গত মনে করে তেমন শর্তসাপেক্ষে বাদীকে এমন মকদ্দমার বিষয়-বস্তু বা দাবির এমন অংশের সম্পর্কে নতুন মকদ্দমা দায়ের করার স্বাধীনতা থাকা সাপেক্ষে এমন মকদ্দমা থেকে বা দাবির এমন অংশ থেকে নিজেকে প্রত্যাহার করার অনুমতি দিতে পারবে।

(৪) যেখানে বাদী—

(ক) উপবিধি (১)-এর অধীন কোনো মকদ্দমার বা কোনো দাবির অংশ পরিত্যাগ করে; অথবা

(খ) উপবিধি (৩)-এ নির্দিষ্ট অনুমতি ব্যতিরেকে মকদ্দমা থেকে বা দাবির অংশ থেকে প্রত্যাহার করে নেয়;

সেখানে সে এমন খরচের জন্য দায়ী হবে, যা আদালত নির্ধারণ (বিনির্ণয়) করবে এবং সে এমন বিষয়-বস্তু বা দাবির কোনো অংশের ব্যাপারে কোনো নতুন মকদ্দমা দায়ের করা থেকে নিবারিত হবে (অর্থাৎ নতুন মকদ্দমা দায়ের করতে দেওয়া হবে না)।

(৫) এই বিধির কোনো কিছুর ব্যাপারে এমন মনে করা যাবে না যে, তা আদালতকে অনেক বাদীর মধ্যে একজন বাদীকে উপবিধি (১)-এর অধীন মকদ্দমা বা দাবির কোনো অংশ পরিত্যাগ করতে বা কোনো মকদ্দমা বা দাবির অন্য বাদীদের অনুমতি ছাড়া উপবিধি (৩)-এর অধীন প্রত্যাহারের অনুমতি দেওয়ার জন্য প্রাধিকৃত করছে।

॥ বিধি ঃ ১-ক॥ বিবাদীদের বাদী হিসেবে পক্ষান্তরের জন্য অনুমতি কখন দেওয়া যেতে পারে [When transposition of defendants as plaintiff's may be permitted]—যেখানে বিধি-১-এর, অধীন বাদী দ্বারা মকদ্দমার প্রত্যাহার বা পরিত্যাগ করা হয় এবং প্রতিবাদী আদেশ-১-এর বিধি-১০ দ্বারা বাদী হিসেবে পক্ষান্তরের জন্য আবেদন করে, সেখানে আদালত, এমন আবেদনক্রমে বিচার করার সময় এই প্রশ্নের ওপর যথাযথ বিবেচনা করবে যে, আবেদনকারীর কোনো এমন গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন আছে কিনা, যা অন্য বিবাদীদের মধ্যে কোনো একজনের বিরুদ্ধে নিষ্পত্তি করতে হবে।

॥ বিধি ঃ ২ ॥ তামাদি আইনের ওপর প্রথম মামলার প্রভাব পড়ে না [Limitation law not affected by first suit]—পূর্ববর্তী শেষ বিধির অধীন প্রদত্ত অনুমতিক্রমে দায়ের করা যে কোনো নতুন মকদ্দমায় বাদী তামাদি আইন দ্বারা সেই একই পদ্ধতিতে আবদ্ধ হবে যেন প্রথম মকদ্দমাটি দায়ের করা হয়নি।

॥ বিধি ঃ ৩ ॥ মামলায় আপস মীমাংসা [Compromise of suit]—যেখানে আদালতকে সন্তোষজনক ভাবে প্রমাণ করে দেওয়া হয়েছে, মকদ্দমা পক্ষদের দ্বারা লিখিত ও স্বাক্ষরিত কোনো আইনসঙ্গত চুক্তি বা আপস মীমাংসার দ্বারা সম্পূর্ণভাবে বা আংশিকভাবে সমন্বয় সাধন করা হয়েছে অথবা যেখানে প্রতিবাদী (বিবাদী) মকদ্দমার পুরো বিষয়-বস্তুর বা তার কোনো অংশের সম্পর্কে বাদীকে তুষ্ট করে, সেখানে আদালত এমন চুক্তি, আপস-মীমাংসা বা তুষ্টি নথিভুক্তি করার আদেশ দেবে এবং যতদূর তা মকদ্দমার পক্ষদের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত, চুক্তি, আপস মীমাংসা বা তুষ্টির বিষয়-বস্তু সেই একই হোক বা না হোক, যা মকদ্দমার বিষয়-বস্তু, সে পর্যন্ত তদানুসার ডিক্রি প্রদান করবে ঃ

প্রকাশ থাকে যে, যেখানে কোনো পক্ষ দ্বারা অভিযোগ করা হয় এবং অপর পক্ষ দ্বারা তা অস্বীকার করা হয় যে, কোনো সমন্বয় সাধন হয়েছিল বা একটি সন্তোষজনক মীমাংসা হয়েছিল সেখানে আদালত ঐ প্রশ্নের নিষ্পত্তি করবে, কিন্তু এ প্রশ্নের নিষ্পত্তির প্রয়োজন হেতু কোনো স্থগিতের জন্য মঞ্জুর ততক্ষণ করা যাবে না, যতক্ষণ আদালত, এমন কারণে যা নথিতে লিপিবদ্ধ করা হবে, এমন স্থগিত (বা মুলতবি) মঞ্জুর করা সঙ্গত মনে না করবে।

স্পষ্টীকরণ—এমন কোনো চুক্তি বা আপস মীমাংসা যা ভারতীয় চুক্তি আইন ১৮৭২(১৮৭২-এর ৯)-এর অধীন বাতিল বা বাতিলযোগ্য, এই বিধির অর্থে আইনসঙ্গত মনে করা হবে না।

॥ বিধি ঃ ৩-ক ॥ মামলার বাধা বিঘ্ন [Bar to suit]—কোনো ডিক্রি বাতিল (বা রদ) করার জন্য কোনো মকদ্দমা, যে আপস মীমাংসার ওপর ডিক্রি দাঁড়িয়ে আছে তা আইনানুগ ছিল না এই ভিত্তিতে (বা অভিযোগে) দায়ের করা যাবে না।

॥ বিধি ঃ ৩-খ ॥ প্রতিনিধিত্বকর মামলায় কোনো চুক্তি বা আপস মীমাংসা আদালতের অনুমতি ব্যতিরেকে প্রবিষ্ট করা যাবে না [No agreement or compromise to be entered in a representative suit without leave of Court]—

(১) প্রতিনিধিত্বকর মামলায় কোনো চুক্তি বা আপস-মীমাংসা, কার্যবাহে অভিব্যক্ত ভাবে নথিভুক্ত করা আছে এমন অনুমতি ব্যতিরেকে সম্পাদন করা কোনো চুক্তি বা আপস-মীমাংসা বাতিল (void বা অপ্রযোজ্য) হবে।

(২) এমন অনুমতি মঞ্জুর করার আগে আদালত যেমন উপযুক্ত মনে করে তেমন পদ্ধতিতে বিজ্ঞপ্তি এমন ব্যক্তিদের দেবে, যাদের সম্পর্কে আদালতের প্রতীয়মান হয় যে, তারা মকদ্দমার সঙ্গে স্বার্থ সংশ্লিষ্ট।

স্পষ্টীকরণ—এই বিধির প্রতিনিধিত্বকর মামলা বলতে বুঝাবে—

(ক) ধারা-৯১ বা ধারা-৯২-এর অধীন মামলা (বা মকদ্দমা),

(খ) আদেশ-১ এর বিধি-৪-এর অধীন মামলা (বা মকদ্দমা),

(গ) যে মামলায় (বা মকদ্দমা) হিন্দু যৌথ (অবিভক্ত) পরিবারের কর্তা পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের প্রতিনিধিত্ব করে চালায় বা তার বিরুদ্ধে চালানো হয়, সেই মামলা বা (মকদ্দমা),

(ঘ) অন্য কোনো মামলা যাতে প্রদত্ত ডিক্রি এই সংহিতার বা সমকালে বলবৎ অন্য কোনো আইনে বিধৃত বিধানসমূহের ভিত্তিতে কোনো এমন ব্যক্তিকে যার পক্ষ হিসেবে মকদ্দমায় নাম নাই, আবদ্ধ করে।

॥ বিধি ঃ ৪ ॥ ডিক্রির নির্বাহ কার্যবাহতে প্রভাব পড়ে না [Proceedings in execution of decrees not affected]—এই আদেশের কোনো কিছু ডিক্রি বা আদেশের নির্বাহ কার্যবাহতে প্রযোজ্য হবে না।

আদেশ—২৪

[ORDER : 24]

আদালতে জমা করা

(Payment into Court)

(বিধি ১ থেকে বিধি ৪)

॥ বিধি ঃ ১ ॥ **দাবির তুষ্টির জন্য বিবাদী দ্বারা টাকা জমা দেওয়া** [Deposit by defendant of amount in satisfaction of claim]—ঋণ বা ক্ষতিপূরণ আদায়ের যে কোনো মামলায় প্রতিবাদী মকদ্দমার কোনো পর্যায়ে আদালতে এমন পরিমাণ টাকা জমা করতে পারবে যা আদালতের বিচারে দাবির সম্পূর্ণ তুষ্টি হয়।

॥ বিধি ঃ ২ ॥ **জমা দেওয়ার বিজ্ঞপ্তি** [Notice of deposit]—জমা দেওয়ার বিজ্ঞপ্তি বিবাদী আদালতের মারফত বাদীকে দেবে এবং জমা দেওয়া টাকার পরিমাণ [যতক্ষণ আদালত অন্যরকম কোনো নির্দেশ না দেয়] বাদীকে তার আবেদনক্রমে দেওয়া যাবে।

॥ বিধি ঃ ৩ ॥ **বিজ্ঞপ্তি দেওয়ার পর বাদীকে জমার ওপর আর সুদ দেওয়া যাবে না** [Interest on deposit not allowed to plaintiff after notice]—বিবাদী দ্বারা জমাকৃত যে কোনো পরিমাণ টাকার ওপর কোনো রকম সুদ দেওয়ার অনুমতি এমন বিজ্ঞপ্তি পাওয়ার তারিখের পর দেওয়া যাবে না, জমাকৃত সেই টাকা দাবির সম্পূর্ণ তুষ্টি করুক বা তার চেয়ে কম হোক।

॥ বিধি ঃ ৪ ॥ **বাদী যেক্ষেত্রে জমাকৃত টাকা আংশিক সন্তুষ্টি হিসেবে গ্রহণ করে সেক্ষেত্রে প্রক্রিয়া** [Procedure where plaintiff accepts deposit as satisfaction in part]—(১) যেখানে বাদী এমন টাকা তার দাবির কেবলমাত্র অংশবিশেষের তুষ্টি হিসেবে গ্রহণ করে সেখানে সে অবশিষ্ট টাকার জন্য মকদ্দমা চালিয়ে যেতে পারবে এবং যদি আদালত নির্ধারণ করে যে বিবাদী দ্বারা কৃত জমা বাদীর দাবির সম্পূর্ণ তুষ্টি করেছিল তাহলে জমা করার পর হওয়া খরচ এবং তার আগে হওয়া খরচের ততটা বাদী দেবে যতটা তা বাদীর দাবিতে আধিক্যের কারণে হয়েছে।

(২) **যেখানে সে তা সম্পূর্ণ তুষ্টি হিসেবে গ্রহণ করে সেখানে প্রক্রিয়া** [Procedure where he accepts it as satisfaction in full]—যেখানে বাদী এমন টাকা তার দাবির সম্পূর্ণ তুষ্টি হিসেবে গ্রহণ করে সেখানে সে আদালতের সামনে সেই মর্মে বিবৃতি উপস্থাপিত করবে এবং এমন বিবৃতি ফাইল (বা দাখিল) করা হবে এবং আদালত তদানুসার রায় ঘোষণা করবে এবং প্রত্যেক পক্ষর খরচ কার দ্বারা প্রদত্ত হবে তা ঠিক করার ব্যাপারে আদালত বিচার করবে যে, পক্ষদের মধ্যে নির্দিষ্ট কোন পক্ষ মকদ্দমার জন্য সর্বাধিক দোষের ভাগী (বা সর্বাধিক নিন্দারপাত্র—Most to blame for the litigation)।

উদাহরণ— (ক) খ-কে ১০০ টাকা দেওয়ার আছে ক-এর। ঐ টাকা আদায়ের জন্য খ কোনো তাগাদা দেয়নি (বা দাবি জানায় নি) এবং দাবি করতে দেরি হওয়ার

জন্য সে ক্ষতিকারক পরিস্থিতিতে পড়তে পারে এমন বিশ্বাস করার কোনো কারণ না থাকা সত্ত্বেও খ ঐ টাকার জন্য ক-এর ওপর একটি মকদ্দমা দায়ের করে। আর্জি ফাইল করার পর ক আদালতে ঐ টাকা জমা করে দিল। খ তা তার দাবির সম্পূর্ণ তুষ্টি হিসেবে গ্রহণ করল কিন্তু আদালত তাকে কোনো খরচ মঞ্জুর করবে না কারণ এক্ষেত্রে ধারণা করে নেওয়া হবে যে তার পক্ষে মকদ্দমাটি ভিত্তিহীন ছিল।

(খ) উদাহরণের (ক) অংশে বর্ণিত পরিস্থিতির অধীন খ-এর ওপর ক মকদ্দমা করে। আর্জি পেশ করা হলে ক দাবির বিরুদ্ধে প্রশ্ন তোলে তারপরে ক আদালতে টাকা জমা দেয়। খ তা তার দাবির সম্পূর্ণ তুষ্টি হিসেবে গ্রহণ করে। এক্ষেত্রে আদালতের উচিত খ-কে তার মকদ্দমার খরচ পাইয়ে দেবার, কারণ ক-এর আচরণ থেকে দেখা যাচ্ছে যে এক্ষেত্রে মকদ্দমার প্রয়োজন ছিল।

(গ) খ ক-এর কাছে ১০০ টাকা পাবে এবং সে কোনো মামলা মকদ্দমা ছাড়াই ঐ টাকা তাকে দিতে প্রস্তুত। খ ১৫০ টাকা দাবি করে এবং ঐ টাকার জন্য সে ক -এর ওপর মামলা দায়ের করে। আর্জি ফাইল করা হলে ক আদালতে ১০০ টাকা জমা করে দেয় এবং বাকি ৫০ টাকা তার দেওয়ার দায়িত্বের ব্যাপারে সে বিরোধিতা করে। খ-তার দাবির সম্পূর্ণ তুষ্টির জন্য ১০০ টাকা গ্রহণ করে। আদালতের উচিত ক-কে মামলার খরচ দেওয়ার জন্য আদেশ দেওয়া।

আদেশ-২৫
[ORDER : 25]
খরচের জন্য প্রতিভূতি
(Security for Costs)
(বিধি ১ ও বিধি ২)

॥ বিধি : ১ ॥ কখন বাদীর কাছে খরচের জন্য প্রতিভূতি চাওয়া যাবে [When security for costs may be required from plaintiff]—(১) মকদ্দমার কোনো পর্যায়ে আদালত হয় নিজের ইচ্ছাতে অথবা কোনো প্রতিবাদীর আবেদনক্রমে, নথিভুক্ত করা হবে এমন কারণে বাদীকে এমন আদেশ দিতে পারবে যে, সে যে কোনো প্রতিবাদী দ্বারা যে খরচ হয়ে গেছে বা যে খরচ হওয়ার সম্ভাবনা আছে তার পুরোটা পরিশোধ করার জন্য প্রতিভূতি আদালত কর্তৃক নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে দেয় :

প্রকাশ থাকে যে, এসব ক্ষেত্রে এমন আদেশ প্রদত্ত হবে যাতে আদালতের প্রতীয়মান হয় একমাত্র অথবা [যেখানে বাদী একাধিক সেখানে] সমস্ত বাদী ভারতের বাইরে বসবাস করছে এবং এমন বাদী বা তাদের কোনো একজন বাদীও মকদ্দমার সম্পত্তি ব্যতীত ভারতের মধ্যে যথেষ্ট স্থাবর সম্পত্তি দখল করে না।

(২) এমন পরিস্থিতিতে যে কেউ ভারত থেকে চলে যায় এবং তার কাছে যদি এমন যুক্তিসঙ্গত সম্ভাবনা থাকে যে, যে কোনো সময়ে খরচ দেওয়ার জন্য তাকে ডেকে পাঠানো যাবে, কিন্তু তাকে পাওয়া যাবে না, তাহলে তার সম্পর্কে ধরে নেওয়া হবে যে, উপবিধি (১)-এর 'ব্যতিক্রম'-এর (অনুবিধির) অর্থ সাপেক্ষে সে ভারতের বাইরে বসবাস করে।

॥ বিধি : ২ ॥ প্রতিভূতি জমা করতে ব্যর্থ হওয়ার প্রভাব [Effect of failure to furnish security]—(১) যখন নির্ধারিত সময়ের মধ্যে এধরনের প্রতিভূতি জমা না করা হয় সেক্ষেত্রে, আদালত মকদ্দমা খারিজ করার জন্য আদেশ দিতে পারবে, যতক্ষণবাদী বা বাদীদের তার থেকে প্রত্যাহৃত হওয়ার জন্য অনুমতি না দেওয়া হচ্ছে।

(২) যেখান মকদ্দমা এই নিয়মের অধীন খারিজ করে দেওয়া হয় সেখানে বাদী খারিজ রদ করার আদেশের জন্য আবেদন করতে পারবে, আর যদি আদালতকে সন্তোষজনকভাবে পরিতুষ্ট করে দেওয়া হয় যে, সে অনুমোদিত সময়ের মধ্যে প্রতিভূতি জমা করতে যথেষ্ট কোনো কারণে বাধাপ্রাপ্ত হয়েছিল, তাহলে আদালত, প্রতিভূতি এবং খরচ সংক্রান্ত এমন শর্ত সাপেক্ষে বা অন্য কোনো ভাবে; যেমন—আদালত সঙ্গত মনে করে, খারিজ রদ করবে এবং মামলা এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য নতুন দিন ধার্য করবে।

(৩) যতক্ষণ এমন আবেদনের বিজ্ঞপ্তি জারি প্রতিবাদীর ওপর করা না হচ্ছে ঐ খারিজ রদ (বা বাতিল) করা যাবে না।

আদেশ—২৬

[ORDER : 26]

কমিশন

(Commissions)

সাক্ষীর সাক্ষ্য গ্রহণের জন্য কমিশন
(Commissions to Examine Witnesses)
(বিধি ১ থেকে বিধি ২২)

॥ বিধি ঃ ১ ॥ সেই সব মামলা যেখানে সাক্ষীর সাক্ষ্য গ্রহণের জন্য আদালত কমিশন ইসু করতে পারে [Cases in which Court may issue commission to examine witness]—যে কোনো আদালত যে কোনো মকদ্দমায় তার অধিক্ষেত্রের স্থানীয় সীমার মধ্যে বসবাসকারী এমন ব্যক্তির প্রশ্নাবলীর দ্বারা বা অন্য কোনোভাবে সাক্ষ্য গ্রহণের জন্য কমিশন ইসু করতে পারবে, যে ব্যক্তি আদালতে হাজির হওয়া থেকে এই সংহিতার অধীন অব্যাহতি (বা ছাড়) পেয়েছে বা যে ব্যক্তি অসুখ বা শারীরিক বৈকল্যতার জন্য আদালতে হাজির হতে অসমর্থ হয়েছে ঃ

প্রকাশ থাকে যে, প্রশ্নাবলীর দ্বারা সাক্ষ্য গ্রহণের জন্য কমিশন ততক্ষণ ইসু করা যাবে না (বা পাঠানো যাবে না) যতক্ষণ আদালত, নথিভুক্ত করা হবে এমন কারণে ঐ রকম করার প্রয়োজন আছে বলে মনে না করবে।

স্পষ্টীকরণ—আদালত এই বিধির প্রয়োজন হেতু কোনো ব্যক্তির অসুস্থতা বা শারীরিক বৈকল্যতা প্রমাণ করার জন্য সাক্ষী হিসেবে কোনো চিকিৎসককে না ডেকে রেজিস্টার্ড মেডিক্যাল প্র্যাকটিশনার-এর দ্বারা স্বাক্ষরিত বলে বোধ হয় এমন প্রমাণপত্র স্বীকার করে নিতে পারে।

॥ বিধি ঃ ২ ॥ কমিশনের জন্য আদেশ [Order for commission]—সাক্ষীর পরীক্ষা (বা সাক্ষী গ্রহণ) করার জন্য কমিশন ইসু করার নিমিত্ত আদেশ আদালত হয় নিজের ইচ্ছায় অথবা মকদ্দমার কোনো পক্ষের বা সেই সাক্ষীর, যার সাক্ষ্য গ্রহণ করা হবে এমন আবেদনক্রমে যা শপথনামা দ্বারা বা অন্যভাবে সমর্থিত, দিতে পারে।

॥ বিধি ঃ ৩ ॥ সাক্ষী যেখানে আদালতের অধিক্ষেত্রের মধ্যে নিবাস করে [Where witness resides within Court's Jurisdiction]—যে ব্যক্তি কমিশন ইসুকারী আদালতের অধিক্ষেত্রের স্থানীয় সীমার মধ্যে বসবাস করে তার সাক্ষ্য গ্রহণের জন্য (বা পরীক্ষা করার জন্য) এমন ব্যক্তির নামে কমিশন ইসু করা যাবে যাকে তার নির্বাহ করার জন্য আদালত সঙ্গত মনে করবে।

॥ বিধি ঃ ৪ ॥ সেই সব ব্যক্তি, যাদের সাক্ষ্য গ্রহণের জন্য কমিশন ইসু করা যাবে [Persons for whose examination commission may issue]—(১) যে কোনো আদালত—

(ক) তার অধিক্ষেত্রের স্থানীয় সীমার বাইরে বসবাসকারী যে কোনো ব্যক্তির,

(খ) যে কোনো এমন ব্যক্তির, যে এমন সীমা, আদালতে সাক্ষ্য গ্রহণের জন্য যে তারিখ ঠিক হয়েছে তার আগে ত্যাগ করে যাচ্ছে; এবং

(গ) সরকারি কাজে নিযুক্ত এমন যে কোনো ব্যক্তির, যার সম্পর্কে আদালতের অভিমত হলো যে সে জনসেবার ক্ষতি না করে তার পক্ষে আদালতে হাজির হওয়া সম্ভব নয়;

প্রশ্নাবলী দ্বারা বা অন্যভাবে সাক্ষ্যগ্রহণের জন্য (বা জবানবন্দি নেওয়ার জন্য বা পরীক্ষা করার .জন্য) যে কোনো মকদ্দমায় কমিশন ইসু করতে পারবে ঃ

প্রকাশ থাকে যে, যেখানে কোনো ব্যক্তিকে আদেশ-১৬-র বিধি-১৯-এর অধীন আদালতে ব্যক্তিগতভাবে হাজির হওয়ার জন্য বাধ্য করা যায় না, সেখানে যদি তার সাক্ষ্য ন্যায়পরতার স্বার্থে আবশ্যক বলে প্রতীত হয় তাহলে তার সাক্ষ্য গ্রহণের জন্য (বা জবানবন্দির জন্য বা পরীক্ষা করার জন্য) কমিশন ইসু করা যাবে ঃ

আরও প্রকাশ থাকে যে, প্রশ্নাবলী দ্বারা এমন ব্যক্তির সাক্ষ্য গ্রহণের জন্য কমিশন ততক্ষণ ইসু করা যাবে না যতক্ষণ না আদালত, নথিভুক্ত করা যাবে এমন কারণে এমনটা করা আবশ্যক মনে করবে।

(২) এমন কমিশন উচ্চ আদালত (হাইকোর্ট) ছাড়া অন্য যে কোনো আদালতের নামে, যার অধিক্ষেত্র স্থানীয় সীমার মধ্যে এমন ব্যক্তি বসবাস করে বা যে কোনো প্লিডার বা অন্য ব্যক্তির নামে, যাকে কমিশন ইসুকারী আদালত নিযুক্ত করবে, ইসু করা যাবে।

(৩) আদালত কোনো রকম কমিশন এই বিধির অধীন ইসু করার পর এমন নির্দেশ দেবে যে, কমিশন সেই আদালতকে বা কোনো অধীনস্থ আদালতকে ফেরত পাঠাতে হবে।

॥ বিধি ঃ ৫ ॥ যে সাক্ষী ভারতের ভেতর বসবাস করে না, তার সাক্ষ্য গ্রহণের জন্য কমিশন বা অনুরোধ পত্র [Commission or request to examine witness not within India]—যেখানে কোনো এমন আদালতের যে আদালতে এমন জায়গায় বসবাসকারী ব্যক্তি যা ভারতের ভেতরের জায়গা নয়, সাক্ষ্য নেওয়ার কমিশন ইসু করার জন্য আবেদন করা হয়েছে, মীমাংসা হয়ে যায় যে, এমন ব্যক্তির সাক্ষ্য গ্রহণের আবশ্যকতা আছে, সেখানে আদালত এমন কমিশন ইসু করতে পারবে বা অনুরোধপত্র পাঠাতে পারবে।

॥ বিধি ঃ ৬ ॥ আদালত কমিশনের অনুসরণে সাক্ষীর জবানবন্দি নেবে [Court to examine witness pursuant to commission]—কোনো ব্যক্তির জবানবন্দি নেওয়ার জন্য কমিশনপ্রাপ্ত প্রত্যেক আদালত তার অনুসরণে সেই ব্যক্তির সাক্ষ্য নেবে বা নেওয়াবে।

॥ বিধি ঃ ৭ ॥ সাক্ষীর সাক্ষ্যসহ (জবানবন্দিসহ) জবানবন্দি ফেরত দেওয়া [Return of commission with depositions of witnesses]—যেখানে কমিশন যথাযথভাবে নির্বাহ করা হয়েছে সেখানে তা তার অধীনে গৃহীত সাক্ষ্যসহ যে আদালত কর্তৃক তা প্রদত্ত হয়েছিল সেই আদালতকে, যেক্ষেত্রে কমিশন প্রদানকারী আদেশ দ্বারা অন্যভাবে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে সেইক্ষেত্র ছাড়া, ফেরত দেওয়া যাবে

এবং সেক্ষেত্রে কমিশন এহেন আদেশের শর্তসমূহ সাপেক্ষে ফেরত দেওয়া যাবে এবং কমিশন ও তার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বিবরণী ও তার অধীন প্রদত্ত সাক্ষ্য [বিধি-৮-এর বিধানসমূহ সাপেক্ষে] মকদ্দমায় নথির অভিভুক্ত হবে।

॥ বিধি ঃ ৮ ॥ জবানবন্দি কখন সাক্ষ্য হিসেবে পাঠ করা যাবে [When depositions may be read in evidence]—কমিশনের অধীন গৃহীত সাক্ষ্য মকদ্দমাতে সাক্ষ্য হিসেবে যে পক্ষের বিরুদ্ধে তা প্রদত্ত হয়েছে, সেই পক্ষের অনুমতি ছাড়া, সেই ক্ষেত্র ব্যতিরেকে গ্রহণ করা হবে না; যেক্ষেত্রে—

(ক) যে ব্যক্তি সাক্ষ্য দিয়েছে, সেই ব্যক্তি আদালতের অধিক্ষেত্রের বাইরে থাকে বা যার মৃত্যু হয়ে গেছে, অথবা সে অসুস্থতা বা অঙ্গ বৈকল্যের জন্য ব্যক্তিগতভাবে সাক্ষ্য দেওয়ার জন্য হাজির হতে অসমর্থ হয়েছে অথবা আদালতে ব্যক্তিগতভাবে হাজিরা দেওয়া থেকে অব্যাহতি পেয়েছে অথবা সরকারি কাজে কর্মরত এমন ব্যক্তি, যার সম্পর্কে আদালতের অভিমত হলো জনসেবার ক্ষতি না করে ঐ ব্যক্তির পক্ষে হাজির হওয়া সম্ভব নয় (অর্থাৎ সে হাজির হলে জনসেবার ক্ষতি হবে); অথবা

(খ) আদালত খণ্ড (ক)-এ বর্ণিত পরিস্থিতিসমূহের কোনোটি প্রমাণিত করা থেকে তার বিবেকানুসার মুক্তি দেয় এবং কোনো ব্যক্তির সাক্ষ্যকে মকদ্দমায় সাক্ষ্য হিসেবে পাঠ করা এমন প্রমাণ থাকা সত্ত্বেও যে কমিশনের মাধ্যমে এমন সাক্ষ্য পাঠ হেতু তার গ্রহণ করা কালে বিদ্যমান থাকছে না প্রাধিকৃত করে (অর্থাৎ, যে কারণে ঐ সাক্ষ্য, কমিশন দ্বারা গ্রহণ করা হয়েছিল, অ তার পাঠ করার সময় বিদ্যমান না থাকার প্রমাণ সত্ত্বেও কোনো ব্যক্তির সাক্ষ্য মকদ্দমাতে প্রমাণ হিসেবে পাঠ করার প্রাধিকার দেয়)।

স্থানীয় তদন্তের জন্য কমিশন
(Commissions for Local Investigations)

॥ বিধি ঃ ৯ ॥ স্থানীয় তদন্ত করার জন্য কমিশন [Commissions to make local investigations]—যে কোনো মকদ্দমায়, যাতে আদালত কোনো বিবাদগ্রস্ত বিষয়ের বিশদীকরণ বা কোনো সম্পত্তির বাজার-দামের অথবা কোনো অন্তর্বর্তী লাভ বা ক্ষতি অথবা বার্ষিক শুদ্ধ লাভের (mesne profit) টাকা নির্ধারণের প্রয়োজন হেতু স্থানীয় তদন্ত করা আবশ্যক বা উচিত বলে মনে করে, আদালত যে ব্যক্তির নাম উপযুক্ত মনে করবে তেমন ব্যক্তির নাম, এমন তদন্ত করার জন্য এবং তার ওপর আদালতকে রিপোর্ট দাখিল করার জন্য তাকে নির্দেশ দানপূর্বক কমিশন প্রেরণ করতে পারবে ঃ

প্রকাশ থাকে যে, যেখানে রাজ্য সরকার যে ব্যক্তিদের নামে কমিশন প্রেরণ করা যাবে, সেই ব্যক্তিদের সম্পর্কে নিয়ম প্রণয়ন করে দিয়েছে, সেখানে আদালত এমন নিয়মাবলীর দ্বারা বাধ্য হবে।

॥ বিধি ঃ ১০ ॥ কমিশনের জন্য প্রক্রিয়া [Procedure of Commissioner]—(১) কমিশনার যেমন প্রয়োজন মনে করবেন, তেমন স্থানীয় তদন্তের পর এবং তার দ্বারা গৃহীত সাক্ষ্য নথিভুক্ত করার পর নিজের স্বাক্ষর ও নিজের লিখিত রিপোর্ট (বা প্রতিবেদন সহ) উক্ত সাক্ষ্য আদালতে দাখিল করবে।

(২) রিপোর্ট (বা প্রতিবেদন) এবং জবানবন্দি মামলাতে সাক্ষ্য হবে। কমিশনারকে ব্যক্তিগত ভাবে জিজ্ঞাসাবাদ করা যাবে [Report on depositions to be evidence in suit. Commissioner may be examined in person]—কমিশনের রিপোর্ট (বা প্রতিবেদন) এবং তার দ্বারা গৃহীত সাক্ষ্য *[রিপোর্ট ছাড়া সাক্ষ্য নয়]* মকদ্দমাতে সাক্ষ্য হবে এবং নথির অংশ হবে, কিন্তু আদালত বা আদালতের অনুমতিতে মকদ্দমার পক্ষদের মধ্যে কোনো পক্ষ কমিশনারকে প্রকাশ্য আদালতে ব্যক্তিগতভাবে, তাঁর কাছে দেওয়া হয়েছিল বা তাঁর রিপোর্টে উল্লিখিত হয়েছে, এমন সমস্ত বিষয় সম্পর্কে বা তাঁর রিপোর্ট সম্পর্কে অথবা যে পদ্ধতিতে তিনি তদন্ত করেছেন সে সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করতে পারবেন।

(৩) যেখানে আদালত কোনো কারণে কমিশনারের কার্যবাহে সন্তুষ্ট হয় সেখানে আদালত যেমন সঙ্গত মনে করবে এধরনের অতিরিক্ত তদন্তের জন্য নির্দেশ দিতে পারবে।

বৈজ্ঞানিক তদন্ত শাসকীয় কার্য এবং অস্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়ের জন্য কমিশন
(Commissions for Scientific Investigation Performance of Ministerial Act and Sale of Movable Property)

॥ **বিধি ঃ ১০-ক** ॥ **বৈজ্ঞানিক তদন্তের জন্য কমিশন** [Commission for scientific investigation]—(১) যেখানে মকদ্দমায় উত্থিত কোনো প্রশ্নে এমন কোনো বৈজ্ঞানিক তদন্ত অন্তর্ভুক্ত হয়, যা আদালতের মতে আদালতের সামনে সুবিধাজনক করা যায় না, সেখানে আদালত, যদি ন্যায়পরতার স্বার্থে এমনটা করা প্রয়োজনীয় বা সমীচীন বলে মনে করে, তাহলে যে ব্যক্তিকে আদালত উপযুক্ত মনে করবে তার নামে এমন নির্দেশ দিয়ে কমিশন প্রেরণ করতে পারবে, যে সে যেন এমন প্রশ্নের বিষয়ে তদন্ত করে এবং তার রিপোর্ট আদালতে জমা দেয়।

(২) এই আদেশের বিধি-১০-এর বিধান এই বিধির অধীন নিযুক্ত কমিশনারের ক্ষেত্রে যতদূর সম্ভব সেই মতোই প্রযোজ্য হবে যেমন ভাবে তা প্রযোজ্য হয় বিধি-৯-এর অধীনে নিযুক্ত কমিশনারের ক্ষেত্রে।

॥ **বিধি ঃ ১০-খ** ॥ **শাসকীয় কার্য সম্পাদনের জন্য কমিশন** [Commission for performance of a ministerial act]—(১) যেখানে মকদ্দমায় উত্থিত কোনো প্রশ্নে এমন কোনো শাসকীয় কার্য সংশ্লিষ্ট আছে, যা আদালতের মতে আদালতের সামনে সুবিধাজনক করা যায় না, সেখানে আদালত নথিভুক্ত করা হবে এমন কারণে, যদি আদালতের অভিমত হয় যে, ন্যায়পরতার স্বার্থে, যদি তা আবশ্যক হয় বা সমীচীন হয়, এমন ব্যক্তির নামে যাকে আদালত উপযুক্ত মনে করে, এমন নির্দেশপূর্বক কমিশন প্রেরণ করতে পারবে যে, সে যেন ঐ শাসকীয় কার্য সম্পাদন করে এবং তার রিপোর্ট আদালতে দাখিল করে।

(২) এই আদেশের বিধি-১০-এর বিধান এই বিধির অধীনে নিযুক্ত কমিশনারের

ক্ষেত্রে তেমন ভাবেই প্রযোজ্য হবে যেমন ভাবে তা বিধি-৯-এর অধীনে নিযুক্ত কমিশনারের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হয়।

॥ বিধি ঃ ১০-গ ॥ অস্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়ের জন্য কমিশন [Commission for the sale of movable property]—যেখানে কোনো মকদ্দমায় এমন অস্থাবর সম্পত্তির—যা মকদ্দমাটির অমীমাংসিত থাকা কালে আদালতের হেফাজতে রয়েছে এবং যা সুবিধাজনকভাবে রক্ষা করা যায় না, বিক্রয় করা আবশ্যক হয়ে যায়, সেখানে আদালত নথিভুক্ত করা হবে এমন কারণে যদি আদালতের অভিমত হয় যে ন্যায়পরতার স্বার্থে এমন করা আবশ্যক বা সমীচীন তাহলে, আদালত যাকে উপযুক্ত মনে করবে তার নামে কমিশন এমন নির্দেশপূর্বক প্রেরণ করতে পারবে যে, সে এমন বিক্রয় পরিচালনা করে এবং তার রিপোর্ট আদালতে দাখিল করে।

(২) এই আদেশের বিধি-১০-এর বিধান এই বিধির অধীনে নিযুক্ত কমিশনের ক্ষেত্রে তেমনভাবেই প্রযোজ্য হবে যেমনভাবে তা বিধি-৯-এর অধীনে নিযুক্ত কমিশনারের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হয়।

(৩) এমন প্রত্যেকটি বিক্রয়, যতদূর সম্ভব, ডিক্রির নির্বাহে অস্থাবর সম্পত্তির বিক্রয়ের জন্য নির্ধারিত পদ্ধতি অনুসারে সম্পাদন করা যাবে।

হিসেব পরীক্ষার জন্য কমিশন
(Commissions to Examine Accounts)

॥ বিধি ঃ ১১ ॥ হিসেব পরীক্ষা বা মীমাংসা (বা সমন্বয় সাধন) করার জন্য কমিশন [Commission to examine or adjust accounts]—আদালত এমন যে কোনো মকদ্দমায় যাতে হিসেব পরীক্ষা বা মীমাংসা (বা সমন্বয় সাধন) আবশ্যক হয়, এমন পরীক্ষা বা মীমাংসা করার জন্য, আদালত যাকে উপযুক্ত মনে করে তেমন ব্যক্তিকে নির্দেশ দিয়ে সেই ব্যক্তির নামে কমিশন প্রেরণ করতে পারবে।

॥ বিধি ঃ ১২ ॥ কমিশনারকে আদালত প্রয়োজনীয় নির্দেশ দিতে পারবে [Court to give Commissioner necessary instructions]—(১) আদালত কমিশনারকে কার্যবাহের এমন অংশ ও এমন নির্দেশ দেবে যা আবশ্যক হয় এবং এমন নির্দেশাবলীতে সুস্পষ্টভাবে নির্দিষ্ট করতে হবে যে, কমিশনার কি শুধু সেইসব কার্যবাহ প্রেরণ করেন যেগুলো তিনি এমন তদন্তের ক্ষেত্রে করেন অথবা সেই বিষয় সম্পর্কে তাঁর মতামতও রিপোর্ট করেন যা তাঁর পরীক্ষার জন্য নির্দেশ করা হয়েছে।

(২) **কার্যবাহ ও রিপোর্ট (প্রতিবেদন) সাক্ষ্য হবে। আদালত পরবর্তী পরীক্ষা নির্দিষ্ট করতে পারবে** [Proceedings and report to be evidence. Court may direct further inquiry]—কমিশনারের কার্যবাহ এবং রিপোর্ট (যদি থাকে) মকদ্দমায় সাক্ষ্য হবে, কিন্তু যেখানে আদালতের কাছে অতিষ্ট হওয়ার মতো কারণ আছে, সেখানে আদালত যেমন উপযুক্ত মনে করবে তেমন পরবর্তী পরীক্ষা নির্দিষ্ট করতে পারবে।

বিভাজন করার জন্য কমিশন
(Commissions to Make Partitions)

॥ বিধি ঃ ১৩ ॥ স্থাবর সম্পত্তি বিভাজনের জন্য কমিশন [Commission to make partition of immovable property]—যেখানে বিভাজন করার জন্য প্রাথমিক ডিক্রি দেওয়া হয়েছে, সেখানে আদালত যে কোনো মকদ্দমায়, যার জন্য ধারা-৫৪-তে বিধান দেওয়া হয়নি, এমন ডিক্রিতে ঘোষিত অধিকার অনুসারে বিভাজন (ভাগাভাগি বা ভাগ-বাটোয়ারা) বা পৃথকীকরণের জন্য আদালত যেমন সঙ্গত মনে করবে তেমন ব্যক্তির নামে কমিশন প্রেরণ করতে পারবে।

॥ বিধি ঃ ১৪ ॥ কমিশনারের প্রক্রিয়া [Procedure of Commissioner]—(১) কমিশনার এমন পরীক্ষা (বা তদন্ত) করার পর যেমন আবশ্যক হয়, সম্পত্তিকে ততটা অংশে বিভাজিত করবেন যতটা অংশ ঐ আদেশ দ্বারা নির্দিষ্ট, যার অধীন কমিশন প্রেরিত হয়েছিল এবং এমন অংশের পক্ষদের মধ্যে বণ্টন করে দেবেন এবং যদি তাঁকে উক্ত আদেশ দ্বারা এমন করার জন্য প্রাধিকৃত করা হয় তাহলে অংশগুলোর মূল্যের সমান করার প্রয়োজন হেতু প্রদেয় টাকার পরিমাণ বিনির্ণয় করতে পারবেন।

(২) অতঃপর প্রত্যেক পক্ষর অংশ ধার্য করে এবং [যদি উক্ত আদেশ দ্বারা এমন করার জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়] তাহলে প্রত্যেকটা অংশ মেপে এবং সীমাঙ্কন করে কমিশনার তাঁর রিপোর্ট তৈরি করে তাতে স্বাক্ষর করবেন অথবা (যেক্ষেত্রে একাধিক ব্যক্তির নামে কমিশন প্রেরিত হয়েছে এবং তারা পরস্পর ঐক্যমত হতে পারেনি, সেক্ষেত্রে) কমিশনার আলাদা-আলাদা রিপোর্ট তৈরি করে সেগুলো স্বাক্ষরিত করবেন। এমন রিপোর্ট বা এমন রিপোর্টগুলো কমিশনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট করতে হবে, এবং আদালতে দাখিল করা হবে এবং ঐ রিপোর্ট বা রিপোর্টগুলো সম্পর্কে কোনো পক্ষ কোনো আপত্তি তুললে আদালত তা শোনার পর তা বা সেগুলো অনুমোদন করবে, তাতে বা সেগুলোতে রদ-বদল করবে অথবা তা সেগুলো বাতিল করবে।

(৩) যেখানে আদালত প্রতিবেদন (রিপোর্ট) বা প্রতিবেদনসমূহ অনুমোদন করে, তাতে বা সেগুলোতে কোনো রদ-বদল করে যেখানে আদালত অনুমোদিত বা রদ-বদলকৃত প্রতিবেদন অনুসারে ডিক্রি প্রদান করবে কিন্তু যেখানে আদালত প্রতিবেদনটি বা প্রতিবেদনগুলো বাতিল করে দেয় সেখানে আদালত হয় নতুন কমিশন প্রেরণ করবে অথবা যেমন সঙ্গত মনে করবে তেমন কোনো অন্য আদেশ দেবে।

সাধারণ বিধান
(General Provisions)

॥ বিধি ঃ ১৫ ॥ কমিশনের খরচ আদালতে জমা করা হবে [Expenses of commission to be paid into Court]—আদালত এই আদেশের অধীন কোনো কমিশন প্রেরণের আগে এই মর্মে আদেশ দিতে পারবে যে, এমন পরিমাণ টাকা [যদি থাকে] যা আদালত কমিশনের খরচের জন্য যুক্তিযুক্ত মনে করে, নির্ধারিত সময়ের মধ্যে ঐ পক্ষকে আদালতে জমা দিতে হবে, যে পক্ষের অনুরোধে অথবা যে পক্ষর সুবিধার জন্য কমিশন প্রেরণ করা হচ্ছে।

॥ বিধি ঃ ১৬ ॥ কমিশনারদের ক্ষমতা [Power of Commissioners]—এই আদেশের অধীন নিযুক্ত কোনো কমিশনার, যেক্ষেত্রে নিয়োগের আদেশ দ্বারা তা অন্যভাবে নির্দিষ্ট করা হয়েছে, সেক্ষেত্র ছাড়া—

(ক) স্বয়ং পক্ষদের এবং এমন সাক্ষীর, যাকে তিনি বা তাঁদের কোনো পক্ষ পেশ করে এবং কোনো এমন ব্যক্তির যাকে কমিশনার তাঁকে নির্দিষ্ট করা মামলায় সাক্ষ্য দেওয়ার জন্য ডাকা উচিত বলে মনে করেন (করবেন), পরীক্ষা করতে পারবে;

(খ) পরীক্ষার বিষয়ের সঙ্গে সঙ্গতিযুক্ত দস্তাবেজসমূহ এবং অন্যান্য জিনিস চেয়ে পাঠাতে পারবে এবং সেগুলো পরীক্ষা করতে পারবে;

(গ) আদেশে বর্ণিত যে কোনো জমিতে অথবা পাকা দালানের মধ্যে কোনো যুক্তিসঙ্গত সময়ে প্রবেশ করতে পারবে।

॥ বিধি ঃ ১৬-ক ॥ কমিশনারের সামনে যেসব প্রশ্নের ওপর আপত্তি তোলা যায় [Questions objected to before the Commissioner]—(১) যেখানে এই আদেশের অধীন নিযুক্ত কমিশনারের সামনে কার্যবাহতে সাক্ষীকে জিজ্ঞাসিত কোনো প্রশ্নের ওপর কোনো পক্ষ বা তার প্লিডার দ্বারা কোনো আপত্তি তোলা হয়, সেখানে কমিশনার প্রশ্ন, জবাব, আপত্তিগুলো এবং এভাবে আপত্তিকারী পক্ষ বা আপত্তিকারী প্লিডারের নাম লিখবে ঃ

প্রকাশ থাকে যে, কমিশনার এমন প্রশ্নের, যার ওপর বিশেষাধিকারের ভিত্তিতে আপত্তি করা হয়, উত্তর লিখবেন না, কিন্তু তিনি সাক্ষীর পরীক্ষা বিশেষাধিকারের প্রশ্ন আদালত কর্তৃক নির্ণীত করাবার জন্য পক্ষর ওপর ছেড়ে দিয়ে, চালু রাখতে পারে এবং যেখানে আদালত নির্ণয় করে (বা মীমাংসা করে বা সিদ্ধান্ত নেয়) যে, বিশেষাধিকারের কোনো প্রশ্ন নেই, সেখানে সাক্ষীকে কমিশনার দ্বারা আবার ডাকা যেতে পারে এবং তাঁর দ্বারা পরীক্ষা কবা যেতে পারে অথবা আদালত দ্বারা ঐ প্রশ্নের ব্যাপারে—যার ওপর আপত্তি বিশেষাধিকারের ভিত্তিতে করা হয়েছে, সাক্ষীকে পরীক্ষা করা যেতে পারে।

(২) উপবিধি (১)-এর অধীন লিখিত কোনো উত্তর মকদ্দমায় সাক্ষ্য হিসেবে আদালতের আদেশ ব্যতিরেকে পাঠ করা যাবে না।

॥ বিধি ঃ ১৭ ॥ কমিশনারের সামনে সাক্ষীদের হাজিরা এবং তাদের জেরা করা [Attendance and examination of witnesses before Commissioner]—(১) সাক্ষীদের সমন দেওয়ার, সাক্ষীদের হাজিরা এবং সাক্ষীদের পরীক্ষা সম্পর্কিত এবং সাক্ষীদের পারিশ্রমিক দেওয়া ও তাদের ওপর আরোপিত শাস্তি সম্পর্কিত এই সংহিতার বিধানসমূহ সেই সব ব্যক্তির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে, যাদের সাক্ষ্য দেওয়ার বা দস্তাবেজ পেশ করার অভিপ্রায় এই আদেশের অধীন করা হয়েছে—তা সেই কমিশন, যার নির্বাহ করাতে তাঁর কাছে অভিপ্রায় করা হয়েছে, ভারতের সীমার মধ্যে অবস্থিত আদালত দ্বারা অথবা ভারতের বাইরে অবস্থিত আদালত দ্বারা প্রেরণ করা হোক বা না হোক এবং কমিশনার সম্পর্কে এই বিধির প্রয়োজন হেতু মনে করা হবে যে, তা দেওয়ানী আদালত (অর্থাৎ কমিশনারকে দেওয়ানী আদালত বলে ধরা হবে) ঃ

প্রকাশ থাকে যে, কমিশনার যখন দেওয়ানী আদালতের ন্যায়াধীশ (বা বিচারক)

নন, তখন তিনি এই ক্ষমতা আরোপ করার জন্য সক্ষম হবেন না, কিন্তু উক্ত কমিশনারের আবেদন ক্রমে এমন ক্ষমতা যে আদালত কমিশন প্রেরণ করেছিল সেই আদালত দ্বারা আরোপ করা যাবে।

(২) কমিশনার কোনো এমন পরওয়ানা প্রেরণের জন্য, যাকে তিনি সাক্ষীর নামে বা তার বিরুদ্ধে পাঠানো প্রয়োজন মনে করবেন, এমন কোনো আদালতের কাছে [যা উচ্চ আদালত নয়] এবং যে আদালতের অধিক্ষেত্রের স্থানীয় সীমার মধ্যে এমন সাক্ষী বসবাস করে আবেদন করতে পারবে এবং এমন আদালত নিজের বিবেচনানুসার এধরনের পরওয়ানা প্রেরণ করতে পারবে বা যুক্তিসঙ্গত ও উচিত মনে করবে।

॥ বিধি ঃ ১৮ ॥ কমিশনারদের পক্ষধারীদের হাজির হওয়া [Parties to appear before Commissioner]—(১) যেখানে কমিশন এই আদেশের অধীন প্রেরণ করা হয় যেখানে আদালত মকদ্দমার পক্ষধারীদের কমিশনারের সামনে হয় ব্যক্তিগতভাবে অথবা তার প্রতিনিধি বা প্লিডারদের দ্বারা হাজির হওয়াব জন্য আদেশ দেবে।

(২) যেখানে পক্ষরা বা তাদের কেউ এভাবে হাজির না হয় সেখানে কমিশনাব তাদের অনুপস্থিতি কার্যবাহ চালিয়ে যেতে পারবে।

॥ বিধি ঃ ১৮-ক ॥ নির্বাহন কার্যবাহসমূহে আদেশের প্রয়োগ হওয়া [Application of order to execution proceedings]—এই আদেশেব বিধান ডিক্রি বা আদেশের নির্বাহনে যতদূর সম্ভব কার্যবাহতে প্রযোজ্য হবে।

॥ বিধি ঃ ১৮-খ ॥ আদালত কর্তৃক কমিশন ফেরত দেবার সময় ধার্য করা [Court to fix a time for return of commission]—কমিশন প্রেরণকারী আদালত যে তারিখে, যে তারিখের আগে কমিশন নির্বাহের পর তা ফেরত পাঠাতে হবে সেই তারিখ ধার্য করবে এবং এইভাবে ধার্য করা তারিখ বর্ধিত করা যাবে না যদি না আদালতের নথিভুক্ত করা হবে এমন কারণে সিদ্ধান্ত হয় যে তাবিখ বর্ধিত করার যথেষ্ট কারণ আছে।

বিদেশি বিচার সভার অনুরোধে পাঠানো (ইসু করা) কমিশন (Commissions Issued at the Instance of Foreign Tribunals)

॥ বিধি ঃ ১৯ ॥ উচ্চ আদালত যে সব মামলায় সাক্ষীকে জেরা করার জন্য কমিশন পাঠাতে পারবে [Cases in which High Court may issue Commission to examine witness]—(১) যদি কোনো উচ্চ আদালতেব সিদ্ধান্ত হয় যে—

(ক) বিদেশের কোথাও স্থিত কোনো বিদেশি আদালত তার সম্মুখেব কোনো কার্যবাহতে কোনো সাক্ষীর সাক্ষ্য গ্রহণ করতে চাইছে;

(খ) কার্যবাহ দেওয়ানী প্রকৃতির; এবং

(গ) উক্ত সাক্ষী উচ্চ আদালতের আপিল অধিক্ষেত্রের সীমার মধ্যে বসবাস করে।

তাহলে বিধি-২০-র বিধানসমূহ সাপেক্ষে আদালত এমন সাক্ষীর পরীক্ষা করার জন্য (অর্থাৎ সাক্ষ্য নেওয়ার জন্য) কমিশন পাঠাতে পারবে।

(২) উপবিধি (১)-এর খণ্ড (ক) খণ্ড (খ) এবং খণ্ড (গ)-এ বর্ণিত (বা উল্লিখিত) বিষয়সমূহের সাক্ষ্য—

(ক) ভারতে উক্ত বিদেশের উচ্চতম পদমর্যাদার কন্‌সুলার অফিসার (বাণিজ্য দূত সংক্রান্ত আধিকারিক) দ্বারা স্বাক্ষরিত এবং কেন্দ্রীয় সরকারের মাধ্যমে উচ্চ আদালতে পাঠানো প্রমাণপত্র রূপে; অথবা

(খ) বিদেশি আদালত দ্বারা পাঠানো এবং কেন্দ্রীয় সরকারের মাধ্যমে উচ্চ-আদালতের সম্মুখে পেশ করা অনুরোধ পত্র রূপে; অথবা।

(গ) কার্যবাহের একটি পক্ষ দ্বারা উচ্চ আদালতের সমক্ষে প্রকাশিত বিদেশি আদালত দ্বারা প্রেরিত অনুরোধ পত্র।

॥ বিধি ঃ ২০ ॥ কমিশন পাঠাবার জন্য আবেদন [Application for issue of commission]—উচ্চ আদালত—

(ক) বিদেশি আদালতের সম্মুখস্থ কার্যবাহের পক্ষর আবেদনক্রমে, বা

(খ) রাজ্য সরকারের নির্দেশ মতো কার্য সম্পাদন করে রাজ্য সরকারের আইন-আধিকারিকের আবেদন ক্রমে, বিধি-১৯-এর অধীন কমিশন পাঠাতে পারবে।

॥ বিধি ঃ ২১ ॥ যাকে কমিশন পাঠানো যাবে [To whom commission may be issued]—বিধি-১৯-এর অধীন কমিশন এমন যে কোনো আদালতের নামে, যে আদালতের অধিক্ষেত্রের স্থানীয় সীমার মধ্যে সাক্ষী বসবাস করে অথবা যেখানে সাক্ষী উচ্চ আদালতের সাধারণ আদিম দেওয়ানী অধিক্ষেত্রের স্থানীয় সীমার মধ্যে বসবাস করে সেখানে কোনো এমন ব্যক্তির নামে, যাকে কমিশন নির্বাহে আদালত উপযুক্ত বলে মনে করে, পাঠানো যাবে।

॥ বিধি ঃ ২২ ॥ কমিশন পাঠানো, নির্বাহ এবং ফেরত পাঠানো ও বিদেশি আদালতকে প্রমাণ প্রেরণ [Issue, execution and return of commissions and transmission of evidence to foreign Court]—এই আদেশের বিধি-৬, বিধি-১৫, বিধি-১৬-ক-এর উপবিধি (১), বিধি-১৭, বিধি-১৮ এবং বিধি-১৮-খ-এর বিধানসমূহ এমন কমিশন প্রেরণ, নির্বাহ, ফেরত পাঠানো যতদূর সম্ভব সেগুলোতে তা প্রযোজ্য হয় ততদূর প্রযোজ্য হবে এবং যখন এমন কোনো কমিশন যথাযথভাবে প্রেরিত হয়েছে, তখন তা তার অধীনে গৃহীত সাক্ষ্যসহ উচ্চ আদালতে ফেরত পাঠাতে হবে, যা বিদেশি আদালতকে প্রেরণ করার জন্য অনুরোধপত্র সহ উচ্চ আদালত কেন্দ্রীয় সরকারকে পাঠিয়ে দেবে।

আদেশ—২৭

[ORDER : 27]

সরকার কর্তৃক বা পদ-মর্যাদায় সরকারি আধিকারিকদের দ্বারা অথবা তাদের বিরুদ্ধে মামলা

(Suits by or Against the Government or Public Officers in their Official Capacity)

(বিধি ১ থেকে বিধি ৮খ)

॥ বিধি ঃ ১ ॥ সরকার দ্বারা অথবা তাদের মামলা [Suits by or against Government]—সরকার দ্বারা বা তার বিরুদ্ধে যে কোনো মামলার আর্জি অথবা লিখিত বিবৃতি এমন ব্যক্তির দ্বারা স্বাক্ষরিত করা হবে যা সরকার, সাধারণ বা বিশেষ কোনো আদেশ দ্বারা এইহেতু নিযুক্ত করবে এবং কোনো এমন ব্যক্তির দ্বারা প্রত্যয়িত করা (সত্যাপিত করা) হবে যাকে সরকার এ ভাবে নিযুক্ত করবে এবং যে মামলার তথ্যাবলী সম্পর্কে অবহিত।

॥ বিধি ঃ ২ ॥ সরকারের হয়ে কার্য সম্পাদনের জন্য প্রাধিকৃত ব্যক্তি [Persons authorised to act for Government]—যে কোনো ন্যায়িক কার্যবাহ্ সম্পর্কে সরকারের জন্য কার্য সম্পাদন হেতু পদাধিকার বলে বা অন্য কোনোভাবে প্রাধিকৃত ব্যক্তিকে স্বীকৃতিপ্রাপ্ত প্রতিনিধি (agent) মনে করা হবে, যিনি সরকারের পক্ষে এই সংহিতার অধীন হাজির হতে পারবে, কার্য সম্পাদন করতে পারবে এবং আবেদন করতে পারবে।

॥ বিধি ঃ ৩ ॥ সরকার দ্বারা বা তার বিপক্ষে মামলায় আর্জি [Plaints in suits by or against Government]—সরকার দ্বারা বা তার বিরুদ্ধে মামলাতে আর্জিতে বাদী বা বিবাদীর নাম, পরিচয় এবং বসবাসের স্থান (অর্থাৎ বাসস্থানের ঠিকানা) সন্নিবেশিত করার বদলে ধারা-৭৯-এ বিধৃত উপযুক্ত নাম সন্নিবেশিত করা যথেষ্ট হবে।

॥ বিধি ঃ ৪ ॥ পরওয়ানা নেওয়ার জন্য সরকারের এজেন্ট (বা প্রতিনিধি বা নিযুক্তক) [Agent for Government to receive process]—যে কোনো আদালতের সরকারি প্লিডার (ব্যবহারজীবী) এমন আদালত দ্বারা সরকারের বিরুদ্ধে প্রেরিত পরওয়ানা নেওয়ার প্রয়োজন হেতু সরকারের এজেন্ট (বা প্রতিনিধি বা নিযুক্তক) হবে।

॥ বিধি ঃ ৫ ॥ হাজিরার জন্য সরকারের পক্ষ থেকে দিন ধার্য করা [Fixing of day for appearance on behalf of Government]—আর্জির জবাব যেদিন সরকারকে দিতে হবে, আদালত সেই দিনটি ধার্য করার সময়, এমন যুক্তিসঙ্গত দিন অনুমোদন (বা মঞ্জুর) করবে যা সরকারকে প্রয়োজনীয় বিজ্ঞপ্তি (বা নির্দেশিকা) যথাযথ পন্থায় পাঠাবার জন্য এবং সরকারের পক্ষে হাজির হওয়ার এবং জবাব দেওয়ার জন্য সরকারি প্লিডারকে নির্দেশ দেওয়ার জন্য আবশ্যক হয় এবং সেই

সময়টাকে আদালত স্বীয় বিবেচনানুসারে বাড়াতে পারবে কিন্তু এভাবে বাড়ানো সময় মোটের ওপর দু'মাসের বেশি হবে না।

॥ **বিধি ঃ ৫-ক ॥ সরকারি আধিকারিকের বিপক্ষের মামলায় সরকারকে পক্ষ হিসেবে সংযোজিত করতে হবে** [Government to be joined as a party in a suit against a public officer]—যেখানে সরকারি আধিকারিকের বিরুদ্ধে মামলা এমন কোনো কাজের ব্যাপারে—যার সম্পর্কে এমন বিবৃত করা হয়েছে যে, তা তিনি তাঁর পদ মর্যাদার বলে সম্পাদন করেছেন, ক্ষতি বা অন্য কোনো উপশমের জন্য দায়ের করা হয় সেখানে সরকারকে মামলায় পক্ষ হিসেবে সংযোজিত করা হবে।

॥ **বিধি ঃ ৫-খ ॥ সরকার বা সরকারি আধিকারিকের বিরুদ্ধে মামলায় মীমাংসা করার কাজে সহায়তার জন্য আদালতের কর্তব্য** [Duty of Court in suits against the Government or a public officer to assist in arriving at a settlement]—(১) এমন প্রত্যেকটি মকদ্দমায় বা কার্যবাহতে যাতে সরকার বা নিজের পদাধিকার বলে কার্য সম্পাদনকারী সরকারি আধিকারিক একজন পক্ষ, সেখানে আদালতের কর্তব্য হবে মকদ্দমার বিষয়-বস্তুর ব্যাপারে নিষ্পত্তি করতে পক্ষদের সহায়তা হেতু প্রথমতঃ সর্ববিধ প্রয়াস করে যেখানে এমনটা করা মকদ্দমার প্রকৃতি ও পরিস্থিতির অনুকূল হয়।

(২) যদি কোনো এমন মকদ্দমা বা কার্যবাহর কোনো পর্যায়ে আদালতের প্রতীয়মান হয় যে, পক্ষদের মধ্যে নিষ্পত্তি হওয়ার যুক্তি সঙ্গত সম্ভাবনা আছে তাহলে আদালত কার্যবাহ এমন সময়ের জন্য, যা আদালত সঙ্গত মনে করে, স্থগিত করতে পারবে যাতে এমন নিষ্পত্তির জন্য প্রয়াস চালানো যেতে পারে (বা চালানো সম্ভব হয়)।

(৩) উপবিধি (২)-এর অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতা, কার্যবাহকে স্থগিত করার জন্য আদালতের অন্য কোনো ক্ষমতার অতিরিক্ত।

॥ **বিধি ঃ ৬ ॥ সরকারের বিরুদ্ধে আনা মামলার সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত প্রশ্নসমূহের উত্তর দিতে অপারগ ব্যক্তির হাজিরা** [Attendance of person able to answer questions relating to suit against Government]—আদালত এমন কোনো মামলাতে, যাতে সরকারি প্লিডারের সঙ্গে সরকারের তরফে এমন কোনো ব্যক্তি নেই যে মকদ্দমা-সম্পর্কিত যে কোনো গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের উত্তর দিতে সক্ষম হয়, এমন ব্যক্তির হাজিরার জন্যও নির্দেশ দিতে পারবে।

॥ **বিধি ঃ ৭ ॥ সরকারকে জ্ঞাত করার জন্য সরকারি আধিকারিক কর্তৃক সময় বৃদ্ধি** [Extention of time to enable public officer to make reference to Government]—(১) যেখানে প্রতিবাদী একজন সরকারি আধিকারিক এবং সমন প্রাপ্তির পর তিনি আর্জির জবার দেওয়ার আগে বিষয়টা সরকারকে নির্দেশিত করা উচিত বলে মনে করেন, সেখানে তিনি আদালতের কাছে আবেদন করতে পারবেন যে, সমন-এ ধার্য করা সময় এতটা বাড়িয়ে দেওয়া হোক যতটা তাঁর দ্বারা যথাযথ পন্থায় এমন নির্দেশ করার ও তার ওপর আদেশ প্রাপ্ত করার জন্য প্রয়োজন হয়।

(২) আদালত এ ধরনের আবেদনের ভিত্তিতে সেই সময়টাকে এতটা বাড়িয়ে দেবে যতটা বাড়ানো আদালতের কাছে প্রয়োজনীয় বলে প্রতীয়মান হয়।

॥ বিধি : ৮ ॥ সরকারি আধিকারিকের বিরুদ্ধে আনা মামলার প্রক্রিয়া [Procedure in suits against public officer]—(১) যেখানে কোনো সরকারি আধিকারিকের বিরুদ্ধে কোনো মকদ্দমার প্রতিরক্ষণ করার (আত্মপক্ষ সমর্থন করার) ভার সরকার গ্রহণ করে সেখানে সরকারি প্লিডার হাজির হওয়ার এবং আর্জির জবাব দেওয়ার প্রাধিকার দেওয়া হলে আদালতের কাছে আবেদন করবে এবং আদালত এমন আবেদনের ভিত্তিতে তার প্রাধিকারের মন্তব্য দেওয়ানী মকদ্দমার রেজিস্টারে অন্তর্ভুক্ত করাবে (অর্থাৎ লিপিবদ্ধ করাবে)।

(২) যেখানে প্রতিবাদীকে হাজির হওয়ার এবং জবাব দেওয়ার জন্য বিজ্ঞপ্তিতে যে দিন ধার্য করা হয়েছে সেই দিন অথবা সেদিনের আগে কোনো আবেদন সরকারি প্লিডার দ্বারা উপবিধি (১)-এর অধীনে করা না হয়, সেখানে মামলা বেসরকারি পক্ষদের মধ্যে যেভাবে চলে সেইভাবে চলবে :

প্রকাশ থাকে যে, প্রতিবাদীকে গ্রেপ্তার বা তার সম্পত্তি ক্রোক ডিক্রির নির্বাহেই করা যাবে, অন্য ভাবে নয় (অর্থাৎ ডিক্রির নির্বাহ ব্যতীত প্রতিবাদীকে গ্রেপ্তার করা যাবে না বা তার সম্পত্তি ক্রোক করা যাবে না)।

॥ বিধি : ৮-ক ॥ কিছু ক্ষেত্রে সরকারের কাছে বা সরকারি আধিকারিকের কাছে কোনো প্রতিভূতি চাওয়া যাবে না [No security to be required from Government or a public officer in certain cases]—সরকারের কাছে অথবা যেখানে সরকারি কোনো মকদ্দমার প্রতিরক্ষণের ভার নিয়েছে সেখানে কোনো এমন সরকারি আধিকারিকের কাছে—যাঁর ওপর এমন কোনো কাজের ব্যাপারে মকদ্দমা আনা হয়েছে, যাঁর সম্পর্কে বিবৃত করা হয়েছে যে, তিনি তাঁর নিজের পদাধিকার বলে সম্পাদন করেছেন আদেশ-৪১-এর বিধি-৫ এবং বিধি-৬-এ যথা বর্ণিত প্রতিভূতির অভিপ্রায় করা যাবে না।

॥ বিধি : ৮-খ ॥ 'সরকার' ও 'সরকারি প্লিডার'-এর সংজ্ঞা [Definitions of 'Government' and 'Government pleader']—এই আদেশে যতক্ষণ ব্যক্তভাবে ভিন্নরূপ বিধান দেওয়া না থাকে, 'সরকার' ও 'সরকারি প্লিডার' বলতে বুঝাবে, যথাক্রমে—

(ক) এমন মকদ্দমার বিষয়ে, যা কেন্দ্রীয় সরকার দ্বারা বা তাঁর বিরুদ্ধে আনা হয়, অথবা ঐ সরকারের সেবারত (অর্থাৎ চাকুরিরত) কোনো সরকারি আধিকারির বিরুদ্ধে আনা হয়, কেন্দ্রীয় সরকার ও এমন প্লিডার (বা ব্যবহারজীবী) যাঁকে ঐ সরকার সাধারণ ভাবেই হোক বা বিশেষ ভাবে এই আদেশের প্রয়োজনের নিমিত্ত নিয়োগ করে।

(খ) নিরসিত।

(গ) এমন মকদ্দমা সম্পর্কে যা রাজ্য সরকার দ্বারা বা তাঁর বিরুদ্ধে আনা হয় অথবা রাজ্যের সেবারত (অর্থাৎ চাকুরিরত) কোনো সরকারি আধিকারিকের বিরুদ্ধে আনা হয়, রাজ্য সরকার ও ধারা-২-এর খণ্ড (৭)-এ যথাবর্ণিত সরকারি প্লিডার (ব্যবহারজীবী) বা অন্য এমন প্লিডার, যাঁকে রাজ্য সরকার সাধারণ ভাবেই হোক বা বিশেষভাবে এই আদেশের প্রয়োজনের নিমিত্ত নিয়োগ করে।

আদেশ—২৭ক
[ORDER : 27A]
সংবিধানের স্পষ্টীকরণ বা আইনী সাধিত্রের বিধিমান্যতা সংক্রান্ত কোনো সারভূত বৈধিক প্রশ্ন জড়িত আছে এমন মামলা
(Suits Involving a Substantial Question of Law as to the Interpretation of the Constitution or as to the Validity of any Statutory Instrument)

(বিধি ১ থেকে বিধি ৪)

॥ বিধি : ১ ॥ মহান্যায়বাদী ও মহাধিবক্তাকে বিজ্ঞপ্তি [Notice to the Attorney General or the Advocate General]—এমন যে কোনো মামলায় যেখানে আদালতের প্রতীয়মান হয় যে, সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১৪৭-এর সঙ্গে পঠিত অনুচ্ছেদ ১৩২-এর খণ্ড (১)-এ যথানির্দিষ্ট কোনো প্রশ্ন সম্বন্ধিত আছে, আদালত ঐ প্রশ্নের স্থিরীকরণের জন্য ততক্ষণ অগ্রসর হবে না যতক্ষণ, যদি ঐ বিধি প্রশ্ন কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত হয়, তাহলে ভারতের মহান্যায়বাদীকে এবং যদি ঐ বিধি প্রশ্ন কোনো রাজ্য সরকারের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত হয়, তাহলে ঐ রাজ্যের মহাধিবক্তাকে বিজ্ঞপ্তি না দেওয়া হবে।

॥ বিধি : ১-ক ॥ আইনী সাধিত্রের বিধিমান্যতা জড়িত আছে এমন মামলা [Procedure in suits involving validity of any statutory instrument]—এমন কোনো মকদ্দমাতে, যাতে আদালতের প্রতীয়মান হয় যে, কোনো আইনী সাধিত্রের বিধিমান্যতার সম্পর্কে কোনো এমন প্রশ্ন সম্বন্ধিত আছে যা নিয়ম-১-এ বর্ণিত প্রকৃতির (অর্থাৎ ধরনের) প্রশ্ন নয়, আদালত—

(ক) প্রশ্নটি যদি সরকারের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত হয়, তাহলে সরকারি প্লিডারকে (ব্যবহারজীবীকে); অথবা

(খ) যদি ঐ প্রশ্নটি সরকার থেকে ভিন্ন কোনো প্রাধিকারীর সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত হয় তাহলে সেই প্রাধিকারীকে—যে প্রাধিকারী আইনী সাধিত্র জারি করেছিল,

বিজ্ঞপ্তি না দিয়ে প্রশ্নের স্থিরীকরণের জন্য (বা মীমাংসায়) অগ্রসর হবে না।

॥ বিধি : ২ ॥ সরকারকে আদালত পক্ষ হিসেবে যুক্ত করতে পারবে [Court may add Government as party]—এমন যে কোনো মকদ্দমায়, যাতে সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১৪৭-এর সঙ্গে পঠিত অনুচ্ছেদ ১৩২-এর খণ্ড (১)-এ যথানির্দিষ্ট (অর্থাৎ সেখানে যেমন বলা আছে তেমন) কোনো প্রশ্ন সম্বন্ধিত (বা জড়িত) আছে, যদি যেখানে যেমন, ভারতের মহান্যায়বাদী বা রাজ্যের মহাধিবক্তা ধারা-১-এর অধীন বিজ্ঞপ্তি পাওয়ার পর অথবা অন্যভাবে, যেখানে যেমন, কেন্দ্রীয় সরকার বা রাজ্য সরকারকে মকদ্দমাতে প্রতিবাদী হিসেবে সংযুক্ত করার জন্য আদালতের কাছে আবেদন করে এবং আদালতের মীমাংসা হয়ে যায় যে, সংশ্লিষ্ট বিধি প্রশ্নের সন্তোষজনক নিষ্পত্তির জন্য এমন সংযুক্তকরণের (অর্থাৎ

সংযোজনের) প্রয়োজন আছে অথবা তা বাঞ্ছনীয়, তাহলে আদালত মকদ্দমার যে কোনো পর্যায়ে ঐ সরকারকে প্রতিবাদী হিসেবে উক্ত মকদ্দমায় সংশ্লিষ্ট (অর্থাৎ যুক্ত) করে নেওয়ার জন্য আদেশ দিতে পারবে।

॥ বিধি ঃ ২-ক ॥ আইনী সাধিত্রের বিধিমান্যতা সম্পর্কিত মামলায় সরকার বা অন্য কোনো প্রাধিকারীকে আদালতের বিবাদী (প্রতিবাদী) হিসেবে সংযুক্ত করার ক্ষমতা [Power of Court to add Government or other authority as a defendant in a suit relating to the validity of any statutory instrument]—আদালত কোনো এমন মকদ্দমায়, যাতে বিধি-১-ক-তে নির্দিষ্ট কোনো প্রশ্ন অন্তর্ভুক্ত আছে, কার্যবাহর কোনো পর্যায়ে সরকার বা অন্য প্রাধিকারীকে প্রতিবাদী হিসেবে যুক্ত করা যাবে বলে আদেশ দিতে পারবে; যদি, যেখানে যেমন, সরকারি প্লিডার দ্বারা বা সাধিত্র জারি করেছিল এমন প্রাধিকারীর তরফে মামলাতে হাজির হওয়া প্লিডার দ্বারা, তা বিধি-১-ক-এর অধীন বিজ্ঞপ্তি পেয়ে হোক বা অন্যভাবে, এমন সংযোজনের জন্য আবেদন করা হয় এবং যদি আদালতের এমন সন্তুষ্টি হয়ে যায় যে, প্রশ্নের সন্তোষজনক মীমাংসা'র জন্য এমন সংযোজনের প্রয়োজন আছে বা তা বাঞ্ছনীয়।

॥ বিধি ঃ ৩ ॥ খরচ [Costs]—যেখানে সরকার বা কোনো অন্য প্রাধিকারীকে মকদ্দমাতে প্রতিবাদী হিসেবে বিধি-২ বা বিধি-২-ক-এর অধীনে সংযুক্ত করা হয়, সেখানে মহান্যায়বাদী, মহাধিবক্তা বা সরকারী প্লিডার বা সরকার বা অন্য প্রাধিকারী ঐ আদালতের—যে আদালত সংযুক্ত করার জন্য আদেশ দিয়েছিল, ততক্ষণ খরচের জন্য অধিকারী (অর্থাৎ খরচ পাওয়ার অধিকারী) বা খরচের জন্য দায়িত্বাধীন হবে না; যতক্ষণ আদালত মকদ্দমার সমস্ত পরিস্থিতি বিবেচনা করে কোনো বিশেষ কারণে ভিন্ন রূপে আদেশ না দেয়।

॥ বিধি ঃ ৪ ॥ আপিলে এই আদেশের প্রযোজ্য হওয়া (বা প্রযোজ্যতা) [Application of order to appeals]—আপিলের ক্ষেত্রে এই আদেশের প্রয়োগ **প্রতিবাদী** শব্দের মধ্যে **উত্তরবাদী** (প্রত্যর্থী) এবং **মকদ্দমা** শব্দের মধ্যে **আপিল** আছে বলে মনে করতে হবে।

স্পষ্টীকরণ—এই আদেশ **আইনী সাধিত্র** বলতে বুঝাবে কোনো অধিনিয়মিতির অধীনে সুনির্দিষ্ট ভাবে প্রণীত বিধি (নিয়ম), প্রজ্ঞাপন, উপবিধি, আদেশ, প্রকল্প (স্কিম) বা নিদর্শ।

আদেশ—২৮

[ORDER : 28]

সৈনিক বা নাবিক বা বৈমানিক দ্বারা আনীত মামলা অথবা তাঁদের বিরুদ্ধে আনীত মামলা

(Suits by or Against Military or Naval Men or Airmen)

(বিধি ১ থেকে বিধি ৩)

॥ বিধি : ১ ॥ ছুটি পেতে পারেন না এমন আধিকারিক সৈনিক, নাবিক বা বৈমানিকরা তাঁদের পক্ষে মামলা করার বা জবাব দেওয়ার জন্য যে কোনো ব্যক্তিকে প্রাধিকৃত করতে পারেন [Officers, soldiers, sailors or airmen who cannot obtain leave may authorise any person to sue or defend for them]—(১) যেখানে কোনো এমন অফিসার, সৈনিক, নাবিক বা বৈমানিক, যাঁরা তাঁদের অধিকার বলে সরকারের অধীন বস্তুতঃ (বা প্রকৃত পক্ষে) কার্য করছেন, কোনো মকদ্দমার পক্ষ এবং ব্যক্তিগত ভাবে মকদ্দমা চালনা করার জন্য বা মকদ্দমায় প্রতিরক্ষণ করার (আত্মপক্ষ সমর্থন করার) প্রয়োজনহেতু অনুপস্থিতির ছুটি পেতে পারেন না (বা যোগাড় করতে পারেন না) সেখানে তিনি তাঁর পরিবর্তে মকদ্দমা আনার জন্য বা প্রতিরক্ষণ করার জন্য যে কোনো ব্যক্তিকে প্রাধিকৃত করতে পারবেন।

(২) ঐ প্রাধিকার লিখিতভাবে হবে এবং সেই আধিকারিক সৈনিক, নাবিক বৈমানিক দ্বারা—

(ক) তাঁর আদেশদানকারী আধিকারিকের অথবা যদি পক্ষ নিজেই আদেশদানকারী আধিকারিক হয়, তাহলে ঠিক তাঁর নিচের অধীনস্থ আধিকারিকের সামনে ; অথবা

(খ) যেখানে আধিকারিক সৈনিক, নাবিক, বৈমানিক কোনো সামরিক, নৌ বা বিমান বাহিনীর প্রাতিষ্ঠানিক কর্মচারি হিসেবে কর্মরত আছেন (অর্থাৎ কাজ করছেন) সেখানে ঐ কার্যালয়ের, যেখানে তিনি নিযুক্ত আছে, প্রধান বা অন্য কোনো বরিষ্ঠ আধিকারিকদের সামনে;

স্বাক্ষরিত করা হবে, এমন আদেশদানকারী বা অন্য আধিকারিক সেই প্রাধিকারটিকে (ক্ষমতাপত্রটিকে) প্রতি-স্বাক্ষর করবেন, যা আদালতে দাখিল করা হবে।

(৩) প্রাধিকার (বা ক্ষমতাপত্র) এভাবে দাখিল করার পর প্রতি-স্বাক্ষর এজন্য যথেষ্ট প্রমাণ হিসেবে গণ্য হবে প্রাধিকারী যথাযথ ভাবে নির্বাহ করা হয়েছিল এবং ঐ আধিকারিক, সৈনিক, নাবিক বা বৈমানিক, যাঁর দ্বারা ঐ প্রাধিকার প্রদত্ত হয়েছে, ব্যক্তিগতভাবে মকদ্দমার অভিযোজন করার (অভিশংসন করার, চালনা করার) কিংবা মকদ্দমায় প্রতিরক্ষণ (জবাব দেওয়ার বা আত্মপক্ষ সমর্থন) করার প্রয়োজন হেতু অনুপস্থিতির ছুটি পেতে পারেন নি (বা যোগাড় করতে পারেন নি)।

স্পষ্টীকরণ—এই আদেশে আদেশদানকারী আধিকারিক (কমাণ্ডিং অফিসার) বলতে এমন আধিকারিক বুঝায়, যিনি ঐ রেজিমেন্ট, কোর (বাহিনী), জাহাজ, দল বা ডিপোর তদ্‌কালে প্রকৃতপক্ষে কমাণ্ড করছেন, যাতে ঐ আধিকারিক সৈনিক, নাবিক বা বৈমানিক আছেন।

॥ বিধি ঃ ২ ॥ **এধরনের প্রাধিকার-প্রাপ্ত ব্যক্তি নিজেই কার্য সম্পাদন করতে পারবেন অথবা কোনো প্লিডার (ব্যবহারজীবী ও উকিল) নিয়োগ করতে পারবেন** [Person so authorised may act personally or appoint pleader]—আধিকারিক, সৈনিক, নাবিক বা বৈমানিক দ্বারা তাঁর নিজের তরফে মকদ্দমা পরিচালানার বা মকদ্দমায় প্রতিরক্ষণ করার জন্য প্রাধিকৃত যে কোনো ব্যক্তি স্বয়ং তা এমনভাবে চালনা করতে পারবেন অথবা তাতে এমন প্রতিরক্ষণ করতে পারবেন যেমন করে ঐ আধিকারিক, সৈনিক বা বৈমানিক করতেন যদি তিনি উপস্থিত হতেন অথবা তিনি ঐ অফিসার, সৈনিক, নাবিক বা বৈমানিকের তরফে মকদ্দমা পরিচালনা করার জন্য বা মকদ্দমার প্রতিরক্ষণ করার জন্য প্লিডার নিয়োগ করতে পারবেন।

॥ বিধি ঃ ৩ ॥ **এধরনের প্রাধিকার-প্রাপ্ত ব্যক্তির ওপর অথবা তাদের প্লিডারের ওপর জারিকরণ (সমন-এর) উত্তম জারি বলে গণ্য হবে** [Service on person so authorised, or on his pleader, to be good service]—কোনো আধিকারিক, সৈনিক, নাবিক বা বৈমানিক দ্বারা বিধি-১-এর অধীন প্রাধিকার-প্রাপ্ত যে কোনো ব্যক্তির ওপর অথবা এমন ব্যক্তি দ্বারা পূর্বোক্ত রীতিতে (বা পদ্ধতিতে বা প্রণালীতে) নিয়োগ করা যে কোনো প্লিডারের ওপর জারিকৃত পরওয়ানাগুলো পক্ষকারের ওপর ব্যক্তিগতভাবে জারি করার মতোই কার্যকর হবে।

আদেশ—২৯

[ORDER : 29]

নিগমের দ্বারা আনীত মামলা অথবা তাদের বিরুদ্ধে আনীত মামলা (Suits by or Against Corporation)

(বিধি ১ থেকে বিধি ৩)

॥ বিধি ঃ ১ ॥ আর্জিতে সই করা এবং তা যাচাই করা [Subscription and verification of pleading]—কোনো নিগম দ্বারা বা তার বিরুদ্ধে মকদ্দমায় যে কোনো আর্জি (বা হেতুকরণ) ঐ নিগমের তরফে ঐ নিগমের সচিব বা কোনো পরিচালক বা অন্য কোনো প্রধান আধিকারিক দ্বারা যিনি মকদ্দমার তথ্যের ব্যাপারে সাক্ষ্য দেওয়ার ব্যাপারে সমর্থ (বা যোগ্য), স্বাক্ষরিত ও সত্যাপিত করা যাবে।

॥ বিধি ঃ ২ ॥ নিগমের ওপর পরওয়ানা জারি [Service on corporation]—পরওয়ানার জারি নিয়ন্ত্রণকারী যে কোনো আইন বিধানের অধীনে (অর্থাৎ বিধান সাপেক্ষে), যে ক্ষেত্রে মকদ্দমা কোনো নিগমের বিরুদ্ধে হয়, সেক্ষেত্রে সমন জারি—

(ক) ঐ নিগমের সচিব বা যে কোনো পরিচালক বা অন্য কোনো প্রধান আধিকারিকের ওপর করা যাবে; অথবা

(খ) তার (অর্থাৎ নিগমের) নিবন্ধিত (Registered) অফিসে বা যদি কোনো নিবন্ধিত অফিস না থাকে তাহলে যেখানে নিগম কাববার চালায় সেখানে দিয়ে অথবা অফিসের বা ঐ জায়গার ঠিকানায় নিগমকে উদ্দেশ্য করে (addressed) ডাক যোগে সমন পাঠিয়ে করা যাবে (অর্থাৎ ঐভাবেও সমন জারি করা যাবে)।

॥ বিধি ঃ ৩ ॥ নিগমের আধিকারিককে ব্যক্তিগতভাবে হাজির হওয়ার আদেশ দেওয়ার ক্ষমতা [Power to require personal attendance of officer corporation]—মকদ্দমার যে কোনো পর্যায়ে আদালত নিগমের সচিব বা কোনো পরিচালক বা অন্য কোনো প্রধান আধিকারিকের যিনি মকদ্দমার সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নাদির জবাব দিতে সক্ষম (বা যোগ্য বা সমর্থ), ব্যক্তিগত হাজিরার অভিপ্রায় করতে পারে (অর্থাৎ ব্যক্তিগত হাজিরা আদালত চাইতে পারে)।

আদেশ—৩০

[ORDER : 30]

ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান দ্বারা অথবা নিজ নাম ভিন্ন অন্য নামে ব্যবসা চালানো ব্যক্তিদের দ্বারা আনীত মামলা বা তাদের বিরুদ্ধে আনীত মামলা

(Suits by or Against Firms and Persons Carrying on Business in Names Other Than Their Own)

(বিধি ১ থেকে বিধি ১০)

॥ বিধি ঃ ১ ॥ ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানের নামে অংশীদারীদের দ্বারা আনীত মামলা [Suing of partners in name of firm]—(১) যে কোনো দুই বা ততোধিক ব্যক্তি, যাঁরা অংশীদার হিসেবে দাবি তোলেন বা কিছুর জন্য দায়ী থাকেন এবং ভারতে কারবার চালান অথবা তাঁদের ওপর সেই ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের নামে [যদি তার কোনো নাম থাকে,] যে ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের এমন ব্যক্তিরা মামলার হেতু উদ্ভূত হওয়ার সময় অংশীদার ছিলেন, মামলা আনতে পারবেন, অথবা তাঁদের ওপর মামলা আনা যাবে এবং মামলার যে কোনো পক্ষ উক্ত মামলাতে আদালতের কাছে, ঐ ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানে অংশীদার ছিলেন, নাম ও ঠিকানা যেমনভাবে আদালত নির্দেশ দেবে তেমনভাবে দাখিল করার এবং সত্যাপিত করার আবেদন করতে পারবেন।

(২) যেখানে তাঁদের ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের নামে অংশীদার হিসেবে উপবিধি (১)-এর অধীন কোনো ব্যক্তি মামলা আনে অথবা তাঁদের ওপর কোনো মামলা আনা হয় যেখানে কোনো হেতুভাষণ (বা আর্দি বা অন্য দস্তাবেজের ক্ষেত্রে যেগুলো বাদী বা বিবাদী দ্বারা স্বাক্ষরিত, সত্যাপিত বা প্রমাণিত করা এই সংহিতা দ্বারা বা এর অধীন অভিপ্রেত হয়, এমন হেতুভাষণ) বা অন্য দস্তাবেজ ব্যক্তিদের যে কারো দ্বারা স্বাক্ষরিত, সত্যাপিত বা প্রমাণিত করাই যথেষ্ট হবে।

॥ বিধি ঃ ২ ॥ অংশীদারদের নাম প্রকাশ করা [Discloser of partners' names]— (১) যেখানে কোনো মকদ্দমা অংশীদারদের দ্বারা তাঁদের ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানের নামে দায়ের করা হয়, সেখানে বাদী বা তাঁদের প্লিডার, যে কোনো বিবাদী দ্বারা তার তরফে লিখিতভাবে দাবি করার প্রেক্ষিতে ঐ ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান গঠনকারী সমস্ত ব্যক্তির নাম ও বাসস্থানের ঠিকানা লিখিতভাবে সেই সময়েই ঘোষণা করবেন, যাঁদের তরফে মকদ্দমাটি দায়ের করা হয়েছে।

(২) যেখানে বাদী বা তাদের প্লিডার উপবিধি (১)-এর অধীনকৃত কোনো দাবি পূরণ করাতে ব্যর্থ হয় সেখানে মকদ্দমার সমস্ত কার্যবাহ উক্ত প্রয়োজন হেতু কৃত আবেদন ক্রমে আদালত যেমন নির্দেশ দেবে তেমন শর্ত সাপেক্ষ রদ করা যাবে (বা স্থগিত করা যাবে)।

(৩) যেখানে অংশীদারদের নাম উপবিধি (১)-এ নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে (বা রীতিতে) ঘোষণা করে দেওয়া হয়, সেখানে মকদ্দমাটি বাদী হিসেবে উল্লিখিত থাকলে তার

বিচারের কাজ যেভাবে অগ্রসর হতো সেইভাবেই অগ্রসর হবে এবং সমস্ত দিক থেকে তেমনই ফল হবে ঃ

প্রকাশ থাকে যে, সমস্ত কার্যবাহ তা সত্ত্বেও ঐ ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানের (বা ফার্মের) নামে চালু থাকবে কিন্তু উপবিধি (১)-এ নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে প্রকাশিত অংশীদারদের নাম ডিক্রিতে অন্তর্ভুক্ত করা হবে (অর্থাৎ ডিক্রিতে তাদের নাম লেখা থাকবে)।

॥ বিধি ঃ ৩ ॥ (পরওয়ানা) জারিকরণ [Service]—যেখানে ব্যক্তিদের ওপরে অংশীদার হিসেবে তাদের ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের নামে মকদ্দমা দায়ের করা হয় সেখানে সমন-এর জারিকরণ আদালত দ্বারা প্রদত্ত নির্দেশানুসারে হয়;

(ক) অংশীদারদের কোনো একজনের ওপর বা একাধিক জনের ওপর করা যাবে; অথবা

(খ) ভারতের মধ্যে যে কোন প্রধান জায়গায় অংশীদারী কারবার চলছে, কোনো এমন ব্যক্তির ওপর করা যাবে, যাঁর হাতে জারির সময়ে সেখানে অংশীদারীর কারবারের নিয়ন্ত্রণ বা ব্যবস্থাপনা আছে;

এবং সমন জারির ব্যাপারে এমন মনে করা হবে যে, যে ফার্মের ওপর মকদ্দমা দায়ের করা হয়েছে; তার ওপর তার সঠিক (বা উত্তম) জারি হয়েছে, তাতে সমস্ত অংশীদার বা তাঁদের মধ্যে কোনো অংশীদার ভারতের মধ্যে থাক বা বাইরে থাক ঃ

প্রকাশ থাকে যে, এমন অংশীদারীর ক্ষেত্রে, যার সম্পর্কে মকদ্দমা দায়ের করার আগেই বাদী অবহিত থাকে যে, তা ভেঙে দেওয়া হয়েছে (dissolved) সমন জারি ভারতের মধ্যস্থ এমন প্রত্যেক ব্যক্তির ওপর করা যাবে যাকে দায়ী করার বাঞ্ছা করা হয়েছে।

॥ বিধি ঃ ৪ ॥ অংশীদারের মৃত্যু হলে মামলার অধিকার [Right of suit on death of partner]—(১) ভারতীয় চুক্তি আইন, ১৮৭২ (১৮৭২-র ৯)-এর ধারা-৪৫-এ যাই বিধৃত থাকুক না কেন, যেখানে ফার্মের নামে মকদ্দমা পূর্বোক্ত বিধান-সমূহের অধীন দুই বা ততোধিক ব্যক্তি দায়ের করেন অথবা তাঁদের ওপর দায়ের করা হয় এবং কোনো মকদ্দমা দায়ের করার আগে বা তা বিচারাধীন থাকা কালে (বা সেই মামলা ঝুলে থাকা কালে) এমন ব্যক্তিদের কারো যদি মৃত্যুও হয়, তাহলেও সেখানে মৃতব্যক্তির কোনো বৈধ প্রতিনিধিকে মকদ্দমার পক্ষ হিসেবে সংযোজিত করার আবশ্যক হবে না।

(২) উপবিধি (১)-এর কোনো কিছু মৃত ব্যক্তির বৈধ প্রতিনিধির এমন কোনো অধিকারকে সীমিত বা অন্যভাবে প্রভাবিত করবে না, যা তার—

(ক) ঐ মকদ্দমার পক্ষ হিসেবে যুক্ত হওয়ার আবেদন করার অধিকার; বা

(খ) কোনো দাবি জীবিত বা জীবিতদের বিরুদ্ধে কার্যকর (বা বলবৎ) করানোর জন্য অধিকার।

॥ বিধি ঃ ৫ ॥ কি ধরনের পদাধিকার বলে বিজ্ঞপ্তি জারি করা যাবে [Notice in what capacity served]—যেখানে সমন ফার্মের নামে প্রদান করা হয়েছে এবং তার জারি বিধি-৩ দ্বারা বিধৃত পদ্ধতিতে করা হয়েছে, সেখানে এমন প্রত্যেক

ব্যক্তিকে যার ওপর তা জারি করা হয়েছে, এমন জারির সময় প্রদত্ত লিখিত বিজ্ঞপ্তি দ্বারা এই মর্মে জ্ঞাত করা হবে যে, তার ওপর জারি অংশীদার হিসেবে-নাকি অংশীদারের কারবারের নিয়ন্ত্রণ বা ব্যবস্থাপনাকারী ব্যক্তি হিসেবে, নাকি উভয় অবস্থার প্রেক্ষিতে করা হচ্ছে এবং এমন বিজ্ঞপ্তি দেওয়াতে ব্যত্যয় হলে (অর্থাৎ অন্যথা হলে বা অসফল হলে বা ব্যর্থ হলে বা না দেওয়া হলে) ঐ ব্যক্তি সম্পর্কে— যার ওপর জারি করা হয়েছে, মনে করা হবে যে, তার ওপর (সমন) জারি করা হয়েছে অংশীদার হিসেবে।

॥ **বিধি ঃ ৬ ॥ অংশীদারদের হাজিরা** [Appearance of partners]—যেখানে ব্যক্তিদের ওপর অংশীদার হিসেবে তাঁদের ফার্মের নামে মামলা আনা হয়, সেখানে তাঁরা নিজেই স্ব-স্ব নামে ব্যক্তিগতভাবে আদালতে হাজির হবেন, কিন্তু পরবর্তী সমস্ত কার্যবাহ্ তা সত্ত্বেও ফার্মের নামে চলতে থাকবে।

॥ **বিধি ঃ ৭ ॥ অংশীদার ছাড়া অন্য কারো হাজিরা চলবে না** [No appearance except by partners]—যেখানে সমন অংশীদারী কারবারের নিয়ন্ত্রণকারী বা ব্যবস্থাপনাকারীর ওপর বিধি-৩ দ্বারা বিধৃত পদ্ধতিতে জারি করা হয়েছে, সেখানে যতক্ষণ তিনি যে ফার্মের ওপর মকদ্দমা দায়ের করা হয়েছে, সেই ফার্মের অংশীদার না হচ্ছেন, ততক্ষণ তাঁর হাজিরার প্রয়োজন হবে না (অর্থাৎ তিনি ফার্মের অংশীদার না হলে তাঁর ব্যক্তিগতভাবে হাজির হওয়ার আবশ্যকতা নাই)।

॥ **বিধি ঃ ৮ ॥ প্রতিবাদের অধীন হাজিরা** [Appearance under protest]—(১) যে ব্যক্তির ওপর অংশীদার হিসেবে বিধি-৩-এর অধীন সমন জারি করা হয়েছে সেই ব্যক্তি কোনো তাত্ত্বিক (material) সময়ে অংশীদার ছিলেন তা অস্বীকার করে প্রতিবাদের অধীন হাজির হতে পারবেন।

(২) এমন হাজিরা হলে হয় বাদী কিংবা হাজির হওয়া ব্যক্তি মকদ্দমার শুনানি ও চূড়ান্ত নিষ্পত্তির জন্য ধার্যকৃত তারিখের আগে যে কোনো সময় ফার্মে তাঁর অংশীদারী এবং সেই সুবাদে দায়িত্বাধীন ছিল কিনা তা নির্ধারণ করার জন্য আদালতের কাছে আবেদন করতে পারবে।

(৩) এমন আবেদনের ভিত্তিতে আদালত যদি ঠিক করে যে, তিনি তাত্ত্বিক সময়ে (material time) অংশীদার ছিলেন, তাহলে এই বিষয়টি ঐ ব্যক্তিকে প্রতিবাদীর বিরুদ্ধে দাবি হিসেবে ফার্মের দায়িত্ব অস্বীকার করে প্রতিরক্ষণ পেশ (ফাইল) করাতে বিঘ্নিত করবে না।

(৪) কিন্তু যদি আদালত ঠিক করে (অর্থাৎ নির্ধারণ করে) যে, এমন ব্যক্তি ফার্মের অংশীদার ছিল না এবং সেই সুবাদে দায়িত্বাধীন ছিল না, তাহলে তা বাদীকে ফার্মে সমন দেওয়া ব্যতীত জারি করাকে এবং মকদ্দমা অগ্রসর করাকে বিঘ্নিত করবে না, কিন্তু সেইক্ষেত্রে বাদী কোনো এমন ডিক্রির নির্বাহে, যা ফার্মের বিরুদ্ধে জারি করা হয়, ফার্মের অংশীদার হিসেবে ঐ ব্যক্তির দায়িত্ব .এবৃত করা বিঘ্নিত হবে।

॥ **বিধি ঃ ৯ ॥ অংশীদার মধ্যে মামলা** [Suits between co-partners]—এই আদেশ ফার্ম এবং তার এক বা একাধিক অংশীদারেব মধ্যস্থ মকদ্দমাকে এবং এমন

মকদ্দমাসমূহকে, যা, ঐ ফার্মসমূহের মধ্যে আনা হয়েছে, যেগুলোর এক বা একাধিক অংশীদার সহ-অংশীদার থাকে, প্রযোজ্য হবে, কিন্তু এমন মকদ্দমাসমূহে কোনো নির্বাহ আদালতের অনুমতি ব্যতিরেকে জারি করা যাবে না এবং এমন নির্বাহ জারি করার অনুমতির জন্য আবেদন করা হলে এমন সমস্ত হিসেব গ্রহণ ও তদন্তকার্য নির্দিষ্ট করা যাবে এবং আইনসঙ্গত হয় এমন নির্দেশ দেওয়া যাবে।

॥ বিধি ঃ ১০ ॥ নিজের নাম ভিন্ন অন্য নামে যে ব্যক্তিরা ব্যবসা চালায় তাদের বিরুদ্ধে মামলা [Suit against person carrying on business in name other than his own]—নিজের নাম ভিন্ন অন্য নাম বা উপনামে (উপাধিতে) কারবার (ব্যবসা) করা যে কোনো ব্যক্তির ওপর বা কোনো নামে কারবার করা হিন্দু যৌথ পরিবারের ওপর মকদ্দমা সেই নামে বা উপনামে (উপাধিতে) এমনভাবে আনা যাবে যেন তা ফার্মেরই নাম এবং এই আদেশের সমস্ত নিয়ম সেই পর্যন্ত প্রযোজ্য হবে যে পর্যন্ত ঐ মকদ্দমার প্রকৃতির সঙ্গে অনুজ্ঞাত হয়।

আদেশ—৩১

[ORDER : 31]

ন্যাস (ট্রাস্ট), নির্বাহক এবং প্রশাসকদের দ্বারা আনীত মামলা বা তাঁদের বিরুদ্ধে আনীত মামলা

(Suits by or Against Trustees, Executors and Administrators)

(বিধি ১ থেকে বিধি ৩)

॥ বিধি ঃ ১ ॥ ন্যাস ইত্যাদিতে নিহিত সম্পত্তির সঙ্গে সম্পৃক্ত মামলাতে ভোগ দখলকারী ব্যক্তিদের প্রতিনিধিত্ব [Representation of beneficiaries in suits concerning property vested in trustees, etc.]—কোনো ন্যায়, নির্বাহক বা প্রশাসকের হস্তে নিহিত সম্পত্তির সঙ্গে সম্পৃক্ত এমন যাবতীয় মামলায়, যেগুলোতে উক্ত সম্পত্তিতে সুবিধাভোগী হিসেবে স্বার্থ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের এবং কোনো অপর—ব্যক্তির মধ্যে বিরোধ আছে ন্যাস (ট্রাস্টি), নির্বাহক বা প্রশাসক এই রকম স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের প্রতিনিধিত্ব করবে এবং তাদের মকদ্দমায় পক্ষ করা, সাধারণভাবে প্রয়োজন হবে না, কিন্তু যদি আদালত সঙ্গত মনে করে তাহলে আদেশ দিতে পারবে যে, তাদেরকে বা তাদের মধ্যে কাউকে পক্ষ করা হোক।

॥ বিধি ঃ ২ ॥ ন্যাস, নির্বাহক এবং প্রশাসকদের সংযোজন [Joinder of trustees, executors and administrators]—যেখানে কয়েকজন ন্যাস (বা ট্রাস্টি), নির্বাহক বা প্রশাসক আছেন, সেখানে এমন মকদ্দমায় যা তাঁদের মধ্যে কারো একজনের বা একাধিক জনের বিরুদ্ধে দায়ের করা হয়, তাঁদের সকলকে পক্ষ করা যাবে ঃ

প্রকাশ থাকে যে, যে সব নির্বাহক তাঁদের উইল প্রমাণ করেন নি, তাঁদেরকে এবং যে সব ন্যাস (বা ট্রাস্টি) নির্বাহকে ও প্রশাসক ভারতের বাইরে বসবাস করে তাঁদেরকে পক্ষ করার প্রয়োজন নেই।

॥ বিধি ঃ ৩ ॥ বিবাহিতা নির্বাহকের স্বামীকে সংযুক্ত করা যাবে না [Husband of married executrix not to join]—আদালত যতক্ষণ ভিন্নরূপ নির্দেশ না দিচ্ছে বিবাহিতা ন্যাস (বা অছি) মহিলা প্রশাসক বা মহিলা নির্বাহকের স্বামী হওয়ার সুবাদেই এমন মকদ্দমায় পক্ষ হবেন না যা উক্ত মহিলা কর্তৃক বা তাঁর বিরুদ্ধে আনা হয়েছে।

আদেশ—৩২
[ORDER : 32]
নাবালক-নাবালিকা এবং মানসিক ভারসাম্যহীন ব্যক্তিদের দ্বারা আনীত মামলা অথবা তাদের বিরুদ্ধে আনীত মামলা
(Suits by or Against Minors and Person of Unsound Mind)
(বিধি ১ থেকে বিধি ১৬)

॥ বিধি : ১ ॥ নাবালক-নাবালিকা পরবর্তী-মিত্র দ্বারা মামলা করতে পারবে [Minor to sue by next-friend]—নাবালক-নাবালিকা দ্বারা প্রত্যেক মামলা তার নামে এমন ব্যক্তি দ্বারা দায়ের করা হবে, যাকে এধরনের মামলায় নাবালক-নাবালিকার পরবর্তী-মিত্র বলা হবে।

স্পষ্টীকরণ—এই আদেশে নাবালক-নাবালিকা বলতে বুঝায় সেই ব্যক্তি যে, ভারতীয় নাবালক অধিনিয়ম, ১৮৭৫ (১৮৭৫-এর ৯)-এর ধারা-৩-এর অর্থে বয়স্ক হয় (বা সাবালক হয়ে ওঠে) নি, যেখানে মামলা ঐ অধিনিয়মের ধারা-২-এর খণ্ড (ক) ও খণ্ড (খ)-এ বর্ণিত বিষয়সমূহের কোনো একটি বিষয় বা অন্য কোনো বিষয়ের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত।

॥ বিধি : ২ ॥ যে সব ক্ষেত্রে পরবর্তী-মিত্র ব্যতিরেকে মামলা দায়ের করা যাবে, সেক্ষেত্রে ফাইল (নথি) থেকে আর্জি অপসৃত হবে [Where suit is instituted without next-friend, plaint to be taken off the file]—(১) যেখানে নাবালক-নাবালিকা দ্বারা বা তার পক্ষে মকদ্দমা, পরবর্তী-মিত্র ছাড়াই দায়ের করা হয়, সেখানে প্রতিবাদী আর্জি ফাইল (নথি) থেকে অপসৃত করার জন্য এবং খরচ-খরচা সেই প্লিডার বা অন্য ব্যক্তি দ্বারা দেওয়ার জন্য আবেদন করতে পারবে, যে ব্যক্তি তাকে উপস্থিত করেছিল।

(২) উক্ত আবেদনের বিজ্ঞপ্তি উক্ত ব্যক্তিকে দেওয়া হবে এবং তার আপত্তি [যদি থাকে] শোনার পর আদালত যেমন বিষয় উচিত মনে করবে তেমন বিষয়ে আদেশ দিতে পারবে।

॥ বিধি : ২-ক ॥ পরবর্তী-মিত্র কর্তৃক প্রতিভূতি তখনই দিতে হবে যখন তার জন্য আদেশ দেওয়া হবে [Security to be furnished by next-friend when so ordered]—(১) যেখানে নাবালক-নাবালিকার পক্ষ থেকে তার পরবর্তী-মিত্র দ্বারা মকদ্দমা দায়েব করা হয় সেখানে আদালতে মকদ্দমার যে কোনো পর্যায়ে হয় স্বেচ্ছায় অথবা কোনো প্রতিবাদীর আবেদন ক্রমে এমন কারণসমূহে, যা নথিভুক্ত করা হবে, পরবর্তী মিত্রকে আদেশ দিতে পারবে যে, সে প্রতিবাদী দ্বারা ব্যয়িত বা সম্ভাব্য ব্যযেব খরচ প্রদানের জন্য প্রতিভূতি দেয়।

(২) যেখানে নির্ধন (অভাবী) ব্যক্তি দ্বারা এমন মকদ্দমা দায়ের করা হয় সেখানে প্রতিভূতির অন্তর্গত সরকারকে প্রদেয় আদালত ফী-ও থাকবে।

(৩) যেখানে আদালত এই বিধির অধীন প্রতিভূতি দেওয়ার নির্দেশ দিয়ে আদেশ দেয় সেখানে আদেশ-২৫-এর বিধি-২-এর বিধৃত মকদ্দমায় যতদূর সম্ভব প্রযোজ্য হবে।

॥ বিধি ঃ ৩ ॥ নাবালক-নাবালিকা বিবাদীদের জন্য আদালত কর্তৃক মামলার্থ অভিভাবকের নিযুক্তি [Guardian for the suit to be appointed by Court for minor defendant]—(১) যেখানে বিবাদী নাবালক বা নাবালিকা, সেখানে তার সাবালকতার তথ্যের ব্যাপারে আদালতের পরিতুষ্টি হয়ে গেলে উপযুক্ত ব্যক্তিকে আদালত এমন নাবালক-নাবালিকার জন্য মামলার্থ অভিভাবক নিয়োগ করবে।

(২) মামলার্থ অভিভাবক নিয়োগের জন্য আদেশ নাবালক-নাবালিকার নামে এবং তার তরফে অথবা বাদী দ্বারা কৃত আবেদনক্রমে গ্রহণ করা যাবে (অর্থাৎ আদেশ গৃহীত হতে পারে)।

(৩) এমন আবেদন পত্র এই তথ্যকে সত্যাপিত করা শপথপত্রদ্বারা সমর্থিত হবে যে, যেগুলো মামলাতে বিচার্য-বিষয়, সেগুলোর মধ্যে যে স্বার্থটি নাবালক-নাবালিকার সাথে সংশ্লিষ্ট, সেই স্বার্থের পরিপন্থী কোনো স্বার্থ প্রস্তাবিত অভিভাবকের নাই এবং তা এমন নিযুক্তির জন্য সঠিক ব্যক্তি (অর্থাৎ নিযুক্তির যোগ্য)।

(৪) কোনো আদেশ এই নিয়মের অধীনকৃত আবেদন ক্রমে, ততক্ষণ ছাড়া করা যাবে না যতক্ষণ নাবালক-নাবালিকা কোনো এমন অভিভাবককে, যাকে এমন প্রাধিকারী দ্বারা নিযুক্ত বা ঘোষিত করা হয়েছে, যিনি এই নিমিত্ত সক্ষম অথবা যেখানে এমন অভিভাবক নেই, সেখানে নাবালক-নাবালিকার বাবাকে অথবা যেক্ষেত্রে বাবা নেই সেক্ষেত্রে মাকে অথবা যেক্ষেত্রে বাবা বা মা নেই, সেক্ষেত্রে অন্য কোনো স্বাভাবিক অভিভাবককে অথবা যেক্ষেত্রে বাবা-মা বা অন্য কোনো স্বাভাবিক অভিভাবক নেই সেক্ষেত্রে যে ব্যক্তির তত্ত্বাবধানে ঐ নাবালক-নাবালিকা আছে সেই ব্যক্তিকে বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হয়েছে এবং যে ব্যক্তির ওপর এই উপবিধির অধীনে বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়েছে, সেই ব্যক্তির তরফে কৃত যে কোনো আপত্তি শ্রুত হয়েছে।

(৪-ক) যদি আদালত কোনো মকদ্দমায় উচিত মনে করে তাহলে ঐ নাবালক-নাবালিকাকে ও উপবিধি (৪)-এর অধীনে বিজ্ঞপ্তি দিতে পারবে।

(৫) যে ব্যক্তি নাবালক-নাবালিকার জন্য মামলার্থ অভিভাবক উপবিধি (১) -এর অধীনে নিযুক্ত হয়েছেন, যদি তাঁর নিযুক্তির পরিসমাপ্তি অবসরগ্রহণ, অপসারণ বা মৃত্যুর কারণে না হয়ে থাকে তাহলে তিনি ঐ মামলায় উত্থিত হবে এমন সমস্ত কার্যবাহর সম্পূর্ণ অবধিতে, যার অন্তর্গত আপিল আদালত বা পুনরীক্ষণ আদালতে সম্পন্ন কার্যবাহ ও ডিক্রির নির্বাহর কার্যবাহ আসে, সেই সুবাদেই বহাল থাকবেন।

॥ বিধি ঃ ৩-ক ॥ নাবালক-নাবালিকাদের ডিক্রি ততক্ষণ বাতিল হবে না, যতক্ষণ তাদের স্বার্থে প্রতিকূল প্রভাব না পড়ছে [Decree against minor not to be set aside unless prejudice has been caused to his interests]—(১) নাবালক-নাবালিকার বিরুদ্ধে প্রদত্ত কোনো ডিক্রি শুধু এই কারণে বাতিল করা যাবে না যে, নাবালক-নাবালিকার মকদ্দমার জন্য পরবর্তী-মিত্র বা অভিভাবক মামলার বিষয়-

বস্তুতে নাবালক-নাবালিকার স্বার্থের প্রতিকূল প্রভাব পড়েছে, ডিক্রি বাতিল করার জন্য আধার হবে।

(২) এই বিধির কোনো কিছু নাবালক-নাবালিকাকে, মকদ্দমার জন্য পরবর্তী-মিত্র বা অভিভাবকের পক্ষ থেকে এমন অসদাচারণ বা চূড়ান্ত অবহেলার জন্য, যার পরিণামস্বরূপ নাবালক-নাবালিকার স্বার্থের ওপর প্রতিকূল প্রভাব পড়েছে, আইনের অধীন প্রাপ্য কোনো উপশম পাওয়া থেকে বঞ্চিত করবে না।

॥ বিধি ঃ ৪ ॥ পরবর্তী মিত্র হিসেবে কে কার্য সম্পাদন করতে পারবে অথবা কাকে মামলার জন্য অভিভাবক নিযুক্ত করা যাবে [Who may act as next-friend or be appointed guardian for the suit]—(১) যে ব্যক্তি সুস্থ মনস্ক এবং সাবালক (অর্থাৎ বয়স্ক) সে নাবালক-নাবালিকার পরবর্তী-মিত্র বা মামলার্থ অভিভাবক হিসেবে কার্য সম্পাদন করতে পারবে ঃ

প্রকাশ থাকে যে, তা তখন, যখন এমন ব্যক্তির স্বার্থ নাবালক-নাবালিকার স্বার্থের প্রতিকূল না হয় এবং পরবর্তী-মিত্রের ক্ষেত্রে সে প্রতিবাদী না হয় বা মামলার্থ অভিভাবকের ক্ষেত্রে সে বাদী না হয়।

(২) যেখানে নাবালক-নাবালিকার এমন অভিভাবক আছেন, যিনি সক্ষম প্রাধিকারী দ্বারা নিযুক্ত বা ঘোষিত হয়েছেন, সেখানে যতক্ষণ, নথিভুক্ত করা হবে, এমন কারণে আদালতের মনে না হয় যে, নাবালক-নাবালিকার কল্যাণার্থে অন্য ব্যক্তিকে তার পরবর্তী-মিত্র হিসেবে কার্য সম্পাদন করার জন্য অনুমতি দেওয়া উচিত বা তাকে মামলার্থ অভিভাবক নিযুক্ত করা উচিত, তাহলে এমন অভিভাবক থেকে ভিন্ন অপর কোনো ব্যক্তি, যেখানে যেমন, এভাবে কার্য সম্পাদন করবেন না এবং এভাবে নিয়োগও করা যাবে না।

(৩) যে কোনো ব্যক্তিকে তার লিখিত সম্পত্তি ব্যতিরেকে মামলার্থ অভিভাবক নিযুক্ত করা যাবে না।

(৪) যেখানে মামলার্থ অভিভাবকের সুবাদে কার্য সম্পাদন করার জন্য অন্য কোনো যোগ্য বা ইচ্ছুক নেই সেখানে আদালত তার আধিকারিকদের মধ্য থেকে কাউকে এমন অভিভাবক হওয়ার জন্য নিযুক্ত করতে পারবে এবং এই মর্মে নির্দেশ দিতে পারবে যে, এমন অভিভাবক হিসেবে তার কর্তব্য পালনে উক্ত আধিকারিক দ্বারা যে খরচ-খরচা হবে,—হয় তা মকদ্দমার পক্ষদের দ্বারা অথবা পক্ষদের কোনো একজন একাধিক জনের দ্বারা আদালতের কোনো এমন নিধি (তহবিল) থেকে, যাতে নাবালক-নাবালিকার স্বার্থ সংশ্লিষ্ট আছে অথবা নাবালক-নাবালিকার সম্পত্তি থেকে দেওয়া হবে এবং এমন খরচ দেওয়ার অথবা তা অনুজ্ঞাত করার জন্য এমন নির্দেশ দিতে পারবে যা ন্যায়সঙ্গত হবে এবং মামলার পরিস্থিতি অনুযায়ী প্রয়োজনীয় (বা অভিপ্রেত) হবে।

॥ বিধি ঃ ৫ ॥ পরবর্তী-মিত্র বা মামলার্থ অভিভাবক দ্বারা নাবালক-নাবালিকার প্রতিনিধিত্ব [Representation of minor by next-friend or guardian for the suit]—(১) নাবালক-নাবালিকার তরফ থেকে এমন প্রত্যেক আবেদন, যা বিধি—১০-এর উপবিধি (২)-এর অধীন আবেদন থেকে ভিন্ন, তার পরবর্তী-মিত্র বা তার মামলার্থ অভিভাবক দ্বারা করা যাবে।

(২) যেখানে নাবালক-নাবালিকার প্রতিনিধিত্ব, যেখানে যেমন, পরবর্তী-মিত্র বা মামলা অভিভাবক দ্বারা করা হয় নি, সেখানে প্রত্যেক আদেশ যা আদালতের সম্মুখস্থ মকদ্দমায় কিংবা আবেদন ক্রমে করা হয়েছে এবং যার সঙ্গে নাবালক-নাবালিকার কোনো রকম সম্পর্ক বিদ্যমান অথবা যার দ্বারা তার ওপর কোনো রকম প্রভাব পড়ে, বাতিল (বা খারিজ) করা যাবে এবং সেক্ষেত্রে খরচ-খরচাসহ বাতিল (বা খারিজ) করা যাবে যাতে ঐ পক্ষর—যার অনুরোধে (বা চেষ্টায়) এমন আদেশ পাওয়া গিয়েছিল, প্লিডার (ব্যবহারজীবী) এমন নাবালক-নাবালিকার তথ্য সম্পর্কে অবহিত ছিলেন, অথবা যুক্তিসঙ্গতভাবে অবহিত হতে পারতেন, যে খরচ-খরচা ঐ প্লিডারকে দিতে হবে।

॥ বিধি : ৬ ॥ নাবালক-নাবালিকার পক্ষে ডিক্রির অধীন সম্পত্তির মামলার্থ পরবর্তী-মিত্র বা অভিভাবক কর্তৃক প্রাপ্তি [Receipt by next-friend or guardian for the suit of property under decree for minor]—(১) কোনো পরবর্তী-মিত্র বা মামলার্থ অভিভাবক আদালতের অনুমতি ব্যতিরেকে—

(ক) না ডিক্রি বা আদেশের পূর্ব আপস-মীমাংসা হিসেবে;

(খ) আর না নাবালক-নাবালিকার পক্ষে ডিক্রি বা আদেশের অধীন কোনো টাকা-পয়সা (ধন, অর্থ) বা অন্য কোনো অস্থাবর সম্পত্তি নাবালক-নাবালিকার তরফে গ্রহণ করবেন।

(২) যেখানে পরবর্তী-মিত্র বা মামলার্থ অভিভাবক নাবালক-নাবালিকার সম্পত্তির অভিভাবক হওয়ার জন্য সক্ষম প্রাধিকারী দ্বারা নিযুক্ত বা ঘোষিত হন নি, অথবা এমনভাবে নিযুক্ত বা ঘোষিত হওয়ার ক্ষেত্রে অর্থ বা অন্য কোনো অস্থাবর সম্পত্তি পাওয়ার জন্য এমন কোনো অক্ষমতার অধীনে বিদ্যমান থাকেন, যে ব্যাপারে আদালত অবহিত আছে, সেখানে যদি আদালত সম্পত্তি গ্রহণের জন্য তাঁকে অনুমতি দেয়, তাহলে আদালত এমন প্রতিভূতি চাইবে এবং এমন নির্দেশ দেবে যাতে আদালতের মতে সম্পত্তি নষ্ট (বা ক্ষয়-ক্ষতি) হওয়া থেকে যথেষ্টভাবে সুরক্ষিত হয় এবং তার যথাযথ প্রয়োগ সুনিশ্চিত হয় :

প্রকাশ থাকে যে, আদালত পরবর্তী-মিত্র বা মামলার্থ অভিভাবককে ডিক্রি বা আদেশের অধীন অর্থ বা অন্য অস্থাবর সম্পত্তি গ্রহণ করার অনুমতি দেওয়ার সময় নথিতে লিপিবদ্ধ করা হবে এমন কারণে উক্ত প্রতিভূতি দেওয়া থেকে সেক্ষেত্রে রেহাই দিতে পারবে, যেক্ষেত্রে এমন পরবর্তী-মিত্র বা অভিভাবক হলেন—

(ক) হিন্দু যৌথ (অবিভক্ত) পরিবারের কর্তা এবং ডিক্রি বা আদেশ পরিবারের সম্পত্তি বা কারবারের (ব্যবসায়ের) সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত; অথবা

(খ) নাবালক-নাবালিকার মা-বাবা।

॥ বিধি : ৭ ॥ পরবর্তী-মিত্র বা মামলার্থ অভিভাবক দ্বারা চুক্তি বা আপস মীমাংসা [Agreement or compromise by next-friend or guardian for the suit]—(১) কোনো পরবর্তী-মিত্র বা মামলার্থ অভিভাবক নাবালক-নাবালিকার তরফে কোনো চুক্তি বা আপস মীমাংসা—যে মকদ্দমায় পরবর্তী-মিত্র বা অভিভাবক হিসেবে তাঁরা কার্য সম্পাদন করছেন, সেই মকদ্দমা সম্পর্কে আদালতের অনুমতি

ছাড়া—যে অনুমতি কার্যবাহতে সুস্পষ্টভাবে লিপিবদ্ধ থাকবে, করবেন না (অর্থাৎ কার্যবাহতে সুস্পষ্টভাবে লেখা থাকবে আদালতের এমন অনুমতি ছাড়া পরবর্তী-মিত্র বা অভিভাবক নাবালক-নাবালিকার পক্ষে ঐ মামলায় কোনো চুক্তি বা আপস-মীমাংসা করতে পারবেন না)।

(১-ক) উপবিধি (১)-এর অধীন অনুমতির জন্য আবেদনের সঙ্গে, যেখানে যেমন, পরবর্তী-মিত্র বা মামলার্থ অভিভাবকের একটি শপথনামা থাকবে এবং যদি নাবালক-নাবালিকার প্রতিনিধিত্ব প্লিডার দ্বারা করা হয় তাহলে প্লিডারের এই মর্মে একটি প্রমাণ পত্রও থাকবে যে প্রস্তাবিত চুক্তি বা আপস-মীমাংসা তাঁর মতে নাবালক-নাবালিকার হিতার্থে হয়েছে :

প্রকাশ থাকে যে, শপথনামা বা প্রমাণপত্রে এইরূপ ব্যক্ত করা অভিমত প্রস্তাবিত চুক্তি বা আপস-মীমাংসা নাবালক-নাবালিকার হিতার্থে কিনা তা যাচাই করার জন্য আদালতকে বাধাদান করবে না।

(২) আদালতের এমন লিপিবদ্ধ অনুমতি ব্যতিরেকে কৃত চুক্তি বা আপস-মীমাংসা নাবালক-নাবালিকা ভিন্ন সমস্ত পক্ষদের বিরুদ্ধে বাতিলযোগ্য হবে।

॥ বিধি : ৮ ॥ পরবর্তী-মিত্র অবসর গ্রহণ (সেবা নিবৃত্তি) [Retirement of next-friend]—(১) যতক্ষণ আদালত কর্তৃক ভিন্নরূপ আদেশ দেওয়া না হচ্ছে, ততক্ষণ পরবর্তী-মিত্র তাঁর জায়গায় রাখার জন্য কোনো যোগ্য ব্যক্তিকে আগে যোগাড় না করে এবং ইতিমধ্যে যে খরচ হয়েছে তার জন্য প্রতিভূতি না দিয়ে অবসর গ্রহণ করতে পারবেন না।

(২) নতুন পরবর্তী-মিত্রের নিয়োগের জন্য আবেদন পত্রটি (বা দরখাস্তটি) প্রস্তাবিত ব্যক্তিকে উপযুক্ত এবং নাবালক-নাবালিকার স্বার্থের প্রতিকূল তার যে কোনো স্বার্থ নাই—এই মর্মে শপথনামা দ্বারা সমর্থিত হতে হবে।

॥ বিধি : ৯ ॥ পরবর্তী-মিত্রর অপসারণ [Removal of next-friend]—(১) যেখানে নাবালক-নাবালিকার পরবর্তী-মিত্রের স্বার্থ নাবালক-নাবালিকার স্বার্থের প্রতিকূল হয় অথবা যেখানে সেই প্রতিবাদীর, যার স্বার্থ নাবালক-নাবালিকার স্বার্থের প্রতিকূল, সঙ্গে তার এমন সম্পত্তি আছে, যার থেকে নাবালক-নাবলিকার স্বার্থের সুরক্ষা তার সঠিকভাবে করা সম্ভাবনা কমে যায় বা সেখানে সে তার নিজের কর্তব্য করাতে বিরত থাকে অথবা মকদ্দমা বিচারাধীন থাকাকালে ভারতের মধ্যে বসবাস করা থেকে বিরত হয়, সেখানে বা অন্য যে কোনো যথেষ্ট কারণে তার অপসারণের জন্য আবেদন নাবালক-নাবালিকার তরফে অথবা কোনো প্রতিবাদী দ্বারা করা যাবে এবং যদি আদালত প্রদর্শিত কারণের পর্যাপ্ততার ব্যাপারে সন্তুষ্ট হয়ে যায় তাহলে আদালত পরবর্তী-মিত্রকে তদানুসার অপসারণের জন্য আদেশ দিতে পারবে এবং খরচের ব্যাপারে যেমন সঙ্গত মনে করে তেমন আদেশ দিতে পারবে।

(২) যেখানে পরবর্তী-মিত্র, এই হেতু যোগ্য প্রাধিকারী দ্বারা নিযুক্ত বা ঘোষিত অভিভাবক নন এবং এমন নিযুক্ত বা ঘোষিত অভিভাবক দ্বারা, যা সে বাঞ্ছা করে যে, তাকে পরবর্তী-মিত্রর স্থলাভিষিক্ত করা হোক, আবেদন করা হয় সেখানে যতক্ষণ আদালতের নথিতে লিপিবদ্ধ করা হবে এমন কারণে এমন মনে না হয় যে, ঐ

অভিভাবককে উক্ত নাবালক-নাবালিকার পরবর্তী-মিত্র হিসেবে নিয়োগ করা ঠিক নয়, আদালত উক্ত পরবর্তী-মিত্রকে অপসারিত করবে এবং তখন পরবর্তী-মিত্র হওয়ার জন্য তার জায়গায় আবেদনকারীকে আগে যা খরচ হয়েছে তার ব্যাপারে আদালত যেমন সঙ্গত মনে করবে তেমন শর্তে নিয়োগ করবে।

॥ বিধি ঃ ১০ ॥ পরবর্তী-মিত্রর অপসারণ, ইত্যাদির ওপর কার্যবাহ মুলতবি রাখা [Stay of proceedings on removal, etc. of next-friend]—(১) নাবালক-নাবালিকার পরবর্তী-মিত্রের অবসর গ্রহণ, অপসারণ, মৃত্যুর ক্ষেত্রে পরবর্তী কার্যবাহ ততক্ষণ স্থগিত (বা মুলতবি) থাকবে, যতক্ষণ তাঁর জায়গায় নতুন পরবর্তী-মিত্রের নিয়োগ না হচ্ছে (অর্থাৎ নতুন পরবর্তী-মিত্র নিয়োগ না করা পর্যন্ত মকদ্দমার পরবর্তী কার্যবাহ মুলতবি থাকবে।

(২) যেখানে উক্ত নাবালক-নাবালিকার প্লিডার নতুন একজন পরবর্তী-মিত্রের নিযুক্তির ব্যাপারে যুক্তিসঙ্গত সময়ের মধ্যে কার্যবাহ করা থেকে বিরত থাকে সেখানে ঐ নাবালক-নাবালিকার বা বিচার্য-বিষয়ের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট যে কোনো ব্যক্তি আদালতের কাছে এই বলে আবেদন করতে পারবে যে, তাকে পরবর্তী-মিত্র নিয়োগ করা হোক এবং আদালত যদি উপযুক্ত মনে করে তেমন ব্যক্তিকে নিয়োগ করতে পারবে।

॥ বিধি ঃ ১১ ॥ মামলার্থ অভিভাবকের অবসর গ্রহণ, অপসারণ অথবা মৃত্যু [Retirement, removal or death of guardian for the suit]—(১) যেখানে মামলার্থ অভিভাবক (অর্থাৎ মামলা হেতু যিনি অভিভাবক নিযুক্ত হয়েছেন) অবসর গ্রহণের জন্য বাঞ্ছা করেন অথবা তাঁর কর্তব্য পালন থেকে বিরত থাকেন অথবা যেখানে অন্য কোনো যথেষ্ট কারণ দেখানো হয়, সেখানে আদালত এমন অভিভাবককে অবসর গ্রহণের জন্য অনুমতি দিতে পারবে অথবা তাঁকে অপসারণ করতে পারবে এবং খরচ-খরচার ব্যাপারে আদালত যেমন সঙ্গত মনে করবে তেমন আদেশ দিতে পারবে।

(২) যেখানে মামলার্থ অভিভাবক মকদ্দমা বিচারাধীন থাকা কালে অবসর গ্রহণ করেন, তাঁর মৃত্যু হয়ে যায় অথবা তিনি আদালত কর্তৃক অপসারিত হন, সেখানে আদালত তার জায়গায় নতুন অভিভাবক নিয়োগ করবে।

॥ বিধি ঃ ১২ ॥ নাবালক-নাবালিকা বাদী বা আবেদনকারী দ্বারা সাবালকত্ব প্রাপ্তির পর অনুসরণীয় পন্থা [Course to be followed by minor plaintiff or applicant on attaining majority]—(১) নাবালক-নাবালিকা বাদী অথবা এমন নাবালক-নাবালিকা যে মকদ্দমার কোনো পক্ষ না হলেও, তার তরফে আবেদন বিচারাধীন আছে, সাবালক-সাবালিকা হলে সে মকদ্দমা বা আবেদন চালিয়ে যাবে কি না সে ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেবে।

(২) যেক্ষেত্রে সে মকদ্দমা বা আবেদন চালিয়ে নিয়ে যাবারই সিদ্ধান্ত নেয় সেক্ষেত্রে সে পরবর্তী-মিত্রর ভারমুক্তির আদেশের জন্য এবং নিজেই তার নামে পরবর্তী কার্যবাহ চালাবার অনুমতির জন্য আবেদন করবে।

(৩) এমতাবস্থায় ঐ মকদ্দমা বা আবেদনের শিরোনাম (শীর্ষক) এমনভাবে শুদ্ধ করা হবে, যে তার চেহারা হয়ে যাবে নিম্নরূপ (অর্থাৎ এমনভাবে শুদ্ধ করা হবে যাতে নিচের মতো পঠিত হয়)—

"ক খ, প্রাক্তন (বা ভূতপূর্ব) নাবালক (নাবালিকা) তার পরবর্তী-মিত্র গ ঘ, দ্বারা, কিন্তু এখন সে সাবালক (সাবালিকা) হয়েছে।"

(৪) যেখানে সে মকদ্দমা বা আবেদন পরিত্যাগ করার সিদ্ধান্ত নেয়, সেখানে যদি সে একমাত্র বাদী বা একমাত্র আবেদনকারী হয় তাহলে যে খরচ প্রতিবাদী বা বিরোধী পক্ষ দ্বারা ব্যয় হয়েছে অথবা তার পরবর্তী-মিত্র দ্বারা দেওয়া হয়েছে, ঐ খরচের টাকা পরিশোধ করার পর মকদ্দমা বা আবেদন খারিজ করার আদেশের জন্য সে আবেদন করতে পারবে।

(৫) এই বিধির অধীন যে কোনো আবেদন এক তরফাভাবে করা যাবে কিন্তু পরবর্তী-মিত্রকে মুক্তকারী এবং নাবালক-নাবালিকা বাদীকে ব্যক্তিগতভাবে তার নামে পরবর্তী কার্যবাহ চালানোর জন্য অনুজ্ঞাকারী কোনো আবেদন পরবর্তী-মিত্রকে বিজ্ঞপ্তি না দিয়ে করা যাবে না।

॥ বিধি ঃ ১৩ ॥ নাবালক-নাবালিকা সহ-বাদী যখন সাবালকত্ব প্রাপ্তির পর মামলা ত্যাগ করার বাঞ্ছা করে [Where minor co-plaintiff attaining majority desires to repudiate suit]—(১) যেখানে নাবালক-নাবালিকা সহ-বাদী সাবালকত্ব প্রাপ্তির পর মকদ্দমা ত্যাগ করার বাঞ্ছা করে সেখানে সে সহ-বাদী হিসেবে তার নাম কেটে দেওয়ার জন্য আবেদন করতে পারবে (অর্থাৎ বাদ দিয়ে দেওয়া হোক) এবং যদি আদালতের এমন সিদ্ধান্ত হয় যে, সে প্রাপ্তবয়স্ক পক্ষ নয়, তাহলে আদালত খরচের ব্যাপারে বা অন্য এমন শর্তে যা আদালত সঙ্গত মনে করবে তাকে মামলা থেকে খারিজ করে দেবে।

(২) আবেদনপত্র সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি জারি পরবর্তী-মিত্রর ওপর, কোনো সহ-বাদীর ওপর এবং প্রতিবাদীর ওপর করা যাবে।

(৩) এমন আবেদন পত্রের সমস্ত পক্ষর এবং মকদ্দমার ততক্ষণ পর্যন্ত হওয়া সমস্ত ব্যা বিশেষ কোনো কার্যবাহর খরচ এমন ব্যক্তিদের দ্বারা প্রদত্ত হবে যাদের আদালত নির্দিষ্ট করে দেবে।

(৪) যেখানে আবেদনকারী মকদ্দমার প্রয়োজনীয় পক্ষ, সেখানে আদালত তাকে প্রতিবাদী করার জন্য নির্দেশ দিতে পারবে।

॥ বিধি ঃ ১৪ ॥ যুক্তিসঙ্গত বা উচিত নয় এমন মামলা [Unreasonable or improper suit]—(১) যদি নাবালক-নাবালিকা একমাত্র বাদী হয়, তাহলে সে সাবালক (বা সাবালিকা) হওয়ার পর আবেদন করতে পারবে যে, তার নামে তার পরবর্তী-মিত্র দ্বারা দায়ের করা মকদ্দমা অযৌক্তিক বা অনুচিত বলে খারিজ করে দেওয়া হোক।

(২) এই আবেদনের বিজ্ঞপ্তির জারি সংশ্লিষ্ট সমস্ত পক্ষর ওপর করা যাবে এবং এমন অযৌক্তিকতা ও অনৌচিত্যের ব্যাপারে আদালত তার তুষ্টির পর ঐ আবেদন অনুমোদন করতে পারবে এবং আবেদনের সম্পর্কে পক্ষদের খরচ-খরচার এবং মকদ্দমায় সম্পাদিত কোনো ব্যাপারে হওয়া খরচ-খরচা দেওয়ার জন্য আদেশ দিতে পারবে অথবা আদালত যেমন সঙ্গত মনে করে তেমন অন্য আদেশ পরবর্তী-মিত্রকে দিতে পারবে।

॥ বিধি ঃ ১৫ ॥ মানসিক ভারসাম্যহীন ব্যক্তিদের ওপর বিধি-১ থেকে বিধি -১৪ [বিধি-২-ক ব্যতীত] প্রযোজ্য হওয়া [Rules 1 to 14 (except rule-2A) to apply to persons of unsound mind]—বিধি-১ থেকে বিধি-১৪ পর্যন্ত [বিধি-২-ক ছাড়া] এমন ব্যক্তিদের, যতদূর সম্ভব, প্রযোজ্য হবে যা মকদ্দমা বিচারাধীন থাকার আগে বা সেই সময়ে মানসিক ভারসাম্যহীন বলে বিচারপূর্বক স্থিরীকৃত হয় এবং এমন ব্যক্তিদের ওপরও প্রযোজ্য হবে যারা, যদিও এমন মানসিক ভারসাম্য বলে চিহ্নিত হন না, কিন্তু যখন তারা মকদ্দমা দায়ের করে অথবা তাদের বিরুদ্ধে মকদ্দমা আনীত হয়, তখন তারা আদালত দ্বারা যাচাই করার পর কোনো মানসিক দৌর্বল্যের কারণে তাদের স্বার্থ রক্ষা করাতে অসমর্থ বলে দেখা যায়।

॥ বিধি ঃ ১৬ ॥ ব্যাবৃত্তি [Savings]—(১) এই আদেশের কোনো কিছু বিদেশি রাজ্যের এমন কোনো শাসকের ওপর প্রযোজ্য হবে না, যিনি তাঁর রাজ্যের নামে মকদ্দমা আনয়ন করেন অথবা যাঁর বিরুদ্ধে তাঁর রাজ্যের নামে মকদ্দমা আনীত হয় অথবা কেন্দ্রীয় সরকারের নির্দেশে যার বিরুদ্ধে নিযুক্তদের নামে অথবা অন্য কোনো নামে মামলা করা হয়।

(২) এই আদেশের কোনো কিছুর সম্পর্কে এমন অর্থ করা যাবে না যে, তা নাবালক-নাবালিঁকা দ্বারা অথবা তাদের, বিরুদ্ধে অথবা পাগল বা মানসিক বিকারগ্রস্ত অন্য ব্যক্তিদের দ্বারা বা তাদের বিরুদ্ধে মামলার ব্যাপারে সমকালে প্রযোজ্য কোনো স্থানীয় আইনের বিধানসমূহের ওপর প্রভাব ফেলে অথবা কোনো ভাবে তাদের খর্বকৃত করে।

আদেশ—৩২ক
[ORDER : 32A]

পরিবারের সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত বিষয় সম্পর্কিত মামলা
(Suits Relating to Matters Concerning the Family)
(বিধি ১ থেকে বিধি ৬)

॥ বিধি : ১ ॥ আদেশ প্রযোজিত হওয়া [Application of the order]—(১) এই আদেশের বিধানসমূহ পরিবারের সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত বিষয় সম্পর্কিত মামলা বা কার্যবাহতে প্রযোজ্য হবে।

(২) বিশেষতঃ এবং উপবিধি (১)-এর বিধানসমূহের ব্যাপকতার ওপর প্রতিকূল প্রভাব না ফেলে (অর্থাৎ হানি না ঘটিয়ে) এই আদেশের বিধানসমূহ পরিবারের সঙ্গে সম্বন্ধিত নিম্নলিখিত মামলা বা কার্যবাহর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে; যথা—

(ক) বিবাহ-বিষয়ক উপশমের জন্য কোনো মামলা বা কার্যবাহ যার মধ্যে আছে কোনো ব্যক্তির বিবাহের বা বিবাহ-বিষয়ক প্রতিষ্ঠার (status-এর) আইন-সিদ্ধতার ব্যাপারে ঘোষণার জন্য মামলা বা কার্যবাহ;

(খ) কোনো ব্যক্তির বৈধতার ব্যাপারে ঘোষণার জন্য মামলা বা কার্যবাহ;

(গ) কোনো ব্যক্তি অভিভাবকত্ব বা পরিবারের কোনো নাবালক-নাবালিকার বা অন্য কোনো অক্ষম সদস্যের রক্ষণাবেক্ষণের ব্যাপারে কোনো মামলা বা কার্যবাহ;

(ঘ) ভরণপোষণের জন্য মামলা বা কার্যবাহ;

(ঙ) দত্তকগ্রহণের আইন-সিদ্ধতা বা প্রভাবের ব্যাপারে কোনো মামলা বা কার্যবাহ;

(চ) উইল, উইল সম্পাদন না করে মৃত্যু, উত্তরাধিকার সম্পর্কে পরিবারের কোনো সদস্য দ্বারা দায়ের করা কোনো মামলা বা কার্যবাহ;

(ছ) এমন অন্য কোনো বিষয়ের সম্পর্কে কোনো মামলা বা কার্যবাহ, যার সম্পর্কে পক্ষ তার ব্যক্তিগত আইনের অধীন।

(জ) এই আদেশের ততটা অংশ যতটা কোনো এমন মামলা বা কার্যবাহর সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত কোনো বিশেষ আইন দ্বারা বিকৃত বিষয়ের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট, ঐ মামলা বা কার্যবাহতে প্রযোজ্য হবে না।

॥ বিধি : ২ ॥ রুদ্ধদ্বার কক্ষে মকদ্দমা চালানো [Proceedings to be held *in camera*]—এমন প্রত্যেক মামলা বা কার্যবাহতে, যাতে এই আদেশ প্রযোজ্য হয়, আদালত যদি বাঞ্ছা করে তাহলে কার্যবাহ রুদ্ধদ্বার কক্ষে চালানো যাবে, আর যদি উভয় পক্ষর মধ্যে কোনো পক্ষ এমন বাঞ্ছা করে তাহলে কার্যবাহ রুদ্ধদ্বার কক্ষে চালানো যাবে।

॥ বিধি : ৩ ॥ নিষ্পত্তির জন্য চেষ্টা করা আদালতের কর্তব্য [Duty of Court to make efforts for settlement]—(১) এমন প্রত্যেক মামলা বা কার্যবাহতে, যাতে এই আদেশ প্রযোজ্য হয়, আদালত মকদ্দমার বিষয়বস্তুর ব্যাপারে নিষ্পত্তি করাতে পক্ষদের সাহায্য করার জন্য প্রত্যেক মামলাতে প্রথমতঃ চেষ্টা করবে, যেখানে এমনটা করা মামলার প্রকৃতি এবং পরিস্থিতির সঙ্গে সামঞ্জস্য হওয়া সম্ভব।

(২) যদি মামলা বা কার্যবাহের কোনো পর্যায়ে আদালতের এমন প্রতীয়মান হয় যে, পক্ষদের মধ্যে নিষ্পত্তির যুক্তিসম্মত সম্ভাবনা আছে তাহলে আদালত কার্যবাহ এমন সময়ের জন্য স্থগিত করতে পারবে যা আদালত উচিত মনে করবে, যাতে এমন নিষ্পত্তির জন্য চেষ্টা চালানো যায়।

(৩) উপবিধি (২) দ্বারা প্রদত্ত ক্ষমতা, কার্যবাহ স্থগিত করার জন্য আদালতের অন্য যে ক্ষমতা আছে তার অতিরিক্ত হবে; তাকে খর্ব করবে না।

॥ বিধি : ৪ ॥ **কল্যাণ বিশেষজ্ঞের সহায়তা** [Assistance of welfare expert]—এমন প্রত্যেক মামলা বা কার্যবাহ, যাতে এই আদেশ প্রযোজ্য হয় আদালতকে এই আদেশের বিধি-৩ দ্বারা প্রদত্ত কার্য সম্পাদনে সাহায্য করার প্রয়োজন হেতু এমন ব্যক্তির সেবা [বিশেষ করে মহিলাদের সেবা, যদি সম্ভব হয়], তিনি পক্ষদের আত্মীয় হোন বা না হোন, এর মধ্যে পরিবারের কল্যাণ বর্ধনের কাজে পেশাগতভাবে সংযুক্ত ব্যক্তিও অন্তর্ভুক্ত আছেন, যাকে আদালত সঙ্গত বিবেচনা করে, গ্রহণ করার স্বাধীনতা থাকবে।

॥ বিধি : ৫ ॥ **তথ্যসমূহ যাচাই করা কর্তব্য** [Duty to inquire into facts]—এমন প্রত্যেক মামলা বা কার্যবাহে, যাতে এই আদেশ প্রযোজ্য হয়, আদালতের কর্তব্য হবে বাদী দ্বারা অভিযোগে বর্ণিত তথ্যসমূহের সম্পর্কে এবং প্রতিবাদী দ্বারা অভিযোগে বর্ণিত তথ্যসমূহের তদন্ত যুক্তিসঙ্গতভাবে যতদূর করা সম্ভব ততদূর করা।

॥ বিধি : ৬ ॥ **'পরিবার'-এর অর্থ** ['Family'-meaning of]—এই আদেশের প্রয়োজনহেতু নিম্নলিখিত ব্যক্তিদের মধ্যে প্রত্যেকের সম্পর্কে এমন মনে করা হবে যে তাদের সাথে মিলে পরিবার গঠন করে। যথা—

(ক) (১) একসঙ্গে বসবাসকারী পুরুষ ও তার স্ত্রী;

(২) উক্তরূপ পুরুষ বা উক্তরূপ স্ত্রীর সন্তান যে কোনো শিশু বা শিশুগুলি;

(৩) ঐ পুরুষ এবং স্ত্রী দ্বারা ভরণপোষণ চালানো হয় এমন শিশু বা শিশুগুলি;

(খ) এমন পুরুষ, যার স্ত্রী নেই বা যে তার স্ত্রীর সঙ্গে একসাথে বসবাস করে না, কোনো শিশু বা শিশুগুলি যে বা যারা তার সন্তান এবং কোনো সন্তান, সব ভরণপোষণ তার দ্বারা করা হয়;

(গ) এমন স্ত্রী, যার স্বামী নেই বা যে তার স্বামীর সাথে একসাথে বসবাস করে না, কোনো শিশু বা শিশুগুলি যে বা যারা তার সন্তান এবং কোনো সন্তান, যার ভরণপোষণ তার দ্বারা করা হয়;

(ঘ) কোনো পুরুষ বা স্ত্রী এবং ঐ পুরুষ বা স্ত্রীর ভাই, বোন, পূর্বপুরুষ বা পারম্পরিক উত্তরপুরুষ (lineal descendant) যারা তার সঙ্গে (অর্থাৎ ঐ পুরুষের সাথে বা ঐ স্ত্রীর সঙ্গে) বসবাস করে; এবং

(ঙ) এই বিধির খণ্ড (ক), খণ্ড (খ), খণ্ড (গ), খণ্ড (ঘ)-এ উল্লিখিত শ্রেণীর কোনো এক বা অধিক জনের গোষ্ঠী।

স্পষ্টীকরণ—সন্দেহ দূরীকরণের জন্য এই মর্মে ঘোষণা করা হচ্ছে যে, বিধি ৬-এর বিধানসমূহ থেকে কোনো ব্যক্তিগত আইনে অথবা সমকালে বিদ্যমান অন্য কোনো আইনে পরিবার-এর ধারণার ওপর প্রতিকূল প্রভাব পড়বে না।

আদেশ—৩৩
[ORDER : 33]
অভাবী ব্যক্তিদের দ্বারা আনীত মামলা
(Suits by Indigent Persons)
(বিধি ১ থেকে বিধি ১৮)

॥ বিধি ঃ ১ ॥ অভাবী ব্যক্তিদের দ্বারা মামলা দায়ের করা যাবে [Suits may be instituted by indigent person]—নিম্নলিখিত বিধানগুলোর অধীনে যে কোনো মামলা অভাবী ব্যক্তিদের দ্বারা দায়ের করা যাবে।

স্পষ্টীকরণ (১)—কোনো ব্যক্তিকে অভাবী ব্যক্তি তখনই বলা যাবে; যখন—

(ক) যখন তার কাছে মামলাতে আর্জির জন্য আইনতঃ প্রদেয় ফী দেওয়ার মতো [ডিক্রি নির্বাহতে ক্রোক থেকে ছাড় প্রাপ্ত সম্পত্তির থেকে এবং মকদ্দমার বিষয়-বস্তুর থেকে ভিন্ন] যথেষ্ট আর্থিক সংস্থান থাকে না; অথবা

(খ) যেখানে এমন কোনো ফী প্রদেয় থাকে না, সেখানে সে এক হাজার টাকা মূল্যের এমন সম্পত্তির, যা ডিক্রি নির্বাহতে ক্রোক থেকে ছাড় প্রাপ্ত সম্পত্তি এবং মকদ্দমার বিষয়বস্তু ব্যতীত, অধিকারী না হয়।

স্পষ্টীকরণ (২)—আবেদনকারী অভাবী ব্যক্তি কিনা এই প্রশ্নের ওপর বিচার করতে কোনো এমন সম্পত্তিকে বিবেচনায় ধরা হবে যা সে অভাবী ব্যক্তি হিসেবে মকদ্দমা চালানোর অনুমতির জন্য তার দরখাস্ত তৈরি করার পর এবং দরখাস্ত সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গৃহীত হওয়ার পূর্বে।

স্পষ্টীকরণ (৩)—যেখানে বাদী প্রতিনিধি হিসেবে মামলা আনয়ন করে সে অভাবী কি না সেই প্রশ্নের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হবে তেমন ক্ষমতার সুবাদে তার যে আর্থিক সংস্থান আছে তার প্রেক্ষিতে।

॥ বিধি ঃ ১-ক ॥ অভাবী ব্যক্তির সংস্থান বিষয়ে খোঁজ-খবর [Inquiry into the means of an indigent person]—কোনো ব্যক্তি অভাবী কিনা এই প্রশ্নের খোঁজ-খবর (বা যাচাই), যতক্ষণ আদালত ভিন্নরূপ নির্দেশ না দিচ্ছে ততক্ষণ প্রথমতঃ আদালতের প্রধান প্রশাসনিক আধিকারিক (Chief ministerial officer) দ্বারা সম্পাদিত হবে এবং আদালত এমন আধিকারিকের রিপোর্টকে (প্রতিবেদনকে) তার অভিমত (finding) বলে স্বীকার করতে পারবে অথবা সেই প্রশ্নের ব্যাপারে আদালত নিজেই তদন্ত (যাচাই, খোঁজ-খবর) করতে পারবে।

॥ বিধি ঃ ২ ॥ আবেদনপত্রের বিষয়-বস্তু [Contents of application]—অভাবী ব্যক্তি হিসেবে মামলা দায়ের করার অনুমতির প্রত্যেক আবেদনপত্রে (বা দরখাস্তে) মামলার আর্জি বিষয়ে প্রয়োজনীয় বিবরণাদি অন্তর্ভুক্ত থাকবে, আবেদন পত্রে অস্থাবর বা স্থাবর সম্পত্তির একটি অনুসূচি (তফসিল) ঐ সম্পত্তির আনুমানিক মূল্যের সঙ্গে সংযোজিত করে দিতে হবে এবং হেতু ভাষণের স্বাক্ষর ও সত্যাপিত করার জন্য যেমন বিধান আছে তেমন ভাবেই তা স্বাক্ষরিত ও সত্যাপিত করতে হবে।

॥ বিধি ঃ ৩ ॥ আবেদনপত্রের উপস্থাপনা [Presentation of application]—এই বিধিতে যেমনই বিধান দেওয়া থাকুক না কেন, আবেদনকারী কর্তৃক ব্যক্তিগতভাবে আবেদনপত্র আদালতে উপস্থাপিত (বা দাখিল) করতে হবে কিন্তু আদালতে যদি এভাবে উপস্থিত হওয়া থেকে তাকে ছাড় দিয়ে থাকে তাহলে আবেদনপত্র এমন প্রাধিকৃত নিযুক্তক দ্বারা হাজির করা যাবে, আবেদনের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত যাবতীয় গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের জবাব দিতে পারে এবং যার তেমনভাবেই যাচাই (বা তদন্ত) করা যাবে যেমন ভাবে সেই পক্ষকে করা যেত যার প্রতিনিধিত্ব সে করছে, যদি ঐ পক্ষ ব্যক্তিগতভাবে হাজির হতো ঃ

প্রকাশ থাকে যে, যেখানে বাদীর সংখ্যা একাধিক সেখানে যদি আবেদনপত্র ঐ বাদীদের কোনো একজনের দ্বারা উপস্থাপিত করা হয় তাহলেই যথেষ্ট হবে।

॥ বিধি ঃ ৪ ॥ আবেদনকারীর পরীক্ষা [Examination of applicant]—(১) যেখানে আবেদন পত্রটি নির্দিষ্ট নির্দেশ করা হয়েছে এবং যথাযথভাবে দাখিল করা হয়েছে, সেখানে যদি আদালত সঙ্গত মনে করে তাহলে তা আবেদনকারীর বা যখন আবেদনকারী নিযুক্তক হিসেবে হাজির হওয়ার জন্য অনুজ্ঞাত হয়েছেন, তখন তার এমন নিযুক্তকের পরীক্ষা দাবির গুণাগুণ (ন্যায্যতা) ও আবেদনকারী সম্পত্তির বিষয়ে করা যাবে।

(২) আবেদন পত্র যদি নিযুক্তক দ্বারা উপস্থাপিত করা হয় তাহলে কমিশন দিয়ে আবেদনকারীকে পরীক্ষা করার ব্যাপারে আদালত আদেশ দিতে পারবে (If presented by agent, Court may order applicant to be examined by commission)—যেখানে আবেদন পত্র নিযুক্তক দিয়ে দাখিল করা হয়, সেখানে যদি আদালত সঙ্গত মনে করে তাহলে আদেশ দিতে পারবে যে আবেদনকারীর পরীক্ষা কমিশন দিয়ে সেই ভাবে করা হোক যেভাবে অনুপস্থিত সাক্ষীকে করা যেতে পারে।

॥ বিধি ঃ ৫ ॥ আবেদনপত্র খারিজ করা [Rejection of application]—অভাবী ব্যক্তি হিসেবে মকদ্দমা দায়ের করার অনুমতির জন্য আবেদপত্র আদালত সেই সব ক্ষেত্রে খারিজ (বা নামঞ্জুর) করে দেবে, সে সব ক্ষেত্রে—

(ক) বিধি-২ ও বিধি-৩-এ উল্লিখিত পদ্ধতিতে তার তা প্রণীত ও দাখিল করা হয় নি; অথবা

(খ) আবেদনকারী অভাবী ব্যক্তি নয়; অথবা

(গ) সে আবেদনপত্র দাখিল করার ঠিক আগের দু'মাসের মধ্যে প্রতারণামূলকভাবে অথবা এজন্য যাতে সে অভাবী ব্যক্তি হিসেবে মকদ্দমা দায়ের করার অনুমতির জন্য আবেদন করতে পারে, কোনো সম্পত্তি বিলিবন্দেজ করে দিয়েছে (অর্থাৎ সম্পত্তি হস্তান্তরিত করে দিয়ে কপটতাপূর্ণভাবে অভাবী ব্যক্তি হয়েছেন বা সেজেছেন) ঃ

প্রকাশ থাকে যে, যদি আবেদনকারী বিলিবন্দেজ করা (বা হস্তান্তরিত করা) সম্পত্তির মূল্য হিসেবের মধ্যে ধরেও যদি দেখা যায় আবেদনকারী অভাবী ব্যক্তি হিসেবে মকদ্দমা দায়ের করার অধিকারী তাহলে কোনো আবেদনপত্র খারিজ করা হবে না; অথবা

(ঘ) তার অভিযোগ থেকে কোনো বিবাদ-হেতু দর্শিত হয় না; অথবা

(ঙ) সে প্রস্তাবিত মকদ্দমার বিষয়-বস্তুর সম্পর্কে এমন কোনো চুক্তি করেছে যার অধীনে অন্য কোনো ব্যক্তি এমন বিষয়-বস্তুতে স্বার্থ-সম্পন্ন হয়েছে; অথবা

(চ) আবেদন পত্রে আবেদনকারী দ্বারা কৃত অভিযোগ থেকে দর্শিত হয় যে, মকদ্দমা সমকালে বলবৎ কোনো আইন দ্বারা নিষিদ্ধ; অথবা

(ছ) অন্য কোন ব্যক্তি মামলার খরচ যোগান দেওয়ার জন্য তার সঙ্গে কোনো চুক্তিতে আবদ্ধ হয়েছে।

॥ বিধি : ৬ ॥ আবেদনকারীর অভাবের ব্যাপারে সাক্ষ্য নেওয়ার দিনের বিজ্ঞপ্তি [Notice of day for receiving evidence of applicant's indigency]—যেখানে আদালতের কাছে আবেদন বিধি-৫-এ উল্লিখিত কারণসমূহের কোনোটির ভিত্তিতে খারিজ করার মতো কোনো কারণ থাকে না সেখানে সে এমন সাক্ষী যা আবেদনকারী তার অভাবী কিনা তা প্রমাণ করার জন্য দেয়, নেওয়ার এবং এমন সাক্ষ্যের শুনানির জন্য—যা তাকে প্রমাণস্বরূপ দেওয়া হয়, দিন ধার্য করবে [যার অন্ততঃ পুরো দশ দিন আগে বিজ্ঞপ্তি পক্ষ ও সরকারি প্লিডার দেওয়া হবে]।

॥ বিধি : ৭ ॥ শুনানির সময়ে প্রক্রিয়া [Procedure at hearing]—(১) এমন ধার্য দিনে বা তার পরে যথাশীঘ্র সুবিধানুসার আদালত উভয় পক্ষ দ্বারা পেশাকৃত সাক্ষীদের [যদি থাকে] পরীক্ষা করবে এবং আবেদনকারী বা তার নিযুক্তকের পরীক্ষা করতে পারবে এবং তাদের সাক্ষ্যের সম্পূর্ণ নথি তৈরি করবে]।

(১-ক) উপবিধি (১)-এর অধীন সাক্ষীদের পরীক্ষা বিধি-৫-এর খণ্ড (খ), খণ্ড (গ) ও খণ্ড (ঙ)-তে নির্দিষ্ট বিষয়সমূহ পর্যন্তই সীমিত থাকবে কিন্তু আবেদনকারী বা তার নিযুক্তকের পরীক্ষা বিধি-৫-এ নির্দিষ্ট বিষয়সমূহের যে কোনোটির সম্পর্কে হতে পারবে।

(২) আদালত এমন যুক্তিও শুনবে যা পক্ষ এই প্রশ্নের ভিত্তিতে দেখাতে চায় যে, আবেদনের বা এমন সাক্ষ্যের [যদি থাকে] যা আদালত বিধি-৬-এর অধীন বা এই নিয়মের অধীন নিয়েছে, আবেদনকারী বিধি-৫-এ নির্দিষ্ট বাধাগুলোর কোনোটির অধীন কি না তা দেখেই বুঝা যায়।

(৩) তখন আদালত আবেদনকারীকে অভাবী ব্যক্তি হিসেবে মামলা দায়ের করার জন্য অনুমতি দেবে অথবা অনুমতি দিতে অস্বীকার করবে।

॥ বিধি : ৮ ॥ আবেদন পত্র গ্রহণ করা হলে সেক্ষেত্রে প্রক্রিয়া [Procedure of application admitted]—যেখানে আবেদন পত্র মঞ্জুর করা হয় সেখানে সংখ্যাযুক্ত ও রেজিস্ট্রীকৃত করতে হবে এবং ঐ মকদ্দমায় আর্জি মনে করা হবে এবং অন্য যাবতীয় ব্যাপারে ঐ মকদ্দমা সাধারণভাবে দায়ের করা মকদ্দমা হিসেবে অগ্রসর হবে, ব্যতিক্রম শুধু, বাদী কোনো দরখাস্ত, প্লিডারের নিযুক্তি বা মকদ্দমার সঙ্গে সংযুক্তকোনো অন্য কার্যবাহর সম্পর্কে কোনো আদালত ফী বা পরওয়ানার জারির জন্য প্রদেয় ফী দেওয়ার ভাগীদার হবে না।

॥ বিধি : ৯ ॥ অভাবী ব্যক্তি হিসেবে মামলা আনয়নের অনুমতি প্রত্যাহার [Withdrawal of permission to sue as an indigent person]—প্রতিবাদী বা সরকারি প্লিডারের আবেদনক্রমে, যার পুরো সাতদিনের লিখিত বিজ্ঞপ্তি বাদীকে দিয়ে দেওয়া হয়েছে, আদালত সেক্ষেত্রে বাদীকে অভাবী ব্যক্তি হিসেবে মামলা আনয়নের

জন্য প্রদত্ত অনুমতি নিম্নলিখিত অবস্থাগুলোর ক্ষেত্রে প্রত্যাহার করে নেওয়ার জন্য আদেশ দিতে পারবে; যথা—

(ক) যদি বাদী মকদ্দমা চলা কালে গোলমেলে বা অনুচিত আচরণের জন্য দোষী সাব্যস্ত হয় (অর্থাৎ তেমন দোষে দোষী হয়);

(খ) যদি এমন প্রতীয়মান হয় যে বাদী আর্থিক সংস্থান এমন যে, অভাবী ব্যক্তি হিসেবে তার মামলা চালিয়ে যাওয়া সমীচীন নয়;

(গ) যদি বাদী মামলার বিষয়-বস্তুর ব্যাপারে এমন কোনো চুক্তি সম্পাদন করে থাকে, যার অধীনে অন্য কোনো ব্যক্তি ঐ বিষয়-বস্তুতে কোনো স্বার্থসম্পন্ন হয়েছে।

॥ বিধি ঃ ৯-ক ॥ অভাবী ব্যক্তির কোনো প্রতিনিধি না থাকা অবস্থায় আদালত কর্তৃক প্লিডার (ব্যবহারজীবী) নিয়োগ করা [Court to assign a pleader to an unrepresented indigent person]—(১) যেখানে কোনো এমন ব্যক্তির, যাকে অভাবী ব্যক্তি হিসেবে মামলা দায়ের করার অনুমতি দেওয়া হয়েছে, প্লিডার দ্বারা প্রতিনিধিত্ব করা হয় না, সেখানে যখন মামলার পরিস্থিতিতে প্রয়োজন হয়ে পড়বে আদালত তার জন্য প্লিডার নিয়োগ করতে পারবে।

(২) উচ্চ আদালত রাজ্য সরকারের পূর্ব অনুমোদনের প্রেক্ষিতে নিম্নলিখিতগুলোর বিধানার্থে বিধিগুলো তৈরি করতে পারবেন; যেমন—

(ক) উপবিধি (১)-এর অধীন নিয়োগ করতে যাওয়া প্লিডার নির্বাচনের পদ্ধতি (বা প্রণালী);

(খ) আদালত কর্তৃক এহেন প্লিডারদের প্রদেয় সুবিধাদি;

(গ) অন্য কোনো বিষয়, যা উপবিধি (১)-এর বিধানসমূহকে ফলপ্রসূ করার নিমিত্ত নিয়মাবলী দ্বারা অভিপ্রেত (বা প্রয়োজনীয়) হয় বা বিধান দেওয়া যায়।

॥ বিধি ঃ ১০ ॥ অভাবী ব্যক্তি জয়ী হলে সেক্ষেত্রে খরচ [Costs where indigent persons succeeds]—যেখানে বাদী মকদ্দমায় জয়ী হয় সেখানে আদালত ফী-এর সেই পরিমাণ টাকার হিসেব করবে যা, যদি তাকে অভাবী ব্যক্তি হিসেবে মামলা দায়ের করার জন্য অনুমতি না দেওয়া হতো তাহলে বাদী দ্বারা দিতে হতো, এমন টাকা রাজ্য সরকার দ্বারা ঐ পক্ষর কাছে আদায়যোগ্য হবে যা তাকে দেওয়ার জন্য ডিক্রি দ্বারা আদিষ্ট হয়েছে এবং তা মকদ্দমার বিষয়-বস্তুর ওপর প্রথম প্রভাব হবে।

॥ বিধি ঃ ১১ ॥ অভাবী ব্যক্তির পরাজয় হলে সেক্ষেত্রে প্রক্রিয়া [Procedure where indigent person fails]—যেখানে বাদী মামলাতে পরাজিত হয় বা অভাবী ব্যক্তি হিসেবে মামলা করার জন্য প্রদত্ত অনুমতি প্রত্যাহার করে নেওয়া হয়েছে অথবা যেখানে মামলা প্রত্যাহার করে নেওয়া অথবা এই কারণে খারিজ করে দেওয়া হয় যে—

(ক) হাজির হওয়ার এবং জবাব দেওয়ার জন্য প্রতিবাদীর নামে সমন-এর জারি প্রতিবাদীর ওপর এই বিষয়ের পরিণামস্বরূপ হতে পারে নি যে, বাদী এমন গরিব যার জন্য প্রভায আদালত-ফী বা ডাক-মাসুল (যদি থাকে) দেওয়াতে বা পত্র আর্জির বা সংক্ষিপ্ত বিবৃতির প্রতিলিপি দাখিল করাতে অসমর্থ হয়েছে; অথবা

(খ) বাদীর শুনানির জন্য যখন ডাক পড়ে, বাদী তখন হাজির হয়নি;

সেখানে আদালত বাদীকে বা বাদীর সাথে সহ-বাদী হিসেবের সংশ্লিষ্ট যে কোনো ব্যক্তিকে আদেশ দেবে যে সে এমন আদালত-ফী দিক যা, বাদী যদি অভাবী ব্যক্তি হিসেবে মকদ্দমা আনয়নের জন্য অনুমতি না পেত তাহলে ঐ বাদী কর্তৃক প্রদেয় হতো।

॥ বিধি ঃ ১১-ক ॥ অভাবী ব্যক্তির মামলা বাতিল হলে সেক্ষেত্রে প্রক্রিয়া [Procedure where indigent persons suit abates]—যেখানে বাদী বা সহবাদী হিসেবে সংশ্লিষ্ট কোনো ব্যক্তির মৃত্যুর কারণে মামলা বাতিল হয়ে যায় সেখানে আদালত-ফী-এর সেই পরিমাণ টাকা—যা বাদী যদি অভাবী ব্যক্তি হিসেবে মকদ্দমা আনয়নের জন্য অনুমতি না পেত তাহলে ঐ বাদী কর্তৃক প্রদেয় হতো, মৃত ব্যক্তির ভূ-সম্পত্তি থেকে রাজ্য সরকার দ্বারা আদায়যোগ্য হবে বলে আদালত আদেশ দেবে।

॥ বিধি ঃ ১২ ॥ কোর্ট-ফী দেওয়ার জন্য রাজ্য সরকার আবেদন করতে পারবে [State Government may apply for payment of Court-fees]—আদালতের কাছে যে কোনো সময় বিধি-১০, বিধি-১১ বা বিধি-১১-ক-এর অধীনে আদালত-ফী দেওয়ার আদেশ দেওয়ার জন্য আবেদন করার অধিকার রাজ্য সরকারের থাকবে।

॥ বিধি ঃ ১৩ ॥ রাজ্য সরকারকে পক্ষ বলে মনে করা (বা পক্ষ বলে ধরে নেওয়া) [State Government to be deemed a party]—রাজ্য সরকার এবং মকদ্দমার যে কোনো পক্ষর মধ্যে বিধি-১০, বিধি-১১, বিধি-১১-ক, অথবা বিধি-১২-র অধীনে উত্থিত (বা উদ্ভূত) যাবতীয় বিষয় মকদ্দমার পক্ষদের মধ্যে ধারা-৪৭-এর অর্থের মধ্যে উত্থিত (বা উদ্ভূত) হওয়া প্রশ্ন বলে মনে করা হবে (বা ধরে নেওয়া হবে)।

॥ বিধি ঃ ১৪ ॥ কোর্ট-ফীর টাকা আদায় (উসুল) করা [Recovery of amount of Court-fees]—যেখানে বিধি-১০, বিধি-১১ বা বিধি-১১-ক-এর অধীনে আদেশ দেওয়া হয় সেখানে আদালত ডিক্রি বা আদেশের একটি প্রতিলিপি অবিলম্বে সমাহর্তার কাছে পাঠাবে আদায়ের অন্য কোনো পদ্ধতির (বা রীতির) প্রতিকূল কোনো প্রভাব ফেলা ব্যতিরেকে, সমাহর্তা তাতে নির্দিষ্ট (বা উল্লিখিত) আদালত-ফী-এর টাকা দেওয়ার জন্য দায়ী ব্যক্তি বা ভূ-সম্পত্তি থেকে ঐ টাকা তেমন ভাবেই আদায় করতে পারবে যেন তা ভূমি রাজস্বের অনাদায়ী টাকা (বা অংশ)।

॥ বিধি ঃ ১৫ ॥ অভাবী ব্যক্তি হিসেবে মামলা আনয়ন করার জন্য দরখাস্তকারীকে অনুমতি না দেওয়া হেতু পরে ঠিক সেই রকমই আবেদন প্রত্যাখ্যান হবে [Refusal to allow applicant to sue as indigent person to bar subsequent application of like nature]—অভাবী ব্যক্তি হিসেবে মকদ্দমা আনার জন্য দরখাস্তকারীকে অনুমতি প্রত্যাখ্যানের আদেশ, মকদ্দমা আনার সেই একই অধিকারের জন্য তার দ্বারা তেমন প্রকৃতির পরবর্তী যে কোনো দরখাস্ত বাধাপ্রদায়ক হবে, কিন্তু সেই একই অধিকার সম্পর্কে সাধারণভাবে মকদ্দমা দায়ের করার জন্য আবেদনকারী স্বাধীনতা থাকবে ঃ

প্রকাশ থাকে যে, যদি সে অভাবী ব্যক্তি হিসেবে মামলা আনার অনুমতির জন্য তার দরখাস্তের বিরোধিতা করতে গিয়ে রাজ্য সরকার এবং বিরোধী পক্ষের যে খরচ

হয়েছে (যদি হয়ে থাকে) মামলা দায়ের করার সময় অথবা তার পরে এমন সময়ের মধ্যে যা আদালত মঞ্জুর করে, তা পরিশোধ না করে তাহলে আর্জিটি বাতিল (বা নামঞ্জুর) করে দেওয়া হবে।

॥ **বিধি ঃ ১৫-ক ॥ কোর্ট-ফী দেওয়ার জন্য সময় মঞ্জুর করা** [Grant of time for payment of Court-Fees]—বিধি-৫, বিধি-৭ বা বিধি-১৫-র কোনো কিছু বিধি-৫-এর অধীন দরখাস্ত নামঞ্জুর বা বিধি-৭ এর অধীন দরখাস্তের অনুমতি প্রদান প্রত্যাখ্যান করার সময় আদালতকে এ কারণে বিঘ্নিত করবে না যে তা আবেদনকারীকে প্রয়োজনীয় আদালত-ফী এমন সময়ের মধ্যে পরিশোধ করার জন্য সময় দেবে যা আদালত দ্বারা ধার্য করা হবে অথবা সময়ে সময়ে আদালত দ্বারা তা বাড়ানো যাবে এবং এমন টাকা প্রদানের পর এবং বিধি-১৫-তে নির্দিষ্ট খরচের টাকা সেই সময়ের মধ্যে প্রদানের পর মনে করা হবে যে, মকদ্দমা সেই তারিখে দায়ের করা হয়েছিল যে তারিখে অভাবী ব্যক্তি হিসেবে মকদ্দমা দায়ের করার অনুমতির জন্য আবেদনপত্র দাখিল করা হয়েছিল।

॥ **বিধি ঃ ১৬ ॥ খরচ** [Costs]—অভাবী ব্যক্তি হিসেবে মামলা আনার অনুমতির জন্য আবেদনের ও অভাব সংক্রান্ত তথ্যের যাচাই (তদন্ত) (অর্থাৎ ব্যক্তিটি সত্যিই অভাবী কি না) করার খরচ হবে মামলার খরচ।

॥ **বিধি ঃ ১৭ ॥ অভাবী ব্যক্তি কর্তৃক আত্মপক্ষ সমর্থন** [Defence by an indigent persons]—এমন কোনো প্রতিবাদীকে, যে পাল্টা দাবি বা প্রতিদাবি (অর্থাৎ বিরুদ্ধ দাবি)-র সওয়াল করতে চায়, অভাবী ব্যক্তি হিসেবে উক্ত ধরনের দাবি উপস্থাপন করার অনুমতি দেওয়া যাবে এবং এই আদেশে অন্তর্ভুক্ত বিধি, যতদূর সম্ভব, তাতে এমনভাবে প্রযোজ্য হবে যেন সে বাদী এবং তার লিখিত বিবৃতিটি আর্জি।

॥ **বিধি ঃ ১৮ ॥ অভাবী ব্যক্তিদের জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের বিনামূল্যে বৈধিক পরিষেবা দেওয়ার ব্যবস্থা করার ক্ষমতা** [Power of Government to provide for free legal services to indigent persons]—(১) এই আদেশের বিধান সাপেক্ষে কেন্দ্রীয় সরকার বা রাজ্য সরকার যাদের অভাবী ব্যক্তি হিসেবে মামলা দায়ের করার অনুমতি দেওয়া হয়েছে, তাদের বিনামূল্যে বৈঠক (অর্থাৎ আইনসম্মত) পরিষেবার ব্যবস্থা করার জন্য যেমন উপযুক্ত মনে করবে তেমন অনুপূরক (অতিরিক্ত) বিধান প্রণয়ন করতে পারবে।

(২) উচ্চ আদালত উপবিধি (১)-এ নির্দিষ্ট অভাবী ব্যক্তিদের জন্য বৈধিক পরিষেবার ব্যবস্থা করা হেতু কেন্দ্রীয় সরকার বা রাজ্য সরকার দ্বারা প্রণীত অনুপূরক (বা সম্পূরক বা অতিরিক্ত) বিধানসমূহ কার্যকরী করার জন্য রাজ্য সরকারের পূর্ব অনুমোদনে নিয়ম প্রণয়ন করতে পারবে এবং এমন নিয়মাবলীর অন্তর্গত এমন বৈধিক পরিষেবার এমন প্রকৃত তথা সীমা এবং সেই শর্তগুলোও থাকবে—যেগুলোর অধীন এধরনের পরিষেবা প্রাপ্ত করা যাবে এবং ঐ বিষয়গুলো হবে যেগুলোর সম্পর্কে এবং নিযুক্তক প্রতিষ্ঠানও হবে যাদের মাধ্যমে এমন পরিষেবা প্রদত্ত হতে পারে।

আদেশ—৩৪
[ORDER : 34]
স্থাবর সম্পত্তির বন্ধক সম্বন্ধে মামলা
(Suits Relating to Mortgages of Immovable Property)

(বিধি ১ থেকে বিধি ১৫)

॥ বিধি : ১ ॥ **বন্ধকী সম্পত্তি খালাসের অধিকার হরণ, বিক্রয় এবং দায় মোচনের মামলার পক্ষ** [Parties to suits for foreclosure, sale and redemption]—এই সংহিতার বিধানসমূহের সাপেক্ষে বন্ধকী-প্রতিভূতিতে অথবা পুনরুদ্ধারের অধিকারে স্বার্থ সংশ্লিষ্ট সমস্ত ব্যক্তিকে বন্ধকের সাথে সম্পর্কযুক্ত যে কোনো মকদ্দমার পক্ষ হিসেবে সংযোজিত করা যাবে।

স্পষ্টীকরণ—পূর্ববর্তী বন্ধক গ্রহীতাকে মকদ্দমার পক্ষ না করে পরবর্তী বন্ধক গ্রহীতা খালাসের অধিকার হরণের জন্য অথবা বিক্রয়ের জন্য মামলা আনতে পারবে এবং পরবর্তী বন্ধকের পুনরুদ্ধারের জন্য মামলায় পূর্ববর্তী বন্ধক গ্রহীতাকে সংযোজিত (অর্থাৎ যুক্ত) করার প্রয়োজন হবে না।

॥ বিধি : ২ ॥ **বন্ধকী সম্পত্তি খালাসের অধিকার হরণ মামলায় প্রাথমিক ডিক্রি** [Preliminary decree in foreclosure-suit]—(১) বন্ধকী সম্পত্তি খালাসের অধিকার হরণেও মামলায় (নিষ্ক্রয় সম্পত্তির মামলায়) বাদী যদি জয়ী হয় তাহলে আদালত এমন প্রাথমিক ডিক্রি দেবে যা—

(ক) এমন আদেশ দেবে যে—

(এক) বন্ধকের ওপর আসল ও সুদ হিসেবে,

(দুই) মকদ্দমার এমন খরচ হিসেবে, যদি কিছু থাকে, যা তার পক্ষে বিনির্ণীত করা হয়েছে, এবং

(তিন) বন্ধকী প্রতিভূতি সম্পর্কে ঐ তারিখ পর্যন্ত তার দ্বারা ন্যায্যভাবে হওয়া অন্য খরচ, প্রভার এবং ব্যয় হিসেবে তার ওপর সুদ সহ ;

যা কিছু বাদীর এমন ডিক্রির তারিখে প্রদেয় হয় তার হিসেব দেওয়া হোক; অথবা

(খ) এমন টাকা ঘোষণা করবে যা ঐ তারিখে প্রদেয় হয়; এবং

(গ) এমন আদেশ দেবে যে,—

(এক) যদি প্রতিবাদীর এমন টাকা প্রদেয় হতে দেখা যায় অথবা প্রদেয় ঘোষিত টাকা আদালতে, যেখানে যেমন, সেই তারিখ থেকে যে তারিখে আদালত খণ্ড (ক)-এর অধীনে গ্রহীত হিসেব পুষ্টকৃত (দৃঢ়কৃত) ও প্রতি স্বাক্ষরিত করেছে অথবা সেই তারিখ থেকে যে তারিখে আদালত খণ্ড (খ)-এর অধীন এমন পরিমাণ টাকা ঘোষণা করেছে, ছ'মাসের মধ্যে যে তারিখ আদালত ধার্য করবে সেই তারিখে অথবা তার আগে জমা করে দেয় এবং তারপর বিধি-১০-এ বিধৃত আছে এমন পরবর্তী খরচ, প্রভার (Charge) ও ব্যয়ের ব্যাপারে প্রদেয় হয় বলে বিচারপূর্বক নির্ণীত হয় এমন পরিমাণ টাকা এবং বিধি-১১-তে বিধৃত আছে এমন পরিমাণ টাকার ওপর পরবর্তী সুদসহ আদালতে জমা করে দেয়, তাহলে বাদী প্রতিবাদীকে, অথবা সেই

ব্যক্তিকে, যাকে প্রতিবাদী নিয়োগ করে, বন্ধকী সম্পত্তি সম্পর্কিত সেই সমস্ত দস্তাবেজসমূহ যা তার দখলে বা ক্ষমতায় আছে, প্রদান করে এবং যদি তার কাছে এমন অভিপ্রায় করা হয় তাহলে সে ঐ বন্ধক থেকে এবং বাদী দ্বারা, অথবা তার থেকে উদ্ভূত অধিকারের অধীনে দাবিদার যে কোনো ব্যক্তি দ্বারা বা যেখানে বাদী উদ্ভূত (বা সৃষ্ট) অধিকারের ভিত্তিতে দাবি করে সেখানে তাদের দ্বারা যাদের থেকে উদ্ভূত (বা সৃষ্ট) অধিকারের অধীনে সে দাবি করে, সৃষ্ট বন্ধক এবং সমস্ত দায় থেকে মুক্ত করে ঐ সম্পত্তি প্রতিবাদীকে তাদের খরচে পুনঃ হস্তান্তরিত করে দেয় এবং যদি প্রয়োজন হয়, তাহলে প্রতিবাদীকে উক্ত সম্পত্তির দখলও দেয়; এবং

(দুই) যদি প্রাথমিক ডিক্রির অধীন বা তার দ্বারা প্রদেয় হয় বলে দেখা যায় অথবা এমনভাবে ধার্য করা তারিখে অথবা তার আগে প্রদেয় ঘোষিত টাকা পরিশোধ না করা হয় অথবা প্রতিবাদী পরবর্তী খরচ-খরচা, প্রভার, ব্যয় এবং সুদের ব্যাপারে প্রদেয় বিচার পূর্বক নির্ণীত টাকা এমন সময়ের ভেতর যা আদালত ঠিক করে, প্রদান করতে অসমর্থ হয় তাহলে বাদী, সম্পত্তি মুক্ত করানোর (অর্থাৎ উদ্ধার করানোর) যাবতীয় অধিকার থেকে প্রতিবাদীকে বিঘ্নকারী চূড়ান্ত ডিক্রির জন্য আবেদন করার অধিকারী হবে।

(২) উপবিধি (১)-এর অধীন প্রদেয় দৃষ্ট হয় এমন টাকার বা প্রদেয় ঘোষিত টাকার বা পরবর্তী খরচ-খরচা, প্রভার, ব্যয় এবং সুদের ব্যাপারে প্রদেয় বিচারপূর্বক নির্ণীত টাকা প্রদানের জন্য নির্ধারিত সময়কে চূড়ান্ত ডিক্রি দেওয়ার আগে যে কোনো সময় আদালত উত্তম কারণ দেখিয়ে এবং আদালত কর্তৃক নির্ধারিত শর্ত সাপেক্ষে সময়ে-সময়ে বাড়াতে পারবে।

(৩) বন্ধকী-সম্পত্তি খালাসের অধিকরণ হরণ মামলায় যেখানে পরবর্তী বন্ধক গ্রহীতা বা যাদের কোনো এমন বন্ধক গ্রহীতাদের থেকে অধিকার সৃষ্ট হয়েছে, তাদের অথবা যাদের কোনো বন্ধক গ্রহীতার অধিকারে স্বত্ব আহরণকারী, পক্ষ হিসেবে সংযোজিত করা হয়েছে, সেখানে প্রাথমিক ডিক্রি মকদ্দমার পক্ষদের নিজের-নিজের অধিকার ও দায়িত্বের বিচারপূর্বক নির্ণয়ের জন্য বিধান সেই পদ্ধতিতে এবং সেই নিদর্শে যা পরিশিষ্ট ঘ-এর যথাস্থিতি, নিদর্শ সংখ্যা ৯ বা নিদর্শ সংখ্যা ১০-এ উল্লিখিত আছে, এমন রদবদলসহ করবে যা ঐ মামলার পরিস্থিতি থেকে অভিপ্রেত হয়।

॥ বিধি ঃ ৩ ॥ বন্ধকী সম্পত্তি খালাসের অধিকার হরণ মামলায় চূড়ান্ত ডিক্রি [Final decree in foreclosure-suit]—(১) যেখানে বন্ধকী সম্পত্তি পুনরুদ্ধার করার সমস্ত অধিকার থেকে প্রতিবাদীকে বিঘ্নপ্রদায়ক চূড়ান্ত ডিক্রি দেওয়ার আগে প্রতিবাদী বিধি-২-এর উপবিধি (১)-এর অধীন তার দ্বারা প্রদেয় সমস্ত টাকা আদালতে জমা করে দেয় সেখানে এমন চূড়ান্ত ডিক্রি প্রতিবাদীর এই নিমিত্ত কৃত আবেদনক্রমে প্রদান করবে; যা—

(ক) প্রাথমিক ডিক্রিতে নির্দিষ্ট দস্তাবেজসমূহ প্রদান করার জন্য বাদীকে আদেশ দেবে, এবং যদি প্রয়োজন হয়, তাহলে—

(খ) উক্ত ডিক্রিতে যথা নির্দিষ্ট বন্ধকী সম্পত্তি প্রতিবাদীর খরচে পুনঃহস্তান্তরিত করার জন্য বাদীকে আদেশ দেবে; এবং যদি প্রয়োজন হয়, তাহলে—

(গ) প্রতিবাদী দখল দেওয়ার জন্যও বাদীকে আদেশ দেবে।

(২) যেখানে উপবিধি (১)-এর অনুসরণে টাকা প্রদান করা হয় নি, সেখানে বাদী কর্তৃক এই নিমিত্ত কৃত আবেদন-ক্রমে আদালত প্রতিবাদী ও তার থেকে সৃষ্ট অধিকার দ্বারা অথবা তার অধীন দাবিকারী সমস্ত ব্যক্তি বন্ধকী সম্পত্তি পুনরুদ্ধার করার সমস্ত ক্ষমতাকে বিঘ্নিত করছে—এমন ঘোষণা করে এবং যদি প্রয়োজন হয় তাহলে প্রতিবাদীকে ঐ সম্পত্তির দখল বাদীকে দেওয়ার আদেশবাহী চূড়ান্ত ডিক্রি প্রদান করবে।

(৩) উপবিধি (২)-এর অধীন চূড়ান্ত ডিক্রি প্রদানের পর সেই সমস্ত দায়িত্বে, যেগুলোর অধীনে প্রতিবাদীর বন্ধকের ব্যাপারে অথবা মামলাটির কারণে আছে তা শোধ করে দেওয়া হয়েছে বলে মনে করা হবে।

॥ বিধি : ৪ ॥ বিক্রয়ের মামলায় প্রাথমিক ডিক্রি [Preliminary decree in suit for sale]—(১) বিক্রয়ের মামলায় যদি বাদী জয়ী হয় তাহলে আদালত এমন প্রাথমিক ডিক্রি প্রদান করবে যা বিধি-২-এর উপবিধি (১)-এর খণ্ড (ক), খণ্ড (খ) এবং খণ্ড (গ) (এক)-এ বর্ণিত প্রভাব সম্পন্ন হবে এবং এই মর্মে অতিরিক্ত নির্দেশ দেবে যে, তাতে বর্ণিত পদ্ধতিতে পরিশোধ করতে প্রতিবাদীর কাছে ব্যর্থ হলে বাদী এমন নির্দেশবাহী চূড়ান্ত ডিক্রির জন্য আবেদন করার অধিকারী হবে যে, বন্ধকী সম্পত্তি বা তার যথেষ্ট অংশ বিক্রয় করা হোক এবং বিক্রয়লব্ধ টাকা [তার থেকে বিক্রয়ের খরচ বাদ দেওয়ার পর] আদালতে জমা করা হোক, এবং যা কিছু বাদীকে প্রাথমিক ডিক্রির অধীন বা তার দ্বারা প্রদেয় দৃষ্ট হয়েছে অথবা প্রদেয় ঘোষিত করা হয়েছে, তার এমন পরিমাণ টাকা সহ, যা পরবর্তী খরচ-খরচা, প্রভার (Charges), ব্যয় এবং সুদের ব্যাপারে প্রদেয় বলে বিচারপূর্বক নির্ণীত করা হয়েছে, তা পরিশোধে প্রযুক্ত করা হোক আর যদি কিছু বাকি থাকে তাহলে তা প্রতিবাদীকে বা অন্য ব্যক্তিদের দিয়ে দেওয়া হোক যারা তা পাওয়ার অধিকারী।

(২) উপবিধি (১)-এর অধীন প্রদেয় দৃষ্ট অথবা প্রদেয় ঘোষিত টাকার বা পরবর্তী খরচ-খরচা, প্রভার, ব্যয় এবং সুদের ব্যাপারে প্রদেয় বলে বিচারপূর্বক নির্ণীত টাকা প্রদানের জন্য নির্ধারিত সময়কে বিক্রয়ের জন্য চূড়ান্ত ডিক্রি প্রদান করার আগে যে কোনো সময় আদালত উত্তম কারণ প্রদর্শন সাপেক্ষে এবং আদালত দ্বারা নির্ধারিত শর্তসাপেক্ষে সময়ে সময়ে বাড়াতে পারবে।

(৩) **বন্ধকী সম্পত্তি খালাসের অধিকার হরণ মামলায় বিক্রয়ের ডিক্রি দেওয়ার ক্ষমতা** [Power to decree sale in foreclosure-suit]—বন্ধকী সম্পত্তি খালাসের অধিকরণ হরণের মামলায় যদি বাদী জয়ী হয় তাহলে ব্যতিক্রমী (anomalous) বন্ধকের ক্ষেত্রে আদালত মকদ্দমার যে কোনো পক্ষ বা বন্ধকী-প্রতিভূতি বা পুনরুদ্ধারের অধিকার (ক্ষমতায়) স্বার্থ সংশ্লিষ্ট যে কোনো ব্যক্তির অনুরোধ [বন্ধকী সম্পত্তি খালাসের অধিকার করণের ডিক্রির পরিবর্তে] একই রকম ডিক্রি আদালত যেমন সঙ্গত মনে করবে তেমন শর্ত সাপেক্ষে দিতে পারবে এবং সেই শর্তগুলোর মধ্যে বিক্রয় সংক্রান্ত ব্যয় মেটাবার জন্য এবং শর্তপালন সুনিশ্চিত করণের জন্য আদালত দ্বারা নিশ্চিত যুক্তিসঙ্গত পরিমাণ টাকা আদালতে জমার ব্যাপারটাও থাকবে।

(৪) যেখানে পরবর্তী বন্ধক গ্রহীতা বা যে ব্যক্তিদের কোনো এমন বন্ধক গ্রহীতার থেকে অধিকার সৃষ্টি হয়েছে তাদের এবং যে ব্যক্তি কোনো এমন বন্ধক গ্রহীতার

অধিকারসমূহে প্রত্যাসীন, বিক্রয়ের জন্য মকদ্দমায় বা বন্ধকী সম্পত্তি খালাসের অধিকার হরণের মামলায়, যাতে বিক্রয়ের জন্য আদেশ দেওয়া হয়েছে, পক্ষ হিসেবে সংযোজিত করা হয়েছে, সেখানে উপবিধি (১)-এ নির্দিষ্ট প্রাথমিক ডিক্রি মামলায় পক্ষদের নিজের নিজের অধিকার ও দায়িত্বের বিচারপূর্বক বিনিময়ের জন্য বিধৃত সেই পদ্ধতিতে এবং সেই নিদর্শে যা পরিশিষ্ট-'ঘ'-এর, যেখানে যেমন, নিদর্শ সংখ্যা-৯, নিদর্শ সংখ্যা-১০ বা নিদর্শ সংখ্যা ১১-তে উপবর্ণিত আছে, এমন রদবদল সহ করবে যা ঐ মামলার পরিস্থিতিতে আবশ্যক (বা অভিপ্রেত) হয়।

॥ **বিধি ঃ ৫ ॥ বিক্রয়ের মামলায় চূড়ান্ত ডিক্রি** [Final decree in suit for sale]—(১) যেখানে নির্ধারিত দিনে অথবা তার পূর্বে বা এই নিয়মের উপবিধি (৩)-এর অধীন প্রদত্ত অন্য ডিক্রির অনুসারে কৃত বিক্রয়ানুষ্ঠানের পুষ্টি বিধানের আগে (অর্থাৎ বিক্রয়ের জন্য যা খরচ হয়েছে তা মেটাবার আগে) যে কোনো সময় প্রতিবাদী বিধি-৪-এর উপবিধি (১)-এর অধীন তার দ্বারা প্রদেয় সমস্ত টাকা আদালতে জমা করে দেয় সেখানে আদালত চূড়ান্ত ডিক্রি বা যদি এমন ডিক্রি প্রদত্ত হয়ে গিয়ে থাকে তাহলে, আদালত প্রতিবাদীর এই হেতু কৃত আবেদনক্রমে আদেশ প্রদান করবে; বা

(ক) প্রাথমিক ডিক্রিতে নির্দিষ্ট দস্তাবেজ অপর্ণের জন্য বাদীকে আদেশ দেবে; এবং যদি প্রয়োজন হয় তাহলে—

(খ) উক্ত ডিক্রিতে যথা নির্দিষ্ট বন্ধকী সম্পত্তিকে হস্তান্তরিত করার জন্য বাদীকে আদেশ দেবে;

এবং যদি প্রয়োজন হয় তাহলে—

(গ) সম্পত্তির ওপর প্রতিবাদীকে দখল দেবার জন্যও বাদীকে আদেশ দেবে।

(২) যেখানে বন্ধকী সম্পত্তি বা তার কোনো অংশ এই বিধির উপবিধি (৩)-এর অধীনে প্রদত্ত ডিক্রির অনুসরণে বিক্রয় করে দেওয়া হয়েছে, সেখানে যতক্ষণ-প্রতিবাদী উপবিধি (১) উল্লিখিত টাকার অতিরিক্ত এমন পরিমাণ; যা ক্রয়মূল্যের ঐ পরিমাণ টাকার পাঁচ শতাংশর সমতুল হয়, যা ক্রেতা আদালতে জমা করেছে, ক্রেতাকে দেবার জন্য আদালতে জমা না করে দেয়, আদালত এই বিধির উপবিধি-(১)-এর অধীন আদেশ প্রদান করবে না (বা অর্ডার ইসু করবে না)।

যেখানে এমন নির্দেশ দিয়ে দেওয়া হয়েছে, সেখানে ক্রেতা ক্রয়মূল্যের সেই পরিমাণ টাকা, যা সে আদালতে জমা করেছিল, ৫% সমতুল টাকা সহ ঐ টাকা পুনরায় প্রদানের আদেশের অধিকারী হবে।

(৩) যেখানে উপবিধি (১) অনুসারে টাকা প্রদান করা হয় নি, সেখানে আদালত বাদী দ্বারা এই নিমিত্ত কৃত আবেদনক্রমে এমন নির্দেশবাহী চূড়ান্ত ডিক্রি প্রদান করবে যে, বন্ধকী সম্পত্তি বা তার যথেষ্ট অংশ বিক্রয় করে দেওয়া হোক, এবং বিক্রয় লব্ধ অর্থ বিধি-৪-এর উপবিধি (১)-এর বিধান অনুসারে ব্যবহৃত হোক।

॥ **বিধি ঃ ৬ ॥ বিক্রয়ের মামলায় বন্ধকের ওপর পরিশোধ্য (প্রদেয়) বাকি টাকার আদায়** [Recovery of balance due on mortgage in suit for sale]—যেখানে বিধি-৫-এর অধীন কৃত যে কোনো বিক্রয়ের থেকে প্রাপ্য (বিক্রয় লব্ধ) শুদ্ধ টাকা (net proceeds) বাদীকে শুদ্ধ টাকা পরিশোধ করার জন্য যথেষ্ট বলে মনে না হয়

সেখানে যদি বাকি টাকা বিক্রীত সম্পত্তির অতিরিক্ত প্রতিবাদীর থেকে আইনতঃ আদায়যোগ্য হয় তাহলে আদালত বাদী দ্বারা কৃত আবেদনক্রমে এমন বাকি টাকার জন্য ডিক্রি প্রদান করতে পারবে।

॥ বিধি : ৭ ॥ দায়মোচনের মামলায় প্রাথমিক ডিক্রি [Preliminary decree in redemption suit]—(১) দায়মোচনের মামলায় বাদী যদি জয়লাভ করে তাহলে আদালত এমন প্রাথমিক ডিক্রি প্রদান করবে যা—

(ক) এই মর্মে আদেশ দেবে যে—

(এক) বন্ধকের ওপর আসল (মূলধন) ও সুদ হিসেবে ;

(দুই) মকদ্দমার এমন খরচ হিসেবে যদি থাকে, যা তার পক্ষে বিনির্ণীত করা হয়েছে (অর্থাৎ মকদ্দমার খরচ বাবদ তাকে কিছু দেওয়ার সাব্যস্ত করা হয়েছে); এবং

(তিন) তার বন্ধক-প্রতিভূতির ব্যাপারে ঐ তারিখ পর্যন্ত তার দ্বারা ন্যায্যভাবে হওয়া অন্যান্য খরচ-খরচা প্রভার (Charges) ও ব্যয় হিসেবে তার ওপর সুদ সহ;

যা কিছু উক্ত ডিক্রির তারিখে বাদীর প্রদেয় (অর্থাৎ বাদীর কাছে পাওনা) তার হিসেব নেওয়া হবে; অথবা

(খ) এমন পরিমাণ টাকা ঘোষণা করবে যা ঐ তারিখে প্রদেয় হয়; এবং

(গ) এমন নির্দেশ দেবে যে—

(এক) যদি বাদীর এমন টাকা প্রদেয় হতে দেখা যায় অথবা প্রদেয় ঘোষিত টাকা আদালতে, যেখানে যেমন, সেই তারিখ থেকে যে তারিখে আদালত খণ্ড (ক)-এর অধীনে গৃহীত হিসেবে পুষ্ট কৃত (দৃঢ় কৃত) ও প্রতি স্বাক্ষরিত করেছে অথবা সেই তারিখ থেকে যে তারিখে আদালত খণ্ড (খ)-এর অধীনে এমন পরিমাণ টাকা ঘোষণা করেছে, ছ' মাসের মধ্যে যে তারিখ আদালত ধার্য করবে সেই তারিখে অথবা তার আগে জমা করে দেয় এবং তারপর বিধি-১০-এ বিধৃত আছে তেমন পরবর্তী খরচ, প্রভার ও ব্যয়ের ব্যাপারে প্রদেয় হয় বলে বিচারপূর্বক নির্ণীত হয় এমন পরিমাণ টাকা এবং বিধি-১১-তে বিধৃত আছে এমন পরিমাণ টাকার ওপর পরবর্তী সুদ সহ, আদালতে জমা করে দেয় তাহলে প্রতিবাদী বাদীকে অথবা সেই ব্যক্তি যাকে বাদী নিয়োগ করে, বন্ধকী সম্পত্তি সম্পর্কিত সেই সমস্ত দস্তাবেজসমূহ যা তার দখলে বা ক্ষমতায় আছে, প্রদান করে এবং যদি তার কাছে এমন অভিপ্রায় করা হয় তাহলে সে ঐ বন্ধক থেকে এবং প্রতিবাদী দ্বারা অথবা তার থেকে উদ্ভূত অধিকারের অধীনে দাবিদার যে কোনো ব্যক্তি দ্বারা বা যেখানে প্রতিবাদী উদ্ভূত (বা সৃষ্ট) অধিকারের ভিত্তিতে দাবি করে সেখানে তাদের দ্বারা, যাদের উদ্ভূত (বা সৃষ্ট) অধিকারের অধীনে সে দাবি করে, সৃষ্ট বন্ধক এবং সমস্ত দায় থেকে মুক্ত করে ঐ সম্পত্তি বাদীকে তাদের খরচে পুনঃহস্তান্তরিত করে দেয় এবং যদি প্রয়োজন হয়, তাহলে বাদীকে উক্ত সম্পত্তির দখলও দেয়; এবং

(দুই) যদি প্রাথমিক ডিক্রির অধীন বা তার দ্বারা প্রদেয় হয় বলে দেখা যায় অথবা এমনভাবে ধার্য করা তারিখে অথবা তার আগে প্রদেয় ঘোষিত টাকা পরিশোধ না করা হয় তাহলে অথবা বাদী পরবর্তী খরচ-খরচা, প্রভার (Charges), ব্যয় এবং সুদের ব্যাপারে প্রদেয় বিচার পূর্বক নির্ণীত টাকা এমন সময়ের মধ্যে যা আদালত ঠিক করে, প্রদান করতে অসমর্থ হয় তাহলে প্রতিবাদী—

(ক) ভোগ বন্ধক, শর্তসাপেক্ষ বিক্রয় দ্বারা বন্ধক বা এমন ব্যতিক্রমী বন্ধক থেকে, যার শর্তাবলী কেবল বন্ধকী সম্পত্তি খালাসের অধিকার হরণের জন্য, বিক্রয়ের জন্য নয়, বিধৃত করে, ভিন্ন কোনো বন্ধকের ক্ষেত্রে এমন চূড়ান্ত ডিক্রির জন্য আবেদন করার অধিকারী হবে যে, বন্ধকী সম্পত্তির বিক্রয় করে দেওয়া হোক; অথবা

(খ) শর্তসাপেক্ষ বিক্রয় দ্বারা বন্ধক বা পূর্বোক্ত মতো ব্যতিক্রমী বন্ধকের ক্ষেত্রে এমন চূড়ান্ত ডিক্রির জন্য আবেদন করার অধিকারী হবে যে, বাদীকে সম্পত্তি পুনরুদ্ধারের সমস্ত অধিকার থেকে বঞ্চিত করা যায়।

(২) উপবিধি (১)-এর অধীন প্রদেয় দৃষ্ট হয় এমন টাকার বা প্রদেয় ঘোষিত টাকার বা পরবর্তী খরচ-খরচা, প্রভার (Charges), ব্যয় এবং সুদের ব্যাপারে প্রদেয় বিচার পূর্বক নির্ণীত টাকা প্রদানের জন্য নির্ধারিত সময়কে, যেখানে যেমন, বন্ধকী সম্পত্তি খালাসের অধিকার হরণ বা বিক্রয়ের জন্য চূড়ান্ত ডিক্রি দেওয়ার আগে যে কোনো সময় আদালত উত্তম কারণ দেখিয়ে এবং আদালত কর্তৃক নির্ধারিত শর্তসাপেক্ষে সময়ে-সময়ে বাড়াতে পারবে।

॥ বিধি ঃ ৮ ॥ দায়মোচনের মামলায় চূড়ান্ত ডিক্রি [Final decree in redemption suit]—(১) যেখানে বন্ধকী সম্পত্তি পুনরুদ্ধার করাবার যাবতীয় অধিকার থেকে বাদীকে বঞ্চিতকারী চূড়ান্ত ডিক্রি প্রদানের আগে বা এই বিধির উপবিধি (৩)-এর অধীন প্রদত্ত চূড়ান্ত ডিক্রির অনুসরণে কৃত বিক্রয় দৃঢ়করণের আগে বাদী বিধি-৭-এর উপবিধি (১)-এর অধীন তার প্রদেয় সমস্ত টাকা আদালতের জমা করে দেয় সেখানে আদালত চূড়ান্ত ডিক্রি বা যদি এমন ডিক্রি প্রদান করা হয়ে গিয়ে থাকে, তাহলে বাদীর এই নিমিত্ত কৃত আবেদনক্রমে আদেশ প্রদান করবে; যা—

(ক) প্রাথমিক ডিক্রিতে নির্দিষ্ট দস্তাবেজসমূহ অর্পণ করার জন্য প্রতিবাদীকে আদেশ দেবে, এবং যদি প্রয়োজন হয় তাহলে—

(খ) উক্ত ডিক্রিতে যথানির্দিষ্ট বন্ধকী সম্পত্তি বাদীর খরচে প্রতি-হস্তান্তরিত করার জন্য প্রতিবাদীকে আদেশ দেবে;

এবং যদি প্রয়োজন হয় তাহলে—

(গ) বাদীকে সম্পত্তির দখল দেওয়ার জন্যও প্রতিবাদীকে আদেশ দেবে।

(২) যেখানে বন্ধকী সম্পত্তি বা তার কোনো অংশ এই বিধির উপবিধি (৩)-এর অধীন প্রদত্ত ডিক্রির অনুসরণ বিক্রয় করে দেওয়া হয়েছে, সেখানে যতক্ষণ বাদী উপবিধি (১)-এ বর্ণিত টাকার পরিমাণ অতিরিক্ত এমন টাকা বা ক্রয়মূল্যে ৫% সমতুল্য হয়, বা ক্রেতা আদালতে জমা করেছে, ক্রেতাকে দেওয়ার জন্য আদালতে জমা না করে, আদালত এই বিধির উপবিধি (১)-এর অধীন আদেশ দেবে না।

যেখানে এমন জমা দেওয়া হয়েছে সেখানে ক্রেতা ক্রয়মূল্যের (খরিদের টাকা) সেই টাকার যা সে আদালতে জমা করেছিল, ৫% সমতুল টাকা সহ ঐ টাকার পরিশোধের একটি আদেশের পাবার অধিকারী হবে।

(৩) যেখানে উপাবিধি (১) অনুসারে টাকা পরিশোধ করা হয়নি, সেখানে আদালত, প্রতিবাদী দ্বারা এই নিমিত্ত কৃত আবেদন ক্রমে—

(ক) শর্তসাপেক্ষে বিক্রয় দ্বারা বন্ধকের ক্ষেত্রে অথবা এমন ব্যতিক্রমী বন্ধকের

ক্ষেত্রে, যা এতে এর আগে বিধি-৭-এ উল্লিখিত হয়েছে, এমন ঘোষণাবাহী যে, বাদী ও তার থেকে উদ্ভূত অধিকারের অধীন দাবিকারী সমস্ত ব্যক্তি বন্ধকী সম্পত্তি ছাড়াবার যাবতীয় অধিকার থেকে বঞ্চিত করা হয় আর যদি প্রয়োজন হয় তাহলে বাদীকে সে বন্ধকী সম্পত্তির দখল প্রতিবাদীকে দিয়ে দেয়, এমন আদেশ দিয়ে চূড়ান্ত ডিক্রি প্রদান করবে; অথবা

(খ) এমন কোনো অন্য বন্ধকের ক্ষেত্রে যা ভোগবন্ধক নয়, এমন চূড়ান্ত ডিক্রি প্রদান করবে যে বন্ধকী সম্পত্তি বা তার যথেষ্ট (অর্থাৎ বেশির ভাগ) অংশ বিক্রয় করা হোক এবং বিক্রয়লব্ধ টাকা [তার থেকে বিক্রয় করার খরচের টাকা বাদ দিয়ে] আদালতে জমা করা হোক এবং যা কিছু প্রতিবাদীর প্রদেয় হয় (অর্থাৎ তার কাছে পাওনা হয়) তা পরিশোধ করার জন্য প্রযুক্ত হোক, আর যদি কিছু বাকি থাকে তাহলে তা বাদীকে বা এমন অন্য ব্যক্তিদের দিয়ে দেওয়া হোক, যারা তা পাওয়ার অধিকারী।

॥ বিধি ঃ ৮-ক ॥ দায়মোচনের মামলায় বন্ধকের ওপর প্রদেয় (অর্থাৎ প্রাপ্য) বাকি টাকার আদায় [Recovery of balance due on mortgage in suit for redemption]—সেখানে বিধি-৮-এর অধীনকৃত যে কোনো বিক্রয়ানুষ্ঠানের থেকে প্রাপ্ত শুদ্ধ টাকা প্রতিবাদীর প্রদেয় টাকা পরিশোধ করার জন্য যথেষ্ট বলে মনে না হয় সেখানে যদি বাকি টাকা বিক্রীত সম্পত্তির অতিরিক্ত বাদীর কাছ থেকে অন্যভাবে আইনানুগ আদায়যোগ্য হয় তাহলে আদালত প্রতিবাদী দ্বারা নির্বাহ জন্য কৃত আবেদন ক্রমে এমন বাকি টাকার জন্য ডিক্রি প্রদান করতে পারবে।

॥ বিধি ঃ ৯ ॥ পরিশোধ করার মতো যখন কিছুই পাওয়া যায় না বা যেখানে বন্ধক গ্রহীতাকে প্রয়োজনের বেশি টাকা দেওয়া হয়েছে তেমন ক্ষেত্রে ডিক্রি [Decree where nothing is found due or where mortgagee has been overpaid]—ইতিপূর্বে যা কিছুই বিধৃত থাকুক না কেন, বিধি-৭-এ উল্লিখিত হিসেব নেওয়ার পর যদি প্রতীয়মান হয় যে, প্রতিবাদীর প্রাপ্য কিছুই নাই, অথবা তাকে প্রয়োজনের বেশি টাকা দেওয়া হয়েছে তাহলে আদালত ডিক্রি দেবেন প্রয়োজন হলে প্রতিবাদীকে ঐ সম্পত্তি পুনরায় হস্তান্তর করার নির্দেশ দিয়ে বাদীর প্রাপ্য টাকা দেবার নির্দেশ দিয়ে এবং বাদীকে প্রয়োজন হলে বন্ধকী সম্পত্তির দখল দিতে হবে।

॥ বিধি ঃ ১০ ॥ ডিক্রির পরে হওয়া বন্ধক গ্রহীতার খরচ [Costs of mortgagee subsequent to decree]—বন্ধকী সম্পত্তির খালাসের অধিকার হরণ, বিক্রয় বা দায় মোচনের ক্ষেত্রে যে টাকা বন্ধক গ্রহীতাকে প্রদেয় তার চূড়ান্তভাবে সমন্বয় সাধনে আদালত যদি না মকদ্দমায় খরচাদির ক্ষেত্রে তার আচরণ এমন থাকে যা তাকে তার জন্য পাওয়ার অযোগ্য করে দেয়, এমন মামলায় খরচ এবং অন্যান্য খরচ, প্রভার ও ব্যয়, যা বন্ধকী সম্পত্তির খালাসের অধিকার হরণ, বিক্রয় বা দায় মোচনের জন্য প্রাথমিক ডিক্রির তারিখ থেকে বাস্তবিক পরিশোধের সময় পর্যন্ত তার দ্বারা ন্যায্যতঃ খরচ হয়েছে, তা বন্ধকের টাকার সঙ্গে যোগ করবে ঃ

প্রকাশ থাকে যে, যেখানে বন্ধকদাতা মামলা দায়ের করার সময় অথবা তার আগে বন্ধকের ওপর প্রাপ্য টাকা দেয় বা জমা দেয় অথবা এমন পরিমাণ টাকা দেয় বা জমা দেয় যা আদালতে বিচারে উল্লেখ করার মতো কম নয়, সেখানে তাকে

মামলার খরচাদি বন্ধক গ্রহীতাকে দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া যাবে না এবং আদালত নথিভুক্ত করা হবে এমন কারণে যতক্ষণ ভিন্নরূপ নির্দেশ না দিচ্ছে বন্ধকদাতা তার নিজের মামলার খরচ বন্ধক গ্রহীতার কাছ থেকে আদায় করার অধিকারী হবে।

॥ **বিধি ঃ ১০-ক ॥ অন্তঃকালীন লাভ দেওয়ার জন্য বন্ধক গ্রহীতাকে আদালতের নির্দেশ দেওয়ার ক্ষমতা** [Power of Court to direct mortgagee to pay *mesne* profits]—যেখানে বন্ধকী সম্পত্তির খালাসের অধিকার হরণের মামলায় বন্ধকদাতা বন্ধকের ওপর প্রদেয় টাকার বা এমন টাকা যা আদালতের মতে উল্লেখ করার মতো কম নয়, মকদ্দমা দায়ের করার আগে বা দায়ের করার সময় দিয়েছে বা জমা করেছে, সেখানে আদালত বন্ধক গ্রহীতাকে নির্দেশ দেবে যে, সে বন্ধকদাতাকে মকদ্দমা দায়ের করা থেকে আরম্ভ হওয়া সময়কালের জন্য অন্তঃকালীন লাভ দেয়।

॥ **বিধি ঃ ১১ ॥ সুদ প্রদান** [Payment of interest]—বন্ধকী সম্পত্তির খালাসের অধিকার হরণ, বিক্রয় বা দায় মোচনের মামলায় প্রদত্ত যে কোনো ডিক্রিতে আদালত যেখানে সুদ আইনসঙ্গত ভাবে আদায়যোগ্য, বন্ধক গ্রহীতাকে নিম্নলিখিত সুদ দেওয়ার আদেশ দিতে পারবে; যথা—

(ক) প্রাথমিক ডিক্রির অধীন যে টাকা আদায়যোগ্য বা প্রদেয় বলে ঘোষিত টাকা যে তারিখে বা যে তারিখের আগে বন্ধকদাতা দ্বারা বা অন্য কোনো ব্যক্তি দ্বারা যে বন্ধক খালাস করছে (বা দায় মোচন করছে) পরিশোধ করা হয়, সেই তারিখ পর্যন্ত—

(এক) সেই হারে, যা আসলের ওপর প্রদেয় বা যেখানে এমন হার ঠিক করা হয়নি [সুদের হার] সেখানে এমন হারে যা আদালত যুক্তিসঙ্গত মনে করবে, ঐ আসল টাকার ওপর যা বন্ধকের ওপর প্রদেয় বলে দৃষ্ট হয়, বা প্রদেয় বলে ঘোষিত হয়েছে,

(দুই) নিরসিত, ...এবং

(তিন) সেই হারে, যা পক্ষদের মধ্যে নির্ণীত হয়েছে বলে দৃষ্ট হয় অথবা এধরনের হার যেখানে ঠিক হয়নি, সেখানে অনধিক বছরে শতকরা ছ'টাকা হারে, যা আদালত যুক্তিসঙ্গত মনে করবে, সেই সব খরচ, প্রভার ও ব্যয় হিসেবে যা বন্ধক প্রতিভূতির ব্যাপারে বন্ধক গ্রহীতা প্রাথমিক ডিক্রির তারিখ পর্যন্ত ন্যায়তঃ খরচ করেছে এবং যা বন্ধক টাকার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে, বন্ধক গ্রহীতাকে প্রদেয় বিচারপূর্বক নির্ণীত টাকার ওপর সুদ; এবং

(খ) এমন হারে যা আদালত সঙ্গত মনে করে, সেই আসল টাকার বা খণ্ড (ক)-এ নির্দিষ্ট হয়েছে, সেই খণ্ড অনুসারে হিসাবকৃত যোগফলের ওপর আদায়ের বা প্রকৃত পরিশোধের তারিখের পরবর্তী সুদ।

॥ **বিধি ঃ ১২ ॥ পূর্ববর্তী বন্ধক সাপেক্ষে সম্পত্তির বিক্রয়** [Sale of property subject to prior mortgage]—যেখানে কোনো সম্পত্তি যার বিক্রয় এই আদেশের অধীন নির্দিষ্ট করা হয়েছে, পূর্ববর্তী বন্ধকের অধীন হয় আদালত পূর্ববর্তী বন্ধক গ্রহীতার সম্মতিক্রমে নির্দেশ দিতে পারবে যে, এমন পূর্ববর্তীবন্ধক ছিং, সেই স্বার্থ সাপেক্ষে ঐ সম্পত্তি ঐ বন্ধক গ্রহীতার কাছ থেকে পুনরুদ্ধার করে বিক্রয় করা হোক।

॥ **বিধি ঃ ১৩ ॥ আয়ের উপযোগ (প্রয়োগ)** [Application of proceeds]—

(১) এ ধরনের বিক্রয় লব্ধ অর্থ আদালতে আনা যাবে এবং তা নিম্নলিখিতভাবে উপযোগ (বা প্রয়োগ) করা যাবে—

প্রথমত, ঐ বিক্রয়ের আনুষঙ্গিক বা বিক্রয়ের চেষ্টাতে ন্যায্যতঃ যে খরচ হয়েছে, তা শোধ করাতে;

দ্বিতীয়ত, পূর্ববর্তী বন্ধক হিসেবে যা কিছু পরবর্তী বন্ধক গ্রহীতাকে প্রদেয় তা ও তার ব্যাপারে ন্যায্যতঃ হওয়া খরচ শোধ করাতে;

তৃতীয়ত, যে বন্ধকের পরিণামস্বরূপ বিক্রয় নির্দিষ্ট করা হয়েছিল তার জন্য প্রদেয় সমস্ত সুদের এবং ঐ মকদ্দমার, যাতে কিনা বিক্রয়ের নির্দেশ দানকারী ডিক্রি প্রদত্ত হয়েছিল, খরচ শোধ করাতে;

চতুর্থত, ঐ বন্ধকের ওপর প্রদেয় আসল টাকা শোধ করাতে; এবং

শেষত, যদি কিছু অবশিষ্ট থাকে তাহলে তা সেই ব্যক্তিকে যে প্রমাণ করে দেয় যে, বিক্রীত সম্পত্তিতে তার স্বার্থ সংশ্লিষ্ট আছে অথবা যদি এমন ব্যক্তি একাধিক জন হয় তাহলে এমন ব্যক্তিদের ঐ সম্পত্তিতে নিজের-নিজের স্বার্থানুসার বা তাদের যৌথ রসিদের (বা প্রাপ্তি স্বীকারের) ওপর (বা ভিত্তিতে) দিয়ে দেওয়া হবে।

(২) এই বিধির বা বিধি-১২-র কোনো কিছুর ব্যাপারে এমন মনে করা হবে না যে, ঐ সম্পত্তির হস্তান্তর অধিনিয়ম, ১৮৮২ (১৮৮২-র ৪)-এর ধারা-৫৭ দ্বারা প্রদত্ত ক্ষমতার ওপর প্রভাব ফেলে।

॥ বিধি : ১৪ ॥ বন্ধকী সম্পত্তি বিক্রয় করার জন্য আবশ্যক বিক্রয়ের মামলা [Suit for sale necessary for bringing mortgaged property to sale]—

(১) যেখানে বন্ধক গ্রহীতা বন্ধকের অধীন সৃষ্ট হওয়া দাবির তুষ্টিতে টাকা পরিশোধের জন্য ডিক্রি পেয়েছে সেখানে সে বন্ধক নিয়োজনের জন্য বিক্রয়ের মামলা দায়ের করেই বন্ধকী সম্পত্তি বিক্রয় করার অধিকারী হবে, অন্যভাবে নয় এবং সে আদেশ-২-এর বিধি-২-এ যা কিছু বর্ণিত থাকুক না কেন এমন মকদ্দমা দায়ের করতে পারবে।

(২) উপবিধি (১)-এর কোনো কিছুই সেই সব রাজ্যক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে না, যেগুলোর ওপর সম্পত্তি হস্তান্তর অধিনিয়ম, ১৮৮২ (১৮৮২-র ৪) প্রসারিত করা হয় নি।

॥ বিধি : ১৫ ॥ দলিল জমা দিয়ে বন্ধক এবং দায় ভার [Mortgages by the deposit of the title deeds and charges]—(১) এই আদেশের সেই সমস্ত বিধান, যা সাধারণ বন্ধকের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হয়, সম্পত্তি হস্তান্তর অধিনিয়ম ১৮৮২ (১৮৮২-র ৪) ধারা-৫৮-র অর্থের মধ্যে স্বত্বাধিকার দলিল অর্পণ দ্বারা সৃষ্ট বন্ধকের ক্ষেত্রে এবং সম্পত্তি হস্তান্তর আইন ১৮৮২ (১৮৮২-র ৪)-এর ধারা-১০০-র মধ্যে প্রভাবের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে।

(২) যেখানে ডিক্রিতে টাকা পরিশোধের আদেশ দেওয়া হয় এবং তা পরিশোধে অসমর্থ হওয়া ক্ষেত্রে ঐ ডিক্রি স্থাবর সম্পত্তির ওপর প্রভাব সৃষ্টি করে, সেখানে ঐ টাকা ঐ ডিক্রির নির্বাহে ঐ সম্পত্তি বিক্রয় করে আদায় করা যাবে।

আদেশ—৩৫

[ORDER : 35]

অন্তরাভিবাচী

(Interpleader)

(বিধি ১ থেকে বিধি ৬)

॥ **বিধি ঃ ১ ॥ অন্তরাভিবাচী মামলায় আর্জি** [Plaint in interpleader-suit]—প্রত্যেক অন্তরাভিবাচী মকদ্দমার আর্জিতে আর্জির জন্য আবশ্যক অন্যান্য বিবৃতির অতিরিক্ত—

(ক) বিবৃত হবে যে বাদী প্রভার (Charges) বা খরচের জন্য দাবি করা ভিন্ন কোনো স্বার্থের দাবি বিবাদের বিষয়-বস্তুতে করে না;

(খ) প্রতিবাদী দ্বারা পৃথকভাবে করা দাবি বিবৃত হবে; এবং

(গ) বিবৃত থাকবে যে, বাদী ও যে কোনো প্রতিবাদীর মধ্যে ষড়যন্ত্রাদিতে সহযোগিতা নাই।

॥ **বিধি ঃ ২ ॥ দাবিকৃত বস্তু আদালতে জমা করা** [Payment of thing claimed into Court]—যেখানে দাবিকৃত বস্তু এমন যে তা আদালতে জমা করা যায় অথবা আদালতের প্রহরায় রাখা যায় সেখানে বাদীর কাছে অভিপ্রায় করা যেতে পারে যে, সে মকদ্দমায় যে কোনো আদেশের অধিকারী হওয়ার আগে তা এভাবে জমা করে দিক বা প্রহরায় রেখে দিক (অর্থাৎ বাদী এভাবে জমা দিলে বা হেপাজতে রাখলে তবেই মামলায় আদেশ পাওয়ার যোগ্য হবে)।

॥ **বিধি ঃ ৩ ॥ প্রতিবাদী যখন বাদীর ওপর মামলা চালাচ্ছে সেখানে প্রক্রিয়া** [Procedure where defendant is suing plaintiff]—যেখানে অন্তরাভিবাচী (স্বার্থ বিহীন ব্যবহার) মামলায় প্রতিবাদীদের মধ্যে কেউ (অর্থাৎ কোনো প্রতিবাদী) বাদীর ওপর এমন মকদ্দমার বিষয়-বস্তু সম্পর্কে প্রকৃতপক্ষে মকদ্দমা চালাচ্ছে সেখানে যে আদালতে বাদীর বিরুদ্ধে মামলা বিচারাধীন আছে সেই আদালত, যে আদালতে ঐ অন্তরাভিবাচী মকদ্দমা (বা মামলা) দায়ের করা হয়েছে, সেই আদালত দ্বারা এগুলো দেওয়া হলে বাদীর বিরুদ্ধে কার্যবাহ স্থগিত করতে পারবে এবং এমন স্থগিত মামলায় বাদীর যা কিছু খরচ-খরচা হয়েছে, তা এমন মামলায় বিধৃত করা যাবে (অর্থাৎ প্রদত্ত হবে); কিন্তু যদি এবং যত দূর সম্ভব তা ঐ মামলায় বিধৃত করা না হয় তাহলে এবং ততদূর পর্যন্ত অন্তরাভিবাচী মামলায় হওয়া তার খরচ-খরচাতে যুক্ত করা যাবে।

॥ **বিধি ঃ ৪ ॥ প্রথম শুনানিতে প্রক্রিয়া** [Procedure at first hearing]—

(১) প্রথম শুনানিতে আদালত—

(ক) ঘোষিত করতে পারবে যে, বাদী দাবিকৃত বস্তুব সম্পর্কে প্রাতিবাদীদের প্রতি সমস্ত দায়িত্ব থেকে মুক্ত হয়ে গেছে, তাকে তার খরচ নির্ণীত করতে পারবে এবং মামলা থেকে তাকে খারিজ করতে পারবে; অথবা

(খ) যদি মনে করে যে, ন্যায়পরতা ও সুবিধার দৃষ্টিতে এমন করা প্রয়োজন তাহলে আদালত মকদ্দমার চূড়ান্ত নিষ্পত্তি হওয়া পর্যন্ত সমস্ত পক্ষকে রাখতে পারবে।

(২) যেখানে আদালতের এমন মত হয় যে, পক্ষদের স্বীকৃতি বা অন্য সাক্ষ্য তাকে এমন করার যোগ্য করে দিচ্ছে সেখানে আদালত দাবিকৃত বস্তুর ওপরের অধিকারের ন্যায় নির্ধারণ করতে পারবে।

(৩) যেখানে পক্ষদের স্বীকৃতি আদালতকে এমন ন্যায় নির্ধারণ করার যোগ্য (বা উপযুক্ত) করে না সেখানে আদালত নির্দেশ দিতে পারবে যে—

(ক) পক্ষদের মধ্যে বিচার্য-বিষয় বা বিচার বিষয়গুলো নির্ণীত হোক এবং সেগুলোর বিচার করা হোক; এবং

(খ) মূল বাদীর বদলে তার অতিরিক্ত কোনো দাবিদারকে বাদী করে দেওয়া হোক;

এবং সাধারণ পদ্ধতিতে মকদ্দমাটি বিচার সম্পাদনের জন্য অগ্রসর হবেন।

॥ বিধি ঃ ৫ ॥ নিযুক্তক এবং ভাড়াটিয়া অন্তরাভিবাচী মামলা দায়ের করতে পারবে না [Agents and tenants may not institute interpleader-suits]—এই আদেশের কোনো কিছুর ব্যাপারে এমন মনে করা হবে না যে, নিযুক্তককে তাদের মালিকদের ওপর বা ভাড়াটিয়াদের তাদের ভূ-স্বামীদের ওপর, এই প্রয়োজনহেতু মামলা আনার জন্য সক্ষম করে যে, ঐ মালিক বা ভূ-স্বামী এমন কোনো ব্যক্তিদের এধরনের মালিক বা ভূ-স্বামী থেকে সৃষ্ট অধিকারের অধীন দাবিকারী ব্যক্তিদের থেকে আলাদা, অন্তরাভিবচন (অর্থাৎ স্বার্থবিহীন ব্যবহার) করার জন্য বাধ্য করা হোক।

উদাহরণ—(ক) **ক** একটি রত্নাদির বাক্স তার নিযুক্তক হিসেবে **খ** এর কাছে জমা রাখে। **গ**-এর অভিযোগ হলো **ক** ঐ রত্নাদির বাক্স তার কাছে থেকে অন্যায়ভাবে গ্রহণ করেছে এবং তাই সে ঐ রত্নাদি ভর্তি বাক্স **খ**-এর কাছ থেকে ফিরিয়ে নেবার জন্য দাবি করছে। **ক** ও **গ**-এর বিরুদ্ধে **খ** অন্তরাভিবাচী মামলা আনতে পারবে না।

(খ) রত্নাদির একটি বাক্স **ক** তার নিযুক্তক হিসেবে **খ**-এর কাছে জমা রাখে। তারপর সে এই প্রয়োজন হেতু গ-কে লেখে যে, গ-কে তার যে টাকা প্রদেয় (বা শোধ করার) আছে ঐ রত্নাদিকে যেন সে তার প্রতিভূতি করে নেয়। এরপর ক অভিযোগ করে যে, গ-এর টাকা শোধ করা হয়ে গেছে এবং গ-ও তার বিপরীত অভিযোগ করে। **ক** ও গ উভয়ে খ-এর কাছ থেকে রত্নাদি নেওয়ার জন্য দাবি করে। এখানে **খ ক** ও গ-এর বিরুদ্ধে অন্তরাভিবাচী মকদ্দমা দায়ের করতে পারবে।

॥ বিধি ঃ ৬ ॥ বাদীর খরচের দায়-ভার [Charge for plaintiff's Costs]—মকদ্দমা যেখানে যথা বিহিতভাবে দায়ের করা হয়েছে, সেখানে আদালত মূল বাদীর খরচের জন্য ব্যবস্থা করতে পারবে দাবিকৃত বস্তুর ওপর তার প্রভার (Charges), দিয়ে অথবা অন্য কোনো কার্যকরী পদ্ধতিতে।

আদেশ—৩৬
[ORDER : 36]
বিশেষ আইনগত প্রশ্ন
(Special Case)
(বিধি ১ থেকে বিধি ৬)

॥ বিধি ঃ ১ ॥ আদালতের অভিমতের জন্য আইনগত প্রশ্ন বিবৃত করার ক্ষমতা [Power to state case for Court's opinion]—(১) যে পক্ষ তথ্য আইনের কোনো প্রশ্নের সিদ্ধান্ত (বা মীমাংসায়) স্বার্থ সংশ্লিষ্ট থাকার দাবি করে সে এমন লিখিত চুক্তি করতে পারবে যাতে এমন প্রশ্নের মামলা রূপে বিবৃতি আদালতের অভিমতের জন্য হবে এবং এমন বিধান হবে যে উক্ত প্রশ্নের ব্যাপারে আদালতের সিদ্ধান্ত ক্রমে (finding)—

(ক) পক্ষ দ্বারা নির্ধারিত টাকা-পয়সা অথবা আদালত দ্বারা যেমন নির্ণীত করা হয় পক্ষদের কারো দ্বারা তাদের অন্যদেরকে দেওয়া যাবে; অথবা

(খ) চুক্তিতে নির্দিষ্ট কোনো সম্পত্তি, তা অস্থাবর হোক বা স্থাবর পক্ষদের একপক্ষ দ্বারা অন্যদের অর্পণ করা যাবে; অথবা

(গ) পক্ষদের মধ্যে একাধিকপক্ষ চুক্তিতে নির্দিষ্ট কোনো অন্য বিশেষ কার্য সম্পাদন করবে বা করা থেকে বিরত থাকবে।

(২) এই নিয়মের অধীন বিবৃত প্রত্যেক মামলা কতকগুলি ধারাবাহিক সংখ্যাযুক্ত অনুচ্ছেদে ভাগ করা হবে এবং তাতে এমন তথ্যসমূহের সংক্ষিপ্ত বিবৃতি থাকবে এবং এমন দস্তাবেজসমূহের নির্দেশ থাকবে যা তার দ্বারা উত্থাপিত প্রশ্নের মীমাংসা করার কাজে আদালতকে সক্ষম করতে আবশ্যক।

॥ বিধি ঃ ২ ॥ যেখানে বিষয়-বস্তুর মূল্য অবশ্যই বিবৃত করতে হবে [Where value of subject-matter must be stated]—যে চুক্তি করা হয় কোনো সম্পত্তির অর্পণের জন্য অথবা কোনো বিশেষ কাজ করা থেকে অথবা করা থেকে বিরত থাকার জন্য, সেখানে যে সম্পত্তি অর্পণ করতে হবে অথবা যার প্রতি নির্দিষ্ট কাজের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, তার আনুমানিক মূল্য চুক্তিতে বিবৃত করতে হবে।

॥ বিধি ঃ ৩ ॥ চুক্তি মামলা হিসেবে নথিভুক্ত হবে এবং নিবন্ধিত হবে [Agreement to be filed and registered as suit]—(১) চুক্তি যদি এতে এর আগে বিধৃত বিধিসমূহ অনুসারে প্রণীত করা হয়ে থাকে তাহলে যে আদালতের এমন মকদ্দমা গ্রহণ করার অধিক্ষেত্র আছে, যে মকদ্দমার টাকা বা বিষয়-বস্তুর মূল্য চুক্তির টাকা ও বিষয়-বস্তুর মূল্যের সমান হয়, সেই আদালতে আবেদন (বা দরখাস্ত) সহ ফাইল করা (অর্থাৎ দাখিলা করা) যাবে।

(২) আবেদন যখন এভাবে দাখিল করে দেওয়া হয়, তখন সেই বাদী বা একাধিক বাদী হিসেবে স্বার্থ সংশ্লিষ্ট থাকার দাবিকারী পক্ষদের মধ্যে এক বা একাধিক এবং প্রতিবাদী বা একাধিক প্রতিবাদী হিসেবে স্বার্থ সংশ্লিষ্ট তাদের মধ্যে অন্যের বা

অন্যদের মধ্যে মকদ্দমার হিসেবে সংখ্যাযুক্ত করা যাবে এবং নথিতে তোলা যাবে এবং ঐ পক্ষ বা পক্ষরা ছাড়া যে বা যারা আবেদন (বা দরখাস্ত) উপস্থাপিত করেছে, চুক্তির সমস্ত পক্ষকে বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হবে।

॥ বিধি ঃ ৪ ॥ পক্ষ আদালতের অধিক্ষেত্র সাপেক্ষ হবে [Parties to be subject to Court's jurisdiction]—যেখানে কোনো চুক্তি এভাবে দাখিল করে দেওয়া হয়েছে, সেখানে তার পক্ষ আদালতের অধিক্ষেত্রের অধীন হবে এবং তাতে বিধৃত বিবৃতির সঙ্গে আবদ্ধ হবে।

॥ বিধি ঃ ৫ ॥ আইনগত প্রশ্নের শুনানি ও বিলিবন্দেজ [Hearing and disposal of case]—(১) ঐ বিষয়টিকে সাধারণভাবে দায়ের করা মকদ্দমা হিসেবে শুনানির জন্য রাখা হবে এবং এমন মকদ্দমাতে এই সংহিতায় বিধৃত যেই পর্যন্ত প্রযোজ্য হবে যে পর্যন্ত তা প্রযোজ্য হওয়ার যোগ্য।

(২) যেখানে পক্ষদের পরীক্ষা করার পর বা এমন সাক্ষ্য নেওয়ার পর যা আদালত সঙ্গত মনে করবে, আদালতের সিদ্ধান্ত হয়ে যায় (অর্থাৎ তুষ্টি বিধান হয়ে যায়) যে—

(ক) চুক্তি তার দ্বারা যথাযথভাবে নির্বাহিত হয়েছিল;

(খ) তাতে বিধৃত প্রশ্নে তার সম্যক স্বার্থ সংশ্লিষ্ট আছে; এবং

(গ) তা মীমাংসিত হওয়ার যোগ্য;

সেখানে আদালত তার ওপর তার রায় ঘোষণা করার জন্য এমন পদ্ধতিতে অগ্রসর হবে যে, যেমন পদ্ধতিতে সাধারণ মামলাতে হয় এবং এমনভাবে ঘোষিত রায় অনুসারে ডিক্রি প্রদত্ত হবে।

॥ বিধি ঃ ৬ ॥ ৫নং বিধির অধীন ডিক্রি দেওয়া হলে আর আপিল হবে না [No appeal from a decree passed under rule 5]—বিধি-৫-এর অধীন প্রদত্ত ডিক্রির কোনো আপিল হবে না।

আদেশ—৩৭
[ORDER : 37]
সংক্ষিপ্ত প্রক্রিয়া
(Summary Procedure)
(বিধি ১ থেকে বিধি ৭)

॥ বিধি ঃ ১ ॥ সেই আদালত ও মামলাসমূহের শ্রেণী যার ওপর এই আদেশ প্রযোজ্য হবে [Court's and classes of suits to which the Order is to apply]—(১) এই আদেশ নিম্নলিখিত আদালতসমূহে প্রযোজ্য হবে; যথা—

(ক) উচ্চ আদালত, নগর দেওয়ানী আদালত এবং লঘুবাদ আদালত এবং

(খ) অন্য আদালত ঃ

প্রকাশ থাকে যে, উচ্চ আদালত খণ্ড (খ)-এ নির্দিষ্ট আদালতের ব্যাপারে সরকারি ঘোষপত্রে প্রজ্ঞাপন দিয়ে এই আদেশের প্রযোজ্যতাকে মকদ্দমার কেবল এমন শ্রেণী পর্যন্ত সীমাবদ্ধ করতে পারবে যা আদালত সঙ্গত মনে করে এবং এই আদেশের প্রযোজ্যতার অধীন আনীত মকদ্দমার শ্রেণীকে সময়ে সময়ে, সরকারি ঘোষপত্রে প্রজ্ঞাপন দিয়ে, মামলার পরিস্থিতিতে যেমন অভিপ্রায় হয় আরও সীমিত করতে পারবে, বর্ধিত করতে পারবে অথবা তাতে যেমন যথাযথ মনে করবে তেমন রদ-বদল করতে পারবে।

(২) উপবিধি (১)-এর বিধানসমূহ সাপেক্ষে এই আদেশ নিম্নলিখিত শ্রেণীতে প্রযোজ্য হয়; যথা—

(ক) বিনিময়-পত্র, হুণ্ডি এবং প্রত্যর্থপত্রের (বচন পত্রের) ওপর মকদ্দমা;

(খ) এমন মকদ্দমা যাতে বাদী, প্রতিবাদীর দ্বারা প্রদেয় ঋণ বা অর্থ হিসেবে নির্দিষ্ট দাবি সুদসহ বা সুদ ছাড়া শুধু আদায় করতে চায় যা নিম্নলিখিত ভিত্তিতে উদ্ভূত হয়; যথা—

(এক) লিখিত চুক্তি; অথবা

(দুই) এমন বিধিবদ্ধ করা আইন (enactment), যাতে আদায় করতে চাওয়া টাকা একটি নির্দিষ্ট (বা ধার্যকৃত) টাকা হয় অথবা কোনো অর্থদণ্ড (penalty) থেকে ভিন্ন ঋণস্বরূপ হয়; অথবা

(তিন) এমন প্রতিভূতি (জামানত), যাতে কেবল কোনো একটি ঋণ বা কোনো নির্দিষ্ট দাবির সম্পর্কে মূল টাকার জন্য দাবি করা হয়েছে।

॥ বিধি ঃ ২ ॥ সংক্ষিপ্ত মামলাসমূহ দাবি করা [Institution of summary suits]—(১) যদি বাদী, কোনো এমন মকদ্দমা যাতে এই আদেশ প্রযোজ্য হয়, এর অধীনে অগ্রসর করানোর বাঞ্ছা করে, তাহলে সেই মকদ্দমা এমন আর্জি উপস্থাপিত করে দায়ের করা যাবে, যাতে নিম্নলিখিত বিষয়গুলো থাকবে; যথা—

(ক) মকদ্দমা এই আদেশের অধীন ফাইল করা হয় এই ব্যাপারের সুনির্দিষ্ট বিবৃতি (বা কথন);

(খ) এমন কোনো উপশমের দাবি আর্জিতে করা হয়নি বা এই বিধির প্রসারের অন্তর্গত হয় না (অর্থাৎ গণ্ডির মধ্যে পাড়ে না); এবং

(গ) মকদ্দমার শিরোনামে মকদ্দমার সংখ্যার ঠিক নিচে নিম্নলিখিত কথাগুলি লিপিবদ্ধ করা হয়েছে; যথা—"(দেওয়ানী প্রক্রিয়া সংহিতা, ১৯০৮-এর আদেশ—৩৭-এর অধীন)"।

(২) মকদ্দমার সমন পরিশিষ্ট-খ-এর নিদর্শ সংখ্যা ৪-এ অথবা কোনো অন্য এমন নিদর্শতে হবে যা সময়ে সময়ে (time to time) বিহিত করা যাবে (বা নির্দিষ্ট করা যাবে)।

(৩) প্রতিবাদী উপবিধি (১)-এ নির্দিষ্ট মকদ্দমার প্রতিরক্ষণ ততক্ষণ করা যাবে না যতক্ষণ সে হাজির না হবে এবং হাজির হওয়াতে ব্যর্থ হলে আর্জির অভিযোগ (অর্থাৎ আর্জিতে যে অভিযোগ আছে তা) স্বীকার করে নেওয়া হয়েছে মনে করা হবে এবং বাদী নির্দিষ্ট হারে, যদি থাকে ডিক্রির তারিখ পর্যন্ত সুদসহ এমন পরিমাণ টাকার জন্য যা সমন-এ উল্লিখিত টাকার পরিমাণের চেয়ে বেশি না হয় এবং খরচ-খরচার এমন টাকার জন্য যা উচ্চ আদালত সেই হেতু প্রণীত বিধিসমূহ দ্বারা সময়ে-সময়ে স্থির করে, ডিক্রির পাওয়ার অধিকারী হবে (অর্থাৎ যোগ্য হবে) এবং এমন ডিক্রি অবিলম্বে নির্বাহিত করা যাবে।

॥ বিধি : ৩ ॥ প্রতিবাদীর হাজিরার জন্য প্রক্রিয়া [Procedure for the appearance of defendant]—(১) কোনো এমন মকদ্দমায় যাতে এই আদেশ প্রযোজ্য হয়, বাদী প্রতিবাদীর ওপর আর্জি ও তার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট এর একটি প্রতিলিপি বিধি-২-এর অধীন সমন-এর সঙ্গে জারি করবে এবং প্রতিবাদী সমন জারির দশ দিনের মধ্যে যে কোনো সময় ব্যক্তিগতভাবে বা প্লিডার দিয়ে হাজির হতে পারবে এবং উভয় পরিস্থিতিতে সে তার ওপর বিজ্ঞপ্তিসমূহের জারির জন্য ঠিকানা আদালতে ফাইল (বা দাখিল) করবে।

(২) যতক্ষণ ভিন্নরূপে কোনো আদেশ দেওয়া না হচ্ছে, ততক্ষণ এমন সব সমন, বিজ্ঞপ্তি এবং অন্য ন্যায়িক পরওয়ানা, যা প্রতিবাদীর ওপর জারি করার জন্য অভিপ্রায় করা হয়, তার ওপর যথাযথভাবে জারি করা হয়েছে তখনই মনে করা হবে যখন তা সেই ঠিকানাতে দিয়ে আসা হয়েছে, যে ঠিকানা দাখিল করার জন্য তার দ্বারা প্রদত্ত হয়েছিল।

(৩) হাজির হওয়ার দিন এমন হাজির হওয়ার বিজ্ঞপ্তি প্রতিবাদী দ্বারা প্লিডারকে অথবা যদি বাদী ব্যক্তিগত ভাবে মকদ্দমা আনে তাহলে স্বয়ং বাদীকে এমন বিজ্ঞপ্তি দিয়ে অথবা প্রথমেই ডাকমাসুল দেওয়া পত্র দিয়ে যেখানে যেমন, বাদীর প্লিডারকে বা বাদীর ঠিকানায় পাঠিয়ে, করা যাবে।

(৪) যদি প্রতিবাদী হাজির হয় তাহলে তার পরে বাদী প্রতিবাদীর ওপর রায়ের জন্য সমন পরিশিষ্ট—খ-এর নিদর্শ সংখ্যা ৪-ক-তে বা এমন সমন জারির তারিখ থেকে দশ দিনের কম নয় এমন সময়ের মধ্যে ফেরত যোগ্য হবে এবং যার সমর্থন বিবাদ-হেতুও দাবি করা টাকা সত্যাপিত করতে পারে এমন শপথনামা দ্বারা করা যাবে এবং তাতে এমন বিবৃতি দেওয়া থাকবে যে তার বিশ্বাসে মকদ্দমায় এই হেতু কোনো প্রতিরক্ষণ নাই।

(৫) প্রতিবাদী রায়ের জন্য এমন সমন-এর জারি থেকে দশ দিনের ভেতর যেকোনো সময় শপথনামা দ্বারা অথবা এমন তথ্য প্রকাশপূর্বক যা প্রতিরক্ষণ করার

জন্য তাকে যোগ্য অধিকারী করার হেতু যথেষ্ট মনে করা হয়, এমন মকদ্দমার প্রতিরক্ষণের অনুমতির জন্য এমন সমন-এর ভিত্তিতে আবেদন করতে পারবে এবং অঙ্কে প্রতিরক্ষণ করার অনুমতি বিনা শর্তে বা এমন শর্ত সাপেক্ষে যা আদালত বা বিচারক কর্তৃক ন্যায়সঙ্গত মনে হয়, মঞ্জুর করা যাবে :

প্রকাশ থাকে যে, প্রতিরক্ষণের অনুমতি ততক্ষণ নামঞ্জুর (বা বাতিল) করা যাবে না যতক্ষণ আদালতের সিদ্ধান্ত না হয় যে, প্রতিবাদী দ্বারা প্রকাশিত তথ্য দর্শায় না যে, তার দ্বারা কোনো গুরুত্বপূর্ণ প্রতিরক্ষণ করার আছে, অথবা প্রতিবাদী দ্বারা করার জন্য ঈপ্সিত প্রতিরক্ষণ অসার বা গোলমেলে :

আরও প্রকাশ থাকে যে, যেখানে বাদীর দ্বারা দাবি করা টাকার কোনো অংশ প্রতিবাদী দ্বারা তার কাছ থেকে প্রদেয় হওয়া স্বীকার করে নেওয়া হয় তাহলে মকদ্দমার প্রতিরক্ষণের অনুমতি ততক্ষণ মঞ্জুর করা যাবে না যতক্ষণ প্রদেয় (বা শোধ) হওয়ার জন্য এভাবে স্বীকৃত টাকা প্রতিবাদী দ্বারা আদালতে জমা না করে দেওয়া হয়।

(৬) রায়ের জন্য এমন সমন-এর শুনানির সময়—

(ক) যেখানে প্রতিবাদী প্রতিরক্ষণ করার অনুমতির জন্য আবেদন করে নি, অথবা যদি এমন আবেদন করা হয়ে থাকে এবং নামঞ্জুর করে দেওয়া হয়ে গিয়ে থাকে, তাহলে অবিলম্বে বাদী রায়ের যোগ্য হয়ে যাবে; অথবা

(খ) যদি প্রতিবাদীকে কোনো পূর্ণ দাবি বা তার কোনো অংশের প্রতিরক্ষণের জন্য অনুমতি দেওয়া হয় তাহলে আদালত বা ন্যায়াধীশ (বিচারক) তাকে এমন প্রতিভূতি এমন সময়ের মধ্যে দেওয়ার নির্দেশ দেবে যা আদালত বা বিচারক দ্বারা ধার্য করা হয় এবং আদালত বা বিচারক দ্বারা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে এমন প্রতিভূতি দেওয়াতে বা এমন অন্য নির্দেশ পালন করাতে, যা আদালত বা বিচারক দ্বারা প্রদত্ত হয়েছে, ব্যর্থ হলে বাদী অবিলম্বে রায় পাওয়ার যোগ্যতা সম্পন্ন হবে।

(৭) আদালত বা বিচারক, প্রতিবাদী দ্বারা যথেষ্ট কারণ প্রদর্শন সাপেক্ষে, প্রতিবাদীকে হাজির হতে বা বাদীর প্রতিরক্ষণ করার অনুমতির জন্য আবেদন করতে বিলম্ব হেতু ক্ষমা করতে পারবে (বা ছাড় দিতে পারবে)।

॥ **বিধি : ৪ ॥ ডিক্রি বাতিল করার ক্ষমতা** [Power to set aside decree]—ডিক্রি দেওয়ার পরে যদি আদালতের বিশেষ পরিস্থিতির অধীন এমন করা যুক্তিযুক্ত (বা যুক্তিসঙ্গত) মনে না হয় তাহলে ঐ আদালত যেমন উচিত মনে করবে তেমন শর্ত সাপেক্ষে ডিক্রি বাতিল করতে পারবে এবং যদি প্রয়োজন হয় তাহলে তার নির্বাহ স্থগিত করতে পারবে অথবা বাতিল করতে পারবে অথবা সমন-এর ভিত্তিতে হাজির হতে অথবা মকদ্দমায় প্রতিরক্ষণ করার অনুমতি প্রতিবাদীকে দিতে পারবে।

॥ **বিধি : ৫ ॥ বিল ইত্যাদি আদালতের আধিকারিকের কাছে জমা করার আদেশ দেওয়ার ক্ষমতা** [Power to order bill, etc to be deposited with officer of Court]—এই আদেশের অধীন যে কোনো কার্যবাহে আদালত এই মর্মে আদেশ দিতে পারবে যে, ঐ বিল (বিনিময় পত্র), হুণ্ডি বা প্রত্যর্থ পত্র (বচন পত্র), যার ওপর মকদ্দমা প্রতিষ্ঠিত আছে, আদালতের আধিকারিকের কাছে অবিলম্বে জমা করে

দেওয়া হোক এবং অতিরিক্ত আর একটি আদেশ দিতে পারবে যে, সমস্ত কার্যবাহ ততক্ষণের জন্য স্থগিত রাখা হোক যতক্ষণ বাদী তার খরচের জন্য প্রতিভূতি না দেয়।

॥ বিধি ঃ ৬ ॥ অনাদৃত বিল বা নোট এর অস্বীকার নথিভুক্ত করার খরচ আদায় [Recovery of cost of noting non-acceptance of dishonoured bill or note]—প্রত্যেকটি অনাদৃত বিল বা নোট-এর ধারককে এমন অসম্মানের (অনাদরের) জন্য তার অস্বীকার বা অপ্রদান নথিভুক্ত করাতে অথবা অন্যভাবে হওয়া খরচ আদায়ের জন্য তেমনই প্রতিকার হবে যা তাকে এমন বিল বা নোট-এর টাকা আদায়ের জন্য এই আদেশের অধীন বিধৃত আছে।

॥ বিধি ঃ ৭ ॥ মামলাতে প্রক্রিয়া [Procedure in suits]—এই আদেশ দ্বারা যেমন বিধৃত আছে তা ব্যতীত, এর অধীনে মকদ্দমায় প্রক্রিয়া তেমনই হবে যা সাধারণ প্রক্রিয়া দায়েবকৃত মকদ্দমার ক্ষেত্রে হয়।

আদেশ—৩৮
[ORDER : 38]

রায়ের আগে গ্রেপ্তারি ও ক্রোক
(Arrest and Attachment before Judgment)

(বিধি ১ থেকে বিধি ১৩)

রায়ের আগে গ্রেপ্তারি
(Arrest before Judgment)

॥ বিধি ঃ ১ ॥ যেখানে প্রতিবাদীর কাছে হাজির করার জন্য প্রতিভূতি জমা দেওয়ার দাবি করা যাবে [Where defendant may be called upon to furnish security for appearance]—যেখানে ধারা-১৬-র খণ্ড (ক) থেকে খণ্ড (ঘ)-এ নির্দিষ্ট প্রকৃতির মামলা থেকে ভিন্ন প্রকৃতির মামলার যে কোনো পর্যায়ে আদালতের শপথনামা দ্বারা বা অন্যভাবে এমন মীমাংসা হয়ে যায় যে—

(ক) প্রতিবাদী বাদীকে বিলম্বিত করার বা আদালতের কোনো পরওয়ানা থেকে বাঁচার অথবা এমন কোনো ডিক্রির যা তার বিরুদ্ধে প্রদত্ত হয়, নির্বাহকে বিঘ্নিত বা বিলম্বিত করার অভিপ্রায়ে -

(১) আদালতের অধিক্ষেত্রের স্থানীয় সীমা থেকে ফেরার হয়েছে, অথবা তাকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে, অথবা

(২) আদালতের অধিক্ষেত্রের স্থানীয় সীমা ফেরার হতে যাচ্ছে অথবা তাকে ছেড়ে দেওয়া হচ্ছে; অথবা

(৩) নিজের সম্পত্তি অথবা তার কোনো অংশ বিলিবন্দেজ করেছে অথবা আদালতের অধিক্ষেত্রের স্থানীয় সীমা থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে, অথবা দেওয়া হতে পারে; অথবা

(খ) সেখানে আদালত, প্রতিবাদীর গ্রেপ্তারের জন্যে এবং আদালতের সামনে তাকে তার হাজিরার জন্যে সে তার প্রতিভূতি কেন জমা দেয় নি, তার কারণ দর্শাবার জন্যে, আনার জন্যে পরওয়ানা জারি করতে পারবে (অর্থাৎ আদালত প্রতিবাদীকে গ্রেপ্তারের জন্যে পরওয়ানা জারি করতে পারবে এবং আদালতের সামনে হাজির করাবার জন্যে, যেখানে আদালতের উদ্দেশ্য হলো যাতে প্রতিবাদী আদালতে কারণ দেখাতে পারে যে তার হাজিরার জন্যে সে তার প্রতিভূত কেন আদালতে জমা দেয় নি, পরওয়ানা জারি করতে পারবে) ঃ

প্রকাশ থাকে যে, যদি প্রতিবাদী এমন কোনো টাকা যা বাদীর দাবি মেটাতে যথেষ্ট হওয়ার প্রেক্ষিতে পরওয়ানায় নির্দিষ্ট আছে, যে আধিকারিকের ওপর পরওয়ানা জারির ভার ন্যস্ত আছে, সেই আধিকারিককে দিয়ে দেয় তাহলে তাকে গ্রেপ্তার করা যাবে না এবং ঐ টাকা আদালতে ততদিন জমা রাখা হবে যতদিন মকদ্দমার নিষ্পত্তি না হচ্ছে অথবা যতক্ষণ আদালত পরবর্তী কোনো আদেশ না দিচ্ছে।

॥ বিধি ঃ ২ ॥ প্রতিভূতি (জামানত) [Security]—(১) যেখানে প্রতিবাদী এমন কারণ দর্শাবার জন্য ব্যর্থ হয় সেখানে আদালত হয় তাকে তার বিরুদ্ধে দাবির জবাবের জন্য যথেষ্ট অর্থ বা অন্য সম্পত্তি আদালতে জমা করার জন্য বা সেই সময় পর্যন্ত যতক্ষণ মকদ্দমা বিচারাধীন থাকে, এবং যতক্ষণ এমন কোনো ডিক্রির, যা ঐ মকদ্দমায় তার বিরুদ্ধে প্রদত্ত হয়, না দেওয়া হয়, ডাকা হলে যে কোনো সময় তার

হাজিরার জন্য প্রতিভূতি দেওয়ার নিমিত্ত আদেশ দিতে পারবে অথবা ঐ পরিমাণ টাকার ব্যাপারে, যা প্রতিবাদী শেষ পূর্ববর্তী বিধির 'ব্যতিক্রম' অংশের অধীন জমা করে দেয়, আদালত যেমন সঙ্গত মনে করে তেমন আদেশ দিতে পারবে।

(২) প্রতিবাদীর হাজিরার জন্যে প্রত্যেক জামিনদার বাধ্য হবেন এই মর্মে যে তিনি এমন হাজিরাতে ব্যর্থ হলে এমন কোনো পরিমাণ টাকা দেবেন যা দেওয়ার জন্যে প্রতিবাদীকে মকদ্দমায় আদেশ দেওয়া হবে।

॥ বিধি ঃ ৩ ॥ অব্যাহতি চাওয়ার জন্য জামিনদার আবেদন করলে সেক্ষেত্রে প্রক্রিয়া [Procedure on application by surety to be discharged]—(১) প্রতিবাদীর হাজিরার জন্য জামিনদার, যে আদালতে সে এমন জামিনদার হয়েছে, সেই আদালত থেকে তার বাধ্যবাধকতা থেকে অব্যাহতি চাওয়ার জন্য যে কোনো সময় আবেদন করতে পারবে।

(২) এমন আবেদন করা হলে আদালত প্রতিবাদীকে হাজির হওয়ার জন্য সমন দেবে অথবা যদি সঙ্গত মনে করে তাহলে তার গ্রেপ্তারির জন্য প্রথমবারেই ওয়ারেন্ট (পরওয়ানা) দিতে পারবে।

(৩) সমন বা ওয়ারেন্ট অনুসারে প্রতিবাদী হাজির হলে বা স্বেচ্ছায় সে আত্মসমর্পণ করলে আদালত জামিনদারকে তার বাধ্যবাধকতা থেকে অব্যাহতি দেওয়ার জন্যে নির্দেশ দেবে এবং নতুন প্রতিভূতি আনার জন্যে প্রতিবাদীকে তলব করতে পারবে।

॥ বিধি ঃ ৪ ॥ প্রতিবাদী যেখানে প্রতিভূতি (জামানত) দিতে বা নতুন প্রতিভূতি দিতে ব্যর্থ হয় সেখানে প্রক্রিয়া [Procedure where defendant fails to furnish security or find fresh security]—যেখানে প্রতিবাদী বিধি-২ বা বিধি-৩-এর অধীন কোনো আদেশ পালন করতে ব্যর্থ হয় সেখানে আদালত তাকে দেওয়ানী কারাগারে ততক্ষণের জন্য সোপর্দ করতে পারবে যতক্ষণ মকদ্দমার নিষ্পত্তি (বা সিদ্ধান্ত) না হয় অথবা যেখানে প্রতিবাদীর বিরুদ্ধে ডিক্রি প্রদান করা হয়েছে, সেখানে যতক্ষণ ডিক্রি পরিতুষ্ট না করা হচ্ছে ঃ

প্রকাশ থাকে যে, কোনো ব্যক্তি কারাগারে এই বিধির অধীন কোনো অবস্থাতেই ছ'মাসের বেশি মেয়াদের জন্য, আর যদি মকদ্দমার বিষয়-বস্তুর টাকার পরিমাণ বা মূল্য পঞ্চাশ টাকার বেশি না হয় তাহলে ছ' সপ্তাহের বেশি মেয়াদের জন্য আটক রাখা যাবে না ঃ

আরও প্রকাশ থাকে যে, এমন আদেশ তার দ্বারা পালিত হওয়ার পর কোনো ব্যক্তিকে এই বিধির অধীন কারাগারে আটক রাখা যাবে না।

রায়ের আগে ক্রোক
(Attachment before Judgment)

॥ বিধি ঃ ৫ ॥ সম্পত্তি পেশ করার জন্য যখন প্রতিবাদীর কাছে জামানত দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া যাবে [Where defendant may be called upon to furnish security for production of property]—(১) যেখানে মকদ্দমার যে কোনো পর্যায়ে শপথনামা দ্বারা বা অন্য কোনো ভাবে আদালতের মীমাংসা হয়ে যায় যে প্রতিবাদী এমন কোনো ডিক্রির, যা তার বিরুদ্ধে প্রদত্ত হয়, নির্বাহকে বিঘ্নিত বা বিলম্বিত করার অভিপ্রায়ে—

(ক) তার পুরো সম্পত্তি বা তার কোনো অংশ বিলিবন্দেজ করার উপক্রম করেছে; অথবা

(খ) তার পুরো সম্পত্তি বা তার কোনো ভাগ আদালতের অধিক্ষেত্রর স্থানীয় সীমা থেকে সরাবার উপক্রম করেছে ;

সেখানে আদালত, প্রতিবাদীকে নির্দেশ দিতে পারবে যে, ঐ সময়ের মধ্যে যা আদালত দ্বারা স্থির করা হবে, হয় সে উক্ত সম্পত্তিকে বা তার মূল্য অথবা এমন অংশ যা ডিক্রির পরিতুষ্টির জন্য যথেষ্ট হয়, অভিপ্রায় করা সাপেক্ষে পেশ করার জন্য এবং আদালতের ব্যবস্থাধীন রাখার জন্য, এমন অর্থের, যা আদেশে নির্দিষ্ট করা হবে, জামানত দেয় অথবা হাজির হয় এবং তার জামানত দেওয়ার দরকার সেই কেন তার কারণ দর্শায়।

(২) যে সম্পত্তি ক্রোক করার অভিপ্রায় করা হয়েছে, তা এবং তার আনুমানিক মূল্য, যতক্ষণ আদালত ভিন্নরূপ নির্দেশ না দিচ্ছে, বাদীকে তা নির্দিষ্ট করে দিতে হবে।

(৩) আদালত আদেশে এই মর্মেও নির্দেশ দিতে পারবে যে, এই ভাবে নির্দিষ্ট করা পুরো সম্পত্তি বা তার কোনো অংশ শর্ত সাপেক্ষে ক্রোক করা হোক।

(৪) যদি এই বিধির উপবিধি (১)-এর বিধানসমূহ পালন না করে ক্রোকের আদেশ দেওয়া হয় তাহলে সেই ক্রোক বাতিলযোগ্য হবে (বা বাতিল বলে গণ্য করা হবে না)।

॥ বিধি ঃ ৬ ॥ যেক্ষেত্রে কারণ দর্শানো যায় নি বা জামানত দেওয়া হয় নি, সেক্ষেত্রে ক্রোক [Attachment where cause not shown or security not furnished]—(১) যেখানে প্রতিবাদী আদালত কর্তৃক স্থিরীকৃত সময়ের মধ্যে সে কেন জামানত দেবে না তার কারণ দর্শাতে ব্যর্থ হয় অথবা প্রয়োজনীয় জামানত দিতে ব্যর্থ হয় সেখানে আদালত নির্দিষ্ট সম্পত্তি বা কোনো এমন ডিক্রির যা মকদ্দমায় প্রদত্ত হয়, পরিতুষ্টির জন্য যথেষ্ট বলে প্রতীয়মান হয়, এমন অংশ ক্রোক করার জন্য আদেশ দিতে পারবে।

(২) যেখানে প্রতিবাদী এমন হেতু দর্শায় বা প্রয়োজনীয় জামানত জমা দেয় এবং নির্দিষ্ট সম্পত্তি বা তার কোনো অংশ ক্রোক করে নেওয়া হয়েছে, সেখানে আদালত ক্রোক প্রত্যাহার করে নেওয়ার জন্য আদেশ দেবে বা যেমন সঙ্গত মনে করবে তেমন আদেশ দেবে।

॥ বিধি ঃ ৭ ॥ ক্রোক করার পদ্ধতি বা রীতি [Mode of making attachment]—ব্যক্ত ভাবে যা বিধান দেওয়া হয়েছে তা ব্যতীত, ডিক্রির নির্বাহে সম্পত্তির ক্রোকের জন্য যেমন বিধান দেওয়া আছে তেমন পদ্ধতিতে ক্রোক করা যাবে।

॥ বিধি ঃ ৮ ॥ রায়ের আগে ক্রোককৃত সম্পত্তি দাবির বিচার [Adjudication of claim to property attached before judgment]—যেখানে রায়ের আগে ক্রোককৃত সম্পত্তির জন্য দাবি করা হয় সেখানে এমন দাবির ন্যায়সম্মত বিচার এমন পদ্ধতিতে করা যাবে যা, টাকা পরিশোধের জন্য ডিক্রির নির্বাহে ক্রোককৃত সম্পত্তির দাবির আইনসম্মত বিচারের জন্য এতে এর আগে বিধৃত হয়েছে।

॥ বিধি ঃ ৯ ॥ জামানত দেওয়ার পর বা মামলা খারিজ করে দেওয়ার পর ক্রোক অপসারণ করা [Removal of attachment when security furnished or suit dismissed]—যেখানে রায়ের আগে ক্রোক করার জন্য আদেশ দেওয়া হয় সেখানে

যখন প্রতিবাদী প্রয়োজনীয় জামানত, ক্রোকের খরচের জামানতসহ দিয়ে দেয় অথবা যখন মকদ্দমা খারিজ করে দেওয়া হয়, তখন আদালত ক্রোক প্রত্যাহারের জন্য আদেশ দেবে।

॥ বিধি ঃ ১০ ॥ রায়ের আগে কৃত ক্রোকে আগন্তুকের অধিকারও প্রভাবিত হবে না এবং বিক্রয়ের জন্য আবেদন করলে ডিক্রিধারীও বাধিত হবে না [Attachment before judgment not to affect rights of strangers, not bar decree holder from applying for sale]—রায়ের আগে কৃত ক্রোকে যে ব্যক্তিরা মকদ্দমার পক্ষ নয় সেই ব্যক্তিদের ক্রোকের আগে বিদ্যমান ছিল এমন অধিকারের ওপর প্রভাব ফেলবে না আর প্রতিবাদীর বিরুদ্ধে ডিক্রিধারক কোনো কোনো ব্যক্তি এমন ডিক্রির অধীন সম্পত্তির বিক্রয় এমন ডিক্রির নির্বাহে করার আবেদন করতেও বাধা প্রদান করবে না।

॥ বিধি ঃ ১১ ॥ রায়ের আগে ক্রোককৃত সম্পত্তি ডিক্রির নির্বাহে পুনরায় ক্রোক করা যাবে না [Property attached before judgment not to be re-attached in execution of decree]—যেখানে সম্পত্তি এই আদেশে দেওয়া বিধানসমূহের ভিত্তিতে করা ক্রোকের অধীনে আছে এবং বাদীর তরফে তারপরে ডিক্রি প্রদান করে দেওয়া হয় সেখানে এমন ডিক্রির নির্বাহের জন্য করা আবেদনে ঐ সম্পত্তি পুনরায় ক্রোক করার জন্য আবেদন করার প্রয়োজন হবে না।

॥ বিধি ঃ ১১-ক ॥ ক্রোকের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হয় এমন বিধান [Provisions applicable to attachment]—এই সংহিতার এমন বিধান বা ডিক্রির নির্বাহে কৃত ক্রোকের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হয়, রায়ের পূর্বে কৃত এমন ক্রোকের ক্ষেত্রে যতটা সম্ভব প্রযোজ্য হবে, আর তা রায় ঘোষণার পর বিধি-১১-র বিধানসমূহের শর্ত অনুযায়ী অব্যাহত থাকে।

(২) কোনো এমন মকদ্দমায় যা ব্যত্যয়ের কারণে খারিজ করে দেওয়া হয়, রায়ের আগে কৃত ক্রোক শুধু এজন্য পুনঃপ্রবর্তিত হবে না যে, ব্যত্যয়ের কারণে মকদ্দমা খারিজ করার আদেশ বাতিল করে দেওয়া হয়েছে এবং মকদ্দমা পুনর্বহাল করে দেওয়া হয়েছে।

॥ বিধি ঃ ১২ ॥ রায়ের আগে কৃষিজাত পণ্য ক্রোক করা যাবে না [Agricultural produce not attachable before judgment]—এই আদেশের কোনো কিছু কোনো কৃষকের দখলে থাকা কোনো কৃষিজাত পণ্যের ক্রোকের জন্য আবেদন করতে বাদীকে প্রাধিকৃত করতে পারে এমন মনে করা হবে না অথবা এমন পণ্য ক্রোক করার বা দাখিল করার আদেশ দেওয়ার জন্য আদালতকে সক্ষম করে এমন মনে করা হবে না (অর্থাৎ প্রাধিকার প্রদানকারী বা আদালতকে ক্ষমতা প্রদানকারী মনে করা হবে না)।

॥ বিধি ঃ ১৩ ॥ লঘুবাদ ন্যায়ালয় স্থাবর সম্পত্তি ক্রোক করবেন না [Small cause Court not to attach immovable property]—এই [illegible] কোনো মতেই কোনো কিছু লঘুবাদ আদালতকে স্থাবর সম্পত্তি ক্রোকের আদেশ দানের কোনো ক্ষমতা প্রদান করে বলে ধরা যাবে না।

আদেশ—৩৯
[ORDER : 39]
অস্থায়ী আসেধাজ্ঞা এবং অন্তর্বর্তী আদেশ
(Temporary Injunctions and Interlocutory Orders)
(বিধি ১ থেকে বিধি ১০)
অস্থায়ী আসেধাজ্ঞা
(Temporary Injuctions)

॥ বিধি ঃ ১ ॥ যে অবস্থায় অস্থায়ী আসেধাজ্ঞা দেওয়া যাবে [Cases in which temporary injunction may be granted]—যেখানে কোনো মকদ্দমায় শপথনামা দ্বারা বা অন্য কোনো ভাবে প্রমাণিত করে দেওয়া যায় যে—

(ক) মকদ্দমায় বিবাদগ্রস্ত কোনো সম্পত্তির ব্যাপারে শঙ্কা আছে যে, মকদ্দমার কোনো পক্ষ তার ধ্বংসসাধন করবে, ক্ষতিগ্রস্ত করবে বা অন্য রূপ হস্তান্তর করবে অথবা ডিক্রির নির্বাহে তার ত্রুটিপূর্ণ (সদোষ) বিক্রয় করা হবে; অথবা

(খ) প্রতিবাদী তাঁর পাওনাদারকে কপটভাবে প্রতারিত করার উদ্দেশ্যে তার সম্পত্তি অপসারণ করার বা বিলিবন্দেজ করার হুমকি দেয় (অর্থাৎ ভীতি প্রদর্শন করে) অথবা তেমন অভিপ্রায় করে ;

(গ) প্রতিবাদী বাদীকে মকদ্দমায় বিবাদগ্রস্ত কোনো সম্পত্তি থেকে বেদখল করার বা বাদীকে ঐ সম্পত্তির ব্যাপারে অন্যভাবে কোনো ক্ষতি করার হুমকি দেয় (অর্থাৎ ভীতি প্রদর্শন করে);

সেখানে আদালত এমন কাজ রোধ করার জন্য আদেশ দ্বারা অস্থায়ী আসেধাজ্ঞা দিতে পারবে অথবা সম্পত্তিকে ধ্বংস করা, ক্ষতিসাধন করা, অন্য হস্তান্তর করা, বিক্রয় করা, অপসারণ করা, বিলিবন্দেজ করা থেকে অথবা বাদীকে মকদ্দমায় বিবাদগ্রস্ত সম্পত্তি থেকে বেদখল করা বা বাদীকে ঐ সম্পত্তির সম্পর্কে অন্যভাবে ক্ষতিসাধন করা থেকে বাধা দেবার এবং নিবারিত করার প্রয়োজনে এমন অন্য আদেশ যা আদালত সঙ্গত মনে করবে, ততক্ষণের জন্য দিতে পারবে যতক্ষণ ঐ মকদ্দমার নিষ্পত্তি না হয় অথবা যতক্ষণ আদালত অতিরিক্ত (বা পরবর্তী) কোনো আদেশ না দেয়।

॥ বিধি ঃ ২ ॥ লঙ্ঘনের পুনরাবৃত্তি বা ধারাবাহিকতা রোধ করার জন্য অস্থায়ী আসেধাজ্ঞা [Injunction to restrain repetition or continuance of breach]—(১) চুক্তিভঙ্গ করা থেকে বা কোনো রকম অন্য ক্ষতি করা থেকে প্রতিবাদীকে রোধ করার যে কোনো মকদ্দমায়—সেই মকদ্দমায় ক্ষতিপূরণের দাবি করা হোক বা না হোক, বাদী প্রতিবাদীকে অভিযুক্ত চুক্তিভঙ্গ বা ক্ষতি করা থেকে অথবা কোনো চুক্তিভঙ্গ করা থেকে বা সেই রকম ক্ষতি করা থেকে যা একই চুক্তি থেকে উদ্ভূত হয়, অথবা সেই একই সম্পত্তি বা অধিকারের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত হয়, রোধ করার অস্থায়ী আসেধাজ্ঞার জন্য আদালতের কাছে আবেদন, মকদ্দমা শুরু হওয়ার পর যে কোনো সময় এবং রায় ঘোষণার আগে বা পরে, করতে পারবে।

(২) আদালত এমন আসেধাজ্ঞা, এমন আসেধাজ্ঞার সময়সীমার সম্পর্কে, হিসেব রাখার ব্যাপারে প্রতিভূতি (জামানত) দেওয়ার ব্যাপারে, আদালত সঙ্গত মনে করে এমন শর্তসাপেক্ষে আদেশ দ্বারা দিতে পারবে।

॥ বিধি ঃ ২-ক ॥ অস্থায়ী আসেধাজ্ঞা অবজ্ঞা বা লঙ্ঘন করার পরিণাম [Consequence of disobedience or breach of injunction]—(১) বিধি-১ বা বিধি-২-এর অধীন প্রদত্ত কোনো আসেধাজ্ঞা বা প্রদত্ত অন্য আদেশ অবজ্ঞার ক্ষেত্রে অথবা যে শর্তসাপেক্ষে আসেধাজ্ঞা বা প্রদত্ত অন্য আদেশ অবজ্ঞার ক্ষেত্রে অথবা যে শর্তসাপেক্ষে আসেধাজ্ঞা দেওয়া হয়েছিল বা আদেশ দেওয়া হয়েছিল তার কোনো শর্ত লঙ্ঘন বা ভঙ্গ করার ক্ষেত্রে আসেধাজ্ঞা প্রদানকারী বা আদেশ প্রদানকারী আদালত বা এমন কোনো আদালত, যে আদালতকে কার্যবাহ হস্তান্তরিত করা হয়েছে, আদেশ দিতে পারবে যে, এমন অবজ্ঞা বা লঙ্ঘনকারী দোষী ব্যক্তির সম্পত্তি ক্রোক করা হোক, এবং এমন আদেশও দিতে পারবে যে, ঐ ব্যক্তিকে তিন মাসের অনধিক মেয়াদের জন্য দেওয়ানী কারাগারে ততক্ষণ আটক রাখা হোক, যতক্ষণ এই সময়কালের মধ্যে আদালত তার মুক্তির (বা রেহাইয়ের) জন্য নির্দেশ না দেবে।

(২) এই অধিনিয়মের অধীনে করা কোনো ক্রোক এক বছরের বেশি সময়ের জন্য বলবৎ হবে না, মেয়াদ শেষে যদি অবজ্ঞা বা লঙ্ঘন চলতে থাকে তাহলে ক্রোক করা সম্পত্তি বিক্রি করা যাবে এবং আদালত বিক্রয়লব্ধ টাকা থেকে এমন ক্ষতিপূরণ, যা আদালত সঙ্গত মনে করবে, যে পক্ষের ক্ষতি হয়েছে সেই পক্ষকে দিতে পারবে এবং যদি কিছু অবশিষ্ট থাকে, তাহলে যে পক্ষ তা পাওয়ার অধিকারী তাকে দেবে।

॥ বিধি ঃ ৩ ॥ অস্থায়ী আসেধাজ্ঞা দেওয়ার আগে বিরোধী পক্ষকে আদালত বিজ্ঞপ্তি দেওয়ার নির্দেশ দেবে [Before granting injunction, Court to direct notice to opposite party]—যে ক্ষেত্রে এমন প্রতীয়মান হয় যে, আসেধাজ্ঞা দেওয়ার উদ্দেশ্য বিলম্বের জন্য নিষ্ফল (বা ব্যর্থ) হয়ে যাবে, সেইক্ষেত্র ব্যতিরেকে, আদালত সমস্ত মামলায় আসেধাজ্ঞা দেওয়ার আগে নির্দেশ দেবে যে, আসেধাজ্ঞার আবেদনের বিজ্ঞপ্তি বিরোধীপক্ষকে দেওয়া হোক ঃ

প্রকাশ থাকে যে, যেখানে এমন প্রস্তাব করা হয় যে, বিরোধীপক্ষকে আবেদনের বিজ্ঞপ্তি না দিয়ে আসেধাজ্ঞা দিয়ে দেওয়া হোক, সেখানে আদালত তার এমন অভিমতের জন্য যে, বিলম্বের জন্য আসেধাজ্ঞা দেওয়ার উদ্দেশ্য নিষ্ফল (বা ব্যর্থ) হয়ে যাবে, কারণ নথিতে লিপিবদ্ধ করবে এবং আবেদনকারীর কাছে অভিপ্রায় করতে পারবে যে সে—

(ক) আসেধাজ্ঞা প্রদানকারী আদেশ দেওয়ার অব্যবহিত পরে আসেধাজ্ঞার জন্য আবেদনের প্রতিলিপি নিম্নলিখিতগুলি সহ—

(১) আবেদনের সমর্থনে দাখিল করা শপথনামার প্রতিলিপি;

(২) আর্জির প্রতিলিপি; এবং

(৩) যে দস্তাবেজগুলোর ওপর আবেদনকারী নির্ভর করে সেই দস্তাবেজগুলোর প্রতিলিপি বিরোধীপক্ষকে দিক অথবা তা রেজিস্ট্রি ডাক দ্বারা পাঠাক ; এবং

(খ) যে তারিখে এমন আসেধাজ্ঞা দেওয়া হয়েছিল সেই তারিখে অথবা সেই দিনের ঠিক পরের দিন, এমন বিবৃতকারী শপথনামা দাখিল করে যে পূর্বোক্ত প্রতিলিপি ঐভাবে দেওয়া হয়েছে বা পাঠানো হয়েছে।

॥ বিধি ঃ ৩-ক ॥ ত্রিশ দিনের মধ্যে আদালত আসেধাজ্ঞার জন্য দরখাস্ত বিলিবন্দেজ করবে [Court to dispose of application for injunction within thirty days]—যেখানে কোনো আসেধাজ্ঞা বিরোধীপক্ষকে বিজ্ঞপ্তি না দিয়ে প্রদান করা হয়েছে সেখানে আদালত আবেদন যে তারিখে আসেধাজ্ঞা দেওয়া হয়েছিল সেই তারিখ থেকে ত্রিশ দিনের মধ্যে নিষ্পত্তি করার চেষ্টা করবে এবং যেখানে এমন করাতে আদালত অসমর্থ হবে সেক্ষেত্রে এমন অসমর্থতার জন্য কারণ লিপিবদ্ধ করবে।

॥ বিধি ঃ ৪ ॥ আসেধাজ্ঞার আদেশ মুক্ত, (তাতে) রদবদল অথবা তা বাতিল করা যাবে [Order for injunction may be discharged, varied or set aside]—আসেধাজ্ঞার যে কোনো আদেশ, সেই আদেশ দ্বারা অসন্তুষ্ট কোনো পক্ষ দ্বারা আদালতের কাছে করা আবেদনক্রমে ঐ আদালত দ্বারা মুক্ত বা তাতে রদবদল বা তা বাতিল করা যাবে ঃ

প্রকাশ থাকে যে, যদি অস্থায়ী আসেধাজ্ঞার জন্য কোনো আবেদনে বা এমন আবেদনকে সমর্থনকারী কোনো শপথনামায় কোনো পক্ষ কোনো গুরুত্বপূর্ণ উল্লেখ সম্পর্কে জ্ঞাত হয়ে মিথ্যা বা ভ্রমাত্মক বিবৃতি দিয়েছে এবং বিরোধীপক্ষকে বিজ্ঞপ্তি না দিয়ে আসেধাজ্ঞা প্রদত্ত হয়েছে তাহলে যেক্ষেত্রে এমন লিপিবদ্ধ করা কারণে মনে করে যে, ন্যায়পরায়ণতার স্বার্থে এমনটা করা প্রয়োজনীয় নয়, সেক্ষেত্রে আদালত আসেধাজ্ঞা বাতিল করতে পারবে ঃ

আরও প্রকাশ থাকে যে, যেখানে পক্ষকে শুনানির সুযোগ দেওয়ার পর আসেধাজ্ঞার জন্য আদেশ প্রদান করা হয়েছে, সেখানে এমন আদেশ, সেই পক্ষর আবেদনক্রমে যতক্ষণ পরিস্থিতির পরিবর্তনের কারণে এমন মুক্ত, রদবদল বা বাতিল করা প্রয়োজনীয় না হয় অথবা যতক্ষণ আদালতের মীমাংসা না হয় যে, আদেশের কারণে ঐ পক্ষর অযথা কষ্ট হয়েছে ততক্ষণ মুক্ত, রদবদল বা বাতিল করা যাবে না।

॥ বিধি ঃ ৫ ॥ নিগমকে আসেধাজ্ঞা দেওয়া হলে তার আধিকারিকরা তাতে বাধ্য হবেন [Injunction to corporation binding on its officers]—কোনো নিগমে নির্দিষ্ট আসেধাজ্ঞা শুধু ঐ নিগমের ওপরই বাধ্যকর হবে না, সেইসঙ্গে নিগমের এমন সমস্ত সদস্য এবং আধিকারিকদের ওপরও বাধ্যকর হবে যাঁদের ব্যক্তিগত কার্যকে বাধ্য করার জন্য তা অভিপ্রায় করা হয়েছে।

অন্তর্বর্তী আদেশ
(Interlocutory Orders)

॥ বিধি ঃ ৬ ॥ মধ্যবর্তী বিক্রয়াদেশ দেওয়ার ক্ষমতা [Power to order interim sale]—আদালত মকদ্দমার যে কোনো পক্ষর আবেদনক্রমে এমন আদেশে নামোল্লিখিত যে কোনো ব্যক্তি দ্বারা এবং এমন পদ্ধতিতে এবং এমন শর্তসাপেক্ষে,

যা আদালত উচিত মনে করে, এমন যে কোনো অস্থাবর সম্পত্তির বিক্রয়ের আদেশ দিতে পারবে, যা ঐ মকদ্দমার বিষয়-বস্তু অথবা এমন ম দ্দমায় রায়ের আগে ক্রোক করা হয়েছে এবং যা দ্রুত ও স্বাভাবিক ক্ষয়িষ্ণু ৎ, যার সম্পর্কে অন্য কোনো ন্যায়সঙ্গত ও যথেষ্ট কারণ সাপেক্ষে এমন বাঞ্ছনীয় হয় যে, তা অবিলম্বে বিক্রয় করে দেওয়া হোক।

॥ বিধি ঃ ৭ ॥ মামলার বিষয়-বস্তুর অধিক সংরক্ষণ, নিরীক্ষণ, ইত্যাদি [Detention, preservation, inspection, etc of subject matter of suit]—(১) আদালত মকদ্দমার যে কোনো পক্ষর আবেদনক্রমে এবং সঙ্গত মনে করে এমন শর্তসাপেক্ষে—

(ক) ঐ মকদ্দমার বিষয়-বস্তু এমন যে কোনো সম্পত্তির বা যার সম্পর্কে ঐ মকদ্দমায় কোনো প্রশ্ন উদ্ভূত হয়, আটক সংরক্ষণ বা নিরীক্ষণের জন্য আদেশ করতে পারবে; অথবা

(খ) এমন মকদ্দমার যে কোনো অন্য পক্ষর দখলভুক্ত যে কোনো জমি, বা দালানে পূর্বোক্ত সমস্ত বা কোনো প্রয়োজন নিমিত্ত প্রবেশ করার জন্য যে কোনো ব্যক্তিকে প্রাধিকৃত করতে পারবে ; এবং

(গ) পূর্বোক্ত সমস্ত বা যে কোনো প্রয়োজন হেতু যে কোনো এমন নমুনা সংগ্রহ করা বা কোনো এমন পর্যবেক্ষণ বা পরীক্ষা করা, যা পুরো তথ্যাদি বা সাক্ষ্য প্রাপ্ত করার প্রয়োজনহেতু আবশ্যক বা সমীচীন বলে প্রতীয়মান হয়, প্রাধিকৃত করতে পারবে।

(২) পরওয়ানার নির্বাহ-সম্পর্কিত বিধানসমূহ প্রবেশ করার জন্য এই বিধির অধীন প্রাধিকৃত (অর্থাৎ প্রাধিকার-প্রাপ্ত) ব্যক্তিকে বয়সানুপাতে পরিবর্তনসহ প্রযোজ্য হবে।

॥ বিধি ঃ ৮ ॥ এমন আদেশের জন্য দরখাস্ত বিজ্ঞপ্তির পর করা যাবে [Application for such orders to be after notice]—বাদী দ্বারা বিধি-৬ ও বিধি-৭-এর অধীন আদেশের জন্য আবেদন মকদ্দমা দায়ের করার পর যে কোনো সময় করা যাবে।

(২) প্রতিবাদী দ্বারা এমনই আদেশের জন্য আবেদন হাজিরার পর যে কোনো সময় করা যাবে।

(৩) এই প্রয়োজন হেতু করা আবেদনক্রমে বিধি-৬ বা বিধি-৭-এর অধীন আদেশ দেওয়ার আগে আদালত তার বিজ্ঞপ্তি বিরোধীপক্ষকে যেক্ষেত্রে এমন প্রতীয়মান হয় যে এমন আদেশ করার উদ্দেশ্য বিলম্বের জন্য নিষ্ফল হয়ে যাবে সেইক্ষেত্র ব্যতিরেকে, দেওয়ার নির্দেশ দেবে।

॥ বিধি ঃ ৯ ॥ যে জমি মামলার বিষয়-বস্তু পক্ষকে অবিলম্বে তার ওপর কখন দখল দেওয়া যায় [When party may be put in immediate possession of land the subject matter of suit]—যেখানে সরকার রাজস্ব প্রদানকারী কোনো জমি বা বিক্রয়ের দায়িত্বের অধীন রায়তীস্বত্ব মকদ্দমার বিষয়-বস্তু হয় সেখানে, যদি এক পক্ষ, যার এমন জমি বা রায়তীস্বত্বের ওপর দখল আছে, যেখানে যেমন,

সরকারি রাজস্ব বা রায়তীস্বত্বের স্বত্বাধিকারীকে পাওনা খাজনা দিতে অবজ্ঞা করে এবং পরিণামস্বরূপ এমন জমি ও রায়তীস্বত্বের বিক্রয়ের জন্য আদেশ দেওয়া হয়, তাহলে ঐ মকদ্দমার যে কোনো অন্যপক্ষর—যে পক্ষ এমন জমি বা রায়তীস্বত্বতে স্বার্থ সংশ্লিষ্ট থাকার দাবি করে—ঐ জমি বা রায়তীস্বত্বের ওপর অবিলম্বে দখল, বিক্রয়ের পূর্ববর্তী প্রদেয় রাজস্ব বা খাজনা পরিশোধ করে দেওয়ার পর [এবং আদালতের বিবেচনানুসারে প্রতিভূতি সহ বা ছাড়া] দিতে পারবে;

এবং এমনভাবে প্রদত্ত টাকা তার ওপর আদালত যেমন সঙ্গত মনে করে তেমন সুদ সহ, আদালত তার ডিক্রিতে ব্যত্যয়ের বিরুদ্ধে বিনির্ণীত করতে পারবে অথবা এমন ভাবে শোধ করা টাকা (অর্থাৎ প্রদত্ত টাকা বা পরিশোধিত টাকা) তার ওপর আদালত যেমন সঙ্গত মনে করে তেমন সুদ সহ, হিসেবের এমন সমন্বয়সাধনক্রমে, যা মকদ্দমায় প্রদত্ত ডিক্রি দ্বারা নির্দিষ্ট করা হয়েছে, প্রদানের নির্দেশ দিতে পারবে।

॥ **বিধি ঃ ১০ ॥ আদালতে টাকা ইত্যাদি জমা করা** [Deposit of money, etc. in Court]—যেখানে মকদ্দমার বিষয়-বস্তু অর্থ বা এমন কোনো বস্তু, যা অর্পণ করা যায় এবং তা যে কোনো পক্ষ স্বীকার করে নেয় যে, তা এমন অর্থ বা এমন অন্য বস্তু অন্য কোনো পক্ষের ন্যাসী হিসেবে ধারণ করে আছে অথবা তা অন্য পক্ষর বা অন্য পক্ষর প্রদেয়, সেখানে আদালত তার অতিরিক্ত (বা পরবর্তী) নির্দেশ সাপেক্ষে আদেশ দিতে পারবে যে, তা আদালতে জমা দেওয়া হোক বা প্রতিভূতি (জামানত) সহ বা ছাড়া, এমন শেষোক্ত পক্ষকে অর্পণ করা হোক।

আদেশ—৪০
[ORDER : 40]
রিসিভার নিয়োগ
(Appointment of Receivers)
(বিধি ১ থেকে বিধি ৫)

॥ বিধি ঃ ১ ॥ রিসিভার নিয়োগ [Appointment of receivers]—(১) যেখানে আদালতের ন্যায়সঙ্গত বা সুবিধাজনক বলে প্রতীয়মান হয় সেখানে আদালত আদেশ দ্বারা—

(ক) ডিক্রির আগে হোক বা পরে হোক, কোনো সম্পত্তির রিসিভার নিয়োগ করতে পারবে;

(খ) কোনো সম্পত্তির ওপর থেকে কোনো ব্যক্তির দখলদারি বা জিম্মাদারি অপসারিত করতে পারবে;

(গ) তা রিসিভারের দখলে, জিম্মায় বা ব্যবস্থাপনায় সোপর্দ করতে পারবে; এবং

(ঘ) মামলা করতে এবং মামলাতে প্রতিরক্ষণ (আত্মপক্ষ সমর্থন) করার ব্যাপারে এবং সম্পত্তি আদায়, ব্যবস্থা, সংরক্ষণ, রক্ষণাবেক্ষণ এবং উন্নয়ন তার খাজনা ও মুনাফা সংগ্রহ, এবং এমন খাজনা ও মুনাফার প্রয়োগ ও বিলিবন্দেজ তথা দস্তাবেজসমূহ নির্বাহ করার জন্য এমন সব ক্ষমতা, যা মালিকের নিজস্ব অথবা সেই ক্ষমতাগুলোর মধ্যে কোনো এমন ক্ষমতা যা আদালত সঙ্গত মনে করে, রিসিভারকে ন্যস্ত করতে পারবে।

(২) এই নিয়মের কোনো কিছু থেকে আদালতের এমন প্রাধিকার থাকবে না, যে আদালত কোনো এমন ব্যক্তির সম্পত্তির ওপর থেকে দখল বা জিম্মাদারি অপসারিত করে, যা অপসারণ করার বর্তমান অধিকার মকদ্দমার কোনো পক্ষরই নাই।

॥ বিধি ঃ ২ ॥ পারিশ্রমিক [Remuneration]—আদালত রিসিভারের কাজের (অর্থাৎ সেবার) জন্য পারিশ্রমিক হিসেবে প্রদেয় টাকা সাধারণ বা বিশেষ আদেশ দ্বারা নির্ধারিত করতে পারবে (অর্থাৎ রিসিভার যে কাজ করবেন তাঁর সেই কাজের জন্য তাঁকে কত পারিশ্রমিক দিতে হবে তা আদালত কোনো সাধারণ আদেশ দিয়ে বা কোনো বিশেষ আদেশ দিয়ে স্থির করতে পারবে)।

॥ বিধি ঃ ৩ ॥ কর্তব্য [Duties]—এভাবে নিয়োগ করা প্রত্যেক রিসিভার—

(ক) সম্পত্তি বাবদ তিনি যা পাবেন তার যথাযথ হিসেব দেওয়ার জন্য এমন প্রতিভূতি (জামানত) [যদি থাকে] দেবেন, যা আদালত সঙ্গত মনে করবে;

(খ) আদালত যেমন নির্দিষ্ট করে দেবেন তেমন সময়ের মধ্যে এবং তেমন নির্দেশে তার হিসেব দেবেন;

(গ) তাঁর দ্বারা প্রদেয় টাকা এমন ভাবে পরিশোধ করবেন যেমন করে আদালত নির্দিষ্ট করে দেবে; এবং

(ঘ) নিজের জ্ঞাতসারে করা কোনো ত্রুটির ফলে বা নিজের ঘোরতর অবজ্ঞার ফলে সম্পত্তির কোনো ক্ষতি হলে তার জন্য দায়ী থাকবেন।

॥ **বিধি ঃ ৪** ॥ **রিসিভারের কর্তব্য বলবৎ করা** [Enforcement of receivers duties]—যেখানে রিসিভার—

(ক) তাঁর হিসেব এমন সময়ের মধ্যে এবং এমন নিদর্শে, যেমন আদালত নির্দিষ্ট করে, দিতে ব্যর্থ (বা অসফল) হয়;

(খ) আদালত যেমন নির্দিষ্ট করে, তার দ্বাবা প্রদেয় টাকা তেমন দিতে ব্যর্থ হয় (অর্থাৎ আদালতের নির্দেশ মতো তাঁর কাছে যে টাকা পাওনা হয়, সেই টাকা দিতে তিনি ব্যর্থ হন);

(গ) নিজের জ্ঞাতসারে করা কোনো ত্রুটির ফলে বা নিজের ঘোরতর অবজ্ঞার দ্বারা সম্পত্তির ক্ষতিসাধন করে—

সেখানে আদালত তার সম্পত্তি ক্রোক করার জন্য নির্দেশ দিতে পারবে এবং এমন সম্পত্তি বিক্রয় করতে পারবে এবং বিক্রয়লব্ধ টাকার সমন্বয় সাধন তাঁর কাছে পাওনা দৃষ্ট হয় এমন যে কোনো টাকার বা তাঁর দ্বারা কৃত যে কোনো ক্ষতির পূরণার্থে করতে পারবে এবং যদি কিছু অবশিষ্ট থাকে তাহলে তা রিসিভারকে দেবে।

॥ **বিধি ঃ ৫** ॥ **কালেক্টর (সমাহর্তা) কখন রিসিভার নিযুক্ত হবেন** [When Collector may be appointed receiver]—সম্পত্তি যেখানে হয় সরকারকে রাজস্ব প্রদানকারী জমি বা এমন জমি যার রাজস্ব স্বত্বার্পণ বা মুক্ত করে দেওয়া হয়েছে এবং আদালতের মনে হয় যে, সংশ্লিষ্ট (সম্বন্ধিত) ব্যক্তিদের স্বার্থের উন্নতিসাধন (বা বৃদ্ধি) হবে কালেক্টরের ব্যবস্থাপনা দ্বারা, সেখানে একই আদালত কালেক্টরের সম্মতিতে তাঁকে এমন সম্পত্তির রিসিভার নিযুক্ত করতে পারবে।

আদেশ—৪১
[ORDER : 41]
মূল ডিক্রি থেকে আপিল
(Appeals from Original Decrees)
(বিধি ১ থেকে বিধি ৩৭)

॥ বিধি ঃ ১ ॥ আপিলের নির্দশ ঃ স্মারকলিপির সঙ্গে কি কি দিতে হবে [Form of appeal : What to accompany memorandum]—(১) প্রত্যেক আপিল, আপিলকারী বা তার প্লিডার দ্বারা স্বাক্ষরিত স্মারকলিপি আকারে পেশ করা যাবে, এবং আদালতে বা অধিকারীদের সামনে যাকে আদালত এই হেতু নিযুক্ত করে, উপস্থাপিত (বা দাখিল) করতে হবে। স্মারকলিপির সঙ্গে সেই ডিক্রির প্রতিলিপি থাকবে, যার আপিল করা হয়েছে এবং [যতক্ষণ আপিল আদালত এমন করা থেকে মুক্ত না করছে] ঐ রায়ের প্রতিলিপি দিতে হবে যার ওপর ঐ ডিক্রি প্রতিষ্ঠিত ঃ

প্রকাশ থাকে যে, যেখানে দুই বা তার অধিক মকদ্দমা একসঙ্গে করা হয়েছে, এবং তার জন্য একই রকম রায় ঘোষণা করা হয়েছে এবং ঐ রায়ের অন্তর্গত কোনো ডিক্রির বিরুদ্ধে, ঐ আপিলকারীর দ্বারা হোক বা অন্য আপিলকারীর দ্বারা, দুই বা তার বেশি আপিল দাখিল করা হয়েছে, সেখানে আপিল আদালতে একাধিক প্রতিলিপি দাখিল করা থেকে অব্যাহতি পাবে।

(২) **স্মারকলিপির অন্তর্ভুক্ত বিষয়** [Contents of memorandum]—যে ডিক্রির জন্য আপিল করা হয় সেই ডিক্রির ওপর আপত্তির কারণ (ভিত্তি)গুলো স্মারকলিপির কোনো যুক্তি বা বিবরণ ব্যতিরেকে সংক্ষিপ্ত আকারে এবং সুস্পষ্ট শিরোনামে উল্লেখ করতে হবে,এবং ঐ কারণ (বা ভিত্তি)গুলো সংখ্যামুক্ত হবে।

(৩) যেখানে আপিল, টাকা আদায়ের জন্য কোনো ডিক্রির নির্বাহে কৃত কোনো আদেশের পরিপন্থী হয়, সেখানে আপিলকারী আপিল আদালত যেমন সময় মঞ্জুর করে তেমন সময়ের মধ্যে আপিলে বিবাদগ্রস্ত টাকা (অর্থাৎ যে টাকা নিয়ে বিবাদ) জমা করবে এবং তার সম্পর্কে আদালত যেমন সঙ্গত মনে করে তেমন প্রতিভূতি (জামানত) দেবে।

॥ বিধি ঃ ২ ॥ আপিলে যে কারণগুলো গ্রহণ করা যেতে পারে [Grounds which may be taken in appeal]—আপিলকারী, আদালতের অনুমতি ব্যতিরেকে, আপত্তির এমন কোনো কারণ, যা আপিলের স্মারকলিপিতে উল্লিখিত নাই, তা দাখিলও করবে না বা তার সমর্থনে শোনাও যাবে না, কিন্তু আপিল আদালত আপিলের মীমাংসা করাতে আপত্তির সেই কারণগুলো পর্যন্তই সীমিত থাকবে না যা, আপিলের স্মারকলিপিতে উল্লিখিত আছে অথবা যা আদালতের অনুমতিতে এই বিধির অধীনে করা হয়েছে ঃ

প্রকাশ থাকে যে, আদালত তার সিদ্ধান্ত (বা মীমাংসা) অন্য কোনো কারণের ওপর ততক্ষণ প্রতিষ্ঠিত করবে না যতক্ষণ ঐ পক্ষকে, যে পক্ষর ওপর এর দ্বারা প্রভাব পড়ে, উক্ত কারণে মামলার প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার যথেষ্ট সুযোগ না পায়।

॥ বিধি ঃ ৩ ॥ স্মারকলিপি নামঞ্জুর করা অথবা সংশোধন [Rejection or amendment of memorandum]—(১) যেখানে আপিলের স্মারকলিপি এতে এর আগে বিহিত পদ্ধতিতে লিখিত হয়নি, সেখানে তা নামঞ্জুর করা হবে, অথবা আপিলকারীকে আদালত কর্তৃক স্থিরীকৃত সময়ের মধ্যে সংশোধন করার প্রয়োজন হেতু ফেরত দেওয়া যাবে কিংবা তখনই এবং সেখানেই সংশোধিত করা যাবে।

(২) যেখানে আদালত কোনো স্মারকলিপি নামঞ্জুর করে, সেখানে সেই নামঞ্জুর করার কারণ বা কারণগুলো নথিভুক্ত করবে (বা লিপিবদ্ধ করবে)।

(৩) যেক্ষেত্রে আপিলের স্মারকলিপি সংশোধন করা হয়, সেখানে ন্যায়াধীশ বা এই নিমিত্ত নিযুক্ত কোনো আধিকারিক ঐ সংশোধনে স্বাক্ষর বা আদ্যস্বাক্ষর করবেন।

॥ বিধি ঃ ৩-ক ॥ বিলম্বের জন্য মার্জনা (প্রমার্জনা) চাওয়ার দরখাস্ত [Application for condonation of delay]—(১) যখন কোনো আপিল তার জন্য বিহিত সময়সীমার পর দাখিল করা হয়, তখন তার সঙ্গে এমন শপথনামা দ্বারা সমর্থিত দরখাস্তও থাকবে যাতে উল্লিখিত থাকবে সেই তথ্যগুলো যার ওপর আপিলকারী আদালতের এমন মীমাংসা নির্ভর করে যে, ঐ সময়সীমার মধ্যে আপিল না করার জন্য তার কাছে যথেষ্ট কারণ ছিল।

(২) আদালত যদি মনে করে যে, উত্তরবাদীকে বিজ্ঞপ্তি না দিয়ে আবেদনপত্র নামঞ্জুর করার কোনো কারণ নেই, তাহলে তার বিজ্ঞপ্তি উত্তরবাদীকে জারি করা হবে এবং যেখানে যেমন, বিধি-১১ বা বিধি-১৩-র অধীনে আপিলের বিলিবন্দেজের জন্য অগ্রসর হওয়ার আগে আদালত দ্বারা ঐ মামলার চূড়ান্তভাবে মীমাংসা করা হবে।

(৩) যেখানে উপবিধি (১)-এর অধীন কোনো আবেদন করা হয়েছে, সেখানে আদালত, যে ডিক্রির বিরুদ্ধে আপিল দাখিল করার প্রস্তাব করা হয়েছে, সেই ডিক্রির নির্বাহ রদ করার জন্য আদেশ সেই পর্যন্ত দেবে না যতক্ষণ আদালত বিধি-১১-র অধীন শুনানির পর আপিল শোনার সিদ্ধান্ত না নেবে।

॥ বিধি ঃ ৪ ॥ কয়েকজন বাদী বা প্রতিবাদীর মধ্যে কোনো একজন পুরো ডিক্রির বিপরীত নির্দেশ লাভ করতে পারে যখন সকলের জন্য সাধারণ কোনো কারণের ওপর কার্যবাহ চলবে [One of several plaintiffs or defendants may obtain reversal of whole decree where it proceeds on ground common to all]—যেখানে মকদ্দমার একাধিক বাদী বা প্রতিবাদী থাকে এবং যে ডিক্রির আপিল করা হয়, তা কোনো এমন কারণের ওপর দেওয়া হয়েছে, যা বাদী বা প্রতিবাদীদের জন্য সাধারণ, সেখানে বাদী বা প্রতিবাদীদের মধ্যে কোনো একজন পুরো ডিক্রির জন্য আপিল করতে পারবে এবং আপিল আদালত তখন ঐ ডিক্রিকে, যেখানে যেমন (যথাস্থিতি) বাদী বা প্রতিবাদীদের পক্ষে উল্টে দিতে পারবে অথবা তা রদ-বদল করতে পারবে।

কার্যবাহসমূহ ও জারি স্থগিত রাখা

(Stay of Proceedings and of Execution)

॥ বিধি ঃ ৫ ॥ আদালত কর্তৃক আপিল স্থগিত করা [Stay by appellate Court]—(১) আপিলের প্রভাব, যে ডিক্রি বা আদেশের আপিল করা হয়েছে, তার

অধীনস্থ কার্যবাহসমূহকে স্থগিত করা হবে না, কিন্তু যদি আপিল আদালত আদেশ দেয় তাহলে কার্যবাহ স্থগিত করা যাবে। ডিক্রি থেকে আপিল করা হয়েছে, শুধু এই কারণে ডিক্রির নির্বাহ হবে না, কিন্তু আপিল আদালত এমন ডিক্রির নির্বাহ স্থগিত করার জন্য আদেশ যথেষ্ট কারণ সাপেক্ষে দিতে পারবে।

স্পষ্টীকরণ—ডিক্রির নির্বাহ স্থগিত করার জন্য আপিল আদালতের আদেশ প্রথমবারের আদালতকে এমন আদেশের জ্ঞাত করানোর তারিখ থেকে কার্যকরী হবে, কিন্তু নির্বাহ স্থগিত করার জন্য আদেশ বা তার প্রতিকূল কোনো আদেশ আপিল আদালত থেকে পাওয়া পর্যন্ত প্রথমবারের আদালত আপিলকারীর, তার ব্যক্তিগত অবহিতক্রমে প্রতিষ্ঠিত এমন শপথনামার ওপর কার্যবাহু করবে যাতে বিবৃত থাকবে যে, ডিক্রির নির্বাহকে স্থগিত করার জন্য আপিল আদালত দ্বারা আদেশ দেওয়া হয়েছে।

(২) **ডিক্রি প্রদানকারী আদালত কর্তৃক স্থগিত করা** [Stay by Court which passed the decree]—যেখানে কোনো আপিলযোগ্য ডিক্রির নির্বাহ স্থগিত রাখার জন্য আবেদন, আপিল করার জন্য যে সময়ের অনুমতি দেওয়া হয়েছে সেই সময়ের সমাপ্তির আগে করা হয়, সেখানে ডিক্রি প্রদানকারী আদালত নির্বাহ স্থগিত করার জন্য আদেশ যথেষ্ট কারণ দর্শিয়ে দিতে পারবে।

(৩) নির্বাহ স্থগিত করার জন্য কোনো আদেশই উপবিধি (১) বা উপবিধি (২)-এর অধীনে ততক্ষণ দেওয়া যাবে না, যতক্ষণ ঐ আদেশ প্রদানকারী আদালতের মীমাংসা না হচ্ছে যে,—

(ক) যদি ঐ আদেশ না দেওয়া হয় তাহলে তার পরিণাম এমন হতে পারে যে, নির্বাহ স্থগিত করার আবেদনকারী পক্ষর গুরুতর কোনো ক্ষতি হয় ;

(খ) আবেদন করা হয়েছে অযৌক্তিক বিলম্ব ব্যতিরেকে ; এবং

(গ) আবেদনকারী এমন ডিক্রি বা আদেশ যথাযথ ভাবে পালনের জন্য, যা শেষে তার কাছে বাধ্যতামূলক হবে, জামানত (প্রতিভূতি) দিয়ে দিয়েছে।

(৪) উপবিধি-(৩)-এর বিধানসমূহ সাপেক্ষে আদালত আবেদনপত্রের শুনানি বিচারাধীন (বা ঝুলে) থাকা পর্যন্ত, নির্বাহ স্থগিত করা হেতু একতরফা আদেশ দিতে পারবে।

(৫) পূর্বোক্ত উপবিধিগুলোতে যাই বিধান দেওয়া থাকুক না কেন, সেখানে আপিলকারী বিধি-১-এর উপবিধি (৩)-এ নির্দিষ্ট (বা উল্লিখিত) জমা দেওয়া বা প্রতিভূতি (জামানত) দেওয়া থেকে অসফল হয় (বা ব্যর্থ হয় বা বিরত থাকে), সেখানে আদালত ডিক্রির নির্বাহ স্থগিতকারী আদেশ দেবে না (অর্থাৎ ডিক্রির নির্বাহ স্থগিত করতে পারে এমন আদেশ দেবে না)।

॥ বিধি : ৬ ॥ আপিল করা ডিক্রি জারির আদেশের ক্ষেত্রে প্রতিভূতি (জামানত) [Security in case of order for execution of decree appealed from]—(১) যেখানে এমন ডিক্রির নির্বাহের জন্য আদেশ দেওয়া হয়েছে, যে ডিক্রির আপিল বিচারাধীন আছে, সেখানে ডিক্রি প্রদানকারী আদালত আপিলকারী যথেষ্ট কারণ

দর্শালে এমন কোনো সম্পত্তির প্রত্যর্পণের জন্য, যা ডিক্রি নির্বাহে নেওয়া হয় বা নেওয়া হয়েছে, কিংবা এমন সম্পত্তির মূল্য দেওয়ার জন্য এবং আপিল আদালতের ডিক্রি বা আদেশ যথাযথ পালনের জন্য প্রতিভূতি নেওয়া অভিপ্রায় করবে (তলব করবে) বা তেমনই কারণের জন্য এই নির্দেশ আপিল আদালত ডিক্রি প্রদানকারী আদালতকে দিতে পারবে যে, সে এমন প্রতিভূতি নেয় (অর্থাৎ ডিক্রি প্রদানকারী আদালতকে ঐ রকম প্রতিভূতি তলবের নির্দেশ দিতে পারে)।

(২) যেখানে কোনো ডিক্রির নির্বাহে স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয় করার আদেশ দেওয়া হয়েছে, এবং এমন ডিক্রির আপিল বিচারাধীন আছে, সেখানে ঐ আদালতের কাছে, যে আদালত আদেশ দিয়েছিল, নির্ণীত-ঋণীর আবেদনক্রমে ঐ বিক্রয়, জামানত দেওয়ার ব্যাপারে বা অন্য ব্যাপারে আদালত যেমন সঙ্গত মনে করে তেমন শর্ত সাপেক্ষে যতক্ষণ আপিলের নিষ্পত্তি না হচ্ছে ততক্ষণ স্থগিত রাখা যাবে।

॥ বিধি ঃ ৭ ॥ কিছু ক্ষেত্রে সরকার বা সরকারি আধিকারিকের কাছে কোনো জামানত চাওয়া (বা অভিপ্রায় করা) যাবে না [No security to be required from the Government or a puplic officer in certain cases]—ভারত সরকার (ভারতীয় আইন অভিযোজন) আদেশ, ১৯৩৭ দ্বারা নিরসিত।

॥ বিধি ঃ ৮ ॥ ডিক্রি জারিকরণে প্রদত্ত আদেশের আপিলে ক্ষমতার প্রয়োগ [Exercise of powers in appeal from order made in execution of decree]—যেখানে আপিল ডিক্রির বিরুদ্ধে নয়, ডিক্রির নির্বাহে প্রদত্ত আদেশের বিরুদ্ধে করা হয় বা করা হয়েছে সেখানে বিধি-৫ ও বিধি-৬ দ্বারা প্রদত্ত ক্ষমতার প্রয়োগ করা যাবে।

আপিল গ্রহণের ক্ষেত্রে প্রক্রিয়া

(Procedure on Admission of Appeal)

॥ বিধি ঃ ৯ ॥ আপিলের স্মারকলিপির নিবন্ধিকরণ [Registry of memorandum of appeal]—(১) যেখানে আপিলের স্মারকলিপি গৃহীত হয়েছে সেখানে আপিল আদালত বা ঐ আদালতের যথার্থ আধিকারিক তার ওপর তার দাখিলের তারিখ পৃষ্ঠাঙ্কিত করবে এবং আপিলকে ঐ প্রয়োজন হেতু রাখা হয় এমন খাতায় নিবন্ধিত করবে।

(২) **আপিলসমূহের রেজিস্টার** [Register of appeals]—এমন খাতাকে আপিলের রেজিস্টার বলে অভিহিত করা হবে।

॥ বিধি ঃ ১০ ॥ আপিল আদালত আপিলকারীর কাছ থেকে খরচের জন্য প্রতিভূতি দেওয়ার নির্দেশ দিতে পারে [Appellate Court may require appellant to furnish security for costs]—(১) আপিল আদালত হয় উত্তরবাদীর হাজির হওয়ার ও জবাব দেওয়ার জন্য ডাকার আগে অথবা তার পরে উত্তরবাদীর আবেদনক্রমে আপিলের জন্য বা প্রধান মকদ্দমার জন্য বা উভয়ের খরচের জন্য প্রতিভূতি আপিলকারীর কাছে স্বীয় বিবেচনানুসারে চাইতে পারবে ঃ

যেখানে আপিলকারী ভারতের বাইরে বসবাস করে [Where appellant resides out of India]—প্রকাশ থাকে যে, আদালত, যে সব ক্ষেত্রে আপিলকারী ভারতের বাইরে বসবাস করে এবং তার কাছে আপিলের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত (বা সংশ্লিষ্ট) সম্পত্তি (যদি থাকে) ছাড়া ভারতের মধ্যে আর কোনো যথেষ্ট স্থাবর সম্পত্তি নেই, সেই সব ক্ষেত্রে এমন প্রতিভূতি দাবি করবে (বা চাইবে, বা অভিপ্রায় করবে)।

(২) যেখানে এমন প্রতিভূতি আদালত যে সময়ের আদেশ দিয়েছে তেমন সময়ের মধ্যে না দেওয়া হয়, সেখানে আদালত আপিল নামঞ্জুর করে দেবে (বা বাতিল করে দেবে)।

॥ বিধি : ১১ ॥ নিম্ন আদালতকে বিজ্ঞপ্তি না পাঠিয়ে আপিল খারিজ করার ক্ষমতা [Power to dismiss appeal without sending notice to lower Court]—(১) আপিল আদালত যদি নথি চেয়ে পাঠানো সঙ্গত মনে করে তাহলে তা করার পর এবং আপিলকারী বা তার প্লিডারকে শুনানির জন্য দিন ধার্য করার পর এবং যদি সে ঐ দিন হাজির হয় তাহলে তদনুসারে তা শোনার পর আপিল, যে আদালতের ডিক্রির আপিল করা হয়েছে, সেই আদালতকে বিজ্ঞপ্তি না দিয়ে এবং উত্তরবাদীর ওপর বা তার প্লিডারের ওপর বিজ্ঞপ্তি জারি না করিয়ে খারিজ করতে পারবে।

(২) যদি নির্ধারিত দিনে বা অন্য কোনো দিনে, যার জন্য শুনানি স্থগিত করা হয়েছে, আপিলকারী আপিলের শুনানির জন্য ডাক পড়ার পর হাজির না হয় তাহলে আদালত আপিল খারিজ করার জন্য আদেশ দিতে পারবে।

(৩) এই বিধির অধীন আপিলের খারিজ করার ব্যাপারটা যে আদালতের ডিক্রিব আপিল করা হয়েছে সেই আদালতকে জানাতে হবে।

(৪) যেখানে কোনো আপিল আদালত, যা উচ্চ আদালত নয়, উপবিধি (১)-এর অধীন কোনো আপিল খারিজ করে, সেখানে আদালত তা করার জন্য তার কারণগুলো সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ কবে রায় দেবে এবং রায় অনুসারেই ডিক্রি লেখা যাবে।

॥ বিধি : ১১-ক ॥ যে সময়কালের মধ্যে বিধি-১১-র অধীন শুনানি শেষ করতে হবে [Time within which hearing under rule 11 should be concluded]—প্রত্যেক আপিল বিধি-১১-র অধীন যথাসম্ভব দ্রুত শোনা হবে এবং এমন শুনানি যে তারিখে আপিলের স্মারকলিপি দাখিল করা হয়েছিল সেই তারিখ থেকে ষাট দিনের মধ্যে শেষ করার চেষ্টা করা হবে।

॥ বিধি : ১২ ॥ আপিলের শুনানির দিন [Day for hearing appeal]—(১) যদি আপিল আদালত, বিধি-১১-র অধীন আপিল খারিজ না করে দেয় তাহলে আদালত আপিলের শুনানির জন্য দিন ধার্য করতে পারবে।

(২) এমন দিন, আদালতের চলতি কাজ, উত্তরবাদীর বাসস্থান এবং আপিলের বিজ্ঞপ্তি জারির জন্য প্রয়োজনীয় সময়ের দিকে খেয়াল রেখে ধার্য করবে, যাতে উত্তরবাদী উক্ত দিনে হাজির হওয়াব এবং আপিলের জবাব দেওয়ার জন্য যথেষ্ট সময় পায়।

॥ বিধি ঃ ১৩ ॥ আপিল আদালত যে আদালতে ডিক্রির আপিল করা হয়েছে সেই আদালতকে বিজ্ঞপ্তি দেবে [Appellate Court give notice to Court whose decree appealed from]—(১) যেখানে আপিল বিধি-১১-র অধীন খারিজ করা হয়নি, সেখানে আপিল আদালত আপিলের বিজ্ঞপ্তি যে আদালতে ডিক্রির আপিল করা হয়েছিল সেই আদালতে পাঠাবে।

(২) **আপিল আদালতে কাগজ পত্র পাঠানো** [Transmission of papers to appellate Court]—যেখানে কোনো আপিল এমন আদালতের ডিক্রি থেকে হয়েছে, যে আদালতের নথিপত্র ঐ আপিল আদালতে জমা দেওয়া হয়নি, সেখানে এমন বিজ্ঞপ্তি প্রাপক আদালত যথাসাধ্য দ্রুততার সঙ্গে মকদ্দমার যাবতীয় গুরুত্বপূর্ণ কাগজপত্র বা এমন কাগজপত্র পাঠাবে যা বিশেষ করে আপিল আদালত চাইবে।

(৩) **যে আদালতের ডিক্রির আপিল করা হয়েছে, সেই আদালতের প্রদর্শনীর প্রতিলিপি** [Copies of exhibits in Court whose decree appealed from]—যে কোনো পক্ষ, যে আদালতের ডিক্রির আপিল করা হয়েছে, সেই আদালতে, এমন আদালতের কাগজপত্র থেকে এমন কোনোটিকে সুনির্দিষ্ট করে যার প্রতিলিপি তৈরি করার সে অভিপ্রায় করছে, লিখিত আবেদন করতে পারবে এবং এমন কাগজপত্রের প্রতিলিপি আবেদনকারীর খরচে তৈরি করা হবে এবং তাকে দেওয়া হবে।

॥ বিধি ঃ ১৪ ॥ আপিলের শুনানির দিনের বিজ্ঞপ্তির প্রকাশনা ও জারি [Publication and service of notice of day for hearing appeal]—(১) বিধি-১২-র অধীন ধার্য করা দিনের বিজ্ঞপ্তি আপিল আদালত ভবনে লাগিয়ে দেওয়া হবে, এবং ঐ একই রকম বিজ্ঞপ্তি আপিল আদালত দ্বারা যে আদালতের ডিক্রির আপিল করা হয়েছে সেই আদালতে পাঠানো হবে এবং উত্তরবাদীর ওপর বা আপিল আদালতে তার প্লিডারের ওপর তার জারি সেই পদ্ধতিতে করতে হবে, হাজিরার ও জবাব দেওয়ার জন্য সমন প্রতিবাদীর ওপর যেমন ভাবে জারি করার বিধান দেওয়া আছে এবং সমন ও তার জারি বিষয়ক কার্যবাহে প্রযোজ্য হয় এমন সমস্ত বিধানই উক্ত বিজ্ঞপ্তি জারির ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হবে।

(২) **আপিল আদালত নিজেই বিজ্ঞপ্তি জারি করতে পারবে** [Appellate Court may itself cause notice to be served]—যে আদালতের ডিক্রির আপিল করা হয়েছে তাকে বিজ্ঞপ্তি পাঠাবার বদলে আপিল আদালত উত্তরবাদীর ওপর বা তার প্লিডারের ওপর নির্দিষ্ট বিধানসমূহের অধীন নিজেই বিজ্ঞপ্তি জারি করাতে পারবে।

(৩) উত্তরবাদীর ওপর জারি করতে যাওয়া বিজ্ঞপ্তির সঙ্গে আপিলের স্মারকলিপির একটা প্রতিলিপি দিতে হবে (অর্থাৎ বিজ্ঞপ্তির সঙ্গে আপিলের স্মারকলিপির একটা প্রতিলিপিও থাকবে)।

(৪) উপবিধি (১)-এ প্রতিকূল যা কিছুই বিধৃত থাকুক না কেন, কোনো আপিলের আনুষঙ্গিক কোনো কার্যবাহর বিজ্ঞপ্তির জারি আপিল আদালতে প্রথমবার পক্ষ করা হয়েছে এমন ব্যক্তি থেকে ভিন্ন কোনো উত্তরবাদীর ওপর করা আবশ্যক হবে না, যদি না প্রথমবারের আদালতে সে হাজির না হয়ে থাকে এবং জারির জন্য কোনো ঠিকানা সে দাখিল না করে থাকে বা আপিলে সে হাজির না হয়ে থাকে।

(৫) উপবিধি (৪)-এর কোনো কিছু আপিলে নির্দিষ্ট উত্তরবাদীকে প্রতিবাদ করা থেকে (বা রক্ষা করা থেকে) বাধা দেবে না।

॥ **বিধি ঃ ১৫** ॥ **বিজ্ঞপ্তির অন্তর্ভুক্ত বিষয়** [Contents of notice]—উত্তরবাদীকে যে বিজ্ঞপ্তি দিতে যাওয়া হচ্ছে তাতে ঘোষণা করা হবে যে, যদি সে আপিল আদালতে এমন ধার্যকৃত দিনে হাজির না হয়, তাহলে আপিলের একতরফা শুনানি হবে।

শুনানির প্রক্রিয়া
(Procedure on Hearing)

॥ **বিধি ঃ ১৬** ॥ **শুরু করার অধিকার** [Right to begin]—(১) ধার্যকৃত দিনে বা এমন অন্য কোনো দিনে যার জন্য শুনানি মুলতবি করা হয়েছে, আপিলকারীর বক্তব্য আপিলের সমর্থনে শোনা যাবে।

(২) তখন যদি আদালত দ্রুত আপিল খারিজ না করে দেয়, তাহলে আদালত আপিলের বিরুদ্ধে উত্তরবাদীর বক্তব্য শোনা যাবে এবং এহেন পরিস্থিতিতে আপিলকারী জবাব দেওয়ার অধিকারী হবে।

॥ **বিধি ঃ ১৭** ॥ **আপিলকারীর ত্রুটির (অনুপস্থিতির) জন্য আপিল খারিজ করা** [Dismissal of apppeal for appellant's default]—(১) যেখানে নির্ধারিত দিনে বা কোনো অন্য দিনে, যে দিনের জন্য শুনানি মুলতবি করা হয়েছে, আপিলেব শুনানির জন্য ডাক পড়ার পর আপিলকারী হাজির না হয়, সেখানে আপিল খারিজ করার জন্য আদালত আদেশ দিতে পারবে।

স্পষ্টীকরণ—এই উপবিধিটির কোনো কিছুর এমন অর্থ করা যাবে না যে, তা আদালতকে গুণাগুণের ভিত্তিতে আপিল খারিজ করার জন্য সক্ষম করে।

(২) **আপিলের একতরফা শুনানি** [Hearing appeal *ex parte*]—যেখানে আপিলকারী হাজির হয় এবং উত্তরবাদী হাজির হয় না, সেখানে আপিলের একতরফা শুনানি হবে।

॥ **বিধি ঃ ১৮** ॥ **যেখানে খরচ জমা দিতে আপিলকারী ব্যর্থ হওয়ার পরিণামস্বরূপ বিজ্ঞপ্তি জারি হয়নি সেখানে আপিল খারিজ করা** [Dismissal of appeal where notice not served in consequence of appellant's failure to deposit costs]—যদি নির্ধারিত দিনে বা এমন কোনো অন্য দিনে, যে দিনের জন্য শুনানি স্থগিত করা হয়েছিল, দেখা যায় যে উত্তরবাদীর ওপর বিজ্ঞপ্তির জারির খরচ মেটাবার জন্য প্রয়োজনীয় টাকা নির্ধারিত সময়ের মধ্যে জমা দিতে আপিলকারীর ব্যর্থ হওয়ার পরিণাম স্বরূপ বিজ্ঞপ্তির জারি উত্তরবাদীর ওপর হয়নি, অথবা যদি বিজ্ঞপ্তি জারি না করে ফেরত দেওয়া হয় এবং দেখা যায় যে, বিজ্ঞপ্তি জারির জন্য অন্য কোনো চেষ্টা হেতু খরচ মেটাবার জন্য প্রয়োজনীয় টাকা অতঃপর নির্ধারিত কোনো সময়ের মধ্যে জমা করতে আপিলকারীর ব্যর্থ হওয়ার পরিণাম স্বরূপ উত্তরবাদীকে বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হয়নি তাহলে আদালত আপিল খারিজ করার জন্য আদেশ দিতে পারবে ঃ

প্রকাশ থাকে যে, যদি এমন কোনো দিনে উত্তরবাদী আপিলের শুনানির জন্য ডাক পড়ার পর হাজির হয়ে যায় তাহলে এ ধরনের কোনো আদেশ দেওয়া যাবে না— উত্তরবাদীর ওপর বিজ্ঞপ্তি জারি না হলেও।

॥ বিধি : ১৯ ॥ ত্রুটির (অনুপস্থিতির) জন্য খারিজ হওয়া আপিল পুনরায় গ্রহণ করা [Re-admission of appeal dismissed for default]—যেখানে আপিল বিধি-১১-র উপবিধি (২) বা বিধি-১৭ বা বিধি-১৮-র অধীন খারিজ করে দেওয়া হয়, সেখানে আপিলকারী আপিল আদালতে আপিল পুনরায় গ্রহণ করার জন্য আবেদন করতে পারবে এবং সেখানে এমনটা প্রমাণ করে দেওয়া যায় যে সে আপিলে শুনানির ডাক পড়ার পর হাজির হওয়া থেকে বা ঐ প্রয়োজনীয় টাকা জমা করা থেকে কোনো যথেষ্ট কারণে বাধা প্রাপ্ত হয়েছিল, সেখানে আদালত খরচ সম্পর্কিত বা অন্যরূপ এমন শর্তসাপেক্ষে, যেমন (আদালত) সঙ্গত মনে করে, আপিল পুনরায় গ্রহণ করবে।

॥ বিধি : ২০ ॥ শুনানি স্থগিত করার এবং সংশ্লিষ্ট প্রতীয়মান হয় এমন ব্যক্তিদের উত্তরবাদী (প্রত্যর্থী) করার নিমিত্ত নির্দেশ দেওয়ার ক্ষমতা [Power to adjourn hearing and direct persons appearing interested to be made respondents]—(১) যেখানে শুনানিতে আদালতের এমন প্রতীয়মান হয় যে, কোনো ব্যক্তি, যে ঐ আদালতে মকদ্দমার পক্ষ ছিল, যার ডিক্রির আপিল করা হয়েছে, কিন্তু যাকে আপিলে পক্ষ করা হয় নি, আপিলের ফলাফলের সঙ্গে স্বার্থসংশ্লিষ্ট, সেখানে আদালত নিজের দ্বারা নির্ধারিত পরবর্তী দিনের জন্য শুনানি স্থগিত করতে পারবে এবং এমন ব্যক্তিকে উত্তরবাদী করা হোক বলে নির্দেশ দিতে পারবে।

(২) আপিলের জন্য তামাদি-কাল শেষ হওয়ার পর এই বিধির অধীন কোনো উত্তরবাদীকে যুক্ত করা যাবে না, যদি না আদালত, নথিতে লিপিবদ্ধ করা হবে এমন কারণে, খরচ সম্পর্কে আদালত যেমন সঙ্গত মনে করে তেমন শর্তসাপেক্ষে সেই রকম করার অনুমতি দিয়ে দেয়।

॥ বিধি : ২১ ॥ যার বিরুদ্ধে একতরফা ডিক্রি করা হয়েছে, সেই উত্তরবাদীর আবেদনের ওপর পুনরায় শুনানি [Re-hearing on application of respondent against whom *ex parte* decree made]—যেখানে আপিল একতরফা ভাবে শোনা হয় এবং উত্তরবাদীর বিরুদ্ধে রায় ঘোষণা করে দেওয়া হয়, সেখানে সে আপিল আদালতের কাছে পুনরায় আপিল শুনানির জন্য আবেদন করতে পারবে এবং যদি সে আদালতকে এই মর্মে সন্তুষ্ট করে দিতে পারে যে, বিজ্ঞপ্তির জারি যথাযথভাবে করা হয় নি বা আপিলের শুনানির জন্য ডাক পড়ার পর যথেষ্ট কারণে সে বাধাপ্রাপ্ত হওয়ার জন্যই হাজির হতে পারেনি, তাহলে আদালত খরচ সম্পর্কিত অথবা অন্য এমন শর্তাদি সাপেক্ষে যা উত্তরবাদীর ওপর আরোপ করা আদালত সঙ্গত বলে মনে করে, ঐ আপিল পুনরায় শুনতে পারবে।

॥ বিধি : ২২ ॥ উত্তরবাদী শুনানিতে ডিক্রির বিরুদ্ধে এমন আপত্তি করতে পারে যেন সে পৃথক ভাবে আপিল করেছে [Upon hearing respondent may object

to decree as it he had preferred a separate appeal]—(১) ডিক্রির কোনো অংশের বিরুদ্ধে আপিল করে না থাকলেও যে কোনো উত্তরবাদী, ডিক্রির সমর্থনই শুধু করতে পারবে না, উপরন্তু এমন বিবৃতিও দিতে পারবে যে, নিম্ন আদালতে তার বিরুদ্ধে কোনো বিচার্য বিষয়ের ব্যাপারে রায় তার পক্ষে হওয়া উচিত ছিল এবং ডিক্রির বিরুদ্ধে এমন কোনো পাল্টা আপত্তিও করতে পারবে যা সে আপিলের মাধ্যমে করতে পারত কিন্তু তা তখনই, যখন সে এমন আপত্তি, আপিল আদালতে যে তারিখে তার ওপর বা তার প্লিডারের ওপর আপিলের শুনানির জন্য নির্ধারিত দিনের বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়েছিল, সেই তারিখ থেকে এক মাসের মধ্যে অথবা এমন অতিরিক্ত সময়ের মধ্যে যার অনুমতি দেওয়া আপিল আদালত সঙ্গত মনে করে, ফাইল করে দিয়েছে।

স্পষ্টীকরণ—কোনো উত্তরবাদী, যে রায়ে ঐ আদালতের কোনো এমন অভিমত থেকে, যার ওপর ডিক্রি প্রতিষ্ঠিত, যার বিরুদ্ধে আপিল করা হয়েছে, এই বিধির অধীন পাল্টা আপত্তি, যতদূর ঐ ডিক্রি ঐ অভিমতের ওপর প্রতিষ্ঠিত আছে তা সত্ত্বেও দাখিল করতে পারবে যে, আদালতের কোনো অভিমতের ওপর যা ঐ মকদ্দমার নিষ্পত্তির জন্য (বা মীমাংসার জন্য) যথেষ্ট, নিষ্পত্তির জন্য ঐ ডিক্রি সম্পূর্ণ বা আংশিক ঐ উত্তরবাদীর পক্ষে।

(২) **আপত্তির নিদর্শ এবং তাতে প্রযোজ্য হতে পারে এমন বিধান** [Form of objection and provisions applicable thereto]—এমন পাল্টা আপত্তি স্মারকলিপির আকারে হবে, এবং বিধি-১-এর বিধান তাতে সেই পর্যন্ত প্রযোজ্য হবে যে পর্যন্ত তা আপিলের স্মারকলিপির আকার (বা নিদর্শ) ও তাতে বিধৃত বিষয়ের সঙ্গে সম্পর্ক যুক্ত।

(৩) যতক্ষণ উত্তরবাদী আপত্তির সঙ্গে ঐ পক্ষর, যার ওপর এমন আপত্তি থেকে প্রভাব পড়ার সম্ভাবনা আছে অথবা তার প্লিডারের এহেন লিখিত প্রাপ্তি স্বীকার যে, সে তার প্রতিলিপি পেয়েছে, দাখিল না করে দেয়, আপিল আদালত আপত্তি দাখিল করার পর যথাশীঘ্র সম্ভব ঐ প্রতিলিপির জারি ঐ পক্ষ বা তার প্লিডারের ওপর উত্তরবাদীর খরচে করাবে।

(৪) যেখানে কোনো এমন মামলাতে, যাতে আপত্তির স্মারকলিপি উত্তরবাদী এই বিধির অধীনে দাখিল করে দিয়েছে, প্রধান আপিল প্রত্যাহার করে নেওয়া হয় অথবা ত্রুটির কারণে খারিজ করে দেওয়া হয় সেখানে এমন হওয়া সত্ত্বেও ঐ আপত্তি যা এভাবে দাখিল করা হয়েছে, অন্য পক্ষর এমন বিজ্ঞপ্তি দিয়ে, যা আদালত উচিত মনে করে, শোনা যাবে এবং নির্ধারিত করা যাবে।

(৫) অভাবী ব্যক্তিদের দ্বারা আপিলসমূহের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত বিধান এই বিধির অধীন আপত্তির ক্ষেত্রেও যতদূর প্রযোজ্য হওয়া সম্ভব, প্রযোজ্য হবে।

॥ বিধি ঃ ২৩ ॥ মামলার আপিল আদালত কর্তৃক পুনরায় পাঠানো [Remand of case by appellate Court]—যে আদালতের ডিক্রি থেকে আপিল করা হয়েছে, সেই আদালত যদি মামলাটি কোনো প্রাথমিক বিষয়ের ওপর বিনিবন্দেজ করে থাকে আর আপিলে যদি ঐ ডিক্রিটি বাতিল হয় তাহলে আপিল আদালত ন্যায়সঙ্গত মনে

করলে মামলাটি পুনরায় পাঠানোর জন্য আদেশ দিতে পারবে এবং এহেন পুনরায় পাঠানো মামলাতে কি কি বিষয় বা কোন্ কোন্ বিচার্য-বিষয় নিয়ে বিচার করতে হবে সে সম্পর্কে পরবর্তী (বা অতিরিক্ত) আদেশ দিতে পারে এবং আদালতের রায় ও আদেশের একটি করে প্রতিলিপি যে আদালতের ডিক্রি থেকে আপিল করা হয়েছিল সেই আদালতে দেওয়ানী মকদ্দমা নিবন্ধনের খাতায় তার মূল সংখ্যায় পুনরায় গ্রহণ করার এবং মামলাটি নিষ্পত্তি করার নির্দেশ সহ পাঠাতে হবে এবং প্রধান বিচারের সময় যে সব সাক্ষ্য (যদি থাকে) লিপিবদ্ধ করা হয়েছিল সমস্ত যুক্তিসঙ্গত ব্যতিক্রম সাপেক্ষে সেগুলোকেও পুনরায় পাঠাবার, আগের বিচারকালীন সময়ে প্রমাণ হিসেবে গ্রহণ করা হবে।

॥ বিধি ঃ ২৩-ক ॥ অন্যান্যক্ষেত্রে পুনঃপ্রেরণ [Remand in other cases]—যেখানে, যে আদালতের ডিক্রির আপিল করা হয়েছে সেই আদালত মামলাটির বিলিবন্দেজ কোনো প্রাথমিক বিষয়ের ওপর করা থেকে ত্রুটি করেছে এবং ডিক্রি আপিলে উল্টে দেওয়া হয়েছে এবং পুনর্বিচারের প্রয়োজন আছে বলে মনে করা হয়েছে, সেখানে আপিল আদালতের তেমনই ক্ষমতা থাকবে যেমন ক্ষমতা তার আছে বিধি-২৩-এর অধীনে।

॥ বিধি ঃ ২৪ ॥ নথিভুক্ত সাক্ষ্য যেখানে যথেষ্ট, সেখানে আপিল আদালত মামলাটি চূড়ান্তভাবে নিষ্পত্তি করতে পারবে [Where evidence on record sufficient, appellate Court may determine case finally]—যেখানে নথিভুক্ত সাক্ষ্য আপিল আদালত দ্বারা রায় ঘোষণা করার পক্ষে যথেষ্ট হয়, সেখানে আপিল আদালত, যদি প্রয়োজন হয়, বিচার্য-বিষয় পুনরায় স্থিরীকরণ করার পর মকদ্দমা এই বিষয়টি থাকা সত্ত্বেও, চূড়ান্ত ভাবে মীমাংসা করতে পারবে; যে ঐ আদালতের রায়, যে আদালতের ডিক্রির আপিল করা হয়েছে, সম্পূর্ণভাবে সেই ভিত্তি থেকে ভিন্ন ভিত্তিতে করা হয়েছে, যে ভিত্তির ওপর আপিল আদালত কার্যবাহ চালিয়েছে।

॥ বিধি ঃ ২৫ ॥ আপিল আদালত কোথায় বিচার্য-বিষয় প্রণয়ন করতে পারবে এবং সেগুলো সেই আদালতে বিচারের জন্য নির্দেশ দিতে পারবে যে আদালতের ডিক্রির আপিল করা হয়েছে [Where appellate Court may frame issues and refer them for trial to Court whose decree appealed from]—যেখানে, যে আদালতের ডিক্রির আপিল করা হয়েছে, সেই আদালত এমন কোনো বিচার্য-বিষয় প্রণয়নে বা বিচার কার্যে অথবা কোনো এমন তথ্যের প্রশ্নের মীমাংসা করাতে লোপ করেছে, যা আপিল আদালতের কাছে মকদ্দমার গুণাগুণের ওপর সঠিক সিদ্ধান্তের জন্য অতি আবশ্যক বলে মনে হয়, সেখানে যদি প্রয়োজন হয় তাহলে আপিল আদালত বিচার্য-বিষয় প্রণয়ন করতে পারবে এবং তা সেই আদালতে বিচারের জন্য নির্দিষ্ট করতে পারবে, যে আদালতের ডিক্রির আপিল করা হয়েছে এবং এমতাবস্থায় এমন আদালতকে প্রয়োজনীয় অতিরিক্ত সাক্ষ্য নেওয়ার জন্য নির্দেশ দেবে।

এবং এমন আদালত ঐ বিচার্য-বিষয়গুলোর বিচারের জন্য অগ্রসর হবে, আর সাক্ষ্যকে তার ওপর নিজস্ব সিদ্ধান্ত সহ ও তাদের জন্য কারণসমূহ সহ আপিল আদালত দ্বারা নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বা তার দ্বারা সময়ে-সময়ে বাড়ানো যায়, এমন সময়ের মধ্যে আপিল আদালতকে ফেরত পাঠাবে।

॥ বিধি : ২৬ ॥ সিদ্ধান্ত ও সাক্ষ্য নথিতে সম্মিলিত করা : সিদ্ধান্তের ওপর আপত্তি [Findings and evidence to be put on record : Objections to finding]—(১) এমন সাক্ষ্য এবং এমন সিদ্ধান্ত মকদ্দমাতে নথির অংশ হবে আর উভয় পক্ষর মধ্যে যে কোনো পক্ষ, আপিল আদালত দ্বারা নির্ধারিত সময়ের মধ্যে যে কোনো সিদ্ধান্তের প্রতি আপত্তির একটি স্মারকলিপি দাখিল করতে পারবে।

(২) **আপিলের নিষ্পত্তি** [Determination of appeal]—এ ধরনের স্মারকলিপি দাখিল করার জন্য এই রকম নির্ধারণ করা সময় শেষ হওয়ার পর আপিল আদালত আপিলের নিষ্পত্তির জন্য অগ্রসর হবে।

॥ বিধি : ২৬-ক ॥ পুনঃপ্রেরণের আদেশে পরবর্তী শুনানির তারিখের উল্লেখ থাকবে [Order of remand to mention date of next hearing]—যেখানে আপিল আদালত বিধি-২৩ বা বিধি-২৩-ক-র অধীন মামলা পুনঃপ্রেরণ করে অথবা বিধি-২৫-এর অধীনে বিচার্য-বিষয় প্রণয়ন করে আর সেগুলো বিচার করার জন্য নির্দিষ্ট করে সেখানে আদালত ঐ মকদ্দমাতে পরবর্তী কার্যবাহর ব্যাপারে, যে আদালতের ডিক্রির আপিল করা হয়েছিল সেই আদালতের নির্দেশ পাওয়ার প্রয়োজন হেতু ঐ আদালতের সামনে পক্ষদের হাজির হওয়ার জন্য তারিখ ধার্য করবে।

॥ বিধি : ২৭ ॥ আপিল আদালতে অতিরিক্ত সাক্ষ্য পেশ করা [Production of additional evidence in Appellate Court]—(১) আপিলের পক্ষ আপিল আদালতে অতিরিক্ত সাক্ষ্য—তা মৌখিক হোক বা দস্তাবেজজাত, দাখিল করার অধিকারী হবে না, কিন্তু যদি—

(ক) ঐ আদালত, যার ডিক্রির আপিল করা হয়েছে, এমন সাক্ষ্য গ্রহণ করতে অস্বীকার করেছে যা গ্রহণের প্রয়োজন ছিল ; অথবা

(ক-ক) যে পক্ষ অতিরিক্ত সাক্ষ্য দাখিল করতে চাইছে, সেই পক্ষ প্রমাণ করে দেয় যে, সে যথাযথ তৎপরতা সত্ত্বেও এমন সাক্ষ্য সম্পর্কে সে কোনো খবর রাখত না অথবা তা সেই সময়ে দাখিল করা তার পক্ষে সম্ভব ছিল না, যখন ঐ ডিক্রি প্রদান করা হয়েছিল, যার বিরুদ্ধে আপিল করা হয়েছে ; অথবা

(খ) আপিল আদালত কোনো দস্তাবেজ পেশ করার (বা দাখিল করার) বা কোনো সাক্ষীর পরীক্ষা করার অভিপ্রায় করে, হয় নিজে রায় ঘোষণা হেতু সক্ষম হওয়ার জন্য অথবা কোনো অন্য গুরুত্বপূর্ণ কারণের জন্য ;

তাহলে আপিল আদালত এমন সাক্ষ্য গ্রহণ করার বা দস্তাবেজ দাখিল করার বা সাক্ষীর পরীক্ষা করার অনুমতি দিতে পারবে।

(২) যেখানেই অতিরিক্ত সাক্ষ্য দাখিল করার জন্য আপিল আদালত অনুমতি দেবে সেখানেই আদালত, এমন সাক্ষ্য গ্রহণ করার কারণগুলো লিপিবদ্ধ করবে।

॥ বিধি ঃ ২৮ ॥ অতিরিক্ত সাক্ষ্য নেওয়ার নিয়ম [Mode of taking additional evidence]—যখনই কোনো অতিরিক্ত সাক্ষ্য দাখিল করার অনুমতি দেওয়া হয় তখন আপিল আদালত এমন সাক্ষ্য নিজেই নিতে পারবে অথবা যে আদালতের ডিক্রির আপিল করা হয়েছে, সেই আদালতকে অথবা অন্য কোনো অধীনস্থ আদালতকে এমন সাক্ষ্য নেওয়ার জন্য এবং তা নেওয়া হলে আপিল আদালতে পাঠাবার জন্য নির্দেশ দিতে পারবে।

॥ বিধি ঃ ২৯ ॥ বিষয়-সূচকসমূহ সংজ্ঞায়িত ও লিপিবদ্ধ করা [Points to be defined and recorded]—যেখানে অতিরিক্ত সাক্ষ্য নেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয় অথবা অনুমতি দেওয়া হয় সেখানে আপিল আদালত সে বিষয়-বিন্দু পর্যন্ত সাক্ষ্যকে সীমিত রাখতে হবে, সেই বিষয়-বিন্দুগুলো নির্দিষ্ট করবে এবং নিজের কার্যবাহতে ঐ বিষয়-বিন্দুগুলো লিপিবদ্ধ করবে যা এরকমভাবে নির্দিষ্ট করা হয়েছে।

আপিলের রায়

(Judgment in Appeal)

॥ বিধি ঃ ৩০ ॥ কখন এবং কোথায় রায় ঘোষণা করা যাবে [Judgment when and where pronounced]—(১) আপিল আদালত পক্ষদের বা তাদের প্লিডারদের বক্তব্য শোনার পর এবং আপিলের বা যে আদালতের ডিক্রির আপিল করা হয়েছে সেই আদালতের কার্যবাহর এমন কোনো অংশ অবলোকন করার পর যার এমত অবলোকন করা প্রয়োজন আছে বলে মনে করা হয়, প্রকাশ্য আদালতে অবিলম্বে বা কোনো আগামী দিনে—যার বিজ্ঞপ্তি পক্ষদের বা তাদের প্লিডারদের দেওয়া হবে, রায় ঘোষণা করবে।

(২) যেখানে কোনো লিখিত রায় ঘোষণা করার থাকে সেখানে অবধার্য প্রশ্ন, সেগুলোর ওপর নির্ণয় এবং আপিলে প্রদত্ত চূড়ান্ত আদেশ পাঠই যথেষ্ট হবে এবং আদালতের জন্য পুরো রায় পাঠ করার প্রয়োজন হবে না, কিন্তু পক্ষদের বা তাদের প্লিডারদের পরিশীলনের জন্য পুরো রায়-এর প্রতিলিপি রায় ঘোষণার অব্যবহিত পরে দিতে হবে (বা দেওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে)।

॥ বিধি ঃ ৩১ ॥ রায়ের অন্তর্ভুক্ত বিষয়, তারিখ এবং স্বাক্ষর [Contents, date, and signature of judgment]—আপিল আদালতের রায় হবে লিখিত এবং তাতে—

(ক) অবধার্য প্রশ্ন,

(খ) তার ওপর সিদ্ধান্ত;

(গ) সিদ্ধান্ত হেতু কারণ; এবং

(ঘ) যেখানে ঐ ডিক্রি, যার আপিল করা হয়েছে, উল্টে দেওয়া হয় বা তাতে রদ-বদল করা হয়, সেখানে যে উপশমের আপিলকারী অধি- ‍ী, সেই উপশম বিবৃত করতে হবে;

এবং তা বিচারক দ্বারা বা তাতে সম-মত পোষণকারী বিচারকদের দ্বারা যখন তার শুনানি হবে সেই সময় তাতে স্বাক্ষর করতে হবে এবং তারিখ দিতে হবে।

॥ **বিধি : ৩২ ॥ রায়ে কি নির্দেশ দেওয়া হবে** [What Judgment may direct]—যে ডিক্রির আপিল করা হয়েছে রায় সেই ডিক্রিকে অনুমোদন করতে, তাতে রদবদল করতে বা তা ওল্টাবার (বাতিল করার) জন্য দেওয়া হবে অথবা যদি আপিলের পক্ষ আপিলের ডিক্রির নিদর্শের ব্যাপারে অথবা আপিলে যে আদেশ দেওয়া হচ্ছে তাতে সম্মত হয়ে যায় তাহলে আপিল আদালত তদনুসারে ডিক্রি প্রদান করতে পারবে অথবা আদেশ দিতে পারবে।

॥ **বিধি : ৩৩ ॥ আপিল আদালতের ক্ষমতা** [Power of Court of Appeal]—আপিল আদালতের এমন ক্ষমতা থাকবে যে, আদালত এমন ডিক্রি প্রদান করে বা কোনো এমন আদেশ দেয়, যা প্রদত্ত হওয়া দরকার ছিল বা প্রদত্ত হওয়া উচিত ছিল এবং এমন বা অতিরিক্ত বা অন্য ডিক্রি বা আদেশ দেয় যা মকদ্দমাতে আবশ্যক হয়, এবং ঐ ক্ষমতার প্রয়োগ আদালত দ্বারা এ সত্ত্বেও দেওয়া যাবে যে, আপিল ডিক্রির কেবল অংশ বিশেষ সম্পর্কে এবং এই ক্ষমতা সমস্ত উত্তরবাদী বা পক্ষ বা তাদের মধ্যে যে কারো পক্ষে প্রয়োগ করা যাবে, এমন উত্তরবাদী বা পক্ষ বা কোনো আপিল বা আপত্তি দাখিল না করে থাকলেও এবং যেখানে আড়াআড়ি মামলায় ডিক্রি হয়েছে, অথবা যেখানে একই মামলায় দুই বা ততোধিক ডিক্রি প্রদত্ত হয়েছে, সেখানে ঐ ক্ষমতা যাবতীয় ডিক্রি বা তার কোনোটির সম্পর্কে প্রয়োগ করা যাবে, এমন ডিক্রিগুলোর বিরুদ্ধে আপিল দাখিল করা হলেও :

প্রকাশ থাকে যে, আপিল আদালত ধারা-৩৫-এ-এর অধীন কোনো আদেশ এমন কোনো আপত্তির অনুসরণে দেবে না, যার ওপর সেই আদালত, যার ডিক্রির আপিল করা হয়েছে, এমন আদেশ দেয়নি বা এমন আদেশ দিতে অস্বীকার করেছে।

উদাহরণ—ক দাবি করে যে **ভ** বা **ম**-এর কাছে সে কিছু টাকা পাবে এবং সে উভয়ের বিরুদ্ধে মকদ্দমায় **ভ**-এর বিরুদ্ধে ডিক্রি পায়। **ভ** আপিল করে এবং **ক** এবং **ম** উত্তরবাদী থাকে। আপিল আদালত **ভ**-এর পক্ষে মকদ্দমা মীমাংসা করে (বা নিষ্পত্তি করে)। এক্ষেত্রে আদালতের এমন ক্ষমতা থাকে যে, তা **ম**-এর বিরুদ্ধে ডিক্রি প্রদান করে।

॥ **বিধি : ৩৪ ॥ ভিন্ন মত লিপিবদ্ধ করা** [Dissent to be recorded]—যেখানে আপিল একাধিক বিচারক কর্তৃক শ্রুত হয়, সেখানে আদালতের রায়-এ অসম্মত কোনো বিচারক ঐ সিদ্ধান্ত বা আদেশের যা তিনি আপিলে প্রদান করা উচিত বলে মনে করেন, লিখিত ভাবে বিবৃত করবেন এবং তিনি তার জন্য তার কারণগুলো (অর্থাৎ যুক্তিগুলো) বিবৃত করতে পারবেন।

আপিলে ডিক্রি
(Decree in Appeal)

॥ **বিধি : ৩৫ ॥ ডিক্রির তারিখ ও অন্তর্ভুক্ত বিষয়** [Date and contents of decree]—(১) আপিল আদালতের ডিক্রির ওপর যে দিন রায় ঘোষণা করা হয়েছিল সেই দিনের তারিখ বসাতে হবে।

(২) ডিক্রিতে আপিলের সংখ্যা, আপিলকারী এবং উত্তরবাদীদের নাম ও বিবরণ

এবং প্রদত্ত উপশম বা সম্পাদিত অন্যান্য বিচারপূর্বক যা সাব্যস্ত হয়েছে, তার একটা সুস্পষ্ট বর্ণনা থাকবে।

(৩) আপিলের জন্য হওয়া খরচের টাকাও এবং এমন তথ্যও যে ঐ খরচ ও মকদ্দমার খরচ কার দ্বারা বা কোন্ সম্পত্তি থেকে এবং কি হারে দেওয়া হবে তা ডিক্রিতে বিবৃত করতে হবে।

(৪) ডিক্রি ঐ বিচারক বা বিচারকদের দ্বারা যিনি বা যাঁরা তা প্রদান করেছেন, স্বাক্ষরিত করা হবে এবং তাতে তারিখ বসাতে হবে ঃ

রায়ের ব্যাপারে ভিন্ন মত পোষণকারী ন্যায়াধীশের ডিক্রিতে স্বাক্ষর করার প্রয়োজন নেই [Judge dissenting from Judgment need not sign decree]—প্রকাশ থাকে যে, যেখানে একাধিক ন্যায়াধীশ (বিচারক) থাকেন এবং তাঁদের মধ্যে মতবিরোধ থাকে, সেখানে আদালতের রায়-এ অসম্মত কোনো ন্যায়াধীশেরই ঐ ডিক্রিতে স্বাক্ষর করার প্রয়োজন হবে না।

॥ বিধি ঃ ৩৬ ॥ পক্ষদের রায় এবং ডিক্রির প্রতিলিপি দিতে হবে [Copies of Judgment and decree to be furnished to parties]—আপিলের রায় ও ডিক্রির প্রমাণিত প্রতিলিপি পক্ষদের আপিল আদালতে আবেদনক্রমে এবং তাদের খরচে দেওয়া যাবে।

॥ বিধি ঃ ৩৭ ॥ ডিক্রির প্রত্যায়িত প্রতিলিপি যে আদালতে ডিক্রির আপিল করা হয়েছিল সেই আদালতে পাঠাতে হবে [Certified copy of decree to be sent to Court whose decree appealed from]—রায় ও ডিক্রির একটি করে প্রতিলিপি আপিল আদালত দ্বারা বা এই হেতু নিযুক্ত আধিকারিক দ্বারা প্রমাণিত করার পর যে আদালত দ্বারা ঐ ডিক্রি প্রদান করা হয়েছিল, সেই আদালতে পাঠানো হবে এবং মকদ্দমার মূল কার্যবাহর সাথে দাখিল করা হবে এবং আপিল আদালতের রায় দেওয়ানী মকদ্দমার রেজিস্টারে লিপিবদ্ধ করতে হবে।

আদেশ—৪২
[ORDER : 42]
আপিলযোগ্য ডিক্রির আপিল
(Appeals from Appellate Decrees)

(বিধি ১ থেকে বিধি ৩)

॥ বিধি ঃ ১ ॥ প্রক্রিয়া [Procedure]—আদেশ-৪১-এর বিধি আপিলযোগ্য ডিক্রির আপিলে যতদূর সম্ভব প্রযোজ্য হবে।

॥ বিধি ঃ ২ ॥ আদালতের এমন নির্দেশ দেওয়ার ক্ষমতা যাতে আদালত কর্তৃক প্রণীত প্রশ্নের ওপর আপিল শোনা যায় [Power of Court to direct that the appeal be heard on the question formulated by it]—আদেশ-৪১-এর বিধি-১১-র অধীন দ্বিতীয় আপিলের শুনানির জন্য আদেশ দেওয়ার সময়, আদালত ধারা-১০০ দ্বারা যথা আবশ্যক গুরুত্বপূর্ণ আইনী প্রশ্ন তৈরি করবে এবং এমন করার জন্য আদালত নির্দেশ দিতে পারবে যে, দ্বিতীয় আপিল এভাবে তৈরি করা প্রশ্নের ওপর শ্রুত হবে এবং আপিলকারী আদালতের অনুমতি ব্যতিরেকে, যা ধারা-১০০-র বিধানসমূহের অনুসারে প্রদত্ত হয়েছে, আপিলে অন্য কোনো রকম ভিত্তি উপস্থাপন করতে পারবে না।

॥ বিধি ঃ ৩ ॥ ৪১নং আদেশের ১৪নং বিধির প্রয়োগ [Application of rule 14 of order XLI]—আদেশ-৪১-এর বিধি-১৪-র উপবিধি (৪)-এ প্রথমবারের আদালতের প্রতি নির্দেশাবলীর কোনো আপিলযোগ্য ডিক্রি বা আদেশের আপিলের ক্ষেত্রে অর্থ করা হবে যে, ওগুলো সেই আদালতের প্রতি নির্দেশ যে আদালতে প্রধান ডিক্রি বা আদেশের আপিল করা হয়েছিল।

আদেশ—৪৩
[ORDER : 43]
আদেশসমূহের আপিল
(Appeals from Orders)
(বিধি ১ ও বিধি ২)

॥ বিধি ঃ ১ ॥ আদেশসমূহের আপিল [Appeals from orders]—ধারা-১০৪-এর বিধানসমূহ সাপেক্ষে নিম্নলিখিত আদেশসমূহের আপিল হবে ; যথা—

(ক) আর্জি যথাযথ আদালতে উপস্থাপিত করার জন্য ফেরতের আদেশ, যা আদেশ-৭ এর বিধি-১০-এর অধীন প্রদত্ত হয়েছে, শুধু সেইক্ষেত্র ব্যতিরেকে যখন আদেশ-৭-এর বিধি-১০-ক-তে নির্দিষ্ট প্রক্রিয়ার অনুসরণে তা দেওয়া হয়েছে;

* * * * * [(খ) লোপ করা হয়েছে] * * * * *

(গ) মকদ্দমার খারিজকরণ বাতিল করার আদেশের (এমন ক্ষেত্রে, যাতে আপিল হয়) আবেদন নামঞ্জুর কবার কোনো আদেশ, যা আদেশ-৯-এর বিধি-৯-এর অধীন প্রদত্ত হয়েছে ;

(ঘ) একতরফা প্রদত্ত ডিক্রিকে বাতিল করার আদেশের জন্য (এমন ক্ষেত্রে যেখানে আপিল হয়) আবেদন নামঞ্জুর করার কোনো আদেশ, যা আদেশ-৯-এর বিধি-১৩-র অধীনে প্রদত্ত হয়েছে ;

* * * * * [(ঙ)-এর লোপ করা হয়েছে]; * * * * *

(চ) আদেশ-১১-র বিধি-২১-এর অধীন কোনো আদেশ;

* * * * * [(ছ)-এর লোপ করা হয়েছে] ; * * * * *

* * * * * [(জ)-র লোপ করা হয়েছে] ; * * * * *

(ঝ) দস্তাবেজের বা পৃষ্ঠাঙ্কনের নিদর্শের ওপর করা আপত্তির ভিত্তিতে কোনো আদেশ, যা আদেশ-২১-এর বিধি-৪-এর অধীন প্রদত্ত হয়েছে ;

(ঞ) বিক্রয় বাতিল (বা রদ) করার বা বাতিল করা থেকে অস্বীকাব করার কোনো আদেশ। যা আদেশ ২১-এর বিধি-৭২ বা বিধি ৯২-এর অধীন প্রদত্ত হয়েছে;

(ঞ-ক) আবেদন নামঞ্জুর করার কোনো আদেশ, যা আদেশ-২১-এর বিধি-১০৬-এর উপবিধি (১)-এর অধীন প্রদত্ত হয়েছে, কিন্তু, মূল আবেদনের ওপর অর্থাৎ ঐ আদেশের বিধি-১০৫-এর উপবিধি (১)-এ নির্দিষ্ট আবেদনের ওপর আদেশ আপিলযোগ্য;

(ট) মকদ্দমা বাতিল বা খারিজকরণ রদ কবা থেকে অস্বীকার করার কোনো আদেশ বা আদেশ-২২-এর বিধি-৯-এর অধীন প্রদত্ত হয়েছে;

(ঠ) অনুমতি দেওয়ার বা অনুমতি দিতে অস্বীকার করার কোনো আদেশ, যা আদেশ-২২-এর বিধি-১০-এর অধীন প্রদত্ত হয়েছে;

* * * * * [(ড)-র লোপ করা হয়েছে] ; * * * * *

(ঢ) মকদ্দমার খারিজকরণ বাতিল করার আদেশের জন্য (এমন ক্ষেত্রে যেখানে আপিল হয়) আবেদনপত্র নামঞ্জুর করার কোনো আদেশ বা আদেশ-২৫-এর বিধি-২-এর অধীন প্রদত্ত হয়েছে ;

(ঢ-ক) অভাবী ব্যক্তি হিসেবে মকদ্দমা আনয়নের অনুমতির জন্য আদেনপত্র নামঞ্জুর করার কোনো আদেশ, যা আদেশ-৩৩-এর বিধি-৫ বা বিধি-৭-এর অধীন প্রদত্ত হয়েছে ;

* * * * * [(ণ)-র লোপ করা হয়েছে] ; * * * * *

(ত) অন্তরাভিবাচী মকদ্দমায় কোনো আদেশ, যা আদেশ-৩৫-এর বিধি-৩ বিধি-৪ বা বিধি-৬-এর অধীন প্রদত্ত হয়েছে ;

(থ) আদেশ-৩৮-এর বিধি-২, বিধি-৩ বা বিধি-৬-এর অধীন কোনো আদেশ;

(দ) আদেশ-৩৯-এর বিধি-১, বিধি-২, বিধি-২ক, বিধি-৪ বা বিধি-১০-এর অধীন কোনো আদেশ;

(ধ) আদেশ-৪০-এর বিধি-১ বা বিধি-৪-এর অধীন কোনো আদেশ;

(ন) আপিলকে আদেশ-৪১-এর বিধি-১৯-এর অধীন পুনঃগ্রহণ করা বা আদেশ-৪১-এর বিধি-২১-এর অধীন পুনঃশ্রবণ অস্বীকার করার কোনো আদেশ;

(প) যেখানে আপিল আদালতের ডিক্রির আপিল হয় সেখানে মকদ্দমা পুনঃপ্রেরণের কোনো আদেশ, যা আদেশ-৪১-এর বিধি-২০ বা বিধি—২৩-ক-র অধীন প্রদত্ত হয়েছে।

* * * * * [(ফ)-এর লোপ করা হয়েছে] ; * * * * *

(ব) পুনর্বিলোকনের জন্য আবেদনপত্র মঞ্জুর করার কোনো আদেশ যা আদেশ-৪৭-এর বিধি-৪-এর অধীন প্রদত্ত হয়েছে।

॥ বিধি ঃ ১-ক ॥ ডিক্রির বিরুদ্ধে আপিলের এমন আদেশের ওপর আপত্তি করার অধিকার, যার আপিল করা যায় না [Right to challenge non-appealable orders in appeal against decrees]—(১) যেখানে এই সংহিতার অধীন কোনো আদেশ কোনো পক্ষর বিরুদ্ধে দেওয়া হয় এবং তার পর রায় পক্ষর বিরুদ্ধে ঘোষিত হয় এবং ডিক্রি তৈরি করা হয়, সেখানে এমন পক্ষ ডিক্রির বিরুদ্ধে আপিলে এই মর্মে প্রতিবাদ করতে পারে (অর্থাৎ তর্ক উঠাতে পারে) যে, এমন আদেশ দেওয়া সমীচীন হয়নি এবং রায় ঘোষণা করা ঠিক হয়নি।

(২) এমন ডিক্রির বিরুদ্ধে আপিলে যা সন্তোষজনক মীমাংসা নথিভুক্ত করার পর বা সন্তোষজনক মীমাংসা নথিভুক্ত করা নামঞ্জুর করার পর মকদ্দমায় প্রদত্ত হয়েছে, আপিলকারীর এই ভিত্তিতে ডিক্রির প্রতিবাদ করার স্বাধীনতা থাকবে (অর্থাৎ প্রতিবাদ করতে পারবে বা তর্ক উঠাতে পারবে) যে, সন্তোষজনক মীমাংসা করা উচিত ছিল বা উচিত ছিল না।

॥ বিধি ঃ ২ ॥ প্রক্রিয়া [Procedure]—আদেশ-৪১-এর বিধিসমূহ আদেশসমূহে আপিলসমূহের ক্ষেত্র যতদূর সম্ভব প্রযোজ্য হবে।

আদেশ—৪৪
[ORDER : 44]
অভাবী ব্যক্তিদের দ্বারা আপিল
(Appeals by Indigent Persons)
(বিধি ১ থেকে বিধি ৩)

॥ **বিধি : ১ ॥ অভাবী ব্যক্তি হিসেবে কে আপিল করতে পারবে** [Who may appeal as an indigent person]—(১) আপিল করার অধিকারী যে কোনো ব্যক্তি যে আপিলের স্মারকলিপির জন্য প্রয়োজনীয় ফী দিতে অসমর্থ, আপিলের স্মারকলিপির সঙ্গে আবেদনপত্র উপস্থাপিত করতে পারবে এবং এমন যাবতীয় বিষয়ে, যেগুলোতে ঐ ধরনের আবেদনপত্র উপস্থাপিত করাও আছে, সেই সব বিধানের যা অভাবী ব্যক্তিদের দ্বারা মকদ্দমার ব্যাপারে হয়, সেই পর্যন্ত অধীন থাকা সাপেক্ষে যে পর্যন্ত এমন বিধানগুলো প্রযোজ্য হয়, অভাবী ব্যক্তি হিসেবে আপিল করার জন্য অনুমতি দেওয়া যাবে :

* * * * * (অনুবিধি লোপ করা হয়েছে) * * * * *

* * * * * (উপবিধি লোপ করা হয়েছে) * * * * *

॥ **বিধি : ২ ॥ কোর্ট-ফী দেওয়ার জন্য সময় মঞ্জুর করা** [Grant of time for payment of Court-fees]—যেখানে বিধি-১-এর অধীন আবেদনপত্র নামঞ্জুর (বা বাতিল) করা হয়, যেখানে আদালত আবেদনপত্র নামঞ্জুর করার সময় আবেদনকারীকে এমন অনুমতি দিতে পারবে যে, সে আবশ্যক ফী, আদালত কর্তৃক নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বা এমন সময়ের মধ্যে যা সময়ে-সময়ে বাড়ানো যায়, প্রদান করে এবং এমন প্রদানের (অর্থাৎ ফী শোধ করার) পর ঐ আপিলের স্মারকলিপির, যার সম্পর্কে ফী প্রদেয় হয়, তেমন ক্ষমতাসম্পন্ন ও প্রভাবসম্পন্ন হবে যেন ঐ ফী প্রথমবারে পরিশোধ করা হয়েছে।

॥ **বিধি : ৩ ॥ আবেদনকারী অভাবী ব্যক্তি কি না সেই প্রশ্নের ব্যাপারে খোঁজ খবর (বা তদন্ত)** [Inquiry as to whether applicant is an indigent person]—(১) যেখানে বিধি-১-এ নির্দিষ্ট আবেদনকারীকে যে আদালতের ডিক্রির আপিল করা হয়েছে, সেই আদালতে অভাবী ব্যক্তি হিসেবে মকদ্দমা দায়ের করার বা আপিল করার জন্য অনুমতি প্রদান করা হয়েছিল সেখানে যদি আবেদনকারী এমন বিবৃত করে শপথনামা দিয়ে থাকে যে, সে ঐ ডিক্রির তারিখ থেকে, যে তারিখে আপিল করা হয়েছে, অভাবী ব্যক্তি থেকে গেছে (অর্থাৎ না থাকার ব্যাপারে তাকে বিরত করা না হয়ে থাকে) তাহলে সে অভাবী ব্যক্তি কি না সেই প্রশ্নের ব্যাপারে কোনো অতিরিক্ত তদন্ত (বা খোঁজ খবর) করার প্রয়োজন হবে না, কি যদি সরকারি প্লিডার বা উত্তরবাদী এমন শপথনামাতে প্রদত্ত বিবৃতির ওপর বিবাদ উত্থাপন করে তাহলে পূর্বোক্ত প্রশ্নের তদন্ত (বা খোঁজ খবর) আপিল আদালত দ্বারা বা আপিল আদালতের আদেশের অধীন সেই আদালতেরই আধিকারিক দ্বারা করা যাবে।

(২) যেখানে বিধি-১১-এ নির্দিষ্ট আবেদনকারীর ব্যাপারে এমন অভিযোগ করা হয় যে, সে ঐ ডিক্রির তারিখ থেকে, যে তারিখে আপিল করা হয়েছিল, অভাবী ব্যক্তি হয়েছে সেখানে সে অভাবী ব্যক্তি কি না এই প্রশ্নের তদন্ত আপিল আদালত দ্বারা বা আপিল আদালতের আদেশের অধীন সেই আদালতেরই আধিকারিক দ্বারা সেই ক্ষেত্রে করা যাবে, যাতে আপিল আদালত মকদ্দমার পরিস্থিতিতে এমন আবশ্যক মনে করে না, যে, তদন্ত এমন আদালত দিয়ে করানো দরকার যার সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আপিল করা হয়েছে।

আদেশ—৪৫
[ORDER : 45]
উচ্চতম আদালতে আপিল
(Appeals to the Supreme Court)
(বিধি ১ থেকে বিধি ১৬)

॥ **বিধি ঃ ১ ॥ 'ডিক্রি'-র সংজ্ঞা** ['Decree' defined]—এই আদেশে, যতক্ষণ বিষয় বা প্রসঙ্গে কোনো কিছু বিরুদ্ধ না হয়, চূড়ান্ত আদেশও ডিক্রি শব্দটির অন্তর্ভুক্ত হবে।

॥ **বিধি ঃ ২ ॥ সেই আদালতে আবেদন যে আদালতের ডিক্রির বিরুদ্ধে অভিযোগ আনা হয়েছে** [Application to Court whose decree complained of]—(১) যে কেউ উচ্চতম আদালতে আপিল করতে চায়, সে, যে আদালতের ডিক্রির বিরুদ্ধে অভিযোগ আনা হয়েছে সেই আদালতে আর্জি (বা দরখাস্ত) দ্বারা আবেদন করবে।

(২) উপবিধি (১)-এর অধীন প্রত্যেক আর্জির (দরখাস্তর) শুনানি যথাসম্ভব দ্রুততার সঙ্গে করা হবে এবং আবেদন পত্রের বিলিবন্দেজ, যে তারিখে ঐ আর্জি (দরখাস্ত) উপবিধি (১)-এর অধীন আদালতে উপস্থাপিত করা হয় সেই তারিখ থেকে ষাট দিনের মধ্যে সম্পন্ন (শেষ) করার চেষ্টা করতে হবে।

॥ **বিধি ঃ ৩ ॥ মূল্য বা ঔচিত্যের ব্যাপারে প্রমাণপত্র** [Certificate as to value or fitness]—(১) প্রত্যেক আর্জিতে (দরখাস্ততে) আপিলের ভিত্তি (বা কারণ) বিবৃত থাকবে এবং এমন প্রমাণপত্রের জন্য প্রার্থনা থাকবে যে—

(এক) মকদ্দমাটিতে সাধারণ গুরুত্বের সারগর্ভ আইনী প্রশ্ন অন্তর্ভুক্ত আছে;

(দুই) আদালতের মতে উক্ত প্রশ্নের মীমাংসা উচ্চতম আদালত দ্বারা করা আবশ্যক ;

(২) আদালত এমন আর্জি (বা দরখাস্ত) পাওয়ার পর বিরোধী পক্ষর ওপর বিজ্ঞপ্তি জারি করা হোক বলে নির্দেশ দেবে যাতে সে কারণ দর্শায় যে, উক্ত প্রমাণপত্র কেন দেওয়া হবে না।

॥ **বিধি ঃ ৪** ॥ নিরসিত [মকদ্দমার পুনর্বিন্যাসকবণ]

॥ **বিধি ঃ ৫** ॥ নিরসিত [প্রথমবারের আদালতে বিচার্য-বিষয় পুনরায় পাঠানো]

॥ **বিধি ঃ ৬ ॥ প্রমাণপত্র দিতে অস্বীকার করার প্রভাব** [Effect of refusal of Certificate]— যেক্ষেত্রে এমন প্রমাণপত্র দিতে অস্বীকার করা হয়, সেক্ষেত্রে আর্জি (বা দরখাস্ত) খারিজ করে দেওয়া হবে।

॥ **বিধি ঃ ৭ ॥ প্রমাণপত্র দেওয়া হলে প্রতিভূতিও জমা দেওয়া প্রয়োজন** [Security and deposit required on grant of certificate]—(১) যেখানে প্রমাণপত্র দিয়ে দেওয়া হয়, সেখানে আবেদনকাবী, যে ডিক্রির বিরুদ্ধে অভিযোগ করা হয়েছে সেই ডিক্রির তারিখ থেকে নব্বই দিন বা কারণ দর্শানোর পর আদালত

কর্তৃক অনুমোদিত ষাট দিনের বেশি নয় এমন অতিরিক্ত সময়ের মধ্যে বা প্রমাণপত্র দেওয়ার তারিখ থেকে ছ' সপ্তাহের মধ্যে, যেটি পরের তারিখ হবে,—

(ক) উত্তরবাদীর খরচের জন্য প্রতিভূতি নগদে বা সরকারি প্রতিভূতিতে দেবে; এবং

(খ) এমন টাকা জমা দেবে যা মকদ্দমার পুরো নথির অনুবাদ করানোর, নকল করানোর (অনুলিপি করানোর), ভূমিকা (বা সূচি) তৈরি করানোর, মুদ্রণ ও তার নির্ভুল প্রতিলিপি উচ্চতম আদালতে পাঠানোর খরচ বাবদ প্রয়োজন হয়, কিন্তু নিম্নলিখিত বিষয়গুলোর জন্য টাকা জমা করা হবে না—

(১) সেই সব নিয়মমাফিক (Formal) দস্তাবেজ, যেগুলোর বর্জন (বা বাদ) করার জন্য উচ্চতম আদালতকে সমকালে বলবৎ কোনো বিধি দ্বারা নির্দেশ দেওয়া হয়েছে;

(২) এমন কাগজপত্র যেগুলো পক্ষরা বাদ দেওয়ার জন্য স্বীকৃত হয়;

(৩) এমন হিসেবপত্র বা হিসেবপত্রের অংশ বিশেষ, যা আদালত দ্বারা এই প্রয়োজন হেতু ক্ষমতাপ্রাপ্ত আধিকারিক অনাবশ্যক বলে মনে করে এবং যাদের সম্পর্কে পক্ষরা সুনির্দিষ্ট ভাবে দাবি জানায় নি যে, সেগুলো একত্রিত করা হোক;

(৪) এমন অন্য দস্তাবেজ যেগুলো বাদ দেওয়ার জন্য উচ্চ আদালত নির্দেশ দেবে ঃ

প্রকাশ থাকে যে, আদালত প্রমাণপত্র দেওয়ার সময় এমন যে কোনো বিরোধী পক্ষর, যে হাজির হয়, বক্তব্য শোনার পর, বিশেষ কষ্টের (বা অসুবিধার) কথা মনে রেখে অন্য কোনো ভাবে প্রতিভূতি দেওয়ার ব্যাপারে আদেশ দিতে পারবে ঃ

আরও প্রকাশ থাকে যে, এমন প্রতিভূতির প্রকৃতির ব্যাপারে প্রতিবাদ তোলার জন্য বিরোধী পক্ষকে কোনো মুলতবিকরণের অনুমোদন দেওয়া যাবে না।

* * * * * (উপবিধি লোপ করা হয়েছে) * * * * *

॥ বিধি ঃ ৮ ॥ আপিল গ্রহণ ও তার ওপর প্রক্রিয়া [Admission of appeal and procedure there on]—যেখানে আদালতকে সন্তোষজনকভাবে এমন প্রতিভূতি দেওয়া হয়েছে এবং জমা করে দেওয়া হয়েছে, সেখানে আদালত—

(ক) ঘোষণা করবে যে, আপিল গৃহীত হয়েছে;

(খ) এর বিজ্ঞপ্তি উত্তরবাদীকে দেবে;

(গ) যেগুলো বাদ দেওয়ার কথা আগে বলা হয়েছে, আদালতের নাম মুদ্রার অধীনে, সেগুলো ছাড়া উক্ত নথির একটি নির্ভুল প্রতিলিপি উচ্চতম আদালতে পাঠাবে; এবং

(ঘ) উভয়ের মধ্যে কোনো পক্ষকে মকদ্দমার কাগজপত্রের কোনো এক বা একাধিক প্রমাণিত প্রতিলিপি সেগুলোর জন্য তার দ্বারা আবেদন করা হলে এবং সেগুলি তৈরি করতে হওয়া যুক্তিসঙ্গত খরচ প্রদান করার পরে দেবে।

॥ বিধি ঃ ৯ ॥ প্রতিভূতি স্বীকার্যের সংহরণ [Revocation of acceptance of

security]—আদালত আপিল গ্রহণ করার আগে যে কোনো সময়, কারণ দর্শানোর পর, এমন কোনো প্রতিভূতি স্বীকার্যের সংহরণ করতে পারবে এবং তার সম্পর্কে অতিরিক্ত নির্দেশ দিতে পারবে।

॥ বিধি : ৯-ক ॥ মৃত পক্ষদের ক্ষেত্রে বিজ্ঞপ্তি দেওয়া থেকে বিরতি দানের ক্ষমতা [Power to dispense with notices in case of deceased]—এই বিধিসমূহে বিধৃত কোনো বিষয় যেখানে বিরোধীপক্ষ বা উত্তরবাদীর ওপর কোনো বিজ্ঞপ্তি দেওয়া বা কোনো বিজ্ঞপ্তি দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া আছে এমন অর্থ বহন করে বলে ধরা হবে না, যে কোনো মৃত বিপরীত পক্ষর বা উত্তরবাদীর বৈধিক প্রতিনিধির ওপর বিজ্ঞপ্তি জারি করতে হবে এমন মকদ্দমাতে যেখানে এইরকম বিপরীত পক্ষ বা উত্তরবাদী সেই আদালতের শুনানিতে হাজির হয় না, যার ডিক্রির বিরুদ্ধে অভিযোগ আনা হয়েছে অথবা হাজির হয়নি ঐ আদালতের ডিক্রির পরবর্তী কোনো কার্যবাহে :

প্রকাশ থাকে যে, বিধি-৩-এর উপবিধি (২)-এর অধীন ও বিধি-৮-এর অধীন বিজ্ঞপ্তি ঐ জেলার বিচারকের আদালত ভবনে যে জেলাতে মকদ্দমা মূলতঃ আনা হয়েছিল, কোনো সহজদৃশ্য স্থানে এঁটে (বা লাগিয়ে) দিয়ে এবং এমন খবরের কাগজে, আদালত যেমন নির্দেশ দেয়, বিজ্ঞাপন দিয়ে জারি করতে হবে।

॥ বিধি : ১০ ॥ অতিরিক্ত প্রতিভূতি বা অর্থ প্রদানের আদেশ দেওয়ার ক্ষমতা [Power to order further security or payment]—যেখানে আপিল গৃহীত হওয়ার পর কিন্তু আগে যেমন বলা হয়েছে, তা ব্যতিরেকে নথির প্রতিলিপি উচ্চতম আদালতে পাঠানোর আগে যে কোনো সময় এমন প্রতিভূতি যথেষ্ট নয় বলে প্রতীয়মান হয়—

অথবা, আগে যেমন বলা হয়েছে তা ব্যতিরেকে, নথির অনুবাদ করাতে, নকল করাতে, মুদ্রণ, ভূমিকা (বা সূচি) তৈরি করতে বা তার প্রতিলিপি পাঠাবার প্রয়োজন হেতু আরও টাকা দেওয়া আবশ্যক হয়,

সেখানে আদালত আপিলকারীকে নির্দেশ দিতে পারবে যে, সে অন্য এবং যথেষ্ট প্রতিভূতি আদালত দ্বারা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে দিয়ে দেয় অথবা তেমন সময়েব মধ্যেই সে টাকা দেয় যেমন সময়ের মধ্যে তা দেওয়া প্রয়োজন।

॥ বিধি : ১১ ॥ আদেশ পালনে ব্যর্থতার প্রভাব [Effect of failure to comply with order]—যেখানে আপিলকারী এমন আদেশের পালন করাতে ব্যর্থ হয়, সেখানে কার্যবাহ রদ করে দেওয়া যাবে এবং আপিলে উচ্চতম আদালতের এই হেতু আদেশ ছাড়া আর কার্যবাহ চালানো যাবে না (অর্থাৎ কার্যবাহকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া যাবে না);

এবং যে ডিক্রির আপিল করা হয়েছে, এর মধ্যে তার নির্বাহ রদ করা যাবে না।

॥ বিধি : ১২ ॥ জমার উদ্বৃত্ত অংশ ফেরত [Refund of balance deposit]—আগে যেমন বলা হয়েছে তেমন ব্যতিরেকে (অর্থাৎ আগে যেগুলো বাদ দেওয়া যেতে পারে বলে বলা হয়েছে, সেগুলি ব্যতিরেকে) যখন নথির প্রতিলিপি উচ্চতম আদালতে পাঠানো হয়ে গেছে, তখন আপিলকারী বিধি-৭-এর অধীন তার দ্বারা জমাকৃত টাকার বাকি অংশ [যদি কিছু থাকে] ফেরত নিতে পারবে।

॥ বিধি ঃ ১৩ ॥ অমীমাংসিত আপিলের ক্ষেত্রে আদালতের ক্ষমতা [Powers of Court pending appeal]—(১) যতক্ষণ আদালত ভিন্নরূপ নির্দেশ না দিচ্ছে ততক্ষণ, যে ডিক্রির আপিল করা হয়েছে, সেই ডিক্রির শর্তহীন নির্বাহ যে কোনো আপিল গ্রহণের জন্য প্রমাণপত্র মঞ্জুর করে দেওয়া হলেও করা যাবে।

(২) আদালত যদি সঙ্গত মনে করে তাহলে মকদ্দমার সঙ্গে স্বার্থ সংশ্লিষ্ট কোনো পক্ষ দ্বারা দর্শানো কোনো বিশেষ হেতুতে কিংবা আদালতের অন্য ভাবে প্রতীয়মান হয় যে—

(ক) বিবাদগ্রস্ত যে কোনো অস্থাবর সম্পত্তিকে বা তার কোনো অংশকে বাজেয়াপ্ত করতে পারবে; অথবা,

(খ) উত্তরবাদীর কাছে, আদালত এ ধরনের কোনো আদেশের যথাযথ পালনে সঙ্গত মনে করে, এমন প্রতিভূতি নিয়ে যা উচ্চতম আদালত আপিল করে, আপিল করা হয়েছে এমন ডিক্রির নির্বাহর (জারির) অনুমতি দিতে পারবে ;

(গ) আপিলকারীর কাছে এমন প্রতিভূতি নিয়ে যা ঐ ডিক্রির—যে ডিক্রির আপিল করা হয়েছে অথবা এমন কোনো ডিক্রির বা আদেশের যা উচ্চতম আদালত আপিলে দেয়, যথাযথ পালনের জন্য আদালত সঙ্গত মনে করে এমন ডিক্রির, যার আপিল করা হয়েছে, নির্বাহ (বা জারিকরণ) রদ করতে (বা মুলতবি করতে) পারবে ; অথবা

(ঘ) আদালতের সাহায্য প্রার্থী যে কোনো পক্ষর ওপর আদালত সঙ্গত মনে করে এমন শর্তাদি আরোপ করে বা আপিলের বিষয়-বস্তুর ব্যাপারে এমন নির্দেশ দিয়ে, রিসিভার নিয়োগ করে বা অন্য ভাবে করতে পারবে।

॥ বিধি ঃ ১৪ ॥ অপর্যাপ্ত দেখা গেলে প্রতিভূতি বাড়ানো [Increase security found inadequate]—(১) যেখানে উভয়ের মধ্যে কোনো পক্ষ দ্বারা প্রদত্ত প্রতিভূতি আপিলের বিচারাধীন থাকাকালে কোনো সময়ে অপর্যাপ্ত প্রতীয়মান হয়, সেখানে আদালত অন্য পক্ষর আবেদনক্রমে অতিরিক্ত (বাড়তি) প্রতিভূতি অভিপ্রায় করতে পারে (অর্থাৎ চাইতে পারে)।

(২) আদালত কর্তৃক অভিপ্রায় মতো (অর্থাৎ যেমন চাওয়া হয়েছে) অতিরিক্ত প্রতিভূতি দেওয়াতে ব্যর্থ হলে (বা অন্যথা করলে)—

(ক) যেক্ষেত্রে মূল প্রতিভূতি আপিলকারী দ্বারা দেওয়া হয়েছিল সেইক্ষেত্রে, আদালত যে ডিক্রির আপিল করা হয়েছে সেই ডিক্রির নির্বাহ (বা জারি) উত্তরবাদীর আবেদনক্রমে এমনভাবে করতে পারবে যেন আপিলকারী এমন কোনো প্রতিভূতি দেয়ই নি;

(খ) যেক্ষেত্রে মূল প্রতিভূতি উত্তরবাদী দ্বারা দেওয়া হয়েছে, সেইক্ষেত্রে আদালত ডিক্রির অতিরিক্ত নির্বাহ (বা জারি) যতদূর সম্ভব রদ করবে এবং পক্ষদেরকে সেই অবস্থাতে নিয়ে আসবে যে অবস্থায় তারা সেই সময়ে ছিল যখন ঐ প্রতিভূতি দেওয়া হয়েছিল যা অপর্যাপ্ত প্রতীয়মান হয়, অথবা আপিলের বিষয়-বস্তুর ব্যাপারে এমন নির্দেশ দেবে যা ঐ আদালত সঙ্গত মনে করে।

॥ বিধি ঃ ১৫ ॥ উচ্চতম আদালতের আদেশসমূহ বলবৎ করার প্রক্রিয়া [Procedure to enforce orders of the Supreme Court]—(১) যে কেউ

উচ্চতম আদালতের কোনো ডিক্রি বা আদেশ নির্বাহ (বা জারি) করতে চাইছে সে সেই ডিক্রিব যা আপিলে প্রদত্ত হয়েছিল অথবা সেই আদেশের যা আপিলে দেওয়া হয়েছিল আর যার নির্বাহ অভিপ্রায় করা হয়েছে, প্রমাণিত প্রতিলিপি সহ আর্জি (দরখাস্ত) দ্বারা যে আদালতের আপিল উচ্চতম আদালতে করা হয়েছিল সেই আদালতে আবেদন করবে।

(২) এমন আদালত, উচ্চতম আদালতের ডিক্রি বা আদেশকে সেই আদালতে প্রেরণ করবে যে আদালত ঐ প্রথম ডিক্রি, যার আপিল করা হয়েছে, প্রদান করেছিল অথবা এমন অন্য আদালতকে প্রেরণ করবে যা উচ্চতম আদালত এ ধরনের ডিক্রি বা আদেশ দ্বারা নির্দিষ্ট করবে এবং [উভয় পক্ষর মধ্যে যে কোনো পক্ষর আবেদনক্রমে] এমন নির্দেশ দেবে যা তার নির্বাহের জন্য আবশ্যক হয় (বা অভিপ্রেত হয়) এবং সেই আদালত, যেখানে উক্ত ডিক্রি বা আদেশ এমনভাবে প্রেরণ করা হয়েছে, তদনুসারে তার নির্বাহ সেই পদ্ধতিতে এবং সে বিধানসমূহ সাপেক্ষে করবে যা তার মূল ডিক্রিসমূহে প্রযোজ্য হয়।

* * * * [উপবিধি (৩)-এর লোপ করা হয়েছে]। * * * *

(৪) যতক্ষণ উচ্চতম আদালত ভিন্নরূপ নির্দেশ না দেয় ঐ আদালতের কোনো ডিক্রি বা আদেশ এইভিত্তিতে অকার্যকর হবে না, যে কোনো মৃত বিরোধী পক্ষ বা মৃত উত্তরবাদীর বৈধিক প্রতিনিধির ওপর এমন কোনো মকদ্দমায়, যাতে এমন বিরোধী পক্ষ বা উত্তরবাদী শুনানির সময় ঐ আদালতে, যার ডিক্রির বিরুদ্ধে অভিযোগ তোলা হয়েছে অথবা ঐ আদালতের ডিক্রির পরবর্তী যে কোনো কার্যবাহে হাজির হয়নি, কোনো বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়নি অথবা তাকে এমন বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হয়নি, কিন্তু এমন আদেশের তেমনই ক্ষমতাসম্পন্ন এবং প্রভাবসম্পন্ন হবে যেন, ঐ আদেশ মৃত্যুর আগে দেওয়া হয়েছে।

॥ বিধি : ১৬ ॥ জারি সম্পর্কিত আদেশের আপিল [Appeal from order relating to execution]—উচ্চতম আদালতের ডিক্রি বা আদেশের নির্বাহ, যা আদালত করে ঐ আদালত দ্বারা এমন নির্বাহ সম্পর্কে প্রদত্ত আদেশ সেই পদ্ধতিতেই, আর সেই বিধিগুলোরই অধীন আপিলযোগ্য হবে যে পদ্ধতি ও যে বিধির অধীন ঐ আদালতের ডিক্রিসমূহের নির্বাহ সম্পর্কিত আদেশ আপিলযোগ্য হয়।

॥ বিধি : ১৭ ॥ ফেডেরাল আদালতে আপিল [Appeals to Federal Court]—নিরসিত।

আদেশ—৪৬
[ORDER : 46]
প্রেরণ
(Reference)
(বিধি ১ থেকে বিধি ৭)

॥ বিধি ঃ ১ ॥ উচ্চ আদালতে প্রশ্ন প্রেরণ [Reference of question to High Court]—যেখানে এমন মকদ্দমা বা আপিলের, যাতে ডিক্রির আপিল চলে না, শুনানির আগে বা শুনানির সময় অথবা যেখানে এমন কোনো ডিক্রির নির্বাহতে কোনো আইনের বা আইনের ক্ষমতা সম্পন্ন প্রথার (বা প্রচলিত রীতির) এমন কোনো প্রশ্ন উৎপন্ন হয়, যার সম্পর্কে ঐ আদালত যে মকদ্দমা বা আপিলের বিচার করছে অথবা ডিক্রির নির্বাহ করছে, যুক্তিসঙ্গত কারণে সন্দেহ (বা শঙ্কা) করে সেখানে ঐ আদালত স্বেচ্ছায় অথবা পক্ষদের কারো আবেদনক্রমে মকদ্দমার তথ্য সমূহের এবং ঐ বিষয় বিন্দুর, যার সম্পর্কে সন্দেহের অবকাশ আছে, বিবৃতি তৈরি করতে পারবে এবং এমন বিবৃতি ঐ বিষয় বিন্দুর ব্যাপারে তার অভিমত সহ উচ্চ আদালতের মীমাংসার (বা সিদ্ধান্তের) জন্য প্রেরণ করতে পারবে।

॥ বিধি ঃ ২ ॥ আদালত এমন ডিক্রি পাশ করতে পারবে যা উচ্চ আদালতের সিদ্ধান্ত সাপেক্ষ [Court may pass decree contingent upon decision of High Court]—আদালত কার্যবাহসমূহ রদ করতে পারবে অথবা এমন প্রেরণ সত্ত্বেও মকদ্দমাতে অগ্রসর হতে পারবে এবং উচ্চ আদালতকে পাঠানো বিষয়-বিন্দুর সিদ্ধান্তের ওপর আশ্রিত ডিক্রি প্রদান করতে পারবে বা আদেশ দিতে পারবে ;

কিন্তু এমন কোনো মামলাতে, যেক্ষেত্রে এমন প্রেরণ করা হয়েছে (অর্থাৎ নির্দেশ করা হয়েছে), যে কোনো ডিক্রি বা আদেশ নির্বাহ (বা জারি) করা যাবে না, যতক্ষণ উচ্চ আদালতের রায়-এর প্রতিলিপি না পাওয়া যাবে।

॥ বিধি ঃ ৩ ॥ উচ্চ আদালতের রায় পাঠানো হবে এবং মামলা বিলিবন্দেজ ও সেই তদনুসারে করা হবে [Judgment of High Court to be transmitted and disposed of accordingly]—যদি পক্ষরা হাজির হয় এবং শুনানি অভিপ্রায় (অর্থাৎ বাঞ্ছা) করে, তাহলে উচ্চ আদালত তাদের বক্তব্য শোনার পর এভাবে প্রেরিত বিষয়-বিন্দুর মীমাংসা করবে এবং তার রায়-এর রেজিস্টার দ্বারা স্বাক্ষরিত প্রতিলিপি যে আদালত নির্দেশ দিয়েছিল সেই আদালতে পাঠাতে হবে এবং এমন আদালত তা পাওয়ার পর ঐ মামলাটি উচ্চ আদালতের সিদ্ধান্তের অনুরূপ বিলিবন্দেজ করার জন্য অগ্রসর হবে।

॥ বিধি ঃ ৪ ॥ উচ্চ আদালতের প্রেরণের ব্যয় (রেফারেন্স বাবদ খরচা) [Costs of reference to High Court]—উচ্চ আদালত সিদ্ধান্তের জন্য পাঠানোর ফলস্বরূপ খরচ (যদি হয়) মামলার খরচ বলে গণ্য হবে (বা বিবেচিত হবে)।

॥ বিধি ঃ ৪-ক ॥ ১১৩নং ধারায় উল্লিখিত শর্তের অধীন উচ্চ আদালতকে প্রেরণ [Reference to High Court under provision to section 113]—আদালত দ্বারা ১১৩ নং ধারার ব্যতিক্রম-এর (অনুবিধির) অধীন পাঠানো যে কোনো প্রেরণ

বিধি-২, বিধি-৩ ও বিধি-৪-এর বিধানসমূহ তেমন ভাবেই প্রযোজ্য হবে যেমন সেগুলো বিধি-১-এর অধীন পাঠানো প্রেষণের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হয়।

॥ বিধি ঃ ৫ ॥ প্রেষণকারী আদালতের (রেফারেন্স প্রদানকারী আদালতের) ডিক্রিকে পরিবর্তন ইত্যাদির ক্ষমতা [Power to alter, etc, decree of Court making reference]—যেখানে উচ্চ আদালতকে কোনো মামলার প্রেরণ (নির্দেশ) বিধি-১-এর অধীন বা ধারা-১১৩-এর 'ব্যতিক্রম'-এর অধীন করা হয় সেখানে উচ্চ আদালত মামলার সংশোধনের জন্য ফেরত পাঠাতে পারবে এবং এমন কোনো ডিক্রি বা আদেশ পরিবর্তিত, রদ বা বাতিল করতে পারবে, যা প্রেরণকারী আদালত ঐ মামলাতে প্রদান করেছে অথবা সম্পাদন করেছে, যার থেকে রেফারেন্স উত্থিত হয়েছে এবং এমন আদেশ করতে পারবে যা আদালত সঙ্গত মনে করবে।

॥ বিধি ঃ ৬ ॥ লঘুবাদে অধিক্ষেত্র সম্পর্কিত প্রশ্নসমূহ উচ্চ আদালতে প্রেরণের ক্ষমতা [Power to refer to High Court questions as to jurisdiction in small causes]—(১) যেখানে রায়-এর আগে, কোনো সময় ঐ আদালত, যে আদালতে মকদ্দমা দায়ের করা হয়েছে, এমন সন্দেহ করে যে, ঐ মকদ্দমা লঘুবাদ আদালত দ্বারা বিচারার্থ গ্রহণযোগ্য অথবা এমন বিচারর্থ গ্রহণযোগ্য নয়, সেখানে আদালত মকদ্দমার প্রকৃতির ব্যাপারে সন্দেহ করার জন্য স্বীয় কারণসমূহের বিবৃতি সহ নথি উচ্চ আদালতে পাঠাতে পারবে।

(২) নথি ও বিবৃতি পাওয়ার পর উচ্চ আদালত ঐ আদালতকে মকদ্দমায় অগ্রসর হওয়ার জন্য বা আর্জি এমন আদালতে উপস্থাপিত করার জন্য যে আদালতের ব্যাপারে তার আদেশ দ্বারা ঘোষণা করতে পারে যে, ঐ আদালত মকদ্দমা বিচারার্থ গ্রহণ করার জন্য যোগ্যতাসম্পন্ন, ফেরতের জন্য আদেশ দিতে পারবে।

॥ বিধি ঃ ৭ ॥ লঘুবাদে অধিক্ষেত্র সম্পর্কিত ভ্রান্ত কার্যবাহ পুনরীক্ষণের জন্য জেলা আদালতের প্রেরণের ক্ষমতা [Power to District Court to submit for revision proceedings had under mistake as to jurisdiction in small causes]—যেখানে জেলা আদালতের এমন প্রতীয়মান হয় যে, তার অধীনস্থ আদালত ভুল ধারণা পোষণ হেতু যে, মকদ্দমা লঘুবাদ আদালত দ্বারা বিচারার্থ গ্রহণযোগ্য বা গ্রহণযোগ্য নয় বলে মনে করে, আইন দ্বারা তাকে প্রদত্ত অধিক্ষেত্র প্রয়োগ করতে অসফল হয়েছে কিংবা এভাবে প্রাপ্ত নয় এমন অধিক্ষেত্র প্রয়োগ করেছে, তেমন ক্ষেত্রে জেলা আদালত এবং যদি কোনো পক্ষর প্রয়োজন হয় তাহলে মকদ্দমাটির প্রকৃতি (বা ধরন) সম্পর্কে অধীন আদালতের অভিমত ভ্রান্ত বিবেচনা করার কারণ উল্লেখ করে একটি বিবৃতি সহ নথিপত্র হাইকোর্টে পাঠাতে পারবে।

(২) নথি ও বিবৃতি পাওয়ার পর উচ্চ আদালত যেমন সঙ্গত মনে করবে মকদ্দমাতে তেমন আদেশ দিতে পারবে।

(৩) যে মকদ্দমা উচ্চ আদালতে এই বিধির অধীন পাঠানো হয়েছে, সেই মামলাতে ডিক্রির পরবর্তী যে কোনো কার্যবাহর ব্যাপারে উচ্চ আদালত পরিস্থিতি অনুযায়ী যেমন ন্যায়সঙ্গত ও প্রয়োজনীয় মনে করবে তেমন আদেশ দিতে পারবে।

(৪) জেলা আদালতের অধীনস্থ আদালত এমন রিকুইজিশন মান্য করবে যা জেলা আদালত এই বিধির প্রয়োজন হেতু কোনো নথি বা তথ্যের জন্য তৈরি করে।

আদেশ—৪৭
[ORDER : 47]
পুনরীক্ষণ (বা পুনর্বিলোকন)
(Review)
(বিধি ১ থেকে বিধি ৯)

॥ বিধি : ১ ॥ রায় পুনরীক্ষণের জন্য আবেদন [Application for review of judgment]—(১) যে কোনো ব্যক্তি—

(ক) কোনো এমন ডিক্রি বা আদেশ দ্বারা যার আপিলের জন্য অনুমতি দেওয়া হয়েছে কিন্তু যার কোনো আপিল করা হয়নি; অথবা

(খ) এমন কোনো ডিক্রি বা আদেশ দ্বারা, যার আপিলের অনুমতি নাই ; অথবা

(গ) লঘুবাদ আদালত কর্তৃক সম্পাদিত প্রেষণের ওপর সিদ্ধান্ত দ্বারা নিজেকে ব্যথিত মনে করে এবং যা এমন নতুন ও গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বা সাক্ষ্য সম্পর্কে অবহিত হওয়া থেকে যথেষ্ট তৎপরতা সত্ত্বেও সেই সময়ে, যখন ডিক্রি প্রদান করা হয়েছিল, কিংবা আদেশ দেওয়া হয়েছিল, তাকে বিরত থাকতে হয়েছিল অথবা তার দ্বারা দাখিল করা সম্ভব ছিল না অথবা কোনো ভ্রান্তি বা ত্রুটির জন্য যা নথি দেখলে তবেই প্রকাশ পায় অথবা কোনো অন্য যথেষ্ট কারণে সে বাঞ্ছা করে যে, তার বিরুদ্ধে প্রদত্ত ডিক্রি বা প্রদত্ত আদেশ পুনরীক্ষণ (পুনর্বিলোকন) করা হোক সে ঐ আদালতের কাছে রায়-এর পুনরীক্ষণের জন্য (বা পুনর্বিলোকনের জন্য) আবেদন করতে পারবে যে আদালত ঐ ডিক্রি জারি করেছিল বা ঐ আদেশ দিয়েছিল।

(২) যে পক্ষ ডিক্রি বা আদেশের জন্য আপিল করছে না, ঐ পক্ষ রায়-এর পুনরীক্ষণের জন্য আবেদনপত্র এমনটা সত্ত্বেও যে, অন্য কোনো পক্ষর দ্বারা সম্পাদিত আপিল বিচারাধীন আছে, সেই ক্ষেত্র ব্যতিরেকে করতে পারবে, যেক্ষেত্রে এমন আপিলের ভিত্তি (বা কারণ, বা ভূমি) আবেদনকারী ও আপিলকারী উভয়ের মধ্যে একই থাকে অথবা যেখানে উত্তরবাদী হয়ে সে আপিল আদালতে ঐ মকদ্দমা দায়ের করতে পারবে যার ভিত্তিতে পুনরীক্ষণের জন্য সে আবেদন করে।

স্পষ্টীকরণ—কোনো বৈধিক প্রশ্নের সিদ্ধান্ত, যার ওপর আদালতের রায় প্রতিষ্ঠিত, অন্য কোনো মকদ্দমাতে উচ্চতর আদালতের পরবর্তী সিদ্ধান্ত দ্বারা উল্টে দেওয়া হয়েছে বা পরিবর্তিত করা হয়েছে, এই তথ্য ঐ রায়-এর পুনরীক্ষণের জন্য ভিত্তি (বা কারণ) হবে না।

॥ বিধি : ২ ॥ পুনরীক্ষণের জন্য আবেদন কাকে করতে হবে [To whom application for review may be made]—নিরসিত।

॥ বিধি : ৩ ॥ পুনরীক্ষণের জন্য আবেদনের নিদর্শ [Form of applications for review]—আপিল করার নিদর্শের ব্যাপারে যে বিধানগুলো দেওয়া আছে, তা পুনরীক্ষণের আবেদনসমূহে যথা আবশ্যক পরিবর্তন সহ প্রযোজ্য হবে।

॥ বিধি : ৪ ॥ আবেদনপত্র কখন নামঞ্জুর করা হবে [Application where rejected]—(১) যেখানে আদালতের এমন প্রতীয়মান হয় যে, পুনরীক্ষণের জন্য যথেষ্ট কারণ নেই, সেখানে আবেদনপত্র নামঞ্জুর করে দেওয়া হবে।

(২) আবেদনপত্র কখন মঞ্জুর করা হবে [Application where granted]—যেখানে আদালতের অভিমত হলো যে, পুনরীক্ষণের জন্য আবেদনপত্র মঞ্জুর করা আবশ্যক সেখানে আদালত তা মঞ্জুর করবে ঃ

প্রকাশ থাকে যে,—

(ক) এমন কোনো আবেদনপত্র বিরোধী পক্ষকে এমন পূর্ববর্তী বিজ্ঞপ্তি দেওয়া ব্যতিরেকে মঞ্জুর করা যাবে না যাতে সে হাজির হওয়ার এবং সেই ডিক্রি বা আদেশের, যার পুনরীক্ষণের জন্য আবেদন করা হয়েছে, তার সমর্থনে শোনার জন্য সক্ষম হয়; এবং

(খ) এমন কোনো আবেদন এমন নতুন বিষয় বা সাক্ষ্যর ব্যাপারে অবগতির ভিত্তিতে, যার সম্পর্কে আবেদনকারী অভিযোগ করে যে, সে ঐ সময়ে যখন ডিক্রি প্রদান করা হয়েছিল বা আদেশ দেওয়া হয়েছিল, তার গোচরে ছিল না, অথবা তার দ্বারা পেশ করা সম্ভব ছিল না, এমন অভিযোগের পুরো প্রমাণ ছাড়া মঞ্জুর করা যাবে না।

॥ বিধি ঃ ৫ ॥ দুই বা ততোধিক ন্যায়াধীশ দ্বারা গঠিত আদালতে পুনরীক্ষণের জন্য আবেদন [Application for review in Court consisting of two or more judges]—যেখানে ঐ ন্যায়াধীশ বা ন্যায়াধীশগণ বা ঐ ন্যায়াধীশদের মধ্যে কেউ, যিনি বা যাঁরা ঐ ডিক্রি প্রদান করেছিলেন অথবা আদেশ দিয়েছিলেন ; যার পুনরীক্ষণের জন্য আবেদন করা হয়েছে, ঐ আদালতে সেই সময়ে নিযুক্ত আছেন, যখন পুনরীক্ষণের জন্য আবেদনপত্র উপস্থাপিত করা হয় এবং আবেদন করা থেকে ছ'মাস পর্যন্ত ঐ ডিক্রি বা আদেশের ওপর বিচার করা থেকে, যার সম্পর্কে ঐ আবেদন, অনুপস্থিতি বা অন্য কোনো কারণে নিষেধপ্রাপ্ত (বা বারিত) নন, সেখানে এমন ন্যায়াধীশ বা ন্যায়াধীশগণ অথবা তাঁদের মধ্যে কেউ এমন আবেদন শুনবেন এবং সেই আদালতের বা আদালতগুলোর যে কোনো অন্য ন্যায়াধীশ তা শুনবেন।

॥ বিধি ঃ ৬ ॥ আবেদনপত্র কখন নামঞ্জুর করা যাবে [Application where rejected]—(১) যেখানে পুনরীক্ষণের জন্য আবেদন একাধিক ন্যায়াধীশ দ্বারা শোনা হয় এবং আদালত সমানভাবে বিভক্ত থাকেন (অর্থাৎ তাঁদের অভিমতের ব্যাপারে সমান সমান বিভক্ত থাকেন) সেখানে আবেদন নামঞ্জুর করা যাবে।

(২) যেখানে সংখ্যাগরিষ্ঠ হয়, সেখানে সিদ্ধান্ত সংখ্যাগরিষ্ঠদের অভিমত অনুসারে হবে।

॥ বিধি ঃ ৭ ॥ নামঞ্জুরের আদেশ আপিলযোগ্য হবে না ঃ আবেদনের মঞ্জুরের আদেশের ওপর আপত্তি [Order of rejection not appealable : Objections to order granting application]—(১) আবেদন নামঞ্জুরকারী আদালতের আদেশ আপিলযোগ্য হবে না ; কিন্তু আবেদন মঞ্জুরকারী আদেশের ওপর আপত্তি, আবেদন মঞ্জুরকারী আদেশের আপিল দ্বারা বা মকদ্দমায় চূড়ান্ত ভাবে প্রদত্ত ডিক্রি বা প্রদত্ত আদেশের আপিলে, অবিলম্বে করা যাবে।

(২) যেখানে আবেদন, আবেদনকারীর হাজির হওয়াতে ব্যর্থ হওয়ার ফলস্বরূপ নামঞ্জুর করে দেওয়া হয়েছে, সেখানে ঐ নামঞ্জুর করা আবেদন নথিতে আনার আদেশের জন্য আবেদন করতে পারবে আর যেখানে সন্তোষজনক ভাবে আদালতকে

তুষ্ট করে দেওয়া হয় যে, আবেদনকারী যখন এমন আবেদনপত্রের শুনানির জন্য ডাক পড়েছিল, সে সময়ে যথেষ্ট কারণে উপস্থিত হওয়াতে বাধিত হয়েছিল, সেখানে আদালত খরচের ব্যাপারে এমন শর্তসাপেক্ষে বা অন্য কোনো ভাবে, যেমন আদালত উচিত মনে করে, তা নথিতে আনার জন্য আদেশ দেবে এবং তার শুনানির জন্য দিন ধার্য করবে।

(৩) যতক্ষণ আবেদনের বিজ্ঞপ্তি বিরোধী পক্ষর ওপর জারি না করা হয়, কোনো আদেশ উপবিধি (২)-এর অধীন দেওয়া যাবে না।

॥ বিধি ঃ ৮ ॥ মঞ্জুরকৃত আবেদনপত্রের নিবন্ধিকরণ এবং পুনরায় শুনানির জন্য আদেশ [Registry of application granted and order for re-hearing]—যদি পুনরীক্ষণের আবেদন মঞ্জুর করে নেওয়া হয়, তাহলে তার মন্তব্য (বা টিপ্পনি) নিবন্ধ পুস্তকে উল্লেখ করতে হবে এবং আদালত মকদ্দমাটি অবিলম্বে আবার শুনতে পারবে অথবা আবার শুনানির জন্য যেমন সঙ্গত মনে করে তেমন আদেশ দিতে পারবে।

॥ বিধি ঃ ৯ ॥ কিছু আবেদনপত্রের বাধা [Bar of certain application]—পুনরীক্ষণের আবেদন ক্রমে প্রদত্ত আদেশের অথবা পুনরীক্ষণে প্রদত্ত ডিক্রি বা প্রদত্ত আদেশের পুনরীক্ষণের জন্য কোনো আবেদনপত্র গৃহীত হবে না।

আদেশ—৪৮
[ORDER : 48]
বিবিধ
(Miscellaneous)

(বিধি ১ থেকে বিধি ৩)

॥ বিধি ঃ ১ ॥ পরওয়ানা জারি, যে তা প্রেরণ করছে তার খরচে করা হবে [Process to be served at expenses of party issuing]—(১) যতক্ষণ আদালত অন্যরকম কিছু নির্দেশ না দিচ্ছে, এই সংহিতার অধীন প্রদত্ত প্রত্যেকটি পরওয়ানার জারি ঐ পক্ষর খরচে করা যাবে, যার তরফে তা প্রদান করা হয়েছে।

(২) **জারির খরচ** [Costs of Service]–এমন জারির জন্য প্রদেয় আদালত ফী সেই সময়ের মধ্যে দেওয়া হবে যা পরওয়ানা প্রদানের আগে ধার্য করা হবে।

॥ বিধি ঃ ২ ॥ আদেশসমূহ ও বিজ্ঞপ্তিসমূহের জারি কিভাবে করা হবে [Orders and notices how served]—যাবতীয় আদেশ, বিজ্ঞপ্তি এবং অন্যান্য দস্তাবেজের জারি, যেগুলোর ...

॥ বিধি ঃ ৩ ॥ পরিশিষ্টে দেওয়া নিদর্শসমূহের ব্যবহার [Use of forms in appendices]—পরিশিষ্টে দেওয়া নিদর্শ এমন রদ-বদল সহ, যা প্রত্যেক ক্ষেত্রে অবস্থা ভেদে প্রয়োজন হয়, তাতে উল্লিখিত আছে এমন প্রয়োজনগুলোর জন্য ব্যবহার করা যাবে।

আদেশ—৪৯
[ORDER : 49]
সনদপ্রাপ্ত উচ্চ আদালত
(Chartered High Courts)
(বিধি ১ থেকে বিধি ৩)

॥ বিধি ঃ ১ ॥ উচ্চ আদালতের পরওয়ানা কে জারি করবে [Who may serve processes of High Court]—প্রতিবাদীদের সমন, জারির পরওয়ানা এবং উত্তরবাদীদের প্রতি প্রদেয় বিজ্ঞপ্তিগুলো ছাড়া দস্তাবেজসমূহ দাখিল করার জন্য প্রদত্ত বিজ্ঞপ্তির সাক্ষীদের সমন এবং অন্যান্য প্রত্যেকটি বৈধিক পরওয়ানার যা উচ্চ আদালতের প্রাথমিক দেওয়ানী অধিক্ষেত্রের এবং তার বিবাহ সংক্রান্ত ইচ্ছাপত্র এবং ইচ্ছাপত্র বিহীন অধিক্ষেত্রের ব্যবহারে দেওয়া হয়েছে, জারিকরণ মকদ্দমায় এটর্নিদের দ্বারা বা তাঁদের দ্বারা নিযুক্ত ব্যক্তিদের দ্বারা বা এমন অন্য ব্যক্তিদের দ্বারা করা যাবে যাদের উচ্চ আদালত কোনো বিধি বা আদেশ দ্বারা নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

॥ বিধি ঃ ২ ॥ সনদপ্রাপ্ত উচ্চ আদালত সম্পর্কে ব্যাবৃত্তি [Saving in respect of Chartered High Courts]—এই তফশিলের (অনুসূচির) যে কোনো বিষয়ের ব্যাপারে এমন মনে করা হবে না যে, তা সনদপ্রাপ্ত উচ্চ আদালত দ্বারা কোনো সাক্ষ্য নেওয়ার বা রায়সমূহ ও আদেশগুলোর লিপিবদ্ধ করার এমন যে কোনো নিয়মাবলীকে যা এই সংহিতার শুরুতে বলবৎ ছিল, সীমিত বা অন্যভাবে প্রভাবিত করে।

॥ বিধি ঃ ৩ ॥ বিধিসমূহের প্রয়োগ [Application of rules]—কোনো সনদপ্রাপ্ত উচ্চ আদালতে তার সাধারণ বা অ-সাধারণ (বিশেষ) আদিম দেওয়ানি অধিক্ষেত্রের প্রয়োগে নিম্নলিখিত বিধিগুলো প্রযোজ্য হবে না; যথা—

(১) আদেশ-৭-এর বিধি-১০ ও বিধি-১১-র খণ্ড (খ) ও খণ্ড (গ);

(২) আদেশ-১০-এর বিধি-৩ ;

(৩) আদেশ-১৬-র বিধি-২ ;

(৪) আদেশ ১৮-র বিধি-৫, ৬, ৮, ৯, ১০, ১১, ১৩, ১৪, ১৫ ও ১৬ [যতদূর সেগুলো সাক্ষ্য গ্রহণ পদ্ধতির সাথে সম্পর্ক যুক্ত];

(৫) আদেশ-২০-র বিধি-১ থেকে বিধি-৮ পর্যন্ত; এবং

(৬) আদেশ-৩৩-এর বিধি-৭ [যতদূর তা স্মারকলিপি তৈরি করার সঙ্গে সম্পর্ক যুক্ত];

এবং আদেশ-৪১-এর বিধি-৩৫ তার আপিলী অধিক্ষেত্রের প্রয়োগে এমন কোনো উচ্চ আদালতে প্রযোজ্য হবে না।

আদেশ—৫০
[ORDER : 50]
প্রান্তীয় লঘুবাদ আদালত
(Provincial Small Causes Courts)

(বিধি ১)

॥ বিধি ঃ ১ ॥ প্রান্তীয় (প্রাদেশিক) লঘুবাদ আদালত [Provincial small causes Courts]—এতে এর পরে নির্দিষ্ট বিধানগুলো ১৮৮৭ খ্রিস্টাব্দের লঘুবাদ ন্যায়ালয় আইন (১৮৮৭ খ্রীস্টাব্দের ৯নং আইন) অথবা বেরার লঘুবাদ ন্যায়ালয় আইন, ১৯০৫ অনুযায়ী গঠিত আদালতে বা উক্ত আইন অনুসারে যে সব আদালত লঘুবাদ আদালতের অধিক্ষেত্র প্রয়োগ করে সেই সব আদালতের ক্ষেত্রে অথবা ভারতের যে কোনো অংশে অবস্থিত যে কোনো আদালতে, যেখানে উক্ত আইন প্রসারিত (বা বিস্তৃত) হয় না, যা সমান অধিক্ষেত্র প্রয়োগ করে; যথা—

(ক) এই অনুসূচির ততটা অংশ ; যতটা—

(১) লঘুবাদ আদালতের বিচারার্থ অধিগ্রহণ থেকে মুক্ত মকদ্দমাসমূহ বা ঐ রকম মকদ্দমার ডিক্রি জারির সঙ্গে,

(২) স্থাবর সম্পত্তির বিরুদ্ধে ডিক্রির জারির সাথে বা অংশীদারী সম্পত্তির কোনো অংশীদারের স্বার্থের সাথে;

(৩) বিচার্য-বিষয়ের স্থিরীকরণের সাথে সম্পর্ক যুক্ত; এবং

(খ) নিম্নলিখিত বিধি ও আদেশ—

আদেশ-২-এর বিধি-১ [মকদ্দমা গঠন];

আদেশ-১০-এর বিধি-৩ [পক্ষদের জবানবন্দি লিপিবদ্ধকরণ];

আদেশ-১৫-এর বিধি-৪-এর সেই অংশটুকু বাদে, যে অংশে রায় অবিলম্বে ঘোষণা করার জন্য বিধান দেওয়া থাকে;

আদেশ-১৮-এর বিধি-৫ থেকে ১২ পর্যন্ত [সাক্ষ্য];

আদেশ-৪১-থেকে আদেশ-৪৫ পর্যন্ত [আপিলসমূহ];

আদেশ-৪৭-এর বিধি-২, ৩, ৫, ৬, ৭ [পুনর্বিলোকন];

আদেশ-৫১।

আদেশ—৫১
[ORDER : 51]

প্রেসিডেন্সি লঘুবাদ আদালত
(Presidency Small Cause Courts)
(বিধি ১)

॥ বিধি : ১ ॥ প্রেসিডেন্সি লঘুবাদ আদালত [Presidency small cause Courts]—আদেশ–৫-এর বিধি–২২ ও বিধি–২৩, আদেশ–২১-এর বিধি–৪ ও বিধি–৭ এবং আদেশ–২৬-এর বিধি-৪-এ এবং প্রেসিডেন্সি লঘুবাদ ন্যায়ালয় অধিনিয়ম, ১৮৮২ (১৮৮২-র ১৫) দ্বারা যেমন বিবৃত আছে তা ব্যতিরেকে, এই অনুসূচির প্রসারণ (বা বিস্তার) কোলকাতা, মাদ্রাজ (চেন্নাই) ও বোম্বে (মুম্বাই) শহরে প্রতিষ্ঠিত যে কোনো লঘুবাদ আদালতের কোনো মকদ্দমা বা কার্যবাহর ওপর হবে না।

পরিশিষ্ট—ক

[Appendix–A]

আর্জি ও জবাব (হেতুভাষণ বা অভিবচন)
(Pleadings)

(১) মকদ্দমার নাম [Titles of Suits]

.... এর আদালতে

ক খ [বিবরণ ও বাসস্থানের ঠিকানাও দিন] ....বাদী।

বনাম

গ ঘ [বিবরণ ও বাসস্থানের ঠিকানাও দিন] ....প্রতিবাদী।

(২) বিশেষক্ষেত্রে পক্ষদের বিবরণ
(Description of Parties in Particular Cases)

যেখানে যেমন, ভারত সংঘ অথবা.. রাজ্য।

.... এর মহাধিবক্তা

.... এর সমাহর্তা

.... রাজ্য।

ক খ কোম্পানি, লিমিটেড, যার নিবন্ধিত কার্যালয়..................-এ আছে।

গ ঘ কোম্পানি একজন পাবলিক অফিসার ক খ।

ক খ [বিবরণ ও বাসস্থানের ঠিকানাও দিন] তাদের তরফে এবং মৃত গ ঘ [বিবরণ ও বাসস্থানের ঠিকানাও দিন]-এর অন্য সব উত্তমর্ণের তরফে।

ক খ [বিবরণ ও বাসস্থানের ঠিকানাও দিন] নিজের তরফে এবং..............

কোম্পানি, লিমিটেড দ্বারা বিলিকৃত ঋণপত্রের অন্য সব ধারকদের তরফে।

সরকারি রিসিভার।

ক খ, নাবালক, [বিবরণ ও বাসস্থানের ঠিকানাও দিন] নিজের বিবাদ-মিত্র গ ঘ দ্বারা [অথবা প্রতিপাল্যাধিকরণ দ্বারা];

ক খ, নাবালক, [বিবরণ ও বাসস্থানের ঠিকানাও দিন] বিকৃত মস্তিষ্ক [অথবা দুর্বলচিত্ত] ব্যক্তি নিজের বিবাদ-মিত্র গ ঘ দ্বারা ;

ক খ, ... তে অংশীদারীতে ব্যবসাকারী ফার্ম।

ক খ [বিবরণ ও বাসস্থানের ঠিকানাও দিন] নিজের নিযুক্ত এটর্নি গ ঘ [বিবরণ ও বাসস্থানের ঠিকানাও দিন] দ্বারা।

ক খ [বিবরণ ও বাসস্থানের ঠিকানাও দিন] ঠাকুরের সেবাইত।

ক খ [বিবরণ ও বাসস্থানের ঠিকানাও দিন] মৃত গ ঘ-এর নির্বাহক।

ক খ [বিবরণ ও বাসস্থানের ঠিকানাও দিন] মৃত গ ঘ-এর উত্তরাধিকারী।

(৩) আর্জি (বাদপত্র)

[Plaints]

নং—১ [No. 1]

ধার দেওয়া টাকা

(Money Lent)

শিরোনাম (Title)

উক্ত বাদী ক খ বিবৃতি দিচ্ছে যে,—

১. ....সালের............তারিখে..............সে প্রতিবাদীকে............................ .... টাকা ধার দিয়েছিল, যা.................. সালের .... তারিখে পরিশোধ্য ছিল।

২. প্রতিবাদীরা.......টাকা ছাড়া, যা দেওয়া হয়েছে..........সালের ....তারিখে ঐ টাকা পরিশোধ করে নি।

[যদি বাদী কোনো পরিসীমা আইন থেকে অব্যাহতির দাবি করে তাহলে লিখুন—]

৩. বাদী...........তারিখ থেকে .... তারিখ পর্যন্ত নাবালক/নাবালিকা [অথবা বিকৃত মস্তিষ্ক] ছিল।

৪. [এমন তথ্যাবলী যাতে দর্শিত হয় যে, বিবাদ-কারণ কবে উত্থিত হয়েছিল এবং আদালতের অধিক্ষেত্র আছে]

৫. [মকদ্দমার বিষয়-বস্তুর মূল্য অধিক্ষেত্রের প্রয়োজন হেতু.............টাকা এবং আদালত ফী-হেতু...........টাকা।]

৬. বাদী...............তারিখ থেকে বার্ষিক শতকরা.........হিসেবে সুদ সহ ....টাকা দাবি করছে।

নং—২ [No. 2]

অতিরিক্ত প্রদত্ত টাকা

(Money Overpaid)

শিরোনাম (Title)

বাদী ক খ বিবৃতি দিচ্ছে যে,—

১. চাঁদির ....টি বার (খণ্ড) তোলা প্রতি..................আনা দরে বিশুদ্ধ চাঁদি কেনার জন্য বাদী ও বেচার জন্য প্রতিবাদী .... সালের .... তারিখে চুক্তি করে।

২. বাদী ঐ বারগুলো ঙ চ-কে দিয়ে যাচাই করবার জন্য নিয়েছে, প্রতিবাদী ঐ যাচাই করার জন্য ঙ চ-কে পারিশ্রমিক দিয়েছে এবং ঙ চ ঘোষণা করেছে যে, প্রত্যেকটি বার-এ ১,৫০০ তোলা বিশুদ্ধ চাঁদি আছে; এবং বাদী সেই মতো প্রতিবাদীকে ....টাকা প্রদান করেছে।

৩. উক্ত বারগুলোর প্রত্যেকটিতে মাত্র ১,২০০ তোলা বিশুদ্ধ চাঁদি ছিল এবং বাদী যখন টাকা দেয় তখন সে এ ব্যাপারে অবহিত ছিল না।

৪. প্রতিবাদী এখনও পর্যন্ত অতিরিক্ত প্রদত্ত ঐ টাকা পরিশোধ করে নি। [এখানে যেমন নির্দশ নং–১-এর অনুচ্ছেদ ৪ ও ৫ আছে, এবং সেই উপশম দাবি করা হয়েছে তা বিবৃত করতে হবে।]

নং—৩ [No. 3]

নির্ধারিত দামে বিক্রয় করা ও অর্পণ করা মাল

(Goods Sold at a Fixed Price and Delivered)

শিরোনাম (Title)

উক্ত বাদী ক খ বিবৃতি দিচ্ছে যে,

১. .... তারিখে ঙ-চ [একশ' বস্তা আটা অথবা এর সঙ্গে সংযোজিত অনুসূচিতে উল্লিখিত মাল বা বিবিধ মাল] প্রতিবাদীকে বিক্রয় ও অর্পণ করে।

২. প্রতিবাদী ঐ মালের জন্য............টাকা দেওয়ার ভিত্তিতে [বা .... তারিখে, আর্জি পেশ করার আগে কোনো দিন] দেওয়ার অঙ্গীকার করেছিল।

৩. সে ঐ টাকা এখনও দেয় নি।

৪. ঙ চ-এর .... তারিখে মৃত্যু হলো সে তার শেষ ইচ্ছাপত্রে নিজের ভাই অর্থাৎ বাদীকে তার নির্বাহক নিযুক্ত করেছে।

[এখানে নিদর্শ নং–১-এর অনুচ্ছেদ ৪ ও ৫-এ যেমন আছে তেমন বিবৃত করতে হবে]।

৭. ঙ চ-এর নির্বাহক হওয়ার সুবাদে বাদী [সেই উপশম, যার দাবি করা হয়েছে] দাবি করছে।

নং—৪ [No. 4]

যুক্তিসঙ্গত দামে বিক্রয় করা ও অর্পণ করা মাল

(Goods Sold at a Reasonable Price and Delivered)

শিরোনাম (Title)

উক্ত বাদী ক খ বিবৃতি দিচ্ছে যে,—

১. ....তারিখে বাদী প্রতিবাদীকে [ঘরোয়া আসবাবপত্রের নানা জিনিস] বিক্রয় করে এবং অর্পণ করে কিন্তু দামের ব্যাপারে কোনো চুক্তি (বা অঙ্গীকার) ব্যক্তভাবে করা হয় নি।

২. ঐ মালের যুক্তিসঙ্গত দাম ছিল .... টাকা।

৩. প্রতিবাদী ঐ টাকা পরিশোধ করে নি।

[এখানে নিদর্শ নং–১-এর অনুচ্ছেদ ৪ ও ৫-এ যেমন আছে তেমন ও যে উপশম দাবি করা হয়েছে তা উল্লেখ করতে হবে]

নং—৫ [No. 5]

প্রতিবাদীর অনুরোধ মতো তৈরি কিন্তু গ্রহণ না করা মাল

(Goods made at a Dependant's Request, and not Accepted)

শিরোনাম (Title)

উক্ত বাদী ক খ বিবৃতি দিচ্ছে যে,—

১. ....তারিখে ঙ চ বাদীর কাছে চুক্তি (বা অঙ্গীকার) করেছিল যে, তার জন্য [ছ'টি টেবিল ও পঞ্চাশটি চেয়ার] তৈরি করে এবং ঙ চ মাল অর্পণ করার পর তার জন্য.....................টাকা দেবে।

২. বাদী মালটি তৈরি করেছে এবং .... তারিখে ঙ চ কে অর্পণ (বা পরিদান) করার প্রস্তাব দিয়েছে এবং বাদী এমনটা করার জন্য এখন থেকে আগাগোড়া তৈরি ও ইচ্ছুক আছে।

৩. ঙ চ ঐ মাল গ্রহণ করে নি আর তার জন্য দামও দেয় নি।

[এখানে নিদর্শ নং–১-এর অনুচ্ছেদ ৪ ও ৫-এ যেমন আছে তেমন ও যে উপশম দাবি করা হয়েছে তা উল্লেখ করতে হবে]

নং—৬ [No. 6]

[নিলাম বিক্রয় করা মালের] পুনর্বিক্রয়ে হওয়া ঘাটতি

[Deficiency upon a Re-sale (Goods Sold at Auction)]

শিরোনাম (Title)

উক্ত বাদী ক খ বিবৃতি দিচ্ছে যে,—

১. ....তারিখে বাদী নানা ধরনের [মাল] এমন শর্তে নিলামে তোলে যে, বিক্রয়ের পর [দশ দিনের] ভেতর ক্রেতা যে মালের জন্য টাকা শোধ করেনি এবং যা সরিয়ে নেয়নি, ঐ সব মাল ঐ ক্রেতার হিসেবে নিলামের মাধ্যমে পুনরায় বিক্রয় করা হবে এবং এই শর্ত প্রতিবাদীকে অবগত করানো হয়েছিল।

২. প্রতিবাদী [এক ক্রেট চিনামাটির বাসন] ঐ নিলামে..........টাকা মূল্যে কিনেছিল।

৩. প্রতিবাদীকে বাদী ঐ মাল অর্পণ করার জন্য বিক্রয়ের তারিখে এবং তার পর [দশ দিন] পর্যন্ত তৈরি ও ইচ্ছুক থাকে।

৪. প্রতিবাদী যে মাল খরিদ করল, তা সে বিক্রয়ের পর [দশ দিন] এর মধ্যে এবং পরেও নিয়ে গেল না, তার দামও দিল না।

৫. ....তারিখে বাদী প্রতিবাদীর হিসেবে ঐ [চিনা মাটির বাসনের ক্রেট] প্রকাশ্য নিলাম করে.........টাকাতে আবার বিক্রয় করে দিল।

৬. ঐ পুনঃ বিক্রয়ের জন্য ....টাকা খরচ হলো।

৭. এভাবে হওয়া ঘাটতি বাবদ..........টাকা প্রতিবাদী এখনও পর্যন্ত পরিশোধ করেনি (বা দেয়নি)।

[এখানে নিদর্শ নং–১-এর অনুচ্ছেদ ৪ ও ৫-এ যেমন আছে তা এবং যে উপশমের দাবি করা হয়েছে তা এখানে উল্লেখ করতে হবে]

নং—৭ [No. 7]

যুক্তি সঙ্গত দামে পরিষেবা

(Services at a Reasonable Rate)

শিরোনাম (Title)

উক্ত বাদী ক খ বিবৃতি দিচ্ছে যে,—

১. ....তারিখ থেকে..................তারিখের মধ্যে............ তে বাদী প্রতিবাদীর অনুরোধে তার জন্য [বিবিধ রেখাঙ্কন, নক্‌শা ও অনুচিত্র তৈরি করে]; কিন্তু এই পরিষেবার জন্য প্রদেয় টাকার ব্যাপারে ব্যক্ত কোনো চুক্তি করা হয়নি।

২. এই পরিষেবার যুক্তিসঙ্গত মূল্য হলো...........টাকা।

৩. প্রতিবাদী এই টাকা পরিশোধ করে নি।
[এখানে নির্দর্শ নং–১-এর অনুচ্ছেদ ৪ ও ৫-এ যা আছে তা এবং যে উপশম দাবি করা হয়েছে তা উল্লিখিত হবে]

নং—৮ [No. 8]

যুক্তিসঙ্গত দামে পরিষেবা ও মালপত্র

(Services and Materials at a Reasonable Cost)

শিরোনাম (Title)

উক্ত বাদী ক খ বিবৃতি দিচ্ছে যে,—

১. ....তারিখ থেকে...........তারিখের মধ্যে.............তে বাদী প্রতিবাদীর অনুরোধক্রমে তার জন্য একটি বাড়ি তৈরি করেছে, যা .... রাস্তায়/এলাকায়.........নং বাড়ি হিসেবে পরিচিত এবং তার জন্য মালপত্র যোগাড় করেছে, কিন্তু ঐ কাজ ও মালপত্রের জন্য প্রদেয় টাকার ব্যাপারে ব্যক্ত কোনো চুক্তি করা হয় নি।
২. সম্পাদিত কাজ ও প্রদত্ত মালপত্রের যুক্তিসঙ্গত দাম হলো.................টাকা।
৩. প্রতিবাদী ঐ টাকা পরিশোধ করে নি।
[এখানে নির্দর্শ নং–১-এর অনুচ্ছেদ ৪ ও ৫-এ যা আছে তা এবং যে উপশম দাবি করা হয়েছে তা উল্লেখ করতে হবে]

নং—৯ [No. 9]

ব্যবহার এবং ভোগ দখল

(Use and Occupation)

শিরোনাম (Title)

উক্ত বাদী ক খ, যে মৃত ভ ম এর উইলের নির্বাহক, বিবৃতি দিচ্ছে যে,—

১. প্রতিবাদী উক্ত ম ভ-এর অনুমতিতে [................রাস্তায়/গলিতে................. নং বাড়ি]....................তারিখ থেকে ....তারিখ পর্যন্ত তার ভোগ দখলে রেখেছে এবং উক্ত পরিসর ব্যবহারের জন্য টাকা শোধ করার নিমিত্ত কোনো চুক্তি সম্পাদিত হয়নি।
২. ঐ পরিসরের উক্ত সময় কালের ব্যবহার নিমিত্ত যুক্তিসঙ্গত মূল্য হলো .... টাকা।
৩. প্রতিবাদী ঐ টাকা পরিশোধ করেনি।
[যেমন নির্দর্শ নং–১-এর অনুচ্ছেদ ৪ ও ৫-এ আছে]
৪. ভ ম এর নির্বাহক হওয়ার সুবাদে বাদী দাবি করে যে,....................[সেই উপশম দাবি করা হয়েছে]।

নং—১০ [No. 10]
বিনির্ণয়ের ওপর
(On an Award)
শিরোনাম (Title)

উক্ত বাদী ক খ বিবৃতি দিচ্ছে যে,

১. বাদী ও প্রতিবাদীতে [বাদী যে দশ পিপা তেলের দামের জন্য দাবি করেছিলেন এবং যা দিতে প্রতিবাদী অস্বীকার করেছে] সম্পর্কের মতভেদ হওয়ার কারণে বাদী আর প্রতিবাদী ঐ মতভেদে ঙ চ ও ছ জ-এর মধ্যস্থতা করার জন্য তৈরি করার লিখিত চুক্তি........তারিখে করেছিল এবং মূল দস্তাবেজ এর সঙ্গে সংযোজিত আছে।

২. ....তারিখে মধ্যস্থকারীরা বিনির্ণয় করে যে, প্রতিবাদী [বাদীকে ....টাকা দিবে]।

৩. প্রতিবাদী ঐ টাকা দেয় নি।
[যেমন নিদর্শ নং—১-এর অনুচ্ছেদ ৪ ও ৫-এ আছে এবং দাবিকৃত উপশম]

নং—১১ [No. 11]
বিদেশি রায়-এর ওপর
(On a Foreign Judgment)
শিরোনাম (Title)

উক্ত বাদী ক খ বিবৃতি দিচ্ছে যে,—

১. ....তারিখে.................রাজ্যের [বা রাজত্বের] .... তে ঐ রাজ্যের [বা রাজত্বের] ....আদালত বাদী ও প্রতিবাদীর মধ্যে যে মামলা ঐ আদালতে বিচারাধীন ছিল, সেই মামলাতে যথাযথ ভাবে ন্যায় নির্ণয় করেছিল যে প্রতিবাদী, বাদীকে.............টাকা উক্ত তারিখ থেকে সুদ সহ প্রদান করবে।

২. প্রতিবাদী ঐ টাকা পরিশোধ করে নি।
[নিদর্শ নং—১-এর অনুচ্ছেদ ৪ ও ৫-এ যা আছে এবং দাবিকৃত উপশম]

নং—১২ [No. 12]
ভাড়া দেওয়ার জন্য প্রতিভূর (জামিনদারের) বিরুদ্ধে
(Against Surety for Payment of Rent)
শিরোনাম (Title)

উক্ত বাদী ক খ বিবৃতি দিচ্ছে যে,—

১. ....তারিখে ঙ চ বাদীর কাছ থেকে [............. রাস্তার .... নং

বাড়ি] .... টাকা বার্ষিক ভাড়াতে, যে ভাড়া মাঝে-মাঝে দেওয়ার কথা, ...বছরের জন্য ভাড়াতে নিয়েছে।

২. পরিসরের (বা বাড়ির) ভাড়া গু চ-এর নামে দেওয়ার ফলস্বরূপ প্রতিবাদী যথাসময়ে ঐ ভাড়া দেওয়ার দায়িত্ব নেওয়ার অঙ্গীকার করে।

৩. ....মাসের ভাড়ার দরুন .... টাকা আদায় হয় নি।

[যদি চুক্তির শর্তানুসারে এমনটা অভিপ্রেত হয় যে, প্রতিভূকে বিজ্ঞপ্তি দিতে হবে। তাহলে লিখুন—]

৪. ....তারিখে বাদী প্রতিবাদীকে ভাড়া অনাদায়ের বিজ্ঞপ্তি দিয়েছে এবং তা দেওয়ার জন্য দাবি করেছে।

৫. প্রতিবাদী তা দেয় নি।

[নিদর্শ নং—১-এর অনুচ্ছেদ ৪ ও ৫-এ যা আছে তা ও যে উপশমের দাবি করা হয়েছে সেই উপশম]

নং—১৩ [No. 13]

জমি ক্রয়ের চুক্তি ভঙ্গ

(Breach of Agreement to Purchase Land)

শিরোনাম (Title)

উক্ত বাদী ক খ বিবৃতি দিচ্ছে যে,

১. ....তারিখে বাদী আর প্রতিবাদী একটি চুক্তি সম্পাদন করল, যার মূল দস্তাবেজ (অর্থাৎ দলিলপত্র) এর সাথে সংযোজিত আছে।

[অথবা...........তারিখে বাদী আর প্রতিবাদী পরস্পর চুক্তি করেছে যে, বাদী............গ্রামে চল্লিশ বিঘা জমি...........টাকাতে প্রতিবাদীকে বিক্রয় করবে এবং প্রতিবাদী বাদীর কাছে তা ক্রয় করবে]।

২. ....তারিখে বাদী, যে তখন এ সম্পত্তির একছত্র মালিক এবং ঐ সম্পত্তি সমস্ত রকম দায় থেকে মুক্ত বলে প্রতিবাদীকে বিশ্বাস করানো হয়েছিল, চুক্তি কৃত টাকা প্রতিবাদী দ্বারা প্রদত্ত হলে হস্তান্তরের একটি যথেষ্ট সাধিত্র প্রতিবাদীকে দিতে হয়েছিল [অথবা, সে প্রতিবাদীকে একটি যথেষ্ট সাধিত্র দ্বারা হস্তান্তরিত করার জন্য তৈরি ও ইচ্ছুক ছিল এবং এখনও তৈরি ও ইচ্ছু আছে এবং এই মকদ্দমার প্রস্তাবনা করে ফেলেছে]।

৩. প্রতিবাদী উক্ত টাকা শোধ করে নি।

[যেমন নিদর্শ নং—১-এর অনুচ্ছেদ ৪ ও ৫-এ আছে এবং যে উপশম দাবি করা হয়েছে সেই উপশম]

নং—১৪ [No. 14]

বিক্রীত মাল অর্পণ না করা

(Not Delivering Goods Sold)

শিরোনাম (Title)

উক্ত বাদী ক খ বিবৃতি দিচ্ছে যে,—

১. ....তারিখে বাদী ও প্রতিবাদী দু'জনে পরস্পর একটি চুক্তি করল যে, প্রতিবাদী একশ' বস্তা আটা বাদীকে.............তারিখে দেবে এবং বাদী ঐ মাল পাওয়ার পর তাকে ....টাকা তার জন্য দেবে।

২. [উক্ত] দিনে ঐ মাল দেওয়ার পর বাদী উক্ত টাকা প্রতিবাদীকে দেওয়ার জন্য তৈরি ও ইচ্ছুক ছিল এবং সে ঐ টাকা দেওয়ার প্রস্তাবও করেছে।

৩. প্রতিবাদী ঐ মাল দেয়নি, পরিণামে বাদী তাকে উক্ত মাল দিলে তার থেকে যে লাভ হতো তার থেকে সে বঞ্চিত হয়েছে।

[যেমন নিদর্শ নং—১-এর অনুচ্ছেদ ৪ ও ৫-এ আছে এবং যে উপশম দাবি করা হয়েছে তা বিবৃত করতে হবে।]

নং—১৫ [No. 15]

অন্যায় বরখাস্ত

(Wrongful dismissal)

শিরোনাম (Title)

উক্ত বাদী ক খ বিবৃতি দিচ্ছে যে,—

১. ....তারিখে বাদী ও প্রতিবাদী পরস্পর একটি চুক্তি করল যে বাদী প্রতিবাদীর সেবাপ্রদান করবে [একজন হিসাবরক্ষক, ফোরম্যান (শ্রমিক) বা অন্য কোনো ভাবে] এবং প্রতিবাদী বাদীকে [এক বছর] সময় কালের জন্য ঐ ভাবে নিযুক্ত রাখবে এবং তার সেবাপ্রদানের জন্য [প্রতি মাসে] তাকে ....টাকা দেবে।

২. ....তারিখে বাদী প্রতিবাদীর সেবায় নিযুক্ত হলো এবং সেই বছরের শেষ হওয়া পর্যন্ত এমন সেবা নিযুক্ত থাকার জন্য সেদিন থেকে সমান ভাবে তৈরি ও ইচ্ছুক থেকেছে এবং এখনও আছে এবং এই ব্যাপারটা সম্পর্কে সব সময়ই প্রতিবাদী অবগত আছে (বা তাকে সর্বদা পরিজ্ঞাত করা হয়েছে)।

৩. ....তারিখে প্রতিবাদী বাদীকে অন্যায়ভাবে সেবা প্রদান থেকে মুক্ত করল এবং ঐভাবে সেবা প্রদান করার অনুমতি দিতে বা তার সেবা প্রদানের জন্য তাকে তার টাকা দিতে অস্বীকার করল।

[যেমন নিদর্শ নং–১-এর অনুচ্ছেদ ৪ ও ৫-এ আছে এবং যে উপশম দাবি করা হয়েছে সেই উপশম]।

নং—১৬ [No. 16]
সেবা প্রদানের চুক্তি ভঙ্গ
(Breach of Contract to Serve)
শিরোনাম (Title)

উক্ত বাদী ক খ বিবৃতি দিচ্ছে যে,—

১. ....তারিখে বাদী আর প্রতিবাদী পরস্পর একটি চুক্তি করল যে, বাদী বার্ষিক...............টাকা বেতনে প্রতিবাদীকে নিযুক্ত করবে এবং প্রতিবাদী [শিল্পী] হিসেবে [এক বছর] সময় কালের জন্য বাদীর সেবা করবে।

২. বাদী চুক্তির নিজস্ব অংশটুকু প্রতিপালন করার জন্য সবসময় তৈরি ও ইচ্ছুক থেকেছে [এবং ....তারিখে এমনটা করার প্রস্তাব দিয়েছে।]

৩. উক্ত তারিখে প্রতিবাদী বাদীর সেবায় [নিযুক্ত হয়] কিন্তু তারপরে.............. তারিখে সে সেবা চালিয়ে যেতে অস্বীকার করে।
[যেমন নিদর্শ নং–১-এর অনুচ্ছেদ ৪ ও ৫-এ আছে এবং যে উপশম দাবি করা হয়েছে তা বিবৃত করতে হবে।]

নং—১৭ [No. 17]
ত্রুটিপূর্ণ কর্মদক্ষতার জন্য নির্মাতার বিরুদ্ধে
(Against a Builder for Defective Workmanship)
শিরোনাম (Title)

উক্ত বাদী ক খ বিবৃতি দিচ্ছে যে,—

১. .... তারিখে বাদী ও প্রতিবাদী পরস্পর একটি চুক্তি সম্পাদন করে, যার মূল দস্তাবেজ-এর সঙ্গে সংযোজিত আছে [অথবা চুক্তির শর্তসমূহ লিখুন]।

২. বাদী [চুক্তির নিজস্ব অংশের শর্তগুলো যথাযথভাবে প্রতিপালন করেছে।]

৩. প্রতিবাদী [চুক্তিতে নির্দিষ্ট বাড়িটির নির্মাণের কাজ মন্দভাবে এবং অদক্ষভাবে করেছেন।]

[যেমন নিদর্শ নং–১ এর অনুচ্ছেদ ৪ ও ৫-এ আছে এবং যে উপশম দাবি করা হয়েছে তা বিবৃত করতে হবে।]

নং—১৮ [No. 18]

করণিকের বিশ্বস্ততার বণ্ডের ওপর

(On a Bond for the Fidelity of a Clerk)

শিরোনাম (Title)

উক্ত বাদী ক খ বিবৃতি দিচ্ছে যে,—

১. ....বাদী চ ছ কে একজন করণিক হিসেবে..................তারিখে তার কাজে নিযুক্ত করেছেন।

২. তার ফলস্বরূপ প্রতিবাদী বাদীর সঙ্গে....................তারিখে চুক্তি করল যে, যদি করণিক হিসেবে চ ছ বাদীর প্রতি তার কর্তব্য পালন নিষ্ঠার সাথে না করে বা যদি সে সেই সব টাকা পয়সা, ঋণের সাক্ষ্য বা অন্যান্য সম্পত্তির, যা বাদীর ব্যবহারের জন্য পেয়েছিল, সেসব বাদীকে দিতে অসমর্থ হয় তাহলে সে কারণে বাদীর যা ক্ষতি হবে তার জন্য প্রতিবাদীকে অনধিক..................টাকা ক্ষতিপূরণ দেবে।

[অথবা এর পরিণামস্বরূপ প্রতিবাদী ঐ তারিখে তার বণ্ড দ্বারা বাদীকে শাস্তিমূলক.......টাকা দিতে নিজেকে আবদ্ধ করেন, এমন শর্তে যে, চ ছ যদি বাদীর করণিক ও কার্যাধ্যক্ষ হিসেবে নিজের কর্তব্য বিশ্বস্ততার সাথে পালন করে এবং যদি সে সেই সব টাকা পয়সা, ঋণের সাক্ষ্য (বা প্রমাণ) বা অন্যান্য সম্পত্তি যা সে বাদীর জন্য কোনো সময়ে অছি হিসেবে রক্ষিত করে, আইনসঙ্গতভাবে হিসেবপত্র বাদীকে দিয়ে দেয় তাহলে ঐ বণ্ড বাতিল হবে। অথবা ২. তার ফলস্বরূপ ঐ তারিখে প্রতিবাদী বাদীর পক্ষে একটি বণ্ড নির্বাহ করে, যার মূল দস্তাবেজ-এর সঙ্গে সংযোজিত আছে।

৩. ...... তারিখ থেকে .... তারিখের মধ্যে চ ছ বাদীর ব্যবহারের জন্য টাকাপয়সা ও অন্যান্য সম্পত্তি, যার মূল্য হলো...... টাকা পায় এবং এই টাকার হিসেব সে বাদীকে দেয় নি এবং তা এখনও পাওনা আছে. আর তা শোধ করা হয় নি।

[যেমন নিদর্শ নং–১-এর অনুচ্ছেদ ৪ ও ৫-এ আছে এবং উপশম দাবি করা হয়েছে]

নং—১৯ [No. 19]

বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত ভাড়াটিয়া কর্তৃক গৃহস্বামীর বিরুদ্ধে

(By Tenant Against Landlord, with Special Demage)

শিরোনাম (Title)

উক্ত বাদী ক খ বিবৃতি করছে যে,—

১. .... তারিখে প্রতিবাদী বাদীকে নিবন্ধিত সাধিত্র দ্বারা [......... রাস্তার

.... নং বাড়ি].............. বছরের জন্য বাদীর সাথে এই মর্মে চুক্তি করে ভাড়া দিয়ে ছিল যে, সে অর্থাৎ বাদী এবং তার বৈধিক প্রতিনিধি তার দখলে শান্তিপূর্ণ ভোগ দখল উক্ত সময়সীমা পর্যন্ত করবে।

২. সমস্ত শর্ত পূরণ করা হয়েছে, এবং এমন সব কিছু ঘটেছে, যাতে বাদী এই মকদ্দমা চালানোর অধিকারী হয়ে যায়।

৩. উক্ত সময়ের মধ্যে............তারিখে চ ছ, যে ঐ বাড়ির আইনতঃ মালিক, বাদীকে সেখান থেকে বিধিসম্মতভাবে বেদখল করেছিল এবং এখনও সে তার দখল বাদীকে দেওয়া থেকে বিরত আছে।

৪. বাদী এর ফলে [উক্ত স্থানে দর্জি হিসেবে তার ব্যবসার কাজ চালাতে বাধাপ্রাপ্ত হলো, এখান থেকে সরে অন্য জায়গাতে যাওয়াতে তাকে.......... টাকা খরচ করতে হলো এবং এভাবে সরে যাওয়ার ফলে জ ঝ ও ট ঠ-এর কাছ থেকে সে যা ব্যবসা পেত তা না পাওয়া জনিত ক্ষতি তার হলো।]

[যেমন নিদর্শ নং—১-এর অনুচ্ছেদ ৪ ও ৫-এ আছে এবং উপশম দাবি করা হয়েছে]

নং—২০ [No. 20]

ক্ষতিপূরণের চুক্তির ওপর

(On an Agreement of Indemnity)

শিরোনাম (Title)

উক্ত বাদী ক খ বিবৃতি দিচ্ছে যে,—

১. .... তারিখে বাদী ও প্রতিবাদী, যারা ক খ ও গ ঘ নামে চালিয়ে যাওয়ার ব্যবসার অংশীদার, তাদের অংশীদারী ভেঙে দিল এবং পরস্পর চুক্তি করল যে, প্রতিবাদী অংশীদারী সমস্ত সম্পত্তি নিয়ে নেবে ও নিজের কাছে রাখবে, ফার্মের সমস্ত ঋণ শোধ করবে, এবং ফার্মের ঋণ প্রস্তুতা হিসেবে বাদীর বিরুদ্ধে যা কিছু দাবি উত্থিত হবে তেমন সব দাবির জন্য বাদীকে ক্ষতিপূরণ দেবে।

২. বাদী চুক্তির যে অংশে তার পালনীয় তার সব শর্ত যথাযথভাবে পালন করল।

৩. .... তারিখে [ফার্ম দ্বারা চ ছ কে প্রদেয় ঋণ হিসেবে একটি রায় চ ছ দ্বারা .... এর উচ্চ আদালতে বাদী ও প্রতিবাদীর বিরুদ্ধে প্রাপ্ত করা হলো এবং .... তারিখে] বাদী [তার ঐ দেনা মেটাবার জন্য]......টাকা শোধ করল।

৪. প্রতিবাদী বাদীকে সেই টাকা (অর্থাৎ যে টাকা বাদী চ ছ কে শোধ করেছে) শোধ করেনি (বা মিটিয়ে দেয়নি)।

[যেমন নিদর্শ নং—১-এর অনুচ্ছেদ চ ও ছ-এ আছে এবং উপশম দাবি করা হয়েছে]।

নং—২১ [No. 21]

প্রতারণা করে সম্পত্তি সংগ্রহ করা

(Procuring Property by Fraud)

শিরোনাম (Title)

উক্ত বাদী ক খ বিবৃতি দিচ্ছে যে,—

১. প্রতিবাদী বাদীকে তার কাছে কিছু মাল বিক্রয় করার উদ্দেশ্যে প্ররোচিত করার জন্য .... তারিখে বাদীর কাছে এমন ভান করে যে [সে অর্থাৎ প্রতিবাদী টাকা শোধ করতে সক্ষম এবং তার নিজস্ব দায়িত্বের ওপর........ টাকার বেশি মালিকানা আছে]।

২. এর ফলে বাদী .... টাকা মূল্যের [শুকনো মাল] প্রতিবাদীকে বেচার [ও অর্পণ করার] জন্য প্ররোচিত হলো।

৩. উক্ত বক্তব্য অসত্য ছিল [এখানে বিশেষ মিথ্যা কথাগুলো বিবৃতি করুন] এবং এমন হওয়ার ব্যাপারে প্রতিবাদী জ্ঞাত ছিল।

৪. প্রতিবাদী মালের জন্য টাকা শোধ করেনি [অথবা, যদি মাল অর্পণ না করা হয়ে থাকে তাহলে], বাদী ঐ মাল তৈরি করতে ও জাহাজে করে পাঠাতে এবং তা ফিরিয়ে আনাতে........টাকা ব্যয় করল।

[যেমন নিদর্শ নং—১-এর অনুচ্ছেদ ৪ ও ৫-এ আছে এবং উপশমের দাবি করা হয়েছে]

নং—২২ [No. 22]

অন্য ব্যক্তিকে দেওয়ার জন্য প্রতারণা-পূর্বক ঋণসংগ্রহ করা

(Fraudulently Procuring Credit to be Given to Another Person)

শিরোনাম (Title)

উক্ত বাদী ক খ বিবৃতি দিচ্ছে যে,

১. ....তারিখে প্রতিবাদী বাদীকে জানায় যে, চ ছ টাকা শোধ করতে সক্ষম এবং তার অবস্থা ভালো এবং তার নিজের সমস্ত দায়িত্ব থেকে.......টাকার বেশি মালিকানা আছে [অথবা যে, চ ছ দায়িত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত আছে, এবং ভালো অবস্থায় আছে এবং ধারে মাল দেওয়ার জন্য তাকে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করা যেতে পারে]।

২. এতে বাদী চ ছ কে.........টাকা দামের [চাল] .... [মাসের ধারে] বেচার জন্য প্ররোচিত হয়ে গেল।

৩. কথিত উক্তিটি মিথ্যা আর প্রতিবাদীর তা তখনই জানা ছিল এবং তা তার দ্বারা বাদীকে ঠকাতে এবং প্রতারণা করার [অথবা বাদীকে প্রতারণা করার এবং তার ক্ষতি করার] অভিপ্রায়ে করা হয়েছিল।

[যেমন নিদর্শ নং—১-এর অনুচ্ছেদ ৪ ও ৫-এ আছে এবং উপশমের দাবি করা হয়েছে]

নং—২৩ [No. 23]

বাদীর মাটির তলের জল দূষিত করা
(Polluting the Water under the Plaintiff's Land)

শিরোনাম (Title)

উক্ত বাদী ক খ বিবৃতি দিচ্ছে যে,—

১. ....নামক .... জায়গায় অবস্থিত কিছু জমি ও ঐ জমিতে একটি কুয়ো আর তার জল বাদীর ভোগ দখলে আছে এবং অতঃপর উল্লিখিত সব সময়ে ছিল এবং বাদী ঐ কুয়োর আর তার মধ্যস্থ জল ব্যবহার করার ও তার সুবিধাদি ভোগ করার অধিকারী ছিল এবং জলের কিছু প্রস্রবণ ও জলধারার, যা ঐ কুয়ো দিয়ে বয়ে আসছে এবং তাতে জল সরবরাহ করছে, নোংরা ও দূষিত না করে প্রবাহিত হয়ে যেতে দেওয়ার অধিকারী।

২. .... তারিখে প্রতিবাদী কুয়ো ও তার জল এবং যে প্রস্রবণ ও জলধারা কুয়ো দিয়ে বইত তা জোর করে নোংরা ও দূষিত করল।

৩. ফলতঃ কুয়োর ঐ জল অশুদ্ধ এবং গৃহস্থ ও অন্যান্য প্রয়োজনে ব্যবহারের অনুপযোগী হয়ে গেল আর বাদী ও তার পরিবার ঐ কুয়োর ওঁ কুয়োর জল ব্যবহার থেকে বঞ্চিত হলো।

[যেমন নিদর্শ নং—১-এর অনুচ্ছেদ ৪ ও ৫-এ আছে এবং উপশমের দাবি করা হয়েছে]

নং—২৪ [No. 24]

ক্ষতিকারক নির্মাণ কাজ চালিয়ে যাওয়া
(Carrying on a Noxious Manufacture)

শিরোনাম (Title)

উক্ত বাদী ক খ বিবৃতি দিচ্ছে যে,—

১. ....নামে পরিচিত ও .... জায়গায় অবস্থিত কিছু জমি বাদীর দখলে আছে, এবং অতঃপর উল্লিখিত সব সময়ে ছিল।

২. .... তারিখ থেকে নিয়মিত প্রতিবাদী ধাতু গলানো জাতীয় কাজকর্মে থেকে, যা প্রতিবাদী চালাচ্ছে, বহুল পরিমাণে কষ্টদায়ক ও অস্বাস্থ্যকর ধোঁয়া ও

অন্যান্য বাষ্প এবং ক্ষতিকারক বর্জ্য অন্যায়ভাবে নির্গত করছে, যা উক্ত জমিতে ছড়িয়ে পড়ছে, বাতাসকে দূষিত করছে এবং মাটির তলে গিয়ে জমছে।

৩. বাদীর ঐ জমি থেকে উদ্‌গম হওয়া গাছপালা, ঝোপঝাড়, ঘাস, পাতা এবং ফসলের এতে ক্ষতি হয়েছে এবং তার মূল্য হ্রাস করেছে এবং জমিতে বাদীর যে গবাদিপশু ও হাঁস-মুরগি চরে বেড়াত তারা অসুস্থ হয়ে পড়েছে, এবং তাদের বেশ কিছু বিষাক্ত হয়ে গিয়ে মারা গেছে।

৪. বাদী গবাদিপশু ও ভেড়া ঐ জমিতে চরাতে অসমর্থ হয়েছে, যেমন সে আগে চরাত আর বাদী তার সমস্ত গবাদি পশু, ভেড়া ও কৃষিজাত পণ্য ওখান থেকে সরিয়ে নিয়ে যেতে বাধ্য হয়েছে এবং উক্ত জমিকে সে লাভজনক ভাবে ও স্বাস্থ্যকর ব্যবহার ও ভোগ দখল করা থেকে বিঘ্নিত হয়েছে যা আগে ভিন্নরূপ পরিস্থিতিতে (অর্থাৎ এমনটা না থাকা কালে) সে করতে পারত।

[যেমন নিদর্শ নং—১-এর অনুচ্ছেদ ৪ ও ৫-এ আছে এবং উপশমের দাবি করা হয়েছে]

নং—২৫ [No. 25]

পথ চলার অধিকারে বাধাদান

(Obstructing a Right of Way)

শিরোনাম (Title)

উক্ত বাদী ক খ বিবৃতি দিচ্ছে যে,—

১. বাদীর দখলে [.........গ্রামে একটা বাড়ি] আছে এবং এতে অতঃপর উল্লিখিত সময়েও ছিল।

২. বাদী বছরের সব সময়ে [বাড়ি] থেকে সার্বজনিক বড় রাস্তা পর্যন্ত নির্দিষ্ট একটা ক্ষেত হয়ে [যানবাহনের সাহায্যে বা পায়ে হেঁটে] যাওয়ার জন্য এবং সার্বজনিক বড় রাস্তা থেকে ঐ ক্ষেত হয়ে ঐ বাড়ি পর্যন্ত [যানবাহনের সাহায্যে বা পায়ে হেঁটে] ফিরে আসার জন্য স্বয়ং এবং তার কর্মচারিদের পথ চলার অধিকারের অধিকারী ছিল।

৩. .... তারিখে প্রতিবাদী উক্ত রাস্তা অন্যায়ভাবে বন্ধ করে দিল, যার ফলে বাদী [যানবাহনের সাহায্যে, পায়ে হেঁটে বা অন্য কোনো ভাবে] ঐ রাস্তা হয়ে যেতে পারল না [এবং ঐ রাস্তা তখন থেকেই তার কাছে বন্ধ হয়ে আছে]।

৪. (যদি কোনো বিশেষ ক্ষতি সাধন হয়ে থাকে তাহলে তা লিপিবদ্ধ করুন)। [যেমন নিদর্শ নং—১-এর অনুচ্ছেদ ৪ ও ৫-এ আছে এবং উপশমের দাবি করা হয়েছে]

নং—২৬ [No. 26]

রাজপথে বাধা উপস্থিত করা

(Obstructing a Highway)

শিরোনাম (Title)

১. .... প্রতিবাদী......... থেকে .... পর্যন্ত চলাচলের সার্বজনিক বড় রাস্তায় অন্যায়ভাবে গর্ত খুঁড়ে রেখেছে এবং তার ওপর মাটি আর পাথর এমনভাবে রেখে দিয়েছে যাতে ঐ রাস্তা বন্ধ হয়ে গেছে।

২. উক্ত সার্বজনিক বড় রাস্তা দিয়ে আইনসম্মতভাবে যাওয়ার সময় ঐ বাধার জন্য উক্ত মাটি আর পাথরে [বা উক্ত গর্তে] পড়ে গেল এবং তাতে তার হাত ভেঙে গেল, এবং তাকে অতিশয় কষ্ট সহন করতে হলো আর বেশ কিছুদিন এজন্য সে তার ব্যবসা দেখাশুনা করতে পারল না এবং তার চিকিৎসার জন্য তাকে টাকা খরচ করতে হলো।

[যেমন নিদর্শ নং—১-এর অনুচ্ছেদ ৪ ও ৫-এ আছে এবং যে উপশমের দাবি করা হয়েছে তা বিবৃত করতে হবে]

নং—২৭ [No. 27]

জলধারাকে ভিন্ন পথে চালিত করা

(Diverting a Water-course)

শিরোনাম (Title)

উক্ত বাদী ক খ বিবৃতি দিচ্ছে যে,—

১. .... জেলার .... গ্রামে .... নামে পরিচিত [জলধারা]-র ওপর একটি মিল বাদীর ভোগ দখল ছিল এবং এতে অতঃপর উল্লিখিত সময়ে ছিল।

২. এমন ভোগ দখল থাকার কারণে বাদী তার মিল চালানোর জন্য ঐ জলধারার প্রবাহের অধিকারী ছিল।

৩. ....তারিখে প্রতিবাদী জলধারার কিনারা কেটে দিয়ে তার জলের গতিকে অন্যায়ভাবে ঘুরিয়ে দেয় যার ফলে বাদীর মিল-এ জল কম আসতে থাকে।

৪. এই কারণে বাদী প্রতিদিন ...... বস্তার বেশি মাল ভাঙতে অসমর্থ হয়েছে, যেখানে সে জলের মুখ ঘুরিয়ে দেওয়ার আগে সে প্রতিদিন.......... বস্তা মাল ভাঙতে পারত।

[যেমন নিদর্শ নং—১-এর অনুচ্ছেদ ৪ ও ৫-এ আছে এবং যে উপশমের দাবি করা হয়েছে তা বিবৃত করতে হবে]

নং—২৮ [No. 28]

সেচের কাজে জল ব্যবহার করার অধিকারে বাধা দান (Obstructing a Right to use Water for Irrigation)

শিরোনাম (Title)

১. .... ইত্যাদিতে অবস্থিত কিছু জমি বাদীর ভোগ দখলে আছে, আর এতে অতঃপর উল্লিখিত সময়ে ছিল এবং বাদী কোনো জলধারার এক ভাগ জল উক্ত জমিতে সেচের কাজের জন্য নেওয়ার এবং ব্যবহার করার অধিকারী এবং এতে অতঃপর উল্লিখিত সময়ে ছিল।

২. .... তারিখে প্রতিবাদী ঐ জলের প্রবাহকে অন্যায় ভাবে বন্ধ করে এবং তা ঘুরিয়ে দিয়ে বাদীকে উক্ত জলের উক্ত ভাগ উক্ত ভাবে নিতে ও ব্যবহার করতে বাধা দিল।

[যেমন নির্দেশ নং–১-এর অনুচ্ছেদ ৪ ও ৫-এ আছে এবং উপশমের দাবি করা হয়েছে]।

নং—২৯ [No. 29]

অবহেলার জন্য রেলপথে হওয়া ক্ষতি (Injuries Caused by Negligence on a Railroad)

শিরোনাম (Title)

উক্ত বাদী ক খ বিবৃতি করছেন যে,—

১. .....তারিখে প্রতিবাদী .... এবং .... এর মধ্যে রেলপথে যাত্রীদের নিয়ে যাওয়ার জন্য সাধারণ বাহক ছিলেন।

২. ঐ দিন বাদী উক্ত রেল যাত্রায় প্রতিবাদীর কামরাগুলোর একটিতে যাত্রী ছিলেন।

৩. যখন তিনি এমন যাত্রী ছিলেন তখন .... এ (অথবা...............................এর স্টেশনের কাছে অথবা.................... ও ....স্টেশনগুলোর মধ্যে) প্রতিবাদীদের কর্মচারিদের অবহেলা ও অদক্ষতার জন্য ঐ রেল পথের ওপর সংঘর্ষ হয়, যার ফলে বাদীর (পা ভেঙে যাওয়া, মাথা ফেটে যাওয়া ইত্যাদির জন্য এবং যদি কোনো বিশেষ ক্ষতি হয় তাহলে লিখুন) প্রভূত ক্ষতি হলো এবং তার নিজের চিকিৎসা-পরিচর্যার জন্য খরচ করতে হলো এবং সে একজন বিক্রেতা হিসেবে তার আগের ব্যবসা চালিয়ে যাবার ব্যাপারে চিরদিনের মতো অক্ষম হয়ে গেল।

[যেমন নিদর্শ নং—১-এর অনুচ্ছেদ ৪ ও ৫-এ আছে, যে উপশমের দাবি করা হয়েছে]

[অথবা এইরকম-২, ঐ দিন প্রতিবাদীরা তাদের কর্মচারিদের দ্বারা প্রতিবাদীর রেলপথের ওপর এবং উক্ত রেলপথ বরাবর যে রেলপথ ঐ সময় আইনসম্মত ভাবে বাদী অতিক্রম করছিলেন) এমন অবহেলা ও অদক্ষতার সাথে একটি ইঞ্জিন ও সেই সঙ্গে সংলগ্ন কামরাগুলো চালিয়েছে এবং ব্যবস্থাপিত করেছে যে উক্ত ইঞ্জিন ও কামরাগুলো চালিত হয়ে এসে বাদীকে আঘাত করেছে, যার ফলে................ ইত্যাদি যেমন অনুচ্ছেদ ৩-এ উল্লেখ করা হয়েছে]।

নং—৩০ [No. 30]

অবহেলা ভরে গাড়ি চালানোর জন্য হওয়া ক্ষতি

(Injuries Caused by Negligent Driving)

শিরোনাম (Title)

উক্ত বাদী ক খ বিবৃতি দিচ্ছেন যে,—

১. বাদী একজন জুতো প্রস্তুতকারক এবং সে................ তে তার ব্যবসা চালায়। প্রতিবাদী..........এর একজন ব্যবসায়ী।

২. ....তারিখে মোটামুটি বেলা ৩ টার সময় বাদী কলকাতা শহরে চৌরঙ্গীর দক্ষিণ দিকে যাচ্ছিলেন। তাঁর মিডলটন স্ট্রিট পার করার কথা, যা চৌরঙ্গীর সাথে সমকোণে মেশে। যখন তিনি ঐ রাস্তাটা পার হচ্ছিলেন, রাস্তার অন্য ফুটপাথে পৌঁছাবার আগেই দু' ঘোড়ায় টানা প্রতিবাদীর গাড়ি, যে গাড়িটা প্রতিবাদীর কর্মচারিদের দায়িত্বে ও নিয়ন্ত্রণে ছিল, আচমকা কোনো রকম ভাবে সতর্ক না করে দ্রুত ও বিপজ্জনক গতিতে মিডলটন স্ট্রিট থেকে চৌরঙ্গীর দিকে ঘুরল। গাড়ির জোয়ালের আঘাত এসে লাগল বাদীর শরীরে এবং বাদী এতে নিচে পড়ে গেল এবং ঘোড়া দুটোর পায়ে পিষে গেল।

৩. আঘাত লাগা, পড়ে যাওয়া ও ঘোড়ার পায়ে পিষ্ট হওয়ার জন্য বাদীর বাঁ হাত ভেঙে গেল এবং তার বগলে ও পিঠে কালশিরা পড়ে গেল এবং প্রভূত ক্ষতি হলো এবং সেই সঙ্গে তার শরীরের ভেতরেও বেশ ক্ষতি হলো আর তার ফলে বাদী চার মাস পর্যন্ত রোগগ্রস্ত থাকল এবং ক্লেশ ভোগ করল এবং তার ব্যবসার দেখাশুনা করতে অসমর্থ হয়ে পড়ল আর তাছাড়া তাঁকে তার যাবতীয় চিকিৎসা ও অন্যান্য খরচও বহন করতে হলো এবং এইসঙ্গে তাঁকে তার ব্যবসাতে এবং মুনাফাতে প্রভূত ক্ষতি স্বীকার করতে হলো।

[যেমন নিদর্শ নং—১-এর অনুচ্ছেদ ৪ ও ৫-এ আছে, যে উপশমের দাবি করা হয়েছে]

নং—৩১ [No. 31]

বিদ্বেষ পূর্ণ অভিশংসনের জন্য

(For Malicious Prosecution)

শিরোনাম (Title)

উক্ত বাদী ক খ এমন বিবৃতি দিচ্ছে যে—

১. ....তারিখে প্রতিবাদী .... র কাছে [যিনি ঐ শহরের ম্যাজিস্ট্রেট অথবা যেমন অবস্থা হয় লিখুন] ..... এর অভিযোগ ক্রমে গ্রেপ্তারের পরওয়ানা পায় এবং তার ক্ষমতা বলে বাদীকে গ্রেপ্তার করা হলো এবং সে .... [দিন বা ঘন্টার জন্য হাজতে থাকল] এবং [নিজের মুক্তির জন্য] সে .... টাকার জমানত দিল।

২. এমন করাতে প্রতিবাদী বিদ্বেষপূর্বক ও যুক্তিসঙ্গত বা সম্ভাব্য কারণ ব্যতিরেকে কার্য করল।

৩. ....তারিখে ম্যাজিস্ট্রেট প্রতিবাদীর অভিযোগ নাকচ করে দিলেন এবং বাদীকে বেকসুর খালাস করে দিলেন।

৪. বহুলোক, যাদের নাম বাদীর কাছে অজ্ঞাত, গ্রেপ্তারের কথা শুনে এবং বাদীকে অপরাধী অনুমান করে তার সাথে কারবার করা (অর্থাৎ ব্যবসা করা) ছেড়ে দিল; অথবা ঙ-চ এর করণিক হিসেবে তার পদ গ্রেপ্তারের পরিণামস্বরূপ বাদীকে খোয়াতে হলো; অথবা পরিণামস্বরূপ বাদীকে শারীরিক ও মানসিক কষ্ট সহ্য করতে হলো এবং সে তার কারবার চালিয়ে যেতে বাধিত হলো এবং তার মর্যাদারও হানি ঘটল এবং উক্ত হাজত থেকে ছাড়া পাওয়ার জন্য এবং উক্ত অভিযোগের বিরুদ্ধে নিজের প্রতিরক্ষণের জন্য তাকে খরচ করতে হলো।

[যেমন নিদর্শ নং—১-এর অনুচ্ছেদ ৪ ও ৫-এ আছে এবং উপশমের দাবি করা হয়েছে]

নং—৩২ [No. 32]

অস্থাবর সম্পত্তির অন্যায় ভাবে আটক

(Movables Wrongfully Detained)

শিরোনাম (Title)

উক্ত বাদী ক খ বিবৃতি দিচ্ছে যে,—

১. ....তারিখে বাদী-এর সাথে সংলগ্ন অনুসূচিতে উল্লিখিত মালের (অথবা মালের বিবরণ দিন), আর আনুমানিক মূল্য .....টাকা, মালিক ছিল [অথবা সেই তথ্য লিপিবদ্ধ করুন যাতে দখলের অধিকার দর্শিত হয়]।

২. সেই দিন থেকে এই মকদ্দমা শুরু হওয়া পর্যন্ত প্রতিবাদী ঐ মাল বাদীর কাছ থেকে নিয়ে আটকে রেখেছেন।

৩. মকদ্দমা শুরু হওয়ার আগে অর্থাৎ .... তারিখে, বাদী প্রতিবাদীর কাছে মাল চাইল, কিন্তু সে মাল দিতে অস্বীকার করল।

৪. ৫. [নিদর্শ নং—১-এর অনুচ্ছেদ ৪ ও ৫-এ যেমন আছে এখানে তেমন হবে]

৬. বাদী দাবি করে যে,

(১) উক্ত মাল দেওয়ার ব্যবস্থা করা হোক, আর যদি তা দেওয়ার ব্যবস্থা করা না যায় তাহলে................টাকা দেওয়ার ব্যবস্থা করা হোক।

(২) তা আটকে রাখার ক্ষতিপূরণ বাবদ..................টাকা দেওয়া হোক।

অনুসূচি

[The Schedule]

নং—৩৩ [No. 33]

প্রতারক ক্রেতা ও তার বিজ্ঞপ্তিসহ হস্তান্তর গ্রহীতার বিরুদ্ধে
(Against a Fraudulent Purchaser and his Transferee with Notice)

শিরোনাম (Title)

১. ....তারিখে প্রতিবাদী গ ঘ বাদীকে কিছু মাল বেচার জন্য প্ররোচিত করার প্রয়োজনে বাদীকে বলে যে, [সে টাকা শোধ করতে সক্ষম এবং তার সব দাতয়িতার থেকে .... টাকার বেশি মালিকানা আছে]।

২. এতে বাদী গ ঘ কে [একশ পেটি চা] বেচার ও সেগুলো সরবরাহ করার জন্য প্ররোচিত হলো। ওগুলোর আনুমানিক মূল্য..........টাকা।

৩. উক্ত কথাগুলো ছিল মিথ্যা এবং সেগুলো যে মিথ্যা তা তখনই গ ঘ-এর জানা ছিল [অথবা উক্ত বক্তব্য রাখার সময় গ ঘ দেউলিয়া হয়ে গিয়েছিল এবং সে তার অবস্থা সম্পর্কে অবহিত ছিল]।

৪. গ ঘ অতঃপর উক্ত মাল প্রতিবাদী চ ছ কে কোনো প্রতিদান ছাড়াই [বা চ ছ কে, যে চ ছ ঐ মিথ্যাকথনের ব্যাপারে জ্ঞাত ছিল] হস্তান্তরিত করে দিল।

৫.৬. [নিদর্শ নং—১-এর অনুচ্ছেদ ৪ ও ৫-এ যেমন আছে এখানে তা হবে]

৭. বাদী দাবি করে যে,

(১) উক্তমাল তাকে দেওয়া হোক অথবা যদি দেওয়া না যায় তাহলে তার মূল্য বাবদ তাকে .... টাকা দেওয়া হোক।

(২) ঐ মাল আটকে রাখার ক্ষতিপূরণ বাবদ .... টাকা দেওয়া হোক।

নং—৩৪ [No. 34]

ভুলের ভিত্তিতে চুক্তি বাতিলকরণ (বা রদকরণ)
(Rescission of a Contract on the Ground of Mistake)

শিরোনাম (Title)

উক্ত বাদী ক খ বিবৃতি দিচ্ছে যে,

১. ....তারিখে প্রতিবাদী বাদীকে বলে যে, সে ঐ ভূমি-খণ্ড, যা প্রতিবাদীর এবং ....স্থানে অবস্থিত আর তা [১০ বিঘা] পরিমাণের।

২. এতে বাদী তাকে..........টাকা মূল্যে এই বিশ্বাসে কেনার জন্য প্ররোচিত হয় যে ঐ বক্তব্য সত্য এবং সে একটা চুক্তিতে স্বাক্ষর করল, যার মূল প্রতিলিপি এর সাথে সংযোজিত আছে। কিন্তু জমি তাকে হস্তান্তরিত করা হয় নি।

৩. .... তারিখে বাদী প্রতিবাদীকে ক্রয়মূল্যের অংশ হিসেবে...........টাকা দিয়ে দিল।

৪. ঐ ভূখণ্ড বাস্তবে ছিল [৫ বিঘা]।

৫.৬. [নিদর্শ নং–১-এর অনুচ্ছেদ ৪ ও ৫-এ যেমন আছে এখানে তেমন উল্লেখ করুন]

৭. বাদী দাবি করে যে,—

(১) .... তারিখ সুদ সহ .... টাকা তাকে দেওয়া হোক;

(২) ঐ চুক্তি ফেরত দেওয়া হোক ও বাতিল করে দেওয়া হোক।

নং—৩৫ [No. 35]

অপব্যবহার রোধ করার জন্য আসেধাজ্ঞা
(An Injunction Restraining Waste)

শিরোনাম (Title)

উক্ত বাদী ক খ বিবৃতি করছে যে,—

১. বাদী [সম্পত্তির বিবরণ দিন]-র একছত্র মালিক।

২. প্রতিবাদী বাদীর কাছ থেকে পাট্টা নিয়ে তার ওপর ভোগ দখল করছে।

৩. প্রতিবাদী বাদীর সম্মতি না নিয়ে [বিক্রয়ের প্রয়োজন হেতু কয়েকটা মূল্যবান গাছ কেটে ফেলে এবং আরও বেশ কিছু কেটে ফেলার হুমকি দিচ্ছে]।

৪.৫. [নিদর্শ নং–১-এর অনুচ্ছেদ ৪ ও ৫-এ যেমন আছে এখানে তেমন উল্লেখ করতে হবে]।

৬. বাদী দাবি করছে যে, প্রতিবাদীকে উক্ত পরিসরে কোনো অতিরিক্ত অপব্যবহার করা থেকে বা করতে দেওয়া থেকে আসেধাজ্ঞা দ্বারা বাধিত করা হোক।

[টাকার মূল্যে ক্ষতিপূরণও দাবি করা যেতে পারে]

নং—৩৬ [No. 36]

উপদ্রব আটকাবার জন্য আসেধাজ্ঞা

(Injunction Restraining Nuisance)

শিরোনাম (Title)

উক্ত বাদী ক খ বিবৃতি করছে যে,—

১. বাদী [কোলকাতার .... স্ট্রিটের .... নং বাড়ির] একছত্র মালিক এবং এতে অতঃপর উল্লিখিত সব সময়ে ছিল।

২. প্রতিবাদী [ঐ .... স্ট্রিটে একখণ্ড জমির] একছত্র মালিক এবং উক্ত সব সময়ে ছিল।

৩. ....তারিখে প্রতিবাদী তার ঐ উক্ত ভূখণ্ডে একটি কসাইখানা তৈরি করল এবং সে তা এখনও বহাল রেখেছে এবং সেদিন থেকে নিয়মিত সেখানে গবাদি পশু আনিয়ে তাদের হত্যা করছে [এবং রক্ত আর মৃত পশুর নাড়িভুঁড়ি বাদীর উক্ত বাড়ির গলিতে ফেলছে]।

৪. [ফলস্বরূপ বাদী উক্ত বাড়ি ত্যাগ করার জন্য বাধ্য হয়ে পড়েছে এবং তা ভাড়াতেও দিতে পারছে না।]

৫.৬. [যেমন নিদর্শ নং—১-এর অনুচ্ছেদ ৪ ও ৫-এ আছে তা এখানে উল্লেখ করতে হবে]।

৭. বাদী দাবি করছে যে, প্রতিবাদীকে আরও উপদ্রব করা থেকে বা করানো থেকে আসেধাজ্ঞা দিয়ে নিবারিত করা হোক।

নং—৩৭ [No. 37]

সার্বজনিক উপদ্রব

(Public Nuisance)

শিরোনাম (Title)

উক্ত বাদী ক খ বিবৃতি দিচ্ছে যে,—

১. প্রতিবাদী .... এর সার্বজনিক রাস্তায়, যা .... গলি নামে পরিচিত, মাটি আর পাথর এমন অন্যায়ভাবে স্তূপ করেছে যে তার ফলে ঐ রাস্তা দিয়ে লোকজনের আসা-যাওয়া করাতে অসুবিধা সৃষ্টি হচ্ছে এবং সে এই বলে হুমকি দিচ্ছে যে, তার অভিপ্রায় হলো, যতক্ষণ তাকে এমন করা থেকে বাধা না দেওয়া হচ্ছে ততক্ষণ সে ঐ অন্যায় কাজ বহাল রাখবে এবং ভবিষ্যতেও তার পুনরাবৃত্তি করে যাবে।

২. [*বাদী আদালতে এই মামলা করার জন্য অনুমতি পেয়ে গেছে।
* যেখানে মামলা মহাধিবক্তা দ্বারা দায়ের করা হয় সেখানে এটি প্রযোজ্য নয়]

৩.৪. [নিদর্শ নং—১-এর অনুচ্ছেদ ৪ ও ৫-এ যেমন আছে তা এখানে উল্লেখ করতে হবে।]

৫. বাদী দাবি করছে যে,—

(১) প্রতিবাদী উক্ত সার্বজনিক রাস্তায় আসা-যাওয়া করা লোকজনদের অসুবিধা করার কোনো অধিকার নাই এই মর্মে একটি ঘোষণা জারি করা হোক।

(২) উক্ত সার্বজনিক রাস্তার লোকজনদের আসা-যাওয়া করাতে বাধা সৃষ্টি করা থেকে প্রতিবাদীকে নিবারণকারী এবং পূর্বোক্ত মতো অন্যায়ভাবে একত্রিত করা মাটি আর পাথর সরাবার জন্য প্রতিবাদীকে আদেশ প্রদানকারী কোনো আসেধাজ্ঞা জারি করা হোক।

নং—৩৮ [No. 38]

জলের গতিপথ ঘুরিয়ে দেবার বিরুদ্ধে আসেধাজ্ঞা
(Injunction Against the Diversion of a Water–course)

শিরোনাম (Title)

উক্ত বাদী ক খ বিবৃতি দিচ্ছে যে,—

[যেমনটা নিদর্শ নং–২৭-এ আছে এখানে তেমনটা উল্লেখ করতে হবে] বাদী দাবি কবছে যে, পূর্বোক্ত জলের গতি ঘুরিয়ে দেওয়া থেকে প্রতিবাদীকে আসেধাজ্ঞা দিযে নিবারিত করা হোক।

নং—৩৯ [No. 39]

ধ্বংসের জন্য হুমকি দেওয়া হচ্ছে উক্ত এমন অস্থাবর সম্পত্তি পুনরুদ্ধারের জন্য এবং আসেধাজ্ঞার জন্য
(Restoration of Movable Property Threatened with Destruction and for an Injunction)

শিরোনাম (Title)

উক্ত বাদী ক খ বিবৃতি করছে যে,—

১. বাদী [একজন বিখ্যাত চিত্রশিল্পী] কর্তৃক অঙ্কিত তার পিতামহর প্রতিকৃতির মালিক এবং অতঃপর উল্লিখিত সব সময়েও ছিল এবং ঐ প্রতিকৃতির আর দ্বিতীয় কোনো অনুকৃতি (duplicate) নাই [অথবা, এমন তথ্য লিপিবদ্ধ করুন যাতে দর্শিত হয় যে, সম্পত্তিটি এমনই যা বিকল্প পূর্তি টাকার অঙ্কে হয় না]।

২. ....তারিখে সে তা প্রতিবাদীর কাছে নিরাপদে রাখার জন্য জমা দিয়েছিল।

৩. ....তারিখে সে তা প্রতিবাদীর কাছে ফেরত চাইল এবং সে মালখানায়

রাখার জন্য যুক্তিসঙ্গত সমস্ত প্রভার (চার্জ) দেওয়ার প্রস্তাব দিল।

৪. প্রতিবাদী ঐ প্রতিকৃতি বাদীকে ফেরত দিতে অস্বীকার করে এবং এই বলে হুমকি দেয় যে, যদি সে ঐ প্রতিকৃত তার কাছে নেবার চেষ্টা করে তাহলে সে তা গুম করে দেবে অথবা হস্তান্তরিত করে দেবে অথবা কেটে দেবে অথবা ছিঁড়ে ক্ষত-বিক্ষত করে দেবে।

৫. ঐ (তৈল চিত্র)-র ক্ষতির জন্য বাদীর কাছে কোনো আর্থিক ক্ষতিপূরণই যথেষ্ট ক্ষতিপূরণ হবে না।

৬.৭. [নিদর্শ নং—১-এর অনুচ্ছেদ ৪ ও ৫-এ যেমন আছে এখানে তা উল্লেখ করতে হবে]

৮. বাদী দাবি করছে যে,—

(১) উক্ত তৈল চিত্রটি হস্তান্তরিত করা থেকে, ক্ষত করা থেকে বা গুম করা থেকে প্রতিবাদীকে আসেধাজ্ঞা দিয়ে নিবারিত করা হোক;

(২) বাদীকে তা ফিরিয়ে দিতে বাধ্য করা হোক।

নং—৪০ [No. 40]

অন্তরাভিবাচী (স্বার্থবিহীন ব্যবহার)

(Interpleader)

শিরোনাম (Title)

উক্ত বাদী ক খ বিবৃতি দিচ্ছে যে,—

১. এতে অতঃপর উল্লিখিত দাবির তারিখের আগে জ ঝ বাদীর কাছে [সম্পত্তির বিবরণ দিন] [সুরক্ষিত রাখার জন্য] জমা দিয়েছিল।

২. প্রতিবাদী গ ঘ [এই যুক্তি দেখিয়ে যে জ ঝ কর্তৃক তা তার কাছে স্বত্ব নিয়োগ করা হয়েছে] তা দাবি করে।

৩. প্রতিবাদী চ ছ-ও [জ ঝ-এর এমন আদেশের অধীন যার দ্বারা সে তা হস্তান্তরিত করে ছিল] তা দাবি করে।

৪. বাদী, প্রতিবাদীদের নিজের নিজের অধিকারসমূহের ব্যাপারে অনভিজ্ঞ।

৫. তার ঐ সম্পত্তির ওপর, প্রভার ও খরচ ছাড়া কোনো দাবি নাই এবং সে তা সেই ব্যক্তিদেরকে অর্পণ করার জন্য তৈরি ও ইচ্ছুক, যাদের দেওয়ার জন্য আদালত নির্দেশ দেবেন।

৬. এই মকদ্দমা উভয় প্রতিবাদীর কারোর সঙ্গেই ষড়যন্ত্রমূলক সহযোগিতা করে আনীত হয় নি।

৭.৮. নিদর্শ নং—১-এর অনুচ্ছেদ ৪ ও ৫-এ যেমন আছে এখানে তেমন উল্লেখ করতে হবে।

৯. বাদী দাবি করে যে,—

(১) প্রতিবাদীকে বাদীর বিরুদ্ধে তার সম্পর্কে কোনো কার্যবাহ করা থেকে আসেধাজ্ঞা দিয়ে নিবারিত করা হোক;

(২) তার কাছে উক্ত সম্পত্তির ওপর নিজের দাবির ব্যাপারে পরস্পর অন্তরাভিবচন করে এমন অভিপ্রায় করা হোক;

(৩) এই মকদ্দমা বিচারাধীন থাকা পর্যন্ত উক্ত সম্পত্তি প্রাপ্ত করার জন্য কোনো ব্যক্তিকে প্রাধিকৃত করা হোক;

(৪) তার দ্বারা এমন [ব্যক্তি] কে অর্পণ করে দেওয়ার পর বাদীকে তার সম্পর্কে প্রতিবাদীদের যে কারো প্রতি সমস্ত দায়িত্ব থেকে মুক্ত করা হোক।

নং—৪১ [No. 41]

উত্তমর্ণ কর্তৃক তার তরফে এবং সমস্ত উত্তমর্ণের তরফে প্রশাসন

(Administration by Creditor on Behalf of Himself and all Other Creditors)

শিরোনাম (Title)

উক্ত বাদী ক খ বিবৃতি দিচ্ছে যে,—

১. ....-র মৃত ঙ চ, তার মৃত্যুর সময় বাদীর প্রতি ...... [এখানে ঋণের প্রকৃতি এবং যদি কোনো প্রতিভূতি থেকে থাকে তাহলে তার উল্লেখ করুন] টাকার জন্য ঋণী ছিল এবং তার ভূ-সম্পত্তি এখনও পর্যন্ত ঐ ঋণের দ্বারা ভারাক্রান্ত (অর্থাৎ ঐরকম ঋণী আছে)।

২. ....তারিখে বা তার কাছাকাছি সময়ে ঙ চ-এর মৃত্যু হয়েছিল। সে ...... তারিখে করা তার শেষ ইচ্ছাপত্রের দ্বারা গ ঘ-কে তার নির্বাহক নিযুক্ত করল (বা যেখানে যেমন, সে তার ভূ-সম্পত্তি অছি হিসেবে উইল দ্বারা প্রদান করে, ইত্যাদি অথবা সে শেষ ইচ্ছাপত্র না করে মারা যায়]

৩. শেষ ইচ্ছাপত্র গ ঘ দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে [অথবা প্রতিপালনাদেশ দেওয়া হয়েছে, ইত্যাদি]

৪. প্রতিবাদী ঙ-চ-এর অস্থাবর সম্পত্তি [এবং স্থাবর সম্পত্তি বা স্থাবর সম্পত্তি থেকে প্রাপ্ত অর্থ]-এর ওপর দখল করে নিয়েছে আর বাদীকে তার ঋণ শোধ করে নি।

৫.৬. [নিদর্শ নং—১-এর অনুচ্ছেদ ৪ ও ৫-এ যেমন আছে তা এখানে উল্লেখ করতে হবে।

৭. বাদী দাবি করছে, যে মৃত ঙ চ-এর অস্থাবর [ও স্থাবর] সম্পত্তির হিসেবে নেওয়া হোক এবং আদালতের ডিক্রির অধীন ত৷ প্রকাশিত হোক।

নং—৪২ [No. 42]

সুনির্দিষ্ট উত্তরদায় গ্রাহক দ্বারা প্রশাসন

(Administration by Specific Legatee)

শিরোনাম (Title)

[নিদর্শ নং–৪১ নিম্নলিখিত ভাবে পরিবর্তিত করুন]

[অনুচ্ছেদ ১ বাদ দিন এবং অনুচ্ছেদ ২ শুরু করুন এইভাবে—]

মৃত ঙ চ-এর, যে........এর নিবাসী ছিল, মৃত্যু.............তারিখে বা তার কাছাকাছি সময়ে হয়েছে। সে.........তারিখে তার শেষ ইচ্ছাপত্র দ্বারা গ ঘ কে তার নির্বাহক নিযুক্ত করল এবং বাদীকে [এখানে সুনির্দিষ্ট সম্পত্তি উল্লেখ করতে হবে] উইল করে দিল।

অনুচ্ছেদ ৪-এর জায়গায় লিখুন যে,—

ঙ চ-এর অস্থাবর সম্পত্তির ওপর প্রতিবাদীর ভোগদখলকারী আছে এবং অন্য জিনিসগুলোর সঙ্গে [এখানে নির্দিষ্ট উইলের বিষয়-বস্তুর নাম উল্লেখ করতে হবে]-এর ওপরও ভোগদখল আছে।

অনুচ্ছেদ ৭-এর শুরুতে লিখুন—

বাদী দাবি করছে যে, প্রতিবাদীকে আদেশ দেওয়া হোক যে, সে [এখানে নির্দিষ্ট বিষয়-বস্তুর নাম দিন] বাদীকে অর্পণ করে অথবা যে, ইত্যাদি।

নং—৪৩ [No. 43]

আর্থিক উত্তরদায়গ্রাহক দ্বারা প্রশাসন

(Administration by Pecuniary Legatee)

শিরোনাম (Title)

[নিদর্শ নং–৪১ এইভাবে পরিবর্তন করুন] অনুচ্ছেদ ১ বাদ দিন এবং অনুচ্ছেদ ২-এর জায়গায় লিখুন যে

মৃত ঙ চ এর, যে..........এর নিবাসী ছিল, মৃত্যু.....................তারিখে বা তার কাছাকাছি সময়ে হয়েছে। সে.............তারিখে তার শেষ ইচ্ছাপত্র দ্বারা গ ঘ কে তার নির্বাহক নিযুক্ত করল এবং বাদীকে....................টাকার সম্পত্তি দান করল।

অনুচ্ছেদ ৪-এ "ঋণ"-এর বদলে "উইলের সম্পত্তি" কথাটি লিখতে হবে।

ভিন্ন একটি নিদর্শ
[Another Form]

শিরোনাম (Title)

উক্ত বাদী ঙ চ বিবৃতি দিচ্ছে যে,—

১. ক খ এর যে .... তে ট ক ছিল, ... তারিখে মৃত্যু হলো। সে .... তারিখে তার শেষ ইচ্ছাপত্র দ্বারা প্রতিবাদীকে এবং ঙ চ ক [যার মৃত্যু উইল কর্তার জীবিত কালেই হয়েছিল] তার নির্বাহক নিযুক্ত করলো এবং তার সম্পত্তি, তা স্থাবর হোক বা অস্থাবর, তার নির্বাহককে এমন বিশ্বাস পূর্বক উইল দ্বারা দান করে যায় যে বাদীকে সারাজীবন তার ভাড়া এবং আয় প্রদান করে যাবে ; এবং তার মৃত্যুর পর, এবং তার পুত্র সন্তান হয়ে একুশ বছরের না হলে কিংবা মেয়ে হয়ে ঐ একই বয়সের না হলে বা বিয়ে না হলে, এই অছির অধীনে রক্ষিত তার স্থাবর সম্পত্তি সেই ব্যক্তি পাবে যে উইলকারীর বৈধিক উত্তরাধিকারী হবে ও তার অস্থাবর সম্পত্তি সেই ব্যক্তি পাবে সে হবে উইলকারীর ঘনিষ্ঠ আত্মীয় যদি সে বাদীর মৃত্যুর সময় কোনো উইল না করে মারা যায় এবং পূর্ব উল্লিখিত মতো তার সন্তানাদি না হয়।

২. প্রতিবাদী.................তারিখে উইল প্রমাণিত করেছে। বাদী বিয়ে করে নি।

৩. উইল কর্তা তার মৃত্যুর সময় অস্থাবর ও স্থাবর সম্পত্তির অধিকারী ছিল; প্রতিবাদী স্থাবর-সম্পত্তির ভাড়া পেতে শুরু করেছে এবং অস্থাবর সম্পত্তি নিজের দখলে এনে ফেলেছে; সে স্থাবর সম্পত্তির কিছু অংশ বেচে দিয়েছে।

৪.৫. [যেমন নিদর্শ নং–১-এর অনুচ্ছেদ ৪ ও ৫-এর আছে তা এখানে উল্লেখ করতে হবে]

৬. বাদী দাবি করে যে,—

(১) ক খ এর অস্থাবর ও স্থাবর সম্পত্তির প্রশাসন এই আদালতে করা হোক, এবং সেই প্রয়োজন হেতু যাবতীয় সঙ্গত নির্দেশ দেওয়া হোক এবং হিসেবে নেওয়া হোক;

(২) এমন অতিরিক্ত বা অন্য উপশম দেওয়া হোক যেমনটা মামলার প্রকৃতি অনুযায়ী অভিপ্রেত হয়।

নং—৪৪ [No. 44]

ন্যাসের নির্বাহ (Execution of Trusts)

শিরোনাম (Title)

উক্ত বাদী ক খ বিবৃতি দিচ্ছে যে,—

১. সে .... তারিখে বা তার কাছাকাছি তারিখে স্থিরীকরণ সাধিত্রের অধীন, যা স্থিরীকরণ প্রতিবাদীর বাবা ও মা ঙ -চ ও ছ-জ-এর বিবাহের সময় করা হয়েছিল [অথবা প্রতিবাদী গ ঘ-এর এবং ঙ চ-এর ভিন্ন উত্তমর্ণের সুবিধার

জন্য ও চ-এর ভূ-সম্পত্তি এবং দ্রব্যাদির হস্তান্তরণের সাধিত্রের অধীন], ন্যাসদের মধ্যে এক জন।

২. ক খ উক্ত ন্যাসের ভার নিজের ওপর নিয়েছে এবং উক্ত সাধিত্র দ্বারা হস্তান্তরিত অস্থাবর ও স্থাবর সম্পত্তি [অথবা তার থেকে পাওয়া অর্থ] তার দখলে আছে।

৩. গ ঘ সাধিত্রের অধীন সুবিধাপ্রদ হিতের অধিকারী হওয়ার দাবি করছে।

৪.৫. [নিদর্শ নং—১-এর অনুচ্ছেদ ৪ ও ৫-এ যেমন আছে এখানে তার উল্লেখ করতে হবে]

৬. বাদী কথিত স্থাবর সম্পত্তির যাবতীয় ভাড়া ও লাভের [এবং কথিত স্থাবর সম্পত্তি বা তার অংশের বিক্রয় লব্ধ অর্থ অথবা অস্থাবর সম্পত্তি অথবা তার অংশের বিক্রয় লব্ধ অর্থ অথবা কথিত ন্যাসের নির্বাহে ঐ রকম ন্যাস রক্ষক (অছি) হিসেবে বাদীর প্রাপ্য লাভের] হিসেবে দিতে ইচ্ছুক বা আগ্রহী এবং সে চাইছে যে আদালত কথিত ন্যাস-এর হিসেব নেবে এবং আরও যে, প্রতিবাদী গ ঘ-এর এবং অন্য সমস্ত ব্যক্তি তারা এমন প্রশাসনে স্বার্থযুক্ত হতে পারে তাদের হিতার্থে গ ঘ এবং আদালতের নির্দেশানুসারে অন্য যে সব ব্যক্তি এভাবে স্বার্থযুক্ত হতে পারে তাদের সামনে কথিত যাবতীয় ন্যাস-সম্পত্তি আদালত কর্তৃক প্রশংসিত হতে পারে অথবা যে গ ঘ ভিন্নরূপ উত্তম কারণ দর্শাতে পারে।

[বি.দ্র. : মামলা যেখানে সুবিধা প্রাপক দ্বারা আনীত হয় সেখানে আর্জি (বা বাদপত্র) উত্তরদায়গ্রাহকের আর্জির নমুনা অনুসারে প্রয়োজনীয় পরিবর্তনসহ তৈরি করতে হবে।]

নং—৪৫ [No. 45]

বন্ধকী সম্পত্তি খালাসের অধিকার হরণ ও বিক্রয়

(Foreclosure or Sale)

শিরোনাম (Title)

উক্ত বাদী ক খ বিবৃতি করছে যে,—

১. বাদী প্রতিবাদীর জমির বন্ধক গ্রহীতা।

২. বন্ধকের বিবরণ হলো নিম্ন প্রকার—

(ক) (তারিখ);

(খ) (বন্ধকদাতা ও বন্ধকগ্রহীতার নাম);

(গ) (প্রতিভূত টাকা);

(ঘ) (সুদের হার);

(ঙ) (বন্ধনের অধীন সম্পত্তি);

(চ) (এখন পরিশোধ্য টাকা);

(ছ) [যদি বাদীর অধিকার অন্যের থেকে ব্যুৎপন্ন হয় তাহলে যে হস্তান্তরের জন্য বা বর্তানোর ভিত্তিতে সে দাবি পেশ করছে তা সংক্ষেপে বিবৃতি করতে হবে।]

(যদি বাদী ভোগদখলকারী বন্ধকগ্রহীতা হয় অহলে তা বিবৃত করতে হবে)

৩. বাদী বন্ধকী সম্পত্তির দখল নিয়েছে........তারিখে এবং সে ভোগদখলকারী বন্ধকগ্রহীতা হিসেবে সেই সময় থেকে হিসেব দেওয়ার জন্য প্রস্তুত।

৪.৫. [নিদর্শ নং-১ এর অনুচ্ছেদ ৪ ও ৫-এ যেমন আছে তা উল্লেখ করতে হবে।

৬. বাদী দাবি করছে যে,—

(১) তা প্রদান করা হোক অথবা তার অন্যথা হলে [বিক্রয় বা] বন্ধকী সম্পত্তি খালাসের অধিকার হরণ করা হোক [এবং দখল দেওয়া হোক] ;

[এখানে আদেশ ৩৪-এর বিধি-৬ প্রযোজ্য হবে]

(২) যদি দেখা যায় বিক্রয় লব্ধ টাকা বাদীকে প্রদেয় টাকা পরিশোধ করার পক্ষে যথেষ্ট হচ্ছে না, তাহলে [অবশিষ্ট অংশের আদেশের] জন্য তার আবেদন করার স্বাধীনতা সংরক্ষিত রাখা হোক।

নং—৪৬ [No. 46]

পুনরুদ্ধার

(Redemption)

শিরোনাম (Title)

উক্ত বাদী ক খ বিবৃতি করছে যে,—

১. প্রতিবাদী যে জমির বন্ধকগ্রহীতা, বাদী সেই জমির বন্ধক দাতা।

২. বন্ধকের বিবরণ হলো নিম্ন প্রকার—

(ক) (তারিখ);

(খ) (বন্ধকদাতা ও বন্ধক গ্রহীতা);

(গ) (প্রতিভূত টাকা);

(ঘ) (সুদের হার);

(ঙ) (বন্ধকের অধীন সম্পত্তি);

(চ) (যদি বাদীর অধিকার অন্যের থেকে ব্যুৎপন্ন হয় তাহলে যে হস্তান্তরের জন্য বা বর্তানোর ভিত্তিতে সে দাবি পেশ করছে তা সংক্ষেপে বিবৃত করতে হবে।)

(যদি বাদী ভোগ দখলকারী বন্ধকগ্রহীতা হয় তাহলে তা বিবৃত করতে হবে)

৩. প্রতিবাদী বন্ধকী সম্পত্তির দখল নিয়েছে (বা তার ভাড়া নিয়েছে)।

৪.৫. [নিদর্শ নং-১ এর অনুচ্ছেদ ৪ ও ৫-এ যেমন আছে তা উল্লেখ করতে হবে]

৬. বাদী উক্ত সম্পত্তি পুনরুদ্ধারের এবং [অন্তকালীন লাভ সহ] তা নিজের কাছে পুনর্বার হস্তান্তরিত করাবার (এবং তার ওপর দখল নেওয়ার) দাবি করছে।

নং—৪৭ [No. 47]

সুনির্দিষ্ট পালন (নং—১)

(Specific Performance [No. 1])

শিরোনাম (Title)

উক্ত বাদী ক খ বিবৃতি করছে যে,—

১. ....তারিখে ও প্রতিবাদী কর্তৃক স্বাক্ষরিত চুক্তির দ্বারা প্রতিবাদী তাতে উল্লিখিত ও নির্দিষ্ট কিছু স্থাবর সম্পত্তি........ টাকায় বাদীর কাছে কেনার জন্য (অথবা বাদীকে বেচার জন্য) চুক্তি করেছিল।

২. বাদী প্রতিবাদীর কাছে আবেদন করল যাতে সে চুক্তিতে তার অংশ সুনির্দিষ্টভাবে পালন করে, কিন্তু প্রতিবাদী তা করল না।

৩. বাদী চুক্তিতে তার অংশের পালন করার জন্য তৈরি ও ইচ্ছুক ছিল এবং এখনও আছে, প্রতিবাদীও তা জ্ঞাত আছে।

৪.৫. [নিদর্শ নং–১-এর অনুচ্ছেদ ৪ ও ৫-এ যেমন আছে তা এখানে উল্লেখ করতে হবে।

৬. বাদী দাবি করছে যে, আদালত প্রতিবাদীকে চুক্তির সুনির্দিষ্ট পালনের জন্য, এবং উক্ত সম্পত্তির বাদীকে পুরোপুরি দখল দেওয়ার জন্য যাবতীয় আবশ্যক কার্যাদি করার জন্য [অথবা উক্ত সম্পত্তির হস্তান্তরণ ও দখল প্রতিগৃহীত করার জন্য] এবং মকদ্দমার খরচ দেওয়ার জন্য আদেশ দেয়।

নং—৪৮ [No. 48]

সুনির্দিষ্ট পালন (নং—২)

(Specific Performance [No. 2])

শিরোনাম (Title)

উক্ত বাদী ক খ বিবৃতি করছে যে,—

১. ....তারিখে বাদী আর প্রতিবাদী লিখিত চুক্তি করল, যার মূল দস্তাবেজ-এর সাথে সংযোজিত আছে।
প্রতিবাদী চুক্তিতে বর্ণিত স্থাবর সম্পত্তির একছত্র অধিকারী ছিল।

২. .....তারিখে বাদী প্রতিবাদীকে .... প্রস্তুত করল এবং উক্ত সম্পত্তির হস্তান্তরণ যথেষ্ট সাধিত্র দ্বারা করার দাবি করল।

৩. ....তারিখে বাদী এমন হস্তান্তর করার পুনঃ দাবি করে [অথবা প্রতিবাদী তা বাদীকে হস্তান্তর করতে অস্বীকার করল]।

৪. প্রতিবাদী কোনো হস্তান্তর সাধিত্র নির্বাহ করে নি।

৫. বাদী উক্ত সম্পত্তির ক্রয়মূল্য প্রতিবাদীকে দেওয়ার জন্য এখনও তৈরি ও ইচ্ছুক আছে।

৬.৭. [নিদর্শ নং–১-এর অনুচ্ছেদ ৪ ও ৫-এ যেমন আছে তা এখানে উল্লেখ করতে হবে]

৮. বাদী দাবি করছে যে,

(১) প্রতিবাদী (চুক্তির শর্ত অনুযায়ী) উক্ত সম্পত্তি বাদীকে যথেষ্ট সাধিত্র দ্বারা হস্তান্তরিত করে দেয়।

(২) ঐ সম্পত্তি আটকে রাখার জন্য তাকে .... টাকা ক্ষতিপূরণ দেয়।

নং—৪৯ [No. 49]

অংশীদারী

(Partnership)

শিরোনাম (Title)

উক্ত বাদী ক খ বিবৃতি করছে যে,—

১. সে আর প্রতিবাদী গ ঘ গত ...... বছর (বা মাস) থেকে অংশীদারীর লিখিত অনুচ্ছেদ সাপেক্ষে [বা দলিল মতে মৌখিক চুক্তি সাপেক্ষে] একসাথে ব্যবসা করে।

২. এমন অংশীদারী হিসেবে বাদী আর প্রতিবাদীর মধ্যে এমন কোনো বিবাদ ও মতভেদ তৈরি হয়েছে যার ফলে অংশীদারী কারবার অংশীদারদের লাভজনকভাবে চালানো অসম্ভব হয়ে গেছে।

[অথবা প্রতিবাদী অংশীদারীর অনুচ্ছেদগুলোর মধ্যে নিম্নলিখিতগুলো লঙ্ঘন করেছেন।

(১)

(২)

(৩) ।]

৩.৪. [নির্দেশ নং—১-এর অনুচ্ছেদ ৪ ও ৫-এ যেমন আছে এখানে তেমন হবে]

৫. বাদী দাবি করছে যে,—

(১) অংশীদারী ভঙ্গ করা হোক;

(২) হিসেবপত্র নেওয়া হোক;

(৩) রিসিভার নিয়োগ করা হোক।

[বি. দ্র.ঃ কোনো অংশীদারীর পরিসমাপ্তি মূলক মকদ্দমায়, ভঙ্গের (বা বিগঠনের) জন্য দাবি বাদ দিতে হবে এবং তার জায়গায় একটা অনুচ্ছেদ ছেড়ে দিতে হবে, যাতে অংশীদারীর ভঙ্গ (বা বিগঠিত) করার তথ্যাদি বিবৃত থাকবে।]

(৪) লিখিত বিবৃতি

(Written Statements)

সাধারণ প্রতিরক্ষণ

(General Defences)

অস্বীকার—প্রতিবাদী ঐ ব্যাপারে অস্বীকার করছে তার কারণ (তথ্য বিবৃতি করুন)।

প্রতিবাদী স্বীকার করছে না তার কারণ (তথ্য বিবৃতি করুন)।

প্রতিবাদী স্বীকার করছে যে, ... কিন্তু তার বক্তব্য হলো যে, ...।

প্রতিবাদী এজন্য অস্বীকার করছে যে, সে .... এর প্রতিবাদীর ফার্মে একজন অংশীদার।

প্রতিবাদ—প্রতিবাদী অস্বীকার করছে এজন্য যে, সে বাদীর কাছ থেকে অভিযুক্ত চুক্তি বা কোনো চুক্তি করেছেন।

প্রতিবাদী অস্বীকার করছে যে সে বাদীর কাছে অভিযোগে বর্ণিত রূপে চুক্তি বা কোনো একটি চুক্তি করেছেন।

প্রতিবাদী পরিসম্পদসমূহ স্বীকার করছেন কিন্তু বাদীর দাবিকে স্বীকার করেন না।

প্রতিবাদী এজন্য অস্বীকার করছে যে, বাদী বাদপত্রে বর্ণিত মাল বা তার মধ্যেকার যে কোনো একটি মাল প্রতিবাদীকে বিক্রি করেছে।

তামাদি—মকদ্দমাটি, ভারতীয় তামাদি আইন, ১৮৭৭ [১৮৭৭-এর ১৫]-এর দ্বিতীয় অনুসূচির অনুচ্ছেদ.........বা অনুচ্ছেদ...........দ্বারা বর্জিত।

অধিক্ষেত্র—মকদ্দমার শুনানির অধিক্ষেত্র আদালতের নাই। তার কারণ ....[কারণ লিপিবদ্ধ করুন)।

অভিযোগে বর্ণিত বিবাদ-হেতুর মোচনে............তারিখে প্রতিবাদী একটি হীরার আংটি বাদীকে অর্পণ করেছিল এবং বাদী তা প্রতিগৃহীত করেছিল।

দেউলিয়া—বিচারপূর্বক রায়-এ প্রতিবাদীকে দেউলিয়া ঘোষিত করা হয়েছে বাদী মামলা দায়ের করার আগে বিচারপূর্বক রায়-এ দেউলিয়া ঘোষিত করা হয়েছিল এবং মকদ্দমা করার অধিকার রিসিভারে বর্তিয়ে ছিল।

নাবালকত্ব—[প্রতিবাদী অভিযোগে বর্ণিত চুক্তি সম্পাদনের সময় নাবালক (বা নাবালিকা) ছিল।]

আদালতে জমা করা—প্রতিবাদী দাবির পুরো টাকা (বা, যথাস্থিতি, দাবি করা টাকার অংশরূপ..............টাকা) বাবদ আদালতে............টাকা জমা করে দিয়েছে, তার বক্তব্য যে, এই টাকা বাদীর দাবির [বা উপযুক্ত অংশের] পরিতুষ্টির জন্য যথেষ্ট।

পালন মকুব—অভিযোগে বর্ণিত প্রতিশ্রুতির পালন .... তারিখে মকুব করে দিয়েছিল।

বাতিলকরণ—বাদী ও প্রতিবাদীর মধ্যে সম্পাদিত অঙ্গীকারপত্র দ্বারা চুক্তি বাতিল করা হয়েছিল।

পূর্বন্যায়—বাদীর দাবি (এখানে নির্দেশ দিন) মকদ্দমার ডিক্রি দ্বারা বাতিলকৃত হয়েছে।

বাদবন্ধ—বাদীর (এখানে যে কারণে বাদবন্ধর দাবি করা হয়েছে তা বিবৃতি করতে হবে) সত্যতায় অস্বীকার করার জন্য একজন বাদবন্ধ যে, (এখানে সেই তথ্য বিবৃতি করুন যার ওপর নির্ভর করা হয়েছে, কারণ তার থেকে বাদবন্ধ সৃষ্ট করেছে)।

মকদ্দমা দায়ের করার পরবর্তী প্রতিরক্ষণের ভিত্তি—মকদ্দমা দায়ের করার পর, অর্থাৎ............................তারিখে (এখানে তথ্য বিবৃতি করুন)।

নং—১ [No. 1]

বিক্রীত ও অর্পণকৃত মালের জন্য মকদ্দমার প্রতিরক্ষণ
(Defence in Suits for Goods Sold and Delivered)

১. প্রতিবাদী মালের জন্য আদেশ দেয় নি।

২. প্রতিবাদীকে মাল অর্পণ করা হয় নি।

৩. দাম.................টাকা ছিল না।

[অথবা]

৪., ৫., ৬. ....টাকার ব্যাপার ছাড়া ; ১, ২, ৩ -এ যেমন আছে তেমন

৭. প্রতিবাদী [অথবা প্রতিবাদীর নিযুক্তক ক খ] দাবি পূরণ করে দিয়েছে মকদ্দমার আগে বাদী [অথবা বাদীর নিযুক্তক গ ঘ] কে ....তারিখে টাকা শোধ করে।

৮. প্রতিবাদী দাবি পূরণ করে দিয়েছে মকদ্দমার পর বাদীকে...........তারিখে টাকা শোধ করে।

নং—২ [No. 2]

বণ্ড-এর ওপর মকদ্দমায় প্রতিরক্ষণ
(Defence in Suits on Bonds)

১. বণ্ডটি প্রতিবাদীর বণ্ড নয়।

২. প্রতিবাদী বণ্ড-এর শর্তানুযায়ী নির্ধারিত দিনে বাদীকে টাকা শোধ করে দিয়েছে।

৩. প্রতিবাদী বণ্ড-এ উল্লিখিত আদালত সুদের টাকা বাদীকে কথিত দিনের পর এবং মকদ্দমার আগে শোধ করে দিয়েছে।

নং—৩ [No. 3]

প্রতিভূতির ওপর মকদ্দমায় প্রতিরক্ষণ
(Defence in Suits on Guarantees)

১. প্রধান ঋণী দাবি পূরণ করে দিয়েছে মকদ্দমার আগে।

২. বাদী প্রধান ঋণীকে একটি আবদ্ধকর চুক্তি অনুসারে সময় দিয়েছিল এবং তার থেকে প্রতিবাদী মুক্ত হয়ে গিয়েছিল।

নং—৪ [No. 4]

ঋণের যে কোনো মকদ্দমায় প্রতিরক্ষণ
(Defence in any Suit for Debt)

১. দাবি করা অর্থের ২০০ টাকার ব্যাপারে প্রতিবাদী যে মাল সে বাদীকে বিক্রি করেছে ও অর্পণ করেছে, সেই মালের জন্য ভারসাম্য বিধানের যোগ্য—

বিবরণ নিম্নলিখিত প্রকার	টাকা
১৫ জানুয়ারি, ১৯০৭......................	১৫০·০০
১ ফেব্রুয়ারি, ১৯০৭................	৫০·০০
	মোট—২০০.০০

২. পুরো টাকার [বা দাবিকৃত টাকার অংশ স্বরূপ.........টাকার] ব্যাপারে প্রতিবাদী মকদ্দমার আগে............টাকা দিয়েছে, এবং তা আদালতে জমা করে দিয়েছে।

নং—৫ [No. 5]

অবহেলা ভরে গাড়ি চালানো হেতু ক্ষতির জন্য মকদ্দমায় প্রতিরক্ষণ
(Defence in Suits for Injuries Caused by Negligent Driving)

১. প্রতিবাদী অস্বীকার করছে যে আর্জিতে উল্লিখিত গাড়ি প্রতিবাদীর আর তা প্রতিবাদী কর্মচারীর দায়িত্বে বা নিয়ন্ত্রণে ছিল। গাড়িটি ছিল...........গলি/স্ট্রিটের...................এর, যে ভাড়াতে ঘোড়া সরবরাহ করার জন্য একটি আস্তাবল চালায় এবং যাকে প্রতিবাদীকে গাড়ি আর ঘোড়া দেওয়ার জন্য প্রতিবাদী নিযুক্ত করেছে, এবং সেই ব্যক্তি, যার দায়িত্বে এবং নিয়ন্ত্রণে ঐ গাড়ি ছিল, উক্ত............................এর সেবকের ছিল।

২. উক্ত গাড়িটি মিডলটন স্ট্রিট দিয়ে অবহেলা ভরে, অকস্মাৎ বা হুঁশিয়ার না করে বা দ্রুত বা বিপজ্জনক গতিতে ঘোরানো হয়েছিল তা প্রতিবাদী স্বীকার করে না।

৩. প্রতিবাদীর বক্তব্য যুক্তিসঙ্গত সাবধানতা এবং সতর্কতা অবলম্বন করে ঐ গাড়িটি তার দিকে যাচ্ছে তা লক্ষ্য করতে পারত এবং সংঘর্ষ হওয়া এড়াতে পারত।

৪. প্রতিবাদী আর্জির ৩নং অনুচ্ছেদ বিবৃতি বক্তব্য স্বীকার করে না।

নং—৬ [No. 6]

অন্যায় করার জন্য সমস্ত মকদ্দমাতে প্রতিরক্ষণ
(Defence in all Suits for Wrongs)

১. বিভিন্ন কাজে [অথবা বিষয়ে] যেগুলোর সম্পর্কে অভিযোগে আনা হয়েছে, তার প্রত্যাখ্যান।

নং—৭ [No. 7]

মালের আটকে রাখার মকদ্দমায় প্রতিরক্ষণ
(Defence in Suits for Detention of Goods)

১. মাল বাদীর সম্পত্তি ছিল না।

২. মাল সেই অধিকার বলে দখলে রাখা হয়েছিল, যে অধিকারের প্রতিবাদী অধিকারী ছিল। বিবরণ নিম্ন প্রকার—
৩রা মে, ১৯০৭ দিল্লি থেকে কলকাতা পর্যন্ত মাল আনার পরিবহন খরচ বাবদ—
২ টাকা মণ দরে ৪৫ মণ বাবদ.................. ৯০ টাকা।

নং—৮ [No. 8]

লেখা-স্বত্ব (কপি রাইট) উল্লঙ্ঘনের জন্য মকদ্দমায় প্রতিরক্ষণ
(Defence in Suits for Infringement of Copyright)

১. বাদী লেখক (স্বত্বনিয়োগী, ইত্যাদি) নয়।

২. গ্রন্থটি নিবন্ধিত হয় নি।

৩. প্রতিবাদী লঙ্ঘন করে নি।

নং—৯ [No. 9]

ব্যবসায়িক-চিহ্ন লঙ্ঘনের মকদ্দমায় প্রতিরক্ষণ
(Defence in Suits for Infringement of Trade Mark)

১. ব্যবসায়িক-চিহ্ন ব্যবসায়ীর নয়।

২. অভিযুক্ত ব্যবসায়িক-চিহ্ন ব্যবসায়িক-চিহ্ন নয়।

৩. প্রতিবাদী লঙ্ঘন করে নি।

নং—১০ [No. 10]

উপদ্রব সম্পর্কিত মকদ্দমায় প্রতিরক্ষণ

(Defence in Suits Relating to Nuisances)

১. বাদীর আলো পুরনো নয় (অথবা তার অন্যান্য, প্রচলিত প্রথাগত অধিকার অস্বীকার করতে হবে)।

২. বাদীর আলোতে প্রতিবাদীর বাড়ির দ্বারা উল্লেখযোগ্যভাবে বাধা উপস্থিত হবে না (অর্থাৎ প্রতিবাদীর বাড়ি বাদীর আলোকে বিঘ্নিত করবে না)।

৩. প্রতিবাদী বা তার কর্মচারি জল দূষিত করছে তা স্বীকার করে না (অথবা তা করে যার অভিযোগ করা হয়েছে)।
[প্রতিবাদী যদি দাবি করে যে, যে বিষয়ে অভিযোগ করা হয়েছে, তার করার অধিকার সে প্রচলিত প্রথাগত অধিকার দ্বারা বা অন্যভাবে পেয়ে থাকে তাহলে তার এমন বলা দরকার এবং নিজের দাবির ভিত্তি বিবৃতি করা দরকার অর্থাৎ বিবৃতি করা দরকার যে প্রচলিত প্রথা দ্বারা বা অনুদান দ্বারা বা অন্য কি তার ভিত্তি]

৪. বাদী অথবা বিলম্ব দোষে দুষ্ট ছিল যার বিবরণ নিম্ন প্রকার—
১৮৭০-এ বাদীর কারখানা কাজ শুরু করেছিল।
১৮৭১-এ বাদী দখল পায়।
১৮৮৩-এ প্রথম অভিযোগ তোলা হয়।

৫. ক্ষতির জন্য বাদীর দাবির ব্যাপারে প্রতিবাদী প্রতিরক্ষণের উক্ত ভিত্তির ওপর নির্ভর করবে এবং তার বক্তব্য হলো, যে অভিযুক্ত কাজগুলোতে বাদীর কোনো ক্ষতি হয় নি। (যদি অন্য ভিত্তির ওপর নির্ভর করা হয়, তাহলে তার, যেমন অতীতের ক্ষতির ব্যাপারে তামাদি, ইত্যাদি বিবৃতি দিতে হবে।)

নং—১১ [No. 11]

বন্ধকী সম্পত্তি খালাসের অধিকারহরণের মকদ্দমায় প্রতিরক্ষণ

(Defence to Suit Foreclosure)

১. প্রতিবাদী বন্ধক নির্বাহিত করে নি।

২. বন্ধক বাদীকে হস্তান্তরিত করা হয় নি [যদি অনধিক হস্তান্তরের অভিযোগ করা হয়ে থাকে, তাহলে বলুন যে, কোন্ হস্তান্তরটি প্রত্যাখ্যান (বা অস্বীকার) করা হয়।]

৩. মকদ্দমা ভারতীয় তামাদি আইন, ১৮৭৭ (১৮৭৭-এর ১৫)-এর দ্বিতীয় অনুসূচির অনুচ্ছেদ................দ্বারা বাধিত করা হয়েছে।

৪. নিম্নলিখিত টাকা পরিশোধ করা হয়েছে। যথা— টাকা
[এখানে তারিখ দিন] .... ১০০০·০০
[এখানে তারিখ দিন] .... ৫০০·০০

৫. .....তারিখে বাদী দখল নিয়েছিল এবং তখন থেকে নিয়মিত ভাড়া নিয়ে আসছে।

৬. ....তারিখে বাদী ঋণ থেকে মুক্ত করে দিয়েছিল।

৭. প্রতিবাদী তার সব স্বার্থ ....তারিখে দস্তাবেজ দ্বারা ক খ-কে হস্তান্তর করে দিয়েছিল।

নং—১২ [No. 12]

ঋণ মুক্তির মকদ্দমায় প্রতিরক্ষণ

(Defence to Suit for Redemption)

১. বাদীর ঋণমুক্তির অধিকার ভারতীয় তামাদি আইন, ১৮৭৭ (১৮৭৭-এর ১৫)-এর দ্বিতীয় অনুসূচির..........নং অনুচ্ছেদ দ্বারা বারিত।

২. বাদী সম্পত্তিতে তার যাবতীয় স্বার্থ ক খ-কে হস্তান্তরিত করে দিয়েছে।

৩. প্রতিবাদী................তারিখে দস্তাবেজ দ্বারা বন্ধকী ঋণে এবং বন্ধকে সমাবিষ্ট সম্পত্তিতে নিজের যাবতীয় স্বার্থ ক খ-কে হস্তান্তরিত করে দিয়েছে।

৪. প্রতিবাদী বন্ধকী সম্পত্তির দখল কখনো নেয়নি এবং তার ভাড়াও পায়নি। [যদি প্রতিবাদী শুধু কিছু সময়ের জন্য দখল স্বীকার করে নেয়, তাহলে তার সেই সময়টা উল্লেখ করতে হবে এবং যা কিছু সে স্বীকার করে তার অতিরিক্ত দখল অস্বীকার করা দরকার।]

নং—১৩ [No. 13]

সুনির্দিষ্ট পালনের মকদ্দমায় প্রতিরক্ষণ

(Defence to Suit for Specific Performance)

১. প্রতিবাদী চুক্তি করে নি।

২. ক খ প্রতিবাদীর নিযুক্তক ছিল না [যদি এমন বিবৃতি বাদী দ্বারা করা হয়]।

৩. বাদী নিম্নলিখিত শর্তগুলি পালন করেনি—[শর্ত]।

৪. প্রতিবাদী [অভিযোগে বর্ণিত আংশিক পালনের কাজ] করেনি।

৫. ঐ সম্পত্তিতে, যা বিক্রি করার চুক্তি হয়েছিল, বাদীর অধিকার এমন নয় যে, নিম্নলিখিত বিষয়গুলোর জন্য প্রতিবাদী তা স্বীকার করতে বাধ্য হয় [কারণ লিখুন]।

৬. চুক্তি নিম্নলিখিত বিষয়গুলোর ব্যাপারে অনিশ্চিত—[শর্তগুলো লিখুন]।
৭. [অথবা] বাদী বিলম্ব করার দোষে দোষী।
৮. [অথবা] বাদী প্রতারণা বা [মিথ্যাবাচন]-এর দোষে দোষী।
৯. [অথবা] চুক্তিটি অন্যায্য।
১০. [অথবা] চুক্তিটি ভুল করে সম্পাদিত হয়েছিল।
১১. (৭), (৮), (৯), (১০), (অথবা যথাস্থিতি) তার বিবরণ নিম্ন প্রকার।
১২. চুক্তি বিক্রয়ের শর্ত নং-১১-র অধীন (বা পরস্পর চুক্তি দ্বারা) খারিজ করা হয়েছিল।

[যে মকদ্দমায় ক্ষতির জন্য দাবি করা হয়েছে আর প্রতিবাদী ক্ষতি বাবদ তার দায়িত্বের ব্যাপারে বিবাদ উত্থাপিত করে, সেই মকদ্দমায় চুক্তি বা অভিযুক্ত অংশে প্রত্যাখ্যান করবে বা প্রতিরক্ষণের দ্বিতীয় যে ভিত্তির ওপর নির্ভর করার এই আশা করে তা প্রদর্শিত করবে। উদাহরণার্থ, ভারতীয় তামাদি আইন সম্পত্তি ও পরিতুষ্টি, মুক্তি, প্রতারণা, ইত্যাদি।]

নং—১৪ [No. 14]

আর্থিক উত্তরদায় গ্রাহক কর্তৃক আনীত প্রশাসন মকদ্দমায় প্রতিরক্ষণ

(Defence in Administration Suit by Pecuniary Legatee)

১. ক খ-এর উইলে ঋণ-দায় অন্তর্ভুক্ত ছিল, যখন তার মৃত্যু হয় সে দেউলিয়া ছিল। মৃত্যুর সময় সে কিছু স্থাবর সম্পত্তির দখলদার ছিল, যা প্রতিবাদী বিক্রি করে দিয়েছে এবং যার থেকে..................টাকা শুদ্ধ আয় হয় এবং উইলকর্তার কিছু অস্থাবর ছিল যা প্রতিবাদী দখল করে, যার থেকে ....টাকা শুদ্ধ আয়।
২. প্রতিবাদী উক্ত যাবতীয় টাকা এবং.........টাকা যা প্রতিবাদী স্থাবর সম্পত্তির ভাড়া বাবদ পায়, ব্যবহার করে উইল কর্তার অন্ত্যেষ্টি ও উইলের খরচ এবং ঋণের কিছু অংশ মেটাতে (বা পরিশোধ করতে)।
৩. প্রতিবাদী তার হিসেবে সম্পন্ন করে তার একটি প্রতিলিপি.....তারিখে পাঠিয়ে দিয়েছে এবং প্রস্তাব করেছে যে, ঐ হিসেবের সত্যতা যাচাইয়ের জন্য বাদী ভাউচারগুলো অবাধে দেখতে পারে কিন্তু সে প্রতিবাদীর প্রস্তাবের সুবিধা নিতে অস্বীকার করে।
৪. প্রতিবাদীর নিবেদন হলো, এই মকদ্দমার খরচ বাদী কর্তৃক প্রাপ্ত হবে (অর্থাৎ বাদী মামলার খরচ বহন করবে)।

নং—১৫ [No. 15]

আনুষ্ঠানিক নিদর্শে উইলের প্রোবেট

(Probate of Will in Solemn Form)

১. মৃতের উক্ত উইল এবং ক্রোড়পত্র ভারতীয় উত্তরাধিকার আইন, ১৮৬৫ (১৮৬৫ এর ১০) [বা হিন্দু ইচ্ছাপত্র আইন, ১৮৭০] (১৮৭০*-এর ২১) -এর বিধান অনুসারে যথাযথভাবে নির্বাহ করা হয় নি।

২. যে সময়ে যথাক্রমে উক্ত উইল ও ক্রোড়পত্রের নির্বাহ হয়েছে বলে অনুমান করা হয়, সেই সময়ে মৃত ব্যক্তি সুস্থ মন, স্মৃতি এবং বোধশক্তি সম্পন্ন ছিল না।

৩. উক্ত উইল ও ক্রোড় পত্রের নির্বাহ বাদীর (এবং তার সঙ্গে কর্মরত অন্যান্য লোকেদের, যাদের নাম এ সময়ে প্রতিবাদী অবহিত আছে) অনুচিত প্রভাবে হাসিল করা হয়েছিল।

৪. উক্ত উইল ও ক্রোড়পত্রের নির্বাহ বাদীর প্রতারণার দ্বারা হাসিল করা হয়েছিল। যত দূর পর্যন্ত ঐ প্রতারণার ব্যাপারে প্রতিবাদী এ সময়ে অবহিত আছে, তা (প্রতারণার প্রকৃতি বিবৃতি করুন)।

৫. উক্ত উইল ও ক্রোড়পত্রের নির্বাহ করার সময় মৃতের বিষয়-বস্তু (অথবা যথাস্থিতি উক্ত উইলের অবশিষ্ট খণ্ডের বিষয়-বস্তুর) সম্পর্কে জানা ছিল না, এবং সে তা অনুমোদন করে নি।

৬. মৃত ব্যক্তি তার প্রকৃত শেষ উইল ১লা জানুয়ারি, ১৮০৩ তারিখে করে এবং তাতে সে প্রতিবাদীকে তার একমাত্র নির্বাহক নিযুক্ত করে।

প্রতিবাদী দাবি করে যে,—

(১) আদালত বাদী দ্বারা দাখিলকৃত উইল ও ক্রোড়পত্রের বিরুদ্ধে রায় ঘোষণা করে;

(২) আদালত মৃতের ১লা জানুয়ারি, ১৮৭৩-এর উইলের বিধি বিহিত আনুষ্ঠানিক নিদর্শে প্রোবেটের ডিক্রি দেয়।

নং—১৬ [No. 16]

বিবরণ (আদেশ–৬ এর বিধি–৫)

[Particulars (Order 6, Rule 5)]

মকদ্দমার শিরোনাম (Title of Suit)

বিবরণ—.........তারিখের আদেশের অনুসরণে অর্পিত [এখানে সেই তথ্য বিবৃত করুন যার সম্পর্কে বিবরণ দেওয়ার আদেশ দেওয়া হয়েছে]

বিবরণ নিম্ন প্রকার—

[এখানে আদিষ্ট বিবরণ যদি প্রয়োজন হয় তাহলে অনুচ্ছেদ দিয়ে বিবৃত করুন]

---

* See now the Indian Succession Act. 1925 (39 of 1925)

পরিশিষ্ট—খ
(Appendix–B)
পরওয়ানা [Process]
নং—১ [No. 1]
মকদ্দমার নিষ্পত্তির জন্য সমন (আদেশ—৫-এর বিধি—১ ও ৫)
[Summons for Disposal of Suit (Order 5, Rules 1 & 5)]
মকদ্দমার শিরোনাম (Title of Suit)

প্রতি —

....(নাম, বিবরণ ও বাসস্থান)

......................আপনার বিরুদ্ধে ....এর জন্য মকদ্দমা দায়ের করেছে। আপনাকে এই আদালতে .... তারিখে বেলা...................টার সময় দাবির জবাব দিতে হাজির হওয়ার জন্য সমন দেওয়া হচ্ছে। আপনি আদালতে ব্যক্তিগতভাবে বা এমন কোনো প্লিডার দ্বারা হাজির হতে পারেন যাকে যথাযথ অনুমতি দেওয়া হয়েছে এবং যে, এই মকদ্দমার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট যাবতীয় গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের জবাব দিতে পারে অথবা যার সাথে এমন কোনো ব্যক্তি থাকে যে, এমন সব প্রশ্নের জবাব দিতে পারে। আদালতে আপনার হাজিরার জন্য যে দিন নির্ধারণ করা হয়েছে, তা ঐ মকদ্দমার চূড়ান্ত নিষ্পত্তির জন্য নির্ধারিত দিন, এজন্য আপনাকে ঐ দিন আপনার সমস্ত সাক্ষীদের অথবা সেই সব দস্তাবেজ দাখিল করার জন্য তৈরি থাকতে হবে, যার ওপর আপনি আপনার প্রতিরক্ষণের জন্য নির্ভর করতে চাইছেন।

আপনাকে জানানো হচ্ছে যে, যদি আপনি উপরি উল্লিখিত তারিখে এই আদালতে হাজির না হন তাহলে মকদ্দমার শুনানি ও তার নিষ্পত্তি আপনার অনুপস্থিতিতে করা হবে।

এটি আজ .... তারিখে আমার স্বাক্ষর সহ ও আদালতের মোহর লাগিয়ে প্রদত্ত হলো।

ন্যায়াধীশ

বি. দ্র. ঃ ১. যদি আপনার শঙ্কা থাকে যে, আপনার সাক্ষী স্বেচ্ছায় হাজির হবে না, তাহলে আপনি কোনো সাক্ষীকে হাজির করার জন্য বাধ্য করার জন্য এবং এমন কোনো দস্তাবেজ পেশ করার জন্য, যা পেশ করার জন্য সাক্ষীর কাছে অভিপ্রায় করার অধিকার আপনার আছে, সমন এই আদালতের কাছে আবেদন করে এবং প্রয়োজনীয় খরচের টাকা জমা করে নিতে পারেন।

২. যদি আপনি দাবি স্বীকার করেন তাহলে আপনার দরকার, মকদ্দমার খরচের সাথে ঐ দাবির অর্থ আদালতে জমা করে দেওয়া, যাতে ডিক্রির নির্বাহ স্বয়ং আপনার বা আপনার সম্পত্তির বা উভয়ের বিরুদ্ধে না করতে হয়।

নং—২ [No. 2]

বিচার্য-বিষয়ের স্থিরীকরণের জন্য সমন (আদেশ—৫-এর বিধি—১ ও ৫)

[Summons for Settlement of Issues (Order 5, Rules 1 & 5)]

শিরোনাম (Title)

প্রতি —

.... (নাম, বিবরণ ও বাসস্থান)

আপনার বিরুদ্ধে ....এর জন্য মামলা দায়ের করেছে। আপনাকে এই আদালতে .... তারিখে বেলা .... টার সময় দাবির জবাব দানে সক্ষম কোন ব্যক্তির সঙ্গে হাজির হওয়ার জন্য সমন দেওয়া হচ্ছে। আপনি আদালতে ব্যক্তিগত ভাবে বা কোনো এমন প্লিডার দ্বারা হাজির হতে পারেন, যাকে যথাযথভাবে অনুমতি দেওয়া হয়েছে এবং এই মকদ্দমার সাথে সম্পর্কযুক্ত যাবতীয় গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের জবাব দিতে পারে অথবা যার সাথে এমন ব্যক্তি থাকে যে এমন সব প্রশ্নের জবাব দিতে পারে। [আপনাকে এমন নির্দেশও দেওয়া হচ্ছে যে, আপনি আপনার প্রতিরক্ষণের লিখিত বিবৃতি দাখিল করুন এবং ঐ দিন এমন সব দস্তাবেজ যা আপনার দখলে বা ক্ষমতায় আছে, পেশ করুন, যেগুলোর ওপর আপনার প্রতিরক্ষণ বা পাল্টা দাবি বা প্রতি দাবি প্রতিষ্ঠিত। আর যদি আপনি অন্য কোনো দস্তাবেজের ওপর, তা আপনার দখলে বা ক্ষমতায় থাকুক বা না থাকুক, আপনার প্রতিরক্ষণ, পাল্টা দাবি বা প্রতি দাবির সমর্থনে সাক্ষী হিসেবে নির্ভর করছেন তাহলে আপনি এমন দস্তাবেজের, লিখিত বিবৃতির সাথে সংশ্লিষ্ট করতে যাওয়া তালিকাতে অন্তর্ভুক্ত করুন]

আপনাকে জানানো হচ্ছে যে, যদি আপনি উপরিল্লিখিত তারিখে এই আদালতে হাজির না হন তাহলে মকদ্দমার শুনানি এবং তার নিষ্পত্তি আপনার অনুপস্থিতিতে করা হবে।

এটি আজ .... তারিখে আমার স্বাক্ষর সহ এবং আদালতের মোহর লাগিয়ে প্রদত্ত হলো।

ন্যায়াধীশ

বি.দ্র. ঃ ১. যদি আপনার শঙ্কা থাকে যে, আপনার সাক্ষী স্বেচ্ছায় হাজির হবে না তাহলে আপনি কোনো সাক্ষীকে হাজির করতে বাধ্য করার জন্য এবং কোনো দস্তাবেজ পেশ করার জন্য, যা পেশ করার জন্য সাক্ষীর কাছে

অভিপ্রায় করার অধিকার আপনার আছে, সমন এই আদালতে আবেদন করে এবং প্রয়োজনীয় খরচের টাকা জমা করে নিতে পারেন।

২. যদি আপনি দাবি স্বীকার করেন তাহলে আপনাকে মকদ্দমার খরচের সাথে ঐ দাবির টাকা আদালতে জমা করতে হবে, যাতে স্বয়ং আপনার বা আপনার সম্পত্তির বা উভয়ের বিরুদ্ধে ডিক্রি জারি না করতে হয়।

নং—৩ [No. 3]

ব্যক্তিগতভাবে হাজিরার জন্য সমন (আদেশ—৫-এর বিধি—৩)

[Summons to Appear in Person (Order 5, Rule 3)]

শিরোনাম (Title)

প্রতি —

.... (নাম, বিবরণ ও বাসস্থান)

.... আপনার বিরুদ্ধে..............এর জন্য মকদ্দমা দায়ের করেছে। ....তারিখে বেলা....................টার সময় আপনাকে এই আদালতে হাজির হওয়ার জন্য সমন দেওয়া হচ্ছে। আপনাকে নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে যে, আপনি ঐ দিন আপনার প্রতিরক্ষণের জন্য যে সমস্ত দস্তাবেজের ওপর আপনি নির্ভর করছেন, তা দাখিল করবেন।

আপনাকে জানানো হচ্ছে যে, যদি আপনি উপরিল্লিখিত তারিখে এই আদালতে হাজির না হন তাহলে মকদ্দমার শুনানি ও তার নিষ্পত্তি আপনার অনুপস্থিতেই করা হবে।

এটি আজ...............তারিখে আমার স্বাক্ষর সহ ও আদালতের মোহর লাগিয়ে প্রদত্ত হলো।

ন্যায়াধীশ

নং—৪ [No. 4]

সংক্ষিপ্ত মকদ্দমায় সমন (আদেশ—৩৭-এর বিধি—২)

[Summons in a Summary Suit (Order 37, Rule 2)]

শিরোনাম (Title)

প্রতি —

.... (নাম, বিবরণ ও বাসস্থান)

.... দেওয়ানী প্রক্রিয়া সংহিতা, ১৯০৮-এর আদেশ—৩৭-এর অধীন আপনার বিরুদ্ধে...............টাকা ও সুদের জন্য মামলা দায়ের করা

হয়েছে। আপনাকে এই মর্মে সমন দেওয়া হচ্ছে যে, আপনি এই সমন জারি হওয়ার তারিখ থেকে দশ দিনের মধ্যে হাজির হবেন। যদি আপনি হাজির না হন তাহলে দশ দিনের ঐ মেয়াদ শেষ হওয়ার পর বাদীকে অনধিক............টাকার জন্য এবং খরচের দরুন...............টাকার জন্য, আদালত যেমন আদেশ করবে তেমন পরিমাণ সুদসহ, যদি থাকে, ডিক্রি পাওয়ার অধিকারী হবে।

যদি আপনি হাজির হন, তাহলে বাদী তারপর আপনাকে রায়-এর জন্য সমন জারি করবে, যার শুনানির সময় মকদ্দমার প্রতিরক্ষণের অনুমতির জন্য আদালতের কাছে আপনি আবেদন করার অধিকারী হবেন।

যদি আপনি শপথনামা দ্বারা বা অন্য কোনো ভাবে আদালতকে সন্তুষ্ট করতে পারেন যে, মকদ্দমার প্রতিরক্ষণ গুণাগুণের ভিত্তিতে করা যেতে পারে অথবা আপনাকে প্রতিরক্ষণ করার জন্য অনুমতি দেওয়া যুক্তিসঙ্গত, তাহলে প্রতিরক্ষণ করার অনুমতি দেওয়া যেতে পারে।

এটি আজ..............তারিখে আমার স্বাক্ষর সহ ও আদালতের মোহর লাগিয়ে প্রদত্ত হলো।

ন্যায়াধীশ

নং—৪ক [No. 4A]

সংক্ষিপ্ত মকদ্দমায় রায়-এর জন্য সমন

(আদেশ–৩৭-এর বিধি–৩)

[Summons for Judgment in a Summary Suit (Order 37, Rule 3)]

শিরোনাম (Title)

.................এ...................এর আদালতে ১৯...............খ্রিস্টাব্দের মকদ্দমা নং

.................ভ ম য় বাদী

বনাম

ক খ গ প্রতিবাদী

আদালত বাদীকে শপথনামা পাঠ করাবার পর নিম্নলিখিত আদেশ দেয়; যথা—

সংশ্লিষ্ট সমস্ত পক্ষ, যথাস্থিতি, আদালত বা ন্যায়াধীশের সামনে .... তারিখ বেলা...............টার সময় বাদীর এই আবেদনের শুনানির জন্য হাজির হয় যে, সে প্রতিবাদীর বিরুদ্ধে (অথবা একজন, কয়েকজন বা অনেক জন প্রতিবাদী থাকে তাহলে তার বা তাদের নাম লিখুন)..........টাকার জন্য এবং সুদ ও খরচের জন্য এই মকদ্দমায় রায় নেওয়ার অধিকার থাকবে।

তারিখ......................

নং—৫ [No. 5]

যে ব্যক্তির সম্পর্কে আদালত মনে করে যে, তাকে সহবাদী হিসেবে সংযুক্ত করা দরকার সেই ব্যক্তিকে বিজ্ঞপ্তি (আদেশ–১-এর বিধি–১০)

[Notice to Person who, the Court Considers, should be Added as Co-plaintiff (Order 1, Rule10)]

শিরোনাম (Title)

প্রতি — ....

....(নাম, বিবরণ ও বাসস্থান)

শ্রী.............................শ্রী..............এর বিরুদ্ধে....................এর জন্য মামলা দায়ের করেছেন এবং এমন আবশ্যক বলে প্রতীয়মান হচ্ছে যে, ঐ মামলায় আপনাকে বাদী হিসেবে এজন্য সংযুক্ত করা যায় যাতে আদালত তার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সমস্ত প্রশ্নের প্রভাবসম্পন্নভাবে এবং পুরোপুরিভাবে রায় দান করতে পারে এবং মীমাংসা করতে পারে।

আপনাকে জানানো হচ্ছে যে, আপনি..................তারিখে অথবা তার আগে এই আদালতকে জানাবেন যে আপনি এভাবে সংযুক্ত করার জন্য সম্মত আছেন কি না।

এটি আজ .... তারিখে আমার স্বাক্ষর সহ এবং আদালতের মোহর লাগিয়ে প্রদত্ত হলো।

ন্যায়াধীশ

নং—৬ [No. 6]

মৃত প্রতিবাদীর বৈধিক প্রতিনিধিকে সমন (আদেশ–২২-এর বিধি–৪)

[Summons to Legal Representative of a Deceased Defendant (Order 22, Rule 4)]

শিরোনাম (Title)

প্রতি —

....

.... বাদী এই আদালতে..................তারিখে.......প্রতিবাদীর বিরুদ্ধে মকদ্দমা দায়ের করেছিল। এখন প্রতিবাদীর মৃত্যু হয়ে গেছে এবং উক্তবাদী আদালতে অভিযোগ করে আবেদন করেছে যে, আপনি উক্ত........মৃত ব্যক্তির বৈধিক প্রতিনিধি এবং এমন ইচ্ছা প্রকট করেছেন যে, আপনাকে তার বদলে প্রতিবাদী করা হোক।

আপনাকে সমন দেওয়া হচ্ছে যে, আপনি উক্ত মকদ্দমায় প্রতিরক্ষণ করার জন্য .... তারিখে বেলা........................টার সময় এই আদালতে হাজির হবেন এবং যদি আপনি উপরিল্লিখিত তারিখে হাজির না হন তাহলে মকদ্দমার শুনানি ও তার মীমাংসা আপনার অনুপস্থিতিতে করা হবে।

এটি আজ....................তারিখে আমার স্বাক্ষর সহ এবং আদালতের মোহর লাগিয়ে প্রদত্ত হলো।

ন্যায়াধীশ

নং—৭ [No. 7]

অন্য আদালতের অধিক্ষেত্রে জারি করার জন্য সমন পাঠাবার আদেশ (আদেশ—৫-এর বিধি—২১)

[Order for Transmission of Summons for Service in the Jurisdiction of Another Court (Order 5, Rule 25)]

শিরোনাম (Title)

বিবৃত করা হয়েছে যে,.................., যে কিনা উক্ত মকদ্দমায় একজন প্রতিবাদী সাক্ষী, ইদানীং........................এ বসবাস করছে।

আদেশ দেওয়া হচ্ছে যে, ...তারিখে ফেরতযোগ্য সমন এবং এই কার্যবাহর একটি প্রতিলিপি..................এর ....আদালতকে উক্ত প্রতিবাদী/সাক্ষীর ওপর জারি করার জন্য পাঠানো হোক।

সমন বাবদ প্রদেয়... ....টাকার আদালত ফী স্টাম্পের মাধ্যমে এই আদালতে আদায় করা হয়েছে।

তারিখ............................১৯................

ন্যায়াধীশ

নং—৮ [No. 8]

কয়েদির ওপর জারি করার জন্য সমন পাঠানোর আদেশ (আদেশ—৫-এর বিধি—২৫)

[Order for Transmission of Summons to be Served on a Prisoner (Order 5, Rule 25)]

শিরোনাম (Title)

প্রতি —

অধীক্ষক.................................. জেল।

দেওয়ানী প্রক্রিয়া সংহিতা, ১৯০৮ এর আদেশ -৫ এর বিধি—২৪-এর বিধানসমূহের অধীন সমন একটি প্রতিলিপি সহ ....প্রতিবাদীর ওপর, যে........... জেলে কয়েদ আছে, জারির জন্য পাঠানো হচ্ছে। আপনাকে অনুরোধ করা হচ্ছে, যে,

উক্ত সমনের একটি প্রতিলিপি উক্ত প্রতিবাদীর ওপর জারি করে দেবেন এবং উক্ত প্রতিবাদী দ্বারা স্বাক্ষর করা মূল কপি, তার ওপর জারি সম্পর্কিত বিবৃতি আপনি নিজে পৃষ্ঠাঙ্কিত করে এই আদালতে ফেরত পাঠাবেন।

ন্যায়াধীশ

নং—৯ [No. 9]

লোক সেবক ও সৈনিকের ওপর তামিল করার জন্য সমন পাঠাবার আদেশ (আদেশ—৫ এর বিধি—২৭ ও ২৮)

[Order for Transmission of Summons to be Served on a Public Servant or Soldier

(Order 5, Rules 27 & 28)]

শিরোনাম (Title)

প্রতি —

....

দেওয়ানী প্রক্রিয়া সংহিতা, ১৯০৮-এর আদেশ—৫-এর বিধি—২৭ [বা যথাস্থিতি বিধি—২৮] এর বিধানসমূহের অধীন সমন একটি প্রতিলিপি সহ.........প্রতিবাদীর ওপর, যার সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, সে আপনার অধীনে সেবা রত, জারির জন্য এর সাথে পাঠানো হচ্ছে। আপনার কাছে অনুরোধ, উক্ত সমন-এর একটি প্রতিলিপি ঐ প্রতিবাদীর ওপর জারি করে দেবেন এবং উক্ত প্রতিবাদী দ্বারা স্বাক্ষরিত মূল কপি, তার ওপর আপনি আপনার জারি সংক্রান্ত বিবৃতি পৃষ্ঠাঙ্কিত করে এই আদালতে ফেরত পাঠাবেন।

ন্যায়াধীশ

নং—১০ [No. 10]

অন্য আদালতে সমন ফেরত পাঠাবার নির্দেশ (আদেশ—৫, বিধি—২৩)

To Accompany Returns of Summons of Another Court (Order 5, Rule 23)]

শিরোনাম (Title)

................আদালতের সেই কার্যবাহগুলো পড়ুন, যেগুলোর দ্বারা ঐ আদালতকে.....................সংখ্যক মকদ্দমায়...........................ওপর জারির জন্য .... পাঠানো হয়েছে।

জারিকারী আধিকারিকের ঐ পৃষ্ঠাঙ্কন পড়ুন, যাতে বলা হয়েছে যে,

.... এবং তার প্রমাণ........................এবং........... এর শপথের ভিত্তিতে আমার দ্বারা যথাযথভাবে গৃহীত হওয়ার পর আদেশ দেওয়া হচ্ছে যে, ...এই কার্যবাহর একটি প্রতিলিপি সহ........ .....কে ফেরত দেওয়া হোক।

ন্যায়াধীশ

বি.দ্র. ঃ এই নিদর্শ সমন ব্যতীত এমন পরওয়ানার ওপরও প্রযোজ্য হবে যা ঐ একই রকম ভাবে জারি করতে হবে।

নং—১১ [No. 11]

পরওয়ানা জারিকারীর শপথনামা, যা সমন বা বিজ্ঞপ্তির বিবরণসহ পাঠাতে হবে (আদেশ–৫, বিধি–১৮)

[Affidavit of Process-service to Accompany Return of a Summons or Notice

(Order 5, Rule 18)]

শিরোনাম (Title)

শ্রী...পিতা.................................এর শপথনামা।

আমি.................................. শপথ নিচ্ছি / সত্যাপন করছি এবং বিবৃত করছি যে,

(১) আমি এই আদালতের একটি পরওয়ানা জারিকারী।

(২) ....এর আদালত দ্বারা উক্ত আদালতের ১৯.................. তারিখে.............................সংখ্যক মকদ্দমাতে প্রদত্ত .... তারিখের সমন/বিজ্ঞপ্তি..................ওপর জারির জন্য আমি .... তারিখে পেয়েছিলাম।

(৩) উক্ত....................... কে আমি সেই সময়ে ব্যক্তিগতভাবে জানতাম এবং আমি উক্ত সমন/বিজ্ঞপ্তি তার ওপর.............তারিখে দুপুর/বিকেল মোটামুটি ....টার সময় তার একটি নকল তাকে দিয়ে এবং মূল সমন/বিজ্ঞপ্তির ওপর তার স্বাক্ষর নিয়ে জারি করেছি।

(ক)

(খ)

(ক) এখানে যে ব্যক্তির ওপর পরওয়ানা জারি করা হয়েছে সে তার ওপর স্বাক্ষর করেছিল বা স্বাক্ষর করতে অস্বীকার করেছিল কিনা এবং কার উপস্থিতিতে সে এমন করেছিল তা লিখুন।

(খ) পরওয়ানা জারিকারীর স্বাক্ষর।

অথবা,

(৩) উক্ত.......................... কে আমি ব্যক্তিগতভাবে জানতাম না, তাই........

আমার সাথে.........................যায় এবং সে এক ব্যক্তিকে দেখিয়ে বলে যে সে-ই উক্ত .... এবং আমি উক্ত সমন/বিজ্ঞপ্তি তার ওপর .... তারিখে দুপুর/বিকেল মোটামুটি..................টার সময় তার একটি নকল তাকে দিয়ে এবং মূল সমন/বিজ্ঞপ্তির ওপর তার স্বাক্ষর নিয়ে জারি করেছি।

(ক)

(খ)

(ক) এখানে ঐ ব্যক্তিটি তার ওপর জারি করা পরওয়ানার ওপর স্বাক্ষর করেছিল কিনা বা স্বাক্ষর করতে অস্বীকার করেছিল কিনা এবং সে কার উপস্থিতিতে এমনটা করেছিল তা লিখুন।

(খ) পরওয়ানা জারিকারীর স্বাক্ষর।

অথবা,

(৩) উক্ত...................... কে এবং ঐ বাড়িটি যেখানে সে সাধারণভাবে বসবাস করে, আমি ব্যক্তিগতভাবে চিনি, এবং................ তে আমি উক্ত বাড়ি গিয়েছি এবং সেখানে......................তারিখে দুপুর/বিকেল মোটামুটি...............টার সময় আমি উক্ত.................. কে পাইনি।

(ক)

(খ)

(ক) পরওয়ানার জারি যে পদ্ধতিতে করা হয়েছে তা আদেশ—৫ এর বিধি—১৫ ও ১৭-র প্রতি বিশেষ নির্দেশ মতো পুরোপুরি এবং যথাবৎ লিখুন।

(খ) পরওয়ানা জারিকারীর স্বাক্ষর।

অথবা,

(৩) একজন ব্যক্তি.......................আমার সঙ্গে .... পর্যন্ত গেল এবং আমাকে ওখানে .... দেখাল, যার সম্পর্কে সে বলল ওটা সে-ই বাড়ি, যাতে..............................সাধারণ ভাবে বসবাস করে। আমি উক্ত......... .... কে ওখানে পেলাম না।

(ক)

(খ)

(ক) পরওয়ানা জারি যে পদ্ধতিতে করা হয়েছে তা আদেশ—৫ এর বিধি—১৫ ও ১৭-এর প্রতি বিশেষ নির্দেশ মতো পুরোপুরি এবং যথাবৎ লিখুন।

(খ) পরওয়ানা জারিকারীর স্বাক্ষর।

অথবা,

যদি প্রতিস্থাপিত জারির জন্য আদেশ দেওয়া হয়ে থাকে, তাহলে যে পদ্ধতিতে সমন জারি করা হয়েছিল তা প্রতিস্থাপিত জারির জন্য আদেশের শর্তের প্রতি বিশেষ নির্দেশ মতো পুরোপুরি ও যথাবৎ লিখুন।

আজ............................তারিখে উক্ত..................আমার সামনে শপথ/সত্যাপন করল।

অভিসাক্ষীদের শপথ নেওয়ার জন্য
দেওয়ানী প্রক্রিয়া সংহিতা, ১৯০৮-এর
ধারা—১৩৯-এর অধীন ক্ষমতাসম্পন্ন।

নং—১২ [No. 12]
প্রতিবাদীকে বিজ্ঞপ্তি (আদেশ—৯, বিধি—৬)
[**Notice to Defendant** (Order 9, Rule 6)]
শিরোনাম (Title)

প্রতি —

....(নাম, বিবরণ, বাসস্থান)

উক্ত মকদ্দমার শুনানির জন্য আজকের দিনটি ধার্য করা হয়েছিল এবং আপনার নামে সমন দেওয়া হয়েছিল। বাদী এই আদালতে হাজির হয়েছে এবং আপনি হাজির হন নি। নাজিরের বিবরণ থেকে আদালতে সন্তোষজনক ভাবে প্রমাণিত হয়ে গেছে যে, উক্ত সমন আপনার ওপর জারি করা হয়েছিল, কিন্তু সেই জারি এমন সময়ের মধ্যে হয়নি যাতে উক্ত সমন-এ ধার্য দিনে আপনি হাজির হয়ে জবাব দিতে পারেন।

আপনাকে তাই জানানো হচ্ছে যে, মকদ্দমার শুনানি আজ স্থগিত করে দেওয়া হয়েছে, আর তার শুনানির জন্য এবার........তারিখ ধার্য করা হয়েছে। যদি আপনি ঐ তারিখে উপস্থিতি হতে না পারেন তাহলে মকদ্দমার শুনানি ও তার নিষ্পত্তি আপনার অনুপস্থিতে করা হবে।

এটি আজ.............................তারিখে আমার স্বাক্ষর সহ এবং আদালতের মোহর লাগিয়ে প্রদত্ত হলো।

ন্যায়াধীশ

নং—১৩ [No. 13]
সাক্ষীকে সমন (আদেশ—১৬, বিধি—১ ও ৫)
(**Summons to Witness** (Order 16, Rules 1 & 5)]
শিরোনাম (Title)

প্রতি —

....

উক্ত মকদ্দমায় .... এর পক্ষ থেকে আপনার হাজিরা.............. এর জন্য দরকার। আপনার কাছে অভিপ্রায় করা হচ্ছে যে, আপনি .... তারিখে দুপুর................টার সময় এই আদালতে সামনে [ব্যক্তিগত ভাবে] হাজির

হন এবং সাথে................নিয়ে আসুন (অথবা এই................আদালতে পাঠান)।

আপনার যাতায়াত ও অন্যান্য খরচ এবং একদিনের খোরাকি বাবদ .... টাকা এর সাথে পাঠানো হচ্ছে। যদি আপনি এই আদেশ পালনে আইন সম্মত হেতু ছাড়া অন্যথা করেন তাহলে আপনি অনুপস্থিতি জনিত সেই ফল ভোগ করবেন যা দেওয়ানী প্রক্রিয়া সংহিতা, ১৯০৮-এর আদেশ-১৬-র বিধি-১২ তে বিধৃত আছে।

এটি আজ...........................তারিখে আমার স্বাক্ষর সহ আদালতের মোহর লাগিয়ে প্রদত্ত হলো।

ন্যায়াধীশ

বিজ্ঞপ্তি ঃ (১) আপনাকে যদি শুধু দস্তাবেজ দাখিল করার জন্য, সমন দেওয়া হয়ে থাকে, সাক্ষী দেওয়ার জন্য নয়, এবং আপনি যদি ঐ দস্তাবেজ পূর্বোক্ত দিনে ও সময়ে এই আদালতে দাখিল করে দেন তাহলে আপনি সমন মান্য করেছেন বলে মনে করা হবে।

(২) যদি আপনাকে পূর্বোক্ত দিনের পরেও থেকে যেতে হয় তাহলে নির্দিষ্ট দিনের পর প্রতিদিনের হাজিরার জন্য আপনাকে ....টাকা দেওয়া হবে।

নং—১৪ [No. 14]

সাক্ষীকে হাজির হওয়ার অভিপ্রায়সূচক নির্দেশ দিয়ে উদ্‌ঘোষণা (আদেশ-১৬, বিধি-১০)

[Proclamation Requiring Attendance of Witness (Order 16, Rule 20)]

. শিরোনাম (Title)

প্রতি — .

....

জারিকারী আধিকারিকের শপথের ওপর পরীক্ষা করে প্রতীয়মান হচ্ছে যে, সাক্ষীর ওপর সমন যথাবিহিত জারি করা হয় নি। এমনও প্রতীয়মান হচ্ছে যে, ঐ সাক্ষীর সাক্ষ্য গুরুত্বপূর্ণ এবং সে সমন জারি এড়াবার জন্য পালিয়ে গেছে এবং সামনে না এসে লুকিয়ে আছে অতএব এই উদ্‌ঘোষণা দেওয়ানী প্রক্রিয়া সংহিতা, ১৯০৮-এর আদেশ-১৬-র বিধি-১০-এর অধীন করা হয় এবং সাক্ষীর কাছে অভিপ্রায় করা হয় যে, সে .... তারিখে দুপুর .... টার সময় এবং যতক্ষণ তাকে যাওয়ার জন্য অনুমতি না দেওয়া হচ্ছে ততক্ষণ দিনে দিনে, এই আদালতে হাজির হয়। যদি ঐ সাক্ষী পূর্বোক্ত দিনে ও সময়ে হাজির হতে ব্যর্থ হয় তাহলে এর সাথে আইনানুসার ব্যবহার করা হবে।

এটি আজ..............তারিখে আমার স্বাক্ষর সহ এবং আদালতের মোহর লাগিয়ে প্রদত্ত হলো।

ন্যায়াধীশ

নং—১৫ [No. 15]

সাক্ষীকে হাজির হওয়ার নির্দেশ দিয়ে উদ্‌ঘোষণা
(আদেশ–১৬, বিধি–১০)
[Proclamation Requiring Attendance of Witness (Order 16, Rule 10)]

শিরোনাম (Title)

প্রতি —

....

জারিকারী আধিকারিকের শপথের ওপর পরীক্ষা করে প্রতীয়মান হচ্ছে যে, সাক্ষীর ওপর সমন যথাযথভাবেই জারি করা হয়েছে। এমনও প্রতীয়মান হচ্ছে যে, ঐ সাক্ষীর সাক্ষ্য গুরুত্বপূর্ণ আর সে সমন মান্য হেতু হাজির হতে ব্যর্থ হয়েছে। অতএব এই উদ্‌ঘোষণা দেওয়ানী প্রক্রিয়া সংহিতা, ১৯০৮-এর আদেশ—১০-র বিধি—১০-এর অধীন করা হচ্ছে এবং সাক্ষী সাক্ষীর কাছে অতিপ্রায় করা হচ্ছে যে, সে .... তারিখে দুপুর..................টার সময় এবং যতক্ষণ তাকে যাওয়ার জন্য অনুমতি না দেওয়া হচ্ছে ততক্ষণ দিন দিন তাকে এই আদালতে হাজির থাকবে। যদি ঐ সাক্ষী উক্ত দিনে ও সময়ে হাজির হতে ব্যর্থ হয় তাহলে তার সাথে আইনানুসার ব্যবহার করা হবে।

এটি আজ .... তারিখে আমার স্বাক্ষরসহ এবং আদালতের মোহর লাগিয়ে প্রদত্ত হলো।

ন্যায়াধীশ

নং—১৬ [No. 16]

সাক্ষীর সম্পত্তি ক্রোকের পরওয়ানা
(আদেশ–১৬, বিধি–১০)
[Warrant of Attachment of Property of Witness (Order 16, Rule 10)]

শিরোনাম (Title)

প্রতি —

আদালতের বেলিফ।

................দ্বারা উক্ত সাক্ষী..................তার হাজিরার জন্য প্রদত্ত উদ্‌ঘোষণাতে নির্দিষ্ট সময়সীমা পার হওয়ার পর এই আদালতে হাজির হয় নি, অতএব আপনাকে নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে, যে আপনি উক্ত সাক্ষীর........পর্যন্ত মূল্যের..........সম্পত্তি ক্রোক করে রাখুন এবং তার তালিকাসহ বিবরণ....... দিনের মধ্যে দিয়ে দিন।

এটি আজ......................তারিখে আমার স্বাক্ষর সহ এবং আদালতের মোহর লাগিয়ে প্রদত্ত হলো।

ন্যায়াধীশ

নং—১৭ [No. 17]

সাক্ষীর প্রস্তাবের পরওয়ানা (আদেশ–১৬, বিধি–১০)

[**Warrant of Arrest of Witness** (Order 16, Rule 10)]

শিরোনাম (Title)

প্রতি —

আদালতের বেলিফ।

....................ওপর যথাযথভাবে সমন জারি করা হয়েছে, কিন্তু সে হাজির হতে ব্যর্থ হয়েছে (সমন জারি এড়াবার জন্য পালিয়ে গেছে এবং সামনে না এসে লুকিয়ে আছে)। অতএব আপনাকে আদেশ দেওয়া হচ্ছে যে, আপনি উক্ত .... কে গ্রেপ্তার করে আদালতের সম্মুখে হাজির করুন।

আপনাকে এও নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে যে, আপনি এই পরওয়ানা ঐ দিনে, যে দিন এবং সেই পদ্ধতিতে, যে পদ্ধতিতে এটি নির্বাহ করা হয়েছে অথবা সেই কারণ যার জন্য এটি নির্বাহ করা যায় নি, প্রমাণিত করতে পারে এমন পৃষ্ঠাঙ্কনসহ .. ..তারিখে অথবা তার আগে ফেরত দিন।

এটি আজ ....তারিখে আমার স্বাক্ষর সহ এবং আদালতের মোহর লাগিয়ে প্রদত্ত হলো।

ন্যায়াধীশ

নং—১৮ [No. 18]

সোপর্দ করার পরওয়ানা (আদেশ–১৬, বিধি–১৬)

[**Warrant of Committal** (Order 16, Rule 16)]

শিরোনাম (Title)

প্রতি —

ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক (স্থান)................ জেল।

বাদী (বা প্রতিবাদী) উপরি-উক্ত মকদ্দমায় এই আদালতের কাছে আবেদন করেছেন যে, ...তারিখে সাক্ষ্য দেওয়ার জন্য (অথবা দস্তাবেজ পেশ করার জন্য) .... এর হাজিরার জন্য প্রতিভূতি নেওয়া হোক এবং আদালত উক্ত ....এর কাছে ঐ প্রতিভূতি দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছে, আর সে এমন করাতে অসফল হয়েছে, সুতরাং আপনাকে এত দ্বারা নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে যে, আপনি উক্ত................ কে দেওয়ানী কারাগারে আপনার হেপাজতে (অর্থাৎ প্রহরার মধ্যে) নিন এবং তাকে এই আদালতের সামনে উক্ত দিনে...... ....টার সময় অথবা মকদ্দমার নির্দিষ্ট দিনে বা দিনগুলোতে তাকে হাজির করান।

এটি আজ.............তারিখে আমার স্বাক্ষর সহ এবং আদালতের মোহর লাগিয়ে প্রদত্ত হলো।

ন্যায়াধীশ

নং—১৯ [No. 19]

সোপর্দ করার পরওয়ানা (আদেশ—১৬, বিধি—১৮)

[**Warrant of Committal** (Order 16, Rule 18)]

শিরোনাম (Title)

প্রতি —

ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক (স্থান)................. জেল।

.... কে, যাকে এই আদালতে হাজির হয়ে উপরিলিখিত মকদ্দমায় সাক্ষ্য দেওয়ার জন্য (বা দস্তাবেজ পেশ করার জন্য) নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, গ্রেপ্তার করা হয়েছে এবং এই আদালতের সম্মুখে প্রহরাধীনে আনা হয়েছে এবং বাদী (বা প্রতিবাদী)-র অনুপস্থিতির জন্য উক্ত..............এমন সাক্ষ্য দিতে সক্ষম নয় (অথবা এমন দস্তাবেজ পেশ করতে সক্ষম নয়), আর আদালত উক্ত .... কে ....তারিখে .... টার সময় তার হাজিরার জন্য প্রতিভূতি দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছিল, যা দিতে সে ব্যর্থ হয়েছে। অতএব এতদ্বারা আপনাকে নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে যে, আপনি উক্ত.................. কে দেওয়ানী কারাগারে আপনার হেপাজতে (অর্থাৎ প্রহরার মধ্যে) নিন এবং .... তারিখে .... টার সময় তাকে এই আদালতের সামনে পেশ করুন।

এটি আজ.........................তাবিখে আমার স্বাক্ষর সহ এবং আদালতের মোহর লাগিয়ে প্রদত্ত হলো।

ন্যায়াধীশ

পরিশিষ্ট—গ
[Appendix-C]

আবিষ্কার, নিরীক্ষণ ও স্বীকৃতি
[Discovery, Inspection and Admission]

নং—১ [No. 1]
প্রশ্নমালা প্রদানের আদেশ (আদেশ—১১, বিধি—১)
[Order for Delivery of Interrogatories (Order 11, Rule 1)]

.... এর আদালতে

১৯........এর দেওয়ানী মকদ্দমা নং..

ক খ

....বাদী,

বনাম

গঘ চছ ও জঝ

....প্রতিবাদী।

................................এর বক্তব্য শোনার এবং ....এর ঐ শপথনামাকে, যা ....তারিখে দাখিল করা হয়েছিল, পাঠ করার পর আদেশ দেওয়া হচ্ছে যে, ...লিখিত প্রশ্নমালা.................... কে প্রদান করার জন্য স্বাধীন এবং উক্ত...... ....প্রশ্নমালার জবাব সেই পদ্ধতিতে দিন যা আদেশ—১১ অধীন বিধি—৮-এ বিহিত করা আছে এবং এই আবেদনের খরচ হবে ....।

নং—২ [No. 2]
প্রশ্নমালা (আদেশ—১১, বিধি—৪)
[Interrogatories (Order 11, Rule 4)]

শিরোনাম যেমন পূর্ববর্তী নং—১-এ দেওয়া আছে

(Title as in No.1, Supra)

উক্ত (বাদী বা প্রতিবাদী গ ঘ)-র তরফে উক্ত (প্রতিবাদী চ ছ ও জ ঝ বা বাদী-র পরীক্ষার জন্য (অর্থাৎ জবানবন্দির জন্য) প্রশ্নমালা।

১. সে কি .... ইত্যাদি, ইত্যাদি করে নি।

২. সে কি............ইত্যাদি ....ইত্যাদি নয়।

.. ..ইত্যাদি..............ইত্যাদি...........ইত্যাদি।

[প্রতিবাদী চ ছ কে বলা হচ্ছে যে সে..................নং প্রশ্নমালার উত্তর দেয়।]

[প্রতিবাদী জ ঝ কে বলা হচ্ছে যে সে..............নং প্রশ্নমালার উত্তর দেয়।]

নং—৩ [No. 3]

প্রশ্নমালার উত্তর (আদেশ-১১, বিধি-৯)

[Answer to Interrogatories (Order 11, Rule 9)]

শিরোনাম যেমন পূর্ববর্তী নং–১-এ দেওয়া হয়েছে

(Title as in No.1, Supra)

উক্ত বাদী কর্তৃক প্রতিবাদী চ ছ-এর পরীক্ষার জন্য প্রশ্নামালার উক্ত প্রতিবাদী চ ছ কর্তৃক উত্তর।

উত্তর প্রশ্নমালার উত্তরে আমি উক্ত চ ছ শপথ নিচ্ছি এবং বিবৃত করছি যে—

১.
২. } প্রশ্নমালার উত্তর ধারাবাহিকভাবে সংখ্যাযুক্ত অনুচ্ছেদে লিখুন।

৩. আমি.............নং প্রশ্নমালার উত্তর দেওয়ার জন্য আপত্তি জানাচ্ছি তার কারণ হলো [আপত্তির কারণ লিপিবদ্ধ করুন]।

নং—৪ [No. 4]

দস্তাবেজের ব্যাপারে শপথপত্রের জন্য আদেশ (আদেশ-১১, বিধি-১২)

[Order for Affidavit as to Documents (Order 11, Rule 12)]

শিরোনাম যেমন পূর্ববর্তী নং–১-এ দেওয়া আছে

(Title as in No.1, Supra)

....................এর বক্তব্য শোনার পর, আদেশ দেওয়া হচ্ছে যে, ...এই আদেশের তারিখ থেকে ....দিনের মধ্যে শপথপত্রের ওপর উত্তর দেবে, যাতে বলা থাকবে যে এই মকদ্দমায় প্রশ্নগত বিষয়ের সম্পর্কে সম্বন্ধযুক্ত কোনো দস্তাবেজ তার ক্ষমতায় বা দখলে আছে বা ছিল এবং এই আবেদনের খরচ হবে.................. ....।

নং—৫ [No. 5]

দস্তাবেজের ব্যাপারে শপথনামা (আদেশ–১১, বিধি–১৩)

[Affidavit as to Documents (Order 11, Rule 13)]

শিরোনাম যেমন পূর্ববর্তী নং–১-এ দেওয়া আছে

(Title as in No.1, Supra)

আমি উক্ত প্রতিবাদী গ ঘ, শপথ নিচ্ছি এবং বিবৃত করাছ যে —

১. এই মকদ্দমায় প্রশ্নগত বিষয়ের সাথে সম্বন্ধ যুক্ত সেই দস্তাবেজগুলো আমার

দখলে ও ক্ষমতার মধ্যে আছে, যেগুলোর উল্লেখ এর প্রথম অনুসূচির প্রথম ও দ্বিতীয় অংশে করা হয়েছে।

২. আমি এর প্রথম অনুসূচির দ্বিতীয় অংশে উল্লিখিত উক্ত দস্তাবেজগুলো ভঙ্গ করার ব্যাপারে আপত্তি জানাচ্ছি (আপত্তির কারণ লিখুন)।

৩. মকদ্দমায় প্রশ্নগত বিষয়ের সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত ঐ দস্তাবেজ, সেগুলোর উল্লেখ এর দ্বিতীয় অনুসূচিতে করা হয়েছে, আমার দখলে ও ক্ষমতার মধ্যে ছিল, কিন্তু এখন নেই।

৪. শেষোক্ত দস্তাবেজগুলো আমার দখলে ও ক্ষমতার মধ্যে শেষবারের মতো ছিল....... ....(এখানে সময় লিখুন এবং সেগুলোর কি হলো এবং তা কার দখলে আছে তা লিখুন)।

৫. আমার সর্বাত্মক জ্ঞান, তথ্য ও বিশ্বাস মতে সেই সব দস্তাবেজ বাদে, যা উক্ত প্রথম ও দ্বিতীয় অনুসূচিতে উল্লিখিত আছে, এমন কোনো হিসেব হিসেব-বহি, ভাউচার, রসিদ, পত্র, স্মারকলিপি, কাগজ বা লিপি বা এমন কোনো দস্তাবেজের কোনো প্রতিলিপি বা সারাংশ, বা এমন অন্য কোনো দস্তাবেজ, যা এই মকদ্দমায় প্রশ্নগত বিষয়ের সঙ্গে বা তার কোনো কিছুর সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত বা যাতে এমন বিষয়ের বা তার সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত কোনো কিছু অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে, আমার দখলে, তত্ত্বাবধানে, বা ক্ষমতায় বা আমার প্লিডার বা নিযুক্তকের দখলে, তত্ত্বাবধানে বা ক্ষমতায় অথবা আমার তরফে অন্য কোনো ব্যক্তির দখলে, তত্ত্বাবধানে, বা ক্ষমতার মধ্যে এখনও নাই, আগেও কখনো ছিল না।

নং—৬ [No. 6]

পরিদর্শনের জন্য দস্তাবেজ পেশ করার আদেশ

(আদেশ–১১, বিধি–১৪)

[Order to Produce Documents for Inspection (Order 11, Rule 14)]

শিরোনাম যেমন পূর্ববর্তী নং–১-এ দেওয়া আছে

(Title as in No.1, Supra)

........................এর বক্তব্য শোনার পর এবং ....এর শপথনামা, যা ....তারিখে দাখিল করা হয়েছিল, পাঠ করার পর, আদেশ দেওয়া হয় যে,..............যুক্তিসঙ্গত বিজ্ঞপ্তি দেওয়ার পর সমস্ত যুক্তিসঙ্গত সময়ে............ তে অবস্থিত................. তে নিম্নলিখিত দস্তাবেজগুলো, অর্থাৎ..........দাখিল করে এবং.................; এমন ভাবে দাখিল করা দস্তাবেজগুলোর পরিদর্শন করার এবং পরীক্ষা করার এবং সেগুলোর সারমর্ম লিখে নেবার স্বাধীনতা থাকবে। আদেশ দেওয়া হচ্ছে যে, এর মধ্যে সমস্ত অতিরিক্ত কার্যবাহ স্থগিত করে দেওয়া হোক এবং এই আবেদনের খরচ হবে..................।

নং—৭ [No. 7]

দস্তাবেজ দাখিল করার জন্য বিজ্ঞপ্তি (আদেশ–১১, বিধি–১৬)
[Notice to Produce Documents (Order 11, Rule 16)]

শিরোনাম যেমন পূর্ববর্তী নং–১-এ দেওয়া হয়েছে
(Title as in No.1, Supra)

আপনাকে জানানো হচ্ছে যে, (বাদী বা বিবাদী) আপনার কাছে অভিপ্রায় করছে যে, আপনি..........তারিখে আপনার (আর্জি বা লিখিত বিবৃতি বা শপথনামাতে) নির্দিষ্ট নিম্নলিখিত দস্তাবেজগুলো তার পরিদর্শনের জন্য দাখিল করুন। [এখানে অভিপ্রেত দস্তাবেজগুলোর বিবরণ দিন] ....এর প্লিডার ভ ম। ....এর প্লিডার য কে।

নং—৮ [No. 8]

দস্তাবেজ পরিদর্শনের জন্য বিজ্ঞপ্তি (আদেশ–১১, বিধি–১৭)
[Notice to Inspect Documents (Order 11, Rule 17)]

শিরোনাম যেমন পূর্ববর্তী নং–১-এ দেওয়া হয়েছে
(Title as in No.1, Supra)

আপনাকে জানানো হচ্ছে যে, আপনি..........................তারিখে আপনার বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত দস্তাবেজগুলো (ঐ বিজ্ঞপ্তিতে নং..............এর সামনে লিখিত দস্তাবেজগুলো বাদে) আগামী বৃহস্পতিবার............তারিখে বেলা ১২টা ও বিকেল ৪টার মধ্যে (এখানে পরিদর্শনের জায়গার নাম লিখুন) পরিদর্শন করতে পারেন।

অথবা, (বাদী বা বিবাদী).................তারিখের আপনার বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত দস্তাবেজগুলো আপনাকে পরিদর্শন করতে দেওয়ার ব্যাপারে (কারণ উল্লেখ করুন) কারণে আপত্তি করছে।

নং—৯ [No. 9]

দস্তাবেজ স্বীকার করার জন্য বিজ্ঞপ্তি (আদেশ–১২, বিধি–৩)
[Notice to Admit Documents (Order 12, Rule 3)]

শিরোনাম যেমন পূর্ববর্তী নং–১-এ দেওয়া হয়েছে
(Title as in No.1, Supra)

আপনাকে জানানো হচ্ছে যে, বাদী (বা প্রতিবাদী) এর পরে নির্দিষ্ট বেশ কিছু দস্তাবেজ এই মকদ্দমার সাথী হিসেবে পেশ করার জন্য প্রস্তাব দিয়েছে এবং প্রতিবাদী (বা বাদী), তার প্লিডার বা নিযুক্তক দ্বারা.....(তারিখ)-এ ....(সময়) টার মধ্যে ....(স্থানের নাম)-এ সেগুলো পরিদর্শন করা যেতে পারে। প্রতিবাদী (বা বাদী)-র কাছে অভিপ্রায় করা হচ্ছে যে, সে মকদ্দমায় সাক্ষ্য হিসেবে এই সব

দস্তাবেজের গ্রহণযোগ্যতার ব্যাপারে যাবতীয় ন্যায়সঙ্গত ব্যতিক্রমগুলো বাদ দিয়ে, শেষ বর্ণিত সময় থেকে আটচল্লিশ ঘণ্টার মধ্যে স্বীকার করে নেয় যে, উক্ত দস্তাবেজগুলোর মধ্যে কোনো দস্তাবেজ, যার সম্পর্কে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, তা মূল দস্তাবেজ যথাক্রমে, এমন ভাবে লিখিত, স্বাক্ষরিত বা নির্বাহিত হয়েছিল, যেমনভাবে সেগুলো যথাক্রমে লেখা, স্বাক্ষর করা বা নির্বাহ করা বোঝা যাচ্ছে যে সেগুলোর মধ্যে, যেগুলোর ব্যাপারে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, সেগুলো যথার্থ প্রতিলিপি, আর যে দস্তাবেজগুলোর ব্যাপারে কথিত আছে যে, সেগুলো জারিকৃত অথবা সেগুলো প্রেরিত বা অর্পিত, সেগুলো অনুরূপভাবে দাবিকৃত, প্রেরিত, অর্পিত।

জ ঝ, বাদী (বা প্রতিবাদী)র প্লিডার (বা নিযুক্তক)। প্রতিবাদী (বা বাদী)র প্লিডার (বা নিযুক্তক) চ ছ কে (এখানে দস্তাবেজগুলোর বিবরণ দিন এবং প্রত্যেকটি দস্তাবেজের ব্যাপারে উল্লেখ করুন যে তা মূল দস্তাবেজ অথবা তার প্রতিলিপি)।

নং—১০ [No. 10]

তথ্যাবলী স্বীকার করার জন্য বিজ্ঞপ্তি (আদেশ-১২, বিধি-৫)

[Notice to Admit Facts (Order 12, Rule 5)]

শিরোনাম যেমন পূর্ববর্তী নং–১-এ দেওয়া হয়েছে

(Title as in No.1, Supra)

আপনাকে জানানো হচ্ছে যে, বাদী (বা প্রতিবাদী) এই মকদ্দমায় প্রতিবাদী (বা বাদী)-র কাছে অভিপ্রায় করছে যে, সে এর পরে যথাক্রমে নির্দিষ্ট বেশ কিছু তথ্য শুধু এই মকদ্দমার প্রয়োজন হেতু স্বীকার করে নেয়, এবং প্রতিবাদী (বাদী)-র কাছে অভিপ্রায় করা হচ্ছে যে, সে এই মকদ্দমায় সাক্ষ্য হিসেবে এমন তথ্যাবলীর গ্রহণযোগ্যতার ব্যাপারে সমস্ত ন্যায়সঙ্গত ব্যতিক্রম বাদে এই বিজ্ঞপ্তি জারির দিন থেকে ছ' দিনের মধ্যে বিভিন্ন তথ্য স্বীকার করে নেয়।

জ ঝ, বাদী (বা প্রতিবাদী)-র প্লিডার (বা নিযুক্তক)।

প্রতিবাদী (বা বাদী)-র প্লিডার (বা নিযুক্তক) চ ছ-কে।

যে তথ্যগুলো স্বীকার করে নেওয়ার অভিপ্রায় করা হচ্ছে, সেগুলো হলো যে...

(১) ঙ-এর মৃত্যু হয়েছে ১৮৯০ খ্রিস্টাব্দের ১লা জানুয়ারি।

(২) তিনি কোনো উইল না করেই মারা গেছেন।

(৩) ঢ তাঁর একমাত্র আইনসম্মত পুত্র।

(৪) গ-এর মৃত্যু হয়েছে ১৮৯৬ খ্রিস্টাব্দের ১লা এপ্রিল।

(৫) গ-র কখনো বিয়ে হয় নি।

নং—১১ [No. 11]

বিজ্ঞপ্তি অনুসারে তথ্যের স্বীকৃতি (আদেশ–১২, বিধি–৫)

[Admission of Facts Pursuant to notice (Order 12, Rule 5)]

শিরোনাম যেমন পূর্ববর্তী নং–১-এ দেওয়া হয়েছে

(Title as in No.1, Supra)

এই মকদ্দমায় প্রতিবাদী (বা বাদী) অতঃপর যথাক্রমে নির্দিষ্ট বেশ কিছু তথ্য এই মকদ্দমায় সাক্ষ্য হিসেবে এমন কোনো তথ্যের বা তার মধ্যে কোনোটির গ্রহণযোগ্যতার ব্যাপারে যাবতীয় ব্যতিক্রমগুলো বাদ দিয়ে, এর পরে যদি কোনো বিধি নিষেধ বা সীমা নির্দিষ্ট থাকে তাহলে তার অধীনে, শুধু এই মকদ্দমার প্রয়োজন হেতু স্বীকার করছে ঃ

কিন্তু শর্ত এই যে, স্বীকৃতি কেবল এই মকদ্দমার প্রয়োজন হেতু দেওয়া হয়েছে এবং এটি এমন স্বীকৃতি নয় যে, প্রতিবাদী (বা বাদী)-র বিরুদ্ধে অন্য কোনো প্রসঙ্গে অথবা বাদী (বা প্রতিবাদী অথবা স্বীকৃতির অভিপ্রায়কারী পক্ষ) থেকে ভিন্ন কোনো ব্যক্তি দ্বারা প্রয়োগ করা যেতে পারে।

ঙ চ, প্রতিবাদী (বা বাদী)-র প্লিডার (বা নিযুক্তক)।

বাদী বা প্রতিবাদীর প্লিডার (বা নিযুক্তক) ছ জ-কে

স্বীকৃত তথ্য	সেইসব বিধি-নিষেধ বা সীমা, যদি থাকে, যেগুলোর সাপেক্ষে এগুলো স্বীকার করা হয়েছে।
১. ড-এর মৃত্যু হয়েছে, ১৮৯০ খ্রিস্টাব্দের ১লা জানুয়ারি।	১.
২. তিনি কোনো উইল না করেই মারা গেছেন।	২.
৩. ঢ ছিল তার একমাত্র আইনসম্মত পুত্র।	৩. কিন্তু এমন নয় যে সে তাঁর একমাত্র আইনসম্মত পুত্র ছিল।
৪. ণ মারা গেছে।	৪. কিন্তু এমন নয় যে তার মৃত্যু হয়েছে ১৮৯৬ খ্রিস্টাব্দের ১লা এপ্রিল।
৫. ণ-র কখনো বিয়ে হয় নি।	৫.

নং—১২ [No. 12]

পেশ করার জন্য বিজ্ঞপ্তি (সাধারণ নিদর্শ) (আদেশ-১২, বিধি-৮)

[Notice to Produce (General Form)-(Order 12, Rule 8)]

শিরোনাম যেমন পূর্ববর্তী নং-১-এ দেওয়া হয়েছে

(Title as in No.1, Supra)

আপনাকে জানানো হচ্ছে যে, আপনি সমস্ত বহি, কাগজ, পত্র, পত্রাদির প্রতিলিপি এবং অন্যান্য লিখন ও দস্তাবেজ, যা আপনার তত্ত্বাবধানে, দখলে বা ক্ষমতার মধ্যে আছে এবং যেগুলোর মধ্যে এই মকদ্দমার প্রশ্নগত বিষয়ের সাথে সম্পর্কযুক্ত যে লিপি, স্মারকলিপি কার্য বিবরণী আছে, এই মকদ্দমার প্রথম শুনানির দিন আদালতে পেশ করার জন্য আপনাকে নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে এবং আদালতে দেখান এবং বিশেষ ভাবে........................।

ছ জ বাদী (বা প্রতিবাদী)-র প্লিডার (বা নিযুক্তক)।

প্রতিবাদী (বা বাদী)-র প্লিডার (বা নিযুক্তক) ঙ চ কে।

পরিশিষ্ট—ঘ
[Appendix-D]
ডিক্রি [Decrees]
নং—১ [No. 1]
মূল মকদ্দমায় ডিক্রি (আদেশ-২০, বিধি-৬ ও ৭)
[Decree in Original Suit (Order 20, Rules 6 &7)]

শিরোনাম (Title)

.... এর জন্য দাবি।

বাদীর তরফ থেকে...................এর এবং প্রতিবাদীর তরফ থেকে............এর উপস্থিতিতে এই মকদ্দমা আজ...............তারিখে.............এর সমক্ষে চূড়ান্ত নিষ্পত্তির জন্য পেশ হওয়ার পর এত দ্বারা আদেশ দেওয়া হচ্ছে এবং ডিক্রি দেওয়া হচ্ছে যে,...............এবং এই মকদ্দমার খরচ লেখে ....টাকা, আজকের তারিখ থেকে আদায়ের তারিখ পর্যন্ত তার ওপর প্রতি বছর শতকরা হারে সুদসহ..........দ্বারা............. কে দেওয়া হোক।

এটি আজ. ....তারিখে আমার স্বাক্ষর সহ এবং আদালতের মোহর লাগিয়ে প্রদত্ত হলো।

ন্যায়াধীশ

মকদ্দমার খরচ

বাদী	টাঃ	আঃ	পঃ	প্রতিবাদী	টাঃ	আঃ	পঃ
১. আর্জির জন্য স্ট্যাম্প				কার্যক্ষমতা দেওয়ার জন্য স্ট্যাম্প			
২. কার্যক্ষমতা দেওয়ার জন্য স্ট্যাম্প				আর্জির জন্য স্ট্যাম্প			
৩. প্রদর্শিত বস্তুর জন্য স্ট্যাম্প				প্লিডারের ফী			
৪. ....টাকার ওপর প্লিডারের ফী				সাক্ষীদের জন্য নির্বাহ ব্যয়			
৫. সাক্ষীদের জন্য নির্বাহ ব্যয়				পরওয়ানার জারি			
৬. কমিশনারের ফী				কমিশনারের ফী			
৭. পরওয়ানার জারি							
মোট				মোট			

নং—২ [No. 2]

সহজ অর্থ-ডিক্রি (ধারা-৩৪)

[Simple Money Decree (Section 34)]

শিরোনাম (Title)

.... এর জন্য দাবি.

বাদীর তরফ থেকে................এর এবং প্রতিবাদীর তরফ থেকে.............এর উপস্থিতিতে এই মকদ্দমার আর্জি............................তারিখে..............এর সমক্ষে চূড়ান্ত নিষ্পত্তির জন্য পেশ হলে এত দ্বারা আদেশ দেওয়া হচ্ছে যে, ... কে........................ টাকা, ... থেকে ঐ টাকা আদায়ের তারিখ পর্যন্ত শতকরা প্রতি বছর.............টাকা হারে সুদ সহ দেবে এবং মকদ্দমার খরচের .... টাকা আজকের তারিখ থেকে আদায়ের তারিখ পর্যন্ত শতকরা প্রতি বছর.........টাকা হারে সুদ সহ দেবে।

এটি আজ..................তারিখে আমার স্বাক্ষর সহ এবং আদালতের মোহর লাগিয়ে প্রদত্ত হলো।

ন্যায়াধীশ

মকদ্দমার খরচ

বাদী	টাঃ	আঃ	পঃ	প্রতিবাদী	টাঃ	আঃ	পঃ
১. আর্জির জন্য স্ট্যাম্প				ক্ষমতা দেওয়ার জন্য স্ট্যাম্প			
২. ক্ষমতা প্রদানের জন্য স্ট্যাম্প				দরখাস্তের জন্য স্ট্যাম্প			
৩. প্রদর্শিত বস্তুর জন্য স্ট্যাম্প				প্লিডারের পারিশ্রমিক			
৪. ....টাকার ওপর প্লিডারের পারিশ্রমিক				সাক্ষীদের জন্য নির্বাহ ব্যয় (অর্থাৎ রাহা খরচ ইত্যাদি)			
৫. সাক্ষীদের জন্য নির্বাহ ব্যয় (অর্থাৎ রাহা খরচ ইত্যাদি)				পরওয়ানার পারিশ্রমিক			
৬. কমিশনারের পারিশ্রমিক				কমিশনারের পারিশ্রমিক			
৭. পরওয়ানার পারিশ্রমিক							
সর্ব মোট				সর্ব মোট			

নং—৩ [No. 3]

বন্ধকী সম্পত্তি খালাসের অধিকার হরণের জন্য প্রাথমিক ডিক্রি

(আদেশ–৩৪, বিধি–২—যেখানে হিসেব নেওয়ার জন্য আদেশ দেওয়া হয়েছে)

[**Preliminary Decree for Foreclosure** (Order 34, Rule 2 where accounts are directed to be taken)]

শিরোনাম (Title)

১. এই মামলা আজ .... তারিখে পেশ হলে এতদ্বারা আদেশ দেওয়া হচ্ছে যে, এবং ডিক্রি দেওয়া হচ্ছে যে, এই .... কে কমিশনার হিসেব নিম্নলিখিত হিসেবে নেওয়ার জন্য নির্দেশ দেওয়া হোক ঃ

(ক) আর্জিতে উল্লিখিত বন্ধকী সম্পত্তির মূলধন ও সুদ হিসেবে আজকের তারিখে বাদীকে যত টাকা প্রদেয় হয় তার হিসেব (মূলধনের ওপর প্রদেয় হারে সুদ হিসেব করতে হবে অথবা যেক্ষেত্রে ঐ রকম হার নির্দিষ্ট হয়নি সেক্ষেত্রে ৬% হারে প্রতি বছর অথবা আদালত যুক্তিসঙ্গত ভাবে বুঝে নিয়ে যেরকম হার ঠিক করবেন) চালনা করা হবে;

(খ) বন্ধকী সম্পত্তির যে আয় বাদী কর্তৃক বা বাদীর আদেশে অথবা বাদীর ব্যবহারের জন্য অন্য কোনো ব্যক্তি দ্বারা আজকের তারিখ পর্যন্ত পাওয়া গেছে অথবা তখন পাওয়া যেত, যখন বাদী বা এমন ব্যক্তি জেনে শুনে ব্যত্যয় না করত, সেই আয়ের হিসেব;

(গ) বন্ধকী প্রতিভূতি বাবদ (মকদ্দমার খরচ ছাড়া) খরচ, প্রভার (Charges) ও ব্যয়ের জন্য আজকের তারিখ পর্যন্ত বাদী কর্তৃক যে অর্থ ন্যায্যভাবে খরচ করা হয়েছে, তার সবটার সুদ সহ হিসেব (এমন সুদ পক্ষদের মধ্যে চুক্তি করা হারে অথবা এমন হারের অভাবের ক্ষেত্রে সেই হারে, যা মূলধনের ওপর প্রদেয় হয় অথবা এমন উভয় হারের অভাবের ক্ষেত্রে ৯% হারে প্রতি বছর গণনা করা হবে।

(ঘ) বন্ধকী সম্পত্তির বাদীর কোনো এমন কার্য বা বিরতি (ভুল) দ্বারা, যা সম্পত্তির ক্ষেত্রে নাশক বা স্থায়ীভাবে ক্ষতিকারক, অথবা তার ওপর যে কোনো সমকালে বলবৎ আইন দ্বারা অথবা বন্ধক দলিলের শর্তারোপিত কর্তব্যের কোনোটির পালন করতে তার অসাফল্যের ফলে, যে হানি বা ক্ষতি এই তারিখের আগে হয়েছে, তার হিসেব।

২. এতদ্বারা আরও আদেশ দেওয়া হচ্ছে এবং ডিক্রি দেওয়া হচ্ছে যে, উক্ত প্রকরণ (খ)-এর অধীন প্রাপ্ত বা প্রকরণ (ঘ)-এর অধীন প্রদেয় ন্যায় নির্ণীত কোনো টাকা সুদ সহ প্রথমে ঐ টাকার প্রতি সমন্বিত করা হবে, যার পরিশোধ বাদী প্রকরণ (গ)-এর অধীন করেছে এবং সেই টাকার ওপর সুদও যুক্ত হবে এবং যদি কিছু অবশিষ্ট থাকে তাহলে তা বন্ধকী অর্থে যোগ করে দেওয়া হবে। অথবা যথাস্থিতি, পরিশোধ্য ন্যায়নির্ণীত মূল টাকার ওপর সুদ হিসেবে বাদীকে যে টাকা প্রদেয় হয় তার লঘুকরণের জন্য এবং তার পর মূলধন লঘুকরণের বা অব্যাহতি দেওয়ার জন্য

বিকলন (debit) করা হবে।

৩. এতদ্বারা আরও নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে যে, উক্ত কমিশনার ঐ হিসেবে, তাতে যাবতীয় আইনানুগ সুযোগ দেওয়ার পর সুবিধানুসার দ্রুততার সাথে..........তারিখে অথবা তার আগে এই আদালতে দাখিল করবে এবং কমিশনার এমন প্রতিবেদন পাওয়ার পর তা অনুমোদিত ও প্রতি স্বাক্ষরিত হবে অবশ্য প্রয়োজনীয়তার ক্ষেত্রে পরিবর্তন হবার পর মামলার পক্ষদের দ্বারা আপত্তিগুলো বিবেচনা করার পর।

৪. এত দ্বারা আরও আদেশ দেওয়া হচ্ছে এবং ডিক্রি দেওয়া হচ্ছে যে,—

(১) প্রতিবাদী............তারিখে বা তার আগে বা পরবর্তী এমন কোনো তারিখে অথবা তার আগে, যে দিন পর্যন্ত টাকা শোধ দেওয়ার জন্য সময় আদালত কর্তৃক বর্ধিত হতে পারে, এমন পরিমাণ টাকা, আদালত যেমন প্রাপ্য বলে মনে করবে, এবং বাদীকে যা খরচের জন্য নির্ধারিত করা হয়েছে মকদ্দমার সেই খরচের .... টাকা আদালতে জমা করে দেয়।

(২) জমা দেওয়ার পর এবং তারপর আদালত যেমন ধার্য করবে তেমন তারিখের আগে, এমন টাকা যা আদালত তেমন খরচের এবং দেওয়ানী প্রক্রিয়া সংহিতা, ১৯০৮-এর প্রথম অনুসূচির আদেশ-৩৪-এর বিধি-১০-এর অধীন প্রদেয় খরচ, প্রভার ও ব্যয় বাবদ প্রাপ্য আদালত নিষ্পত্তি করে নির্দিষ্ট করতে পারে, বিধি-১১-র অধীন প্রদেয় পরবর্তী সুদ সহ জমা দেওয়ার পর বাদী বাদপত্রে উল্লিখিত বন্ধকী-সম্পত্তি সম্পর্কিত ও যাবতীয় দস্তাবেজ যা তার দখলে বা ক্ষমতায় আছে, আদালতে উপস্থাপিত করবে এবং এমন সব দস্তাবেজ প্রতিবাদীকে বা এমন ব্যক্তিকে, যাকে সে নিয়োগ করবে, অর্পণ করা হবে এবং যদি বাদীর পক্ষে এভাবে চাওয়া হয় তাহলে সে উক্ত সম্পত্তি বন্ধক থেকে খালাস করে এবং বাদী কর্তৃক বা এমন কোনো ব্যক্তি দ্বারা, যা তাঁর থেকে ব্যুৎপন্ন অধিকারের অধীন দাবি করে অথবা এমন কোনো ব্যক্তি দ্বারা, যার কাছে ব্যুৎপন্ন অধিকারের অধীন বাদী দাবি করে, উদ্ভূত সমস্ত দায়িত্ব থেকে সরিয়ে ও মুক্ত করে এবং এই বন্ধক বা এই মকদ্দমা থেকে, যা কিছু দায়িত্ব উদ্ভূত হয়, সেই সব কিছু থেকে মুক্ত করে প্রতি স্থানান্তরিত বা প্রত্যার্পণ করবে। এবং যদি তার থেকে এভাবে চাওয়া হয় তাহলে ঐ প্রতিবাদীকে উক্ত সম্পত্তির স্থির ও শান্তিপূর্ণ দখল প্রদান করবে।

৫. এতদ্বারা আরও আদেশ দেওয়া হচ্ছে এবং ডিক্রি দেওয়া হচ্ছে যে, পূর্বোক্ত ভাবে টাকা জমা দিতে ব্যর্থ হলে বাদী আদালতের কাছে এই চূড়ান্ত ডিক্রির জন্য আবেদন করতে পারবে যে তার পরে প্রতিবাদী এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট অনুসূচিতে উল্লিখিত বন্ধকী সম্পত্তির খালাসের সমস্ত অধিকার থেকে সম্পূর্ণ বিবর্জিত হবে এবং অধিকার হরণ করা হবে এবং যদি তার কাছে এমনটা অভিপ্রায় করা হয় তাহলে সে বাদীকে উক্ত সম্পত্তির স্থির ও শান্তিপূর্ণ দখল দেবে এবং পক্ষরা সময়ে-সময়ে আদালতের কাছে প্রয়োজনানুসার আবেদন করতে পারবে এবং আদালত এমন আবেদন ক্রমে বা অন্য ভাবে যেমন সঙ্গত মনে করবে, তেমন নির্দেশ দিতে পারবে।

অনুসূচি (*Schedule*)

বন্ধকী সম্পত্তির বর্ণনা

(*Description of the Mortgaged Property*)

নং—৩ক [No. 3A]

বন্ধকী সম্পত্তি খালাসের অধিকার হরণের জন্য প্রাথমিক ডিক্রি (আদেশ–৩৪, বিধি–২—যেখানে আদালত পরিশোধ্য টাকা ঘোষিত করে)

[Preliminary Decree for Foreclosure (Order 34, Rule 2– where the Court declares the amount due]

শিরোনাম (Title)

বাদী........................ ইত্যাদির উপস্থিতিতে এই মকদ্দমা .... তারিখে পেশ হওয়াতে ঘোষণা করা হচ্ছে যে, বাদপত্রে উল্লিখিত বাদীর বন্ধকের ওপর বাদীকে আজ..................তারিখ পর্যন্ত গণনা করা পরিশোধ্য টাকা মূলধন হিসেবে ....টাকা, উক্ত মূলধনের ওপর সুদ হিসেবে...........টাকা (মকদ্দমার খরচ ছাড়া) সেই খরচ প্রভাব এবং ব্যয়ের জন্য, যা বন্ধকী প্রতিভূতি বাবদ বাদী ন্যায্য ভাবে করেছে, তার ওপর সুদসহ..................টাকা এবং এই মকদ্দমার, যে খরচ বাদী নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়েছে, সেই খরচগুলোর জন্য .... টাকা, সব মোট ....টাকা হয়।

২. এতদ্বারা আদেশ দেওয়া হচ্ছে এবং ডিক্রি দেওয়া হচ্ছে যে,—

(১) প্রতিবাদী .... তারিখে বা তার আগে বা কোনো এমন পরবর্তী তারিখে বা তার আগে, যে পর্যন্ত টাকা পরিশোধের জন্য আদালত কর্তৃক সময় বর্ধিত হতে পারে..............পরিমাণ টাকা আদালতে জমা দেবে।

(২) টাকা দেওয়া হলে এবং টাকা দেওয়ার পরে ঐ তারিখের আগে যেমন আদালত প্রাপ্য অর্থ মামলার খরচ বাবদ এবং এমন খরচ, প্রভার এবং অন্যান্য খরচ বিধি-১০ অনুযায়ী ও এর সঙ্গে পরবর্তী সুদ যা দেওয়ানী প্রক্রিয়া সংহিতা, ১৯০৮-এর প্রথম অনুসূচির আদেশ-৩৪-এর বিধি-১০-এর অধীন প্রদেয় খরচ, প্রভার (charges) এবং ব্যয় বাবদ শোধ্য ন্যায় নির্ণীত করবে, বিধি-১১-এর অধীন প্রদেয় পরবর্তী সুদ সহ জমা করে দেওয়া হলে বাদী বাদপত্রে উল্লিখিত বন্ধকী সম্পত্তি সম্পর্কিত সেই সব দস্তাবেজ, যা তার দখলে বা ক্ষমতার মধ্যে আছে আদালতে উপস্থাপিত করবে এবং এমন সব দস্তাবেজ প্রতিবাদীকে বা এমন ব্যক্তিকে, যাকে সে নিয়োগ করবে, সমর্পণ করা হবে, আর যদি বাদীর তরফে এমন অভিপ্রায় করা হয় তাহলে সে উক্ত সম্পত্তিকে বন্ধক থেকে খালাস করে এবং বাদী দ্বারা, কোনো এমন ব্যক্তি দ্বারা যে তার থেকে ব্যুৎপন্ন অধিকারের অধীন দাবি করে বা কোনো এমন ব্যক্তি দ্বারা যার কাছে ব্যুৎপন্ন অধিকারের অধীন বাদী দাবি করে, উদ্ভূত সমস্ত দায়িত্ব থেকে সরিয়ে বা মুক্ত করে এবং এই বন্ধক বা এই মকদ্দমা থেকে যা কিছু দায়িত্ব উদ্ভূত হয় সেইসব থেকে মুক্ত করে প্রতি স্থানান্তরিত বা প্রত্যার্পণ করবে এবং তার থেকে এমন অভিপ্রায় করা হয় তাহলে, সে প্রতিবাদীকে উক্ত সম্পত্তির স্থির ও শান্তিপূর্ণ দখল প্রদান করবে।

৩. এত দ্বারা আরও আদেশ দেওয়া হচ্ছে, এবং ডিক্রি দেওয়া হচ্ছে যে, পূর্বোক্ত ভাবে টাকা জমা দিয়ে ব্যর্থ হলে (বা ব্যত্যয় করলে) বাদী আদালতের কাছে চূড়ান্ত ডিক্রির জন্য আবেদন করতে পারবে যে, তারপর প্রতিবাদী এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট অনুসূচিতে উল্লিখিত বন্ধকী-সম্পত্তির খালাসের যাবতীয় অধিকার থেকে সম্পূর্ণভাবে বিবর্জিত হবে ও হরণ করা হবে এবং যদি তার কাছে এমন অভিপ্রায় করা হয় তাহলে বাদীকে উক্ত সম্পত্তির স্থির ও শান্তিপূর্ণ দখল অর্পণ করবে এবং পক্ষ সময়ে সময়ে আদালতের কাছে নিজের প্রয়োজনানুসার আবেদন করতে পারবে এবং আদালত এমন আবেদন ক্রমে অন্যভাবে যেমন সঙ্গত মনে করবে, নির্দেশ দিতে পারবে।

অনুসূচি (*Schedule*)

বন্ধকী সম্পত্তির বর্ণনা

(*Description of the Mortgaged Property*)

নং—৪ [No. 4]

বন্ধকী সম্পত্তি খালাসের অধিকার হরণের জন্য চূড়ান্ত ডিক্রি (আদেশ-৩৪, বিধি-৩)

[Final Decree for Foreclosure (Order 34, Rule 3]

শিরোনাম (Title)

এই মকদ্দমায়...............তারিখে প্রদত্ত প্রাথমিক ডিক্রি এবং.............তারিখের অতিরিক্ত আদেশে (যদি থাকে) এবং চূড়ান্ত ডিক্রির জন্য বাদীর.................. তারিখের আবেদন পাঠ ও পক্ষদের বক্তব্য শোনার পর এবং এমন প্রতীয়মান হওয়ার পর যে, উক্ত ডিক্রি এবং আদেশ দ্বারা নির্দিষ্ট পরিমাণ টাকা পরিশোধ প্রতিবাদী দ্বারা বা তার তরফে অন্য কোনো ব্যক্তি দ্বারা বা উক্ত বন্ধকের খালাস করাবার অধিকারী কোনো অন্য ব্যক্তি দ্বারা করা হয়নি।

এতদ্বারা আদেশ দেওয়া হচ্ছে এবং ডিক্রি দেওয়া হচ্ছে যে, প্রতিবাদী আর তার দ্বারা ব্যুৎপন্ন অধিকারের দ্বারা বা অধীন দাবিকারী সমস্ত ব্যক্তি পূর্বোক্ত প্রাথমিক ডিক্রিতে বর্ণিত সম্পত্তির ও তাতে খালাসের সমস্ত অধিকার থেকে এতদ্বারা সম্পূর্ণভাবে বিবর্জিত হবে ও বন্ধকী সম্পত্তি খালাসের অধিকার হরণ করা হবে

[আর যদি প্রতিবাদীর ঐ বন্ধকী সম্পত্তিতে দখল থাকে তাহলে) প্রতিবাদী উক্ত বন্ধকী সম্পত্তি স্থির ও শান্তিপূর্ণ দখল বাদীকে দেবে]।

২. এত দ্বারা এও ঘোষণা করা হচ্ছে যে বাদপত্রে উল্লিখিত উক্ত বন্ধক থেকে বা এই মকদ্দমা থেকে উদ্ভূত যা কিছু দায়িত্ব প্রতিবাদীর আজ পর্যন্ত আছে সে সব এর দ্বারা খারিজ ও লোপ করা হলো।

নং—৫ [No. 5]

বিক্রয়ের জন্য প্রাথমিক ডিক্রি (আদেশ-৩৪, বিধি-৪, —যেখানে হিসেব নেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে)

[Preliminary Decree for Sale (Order 37, Rule 4 –where accounts are directed to be taken)]

শিরোনাম (Title)

বাদী.................ইত্যাদির উপস্থিতিতে এই মকদ্দমা আজ..........তারিখে পেশ হওয়াতে, আদেশ করা হচ্ছে এবং ডিক্রি দেওয়া হচ্ছে যে, এই.................. কে কমিশনার হিসেবে নিম্নলিখিত হিসেবে গ্রহণ করার জন্য নির্দেশ দেওয়া হোক—

(১) বাদপত্রে (বা আর্জিতে) উল্লিখিত বন্ধকী সম্পত্তির মূলধন এবং সুদ হিসেবে আজকের তারিখে বাদীকে যা কিছু প্রদেয় হয় তার হিসেব এমন সুদের গণনা ঐ হারে করা হবে বা মূলধনের ওপর প্রদেয় হয় অথবা যেখানে এই হার ধার্য হয়নি সেখানে, সুদ প্রতি বছর ৬% হারে অথবা এমন হারে, যা আদালত যুক্তিযুক্ত মনে করবে, গণনা করা হবে।

(২) বন্ধকী সম্পত্তির যে আয় বাদী দ্বারা, বাদীর আদেশক্রমে বা বাদীর ব্যবহারের জন্য কোনো অন্য ব্যক্তি দ্বারা আজকের তারিখ পর্যন্ত পাওয়া গেছে অথবা বাদী বা ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে ব্যত্যয় না করলে পেতে পারত সেই আয়ের হিসেব;

(৩) বন্ধকী প্রতিভূতি বাবদ (মকদ্দমার খরচ ব্যতীত) খরচ, প্রভার ও ব্যয়ের জন্য আজকের তারিখ পর্যন্ত বাদী কর্তৃক যে অর্থ ন্যায্যতঃ খরচ হয়েছে, তার সব, তার ওপর সুদ সহ, হিসেব (এমন সুদ, পক্ষদের মধ্যে চুক্তি কৃত হারে বা এমন হার) যেখানে হয় নি, সেখানে সেই হারে যা মূলধনের ওপর প্রদেয় হয়, বা এমন উভয় হার যেখানে নাই সেখানে ৯% প্রতিবছর হারে গণনা করা হবে।

(৪) বন্ধকী সম্পত্তিতে, বাদীর কোনো কাজ বা ভুলের জন্য, যা সম্পত্তির ক্ষেত্রে ধ্বংসাত্মক বা স্থায়ীভাবে ক্ষতিকারক বা তার ওপর যে কোনো সমকালে প্রযোজ্য আইন দ্বারা বা বন্ধক দলিলের শর্তারোপিত কর্তব্যের কোনোটির পালনে ব্যর্থতার কারণে, যে হানি বা ক্ষতি এই তারিখে আগে পর্যন্ত হয়েছে, তার হিসেব।

২. এতদ্বারা এও আদেশ দেওয়া হচ্ছে যে, উক্ত প্রকরণ (খ) এর অধীন প্রাপ্ত বা প্রকরণ (ঘ) এর অধীন শোধ্য ন্যায়নির্ণীত কোনো টাকা সুদসহ প্রথমে সেই সব কোনো টাকার প্রতি সমন্বিত করা হবে সেগুলো পরিশোধ বাদী প্রকরণ (গ) এর অধীন করেছে এবং টাকাতে সুদও যুক্ত হবে আর যদি কিছু বাকি থাকে তাহলে তা

বন্ধকী অর্থে যুক্ত করা হবে বা যথাস্থিতি পরিশোধ্য ন্যায়নির্ণীত মূল টাকার ওপর সুদ হিসেবে বাদীকে যে টাকা শোধ্য হয় তার লঘুকরণের জন্য এবং তারপর মূলধন লঘুকরণ বা অব্যাহতির জন্য বিকলন (debit) করা হবে।

৩. এতদ্বারা এও আদেশ দেওয়া হচ্ছে যে, উক্ত কমিশনার সর্বপ্রকার আইনানুগ সুযোগ দেওয়ার পর ঐ হিসেবে সুবিধা মতো দ্রুততার সঙ্গে .... তারিখে অথবা তার আগে এই আদালতে উপস্থাপিত করে এবং কমিশনারের এমন প্রতিবেদন পাওয়ার পর তা এমন পরিবর্তন সহ অনুমোদিত ও প্রতি স্বাক্ষরিত করা হবে যেমন কিনা মকদ্দমার পক্ষদের এমন আপত্তিক্রমে যা সে করে, বিচার বিবেচনা করার পর আবশ্যক হয়।

৪. এতদ্বারা এই আদেশ দেওয়া হচ্ছে বা ডিক্রি দেওয়া হচ্ছে যে—

(১) বাদী................তারিখে বা তার আগে বা পরবর্তী এমন কোনো তারিখে বা তার আগে, যে তারিখ পর্যন্ত টাকা শোধ করার জন্য সময় আদালত কর্তৃক বর্ধিত করা যাবে, এমন টাকা, যা আদালত প্রাপ্য বলে মনে করে এবং মকদ্দমার ঐ খরচের জন্য যা বাদীকে নির্ণীত করে দেওয়া হয়েছে..............টাকা আদালতে জমা করে দেয় ;

(২) জমা দেওয়ার পর এবং তার পরে আদালত যেমন ধার্য করবে তেমন তারিখের আগে এমন টাকা যা, আদলত এমন খরচের এবং দেওয়ানী প্রক্রিয়া সংহিতা, ১৯০৮-এর প্রথম অনুসূচির আদেশ-৩৪-এর বিধি-১০-এর অধীন প্রদেয় খরচ, প্রভার (charges) ও ব্যয় বাবদ প্রাপ্য আদালত নিষ্পত্তি করে নির্দিষ্ট করতে পারে, বিধি-১১-র অধীন প্রদেয় পরবর্তী সুদ সহ জমা দেওয়ার পর বাদী বাদপত্রে উল্লিখিত বন্ধকী সম্পত্তি সম্পর্কিত ও যাবতীয় দস্তাবেজ যা তার দখলে বা ক্ষমতায় আছে, আদালতে উপস্থাপিত করবে এবং এমন সব দস্তাবেজ প্রতিবাদীকে বা এমন ব্যক্তিকে, যাকে সে নিয়োগ করবে, অর্পণ করা হবে এবং যদি বাদীর পক্ষে এভাবে চাওয়া হয় তাহলে সে উক্ত সম্পত্তি উক্ত বন্ধক থেকে খালাস করে এবং বাদী কর্তৃক বা এমন কোনো ব্যক্তি দ্বারা যার তার কাছ থেকে ব্যুৎপন্ন অধিকারের অধীন দাবি করে বা কোনো এমন ব্যক্তি দ্বারা যার কাছে ব্যুৎপন্ন অধিকারের অধীন বাদী দাবি করে, উদ্ভূত সমস্ত দায়িত্ব থেকে সরিয়ে ও মুক্ত করে এবং এই বন্ধক বা এই মকদ্দমা থেকে যা কিছু দায়িত্ব উদ্ভূত হয় সেই সব কিছু থেকে মুক্ত করে প্রতিস্থানান্তরিত বা প্রত্যার্পণ করবে এবং যদি তার থেকে এভাবে চাওয়া হয় তাহলে ঐ প্রতিবাদীকে উক্ত সম্পত্তির স্থির ও শান্তিপূর্ণ দখল প্রদান করবে।

৫. এতদ্বারা আরও আদেশ দেওয়া হচ্ছে এবং ডিক্রি দেওয়া হচ্ছে যে, পূর্বোক্ত ভাবে টাকা জমা করতে ব্যর্থ হলে বাদী আদালতের কাছে বন্ধকী সম্পত্তি বিক্রয়ের জন্য চূড়ান্ত ডিক্রি হেতু আবেদন করতে পারবে এবং এমন আবেদন করা হলে বন্ধকী-সম্পত্তির বা তার যথেষ্ট অংশের বিক্রয়ের নির্দেশ দেওয়া যাবে এবং এমন বিক্রয়ের প্রয়োজন হেতু বাদী বন্ধকী সম্পত্তি সম্পর্কিত সেই সমস্ত দস্তাবেজ, যেগুলো তার দখলে বা ক্ষমতার মধ্যে আছে, আদালতের সামনে বা সেই আধিকারের সামনে, যাকে আদালত নিযুক্ত করবে, উপস্থাপিত করবে।

৬. এতদ্বারা আরও আদেশ দেওয়া হচ্ছে ও ডিক্রি দেওয়া হচ্ছে যে, এমন বিক্রয় থেকে পাওয়া টাকা আদালতে জমা করা হবে এবং (বিক্রয় বাবদ খরচ তার থেকে বাদ দিয়ে) বাদীকে এই ডিক্রির অধীন এবং এমন কোনো অতিরিক্ত আদেশসমূহের অধীন, যেমন এই মকদ্দমায় প্রদত্ত হয়েছে, প্রদেয় টাকা শোধ করাতে ও এমন টাকার, যেমন মকদ্দমার এমন খরচ ও দেওয়ানী প্রক্রিয়া সংহিতা, ১৯০৮-এর প্রথম অনুসূচির আদেশ-৩৪ এর বিধি-১০-এর অধীন প্রদেয় খরচ, প্রভার ও ব্যয় বাবদ বাদীকে শোধ্য বলে আদালত ন্যায় নির্ণীত করবে, বিধি-১১-র অধীন পরবর্তী সুদ সহ, শোধ করতে যথাযথ ভাবে উপযোগ করা হবে আর যদি কিছু অবশিষ্ট থাকে তাহলে প্রতিবাদীকে বা অন্য সেই ব্যক্তি, ঐ টাকা পাওয়ার অধিকার আছে, দেওয়া হবে।

৭. এতদ্বারা আরও আদেশ দেওয়া হচ্ছে এবং ডিক্রি দেওয়া হচ্ছে যে, যদি এমন বিক্রয় লব্ধ টাকা বাদীকে পূর্বোক্তভাবে প্রদেয় টাকার পূর্ণ পরিশোধের জন্য যথেষ্ট না হয় তাহলে বাদীর স্বাধীনতা থাকবে (বন্ধকের শর্তানুযায়ী সেক্ষেত্রে সেই প্রতিকারের পথ খোলা আছে এবং সমকালে প্রযোজ্য কোনো আইনের দ্বারা এটি প্রতিবন্ধক নয়) অবশিষ্ট অর্থের জন্য প্রতিবাদীর বিরুদ্ধে ব্যক্তিগত ডিক্রি হেতু আবেদন করবার এবং পক্ষদের সুযোগ থাকলে সময়ে সময়ে আবেদন করবার এবং ঐ আবেদন অথবা অন্য কিছুর ভিত্তিতে যেমন আদালত সঙ্গত মনে করে, সেই রকম নির্দেশ দেবে।

অনুসূচি (*Schedule*)

বন্ধকী সম্পত্তির বর্ণনা

(*Description of the Mortgaged Property*)

নং—৫ক [No. 5A]

বিক্রয়ের জন্য প্রাথমিক ডিক্রি (আদেশ-৩৪, বিধি-৪—যেখানে আদালত শোধ্য টাকা ঘোষণা করে)

[**Preliminary Decree for Sale** (Order 34, Rule 4 when the Court declares the amount due)]

শিরোনাম (Title)

বাদী...............ইত্যাদির উপস্থিতিতে এই মকদ্দমা আজ...................তারিখে পেশ হওয়াতে ঘোষণা করা হচ্ছে যে, আর্জিতে উল্লিখিত বন্ধকের বাদীকে আজ.........তারিখ পর্যন্ত গণনা করা শোধ্য টাকা মূলধন হিসেবে ...... টাকা, উক্ত মূলধনের ওপর সুদ হিসেবে .... টাকা (মকদ্দমার খরচ বাদে) সেই সব খরচ, প্রভার ও ব্যয় যা বন্ধকী প্রতিভূতি বাবদ বাদী ন্যায্যতঃ খরচ করেছে, তার ওপর সুদ সহ...................টাকা এবং এই মকদ্দমার যে খরচ বাদীকে নির্ণীত করা হয়েছে, সেই খরচ হেতু. ....টাকা সর্বমোট টাকা হয়.............।

২. এতদ্বারা আদেশ দেওয়া হচ্ছে এবং ডিক্রি দেওয়া হচ্ছে যে—

(১) প্রতিবাদী .... তারিখে বা তার আগে বা এমন কোনো পরবর্তী তারিখে বা তার আগে, যে তারিখ পর্যন্ত টাকা শোধের জন্য সময় আদালত কর্তৃক বর্ধিত করা হয়,..................উক্ত পরিমাণ টাকা আদালতে জমা করে দেয়।

(২) এভাবে টাকা জমা দেওয়ার পর এবং তারপর এমন তারিখের আগে বা আদালত ধার্য করে এমন টাকার যা মকর্দ্দমার এমন খরচের এবং দেওয়ানী প্রক্রিয়া সংহিতা, ১৯০৮-এর প্রথম অনুসূচির আদেশ-৩৪-এর বিধি-১০-এর অধীন প্রদেয় খরচ, প্রভার ও ব্যয় বাবদ শোধ্য বলে আদালত ন্যায় নির্ণীত করবে। বিধি-১১-র অধীন প্রদেয় পরবর্তী সুদসহ জমা করা হলে, বাদী আর্জিতে উল্লিখিত বন্ধকী সম্পত্তি সম্বন্ধিত সেই সমস্ত দস্তাবেজ যেগুলো তার দখলে বা ক্ষমতার মধ্যে আছে; আদালতে উপস্থাপিত করবে এবং এমন সব দস্তাবেজ প্রতিবাদীকে বা এমন ব্যক্তিকে যাকে আদালত নিযুক্ত করবে, প্রদান করা হবে এবং যদি বাদীর দিক থেকে এমন অভিপ্রায় করা হয় তাহলে সে উক্ত সম্পত্তি বন্ধক থেকে খালাস করে এবং বাদী দ্বারা বা এমন কোনো ব্যক্তি দ্বারা, যা তার থেকে ব্যুৎপন্ন অধিকারের অধীন দাবি করে বা এমন কোনো ব্যক্তি দ্বারা যার কাছে ব্যুৎপন্ন অধিকারের অধীন বাদী দাবি করে, উদ্ভূত সমস্ত দায়িত্ব থেকে সরিয়ে ও মুক্ত করে প্রতি স্থানান্তরিত বা প্রত্যার্পণ করবে এবং যদি তার দিক থেকে চাওয়া হয় তাহলে সে প্রতিবাদীকে উক্ত সম্পত্তির স্থির ও শান্তিপূর্ণ দখল প্রদান করবে।

৩. এতদ্বারা আরও আদেশ দেওয়া হচ্ছে এবং ডিক্রি দেওয়া হচ্ছে যে, পূর্বোক্ত ভাবে টাকা জমা দিতে ব্যর্থ হলে বাদী আদালতের কাছে বন্ধকী সম্পত্তি বিক্রয়ের জন্য চূড়ান্ত ডিক্রি হেতু আবেদন করতে পারবে এবং এমন আবেদন করা হলে বন্ধকী সম্পত্তির বা তার যথেষ্ট অংশের বিক্রয়ের নির্দেশ দেওয়া যাবে এবং এমন বিক্রয়ের প্রয়োজন হেতু বাদী বন্ধকী সম্পত্তি সম্বন্ধিত এমন সব দস্তাবেজ, যা তার দখলে বা ক্ষমতার মধ্যে আছে, আদালতের সামনে বা সেই আধিকারিকের সামনে, যাকে আদালত নিযুক্ত করবে, উপস্থাপিত করবে।

৪. এতদ্বারা আরও আদেশ দেওয়া হচ্ছে এবং ডিক্রি দেওয়া হচ্ছে যে এমন বিক্রয় থেকে লব্ধ টাকা আদালতে জমা করতে হবে এবং (বিক্রয় বাবদ খরচ তার থেকে বাদ দিয়ে) তা বাদীকে এই ডিক্রির এবং অতিরিক্ত কোনো এমন আদেশের অধীন, যেমন এই মকদ্দমায় প্রদত্ত হয়, প্রদেয় টাকার পরিশোধ করাতে এবং এমন টাকার, যেমন মকদ্দমার এমন খরচ এবং দেওয়ানী প্রক্রিয়া সংহিতা, ১৯০৮-এর প্রথম অনুসূচির আদেশ-৩৪-এর বিধি-১০ এর অধীন প্রদেয় খরচ, প্রভার ও ব্যয় বাবদ বাদীকে পরিশোধ্য বলে আদালত ন্যায় নির্ণীত করবে, বিধি-১১-র অধীন প্রদেয় পরবর্তী সুদসহ, শোধ করতে যথাযথভাবে উপযোগ করা হবে আর যদি কিছু অবশিষ্ট থাকে তাহলে তা প্রতিবাদীকে বা এমন অন্য ব্যক্তিকে, যার তা পাওয়ার অধিকার আছে, দেওয়া যাবে।

৫. এতদ্বারা আরও নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে এবং ডিক্রি দেওয়া হচ্ছে যে, যদি এমন বিক্রয়লব্ধ টাকা বাদীকে পূর্ব উল্লেখ মতো প্রদেয় টাকার পুরোটা শোধ করার পক্ষে যথেষ্ট না হয় তাহলে বাদীর স্বাধীনতা থাকবে (বন্ধকের শর্তানুযায়ী যে ক্ষেত্রে সেই প্রতিকারের পথ খোলা আছে এবং সমকালে প্রযোজ্য কোনো আইনের দ্বারা এটি প্রতিবন্ধক নয়) অবশিষ্ট অর্থের জন্য প্রতিবাদীর বিরুদ্ধে ব্যক্তিগত ডিক্রি হেতু আবেদন করবার এবং পক্ষদের সুযোগ থাকলে সময়ে সময়ে আবেদন করবার এবং ঐ আবেদন অথবা অন্য কিছুর ভিত্তিতে, যেমন আদালত সঙ্গত মনে করে, সেই রকম নির্দেশ দেবে।

নং—৬ [No. 6]

বিক্রয়ের জন্য চূড়ান্ত ডিক্রি (আদেশ-৩৪, বিধি-৫)

[**Final Decree for Sale** (Order 34, Rule 5)]

শিরোনাম (Title)

এই মকদ্দমার............তারিখে প্রদত্ত প্রাথমিক ডিক্রির এবং........... তারিখের অতিরিক্ত আদেশ (যদি থাকে) এবং চূড়ান্ত ডিক্রির জন্য বাদীর......... তারিখের আবেদন পত্র, পাঠ করার পর ও পক্ষদের বক্তব্য শোনার পর এবং এমন প্রতীয়মান হওয়ার পর যে, উক্ত ডিক্রি ও আদেশ দ্বারা নির্দ্দিষ্ট টাকা পরিশোধ, প্রতিবাদীর দ্বারা বা তার তরফে কোনো ব্যক্তি দ্বারা বা উক্ত বন্ধকের খালাসের অধিকারী কোনো অন্য ব্যক্তি দ্বারা করা হয় নি।

এতদ্বারা আদেশ দেওয়া হচ্ছে এবং ডিক্রি দেওয়া হচ্ছে যে পূর্বোক্ত প্রাথমিক ডিক্রিতে উল্লিখিত বন্ধকী সম্পত্তি বা তার যথেষ্ট অংশ বিক্রয় করে দেওয়া হোক এবং এভাবে বিক্রয়ের প্রয়োজন হেতু বাদী বন্ধকী সম্পত্তি সম্পর্কিত সেই সমস্ত দস্তাবেজ যেগুলো তার দখলে বা ক্ষমতার মধ্যে আছে আদালতের সামনে বা সেই আধিকারিকের সামনে, যাকে আদালত নিয়োগ করবে, উপস্থাপিত করবে।

২. এতদ্বারা আরও আদেশ দেওয়া হচ্ছে এবং ডিক্রি দেওয়া হচ্ছে যে, এমন বিক্রয়লব্ধ টাকা আদালতে জমা করা হবে, (বিক্রয় বাবদ খরচ তার থেকে বাদ দিয়ে) এবং তা বাদীকে পূর্বোক্ত প্রাথমিক ডিক্রির এবং এমন কোনো অতিরিক্ত আদেশের অধীনে, যেমন এই মকদ্দমায় প্রদত্ত হয়েছে, প্রদেয় টাকা শোধ করাতে এবং এমন টাকার, যেমন এই আবেদনের খরচ সহ মকদ্দমার এমন খরচ এবং দেওয়ানী প্রক্রিয়া সংহিতা, ১৯০৮-এর প্রথম অনুসূচির আদেশ-৩৪-এর বিধি-১০-এর অধীন প্রদেয় খরচ, প্রভার এবং ব্যয়, বাবদ বাদীকে শোধ্য বলে আদালত ন্যায় নির্ণীত করবে, বিধি-১১-র অধীন প্রদেয় পরবর্তী সুদসহ, পরিশোধ করাতে যথযথভাবে উপযোগ করা হবে এবং যদি কিছু অবশিষ্ট থাকে তাহলে প্রতিবাদীকে বা অন্য সেই ব্যক্তিকে, যার তা পাওয়ার অধিকার আছে, দেওয়া হবে।

নং—৭ [No. 7]

যেখানে বন্ধকদাতা কর্তৃক টাকা শোধ করাতে ব্যর্থ হলে বন্ধকী সম্পত্তির দায় মোচনের অধিকার হরণের জন্য ডিক্রি প্রদান করা হয় যেখানে দায় মোচনের জন্য প্রাথমিক ডিক্রি (আদেশ-৩৪, বিধি-৭—যেখানে হিসেব নেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে)

[Preliminary Decree for Redemption where on Default of Payment by Mortgagor a Decree for Foreclosure is passed (Order 34, Rule–7—where accounts are directed to be taken)]

শিরোনাম (Title)

বাদী...................ইত্যাদির উপস্থিতিতে এই মকদ্দমা আজ..................তারিখে পেশ হওয়াতে আদেশ দেওয়া হচ্ছে এবং ডিক্রি দেওয়া হচ্ছে যে, এই..................কে কমিশনার হিসেবে নিম্নলিখিত হিসেবে নেওয়ার জন্য নির্দেশ দেওয়া হোক—

(১) আর্জিতে উল্লিখিত বন্ধকের ওপর মূলধন ও সুদ হিসেবে আজকের তারিখে প্রতিবাদীকে যা যতটা শোধ্য হয় তার হিসেবে (এমন সুদের গণনা সেই হারে করা হবে যা মূলধনের ওপর প্রদেয় বা যেখানে এমন হার ধার্য নয়, সেখানে সুদ ৬% প্রতি বছর হারে বা এমন হারে, যা আদালত সঙ্গত মনে করবে, গণনা করা হবে);

(২) বন্ধকী সম্পত্তির যে আয় প্রতিবাদী দ্বারা বা প্রতিবাদীর আদেশ ক্রমে বা প্রতিবাদীর ব্যবহারের জন্য কোনো ব্যক্তি দ্বারা আজকের তারিখ পর্যন্ত পাওয়া গেছে অথবা যা তখন পাওয়া যেতে পারত, যখন বাদী বা ঐ ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে ব্যত্যয় না করত, সেই আয়ের হিসেবে;

(৩) বন্ধকী প্রতিভূতি বাবদ (মকদ্দমার খরচ ছাড়া) খরচ, প্রভার ও ব্যয়ের জন্য আজকের তারিখ পর্যন্ত প্রতিবাদী দ্বারা যে টাকা ন্যায্যতঃ খরচ করা হয়েছে, সেই সব, তার ওপর সুদসহ, হিসেবে (এমন সুদ পক্ষদের মধ্যে চুক্তি করা হারে বা এমন হারের অভাবে সেই হারে, যা মূলধনের ওপর প্রদেয়, অথবা উক্ত উভয় হারের অভাবে ৯% প্রতিবছর হারে গণনা করতে হবে)।

(৪) বন্ধকী সম্পত্তি প্রতিবাদীর এমন কোনো কাজ বা ক্রটির জন্য, যা সম্পত্তির ক্ষেত্রে ধ্বংসাত্মক বা স্থায়ীভাবে ক্ষতিকারক অথবা তার ওপর সমকালে প্রযোজ্য যে কোনো আইন দ্বারা বা বন্ধকী-দলিলের শর্ত দ্বারা আরোপিত কর্তব্যসমূহের কোনোটির পালনে তার ব্যর্থতার জন্য যে হানি বা ক্ষতি এই তারিখের আগে হয়েছে, তার হিসেব।

২. এতদ্দ্বারা আরও আদেশ দেওয়া হচ্ছে এবং ডিক্রি দেওয়া হচ্ছে যে, উক্ত প্রকরণ (খ)-এর অধীন প্রাপ্ত বা প্রকরণ (ঘ)-এর অধীন শোধ্য বলে ন্যায় নির্ণীত

কোনো টাকা, তার ওপর সুদ সহ প্রথমে সেই রকম কোনো টাকার প্রতি সমন্বিত করা হবে, যা প্রতিবাদী প্রকরণ (গ)-এর অধীন শোধ করে দিয়েছে এবং সেই টাকাতে সুদও যুক্ত হবে আর যদি কিছু অবশিষ্ট থাকে তাহলে বন্ধক অর্থতে যুক্ত করে দেওয়া হবে, অথবা যথাস্থিতি, শোধ্য বলে ন্যায় নির্ণীত মূল টাকার ওপর সুদ হিসেবে প্রতিবাদীকে যে টাকা শোধ করতে হবে তার লঘুকরণের জন্য এবং অর পরে মূলধন লঘুকরণ বা অব্যাহতির জন্য বিকলন (debit) করা হবে।

৩. এতদ্বারা আরও আদেশ করা হচ্ছে যে, উক্ত কমিশনার ঐ হিসেব, তাতে যাবতীয় ন্যায়ানুগ সুযোগ দেওয়ার পর সুবিধানুসার দ্রুততার সঙ্গে .... তারিখে বা তার আগে এই আদালতে উপস্থাপিত করবে এবং কমিশনারের এমন প্রতিবেদন পাওয়ার পর তা এমন পরিবর্তন সহ অনুমোদিত ও প্রতি স্বাক্ষরিত করা হবে যেন মকদ্দমার পক্ষদের উক্ত আপত্তির ওপর, যা তারা করে, বিচার বিবেচনার পর প্রয়োজন হয়।

৪. এতদ্বারা আরও আদেশ দেওয়া হচ্ছে এবং ডিক্রি দেওয়া হচ্ছে যে,—

(১) বাদী .... তারিখে বা তার আগে বা কোনো এমন পরবর্তী তারিখে বা তার আগে যে তারিখ পূর্যন্ত টাকা শোধ করার সময় আদালত কর্তৃক বাড়িয়ে দেওয়া যাবে, এমন টাকা, যা আদালত প্রাপ্য বলে মনে করবে এবং মকদ্দমার সেইসব খরচের জন্য, যেগুলো প্রতিবাদীকে নির্ণীত করে দেওয়া হয়েছে............ টাকা আদালতে জমা করে দেয়;

(২) টাকা জমা দেওয়া হলে এবং তারপর উক্ত তারিখের আগে, যে তারিখ আদালত ধার্য করে, এমন টাকা যা মকদ্দমার এমন খরচ এবং দেওয়ানী প্রক্রিয়া সংহিতা, ১৯০৮-এর প্রথম অনুসূচির আদেশ-৩৪-এর বিধি-১০-এর অধীন প্রদেয় এমন খরচ, প্রভার ও ব্যয় বাবদ শোধ্য বলে আদালত ন্যায় নির্ণীত করবে, বিধি-১১-র অধীন প্রদেয় পরবর্তী সুদ সহ জমা দেওয়ার পর প্রতিবাদী আর্জিতে উল্লিখিত বন্ধকী সম্পত্তি সম্বন্ধিত সেই সমস্ত দস্তাবেজ, যেগুলো তার দখলে ও ক্ষমতার মধ্যে আছে, আদালতে উপস্থাপিত করবে এবং সব দস্তাবেজ বাদীকে বা এমন ব্যক্তিকে যাকে আদালত নিয়োগ করে অর্পণ করা হবে, আর যদি প্রতিবাদীর পক্ষে এমন অভিপ্রায় করা হয় তাহলে সে ঐ সম্পত্তি উক্ত বন্ধক থেকে খালাস করে এবং প্রতিবাদী দ্বারা বা কোনো এমন ব্যক্তি দ্বারা যে তার থেকে ব্যুৎপন্ন অধিকারের অধীন দাবি করে অথবা কোনো এমন ব্যক্তি দ্বারা যার কাছে ব্যুৎপন্ন অধিকারের অধীন প্রতিবাদী দাবি করে, উদ্ভূত সমস্ত দায়িত্বভার থেকে সরিয়ে এবং মুক্ত করে এবং এই বন্ধক থেকে বা এই মকদ্দমা থেকে যা কিছু দায়িত্ব উদ্ভূত হয় তার সব কিছু থেকে মুক্ত করে প্রতিহস্তান্তরিত বা প্রতিস্থানান্তরিত করবে এবং যদি তার থেকে এমন অভিপ্রায় করা হয় তাহলে সে বাদীকে উক্ত সম্পত্তি স্থির এবং শান্তি পূর্ণ দখল অর্পণ করবে।

৫. এতদ্বারা আরও আদেশ দেওয়া হচ্ছে এবং ডিক্রি দেওয়া হচ্ছে যে, পূর্বোক্ত ভাবে টাকা জমা দিতে ব্যর্থ হলে প্রতিবাদী আদালতের কাছে চূড়ান্ত ডিক্রির জন্য

আবেদন করতে পারবে এই বলে যে, তারপর বাদী এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট (সংবদ্ধ) অনুসূচিতে উল্লিখিত বন্ধকী সম্পত্তি খালাস করার পর যাবতীয় অধিকার থেকে বিবর্জিত হবে এবং অধিকার হরণ করা হবে এবং যদি তার কাছে এমন অভিপ্রায় করা হয় তাহলে সে প্রতিবাদীকে উক্ত সম্পত্তির ওপর স্থির ও শান্তিপূর্ণ দখল অর্পণ করবে এবং পক্ষরা সময়ে সময়ে আদালতের কাছে প্রয়োজনানুসার আবেদন করতে পারবে এবং এমন আবেদনের ভিত্তিতে বা অন্যভাবে, আদালত যেমন সঙ্গত মনে করবে তেমন নির্দেশ দিতে পারবে।

অনুসূচি (*Schedule*)

বন্ধকী সম্পত্তির বর্ণনা

(*Description of the Mortgaged Property*)

নং—৭ক [No. 7A]

যেখানে বন্ধকদাতা দ্বারা টাকা শোধ করতে ব্যর্থ হওয়ার ক্ষেত্রে বিক্রয়ের জন্য ডিক্রি প্রদান করা হয় সেখানে দায় মোচনের জন্য প্রাথমিক ডিক্রি (আদেশ-৩৪, বিধি-৭—যেখানে হিসেব নেওয়ার জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়েছে)

[Preliminary Decree for Redemption where on Default of Payment by Mortgagor a Decree for Sale is passed (Order 34, Rule 7—where accounts are directed to be taken)]

শিরোনাম (Title)

বাদী.............ইত্যাদির উপস্থিতিতে এই মকদ্দমা আজ............. তারিখে হওয়াতে আদেশ দেওয়া হচ্ছে এবং ডিক্রি দেওয়া হচ্ছে যে, এই............ কে কমিশনার হিসেবে নিম্নলিখিত হিসেব নেওয়ার জন্য নির্দেশ দেওয়া হোক—

(১) আর্জিতে উল্লিখিত বন্ধকের ওপর মূলধন ও সুদ হিসেবে আজকের তারিখে প্রতিবাদীকে বা যতটা শোধ্য হয় তার হিসেব (এমন সুদের গণনা সেই হারে করা হবে যা মূলধনের ওপর প্রদেয় বা সেখানে এমন হার ধার্য নয় সেখানে সুদ ৬% টাকা প্রতি বছর হারে বা এমন হারে, যা আদালত সঙ্গত মনে করবে, গণনা করা হবে);

(২) বন্ধকী সম্পত্তির যে আয় প্রতিবাদী দ্বারা বা প্রতিবাদীর আদেশ দ্বারা বা প্রতিবাদীর ব্যবহারের জন্য কোনো এমন ব্যক্তি দ্বারা আজকের তারিখ পর্যন্ত পাওয়া গেছে অথবা যা তখন পাওয়া যেতে পারত, যখন প্রতিবাদী বা উক্ত ব্যক্তি জেনে-শুনে ব্যত্যয় না করত, সেই আয়ের হিসেব;

(৩) বন্ধকী প্রতিভূতি বাবদ (মকদ্দমার খরচ থেকে আলাদা) খরচ, প্রভার এবং ব্যয়ের জন্য আজকের তারিখ পর্যন্ত প্রতিবাদী দ্বারা যে টাকা ন্যায্য ভাবে ব্যয়িত হয়েছে, সেইসব তার ওপর সুদ-সহ, হিসেব (এমন সুদ পক্ষদের মধ্যে চুক্তিকৃত হারে বা এমন হারের অভাবে সেই হারে যা মূলধনের ওপর প্রদেয় অথবা এমন উভয় হারের অভাবে ৯% টাকা প্রতি বছর হারে, গণনা করতে হবে);

(৪) বন্ধকী সম্পত্তি প্রতিবাদীর এমন কাজ বা ভুলের জন্য, যা সম্পত্তির ক্ষেত্রে নাশক বা চিরস্থায়ী ক্ষতিকারক অথবা তার ওপর সমকালে প্রযোজ্য যে কোনো আইন দ্বারা বা বন্ধক দলের শর্ত দ্বারা আরোপিত কর্তব্যসমূহের কোনোটির পালনে তার ব্যর্থতার কারণে আজকের তারিখের আগে যে হানি ও ক্ষতি সাধিত হয়েছে, তার হিসেব।

২. এতদ্বারা আরও আদেশ দেওয়া হচ্ছে এবং ডিক্রি দেওয়া হচ্ছে যে, উক্ত প্রকরণ (২)-এর অধীন প্রাপ্ত বা প্রকরণ (৪)-এর অধীন শোধ্য বলে ন্যায় নির্ণীত কোনো পরিমাণ টাকা, তার ওপর সুদ-সহ, প্রথমে সেই রকম কোনো টাকার প্রতি সমন্বিত করা হবে যা প্রতিবাদী প্রকরণ (৩)-এর অধীন পরিশোধ করে দিয়েছে এবং টাকাতে সুদও যুক্ত করা হবে, আর যদি কিছু অবশিষ্ট থাকে তাহলে তা বন্ধক অর্থে যুক্ত করা হবে অথবা যথাস্থিতি, শোধ্য ন্যায় নির্ণীত মূল টাকার ওপর সুদ হিসেবে প্রতিবাদীকে যে টাকা প্রদেয় হয় তার লঘুকরণের জন্য এবং তার পরে মূলধন লঘুকরণে বা অব্যাহতির জন্য বিকলন (debit) করা হবে।

৩. এতদ্বারা আরও আদেশ দেওয়া হচ্ছে যে, উক্ত কমিশনার ঐ হিসেব, তাতে ন্যায় সঙ্গত যাবতীয় সুযোগ দেওয়ার পব সুবিধানুসার দ্রুততার সঙ্গে...........তারিখে বা তার আগে এই আদালতে উপস্থাপিত করবে এবং কমিশনারের এমন প্রতিবেদন পাওয়ার পর তা এমন পরিবর্তন সহ অনুমোদন ও প্রতি স্বাক্ষরিত করা হবে যেমন মকদ্দমার পক্ষদের এমন আপত্তির ওপর, যা তারা করে, বিচার বিবেচনা করার পর আবশ্যক হয়।

৪. এত দ্বারা আরও আদেশ দেওয়া হচ্ছে এবং ডিক্রি দেওয়া হচ্ছে যে,—

(১) বাদী...........তারিখে অথবা তার আগে অথবা পরবর্তী এমন কোনো দিনে বা তার আগে যেদিন পর্যন্ত সময় টাকা শোধ দেওয়ার জন্য আদালত কর্তৃক বাড়িয়ে দেওয়া হবে, এমন টাকা, যা আদালত প্রাপ্য বলে মনে করবে এবং মকদ্দমার অন্যান্য খরচের জন্য যা প্রতিবাদীকে নির্ণীত করে দেওয়া হয়েছে......টাকা আদালতে জমা করে দেয়;

(২) এভাবে টাকা জমা দেওয়ার পর এবং তার পরে এমন তারিখের আগে, যা আদালত ধার্য করবে, এমন টাকা যা আদালত মকদ্দমার উক্ত খরচের এবং দেওযানী প্রক্রিয়া সংহিতা, ১৯০৮-এর প্রথম অনুসূচির আদেশ-৩৪-এর বিধি-১০-এর অধীন প্রদেয় উক্ত খরচ, প্রভার এবং ব্যয় বাবদ শোধ্য বলে ন্যায় নির্ণীত কববে, বিধি-১১-র অধীন প্রদেয় পরবর্তী সুদ-সহ জমা করে দেওয়ার পর, প্রতিবাদী আর্জিতে উল্লিখিত বন্ধকী সম্পত্তি সম্পর্কিত সেই সব দস্তাবেজ, যেগুলো তার দখলে বা ক্ষমতার মধ্যে আছে, আদালতে উপস্থাপিত করবে এবং এমন সব দস্তাবেজ বাদীকে এমন ব্যক্তিকে যাকে নিয়োগ করা হবে, অর্পণ করা হবে আর যদি প্রতিবাদীর পক্ষে এমন অভিপ্রায়

করা হয় তাহলে সে উক্ত সম্পত্তি উক্ত বন্ধক থেকে খালাস করে এবং প্রতিবাদী দ্বারা বা কোনো এমন ব্যক্তি দ্বারা যে তার থেকে ব্যুৎপন্ন অধিকারের অধীন দাবি করে বা কোনো এমন ব্যক্তি দ্বারা যার কাছে ব্যুৎপন্ন অধিকারের অধীন প্রতিবাদী দাবি করে, উদ্ভূত সমস্ত দায়িত্ব থেকে সরিয়ে ও মুক্ত করে প্রতি স্থানান্তরিত ও প্রত্যার্পণ করবে এবং যদি তার থেকে এমন অভিপ্রায় করা হয় তাহলে সে বাদীকে উক্ত সম্পত্তির ওপর স্থির ও শান্তিপূর্ণ দখল অর্পণ করবে।

৫. এতদ্বারা আরও আদেশ দেওয়া হচ্ছে এবং ডিক্রি দেওয়া হচ্ছে যে, পূর্বোক্ত ভাবে টাকা জমা দেওয়া থেকে ব্যর্থ হলে প্রতিবাদী আদালতের কাছে বন্ধকী সম্পত্তি বিক্রয়ের জন্য চূড়ান্ত ডিক্রি হেতু আবেদন করতে পারবে; এবং এমন আবেদন করার পর বন্ধকী সম্পত্তি বা তার যথেষ্ট অংশ বিক্রয়ের নির্দেশ দেওয়া হবে এবং এমন বিক্রয়ের প্রয়োজন হেতু প্রতিবাদী বন্ধকী সম্পত্তি সম্বন্ধিত সেই সমস্ত দস্তাবেজ, যেগুলো তার দখলে বা ক্ষমতার মধ্যে আছে আদালতের সমক্ষে বা সেই আধিকারিকের কাছে, যাকে আদালতে নিযুক্ত করেছে, পেশ করবে।

৬. এতদ্বারা আরও আদেশ দেওয়া হচ্ছে এবং ডিক্রি দেওয়া হচ্ছে যে, বিক্রয় লব্ধ টাকা আদালতে জমা করা হবে এবং (বিক্রয় বাবদ খরচ তার থেকে বাদ দিয়ে) সে প্রতিবাদীকে এই ডিক্রির অধীন এবং এমন যে কোনো অতিরিক্ত আদেশের অধীন, যেমন এই মকদ্দমায় প্রদত্ত হয় প্রদেয় টাকা শোধ করাতে এবং এমন টাকা, যেমন আদালত মকদ্দমার এমন খরচ এবং দেওয়ানী প্রক্রিয়া সংহিতা, ১৯০৮-এর প্রথম অনুসূচির আদেশ-৩৪-এর বিধি-১০-এর অধীন প্রদেয় উক্ত খরচ, প্রভার ও ব্যয় বাবদ প্রতিবাদীকে শোধ্য বলে ন্যায় নির্ণীত করবে, বিধি-১১-র অধীন প্রদেয় পরবর্তী সুদসহ শোধ করাতে যথাযথভাবে উপযোগ করা হবে এবং যদি কিছু বাকি থাকে তাহলে তা বাদীকে বা অন্য কোনো ব্যক্তিকে, যার তা পাওয়ার অধিকার আছে, দেওয়া হবে।

৭. এতদ্বারা আরও আদেশ দেওয়া হচ্ছে ও ডিক্রি দেওয়া হচ্ছে যে, যদি এভাবে বিক্রয় থেকে পাওয়া টাকা প্রতিবাদীকে পূর্বোক্ত ভাবে প্রদেয় টাকার পুরো শোধ করার পক্ষে যথেষ্ট না হয তাহলে প্রতিবাদী (যেখানে এমন প্রতিকারের পথ বন্ধকের শর্তানুযায়ী খোলা আছে এবং সমকালে প্রযোজ্য কোনো আইনের দ্বারা এটি প্রতিবন্ধক নয়) বাদীর বিরুদ্ধে অবশিষ্ট টাকার জন্য ব্যক্তিগত ডিক্রির জন্য আবেদন করতে পারবে এবং পক্ষরা সময়ে সময়ে আদালতে প্রয়োজনানুসার আবেদন করতে পারবে এবং আদালত এমন আবেদনের ভিত্তিতে বা অন্যভাবে, এমন নির্দেশ দিতে পারবে যা আদালত সঙ্গত বলে মনে করবে।

অনুসূচি (*Schedule*)

বন্ধকী সম্পত্তির বর্ণনা

(*Description of the Mortgaged Property*)

নং—৭খ [No. 7B]

যেখানে বন্ধকদাতা কর্তৃক টাকা পরিশোধে ব্যর্থ হওয়ার ক্ষেত্রে বন্ধকী সম্পত্তি দায় মোচনের অধিকার হরণের জন্য ডিক্রি প্রদান করা হয় সেখানে খালাসের জন্য প্রাথমিক ডিক্রি (আদেশ-৩৪, বিধি-৭—যেখানে আদালত শোধ্য টাকা ঘোষণা করে)

[Preliminary Decree for Redemption where on Default of Payment by Mortgagor a Decree for Foreclosure is passed (Order 34, Rule 7—where the Court declares the amount due)]

শিরোনাম (Title)

বাদী............ইত্যাদির উপস্থিতিতে এই মকদ্দমা আজ......................তারিখে পেশ হওয়াতে, ঘোষণা করা হচ্ছে যে, আর্জিতে উল্লিখিত বন্ধকের ওপর প্রতিবাদীকে আজ................তারিখ পর্যন্ত গণনা কৃত শোধ্য টাকা মূলধন হিসেবে...........টাকা, উক্ত মূলধনের ওপর সুদ হিসেবে .... টাকা (মকদ্দমার খরচ থেকে আলাদা), সেই সব খরচ, প্রভার ও ব্যয়ের জন্য যা বন্ধক প্রতিভূতি বাবদ প্রতিবাদী ন্যায্যতঃ খরচ করেছে, তার ওপর সুদ সহ. ....টাকা এবং এই মকদ্দমার জন্য যে খরচ প্রতিবাদীকে নির্ণীত করা হয়েছে সেই সব খরচের জন্য......................টাকা সর্ব মোট টাকা হয় .... ।

২. এতদ্বারা আদেশ দেওয়া হচ্ছে এবং ডিক্রি দেওয়া হচ্ছে যে,—

(১) বাদী .... তারিখে বা তার আগে বা পরবর্তী এমন কোনো তারিখে বা তার আগে যে পর্যন্ত সময় টাকা শোধ দেওয়ার জন্য আদালত কর্তৃক বর্ধিত হয়, ...টাকা আদালতে জমা করে দেয়;

(২) এভাবে টাকা জমা দেওয়ার পর এবং তার পরে এমন তারিখের আগে যা আদালত ধার্য করে, এমন টাকা, যা আদালত মকদ্দমার এমন খরচের এবং দেওয়ানী প্রক্রিয়া সংহিতা, ১৯০৮-এর প্রথম অনুসূচির আদেশ-৩৪-এর বিধি-১০-এর অধীন প্রদেয় খরচ, প্রভাব এবং ব্যয় বাবদ শোধ্য বলে ন্যায় নির্ণীত করবে, বিধি-১১-র অধীন প্রদেয় পববর্তী সুদ সহ, জমা দেওয়া হলে প্রতিবাদী বাদপত্রে (আর্জিতে) উল্লিখিত বন্ধকী সম্পত্তি সম্পর্কিত এমন দস্তাবেজ, যা তার দখলেও ক্ষমতার মধ্যে আছে আদালতে উপস্থাপিত করবে এবং এমন সব দস্তাবেজ বাদীকে বা এমন ব্যক্তিকে, যাকে নিযুক্ত করা হবে, অর্পণ করা হবে এবং যদি প্রাতিবাদীর পক্ষে এমন অভিপ্রায় করা হয় তাহলে সে উক্ত সম্পত্তি উক্ত বন্ধক থেকে খালাস করে এবং প্রতিবাদী দ্বারা বা কোনো এমন ব্যক্তি দ্বারা, যে তাতে ব্যুৎপন্ন অধিকারের অধীন দাবি

করে অথবা কোনো এমন ব্যক্তি দ্বারা, যার কাছে ব্যুৎপন্ন আধিকারের অধীন প্রতিবাদী দাবি করে, উদ্ভূত সমস্ত দায়িত্ব থেকে সরিয়ে ও মুক্ত করে এবং এই বন্ধক বা এই মকদ্দমা থেকে যে কোনো দায়িত্ব উদ্ভূত হয় তার সবগুলো থেকে মুক্ত করে প্রতি হস্তান্তরিত বা প্রতি স্থানান্তরিত করবে, আর যদি তার থেকে অভিপ্রায় করা হয় তাহলে সে বাদীকে উক্ত সম্পত্তি স্থির ও শান্তিপূর্ণ দখল অর্পণ করবে।

৩. এতদ্বারা আরও আদেশ দেওয়া হচ্ছে এবং ডিক্রি দেওয়া হচ্ছে যে, পূর্বোক্ত ভাবে টাকা জমা করাতে ব্যত্যয় হলে প্রতিবাদী আদালতের কাছে এই চূড়ান্ত ডিক্রির জন্য আবেদন করতে পারবে এবং তার পরে বাদী এর সঙ্গে সংলগ্ন অনুসূচিতে উল্লিখিত বন্ধকী সম্পত্তি খালাস করাবার যাবতীয় অধিকার থেকে সম্পূর্ণ ভাবে বিবর্জিত হবে এবং অধিকার হরণ করা হবে এবং যদি তার কাছে এমন অভিপ্রায় করা হয় তাহলে সে প্রতিবাদীকে উক্ত সম্পত্তি স্থির ও শান্তি পূর্ণ দখল অর্পণ করবে এবং পক্ষরা সময়ে সময়ে আদালতের কাছে আবেদন করতে পারবে, এবং আদালত এমন আবেদনের ভিত্তিতে বা অন্য কোনো ভাবে, যেমন সঙ্গত মনে করবে, নির্দেশ দিতে পারবে।

অনুসূচি (*Schedule*)
বন্ধকী সম্পত্তির বর্ণনা
(*Description of the Mortgaged Property*)

নং—৭গ [No. 7C]

যেখানে বন্ধকদাতা দ্বারা টাকা পরিশোধের ক্ষেত্রে ব্যত্যয় হলে বিক্রির জন্য ডিক্রি প্রদান করা হয় সেখানে দায় মোচনের জন্য প্রাথমিক ডিক্রি (আদেশ-৩৪, বিধি-৭—যেখানে আদালত শোধ্য টাকা ঘোষণা করে)

[Preliminary Decree for Redemption where on default of Payment by Mortgagor a Decree for Sale is passed (Order 34, Rule 7—where the Court declares the amount due) **]**

শিরোনাম (Title)

বাদী....................ইত্যাদির উপস্থিতিতে এই মকদ্দমা আজ . ... তারিখে পেশ হওয়াতে, ঘোষণা করা হচ্ছে আর্জিতে উল্লিখিত বন্ধকের ওপর প্রতিবাদীকে আজ..................তারিখ পর্যন্ত গণনাকৃত শোধ্য টাকা মূলধন হিসেবে...........টাকা উক্ত মূলধনের উপর সুদ হিসেবে ...... টাকা (মকদ্দমা খরচ থেকে আলাদা), সেই সব খরচ, প্রভার ও ব্যয়ের জন্য, যা বন্ধকী প্রতিভূতি বাবদ প্রতিবাদী ন্যায্যতঃ খরচ

করেছে তার ওপর সুদ সহ........... টাকা এবং মকদ্দমার যে খরচ প্রতিবাদীকে নির্ণীত করা হয়েছে, সেই খরচের জন্য....... .... টাকা, সব মিলিয়ে হয়.............. টাকা।

২. এতদ্বারা আদেশ দেওয়া হচ্ছে এবং ডিক্রি দেওয়া হচ্ছে যে ঃ—

(১) বাদী................তারিখে বা তার আগে বা পরবর্তী এমন কোনো তারিখে বা তার আগে, যে তারিখ পর্যন্ত টাকা শোধ দেওয়ার জন্য আদালত সময় বাড়িয়ে দেওয়া হবে................টাকার উক্ত পরিমাণ আদালতে জমা করে দেয়;

(২) এমন ভাবে টাকা জমা করে দেওয়ার পর এবং তার পরে এমন তারিখের আগে, যা আদালত ধার্য করবে, এমন পরিমাণ টাকা যা আদালত মকদ্দমার এমন খরচের এবং দেওয়ানী প্রক্রিয়া সংহিতা, ১৯০৮-এর প্রথম অনুসূচির আদেশ-৩৪-এর বিধি-১০ এর অধীন প্রদেয় উক্ত খরচ, প্রভার ও ব্যয় বাবদ শোধ্য বলে ন্যায় নির্ণীত করবে, বিধি-১১-র অধীন প্রদেয় পরবর্তী সুদ সহ জমা করে দেওয়া হলে, প্রতিবাদী আর্জিতে উল্লিখিত বন্ধকী সম্পত্তি সম্বন্ধিত সে সমস্ত দস্তাবেজ, যেগুলো তার দখলে ও ক্ষমতার মধ্যে আছে, আদালতে উপস্থাপিত করবে এবং এমন দস্তাবেজ বাদীকে বা এমন ব্যক্তিকে, যাকে সে নিযুক্ত করবে, অর্পণ করা হবে আর যদি প্রতিবাদীর তরফে এমন অভিপ্রায় করা হয় তাহলে সে উক্ত সম্পত্তি উক্ত বন্ধক থেকে খালাস করে এবং প্রতিবাদী কর্তৃক বা কোনো এমন ব্যক্তি কর্তৃক, সে তার থেকে ব্যুৎপন্ন অধিকারের অধীন দাবি করে অথবা কোনো এমন ব্যক্তি কর্তৃক যার কাছে ব্যুৎপন্ন অধিকারের অধীন প্রতিবাদী দাবি করে, উদ্ভূত যাবতীয় দায়ের থেকে সরিয়ে এবং মুক্ত করে প্রতি হস্তান্তরিত ও প্রতি স্থানান্তরিত করবে আর যদি তার থেকে এমন প্রয়োজন অনুভূত হয় তাহলে সে বাদীকে উক্ত সম্পত্তির ওপর স্থির ও শান্তিপূর্ণ দখল অর্পণ করবে।

৩. এতদ্বারা আদেশ দেওয়া হচ্ছে এবং ডিক্রি দেওয়া হচ্ছে যে, পূর্বোক্ত ভাবে টাকা জমা দেওয়াতে ব্যর্থ হলে প্রতিবাদী আদালতের কাছে বন্ধকী সম্পত্তি বিক্রয়ের জন্য চূড়ান্ত ডিক্রি হেতু আবেদন করতে পারবে এবং এমন আবেদন করা হলে বন্ধকী সম্পত্তি বা তার যথেষ্ট অংশ বিক্রয়ের জন্য নির্দেশ দেওয়া যাবে এবং এমন বিক্রয়ের প্রয়োজন হেতু প্রতিবাদী বন্ধকী সম্পত্তি সম্বন্ধিত সেই সমস্ত দস্তাবেজ যা তার দখলেও ক্ষমতার মধ্যে আছে, আদালতের সামনে বা সেই আধিকারিকের কাছে যাকে আদালত নিযুক্ত করবে, পেশ করবে।

৪. এতদ্বারা আরও আদেশ দেওয়া হচ্ছে এবং ডিক্রি দেওয়া হচ্ছে যে, এমন বিক্রয় লব্ধ অর্থ আদালতে জমা করা হবে এবং (বিক্রয় খরচ তার থেকে কেটে নিয়ে) তা প্রতিবাদীকে এই ডিক্রির অধীন এবং এমন কোনো অতিরিক্ত আদেশের অধীন, যেমন এই মকদ্দমায় প্রদত্ত হয়, প্রদেয় টাকা শোধ করাতে ও এমন টাকার, যেমন আদালত মকদ্দমার এমন খরচের এবং দেওয়ানী প্রক্রিয়া সংহিতা, ১৯০৮ -এর প্রথম অনুসূচির আদেশ-৩৪-এর বিধি-১০-এর অধীন প্রদেয় উক্ত খরচ, প্রভার এবং ব্যয় বাবদ প্রদিবাদীকে শোধ্য বলে ন্যায় নির্ণীত করবে, বিধি-১১-র অধীন প্রদেয় পরবর্তী সুদসহ পরিশোধ করতে যথাযথ ভাবে উপযোগ করা হবে এবং যদি কিছু বাকি থাকে তাহলে বাদীকে বা অন্য কাউকে, যে তা পাওয়ার অধিকারী, দেওয়া হবে।

৫. এতদ্বাবা আরও আদেশ দেওয়া হচ্ছে এবং ডিক্রি দেওয়া হচ্ছে যে, যদি এমন এভাবে বিক্রয়লব্ধ টাকা প্রতিবাদীকে পূর্বোক্ত ভাবে প্রদেয় টাকার সম্পূর্ণ পরিশোধের

জন্য যথেষ্ট না হয় তাহলে প্রতিবাদী (যেখানে বন্ধকের শর্তাধীন এমন প্রতিকারের পথ খোলা আছে এবং সমকালে প্রযোজ্য কোনো আইনের ধারা এটি প্রতিবন্ধক নয়) বাদীর বিরুদ্ধে বাকি টাকার জন্য ব্যক্তিগত ডিক্রি হেতু আবেদন করতে পারবে এবং পক্ষ সময়ে সময়ে আদালতের কাছে প্রয়োজনানুসার আবেদন করতে পারবে এবং আদালত এমন আবেদনের ভিত্তিতে বা অন্য ভাবে, যেমন সঙ্গত মনে করবে, নির্দেশ দিতে পারবে।

অনুসূচি (*Schedule*)

বন্ধকী সম্পত্তির বর্ণনা

(*Description of the Mortgaged Property*)

নং—৭ঘ (No. 7D)

বন্ধকদাতা দ্বারা টাকা শোধ দেওয়াতে অন্যথা হলে দায় মোচনের মামলায় বন্ধকী সম্পত্তি খালাসের অধিকার হরণের জন্য চূড়ান্ত ডিক্রি (আদেশ-৩৪, বিধি-৮)

[Final Decree for Foreclosure in a Redemption Suit on Default of Payment by Mortgagor

(Order 34, Rule 8)]

শিরোনাম (Title)

এই মকদ্দমায়..................তারিখে প্রদত্ত প্রাথমিক ডিক্রি এবং.......... তারিখের অতিরিক্ত আদেশ (যদি থাকে) এবং চূড়ান্ত ডিক্রির জন্য প্রতিবাদীর....... তারিখের আবেদনপত্র.পাঠ করার পর এবং পক্ষদের বক্তব্য শোনার পর এবং এমন প্রতীয়মান হওয়ার পর যে, উক্ত ডিক্রি এবং আদেশ দ্বারা নির্দিষ্ট টাকা বাদী দ্বারা বা তার তরফে কোনো অন্য ব্যক্তি দ্বারা অথবা উক্ত বন্ধক খালাসের অধিকারী কোনো অন্য ব্যক্তি দ্বারা পরিশোধ করা হয় নি;

এতদ্বারা আদেশ দেওয়া হচ্ছে এবং ডিক্রি দেওয়া হচ্ছে যে, বাদী এবং তার থেকে ব্যুৎপন্ন অধিকার দ্বারা বা অধীনে দাবিকারী সকল ব্যক্তি পূর্বোক্ত প্রাথমিক ডিক্রিতে উল্লিখিত সম্পত্তির এবং তাতে খালাসের সমস্ত অধিকার থেকে সম্পূর্ণভাবে বিবর্জিত হবে বা হরণ করা হবে। *[এবং (যদি প্রতিবাদীর ঐ বন্ধকী-সম্পত্তিতে দখল থাকে তাহলে) বাদী উক্ত বন্ধকী সম্পত্তি স্থির ও শান্তিপূর্ণ দখল প্রতিবাদীকে অর্পণ করবে]।

২. এতদ্বারা আরও ঘোষণা করা হচ্ছে যে, আর্জিতে (বাদপত্রে) উল্লিখিত উক্ত বন্ধক থেকে বা এই মকদ্দমা থেকে উদ্ভূত যা কিছু দায়িত্ব আজ পর্যন্ত বাদীর আছে তা সব এর দ্বারা খারিজও লোপ করা হলো।

* অপ্রয়োজনীয় শব্দ কেটে দেবেন (Words not required to be deleted)।

নং—৭ঙ [No. 7E]

বন্ধকদাতা কর্তৃক টাকা পরিশোধে ব্যত্যয় হলে দায় মোচনের মামলায় বিক্রয়ের জন্য চূড়ান্ত ডিক্রি (আদেশ-৩৪, বিধি-৮)

[Final Decree for Sale in a Redemption on Suit on Default of Payment by Mortgagor (Order 34, Rule 8)]

শিরোনাম (Title)

১. এই মকদ্দমায়............তারিখে প্রদত্ত প্রাথমিক ডিক্রি এবং .... তারিখের অতিরিক্ত আদেশসমূহ এবং চূড়ান্ত ডিক্রির জন্য প্রতিবাদীর.......... তারিখের আবেদনপত্র পাঠ করার পর এবং পক্ষদের বক্তব্য শোনার পর এবং এমন প্রতীয়-মান হওয়ার পর যে উক্ত ডিক্রি এবং আদেশসমূহ দ্বারা নির্দিষ্ট টাকা বাদী দ্বারা বা তার তরফে কোনো ব্যক্তি দ্বারা বা উক্ত বন্ধক খালাস করার অধিকারী কোনো অন্য ব্যক্তি দ্বারা পরিশোধ করা হয় নি;

এতদ্বারা আদেশ দেওয়া হচ্ছে ও ডিক্রি দেওয়া হচ্ছে যে, পূর্বোক্ত প্রাথমিক ডিক্রিতে বর্ণিত বন্ধকী-সম্পত্তি বা তার যথেষ্ট অংশ বিক্রয় করে দেওয়া হোক এবং এমন বিক্রয়ের প্রয়োজন হেতু প্রতিবাদী বন্ধকী সম্পত্তি সম্বন্ধিত সই সমস্ত দস্তাবেজ যেগুলো তার দখলে বা ক্ষমতার মধ্যে আছে আদালতের সামনে বা সেই আধিকারিকের সামনে, যাকে আদালত নিযুক্ত করে, পেশ করবে।

২. এতদ্বারা আরও আদেশ দেওয়া হচ্ছে এবং ডিক্রি দেওয়া হচ্ছে যে, এমন বিক্রয় থেকে প্রাপ্ত টাকা আদালতে জমা করে দেওয়া হবে এবং (বিক্রয় বাবদ খরচের টাকা কেটে নিয়ে) তা প্রতিবাদীকে পূর্বোক্ত প্রাথমিক ডিক্রির অধীন এবং এমন কোনো অতিরিক্ত আদেশের অধীন, যেমন এই মকদ্দমায় প্রদত্ত হয়েছে, প্রদেয় টাকা শোধ করতে এবং এমন টাকার, যেমন আদালত এই আবেদনের খরচ সহ মকদ্দমার এমন খরচের এবং দেওয়ানী প্রক্রিয়া সংহিতা, ১৯০৮-এর প্রথম অনুসূচির আদেশ-৩৪ বিধি-১০-এর অধীন প্রদেয় এমন খরচ, প্রভার এবং ব্যয় বাবদ প্রতিবাদীকে শোধ্য বলে ন্যায় নির্ণীত করবে, বিধি-১১-র অধীন প্রদেয় পরবর্তী সুদ সহ শোধ করতে যথাযথভাবে উপযোগ করা হবে এবং যদি কিছু বাকি থাকে তাহলে তা বাদীকে বা অন্য কোনো ব্যক্তিকে যে ব্যক্তি তা পাওয়ার অধিকারী, দেওয়া হবে।

নং—৭চ [No. 7F]

বন্ধকী সম্পত্তি খালাসের অধিকার হরণ, বিক্রয় বা দায় মোচনের মামলায়, যেখানে বন্ধকদাতা ডিক্রির টাকা দিয়ে দেয়, সেখানে চূড়ান্ত ডিক্রি (আদেশ-৩৪, বিধি-৩, ৫ ও ৮)

[Final Decree in a Suit for Foreclosure, Sale or Redemption where the Mortgagor Pays the Amount of the Decree (Order 34, Rules 3, 5 and 8)]

শিরোনাম (Title)

এই মকদ্দমা এবং ভবিষ্যতে আবার বিবেচনার জন্য আজ .... তারিখে পেশ হলে এবং এমন প্রতীত হলে যে, বন্ধকদাতা অথবা....... যে খালাসের জন্য অধিকারী ব্যক্তি, সেই সব টাকা, যা.................তারিখে প্রাথমিক ডিক্রির অধীন বন্ধক গ্রহীতাকে প্রদেয় হয়, ... তারিখে আদালতে জমা করে দিয়েছে;

এতদ্দ্বারা আদেশ দেওয়া হচ্ছে এবং ডিক্রি দেওয়া হচ্ছে যে,—

(১) বন্ধকগ্রহীতা পূর্বোক্ত প্রাথমিক ডিক্রিতে উল্লিখিত সম্পত্তি প্রতি হস্তান্তরণ দলিল বন্ধকদাতা *(বা যথাস্থিতি...............এর, যে সম্পত্তি খালাস করিয়েছে) পক্ষে সম্পাদিত করে বা তাকে শোধ্য টাকার স্বীকৃতি তার পক্ষে সম্পাদিত করে দেয়;

(২) বন্ধকগ্রহীতা মকদ্দমার বন্ধকী সম্পত্তি সম্পর্কিত সেই সব দস্তাবেজ যা তার দখলে বা ক্ষমতার মধ্যে আছে, আদালতে উপস্থাপিত করবে।

এতদ্দ্বারা আরও আদেশ দেওয়া হচ্ছে এবং ডিক্রি দেওয়া হচ্ছে যে, বন্ধক গ্রহীতা কর্তৃক প্রতি হস্তান্তরণ দলিল বা স্বীকৃতি পূর্বোক্ত পদ্ধতিতে সম্পাদিত করার পর—

(১) উক্ত .... টাকা বন্ধক গ্রহীতাকে আদালত থেকে দিয়ে দেওয়া হোক;

(২) আদালতে উপস্থাপিত করা উক্ত দলিল এবং দস্তাবেজসমূহ আদালত থেকে বন্ধকদাতাকে *(অথবা পরিশোধকারী ব্যক্তিকে) অর্পণ করা হবে এবং যদি বন্ধক গ্রহীতার পক্ষে এমন অভিপ্রায় করা হয় তাহলে তা বন্ধকদাতা* (অথবা পরিশোধকারী অন্য ব্যক্তি)-র খরচে উক্ত প্রতি-হস্তান্তরণ দলিল বা স্বীকৃতি............ এর উপনিবন্ধকের কার্যালয়ে নিবন্ধিত করার জন্য সম্মত হয় ; এবং

(৩) *(যদি, যথাস্থিতি, বন্ধকগ্রহীতা, বাদী বা প্রতিবাদী বন্ধকী সম্পত্তির ওপর দখলে থাকে তাহলে) বন্ধক গ্রহীতা পূর্বোক্ত প্রাথমিক ডিক্রিতে উল্লিখিত বন্ধকী সম্পত্তির ওপর দখল বন্ধকদাতাকে (বা যথাপূর্বোক্ত ব্যক্তিকে, যে টাকা পরিশোধ করেছে) অবিলম্বে অর্পণ করে দেয়।

* অপ্রয়োজনীয় শব্দ কেটে দেবেন (Words not required to be deleted)।

নং—৮ [No. 8]

বন্ধকী সম্পত্তি বিক্রয়ের পর অবশিষ্ট টাকার জন্য বন্ধকদাতার বিরুদ্ধে ব্যক্তিগত ডিক্রি (আদেশ-৩৪, বিধি-৬, ৮ক)

[Decree Against Mortgagor Personally for Balance After the Sale of the Mortgage Property (Order 34, Rules 6 and 8A)]

শিরোনাম (Title)

বন্ধক গ্রহীতার (যথাস্থিতি, বাদী বা প্রতিবাদী) আবেদনপত্র পড়ার পর এবং মকদ্দমাতে.................তারিখে প্রদত্ত চূড়ান্ত ডিক্রি পড়ার পর এবং আদালতের এমন সন্তোষজনক মীমাংসা হয়ে যাওয়ার পর যে, পূর্বোক্ত চূড়ান্ত ডিক্রির অধীন কৃত বিক্রয়ের শুদ্ধ লাভ (নীট লাভ) ছিল................টাকা এবং তা......... .. তারিখে আদালত থেকে আবেদনকারীকে দিয়ে দেওয়া হয়েছে এবং পূর্বোক্ত ডিক্রির অধীন এখন তার পরিশোধযোগ্য...................টাকা বাকি আছে;

এবং আদালতের এমন প্রতীয়মান হয় যে, উক্ত টাকা স্বয়ং বন্ধকদাতার (যথাস্থিতি বাদী বা প্রতিবাদী) কাছে বৈধিক উপায়ে আদায় যোগ্য ;

এতদ্বারা আদেশ দেওয়া হচ্ছে এবং ডিক্রি দেওয়া হচ্ছে যে, বন্ধকদাতা (যথাস্থিতি, বাদী বা প্রতিবাদী) বন্ধকগ্রহীতা (যথাস্থিতি বাদী বা প্রতিবাদী) কে ..... টাকা, ... তারিখ (আদালত থেকে সেই পরিশোধের তারিখ যার প্রতি ওপরে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে) থেকে উক্ত টাকা আদায়ের তারিখ পর্যন্ত ৬% টাকা প্রতিবছর হারে অতিরিক্ত সুদ এবং এই আবেদনের খরচসহ দেবে।

নং—৯ [No. 9]

বন্ধকী সম্পত্তি খালাসের অধিকার হরণ বা বিক্রয়ের জন্য প্রাথমিক ডিক্রি

[বাদী... প্রথম বন্ধক গ্রহীতা]

বনাম

প্রথম প্রতিবাদী ....বন্ধক দাতা

দ্বিতীয় প্রতিবাদী...দ্বিতীয় বন্ধকগ্রহীতা

(আদেশ-৩৪, বিধি-২ ও ৪)

[Preliminary Decree for Foreclosure of Sale

Plaintiff...1st Mortgagee.

Vs.

Defendant No. 1..Mortgagor
Defendant No. 2................................2nd Mortgagee
(Order 34, Rules 2 and 4)]

শিরোনাম (Title)

বাদী.................................ইত্যাদির উপস্থিতিতে এই মকদ্দমা আজ.............
.... পেশ হওয়ার পর ঘোষণা করা হচ্ছে যে, আর্জিতে উল্লিখিত বন্ধকের ওপর বাদীর.....................তারিখ পর্যন্ত গণনা কৃত পরিশোধ্য টাকা মূলধন হিসেবে........ টাকা, উক্ত মূলধনের ওপর সুদ হিসেবে................টাকা (মকদ্দমার খরচ থেকে আলাদা) সেই সব খরচ, প্রভার এবং ব্যয়ের জন্য যা বন্ধকী প্রতিভূতি বাবদ বাদী খরচ করেছে, তার ওপর সুদসহ .... টাকা এবং মকদ্দমার যে খরচ বাদীকে নির্ণীত করা হয়েছে, সে সব খরচের জন্য............. টাকা, সব মিলিয়ে মোট .... টাকা হয়।

(যদি দ্বিতীয় প্রতিবাদীকে তার বন্ধক বাবদ বন্ধক-অর্থ মকদ্দমার তারিখে পরিশোধ করা হয়ে গিয়ে থাকে তাহলে দ্বিতীয় প্রতিবাদীকে তার বন্ধকের ওপর পরিশোধ্য টাকা বাবদও তেমনই ঘোষণা প্রবর্তিত (introduced) হবে।

২. এতদ্দ্বারা আরও ঘোষণা করা হচ্ছে যে, বাদী তার প্রাপ্য টাকা শোধ দ্বিতীয় প্রতিবাদীর আগে পাওয়ার অধিকারী।* (অথবা যদি কয়েকজন পরবর্তী বন্ধক গ্রহীতা হয় তাহলে) এর বিভিন্ন পক্ষ তাদের প্রাপ্য টাকা পরিশোধের জন্য নিম্নলিখিত ক্রমানুসারে অধিকারী—

৩. এতদ্দ্বারা আদেশ দেওয়া হচ্ছে এবং ডিক্রি দেওয়া হচ্ছে যে—

(১) (ক) বাদীকে প্রদেয় উক্ত.............টাকা প্রতিবাদী বা তাদের মধ্যে কেউ একজন .... তারিখে বা তার আগে বা পরবর্তী এমন কোনো তারিখে বা তার আগে, যে পর্যন্ত টাকা শোধ দেওয়ার জন্য সময় আদালত বাড়িয়ে দিয়েছে, আদালতে জমা করে দেবে; এবং

(খ) দ্বিতীয় প্রতিবাদীকে প্রদেয় উক্ত................টাকা প্রথম প্রতিবাদী........ তারিখে বা তার আগে বা পরবর্তী এমন কোনো তারিখে বা তার আগে, যে পর্যন্ত টাকা শোধ দেওয়ার জন্য সময় আদালত বাড়িয়ে দিয়েছে, আদালতে জমা করে দেবে; এবং

(২) বাদীকে প্রদেয় ঘোষিত টাকা প্রকরণ (১) (ক)-এ বিহিত পদ্ধতিতে প্রতিবাদীদের দ্বারা বা তাদের মধ্যে কোনো একজন দ্বারা জমা করে দেওয়া হলে এবং তারপরে এমন তারিখের আগে, যেমন আদালত ধার্য করবে, এমন টাকা, যেমন আদালত মকদ্দমার এমন খরচ বাবদ এবং দেওয়ানী প্রক্রিয়া সংহিতা, ১৯০৮, প্রথম

* অপ্রয়োজনীয় শব্দ কেটে দেবেন (Words not required to be deleted)

অনুসূচির আদেশ-৩৪-এর বিধি-১০-এর অধীন প্রদেয় এমন সব খরচ, প্রভার ও ব্যয় বাবদ শোধ্য বলে ন্যায় নির্ণীত করে , বিধি-১১-র অধীন প্রদেয় পরবর্তী সুদসহ জমা করে দেওয়া হলে বাদী আর্জিতে উল্লিখিত বন্ধকী সম্পত্তি সংক্রান্ত সেই সমস্ত দস্তাবেজ যেগুলো তার দখলে বা ক্ষমতার মধ্যে আছে, আদালতে উপস্থাপিত করবে এবং উক্ত সব দস্তাবেজ .... প্রতিবাদীকে (যে টাকা জমা দিয়েছে) বা এমন ব্যক্তিকে, যা সে নিযুক্ত করে, অর্পণ করা হবে এবং যদি বাদীর পক্ষে এমন অভিপ্রায় করা হয় তাহলে সে উক্ত সম্পত্তি উক্ত বন্ধক থেকে খালাস করে এবং বাদীর দ্বারা বা কোনো অন্য ব্যক্তি দ্বারা যে তার থেকে ব্যুৎপন্ন অধিকারের অধীনে দাবি করছে বা কোনো এমন ব্যক্তি দ্বারা যার কাছে ব্যুৎপন্ন অধিকারের অধীন বাদী দাবি করে, উদ্ভুত সমস্ত দায়িত্ব থেকে সরিয়ে ও মুক্ত করে এবং এই বন্ধক থেকে বা এই মকদ্দমা থেকে যা কিছু দায়িত্ব উদ্ভুত হয় তার সব থেকে মুক্ত করে প্রতি হস্তান্তরিত ও প্রত্যার্পণ করবে এবং যদি তার থেকে এমন অভিপ্রায় করা হয়, তাহলে .... প্রতিবাদীকে (যে টাকা জমা দিয়েছে) উক্ত সম্পত্তি স্থির ও শান্তিপূর্ণ দখল অর্পণ করবে।

(যদি প্রথম প্রতিবাদী, দ্বিতীয় প্রতিবাদীর টাকা পাওনা থাকতে দেখে এবং ঘোষিত টাকা দিয়ে দেওয়া হয় তাহলে একই রকম ঘোষণা, এমন রদ-বদলসহ, যেমন তার বন্ধকের প্রকৃতি দেখে প্রয়োজনীয় মনে হয়, প্রবর্তিত হবে।)

৪. এতদ্বারা আরও আদেশ দেওয়া হচ্ছে এবং ডিক্রি দেওয়া হচ্ছে যে, বাদীকে প্রদেয় টাকা পূর্বোক্ত মতো পরিশোধ করাতে ব্যত্যয় করা হলে বাদী আদালতের কাছে এমন চূড়ান্ত ডিক্রির জন্য আবেদন করতে পারবে যে—

(১) *[শর্তযুক্ত বিক্রয় দ্বারা বন্ধক বা নিয়ম বহির্ভূত বন্ধকের ক্ষেত্রে, যাতে বন্ধকী দলিলে বিধৃত একমাত্র প্রতিকার হলো বন্ধকী সম্পত্তি খালাসের অধিকার হরণ, বিক্রয় নয়] প্রতিবাদী এর সঙ্গে সংলগ্ন অনুসূচিতে উল্লিখিত বন্ধকী সম্পত্তি খালাসের সমস্ত অধিকার, সংযুক্তভাবে এবং পৃথকভাবে এবং সম্পূর্ণতঃ বিবর্জিত হবে এবং হরণ করা হবে, আর যদি তার থেকে এমন প্রয়োজন অনুভূত হয় তাহলে বাদীকে উক্ত সম্পত্তি স্থির ও শান্তিপূর্ণ দখল অর্পণ করবে; এবং

(২) *[অন্য কোনো বন্ধকের ক্ষেত্রে] বন্ধকী সম্পত্তি বা তার যথেষ্ট অংশ বিক্রয় করে দেওয়া হবে এবং বাদী ঐ বিক্রয়ের প্রয়োজন হেতু বন্ধকী সম্পত্তি সংক্রান্ত সেই সমস্ত দস্তাবেজ, যেগুলো তার দখলে বা ক্ষমতায় আছে আদালতের সামনে বা সেই আধিকারিকের সামনে, যাকে ঐ আদালত নিযুক্ত করবে, উপস্থাপিত করবে; এবং

(৩) *[সেই ক্ষেত্রে যেখানে উপরের প্রকরণ ৪(২)-এর অধীন বিক্রয়ের আদেশ দেওয়া হয়] সেই বিক্রয় থেকে লব্ধ অর্থ আদালতে জমা দেওয়া হবে এবং (তার

* অপ্রয়োজনীয় শব্দ কেটে দেবেন (Words not required to be deleted)।

থেকে বিক্রয় বাবদ খরচ কেটে নিয়ে) তা বাদীকে, এই ডিক্রির অধীন এবং এমন কোনো অতিরিক্ত আদেশের, যেমন এই মকদ্দমায় প্রদত্ত হয়েছে, অধীন প্রদেয় টাকা শোধ করতে এবং এমন কোনো টাকা, যেমন আদালত মকদ্দমার খরচ ও দেওয়ানী প্রক্রিয়া সংহিতা, ১৯০৮-এর প্রথম অনুসূচির আদেশ-৩৪-এর বিধি-১০-এর অধীন প্রদেয় ঐ খরচ, প্রভার ও ব্যয় বাবদ শোধ্য বলে ন্যায় নির্ণীত করবে, বিধি-১১-র অধীন প্রদেয় এমন পরবর্তী সুদসহ শোধ করতে যথাযথ ভাবে উপযোগ করা হবে এবং যদি কিছু বাকি থাকে তাহলে তা দ্বিতীয় প্রতিবাদীকে শোধ্য টাকা শোধ করাতে উপযোগ করা হবে এবং যদি তাতেও কিছু বাকি থেকে যায় তাহলে প্রথম প্রতিবাদীকে বা অন্য ব্যক্তিদের, যারা তা পাওয়ার অধিকারী, দেওয়া হবে; এবং

(৪) যদি এমন বিক্রয় থেকে লব্ধধন বাদী ও দ্বিতীয় প্রতিবাদীকে প্রদেয় প্রাপ্য টাকা মিটিয়ে দিয়ে যথেষ্ট না হয় তাহলে যথাস্থিতি, বাদী বা দ্বিতীয় প্রতিবাদী বা তারা উভয় (যেখানে এমন প্রতিকারের পথ তাদের নিজেদের বন্ধকের শর্তের অধীন খোলা আছে এবং সমকালে প্রযোজ্য কোনো আইন দ্বারা প্রতিবন্ধক নয়) প্রথমে প্রতিবাদীর বিরুদ্ধে ঐ টাকার জন্য যা ক্রমান্বয়ে তাদের প্রদেয় রয়ে গেছে, ব্যক্তিগত ডিক্রিহেতু আবেদন করতে পারবে।

৫. এতদ্বারা আরও আদেশ দেওয়া হচ্ছে এবং ডিক্রি দেওয়া হচ্ছে যে,—

(ক) যদি দ্বিতীয় প্রতিবাদী এই মকদ্দমায় ঐ টাকা আদালতে জমা করে দেয়, যে টাকার ব্যাপারে ন্যায় নির্ণীত করা হয়েছে যে, তা বাদীকে প্রাপ্য কিন্তু প্রথম প্রতিবাদী উক্ত টাকা পরিশোধ করাতে ব্যত্যয় করে তাহলে দ্বিতীয় প্রতিবাদী আদালতের কাছে আবেদন করতে পারবে যে, বাদীর বন্ধক আমার সুবিধার জন্য সজীব রাখা হোক এবং [একই পদ্ধতিতে যাতে উপরের প্রকরণ (৪)-এর অধীন বাদী আবেদন করতে পারত] এই চূড়ান্ত ডিক্রির জন্য আবেদন করতে পারবে যে—

*(১) প্রথম প্রতিবাদী এর সঙ্গে সংলগ্ন অনুসূচিতে উল্লিখিত বন্ধকী সম্পত্তি খালাসের সমস্ত অধিকার থেকে তার পরে সম্পূর্ণতঃ বিবর্জিত হবে এবং তার অধিকার হরণ করা হবে আর যদি তার তরফে এমন অভিপ্রায় করা হয় তাহলে সে দ্বিতীয় প্রতিবাদীকে উক্ত সম্পত্তির স্থির ও শান্তিপূর্ণ দখল অর্পণ করবে ; অথবা

(ক) বন্ধকী সম্পত্তির বা তার যথেষ্ট অংশ বিক্রয় করা হবে এবং এমন বিক্রয়ের প্রয়োজন হেতু দ্বিতীয় প্রতিবাদী বন্ধকী সম্পত্তি সংক্রান্ত সহ সমস্ত দস্তাবেজ, যেগুলো তার দখলে বা ক্ষমতার মধ্যে আছে, আদালতের কাছে বা সেই আধিকারিকের কাছে যাকে আদালত নিযুক্ত করবে, উপস্থাপিত করবে; এবং

(খ) (যদি দ্বিতীয় প্রতিবাদীর আবেদন ক্রমে বন্ধকী সম্পত্তি খালাসের অধিকার হরণের জন্য এমন চূড়ান্ত ডিক্রি প্রদান করা হয় তাহলে) বাদীর বন্ধক থেকে বা দ্বিতীয়

* অপ্রয়োজনীয় শব্দ কেটে দেবেন (Words not required to be deleted)।

প্রতিবাদীর বন্ধক থেকে অথবা এই মকদ্দমা থেকে উদ্ভূত প্রথম প্রতিবাদীর সমস্ত দায়িত্বের ব্যাপারে এমন মনে করা হবে যে, তা খারিজ বা শোধ করে দেওয়া হয়েছে।

৬. *[যেখানে উপরের প্রকরণ (৫)-এর অধীন বিক্রয়ের আদেশ দেওয়া হয়েছে, সেখানে] এতদ্বারা আরও আদেশ দেওয়া হচ্ছে এবং ডিক্রি দেওয়া হচ্ছে যে,—

(১) এমন ভাবে বিক্রয় থেকে পাওয়া অর্থ আদালতে জমা করে দেওয়া হবে, এবং (বিক্রয়ের খরচ তার থেকে কেটে নিয়ে) আদালত সবচেয়ে আগে বাদীর বন্ধক বাবদ দ্বিতীয় প্রতিবাদী দ্বারা প্রদত্ত টাকা এবং তার সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত মকদ্দমার খরচের টাকা পরিশোধ করতে এবং এমন কোনো টাকা, যেমন আদালত উক্ত টাকার ওপর পরবর্তী সুদ বাবদ শোধ্য বলে ন্যায় নির্ণীত করে, পরিশোধ করতে যথাযথভাবে উপযোগ করা হবে, এবং যদি কিছু বাকি থাকে তাহলে তা দ্বিতীয় প্রতিবাদীকে তার বন্ধক বাবদ এই ডিক্রির অধীন এবং এমন কোনো অতিরিক্ত আদেশের যা প্রদত্ত হয়, অধীন শোধ্য বলে ন্যায় নির্ণীত করা টাকা পরিশোধ করতে এবং ঐ টাকার, যা আদালত এই মকদ্দমার এমন খরচের এবং দেওয়ানী প্রক্রিয়া সংহিতা, ১৯০৮-এর প্রথম অনুসূচির আদেশ-৩৪-এর বিধি-১০-এর প্রদেয় এমন খরচ, প্রভার এবং ব্যয় বাবদ শোধ্য বলে ন্যায় নির্ণীত করবে, বিধি-১১-ব অধীন প্রদেয় এমন পরবর্তী সুদসহ, পরিশোধ কবাতে উপযোগ করা হবে এবং তবুও যদি কিছু বাকি থাকে তাহলে তা প্রথম প্রতিবাদীকে অথবা এমন ব্যক্তিদেরকে. যারা তা পাওয়ার অধিকারী, দেওয়া হবে; এবং

(২) যদি এমন বিক্রয় থেকে পাওয়া অর্থ বাদীর বন্ধক বা দ্বিতীয় প্রতিবাদীর বন্ধক বাবদ প্রদেয় টাকা সম্পূর্ণ ভাবে মেটাতে যথেষ্ট না হয় তাহলে দ্বিতীয় প্রতিবাদী (যেখানে এমন প্রতিকারেব পথ তার বন্ধকের শর্তের অধীন তার কাছে উপযুক্ত এবং সমকালে প্রযোজ্য কোনো আইন দ্বারা প্রতিবন্ধক নয়) প্রথমে প্রতিবাদীর বিরুদ্ধে বাকি টাকার জন্য ব্যক্তিগত ভাবে ডিক্রি হেতু আবেদন করতে পারবে।

৭. এতদ্বারা আরও আদেশ দেওয়া হচ্ছে এবং ডিক্রি দেওয়া হচ্ছে যে, পক্ষরা সময়ে সময়ে এই আদালতেব কাছে প্রয়োজনানুসার আবেদন করতে পারবে এবং আদালত এমন আবেদনের ভিত্তিতে বা অন্যভাবে যেমন সঙ্গত মনে করবে, নির্দেশ দিতে পারবে।

অনুসূচি (*Schedule*)

বন্ধকী সম্পত্তির বর্ণনা

(*Description of the Mortgaged Property*)

* অপ্রয়োজনীয় শব্দ কেটে দেবেন (Words not required to be deleted)।

নং—১০ [No. 10]

পূর্ববর্তী বন্ধক খালাসের জন্য এবং পরবর্তী বন্ধকের ওপর বন্ধকী সম্পত্তি খালাসের অধিকার হরণ বা বিক্রয়ের জন্য প্রাথমিক ডিক্রি

বাদী..দ্বিতীয় বন্ধক গ্রহীতা

বনাম

প্রথম প্রতিবাদী ....বন্ধক দাতা

দ্বিতীয় প্রতিবাদী..প্রথম বন্ধক গ্রহীতা]

(আদেশ—৩৫, বিধি—২, ৪ ও ৭)

[Preliminary Decree for Redemption of Prior Mortgage and Foreclosure or Sale on Subsequent Mortgage

Plaintiff ....2nd Mortgage

Vs.

Defendant No. 1...Mortgagor

Defendant No. 2 ....1st Mortgagee

(Order 34, Rules 2, 4 and 7)]

শিরোনাম (Title)

বাদী.......................ইত্যাদির উপস্থিতিতে এই মকদ্দমা আজ .... তারিখে পেশ হওয়াতে, ঘোষণা করা হচ্ছে যে, আর্জিতে উল্লিখিত বন্ধকের ওপর দ্বিতীয় প্রতিবাদীকে আর্জি .... তারিখ পর্যন্ত গণনা কৃত শোধ্য টাকা মূলধন হিসেবে .... টাকা, উক্ত মূলধনের ওপর সুদ হিসেবে............ টাকা (মকদ্দমার খরচ থেকে আলাদা) সেই খরচ, প্রভার এবং ব্যয়ের জন্য, যা বন্ধক প্রতিভূতি বাবদ দ্বিতীয় প্রতিবাদী যথাযথ ভাবে খরচ করেছে, তার ওপর সুদ সহ, ... টাকা, উক্ত মূলধনের ওপর সুদ হিসেবে.................. টাকা (মকদ্দমার খরচ থেকে আলাদা) সেই খরচ, প্রভার এবং ব্যয়ের জন্য, যা বন্ধক প্রতিভূতি বাবদ দ্বিতীয় প্রতিবাদী যথাযথ ভাবে খরচ করেছে, তার ওপর সুদসহ............. টাকা এবং এই মকদ্দমার যে খরচ দ্বিতীয় প্রতিবাদীকে নির্ণীত করা হয়েছে, সেই খরচের জন্য ..... টাকা, সব মিলিয়ে মোট .... টাকা হয়।

(যদি বন্ধকের দরুন বন্ধক-অর্থ মকদ্দমার তারিখে বাদীর প্রাপ্য হয়ে থাকে তাহলে তা প্রথমে প্রতিবাদীর কাছে শোধ্য টাকা বাবদও তেমনই ঘোষণা প্রবর্তিত হবে)।

২. এতদ্দ্বারা আরও ঘোষণা করা হচ্ছে যে, দ্বিতীয় প্রতিবাদী তার প্রাপ্য টাকার আদায় বাদীর আগে পাওয়ার অধিকারী অথবা [যদি কোনো পরবর্তী বন্ধক গ্রহীতা

থাকে তাহলে এর বহু পক্ষ নিজেদের প্রাপ্য টাকা আদায় পাওয়ার নিম্নলিখিত ক্রম অনুসারে অধিকারী—]।

৩. এতদ্বারা আদেশ দেওয়া হচ্ছে এবং ডিক্রি দেওয়া হচ্ছে যে—

(১) (ক) দ্বিতীয়, প্রতিবাদীকে প্রদেয় উক্ত............টাকা বাদী বা প্রথম প্রতিবাদী বা তাদের কেউ একজন........... তারিখে বা তার আগে বা পরবর্তী এমন তারিখে বা তার আগে, যে দিন পর্যন্ত টাকা পরিশোধের জন্য সময় আদালত কর্তৃক বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে; আদালতে জমা করে দেবে; এবং

(খ) বাদীকে প্রদেয়..................টাকা প্রথম প্রতিবাদী............. তারিখে বা তার আগে বা পরবর্তী এমন কোনো তারিখে বা তার আগে, যে তারিখ পর্যন্ত টাকা পরিশোধের জন্য সময় আদালত কর্তৃক বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে; আদালতে জমা করে দেবে; এবং

(২) দ্বিতীয় প্রতিবাদীকে প্রদেয় ঘোষিত টাকা প্রকরণ-৩(১) (ক)-এ বিহিত পদ্ধতিতে বাদী এবং প্রথম প্রতিবাদী বা তাদের মধ্যে কেউ একজন দ্বারা জমা করে দেওয়ার পর এবং তারপর এমন তারিখের আগে যা আদালত ধার্য করে, এমন টাকা যা আদালত মকদ্দমার খরচের এবং দেওয়ানী প্রক্রিয়া সংহিতা, ১৯০৮-এর অনুসূচির আদেশ-৩৪-এর বিধি-১০ এর অধীন প্রদেয় খরচ, প্রভার এবং ব্যয় বাবদ শোধ্য বলে ন্যায় নির্ণীত করে· বিধি-১১-র অধীন প্রদেয় পরবর্তী সুদসহ, জমা করে দেওয়ার পর দ্বিতীয় প্রতিবাদী আর্জিতে উল্লিখিত বন্ধকী সম্পত্তি সংক্রান্ত সে সমস্ত দস্তাবেজ, যেগুলো তার দখলের বা ক্ষমতার মধ্যে আছে, আদালতে উপস্থাপিত করবে এবং এমন সব দস্তাবেজ বাদী যাকে আদালত নিযুক্ত করে, অর্পণ করা হবে এবং যদি দ্বিতীয় প্রতিবাদীর পক্ষে অভিপ্রায় করা হয় তাহলে সে উক্ত সম্পত্তিকে উক্ত বন্ধক থেকে খালাস করে এবং দ্বিতীয় প্রতিবাদী দ্বারা বা কোনো এমন ব্যক্তি দ্বারা, যে তার থেকে ব্যুৎপন্ন অধিকারের অধীন দাবি করে বা কোনো এমন ব্যক্তি দ্বারা যার কাছে এমন ব্যুৎপন্ন অধিকারের অধীন প্রতিবাদী দাবি করে, উদ্ভূত সমস্ত দায়িত্ব থেকে সরিয়ে এবং মুক্ত করে এবং এই বন্ধক থেকে অথবা এই মকদ্দমা থেকে যা কিছু দায়িত্ব উদ্ভূত হয় তার সব থেকে মুক্ত করে প্রতি হস্তান্তরিত বা প্রত্যার্পণ করবে এবং যদি তার পক্ষে এমন অভিপ্রায় করা হয় তাহলে উক্ত সম্পত্তির স্থির ও শান্তিপূর্ণ দখল বাদী বা প্রথম প্রতিবাদীকে (যে-ই টাকা জমা দিক) অর্পণ করবে।

(যদি প্রথম প্রতিবাদী বাদীকে প্রাপ্য বা ঘোষিত টাকা দিয়ে দেয় তাহলে একই ঘোষণা এমন রদবদল সহ যা তার বন্ধকের প্রকৃতি দেখে প্রয়োজন হয়, প্রবর্তিত হবে।)

৪. এতদ্বারা আরও আদেশ দেওয়া হচ্ছে এবং ডিক্রি দেওয়া হচ্ছে যে, দ্বিতীয় প্রতিবাদীকে প্রাপ্য টাকা পূর্বোক্ত মতো পরিশোধে ব্যত্যয় হলে হলে, দ্বিতীয় প্রতিবাদী আদালতের কাছে মকদ্দমা খারিজ করার জন্য বা এমন চূড়ান্ত ডিক্রির জন্য আদেশ দিতে পারবে যে—

(১) *(শর্তযুক্ত বিক্রয় দ্বারা বন্ধক বা বহির্ভূত বন্ধকের ক্ষেত্রে, যাতে বন্ধক দলিলে বিধৃত একমাত্র প্রতিকার হলো বন্ধকী সম্পত্তি খালাসের অধিকার হরণ, বিক্রয় নয়) বাদী ও প্রথম প্রতিবাদী যুক্ত ভাবেও পৃথক ভাবে এর সঙ্গে সংলগ্ন অনুসূচিতে বর্ণিত বন্ধক সম্পত্তি থেকে খালাস করাবার সব অধিকার থেকে অতঃপর সংযুক্তভাবে এবং পৃথকভাবে এবং সম্পূর্ণভাবে বিবর্জিত হবে এবং তার অধিকার হরণ করা হবে আর যদি তার তরফে এমন অভিপ্রায় করা হয় তাহলে উক্ত সম্পত্তি স্থির ও শান্তিপূর্ণ দখল দ্বিতীয় প্রতিবাদীকে অর্পণ করবে ; অথবা

(২) *(কোনো অন্য বন্ধকের ক্ষেত্রে) বন্ধকী সম্পত্তির বা তার যথেষ্ট অংশ বিক্রয় করে দেওয়া হবে এবং দ্বিতীয় প্রতিবাদী এমন বিক্রয়ের প্রয়োজন হেতু বন্ধকী সম্পত্তি সংক্রান্ত সেই সব দস্তাবেজ যা তার দখলেও ক্ষমতার মধ্যে আছে। আদালতের সামনে বা সেই আধিকারিকের সামনে, যাকে আদলত নিযুক্ত করবে, পেশ করবে এবং

(৩) *[ঐ ক্ষেত্রে যাতে উপরের প্রকরণ-৪ (২)-এর অধীন বিক্রয়ের আদেশ দেওয়া হয়] এমন বিক্রয়ের থেকে লব্ধ টাকা আদালতে জমা করা হবে এবং (তাতে বিক্রয়ের খরচ কেটে নিয়ে) আদালত দ্বিতীয় প্রতিবাদীকে এই ডিক্রির অধীন এবং এমন অতিরিক্ত আদেশসমূহের, যেমন এই মকদ্দমায় প্রদত্ত হয়, অধীন প্রদেয় টাকা পরিশোধ করাতে এবং এমন কোনো টাকা যেমন আদালত মকদ্দমার খরচের এবং দেওয়ানী প্রক্রিয়া সংহিতা, ১৯০৮-এর প্রথম অনুসূচির আদেশ-৩৪ এর বিধি-১০ এর প্রদেয় এমন খরচ, প্রভার এবং ব্যয় বাবদ শোধ্য বলে ন্যায় নির্ণীত করবে, বিধি-১১-র অধীন প্রদেয় পরবর্তী সুদসহ পরিশোধ করাতে যথাযথ ভাবে উপযোগ করা হবে আর যদি কিছু বাকি থাকে তাহলে তা বাদীকে প্রাপ্য টাকা শোধ করতে উপযোগ করা হবে এবং তবুও যদি কিছু বাকি থাকে তাহলে তা প্রথম প্রতিবাদীকে বা অন্য ব্যক্তিদের, যারা তা পাওয়ার অধিকারী, দেওয়া হবে; এবং

(৪) যদি এমন বিক্রয় থেকে পাওয়া টাকা দ্বিতীয় প্রতিবাদীকে ও বাদীকে প্রাপ্য টাকা পুরোটা শোধ করে দিতে যথেষ্ট না হয় তাহলে যথাস্থিতি, দ্বিতীয় প্রতিবাদী বা বাদী বা তারা উভয় (যেখানে এমন প্রতিকারের পথ বন্ধকের শর্তের অধীন খোলা থাকে এবং সমকালে প্রযোজ্য কোনো আইন দ্বারা প্রতিবন্ধক নয়) প্রথম প্রতিবাদীর বিরুদ্ধে সেই টাকার জন্য যা ক্রমান্বয়ে তাদের পরিশোধ্য রয়ে গেছে, ব্যক্তিগত ডিক্রির জন্য, আবেদন করতে পারবে।

৫. এতদ্বারা আরও আদেশ দেওয়া হচ্ছে এবং ডিক্রি দেওয়া হচ্ছে যে— :

(ক) যদি বাদী এই মকদ্দমায় ঐ টাকা আদালতে জমা করে দেয়, যার সম্পর্কে ন্যায় নির্ণীত করা হয়েছে যে, তা দ্বিতীয় প্রতিবাদীকে পরিশোধ্য কিন্তু প্রথম প্রতিবাদী উক্ত টাকা শোধ করতে ব্যত্যয় করে তাহলে বাদী আদালতের কাছে এই মর্মে আবেদন করতে পারবে যে, দ্বিতীয় প্রতিবাদীর বন্ধক আমার সুবিধার জন্য সজীব রাখা হোক এবং

* অপ্রয়োজনীয় শব্দ কেটে দেবেন (Words not required to be deleted)।

[একই পদ্ধতিতে, যাতে উপরের প্রকরণ ৪-এর অধীন দ্বিতীয় প্রতিবাদী আবেদন করতে পারত] এই চূড়ান্ত ডিক্রির জন্য আবেদন করতে পারবে যে—

(১) প্রথম প্রতিবাদী এর সঙ্গে সংলগ্ন অনুসূচিতে উল্লিখিত বন্ধকী সম্পত্তি খালাসের সব অধিকার থেকে অতঃপর পূর্ণতঃ বিবর্জিত হবে এবং তার অধিকার হরণ করা হবে এবং যদি তার তরফে এমন অভিপ্রায় করা হয় তাহলে সে বাদীকে উক্ত সম্পত্তির স্থির ও শান্তিপূর্ণ দখল অর্পণ করবে; অথবা

(২) [বন্ধকী সম্পত্তি বা তার যথেষ্ট অংশ বিক্রয় করা হবে এবং এমন বিক্রয়ের প্রয়োজন হেতু বাদী বন্ধকী সম্পত্তি সংক্রান্ত সেই সমস্ত দস্তাবেজ, যেগুলো তার দখলে বা ক্ষমতার মধ্যে আছে আদালতের কারো বা সেই আধিকারিকের কাছে, যাকে আদালত নিযুক্ত করবে, উপস্থাপিত করবে;] এবং

(খ) (যদি দ্বিতীয় প্রতিবাদীর আবেদনক্রমে বন্ধকী সম্পত্তি খালাসের অধিকার হরণের জন্য এমন চূড়ান্ত ডিক্রি প্রদান করা হয়) বাদীব বন্ধক থেকে বা দ্বিতীয় প্রতিবাদীর বন্ধক থেকে বা এই মকদ্দমা থেকে উদ্ভূত প্রথম প্রতিবাদীর সমস্ত দাযিত্বের ব্যাপারে এমন মনে করা হবে সেগুলো খারিজ বা শোধ করে দেওয়া হয়েছে।

৬. (যেক্ষেত্রে উপরের প্রকরণ ৫-এর অধীন বিক্রয়ের আদেশ দেওযা হয়েছে, সেখানে) এতদ্বারা আরও আদেশ দেওয়া হচ্ছে এবং ডিক্রি দেওয়া হচ্ছে যে,—

(১) এমন বিক্রয় থেকে পাওয়া অর্থ আদালতে জমা করে দেওয়া হবে এবং (বিক্রয় বাবদ খরচ তার থেকে কেটে নিয়ে) তা সবচেয়ে আগে দ্বিতীয় প্রতিবাদীকে বন্ধক বাবদ বাদী দ্বারা প্রদত্ত টাকা এবং তার সঙ্গে সম্পর্ক যুক্ত মামলার খরচ পেতে এবং এমন কোনো টাকা, যা আদালত উক্ত টাকার ওপর পববর্তী সুদ বাবদ শোধ্য বলে ন্যায় নির্ণীত করবে, শোধ করতে যথাযথ ভাবে খরচ করা হবে এবং যদি কিছু বাকি থাকে তাহলে তা বাদীকে তার বন্ধক বাবদ এই ডিক্রির অধীন এবং এমন কোনো অতিরিক্ত আদেশের যা প্রদত্ত হবে, অধীন শোধ্য বলে ন্যায় নির্ণীত করা হয়েছে এমন টাকা শোধ করতে এবং এমন টাকা যা আদালত এই মকদ্দমার এমন খরচের এবং দেওয়ানী প্রক্রিয়া সংহিতা, ১৯০৮-এর প্রথম অনুসূচির আদেশ-৩৪ -এর বিধি-১০-এর অধীন প্রদেয় এমন খরচ, প্রভার ও ব্যয় বাবদ শোধ্য বলে ন্যায় নির্ণীত করবে, বিধি-১১-র অধীন প্রদেয় এমন পরবর্তী সুদ সহ, পরিশোধ করতে খরচ করা হবে এবং তার পরেও যদি কিছু অবশিষ্ট থাকে তাহলে তা প্রথম প্রতিবাদীকে বা অন্য এমন ব্যক্তিদের, যারা তা পাওয়ার অধিকারী, প্রদান করা হবে; এবং

(২) যদি এমন বিক্রয় থেকে পাওয়া টাকা দ্বিতীয় প্রতিবাদীর বন্ধক বা বাদীর বন্ধক বাবদ প্রাপ্য টাকা পুরোপুরি মিটিয়ে দেওয়ার ব্যাপারে যথেষ্ট না হয় তাহলে দ্বিতীয় প্রতিবাদী (যেখানে এমন প্রতিকারের পথ তাব বন্ধকেব শর্তাদির অধীন তার জন্য খোলা আছে এবং সমকালে প্রযোজ্য কোনো আইন দ্বারা প্রাতবন্ধক নয়) প্রথম প্রতিবাদীর বিরুদ্ধে বাকি টাকার জন্য ব্যক্তিগত ডিক্রি হেতু আবেদন করতে পারবে।

৭. আরও আদেশ দেওয়া হচ্ছে এবং ডিক্রি দেওয়া হচ্ছে যে, পক্ষরা সময়ে সময়ে এই আদালতের কাছে প্রয়োজনানুসার আবেদন করতে পারবে এবং আদালত এমন আবেদনের ওপর বা অন্য ভাবে এমন নির্দেশ দিতে পারবে যেমন আদালত সঙ্গত মনে করবে।

অনুসূচি (*Schedule*)

বন্ধকী সম্পত্তির বর্ণনা

(*Description of the Mortgaged Property*)

নং—১১ [No. 11]

বিক্রয়ের জন্য প্রাথমিক ডিক্রি

বাদী..অধীন বা উদ্ভূত বন্ধক গ্রহীতা

বনাম

প্রথম প্রতিবাদী ....বন্ধক দাতা

দ্বিতীয় প্রতিবাদী.. আদিম বন্ধক গ্রহীতা]

(আদেশ-৩৪, বিধি-৪)

[Preliminary Decree for Sale

Plaintiff..Sub or derivative Mortgagee

Vs.

Defendant No. 1..Mortgagor
Defendant No. 2..Original Mortgagee

(Order 34, Rule 4)]

শিরোনাম (Title)

বাদী................ইত্যাদি উপস্থিতিতে এই মকদ্দমা আজ .... তারিখে পেশ হওয়ার পর, ঘোষিত করা হচ্ছে যে, দ্বিতীয় প্রতিবাদীকে তার বন্ধকের ওপর আজ .... তারিখ পর্যন্ত গণনাকৃত প্রাপ্য টাকা মূলধন হিসেবে................ টাকা, উক্ত মূলধনের ওপর সুদ হিসেবে .... টাকা (মকদ্দমার খরচ থেকে আলাদা), সেই সব খরচ, প্রভার ও ব্যয়ের জন্য যা বন্ধক-প্রতিভূতি বাবদ হয়, তার ওপর সুদসহ.......... টাকা এবং মকদ্দমার যে খরচ-খরচা দ্বিতীয় প্রতিবাদীকে নির্ণীত করা হয়েছে, সে খরচ-খরচার জন্য .... টাকা, সব মিলিয়ে মোট .... টাকা হয়।

(বাদীকে তার বন্ধক বাবদ দ্বিতীয় প্রতিবাদীর কাছে প্রাপ্য টাকার বিষয়ে একই ঘোষণা প্রবর্তিত হবে।)

২. এত দ্বারা আদেশ করা হচ্ছে এবং ডিক্রি দেওয়া হচ্ছে যে,—

(১) দ্বিতীয় প্রতিবাদীকে প্রদেয় .... টাকা প্রতিবাদী ....তারিখে বা তার আগে বা পরবর্তী অন্য কোনো দিন বা তার আগে যে দিন পর্যন্ত টাকার শোধ করার সময় আদালত কর্তৃক বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে, আদালতে জমা করে দেবে।

(বাদীকে প্রদেয় টাকার বিষয়ে এমনই ঘোষণা প্রবর্তিত হবে, ঐ টাকা পরিশোধ করার জন্য দ্বিতীয় প্রতিবাদীর স্বাধীনতা থাকবে।)

(২) দ্বিতীয় প্রতিবাদীকে শোধ্য ঘোষিত টাকা প্রকরণ ২(১)-এ বিহিত পদ্ধতিতে প্রথম প্রতিবাদী দ্বারা জমা করে দেওয়ার পর এবং অতঃপর ঐ তারিখের আগে, যা আদালত ধার্য করবে, এমন টাকা যা আদালত মকদ্দমায় ঐ খরচের এবং দেওয়ানী প্রক্রিয়া সংহিতা, ১৯০৮-এর প্রথম অনুসূচির আদেশ-৩৪-এর বিধি-১০-এর অধীন প্রদেয় খরচ, প্রভার ও ব্যয় বাবদ শোধ্য বলে ন্যায় নির্ণীত করবে, বিধি-১১-র অধীন প্রদেয় পরবর্তী সুদ সহ, জমা দেওয়া হলে বাদী ও দ্বিতীয় প্রতিবাদী আর্জিতে (বাদপত্রে) উল্লিখিত বন্ধকী সম্পত্তি সংক্রান্ত সেই সব দস্তাবেজ যেগুলো তার দখলে বা ক্ষমতার মধ্যে আছে, আদালতে উপস্থাপিত করবে এবং (সেই দস্তাবেজগুলো বাদ দিয়ে যেগুলো বন্ধকের অধীন) এমন সব দস্তাবেজ প্রথম প্রতিবাদীকে বা এমন ব্যক্তিকে, যাকে সে নিযুক্ত করবে, অর্পণ করা হবে এবং যদি দ্বিতীয় প্রতিবাদীর তরফে অভিপ্রায় করা হয় তাহলে সে উক্ত সম্পত্তি, উক্ত বন্ধক থেকে খালাস করে এবং দ্বিতীয় প্রতিবাদী দ্বারা বা কোনো এমন ব্যক্তি দ্বারা, যে তার থেকে ব্যুৎপন্ন অধিকারের অধীন সে দাবি করে, উদ্ভূত সব দায়িত্ব থেকে সরিয়ে ও মুক্ত করে এবং এই বন্ধক থেকে বা এই মকদ্দমা থেকে যে দায়িত্ব উদ্ভূত হয়, সেই সব থেকে মুক্ত করে প্রথম প্রতিবাদীকে প্রতি-হস্তান্তরিত বা প্রত্যার্পণ করবে এবং যদি তার তরফে অভিপ্রায় করা হয় তাহলে সে উক্ত সম্পত্তি স্থির ও শান্তিপূর্ণ দখল প্রথম প্রতিবাদীকে অর্পণ করবে; এবং

(৩) দ্বিতীয় প্রতিবাদীকে প্রদেয় টাকা প্রথম প্রতিবাদী দ্বারা আদালতে জমা করে দেওয়া হলে বাদী তার প্রাপ্য ঘোষিত টাকা, মকদ্দমার কোনো পরবর্তী খরচের এবং দেওয়ানী প্রক্রিয়া সংহিতা, ১৯০৮-এর প্রথম অনুসূচির-আদেশ-৩৪-এর বিধি-১০-এর অধীন প্রদেয় এমন অন্য খরচ, প্রভার ও ব্যয়-এর বিধি-১১-এর অধীন প্রদেয় পরবর্তী সুদসহ তাকে দেওয়ার জন্য আবেদন করতে পারবে এবং যদি আদালতে জমা করে দেওয়া টাকা বাদীর প্রাপ্য টাকা সম্পূর্ণ শোধ করে দেওয়ার পক্ষে যথেষ্ট না হয় তাহলে বাদী (যদি এমন প্রতিকারের পথ বন্ধকের শর্ত অনুযায়ী তার জন্য খোলা থাকে এবং সমকালে প্রযোজ্য কোনো আইন দ্বারা প্রতিবন্ধক না হয়) দ্বিতীয় প্রতিবাদীর বিরুদ্ধে বাকি টাকার জন্য ব্যক্তিগত ডিক্রি হেতু আবেদন করতে পারবে।

৩. এতদ্বারা আরও আদেশ দেওয়া হচ্ছে এবং ডিক্রি দেওয়া হচ্ছে যে, যদি দ্বিতীয় প্রতিবাদী, বাদীর ন্যায় নির্ণীত প্রাপ্য টাকা এই মকদ্দমায় আদালতে জমা করে দেয়, তাহলে বাদী সমস্ত দস্তাবেজ আদালতে উপস্থাপিত করবে, ইত্যাদি, ইত্যাদি [যেমন প্রকরণ ২-এর উপ-প্রকরণ (২)-এ আছে তেমন হবে]।

৪. এতদ্বারা আরও আদেশ দেওয়া হচ্ছে এবং ডিক্রি দেওয়া হচ্ছে যে, প্রথম ও দ্বিতীয় প্রতিবাদী দ্বারা পূর্বোক্ত পদ্ধতিতে টাকা জমা দিতে ব্যর্থ হলে, বাদী আদালতের কাছে বিক্রয়ের চূড়ান্ত ডিক্রির জন্য আবেদন করতে পারবে এবং এমন আবেদন করা হলে বন্ধকী সম্পত্তি বা তার যথেষ্ট অংশ বিক্রয়ের নির্দেশ দেওয়া যাবে এবং এমন বিক্রয়ের প্রয়োজন হেতু বাদী এবং দ্বিতীয় প্রতিবাদী বন্ধকী সম্পত্তি সংক্রান্ত সেই সব দস্তাবেজ যা তার দখলে বা ক্ষমতার মধ্যে আছে আদালতের সামনে বা এমন আধিকারিকের সামনে, যাকে আদালত নিযুক্ত করে, উপস্থাপিত করবে।

৫. এতদ্বারা আরও আদেশ দেওয়া হচ্ছে এবং ডিক্রি দেওয়া হচ্ছে যে, এমন বিক্রয় থেকে পাওয়া অর্থ আদালতে জমা করা হবে এবং (বিক্রয় বাবদ খরচ তার থেকে কেটে নিয়ে) আদালত সবচেয়ে আগে বাদীকে উক্ত প্রকরণ (১)-এ নির্দিষ্ট শোধ্য টাকা এবং দেওয়ানী প্রক্রিয়া সংহিতা, ১৯০৮-এর প্রথম অনুসূচির আদেশ-৩৪-এর বিধি-১০-এর অধীন প্রদেয় মকদ্দমার খরচ এবং অন্যান্য প্রভার এবং ব্যয়, বিধি-১১-র অধীন প্রদেয় পরবর্তী সুদসহ, পরিশোধ করতে যথাযথভাবে খরচ করা হবে এবং যদি পরেও কিছু বাকি থাকে তাহলে তা দ্বিতীয় প্রতিবাদীকে তার প্রাপ্য টাকা শোধ করাতে খরচ করা হবে এবং যদি তার পরেও কিছু বাকি থাকে, তাহলে তা প্রথম প্রতিবাদীকে বা এমন অন্য ব্যক্তিদের, যারা তা পাওয়ার অধিকারী, দেওয়া হবে।

৬. এতদ্বারা আরও আদেশ দেওয়া হচ্ছে এবং ডিক্রি দেওয়া হচ্ছে যে, যদি এমন বিক্রয় থেকে পাওয়া অর্থ বাদীকে এবং দ্বিতীয় প্রতিবাদীকে তাদের প্রাপ্য পুরো টাকা শোধ করার পক্ষে যথেষ্ট না হয় তাহলে (যদি এমন প্রতিকারের পথ বন্ধকের শর্তানুসারে তাদের জন্য খোলা থাকে এবং সমকালে প্রযোজ্য কোনো আইন দ্বারা তা প্রতিবন্ধক না হয়) যথাস্থিতি বাদী বা দ্বিতীয় প্রতিবাদী বা তারা উভয়ে (যথাস্থিতি) দ্বিতীয় প্রতিবাদী বা প্রথম প্রতিবাদীর বিরুদ্ধে অবশিষ্ট টাকার জন্য ব্যক্তিগত ডিক্রি হেতু আবেদন করতে পারবে।

৭. এতদ্বারা আরও আদেশ দেওয়া হচ্ছে এবং ডিক্রি দেওয়া হচ্ছে যে, যদি দ্বিতীয় প্রতিবাদীকে প্রাপ্য টাকা শোধ করে দিতে অন্যথা করা হয় তাহলে দ্বিতীয় প্রতিবাদী (যথাস্থিতি) বন্ধকী সম্পত্তি খালাসের অধিকার হরণ বা বিক্রয়ের জন্য চূড়ান্ত ডিক্রি হেতু আদালতের কাছে আবেদন করতে পারবে (**দ্বিতীয় প্রতিবাদীর বন্ধকের প্রকৃতির এবং তার অধীন অনুমিত প্রতিকার অনুসারে ঘোষণা সাধারণ নিদর্শের প্রবর্তিত হবে**)।

৮. এতদ্বারা আরও আদেশ দেওয়া হচ্ছে এবং ডিক্রি দেওয়া হচ্ছে যে, পক্ষরা আদালতের কাছে প্রয়োজনানুসার আবেদন করতে পারবে এবং এমন আবেদনের ওপর বা অন্য ভাবে আদালত যেমন সঙ্গত মনে করবে তেমন নির্দেশ দিতে পারবে।

অনুসূচি (*Schedule*)

বন্ধকী সম্পত্তির বর্ণনা

(*Description of the Mortgaged Property*)

নং—১২ [No. 12]

সাধিত্র সংশোধনের ডিক্রি

[Decree for Rectification of Instrument]

শিরোনাম (Title)

ঘোষণা করা হচ্ছে যে, ...তারিখের .... ঐ .... এর পক্ষদের অভিপ্রায়কে ঠিক-ঠাক ভাবে ব্যক্ত করছে না এবং ডিক্রি দেওয়া হচ্ছে যে, উক্ত........................এর সংশোধন..............করা হোক।

নং—১৩ [No. 13]

ঋণদাতাদের সঙ্গে প্রতারণা করার জন্য কৃত স্থানান্তরণকে বাতিল করার ডিক্রি

[Decree to set Aside a Transfer in Fraud of Creditors]

শিরোনাম (Title)

এতদ্বারা ঘোষণা করা হচ্ছে যে, ... এবং ....এর মধ্যে সম্পন্ন .... তারিখের .... সেই পর্যন্ত অপ্রযোজ্য যে পর্যন্ত তা বাদীর এবং প্রতিবাদীর অন্য ঋণদাতাদের, যদি থাকে, বিরুদ্ধে হয়।

নং—১৪ [No. 14]

ব্যক্তিগত উপদ্রবের বিরুদ্ধে আসেধাজ্ঞা

[Injunction Against Private Nuisance]

শিরোনাম (Title)

প্রতিবাদী .... , তার প্রতিনিধি, ভৃত্য এবং কর্মচারি প্রতিবাদীর ভূমি খণ্ডে, যা সংলগ্ন নক্সাতে 'খ' চিহ্নে চিহ্নিত, ইট পোড়ানো বা পোড়াবার কারণ ঘটাবার ক্ষেত্র থেকে, যা ঐ বাসস্থান বা বাগানের, যাব সম্পর্কে আর্জিতে উল্লেখ করা হয়েছে যে, তা বাদীর মালিকানাধীন বা বাদীর ভোগ দখলে আছে, মালিক বা ভোগদখলকারী হিসেবে বাদীর কাছে উপদ্রব সৃষ্টিকারী, চিরকালের জন্য অবরুদ্ধ থাকল (বা নিয়ন্ত্রিত থাকল বা আটকে রাখা হলো)।

নং—১৫ [No. 15]

বাড়ি আগের উচ্চতা থেকে আরও বেশি উঁচু করার বিরুদ্ধে আসেধাজ্ঞা

[Injunction Against Building Higher than Old Level]

শিরোনাম (Title)

প্রতিবাদী ...., তার ঠিকেদার, প্রতিনিধি এবং কর্মচারি........... এর তার সীমানায় যা উচ্চতা আছে তার থেকে বেশি উচ্চতার, যা তার ঐ সীমানায় আগে ঐ বাড়িতে ছিল, কিন্তু সম্প্রতি ভেঙে ফেলা হয়েছে, কোনো বাড়ি বা অট্টালিকা তৈবি করার কাজ এই ভাবে এবং এমন শৈলী চালু রাখাতে চিরদিনের মতো আসেধাজ্ঞার আদেশ হোক, যেভাবে এবং যার ফলে বাদীর উক্ত সীমানার জানালা, যা তার পুরনো আলো পথ, অন্ধকার, ক্ষতিগ্রস্ত বা আড়াল হয়ে যায়।

নং—১৬ [No. 16]

ব্যক্তিগত রাস্তা ব্যবহার বাধা সৃষ্টিকারী আসেধাজ্ঞা

[Injunction Restraining use of Private Road]

শিরোনাম (Title)

প্রতিবাদী .... তার প্রতিনিধি, ভৃত্য এবং কর্মচারি.......... গলিব যে কোনো অংশ, যার তল-ভূমি বাদীব সংলগ্ন নক্‌শাতে যা 'খ' চিহ্নে চিহ্নিত করা হয়েছে, জমি পর্যন্ত ঠেলাগাড়ি, গাড়ি বা অন্যান্য যানবাহন যাওয়ার বা সেখান থেকে আসার জন্য রাস্তা হিসেবে বা অন্য কোনো প্রয়োজন হেতু ব্যবহার করতে, ব্যবহার করার জন্য অনুমতি দিতে চিরদিনের জন্য অবরুদ্ধ করা হোক।

নং—১৭ [No. 17]

প্রশাসন মামলায় প্রাথমিক ডিক্রি

[Preliminary Degree in an Administration-suit]

শিরোনাম (Title)

এতদ্বারা আদেশ দেওয়া হচ্ছে যে, নিম্নলিখিত হিসেব নেওয়া হোক এবং তদন্ত করা হোক; যথা—

ঋণদাতার মামলায়–

১. বাদীর এবং মৃত ব্যক্তির অন্যান্য ঋণদাতাদের কত টাকা পাওনা আছে তার হিসেব নেওয়া হোক।

উত্তরদায় গ্রাহকদের দ্বারা কৃত মামলায়—

২. উইল কর্তার উইল দ্বারা প্রদত্ত উইল সম্পত্তি হিসেবে নেওয়া হোক।

পরবর্তী আত্মীয়দের কৃত মামলায়—

৩. তদন্ত করা হোক এবং হিসেব নেওয়া হোক যে, উইল না করে মৃত্যু হওয়া ব্যক্তির পরবর্তী আত্মীয় (পরবর্তী আত্মীয়দের একজন) হিসেবে বাদী কতটার বা কতটা অংশের, যদি থাকে, অধিকারী।

[ডিক্রিতে দেওয়া হবে প্রথম অনুচ্ছেদের পর, সেখানেই প্রয়োজন হয়, ঋণ দাতার মকদ্দমায় উত্তর দায় গ্রাহকদের, আইন সম্মত অধিকারীদের এবং পরবর্তী আত্মীয়দের ব্যাপারে তদন্ত করা হোক এবং তাদের হিসেব নেওয়া হোক। ঋণ দাতারা ছাড়া দাবিদারদের মামলায় প্রথম অনুচ্ছেদের পরে সব ক্ষেত্রে ঋণ দাতাদের তদন্ত করার এবং হিসেব নেওয়ার বিষয় প্রথম অনুচ্ছেদের পরে হবে এবং প্রয়োজনানুসারে অন্যান্যদের নাম থাকবে প্রথম যথোচিত শব্দ বাদ হওয়ার পর। সেক্ষেত্রে ঋণ দাতার মামলার মতোই নিদর্শ হবে]

৪. অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া এবং উইল সংক্রান্ত ব্যয়ের হিসেব।

৫. মৃতের যে অস্থাবর সম্পত্তি প্রতিবাদীর হাতে বা তার আদেশ দ্বারা বা তার ব্যবহারের জন্য অন্য কোনো ব্যক্তির হাতে এসেছে তার হিসেব।

৬. মৃতের অস্থাবর সম্পত্তির কোন অংশ (যদি থাকে) অপ্রদত্ত আছে এবং এমন, যার বিলিবন্দেজ হয়নি—এর তদন্ত।

৭. এতদ্বারা আদেশ দেওয়া হচ্ছে যে, প্রতিবাদী আগামী........ তারিখে বা তার আগে আদালতে সেই সব ধন-সম্পত্তি জমা করে দেয়, যেগুলোর সম্পর্কে দেখা গেছে যে, তা তার হাতে এসেছে বা তার আদেশ দ্বারা বা তার ব্যবহারের জন্য অন্য কোনো ব্যক্তির হাতে এসেছে।

৮. যদি মকদ্দমার উদ্দেশ্য সাধনের জন্য* .... কে এমন প্রয়োজন অনুভূত হয় যে, মৃতের অস্থাবর সম্পত্তির কোনো অংশ বিক্রি করে দেওয়া হোক, তাহলে সেই মতো তা বিক্রি করে দেওয়া যাবে এবং তারপর পাওয়া অর্থ আদালতে জমা করে দেওয়া হোক।

৯. শ্রী চ ছ মকদ্দমা (বা কার্যবাহ)-তে রিসিভার এবং মৃতের সমস্ত অপ্রদত্ত ঋণ এবং অপ্রদত্ত অস্থাবর সম্পত্তি গ্রহণ এবং আদায় করে আর তা .... *কে প্রদান করে (এবং নিজের কর্তব্য যথাযথ পালন করার জন্য বণ্ড দ্বারা .... টাকা প্রতিভূতি হিসেবে দেয়)।

১০. এতদ্বারা আরও আদেশ দেওয়া হচ্ছে যে, যদি মৃত ব্যক্তির অস্থাবর সম্পত্তি মকদ্দমার উদ্দেশ্য সাধনের জন্য যথেষ্ট বলে মনে না হয় তাহলে নিম্নলিখিত অতিরিক্ত তদন্ত করা হোক এবং হিসেব নেওয়া হোক ; অর্থাৎ—

---

* এই সবক্ষেত্রে যথার্থ আধিকারিকের নাম লিখবেন।

(ক) মৃতের মৃত্যুর সময় তার কাছে কি কি স্থাবর সম্পত্তি ছিল বা কোন্ কোন্ স্থাবর সম্পত্তির সে অধিকারী ছিল, এ ব্যাপারে তদন্ত;

(খ) মৃতের স্থাবর সম্পত্তি বা তার কোনো অংশের ওপর প্রভাবদায়ী কোন্ দায়িত্ব আছে তার তদন্ত;

(গ) কোন্ কোন্ দায়িত্ব বাহকদের কি কি শোধ করতে হবে এবং তার অন্তর্গত সেই দায়িত্ব বাহকদের প্রতি তার একটি বিবরণ থাকবে যা অতঃপর নির্দিষ্ট বিক্রয়ের জন্য তার সম্মতি দেবে—যথাসম্ভব তার হিসেব।

১১. মৃতের স্থাবর সম্পত্তির বা তার ততটা অংশের বিক্রয় যা মকদ্দমার উদ্দেশ্য পূরণের জন্য আদালতে যথেষ্ট তহবিল (বা নিধি) পূরণের জন্য আবশ্যক; সেই দায়িত্ব বাহকদের যারা বিক্রয়ের জন্য তাদের সম্মতি দেবে, দায় ভার থেকে মুক্ত ভাবে এবং যে এমন সম্মতি না দেয় তাদের দায়িত্বের অধীনে থেকে আদালতের অনুমোদনে করে দেওয়া যায়।

১২. এতদ্বারা আদেশ দেওয়া হচ্ছে যে জ ঝ স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয় পরিচালনা করবে এবং বিক্রয়ের শর্ত এবং চুক্তি..........এর অধীনে প্রস্তুত করবে এবং যদি কোনো শঙ্কা বা সমস্যা হয় তাহলে তার সমাধানের জন্য আদালতের কাছে কাগজ পাঠানো হবে।

১৩. এত দ্বারা আরও আদেশ দেওয়া হচ্ছে যে, এতে এর আগে নির্দিষ্ট তদন্তের প্রয়োজন হেতু*............... খবরের কাগজে এই আদালতের পদ্ধতি অনুসারে বিজ্ঞাপন দেওয়ার ব্যবস্থা করবে এবং এমন অন্য কোনো পদ্ধতিতে এমন তদন্ত করবে যার দরুণ...................... এমন প্রতীয়মান হয় যে, তাকে দিয়ে এমন তদন্তের উপযোগী প্রচার অধিকতর হবে।

১৪. এতদ্বারা আদেশ দেওয়া হচ্ছে যে, ... তারিখের আগে ঐ তদন্ত করে নেওয়া হোক এবং সেই হিসেব নেওয়া হোক যার উল্লেখ আগে করা হয়েছে এবং সেই সব কাজ সম্পন্ন করা হোক যেগুলো করার জন্য আদেশ দেওয়া হয়েছে, এবং* .... তদন্ত ও হিসেবের ফলাফল এবং এই যে, সমস্ত অন্য আদিষ্ট কাজ সম্পন্ন করে দেওয়া হয়েছে, প্রমাণিত করে এবং তার ঐ প্রয়োজন হেতু প্রমাণ পত্র .... তারিখে পক্ষদের নিরীক্ষণের জন্য প্রস্তুত রাখে।

১৫. শেষে এতদ্বারা আদেশ দেওয়া হচ্ছে যে, এই মকদ্দমা (বা কার্যবাহ) চূড়ান্ত ডিক্রি করার জন্য .... তারিখ পর্যন্ত স্থগিত থাকুক। (**এই ডিক্রি কেবল সেই অংশে প্রয়োগ হেতু নেওয়া হোক যা বিশেষ মামলাসমূহে প্রযোজ্য হয়।**)

---

* এই সবক্ষেত্রে যথার্থ আধিকারিকের নাম লিখবেন।

নং—১৮ [No. 18]

উত্তরদায় গ্রাহকের দ্বারা আনীত প্রশাসন-মকদ্দমায় চূড়ান্ত ডিক্রি

[Final Decree in an Administration-suit by a Legatee]

শিরোনাম (Title)

১. এতদ্বারা আদেশ দেওয়া হচ্ছে যে, প্রতিবাদী......................উইল সম্পাদনকারী ....এর ভূ-সম্পত্তির হিসেবে সেই বকেয়ার, যা উক্ত প্রমাণপত্র দ্বারা উক্ত প্রতিবাদীর কাছে প্রাপ্য হয়েছে,................টাকা.................. তারিখ থেকে......... তারিখ পর্যন্ত বছর প্রতি শতকরা হারে সুদ হিসেবে......... .... টাকা সব মিলিয়ে মোট............... টাকা .... তারিখে বা তার আগে আদালতে জমা করে দেবে।

২. উক্ত আদালতের* .... এই মকদ্দমায় বাদী ও প্রতিবাদীর খরচের নির্ধারণ করবে এবং যখন উক্ত খরচ এভাবে নির্ধারিত করে দেওয়া হয়েছে, তখন তার টাকা আদালতে পূর্বোক্তভাবে জমা করার জন্য আদিষ্ট উক্ত .... টাকা থেকে নিম্নলিখিত পদ্ধতিতে দেওয়া হোক। যথা—

(ক) বাদীর খরচ তার এটর্নি (বা প্লিডার) শ্রী......................... কে এবং প্রতিবাদীর খরচ তার এটর্নি (বা প্লিডার) শ্রী....................... কে দেওয়া হোক;

(খ) এবং (যদি কোনো ঋণ প্রাপ্য থাকে তাহলে) বাদী ও প্রতিবাদীর খরচের উক্ত টাকা পরিশোধের পর উক্ত টাকা থেকে অবশিষ্ট......... . ... টাকা থেকে সেই টাকা, যা*.................. এর প্রমাণ পত্রের অনুসূচিতে বিভিন্ন উল্লিখিত ঋণদাতাদের প্রাপ্য হয়েছে, সেই ঋণের ওপর, যার ওপর সুদ লাগে পরবর্তী সুদ সহ শোধ করে দেওয়া হোক এবং টাকা এভাবে শোধ করার পর....... অনুসূচিতে উল্লিখিত বিভিন্ন উত্তরদায় গ্রাহকদের প্রাপ্য টাকা পরবর্তী সুদ সহ (যা পূর্বোক্ত ভাবে সত্যাপিত করা হবে) তাদের দিয়ে দেওয়া হোক।

৩. যদি তারপরেও কিছু অবশিষ্ট থাকে তাহলে তা অবশিষ্ট উত্তরদায় গ্রাহকদের দিয়ে দেওয়া হোক।

নং—১৯ [No. 19]

যেখানে নির্বাহককে উইল বলে প্রাপ্য ভূ-সম্পত্তি প্রদান হেতু ব্যক্তিগত ভাবে দায়ী দেখা গেছে সেখানে উত্তরদায় গ্রাহকের প্রশাসন মকদ্দমায় প্রাথমিক ডিক্রি

[Preliminary Decree in an Administration-Suit by a Legatee where in Executor is held Personally Liable for the Payment of Legacies]

শিরোনাম (Title)

১. এতদ্বারা ঘোষণা করা হচ্ছে যে, প্রতিবাদী বাদীকে উইল করে দেওয়া........ টাঁকার উইল বলে প্রাপ্য সম্পত্তির প্রাপ্য মূলধন ও সুদ হিসেবে যা প্রাপ্য হয় তার হিসেবে নেওয়া হোক।

*এই সবক্ষেত্রে যথার্থ আধিকারিকের নাম লিখবেন।

২. এতদ্বারা আরও আদেশ দেওয়া হচ্ছে যে, প্রতিবাদী*...................... এর প্রমাণ পত্রের তারিখের পর .... সপ্তাহের মধ্যে বাদীকে ঐ টাকা দিয়ে দেয়, যা.........................মূলধন ও সুদ হিসেবে প্রমাণিত করা হয়েছে।

৩. এতদ্বারা আদেশ দেওয়া হচ্ছে যে প্রতিবাদীকে বাদী তার খরচ দিয়ে দেয় এবং যদি পক্ষদের মধ্যে খরচের ব্যাপারে কোনো দ্বিমত থাকে তাহলে তা নির্ণীত করা হোক।

নং—২০ [No. 20]

নিকটতম আত্মীয় দ্বারা প্রশাসন-মকদ্দমায় চূড়ান্ত ডিক্রি
[Final Decree in an Administration-suit by Next-of-kin]
শিরোনাম (Title)

১. উক্ত আদালতের*............................এই মকদ্দমায় বাদী এবং প্রতিবাদীর খরচ নির্ণীত করবে এবং যখন উক্ত বাদীর খরচ ঐভাবে নির্ণীত করে দেওয়া হবে তখন উক্ত প্রমাণপত্র দ্বারা উইল না করে মারা যাওয়া ব্যক্তি চ ছ-এর ব্যক্তিগত ভূ-সম্পত্তির দরুণ প্রতিবাদীর কাছে প্রাপ্য অবশিষ্ট................টাকা থেকে বাদীকে ঐ খরচ উক্ত*......................দ্বারা উক্ত খরচ নির্ধারিত হওয়ার পর এক সপ্তাহের মধ্যে প্রতিবাদী দ্বারা প্রদান করা হোক; এবং যখন প্রতিবাদীর খরচ নির্ণীত (বা নির্ধারিত) হয়ে যাবে তখন প্রতিবাদী তার টাকা উক্ত টাকা থেকে নিজের ব্যবহারের জন্য রেখে দেবে।

২. এতদ্বারা আদেশ দেওয়া হচ্ছে যে, বাদী ও প্রতিবাদী খরচের টাকা পরিশোধ পূর্বোক্ত উপায়ে করার পর উক্ত...................টাকার অবশিষ্ট টাকা প্রতিবাদী দ্বারা নিম্নলিখিত ভাবে প্রদান এবং উপযোগ করা হোক।

(ক) প্রতিবাদী*......................দ্বারা উক্ত খরচ পূর্বোক্ত ভাবে নির্ধারণের পর এক সপ্তাহের মধ্যে উক্ত অবশিষ্ট টাকার তৃতীয়াংশ বাদী ক খ কে এবং তার স্ত্রী গ ঘ-কে উইল না করে মারা যাওয়া উক্ত ব্যক্তি চ ছ-এর কোনও নিকটতম আত্মীয়দের একজন হওয়ার সুবাদে প্রদান করবে।

(খ) প্রতিবাদী উইল না করে মারা যাওয়া উক্ত ব্যক্তি চ ছ-এর মা ও নিকটতম আত্মীয়দের একজন হওয়ার সুবাদে উক্ত অবশিষ্ট টাকার অন্য তৃতীয়াংশ নিজের ব্যবহারের জন্য রেখে দেবে।

(গ) প্রতিবাদী*..............................দ্বারা উক্ত খরচ পূর্বোক্তভাবে নির্ধারিত হওয়ার পর এক সপ্তাহের মধ্যে উক্ত অবশিষ্ট টাকার শেষ তৃতীয়াংশ উইল না করে মারা যাওয়া উক্ত ব্যক্তি চ ছ-এর ভাই ও অন্য নিকটতম আত্মীয় হওয়ার সুবাদে জ ঝ-কে প্রদান করবে।

*এই সবক্ষেত্রে যথার্থ আধিকারিকের নাম লিখবেন।

নং—২১ [No. 21]

অংশীদারীর বিঘটন এবং অংশীদারীর হিসেব নেওয়ার মকদ্দমায় প্রাথমিক ডিক্রি

[Preliminary Decree in a Suit for Dissolution of Partnership and the taking of Partnership Accounts]

শিরোনাম (Title)

এতদ্বারা ঘোষণা করা হচ্ছে যে, অংশীদারীর পক্ষদের আনুপাতিক অংশ নিম্নলিখিত রূপ—

এতদ্বারা ঘোষণা করা হচ্ছে যে, এই অংশীদারী....................তারিখ থেকে বিঘটিত হয়ে যাবে (অথবা বিঘটিত করা হয়েছে বলে মনে করা হবে) এবং আদেশ দেওয়া হচ্ছে যে, তার ঐ দিন থেকে বিঘটন ....সরকারি গেজেট, ইত্যাদিতে বিজ্ঞাপন করা হোক।

এতদ্বারা আদেশ দেওয়া হচ্ছে যে, ...এই মকদ্দমায় অংশীদারী ভূ-সম্পত্তি আর কার্যকরণের রিসিভার হবেন এবং অংশীদারী যাবতীয় পুস্তক-ঋণ এবং দাবি, বা অনাদায়ী আছে, আদায় করে।

এতদ্বারা আদেশ দেওয়া হচ্ছে যে, নিম্নলিখিত হিসেব নেওয়া হোক, যথা—

১. উক্ত অংশীদারীর বর্তমান জমা, সম্পত্তি এবং কার্যকরণের (effects) হিসেব;

২. উক্ত অংশীদারীর ঋণ এবং দায়িত্বের হিসেব;

৩. বাদী ও প্রতিবাদীর মধ্যে সংঘটিত যাবতীয় লেন-দেন এবং কার্যনির্বাহের হিসেব, যা এই মকদ্দমায় প্রদর্শিত ও (ক) চিহ্নে চিহ্নিত স্থিরীকৃত হিসেবের শেষ থেকে উদ্ভূত এবং এই হিসেব নিতে কোনো পরবর্তী স্থিরীকৃত হিসেবে হস্তক্ষেপ করা হবে না।

আদেশ দেওয়া হচ্ছে যে বাদী ও প্রতিবাদী দ্বারা আর্জিতে উল্লিখিত পদ্ধতিতে এ পর্যন্ত করা ব্যবসার সুনাম (good will) এবং ব্যবসায়িক মজুত বিক্রয় তার পরিসরের মধ্যেই করা হোক এবং*............................উক্ত বিক্রয়ের সমস্ত লট বা তার কোনোটির জন্য সংরক্ষিত নিলাম পক্ষদের কারো আবেদন ক্রমে ধার্য করা হবে এবং বিক্রয়ে (বা নিলামে) ডাক দেওয়ার জন্য উভয় পক্ষের স্বাধীনতা থাকবে।

এতদ্বারা আদেশ দেওয়া হচ্ছে যে, ... তারিখের আগে উক্ত হিসেব নেওয়া হোক এবং সেই সব কাজ সম্পন্ন করে নেওয়া হোক যেগুলো করার অভিপ্রায় করা হয়েছে এবং*..............হিসেবের ফলাফল এবং এই যে সমস্ত অন্য কাজ সম্পন্ন

---

*এই সবক্ষেত্রে যথার্থ আধিকারিকের নাম লিখবেন।

করে দেওয়া হয়েছে প্রমাণিত করে এবং তার সেই নিমিত্ত প্রমাণ-পত্র..................তারিখে পক্ষদের নিরীক্ষণের জন্য প্রস্তুত রাখে।

শেষতঃ এই আদেশ দেওয়া হচ্ছে যে, এই মকদ্দমা চূড়ান্ত ডিক্রি প্রদান করার জন্য...............তারিখ পর্যন্ত স্থগিত থাক।

নং—২২ [No. 22]

অংশীদারীর বিঘটন এবং অংশীদারীর হিসেব নেওয়ার মকদ্দমায় চূড়ান্ত ডিক্রি

[Final Decree in a Suit for Dissolution of Partnership and the taking of Partnership Accounts]

শিরোনাম (Title)

এত দ্বারা আদেশ দেওয়া হচ্ছে যে, ...টাকার যে তহবিল (বা নিধি) এখন আদালতে আছে তা নিম্নলিখিত পদ্ধতিতে তা উপযোজিত করা হোক—

১. *............................এর প্রমাণপত্রে বর্ণিত অংশীদারী দ্বারা পরিশোধ্য ঋণ, যা সব মিলিয়ে....................টাকা হয়, পরিশোধ করতে।

২. এই মকদ্দমার সব পক্ষদের খরচ-খরচা, যা সব মিলিয়ে হয় ....টাকা, মেটাতে (ঐ খরচগুলো ডিক্রি প্রস্তুত হওয়ার আগে সুনিশ্চিত করা দরকার)।

৩. বাদীকে অংশীদারীর সম্পত্তির সমষ্টির অংশের অংশ প্রদ্রানে টাকার পরিমাণ......................টাকা, ঐ অর্থের...............অবশিষ্ট অর্থের.................টাকা আদালতে জমাকৃত প্রতিবাদীকে দিতে হবে অংশীদারী সম্পত্তির সমষ্টি তার অংশ হিসেবে।

[ঐ টাকার অবশিষ্ট অংশ.....................টাকা বাদীকে (অথবা প্রতিবাদীকে) আংশিকভাবে ঐ টাকা.................যা অংশীদারী কারবারের হিসেব সংক্রান্ত ব্যাপারে তার প্রাপ্য বলে ইতিমধ্যে প্রমাণিত হয়েছে] দিতে হবে।

৪. এবং প্রতিবাদী (বা বাদী) বাদী (বা প্রতিবাদী) কে তার প্রাপ্য উক্ত.......টাকাব অবশিষ্ট ...... .টাকা, যা তখনও প্রাপ্য রয়ে গেছে........... ...তারিখে বা তার আগে শোধ করতে হবে।

*এই সবক্ষেত্রে যথার্থ আধিকাবিকের নাম লিখবেন।

নং—২৩ [No. 23]

জমি ও মধ্যকালীন লাভের পুনঃ প্রাপ্তির জন্য ডিক্রি
[Decree for Recovery of Land and Mesne Profit]

শিরোনাম (Title)

এতদ্বারা নিম্নলিখিত ডিক্রি দেওয়া হচ্ছে—

১. প্রতিবাদী এর সঙ্গে সংলগ্ন অনুসূচিতে নির্দিষ্ট সম্পত্তির ওপর বাদীর দখল দেবে।

২. প্রতিবাদী সেই সব মধ্যকালীন লাভ হিসেবে, বা মকদ্দমার দায়ের করার আগে প্রাপ্য হয়েছে................টাকা, আদায়ের তারিখ পর্যন্ত শতকরা বছর প্রতি .... হারে তার ওপর সুদ সহ বাদীকে প্রদান করবে।

অথবা

২. সেই মধ্যকালীন লাভের টাকার অঙ্কের ব্যাপারে তদন্ত করা হোক, যা মকদ্দমা দায়ের করার আগে প্রাপ্য হয়েছে।

৩. মকদ্দমা দায়ের করার তারিখ থেকে (ডিক্রিধারীকে দখল দেওয়া পর্যন্ত) (ডিক্রিধারীকে আদালতের মাধ্যমে বিজ্ঞপ্তি দিয়ে নির্ণীত-ঋণী দ্বারা দখল ছাড়া পর্যন্ত) (ডিক্রির তারিখ থেকে তিন বছর অতিক্রান্ত হওয়া পর্যন্ত)-এব মধ্যকালীন লাভের টাকার ব্যাপারে তদন্ত করা হোক।

অনুসূচি (*Schedule*)

*এই সবক্ষেত্রে যথার্থ আধিকারিকের নাম লিখবেন।

পরিশিষ্ট—ঙ [Appendix-E]

জারি (নির্বাহ) [Execution]

নং—১ [No. 1]

টাকা পরিশোধ বা সমন্বয় সাধন প্রমাণিত হিসেবে কেন নথিতে লিপিবদ্ধ করা হবে না সে ব্যাপারে হেতু দর্শাবার জন্য বিজ্ঞপ্তি (আদেশ-২১, বিধি-২)

[Notice to Show Cause why a Payment or Adjustment should not be Recorded as Certified (Order 21, Rule 2)]

শিরোনাম (Title)

প্রতি—

উক্ত মকদ্দমার ডিক্রির জারিতে......................এই আদালতে আবেদন করেছে যে, ঐ ডিক্তির অধীন আদায়যোগ্য............টাকা প্রদান করা হয়ে গেছে এবং তা প্রমাণিত হয়েছে বলে নথিভুক্ত করা হোক, সুতরাং আপনাকে জানানো হচ্ছে যে, আপনি উক্ত টাকা পরিশোধ/সমন্বয় সাধন প্রমাণিত হিসেবে কেন নথিভুক্ত করা হবে না, তার কারণ দর্শাবার জন্য .... তারিখে আদালতে হাজির হবেন।

এটি আজ .... তারিখে আমার স্বাক্ষর সহ এবং আদালতের মোহর লাগিয়ে প্রদত্ত হলো।

ন্যায়াধীশ

নং—২ [No. 2]

কর্মবিধি বা আজ্ঞাপত্র (ধারা—৪৬)

[Precept (Section 46)]

শিরোনাম (Title)

ডিক্রিধারীর বক্তব্য শোনার পর আদেশ দেওয়া হচ্ছে যে, এই কর্মবিধি (বা আজ্ঞাপত্র).......এর ....আদালতে দেওয়ানী প্রক্রিয়া সংহিতা, ১৯০৮-এর ধারা-৪৬-এর অধীন এই নির্দেশ সহ পাঠাতে হবে যে, সেই আদালত সংলগ্ন অনুসূচিতে নির্দিষ্ট সম্পত্তি ক্রোক করে এবং এমন কোনো আবেদন করার আগে পর্যন্ত ক্রোক করে রাখে, যা ডিক্রি জারির জন্য ডিক্রিধারী কর্তৃক করা হয়।

অনুসূচি (*Schedule*)

তারিখ .... ন্যায়াধীশ

নং—৩ [No. 3]

অন্য আদালতে জারির জন্য ডিক্রি পাঠাবার আদেশ

(আদেশ-২১, বিধি-৬)

[Order Sending Decree for Execution to Another Court (Order 21, Rule 6)]

শিরোনাম (Title)

উক্ত মকদ্দমায় ডিক্রিধারী এই মর্মে বিবৃত করার পর যে,............এর ....আদালতের অধিক্ষেত্রের স্থানীয় সীমার মধ্যে নির্ণীত-ঋণী বসবাস করে অথবা তার সম্পত্তি আছে, এই আদালতের কাছে আবেদন করেছে যে, উক্ত আদালত যে প্রমাণপত্র উক্ত মকদ্দমার ডিক্রির উক্ত আদালত দ্বারা জারি করার জন্য পাঠানো হোক এবং দেওয়ানী প্রক্রিয়া সংহিতা, ১৯০৮-এর আদেশ-২১-এর বিধি-৬-এর অধীন প্রমাণপত্র উক্ত আদালতকে পাঠানো আবশ্যক ও উচিত মনে করা হয়েছে, সুতরাং আদেশ দেওয়া হচ্ছে যে..................

নির্দেশিত

ডিক্রির এবং এমন কোনো আদেশের, যা তার জারির জন্য প্রদত্ত হয়েছে, প্রতিলিপি সহ এবং পরিতুষ্টি না হওয়ার (বা অসন্তোষের) প্রমাণপত্র সহ এই আদেশের প্রতিলিপি......................... কে পাঠানো হোক।

তারিখ.............................

ন্যায়াধীশ

নং—৪ [No. 4]

ডিক্রি পরিতুষ্ট না হওয়ার প্রমাণপত্র (আদেশ-২১, বিধি-৬)

[Certificate of Non-satisfaction of Decree (Order 21, Rule-6)]

শিরোনাম (Title)

এতদ্বারা প্রমাণিত করা হচ্ছে যে, ১৯..........এর .... নং মামলাতে এই আদালতের এমন ডিক্রির, যার প্রতিলিপি এখানে সংলগ্ন করা হয়েছে, পরিতুষ্টি এই আদালতের অধিক্ষেত্রের মধ্যে জারির দ্বারা হয় নি।*

তারিখ............................ ন্যায়াধীশ

* যদি আংশিক পরিতুষ্টি হয়ে থাকে তাহলে "হয়নি" শব্দটি কেটে যতটা পরিতুষ্টি হয়েছে তা লিখুন।

নং—৫ [No. 5]

অন্য আদালতে স্থানান্তরিত ডিক্রির জারির প্রমাণপত্র (আদেশ-২১, বিধি-৬)

[Certificate of Execution of Decree Transferred to Another Court (Order 21, Rule 6)]

শিরোনাম (Title) :

মকদ্দমার নং এবং যে আদালত ডিক্রি প্রদান করেছে তার নাম	পক্ষদের নাম	জারির জন্য আবেদন তারিখ	জারির মামলার নং	কি কি পরওয়ানা প্রদত্ত হয়েছে এবং সেগুলোর জারির তারিখ	জারির খরচ			আদায় কৃত টাকা			মকদ্দমার নিষ্পত্তি কিভাবে হয়েছে	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬			৭			৮	৯
					টাকা	আঃ	পঃ	টাকা	আ	পঃ		

নং—৬ [No. 6]

ডিক্রির জারির জন্য আবেদন পত্র (আদেশ—২১, বিধি—১১)

[Application for Execution of Decree (Order 21, Rule 6)]

....এর আদালতে

আমি.............................., ডিক্রিধারী, এতদ্বারা নিম্নে প্রদত্ত ডিক্রি জারির জন্য আবেদন করছি—

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
মকদ্দমার নং	পক্ষদের নাম	ডিক্রির তারিখ	ডিক্রির কি কোনো আপিল করা হয়েছে	যদি কোনো টাকা পরিশোধ বা সমন্বয়-সাধন করা হয়ে থাকে তাহলে সেই পরিশোধ বা সমন্বয় সাধন	আগে যদি আবেদন করা হয়ে থাকে তার তারিখ ও ফলাফল	ডিক্রির টাকা, তার ওপর পরিশোধ্য সুদ সহ বা এতদ্বারা অন্য প্রাপ্ত প্রতিকার প্রতি ডিক্রির বিশেষ বিবরণসহ	যদি খরচ হিসেবে কোনো টাকা নির্ণীত করা হয় তাহলে সেই টাকা	যার বিরুদ্ধে জারি করতে হবে	যে পদ্ধতিতে আদালতেরসাহায্য অভিপ্রায় করা হচ্ছে সেই পদ্ধতি

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
১৮৮৭-র ৭৮৯	ক খ-বাদী গ ঘ-প্রতি-বাদী	১১ই অক্টোবর ১৮৯৭	না	করা হয় নি	তারিখ ৪ঠা মার্চ,১৮৯৯-এ আবেদন করা হয়েছে এবং তার ওপর লিপিবদ্ধ ৭২ টাকা ৪ আনা আদায় হয়েছে।	৩১৪ টাকা ৮ আনা ২ পাই মূলধন (ডিক্রির তারিখ থেকে পরিশোধ পর্যন্ত শতকরা ৬ টাকা বছর প্রতি হারে সুদ)	ডিক্রিতে প্রদান কৃত টাকা— টাকা ৪৭, আনা ১০, পাই ৪ তার পরে ব্যয়— টাকা ৮, আনা ২, পাই ০ মোট টাকা ৫৫, আনা ১২, পাই ৪	প্রতিবাদী গ ঘ এর বিরুদ্ধে	[যখন অস্থাবর সম্পত্তির ক্রোক ও তার বিক্রয় চাওয়া হচ্ছে] আমি প্রার্থনা করছি যে, মূলধনের ওপব (টাকা পরিশোধের তারিখ পর্যন্ত সুদ সহ) মোট.................টাঃ এবং এই জারি করানোর খরচ প্রতিবাদী সেই অস্থাবর সম্পত্তির যা সংলগ্ন তালিকাতে উল্লিখিত আছে, ক্রোক ও বিক্রয় দ্বারা আদায় করা হোক এবং আমাকে দেওয়া হোক। [যখন স্থাবর সম্পত্তির ক্রোক ও তার বিক্রয় চাওয়া হচ্ছে] আমি প্রার্থনা করছি যে মূলধনের ওপর (টাকা পরিশোধের তারিখ পর্যন্ত সুদ সহ) মোট ....টাঃ এবং এই জারি করানোর খরচ প্রতিবাদীর ঐ নির্দিষ্ট স্থাবর সম্পত্তির, যা এই আবেদন পত্রের শেষাংশে নির্দিষ্ট করা আছে, ক্রোক এবং বিক্রয় দ্বারা আদায় করা হোক এবং আমাকে দেওয়া হোক।

আমি .... ঘোষণা করছি যে, এতে যা কিছু লেখা হয়েছে, তা আমার সর্বোত্তম জ্ঞান ও বিশ্বাস মতে সত্য।

তারিখ..

স্বাক্ষর..

ডিক্রিধারী

[যখন উদ্দেশ্য হলো স্থাবর সম্পত্তির ক্রোক এবং বিক্রয় করা]
সম্পত্তির বর্ণনা এবং নির্দেশ

.......................গ্রামে অবস্থিত বাড়িতে নির্ণীত-ঋণীর অবিভক্ত তৃতীয়াংশ যার মূল্য ৪০.০০ টাকা এবং যার চৌহদ্দি হলো নিম্ন প্রকার—

পূর্বে ছ-এর বাড়ি, পশ্চিমে জ-এর বাড়ি, দক্ষিণে জনসাধারণের রাস্তা উত্তরে ব্যক্তিগত গলি এবং ম-এর বাড়ি।

আমি .... ঘোষণা করছি যে, উক্ত বিবরণে যা লেখা হয়েছে, তা আমার সর্বোত্তম জ্ঞান ও বিশ্বাস মতে এবং যতদূর আমি তাতে নির্দিষ্ট সম্পত্তিতে প্রতিবাদীর স্বার্থের সুনিশ্চয় করতে সক্ষম হয়েছি, সত্য।

স্বাক্ষর..

ডিক্রিধারী

নং—৭ [No. 7]
কেন জারি করা যাবে না তার কারণ দর্শাবার জন্য বিজ্ঞপ্তি (আদেশ-২১, বিধি-১৬)
[Notice to Show cause why Execution should not Issue (Order 21, Rule 16)]
শিরোনাম (Title)

প্রতি—

......................................, ১৯.......................... এর .... নং মকদ্দমার ডিক্রি নির্বাহের জন্য এই আদালতের কাছে আবেদন এই মর্মে বিবৃতি দিয়ে করেছে যে, উক্ত ডিক্তি তাকে স্বত্বার্পণ দ্বারা। ২. [বা স্বর্ত্বার্পণ ছাড়া] স্থানান্তরিত করা হয়েছে, সুতরাং আপনাকে বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হচ্ছে যে, জারি কেন নামঞ্জুর করা হবে তার কারণ দর্শাবার জন্য আপনি .... তারিখে এই আদালতে হাজির হবেন।

এটি আজ .... তারিখে স্বাক্ষর সহ এবং আদালতের মোহর লাগিয়ে প্রদত্ত হলো।

ন্যায়াধীশ

নং—৮ [No. 8]

আর্থিক ডিক্রির জারিতে অস্থাবর সম্পত্তি ক্রোকের পরওয়ানা

[Warrant of Attachment of Movable Property in Execution of a Decree for Money (Order 21, Rule 30)]

শিরোনাম (Title)

প্রতি—

আদালতের বেলিফ (সাধ্যপাল)

১৯..........................এর.........................নং মকদ্দমাতে........... তারিখে প্রদত্ত এই আদালতের ডিক্রি দ্বারা .... কে এই আদেশ দেওয়া হয়েছিল যে, সে পাশে উল্লিখিত..........টাকা বাদীকে শোধ করে দেবে কিন্তু .... টাকা শোধ করা হয়নি, অতএব আপনাকে সমাদেশ দেওয়া হচ্ছে যে উক্ত..... ..... . এর ঐ অস্থাবর সম্পত্তি যা এব সঙ্গে সংলগ্ন অনুসূচিতে উল্লিখিত আছে, অথবা যা আপনাকে উক্ত................ ..দ্বারা দেখানো হবে, ক্রোক করবেন এবং যতক্ষণ উক্ত... ....আপনাকে .... টাকা এই ক্রোকের খরচ বাবদ .... টাকা সহ শোধ না করে দেয় ঐ সম্পত্তি এই আদালতের পরবর্তী আদেশ না পাওয়া পর্যন্ত ক্রোক করে রাখবেন।

মকদ্দমার খরচ

ডিক্রি	টাঃ	আঃ	পঃ
মূলধন	-	-	-
সুদ	-	-	-
খরচাদি	-	-	-
জারির খরচ	-	-	-
অতিরিক্ত সুদ—	-	-	-
মোট	-	-	-

আপনাকে আরও আদেশ দেওয়া হচ্ছে যে, আপনি এই পরওয়ানা সেই দিন, যে দিন এবং সেই পদ্ধতি, যে পদ্ধতিতে, এটি জারি করা হয়েছে বা সেই কারণ, যে কারণে এটি জারি করা হয়নি, প্রমাণিত করে এমন পৃষ্ঠাঙ্কন সহ .... তারিখে বা তার আগে ফেরত দেবেন।

এটি আজ............তারিখে আমার স্বাক্ষর সহ এবং আদালতের মোহর লাগিয়ে প্রদত্ত হলো।

অনুসূচি *(Schedule)*

ন্যায়াধীশ

নং—৯ [No. 9]

ডিক্রি দ্বারা ন্যায় নির্ণীত সুনির্দিষ্ট অস্থাবর সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করার জন্য পরওয়ানা (আদেশ-২১, বিধি-৩১)

[Warrant for Seizure of Specific Movable Property Adjusted by Decree (Order 21, Rule 31)]

শিরোনাম (Title)

প্রতি—

আদালতের বেলিফ (সাধ্যপাল)

১৯........................এর......................নং মামলাতে................তারিখে প্রদত্ত এই আদালতের ডিক্রি দ্বারা.............................. কে আদেশ দেওয়া হয়েছিল যে সে এর সঙ্গে সংলগ্ন অনুসূচিতে বিশেষ ভাবে নির্দিষ্ট অস্থাবর সম্পত্তি (বা অস্থাবর সম্পত্তি থেকে....................অংশ) বাদীকে অর্পণ করবে কিন্তু উক্ত সম্পত্তি (বা তার অংশ) অর্পণ করা হয় নি।

অতএব আপনাকে এই মর্মে আদেশ দেওয়া হচ্ছে যে, আপনি উক্ত অস্থাবর সম্পত্তি (বা উক্ত অস্থাবর সম্পত্তির.................অংশ) বাজেয়াপ্ত করে নিন এবং তা বাদীকে বা এমন ব্যক্তিকে, যাকে সে এই নিমিত্ত নিযুক্ত করবে, অর্পণ করে দিন।

এটি আজ..........................তারিখে আমার স্বাক্ষরসহ এবং আদালতের মোহর লাগিয়ে প্রদত্ত হলো।

অনুসূচি *(Schedule)*

ন্যায়াধীশ

নং—১০ [No. 10]

দস্তাবেজের নিদর্শের ব্যাপারে আপত্তি বিবৃত করার জন্য বিজ্ঞপ্তি (আদেশ-২১, বিধি-৩৪)

[Notice to State Objections to Draft of Documents (Order 21, Rule 34)]

শিরোনাম (Title)

প্রতি—

আপনাকে জানানো হচ্ছে যে,..........................তারিখে ডিক্রিধারী উক্ত মকদ্দমাতে এই আদালতের সামনে এই আবেদন উপস্থাপিত করেছিল যে, আদালত এতে নিম্নে নির্দিষ্ট স্থাবর সম্পত্তির.................দলিল যার নিদর্শ এর সঙ্গে সংলগ্ন আছে, আপনার তরফে জারি করবেন এবং................তারিখ উক্ত আবেদনের বক্তব্য শোনার জন্য ধার্য করা হলো এবং উক্ত দিনে হাজির হওয়ার জন্য এবং ঐ নিদর্শের বিরুদ্ধে আপত্তি লিখিত ভাবে দেওয়ার জন্য আপনার স্বাধীনতা রইল।

সম্পত্তির বর্ণনা

এটি আজ........................তারিখে আমার স্বাক্ষর সহ এবং আদালতের মোহর লাগিয়ে প্রদত্ত হলো।

ন্যায়াধীশ

নং—১১ [No. 11]

জমি ইত্যাদির দখল দেওয়ানোর জন্য বেলিফ (সাধ্যপাল)-কে পরওয়ানা (আদেশ-২১, বিধি-৩৫)

[Warrant to the Belief to give Possession of Land, etc. (Order 21, Rule 35)]

শিরোনাম (Title)

প্রতি—

আদালতের বেলিফ (সাধ্যপাল)

এতে অতঃপর বর্ণিত সম্পত্তি যা..............................এর ভোগ দখলে আছে এই মকদ্দমার বাদী.......................... কে বিক্রিত, অতএব আপনাকে নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে যে, আপনি উক্ত.......................... কে তার দখল দিন এবং আপনাকে এই মর্মে প্রাধিকৃত করা হচ্ছে যে, আপনি ডিক্রি দ্বারা বাধ্য এমন কোনো ব্যক্তিকে যে, তা খালি করতে অস্বীকার করবে, ওখান থেকে সরিয়ে দিন।

এটি আজ................ তারিখে আমার স্বাক্ষর সহ এবং আদালতের মোহর লাগিয়ে প্রদত্ত হলো।

অনুসূচি *(Schedule)*

ন্যায়াধীশ

নং—১২ [No. 12]

গ্রেপ্তারি পরওয়ানা কেন দাবি করা যাবে না তার কারণ দর্শাবার জন্য বিজ্ঞপ্তি (আদেশ-২১, বিধি-৩৭)

[Notice to Show-cause way Warrant of Arrest should not Issue (Order 21, Rule 37)]

শিরোনাম (Title)

প্রতি—

.............................., ১৯..........................এর ....নং মকদ্দমাকে ডিক্রির জারি, আপনাকে গ্রেপ্তার করিয়ে এবং হাজতে রেখে করাবার জন্য আবেদন এই আদালতে করেছে, অতএব আপনার কাছে অভিপ্রায় করা হচ্ছে যে, আপনাকে উক্ত ডিক্রির জারিতে দেওয়ানী কারাগারে কেন সোপর্দ করা যাবে না তার কারণ দর্শাবার জন্য আপনি..................তারিখে আদালতের সম্মুখে হাজির হবেন।

এটি আজ.................তারিখে আমার স্বাক্ষর সহ এবং আদালতের মোহর লাগিয়ে প্রদত্ত হলো।

ন্যায়াধীশ

নং—১৩ [No. 13]

জারিতে গ্রেপ্তারির পরওয়ানা (আদেশ-২১, বিধি-৩৮)

[Warrant of Arrest in Execution (Order 21, Rule 38)]

শিরোনাম (Title)

১৯......................এর ....নং মামলাতে .... তারিখের এই আদালতের ডিক্রি দ্বারা .... এর ব্যাপারে ন্যায় নির্ণীত করা হয়েছিল যে সে পাশে উল্লিখিত...........টাকা ডিক্রিধারীকে দেবে এবং...................টাকার উক্ত অঙ্ক ঐ ডিক্রিধারীকে উক্ত ডিক্রির পরিতুষ্টি-র জন্য দেওয়া হয়নি; অতএব আপনাকে এই মর্মে আদেশ দেওয়া হচ্ছে যে, আপনি উক্ত নির্ণীত-ঋণীকে গ্রেপ্তার করে নিন এবং যতক্ষণ ঐ

নির্ণীত-ঋণী আপনাকে উক্ত .... টাকা, এই আদেশিকা জারির খরচ বাবদ................ টাকা সহ না দিচ্ছে, উক্ত প্রতিবাদীকে অবিলম্বে এই আদালতের সামনে আনবেন।

আপনাকে আরও আদেশ দেওয়া হচ্ছে যে, আপনি এই পরওয়ানাটি সেই দিন, সেই পদ্ধতিতে, যেদিন, যে পদ্ধতিতে তা জারি করা হয়েছে অথবা যে কারণে তা জারি করা হয়নি সেই কারণ প্রমাণিত করতে পারে এমন পৃষ্ঠাঙ্কন সহ........... তারিখে বা তার আগে ফেরত দেবেন।

এটি আজ....................তারিখে আমার স্বাক্ষর সহ এবং আদালতের মোহর লাগিয়ে প্রদত্ত হলো।

মকদ্দমার খরচ

ডিক্রি	টাঃ	আঃ	পঃ
মূলধন	-	-	-
সুদ	-	-	-
খরচাদি	-	-	-
জারির খরচ	-	-	-
মোট	-	-	-

ন্যায়াধীশ

নং—১৪ [No. 14]

নির্ণীত-ঋণীকে হাজতে সোপর্দ করাবার পরওয়ানা

(আদেশ-২১, বিধি-৪০)

[Warrant of Commital of Judgment-debtor to Jail (Order 21, Rule 40)]

শিরোনাম (Title)

প্রতি—

ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক..................... জেল।

.... যে .... তারিখে এই আদালত দ্বারা কৃত এবং শোনানো ঐ ডিক্রির দ্বারা উক্ত.................. কে আদেশ দেওয়া হয়েছিল যে, সে............... কে .... দেবে, জারিতে পরওয়ানার অধীন আজ............. তারিখে এই আদালতের সামনে আনা হয়েছে এবং উক্ত ...., ডিক্রির অমান্য করেছে এবং আদালতকেও সন্তুষ্ট করতে পারে নি যে, সে হেপাজত থেকে মুক্ত হবার অধিকারী; তাই আপনাকে আদেশ দেওয়া হচ্ছে এবং আপনার কাছে অভিপ্রায় কবা হচ্ছে যে, আপনি উক্ত..................... কে দেওয়ানী কারাগারে রাখবেন এবং বন্দি করবেন এবং সেখানে...................এর অনধিক মেয়াদের জন্য অথবা ততক্ষণ, যতক্ষণ উক্ত ডিক্রির সম্পূর্ণ পরিতুষ্টি সাধন না করা হচ্ছে অথবা যতক্ষণ উক্ত .... দেওয়ানী প্রক্রিয়া সংহিতা, ১৯০৮-এর ধারা-৫৮-র শর্ত ও বিধান অনুসারে মুক্ত করার অন্যত্র অধিকারী না হয়, তাকে বন্দি করে রাখবেন এবং এই আদালত সোপর্দ করণের এই পরওয়ানার অধীন উক্ত................. এর হাজতকালীন তার জীবিকার দরুন প্রতিদিন. হাবে মাসিক ভাতা ধার্য করছে।

এটি আজ............. ....তারিখে আমার স্বাক্ষর সহ এবং আদালতের মোহর লাগিয়ে প্রদত্ত হলো।

ন্যায়াধীশ

নং—১৫ [No. 15]

ডিক্রির জারিতে কারারুদ্ধ ব্যক্তির মুক্তির আদেশ (ধারা-৫৮, ৫৯)

[Order for the Release of a Person Imprisoned in Execution of a Decree (Sections 58 and 59)]

শিরোনাম (Title)

প্রতি

ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক...........................: জেল।

আজকের প্রদত্ত আদেশসমূহের অধীন আপনাকে নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে যে, আপনি.......................নির্ণীত-ঋণীকে, যে এ সময়ে আপনার হেপাজতে আছে, মুক্ত করে দিন।

তারিখ...

ন্যায়াধীশ

নং—১৬ [No. 16]

জারিতে ক্রোক

[Attachment in Execution]

যেখানে ক্রোক করতে যাওয়া সম্পত্তি এমন অস্থাবর সম্পত্তি, যার প্রতিবাদী, কোনো অন্য ব্যক্তির অধিকার বা তার ওপর তৎক্ষণাৎ দখল নেওয়ার অধিকারের অধীনে, অধিকারী, সেখানে, প্রতিষেধাত্মক (প্রতিরোধাত্মক) আদেশ (আদেশ-২১, বিধি-৪৬)

[Prohibitory Order, where the Property to be Attached Consists of Movable Property to which the Defendant is Entitled Subject to be Lien or Right of some other Person to the Immediate Possession thereof (Order 21, Rule 46)]

শিরোনাম (Title)

প্রতি—

..................১৯　এর　...................নং　মকদ্দমাতে........................ তারিখে ....এর বিরুদ্ধে এবং .... এর পক্ষে................ টাকার জন্য প্রদত্ত ডিক্রির সন্তুষ্টি করতে..........................ব্যর্থ হয়েছে, তাই এই আদেশ দেওয়া হচ্ছে যে, যতক্ষণ এই আদালতের পরবর্তী আদেশ না হচ্ছে, প্রতিবাদী উক্ত.....................এর দখলে থাকা নিম্নলিখিত সম্পত্তি অর্থাৎ ...., যার কিনা প্রতিবাদী উক্ত..........................এর কোনো দাবির অধীন অধিকারী, প্রাপ্ত করা থেকে নিষিদ্ধ ও সংযত হবে এবং তাকে নিষিদ্ধ ও সংযত করা হচ্ছে এবং যতক্ষণ

আদালতের পরবর্তী আদেশ না হচ্ছে, উক্ত সম্পত্তি কোনো ব্যক্তি বা ব্যক্তিদের, সে বা তারা যেই হোক সমর্পণ করা থেকে উক্ত......................নিষিদ্ধ ও সংযত করা হচ্ছে।

এটি আজ.....................তারিখে আমার স্বাক্ষর সহ এবং আদালতের মোহর লাগিয়ে প্রদত্ত হলো।

ন্যায়াধীশ

নং—১৬ক [No. 16A]
নির্ণীত-ঋণী দ্বারা সম্পত্তির ব্যাপারে শপথনামা
[আদেশ-২১, বিধি-৪১ (২)]
[Affidavit of Assets to be Made by a Judgment-debtor (Order 21, Rule 41(2)]

....এর আদালতে

ক খ ডিক্রিধারী

বনাম

গ নির্ণীত-ঋণী

..............................এর আমি.............................. শপথ/সত্যনিষ্ঠ প্রতিজ্ঞান দ্বারা নিম্নলিখিত ভাবে বিবৃত করছি—

১. আমার নাম.......................................

২. আমি................................ তে বসবাস করি।

*৩. আমি বিবাহিত/অবিবাহিত/বিপত্নীক/বিধবা।

৪. নিম্নলিখিত ব্যক্তিরা আমার ওপর নির্ভরশীল —

৫. আমার চাকুরি, ব্যবসা বা পেশা...যা আমি .... তে করি।

আমি নিম্নলিখিত কোম্পানিগুলোর নির্দেশক —

৬. আমার বর্তমান বার্ষিক/মাসিক/সাপ্তাহিক আয়, আয়কর দেওয়ার পর নিম্নরূপ—

(ক) আমার চাকুরি, ব্যবসা বা পেশা থেকে, ...টাকা।

(খ) অন্যত্র থেকে, ... টাকা।

*৭. (ক) যে বাড়িতে আমি বসবাস করি, সে বাড়ির আমি মালিক; তার দাম......................টাকা। আমি হার, বন্ধক বা সুদ হিসেবে বছরে...............টাকা বাড়তি খরচ বহন করি।

* অনভিপ্রেত শব্দ কেটে দেবেন (Words not required to be deleted)।

(খ) ভাড়া হিসেবে বছরে আমি......................টাকা দিই।

৮. নিম্নলিখিত জিনিসগুলি আমার কাছে আছে---

(ক) ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট;
(খ) স্টক ও শেয়ার;
(গ) জীবন ও যৌতুক প্রদান বীমা পলিসি;
(ঘ) ঘরের সম্পত্তি ;
(ঙ) অন্যান্য সম্পত্তি;
(চ) অন্যান্য প্রতিভূতি;

(৯) নিম্নলিখিত দেনাগুলো আমাকে শোধ করার আছে।

(বিবরণ দেবেন)

(ক) ....(ঠিকানা)..... ....এর..........(নাম). ....এর কাছে (টাকার অঙ্ক) .... টাকা।

(খ) .... (ঠিকানা)..................এর ....(নাম)........ .এর কাছে (টাকার অঙ্ক)........টাকা (ইত্যাদি)

আমার সামনে শপথ নিয়েছে, ইত্যাদি]

নং—১৭ [No. 17]

জারিতে ক্রোক

[Attachment in Execution]

যেখানে সম্পত্তি এমন ঋণ রূপে আছে, যা বিনিময় সাধিত্র দ্বারা প্রতিভূত নয়; সেখানে প্রতিষেধাত্মক (প্রতিরোধাত্মক) আদেশ (আদেশ-২১, বিধি-৪৬)

[Prohibitory Order, where the Property Consists of Debts not Secured by Negotiable Instruments

(Order 21, Rule 46)]

শিরোনাম (Title)

প্রতি—

.........................ঐ ডিক্রি সন্তোষবিধানে ব্যর্থ হয়েছে, যা ১৯. .. .. এর............. নং মকদ্দমায়..................কে...............এর বিরুদ্ধে .... এবং .... এর পক্ষে......................টাকার জন্য প্রদত্ত হয়েছে, অতএব, আদেশ দেওয়া হচ্ছে যে, যতক্ষণ এই আদালতের পরবর্তী আদেশ না হচ্ছে, প্রতিবাদী আপনার কাছে সেই ঋণ, যার সম্পর্কে অভিযোগ করা হয়েছে যে, তা উক্ত প্রতিবাদীকে আপনার দ্বারা বর্তমানে শোধ্য, অর্থাৎ.... এর [illegible] প্রা[illegible] করা থেকে

নিষিদ্ধ ও সংযত হবে এবং করা হচ্ছে এবং যতক্ষণ আদালতের পরবর্তী আদেশ না হচ্ছে ততক্ষণ উক্ত ঋণ বা তার কোনো অংশ, কোনো ব্যক্তিকে, সে ব্যক্তি যে-ই হোক, অথবা এই আদালতে জমা করা থেকে অন্যথা, দেওয়া থেকে আপনি উক্ত............(নাম)..............নিষিদ্ধ ও সংযত থাকবেন এবং করা হচ্ছে।

এটি আজ....................তারিখে আমার স্বাক্ষর সহ্ এবং আদালতের মোহর লাগিয়ে প্রদত্ত হলো।

ন্যায়াধীশ

নং—১৮ [No. 18]

জারিতে ক্রোক

[Attachment in Execution]

কোনো সম্পত্তি যেখানে কোনো নিগমের মূলধনের মধ্যে হিসেবে নিহিত সেখানে প্রতিষেধাত্মক (বা প্রতিরোধাত্মক) আদেশ

(আদেশ-২১, বিধি-৪৬)

[Prohibitory Order, where the Property Consists of Shares in the Capital of a Corporation

(Order 21, Rule 46)]

শিরোনাম (Title)

প্রতি—

প্রতিবাদী........................ এবং................................ নিগমের সচিব ....।

.... ঐ ডিক্রির সন্তোষ বিধানে ব্যর্থ হয়েছে, যা ১৯........... এ .... নং মকদ্দমায় .... কে .... এর বিরুদ্ধে এবং .... এর পক্ষে.................. টাকার জন্য প্রদত্ত হয়েছিল; সুতরাং এতদ্বারা আদেশ দেওয়া হচ্ছে যে, যতক্ষণ এই আদালতের পরবর্তী কোনো আদেশ না হচ্ছে আপনাকে, প্রতিবাদী, উক্ত নিগমে অর্থাৎ.................. তে .... অংশের স্থানান্তরণ করাতে বা তার ওপর কোনো লাভ্যাংশের আদায় নিতে নিষিদ্ধ ও সংযত করা হচ্ছে এবং আপনি .... , উক্ত নিগমের সচিব, এ ধরনের কোনো স্থানান্তরণের অনুমতি দেওয়া বা এমন কোনো আদায় দিতে প্রতিষিদ্ধ ও সংযত থাকবেন।

এটি আজ .... তারিখে আমার স্বাক্ষর সহ্ এবং আদালতের মোহর লাগিয়ে প্রদত্ত হলো।

ন্যায়াধীশ

নং—১৯ [No. 19]

সরকারি আধিকারিক বা রেল কোম্পানি বা স্থানীয় প্রাধিকরণের কর্মচারির বেতন ক্রোক করার (আদেশ-২১, বিধি-৪৮)

[Order to Attach Salary of Public Officer or Servant of Railway Company or Local Authority

(Order 21, Rule 48)]

শিরোনাম (Title)

প্রতি—

........................., উক্ত মামলাতে নির্ণীত-ঋণী (নির্ণীত-ঋণীর পদের বর্ণনা দেবেন), যে তার বেতন (বা ভাতা) আপনার কাছে পাচ্ছে; এবং উক্ত মামলাতে ডিক্রিধারী..................., ডিক্রির অধীন শোধ্য................পর্যন্ত উক্ত.....এর বেতনের (বা ভাতা) ক্রোক করার জন্য এই আদালতে আবেদন করেছে, অতএব আপনার কাছে অভিপ্রায় করা হচ্ছে যে, আপনি.............টাকা............উক্ত.....এর বেতন থেকে, ...এর মাসিক কিস্তিতে প্রতিরোধ করবেন এবং ঐ টাকা (বা মাসিক কিস্তি) এই আদালতে পাঠাবেন।

এটি আজ................তারিখে আমার স্বাক্ষর সহ এবং আদালতের মোহর লাগিয়ে প্রদত্ত হলো।

ন্যায়াধীশ

নং—২০ [No. 20]

বিনিময় সাধিত্রের ক্রোকের জন্য আদেশ (আদেশ-২১, বিধি-৫১)

[Order of Attachment of Negotiable Instrument

(Order 21, Rule 51)]

শিরোনাম (Title)

প্রতি—

আদালতের বেলিফ (সাধ্যপাল)

......................তারিখে .... এর ক্রোকের জন্য আদেশ এই আদালত কর্তৃক প্রদত্ত হয়েছে, অতএব আপনাকে এই মর্মে নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে যে, আপনি উক্ত....................বাজেয়াপ্ত করবেন এবং এই আদালতে নিয়ে আসবেন।

এটি আজ .... তারিখ আমার স্বাক্ষর সহ এবং আদালতের মোহর লাগিয়ে প্রদত্ত হলো।

ন্যায়াধীশ

নং—২১ [No. 21]

ক্রোক

[Attachment]

যেখানে সম্পত্তি, আদালত বা সরকারি আধিকারিকের হেপাজতে অর্থ বা কোনো প্রতিভূতি হিসেবে আছে সেখানে নিষেধাত্মক আদেশ (আদেশ-২১, বিধি-৫২)

[Prohibitory Order, where the Property Consists of Money or of any Security in the Custody of a Court of Justice or Public Officer (Order 21, Rule 52)]

শিরোনাম (Title)

প্রতি—

মহাশয়,

বাদী এমন কিছু অর্থ ক্রোক করার জন্য দেওয়ানী প্রক্রিয়া সংহিতা, ১৯০৮-এর আদেশ-২১-এর বিধি-৫২-এর অধীন আবেদন করেছে, যে অর্থ এ সময়ে আপনার কাছে গচ্ছিত আছে (এখানে উল্লেখ করুন যে, কেন অনুমান করা হচ্ছে যে, অর্থ উল্লিখিত ব্যক্তির কাছে জমা আছে, কোন্ হিসেবে জমা আছে, ইত্যাদি); অতএব আমি আপনার কাছে অনুরোধ করছি যে, আপনি এই আদালতের পরবর্তী আদেশ সাপেক্ষে উক্ত অর্থ আপনার কাছে ধরে রাখুন।

তারিখ......................................

ভবদীয়

ন্যায়াধীশ

নং—২২ [No. 22]

ডিক্রির ক্রোকের ব্যাপারে সেই আদালতে বিজ্ঞপ্তি যে আদালত ডিক্রি প্রদান করেছে (আদেশ-২১, বিধি-৫৩)

[Notice of Attachment of a Decree to the Court which passed it (Order 21, Rule 53)]

শিরোনাম (Title)

প্রতি—

ন্যায়াধীশ, ...আদালত,

মহাশয়,

এতদ্বারা আপনাকে সম্মানপূর্বক জানাচ্ছি যে, ১৯......... এর......... নং মকদ্দমায় .... তারিখে .... দ্বারা আপনার আদালতে প্রাপ্ত ঐ ডিক্রি, যাতে সে... .... ছিল এবং .... ছিল, উপরে নির্দিষ্ট মকদ্দমায়........... এর

আবেদন ক্রমে এই আদালত দ্বারা ক্রোক করা হয়েছে। অতএব আপনার কাছে বিনীত অনুরোধ, যতক্ষণ আপনাকে এই আদালত থেকে এমন জ্ঞাপন প্রাপ্ত না হয় যে, এই বিজ্ঞপ্তি রদ করে দেওয়া হয়েছে বা যতক্ষণ ঐ ডিক্রির, যার জারি এখন বাঞ্ছা করা হয়েছে, ধারক দ্বারা বা নির্ণীত-ঋণী দ্বারা উক্ত ডিক্রির জারির জন্য আবেদন না করা হয়, আপনার আদালতের উক্ত ডিক্রির জারি স্থগিত রাখুন।

তারিখ......................................

ভবদীয়
ন্যায়াধীশ

নং—২৩ [No. 23]

ডিক্রিধারীকে ডিক্রির ক্রোকের বিজ্ঞপ্তি (আদেশ-২১, বিধি-৫৩)

[Notice of Attachment of a Decree to the Holder of the Decree (Order 21, Rule 53)]

শিরোনাম (Title)

প্রতি—

উক্ত মকদ্দমায় ডিক্রিধারী দ্বারা এই আদালতে সেই ডিক্রি ক্রোক করার জন্য আবেদন করা হয়েছে, যা আপনি ১৯....... এর .... নং মকদ্দমায় .... এর আদালতে .... তারিখে প্রাপ্ত করেছেন এবং যাতে......... ছিল এবং .... ছিল; অতএব এতদ্বারা আদেশ দেওয়া হচ্ছে যে, যতক্ষণ এই আদালতের পরবর্তী আদেশ না হচ্ছে, তা কোনো ভাবে স্থানান্তরিত বা সমর্পিত করা থেকে আপনি উক্ত............. নিষিদ্ধকৃত ও সংযত থাকবেন।

এটি আজ........... তারিখ আমার স্বাক্ষর সহ এবং আদালতের মোহর লাগিয়ে প্রদত্ত হলো।

ন্যায়াধীশ

নং—২৪ [No. 24]

জারিতে ক্রোক

[Attachment in Execution]

সম্পত্তি যেখানে স্থাবর সেখানে নিষেধাত্মক আদেশ (আদেশ-২১, বিধি-৫৪)

[Prohibitory Order where the Property Consists of Immovable Property (Order 21, Rule 54)]

শিরোনাম (Title)

· প্রতি—

....প্রতিবাদী

১৯......... .. এর........... নং মকদ্দমাতে............. তারিখে............ এর পক্ষে .... টাকার জন্য আপনার বিরুদ্ধে যে ডিক্রি দেওয়া হয়েছিল আপনি তার

সন্তোষ বিধান (অর্থাৎ পরিতুষ্টি) করতে ব্যর্থ হয়েছেন, সুতরাং এতদ্বারা আপনাকে আদেশ দেওয়া হচ্ছে যে, যতক্ষণ এই আদালতের পরবর্তী কোনো আদেশ না হচ্ছে, এর সঙ্গে সংলগ্ন অনুসূচিতে নির্দিষ্ট সম্পত্তি বিক্রয় বা দান বা অন্য কোনো ভাবে স্থানান্তর বা ভারার্পণ করা থেকে আপনাকে উক্ত............. নিষেধ করা হচ্ছে এবং সংযত করা হচ্ছে এবং সমস্ত ব্যক্তিকে ক্রয়, দান বা অন্যভাবে ঐ সম্পত্তি গ্রহণ করার ব্যাপারে নিষিদ্ধ ও সংযত করা হচ্ছে।

আরও আদেশ দেওয়া হচ্ছে যে, আপনি বিক্রয় সংক্রান্ত ঘোষণার শর্তসমূহ ঠিক করার জন্য নির্ধারিত তারিখের বিজ্ঞপ্তি গ্রহণ করবার জন্য......... তারিখে আদালতে হাজির থাকবেন।

এটি আজ.................তারিখে আমার স্বাক্ষর সহ এবং আদালতের মোহর লাগিয়ে প্রদত্ত হলো।

অনুসূচি (Schedule)

ন্যায়াধীশ

নং—২৫ [No. 25]

যে সমস্ত ধন-সম্পত্তি কোনো তৃতীয় ব্যক্তির হাতে আছে তা বাদী ইত্যাদিকে প্রদানের জন্য আদেশ (আদেশ-২১, বিধি-৫৬)

[Order for Payment to the Plaintiff, etc. of Money, etc. in the Hands of a Third Party (Order 21, Rule 56)]

শিরোনাম (Title)

প্রতি—

নিম্নলিখিত সম্পত্তি অর্থাৎ সেই ডিক্রির জারিতে ক্রোক করা হয়েছে, যা ১৯................. এর .... নং মকদ্দমাতে .... তারিখে.......... এর পক্ষে......... টাকার জন্য প্রদান করা হয়েছিল; অতএব এতদ্বারা আদেশ দেওয়া হচ্ছে যে, আপনি উক্ত.............. এভাবে ক্রোক করা সম্পত্তি যা .... টাকার মুদ্রা এবং.............. কারেন্সি নোট মিলিয়ে হচ্ছে অথবা উক্ত ডিক্রির সন্তোষ বিধানের জন্য তার যথেষ্ট অংশ .... কে দেবেন।

এটি আজ .... তারিখে আমার স্বাক্ষর সহ এবং আদালতের মোহর লাগিয়ে প্রদত্ত হলো।

ন্যায়াধীশ

নং—২৬ [No. 26]

ক্রোককারী উত্তমর্ণকে বিজ্ঞপ্তি (আদেশ-২১, বিধি-৫৮)

[Notice to Attaching Creditor (Order 21, Rule 58)]

শিরোনাম (Title)

প্রতি—

……………….., …………………… ১৯…………….. এর…………….. নং মকদ্দমার ডিক্রির জারিতে আপনার ইচ্ছায়…………….. এর ক্রোক তুলে নেওয়ার জন্য এই আদালতের কাছে আবেদন করেছে অতএব আপনাকে জানানো হচ্ছে যে, হয় আপনি ব্যক্তিগতভাবে অথবা যথাযথ নির্দেশ প্রাপ্ত আদালতের প্লিডার দ্বারা ক্রোককারী উত্তমর্ণ হিসেবে তার দাবির সমর্থনের জন্য ………. তারিখে এই আদালতের সম্মুখে হাজির হবেন।

এটি আজ…………………তারিখে আমার স্বাক্ষরসহ এবং আদালতের মোহর লাগিয়ে প্রদত্ত হলো।

ন্যায়াধীশ

নং—২৭ [No. 27]

অর্থের ডিক্রির জারিতে সম্পত্তি ক্রোকের পরওয়ানা (আদেশ-২১, বিধি-৬৬)

[Warrant of Sale of Property in Execution of a Decree for Money (Order 21, Rule 66)]

শিরোনাম (Title)

প্রতি—

আদালতের বেলিফ (সাধ্যপাল)

এতদ্বারা আপনাকে আদেশ দেওয়া হচ্ছে যে, আপনি ১৯……… এর …….. নং মকদ্দমাত্রে ……….. এই পক্ষের ডিক্রির জারিতে…………….. তারিখে এই আদালতের পরওয়ানার অধীন ক্রোক করা……………….. সম্পত্তির বা উক্ত সম্পত্তির ততটা অংশের বিক্রয়, যতটা অংশ থেকে…………. টাকার আদায় হয়ে যায়, যে টাকা উক্ত ডিক্রিতে খরচের এখনও পর্যন্ত অপরিতুষ্ট অবশিষ্ট টাকা আছে,…………….দিনের পূর্ব বিজ্ঞপ্তি এই আদালত ভবনে লটকে বা এঁটে দিয়ে এবং যথাযথ ঘোষণার পর নিলামের মাধ্যমে করবেন।

আপনাকে আরও আদেশ দেওয়া হচ্ছে যে, আপনি সেই পদ্ধতি, যে পদ্ধতিতে এই পরওয়ানা জারি করা হয়েছে অথবা সেই কারণ, যে কারণে ’টি জারি করা সম্ভব হয়নি। প্রমাণিত এমন পৃষ্ঠাঙ্কনসহ এই পরওয়ানার …….. তারিখে বা তার আগে ফেরত দেবেন।

এটি আজ............ তারিখে আমার স্বাক্ষর সহ এবং আদালতের মোহর সহ প্রদত্ত হলো।

ন্যায়াধীশ

নং—২৮ [No. 28]

বিক্রয় উদ্‌ঘোষণা নিশ্চিত করার জন্য ধার্যকৃত দিনের বিজ্ঞপ্তি (আদেশ-২১, বিধি-৬৬)

[Notice of the Day Fixed for Setting a Sale Proclamation (Order 21, Rule 66)]

শিরোনাম (Title)

প্রতি—

...........................নির্ণীত-ঋণী

উক্ত মকদ্দমায় .... ডিক্রিধারী.............. এর বিক্রয়ের জন্য আবেদন করেছে, অতএব আপনাকে জানানো হচ্ছে যে, ... তারিখে বিক্রয়ের উদ্‌ঘোষণার শর্তাদি ঠিক করার জন্য ধার্য করা হয়েছে।

এটি আজ .... তারিখে আমার স্বাক্ষর ও আদালতের মোহর সহ প্রদত্ত হলো।

ন্যায়াধীশ

নং—২৯ [No. 29]

বিক্রয়ের উদ্‌ঘোষণা (আদেশ-২১, বিধি-৬৬)

[Proclamation of Sale (Order 21, Rule 66)]

শিরোনাম (Title)

(১)........... এর.................. দ্বারা সুনিশ্চিত করা ১৯.......... এর ...... নং মকদ্দমা, যাতে .... বাদী ছিল এবং......................প্রতিবাদী ছিল—

এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হচ্ছে যে, এই আদালত সংলগ্ন তালিকায় বর্ণিত ক্রোককৃত সম্পত্তির পাশে উল্লিখিত মকদ্দমায় (১) ডিক্রিধারীর দাবির, যা খরচ ও বিক্রয়ের তারিখ পর্যন্ত সুদ সহ........... টাকা হয়, পরিতুষ্টির উদ্দেশ্যে বিক্রয় করার জন্য দেওয়ানী প্রক্রিয়া সংহিতা, ১৯০৮ এবং আদেশ-২১-এর বিধি-৬৪-র অধীন আদেশ দেওয়া হয়েছে।

বিক্রয় প্রকাশ্য নিলামের মাধ্যমে করা হবে এবং ঐ সম্পত্তি তালিকায় নির্দিষ্ট লটে বিক্রয়ের জন্য রাখা হবে। বিক্রয় হবে উক্ত নির্ণীত-ঋণীর উক্ত সম্পত্তি যা নিম্নলিখিত তালিকাতে উল্লেখ করা হয়েছে এবং উক্ত সম্পত্তির সঙ্গে সংলগ্ন দায়িত্ব এবং দাবি, যতদূর তার নিবারণ করা সম্ভব হয়েছে, সেগুলো হলো প্রত্যেকটি লটের সামনে তালিকাতে যেমন নির্দিষ্ট করা আছে, তেমন।

যতক্ষণ মুলতবি করার আদেশ না দেওয়া হচ্ছে, এই বিক্রয়............... তারিখে............ বেলা.......... টার সময়ে.......... এ শুরু হতে যাওয়া মাসিক বিক্রয়ে.................. দ্বারা করা হবে। কিন্তু যদি উপরিল্লিখিত ঋণ এবং বিক্রয়ের খরচ কোনো লটের জন্য দামের ডাক শোধ হওয়ার আগে অর্পণ বা পরিশোধ করা হয় তাহলে বিক্রয় বন্ধ করে দেওয়া হবে।

বিক্রয়ের ক্ষেত্রে জনসাধারণকে হয় ব্যক্তিগত ভাবে অথবা যথাযথ (সমান) ভাবে প্রাধিকৃত প্রতিনিধি দ্বারা ডাক দেওয়ার জন্য (অর্থাৎ নিলামে দাম হাঁকার জন্য) আমন্ত্রণ করা হয়। কিন্তু উপরিল্লিখিত উত্তমর্ণদের দ্বারা বা তাদের জন্য হাঁকা কোনো ডাক স্বীকার করা হবে না এবং আদালত কর্তৃক পূর্বাহ্নে দেওয়া ব্যক্ত অনুমতি ব্যতিরেকে তাদেরকে যে বিক্রয় করা হয়েছে তা আইনগ্রাহ্য হবে না। বিক্রয়ের অতিরিক্ত শর্তাদি হলো নিম্নলিখিত রূপ—

বিক্রয়ের শর্তসমূহ
(Conditions of Sale)

১. নিম্নলিখিত তালিকাতে নির্দিষ্ট বিবরণ আদালতের সর্বোত্তম জ্ঞাতানুসার লিখিত হয়েছে, কিন্তু উদ্‌ঘোষণার কোনো ভুল, অশুদ্ধ বিবৃতি বা লোপ-এর জন্য আদালত দায়ী হবে না।

২. ঐ টাকা, যতটা থেকে ডাক তোলা হবে বিক্রয়-পরিচালক (অর্থাৎ পরিচালনাকারী) আধিকারিক দ্বারা মীমাংসা করা হবে। যদি ডাকের টাকার ব্যাপারে বা যে ডাক দিয়েছে তার ব্যাপারে কোনো দ্বন্দ্ব উপস্থিত হয় তাহলে ঐ লটটিকে পুনরায় নিলামের জন্য তোলা হবে।

৩. যে কোনো লটের সর্বাপেক্ষা বেশি ডাক দেওয়া ব্যক্তিকে ঐ লটের ক্রেতা বলে ঘোষণা করা হবে, কিন্তু তা তখন, যখন সে নিলামে ডাক দেবার জন্য বৈধভাবে (বা আইনতঃ) যোগ্যতা সম্পন্ন আদালত সর্বাপেক্ষা বেশি দাম হাঁকাকে অস্বীকার করতে পারে যদি সেক্ষেত্রে দেখা যায় যে দাম হাঁকা হয়েছে (বা ডাক দেওয়া হয়েছে, সেই টাকার অঙ্ক সুস্পষ্টভাবে এতটাই যথেষ্ট নয় বলে প্রতীয়মান হচ্ছে যে তা অস্বীকার করা বাঞ্ছনীয় হয়ে পড়ে এবং এই স্বীকার বা অস্বীকার করার ব্যাপারটা হবে আদালত বা বিক্রয়কারী আধিকারিকের বিবেচনাধীন।

৪. বিক্রয়ানুষ্ঠান পরিচালনাকারী আধিকারিকের বিবেচনাধীনে এই বিষয়টি থাকবে যে, এমন কারণে নথিভুক্ত করা হবে, তিনি ঐ বিক্রয়ানুষ্ঠানটি আদেশ-২১ বিধি-৬৯-এর বিধানসমূহের অধীন স্থগিত করে দেবেন।

৫. অস্থাবর সম্পত্তির ক্ষেত্রে প্রত্যেকটি লটের মূল্য বিক্রয়ের সময় বা বিক্রয়কারী আধিকারিক পরে যত তাড়াতাড়ি নির্দিষ্ট করবেন সেই সময়ের মধ্যে দিতে হবে এবং টাকা দিতে ব্যর্থ (বা অসফল) হলে ঐ বিক্রীত সম্পত্তি আবার নতুন করে নিলামে তোলা হবে আর তা আবার বিক্রয় করা হবে।

৬. স্থাবর সম্পত্তির ক্ষেত্রে, সেই ব্যক্তি, যাকে ক্রেতা ঘোষিত করা হয়েছে, ঐ ঘোষণার পর অবিলম্বে তার ক্রয়মূল্যের টাকার পঁচিশ শতাংশ টাকা বিক্রয়ানুষ্ঠান পরিচালনাকারী আধিকারিদের কাছে জমা দেবে এবং ঐ জমা দিতে ব্যত্যয় করলে ঐ বিক্রীত সম্পত্তি আবার নতুন করে নিলামে তোলা হবে এবং তা পুনরায় বিক্রি করা হবে।

৭. ক্রেতা কর্তৃক ক্রয়মূল্যের পুরো টাকা সম্পত্তির ক্রয়ের দিন বাদ দিয়ে সম্পত্তি বিক্রয়ের পর পনেরতম দিনে বা যদি পনেরতম দিনটি (অর্থাৎ পঞ্চদশ দিনটি) রবিবার হয় বা অন্য কোনো ছুটির দিন হয় তাহলে পনের দিনের পর অফিস খোলার প্রথম দিন আদালত বন্ধ হয়ে যাওয়ার আগে পরিশোধ করতে হবে।

৮. ক্রয়মূল্যের অবশিষ্ট টাকা অনুমোদিত সময়ের মধ্যে পরিশোধ করতে অসমর্থ হলে সম্পত্তিটি, বিক্রয়ের জন্য নতুন বিজ্ঞপ্তি জারির পরে আবার বিক্রয় করে দেওয়া হবে। আদালত যদি সঙ্গত মনে করে তাহলে ঐ জমা, তার থেকে বিক্রয় বাবদ খরচ কেটে নিয়ে, সরকারের পক্ষে বাজেয়াপ্ত করে নেওয়া হবে এবং অসমর্থ (অর্থাৎ ব্যত্যয়কারী) ক্রেতার সম্পত্তির ওপর অথবা যে টাকার জন্য ঐ সম্পত্তি পরে বিক্রি করা হবে, সেই টাকার যে কোনো অংশের ওপর যাবতীয় দাবি বাজেয়াপ্ত হবে।

এটি আজ.................তারিখে আমার স্বাক্ষর সহ ও আদালতের মোহর যুক্ত হয়ে প্রদত্ত হলো।

ন্যায়াধীশ

সম্পত্তির তালিকা (বা তপসিল বা অনুসূচি)

১	২	৩	৪	৫	৬	৭
লটের নং	যে সম্পত্তি বিক্রয় করা হবে সেই সম্পত্তির বিবরণ এবং যেখানে একাধিক নির্ণীত-ঋণী আছে সেখানে তার সঙ্গে প্রত্যেক মালিকের নাম	যে সম্পত্তি বিক্রয় করা হচ্ছে, সেই সম্পত্তি সরকারকে রাজস্ব প্রদানকারী যদি ভূ-সম্পত্তির বা ভূ-সম্পত্তির অংশে স্বার্থ সংশ্লিষ্ট থাকে তাহলে ভূ-সম্পত্তি বা ভূ-সম্পত্তির অংশের ওপর নির্ধারিত রাজস্ব	যে সমস্ত ঋণ ভারের দায়িত্বের অধীন সম্পত্তি আছে তার বিবরণ	সম্পত্তির ব্যাপারে কৃত দাবি (যদি কিছু থাকে) এবং তার প্রকৃতি ও মূল্যের ওপর প্রভাব ফেলতে পারে এমন কোনো অন্যান্য জ্ঞাত বিশদ বিবরণ	ডিক্রিধারী কর্তৃক যথাবিবৃত সম্পত্তির মূল্য	নির্ণীত-ঋণী কর্তৃক যথাবিবৃত সম্পত্তির মূল্য

নং—৩০ [No. 30]

বিক্রয়ের উদ্‌ঘোষণার জারি করানোর জন্য নাজিরের ওপর আদেশ (আদেশ-২১, বিধি-৬৬)

[Order on the Nazir for Causing Service of Proclamation of Sale (Order 21, Rule 66)]

শিরোনাম (Title)

প্রতি—

আদালতের নাজির।

নির্ণীত-ঋণীর সেই সম্পত্তির বিক্রয়ের জন্য, যা এর সঙ্গে সংলগ্ন তালিকাতে নির্দিষ্ট করা আছে, আদেশ দেওয়া হয়েছে এবং উক্ত সম্পত্তি বিক্রয়ের জন্য তারিখ ধার্য হয়েছে...................; অতএব বিক্রয়ের উদ্‌ঘোষণার............ প্রতিলিপি এই পরওয়ানার সঙ্গে আপনার হাতে সপে দেওয়া হচ্ছে এবং আপনাকে আদেশ দেওয়া হচ্ছে যে, আপনি উক্ত তালিকায় উল্লিখিত সম্পত্তিগুলোর প্রত্যেকটার জন্য ঢোল পিটিয়ে এই উদ্‌ঘোষণা প্রচার করবেন, উক্ত উদ্‌ঘোষণার একটি করে কপি (বা প্রতিলিপি) উক্ত সম্পত্তিগুলোর প্রত্যেকটি সহজ দৃশ্য অংশে এবং তার পরে আদালত ভবনে এঁটে দিন এবং তারপর ঐ উদ্‌ঘোষণা যে তারিখে এবং যে পদ্ধতিতে প্রচার করা হয়েছিল তার উল্লেখবাহী একটি প্রতিবেদন এই আদালতে পাঠান।

তারিখ................................

অনুসূচি (Schedule)

ন্যায়াধীশ

নং—৩১ [No. 31]

ক্রেতার ব্যর্থতার কারণে সম্পত্তির পুনর্বিক্রয়ে দামের যে ঘাটতি হয়েছে, বিক্রয়কারী আধিকারিক দ্বারা তার প্রমাণ পত্র (আদেশ-২১, বিধি-৭১)

[Certificate by Officer Holding a Sale of the Deficiency of Price on a (Re-Sale of Property by Reason of the Purchaser's Default (Order 21, Rule 71)]

শিরোনাম (Title)

এতদ্দ্বারা প্রমাণিত করা হচ্ছে যে, উক্ত মকদ্দমার ডিক্রির জারিতে সম্পাদিত সম্পত্তির ঐ পুনর্বিক্রয়ে যা..................... ক্রেতার ব্যর্থ হওয়ার (বা ত্রুটির) কারণে করা হয়েছে, উক্ত সম্পত্তির মুল্যে................টাকার ঘাটতি হয়েছে এবং ঐ পুনর্বিক্রয়ের ব্যাপারে................টাকা খরচ হয়েছে আর এই টাকা সব মিলিয়ে হয় মোট..............টাকা, যা আদায় করতে হবে যে ব্যত্যয় করেছে (অর্থাৎ ত্রুটি করেছে, অর্থাৎ ব্যর্থ হয়েছে, অর্থাৎ অসমর্থ হয়েছে) তার কাছ থেকে।

তারিখ...................

বিক্রয় পরিচলানাকারী আধিকারিক

নং—৩২ [No. 32]

জারিতে বিক্রীত অস্থাবর সম্পত্তির ওপর দখলদার ব্যক্তিকে বিজ্ঞপ্তি (আদেশ-২১, বিধি-৭৯)

[Notice to Person in Possession of Movable Property Sold in Execution (Order 21, Rule 79)]

শিরোনাম (Title)

প্রতি—

.... উক্ত মকদ্দমার ডিক্রির জারিতে সম্পাদিত প্রকাশ্য বিক্রয়ে......................এর, যা এখন আপনার দখলে আছে, ক্রেতা হয়ে গেছে, অতএব উক্ত.....................ওপর দখল উক্ত........................... কে ছাড়া কোনো ব্যক্তিকে অর্পণ করাতে আপনাকে নিষেধ করা হচ্ছে।

এটি আজ.................. তারিখে আমার স্বাক্ষর সহ এবং আদালতের মোহর সহ প্রদত্ত হলো।

ন্যায়াধীশ

নং—৩৩ [No. 33]

জারিতে বিক্রীত ঋণের পরিশোধ ক্রেতা ছাড়া অন্য কোনো ব্যক্তিকে করার বিরুদ্ধে নিষেধাত্মক আদেশ (আদেশ-২১, বিধি-৭৯)

[Prohibitory Order Against Payment of Debts Sold in Execution to any other than the Purchaser

(Order 21, Rule 79)]

শিরোনাম (Title)

প্রতি :......................... এবং ....

.... উক্ত মকদ্দমার ডিক্রির জারিতে সম্পাদিত প্রকাশ্য বিক্রয়ে উক্ত ঋণের, যা আপনি/....................এর দ্বারা আপনি/................ কে পরিশোধ্য, ক্রেতা হয়ে গেছে, অতএব এতদ্বারা আদেশ দেওয়া হচ্ছে যে, আপনি স্থানান্তরণের জন্য অনুমতি দেওয়া থেকে বা পূর্বোক্ত ক্রেতা উক্ত.................. উক্ত ঋণ আদায় করা থেকে এবং আপনি .... উক্ত ঋণের পরিশোধ .... কে ছাড়া অন্য কাউকে করা থেকে বিরত থাকবেন (অর্থাৎ নিষিদ্ধ করা হচ্ছে)।

এটি আজ.............................তারিখে আমার স্বাক্ষর সহ এবং আদালতের মোহর সহ প্রদত্ত হলো।

ন্যায়াধীশ

নং—৩৪ [No. 34]

জারিতে বিক্রীত অংশ স্থানান্তরণের বিরুদ্ধে নিষেধাত্মক আদেশ (আদেশ-২১, বিধি-৭৯)

[Prohibitory Order Against the Transfer of Share Sold in Execution (Order 21, Rule 79)]

শিরোনাম (Title)

প্রতি ....

...............এবং .... নিগমের সচিব..................................

............উক্ত মকদ্দমায় ডিক্রির জারিতে সম্পাদিত প্রকাশ্য বিক্রয়ে উক্ত নিগমের কিছু অংশের অর্থাৎ .... এর, যা আপনি................ এর নামে উল্লিখিত আছে, ক্রেতা হয়ে গেছে; অতএব এতদ্বারা আদেশ দেওয়া হচ্ছে যে, আপনি ...... উক্ত অংশের, পূর্বোক্ত ক্রেতা উক্ত.................... কে ছাড়া অন্য কোনো ব্যক্তিকে স্থানান্তরিত করা থেকে অথবা তার থেকে কোনো লভ্যাংশ গ্রহণ করা থেকে এবং আপনি, উক্ত নিগমের সচিব............. এমন কোনো স্থানান্তরণের জন্য অনুমতি দেওয়া থেকে অথবা পূর্বোক্ত ক্রেতা উক্ত.................. কে ছাড়া কোনো ব্যক্তিকে পরিশোধ করা থেকে বিরত থাকবেন (অর্থাৎ নিষিদ্ধ করা হচ্ছে)।

এটি আজ.................. তারিখে আমার স্বাক্ষর সহ এবং আদালতের মোহর সহ প্রদত্ত হলো।

ন্যায়াধীশ

নং—৩৫ [No. 35]

সম্পত্তি বন্ধক রাখতে, পাট্টা দিতে বা তা বিক্রি করার জন্য নির্ণীত-ঋণীকে প্রাধিকৃত করার জন্য প্রমাণপত্র (আদেশ-২১, বিধি-৮৩)
[Certificate to Judgment-Debtor Authorising him to Mortgage Lease or Sale Property (Order 21, Rule 83)]

শিরোনাম (Title)

উক্ত মকদ্দমায় প্রদত্ত ডিক্রির জারিতে.....................নির্ণীত-ঋণীর নিম্নলিখিত সম্পত্তি বিক্রির জন্য..................তারিখে আদেশ দেওয়া হয়েছিল এবং আদালত উক্ত নির্ণীত-ঋণীর আবেদনক্রমে, উক্ত বিক্রয় স্থগিত করে দিয়েছে, যাতে সে উক্ত সম্পত্তি বা তার অংশের বন্ধক, পাট্টা বা ব্যক্তিগত বিক্রয় দ্বারা ডিক্রির টাকা পেতে পারে।

অতএব, এতদ্বারা প্রমাণিত করা হচ্ছে যে, আদালত এই প্রমাণ পত্রে তারিখ থেকে.....................এর মধ্যে প্রস্তাবিত বন্ধক, পাট্টা বা বিক্রয় করার জন্য নির্ণীত-ঋণীকে প্রাধিকৃত করে দিয়েছে, কিন্তু এমন বন্ধক, পাট্টা বা বিক্রয়ের অধীন পরিশোধ্য সমস্ত অর্থ এই আদালতে দেওয়া হবে, উক্ত নির্ণীত-ঋণীকে নয়:

সম্পত্তির বর্ণনা *(Description of Property)*

এটি আজ............................তারিখে আমার স্বাক্ষর সহ এবং আদালতের মোহর সহ প্রদত্ত হলো।

ন্যায়াধীশ

নং—৩৬ [No. 36]

বিক্রয় কেন বাতিল করা হবে না তার কারণ দর্শানোর বিজ্ঞপ্তি (আদেশ-২১, বিধি-৯০ ও ৯২)
[Notice to Show Cause why Sale Should not be set Aside (Order 21, Rules 90 & 92)]

শিরোনাম (Title)

প্রতি—

নিম্নলিখিত সম্পত্তির বিক্রয় উক্ত মকদ্দমাতে প্রদত্ত ডিক্রির জারিতে .... তারিখে করা হয়েছিল এবং ....ডিক্রিধারী (বা নির্ণীত-ঋণী) উক্ত সম্পত্তির বিক্রয়, বিক্রয়ের প্রকাশন বা পরিচালনে (নিম্নলিখিত গুরুত্বপূর্ণ অনিয়মিততার [বা

কপটতার] ভিত্তিতে বাতিল করার জন্য আদালতের কাছে আবেদন করেছে, অর্থাৎ......................।

অতএব, এতদ্বারা আপনাকে জানানো হচ্ছে যে, যদি আপনার কাছে এই মর্মে এমন কোনো কারণ দর্শাবার মতো থাকে, যাতে উক্ত আবেদন মঞ্জুর করা উচিত নয়, তাহলে আপনি আপনার সাক্ষ্য-প্রমাণসহ এই আদালতে...............তারিখে উপস্থিত হবেন যে দিন উক্ত আবেদন শোনা যাবে এবং নিশ্চিত করা হবে।

এটি আজ .... তারিখে আমার স্বাক্ষর সহ এবং আদালতের মোহর সহ প্রদত্ত হলো।

সম্পত্তির বর্ণনা (*Description of Property*)

ন্যায়াধীশ

নং—৩৭ [No. 37]

বিক্রয় কেন বাতিল করা যাবে না তার কারণ দর্শাবার বিজ্ঞপ্তি (আদেশ-২১, বিধি-৯১ ও ৯২)

[Notice to show cause why sale should not be set Aside (Order 21, Rules 91 & 92)]

শিরোনাম (Title)

প্রতি—

উক্ত মকদ্দমায় প্রদত্ত ডিক্রির জারিতে................. তারিখে বিক্রীত নিম্ন লিখিত সম্পত্তির ক্রেতা .... ঐ সম্পত্তির বিক্রয় এই ভিত্তিতে বাতিল করার জন্য এই আদালতের কাছে আবেদন করেছে যে, নির্ণীত-ঋণী............. এর তাতে কোনো বিক্রীত স্বার্থ সংশ্লিষ্ট নাই।

অতএব, এতদ্বারা আপনাকে জানানো হচ্ছে যে, যদি আপনার কাছে এই মর্মে কোনো এমন কারণ দর্শাবার থাকে যাতে উক্ত আবেদন মঞ্জুর করা উচিত নয়, তাহলে আপনি সাক্ষ্য-প্রমাণ সহ এই আদালতে.............তারিখে হাজির হবেন, যেদিন উক্ত আবেদন শোনা হবে এবং নিশ্চিত করা হবে।

এটি আজ .... তারিখে আমার স্বাক্ষর সহ এবং আদালতের মোহর সহ প্রদত্ত হলো।

সম্পত্তির বর্ণনা (*Description of Property*)

ন্যায়াধীশ

নং—৩৮ [No. 38]

জমি বিক্রয়ের প্রমাণপত্র (আদেশ—২১, বিধি—৯৪)

[**Certificate of Sale of Land** (Order 21, Rule 94)]

শিরোনাম (Title)

এতদ্বারা প্রমাণিত করা হচ্ছে যে, এই মকদ্দমার ডিক্রির জারিতে..........তারিখে প্রকাশ্য নিলাম দ্বারা সম্পাদিত......................এর বিক্রয় অনুষ্ঠানে................ ক্রেতা ঘোষণা করা হয়েছে এবং উক্ত বিক্রয় আদালত কর্তৃক যথাযথ ভাবে সুনিশ্চিত করা হয়েছে।

এটি আজ..............তারিখে আমার স্বাক্ষর সহ এবং আদালতের মোহর সহ প্রদত্ত হলো।

ন্যায়াধীশ

নং—৩৯ [No. 39]

জারিতে বিক্রীত জমি প্রমাণিত ক্রেতাকে অর্পণ করার জন্য আদেশ (আদেশ-২১, বিধি-৯৫)

[**Order for Delivery to Certified Purchaser of Land at a Sale on Execution** (Order 21, Rule 95)]

শিরোনাম (Title)

প্রতি—

আদালতের বেলিফ (সাধ্যপাল)

১৯..............এর....................নং মকদ্দমার ডিক্রি জারিতে সম্পাদিত বিক্রয় অনুষ্ঠানে............... ..এর প্রমাণিত ক্রেতা............হয়ে গেছে, অতএব আপনাকে এতদ্বারা আদেশ দেওয়া হচ্ছে যে, আপনি উক্ত............. কে, যে পূর্বোক্ত মতো প্রমাণিত, তার দখল দিন।

এটি আজ.........................তারিখে আমার স্বাক্ষর সহ এবং আদালতের মোহর লাগানোর পর প্রদত্ত হলো।

ন্যায়াধীশ

নং—৪০ [No. 40]

ডিক্রির জারিতে বিঘ্ন উপস্থিত করার অভিযোগে উপস্থিত হওয়ার এবং অভিযোগের জবাব দেওয়ার জন্য সমন (আদেশ–২১, বিধি–৯৭)

[Summons to Appear and Answer Charge of Obstructing Execution of Decree (Order 21, Rule 97)]

শিরোনাম (Title)

প্রতি—

উক্ত মামলার ডিক্রিধারী................, এই আদালতে অভিযোগ করেছে যে, আপনি দখলের জন্য জারির ভারপ্রাপ্ত আধিকারিককে প্রতিরোধ করেছেন (বা তাঁকে বাধা দিয়েছেন); অতএব, উক্ত অভিযোগের উত্তর দেওয়ার জন্য আপনাকে .... তারিখে বেলা.. ....টার সময় এই আদালতে হাজির হওয়ার জন্য সমন দেওয়া হচ্ছে।

এটি আজ.......................তারিখে আমার স্বাক্ষর সহ এবং আদালতের মোহর লাগানোর পর প্রদত্ত হলো।

ন্যায়াধীশ

নং—৪১ [No. 41]

সোপর্দের পরওয়ানা (আদেশ—১, বিধি-৯৮)

[Warrant of Committal (Order 21, Rule 98)]

শিরোনাম (Title)

প্রতি—

ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক.................................... জেল।

নিম্নলিখিত সম্পত্তির জন্য ডিক্রি এই মকদ্দমার বাদী .... এর পক্ষে করা হয়েছে, এবং আদালতে এর সন্তোষজনক সমাধান হয়ে গেছে যে, ... উক্ত .... কে সম্পত্তির ওপর দখল নেওয়া থেকে............ কোনো আইন সঙ্গত কারণ ব্যতিরেকে প্রতিরোধ (বা নিবারিত) করে এসেছে এবং এখনও করছে, এবং উক্ত.................., এই আদালতে এই মর্মে আবেদন করেছে যে, উক্ত.......... কে দেওয়ানী কারাগারে সোপর্দ করা হোক।

অতএব, এতদ্বারা আপনাকে নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে এবং আপনার কাছে অভিপ্রায় করা হচ্ছে যে, আপনি উক্ত........... কে দেওয়ানী কারাগারে নিয়ে যাবেন এবং জিম্মা নেবেন এবং তাকে সেখানে.................দিনের মেয়াদের জন্য হাজতে রাখবেন।

এটি আজ............তারিখে আমার স্বাক্ষর সহ এবং আদালতের মোহর লাগানোর পর প্রদত্ত হলো।

ন্যায়াধীশ

নং—৪২ [No. 42]

জমির প্রকাশ্য বিক্রয় আটকানোর জন্য কালেক্টরের প্রাধিকার (বা আইনসঙ্গত ক্ষমতা ধারা-৭২)

[Authority of the Collector to Stay Public Sale of Land (Section 72)]

শিরোনাম (Title)

প্রতি—

.... এর কালেক্টর শ্রী ....,

মহাশয়,

আপনার .... নং এবং................তারিখের চিঠির উত্তরে, যে চিঠিতে আপনি উল্লেখ করেছিলেন যে, এই মকদ্দমার ডিক্রির জারিতে................ আপনার জেলায় অবস্থিত ঐ জমির বিক্রয় আপত্তিজনক; আপনার অবগতির জন্য জানাচ্ছি যে, উক্ত ডিক্রির পরিতুষ্টির (বা সন্তোষ বিধান হেতু) যে পদ্ধতিতে ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য আপনি সুপারিশ করেছেন, সেই পদ্ধতিতে ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য আপনাকে প্রাধিকৃত করা হচ্ছে।

ভবদীয়
ন্যায়াধীশ

পরিশিষ্ট—চ
[Appendix–F]
অতিরিক্ত কার্যবাহ
(Supplemental Proceedings)
নং—১ [No. 1]
রায় ঘোষণার আগে গ্রেপ্তারির পরওয়ানা (আদেশ-৩৮, বিধি-১)
[Warrant of Arrest before Judgment (Order 38, Rule 1)]
শিরোনাম (Title)

প্রতি—

আদালতের বেলিফ (বা সাধ্যপাল)।

উক্ত মকদ্দমায় বাদী..................নিচের চিত্রে উল্লিখিত..........টাকার অঙ্ক দাবি করছে, এবং সে আদালতকে সন্তোষজনক ভাবে প্রমাণ করে দিয়েছে যে, এমনটা বিশ্বাস করার জন্য সম্ভাব্য কারণ রয়েছে যে,............ প্রতিবাদী.............,

	টাঃ	আঃ	পঃ
মূলধন	-	-	-
সুদ	-	-	-
খরচাদি	-	-	-
মোট	-	-	-

অতএব, আপনাকে আদেশ দেওয়া হচ্ছে যে, আপনি বাদীর দাবির সন্তুষ্টির জন্য যথেষ্ট অঙ্ক হিসেবে.............টাকা উক্ত...............দ্বারা বা তার পক্ষ থেকে আপনাকে অবিলম্বে দেওয়া না হলে আপনি উক্ত................ কে আপনার হেপাজতে নিয়ে নেবেন এবং তাকে আদালতের সামনে পেশ করবেন যাতে সে কারণ দর্শাতে পারে যে, সে ততক্ষণের জন্য, যতক্ষণ ঐ মকদ্দমা সম্পূর্ণভাবে বা চূড়ান্তভাবে নিষ্পত্তি না করা হচ্ছে এবং যতক্ষণ সেই ডিক্রির তুষ্টি বিধান না হয়ে যাচ্ছে, যা তার বিরুদ্ধে এই মকদ্দমায় প্রদত্ত হয়েছে, এই আদালতে ব্যক্তিগতভাবে তার হাজিরার জন্য................. টাকা প্রতিভূতি হিসেবে সে কেন দেবে না।

এটি আজ.....................তারিখে আমার স্বাক্ষর সহ এবং আদালতের মোহর লাগানোর পর প্রদত্ত হলো।

ন্যায়াধীশ

নং—২ [No. 2]

রায় ঘোষণার আগে গ্রেপ্তার করা প্রতিবাদীর হাজিরার জন্য প্রতিভূতি (আদেশ-৩৮, বিধি-২)

[Security for Appearance of a Defendant Arrested before Judgment (Order 38, Rule 2)]

শিরোনাম (Title)

উক্ত মকদ্দমায় বাদী.................... এর ইচ্ছায় প্রতিবাদী................ গ্রেপ্তার করা হয়েছে, এবং এই আদালতের সামনে আনা হয়েছে।

উক্ত প্রতিবাদী তার হাজিরার জন্য প্রতিভূতি কেন দেবে না তার কারণ দর্শাতে ব্যর্থ হওয়ার পর আদালত তাকে এই প্রতিভূতি জমা দেওয়ার জন্য আদেশ দিয়েছে;

অতএব, আমি .... স্বেচ্ছায় প্রতিভূ হয়েছি, এবং এতদ্বারা আমি এবং আমার উত্তরাধিকারী এবং নির্বাহক উক্ত আদালতে এই মর্মে অঙ্গীকারবদ্ধ হচ্ছি যে, উক্ত প্রতিবাদী মকদ্দমার বিচারাধীন কালে এবং এমন কোনো ডিক্রির পরিতুষ্টি হওয়া পর্যন্ত, যা উক্ত মকদ্দমায় তার বিরুদ্ধে প্রদত্ত হয়, যে কোনো সময়ে আহূত হলে উপস্থিত হব; এবং ঐ উপস্থিতি থেকে ব্যত্যয় করলে ঐ আদালতে, সেই আদালতের আদেশক্রমে এমন টাকা, যা উক্ত মকদ্দমায় উক্ত প্রতিবাদীর বিরুদ্ধে ন্যায় নির্ণীত করা হবে, দেওয়ার জন্য আমি নিজে এবং আমার উত্তরাধিকারীরা ও নির্বাহকরা অঙ্গীকারবদ্ধ হচ্ছি।

আমি আজ.......................... তারিখে..... .... তে স্বাক্ষর করলাম।

(স্বাক্ষর)

সাক্ষী—

১। ....

২। ....

নং—৩ [No. 3]

অব্যাহতির জন্য প্রতিভূর আবেদনক্রমে প্রতিবাদীকে হাজির হওয়ার জন্য সমন (আদেশ-৩৮, বিধি-৩)

[Summons to Defendant to Appear on Surety's Application for Discharge (Order 38, Rule 3)]

(শিরোনাম) [Title]

প্রতি —

....

.... , যে উক্ত মকদ্দমায় আপনার হাজিরার জন্য...........

তারিখে প্রতিভূ হয়েছিল, তার বাধ্য-বাধকতা থেকে অব্যাহতির জন্য এই আদালতের কাছে আবেদন করেছে;

অতএব, আপনাকে..................তারিখে বেলা .... টার সময়, যখন উক্ত আবেদন শোনা হবে এবং সুনিশ্চিত করা হবে, এই আদালতে ব্যক্তিগতভাবে হাজির হওয়ার জন্য সমন দেওয়া হচ্ছে।

এটি আজ..............তারিখে আমার স্বাক্ষর সহ এবং আদালতের মোহর লাগানোর পর প্রদত্ত হলো।

ন্যায়াধীশ

নং—৪ [No. 4]

সোপর্দের জন্য আদেশ (আদেশ-৩৮, বিধি-৪)

[Order for Committal (Order 38, Rule 4)]

(শিরোনাম) [Title]

প্রতি —

..............................।

এই মকদ্দমায় বাদী.........................., এই আদালতের কাছে আবেদন করেছে যে, প্রতিবাদী........................... কাছে, এই মকদ্দমায় তার বিরুদ্ধে যা কিছু রায় দেওয়া হবে তার সম্পর্কে দায়িত্ব পালন করার জন্য তার উপস্থিতি হেতু প্রতিভূতি নেওয়া হোক, আর আদালত প্রতিবাদীর কাছে অভিপ্রায় করেছে যে, সে ঐ প্রতিভূতি যেন দিয়ে দেয় অথবা প্রতিভূতির বদলে যেন যথেষ্ট গচ্ছিত রাখার প্রস্তাব দেয়, যা সে দিতে অসফল হয়েছে। অতএব, এতদ্বারা আদেশ দেওয়া হচ্ছে যে, উক্ত প্রতিবাদীকে......................।

এই ব্যাপারটার ফয়সালা হওয়া পর্যন্ত অথবা যদি তার বিরুদ্ধে রায় ঘোষণা হয় তাহলে ডিক্রির পরিতুষ্টি যতক্ষণ না হয়, ততক্ষণ পর্যন্ত হাজতে সোপর্দ করা হোক।

এটি আজ..............তারিখে আমার স্বাক্ষর সহ এবং আদালতের মোহর লাগানোর পর প্রদত্ত হলো।

ন্যায়াধীশ

নং—৫ [No. 5]

ডিক্রির পরিতুষ্টির জন্য প্রতিভূতি চাওয়ার আদেশ সহ রায় ঘোষণার আগে ক্রোক (আদেশ-৩৮, বিধি-৫)

[Attachment before Judgment, with Order to call for Security for Fulfilment of Decree (Order 38, Rule 5)]

শিরোনাম [Title]

প্রতি —

আদালতের বেলিফ।

............................, আদালতে সন্তোষজনক ভাবে প্রমাণ করে দিয়েছে যে, উক্ত মকদ্দমায় প্রতিবাদী..............................।

অতএব, আপনাকে আদেশ দেওয়া হচ্ছে যে, আপনি উক্ত প্রতিবাদী.............র কাছে এমন অভিপ্রায় করুন যে, হয়................, অথবা তার দাম অথবা সেই দামের এমন অংশ, ঐ ডিক্রির পরিতুষ্টির জন্য যথেষ্ট হয় যা তার বিরুদ্ধে প্রদত্ত হয় সেই সময়, যখন তার কাছে এমন করার অভিপ্রায় করা হয় এই আদালতে পেশ করার এবং আদালতের বিলিবন্দেজের অধীন রাখার জন্য............ টাকার প্রতিভূতি..............তারিখে অথবা তার আগে জমা দেয়; অথবা হাজির হয় এবং এমন প্রতিভূতি দেওয়া উচিত নয় কেন তার কারণ দর্শায়।

আপনাকে আরও আদেশ দেওয়া হচ্ছে যে, আপনি উক্ত................ ক্রোক করে নিন এবং যতক্ষণ আদালতের পরবর্তী কোনো আদেশ না হচ্ছে, তা আপনার নিরাপদ হেপাজতে রাখবেন এবং আপনাকে আরও আদেশ দেওয়া হচ্ছে, আপনি এই পরওয়ানাটি যে দিনে, যে পদ্ধতিতে জারি করা হয়েছে অথবা যে কারণে তা জারি করা সম্ভব হয় নি, তা প্রমাণিত করে এমন পৃষ্ঠাঙ্কন সহ..................তারিখে বা তার আগে ফেরত দেবেন।

এটি আজ...................... তারিখে আমার স্বাক্ষর সহ এবং আদালতের মোহর লাগানোর পর প্রদত্ত হলো।

ন্যায়াধীশ

নং—৬ [No. 6]

সম্পত্তি পেশ করার জন্য প্রতিভূতি (আদেশ-৩৮, বিধি-৫)

[Security for the Production of Property (Order 38, Rule 5)]

শিরোনাম (Title)

উক্ত মকদ্দমায় বাদী................এর ইচ্ছাতে এই আদালত প্রতিবাদী .... কে নির্দেশ দিয়েছে সে এর সাথে সংলগ্ন তালিকাতে উল্লিখিত সম্পত্তি আদালতের সম্মুখে পেশ করবে এবং আদালতের বিলিবন্দেজের অধীন রাখার জন্য .... টাকা প্রতিভূতি জমা দেবে;

অতএব আমি................. স্বেচ্ছায় প্রতিভূ হয়েছি এবং এর দ্বারা নিজেকে এবং আমার উত্তরাধিকারীদের এবং নির্বাহকদের উক্ত আদালতের কাছে আবদ্ধ করছি যে, উক্ত প্রতিবাদী উক্ত তালিকাতে উল্লিখিত সম্পত্তি বা তার মূল্য অথবা তার এমন অংশ, যা ডিক্রির সন্তুষ্টির জন্য যথেষ্ট হয়, সেই সময়ে যখন তার কাছে এমন করার অভিপ্রায় করা হবে, আদালতের সামনে পেশ করবে এবং আদালতের বিলিবন্দেজের অধীন রাখবে এবং প্রতিবাদী করতে ব্যর্থ হলে উক্ত আদালতে ঐ আদালতের আদেশক্রমে.............টাকার অনধিক টাকা বা উক্ত টাকার অনধিক এমন টাকা যা ঐ আদালত ন্যায় নির্ণীত করবে, দেওয়ার জন্য আমি নিজেকে এবং আমার উত্তরাধিকারীদের এবং নির্বাহকদের আবদ্ধ করছি।

অনুসূচি (Schedule)

আমি আজ...................তারিখে........................ তে স্বাক্ষর করলাম।

সাক্ষী — (স্বাক্ষর)

১। ....

২। ....

নং—৭ [No. 7]

রায়ের আগে প্রতিভূতি দিতে ব্যর্থ প্রমাণিত হওয়ার পর ক্রোক (আদেশ-৩৮, বিধি-৬)

[Attachment before Judgment, on Proof of Failure to Furnish Security (Order 38, Rule 6)]

শিরোনাম (Title)

প্রতি —

আদালতের বেলিফ (বা সাধ্যপাল)।

এই মকদ্দমায় বাদী.........................এই আদালতের কাছে আবেদন করেছে যে, সে প্রতিবাদী...........................এর কাছে অভিপ্রায় করে যে, প্রতিবাদী এমন কোনো ডিক্রির সন্তুষ্টির জন্য প্রতিভূতি দেবে যা এই মকদ্দমায় তার বিরুদ্ধে প্রদত্ত হবে এবং আদালত এমন প্রতিভূতি দেওয়ার জন্য উক্ত.............. এর কাছে অভিপ্রায় করেছে, যা দিতে সে ব্যর্থ হয়েছে।

অতএব, এতদ্বারা আপনাকে আদেশ দেওয়া হচ্ছে যে, আপনি উক্ত................ এর সম্পত্তি... .... ক্রোক করুন এবং যতক্ষণ আদালতের পরবর্তী কোনো আদেশ না হচ্ছে, তা নিরাপদ হেপাজতে রাখুন। আপনাকে আরও আদেশ দেওয়া হচ্ছে যে, আপনি এই পরওয়ানাটি যে দিনে, যে পদ্ধতিতে জারি করা হয়েছে অথবা যে কারণে উক্ত পরওয়ানাটি জারি করা সম্ভব হয় নি, তার প্রমাণ-বাহী পৃষ্ঠাঙ্কন সহ এই আদালতে............... তারিখে বা তার আগে ফেরত দেবেন।

এটি আজ......................তারিখে আমার স্বাক্ষর সহ এবং আদালতের মোহর লাগানোর পর প্রদত্ত হলো।

ন্যায়াধীশ

নং—৮ [No. 8]

সাময়িক (বা অস্থায়ী) আসেধাজ্ঞা (আদেশ-৩৯, বিধি-১)

[Temporary Injunctions (Order 39, Rule 1)]

শিরোনাম (Title)

বাদী ক খ-এর প্লিডার বা (কাউন্সেল)....................... দ্বারা এই আদালতের কাছে প্রস্তাব করার পর এবং উক্ত মকদ্দমার এই বিষয়ে (আর্জি) দাখিলকৃত আর্জি (অথবা এই মকদ্দমায়.................তারিখে দাখিল করা আর্জি বা উক্ত বাদীর........... তারিখে দাখিল করা লিখিত বিবৃতি) পড়ার পর এবং তার সমর্থনে .... এর এবং .... এর সাক্ষীর বক্তব্য শোনার পর (যদি বিজ্ঞপ্তির পর প্রতিবাদী হাজির না হয় তাহলে তাও উল্লেখ করুন এবং এই আবেদনের বিজ্ঞপ্তির জারি প্রতিবাদী গ

ঘ-এর ওপর হওয়ার ব্যাপারে.......... এর সাক্ষ্যও শোনার পর) এই আদালত আদেশ দিচ্ছে যে, বাদীর উক্ত মকদ্দমায় আর্জিতে বর্ণিত (বা বাদীর লিখিত বিবৃতি বা আর্জিতে এবং এই আবেদনের শুনানির পর সাক্ষ্যতে বর্ণিত) ৯নং অয়েলমাংগার্স স্ট্রীট, হিন্দুপুর, তালুক ....নং বাড়ি ভাঙা এবং বাড়ি ভাঙার পর তার মাল বেচা থেকে ততক্ষণের জন্য প্রতিবাদী গ ঘ কে এবং তার কর্মচারি বা প্রতিনিধি বা কর্মীদের নিবারিত করার জন্য আসেধাজ্ঞা, যতক্ষণ এই মকদ্দমার শুনানি না হয় বা যতক্ষণ আদালতের পরবর্তী কোনো আদেশ না হয় মঞ্জুর করা হোক।

তারিখ.........................

ন্যায়াধীশ

[যেখানে বচন-পত্র বা বিনিময়পত্রের অতিক্রমণ নিবারিত (বা সংযত) করার জন্য আসেধাজ্ঞা চাওয়া হয়েছে সেখানে আদেশের আদেশকৃত অংশের আকার হবে এইরকম]

বাদীর বাদপত্র (বা আর্জি)-তে এবং এই প্রস্তাবের শুনানিতে প্রদত্ত সাক্ষ্যতে বর্ণিত.................... এর অথবা কাছাকাছি তারিখে প্রশ্নাধীন বচন-পত্র (বা বিনিময় পত্র) নিজেদের বা নিজেদের মধ্যে কারোর হেপাজত থেকে আলাদা করা থেকে অথবা পৃষ্ঠাঙ্কিত করা থেকে বা সম্পত্তি হস্তান্তর করা থেকে বা অতিক্রমণ করা থেকে, যতক্ষণ এই মকদ্দমার শুনানি না হয় অথবা যতক্ষণ আদালত পরবর্তী কোনো আদেশ না দেয়, ততক্ষণ প্রতিবাদীরা........... এবং ...., ইত্যাদিকে নিবারিত (বা সংযত) করার জন্য .... ইত্যাদি।

গ্রন্থস্বত্ব মামলার ক্ষেত্রগুলোতে
[In Copyright cases]

.... নামক গ্রন্থ বা তার কোনো অংশ মুদ্রিত করতে, প্রকাশিত করতে, বা বিক্রয় করতে ততক্ষণ, যতক্ষণ..................প্রতিবাদী গ ঘ কে এবং তার কর্মচারি, প্রতিনিধি বা কর্মীদের নিবারিত করার জন্য...........ইত্যাদি।

যেখানে কোনো গ্রন্থের অংশমাত্রের বিষয়ে নিবারণ থাকে
[Where part only of a book is to be restrained]

বাদপত্রে (বা আর্জি এবং সাক্ষ্য ইত্যাদিতে যে গ্রন্থের ব্যাপারে উল্লেখ করা হয়েছে যে, তা প্রতিবাদী দ্বারা প্রকাশিত করা হয়েছে, সেই গ্রন্থের অতঃপর নির্দিষ্ট এমন অংশ অর্থাৎ উক্ত গ্রন্থের সেই অংশ যার শিরোনাম হলো এবং সেই অংশও যার শিরোনাম হলো .... (অথবা যে............ পৃষ্ঠা থেকে..............পৃষ্ঠার মধ্যে, যার মধ্যে সেই দুটো পৃষ্ঠাও অন্তর্ভুক্ত আছে) মুদ্রিত করতে, প্রকাশ করতে, বেচতে অথবা অন্য ভাবে বিলিবন্দেজ করা থেকে ততক্ষণের জন্য, যতক্ষণ........... ইত্যাদি, প্রতিবাদী গ ঘ কে এবং তার কর্মচারি, প্রতিনিধি বা কর্মীদের নির্বারিত (সংযত) করার জন্য........... ইত্যাদি।

পেটেন্টের ক্ষেত্রে
[In Patent Cases]

বাদীর বাদপত্র (বা আর্জি, ইত্যাদি বা লিখিত বিবৃতি ইত্যাদি)-তে উল্লিখিত এবং বাদীদের বা তাদের মধ্যে কারোর আবিষ্কারের পাতির ওপর কোনো ছিদ্রযুক্ত ইট (বা যেখানে যেমন) বাদীর বাদপত্র (বা যেখানে যেমন)-তে উল্লিখিত পেটেন্টের ক্রমিক অবধির অবশিষ্ট সময়েব মধ্যে তৈরি করতে বা বেচতে এবং আবিষ্কারের অথবা তার কোনোটির কূটকরণ, নকল বা সদৃশ করা থেকে বা তার মধ্যে কোনো কিছুর অভাব ঘটাতে ততক্ষণের জন্য, যতক্ষণ শুনানি না হচ্ছে, ইত্যাদি প্রতিবাদী গ ঘ ও তার প্রতিনিধি, কর্মচারি কর্মীদের নিবারিত (সংযত) করার জন্য, ইত্যাদি।

ব্যবসায়িক-চিহ্নের ক্ষেত্রে
[In Case of Trade Marks]

কোনো সংরচনা (বা গঠন) বা কালি (অথবা যথাস্থিতি) এমন শিশিতে যাতে বাদীর বাদপত্র (বা আর্জি ইত্যাদি)-তে উল্লিখিত মতো লেবেল বা এমন অন্য লেবেল লাগানো রয়েছে, যা মিল খায় এমন নকলের জন্য বা অন্যভাবে ঐ রকম করে তৈরি হয়েছে অথবা এমন ব্যঞ্জনাপূর্ণ যে সেগুলো থেকে এমন ব্যপদিষ্ট হচ্ছে যে প্রতিবাদী দ্বারা বেচতে যাওয়া সংরচনা বা কালি সেই একই সংরচনা ও কালি (বা যথাস্থিতি) যার সম্পর্কে উল্লিখিত আছে বা উদ্দিষ্ট যে সেই বাদী ক খ দ্বারা নির্মিত কালি, বেচা থেকে বা বেচার জন্য দর্শিত করা থেকে বা বেচার জন্য সংগ্রহ করা থেকে এবং এমন ব্যবসায়-কার্ডের ব্যবহার করা থেকে, যা এভাবে করা হয়েছে অথবা এমন অভিব্যঞ্জনাপূর্ণ যে, সেগুলো থেকে ব্যপদিষ্ট হচ্ছে যে, প্রতিবাদী দ্বারা বেচতে যাওয়া বা বেচার জন্য প্রস্তাবিত কোনো সংরচনা বা কালি সেই একই সংরচনা ও কালি যা বাদী ক খ দ্বারা নির্মিত করেছে বা বিক্রি হয় ততক্ষণের জন্য, যতক্ষণ .... ইত্যাদি, প্রতিবাদী গ ঘ কে, তার কর্মচারি, বা প্রতিনিধি বা কর্মীদের নিবারিত (বা সংযত) করার জন্য .... ইত্যাদি।

ব্যবসাতে কোনো রকম হস্তক্ষেপ করা থেকে অংশীদারকে নিবারিত করার জন্য
[To restrain a partner from in any way interfering in the business]

খ এবং ঘ-এর অংশীদারী ফার্মের নামে কোনো এমন চুক্তি করা থেকে এবং কোনো বিনিময়পত্র, বচনপত্র বা লিখিত প্রতিভূতি গ্রহণ করতে, লিখতে, পৃষ্ঠাঙ্কিত করতে বা অতিক্রম করতে এবং উক্ত খ এবং ঘ-এর অংশীদারী ফার্মের নামে বা প্রত্যয়ের ওপর এমন কোনো ঋণ গ্রহণ করা থেকে, কোনো মাল কিনতে বা বিক্রি করা থেকে এবং কোনো মৌখিক বা লিখিত অঙ্গীকার, চুক্তি বা অঙ্গীকারবদ্ধ করা থেকে এবং কোনো এমন কাজ করা থেকে বা করানো থেকে, যাতে উক্ত অংশীদারী

পরিশিষ্ট—ছ
[Appendix-G]
আপিল, উল্লেখ ও পুনরীক্ষণ
[Appeal, Reference and Review]

নং—১ [No. 1]
আপিলের স্মারকলিপি (আদেশ-৪১, বিধি-১)
[Memorandum of Appeal (Order 41, Rule 1)]

শিরোনাম (Title)

উক্ত.......................... এর .... নং মকদ্দমাতে........... তারিখের .... এর ডিক্রির আপিল .... এর .... আদালতে করে এবং যে ডিক্রির জন্য আপিল করা হচ্ছে তার বিরুদ্ধে আপত্তির নিম্নলিখিত কারণ ব্যক্ত করছে; যেমন—

নং—২ [No. 2]
ডিক্রির জারি রদ করার আদেশ দেওয়া হলে প্রদেয় প্রতিভূতি বণ্ড (আদেশ-৪১, বিধি-৫)
[Security Bond to be Given Being Made to Stay Execution of Decree (Order 41, Rule 5)]

শিরোনাম (Title)

প্রতি—

....

ডিক্রির জারি রদ করা হলে....................... দ্বারা জারিকৃত এই প্রতিভূতি বণ্ড নিম্নলিখিতের সাক্ষ্য—

.... দ্বারা, যে .... নং মকদ্দমাতে বাদী, প্রতিবাদী .... ওপর এই আদালতে মামলা চালিয়ে গেলে এবং .... তারিখে বাদীর পক্ষে ডিক্রি প্রদত্ত হলে এবং উক্ত ডিক্রির আপিল................ আদালতে প্রতিবাদী দ্বারা করার পর ঐ আপিল এখনও পর্যন্ত বিচারাধীন আছে।

এখন বাদী ডিক্রিধারী ডিক্রির নির্বাহের জন্য আবেদন করেছে, আর প্রতিবাদী নির্বাহ রদ (বা স্থগিত) করার অনুরোধ করে আবেদন করেছে এবং তার প্রতিভূতি দেওয়ার জন্য অভিপ্রায় করা হয়েছে। সেই মতো আমি আমার নিজের ইচ্ছায়........... টাকার প্রতিভূতি দিচ্ছি এবং তার জন্য এর সঙ্গে সংলগ্ন তালিকাতে নির্দিষ্ট সম্পত্তি

বন্ধক দিচ্ছি এবং অঙ্গীকার করছি যে, যদি আপিল আদালত দ্বারা প্রথম আদালতের ডিক্রির পরিতুষ্টি করে দেওয়া হয় বা তাতে রদ-বদল করা হয় তাহলে উক্ত প্রতিবাদী আপিল আদালতের ডিক্রি অনুসারে যথাযথভাবে কাজ করবে, আর যা কিছু তার অধীনে তার দ্বারা প্রদেয় হবে সে তা শোধ করবে এবং যদি সে এমনটা করতে ব্যর্থ হয় তাহলে ঐ পরিশোধের যে কোনো অঙ্কের টাকা এতদ্বারা বন্ধককৃত সম্পত্তি থেকে আদায় করে নেওয়া হবে এবং যদি উক্ত সম্পত্তির বিক্রয় থেকে লব্ধ অর্থের পরিমাণ শোধ্য টাকার পক্ষে যথেষ্ট না হয় তাহলে আমি ও আমার বৈধ প্রতিনিধি অবশিষ্ট টাকা দেওয়ার জন্য ব্যক্তিগত ভাবে দায়ী থাকব। এর ফলস্বরূপ, আমি এই প্রতিভূতি-বণ্ড আজ........... তারিখে জারি (সম্পাদন) করলাম।

অনুসূচি (Schedule)

(স্বাক্ষর)

সাক্ষী—

১। ....

২। ....

নং—৩ [No. 3]

আপিল বিচারাধীন থাকাকালে প্রদেয় প্রতিভূতি-বণ্ড

(আদেশ-৪১, বিধি-৬)

[Security Bond to be given during the Pendency of Appeal (Order 41, Rule 6)]

শিরোনাম (Title)

প্রতি—

....

ডিক্রির জারি রদ করার পর.................................... দ্বারা নির্বাহিত এই প্রতিভূতি-বণ্ড নিম্নলিখিতের সাক্ষ্য—

...........................দ্বারা বা ১৯ .... এর ....নং মকদ্দমায় বাদী, প্রতিবাদী........... ওপর এই আদালতে মকদ্দমা চালিয়ে গেলে এবং .... তারিখে বাদীর পক্ষে ডিক্রি প্রদান করা হলে এবং উক্ত ডিক্রির আপিল .... আদালতে প্রতিবাদী দ্বারা করার পরে উক্ত আপিল এখনও পর্যন্ত বিচারাধীন আছে।

বাদী যখন ডিক্রিধারী উক্ত ডিক্রির জারির জন্য আবেদন করেছে এবং তার কাছে প্রতিভূতি দেওয়ার অভিপ্রায় করেছে। সেই মতো আমি আমার নিজের ইচ্ছায়....................... টাকার প্রতিভূতি দিচ্ছি এবং তার জন্য এর সঙ্গে সংলগ্ন তালিকায় নির্দিষ্ট সম্পত্তি বন্ধক দিচ্ছি এবং অঙ্গীকার করছি যে, যদি প্রথম

আদালতের ডিক্রি আপিল আদালত দ্বারা উল্টে দেওয়া যায় অথবা তাতে রদ-বদল করা হয় তাহলে বাদী সেই সম্পত্তি ফিরিয়ে দেবে, যা উক্ত ডিক্রির নির্বাহ (বা জারি)-তে নেওয়া যাবে বা নেওয়া হয়েছে, আর তা আপিল আদালতের ডিক্রি অনুসারে যথাযথভাবে কার্য করবে এবং যা কিছু তার অধীন তার দ্বারা প্রদেয় হবে সে তা পরিশোধ করবে এবং যদি সে তেমন করতে অসফল হয়, তাহলে এমন পরিশোধের যে কোনো অঙ্কের টাকা এতদ্বারা বন্ধক দেওয়া সম্পত্তি থেকে আদায় করে নেওয়া হবে এবং যদি উক্ত সম্পত্তি বিক্রয় থেকে পাওয়া টাকা পরিশোধ্য টাকা মেটাবার পক্ষে যথেষ্ট না হয় তাহলে আমি এবং আমার বৈধ প্রতিনিধি অবশিষ্ট টাকা দেওয়ার জন্য ব্যক্তিগতভাবে দায়ী থাকব বা থাকবে। এর ফল স্বরূপ এই প্রতিভূতি বণ্ড-এ আজ .... তারিখে জারি করছি।

অনুসূচি (Schedule)

(স্বাক্ষর)

সাক্ষী—

১। ....

২। ....

নং—৪ [No. 4]

আপিলের খরচের জন্য প্রতিভূতি (আদেশ-৪১, বিধি-১০)
[Security for Costs of Appeal (Order 41, Rule 10)]

শিরোনাম (Title)

প্রতি —

আপিলের খরচের জন্য .... দ্বারা জারি করা এই প্রতিভূতি-বণ্ড নিম্নলিখিতের সাক্ষ্য—

উত্তর-বিচার প্রার্থী ১৯ .... এর .... নং মকদ্দমার ডিক্রির আপিল উত্তরবাদীর বিরুদ্ধে করেছে এবং উত্তর-বিচার প্রার্থীর কাছে প্রতিভূতি দেওয়ার অভিপ্রায় করা হয়েছে। সেই মতো আমি আমার নিজের ইচ্ছায় আপিলের খরচের জন্য প্রতিভূতি দিচ্ছি এবং তার জন্য এর সঙ্গে সংলগ্ন তালিকাতে নির্দিষ্ট (বা উল্লিখিত) সম্পত্তি বন্ধক রাখছি। আমি উক্ত সম্পত্তি বা তার কোনো অংশ হস্তান্তরিত করব না এবং এর বিচার প্রার্থীর পক্ষে কোনো রকম অন্যথা (বা ব্যত্যয়) করার ক্ষেত্রে এমন যে কোনো আদেশের যথাযথভাবে পালন করব যা আপিলের খরচ আদায় বাবদ আমার বিরুদ্ধে করা হয়েছে। এমন পরিশোধের কোনো টাকা এতদ্বারা বন্ধক রাখা সম্পত্তি থেকে আদায় করা হবে এবং উক্ত সম্পত্তির বিক্রয় থেকে পাওয়া টাকা পরিশোধ্য টাকা মেটাবার পক্ষে যথেষ্ট না হয় তাহলে আমি এবং বৈধ প্রতিনিধি

অবশিষ্ট টাকা দেওয়ার জন্য ব্যক্তিগত ভাবে বাধ্য থাকব বা থাকবে। এর পরিণাম স্বরূপ এই প্রতিভূতি বণ্ড-এ আজ .... তারিখে জারি করলাম।

অনুসূচি (Schedule)

(স্বাক্ষর)

সাক্ষী—

১। ....

২। ....

নং—৫ [No. 5]

নিম্ন আদালতে আপিল গ্রহণ করার সংবাদ জ্ঞাপন (আদেশ-৪১, বিধি-১৩)

[Intimation to Lower Court of Admission of Appeal (Order 41, Rule 13)]

শিরোনাম (Title)

প্রতি —

আপনাকে এতদ্বারা এই বিজ্ঞপ্তি নেওয়ার জন্য নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে যে, উক্ত মকদ্দমায় .... শ্রী......... ...., সেই ডিক্রি যা আপনি ঐ মকদ্দমায় .... তারিখে প্রদান করেছিলেন, আপিল হলো এই আদালতের।

আপনাকে অনুরোধ করা হচ্ছে যথাসাধ্য শীঘ্র মকদ্দমায় সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ কাগজ পাঠিয়ে দিন।

তারিখ ... .

ন্যায়াধীশ

নং—৬ [No. 6]

প্রার্থীকে আপিলের শুনানির জন্য ধার্য দিনের বিজ্ঞপ্তি (আদেশ-৪১, বিধি-১৪)

[Notice to Respondent of the day fixed for the Hearing of the Appeal (Order 41, Rule 14)]

শিরোনাম (Title)

.... এর আদালতের .... তাবিখে .... এর আপিল।

প্রতি—

আপনাকে জানানো হচ্ছে যে, এই মকদ্দমাতে .... এর ডিক্রির আপিল .... দ্বারা উপস্থাপিত করা হয়েছে এবং এই আদালতে নিবন্ধিত করা হয়েছে

এবং এই আপিলের শুনানির জন্য এই আদালত দ্বারা .... তারিখ ধার্য করা হয়েছে।

যদি এই আপিলে আপনার পক্ষ থেকে আপনি নিজেরা বা আপনার প্লিডার বা আপনার হয়ে কাজ করার মতো কোনো প্রাধিকৃত ব্যক্তি উপস্থিত না হন বা না হয় তাহলে আপনার অনুপস্থিতিতে শোনা হবে এবং মীমাংসা করা হবে।

এটি আজ..... ....তারিখে আমার স্বাক্ষরসহ এবং আদালতের মোহর লাগানোর পর প্রদত্ত হলো।

ন্যায়াধীশ

[**মন্তব্য :** যদি জারি রদ (বা স্থগিত) করার আদেশ দেওয়া হয়ে থাকে তাহলে এই বিজ্ঞপ্তিতে সেই বিষয়ের জ্ঞাপন দিয়ে দেওয়া দরকার।]

নং—৭ [No. 7]

আপিলে যাকে পক্ষ করা হয়নি অথচ আদালত কর্তৃক উত্তরবাদী হিসেবে সংযোজিত করে নেওয়া হয়েছে সেই পক্ষকে বিজ্ঞপ্তি (আদেশ-৪১, বিধি-২০)

[Notice to a Party to a Suit not Made a Party to the Appeal but Joined by the Court as a Respondent

(Order 41, Rule 20)]

(শিরোনাম) [Title]

প্রতি—

আপনি .. .. এর আদালতে .... এর...... .... নং মকদ্দমায় পক্ষ ছিলেন, এবং ....; উক্ত মকদ্দমায় নিজের বিরুদ্ধে প্রদত্ত ডিক্রির আপিল এই আদালতের আর এই আদালতের প্রতীয়মান হচ্ছে যে, আপনি উক্ত আপিলের পরিণামের সঙ্গে স্বার্থ সংশ্লিষ্ট (অর্থাৎ পরিণামের আগ্রহী)।

অতএব, আপনাকে জানানো হচ্ছে যে, উক্ত আপিলে আপনাকে উত্তরবাদী করার জন্য এই আদালত আদেশ দিয়েছে, এবং এই আপিলের শুনানি .... তারিখে বেলা.................. পর্যন্ত স্থগিত করে দেওয়া হয়েছে। যদি উক্ত দিনে এবং উক্ত সময়ে আপনি এবং আপনার পক্ষে কেউ হাজির না হয় তাহলে আপিল আপনার অনুপস্থিতিতে শোনা হবে এবং মীমাংসা করা হবে।

এটি আজ .... তারিখে আমার স্বাক্ষর সহ এবং আদালতের মোহর লাগানোর পর প্রদত্ত হলো।

ন্যায়াধীশ

নং—৮ [No. 8]

প্রত্যাপত্তির স্মারকলিপি (আদেশ-৪১, বিধি-২২)

[Memorandum of Cross Objection (Order 41, Rule 22)]

শিরোনাম (Title)

....................১৯.................... এর .... নং মকদ্দমায় .... এর .... তারিখের ডিক্রির আপিল .... এর .... আদালতে করেছে এবং আপিলের শুনানির জন্য ধার্য দিনের বিজ্ঞপ্তির জারি .... ওপর .... তারিখে হয়ে গেছে, অতএব................. দেওয়ানী প্রক্রিয়া সংহিতা, ১৯০৮-এর আদেশ-৪১-এর বিধি-২২-এর অধীন প্রত্যাপত্তির এই স্মারকলিপি দাখিল করছে এবং ঐ ডিক্রির ওপর, যার আপিল করা হয়েছে আপত্তির নিম্নলিখিত কারণগুলো বিবৃত করছে; যথা —

নং—৯ [No. 9]

আপিলের ডিক্রি (আদেশ-৪১, বিধি-৩৫)

[Decree in Appeal (Order 41, Rule 35)]

শিরোনাম (Title)

.... তারিখের .... আদালতের ডিক্রির আপিল নং .... ১৯ ....।

আপিলের স্মারকলিপি

[Memorandum of Appeal]

.... বাদী।

....................................প্রতিবাদী।

.........................উক্ত ....উপরোক্ত মকদ্দমায় .... এর .... তারিখের ডিক্রির আপিল .... আদালতে নিম্নলিখিত কারণে করছে, যথা—

এই আপিল........................তারিখে উত্তর-বিচার প্রার্থীর পক্ষ থেকে........... এর এবং উত্তরবাদীর পক্ষ থেকে........... এর উপস্থিতিতে .... এর সম্মুখে শুনানির জন্য এলে পর এই আদেশ দেওয়া হচ্ছে যে ....

এই আপিলের খরচ, যার বিস্তারিত বিবরণ দেওয়া হয়েছে এবং যার পরিমাণ হলো.................. টাকা, ... কর্তৃক প্রদেয়। মূল মকদ্দমার খরচ .... কর্তৃক প্রদেয়।

এটি আজ .... তারিখে আমার স্বাক্ষর সহ এবং আদালতের মোহর লাগানোর পর প্রদত্ত হলো।

ন্যায়াধীশ

আপিলের খরচ

উত্তর-বিচার প্রার্থী	পরিমাণ			উত্তরবাদী	পরিমাণ		
	টাঃ	আঃ	পাঃ		টাঃ	আঃ	পাঃ
১। আপিলের স্মারক-লিপির জন্য প্রমুদ্রা ২। কার্যাদি পরিচালনার কাগজের জন্য প্রমুদ্রা ৩। পরওয়ানার জারি ৪। ....টাকার ওপর প্লিডারের পারি-শ্রমিক				১। কার্যাদি পরিচালনার কাগজের জন্য প্রমুদ্রা ২। আর্জির জন্য প্রমুদ্রা ৩। পরওয়ানাব জাবি ৪। .... টাকার ওপর প্লিডারের পারি-শ্রমিক			
সর্বমোট				সর্বমোট			

নং—১০ [No. 10]

অভাবী ব্যক্তি হিসেবে আপিল করার জন্য আবেদন

(আদেশ-৪৪, বিধি-১)

[Application to Appeal in *Forma pauperis* (Order 44, Rule 1)]

(শিরোনাম) [Title]

আমি উক্ত ...., উক্ত মকদ্দমার ডিক্রির আপিলের সংলগ্ন স্মারকলিপি উপস্থাপিত করছি এবং আবেদন করছি যে, আমাকে একজন অভাবী ব্যক্তি হিসেবে আপিল করার অনুমতি দেওয়া হোক।

এর সঙ্গে আমার যাবতীয় অস্থাবর ও স্থাবর সম্পত্তির সম্পূর্ণ ও যথাযথ তালিকা ঐ সম্পত্তির আনুমানিক মূল্য সহ সংলগ্ন করা হয়েছে।

তারিখ.....................

(স্বাক্ষর)

বিজ্ঞপ্তি ঃ বাদীর দ্বারা দরখাস্ত হয়ে থাকলে তাঁর ব্যক্ত করা উচিত যে তিনি দরখাস্ত করেছেন কি না প্রথম আদালতে জীবিকাহীন ব্যক্তি হিসেবে মামলা করার জন্য তিনি অনুমতি প্রাপ্ত হয়েছেন কি না।

নং—১১ [No. 11]

একজন অভাবী ব্যক্তি হিসেবে কৃত আপিলের বিজ্ঞপ্তি (আদেশ-৪৪, বিধি-১)

[Notice of Appleal *forma pauperis* (Order 44, Rule 1)]

শিরোনাম (Title)

উক্ত ....,উক্ত মকদ্দমায় .... তারিখের ডিক্রির আপিল একজন অভাবী ব্যক্তি হিসেবে করার অনুমতি দেওয়ার জন্য আবেদন করেছে, এবং আবেদনের শুনানির জন্য................. তারিখে ধার্য করা হয়েছে, অতএব আপনাকে জানানো যাচ্ছে যে, যদি আপনি আবেদনকারীকে একজন অভাবী ব্যক্তি হিসেবে আপিল করার অনুমতি দেওয়ার ব্যাপারে কারণ দর্শাতে চান তাহলে তার সুযোগ পূর্বোক্ত তারিখে দেওয়া হবে।

এটি আজ .... তারিখে আমার স্বাক্ষর সহ এবং আদালতের মোহর লাগানোর পর প্রদত্ত হলো।

ন্যায়াধীশ

নং—১২ [No. 12]

উচ্চতম আদালতে আপিল করার জন্য প্রমাণ-পত্র কেন অনুমোদন করা হবে না তার কারণ দর্শাবার বিজ্ঞপ্তি (আদেশ-৪৫, বিধি-৩)

[Notice to Show Cause Why a Certificate of Appeal to the Supreme Court Should not be Granted (Order 45, Rule 3)]

শিরোনাম (Title)

প্রতি—

আপনাকে এই মর্মে জানানো হচ্ছে যে, ...এই আদালতে এই প্রমাণপত্রের জন্য আবেদন করেছে যে,—

(১) এই মামলাতে সার্বজনিক গুরুত্বের সারগর্ভ আইনীপ্রশ্ন সংশ্লিষ্ট আছে, এবং

(২) এই আদালতের বিচারে প্রয়োজন হলো, যে, এই প্রশ্নের মীমাংসা উচ্চতম আদালত দিয়ে করানো হোক।

আদালত, যে প্রমাণ-পত্র চাওয়া হয়েছে, তা কেন দেবে না তার কারণ দর্শানো হেতু আপনার জন্য .... তারিখে ধার্য করা হয়েছে।

এটি আজ................ তারিখে আমার স্বাক্ষর সহ এবং আদালতের মোহর লাগানোর পর প্রদত্ত হলো।

রেজিস্টার (নিবন্ধক)

নং—১৩ [No. 13]

উত্তরবাদীকে উচ্চতম আদালতে কৃত আপিল গৃহীত হওয়ার বিজ্ঞপ্তি (আদেশ-৪৫, বিধি-৮)

[Notice to Respondent of Admission of Appeal to the Supreme Court (Order 45, Rule 8)]

(শিরোনাম) [Title]

প্রতি —

উক্ত মামলায়.........................., দেওয়ানী প্রক্রিয়া সংহিতা, ১৯০৮-এর আদেশ-৪৫-র বিধি-৭ দ্বারা অভিপ্রেত প্রতিভূতি দিয়ে দিয়েছে এবং জমা করে দিয়েছে;

অতএব, এতদ্বারা আপনাকে জানানো হচ্ছে যে, উচ্চতম আদালতে উক্ত....... এর আপিল ....তারিখে গ্রহণ করে নেওয়া হয়েছে।

এটি আজ.................... তারিখে আমার স্বাক্ষর সহ এবং আদালতের মোহর লাগানোর পর প্রদত্ত হলো।

রেজিস্টার (নিবন্ধক)

নং—১৪ [No. 14]

পুনর্বিচার কেন মঞ্জুর করা হবে না তার কারণ দর্শানোর জন্য বিজ্ঞপ্তি

(আদেশ-৪৭, বিধি-৪)

[Notice to Show Cause why a Review Should not be Granted (Order 47, Rule 4)]

শিরোনাম (Title)

প্রতি —

আপনাকে জানানো হচ্ছে যে, ..., উক্ত মামলায় .... তারিখে প্রদত্ত এই আদালতের ডিক্রির পুনর্বিচারের জন্য এই আদালতে আবেদন করেছে। এই মামলায় তার ডিক্রির পুনর্বিচার আদালত কেন অনুমোদন করবে না তার কারণ দর্শানো হেতু আপনার জন্য তারিখ নির্ধারিত হয়েছে..............।

আজ এটি .... তারিখে আমার স্বাক্ষর সহ এবং আদালতের মোহর লাগানোর পর প্রদত্ত হলো।

ন্যায়াধীশ

পরিশিষ্ট—জ

[Appendix-H]

বিবিধ

[Miscellaneous]

নং—১ [No. 1]

বিচার্য-বিষয়ের বিচারের জন্য পক্ষদের অঙ্গীকার
(আদেশ-১৪, বিধি-৬)

[Agreement of Parties as to Issues to be Tried
(Order 14, Rule 6)]

শিরোনাম (Title)

আমরা, যারা উক্ত মকদ্দমার পক্ষ, নিজেদের মধ্যে মীমাংসা করতে যাওয়া বিষয়ের (বা আইনের) প্রশ্নের ব্যাপারে সম্মত আছি এবং আমাদের মধ্যে বিচার্য বিষয় হলো যে, ... তারিখে এবং উক্ত মকদ্দমায় প্রদর্শ .... এর হিসেবে দাখিল কৃত বণ্ড-এর ওপর প্রতিষ্ঠিত দাবি তামাদি আইনের বহির্ভূত নাকি বহির্ভূত নয় **(অথবা যে প্রশ্নটি বিচার্য তা এখানে উল্লেখ করুন)**।

অতএব, আমরা পৃথকভাবে নিজেদের আবদ্ধ করেছি যে, এই বিচার্য-বিষয়ে আদালতের অস্বীকারাত্মক (বা স্বীকারত্মক) রায়ের ওপর .... উক্ত .... কে ..... টাকা (অথবা এমন অঙ্কের টাকা যা আদালত তাতে প্রাপ্য বলে ঠিক করবে) দেবে এবং বণ্ড-এর ওপর আমাদের জারির সম্পূর্ণ পরিতুষ্টিতে আমি উক্ত .... অঙ্কের উক্ত ট্যকা (অথরা এমন অঙ্কের টাকা যা আদালত তাতে প্রাপ্য বলে মনে করবে) স্বীকার করব (অথবা এমন রায়ের ওপর আমি উক্ত .... করব বা করা থেকে বিরত থাকব, ইত্যাদি, ইত্যাদি)।

বাদী

সাক্ষী— প্রতিবাদী

১। ....

২। ....

নং—২ [No. 2]

বিচারের জন্য মকদ্দমার স্থানান্তরণ অন্য আদালতে করানোর জন্য আবেদনের বিজ্ঞপ্তি (ধারা-২৪)

[Notice of Application for the Transfer of a Suit to Another Court for Trial (Section 24)]

.... এর জেলা ন্যায়াধীশের আদালতে ১৯........... এর নং ....।

প্রতি —

.... এর .... আদালতে বর্তমানে বিচারাধীন ১৯.......... এর ......নং মকদ্দমায় যাতে:............. বাদী এবং .... প্রতিবাদী .... বিচারের জন্য মকদ্দমার স্থানান্তরণ .... এর .... আদালতে দিয়েছে।

অতএব, আপনাকে জানানো হচ্ছে যে, আবেদনের শুনানির জন্য .... তারিখ ধার্য করা হয়েছে এবং যদি আপনি তার বিরুদ্ধে কোনো আপত্তি করতে চান, তাহলে ঐ দিন আপনার বক্তব্য শোনা হবে।

এটি আজ................ ... তারিখে আমার স্বাক্ষর সহ এবং আদালতের মোহর লাগানোর পর প্রদত্ত হলো।

ন্যায়াধীশ

নং—২ক [No. 2A]

বাদী/প্রতিবাদী কর্তৃক আহ্বান জানানোর জন্য প্রস্তাবিত সাক্ষীদের তালিকা (আদেশ-১৬, বিধি-১)

[List of witnesses Proposed to be Called by Plaintiff/ Defendant (Order 16, Rule 1)]

যে সাক্ষীকে ডাকার জন্য প্রস্তাব করছে যে পক্ষ, সেই পক্ষের নাম	সাক্ষীর নাম ও ঠিকানা	মন্তব্য

নং—৩ [No. 3]

আদালতে জমা করে দেওয়ার বিজ্ঞপ্তি (আদেশ-২৪, বিধি-২)

[Notice of Payment into Court (Order 24, Rule 2)]

শিরোনাম (Title)

আপনাকে জানানো হচ্ছে যে, প্রতিবাদী .... টাকা আদালতে জমা করে দিয়েছে এবং সে বলছে যে, বাদীর জারি সম্পূর্ণ পরিশোধ করার জন্য এই টাকা যথেষ্ট।

বাদীর প্লিডার য-কে। **ভ ম প্রতিবাদীর প্লিডার।**

নং—৪ [No. 4]

কারণ দর্শানোর জন্য বিজ্ঞপ্তি (সাধারণ নিদর্শ)

[Notice to Show Cause (General Form)]

শিরোনাম (Title)

প্রতি —

উক্ত ...., এই আদালতে এই মর্মে আবেদন করা হয়েছে....................। অতএব আপনাকে এই মর্মে সতর্ক করে দেওয়া হচ্ছে যে, আপনি ঐ আবেদনের বিরুদ্ধে কারণ দর্শাবার জন্য............ তারিখে বেলা .... টার সময় ব্যক্তিগত ভাবে বা আপনার প্লিডারের মাধ্যমে, যে প্লিডারকে যথাযথভাবে অনুমতি দেওয়া হয়েছে, উপস্থিত থাকবেন। যদি এ ব্যাপারে অন্যথা করেন তাহলে উক্ত আবেদনের শুনানি এবং তার নিষ্পত্তি আপনার অনুপস্থিতিতে একতরফা ভাবে করা হবে।

এটি আজ.................. তারিখে আমার স্বাক্ষর সহ এবং আদালতের মোহর লাগানোর পর প্রদত্ত হলো।

ন্যায়াধীশ

নং—৫ [No. 5]

বাদী/বিবাদী দ্বারা দাখিল কৃত দস্তাবেজসমূহের তালিকা (আদেশ-১৩, বিধি-১)

[List of Documents Produced by Plaintiff / Defendant (Order 13, Rule 1)]

শিরোনাম (Title)

নং	দস্তাবেজের বিবরণ	দস্তাবেজে যদি কোনো তারিখ দেওয়া হয়ে থাকে, তাহলে সেই তারিখ	পক্ষের বা প্লিডারের স্বাক্ষর
১	২	৩	৪

নং—৬ [No. 6]

যে সাক্ষী অবিলম্বে অধিক্ষেত্রের বাইরে যাওয়ার উপক্রম করছে, তাকে পরীক্ষা করার (অর্থাৎ সাক্ষী নেওয়ার জন্য ধার্য দিন সম্পর্কে পক্ষদের বিজ্ঞপ্তি (আদেশ-১৮, বিধি-১৬)

[Notice to Parties of the Day Fixed for Examination of a Witness About to Leave the Jurisdiction (Order 18, Rule 16)]

শিরোনাম (Title)

প্রতি —

....বাদী (বা প্রতিবাদী)

...., উক্ত মকদ্দমায় আদালতের কাছে আবেদন করেছে যে, উক্ত .... দ্বারা অভিপ্রেত সাক্ষী..................... এর অবিলম্বে সাক্ষ্য নেওয়া হোক এবং আদালতে সন্তোষজনক ভাবে সমাধান করে দেওয়া হয়েছে যে, উক্ত সাক্ষী অবিলম্বে আদালতের অধিক্ষেত্রের বাইরে যাওয়ার উপক্রম করেছে (অথবা অন্য কোনো ভালো এবং যথেষ্ট কারণ লিখুন)।

অতএব, আপনাকে জানানো হচ্ছে যে, ...তারিখে এই আদালতে উক্ত সাক্ষী.................. এর সাক্ষ্য গ্রহণ করা হবে।

তারিখ............................. ন্যায়াধীশ

নং—৭ [No. 7]

অনুপস্থিত সাক্ষীর সাক্ষ্য গ্রহণার্থে কমিশন
(আদেশ-২৬, বিধি-৪ ও ১৮)
[Commission to Examine Absent Witness
(Order 26, Rule 4 & 18)]

শিরোনাম (Title)

প্রতি —

....................................এর সাক্ষ্য উপরোক্ত মকদ্দমায় .... এর প্রয়োজন আছে এবং ....।

অতএব, আপনাকে অনুরোধ করা হচ্ছে যে, আপনি প্রশ্নমালা দ্বারা (অথবা মৌখিকভাবে) ঐ সাক্ষী................................ এর সাক্ষ্য গ্রহণ করুন এবং এই প্রয়োজন হেতু আপনাকে কমিশন দ্বারা নিয়োগ করা হচ্ছে। যদি পক্ষ বা তাদের প্রতিনিধি হাজির হয় তাহলে তাদের উপস্থিতিতেই সাক্ষ্য নেওয়া হবে এবং নির্দিষ্ট বিষয়ের ব্যাপারে সাক্ষীকে প্রশ্ন করার পূর্ণ স্বাধীনতা তার থাকবে এবং আপনাকে আরও অনুরোধ করা হচ্ছে যে, সাক্ষীর সাক্ষ্য এভাবে নেওয়ার পর তা অবিলম্বে এই আদালতে পাঠিয়ে দিন।

সাক্ষীকে হাজিরার জন্য বাধ্যকারী পরওয়ানা অধিক্ষেত্র আছে এমন যে কোনে আদালত থেকে আপনার আবেদনের ভিত্তিতে বের করা যাবে।

উপরিলিখের জন্য আপনার পারিশ্রমিক বাবদ............... টাকা এর সঙ্গে পাঠানো হচ্ছে।

এটি আজ........................তারিখে আমার স্বাক্ষর সহ এবং আদালতের মোহর লাগানোর পর প্রদত্ত হলো।

ন্যায়াধীশ

নং—৮ [No. 8]

অনুরোধপত্র (আদেশ-২৬, বিধি-৫)
[Letter of Request (Order 26, Rule 5)]

শিরোনাম (Title)

[প্রতি —........... ইত্যাদি, ইত্যাদির ......সভাপতি এবং ন্যায়াধীশ অথবা যথাস্থিতি] .... এ একটি মকদ্দমা বিচারাধীন আছে যার বাদী ও বিবাদী হলো যথাক্রমে ক খ ও গ ঘ, এবং উক্ত মকদ্দমায় বাদী দাবি করছে যে, ...(দাবির সংক্ষিপ্তসার)।

এবং উক্ত আদালত থেকে এই মর্মে ব্যাপদিষ্ট করা হয়েছে যে, ন্যায়পরতার জন্য এবং পক্ষদের মধ্যে বিতর্কিত বিষয়ের যথাযথ নির্ধারণের জন্য এমন বিষয়ের ব্যাপারে শপথ দ্বারা সাক্ষী হিসেবে নিম্নলিখিত ব্যক্তিদের, সাক্ষ্য নেওয়া প্রয়োজন; যেমন—

.... এর চ ছ

... . এর জ ঝ এবং

.... ট ঠ

এবং প্রতীয়মান হচ্ছে যে, ঐ সাক্ষীরা আপনার সম্মানীয় আদালতের মধ্যে বসবাস করে। অতএব, উক্ত আদালতের.............. রূপে আমাকে .... কে অনুরোধ করতে হবে এবং আমি এতদ্বারা অনুরোধ করছি যে, পূর্বোক্ত কারণে এবং উক্ত আদালতের সাহায্যের জন্য আপনি উক্ত............এর সভাপতি ও ন্যায়াধীশ হিসেবে বা আপনাদের মধ্যে কেউ একজন বা একাধিক জন উক্ত সাক্ষীকে (এবং এমন অন্য সাক্ষীদের, যাদের সমন করার জন্য আপনার কাছে বাদী বা প্রতিবাদীর প্রতিনিধি হিসেবে সবিনয়ে লিখিতভাবে অনুরোধ করবেন) আপনাদের মধ্যে কোনো একজনের বা একাধিকজনের সম্মুখে বা এমন ব্যক্তিদের সম্মুখে, যে আপনার আদালতের প্রক্রিয়ানুসার সাক্ষীদের পরীক্ষা করার জন্য যোগ্য, এমন সময়ে ও এমন জায়গায় যা আপনি ঠিক করবেন, হাজির হওয়ার জন্য সমন জারি করার অনুগ্রহ করেন এবং এই অনুরোধ-পত্রের সঙ্গে প্রেরিত প্রশ্নাবলী দ্বারা (বা মৌখিকভাবে) বাদী ও প্রতিবাদীর প্রতিনিধিদের বা তাদের মধ্যে যারা যথাযথ বিজ্ঞপ্তি দেওয়ার পর উপস্থিত হবে, তাদের উপস্থিতিতে ঐ প্রশ্নগত বিষয়গুলোর ব্যাপারে ঐ সাক্ষীদের সাক্ষ্য দেওয়ার ব্যবস্থা করবেন।

আপনাকে আরও অনুরোধ করা হচ্ছে যে, উক্ত সাক্ষীদের জবাব লিপিবদ্ধ করবেন এবং ঐ পরীক্ষায় (বা সাক্ষ্যতে) দাখিল করা যাবতীয় পুস্তক, চিঠি, কাগজ-পত্র এবং দস্তাবেজগুলো যথাযথভাবে শনাক্তকরণের জন্য চিহ্নিত করাবেন এবং ঐ পরীক্ষা আপনার ন্যায়পীঠের শীলমোহর দ্বারা এমন অন্য পদ্ধতিতে যা হবে

আপনার প্রক্রিয়ানুসার, প্রামাণিক করাবেন এবং অন্যান্য সাক্ষীদের পরীক্ষা করার জন্য এমন লিখিত অনুরোধের সঙ্গে যদি কিছু থাকে, তা ঐ আদালতে ফেরত পাঠাবেন।

মন্তব্য : অনুরোধ যদি বিদেশী আদালতের কাছে করা হয়, তাহলে ভারত সরকারের বিদেশ মন্ত্রালয়ের মাধ্যমে প্রেরণ করার জন্য শব্দগুলোকে এই নিদর্শের শেষ পংক্তি ঐ আদালতকে -এর পরে জুড়ে দিন।

নং—৯ [No. 9]

স্থানীয় তদন্ত বা হিসেবে পরীক্ষার জন্য কমিশন (বা আয়োগ) (আদেশ-২৬, বিধি-৬, ১১)

[Commission for a Local Investigation, or to Examine Accounts (Order 26, Rules 6 & 11)]

শিরোনাম (Title)

প্রতি —

এই মকদ্দমার প্রয়োজনের জন্য অভিপ্রেত মনে করা হয়েছে যে,............... .... এর জন্য কমিশন ইসু করা হোক; অতএব আপনাকে .... এর প্রয়োজনসমূহের জন্য কমিশনার নিযুক্ত করা হচ্ছে।

এমন কোনো সাক্ষীদের আপনার সামনে পেশ করার জন্য বা এমন কোনো দস্তাবেজ আপনার সমনে পেশ করার জন্য যাদের পরীক্ষা বা যাদের নিরীক্ষণ আপনি করতে চান, আপনি আবেদন করলে অধিক্ষেত্র আছে এমন যে কোনো আদালত কর্তৃক পরওয়ানা জারি করা যাবে।

উপযুক্তের জন্য আপনার পারিশ্রমিক বাবদ............টাকা এর সঙ্গে পাঠানো হলো।

এটি আজ .... তারিখে আমার স্বাক্ষর সহ এবং আদালতের মোহর লাগানোর পর প্রদত্ত হলো।

ন্যায়াধীশ

নং—১০ [No. 10]

বিভাজনের জন্য কমিশন (বা আয়োগ) (আদেশ-২৬, বিধি-১১)

[Commission to Make a Partition (Order 26, Rule 13)]

(শিরোনাম) (Title)

প্রতি —

এই মকদ্দমার প্রয়োজন হেতু অভিপ্রেত বলে মনে করা হয়েছে, যে এই আদালতের...................... তারিখের ডিক্রিতে নির্দিষ্ট সম্পত্তির বিভাজন বা পৃথকীকরণ উক্ত ডিক্রিতে ঘোষিত অধিকার অনুসারে করার জন্য কমিশন ইসু করা হোক; অতএব উক্ত প্রয়োজন হেতু আপনাকে কমিশনার নিযুক্ত করা হচ্ছে এবং আপনাকে নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে যে, আপনি ঐ তদন্তের পর, যথা প্রয়োজন উক্ত সম্পত্তিকে উক্ত ডিক্রিতে উল্লিখিত অংশে আপনার সর্বোত্তম দক্ষতা ও বিচার অনুসারে বিভক্ত করে দেবেন এবং বিভিন্ন পক্ষদের ঐ অংশ ভাগ করে দিন। অংশের মূল্য সমতুল্য করার প্রয়োজন হেতু যে পরিমাণ টাকা কোনো একজন পক্ষ দ্বারা অন্য কোনো পক্ষকে প্রদেয় হয় সেই টাকা নির্ধারিত করার জন্য আপনাকে প্রাধিকৃত করা হচ্ছে।

এমন কোনো সাক্ষীকে আপনার সামনে হাজির করার জন্য অথবা কোনো দস্তাবেজ আপনার সামনে দাখিল করার জন্য, যার পরীক্ষা বা যার নিরীক্ষণ আপনি করতে চাইবেন, অধিক্ষেত্র আছে এমন আদালত কর্তৃক আপনি আবেদন করলে তার জন্য পরওয়ানা জারি করা যাবে।

উপরোক্ত ক্ষেত্রে আপনার পারিশ্রমিক বাবদ........... টাকা এর সঙ্গে পাঠানো হচ্ছে।

এটি আজ ....তারিখে আমার স্বাক্ষর সহ এবং আদালতের মোহর লাগানোর পর প্রদত্ত হলো।

ন্যায়াধীশ

নং—১১ [No. 11]

প্রমাণপত্র পাওয়া স্বাভাবিক বা কার্যতঃ অভিভাবককে বিজ্ঞপ্তি (আদেশ-৩২, বিধি-৩)

[Notice to Certificate, Natural, or, *de facto* Guardian (Order 32, Rule 3)]

শিরোনাম (Title)

প্রতি — [প্রমাণপত্রপ্রাপ্ত বা স্বাভাবিক বা কার্যতঃ অভিভাবক]

উক্ত মকদ্দমায় বাদীর পক্ষ থেকে নাবালক প্রতিবাদী........ এর জন্য মামলা

হেতু অভিভাবক নিয়োগের জন্য আবেদন করা হয়েছে, অতএব আপনাকে (এখানে আদালত কর্তৃক নিযুক্ত বা ঘোষিত অভিভাবক বা স্বাভাবিক অভিভাবক বা যার তত্ত্বাবধানে ঐ নাবালক আছে, সেই ব্যক্তির নাম লিখুন) জানানো হচ্ছে যে, যদি আপনি আদালতের সামনে মকদ্দমার শুনানির জন্য নির্ধারিত ও সংলগ্ন সমন-এ কথিত দিনে বা তার আগে হাজির না হন এবং নাবালকের জন্য মামলার্থ অভিভাবক হিসেবে কার্য সম্পাদনের জন্য আপনার সম্মতি ব্যক্ত না করেন, তাহলে আদালত অন্য কোনো ব্যক্তিকে, উক্ত মকদ্দমার প্রয়োজনে নাবালকের অভিভাবক হিসেবে কার্য সম্পাদনের জন্য নিয়োগ হেতু অগ্রসর হবে।

এটি আজ..................তারিখে আমার স্বাক্ষর সহ এবং আদালতের মোহর লাগানোর পর প্রদত্ত হলো।

ন্যায়াধীশ

নং—১১ক [No. 11A]

নাবালক প্রতিবাদীকে বিজ্ঞপ্তি (আদেশ-৩২, বিধি-৩)

[Notice to Minor Defendant (Order 32, Rule 3)]

শিরোনাম (Title)

প্রতি — নাবালক প্রতিবাদী

উক্ত মকদ্দমার বাদীর পক্ষ থেকে, নাবালক প্রতিবাদীর জন্য আপনাকে ....এর মামলার্থ অভিভাবক হিসেবে নিয়োগ করার জন্য আবেদন দাখিল করা হয়েছে। অতএব, আপনাকে জানানো হচ্ছে এবং আপনার কাছে অভিপ্রায় করা হচ্ছে যে, আপনি এই আবেদনের বিরুদ্ধে কারণ দর্শাবার জন্য .... তারিখে এই আদালতে বেলা.......... টার সময়ে উপস্থিত থাকবেন। যদি আপনি উপস্থিত থাকতে ব্যর্থ হন তাহলে উক্ত আবেদনের শুনানি এবং তার সিদ্ধান্ত এক- তরফা ভাবে করা হবে।

এটি আজ..................তারিখে আমার স্বাক্ষর সহ এবং আদালতের মোহর লাগানোর পর প্রদত্ত হলো।

ন্যায়াধীশ

নং—১২ [No. 12]

সঙ্গতিহীনতার সাক্ষ্যের শুনানির জন্য বিরোধী পক্ষকে নির্ধারিত দিনের বিজ্ঞপ্তি (আদেশ-৩৩, বিধি-৬)

[Notice to Opposite Party of Day Fixed for Hearing Evidence of Pauperism (Order 33, Rule 6)]

শিরোনাম (Title)

প্রতি —

.... এই আদালতের কাছে.................. এর বিরুদ্ধে মকদ্দমা দেওয়ানী প্রক্রিয়া সংহিতা, ১৯০৮-এর আদেশ-৩৩-এর অধীন অভাবী ব্যক্তি হিসেবে দাখিল করার অনুমতির জন্য আবেদন করেছে এবং আদালত এই আবেদন নামঞ্জুর করার মতো কোনো কারণ দেখছে না এবং এমন কোনো সাক্ষ্য নেওয়ার জন্য, যা আবেদনকারী তার সঙ্গতিহীনতা প্রমাণ করার জন্য দেয় এবং এমন কোনো সাক্ষ্য শোনার জন্য, যা তাকে তা-প্রমাণ করার জন্য দেওয়া হয়........... তারিখ ধার্য করা হয়েছে।

অতএব, আপনাকে আদেশ-৩৩-এর বিধি-৬ এর অধীন জানানো হচ্ছে যে, যদি আপনি আবেদনকারীর সঙ্গতিহীনতা অপ্রমাণ করার জন্য কোনো সাক্ষ্য পেশ করতে চান তাহলে আপনি এই আদালতে উক্ত............ তারিখে উপস্থিত হয়ে তা করতে পারেন।

এটি আজ........... তারিখে আমার স্বাক্ষর সহ এবং আদালতের মোহর লাগানোর পর প্রদত্ত হলো।

ন্যায়াধীশ

নং—১৩ [No. 13]

ডিক্রির অধীন প্রতিভূকে তার দায়িত্বের বিজ্ঞপ্তি (ধারা-১৪৫)

[Notice to Surety to his Liability under a Decree (Section 145)]

শিরোনাম (Title)

প্রতি —

আপনি .... এমন কোনো ডিক্রির পালনের জন্য যা উক্ত মকদ্দমায় প্রতিবাদী উক্ত....................এর বিরুদ্ধে প্রদান করা হয়, প্রতিভূ হিসেবে........ তারিখে দায়ী হয়েছিলেন এবং ....এর টাকা পরিশোধের জন্য ডিক্রি প্রতিবাদীর

বিরুদ্ধে.......... ......তারিখে দেওয়া হয়েছিল এবং ঐ ডিক্রি আপনার বিরুদ্ধে সম্পাদন করার জন্য আবেদন করা হয়েছে ;

অতএব, আপনাকে এই মর্মে অভিপ্রায় করবার জন্য বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হচ্ছে যে, উক্ত ডিক্রি আপনার বিরুদ্ধে কেন জারি করা হবে না তার কারণ............ তারিখে বা তার আগে দর্শাবেন এবং যদি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে আদালতে সন্তোষজনক ভাবে যথেষ্ট কারণ দর্শিত না করা হয় তাহলে ঐ আবেদন অনুসারে সম্পাদনের জন্য আদেশ অবলিম্বে জারি করা যাবে।

এটি আজ .. ..তারিখে আমার স্বাক্ষর সহ এবং আদালতের মোহর লাগানোর পর প্রদত্ত হলো।

ন্যায়াধীশ

দ্বিতীয় অনুসূচি— [নিরসিত]

তৃতীয় অনুসূচি— [নিরসিত]

চতুর্থ অনুসূচি— [নিরসিত]

পঞ্চম অনুসূচি— [নিরসিত]

নং—১৪[No. 14]

দেওয়ানী মকদ্দমার রেজিস্টার (আদেশ-৪, বিধি-২)

[Register of Civil Suits (Order 4, Rule 2)]

.................................অবস্থিত..............................এর আদালত

সাল ১৯..............................এর দেওয়ানী মকদ্দমার রেজিস্টার

		বাদী			প্রতিবাদী			দাবি			হাজিরা			রায়			আপিল		জারি						জারির বিবরণ		
বাদপত্র (আর্জি) উপস্থাপিত করার তারিখ	মকদ্দমা সং	নাম	বিবরণ	বাসস্থান	নাম	বিবরণ	বাসস্থান	বিশদ বিবরণ	পরিমাণ বা মূল্য	বাদ হেতু করে উদ্ভুত হয়েছে	পক্ষদের হাজির হওয়ার দিন	বাদী	প্রতিবাদী	তারিখ	কারপক্ষে প্রদত্ত হয়েছে	কিসের জন্য বা কোন টাকার জন্য প্রদত্ত হয়েছে	আপিলের মীমাংসার তারিখ	আপিলে রায়	আবেদনের তারিখ	আদেশের তারিখ	কার বিরুদ্ধে	কিসের জন্য বা যদি অর্থের জন্য হয়	তাহলে কত টাকার জন্য	খরচের টাকার পরিমাণ	আদালতে জমাকৃত টাকা	গ্রেপ্তার করা হয়েছে	টাকা পরিশোধ বা গ্রেপ্তারি ব্যতীত বিবরণীর পুঙ্খানুপুঙ্খ এবং প্রত্যেক বিবরণীর তারিখ

টিপ্পনীঃ যেখানে অনেক কাজ বা অনেক প্রতিবাদী থাকে, সেখানে যথাস্থিতি, শুধু প্রথম বাদী বা প্রথম প্রতিবাদীর নাম রেজিস্টারে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

নং—১৫ [No. 15]

আপিলসমূহের রেজিস্টার (আদেশ-৪১, বিধি-৯)

[Register of Appeals (Order 41, Rule 9)]

..................................অবস্থিত আদালত [বা উচ্চ আদালত]

সাল ১৯......................এর ডিক্রিসমূহের আপিলের রেজিস্টার

স্মারকলিপির তারিখ	আপিলের সংখ্যা	উত্তরবিচারপ্রার্থী			প্রত্যর্থী			ডিক্রি যার আপিল করা হয়েছে				হাজিরা			রায়		
		নাম	বিবরণ (বা বর্ণনা)	বাসস্থান	নাম	বিবরণ (বা বর্ণনা)	বাসস্থান	কোন্ আদালতের	আদিম মকদ্দমার সংখ্যা	বিশদ বিবরণ	পরিমাণ বা মূল্য	পক্ষদের হাজির হওয়ার দিন	উত্তর-বিচার প্রার্থী	প্রত্যর্থী	তারিখ	সুনিশ্চিত (বা পুষ্ট) করা হয়েছে, উল্টে দেওয়া হয়েছে বা তাতে রদ-বদল করা হয়েছে	কোন্ বিবাদ বা কোন্ টাকার জন্য

সংযোজন

[Annexure]

দেওয়ানী প্রক্রিয়া সংহিতা (সংশোধন) অধিনিয়ম, ১৯৭৬
(১৯৭৬-এর অধিনিয়ম সংখ্যা—১০৪)
[The Code of Civil Procedure (Amendment) Act, 1976 (104 of 1976)]

অধ্যায়—৫

[CHAPTER V]

বাতিল ও ব্যাবৃত্তি

[Repeal and Savings]

৯৭. **বাতিল ও ব্যাবৃত্তি** [Repeal and savings]—(১) এই অধিনিয়ম শুরু হওয়ার আগে কোনো ব্লাজ্য বিধান সভা বা উচ্চ আদালত দ্বারা আদিম অধিনিয়মে কত সংশোধন বা অন্তর্ভুক্ত কোনো অনুবিধি, ঐ সংশোধন বা অনুবিধি যেখানে এই অধিনিয়ম দ্বারা যথাসংশোধিত আদিম অধিনিয়মের বিধানসমূহের সঙ্গত তা ব্যতিরেকে, বাতিল হবে।

(২) এই অধিনিয়মের বিধানসমূহ প্রবৃত্ত হয়ে যাওয়া সত্ত্বেও বা উপধারা (১)-এর অধীন বাতিল প্রভাবযুক্ত হয়ে গেছে এবং সাধারণ প্রকরণ অধিনিয়ম, ১৮৯৭ (১৮৯৭-এর ১০) এর ধারা-৬-এর বিধানসমূহের ব্যাপকতার ওপর প্রভাব না ফেলে—

(ক) এই অধিনিয়মের ধারা-৩ দ্বারা আদিম অধিনিয়মের ধারা-২-এর প্রকরণ (২)-এ কৃত সংশোধন কোনো এমন আপিলের ওপর প্রভাব ফেলবে না, যা ধারা-৪৭-এ নির্দিষ্ট কোনো প্রশ্নের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে করা হয়েছে এবং এমন প্রত্যেক আপিলের সঙ্গে এমন আচরণ করা হবে যেন তা ঐ ধারা-৩ প্রবৃত্ত হয় নি (had not come into force);

(খ) এই অধিনিয়মের ধারা-৭ দ্বারা যথাসংশোধিত আদিম অধিনিয়মের ধারা-২০-র বিধানসমূহ এমন কোনো মকদ্দমায় যা উক্ত ধারা-৭-এর শুরুর ঠিক আগে বিচারাধীন ছিল, প্রযোজ্য হবে না বা তার ওপর কোনো প্রভাব ফেলবে না; এবং এমন প্রত্যেক মকদ্দমার বিচারকার্য এমনভাবে করা হবে যেন ধারা-৭ প্রবৃত্ত হয় নি (had not came into force);

(গ) এই অধিনিয়মের ধারা-৮ দ্বারা যথাসংশোধিত আদিম অধিনিয়মের ধারা-২১-এর বিধান কোনো এমন মকদ্দমায়, যা ঐ ধারা-৮-এর শুরু হওয়ার ঠিক আগে বিচারাধীন ছিল, প্রযোজ্য হবে না অথবা তার ওপর কোনো প্রভাব ফেলবে না; এমন প্রত্যেক মকদ্দমার বিচার কার্য এমন ভাবে করা হবে যেন ধারা-৮ প্রবৃত্ত হয় নি (had not come into force);

(ঘ) এই অধিনিয়মের ধারা-১১ দ্বারা যথাপ্রতিস্থাপিত আদিম অধিনিয়মের ধারা-২৫-এর বিধানসমূহ এমন কোনো মকদ্দমা আপিল বা অন্য কার্যবাহতে যাতে উক্ত ধারা-১১-এর শুরুর আগে (before commencement) ধারা-২৫-এর বিধানসমূহের অধীন কোনো প্রতিবেদন দেওয়া হয়েছে, প্রযোজ্য হবে না, অথবা তার ওপর কোনো প্রভাব ফেলবে না; এমন প্রত্যেক মামলা, আপিল বা অন্য কার্যবাহর সঙ্গে এমন আচরণ করা হবে যেন ধারা-১১ প্রবৃত্ত হয় নি (had not come into force)।

(ঙ) এই অধিনিয়মের ধারা-১৩ দ্বারা যথা সংশোধিত আদিম অধিনিয়মের ধারা-৩৪-এর বিধানসমূহ তার ওপর সেই হারে প্রভাব ফেলবে না যে হারে সুদ কোনো এমন মকদ্দমায় যা উক্ত ধারা-১৩-র শুরু আগে (before commencement) দায়ের করা হয়েছিল, ডিক্রির ওপর অনুজ্ঞাত করা যাবে এবং ঐ মকদ্দমায় প্রদত্ত ডিক্রির ওপর সুদ ধারা-৩৪-এর বিধানসমূহের যে রূপে সেগুলো এই অধিনিয়মের ধারা-১৩-র শুরুর আগে ছিল, অনুসারে এমন ভাবে আদিষ্ট করা হবে যেন ঐ ধারা-১৩ প্রবৃত্ত হয় নি (had not come into force)।

(চ) এই অধিনিয়মের ধারা-১৪ দ্বারা যথাসংশোধিত আদিম অধিনিয়মের ধারা-৩৫-ক-এর বিধান পুনরীক্ষণের কোনো এমন কার্যবাহকে যা উক্ত ধারা-১৪ শুরুর আগে বিচারাধীন ছিল, প্রযোজ্য হবে না বা তার ওপর কোনো প্রভাব ফেলবে না এবং এমন প্রত্যেক কার্যবাহতে এমন আচরণ করা হবে এবং তার নিষ্পত্তি এমন ভাবে করা যাবে যেন উক্ত ধারা-১৪ প্রবৃত্ত হয়নি।

(ছ) এই অধিনিয়মের ধারা-২৩ দ্বারা যথাসংশোধিত আদিম অধিনিয়মের ধারা-৬০-এর বিধান এমন কোনো ক্রোক-এ প্রযোজ্য হবে না যা, উক্ত ধারা-২৩-এর শুরুর আগে করা হয়েছে।

(জ) এই অধিনিয়মের ধারা-২৭ দ্বারা মূল অধিনিয়মের ধারা-৮০-র সংশোধন এমন কোনো মকদ্দমাতে প্রযোজ্য হবে না অথবা তার ওপর কোনো প্রভাব ফেলবে না যা ঐ ধারা-২৭-এর শুরুর আগে দায়ের করা হয়েছিল এবং প্রত্যেক এমন মকদ্দমাতে এমন আচরণ করা যাবে যেন ঐ ধারা-২৭ দ্বারা ৮০-ধারা সংশোধন করা হয়নি।

(ঝ) এই অধিনিয়মের ধারা-২৮ দ্বারা যথাসংশোধিত আদিম অধিনিয়মেব ধারা-৮২-র বিধান কোনো এমন ডিক্রিতে প্রযোজ্য হবে না, বা তার ওপর কোনো প্রভাব ফেলবে না, যা যথাস্থিতি ভারত সঙ্ঘ বা কোনো রাজ্য বা লোক-আধিকারিকের বিরুদ্ধে ঐ ধারা-২৮-এর শুরুর আগে প্রদত্ত হয়েছিল অথবা এমন কোনো ডিক্রির জারিতে প্রযোজ্য হবে না; এবং এমন প্রত্যেক ডিক্রি বা জারিতে এমন আচরণ করা হবে যেন ঐ ধারা-২৮ প্রবৃত্ত হয় নি;

(ঞ) এই অধিনিয়মের ধারা-৩০ দ্বারা যথাসংশোধিত আদিম অধিনিয়মের ধারা-৯১-র বিধান কোনো এমন মকদ্দমা, আপিল বা কার্যবাহতে প্রযোজ্য হবে না বা তার ওপর কোনো প্রভাব ফেলবে না, যা ঐ ধারা-৩০-এর শুরুর আগে দায়ের বা দাখিল করা হয়েছিল; এমন প্রত্যেক মকদ্দমা, আপিল বা কার্যবাহর নিষ্পত্তি এমনভাবে করা হবে যেন ঐ ধারা-৩০ প্রবৃত্ত হয় নি;

(ট) এই অধিনিয়মের ধারা-৩১ দ্বারা যথাসংশোধিত আদিম অধিনিয়মের ধারা-৯২-এর বিধান কোনো মকদ্দমা, আপিল বা কার্যবাহতে প্রযোজ্য হবে না বা তার ওপর কোনো প্রভাব পড়বে না, যা ঐ ধারা-৩১-র শুরুর আগে দায়ের বা দাখিল করা হয়েছিল এবং এমন প্রত্যেক মকদ্দমা, আপিল বা কার্যবাহর নিষ্পত্তি এমনভাবে করা হবে যে উক্ত ধারা-৩১ প্রবৃত্ত হয় নি;

(ঠ) এই অধিনিয়মের ধারা-৩৩ দ্বারা যথাসংশোধিত আদিম অধিনিয়মের ধারা-৯৬-এর বিধান কোনো এমন আপিলে প্রযোজ্য হবে না বা তার ওপর প্রভাব ফেলবে না, যা ঐ ধারা-৩৩-এর শুরুর আগে দায়ের করা কোনো মকদ্দমায় প্রদত্ত ডিক্রির বিরুদ্ধে করা হয়েছে; এবং এমন প্রত্যেক আপিলের ব্যাপার এমন আচরণ করা হবে যেন ধারা-৩৩ প্রবৃত্ত হয় নি;

(ড) এই অধিনিয়মের ধারা-৩৭ দ্বারা যথাপ্রতিস্থাপিত আদিম অধিনিয়মের ধারা-১০০-এর বিধান আপিলজাত (appellate) ডিক্রি বা আদেশের কোনো এমন আপিলে প্রযোজ্য হবে না বা তার ওপর প্রভাব ফেলবে না, যা উক্ত ধারা-৩৭-এর শুরুর আগে (before commencement) আদেশ-৪১-এর বিধি-১১-এর অধীন শুনানির পর গ্রহণ করা হয়েছিল; এবং এভাবে গৃহীত প্রত্যেক আপিলের ব্যাপারে এমন আচরণ করা হবে যেন ঐ ধারা-৩৭ প্রবৃত্ত হয় নি;

(ঢ) এই অধিনিয়মের ধারা-৩৮ দ্বারা আদিম অধিনিয়মে যথা অন্তস্থাপিত ধারা-১০০-ক কোনো লেটার্স পেটেন্ট-এর অধীন উচ্চ আদালতের একক ন্যায়াধীশের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে কোনো এমন আপিলে প্রযোজ্য হবে না বা তার ওপর কোনো প্রভাব ফেলবে না, বা উক্ত ধারা-৩৮-এর শুরুর আগে গৃহীত হয়েছিল; এবং এমন প্রত্যেক আপিলের নিষ্পত্তি এমন ভাবে করা হবে যেন ঐ ধারা-৩৮ প্রবৃত্ত হয়নি (had not come into force);

(ণ) এই অধিনিয়মের ধারা-৪৩ দ্বারা আদিম অধিনিয়মের ধারা-১১৫-র সংশোধন পুনরীক্ষণের কোনো এমন কার্যবাহতে প্রযোজ্য হবে না বা তার ওপর কোনো প্রভাব ফেলবে না; যা ঐ ধারা-৪৩-এর শুরুর আগে প্রারম্ভিক শুনানির পর গৃহীত হয়েছিল; এবং পুনরীক্ষণের এমন প্রত্যেক কার্যবাহর নিষ্পত্তি এমন ভাবে করা হবে যেন ঐ ধারা-৪৩ প্রবৃত্ত হয় নি;

(ত) এই অধিনিয়মের ধারা-৪৭ দ্বারা যথাসংশোধিত আদিম অধিনিয়মের ধারা-১৪১-এর বিধান কোনো এমন কার্যবাহতে প্রযোজ্য হবে না বা তার ওপর প্রভাব ফেলবে না, যা উক্ত ধারা-৪৭-এর শুরুর পূর্ব মুহূর্তে বিচারাধীন ছিল, এবং প্রত্যেক কার্যবাহর ব্যাপারে এমন আচরণ করা হবে যেন ঐ ধারা-৪৭ প্রবৃত্ত হয় নি;

(থ) এই অধিনিয়মের ধারা-৭২ দ্বারা, যথাস্থিতি, যথাসংশোধিত বা যথা-প্রতিস্থাপিত বা অন্তঃস্থাপিত প্রথম অনুসূচির আদেশ-২১-এর বিধি ৩১, ৩২, ৪৮ক, ৫৭ থেকে ৫৯, ৯০ এবং ৯৭ থেকে ১০৩ পর্যন্ত বিধানগুলো নিম্নলিখিত ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে না বা সেগুলোর ওপর কোনো প্রভাব ফেলবে না;

(এক) উক্ত ধারা-৭২-এর শুরুর পূর্ব মুহূর্তে বিদ্যমান কোনো ক্রোক; বা

(দুই) এমন কোনো মকদ্দমা যা এভাবে শুরুর আগে পূর্বোক্ত বিধি-৬৩-র অধীন ক্রোক করা সম্পত্তিতে অধিকার স্থাপন করার জন্য বা পূর্বোক্ত বিধি-১০৩-এর অধীন দখল প্রতিষ্ঠিত করার জন্য দায়ের করা হয়েছিল; বা

(তিন) কোনো স্থাবর সম্পত্তির বিক্রয় বাতিল করার জন্য কোনো কার্যবাহ এবং এমন প্রত্যেক ক্রোক, মকদ্দমা বা কার্যবাহ এভাবে সক্রিয় রাখা হবে যেন উক্ত ধারা-৭২ প্রবৃত্ত হয় নি;

(দ) এই অধিনিয়মের ধারা-৭৩ দ্বারা যথা প্রতিস্থাপিত প্রথম অনুসূচির আদেশ-২২-এর বিধি-৪-এর বিধান উক্ত ধারা-৭৩-এর শুরুর আগে করা কোনো উপশমন আদেশে (order of abatement) প্রযোজ্য হবে না;

(ধ) এই অধিনিয়মের ধারা-৭৪ দ্বারা প্রথম অনুসূচির আদেশ-২৩-এ কৃত সংশোধন বা প্রতিস্থাপন কোনো এমন মকদ্দমা বা কার্যবাহতে প্রযোজ্য হবে না, যা উক্ত ধারা-৭৪-এর শুরুর আগে বিচারাধীন আছে;

(ন) এই অধিনিয়মের ধারা-৭৬ দ্বারা যথা অন্তঃস্থাপিত আদেশ-২৭-এর বিধি-৫ক ও ৫খ-এর বিধান কোনো এমন মকদ্দমায় প্রযোজ্য হবে না, যা, উক্ত ধারা-৭৬-এর শুরুর ঠিক আগে (অর্থাৎ পূর্ব মুহূর্তে) সরকার বা কোনো লোক-আধিকারিকের বিরুদ্ধে বিচারাধীন ছিল; এবং এমন প্রত্যেক মকদ্দমার ব্যাপারে এমন আচারণ করা হবে যেন, উক্ত ধারা-৭৬ প্রবৃত্ত হয়নি;

(প) এই অধিনিয়মের ধারা-৭৭ দ্বারা যথাস্থিতি, যথা অন্তঃস্থাপিত, বা প্রতিস্থাপিত আদেশ-২৭ক এর বিধি-১ক, ২ক এবং ৩-এর বিধান কোনো এমন মকদ্দমায় প্রযোজ্য হবে না বা তার ওপর কোনো প্রভাব ফেলবে না, যা উক্ত ধারা-৭৭-এর শুরুর আগে বিচারাধীন ছিল (pending before the commencement of the said Section 77);

(ফ) এই অধিনিয়মের ধারা-৭৯ দ্বারা, যথাস্থিতি, যথাসংশোধিত বা প্রতিস্থাপিত প্রথম অনুসূচির আদেশ-৩২ এর বিধি-২ক, ৩ক ও ১৫ কোনো এমন মকদ্দমার প্রযোজ্য হবে না, যা উক্ত ধারা-৭৯-এর শুরুর বিচারাধীন ছিল, এবং প্রত্যেক মকদ্দমার ব্যাপারে এমন আচরণ করা হবে এবং তার নিষ্পত্তি এমন ভাবে করা হবে যেন উক্ত ধারা-৭৯ প্রবৃত্ত হয় নি;

(ব) এই অধিনিয়মের ধারা-৮১ দ্বারা যথাসংশোধিত প্রথম অনুসূচির আদেশ-৩৩-এর বিধান কোনো এমন মকদ্দমা বা কার্যবাহতে প্রযোজ্য হবে না বা তার ওপর প্রভাব ফেলবে না, যা উক্ত ধারা-৮১-র শুরুর আগে অভাবী ব্যক্তি হিসেবে মকদ্দমা আনয়নের অনুমতির জন্য বিচারাধীন ছিল এবং এমন প্রত্যেক মকদ্দমা বা কার্যবাহর ব্যাপারে এমন আচরণ করা হবে এবং তার নিষ্পত্তি এমন ভাবে করা হবে যেন উক্ত ধারা-৮১ প্রবৃত্ত হয়নি;

(ভ) এই অধিনিয়মের ধারা-৮৪ দ্বারা যথাসংশোধিত প্রথা অনুসূচির আদেশ-৩৭-এর বিধান কোনো এমন মকদ্দমাতে প্রযোজ্য হবে না, যা উক্ত ধারা-৮৪-র শুরুর আগে বিচারাধীন ছিল; এমন প্রত্যেক মকদ্দমার ব্যাপারে এমন আচরণ করা হবে এবং তার নিষ্পত্তি এমন ভাবে করা হবে যেন, উক্ত ধারা-৮৪ প্রবৃত্ত হয় নি;

(য) এই অধিনিয়মের ধারা-৮৬ দ্বারা যথাসংশোধিত প্রথম অনুসূচির আদেশ-৩৯-এর বিধান কোনো এমন আসেধাজ্ঞাতে প্রযোজ্য হবে না বা তার ওপর কোনো প্রভাব ফেলবে না, যা উক্ত ধারা-৮৬-র শুরুর ঠিক আগে (অর্থাৎ পূর্ব মুহূর্তে) বিদ্যমান ছিল এবং এমন প্রত্যেক আসেধাজ্ঞা এবং ঐ আসেধাজ্ঞার অবহেলার জন্য কার্যবাহর ব্যাপারে এমন আচরণ করা হবে যেন উক্ত ধারা প্রবৃত্ত হয় নি;

(য) এই অধিনিয়মের ধারা-৮৭ দ্বারা যথাসংশোধিত প্রথম অনুসূচির আদেশ-৪১-এর বিধান কোনো এমন আপিলে প্রযোজ্য হবে না বা তার ওপর কোনো প্রভাব ফেলবে না; যা উক্ত ধারা-৮৭-র শুরুর পূর্ব মুহূর্তে বিচারাধীন ছিল এবং এমন প্রত্যেক আপিলের নিষ্পত্তি এমন ভাবে করা হবে যেন উক্ত ধারা-৮৭-প্রবৃত্ত হয় নি;

(য-ক) এই অধিনিয়মের ধারা-৮৮ দ্বারা যথা সংশোধিত প্রথম অনুসূচির আদেশ-৪২ কোনো এমন আপিল জাত ডিক্রি আদেশের কোনো আপিলে প্রযোজ্য হবে না, বা তার ওপর কোনো প্রভাব ফেলবে না, যা উক্ত ধারা-৮৮-র শুরুর আগে, আদেশ-৪১-এর বিধি-১১-র অধীন শুনানির পর গৃহীত হয়েছিল এবং এমন ভাবে গৃহীত প্রত্যেক আপিলের ব্যাপারে এমন আচরণ করা হবে যেন উক্ত ধারা-৮৮ প্রবৃত্ত হয় নি;

(য-খ) এই অধিনিয়মেব ধারা-৮৯ দ্বাবা যথাসংশোধিত প্রথম অনুসূচির আদেশ-৪৩-এর বিধান কোনো এমন আপিলে প্রযোজ্য হবে না, যা উক্ত ধারা-৮৯-এর শুরুর পূর্ব মুহূর্তে বিচারাধীন কোনো আদেশের বিরুদ্ধে করা হয়েছিল; এবং এমন প্রত্যেক আপিলের নিষ্পত্তি এমন ভাবে করা হবে যেন উক্ত ধারা-৮৯ প্রবৃত্ত হয় নি ;

(৩) উপধারা (২)-এ যেমন বিধান দেওয়া আছে তা ব্যতিরেকে এই অধিনিয়ম দ্বারা যথাসংশোধিত আদিম অধিনিয়মের বিধান এমন প্রত্যেক মকদ্দমা কার্যবাহ, আপিল বা আবেদনে, যা এই অধিনিয়মের শুরুতে বিচারাধীন ছিল অথবা এমন শুরুর পরে দায়ের করা হয়েছে বা দাখিল করা হয়েছে, এতদ্‌সত্ত্বেও প্রযোজ্য হবে যে, যে অধিকার বা বাদ-হেতুর অনুসরণে এমন মকদ্দমা, কার্যবাহ, আপিল বা আবেদন দাযের বা দাখিল কবা হয়, তা এভাবে শুরুর আগে অর্জন করা হয়েছিল বা উদ্ভূত হয়েছিল।

দেওয়ানী প্রক্রিয়া সংহিতা

বাংলায় ব্যবহৃত পরিভাষা

[Glossary of terminology, used in Bengali]

A

Absolutes-	নিরঙ্কুশ, অনিয়ন্ত্রিত আইন,
Act–	অধিনিয়ম, আইন
Adjusted–	সমন্বিত
Adversement–	সত্য বলে দৃঢ়তার সঙ্গে বর্ণনা
Advocate General–	মহাধিবক্তা
Affidavit–	শপথনামা, হলফনামা
Agricultural Produce–	কৃষিজ উৎপাদন, কৃষিজ পণ্য
Agent–	প্রতিনিধি, নিযুক্তক
Alienation–	হস্তান্তর
Aliens–	বিদেশি
Alleged–	অভিকথিত
Allowance–	ভাতা, বৃত্তি
Amendment–	সংশোধন
Ancestral–	পৈত্রিক
Annexture-	সংযোজন
Apeal Court–	আপিল আদালত
Appellant–	উত্তর-বিচার প্রার্থী
Appropriate–	যথাযথ
Arbitration–	সালিস (বিবাদ-মীমাংসা)
Assets–	পরিসম্পদ, সম্পদ
Attachment–	ক্রোক
Attested–	প্রত্যয়িত, সত্যাপিত, সত্যাঘ্যাত
Authorisation–	প্রাধিকার
Authorised–	প্রাধিকৃত
Award–	বিনির্ণয়/রোয়েদাদ

B

Bar–	নিষেধ; বাধা
Bench–	এজলাস, ন্যায়াসন
Bill of exchange–	বিনিময় পত্র

B

Bonafide–	প্রকৃত, খাঁটি
Breach of trust–	বিশ্বাস ভঙ্গ

C

Cause of action–	বিবাদ-হেতু, বাদ-হেতু
Certified copy–	প্রত্যয়িত প্রতিলিপি, সত্যাপিত প্রতিলিপি
Charge–	প্রভার
Charities–	বদান্যতা
Chief Secretary–	মুখ্য সচিব
Civil Court–	দেওয়ানী আদালত
Clause Code–	সংহিতা খণ্ড, প্রকরণ
Collateral security–	অতিরিক্ত জমানত
Collector–	সমাহর্তা, কালেক্টর
Compensation–	খেসারত, ক্ষতিপূরণ
Commission–	কমিশন
Conclusive–	চূড়ান্ত সমাপ্তি মূলক
Condition precedent–	পূর্বশর্ত
Counter claim–	প্রতি দাবি
Creditor–	উত্তমর্ণ
Custody–	অভিরক্ষা, হেপাজত

D

Damage–	ক্ষতি, ক্ষতিপূরণ
Dealt with–	আচরণ করা
Debtor–	অধমর্ণ
Decision–	বিনিশ্চয়, সিদ্ধান্ত
Decree–	ডিক্রি
Decree-holder–	ডিক্রিধারক, ডিক্রিধারী
Defendant–	প্রতিবাদী, বিবাদী
Default–	ব্যর্থতা, ব্যত্যয়, অক্ষমতা
Defaulting perchaser–	অক্ষম ক্রেতা
Delivery–	প্রদান, অর্পণ
Discovery–	আবিষ্কার
Distraint–	মাল ক্রোক
Document–	দস্তাবেজ
Detention–	আটক
Dwelling house–	বসত বাড়ি

E

Enactment–	অধিনিয়ম
Endorsement–	পৃষ্ঠাঙ্কন
Equitable–	নিরপেক্ষ, ন্যায় বিচারপূর্ণ
Equity–	ন্যায় বিচার
Examine–	পরীক্ষা, সাক্ষ্য
Examption–	ছাড়, অব্যাহতি
Execution–	নির্বাহ, জারি
Ex parte–	এক তরফা

F

Final Decree–	চূড়ান্ত নিষ্পত্তি
Foreclosure–	বন্ধকী সম্পত্তি খালাসের অধিকার হরণের মামলা
Frame–	গঠন
Fraud–	প্রতারণা

G

Garnishee Order–	গার্নিশি আদেশ, ঋণ পরিশোধ নিষেধক আদেশ
Gazette–	ঘোষপত্র
General Manager–	সাধারণ প্রবন্ধক (ব্যবস্থাপক)
Graduated–	মাত্রাঙ্কিত
Grant–	অনুদান
Gratuity–	আনুতোষিক
Growing–	বর্ধিষ্ণু, বাড়ছে এমন

H

Heir–	ওয়ারিশ, উত্তরাধিকারী

I

Immovable–	স্থাবর
Implied–	বিবক্ষিত
Imdemnity–	নিষ্কৃতি
Incidental–	আনুষঙ্গিক
Injunction–	আসেধাজ্ঞা
Inserted–	অন্তঃস্থাপিত
Instrument–	সাধিত্র
Interlocutory–	আন্তরস্থিক

I

Intermiddle–	অসঙ্গতভাবে হস্তক্ষেপ করা বা মাথা গলানো
Inter Pleader–	অন্তরাভিবাচী
Interrogatory–	জিজ্ঞাসাবাদ, জেরা

J

Judgment–	রায়
Judgment–debtor–	নির্ণীত-ঋণী
Judicial–	বিচারক
Jurisdiction–	অধিক্ষেত্র, ক্ষেত্রাধিকার
Justice–	ন্যায়পরতা

L

Law–	আইন
Legislative bodies–	বিধানিক সংস্থা
Legal–	বৈধিক
Liability–	দায়, দায়িত্ব
Limitation–	সীমা, সীমাবদ্ধতা
Livestock–	পশু সম্পত্তি

M

Malice–	বিদ্বেষ
Mandatory–	আজ্ঞাপক
Marginal note–	উপান্ত টীকা
Memorandum–	স্মারক লিপি
Mesne Profit–	মধ্যকালীন মুনাফা (বা লাভ)
Misjoinder–	কুসংযোগ, অপসংযোগ
Misrepresentation–	মিথ্যা বর্ণন
Modified–	পরিবর্তিত
Mortgage–	বন্ধক

N

Non-joinder–	অসংযোগ
Nationality–	জাতি, জাতিত্ব
Natural Justice–	স্বাভাবিক ন্যায়পরতা, ন্যায্যতা
Negotiable instrument–	হস্তান্তরযোগ্য পত্র বা সাধিত্র
Notice–	জ্ঞাপন, বিজ্ঞপ্তি

N

Notification–	প্রজ্ঞাপন

O

Objection–	আপত্তি
Occurrence–	সংগঠন
Oral–	মৌখিক
Order–	আদেশ
Ordnance–	অধ্যাদেশ
Original–	আদিম, মূল

P

Partition–	বিভাজন
Pension–	উত্তর বেতন
Performance–	কৃতি পালন
Permissible–	অনুমোদনযোগ্য, মেনে নেওয়ার মতো
Plaint–	আর্জি, নালিশ পত্র
Plaintiff–	বাদী
Pleading–	ওকালতি, হেতু-ভাষণ, আর্জি ও জবাব
Political Pention–	রাজনৈতিক ভাতা
Power of attorney–	মোক্তার নামা
Preamble–	প্রস্তাবনা
Precedence–	পূর্ব বর্তিতা
Precepts–	আজ্ঞাপত্র
Prescribed–	নির্ধারিত, নির্দিষ্ট
Presumtion–	প্রাক্-প্রত্যয়
Proceedings–	কার্যবাহ
Proceeds–	আগম
Process–	আদেশিকা, পরওয়ানা,
Project–	প্রকল্প, লাভ
Promissory Note–	প্রত্যর্থ পত্র
Provided that–	প্রকাশ থাকে যে,
Provident fund–	ভবিষ্য নিধি
Provision–	বিধান, অনুবিধি
Public Nuisance–	গণ-উপদ্রব, সার্বজনিক-উপদ্রব

R

Race–	বংশ, কুল

Rank– পদ মর্যাদা
Releable, Retable– যথা ভাগ
Reasonable– সঙ্গত, যথাযথ
Reciprocating territory– পূরক এলাকা
Record– নথি
Recorded– নথিভুক্ত
Redemption– দায়মোচন, খালাস
Reference– নির্দেশ, উল্লেখ, নিষ্পত্তির জন্য প্রেরণ বা প্রেষণ
Regulation– প্র-নিয়ম
Retinquishment– পরিত্যাগ, ত্যাগ
Relief– উপশম
Rent– ভাড়া, খাজনা
Report– রিপোর্ট, প্রতিবেদন
Repealed– নিরসিত
Resistance– প্রতিরোধ
Resiprocating territory– পূবক এলাকা
Restitution– প্রত্যাস্থাপন
Return– প্রতীরণ
Reversed– উল্টে দেওয়া, পরিবর্তিত করা
Review– পুনরীক্ষণ
Revisional Court– পুনর্বিচারপূর্বক সংশোধনের আদালত

S

Sale– বিক্রয়, বিক্রি
Savings– রক্ষা, রেহাই, ব্যাবৃত্তি
Scale– মাপদণ্ড, মাপনী
Schedule– অনুসূচি
Secretary– সচিব
Section– ধারা
Seisure– বাজেয়াপ্তকরণ
Set-aside– খারিজ করা, রদ করা, বাতিল করা
Set off– পাল্টা দাবি
Settlement– ভূ-বাসন
Small Cause Court– লঘুবাদ আদালত
Stay– স্থগিত

S

Stay order– স্থগিতাদেশ
Stipend– বৃত্তি
Substantial– মোটারকম
Subsistence allowance– জীবন-নির্বাহ ভাতা
Suit– মকদ্দমা, মামলা
Summons– সমন
Superior– উপরিক
Suplimental– অনুপূরক
Surety– জামিনদার
Survey– জরিপ, সর্বেক্ষণ

T

Title– অধিকার
Tribunal ন্যায়পীঠ, বিচার সভা

U

Undevided– অবিভাজন
Undue-influence– অনুচিত প্রভাব

V

Validity– সিদ্ধতা
Verification– যাচাই করা, সত্যতা প্রতিপাদন করা
Verified– সত্যাখ্যাত
Vexations– বিরক্তিকর, গোলমেলে
Voluntarily– স্বেচ্ছাকৃত ভাবে, স্বেচ্ছায়, স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে

W

Warrant– পরওয়ানা, ওয়ারেন্ট
Wilful default ইচ্ছাকৃত ব্যত্যয়, ইচ্ছাকৃত ব্যতিক্রম, ইচ্ছাকৃত খেলাপ।

বৃহৎ আইন জানুন

দণ্ড প্রক্রিয়া সংহিতা, ১৯৭৩

(১৯৭৪ সালের ২ নং আইন)

CODE OF CRIMINAL PROCEDURE, 1973

(ACT NO. 2 OF 1974)

● দণ্ড প্রক্রিয়া সংহিতা, ১৯৭৩ ●

(১৯৭৪ খ্রিস্টাব্দের ২নং আইন)

[২৫ জানুয়ারি, ১৯৭৪ খ্রিঃ]

দণ্ড প্রক্রিয়া সম্পর্কিত বিধি

সুদৃঢ় ও সংশোধন করার জন্য একটি অধিনিয়ম

ভারতীয় গণতন্ত্রের চব্বিশতম বর্ষে লোকসভা কর্তৃক নিম্নলিখিত মতো এই আইন বিধিবদ্ধ হোক —

অধ্যায় ঃ ১

[CHAPTER ঃ I]

॥ প্রস্তাবনা ॥

(Preliminary)

ধারা ১ থেকে ধারা ৫

[Section 1 to Section 5]

॥ ধারা ঃ ১ ॥ সংক্ষিপ্ত নাম, বিস্তার ও প্রারম্ভ [Short title, extent and commencement]—(১) এই অধিনিয়মের সংক্ষিপ্ত নাম হলো **দণ্ড প্রক্রিয়া সংহিতা, ১৯৭৩ খ্রিঃ।**

(২) জম্মু-কাশ্মীর রাজ্য ব্যতিবেকে এটি সারা ভারতে বিস্তৃত (অর্থাৎ প্রযোজ্য) ঃ প্রকাশ থাকে যে, অধ্যায়—৮, ১০ ও ১১-র সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত বিধানসমূহ ব্যতিরেকে, এই সংহিতার বিধানসমূহ—

(ক) নাগাল্যাণ্ড রাজ্যে ;

(খ) আদিবাসী এলাকাসমূহের ক্ষেত্রে ;

প্রযোজ্য হবে না কিন্তু সংশ্লিষ্ট রাজ্য সরকার প্রজ্ঞাপন দ্বারা এমন বিধানসমূহ বা তার মধ্যে কোনোটি যথাস্থিতি সম্পূর্ণ নাগাল্যাণ্ড রাজ্য বা এমন আদিবাসী এলাকাতে অথবা তার কোনো অংশে এমন অনুপূরক, আনুষঙ্গিক বা অনুবর্তী (অনুগামী) সংশোধন সহ প্রয়োগ কবতে পাবে যা উক্ত প্রজ্ঞাপনে নির্দিষ্ট করা থাকবে।

স্পষ্টীকরণ—এই ধারায় আদিবাসী এলাকা বলতে সেই এলাকা বুঝাবে যা ১৯৭২-এর জানুয়ারি মাসের একবিংশতম দিনের ঠিক আগে সংবিধানের ষষ্ঠ

অনুসূচির অনুচ্ছেদ ২০-তে যথা নির্দিষ্ট অসমের আদিবাসী এলাকায় সম্মিলিত ছিল এবং যা শিলং নগর এলাকার স্থানীয় সীমার মধ্যেকার এলাকা থেকে আলাদা।

(৩) এটি ১৯৭৪ খ্রিস্টাব্দের এপ্রিল মাসের প্রথম দিনে বলবৎ হবে।

॥ ধারা : ২ ॥ পরিভাষা [Definitions]—এই সংহিতায় যতক্ষণ প্রসঙ্গ থেকে ভিন্নরূপ অভিপ্রেত না হচ্ছে—

(ক) **'জামিনযোগ্য অপরাধ'** বলতে এমন অপরাধ বুঝাবে যা প্রথম অনুসূচিতে জামিনযোগ্য বলে দেখানো হয়েছে অথবা সমকালে বলবৎ অন্য কোনো আইন দ্বারা জামিনযোগ্য করা হয়েছে এবং **'জামিন অযোগ্য অপরাধ'** বলতে অন্য কোনো অপরাধ বুঝায়;

(খ) **'দোষারোপ'**-এর অন্তর্গত, যখন দোষারোপে একাধিক শিরোনাম থাকে, দোষারোপের যে কোনো শিরোনাম থাকবে;

(গ) **'ধর্তব্য অপরাধ'** বলতে বুঝায় এমন অপরাধ যার জন্য এবং **'ধর্তব্য মামলা'** বলতে বুঝায় এমন মামলা, যাতে, পুলিশ আধিকারিক প্রথম অনুসূচির বা সমকালে বলবৎ অন্য কোনো আইন অনুসার পরওয়ানা (ওয়ারেন্ট) ছাড়াই গ্রেপ্তার করতে পারে;

(ঘ) **'নালিশ'** (অভিযোগ, ফরিয়াদ) বলতে বুঝায় এই সংহিতার অধীন ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক কৃত কার্যবাহর দৃষ্টিতে মৌখিক বা লিখিতভাবে তাঁর কাছে করা অভিযোগ যে কোনো ব্যক্তি, সে ব্যক্তি পরিচিত হোক বা অপরিচিত কোনো অপরাধ সংঘটিত করেছে, তবে পুলিশের রিপোর্ট (বা প্রতিবেদন)-এর অন্তর্গত নয় ;

স্পষ্টীকরণ—কোনো এমন মামলায়, যেখানে তদন্তের পর কোনো অধর্তব্য অপরাধের সম্পাদন প্রকাশ করে, পুলিশ আধিকারিক দ্বারা কৃত রিপোর্ট অভিযোগ বলে মনে করা হবে এবং পুলিশ আধিকারিক দ্বারা এধরনের রিপোর্ট করা হয়েছে সেই পুলিশ আধিকারিককে অভিযোগকারী (বা ফরিয়াদী বা অভিযোক্তা) বলে ধরতে হবে।

(ঙ) **'উচ্চ আদালত'** (হাইকোর্ট) বলতে বুঝায়—

(এক) কোনো রাজ্যের ব্যাপারে, সেই রাজ্যের উচ্চ আদালত;

(দুই) কোনো এমন সংঘ রাজ্য ক্ষেত্রের ক্ষেত্রে, যাতে কোনো রাজ্যের উচ্চ আদালতের অধিক্ষেত্রর সম্প্রসারণ করা হয়েছে, আইন দ্বারা করা হয়েছে, সেই উচ্চ আদালত (অর্থাৎ হাইকোর্ট) ;

(তিন) অন্য কোনো সংঘ রাজ্য ক্ষেত্রের সম্পর্কে, ভারতের উচ্চতম আদালত (সুপ্রীম কোর্ট) ছাড়া, ঐ সংঘ রাজ্য ক্ষেত্রের জন্য ফৌজদারী আপিলের সর্বোচ্চ আদালত;

(চ) **'ভারত'** বলতে সেইসব রাজ্য ক্ষেত্র বুঝায় যেগুলোর ওপর এই সংহিতা সম্প্রসারিত হয়;

(ছ) **'তদন্ত'** বলতে বুঝায় বিচার ছাড়া, এমন প্রত্যেক তদন্ত যা এই সংহিতার অধীন ম্যাজিস্ট্রেট বা আদালত দ্বারা সম্পাদিত;

(জ) **'অনুসন্ধান'**-এর অন্তর্গত আছে, কোনো পুলিশ আধিকারিক দ্বারা বা (ম্যাজিস্ট্রেট ব্যতীত) যে কোনো এমন ব্যক্তি দ্বারা, যাকে ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক এই হেতু প্রাধিকৃত করা হয়েছে, সাক্ষ্য সংগ্রহ করার জন্য সম্পাদিত যাবতীয় কার্যবাহ;

(ঝ) **'ন্যায়িক কার্যবাহ'** বলতে বুঝায় আইনি প্রতিবিধান ব্যবস্থায় যে কোনো কার্যবাহ পরিচালন পদ্ধতি, যে পদ্ধতি অনুসরণ করার সময় শপথ (Oath) নিয়ে আইন সম্মতভাবে সাক্ষ্য নেওয়া হয় বা নেওয়া যেতে পারে;

(ঞ) কোনো আদালত বা ম্যাজিস্ট্রেটের ব্যাপারে **'স্থানীয় অধিক্ষেত্র'** বলতে সেই স্থানীয় ক্ষেত্র বুঝায় যার মধ্যে এমন আদালত বা ম্যাজিস্ট্রেট এই সংহিতার অধীনতার যাবতীয় বা কোনো একটি ক্ষমতা প্রয়োগ করতে পারে এবং এমন স্থানীয় ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ রাজ্য বা রাজ্যের কোনো অংশ সংশ্লিষ্ট হতে পারে, যা রাজ্য সরকার প্রজ্ঞাপন দিয়ে নির্দিষ্ট (বা উল্লেখ) করবে;

(ট) **'মহানগর এলাকা'** বলতে বুঝায় সেই এলাকা, যাকে ধারা-৮-এর অধীন মহানগর (বা মেট্রোপলিটন) এলাকা বলে ঘোষণা করা হয়েছে বা ঘোষিত বলে মনে করা হয়েছে;

(ঠ) **'অধর্তব্য অপরাধ'** বলতে বুঝায় কোনো একটি অপরাধ যার জন্য এবং **'অধর্তব্য ঘটনা'** বলতে বুঝায় এমন ঘটনা, যাতে, পুলিশ আধিকারিকের পরওয়ানা (ওয়ারেন্ট) ছাড়া গ্রেপ্তার করার প্রাধিকার থাকে না;

(ড) **'প্রজ্ঞাপন'** (বা বিজ্ঞপ্তি) বলতে বুঝায় সরকারি ঘোষপত্রে প্রকাশিত বিজ্ঞপ্তি;

(ঢ) **'অপরাধ'** বলতে বুঝায় এমন কার্য বা এমন কার্যের লোপ, যা সমকালে বলবৎ কোনো আইন দ্বারা দণ্ডনীয় করা হয়েছে এবং এমন কিছু কাজও এর অন্তর্ভুক্ত হবে যার সম্পর্কে পশু অনধিকার প্রবেশ আইন, ১৮৭১ (১৮৭১-এর ১)-এর ধারা-২০-র অধীন অভিযোগ (বা নালিশ) করা যেতে পারে;

(ণ) **'পুলিশ থানার ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক'**-এর অন্তর্ভুক্ত হবেন যখন পুলিশ থানার ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক থানায় অনুপস্থিত আছেন বা অসুস্থতা বা অন্য কোনো কারণে তাঁর কর্তব্য পালনে অসমর্থ হয়েছেন, তখন থানায় উপস্থিত এমন পুলিশ আধিকারিক, যিনি ঐ আধিকারিকের পদমর্যাদার ঠিক পরের শ্রেণীতে পড়েন এবং কনস্টেবল শ্রেণীর ওপরে হন অথবা যখন রাজ্য সরকার এমন নির্দেশ দেয় তখন এই রকম উপস্থিত যে কোনো পুলিশ আধিকারিকও;

(ত) **'স্থান'**-এর অন্তর্গত হবে গৃহ (বাড়ি), অট্টালিকা, তাঁবু, গাড়ি এবং জলযানও;

(থ) কোনো আদালতে কোনো কার্যবাহ সম্পর্কে ব্যবহৃত হলে, **প্লিডার** বলতে ঐ আদালতে সেই সময়ে প্রযোজ্য কোনো আইন দ্বারা বা তার অধীন ওকালতি-ব্যবসায় বা ব্যবহারজীবী হিসেবে কাজ করার জন্য প্রাধিকৃত ব্যক্তি বুঝায় এবং এর অন্তর্ভুক্ত হবে অন্য এমন যে কোনো ব্যক্তি যাকে এমন কার্যবাহে কার্য সম্পাদনের জন্য আদালতের অনুমতিক্রমে নিযুক্ত করা হয়েছে;

(দ) **'পুলিশ রিপোর্ট'** (বা পুলিশী প্রতিবেদন) বলতে পুলিশ আধিকারিক দ্বারা ধারা-১৭৩-এর উপধারা (২)-এর অধীন ম্যাজিস্ট্রেটকে প্রেরিত রিপোর্ট (বা প্রতিবেদন) বুঝায়;

(ধ) **'পুলিশ থানা'** বলতে যে কোনো ফাঁড়ি বা স্থান বুঝায়, যাকে রাজ্য সরকার দ্বারা সাধারণভাবে বা বিশেষভাবে পুলিশ থানা বলে ঘোষণা করা হয়েছে এবং রাজ্য সরকার দ্বারা এই হেতু উল্লিখিত যে কোনো স্থানীয় ক্ষেত্রও এর অন্তর্ভুক্ত আছেন;

(ন) **'নির্দিষ্ট'** (বা বিহিত) বলতে এই সংহিতার অধীন প্রণীত নিয়মাবলী দ্বারা নির্দিষ্ট (বিহিত) বুঝায়;

(প) **'সরকারি অভিশংসক'** বলতে ধারা-২৪-এর অধীন নিযুক্ত ব্যক্তি বুঝায় এবং সরকারি অভিশংসকের নির্দেশের অধীন (অর্থাৎ নির্দেশ অনুসার) কার্য সম্পাদনকারী ব্যক্তিও এর অন্তর্ভুক্ত আছেন;

(ফ) **'মহকুমা'** বলতে জেলার মহকুমা বুঝায়;

(ব) **'সমন-মামলা'** বলতে এমন মামলা বুঝায় যা কোনো অপরাধের সঙ্গে সম্পর্ক-যুক্ত এবং যা পরওয়ানা-মামলা নয়;

(ভ) **'পরওয়ানা-মামলা'** বলতে এমন মামলা বুঝায় যা মৃত্যু, যাবজ্জীবন কারাদণ্ড বা দু' বছরের বেশি মেয়াদের জন্য কারাদণ্ডে দণ্ডনীয় কোনো অপরাধের সঙ্গে সম্পর্ক যুক্ত;

(ম) সেই সব শব্দ এবং অভিব্যক্তি, যা এতে ব্যবহৃত হয়েছে এবং সেগুলোর সংজ্ঞা এখানে দেওয়া হয়নি, কিন্তু ভারতীয় দণ্ড সংহিতা, ১৮৬০ (১৮৬০-এর ৪৫ ধারা)-তে সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে, সেগুলোর অর্থ ঐ সংহিতার অর্থের মধ্যেই হবে (অর্থাৎ ভারতীয় দণ্ড সংহিতাতে সেগুলোর যা সংজ্ঞা বা পরিভাষা দেওয়া হয়েছে), এখানে এই দণ্ড প্রক্রিয়া সংহিতাতেও সেই শব্দগুলো আর অভিব্যক্তিগুলোর অর্থ তেমনই হবে।

॥ ধারা ঃ ৩ ॥ প্রসঙ্গসমূহের ব্যাখ্যা [Construction of references]—(১) এই সংহিতায়—

(ক) বিশেষক শব্দ ব্যতিরেকে ম্যাজিস্ট্রেটের প্রতি উল্লেখের, যতক্ষণ প্রসঙ্গ থেকে ভিন্নরূপ অভিপ্রায় না করা হচ্ছে অর্থ হবে—

(এক) মহানগর এলাকার বাইরে কোনো এলাকার ব্যাপারে ন্যায়িক ম্যাজিস্ট্রেটের প্রতি উল্লেখ বলে;

(দুই) মহানগর এলাকার সম্পর্কে মহানগর ম্যাজিস্ট্রেটের প্রতি উল্লেখ বলে;

(খ) দ্বিতীয় শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেটের প্রতি উল্লেখের মহানগর এলাকার বাইরে কোনো এলাকার সম্পর্কে অর্থ করা হবে তা দ্বিতীয় শ্রেণীর ন্যায়িক ম্যাজিস্ট্রেটের প্রতি এবং মহানগর এলাকার সম্পর্কে মহানগর ম্যাজিস্ট্রেটের প্রতি উল্লেখ বলে;

(গ) প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেটের প্রতি উল্লেখ বলে—

(এক) মেট্রোপলিটন এলাকার বাইরে অর্থ হবে কথিত এলাকার ক্ষেত্রাধিকার প্রয়োগকারী মহানগর ম্যাজিস্ট্রেটের প্রতি উল্লেখ বলে;

(দুই) অন্য কোনো এলাকার ব্যাপাবে অর্থ হবে উক্ত এলাকায় ক্ষেত্রাধিকার প্রয়োগকারী প্রথম শ্রেণীর ন্যায়িক ম্যাজিস্টেটের প্রতি উল্লেখ বলে।

(ঘ) মুখ্য ন্যায়িক ম্যাজিস্ট্রেট (Chief Judicial Magistrate)-এর প্রতি উল্লেখের কোনো মহানগর এলাকার ব্যাপারে অর্থ করা হবে (ব্যাখ্যাত হবে) যে, তা ঐ এলাকায় ক্ষেত্রাধিকার প্রয়োগকারী মুখ্য মহানগর ম্যাজিস্ট্রেট (Chief Metropolitan Magistrate)-এর প্রতি উল্লেখ বলে।

(২) এই সংহিতায় যতক্ষণ প্রসঙ্গ থেকে ভিন্নরূপ অভিপ্রায় না করা হচ্ছে, ন্যায়িক ম্যাজিস্ট্রেটের আদালতের প্রতি উল্লেখের মহানগর এলাকার ব্যাপারে অর্থ করা হবে ঐ এলাকার মহানগর ম্যাজিস্ট্রেটের আদালতের প্রতি উল্লেখ বলে।

(৩) যতক্ষণ প্রসঙ্গ থেকে ভিন্নরূপ অভিপ্রায় না করা হচ্ছে এই সংহিতার প্রারম্ভের আগে গৃহীত কোনো আইনে—

(ক) প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেটের প্রতি উল্লেখের অর্থ করা হবে তা প্রথম শ্রেণীর ন্যায়িক ম্যাজিস্ট্রেটের প্রতি উল্লেখ বলে;

(খ) দ্বিতীয় শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট বা তৃতীয় শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেটেব প্রতি উল্লেখের অর্থ করা হবে তা দ্বিতীয় শ্রেণীর ন্যায়িক ম্যাজিস্ট্রেটেব প্রতি উল্লেখ বলে;

(গ) প্রেসিডেন্সি ম্যাজিস্ট্রেট বা মুখ্য প্রেসিডেন্সি ম্যাজিস্ট্রেটের প্রতি উল্লেখের অর্থ করা হবে তা যথাক্রমে মহানগর ম্যাজিস্ট্রেট বা মুখ্য মহানগর ম্যাজিস্ট্রেটের প্রতি উল্লেখ বলে;

(ঘ) মহানগর এলাকায় সম্মিলিত কোনো এলাকার প্রতি উল্লেখের অর্থ করা হবে তা এমন মহানগর এলাকাব প্রতি উল্লেখ বলে এবং প্রথম শ্রেণী বা দ্বিতীয় শ্রেণী ম্যাজিস্ট্রেটের প্রতি উল্লেখের ঐ এলাকার ব্যাপারে অর্থ করা হবে তা ঐ এলাকার ক্ষেত্রাধিকার প্রয়োগকারী মহানগর ম্যাজিস্ট্রেটের প্রতি উল্লেখ বলে।

(৪) যেখানে এই সংহিতা থেকে ভিন্ন কোনো আইনেব অধীনে কোনো ম্যাজিস্ট্রেট দ্বারা প্রয়োগযোগ্য কৃত্য এমন বিষয়ের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত—

(ক) যার মধ্যে সাক্ষ্যের গুণাবধান বা সূক্ষ্ম পরীক্ষণ বা কোনো এমন মীমাংসা করা অন্তর্বলিত, যাতে কোনো ব্যক্তিকে কোনো দণ্ড বা সাজার বা অনুসন্ধান, তদন্ত বা বিচার হওয়া পর্যন্ত প্রহরায় আটকের সম্ভাবনা থাকতে পারে অথবা যার ফলশ্রুতিতে যে কোনো আদালতের সামনে বিচারার্থ তাকে প্রেবণ করে, তা এই সংহিতার বিধান সাপেক্ষে কোনো ন্যাযিক ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক প্রয়োগযোগ্য হবে, কিংবা—

(খ) যা প্রশাসনিক বা নির্বাহী প্রকারের, যেমন অনুমতি প্রদান, অনুমতি নিলম্বন বা বাতিলকরণ, অভিশংসন অনুমোদন করণ বা অভিশংসন থেকে প্রত্যাহরণ, তা উপরোক্ত মতো শর্তসাপেক্ষে কোনো নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক প্রয়োগ যোগ্য হবে।

॥ ধারা ঃ ৪ ॥ ভারতীয় দণ্ড সংহিতা এবং অন্যান্য আইনের অধীনে অপরাধ-সমূহের বিচার। Trial of offences under the Indian penal code and other

laws]—(১) ভারতীয় দণ্ড সংহিতা, ১৮৬০ (১৮৬০-এর ৪৫)-এর অধীনে সমস্ত অপরাধের অনুসন্ধান, তদন্ত, বিচার এবং তাদের সম্পর্কে অন্যান্য কার্যবাহ অতঃপর বিধৃত বিধানসমূহ অনুসারে করা হবে।

(২) অন্য কোনো আইনের অধীন যাবতীয় অপরাধের অনুসন্ধান, তদন্ত, বিচার এবং তাদের সম্পর্কে অন্যান্য কার্যবাহ এই বিধানসমূহ অনুসারে কিন্তু এমন অপরাধসমূহের অনুসন্ধান, তদন্ত, বিচার বা অন্যান্য কার্যবাহর পদ্ধতি বা স্থানের নিয়ন্ত্রণকারী সমকালে বলবৎ কোনো অধিনিয়ম সাপেক্ষে, করা যাবে।

॥ ধারা ঃ ৫ ॥ ব্যাবৃত্তি [Savings]—প্রতিকূল কোনো সুনির্দিষ্ট বিধানের অভাবে (বা অবর্তমানে) এই সংহিতার কোনো কিছু সমকালে বলবৎ কোনো বিশেষ বা স্থানীয় আইনকে বা সমকালে বলবৎ অন্য কোনো আইন দ্বারা প্রদত্ত কোনো বিশেষ ক্ষেত্রাধিকার বা ক্ষমতা বা ঐ আইন দ্বারা নির্দিষ্ট কোনো বিশেষ প্রক্রিয়াকে প্রভাবিত করবে না।

অধ্যায় ঃ ২
[CHAPTER ঃ II]
ফৌজদারী আদালত ও কার্যালয়সমূহের গঠন
(Constitution of Criminal Courts and Offices)

ধারা ৬ থেকে ধারা ২৫
[Section 6 to Section 25]

॥ ধারা ঃ ৬ ॥ ফৌজদারী আদালতসমূহের শ্রেণী [Classes of Criminal Courts]—উচ্চ আদালতসমূহ এবং এই সংহিতা ব্যতীত কোনো আইনের অধীনে গঠিত আদালতসমূহ ছাড়া, প্রত্যেক রাজ্যে নিম্ন-লিখিত শ্রেণীর ফৌজদারী আদালত থাকবে; যথা—

(১) দায়রা আদালত;

(২) প্রথম শ্রেণীর ন্যায়িক ম্যাজিস্ট্রেট এবং কোনো মহানগর এলাকায় মহানগব ম্যাজিস্ট্রেট;

(৩) দ্বিতীয় শ্রেণী ন্যায়িক ম্যাজিস্ট্রেট; এবং

(৪) কার্য নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট।

॥ ধারা ঃ ৭ ॥ আঞ্চলিক বিভাগ [Territorial Divisions]—(১) প্রত্যেক রাজ্য একটি দায়রা বিভাগ হবে বা তাতে দায়রা বিভাগ থাকবে এবং এই সংহিতার প্রয়োজন হেতু প্রত্যেক দায়রা বিভাগ একটি জেলা হবে বা তাতে জেলা থাকবে;

প্রকাশ থাকে যে, প্রত্যেক মহানগর এলাকা, উক্ত প্রয়োজন হেতু, একটি পৃথক দায়রা বিভাগ এবং জেলা হবে।

(২) রাজ্য সরকার উচ্চ আদালতের সাথে পরামর্শের পর, এমন বিভাগ জেলাগুলোর সীমা বা সংখ্যাতে পরিবর্তন করতে পারবেন।

(৩) রাজ্য সরকার, উচ্চ আদালতের সাথে পরামর্শ করার পর কোনো জেলার মহকুমাতে ভাগ করতে পারে এবং এমন মহকুমার সীমা বা সংখ্যার পরিবর্তন করতে পারবে।

(৪) কোনো রাজ্যে এই সংহিতার প্রারম্ভের সময় বিদ্যমান দায়রা বিভাগ, জেলা আর মহকুমা এই ধারার অধীন গঠিত বলে মনে করা হবে।

॥ ধারা ঃ ৮ ॥ মহানগর (বা মেট্রোপলিটন) এলাকা [Metropolitan Areas]—(১) রাজ্য সবকার বিজ্ঞপ্তি দিয়ে ঘোষণা করতে পারবে যে, বিজ্ঞপ্তিতে যে তারিখ দেওয়া থাকবে সেই তারিখ থেকে রাজ্যের কোনো এলাকা যাতে এমন নগর বা শহর বিদ্যমান যার জনসংখ্যা দশ লক্ষের ওপর, এই সংহিতার প্রয়োজন হেতু মহানগর এলাকা হবে।

(২) এই সংহিতার প্রারম্ভ থেকে মুম্বাই, কোলকাতা এবং মাদ্রাজ (অধুনা চেন্নাই) প্রেসিডেন্সি শহরগুলোর প্রত্যেকটি এবং আহমদনগর, উপধারা (১)-এর অধীনে মহানগর এলাকা বলে ঘোষিত মনে করতে হবে।

(৩) রাজ্য সরকার বিজ্ঞপ্তি দিয়ে, মহানগর এলাকার সীমানা বাড়াতে পারে বা হ্রাস করতে পারে অথবা পরিবর্তন করতে পারে, কিন্তু ঐ হ্রাসকরণ বা পরিবর্তন এমন ভাবে করা যাবে না যাতে ঐ এলাকার জনসংখ্যা দশ লক্ষের কম হয়ে যায়।

(৪) যেখানে কোনো এলাকাকে মহানগর এলাকা বলে ঘোষণা করার পর বা ঘোষিত ধরে নেওয়ার পর ঐ এলাকার জন সংখ্যা দশ লক্ষের কম হয়ে যায়, সেখানে ঐ ক্ষেত্র, সেই তারিখ থেকে এবং যে প্রকার যা রাজ্য সরকার বিজ্ঞপ্তি দ্বারা এই হেতু সুনির্দিষ্ট করবে, মহানগর এলাকা থাকবে না, কিন্তু মহানগর এলাকা আর না থাকলেও এমন তদন্ত, বিচার বা আপিল যা মহানগর এলাকা না থাকার (অর্থাৎ মহানগর এলাকা আর থাকল না এমনটা ঘোষণা করার) ঠিক আগে, ঐ রকম এলাকার যে কোনো আদালত বা ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে বিবেচনাধীন ছিল, এই সংহিতার অধীনে নিষ্পত্তি করা যাবে এমন ভাবে যেমন ভাবে মহানগর এলাকায় করা হয়।

(৫) যেখানে রাজ্য সরকার উপধারা (১)-এর অধীন কোনো মহানগর এলাকার সীমানা কম করে বা পরিবর্তিত করে সেখানে এহেন তদন্ত বিচার বা আপিলের ওপর, যা ঐভাবে কর্ম করার বা পরিবর্তন করার ঠিক আগে কোনো আদালত বা ম্যাজিস্ট্রেটের সম্মুখে বিবেচনাধীন ছিল, এমন কম করা বা পরিবর্তনের কোনো প্রভাব পড়বে না এবং এমন প্রত্যেকটি তদন্ত, বিচার বা আপিল এই সংহিতার অধীনে সেই রকম ভাবে নিষ্পত্তি করা যাবে যে ঐরকম কোনো হ্রাসকরণ বা পরিবর্তন সাধন হয় নি।

স্পষ্টীকরণ—এই ধারাতে জনসংখ্যা শব্দটি (বা অভিব্যক্তিটি) দ্বারা বুঝায় এমন সর্বশেষ জন গণনা দ্বারা নির্ধারিত জনসংখ্যা যার প্রাসঙ্গিক সংখ্যা প্রকাশ করা হয়েছে।

॥ ধারা : ৯ ॥ দায়রা (বা সেশন) আদালত [Court of Session]—(১) রাজ্য সরকার প্রত্যেক দায়রা বিভাগের জন্য একটি দায়রা আদালত স্থাপন করবে।

(২) প্রত্যেক দায়রা আদালতে একজন করে ন্যায়াধীশ অধিষ্ঠিত থাকবেন, যাঁকে উচ্চ আদালত কর্তৃক নিযুক্ত করা হবে।

(৩) উচ্চ আদালত অতিরিক্ত দায়রা ন্যায়াধীশ এবং সহকারী দায়রা ন্যায়ধীশকেও দায়রা আদালতে ক্ষেত্রাধিকার প্রয়োগ করার জন্য নিযুক্ত করতে পারবে।

(৪) উচ্চ আদালত দ্বারা কোনো দায়রা বিভাগের দায়রা ন্যায়াধীশকে অন্য বিভাগের অতিরিক্ত দায়রা ন্যায়াধীশ হিসেবেও নিযুক্ত করা যেতে পারে, এবং এমতাবস্থায় ঐ মামলাগুলোর নিষ্পত্তি (বা বিলিবন্দেজ) করার জন্য অন্য বিভাগের অন্তর্গত এমন স্থান বা স্থানসমূহে আসন গ্রহণ করতে পারেন সেখানে তা গ্রহণ করার জন্য উচ্চ আদালত নির্দেশ দেবে।

(৫) যেখানে কোনো দায়রা ন্যায়াধীশের পদ খালি হয় সেখানে উচ্চ আদালত কোনো এমন জরুরি (আর্জেন্ট) আবেদন ক্রমে, যা ঐ আদালতের সম্মুখে করা হয়েছে

বা বিবেচনাধীন আছে অতিরিক্ত বা সহকারী দায়রা ন্যায়াধীশ দ্বারা অথবা যদি অতিরিক্ত বা সহকারী দায়রা ন্যায়াধীশ না থেকে থাকেন তাহলে দায়রা বিভাগের মুখ্য ন্যায়িক ম্যাজিস্ট্রেট দ্বারা নিষ্পত্তি করার জন্য ব্যবস্থা নিতে পারেন এবং প্রত্যেক ন্যায়াধীশ বা ম্যাজিস্ট্রেটকে এমন আবেদনপত্রের ওপর কার্যবাহ করার (অর্থাৎ ব্যবস্থা গ্রহণের) ক্ষেত্রাধিকার থাকবে।

(৬) দায়রা আদালত সাধারণভাবে তাঁর বৈঠক (sitting) এমন স্থানে বা স্থানসমূহে করবে যা উচ্চ ন্যায়ালয় বিজ্ঞপ্তি দ্বারা সুনির্দিষ্ট করবে, কিন্তু যদি কোনো বিশেষ ক্ষেত্রে দায়রা আদালতের অভিমত হয় যে, দায়রা বিভাগের অন্য কোনো স্থানে বৈঠক (sitting) করলে পক্ষদের বা সাক্ষীদের সুবিধা হবে তাহলে সে দায়রা আদালত অভিশংসন ও অভিযুক্তদের সম্পত্তিতে ঐ বিষয়টির বিলিবন্দেজ (বা নিষ্পত্তি) করার জন্য বা সেখানে সাক্ষী বা সাক্ষীদের পরীক্ষা করার জন্য সেই স্থানে বৈঠক বসাতে পারেন।

স্পষ্টীকরণ—এই সংহিতার প্রয়োজন হেতু '**নিয়োগ**'-এর মধ্যে সরকার দ্বারা সংঘ বা রাজ্যের কার্যকলাপ সম্পর্কে কোনো কৃত্যকে বা পদে কোনো ব্যক্তির প্রথম নিয়োগ, পদস্থাপনা, পদোন্নতি অন্তর্ভুক্ত নয় যেখানে কোনো আইনের অধীনে এমন নিয়োগ, পদস্থাপনা (posting), বা পদোন্নতি (promotion) সরকার কর্তৃক সম্পাদন যোগ্য (অর্থাৎ সম্পাদনের জন্য অভিপ্রায় করা হয়েছে)।

॥ ধারা : ১০ ॥ সহকারী দায়রা ন্যায়াধীশের অধীনস্থ হওয়া [Subordination of Assistant Sessions Judges]—(১) সমস্ত সহকারী দায়রা ন্যায়াধীশ ঐ দায়রা ন্যায়াধীশের অধীনস্থ হবেন, যাঁর আদালতে তাঁরা ক্ষেত্রাধিকার প্রয়োগ করেন।

(২) দায়রা ন্যায়াধীশ এমন সহকারী দায়রা ন্যায়াধীশদের মধ্যে কাজ ভাগ করে দেওয়ার ব্যাপারে এই সংহিতার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ নিয়মাবলী সময়ে-সময়ে প্রণয়ন করতে পারবেন।

(৩) দায়রা ন্যায়াধীশ তাঁর অনুপস্থিতে বা তাঁর কার্য সম্পাদন করার অক্ষমতার ক্ষেত্রে, কোনো জরুরি আবেদনের, অতিরিক্ত বা সহকারী দায়রা ন্যায়াধীশ দ্বারা বা যদি কোনো অতিরিক্ত বা সহকারী ন্যায়াধীশ না থেকে থাকেন তাহলে মুখ্য ন্যায়িক ম্যাজিস্ট্রেট দ্বারা নিষ্পত্তির (বা বিলিবন্দেজের) জন্যও ব্যবস্থা করতে পারেন এবং এমন মনে করা হবে যে এমন প্রত্যেক ন্যায়াধীশ বা ম্যাজিস্ট্রেটকে এমন আবেদন ক্রমে কার্যবাহ করার ক্ষেত্রাধিকার আছে।

॥ ধারা : ১১ ॥ ন্যায়িক ম্যাজিস্ট্রেটগণের আদালত [Courts of Judicial Magistrates]—(১) প্রত্যেক জেলাতে (মহানগর এলাকাতে নয়) প্রথম শ্রেণী এবং দ্বিতীয় শ্রেণী ন্যায়িক ম্যাজিস্ট্রেটগণের ততগুলি আদালত স্থাপন যা হবে যতগুলি এবং যা রাজ্য সরকার, উচ্চ আদালতের সঙ্গে পরামর্শ করার পর বিজ্ঞপ্তি দ্বারা সুনির্দিষ্ট করবে (বা উল্লেখ করবে)।

প্রকাশ থাকে যে, রাজ্য সরকার উচ্চ আদালতের সঙ্গে পরামর্শ করার পর কোনো স্থানীয় ক্ষেত্রের জন্য, প্রথম শ্রেণী ও দ্বিতীয় শ্রেণীর ন্যায়িক ম্যাজিস্ট্রেটের এক বা একাধিক বিশেষ আদালত, কোনো বিশেষ মামলা বা বিশেষ শ্রেণীর মামলার বিচারের জন্য স্থাপন করতে পারে এবং যেখানে এমন কোনো বিশেষ আদালত স্থাপন করা হয় সেই স্থানীয় ক্ষেত্রে ম্যাজিস্ট্রেটের কোনো অন্য আদালতকে কোনো এমন মামলা বা বিশেষ শ্রেণীর মামলার বিচার করার ক্ষেত্রাধিকার থাকবে না, যেগুলোর বিচার করার জন্য ন্যায়িক ম্যাজিস্ট্রেটের এমন বিশেষ আদালত স্থাপন করা হয়েছে।

(২) এমন আদালতগুলোতে আসীন আধিকারিক উচ্চ আদালত দ্বারা নিযুক্ত হবেন।

(৩) উচ্চ আদালতের যখনই এমন সমীচীন বা আবশ্যাক মনে হবে, কোনো দেওয়ানী আদালতে ন্যায়াধীশ হিসেবে কর্মরত রাজ্যের ন্যায়িক কৃত্যক-এর কোনো সদস্যকে প্রথম শ্রেণী বা দ্বিতীয় শ্রেণী ম্যাজিস্ট্রেটের ক্ষমতা প্রদান করতে পারবে।

॥ ধারা ঃ ১২ ॥ মুখ্য ন্যায়িক ম্যাজিস্ট্রেট ও অতিরিক্ত মুখ্য ন্যায়িক ম্যাজিস্ট্রেট, প্রমুখগণ [Chief Judicial Magistrate and Additional Chief Judicial Magistrate, etc.]—(১) উচ্চ আদালত, প্রত্যেক জেলাতে (মহানগর এলাকা নয়) একজন করে প্রথম শ্রেণীর ন্যায়িক ম্যাজিস্ট্রেটকে মুখ্য ন্যায়িক ম্যাজিস্ট্রেট নিয়োগ করবেন।

(২) উচ্চ আদালত কোনো প্রথম শ্রেণীর ন্যায়িক ম্যাজিস্ট্রেটকে অতিরিক্ত মুখ্য ন্যায়িক ম্যাজিস্ট্রেট নিযুক্ত করতে পারবেন এবং এমন ম্যাজিস্ট্রেটের এই সংহিতার অধীনে বা সমকালে প্রযোজ্য কোনো অন্য আইনের অধীনে মুখ্য ন্যায়িক ম্যাজিস্ট্রেটের যাবতীয় বা কিছু কিছু ক্ষমতা, উচ্চ আদালত যেমন নির্দেশ দেবে, থাকবে।

(৩) (ক) উচ্চ আদালত প্রয়োজনানুসার কোনো মহকুমাতে কোনো প্রথম শ্রেণীর ন্যায়িক ম্যাজিস্ট্রেটকে মহকুমা ন্যায়িক ম্যাজিস্ট্রেট হিসেবে পদাভিষিক্ত করতে পারে এবং তাঁকে এই ধারাতে উল্লিখিত দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দিতে পারে।

(খ) প্রত্যেক মহকুমা ন্যায়িক ম্যাজিস্ট্রেটকে মুখ্য ন্যায়িক ম্যাজিস্ট্রেটের সাধারণ নিয়ন্ত্রণের অধীনে থেকে মহকুমাতে (অতিরিক্ত মুখ্য ন্যায়িক ম্যাজিস্ট্রেট ব্যতীত) ন্যায়িক ম্যাজিস্ট্রেটগণের কাজের ওপর পর্যবেক্ষণ এবং নিয়ন্ত্রণের এমন ক্ষমতাও থাকবে যেমন উচ্চ আদালত সাধাবণ বা বিশেষ আদেশ দ্বারা এই হেতু উল্লেখ করবে এবং তিনি তা প্রয়োগ করবেন।

॥ ধারা ঃ ১৩ ॥ বিশেষ ন্যায়িক ম্যাজিস্ট্রেট [Special Judicial Magistrates]—(১) যদি কেন্দ্রীয় বা রাজ্য সরকার উচ্চ আদালতের কাছে এমন করার জন্য অনুরোধ করে তাহলে উচ্চ আদালত কোনো ব্যক্তিকে যিনি সরকারের অধীনে কোনো পদ ধারণ করে বা যিনি কোনো পদাধিকারী ছিলেন, কোনো স্থানীয়

এলাকায়, যা মহানগর এলাকা নয়, বিশেষ মকদ্দমায় বা বিশেষ শ্রেণীর মকদ্দমার ব্যাপারে দ্বিতীয় শ্রেণীর ন্যায়িক ম্যাজিস্ট্রেটকে এই সংহিতা দ্বারা বা তার অধীনে প্রদত্ত বা প্রদত্ত হতে পারে এমন সমস্ত বা কিছু কিছু ক্ষমতা প্রদান করতে পারে ঃ

প্রকাশ থাকে যে, এমন কোনো ক্ষমতা কোনো ব্যক্তিকে প্রদান করা যাবে না, যতক্ষণ তাঁর কাছে বৈধিক (আইনগত) বিষয়ের ব্যাপারে এমন যোগ্যতা বা অভিজ্ঞতা না থাকে, যেমন উচ্চ আদালত নিয়মাবলী দ্বারা উল্লেখ করে।

(২) এমন ম্যাজিস্ট্রেট বিশেষ ন্যায়িক ম্যাজিস্ট্রেট বলে অভিহিত হবেন এবং এক দফাতে অনধিক এক বছরের এমন সময় কালের জন্য নিযুক্ত হবেন, যে সময় কাল (অর্থাৎ মেয়াদ) উচ্চ আদালত, সাধারণ বা বিশেষ আদেশ দ্বারা উল্লেখ করবে।

(৩) উচ্চ আদালত কোনো বিশেষ ন্যায়িক ম্যাজিস্ট্রেটকে তার স্থানীয় অধিক্ষেত্রর বাইরের কোনো মহানগর এলাকার ব্যাপারে মহানগব ম্যাজিস্ট্রেটের ক্ষমতার প্রয়োগ করার জন্য সক্ষম করতে পারেন।

॥ ধারা ঃ ১৪ ॥ ন্যায়িক ম্যাজিস্ট্রেটগণের স্থানীয় অধিক্ষেত্র [Local Jurisdiction of Judicial Magistrates]—(১) উচ্চ আদালতের নিয়ন্ত্রণের অধীনে, মুখ্য ন্যায়িক ম্যাজিস্ট্রেট, সময়ে সময়ে সেই সব স্থানীয় এলাকার সীমানা সংজ্ঞায়িত করতে পারেন, যেগুলোর ভেতর ধারা-১১ বা ধারা-১৩-এর অধীনে নিযুক্ত ম্যাজিস্ট্রেট সেই সব ক্ষমতার বা তার কোনোটির প্রযোগ করতে পারবেন, যা এই সংহিতার অধীনে তাতে নিহিত করা হয়েছে ঃ

প্রকাশ থাকে যে, বিশেষ ম্যাজিস্ট্রেটের আদালত সেই স্থানীয় এলাকার মধ্যে, যার জন্য তা স্থাপন করা হয়েছে, যে কোনো স্থানে বৈঠক (বা কার্য) করতে পারে।

(২) এমন সংজ্ঞা দ্বারা যেমন বিধান দেওয়া হয়েছে, তা ব্যতিরেকে, এমন প্রত্যেক ম্যাজিস্ট্রেটের ক্ষেত্রাধিকার এবং ক্ষমতার প্রসাব জেলাব সর্বত্র হবে।

(৩) যেখানে ধারা-১১ বা ধারা-১৩ বা ধারা-১৮-র অধীনে নিযক্ত ম্যাজিস্ট্রেটের স্থানীয় ক্ষেত্রাধিকারের প্রসার, যেখানে যেমন, সেই জেলাব বা মহানগর এলাকার, যার মধ্যে তিনি তাঁর কার্য সম্পাদন করেন (বা বৈঠক করেন) বাইবে কোনো এলাকা পর্যন্ত আছে, সেখানে এই সংহিতাতে দায়রা আদালত, মুখ্য ন্যাযিক ম্যাজিস্ট্রেট বা মুখ্য মহানগর ম্যাজিস্ট্রেটের প্রতি উল্লেখেব (reference) এমন ম্যাজিস্ট্রেট সম্পর্কে, যতক্ষণ প্রসঙ্গ থেকে ভিন্নরূপ প্রতীয়মান না হচ্ছে, তা তাঁর স্থানীয় অধিক্ষেত্রের পুরো এলাকার ভেতর উক্ত জেলা বা মহানগর ক্ষেত্রের সম্পর্কে ক্ষেত্রাধিকার প্রযোগকারী, যেখানে যেমন, দায়রা আদালত, মুখ্য ন্যাযিক ম্যাজিস্ট্রেট বা মুখ্য মহানগর ম্যাজিস্ট্রেটের প্রতি উল্লেখ বলে অর্থ করা হবে।

॥ ধারা ঃ ১৫ ॥ ন্যায়িক ম্যাজিস্ট্রেটের অধীনস্থ হওয়া [Subordination of Judicial Magistrates]—প্রত্যেক মুখ্য ন্যায়িক ম্যাজিস্ট্রেট, দ[illegible] বা ন্যায়াধীশের অধীনস্থ হবেন এবং অন্যান্য প্রত্যেক ন্যায়িক ম্যাজিস্ট্রেট, দায়রা ন্যায়াধীশের সাধারণ নিয়ন্ত্রণের অধীনে থেকে, মুখ্য ন্যায়িক ম্যাজিস্ট্রেটের অধীনস্থ হবেন।

(২) মুখ্য ন্যায়িক ম্যাজিস্ট্রেট, তাঁর অধীনস্থ ম্যাজিস্ট্রেটদের মধ্যে কার্যাদি বণ্টনের ব্যাপারে সময়ে সময়ে এই সংহিতার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ নিয়মাবলী প্রণীত করতে পারেন, কিংবা বিশেষ আদেশ দিতে পারেন।

॥ বিধি : ১৬ ॥ মহানগর ম্যাজিস্ট্রেটের আদালত [Courts of Metropolitan Magistrates]—(১) প্রত্যেক মহানগর এলাকায় মহানগর ম্যাজিস্ট্রেটদের ততগুলি আদালত, এমন জায়গায় স্থাপন করা হবে, যতগুলি এবং যেমন রাজ্য সরকার উচ্চ আদালতের সঙ্গে পরামর্শ করে বিজ্ঞপ্তি দিয়ে উল্লেখ করবেন।

(২) এমন আদালতসমূহের পীঠাসীন আধিকারিক উচ্চ আদালত দ্বারা নিযুক্ত হবেন।

(৩) প্রত্যেক মহানগর ম্যাজিস্ট্রেটের ক্ষেত্রাধিকার এবং ক্ষমতার প্রসার মহানগর এলাকার সর্বত্র হবে।

॥ ধারা : ১৭ ॥ মুখ্য মহানগর ম্যাজিস্ট্রেট ও অতিরিক্ত মুখ্য মহানগর ম্যাজিস্ট্রেট [Chief Metropolitan Magistrate and Additional Chief Metropolitan Magistrate]—(১) উচ্চ আদালত তাঁর স্থানীয় অধিক্ষেত্রর মধ্যে প্রত্যেক মহানগর এলাকার ব্যাপারে একজন মহানগর ম্যাজিস্ট্রেটকে ঐ মহানগর এলাকার মুখ্য মহানগর ম্যাজিস্ট্রেট নিযুক্ত করবেন।

(২) উচ্চ আদালত কোনো মহানগর ম্যাজিস্ট্রেটকে অতিরিক্ত মুখ্য মহানগর ম্যাজিস্ট্রেট হিসেবে নিযুক্ত করতে পারেন এবং এমন ম্যাজিস্ট্রেটের এই সংহিতার অধীন বা সমকালে বলবৎ কোনো অন্য আইনের অধীন যেগুলোর ব্যাপারে উচ্চ আদালত নির্দেশ দেবে, মুখ্য মহানগর ম্যাজিস্ট্রেটের যাবতীয় বা কিছু কিছু ক্ষমতা থাকবে।

॥ ধারা : ১৮ ॥ বিশেষ মহানগর ম্যাজিস্ট্রেট [Special Metropolitan Magistrates]—(১) যদি কেন্দ্রীয় বা রাজ্য সরকার উচ্চ আদালতের কাছে এমনটা করার অনুরোধ করে, তাহলে উচ্চ আদালত কোনো ব্যক্তিকে, যিনি সরকারের অধীন কোনো পদ অধিকার করেন অথবা যিনি কোনো পদ অধিকার করে আছেন, তার স্থানীয় অধিক্ষেত্রর মধ্যে কোনো মহানগর এলাকায় বিশেষ মকদ্দমার বা বিশেষ শ্রেণীর মকদ্দমার সম্পর্কে মহানগর ম্যাজিস্ট্রেটকে এই সংহিতা দ্বারা বা তাঁর অধীন প্রদত্ত বা প্রদত্ত করা যায় এমন যাবতীয় বা কিছু কিছু ক্ষমতা প্রদান করতে পারেন।

প্রকাশ থাকে যে, কোনো ক্ষমতা, কোনো ব্যক্তিকে প্রদান করা যাবে না, যতক্ষণ তাঁর কাছে বৈধিক মকদ্দমার সম্পর্কে এমন যোগ্যতা বা অভিহিত না থাকবে, যা উচ্চ আদালত নিয়মাবলী দ্বারা সুনির্দিষ্ট (বা উল্লেখ) করবে (অর্থাৎ যেমন যোগ্যতা বা অভিজ্ঞতার মাপকাঠি হাইকোর্ট উল্লেখ করে দেবে)।

(২) এমন ম্যাজিস্ট্রেট বিশেষ মহানগর ম্যাজিস্ট্রেট বলে অভিহিত হবেন এবং

তাঁকে এক সময়ে (অর্থাৎ এক দফায়) এক বছরের বেশি নয় এমন সময় কালের জন্য নিযুক্ত করা হবে, যে সময় কাল উচ্চ আদালত, সাধারণত বা বিশেষ আদেশ দ্বারা, নির্দিষ্ট (বা উল্লেখ) করবে।

(৩) যথাস্থিতি, উচ্চ আদালত বা রাজ্য সরকার কোনো মহানগর ম্যাজিস্ট্রেটকে,মহানগর এলাকার বাইরে কোনো স্থানীয় ক্ষেত্রে প্রথম শ্রেণীর ন্যায়িক ম্যাজিস্ট্রেটের ক্ষমতার প্রয়োগ করার জন্য সক্ষম করতে পারে।

॥ ধারা : ১৯ ॥ মহানগর ম্যাজিস্ট্রেটের অধীনস্থ হওয়া [Subordination of Metropolitan Magistrates]—(১) মুখ্য মহানগর ম্যাজিস্ট্রেট এবং প্রত্যেক অতিরিক্ত মুখ্য মহানগর ম্যাজিস্ট্রেট দায়রা ন্যায়াধীশের অধীন হবেন এবং অন্যান্য প্রত্যেক মহানগর ম্যাজিস্ট্রেট দায়রা ন্যায়াধীশে সাধারণ নিয়ন্ত্রণের অধীনে থেকে মুখ্য মহানগর ম্যাজিস্ট্রেটের অধীন হবেন।

(২) উচ্চ আদালত এই সংহিতার প্রয়োজন হেতু সংজ্ঞায়িত করতে পারবে যে, অতিরিক্ত মুখ্য মহানগর ম্যাজিস্ট্রেট, যদি থাকে, কতদূর পর্যন্ত মুখ্য মহানগর ম্যাজিস্ট্রেটের অধীনস্থ হবেন।

(৩) মুখ্য মহানগর ম্যাজিস্ট্রেট মহানগর ম্যাজিস্ট্রেটের মধ্যে কার্য বণ্টনের ব্যাপারে এবং অতিরিক্ত মুখ্য মহানগর ম্যাজিস্ট্রেটকে কার্য ভাগ করে দেওয়ার ব্যাপারে, সময়ে সময়ে এই সংহিতার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ নিয়ম প্রণয়ন করতে পারবেন বা বিশেষ আদেশ দিতে পারবেন।

॥ ধারা : ২০ ॥ কার্য-নির্বাহক ম্যাজিস্ট্রেট [Executive Magistrates]—(১) রাজ্য সরকার প্রত্যেক জেলা এবং প্রত্যেক মহানগর এলাকায় যতটা ক্ষমতাসম্পন্ন সঙ্গত মনে করবে ততটা ক্ষমতাসম্পন্ন কার্য-নির্বাহক ম্যাজিস্ট্রেট নিযুক্ত করতে পারবে এবং তাঁদের মধ্যে একজনকে জেল ম্যাজিস্ট্রেট নিযুক্ত করবে।

(২) রাজ্য সরকার কোনো কার্য-নির্বাহক (বা নির্বাহী) ম্যাজিস্ট্রেটকে, অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট নিযুক্ত করতে পারবে এবং এমন ম্যাজিস্ট্রেটের এই সংহিতার অধীন বা সমকালে বলবৎ অন্য কোনো আইনের অধীনে জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের সেই সব ক্ষমতা থাকবে, যা রাজ্য সরকার নির্দিষ্ট করে দেবে।

(৩) যখনই কোনো জেলা ম্যাজিস্ট্রেটেব পদ খালি হওয়ার ফলস্বরূপ কোনো আধিকারিক জেলার কার্য-নির্বাহক প্রশাসনের জন্য সাময়িকভাবে উত্তরসূরী হন তখন এমন আধিকারিক রাজ্য সরকার কর্তৃক আদেশ দেওয়া পর্যন্ত, যথাক্রমে, সেই সমস্ত ক্ষমতার প্রয়োগ এবং কর্তব্যাদি পালন করবেন যা এই সংহিতা দ্বারা জেলা ম্যাজিস্ট্রেটকে প্রদত্ত বা তার ওপর আরোপিত হয়।

(৪) রাজ্য সরকার আবশ্যকতানুসার কোনো কার্য-নির্বাহক ম্যাজিস্ট্রেটকে (বা নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটকে) যে কোনো মহকুমার ভারপ্রাপ্ত করতে পারে এবং তাঁকে দায়িত্ব

থেকে মুক্ত করতে পারে এবং এইভাবে কোনো মহকুমার ভারপ্রাপ্ত করা ম্যাজিস্ট্রেটকে মহকুমা ম্যাজিস্ট্রেট (Sub-divisional Magistrate) বলে অভিহিত করা হবে (বা আখ্যাত হবেন)।

(৫) এই ধারার কোনো কিছু সমকালে বলবৎ কোনো আইনের অধান মহানগর এলাকার সম্পর্কে কার্য-নির্বাহক ম্যাজিস্ট্রেটের যাবতীয় ক্ষমতা বা তার মধ্যে যে কোনো ক্ষমতা পুলিশ কমিশনারকে প্রদত্ত করার ব্যাপারে রাজ্য সরকার নিবারিত হবে না (অর্থাৎ সে ক্ষমতা রাজ্য সরকারের থাকবে)।

॥ ধারা : ২১ ॥ বিশেষ কার্য-নির্বাহক ম্যাজিস্ট্রেট [Special Executive Magistrates]—রাজ্য সরকার বিশেষ এলাকার জন্য বা বিশেষ কর্তব্য পালনের জন্য কার্য-নির্বাহক ম্যাজিস্ট্রেটকে, যিনি বিশেষ কার্য-নির্বাহক (বা নির্বাহী) ম্যাজিস্ট্রেট হিসেবে জ্ঞাত হবেন, যতদিনের জন্য সঙ্গত মনে করবে ততদিনের জন্য নিযুক্ত করতে পারবে এবং এই সংহিতার অধীন কার্য-নির্বাহক ম্যাজিস্ট্রেটকে প্রদান করা যেতে পারে এমন ক্ষমতাসমূহের এমন ক্ষমতা, যেগুলো সরকার সঙ্গত মনে করবে, এই সব কার্য-নির্বাহক ম্যাজিস্ট্রেটদের প্রদান করতে পারবে।

॥ ধারা : ২২ ॥ কার্য-নির্বাহক ম্যাজিস্ট্রেটের স্থানীয় অধিক্ষেত্র [Local jurisdiction of Executive Magistrates]—(১) রাজ্য সরকারের নিয়ন্ত্রণের অধীনে থেকে জেলা ম্যাজিস্ট্রেট সময়ে সময়ে সেই সব এলাকার স্থানীয় সীমা সংজ্ঞায়িত করতে পারেন, যেগুলোর মধ্যে কার্য-নির্বাহক ম্যাজিস্ট্রেট সেই ক্ষমতাগুলো বা তার যে কোনোটি প্রয়োগ করতে পারবেন, যা এই সংহিতার অধীনে তাতে নির্দিষ্ট করা হবে।

(২) এমন সংজ্ঞায় যা কিছু বিধৃত আছে তা ব্যতিরেকে প্রত্যেক এমন ম্যাজিস্ট্রেটের ক্ষেত্রাধিকার এবং ক্ষমতার প্রসার জেলার সর্বত্র হবে।

॥ বিধি : ২৩ ॥ কার্য-নির্বাহক ম্যাজিস্ট্রেটের অধীনস্থ হওয়া [Subordination of Executive Magistrates]—(১) অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট ব্যতীত সমস্ত কার্য-নির্বাহক ম্যাজিস্ট্রেট, জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের অধীন হবেন এবং (মহকুমা ম্যাজিস্ট্রেট ব্যতীত) প্রত্যেক কার্য-নির্বাহক ম্যাজিস্ট্রেট, যা মহকুমাতে ক্ষমতার প্রয়োগ করছেন, জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের সাধারণ নিয়ন্ত্রণের অধীনে মহকুমা ম্যাজিস্ট্রেটেরও অধীনস্থ হবেন।

(২) জেলা ম্যাজিস্ট্রেট তাঁর অধীনস্থ কার্য-নির্বাহক ম্যাজিস্ট্রেটদের মধ্যে কাজের বিভাজনের ব্যাপারে এবং অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেটকে কাজের বিভাজনের ব্যাপারে সময়ে সময়ে এই সংহিতার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ নিয়ম প্রণয়ন করতে পারবেন বা বিশেষ আদেশ দিতে পারেন।

॥ ধারা : ২৪ ॥ সরকারি অভিযোজক (বা পাবলিক প্রসিকিউটর) [Public prosecutors]—(১) প্রত্যেক উচ্চ আদালতের জন্য, কেন্দ্রীয় সরকার বা রাজ্য সরকার সেই আদালতের সঙ্গে পরামর্শ করার পর, যেখানে যেমন, কেন্দ্রীয় বা রাজ্য

সরকারের পক্ষ থেকে ঐ উচ্চ আদালতে কোনো অভিযোজন, আপিল বা অন্য কার্যবাহ্র পরিচালন হেতু একজন সরকারি অভিযোজক নিযুক্ত করবে এবং একজন বা একাধিক অতিরিক্ত সরকারী অভিযোজক (অভিশংসক) নিযুক্ত করতে পারবে।

(২) কেন্দ্রীয় সরকার কোনো জেলা বা স্থানীয় এলাকায় কোনো মকদ্দমা বা কোনো শ্রেণীর মকদ্দমার পরিচালনের প্রয়োজন হেতু একজন বা একাধিক সরকারি অভিযোজক নিযুক্ত করতে পারবে।

(৩) প্রত্যেক জেলার জন্য, রাজ্য সরকার একজন সরকারি অভিযোজক নিযুক্ত করবে এবং জেলার জন্য একজন বা একাধিক অতিরিক্ত সরকারি অভিযোজকও নিযুক্ত করতে পারবে :

প্রকাশ থাকে যে, একটি জেলার জন্য নিযুক্ত সরকারি অভিযোজক বা অতিরিক্ত বা অতিরিক্ত সরকারি অভিযোজক (অভিশংসক) অন্য কোনো জেলার জন্যও, যেখানে যেমন, সরকারি অভিযোজক বা অতিরিক্ত সরকারি অভিযোজক নিযুক্ত করা যেতে পারে।

(৪) জেলা ম্যাজিস্ট্রেট, দায়রা ন্যায়াধীশের পরামর্শে, এমন ব্যক্তিদের নামের একটি প্যানেল তৈরি করবে যা তাঁর মতে ঐ জেলার জন্য সরকারি অভিযোজক বা অতিরিক্ত সরকারি অভিযোজক নিযুক্ত হওয়ার পক্ষে যোগ্য।

(৫) কোনো ব্যক্তি রাজ্য সরকার ঐ জেলার জন্য সরকারি অভিযোজক বা অতিরিক্ত সরকারি অভিযোজক নিযুক্ত করতে পারবে না, যতক্ষণ তার নাম উপধারা (৪)-এর অধীনে জেলা ম্যাজিস্ট্রেট দ্বারা প্রস্তুত কৃত নামের প্যানেলে (নামসূচি) বিদ্যমান না থাকবে।

(৬) উপধারা (৫)-এ যা কিছুই বিধৃত থাকুক না কেন, যেখানে কোনো রাজ্যে অভিযোজন (অভিশংসক) আধিকারিকদের নিয়মিত কাঠামো (Cadre) আছে, সেখানে রাজ্য সরকার এমন কাঠামো, গঠনকারী ব্যক্তিদের মধ্য থেকেই সরকারি অভিযোজক (বা অভিশংসক) বা অতিরিক্ত সরকারি অভিযোজক নিযুক্ত করবে;

প্রকাশ থাকে, যেখানে রাজ্য সরকারের মতে এমন কাঠামোর কোনো যোগ্য (বা সক্ষম) ব্যক্তি নিয়োগের জন্য পাওয়া যাচ্ছে না, সেক্ষেত্রে রাজ্য সরকার উপধারা (৪)-এর অধীন জেলা ম্যাজিস্ট্রেট দ্বারা প্রস্তুতকৃত নামের প্যানেল (নামসূচি) থেকে যেখানে যেমন, সরকারি অভিযোজন বা অতিরিক্ত সরকারি অভিযোজক হিসেবে কোনো ব্যক্তিকে নিয়োগ করতে পারবে।

(৭) কোনো ব্যক্তি উপধারা (১) বা উপধারা (২) বা উপধারা (৩) বা উপধারা (৬)-এর অধীনে সরকারি অভিযোজক বা অতিরিক্ত সরকারি অভিযোজক নিযুক্ত করার মতো যোগ্য তখনই হবে যখন সে অন্ততঃ সাত বছর ধরে অধিবক্তা (অ্যাডভোকেট) হিসেবে আইন-ব্যবসায় করে আসছেন (বা আইন ব্যবসায়ে যুক্ত আছেন)।

(৮) কেন্দ্রীয় সরকার বা রাজ্য সরকার কোনো মকদ্দমার বা কোনো শ্রেণীর মকদ্দমার প্রয়োজন হেতু কোনো অধিবক্তা (Advocate)-কে, যিনি কমপক্ষে দশ বছর আইন-ব্যবসায় করছেন (বা ওকালতি করছেন), বিশেষ সরকারি অভিযোজক নিযুক্ত করতে পারবে।

(৯) উপধারা (৭) এবং উপধারা (৮)-এর প্রয়োজন হেতু সেই অবধির সম্পর্কে যার মধ্যে কোনো ব্যক্তি প্লিডার হিসেবে আইন-ব্যবসায় (বা ওকালতি) করেছেন অথবা সরকারি অভিযোজক বা অতিরিক্ত সরকারি অভিযোজক বা সহকারী সরকারি অভিযোজক বা অন্য কোনো অভিযোজন আধিকারিক হিসেবে, তা তিনি যে নামেই পরিচিত হন না কেন, সেবা প্রদান করেছেন (এই সংহিতার প্রারম্ভের আগে করা হোক বা পরে) মনে করা হবে যে, তা এমন অবধি (বা কাল সীমা) যার মধ্যে ঐ ব্যক্তি অভিবক্তা হিসেবে আইন ব্যবসায়ে লিপ্ত থেকেছেন (অর্থাৎ ওকালতি করেছেন)।

॥ ধারা ঃ ২৫ ॥ সহকারী সরকারি অভিযোজক [Assistant Public Prosecutors]—(১) রাজ্য সরকার প্রত্যেক জেলাতে ম্যাজিস্ট্রেটদের আদালতগুলোতে অভিযোজন পরিচালন করার জন্য এক বা একাধিক সহকারী সরকারি অভিযোজক নিযুক্ত করবে।

(১-ক) কেন্দ্রীয় সরকার ম্যাজিস্ট্রেটের আদালতে কোনো মকদ্দমার বা কোনো শ্রেণীর মকদ্দমার পরিচালনের প্রয়োজন হেতু একজন বা একাধিক সহকারী সরকারি অভিযোজক নিযুক্ত করতে পারে।

(২) উপধারা (৩)-এ যেমন বিধান দেওয়া আছে তা ব্যতীত, কোনো পুলিশ আধিকারিক সহকারী সরকারি অভিযোজক হওয়ার যোগ্য হবেন না।

(৩) যেখানে কোনো সহকারী সরকারি অভিযোজক কোনো বিশিষ্ট বিশেষ মকদ্দমার প্রয়োজন হেতু পাওয়া যায় না, যেখানে জেলা ম্যাজিস্ট্রেট কোনো অন্য ব্যক্তিকে ঐ মকদ্দমার ভারসাধক সহকারী সরকারি অভিযোজক নিযুক্ত করতে পারে ঃ

প্রকাশ থাকে যে, কোনো পুলিশ আধিকারিককে এভাবে নিযুক্ত করা যাবে না—

(ক) যদি তিনি ঐ অপরাধের অনুসন্ধানের (বা তদন্তের) কাজে কোনো অংশ নিয়ে থাকেন, যার সম্পর্কে অভিযুক্ত অভিযোজিত করা হচ্ছে; অথবা

(খ) যদি তিনি পরিদর্শকের পদমর্যাদার নিচে অবস্থিত কোনো পদমর্যাদায় অধিষ্ঠিত থেকে থাকেন।

অধ্যায় : ৩
[CHAPTER : III]

আদালতসমূহের ক্ষমতা
(Power of Courts)
ধারা ২৬ থেকে ধারা ৩৫
[Section 26 to Section 35]

॥ ধারা : ২৬ ॥ যে আদালত কর্তৃক অপরাধ বিচারযোগ্য (যে আদালতে অপরাধের বিচার হবে) [Courts by which offences are triable]—এই সংহিতার অন্যান্য বিধান সাপেক্ষে—

(ক) ভারতীয় দণ্ড সংহিতা, ১৮৬০ (১৮৬০-এর ৪৫)-এর অধীনে যে কোনো অপরাধের বিচার—

(১) উচ্চ আদালত দ্বারা করা যেতে পারে; বা

(২) দায়রা আদালত দ্বারা করা যেতে পারে; বা

(৩) অন্য এমন কোনো আদালত দ্বারা করা যেতে পারে যার দ্বারা তার বিচার হওয়া প্রথম অনুসূচিতে দর্শিত করা হয়েছে।

(খ) অন্য কোনো আইনের অধীন কোনো অপরাধের বিচার, যখন ঐ আইনে এই নিমিত্ত কোনো আদালত উল্লিখিত আছে, তখন ঐ আদালত দ্বারা করা যাবে এবং যখন কোনো আদালত এমন ভাবে উল্লিখিত না থাকে ; তখন—

(১) উচ্চ আদালত দ্বারা করা যেতে পারে ; বা

(২) অন্য কোনো এমন আদালত দ্বারা করা যাবে, যার দ্বারা তার বিচার হওয়া প্রথম অনুসূচিতে দর্শানো হয়েছে।

॥ ধারা : ২৭ ॥ কিশোরদের মামলায় অধিক্ষেত্র [Jurisdiction in the case of juveniles]—এমন কোনো অপরাধের বিচার, যে অপরাধ মৃত্যুদণ্ড বা যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডনীয় নয় এবং যা এক ব্যক্তির দ্বারা দায়ের করা হয়েছে, যার বয়স, যেদিন তাকে আদালতের সামনে হাজির হয় বা হাজির করা হয় সেই দিনে ষোল বছরের কম হয়, মুখ্য ন্যায়িক ম্যাজিস্ট্রেটের আদালত দ্বারা বা কোনো এমন আদালত দ্বারা বা কোনো এমন আদালত দ্বারা করা যেতে পারে, যা শিশু অধিনিয়ম, ১৯৬০ (১৯৬০-এর ৬০) বা কিশোর অপরাধীদের চিকিৎসা প্রশিক্ষণ এবং পুনর্বাসনের জন্য ব্যবস্থাবাহী সমকালে বলবৎ (বা প্রযোজ্য) অন্য কোনো আইনের অধীনে বিশেষ ভাবে সক্ষম করা হয়েছে।

॥ ধারা : ২৮ ॥ উচ্চ আদালত এবং দায়রা ন্যায়াধীশ যে সব দণ্ডাদেশ দিতে পারবেন [Sentences which High Courts and Sessions Judges may pass]—(১) উচ্চ আদালত আইন দ্বারা প্রাধিকৃত যে কোনো দণ্ডাদেশ দিতে পারে।

(২) দায়রা ন্যায়াধীশ বা অতিরিক্ত দায়রা ন্যায়াধীশ আইন দ্বারা প্রাধিকৃত যে

কোনো দণ্ডাদেশ দিতে পারে; তবে তাঁর প্রদত্ত মৃত্যু দণ্ডাদেশ উচ্চ আদালত কর্তৃক অনুমোদন করিয়ে নেবার প্রয়োজন হবে।

(৩) সহকারী দায়রা ন্যায়াধীশ মৃত্যু বা যাবজ্জীবন কারাদণ্ড বা দশ বছরের বেশি মেয়াদের জন্য কারাবাসের দণ্ডাদেশ ব্যতীত এমন কোনো দণ্ডাদেশ দিতে পারেন, যা আইন দ্বারা প্রাধিকৃত।

॥ ধারা : ২৯ ॥ ম্যাজিস্ট্রেট যেসব দণ্ডাদেশ দিতে পারবেন [Sentences which Magistrates may pass]—(১) মুখ্য ন্যায়িক ম্যাজিস্ট্রেটের আদালত মৃত্যু বা যাবজ্জীবন কারাবাস বা সাত বছরের বেশি মেয়াদের জন্য কারাবাসের দণ্ডাদেশ ব্যতীত এমন কোনো দণ্ডাদেশ দিতে পারে যা আইন দ্বারা প্রাধিকৃত।

(২) প্রথম শ্রেণী ম্যাজিস্ট্রেটের আদালত তিন বছরের অনধিক মেয়াদের জন্য কারাবাস বা পাঁচ হাজার টাকার অনধিক অর্থদণ্ডের জন্য বা উভয় দণ্ডের দণ্ডাদেশ দিতে পারবে।

(৩) দ্বিতীয় শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেটের আদালত এক বছরে অনধিক মেয়াদের জন্য কারাবাসের বা এক হাজার টাকার অনধিক অর্থদণ্ডের অথবা উভয় দণ্ডের দণ্ডাদেশ দিতে পারে।

(৪) মুখ্য মহানগর ম্যাজিস্ট্রেটের আদালতে মুখ্য ন্যায়িক ম্যাজিস্ট্রেটের আদালতের ক্ষমতা সম্পন্ন এবং মহানগর ম্যাজিস্ট্রেটের আদালতের প্রথম শ্রেণী ম্যাজিস্ট্রেটের ক্ষমতা সম্পন্ন হবে।

॥ ধারা : ৩০ ॥ জরিমানা দিতে অন্যথা করলে কারাবাসের দণ্ডাদেশ (অর্থাৎ অর্থদণ্ড দিতে না পারার ক্ষেত্রে কারাদণ্ড) [Sentence of imprisonment in default of fine]—(১) যে কোনো ম্যাজিস্ট্রেটের আদালত জরিমানা (বা অর্থদণ্ড) দিতে অসমর্থ হলে (বা ব্যতিক্রম করলে) আইন দ্বারা প্রাধিকৃত মেয়াদের জন্য কারাবাস দিতে পারে (অর্থাৎ এমন সময়কালের জন্য কারাদণ্ড দিতে পারে যা আইন দ্বারা প্রাধিকৃত) :

প্রকাশ থাকে যে, ঐ সময় কাল (বা অবধি বা মেয়াদ)—

(ক) ধারা-২৯-এর অধীনে ম্যাজিস্ট্রেটের ক্ষমতার চেয়ে বেশি হবে না;

(খ) যেখানে কারাবাস মুখ্য দণ্ডাদেশের অংশ হিসেবে নির্ণীত করা হয়েছে, সেখানে তা ঐ কারাবাসের মেয়াদের চতুর্থাংশের বেশি হবে না, যা ম্যাজিস্ট্রেট ঐ অপরাধের জন্য, অর্থ দণ্ড দিতে ব্যতিক্রম হলে দণ্ড হিসেবে নয়, দেওয়ার জন্য যোগ্য (বা সক্ষম)।

(২) এই ধারার অধীন নির্ণীত কারাবাস সেই ম্যাজিস্ট্রেট দ্বারা ধারা-২৯-এর অধীন নির্ণীত করা যায় সর্বোচ্চ সময় সীমার কারাবাসের প্রধান দণ্ডাদেশের অতিরিক্ত হতে পারে।

॥ ধারা : ৩১ ॥ একই বিচারানুষ্ঠানে অনেকগুলি অপরাধের জন্য দোষী সাব্যস্ত হওয়ার মামলায় দণ্ডাদেশ [Sentence in cases of conviction of several

offences at one trial]—(১) যতক্ষণ একই বিচারানুষ্ঠানে কোনো ব্যক্তি দুই বা ততোধিক অপরাধের জন্য দোষী সাব্যস্ত করা হয় তখন, ভারতীয় দণ্ড সংহিতা, ১৮৬০ (১৮৬০-এর ৪৫)-এর ধারা-৭১-এর বিধানসমূহের অধীন, আদালত তাকে সেই সব অপরাধের জন্য বিহিত (নির্দিষ্ট) বিভিন্ন দণ্ডের মধ্যে সেই দণ্ডগুলোর জন্য, যে দণ্ডগুলো দেওয়ার জন্য ঐ আদালত যোগ্য, দণ্ডাদেশ দিতে পারে, যখন ঐ দণ্ড কারাবাস হিসেবে হয় তখন, যদি আদালত এমন নির্দেশ না দিয়ে থাকে যে, ঐ দণ্ডগুলো একই সঙ্গে ভোগ করতে হবে, তাহলে সেগুলো এমন ক্রমানুসারে একটির পর একটি প্রারম্ভ হবে যা আদালত নির্দেশ দেবে।

(২) দণ্ডাদেশ একই সঙ্গে চললে উক্ত কিছু অপরাধের একত্রিত দণ্ড, একটি মাত্র অপরাধে দোষী সাব্যস্ত (ঐ) আদালত যে দণ্ড দিতে যোগ্য (বা ক্ষমতা সম্পন্ন) তার বেশি হওয়ার জন্য আদালতের পক্ষে অপরাধীকে উচ্চতর আদালতে বিচারের জন্য পাঠাবার প্রয়োজনীয় হবে না।

প্রকাশ থাকে যে,—

(ক) যে কোনো অবস্থায় ঐ ব্যক্তি চোদ্দ বছরের বেশি মেয়াদের কারাবাসের জন্য দণ্ডাদিষ্ট করা যাবে না;

(খ) সংযুক্ত দণ্ড ঐ দণ্ডের মাত্রার দ্বিগুণের বেশি হবে না, যা একটি অপরাধের জন্য প্রদান হেতু ঐ আদালত সক্ষম (বা যোগ্য)।

(৩) কোনো দোষী সাব্যস্ত ব্যক্তির দ্বারা আপিলের প্রয়োজন হেতু, যা এই ধারার অধীন বিরুদ্ধে গেছে এমন সব এক সঙ্গে চলমান দণ্ডসমূহের যোগফলকে একটি মাত্র দণ্ড হিসেবে ধরতে হবে।

॥ ধারা ঃ ৩২ ॥ ক্ষমতা প্রদানের পদ্ধতি [Mode of conferring powers]—(১) এই সংহিতার অধীন ক্ষমতা প্রদান করাতে, যথাস্থিতি, উচ্চ আদালত বা রাজ্য সরকার ব্যক্তিদের বিশেষ ভাবে নামে নামে বা তাদের পদের ভিত্তিতে অথবা পদাধিকারীদের শ্রেণীকে সাধারণভাবে তাদের পদানুসারে, আদেশ দ্বারা, ক্ষমতা প্রদান করতে পারে।

(২) এমন প্রত্যেক আদেশ, যে তারিখে বা এমন ভাবে সক্ষম করা ব্যক্তিকে প্রদান করা হয় সেই তারিখ থেকে কার্যকর হবে।

॥ ধারা ঃ ৩৩ ॥ নিযুক্ত আধিকারিকদের ক্ষমতা [Powers of officers appointed]—সরকারি কৃত্যকে পদ ধারণ করে আছে এমন ব্যক্তি যাঁর ওপর উচ্চ আদালত দ্বারা বা রাজ্য সরকার দ্বারা এই সংহিতার অধীন কোনো ক্ষমতা কোনো সমগ্র স্থানীয় এলাকার জন্য নির্দিষ্ট করা হয়েছে যখনই সেই রকমের সমতুল্য বা উচ্চতর পদে সেই রাজ্য সরকারের অধীন তেমন ভাবেই স্থানীয় এলাকার মধ্যে নিযুক্ত করা হয় তখন তিনি, যতক্ষণ যেখানে যেমন, উচ্চ আদালত বা রাজ্য সরকার

ভিন্নরূপ নির্দেশ না দেয় অথবা না দিয়ে থাকে, সেই স্থানীয় এলাকায়, যাতে তাঁকে নিযুক্ত করা হয়, সেই সব ক্ষমতার প্রয়োগ করবে।

॥ ধারা : ৩৪ ॥ ক্ষমতা প্রত্যাহরণ [Withdrawal of powers]—(১) যেখানে যেমন উচ্চ আদালত বা রাজ্য সরকার, সেই সব ক্ষমতা বা সেগুলোর মধ্যে যে কোনোটি প্রত্যাহরণ করতে পারে, যা তিনি বা তাঁর অধীনস্থ কোনো আধিকারিক কোনো ব্যক্তিকে এই সংহিতার অধীনে প্রদান করেছেন।

(২) মুখ্য ন্যায়িক ম্যাজিস্ট্রেট বা জেলা ম্যাজিস্ট্রেট দ্বারা প্রদত্ত কোনো ক্ষমতা সেই ম্যাজিস্ট্রেট দ্বারা প্রত্যাহার করা সম্ভব, যাঁর দ্বারা ঐ ক্ষমতা প্রদত্ত হয়েছিল।

॥ ধারা : ৩৫ ॥ ন্যায়াধীশ এবং ম্যাজিস্ট্রেটদের ক্ষমতা তাঁদের উত্তর-পদাধিকারী দ্বারা প্রয়োগ করা যাবে [Powers of Judges and Magistrates exercisable by their successors-in-office]—(১) এই সংহিতার অন্যান্য বিধানসমূহের অধীনে, কোনো ন্যায়াধীশ বা ম্যাজিস্ট্রেটের ক্ষমতা এবং কর্তব্যের প্রয়োগ বা পালন তা পদ-সম্পর্কিত উত্তরাধিকারী কর্তৃক প্রযুক্ত হতে পারে।

(২) যখন এই সম্পর্কে কোনো সন্দেহ (বা শঙ্কা) থাকে, যে কোনো অতিরিক্ত বা সহায়ক দায়রা ন্যায়াধীশের পদ সম্বন্ধীয় উত্তরাধিকারীকে তখন দায়রা ন্যায়াধীশ লিখিত আদেশ দ্বারা স্থির (বা ঠিক) করবে যে, কোন্ ন্যায়াধীশ এই সংহিতার বা এর অধীন কোনো কার্যবাহ বা আদেশসমূহের প্রয়োজন হেতু এমন অতিরিক্ত বা সহকারী দায়রা ন্যায়াধীশের পদ-সম্বন্ধীয় উত্তরাধিকারী মনে করা হবে।

(৩) যখন এই সম্পর্কে কোনো সন্দেহ থাকে যে, কোনো ম্যাজিস্ট্রেট বা পদ-সম্বন্ধীয় উত্তরাধিকারী কে, তখন যথাস্থিতি, মুখ্য ন্যায়িক ম্যাজিস্ট্রেটকে বা জিলা ম্যাজিস্ট্রেট লিখিত অনুমতি দ্বারা এমন ঠিক করবে যে, কোন্ ম্যাজিস্ট্রেটকে এই সংহিতার বা তার অধীন কোনো কার্যবাহর বা আদেশের প্রয়োজন হেতু এমন ম্যাজিস্ট্রেটের পদ-সম্বন্ধীয় উত্তরাধিকারী মনে করা হবে।

অধ্যায় ঃ ৪
[CHAPTER ঃ IV]

ক. উচ্চ পদস্থ পুলিশ আধিকারিকদের ক্ষমতা
(A. Powers of Superior Officers of Police)

ধারা ৩৬ থেকে ধারা ৪০
[Section 36 to Section 40]

॥ ধারা ঃ ৩৬ ॥ উচ্চ পদস্থ পুলিশ আধিকারিকদের ক্ষমতা [Powers of Superior Officers of Police]—পুলিশ থানার ভারপ্রাপ্ত পুলিশ আধিকারিকের পদ থেকে উঁচু পদের আধিকারিক যে থানার এলাকায় নিযুক্ত সেখানে সর্বত্র, সে সব ক্ষমতার প্রয়োগ করতে পারেন, যেগুলোর প্রয়োগ তাঁর থানার সীমার মধ্যে ঐ আধিকারিক দ্বারা করা যেতে পারে।

খ—ম্যাজিস্ট্রেট ও পুলিশকে সহযোগিতা
(B—Aid to the Magistrates and the Police)

॥ ধারা ঃ ৩৭ ॥ জনসাধারণ কখন ম্যাজিস্ট্রেট ও পুলিশকে সাহায্য করতে পারবে [Publice when to assist Magistrates and Police]—প্রত্যেক ব্যক্তি এমন ম্যাজিস্ট্রেট বা পুলিশ আধিকারিকের সহযোগিতা করার জন্য বাধ্য, যিনি নিম্নলিখিত কার্যসমূহে তাঁর সহযোগিতা যথাযথভাবে দাবি করেন—

(ক) কোনো এমন ব্যক্তিকে যাকে এমন ম্যাজিস্ট্রেট বা পুলিশ আধিকারিক গ্রেপ্তার করার জন্য প্রাধিকৃত, ধরা বা তার পালিয়ে যাওয়াতে বাধা দান; অথবা

(খ) শান্তিভঙ্গের বাধা বা দমন; অথবা

(গ) কোনো রেলপথ, খাল, টেলিগ্রাফ বা সম্পত্তির ক্ষতি করার চেষ্টাকে বাধা প্রদান।

॥ ধারা ঃ ৩৮ ॥ পুলিশ আধিকারিক ছাড়া অন্য এমন ব্যক্তিকে সহায়তা করা যে পরওয়ানা জারি (বা নির্বাহ) করেছে [Aid to person, other than police officer, executing warrant]—যখন কোনো পরওয়ানা পুলিশ আধিকারিক ছাড়া অন্য কোনো ব্যক্তিকে নির্দেশ করে তখন যে কোনো অন্য ব্যক্তি ঐ পরওয়ানার নির্বাহে সহযোগিতা করতে পারে যদি ঐ ব্যক্তি, যাকে পরওয়ানা নির্দেশ করা হয়েছে, কাছে থাকে (অর্থাৎ নিকটস্থ হয়) এবং পরওয়ানার নির্বাহে কার্য করে।

॥ ধারা ঃ ৩৯ ॥ জনসাধারণ কর্তৃক কিছু অপরাধের এত্তেলা দেওয়া (অর্থাৎ এমন কিছু অপরাধ যার খবর দেবে বা দিতে পারবে জনসাধারণ) [Public to give information of certain offences]—(১) প্রত্যেক ব্যক্তি যারা ভারতীয় দণ্ড সংহিতা, ১৮৬০ (১৮৬০-এর ৪৫)-র নিম্নলিখিত ধারাসমূহের অধীন দণ্ডনীয় কোনো অপরাধ সংঘটনের উদ্দেশ্যের বা কোনো অন্য ব্যক্তি দ্বারা সংঘটনের উদ্দেশ্যের সম্পর্কে অবগত আছে, যথাযথ প্রতি হেতুর (কৈফিয়তের) অভাব, যা প্রমাণ করার ভার ঐ রকম অবগত ব্যক্তির ওপর অর্পিত থাকবে, এমন করার বা উদ্দেশ্যের এত্তেলা অবিলম্বে নিকটতম ম্যাজিস্ট্রেট বা পুলিশ আধিকারিককে দেবে; যথা—

(এক) ধারা-১২১ থেকে ১২৬ উভয় ধারা সহ এবং ধারা-১৩০ (অর্থাৎ, উক্ত সংহিতার অধ্যায় : ৬-এ নির্দিষ্ট করা রাজ্যের বিরুদ্ধে অপরাধ) ;

(দুই) ধারা-১৪৩, ১৪৪, ১৪৫, ১৪৭ এবং ১৪৮ (অর্থাৎ উক্ত সংহিতার অধ্যায় : ৮-এ নির্দিষ্ট সার্বজনিক শান্তির বিরোধী অপরাধ) ;

(তিন) ধারা-১৬১ থেকে ১৬৫-ক, উভয় ধারাসহ (অর্থাৎ অবৈধ পরিতোষণের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত অপরাধ) ;

(চার) ধারা-২৭২ থেকে ২৭৮, উভয় ধারা সহ (অর্থাৎ খাদ্য এবং ঔষধে ভেজাল মিশ্রণের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত অপরাধ ইত্যাদি);

(পাঁচ) ধারা-৩০২, ৩০৩ এবং ৩০৪ (অর্থাৎ জীবনের পক্ষে সঙ্কটজনক অপরাধ);

(পাঁচ-ক) ধারা-৩৬৪-ক (অর্থাৎ মুক্তিপণ, ইত্যাদির জন্য অপবাহনের সাথে সম্পর্ক যুক্ত অপরাধ);

(ছয়) ধারা-৩৮২ (অর্থাৎ চুরি করার জন্য মৃত্যু, আঘাত, অবরোধ করার জন্য প্রস্তুতির পর চুরির অপরাধ;

(সাত) ধারা-৩৯২ থেকে ৩৯৯ উভয় ধারা সহ এবং ধারা-৪০২ (অর্থাৎ দস্যুতা ও ডাকাতির অপরাধ);

(আট) ধারা-৪০৯ (অর্থাৎ লোকসেবক, ইত্যাদি দ্বারা অপরাধজনক বিশ্বাসভঙ্গের সাথে সম্পর্কযুক্ত অপরাধ);

(নয়) ধারা-৪৩১ থেকে ধারা-৪৩৯, উভয় ধারাসহ (অর্থাৎ, সম্পত্তির বিরুদ্ধে অপকার সম্বন্ধীয় অপরাধ);

(দশ) ধারা-৪৪৯ এবং ৪৫০ (অর্থাৎ গৃহে অনধিকার প্রবেশের অপরাধ);

(এগার) ধারা-৪৫৬ থেকে ৪৬০, উভয় ধারাসহ (অর্থাৎ প্রচ্ছন্ন গৃহে অনধিকার প্রবেশের অপরাধ) এবং

(বারো) ধারা-৪৮৯-ক থেকে ৪৮৯-ঙ; উভয় ধারাসহ (অর্থাৎ কারেন্সি নোট এবং ব্যাঙ্ক নোটের সাথে সম্পর্ক যুক্ত অপরাধ)।

(২) এই ধারার প্রয়োজন হেতু 'অপরাধ' শব্দের অন্তর্গত ভারতের বাইরে কোনো জায়গায় করা এমন কোনো কার্যও হবে যা ভারতে করা হলে তা অপরাধ হতো।

॥ ধারা : ৪০ ॥ গ্রামের বিষয় সম্পর্কে নিযুক্ত আধিকারিকদের কিছু প্রতিবেদন দেওয়া কর্তব্য [Duty of officers employed, in connection with the affairs of a village to make certain report]—(১) কোনো গ্রামের বিষয় সম্পর্কে নিযুক্ত প্রত্যেক আধিকারিক এবং গ্রামে বসবাসকারী প্রত্যেক ব্যক্তি, নিকটবর্তী ম্যাজিস্ট্রেটকে বা নিকটতম পুলিশ থানার ভারপ্রাপ্ত আধিকারিককে যেটি বেশি নিকট, যে কোনো তথ্য, যা নিম্নলিখিতগুলির সম্পর্কে হয়, অবিলম্বে জানাবেন—

(ক) এমন গ্রামে বা এমন গ্রামের কাছে কোনো ব্যক্তির স্থায়ী বা অস্থায়ী বাসস্থান, যে ব্যক্তি চোরাই সম্পত্তির কুখ্যাত গ্রহণকারী বা বিক্রেতা ;

(খ) এমন কোনো ব্যক্তির যাকে সে ঠক, দস্যু, পলাতক কোনো দোষী সাব্যস্ত বা

ঘোষিত অপরাধী বলে জানে অথবা যাকে সে এ-ধরনের অপরাধী হতে পারে বলে যথাযথভাবে সন্দেহ করে এমন কোনো গ্রামের যে কোনো জায়গায় যাতায়াত করা বা ঐ রকম কোনো জায়গা হয়ে গমনাগমন করা;

(গ) এমন গ্রামে বা তার কাছাকাছি কোথাও কোনো জামিন অযোগ্য অপরাধ বা ভারতীয় দণ্ড সংহিতা, ১৮৬০ (১৮৬০-এর ৪৫)-এর ধারা-১৪৩, ধারা-১৪৪, ধারা-১৪৫, ধারা-১৪৭ বা ধারা-১৪৮-এর অধীনে দণ্ডনীয় কোনো অপরাধ করা বা করার অভিপ্রায়;

(ঘ) এমন গ্রামে বা তার কাছাকাছি কোনো আকস্মিক বা অপ্রাকৃতিক মৃত্যু হওয়া, বা সন্দেহজনক পরিস্থিতিতে কোনো মৃত্যু হওয়া বা এমন গ্রামে অথবা তার কাছাকাছি কোথাও কোনো শব বা শবের কোনো অঙ্গ এমন পরিস্থিতিতে, যাতে যথাযথভাবে সন্দেহ হয় যে, ঐ ভাবে মৃত্যু সংঘটিত হয়েছে অথবা ঐ গ্রাম থেকে এমন পরিস্থিতিতে কোনো ব্যক্তির অন্তর্হিত হওয়া, যার দ্বারা যথাযথ কারণে সন্দেহ হয় যে, ঐ রকম ব্যক্তির সম্পর্কে জামিন-অযোগ্য অপরাধ করা;

(ঙ) এমন গ্রামের কাছে, ভারতের বাইরে কোনো জায়গায় এমন কোনো কার্য সম্পাদন করা বা করার অভিপ্রায়, বা যদি ভারতে করা হতো তাহলে ভারতীয় দণ্ড সংহিতা, ১৮৬০ (১৮৬০-এর ৪৫)-এর ধারা, যথাক্রমে, ২৩১ থেকে ২৩৮ পর্যন্ত (উভয় ধারাসহ), ৩০২. ৩০৪, ৩৮২, ৩৯২ থেকে ৩৯৯ (উভয় ধারাসহ) ৪০১, ৪৩৫, ৪৩৬, ৪৪৯, ৪৫০ ও ৪৫৭ থেকে ৪৬০ (উভয় ধারাসহ) ৪৮৯-ক, ৪৮৯-খ, ৪৮৯-গ এবং ৪৮৯-ঘ-এর মধ্যে যে কোনোটির অধীনে দণ্ডনীয় অপরাধ হতো;

(চ) শৃঙ্খলা বজায় রাখতে বা অপরাধের নিবারণে অথবা ব্যক্তি বা সম্পত্তির নিরাপদ রক্ষণকে প্রভাবিত করতে পারে এমন কোনো বিষয় যার সম্পর্কে জেলা ম্যাজিস্ট্রেট রাজ্য সরকারের পূর্ব অনুমোদন সাপেক্ষে সম্পাদিত সাধারণ বা বিশেষ আদেশ দ্বারা তাকে নির্দেশ দিয়েছে যেন সে ঐ বিষয়ে খবর জানায়।

(২) এই ধারায়—

(এক) গ্রামীণ জমি 'গ্রাম'-এর অন্তর্ভুক্ত থাকবে;

(দুই) 'ঘোষিত অপরাধী' অভিব্যক্তিটির অন্তর্ভুক্ত থাকবে যে কোনো ব্যক্তি, যে. ভারতের যে কোনো রাজ্য ক্ষেত্রে যে রাজ্যক্ষেত্রে এই সংহিতা বিস্তৃত নয়, কোনো আদালত বা প্রাধিকারী কর্তৃক অপরাধী বলে ঘোষিত হয়েছে, এমন কোনো কাজ সম্পর্কে নয়, যে রাজ্যক্ষেত্রে এই সংহিতা সম্প্রসারিত আছে সেখানে সম্পাদিত হলে ভারতীয় দণ্ড সংহিতা, ১৮৬০ (১৮৬০-এর ৪৫)-এর নিম্নলিখিত ধারাগুলোর অধীনে দণ্ডনীয় অপরাধ হতো ; যথা—৩০২, ৩০৪, ৩৮২, ৩৯২ থেকে ৩৯৯ (উভয় ধারাসহ) ৪০২, ৪৩৫, ৪৩৬, ৪৪৯, ৪৫০ ও ৪৫৭ থেকে ৪৬০ (উভয় ধারাসহ) ;

(তিন) 'গ্রামের ব্যাপারে নিযুক্ত আধিকারিক' শব্দগুলো দ্বারা ঐ গ্রামের পঞ্চায়েতের সদস্য বুঝাবে এবং তার অন্তর্ভুক্ত আছে মোড়ল (বা সর্দার) এবং প্রশাসনের সঙ্গে যুক্ত যে কোনো কার্য সম্পাদনার্থ নিযুক্ত প্রত্যেক আধিকারিক অথবা অন্য ব্যক্তি।

অধ্যায় : ৫
[CHAPTER : V]
ব্যক্তির গ্রেপ্তার
(Arrest of Persons)
ধারা ৪১ থেকে ধারা ৬০
[Section 41 to Section 60]

॥ ধারা : ৪১ ॥ পুলিশ পরওয়ানা ছাড়া কখন গ্রেপ্তার করতে পারবে [When police may arrest without warrant]—(১) যে কোনো পুলিশ আধিকারিক ম্যাজিস্ট্রেটের আদেশ ছাড়া এবং পরওয়ানা (ওয়ারেণ্ট) ছাড়া এমন যে কোনো ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করতে পারবে,—

(ক) যে কোনো ধর্তব্য অপরাধের সঙ্গে যুক্ত আছে অথবা যার বিরুদ্ধে এ ব্যাপারে সমুচিত অভিযোগ আনা হয়েছে অথবা কোনো নির্ভরযোগ্য (বা বিশ্বাসযোগ্য) এত্তেলা (বা খবর) পাওয়া গেছে বা সন্দেহ আছে যে, এমন অপরাধের সঙ্গে যুক্ত থেকেছে; অথবা

(খ) যে তার দখলে আইন সঙ্গত কৈফিয়ত ছাড়া, যে কৈফিয়ত প্রমাণ করার দায়িত্ব হবে সেই ব্যক্তির উপর সিঁদ কাটার কোনো উপকরণ থাকে; অথবা

(গ) যাকে হয় এই সংহিতার অধীন অথবা রাজ্য সরকারের আদেশ দ্বারা অপরাধী ঘোষণা করা হয়েছে; অথবা

(ঘ) যার দখলে এমন কোনো জিনিস পাওয়া যায়, যা চোরাই সম্পত্তি বলে যথার্থ কারণেই সন্দেহ করা যেতে পারে এবং যার ওপর এমন জিনিসের ব্যাপারে অপরাধ করার যথার্থ কারণে সন্দেহ করা যেতে পারে; অথবা

(ঙ) পুলিশ আধিকারিককে তাঁর কর্তব্য পালনের সময় যে ধারা প্রদান করে, অথবা যে আইন সম্মত প্রহরা থেকে পালিয়েছে অথবা পালানোর চেষ্টা করছে; অথবা

(চ) যার ওপর সংঘের সশস্ত্র বল থেকে কর্ম পরিত্যাগ করে পালিয়ে যাবার ব্যাপারে যথার্থ ভাবে সন্দেহ করা হচ্ছে; অথবা

(ছ) যে ভারতের বাইরে কোনো স্থানে কোনো এমন কাজ করার সঙ্গে, যা যদি ভারতে করা হতো তাহলে অপরাধ হিসেবে দণ্ডনীয় হতো, আর যার জন্য সে প্রত্যার্পণ সম্বন্ধীয় কোনো আইনের অধীন বা অন্যভাবে ভারতে ধরা পড়ার বা প্রহরায় আটক করার যোগ্য (বা পাত্র) জড়িত থেকেছে বা যার বিরুদ্ধে এ ব্যাপারে যথার্থ অভিযোগ আনীত হয়েছে কিংবা বিশ্বাসযোগ্য খবর পাওয়া গেছে অথবা যথার্থ এমন সন্দেহ বিদ্যমান আছে যে, সে এভাবে জড়িত ছিল; অথবা

(জ) যে খালাস প্রাপ্ত দোষী সাব্যস্ত ব্যক্তি ধারা-৩৫৬-এর উপধারা (৫)-এর অধীন প্রণীত কোনো নিয়ম ভঙ্গ করে; অথবা

(ঝ) যার গ্রেপ্তারের জন্য কোনো অন্য পুলিশ আধিকারিকের কাছে লিখিত বা মৌখিক অধিযাচন পত্র (requisition) পাওয়া গেছে, কিন্তু তা তখন যখন অধিযাচন পত্রে সেই ব্যক্তির, যাকে গ্রেপ্তার করতে হবে এবং সেই অপরাধের অথবা অন্য কারণের, যার জন্য তাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে, উল্লিখিত আছে এবং তার থেকে দর্শিত হচ্ছে যে, অধিযাচন পত্র প্রদানকারী অধিকারী দ্বারা পরওয়ানা ছাড়া সেই ব্যক্তি আইনসম্মতভাবে গ্রেপ্তার হতে পারত।

(২) কোনো পুলিশ থানার ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক এমন যে কোনো ব্যক্তিকে, ধারা-১০৯ বা ধারা-১১০-এ উল্লিখিত ব্যক্তিদের শ্রেণীসমূহের মধ্যে এক বা একাধিকের অন্তর্ভুক্ত, এভাবেই গ্রেপ্তার করতে পারে বা করাতে পারে।

॥ ধারা ঃ ৪২ ॥ নাম এবং বাসস্থানের কথা বলতে অস্বীকার করলে গ্রেপ্তার [Arrest on refusal to give name and residence]—(১) যখন কোনো ব্যক্তি, যে পুলিশ আধিকারিকের উপস্থিতিতে অধর্তব্য অপরাধ সংঘটিত করেছে অথবা যার ওপর পুলিশ আধিকারিকের উপস্থিতিতে অধর্তব্য অপরাধ করার অভিযোগ আনা হয়েছে, ঐ আধিকারিকের দাবি করার পর নিজের নাম ও বাসস্থানের কথা বলতে অস্বীকার করে বা এমন নাম বা বাসস্থানের কথা বলে, যার সম্পর্কে মিথ্যা বলে ঐ পুলিশ আধিকারিকের বিশ্বাস করার কারণ আছে, তখন তাকে ঐ আধিকারিক দ্বারা এজন্য গ্রেপ্তার করা যেতে পারে যাতে তার নাম এবং বাসস্থান নির্ধারণ করা যায়।

(২) যখন এমন ব্যক্তির সঠিক নাম এবং বাসস্থান নির্ধারণ করা হয় তখন তাকে জামিনদার সহ বা জামিনদার রহিত এই বণ্ড লিখে দেওয়ায় ছেড়ে দেওয়া যাবে, যদি তাকে ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে হাজির করার অভিপ্রায় করা হয়, তাহলে সে তাঁর সামনে হাজির হবে;

প্রকাশ থাকে যে, যদি ঐ ব্যক্তির বাসস্থান ভারতে না থাকে তাহলে ঐ বণ্ড ভারতে বসবাসকারী জামিনদার বা জামিনদারদের দ্বারা দৃঢ়ীকৃত (বা প্রতিভূত) করা হবে।

(৩) যদি গ্রেপ্তারির সময় থেকে চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে ঐ ব্যক্তির সঠিক নাম এবং বাসস্থান নির্ধারণ করা না যায় অথবা ঐ বণ্ড লিখে দিতে বা অভিপ্রায় করা হলে যথেষ্ট (বা পর্যাপ্ত) প্রতিভূতি দিতে ব্যর্থ হয় তাহলে তা ক্ষেত্রাধিকার আছে এমন সন্নিকটস্থ ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে অবিলম্বে পাঠিয়ে দেওয়া হবে।

॥ ধারা ঃ ৪৩ ॥ বেসরকারি ব্যক্তি দ্বারা গ্রেপ্তার এবং এমন গ্রেপ্তারের ক্ষেত্রে প্রক্রিয়া [Arrest by private person and procedure on such arrest]— (১) কোনো বেসরকারি ব্যক্তি কোনো এমন ব্যক্তিকে, যে তার উপস্থিতিতে জামিন অযোগ্য ও ধর্তব্য অপরাধ করে অথবা কোনো ঘোষিত অপরাধকে গ্রেপ্তার করতে পারে বা গ্রেপ্তার করাতে পারে এবং এভাবে গ্রেপ্তার কৃত ব্যক্তিকে অহেতুক দেরি না করে পুলিশ আধিকারিকের হাতে সমর্পণ করবে অথবা করাবে অথবা পুলিশ

আধিকারিকের অনুপস্থিতিতে এমন ব্যক্তিকে প্রহরার কাছাকাছি পুলিশ থানায় নিয়ে যাবে অথবা পাঠাবে।

(২) যদি এমন বিশ্বাস করার কারণ থাকে যে, ঐ ব্যক্তি ধারা-৪১-এর বিধান সমূহের অন্তর্ভুক্ত হবে, তাহলে পুলিশ আধিকারিক তাকে পুনরায় গ্রেপ্তার করবে।

(৩) যদি এমন বিশ্বাস করার কারণ থাকে যে, সে অধর্তব্য অপরাধ করেছে এবং সে পুলিশ আধিকারিকের কাছে চাওয়ার পর তার নাম ও বাসস্থানের কথা বলতে অস্বীকার করে অথবা এমন নাম বা বাসস্থান বলে, যার সম্পর্কে ঐ আধিকারিকের বিশ্বাস করার কারণ থাকে যে, তা মিথ্যা তাহলে তার সম্পর্কে ধারা-৪২-এর বিধানসমূহের অধীন কার্যবাহ করা হবে, কিন্তু যদি এমন বিশ্বাস করার যথেষ্ট কোনো কারণ না থাকে যে, সে কোনো অপরাধ করেছে, তাহলে তাকে অবিলম্বে ছেড়ে (বা মুক্ত করে) দেওয়া হবে।

॥ ধারা ঃ ৪৪ ॥ ম্যাজিস্ট্রেট দ্বারা গ্রেপ্তার [Arrest by Magistrate]—(১) যখন কোনো কার্য-নির্বাহক বা ন্যায়িক ম্যাজিস্ট্রেটের উপস্থিতিতে তাঁর স্থানীয় অধিক্ষেত্রের মধ্যে কোনো অপরাধ করা হয়, তখন তিনি অপরাধীকে স্বয়ং গ্রেপ্তার করতে পারবেন কিংবা গ্রেপ্তার করার জন্য কোনো ব্যক্তিকে আদেশ দিতে পারবেন এবং তখন জামিনের ব্যাপারে এতে অন্তর্ভুক্ত বিধানসমূহের অধীন অপরাধীকে হাজতে আটকের জন্য সোপর্দ করতে পারেন।

(২) যে কোনো কার্য-নির্বাহক বা ন্যায়িক ম্যাজিস্ট্রেট যে কোনো সময় তাঁর স্থানীয় অধিক্ষেত্রের মধ্যে এমন কোনো ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করতে পারে অথবা তাঁর উপস্থিতিতে তার গ্রেপ্তারের নির্দেশ দিতে পারেন, যার গ্রেপ্তারের জন্য তিনি ঐ সময়ে ঐ পরিস্থিতিতে পরওয়ানা জারি করার জন্য সক্ষম।

॥ ধারা ঃ ৪৫ ॥ সশস্ত্র বাহিনীর সদস্যদের গ্রেপ্তার থেকে রক্ষা [Protection of members of the Armed Forces from arrest]—(১) ধারা-৪১ থেকে ৪৪-এ (উভয় ধারা সহ) যা কিছুই বিধান দেওয়া থাকুক না কেন, গোষ্ঠীর সশস্ত্র বাহিনীর যে কোনো সদস্য তাঁর পদ সম্বন্ধীয় কর্তব্যের নির্বাহ করতে তাঁর দ্বারা কৃত অথবা করার জন্য ধারণা করা কোনো কিছুর জন্য ততক্ষণ গ্রেপ্তার করা যাবে না, যতক্ষণ কেন্দ্রীয় সরকারের সম্মতি না নেওয়া হবে।

(২) রাজ্য সরকার বিজ্ঞপ্তি দ্বারা নির্দেশ দিতে পারবে যে, তাতে যথা নির্দিষ্ট বলের এমন শ্রেণী বা গোষ্ঠীর সদস্যদের, যাদের ওপর সার্বজনিক শৃঙ্খলা রক্ষার দায়িত্ব অর্পণ করা হয়েছে, যেখানেই তাঁরা কর্তব্যরত থাকুন না কেন উপধারা (১) প্রযোজ্য হবে এবং তখনই উপধারার বিধানসমূহ এমন ভাবে প্রযোজ্য হবে যেন তাতে বিদ্যমান 'কেন্দ্রীয় সরকার' এই অভিব্যক্তিটির জায়গায় 'রাজ্য সরকার' এই অভিব্যক্তিটি প্রতিস্থাপন করা হয়েছে।

॥ ধারা ঃ ৪৬ ॥ কিভাবে গ্রেপ্তার করা যাবে [Arrest how made]—(১) গ্রেপ্তার করার সময় পুলিশ আধিকারিক বা গ্রেপ্তারকারী অন্য কোনো ব্যক্তি যে ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করা হবে তার শরীর বস্তুতঃ স্পর্শ করবেন বা ঘেরাও করবেন, যতক্ষণ না সে বাক্য বা কর্ম দ্বারা নিজেকে প্রহরায় সমর্পণ করে দেবে।

(২) যদি এমন ব্যক্তি তাকে গ্রেপ্তার করার চেষ্টাতে বলপূর্বক প্রতিরোধ করে বা গ্রেপ্তার হওয়া এড়াবার জন্য সচেষ্ট হয় তাহলে এমন পুলিশ আধিকারিক বা অন্য ব্যক্তি, গ্রেপ্তার করার জন্য প্রয়োজনীয় যাবতীয় প্রক্রিয়া গ্রহণ (বা অবলম্বন) করতে পারেন।

(৩) এই ধারার কোনো কিছু, যে ব্যক্তির ওপর মৃত্যুদণ্ডাদেশের বা যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডনীয় অপরাধের অভিযোগ নেই, সেই ব্যক্তির মৃত্যু ঘটাবার অধিকার দেয় না।

॥ ধারা ঃ ৪৭ ॥ গ্রেপ্তার করা হবে এমন ব্যক্তি যেখানে ঢুকেছে সেই জায়গার খানা-তল্লাশী [Search of place entered by person sought to be arrested]—(১) যদি গ্রেপ্তারী পরওয়ানার কার্য সম্পাদনকারী কোনো ব্যক্তিকে, অথবা গ্রেপ্তার করার জন্য প্রাধিকৃত কোনো পুলিশ আধিকারিকের, এমন বিশ্বাস করার কারণ থাকে যে, সেই ব্যক্তি, যাকে গ্রেপ্তার করতে হবে, কোনো জায়গায় ঢুকে পড়েছে, অথবা কোনো জায়গার ভেতরে আছে, তাহলে ঐ জায়গায় বসবাসকারী কিংবা ঐ জায়গায় ভারপ্রাপ্ত যে কোনো ব্যক্তি, পূর্বোক্ত ভাবে কার্য সম্পাদনকারী ব্যক্তি দ্বারা কিংবা এমন পুলিশ আধিকারিকের দ্বারা দাবি করার পর তার মধ্যে ঢুকতে দেবে এবং তার ভেতর খানা-তল্লাশী করার সময় যাবতীয় সুবিধাদি প্রদান করবে।

(২) যদি ঐ সমস্ত জায়গায় প্রবেশ উপধারা (১) অনুসারে করা না যায় তাহলে যে কোনো ক্ষেত্রে সেই ব্যক্তির পক্ষে, যে পরওয়ানার অধীন কার্য সম্পাদন করছে এবং কোনো এমন ক্ষেত্রে যেক্ষেত্রে পরওয়ানা জারি করা যায় কিন্তু যাকে গ্রেপ্তার করা হবে তাকে পালিয়ে যাবার সুযোগ না দিয়ে ঐ রকম করা যায় না, সেখানে পুলিশ আধিকারিকের পক্ষে ন্যায়ানুগ হবে যে, তিনি ঐ জায়গায় প্রবেশ করবে এবং সেখানে খানা-তল্লাশী করবে, এবং ঐ জায়গায় প্রবেশ করণের জন্য কোনো বাড়ি বা জায়গার, তা সেই বাড়ি বা জায়গা যে ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করা হবে তার হোক বা অন্য কোনো ব্যক্তির, তার যে কোনো ভেতরের বা বাইরের দরজা বা জানালা ভেঙে ফেলতে পারবে, যদি তার প্রাধিকার বা প্রয়োজনের বিজ্ঞপ্তি দেওয়ার এবং প্রবেশ করার জন্য যথাযথ ভাবে দাবি করার পর তিনি অন্য কোনো ভাবে প্রবেশ করতে না পারেন ঃ

প্রকাশ থাকে যে, যদি এমন কোনো স্থান এমন ঘর হয় যা (যাকে গ্রেপ্তার করা হবে সেই ব্যক্তি ছাড়া) এমন মহিলার বাস্তবিক দখলাধীনে থাকে, যে মহিলা প্রথা অনুসারে সর্ব সাধারণের সামনে আসতে পারেন না, তাহলে ঐ ব্যক্তি বা পুলিশ আধিকারিক ঐ ঘরে প্রবেশ করার আগে সেই মহিলাকে এই মর্মে বিজ্ঞপ্তি দেবে যে,

ঐ জায়গা থেকে সরে যাবার ব্যাপারে তার স্বাধীনতা আছে এবং সরে যাবার জন্য সব রকমের সুবিধাদি দেবে আর তারপরই সেই ঘর ভেঙে (বা ঘরের দরজা ভেঙে) খুলতে পারবে এবং সেই ঘরে ঢুকতে পারবে।

(৩) কোনো পুলিশ আধিকারিক বা গ্রেপ্তার করার জন্য প্রাধিকৃত কোনো অন্য ব্যক্তি কোনো বাড়ি বা অন্য কোনো জায়গার কোনো বাইরের বা ভেতরের দরজা বা জানালা নিজেকে বা অন্য কোনো ব্যক্তিকে, যে গ্রেপ্তার করার প্রয়োজন হেতু আইন সম্মতভাবে প্রবেশ করার পর আটকে পড়েছে, মুক্ত করার জন্য ভেঙে খুলতে পারবে।

॥ ধারা ঃ ৪৮ ॥ অন্য অধিক্ষেত্রে অপরাধীর পিছু করা [Pursuit of offenders into other jurisdictions]—পুলিশ আধিকারিক এমন কোনো ব্যক্তিকে, যাকে গ্রেপ্তার করার জন্য তিনি প্রাধিকৃত পরওয়ানা ছাড়া গ্রেপ্তার করা হেতু ভারতের যে কোনো জায়গায় সেই ব্যক্তির পিছু ধাওয়া করতে পারবে।

॥ ধারা ঃ ৪৯ ॥ প্রয়োজনাতিরিক্ত অবরোধ না করা [No unnecessary restraint]—গ্রেপ্তার করা ব্যক্তিকে, যতটা তার পালিয়ে যাওয়া আটকানোর জন্য প্রয়োজন তার চেয়ে বেশি অবরোধ করা যাবে না।

॥ ধারা ঃ ৫০ ॥ যে ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে তাকে গ্রেপ্তারের কারণ এবং জামিনের অধিকার সম্পর্কে অবগত করানো [Person arrested to be informed of grounds of arrest and of right to bail]—(১) কোনো ব্যক্তিকে পরওয়ানা ছাড়া গ্রেপ্তারকারী প্রত্যেক পুলিশ আধিকারিক বা অন্য কোনো ব্যক্তি সেই ব্যক্তিকে, ঐ অপরাধের, যার জন্য তাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে, পূর্ণ বিবরণ বা এধরনের গ্রেপ্তারের অন্য কারণ অবিলম্বে জানাবেন।

(২) যেখানে কোনো পুলিস আধিকারিক জামিন-অযোগ্য অপরাধের জন্য অভিযুক্ত ব্যক্তি ছাড়া অন্য কোনো ব্যক্তিকে ওয়ারেন্ট (বা পরওয়ানা) ছাড়া গ্রেপ্তার করে, সেখানে সে গ্রেপ্তারকৃত ব্যক্তিকে এত্তেলা দেবে যে, জামিন সাপেক্ষে তার ছাড়া পাওয়ার অধিকার আছে এবং সে তার পক্ষ থেকে জামিনদারের ব্যবস্থা করতে পারে।

॥ ধারা ঃ ৫১ ॥ গ্রেপ্তারকৃত ব্যক্তির তল্লাশী [Search of arrested person]—(১) যখনই কোনো পুলিশ আধিকারিক দ্বারা ঐ রকম পরওয়ানার অধীনে, যেখানে জামিন নেওয়ার কোনো বিধান নেই অথবা এমন পরওয়ানার অধীনে যেখানে জামিন নেওয়ার বিধান আছে কিন্তু গ্রেপ্তার কৃত ব্যক্তি জামিন দিতে অক্ষম, কোনো ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করা হয় এবং যখনই কোনো ব্যক্তিকে পরওয়ানা ছাড়া বা বেসরকারি ব্যক্তি দ্বারা পরওয়ানার অধীনে গ্রেপ্তার করা হয় এবং বৈধভাবে তার জামিন নেওয়া না যায় অথবা জামিন দিতে সে অক্ষম হয়;

তখন গ্রেপ্তারকারী আধিকারিক অথবা যখন গ্রেপ্তার বেসরকারি ব্যক্তি দ্বারা করা হয় তখন সেই পুলিস আধিকারিক, যাঁর হাতে সেই ব্যক্তিটি গ্রেপ্তার করা ব্যক্তিটিকে তুলে দেয়, সেই ব্যক্তির তল্লাশী নিতে পারে এবং পরণের বস্ত্রাদি ছাড়া তার কাছে পাওয়া

যাবতীয় জিনিসপত্র নিরাপদ প্রহরায় রাখতে পারবে এবং যেখানে গ্রেপ্তার কৃত ব্যক্তির কাছে কোনো জিনিস বাজেয়াপ্ত করা হয় সেখানে ঐ রকম ব্যক্তিকে একটি রসিদ দিতে হবে যাতে পুলিশ আধিকারিক দ্বারা দখলকৃত জিনিসগুলোর উল্লেখ থাকবে।

(২) যখন কোনো মহিলার তল্লাশী নেওয়ার প্রয়োজন হবে, তখন ঐ ধরনের তল্লাশী শালীনতার প্রতি দৃষ্টি রেখে অন্য কোনো মহিলার দ্বারা করতে হবে।

॥ ধারা ঃ ৫২ ॥ আক্রমণাত্মক অস্ত্রশস্ত্র অধিগ্রহণ করার ক্ষমতা [Power to seize offensive weapons]—এই সংহিতার অধীনে যে আধিকারিক বা অন্য কোনো ব্যক্তি গ্রেপ্তার করে, গ্রেপ্তারকৃত ব্যক্তির কাছে কোনো আক্রামক অস্ত্রশস্ত্র, যা তার সঙ্গে থাকে, অধিগ্রহণ করতে পারে এবং এভাবে অধিগৃহীত অস্ত্রশস্ত্র ঐ আদালতের বা আধিকারিকের কাছে অর্পণ করবেন যে আদালতের সামনে বা আধিকারিকের সামনে ঐ আধিকারিক বা গ্রেপ্তারকারী ব্যক্তি গ্রেপ্তার কৃত ব্যক্তিকে পেশ করার জন্য এই সংহিতা দ্বারা অভিপ্রায় করা হয়েছে।

॥ ধারা ঃ ৫৩ ॥ পুলিশ আধিকারিকের অনুরোধে চিকিৎসক কর্তৃক অভিযুক্ত ব্যক্তির পরীক্ষা [Examination by accused by medical practitioner at the request of police officer]—(১) যখন কোনো ব্যক্তিকে এমন অপরাধ করার অভিযোগে গ্রেপ্তার করা হয়, যা এমন প্রকৃতির এবং যার এমন পরিস্থিতির মধ্যে সংঘটন করার অভিযোগ করা হয়েছে যে, বিশ্বাস করার কারণ আছে যে, তার শারীরিক পরীক্ষা এমন অপরাধ করার ব্যাপারে সাক্ষ্য প্রদান করবে, তাহলে এমন পুলিশ আধিকারিকের, যে অবর-পরিদর্শকের নিম্ন পদাধিকারী হবে না, অনুরোধক্রমে কার্য সম্পাদনে নিবদ্ধকৃত পেশাদার চিকিৎসকের পক্ষে এবং সরল বিশ্বাসে তার সহায়তা করাতে এবং তার নির্দেশাধীন কার্য সম্পাদনার্থ কোনো ব্যক্তির জন্য তা আইনসম্মত হবে, যে ঐ গ্রেপ্তারকৃত ব্যক্তিকে এমন পরীক্ষা করবে যাতে সেই সব তথ্য যা নির্ধারণ করার জন্য যথাযথ ভাবে প্রয়োজন হয় এমন সাক্ষ্য প্রদান করে, এবং ততটাই বল প্রয়োগ করে যতটা সঙ্গতভাবে প্রয়োজন হয়।

(২) যখনই এই ধারার অধীনে কোনো মহিলার পরীক্ষা করার প্রয়োজন হবে তখন পরীক্ষা কেবল কোনো মহিলার দ্বারা যিনি একজন নিবন্ধকৃত পেশাদার চিকিৎসক হবেন অথবা তাঁর তত্ত্বাবধানে, করা হবে—

স্পষ্টীকরণ—এই ধারাতে এবং ধারা-৫৪-তে 'নিবন্ধকৃত পেশাদার চিকিৎসক' বলতে এমন পেশাদার চিকিৎসক বুঝাবে, যার কাছে ভারতীয় চিকিৎসা পরিষদ অধিনিয়ম, ১৯৫৬ (১৯৫৬-র ১০২)-এর ধারা-২-এর প্রকরণ (জ)-এ যথা সংজ্ঞায়িত কোনো স্বীকৃতি প্রাপ্ত চিকিৎসা বিদ্যাসম্বন্ধীয় যোগ্যতা আছে এবং যার নাম রাজ্য চিকিৎসক নিবন্ধ পুস্তকে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে।

॥ ধারা ঃ ৫৪ ॥ গ্রেপ্তার কৃত ব্যক্তির অনুরোধে চিকিৎসক কর্তৃক তার পরীক্ষা [Examination of arrested person by medical practitioner at the

requested of the arrested person]—যখন কোনো ব্যক্তি যাকে কোনো অভিযোগে বা অন্য কোনো ভাবে গ্রেপ্তার করা হয়েছে, ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে পেশ করার সময় বা প্রহরায় তার আটক থাকা কালীন কোনো সময় অভিযোগ করে যে, তার শরীর পরীক্ষা করা হলে এমন সাক্ষ্য (বা তথ্য) পাওয়া যাবে যার থেকে তার দ্বারা সংঘটিত কোনো অপরাধ মিথ্যা বলে প্রমাণিত হবে অথবা এমন প্রদান করবে যে, তার শরীরের বিরুদ্ধে অন্য কোনো ব্যক্তি কোনো অপরাধ করেছিল তাহলে যদি গ্রেপ্তারকৃত ব্যক্তি দ্বারা ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে এমন করার জন্য অনুরোধ করা হয় এবং ম্যাজিস্ট্রেট যদি এমন মনে না করেন যে, ঐ অনুরোধ হয়রানি করার জন্য বা বিলম্ব করার জন্য বা ন্যায়পরতার উদ্দেশ্যকে বিফল করার জন্য করা হয়েছে তাহলে তিনি নির্দেশ দিতে পারেন যে, নিবন্ধিত পেশাদার চিকিৎসক দ্বারা ঐ ব্যক্তির শরীর পরীক্ষা করা হোক।

॥ ধারা ঃ ৫৫ ॥ পুলিশ আধিকারিক যখন তার অধীনস্থকে পরওয়ানা ছাড়া কাউকে গ্রেপ্তার করার জন্য নিযুক্ত করে তখন প্রক্রিয়া [Procedure when police officer deputes subordinate to arrest without warrant]—(১) যখন অধ্যায় ১২-র অধীন তল্লাশী করতে গিয়ে কোনো পুলিশ থানার ভারপ্রাপ্ত আধিকারিকের কাছে, এমন ব্যক্তিকে যাকে পরওয়ানা ছাড়া আইনতঃ গ্রেপ্তার করা যায়, পরওয়ানা ছাড়া (নিজের উপস্থিতিতে নয়, অন্য ভাবে) গ্রেপ্তার করার অভিপ্রায় করে, তখন সে ঐ ব্যক্তির, যাকে গ্রেপ্তার করতে হবে এবং ঐ অপরাধের, যার জন্য গ্রেপ্তার করা হচ্ছে, উল্লেখ করে লিখিত আদেশ সেই আধিকারিককে সমর্পণ করবে, যাতে অভিপ্রায় করা হয়েছে যে সে গ্রেপ্তার করে এবং এভাবে অভিপ্রায় করা আধিকারিক ঐ ব্যক্তিকে, যাকে গ্রেপ্তার করতে হবে, ঐ আদেশের সারমর্ম গ্রেপ্তার করার আগে জানাবে এবং যদি ঐ ব্যক্তি চায় তাহলে তাকে ঐ আদেশ দেখিয়ে দেবে।

(২) উপধারা (১)-এর কোনো কিছু কোনো পুলিশ আধিকারিকের ধারা-৪১-এর অধীন কোনো ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করার ক্ষমতার ওপর প্রভাব ফেলবে না।

॥ ধারা ঃ ৫৬ ॥ গ্রেপ্তার কৃত ব্যক্তিকে ম্যাজিস্ট্রেট বা পুলিশ থানার ভারপ্রাপ্ত আধিকারিকের সামনে পেশ করা [Person arrested to be taken before Magistrate or Officer-in-Charge of police station]—পরওয়ানা ছাড়া গ্রেপ্তারকারী পুলিশ আধিকারিক অহেতুক বিলম্ব ব্যতিরেকে এবং জামিন সম্পর্কে এতে অন্তর্ভুক্ত বিধানসমূহ সাপেক্ষে, সেই ব্যক্তিকে, যাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে, ঐ ব্যাপারে ক্ষেত্রাধিকার আছে এমন ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে বা কোনো পুলিশ থানার ভারপ্রাপ্ত আধিকারিকের সামনে নিয়ে যাবে বা পাঠাবে।

॥ ধারা ঃ ৫৭ ॥ গ্রেপ্তার কৃত ব্যক্তিকে ২৪ ঘন্টার বেশি আটক রাখা হবে না [Person arrested not to be detained more than twenty four hours]—কোনো পুলিশ আধিকারিক পরওয়ানা ছাড়া গ্রেপ্তার করা কোনো ব্যক্তিকে ঐ ক্ষেত্রের যাবতীয় পরিস্থিতিতে যতটা সময় সঙ্গত তার চেয়ে বেশি সময় প্রহরায় আটক রাখতে

পারবে না এবং এ ধরনের সময়, ম্যাজিস্ট্রেটের ধারা-১৬৭-র অধীন বিশেষ আদেশ না থাকার ক্ষেত্রে গ্রেপ্তার করার জায়গা থেকে ম্যাজিস্ট্রেটের আদালত পর্যন্ত যাওয়ার জন্য সময়টুকু ছাড়া চব্বিশ ঘন্টার বেশি হবে না।

॥ ধারা : ৫৮ ॥ যাদের গ্রেপ্তার করা হয়েছে, পুলিশ কর্তৃক তাদের প্রতিবেদন দেওয়া (বা রিপোর্ট করা) [Police to report apprehensions]—পুলিস থানার ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক জেলা ম্যাজিস্ট্রেটকে বা তার এমন নির্দেশ দেওয়ার পর মহকুমা ম্যাজিস্ট্রেটকে, স্ব-স্ব থানার সীমার মধ্যে পরওয়ানা ছাড়া গ্রেপ্তার করা সমস্ত ব্যক্তিদের ব্যাপারে রিপোর্ট করবে, ঐ ব্যক্তিদের জামিন নেওয়া হোক বা না হোক।

॥ ধারা : ৫৯ ॥ ধৃত ব্যক্তির মুক্তি (বা খালাস) [Discharge of person apprehended]—পুলিশ আধিকারিক দ্বারা গ্রেপ্তার করা কোনো ব্যক্তিকে খালাস (বা মুক্তি) তারই বণ্ড বা জামিনের ভিত্তিতে বা ম্যাজিস্ট্রেটের বিশেষ আদেশের অধীনে করা যাবে (বা মুক্তি দেওয়া যাবে), অন্য ভাবে নয়।

॥ ধারা : ৬০ ॥ পালিয়ে গেলে তার পিছু ধাওয়া করা এবং পুনরায় গ্রেপ্তার করার ক্ষমতা [Power, on escape to persue and retake]—(১) যদি কোনো ব্যক্তি আইনী প্রহরা থেকে পালিয়ে যায় অথবা তাকে কেউ ছাড়িয়ে নিয়ে যায় সেই ব্যক্তি, যার প্রহরা থেকে ঐ ব্যক্তি পালিয়ে গেছে, তাকে ছাড়িয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে, সঙ্গে সঙ্গে তার পিছু ধাওয়া করতে পারবে এবং ভারতের যে কোনো জায়গায় তাকে গ্রেপ্তার করতে পারবে।

(২) উপধারা (১)-এর অধীন গ্রেপ্তারির ওপর ধারা-৪৭ বিধান প্রযোজ্য হবে—তা যদি গ্রেপ্তারকারী ব্যক্তি পরওয়ানার অধীনে কার্য সম্পাদন নাও করে এবং গ্রেপ্তার করার প্রাধিকার সম্পন্ন পুলিশ আধিকারিক নাও হয়।

অধ্যায় : ৬
[CHAPTER : VI]
হাজির হতে বাধ্য করার জন্য আদেশিকা
(Processes to Compel Appearance)
ধারা ৬১ থেকে ধারা ৯০
[Section 61 to Section 90]

ক. সমন
(A. Summons)

॥ ধারা : ৬১ ॥ সমন-এর নিদর্শ [Form of Summons]—আদালত দ্বারা এই সংহিতার অধীন প্রদান করা প্রতিটি সমন লিখিতভাবে এবং একটি প্রতিলিপি সহ, ঐ আদালতের পীঠাসীন দ্বারা বা অন্য এমন আধিকারিক দ্বারা যাকে উচ্চ আদালত নিয়ম দ্বারা সময়ে-সময়ে নির্দেশ দেয়, স্বাক্ষরিত হবে এবং তার ওপর ঐ আদালতের শীলমোহর থাকবে।

॥ ধারা : ৬২ ॥ কিভাবে একটি সমন জারি করা হবে [Summons how served]—(১) প্রত্যেক সমন-এর জারি পুলিশ আধিকারিক দ্বারা বা এমন নিয়মের অধীনে, যা এইহেতু রাজ্য সরকার কর্তৃক প্রণীত, ঐ আদালতের যে ঐ সমন জারি করেছে, কোনো আধিকারিক দ্বারা বা অন্য কোনো লোক সেবক দ্বারা করা যাবে।

(২) যদি সম্ভব হয় তাহলে সমন করা ব্যক্তির ওপর সমন জারি তাকে ঐ সমন জারির দুটি প্রতিলিপির একটি প্রতিলিপি অর্পণ বা প্রদান ব্যক্তিগত ভাবে করা যাবে।

(৩) এমন প্রত্যেক ব্যক্তি, যার ওপর সমন-এর ঐ জারি করা হয়েছে, যদি জারিকারী আধিকারিক দ্বারা এমন অভিপ্রায় করা হয় তাহলে, অন্য প্রতিলিপির পৃষ্ঠভাগে তার জন্য রসিদ সই (বা স্বাক্ষর) করবে।

॥ ধারা : ৬৩ ॥ সংবিধিবদ্ধ সংস্থা এবং সমিতির ওপর সমন জারি [Service of summons on corporate bodies and societies]—কোনো নিগমের ওপর সমন-এর তামিল নিগমের সচিব, স্থানীয় প্রবন্ধক (ম্যানেজার) বা অন্য প্রধান আধিকারিকের ওপর জারি করে করা যেতে পারে অথবা ভারতে নিগমের প্রধান আধিকারিকের ঠিকানায় নিবন্ধিত ডাক দ্বারা প্রেরিত পত্র দ্বারা করা যেতে পারে, যে অবস্থায় জারি তখন হয়েছে মনে করা হবে যখন ডাক দ্বারা সাধারণ ভাবে ঐ পত্র পৌঁছাত।

স্পষ্টীকরণ—এই ধারায় 'নিগম' বলতে বুঝায় নিগমবদ্ধ কোম্পানি বা নিগম বদ্ধ নিকায় এবং সোসাইটি রেজিস্ট্রেশন অধিনিয়ম, ১৮৬০ (১৮৬০-এর ২১)-এর অধীনে নিবন্ধিত সোসাইটিও অন্তর্ভুক্ত।

॥ ধারা : ৬৪ ॥ যাকে সমন জারি করা হয়েছে, তাকে না পাওয়া গেলে সেক্ষেত্রে [Service when persons summoned cannot be found]—যেখানে সমন করা ব্যক্তিকে যথাযথ তৎপরতা সত্ত্বেও পাওয়া না যায় সেখানে সমন-এর জারি দুটি প্রতিলিপির মধ্যে একটি তার সঙ্গে বসবাসকারী কোনো বয়স্ক পুরুষ সদস্যের উদ্দেশ্যে প্রদান করেও করা (জারি) যেতে পারে এবং যদি জারিকারী আধিকারিক দ্বারা এমন অভিপ্রায় করা হয় তাহলে যে ব্যক্তির কাছে এমন ভাবে সমন প্রদান করা হয় সে দ্বিতীয় প্রতিলিপিটির পৃষ্ঠভাগে একটি রসিদ লিখে তাতে স্বাক্ষর করে দেবেন।

স্পষ্টীকরণ—এই ধারার মধ্যে ভৃত্য (বা সেবক) পরিবারের সদস্য বলে গণ্য হবে না।

॥ ধারা : ৬৫ ॥ পূর্ব বিধৃত উপায়ে যখন জারি করা যায় না, তখন প্রক্রিয়া [Procedure when service can not be effected as before provided]—যদি ধারা-৬২, ধারা-৬৩ বা ধারা-৬৪-তে বিধৃত উপায়ে জারি যথাযথ তৎপরতা সত্ত্বেও করা সম্ভব না হয় তাহলে জারিকারী আধিকারিক সমন-এর দুটি প্রতিলিপির একটি ঐ বাসস্থানের, যেখানে থাকে সমন করা হয়েছে, সেই ব্যক্তি সাধারণভাবে বসবাস করে, কোনো সহজদৃশ্য স্থানে লাগিয়ে দেবে এবং তখন আদালত তদন্ত করার পর যেমন সঙ্গত মনে করবে, ঘোষণা করতে পারবে যে, সমন-এর যথাযথ জারি হয়ে গেছে অথবা আদালত এমন পদ্ধতিতে জারির আদেশ দিতে পারবে যা ঐ আদালত সঙ্গত মনে করবে।

॥ ধারা : ৬৬ ॥ সরকারি কর্মচারির ওপর জারি [Service on Government servant]—(১) যেখানে সমন করা ব্যক্তি সরকারের কাজে সক্রিয়ভাবে সেবারত সেখানে সমন জারি করা আদালত সাধারণভাবে এমন সমন জারির একটি প্রতিলিপিসহ ঐ কার্যালয়ের প্রধানকে পাঠাবে সেখানে ঐ ব্যক্তি সেবা (বা কর্ম) রত এবং তখন ঐ প্রধান, ধারা-৬২-তে বিধৃত উপায়ে সমন-এর জারি করাবেন এবং ঐ ধারার দ্বারা প্রয়োজনীয় পৃষ্ঠাঙ্কন সহ তার ওপর তার স্বাক্ষর করে তা আদালতকে ফেরত দেবে।

(২) এমন স্বাক্ষর যথাযথ জারির (অর্থাৎ জারিকরণের) সাক্ষ্য হবে।

॥ ধারা : ৬৭ ॥ স্থানীয় সীমার বাইরে সমন-এর জারি [Service of Summons outside local limits]—যখন আদালত বাঞ্ছা করে যে, তার দ্বারা প্রদত্ত সমন-এর জারি তার স্থানীয় অধিক্ষেত্রের বাইরে কোনো জায়গায় জারি করতে হবে তখন, সাধারণতঃ ঐ আদালত উক্ত সমন একটি প্রতিলিপি সহ সেই ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে যে ম্যাজিস্ট্রেটের স্থানীয় অধিক্ষেত্রের মধ্যে আহূত ব্যক্তি বসবাস করে বা করছে সেখানে জারি করার জন্য পাঠাবে।

॥ ধারা : ৬৮ ॥ এমন ক্ষেত্রে এবং যেক্ষেত্রে জারিকারী আধিকারিক উপস্থিত না হয় সেক্ষেত্রে জারির প্রমাণ [Proof of service in such cases and when serving officer not present]—(১) যখন আদালত কর্তৃক প্রদান করা সমন জারির তার স্থানীয় আধিক্ষেত্রের বাইরে করা হয়েছে, তখন এবং এমন কোনো ক্ষেত্রে যেখানে ঐ আধিকারিক, যিনি ঐ সমন জারি করেছেন, মকদ্দমার শুনানির সময় উপস্থিত না থাকেন, ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে কৃত বলে মনে হয় এমন হলফনামা এবং উক্ত সমন জারির একটি প্রতিলিপি যা (ধারা-৬২ অথবা ধারা-৬৪-তে বিধৃত উপায়ে) যে ব্যক্তিকে তা দেওয়া হয় বা যাকে তা দেওয়া হয় যার কাছে তা দিয়ে আসা হয় সেই ব্যক্তির দ্বারা পৃষ্ঠাঙ্কিত বলে অনুমিত হয় তা সাক্ষ্যতে স্বীকার্য হবে, যতক্ষণ বা যে সময় অবধি ভিন্নরূপ কিছু প্রমাণিত না হয় ততক্ষণ বা সেই পর্যন্ত তাতে যা বিবৃত থাকে তা নির্ভুল বলে ধরে নেওয়া হবে।

(২) এই ধারায় বর্ণিত হলফনামা সমন-এর অন্য প্রতিলিপির সঙ্গে সংলগ্ন করা যেতে পারে এবং ঐ আদালতে পাঠানো যেতে পারে।

॥ ধারা : ৬৯ ॥ ডাক দ্বারা সাক্ষীর ওপর সমন জারি [Service of summons on witness by post]—(১) এই অধ্যায়ের পূর্ববর্তী ধারাগুলোতে যা কিছুই থাকুক না কেন, সাক্ষীর জন্য সমন প্রদানকারী আদালত এমন সমন প্রদান করা ছাড়া এবং তার সঙ্গে সঙ্গে এই মর্মে নির্দেশ দিতে পারবে যে, ঐ সমন-এর একটি প্রতিলিপির জারি সাক্ষীর সেই জায়গার ঠিকানায়, যেখানে সে সাধারণ ভাবে বসবাস করে অথবা ব্যবসা করে অথবা মুনাফার জন্য ব্যক্তিগতভাবে কাজ করে, নিবন্ধিত ডাক দ্বারা করা যাবে।

(২) যখন সাক্ষী দ্বারা স্বাক্ষর করা বলে অনুমিত হয়, এমন প্রাপ্তি স্বীকারপত্র অথবা যে প্রাপ্তি স্বীকার পত্রে ডাক কর্মী কর্তৃক কৃত বলে অনুমিত এই মর্মে পৃষ্ঠাঙ্কন থাকে যে, সাক্ষী সমন-এর অর্পণ গ্রহণ করতে অস্বীকার করেছেন, সেই প্রাপ্তি স্বীকার পত্র হস্তগত হওয়ার পর সমন প্রদানকারী আদালত এই বলে ঘোষণা করতে পারবে যে, যথাযথভাবে সমন জারি করে দেওয়া হয়েছে।

খ. গ্রেপ্তারি পরওয়ানা
(B. Warrant of Arrest)

॥ ধারা : ৭০ ॥ গ্রেপ্তারি পরওয়ানার নির্মাণ ও মেয়াদ [Form of warrant of arrest and duration]—(১) আদালত কর্তৃক এই সংহিতার অধীনে প্রদত্ত গ্রেপ্তারির প্রত্যেকটি পরওয়ানা লিখিতভাবে এবং এমন আদালতের পীঠাসীন আধিকারিক দ্বারা স্বাক্ষরিত হবে এবং তার ওপর ঐ আদালতের শীলমোহর থাকবে।

(২) এমন প্রত্যেকটি পরওয়ানা ততক্ষণ বলবৎ থাকবে, যতক্ষণ তা প্রদানকারী আদালত দ্বারা বাতিল-কৃত না হবে অথবা যতক্ষণ তা নির্বাহ করা না হবে।

॥ ধারা ঃ ৭১ ॥ প্রতিভূতি নেওয়ার আদেশ দেওয়ার ক্ষমতা [Power to direct security to be taken]—(১) কোনো ব্যক্তিকে গ্রেপ্তারির জন্য পরওয়ানা প্রদানকারী কোনো আদালত পরওয়ানার ওপর পৃষ্ঠাঙ্কন দ্বারা স্বীয় ইচ্ছানুসারে এই মর্মে নির্দেশ দিতে পারবে যে, যদি ঐ ব্যক্তি আদালতের সামনে নির্দিষ্ট সময়ে এবং তার পরে যতক্ষণ আদালত কর্তৃক ভিন্নরূপ নির্দেশ না দেওয়া হচ্ছে ততক্ষণ তার হাজিরার জন্য যদি যথেষ্ট প্রতিভূ সহ বণ্ড নির্বাহ করে (অর্থাৎ বণ্ড না লিখে দিচ্ছে) তাহলে ঐ অধিকার বা পরওয়ানার নির্দিষ্ট করা হয়েছে এমন প্রতিভূতি নেবে এবং ঐ ব্যক্তিকে প্রহরা থেকে মুক্তি দেবে।

(২) পৃষ্ঠাঙ্কনে নিম্নলিখিত বিষয়গুলির উল্লেখ থাকবে—

(ক) প্রতিভূ (বা জামিনদার)-দের সংখ্যা;

(খ) সেই পরিমাণ টাকা যার জন্য যথাক্রমে জামিনদার ও ঐ ব্যক্তি যার গ্রেপ্তারির জন্য পরওয়ানা প্রদান করা হয়েছে, তিনি যথাক্রমে বাধ্য হবেন;

(গ) আদালতের সামনে যে সময়ে তাকে হাজির করা হবে, সেই সময়;

(ঘ) যখনই এই ধারার অধীনে প্রতিভূতি নেওয়া হয় তখন যে আধিকারিককে পরওয়ানা কার্যকর করার জন্য অর্পণ করা হয়, সেই আধিকারিক বণ্ড আদালতের কাছে ফেরত পাঠাবেন।

॥ ধারা ঃ ৭২ ॥ পরওয়ানা কার্যকর করার জন্য কাকে নির্দেশ দেওয়া হবে [Warrants to whom directed]—(১) গ্রেপ্তারির পরওয়ানা সাধারণভাবে এক বা একাধিক পুলিশ আধিকারিককে কার্যকর করার জন্য নির্দেশ দেওয়া হবে; কিন্তু যদি এমন পরওয়ানার নির্বাহ অবিলম্বে করার আবশ্যক হয় এবং কোনো পুলিশ আধিকারিক সাথে সাথেই না পাওয়া যায় তাহলে পরওয়ানা প্রদানকারী আদালত অন্য কোনো ব্যক্তিকে বা ব্যক্তিদেরকে তা কার্যকর করার জন্য নির্দেশ দিতে পারবে এবং এমন ব্যক্তি বা ব্যক্তিরা তা নির্বাহ করবে।

(২) পরওয়ানা কার্যকর করার জন্য একাধিক আধিকারিককে বা ব্যক্তিদেরকে নির্দেশ দেওয়া হয় তখন তার নির্বাহ, তাদের সকলের দ্বারা বা তাদের কোনো এক জনের দ্বারা বা একাধিক জনের দ্বারা করা যায়।

॥ ধারা ঃ ৭৩ ॥ পরওয়ানা যে কোনো ব্যক্তিকে কার্যকর করতে দেওয়া যাবে [Warrant may be directed to any persons]—(১) মুখ্য ন্যায়িক ম্যাজিস্ট্রেট বা প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট কোনো পলাতক দোষী সাব্যস্ত, ঘোষিত অপরাধী বা কোনো এমন ব্যক্তির যে কোনো জামিন-অযোগ্য অপরাধের জন্য অভিযুক্ত এবং গ্রেপ্তারি এড়িয়ে চলছে, গ্রেপ্তার করার জন্য পরওয়ানা তার স্থানীয় অধিক্ষেত্রের মধ্যেকার যে কোনো ব্যক্তিকে কার্যকর করার জন্য নির্দেশ দিতে পারে।

(২) এ ধরনের ব্যক্তিরা পরওয়ানার প্রাপ্তি স্বীকার লিখিতভাবে করবে এবং যদি ঐ ব্যক্তি, যাকে গ্রেপ্তার করার জন্য ঐ পরওয়ানা প্রদান করা হয়েছে, তার কর্তৃত্বাধীন

কোনো জমি বা অন্যান্য সম্পত্তিতে থেকে থাকলে বা প্রবেশ করে থাকলে তা নির্বাহ করবে।

(৩) যখন ঐ ব্যক্তি, যার বিরুদ্ধে ঐ ওয়ারেন্ট (বা পরওয়ানা) প্রদান করা হয়েছে, গ্রেপ্তার করে নেওয়া হয়, তখন ঐ ওয়ারেন্টসহ নিকটতম পুলিশ আধিকারিকের কাছে সমর্পণ করে দেওয়া হবে, যা, যদি ধারা-৭১-এর অধীন প্রতিভূতি না নেওয়া হয়ে থাকে, তাহলে তাকে ঐ ব্যাপারে ক্ষেত্রাধিকার আছে এমন ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে পাঠাবে।

॥ ধারা ঃ ৭৪ ॥ পুলিশ আধিকারিককে নির্দিষ্ট করা পরওয়ানা [Warrant directed to police officer]—কোনো পুলিশ আধিকারিককে নির্দিষ্ট করা পরওয়ানার নির্বাহ অন্য কোনো এমন পুলিশ আধিকারিক দ্বারাও করা যেতে পারে যার নাম পরওয়ানার ওপর ঐ আধিকারিক দ্বারা পৃষ্ঠাঙ্কিত করা হয়, যাকে তা নির্দিষ্ট বা পৃষ্ঠাঙ্কিত।

॥ ধারা ঃ ৭৫ ॥ পরওয়ানার সারমর্মের জ্ঞাপন [Notification of substance of warrant]—যে পুলিশ আধিকারিক বা অন্য যে ব্যক্তি গ্রেপ্তারির পরওয়ানা নির্বাহ করছে সে, যাকে গ্রেপ্তার করতে হবে সেই ব্যক্তিকে তার সারমর্ম জ্ঞাপন করবে এবং যদি এমন অভিপ্রায় করা হয় তাহলে পরওয়ানা ঐ ব্যক্তিকে দেখাবে (অর্থাৎ চাইলে তা ঐ ব্যক্তিকে দেখাবে)।

॥ ধারা ঃ ৭৬ ॥ গ্রেপ্তারকৃত ব্যক্তিকে অবিলম্বে আদালতের সামনে হাজির করা [Person arrested to be brought before Court without delay]—যে পুলিশ আধিকারিক বা অন্য যে ব্যক্তি গ্রেপ্তারির পরওয়ানা নির্বাহ করছে, সে গ্রেপ্তারকৃত ব্যক্তিকে (ধারা-৭১-এর প্রতিভূতি সম্পর্কিত বিধানসমূহের অধীনে) অনাবশ্যক বিলম্ব না করে, যে আদালতের সামনে তাকে হাজির করার জন্য আইনতঃ তার কাছে অভিপ্রায় করা হয়েছে, সেই আদালতের সামনে আনবে।

প্রকাশ থাকে যে, এমন বিলম্ব যে কোনো ক্ষেত্রে গ্রেপ্তারির জায়গা থেকে ম্যাজিস্ট্রেটের আদালত পর্যন্ত যাত্রা করার জন্য প্রয়োজনীয় সময় বাদ দিয়ে চব্বিশ ঘণ্টার বেশি হবে না।

॥ ধারা ঃ ৭৭ ॥ পরওয়ানা কোথায় জারি করা যেতে পারে [Where warrant may be executed]—গ্রেপ্তারির পরওয়ানা ভারতের যে কোনো স্থানে নির্বাহ করা যেতে পারে।

॥ ধারা ঃ ৭৮ ॥ অধিক্ষেত্রের বাইরে জারি হেতু প্রেরিত পরওয়ানা [Warrant forwarded for execution outside jurisdiction]—(১) যখন পরওয়ানার নির্বাহ তা প্রদানকারী আদালতের স্থানীয় অধিক্ষেত্রের বাইরে করার থাকে, তখন সেই আদালত এমন পরওয়ানা তার অধিক্ষেত্রের ভেতর কোনো পুলিশ আধিকারিককে কার্যকর করার জন্য নির্দেশ দেওয়ার বদলে তা ডাক মারফৎ বা অন্য কোনো ভাবে

কোনো এমন কার্যনির্বাহক ম্যাজিস্ট্রেট বা জেলা পুলিশ অধীক্ষক বা পুলিশ কমিশনারকে পাঠাতে পারে, যার অধিক্ষেত্রের স্থানীয় সীমার মধ্যে তা নির্বাহ করার আছে, এবং ঐ কার্যনির্বাহক ম্যাজিস্ট্রেট বা জেলা অধীক্ষক বা কমিশনার তার ওপর তার নাম পৃষ্ঠাঙ্কিত করবে এবং যদি সম্ভব হয় তাহলে তার নির্বাহ এতে এর আগে বিধৃত পদ্ধতিতে করাবে।

(২) উপধারা (১)-এর অধীন পরওয়ানা আদালত যে ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করতে হবে তার বিরুদ্ধে এমন সমাচারের সারাংশ এমন দস্তাবেজ সহ, যদি কিছু থাকে, যা ধারা-৮১-এর অধীনে কার্যবাহ সম্পাদনকারী আদালতকে, এমন বিনির্ণয় করবে যে, ঐ ব্যক্তির জামিন মঞ্জুর করা যায় বা যায় না, সক্ষম করার জন্য যথেষ্ট, পরওয়ানার সাথে পাঠাবে।

॥ ধারা : ৭৯ ॥ অধিক্ষেত্রের বাইরে জারি হেতু পুলিশ আধিকারিককে নির্দিষ্ট পরওয়ানা [Warrant directed to police officer for execution outside jurisdiction]—(১) যখন পুলিশ আধিকারিককে নির্দিষ্ট করা পরওয়ানার নির্বাহ তাকে প্রদানকারী আদালতের স্থানীয় অধিক্ষেত্রের বাইরে করার থাকে, তখন ঐ পুলিশ আধিকারিক তার পৃষ্ঠাঙ্কনের জন্য সাধারণভাবে এমন কার্য-নির্বাহক ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে বা পুলিশ থানার ভারপ্রাপ্ত আধিকারিকের চেয়ে নিচের নয় এমন শ্রেণীর পুলিশ আধিকারিকের কাছে, যার অধিক্ষেত্রের স্থানীয় সীমার মধ্যে ঐ পরওয়ানার নির্বাহ করতে হবে, নিয়ে যাবে।

(২) এমন ম্যাজিস্ট্রেট বা পুলিশ আধিকারিক তার ওপর নিজের নাম পৃষ্ঠাঙ্কিত করবে এবং এমন পৃষ্ঠাঙ্কন ঐ পুলিশ আধিকারিকের জন্য যাকে ঐ পরওয়ানা দেওয়া হয়েছে, তার নির্বাহ করার জন্য পর্যাপ্ত প্রাধিকার থাকবে এবং স্থানীয় পুলিশ যদি এমন অভিপ্রায় করা হয়, তাহলে এমন আধিকারিকের এমন পরওয়ানার নির্বাহে সহায়তা করবে।

(৩) যখনই এমন বিশ্বাস করার কারণ থাকে যে, ঐ ম্যাজিস্ট্রেট বা পুলিশ আধিকারিকের, যার স্থানীয় অধিক্ষেত্রের ভেতর ঐ পরওয়ানা নির্বাহ করতে হবে, পৃষ্ঠাঙ্কন করার হেতু বিলম্বের জন্য এমন নির্বাহ সম্ভব হবে না, তখন ঐ পুলিশ আধিকারিক, যাকে তা নির্দিষ্ট করা হয়েছে, তার নির্বাহ ঐ আদালতের, যে আদালত তা প্রদান করেছে, স্থানীয় অধিক্ষেত্রের বাইরে কোনো জায়গায় এমন পৃষ্ঠাঙ্কন ব্যতীত করতে পারে।

॥ ধারা : ৮০ ॥ যে ব্যক্তির পরওয়ানা জারি করা হয়েছে, সেই ব্যক্তি গ্রেপ্তার হওয়ার পর প্রক্রিয়া [Procedure on arrest of person against whom warrant issued]—যখন গ্রেপ্তারি পরওয়ানার নির্বাহ সংশ্লিষ্ট জেলার বাইরে করার থাকে, যেখানে তা প্রদান করা হয়েছিল, তখন গ্রেপ্তার কৃত ব্যক্তিকে সেইক্ষেত্র ব্যতিরেকে যেক্ষেত্রে ঐ আদালত, যে আদালত ঐ পরওয়ানা জারি করেছে গ্রেপ্তারির

(ঘ) উক্ত পদ্ধতিগুলোর সমস্ত বা যে কোনো দুটি দ্বারা যেমন আদালত উচিত মনে করবে, করা যাবে।

(৪) যদি এই সম্পত্তি, যা ক্রোক করার আদেশ দেওয়া হয়েছে, স্থাবর হয়, তাহলে এই ধারার অধীন ক্রোক রাজ্য সরকার রাজস্ব প্রদানকারী জমির ক্ষেত্রে ঐ জেলার কালেক্টরের (সমাহর্তার) মাধ্যমে করা যাবে যে জেলাতে ঐ জমি অবস্থিত, এবং অন্য সব ক্ষেত্রে—

(ক) দখল নিয়ে করা যাবে; অথবা

(খ) রিসিভার নিযুক্ত করে করা যাবে ; অথবা

(গ) উদ্‌ঘোষিত ব্যক্তিকে বা তার জন্য যে কাউকে সম্পত্তির ভাড়া দেওয়া বা ঐ সম্পত্তির অর্পণ করা নিষিদ্ধকারী লিখিত আদেশ দ্বারা করা যাবে; অথবা

(ঘ) উক্ত পদ্ধতিগুলোর সমস্ত বা যে কোনো দুটি দ্বারা, যেমন আদালত ঠিক মনে করবে, করা যাবে।

(৫) যদি ঐ সম্পত্তি, যা ক্রোক করার জন্য আদেশ দেওয়া হয়েছে, পশু সম্পত্তি হয় অথবা বিনাশশীল (পচনশীল, নশ্বর) প্রকৃতির হয় তাহলে যদি আদালত সমীচীন মনে করে তাহলে আদালত তা সাথে সাথেই (বা অবিলম্বে) বিক্রয়ের আদেশ দিতে পারবে এবং এমন ক্ষেত্রে বিক্রয়লব্ধ টাকা আদালতের আদেশের অধীন থাকবে।

(৬) ঐ ধারার অধীনে নিযুক্ত রিসিভারের ক্ষমতা, কর্তব্য এবং দায়িত্ব তেমনই হবে, যেমন দেওয়ানী প্রক্রিয়া সংহিতা, ১৯০৮ (১৯০৮-এর ৫)-এর অধীন নিযুক্ত রিসিভারের (ক্ষমতা, কর্তব্য এবং দায়িত্ব) থাকে।

॥ ধারা : ৮৪ ॥ ক্রোকের ব্যাপারে দাবি এবং আপত্তি [Claims and objections to attachment]—(১) যদি ধারা-৮৩-র অধীন ক্রোক করা কোনো সম্পত্তির ব্যাপারে ঐ ক্রোকের তারিখ থেকে ছ' মাসের মধ্যে কোনো ব্যক্তি, উদ্‌ঘোষিত ব্যক্তি-ব্যতীত, এই ভিত্তির ওপর দাবি বা তা ক্রোক করার উপর আপত্তি করে যে, দাবিদার বা আপত্তিকারীর ঐ সম্পত্তিতে কোনো স্বার্থ সংশ্লিষ্ট আছে এবং এমন স্বার্থ ধারা-৮৩-র অধীন ক্রোক করা যায় না, তাহলে ঐ দাবি বা আপত্তির তদন্ত করা হবে এবং তা সম্পূর্ণ বা আংশিক অনুমোদন বা নামঞ্জুর করা যেতে পারে :

প্রকাশ থাকে যে, এই উপধারা দ্বারা অনুমিত অবধির (বা কালখণ্ডের) মধ্যে কৃত কোনো দাবি বা আপত্তি দাবিদার বা আপত্তিকারীর মৃত্যুর ক্ষেত্রে তার বৈধিক প্রতিনিধি দ্বারা চালু রাখা যেতে পারে।

(২) উপধারা (১)-এর অধীন কোনো দাবি বা আপত্তি, যে আদালতের দ্বারা ক্রোকের আদেশ দেওয়া হয়েছে সেই আদালতে, অথবা যদি দাবি বা আপত্তি এমন সম্পত্তির সম্পর্কে হয় যা ধারা-৮৩-র উপধারা (২)-এর অধীন পৃষ্ঠাঙ্কিত আদেশের অধীন ক্রোক করা হয়ে থাকে তাহলে ঐ জেলার, যে জেলাতে ক্রোক করা হয় মুখ্য ন্যায়িক ম্যাজিস্ট্রেটের আদালতে করা যেতে পারে।

(৩) এমন প্রত্যেকটি দাবি বা আপত্তির তদন্ত সেই আদালত দ্বারা করা যাবে যে আদালতে তা করা হয়েছে (বা দাবি বা আপত্তি জানানো হয়েছে) :

প্রকাশ থাকে যে, যদি তা মুখ্য ন্যায়িক ম্যাজিস্ট্রেটের আদালতে করা হয়ে থাকে তাহলে সেই আদালত তার মীমাংসার জন্য ঐ আদালতের অধীনস্থ কোনো ম্যাজিস্ট্রেটকে দায়িত্ব দিতে পারবে।

(৪) কোনো ব্যক্তি, যার দাবি বা আপত্তি উপধারা (১)-এর অধীন আদেশ দ্বারা সম্পূর্ণ বা আংশিক নামঞ্জুর করে দেওয়া হয়, এমন আদেশের তারিখ থেকে ঐ বছর সময় কালের মধ্যে ঐ অধিকার সিদ্ধ করার জন্য, যার দাবি সে বিবদমান সম্পত্তির ব্যাপারে করে, মামলা দায়ের করতে পারবে, কিন্তু ঐ আদেশ এমন মামলার (বা মকদ্দমার), যদি থাকে পরিণামের অধীন (অর্থাৎ ফলাফল সাপেক্ষে) ঐ আদেশ হবে সুনিশ্চিত (বা চূড়ান্ত)।

॥ ধারা : ৮৫ ॥ ক্রোককৃত সম্পত্তি মুক্ত করা, বিক্রয় করা, ফেরত দেওয়া [Release, sale and restoration of attached property]—(১) যদি উদ্‌ঘোষিত ব্যক্তি উদ্‌ঘোষণায় নির্দিষ্ট করা সময়ের মধ্যে হাজির হয়ে যায় তাহলে আদালত সম্পত্তি ক্রোক থেকে মুক্ত করার আদেশ দেবে।

(২) যদি উদ্‌ঘোষিত ব্যক্তি উদ্‌ঘোষণায় নির্দিষ্ট করা সময়ের মধ্যে হাজির হতে না পারে তাহলে ক্রোক করা সম্পত্তি রাজ্য সরকারের বিলিবন্দেজের অধীন হবে এবং তার বিক্রয় ক্রোকের তারিখ থেকে ছ'মাস শেষ হওয়ার পর এবং ধারা-৮৪-র অধীনে কৃত কোনো দাবি বা আপত্তির সেই ধারার অধীন মীমাংসা হওয়ার পরেই করা যেতে পারে কিন্তু যদি তা দ্রুত ও প্রকৃতিগতভাবে ক্ষয়শীল হয় বা আদালতের বিচারে বিক্রয় কবা মালিকের স্বার্থের অনুকূল হয় তাহলে এই উভয় ক্ষেত্রের কোনোটির ক্ষেত্রে যেটা আদালত উচিত মনে করবে, তা বিক্রয় করাতে পারবে।

(৩) যদি ক্রোকের তারিখ থেকে দু' বছরের মধ্যে কোনো ব্যক্তি যার সম্পত্তি উপধারা (২)-এর অধীন রাজ্য সরকারের বিলিবন্দেজের অধীন আছে, বা ছিল, ঐ আদালতের সামনে, যে আদালতের আদেশে ঐ সম্পত্তি ক্রোক করা হয়েছিল অথবা ঐ আদালতের সামনে যে আদালত ঐ আদালতের অধীনস্থ, স্বেচ্ছায় হাজির হয়ে যায় অথবা ধরে আনা হয় এবং ঐ আদালতে সন্তোষজনক ভাবে প্রমাণ করে দেয় যে, ঐ পরওয়ানার নির্বাহ এড়াবার জন্য ফেরার হয় নি বা আত্মগোপন করেনি এবং যে উদ্‌ঘোষণার এমন খবর সে পায়নি যাতে ঐ উদ্‌ঘোষণায় নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে হাজির হতে পারে, তাহলে এমন সম্পত্তির অথবা যদি তা বিক্রয় করে দেওয়া হয়ে থাকে তাহলে, বিক্রয় লব্ধ শুদ্ধ অর্থ বা যদি তার কেবল কিছু অংশ বিক্রয় করা হয়ে থাকে তাহলে ঐ বিক্রয়ের থেকে পাওয়া শুদ্ধ অর্থ এবং অবশিষ্ট সম্পত্তির ক্রোকের পরিণাম স্বরূপ হওয়া যাবতীয় খরচ তাতে শোধ করে, তাকে অর্পণ করা হবে।

॥ ধারা : ৮৬ ॥ ক্রোককৃত সম্পত্তি প্রত্যার্পণের জন্য আবেদন নামঞ্জুরকারী আদেশের বিরুদ্ধে আপিল [Appeal from order rejecting application for

restoration of attached property]—ধারা-৮৫-র উপধারা (১)-এ নির্দিষ্ট কোনো ব্যক্তি যে, সম্পত্তি বা বিক্রয়লব্ধ টাকার প্রত্যার্পণ অগ্রাহ্যের কারণে ক্ষুব্ধ হয়েছে, সেই আদালতের কাছে আপিল করতে পারবে যাতে প্রথম উল্লিখিত আদালতের দণ্ডাদেশ থেকে সাধারণভাবে যে আদালতে আপিল করা যায়।

ঘ. পরওয়ানা সম্পর্কিত অন্যান্য নিয়ম
(D. Other rules regarding processes)

॥ ধারা ঃ ৮৭ ॥ সমন-এর স্থলে বা তার অতিরিক্ত পরওয়ানা জারি করা [Issue of warrant in lieu of, or in addition to summons]—আদালত যে কোনো ক্ষেত্রে, যাতে তাকে কোনো ব্যক্তির হাজিরার জন্য সমন জারি করার জন্য এই সংহিতা দ্বারা সক্ষম করা হয়েছে তার কারণসমূহ লিপিবদ্ধ করার পর তার গ্রেপ্তারির জন্য পরওয়ানা জারি করতে পারে—

(ক) যদি, হয় এমন সমন প্রদান করার আগে বা পরে কিন্তু তার হাজিরার জন্য নির্ধারিত সময়ের আগে আদালতের এমন বিশ্বাস করার মতো কারণ দৃষ্ট হয় যে সে ফেরার হয়ে গেছে অথবা সমন মান্য করবে না; অথবা

(খ) যদি, সে এমন সময়ে হাজির হতে ব্যর্থ হয় এবং প্রমাণ করে দেওয়া হয় যে, তার ওপর সমন এমন সময়ে জারি করে দেওয়া হয়েছিল যাতে সে ইচ্ছে করলে হাজির হতে পারত (অর্থাৎ হাজির হওয়ার মতো সুযোগ ছিল) এবং এমন ব্যর্থতার জন্য কোনো যথার্থ কারণ দেখানো না হয়।

॥ ধারা ঃ ৮৮ ॥ হাজিরার জন্য মুচলেকা নেওয়ার ক্ষমতা [Power to take bond for appearance]—যখন কোনো ব্যক্তি, যার হাজিরা বা গ্রেপ্তারির জন্য কোনো আদালতের পীঠাসীন আধিকারিক সমন বা পরওয়ানা জারি করার জন্য যোগ্যতা সম্পন্ন, এমন আদালতে উপস্থিত, তখন ঐ আধিকারিক ঐ ব্যক্তির কাছে অভিপ্রায় করতে পারে যে সে ঐ আদালতে অথবা অন্য কোনো আদালতে, যে আদালতে মামলা বিচারের জন্য স্থানান্তর করা হয়, তার হাজিরার জন্য মুচলেকা (বা বণ্ড) জামিনদার সহ বা জামিনদার দ্বারা নির্বাহ করে (বা সম্পাদন করে)।

॥ ধারা ঃ ৮৯ ॥ হাজিরার মুচলেকা ভঙ্গ করার ক্ষেত্রে গ্রেপ্তার [Arrest on breach of bond for appearance]—যখন কোনো ব্যক্তি, যে এই সংহিতার অধীনে কৃত কোনো মুচলেকা দ্বারা আদালতের সামনে হাজির হওয়ার জন্য বাধ্য হয়েও হাজির হয় না, তখন ঐ আদালতের পীঠাসীন আধিকারিক এই মর্মে নির্দেশ দিয়ে পরওয়ানা জারি করতে পারে যে, ঐ ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করা হোক, এবং আদালতের সামনে পেশ করা হোক।

॥ ধারা ঃ ৯০ ॥ এই অধ্যায়ের বিধানসমূহ সাধারণভাবে সমন এবং গ্রেপ্তারি পরওয়ানাতে প্রযোজ্য হওয়া [Provisions of this Chapter generally applicable to summonses and warrants of arrest]—সমন এবং পরওয়ানা আর সেগুলো প্রদান করা, জারি করা এবং সেগুলোর নির্বাহ সম্পর্ক যে বিধানসমূহ এই অধ্যায়ে আছে সেগুলো এই সংহিতার অধীন প্রদত্ত প্রত্যেকটি সমন এবং গ্রেপ্তারির প্রত্যেক পরওয়ানা যতদূর সম্ভব প্রযোজ্য হবে।

অধ্যায় : ৭
[CHAPTER : VII]
জিনিসপত্র পেশ করতে বাধ্য করার জন্য পরওয়ানা
(Processes to Compel the Production of Things)

ধারা ৯১ থেকে ধারা ১০৫
[Section 91 to Section 105]

ক. পেশ করার জন্য সমন
(A. Summons to Produce)

॥ ধারা : ৯১ ॥ দস্তাবেজ বা অন্যান্য জিনিস পত্র পেশ করার জন্য সমন [Summons to produce document or other thing]—(১) যখনই কোনো আদালত বা পুলিশ থানার কোনো ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক মনে করে যে, এমন কোনো অনুসন্ধান, তদন্ত, বিচার বা অন্য কার্যবাহর প্রয়োজন হেতু, যা এই সংহিতার অধীন এমন আদালত আধিকারিক দ্বারা হচ্ছে বা তাদের সামনে হচ্ছে, কোনো দস্তাবেজ বা অন্য জিনিসপত্র পেশ করার প্রয়োজন বা বাঞ্ছনীয় হয় তাহলে যে ব্যক্তির দখলে বা ক্ষমতার এহেন দস্তাবেজ বা জিনিসপত্র আছে বিশ্বাস হয় তার নামে এমন আদালত একটি সমন বা এমন আধিকারিক একটি লিখিত আদেশ তার কাছে এমন অভিপ্রায় করে জারি করতে পারে যে, ঐ সমন বা আদেশে উল্লিখিত সময়ে এবং স্থানে তা দাখিল করে অথবা হাজির হয় এবং তা দাখিল করে।

(২) যদি কোনো ব্যক্তি, যার কাছ থেকে এই ধারার অধীন দস্তাবেজ বা অন্যান্য জিনিসপত্র পেশ করারই অভিপ্রায় করা হয়েছে, তা পেশ করার জন্য ব্যক্তিগতভাবে হাজির না হয়ে ঐ দস্তাবেজ বা জিনিসপত্র পেশ করিয়ে দেয় তাহলে মনে করা হবে যে সে তার কাছে যা অভিপ্রায় করা হচ্ছিল তা মান্য করেছে।

(৩) এই ধারার কোনো কিছু—

(ক) ভারতীয় সাক্ষ্য অধিনিয়ম, ১৮৭২ (১৮৭২-এর ১)-এর ধারা-১২৩ এবং ১২৪ বা ব্যাঙ্কার্স বুক এভিডেন্স অ্যাক্ট, ১৮৯১ (১৮৯১-এর ১৩)-এর ওপর প্রভাবিত করতে পারে এমন মনে করা হবে না; অথবা

(খ) ডাক বা তার প্রাধিকারীর জিম্মায় থাকা কোনো পত্র, পোস্টকার্ড, তার বা অন্য কোনো দস্তাবেজ বা কোনো পার্শেল অথবা কোনো জিনিসপত্রে প্রযোজ্য হবে বলে মনে করা হবে না।

॥ ধারা : ৯২ ॥ পত্র ও তার (টেলিগ্রাম) সম্পর্কিত প্রক্রিয়া [Procedure as to letters and telegrams]—(১) যদি কোনো জেলা ম্যাজিস্ট্রেট, মুখ্য ন্যায়িক ম্যাজিস্ট্রেট, দায়রা আদালত বা উচ্চ আদালতের বিচারে কোনো ডাক বা তার প্রাধিকারীর জিম্মায় থাকা কোনো দস্তাবেজ, পার্শেল বা জিনিসপত্র এই সংহিতার

অধীন কোনো অনুসন্ধান, তদন্ত, বিচার বা অন্যান্য কার্যবাহর প্রয়োজন হেতু দরকার হয় তাহলে সে ম্যাজিস্ট্রেট বা আদালত, যথাস্থিতি বা তার প্রাধিকারীর কাছে অভিপ্রায় করতে পারে যে, ঐ দস্তাবেজ, পার্শেল বা তার ঐ ব্যক্তিকে, ঐ ম্যাজিস্ট্রেট বা আদালত যাকে নির্দেশ করবে, তাকে অর্পণ করার নির্দেশ দিতে পারবে।

(২) যদি কোনো অন্য ম্যাজিস্ট্রেটের, তিনি কার্যনির্বাহক হন বা ন্যায়িক অথবা কোনো পুলিশ কমিশনার বা জেলা পুলিশ অধীক্ষকের বিচারে এমন কোনো দস্তাবেজ, পার্শেল বা জিনিসপত্র এমন প্রয়োজন হেতু দরকার হয় তাহলে তা যথাস্থিতি, ডাক বা তার (টেলিগ্রাম) আধিকারিকের কাছে বাঞ্ছা করতে পারে যে তিনি এমন দস্তাবেজ, পার্শেল বা জিনিসপত্রের জন্য তল্লাশী করাবেন এবং তা উপধারা (১)-এর অধীন জেলা ম্যাজিস্ট্রেট, মুখ্য ন্যায়িক ম্যাজিস্ট্রেট বা আদালতের আদেশ পাওয়া পর্যন্ত আটক রাখেন।

খ. তল্লাশী-পরওয়ানা

(B. Search-warrants)

॥ ধারা : ৯৩ ॥ তল্লাশী-পরওয়ানা (বা সার্চ-ওয়ারেন্ট) কখন জারি করা যাবে [When search-warrant may be issued]—(১) (ক) যেখানে কোনো আদালতকে এমন বিশ্বাস করার কারণ থাকে যে, ঐ ব্যক্তি, যাকে ধারা-৯১-এর অধীন সমন বা আদেশ বা ধারা-৯২-এর উপধারা (১)-এর অধীন কোনো অধিযাচন দেওয়া হয়েছে বা দেওয়া যেত ঐ সমন বা অধিযাচন পত্র কর্তৃক অভিপ্রেত-দস্তাবেজ বা জিনিসপত্র প্রকাশ করবেন না বা করতেন না; অথবা

(খ) যেখানে কোনো দস্তাবেজ বা বস্তুর সম্পর্কে আদালত অবহিত নয় যে, কোনো ব্যক্তির দখলে আছে; অথবা

(গ) যেখানে আদালত মনে করে যে, এই সংহিতার অধীন কোনো তদন্ত বিচার বা অন্যান্য কার্যবাহর প্রয়োজন মেটানো সাধারণ তল্লাশী বা পরিদর্শনের দ্বারা সমাধা হবে, যেখানে ঐ তল্লাশী-পরওয়ানা জারি করতে পারে এবং ঐ ব্যক্তি যাকে ঐ পরওয়ানা নির্বাহ করার জন্য নিষেধাজ্ঞা দেওয়া হয়েছে, সেই মোতাবেক এবং এতে অতঃপর অন্তর্ভুক্ত বিধানসমূহ অনুসারে তল্লাশী নিতে পারে অথবা পরিদর্শন করতে পারে।

(২) যদি, আদালত উচিত মনে করে তাহলে ঐ পরওয়ানাতে ঐ বিশেষ স্থান বা তার অংশকে উল্লেখ করতে পারে এবং কেবল সেই স্থানেরই বা অংশেরই তল্লাশী বা পরিদর্শন হবে; এবং ঐ ব্যক্তি যাকে ঐ পরওয়ানা নির্বাহ করার দায়িত্ব দেওয়া হয় কেবল সেই স্থান বা অংশেরই তল্লাশী নেবে বা পরিদর্শন করবে যা এমন ভাবে উল্লেখ করা আছে।

(৩) এই ধারার কোনো কিছু জেলা ম্যাজিস্ট্রেট বা মুখ্য ন্যায়িক ম্যাজিস্ট্রেট ব্যতীত অন্য কোনো ম্যাজিস্ট্রেটকে ডাক বা তার প্রাধিকারীর জিম্মায় থাকা কোনো দস্তাবেজ, পার্শেল বা অন্য বস্তুর তল্লাশীর জন্য পরওয়ানা জারি করার জন্য প্রাধিকৃত করবে না।

॥ ধারা : ৯৪ ॥ যে জায়গায় চোরাই মাল, জাল দস্তাবেজ ইত্যাদি আছে বলে

সন্দেহ করা হচ্ছে সে জায়গার তল্লাশী [Search of place suspected to contain stolen property, forged documents, etc.]— (১) যদি জেলা ম্যাজিস্ট্রেট, মহকুমা ম্যাজিস্ট্রেট বা প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট এত্তেলা পাওয়ার পর এবং এমন তদন্তের পর, যেমন তিনি আবশ্যক মনে করেন, এমন বিশ্বাস করার কারণ থাকে যে, কোনো জায়গাকে চোরাই মাল জমা বা বিক্রয়ের জন্য বা কোনো এমন আপত্তিকর বস্তুর, যার ওপর এই ধারা প্রযোজ্য হয়, জমা, বিক্রয় বা উৎপাদনের জন্য ব্যবহার করা হলে অথবা কোনো এমন আপত্তিকর বস্তু কোনো জায়গায় জমা থাকে তাহলে তিনি কনস্টেবল শ্রেণীর ওপরের কোনো পুলিশ আধিকারিককে পরওয়ানা দ্বারা এমন প্রাধিকার দিতে পারেন যে সে (ঐ আধিকারিক)—

(ক) ঐ জায়গায় যেমন প্রয়োজন হয়, তেমন সহায়তা নিয়ে প্রবেশ করবে;

(খ) পরওয়ানায় উল্লিখিত পদ্ধতিতে সেখানকার তল্লাশী নেবে;

(গ) সেখানে পাওয়া যে কোনো সম্পত্তি বা বস্তু, যা চোরাই সম্পত্তি বা এমন আপত্তিজনক বস্তু যাতে এই ধারা প্রযোজ্য হয়, হওয়ার ব্যাপারে যথাযথ সন্দেহ হয়, দখল নিতে পারে ;

(ঘ) এমন সম্পত্তি বা বস্তু ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে নিয়ে যায় কিংবা অপরাধীকে ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে নিয়ে যাওয়া পর্যন্ত তাকে সেই জায়গাতেই প্রহরাধীন রাখে অথবা তাকে কোনো সুরক্ষিত জায়গায় রাখে;

(ঙ) এমন জায়গায় পাওয়া এমন প্রত্যেক ব্যক্তিকে প্রহরায় রাখে এবং ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে নিয়ে যায়, যার সম্পর্কে প্রতীয়মান হয় যে সে কোনো এমন সম্পত্তি বা বস্তু জমা, বিক্রয় বা উৎপাদনে এমন অবহিত হয়ে বা এমন সন্দেহ করার যথাযথ কারণ থাকা সত্ত্বেও স্বার্থ সম্পন্ন হয়েছে যে, যেখানে যেমন, চোরাই সম্পত্তি বা এমন আপত্তিজনক বস্তু, যার ওপর এই ধারা প্রযোজ্য হয়।

(২) যে সমস্ত বস্তুর (বা জিনিসপত্রের) ওপর এই ধারা প্রযোজ্য হয় তাহলো নিম্নরূপ ঃ—

(ক) জাল মুদ্রা;

(খ) ধাতু চাকৃতি অধিনিয়ম, ১৮৮৯ (১৮৮৯-এর-১) উল্লঙ্ঘন করে তৈরি করা অথবা বীমা শুল্ক অধিনিয়ম, ১৯৬২ (১৯৬২-এর ৫২)-এর ধারা-১১-র অধীন সমকালে বলবৎ কোনো বিজ্ঞপ্তি উল্লঙ্ঘন করে ভারতে নিয়ে আসা ধাতু-খণ্ড;

(গ) জাল কারেন্সি নোট, জাল স্ট্যাম্প;

(ঘ) কূটকৃত দস্তাবেজ;

(ঙ) নকল নামমুদ্রা (বা শীলমোহর);

(চ) ভারতীয় দণ্ড সংহিতা, ১৮৬০ (১৮৬০-এর ৪৫)-এর ধারা-২৯২-এ উল্লিখিত অশ্লীল বস্তু;

(ছ) প্রকরণ (ক) থেকে (চ) পর্যন্ত উল্লিখিত বস্তুগুলোর মধ্যে যে কোনোটির তৈরির কাজে লাগে এমন উপকরণ বা সামগ্রী।

॥ ধারা ঃ ৯৫ ॥ কিছু প্রকাশন বাজেয়াপ্ত হওয়ার ঘোষণা করা এবং সেগুলোর

জন্য তল্লাশী-পরওয়ানা জারি করার ক্ষমতা [Power to declare certain publications forfeited and to issue search-warrants for the same]—

(১) যেখানে রাজ্য সরকারের প্রতীয়মান হয় যে,—

(ক) কোনো সংবাদপত্রে বা পুস্তকে; অথবা

(খ) কোনো দস্তাবেজে;

এগুলো যেখান থেকেই মুদ্রিত হোক না কেন, এমন কিছু বিষয়বস্তু অন্তর্নিহিত আছে, যার প্রকাশন ভারতীয় দণ্ড সংহিতা, ১৮৬০ (১৮৬০ এর ৪৫)-এর ধারা-১২৪-ক বা ধারা-১৫৩-ক বা ধারা-১৫৩-খ বা ধারা-২৯২ বা ধারা-২৯৩ বা ধারা-২৯৫-ক এর অধীনে দণ্ডনীয় সেখানে রাজ্য সরকার এমন কোনো কিছু বিষয়বস্তু বাহী সংবাদপত্রের সংখ্যার প্রত্যেকটি খণ্ডের এবং এমন পুস্তকে অন্যান্য ভারতীয় দস্তাবেজের প্রত্যেক খণ্ডের সরকারের পক্ষে বাজেয়াপ্ত করে নেওয়ার ঘোষণা, নিজের মতের ভিত্তিগুলো বিবৃত করে, বিজ্ঞপ্তি দ্বারা করতে পারেন, এবং তখন ভারতের যেখানেই দেখা যাক, যে কোনো পুলিশ আধিকারিকতা বাজেয়াপ্ত করতে পারেন এবং কোনো ম্যাজিস্ট্রেট, অবর পরিদর্শকের পদের নিচের পদাধিকারী নন এমন যে কোনো পুলিশ আধিকারিককে, কোনো এমন বাড়িতে, যেখানে এমন কোনো সংখ্যার কোনো খণ্ড বা এমন কোনো পুস্তক বা অন্যান্য দস্তাবেজ আছে বা সেরকম কিছু থাকার যথাযথ সন্দেহ আছে, প্রবেশ করার জন্য এবং তার জন্য তল্লাশী নেওয়ার জন্য পরওয়ানা দ্বারা প্রাধিকৃত করতে পারেন।

(২) এই ধারায় এবং ধারা-৯৬-এ—

(ক) **সংবাদপত্র** এবং **পুস্তক** বলতে তেমনই অর্থ বুঝাবে যা প্রেস ও পুস্তক রেজিস্ট্রিকরণ অধিনিয়ম, ১৮৬৭ (১৮৬৭-র ২৫)-তে আছে;

(খ) **দস্তাবেজ**-এর, অন্তর্ভুক্ত থাকবে রঙ, চিত্র, অঙ্কন, ফটোগ্রাফ বা অন্য বিধ দৃশ্য প্রতীকও (যেমন পোস্টার, হোর্ডিং ইত্যাদি)।

(৩) এই ধারার অধীন প্রদত্ত কোনো আদেশ বা সম্পাদিত কোনো কার্যবাহ কোনো আদালতে ধারা-৯৬-এর বিধানসমূহ অনুসারেই প্রশ্নাধীন করা যাবে অন্য ভাবে নয়।

॥ ধারা : ৯৬ ॥ বাজেয়াপ্তকরণের ঘোষণা বাতিল করার জন্য উচ্চ আদালতে আবেদন [Application to High Court to set-aside declaration of forfeiture]—(১) কোনো এমন সংবাদপত্র, পুস্তক বা অন্যান্য দস্তাবেজে যার সম্পর্কে ধারা-৯৫-এর অধীন বাজেয়াপ্তকরণের ঘোষণা করা হয়েছে, স্বার্থ সম্পন্ন যে কোনো ব্যক্তি ঐ ঘোষণার সরকারি ঘোষপত্রে প্রকাশনের তারিখ থেকে দু'মাসের মধ্যে ঐ ঘোষণাকে এই কারণে বাতিল করার জন্য উচ্চ আদালতে আবেদন করতে পারে যে, সংবাদ পত্রের ঐ সংখ্যা বা ঐ পুস্তক অথবা অন্যান্য দস্তাবেজ, যার সম্পর্কে তা ঘোষণা করা হয়েছিল; এমন কোনো বিষয়-বস্তু অন্তর্নিহিত নেই যা ধারা-৯৫-এর উপধারা (১)-এ নির্দিষ্ট আছে।

(২) যেখানে উচ্চ আদালতে তিনজন বা তার বেশি ন্যায়াধীশ আছেন সেখানে

এমন প্রত্যেকটি আবেদন পত্র উচ্চ আদালতের তিনজন ন্যায়াধীশ নিয়ে গঠিত বিশেষ ন্যায়পীঠ দ্বারা শ্রুত ও মীমাংসিত হবে এবং যেখানে উচ্চ আদালতে তিনজনের কম ন্যায়াধীশ আছেন সেখানে এমন বিশেষ ন্যায়পীঠে ঐ উচ্চ আদালতের সমস্ত ন্যায়াধীশ থাকবেন।

(৩) কোনো সংবাদপত্রের সম্পর্কে এমন কোনো আবেদন পত্রের শুনানিতে, ঐ সংবাদপত্রে, যার মাধ্যমে বাজেয়াপ্তকরণের ঘোষণা করা হয়েছিল, অন্তর্নিহিত শব্দ, চিহ্ন বা দৃশ্য প্রতীকের প্রকৃতি বা প্রবৃত্তির প্রমাণের সহায়তার জন্য ঐ সংবাদপত্রের কোনো খণ্ড সাক্ষ্য হিসেবে পেশ করা যেতে পারে।

(৪) যদি উচ্চ আদালতের এ ব্যাপারে সন্তোষ বিধান না হয় যে, সংবাদপত্রের ঐ সংখ্যার বা ঐ পুস্তক বা অন্য দস্তাবেজে, যার সম্পর্কে ঐ আবেদন করা হয়েছে, কোনো এমন বিষয়-বস্তু অন্তর্নিহিত আছে যা ধারা-৯৫-এর উপধারা (১)-এ উল্লিখিত আছে, তাহলে উচ্চ আদালত বাজেয়াপ্তকরণের ঘোষণা বাতিল করে দেবে।

(৫) যেখানে ঐ ন্যায়াধীশদের মধ্যে যাঁদের নিয়ে এই বিশেষ ন্যায়পীঠ তৈরি হয়েছে, মতভেদ থাকে, সেখানে সিদ্ধান্ত গ্রহণ হবে ঐ ন্যায়াধীশদের সংখ্যাগরিষ্ঠদের মতানুসারে।

॥ ধারা : ৯৭ ॥ অন্যায়ভাবে আটক ব্যক্তিদের জন্য তল্লাশী [Search for persons wrongfully confined]—যদি কোনো জেলা ম্যাজিস্ট্রেট, মহকুমা ম্যাজিস্ট্রেট বা প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেটের এমন বিশ্বাস করার কারণ থাকে যে, কোনো ব্যক্তি এমন পরিস্থিতিতে আটক আছে, যাতে সে ঐ আটক অপরাধের শ্রেণীতে পড়ে তাহলে তিনি তল্লাশী-পরওয়ানা জারি করতে পারেন এবং ঐ ব্যক্তি যাকে এমন পরওয়ানা নির্বাহ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, এমন আটক ব্যক্তির জন্য তল্লাশী নিতে পারেন এবং এমন তল্লাশী তেমন ভাবেই নেওয়া যাবে এবং যদি ঐ ব্যক্তিকে পাওয়া যায় তাহলে তাকে অবিলম্বে ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে নিয়ে আসা হবে, যে এমন আদেশ দেবে যেমন ঐ মামলার পরিস্থিতি মোতাবেক উচিত হয়।

॥ ধারা : ৯৮ ॥ অপহৃত মহিলাদের প্রত্যার্পণে বাধ্য করার শক্তি [Power to compel restoration of abducted females]—কোনো মহিলা বা ১৮ বছরের কম বয়সের কোনো বালিকার কোনো আইন বিরুদ্ধ প্রয়োজন হেতু অপহৃত করা বা আইন বিরুদ্ধ আটক রাখার শপথ ভিত্তিক কৃত অভিযোগের ক্ষেত্রে জেলা ম্যাজিস্ট্রেট, মহকুমা ম্যাজিস্ট্রেট বা প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট এমন আদেশ দিতে পারেন যে, ঐ মহিলাকে অবিলম্বে মুক্ত করে দেওয়া হোক বা ঐ বালিকাকে তার স্বামী, মাতা-পিতা, অভিভাবক বা অন্য ব্যক্তিকে যে ঐ বালিকার আইনসম্মত তত্ত্বাবধায়কের হাতে অবিলম্বে প্রত্যার্পণ করে দেওয়া হোক এবং এমন আদেশের পালন তেমন শক্তির প্রয়োগ করে, যেমন প্রয়োজন হয়, করতে পারেন।

গ. তল্লাশী সম্পর্কিত সাধারণ বিধানসমূহ
(C. General provisions relating to searches)

॥ ধারা ঃ ৯৯ ॥ তল্লাশী-পরওয়ানাসমূহের নির্দেশাদি [Direction, etc. of search-warrants]—ধারা-৩৮, ৭০, ৭২, ৭৪, ৭৭, ৭৮ এবং ৭৯-এর বিধানসমূহ, যতদূর সম্ভব, সেই সব তল্লাশী-পরওয়ানাতে প্রযোজ্য হবে যা, ধারা-৪৩, ধারা-৯৪, ধারা-৯৫, বা ধারা-৯৭-এর অধীন করা হয়।

॥ ধারা ঃ ১০০ ॥ বন্ধ স্থানের ভারপ্রাপ্ত ব্যক্তি তল্লাশী করতে দেবেন [Persons in-charge of closed place to allow search]—(১) যখনই এই অধ্যায়ের অধীনে তল্লাশী নেওয়ার বা পরিদর্শন করার কোনো জায়গা বন্ধ থাকে, তখন ঐ জায়গায় বসবাসকারী ভারপ্রাপ্ত ব্যক্তি ঐ আধিকারিক বা অন্য ব্যক্তির, যে পরওয়ানার নির্বাহ করছে, আবেদন ক্রমে এবং পরওয়ানা প্রদান করার পর, সেখানে তাকে অবাধে প্রবেশ করতে দেবে এবং সেখানে তল্লাশী নেওয়ার জন্য যাবতীয় সুবিধা প্রদান করবে।

(২) যদি ঐ জায়গার এভাবে প্রবেশ করা না যায় তাহলে ঐ আধিকারিক বা অন্য ব্যক্তি, যে পরওয়ানা নির্বাহ করছে, ধারা-৪৭-এর উপধারা (২) দ্বারা বিধৃত পদ্ধতিতে কার্যবাহ চালাতে পারবে।

(৩) যেখানে কোনো এমন ব্যক্তির সম্পর্কে, যে ঐ জায়গায় বা তার আশে পাশে আছে, যথার্থ ভাবেই এমন সন্দেহ করা হয়েছে, সে তার শরীরের মধ্যে এমন কোনো বস্তু লুকিয়ে রেখেছে, যার জন্য তল্লাশী নেওয়া আবশ্যক, তাহলে ঐ ব্যক্তির তল্লাশী নেওয়া যেতে পারে এবং যদি ঐ ব্যক্তি মহিলা হয়, তাহলে শিষ্টতার দিকে পূর্ণ খেয়াল রেখে অন্য কোনো মহিলা দ্বারা তল্লাশী নেওয়া যাবে।

(৪) এই অধ্যায়ের অধীনে তল্লাশী নেওয়ার আগে এমন অধিকার বা অন্য ব্যক্তি, যখন তল্লাশী নেওয়ার উপক্রম করেছে, তল্লাশীতে হাজির থাকার এবং তার সাক্ষী হওয়ার জন্য ঐ এলাকার, যেখানে তল্লাশী নেওয়ার জায়গা বিদ্যমান, দুই বা ততোধিক স্বাধীন ও প্রতিষ্ঠিত বাসিন্দাকে বা যদি ঐ এলাকায় এমন কোনো বাসিন্দা না পাওয়া যায় বা ঐ তল্লাশীর সাক্ষী হতে রাজি না হয় তাহলে অন্য কোনো এলাকার এমন বাসিন্দাদের ডেকে পাঠাবে এবং তাদের বা তাদের মধ্যে কাউকে এমন করার জন্য লিখিত আদেশ জারি করতে পারবে।

(৫) তল্লাশী তাদের উপস্থিতিতে নেওয়া হবে এবং এমন তল্লাশীর যথাক্রমে গৃহীত সমস্ত বস্তুর এবং যেখানে যেখানে সেগুলো পাওয়া গেছে তার তালিকা এমন আধিকারিক বা অন্য ব্যক্তি দ্বারা তৈরি করা হবে এবং এমন সাক্ষীদের দ্বারা তার ওপর হস্তাক্ষর করা হবে, কিন্তু এই ধারার অধীন তল্লাশী সাক্ষী হওয়া কোনো ব্যক্তির কাছে তল্লাশীর সাক্ষী হিসেবে আদালতে হাজির হওয়ার অভিপ্রায় শুধু মাত্র সেই ক্ষেত্রেই করা যাবে যখন তাকে আদালত কর্তৃক বিশেষ ভাবে সমন দেওয়া হবে।

(৬) তল্লাশী নেওয়ার জায়গায় মালিককে বা তার পক্ষে অন্য কোনো ব্যক্তিকে

তল্লাশীর সময় হাজির থাকার অনুমতি প্রত্যেক ক্ষেত্রে দেওয়া যাবে এবং এই ধারার অধীন তৈরি কৃত উক্ত সাক্ষীদের দ্বারা স্বাক্ষরিত তালিকার একটি প্রতিলিপি ভোগদখলকারী বা ঐ ধরনের ব্যক্তিকে অর্পণ করা হবে।

(৭) যখন কোনো ব্যক্তি তল্লাশী উপধারা (৩)-এর অধীনে নেওয়া হয় তখন দখলকৃত সমস্ত বস্তুর তালিকা প্রস্তুত করতে হবে এবং তার একটি প্রতিলিপি এক ধরনের ব্যক্তিকে অর্পণ করা হবে।

(৮) কোনো ব্যক্তি, যে, এই ধারার অধীন তল্লাশীতে হাজির থাকার এবং সাক্ষী হওয়ার জন্য এমন লিখিত আদেশ দ্বারা যা তাকে অর্পণ বা প্রদান করা হয়েছে, ডাকা হলে, এমন করাতে পর্যাপ্ত কারণ ব্যতিরেকে অস্বীকার বা তাতে অবহেলা করবে, তার সম্পর্কে এমন মনে করা হবে যে, সে ভারতীয় দণ্ড সংহিতা, ১৮৬০ (১৮৬০-এর ৪৫)-এর ধারা-১৮৭-র অধীন অপরাধ করেছে।

॥ ধারা : ১০১ ॥ অধিক্ষেত্রের বাইরে তল্লাশীতে প্রাপ্ত জিনিস পত্রের বিলিবন্দোজ [Disposal of things found in search beyond jurisdiction]—যখন তল্লাশী পরওয়ানা এমন জায়গায় নির্বাহ করার সময়, যা ঐ আদালতের, যে আদালত তা প্রদান করেছে, স্থানীয় অধিক্ষেত্রের বাইরে হয়, সেই সমস্ত জিনিসপত্রের, যেগুলোর জন্য তল্লাশী নেওয়া হয়েছে, কোনো জিনিসপত্র পাওয়া যায়, তখন ঐ সব জিনিসপত্র, এতে অতঃপর অন্তর্ভুক্ত বিধানসমূহের অধীন প্রস্তুতকৃত, সেগুলোর তালিকা সহ ঐ আদালতের সামনে, যে আদালত পরওয়ানা দিয়েছিল অবিলম্বে নিয়ে যাওয়া হবে, কিন্তু যদি ঐ জায়গাটি এমন আদালতের চেয়ে সেই ম্যাজিস্ট্রেটের বেশি কাছে হয় যে, ম্যাজিস্ট্রেটের সেখানে ক্ষেত্রাধিকার আছে, তাহলে তালিকা এবং জিনিসপত্র ঐ ম্যাজিস্ট্রেটের সম্মুখে অবিলম্বে নিয়ে যাওয়া হবে এবং যতক্ষণ তদ্‌প্রতিকূল যথাযথ কোনো কারণ না হয় ঐ ম্যাজিস্ট্রেট সেগুলো এমন আদালতের কাছে নিয়ে যাবার জন্য প্রাধিকৃত করতে পারে এমন আদেশ দেবে।

ঘ. বিবিধ
(D. Miscellaneous)

॥ ধারা : ১০২ ॥ কিছু সম্পত্তি অধিগ্রহণ করার পুলিশ আধিকারিকের ক্ষমতা [Power of Police Officer to seize certain property]—(১) কোনো পুলিশ আধিকারিক এমন কোনো সম্পত্তি অধিগ্রহণ করতে পারে যেগুলো সম্পর্কে অভিযোগ বা সন্দেহ করা হচ্ছে যে, সেগুলো চুরি করা কিংবা যা এমন পরিস্থিতিতে পাওয়া যায়, যা বা যেগুলো দিয়ে কোনো অপরাধ সংঘটিত করার সন্দেহ করা হচ্ছে।

(২) যদি এমন পুলিশ আধিকারিক পুলিশ থানার ভারপ্রাপ্ত আধিকারিকের অধীনস্থ হয় তাহলে সে ঐ অধিগ্রহণের রিপোর্ট ঐ আধিকারিককে সাথে সাথেই দেবে।

(৩) উপধারা (১)-এর অধীন কার্য সম্পাদনকারী প্রত্যেক পুলিশ আধিকারিক ক্ষেত্রাধিকার আছে এমন ম্যাজিস্ট্রেটকে অধিগ্রহণের রিপোর্ট অবিলম্বে দেবে এবং যেখানে অধিগৃহীত সম্পত্তি এমন যে, তা সুগমতার সাথে আদালতে আনা যাচ্ছে না,

সেখানে ঐ সম্পত্তি এমন কোনো ব্যক্তির জিম্মায় রাখবে যে, এমন প্রতিশ্রুতি দিয়ে মুচলেকা দেবে যে ঐ সম্পত্তি সে আদালত যখনই চাইবে তখনই আদালতের সম্মুখে হাজির করবে এবং সেগুলোর বিলিবন্দেজের ব্যাপারে উক্ত আদালত আরও যেসব আদেশ দেবে সেগুলো কার্যকর (বা পালন বা মান্য) করবে।

॥ ধারা : ১০৩ ॥ ম্যাজিস্ট্রেট তাঁর উপস্থিতিতে তল্লাশী নেওয়ার নির্দেশ দিতে পারেন [Magistrate may direct search in his presence]—যে কোনো ম্যাজিস্ট্রেট যিনি কোনো জায়গার তল্লাশীর জন্য তল্লাশী পরওয়ানা জারি করতে সক্ষম, নিজের উপস্থিতিতে এমন যে কোনো জায়গায় তল্লাশী নেওয়ার জন্য নির্দেশ দিতে পারেন।

॥ ধারা : ১০৪ ॥ পেশকৃত দস্তাবেজাদি আটক করার ক্ষমতা [Power to impound document, etc. produced]—যদি কোনো আদালত উচিত মনে করে তাহলে এই সংহিতার অধীন ঐ আদালতের সামনে পেশকৃত কোনো দস্তাবেজ বা বস্তু বাজেয়াপ্ত করতে পারে।

॥ ধারা : ১০৫ ॥ পরওয়ানার ব্যাপারে ব্যতিহার্য ব্যবস্থা [Reciprocal arrangements regarding processes]—(১) যেখানে সেইসব রাজ্যক্ষেত্রের কোনো আদালত, যে সব রাজ্যক্ষেত্রে এই সংহিতা প্রযোজ্য (যেগুলোকে অতঃপর এই ধারায় উক্ত রাজ্যক্ষেত্র বলে উল্লেখ করা হয়েছে) অভিপ্রায় করে যে—

(ক) কোনো অভিযুক্ত ব্যক্তির নামে কোনো সমন; অথবা

(খ) কোনো অভিযুক্ত ব্যক্তির গ্রেপ্তারির জন্য কোনো পরওয়ানা; অথবা

(গ) কোনো ব্যক্তির নামে আদেশবাহী এমন কোনো সমন, যে, তা কোনো দস্তাবেজ বা অন্য বস্তুকে পেশ করে অথবা হাজির হয় এবং তা পেশ করে; অথবা

(ঘ) কোনো তল্লাশী-পরওয়ানা ;

যা ঐ আদালত দ্বারা প্রদান করা হয়েছে, জারি বা নির্বাহ এমন কোনো জায়গায় করাতে হবে—যা ;

(এক) উক্ত রাজ্য ক্ষেত্রের বাইরে ভারতের কোনো রাজ্য বা ক্ষেত্রের আদালতের স্থানীয় অধিক্ষেত্রের ভেতরে আছে, যেখানে সে এমন সমন বা পরওয়ানার জারি বা নির্বাহের জন্য একটি প্রতিলিপি সহ, ঐ আদালতের পীঠাসীন আধিকারিকের কাছে ডাক দ্বারা বা অন্য কোনো ভাবে পাঠাতে পারবে এবং যেখানে প্রকরণ (ক) বা প্রকরণ (গ)-এ উল্লিখিত কোনো সমন জারি এভাবে সম্পাদিত হয়েছে সেখানে ধারা-৩৮-র বিধানসমূহ ঐ, সমন-এর ব্যাপারে এমন ভাবে প্রযোজ্য হবে, যেন যে আদালতকে তা পাঠানো হয়েছে, তার পীঠাসীন আধিকারিক উক্ত রাজ্য ক্ষেত্রে ম্যাজিস্ট্রেট ;

(দুই), ভারতের বাইরে এমন কোনো দেশ বা স্থানে আছে, যার সম্পর্কে কেন্দ্রীয় সরকার দ্বারা দণ্ডবিবয়ক মামলার ব্যাপারে সমন বা পরওয়ানার জারি বা নির্বাহের জন্য এমন দেশ বা স্থানের সরকারের (যাকে এই ধারায় অতঃপর চুক্তিকারী রাজ্য

বলা হয়েছে) সাথে ব্যবস্থা করা হয়েছে, সেখানে তা এমন আদালত, ন্যায়ধীশ বা ম্যাজিস্ট্রেটের উদ্দেশ্যে প্রেরিত এমন সমন বা পরওয়ানা, একটি প্রতিলিপি সহ, কেন্দ্রীয় সরকার বিজ্ঞপ্তি দ্বারা এই হেতু নির্দিষ্ট করেছে এমন নিদর্শে এবং তা প্রেরণের জন্য এমন আধিকারিককে পাঠাবে।

(২) যেখানে উক্ত রাজ্য ক্ষেত্রে আদালতকে—

(ক) যে কোনো অভিযুক্ত ব্যক্তির নামে, কোনো সমন; অথবা

(খ) যে কোনো অভিযুক্ত ব্যক্তির গ্রেপ্তারের জন্য কোনো পরওয়ানা ; অথবা

(গ) কোনো ব্যক্তির কাছে অভিপ্রায়কারী এমন কোনো সমন যে তা কোনো দস্তাবেজ বা অন্য বস্তু পেশ করে অথবা হাজির হয় এবং তা পেশ করে; অথবা,

(ঘ) কোনো তল্লাশী পরওয়ানা ;

যা নিম্নলিখিতগুলোর মধ্যে কোনোটির দ্বারা প্রদান করা হয়েছে—

(এক) উক্ত রাজ্য ক্ষেত্রের বাইরে ভারতে কোনো রাজ্য বা ক্ষেত্রের আদালত;

(দুই) কোনো চুক্তিকারী রাজ্যের কোনো আদালত, ন্যায়াধীশ বা ম্যাজিস্ট্রেট, জারি বা নির্বাহের জন্য প্রাপ্ত হয়, সেখানে উক্ত আদালত তার জারি বা নির্বাহ এমনভাবে করাবে যেন ঐ আদালত এমন সমন বা পরওয়ানা, যা এই আদালত উক্ত রাজ্য ক্ষেত্রের কোনো আদালতের কাছে তার স্থানীয় অধিক্ষেত্রের মধ্যে জারি বা নির্বাহর জন্য প্রাপ্ত হয়েছে, এবং যেখানে—

(এক) গ্রেপ্তারির পরওয়ানা নির্বাহ করে দেওয়া হয়, সেখানে গ্রেপ্তারকৃত ব্যক্তির ব্যাপারে কার্যবাহ যথাসম্ভব ধারা-৮০ এবং ধারা-৮১ দ্বারা বিহিত প্রক্রিয়া অনুসারে করা যাবে ;

(দুই) তল্লাশী-পরওয়ানা নির্বাহ করে দেওয়া হয় সেখানে তল্লাশীতে প্রাপ্ত বস্তু সম্পর্কে কার্যবাহ যথাসম্ভব ধারা-১০১-এ বিহিত প্রক্রিয়া অনুসারে করা যাবে;

প্রকাশ থাকে যে, ঐ ক্ষেত্রে, যেখানে চুক্তিকারীরাজ্য থেকে প্রাপ্ত সমন বা তল্লাশী পরওয়ানা নির্বাহ করে দেওয়া হয়েছে, তল্লাশীতে পেশকৃত দস্তাবেজ বা বস্তু বা প্রাপ্ত বস্তু সমন বা তল্লাশী পরওয়ানা প্রদানকারী আদালতের এমন প্রাধিকারীর মারফত পাঠিয়ে দিতে হবে যেমন কেন্দ্রীয় সরকার প্রজ্ঞাপন দ্বারা এই হেতু উল্লেখ করবে।

অধ্যায় ঃ ৭ক

[CHAPTER : VII A]

নির্দিষ্ট কিছু ব্যাপারে সহায়তার জন্য ব্যতিহার্য ব্যবস্থা এবং সম্পত্তি ক্রোক ও বাজেয়াপ্তকরণের জন্য প্রক্রিয়া

(Reciprocal Arrangements for Assistance in Certain Matters and Procedure for Attachment and Forfeiture of Property)

ধারা ১০৫-ক থেকে ধারা ১০৫-ঠ

[Section 105A to Section 105L]

॥ ধারা ঃ ১০৫-ক ॥ পরিভাষা [Definitions]—এই অধ্যায়ে, যতক্ষণ প্রসঙ্গ থেকে ভিন্নরূপ অভিপ্রায় করা না হয়—

(ক) **চুক্তিকারী রাজ্য** বলতে বুঝায় ভারতের বাইরে কোনো দেশ বা স্থান, যার সম্পর্কে কেন্দ্রীয় সরকার দ্বারা চুক্তির মাধ্যমে বা অন্যভাবে ঐ দেশের সরকারের সাথে কোনো ব্যবস্থা করা হয়েছে;

(খ) **শনাক্তকরণ**-এর অন্তর্ভুক্ত থাকবে এমন প্রমাণ প্রতিষ্ঠিত করা যে, সম্পত্তি কোনো অপরাধ সংঘটনের মাধ্যমে পরিগৃহীত হয়েছে অথবা তাতে ব্যবহৃত হয়েছে;

(গ) **অপরাধ থেকে লব্ধ ফল** বলতে অপরাধজনক ক্রিয়াকলাপের (যেগুলোর অন্তর্ভুক্ত থাকবে কারেন্সি মুদ্রার হস্তান্তর জাতীয় অপরাধ) পরিণামস্বরূপ কোনো ব্যক্তি দ্বারা প্রত্যক্ষ-অপ্রত্যক্ষ ভাবে পরিগৃহীত বা প্রাপ্ত কোনো সম্পত্তি বা এমন কোনো সম্পত্তির মূল্য;

(ঘ) **সম্পত্তি** বলতে ভৌতিক বা অভৌতিক, স্থাবর বা অস্থাবর, মূর্ত বা অমূর্ত যে কোনো ধরনের সম্পত্তি এবং অস্তি এবং এমন সম্পত্তি বা অস্তিতে দাবি বা স্বার্থের বিদ্যমানতা প্রমাণকারী দলিল এবং সাধিত্র বুঝায় যা কোনো অপরাধ সংঘটনের মাধ্যমে পরিগৃহীত হয় বা তাতে ব্যবহৃত হয় এবং এর অন্তর্ভুক্ত থাকবে অপরাধ থেকে লব্ধফলের মাধ্যমে প্রাপ্ত সম্পত্তি।

(ঙ) **খোঁজ করা** বলতে বুঝায় কোনো সম্পত্তির প্রকৃতি, তার উৎস, বিনিবন্দেজ, সঞ্চালন, দাবি বা স্বত্বের নির্ধারণ করা।

॥ ধারা ঃ ১০৫-খ ॥ ব্যক্তিদের স্থানান্তরণ সুনিশ্চিত করতে সহায়তা [Assistance in securing transfer of persons]—(১) যেখানে ভারতের কোনো আদালত, কোনো অপরাধজনক মকদ্দমার সম্বন্ধে অভিপ্রায় করে যে, হাজির হওয়ার অথবা কোনো দস্তাবেজ বা অন্য বস্তু পেশ করার জন্য, কোনো ব্যক্তির গ্রেপ্তারির জন্য কোনো পরওয়ানার যা ঐ আদালত কর্তৃক জারি করা হয়েছে, নির্বাহ কোনো কোনো

চুক্তিকারী রাজ্যের কোনো স্থানে করা হয় সেখানে তা এমন পরওয়ানাকে একটি প্রতিলিপিসহ এবং এমন নিদর্শে ঐ আদালত ন্যায়াধীশ বা ম্যাজিস্ট্রেটকে এমন প্রাধিকারীর মাধ্যমে পাঠাবে যেমন কেন্দ্রীয় সরকার প্রজ্ঞাপন দ্বারা এই হেতু উল্লেখ করবে এবং যেখানে যেমন, ঐ আদালত ন্যায়াধীশ বা ম্যাজিস্ট্রেট তার নির্বাহ করাবে।

(২) এই সংহিতাতে যা কিছুই বিধৃত থাকুক না কেন যদি কোনো অপরাধের কোনো অনুসন্ধান বা তদন্তের কালে অনুসন্ধানকারী আধিকারিক বা অনুসন্ধানকারী আধিকারিকের পদমর্যাদার চেয়ে উচ্চতর কোনো আধিকারিক দ্বারা আবেদন করা হয় যে, কোনো এমন ব্যক্তির, যে কোনো চুক্তিকারী রাজ্যের কোনো জায়গায় আছে এমন অনুসন্ধান বা তদন্ত সম্পর্কে হাজিরা অভিপ্রেত হয় এবং আদালতের এমন মীমাংসা হয়ে যায় যে, এমন হাজিরা অভিপ্রেত তাহলে ঐ আদালত উক্ত ব্যক্তির বিরুদ্ধে এমন সমন বা পরওয়ানার জারিও নির্বাহ করানোর জন্য একটি প্রতিলিপি সহ (অর্থাৎ মূলসহ দু'কপিতে), ঐ আদালত, ন্যাযাধীশ বা ম্যাজিস্ট্রেটকে এমন নিদর্শে জারি করবে, যেমন কেন্দ্রীয় সরকার প্রজ্ঞাপন দ্বাবা এই নিমিত্ত উল্লেখ করবে।

(৩) যেখানে ভারতে স্থিত কোনো আদালতে, কোনো অপবাধ সম্বন্ধীয় মকদ্দমার ব্যাপারে, কোনো চুক্তিকারী বাজ্যের কোনো আদালত ন্যাযাধীশ বা ম্যাজিস্ট্রেট দ্বারা জারিকৃত কোনো পরওয়ানা কোনো ব্যক্তির গ্রেপ্তারের জন্য প্রাপ্ত হয়, যাতে এমন ব্যক্তির কাছে ঐ আদালতে বা কোনো অন্য অনুসন্ধানকারী সংস্থার সামনে হাজিরা হওয়ার এবং কোনো দস্তাবেজ বা অন্য বস্তু পেশ করাব অভিপ্রায় করা হয়েছে, সেখানে উক্ত আদালত তার নির্বাহ এমনভাবে করাবে যেন এটি এমন পরওয়ানা যা ঐ আদালত ভারতের কোনো অন্য আদালত থেকে তার স্থানীয অধিক্ষেত্রের মধ্যে নির্বাহ করার জন্য প্রাপ্ত করেছে।

(৪) যেখানে উপধারা (৩) অনুসারে কোনো চুক্তিকারী রাজ্যে হস্তান্তরিত কোনো ব্যক্তি ভারতে বন্দি আছে যেখানে ভারতের আদালত বা কেন্দ্রীয় সরকার এমন এমন শর্তাবলী আরোপ করতে পারবে যা ঐ আদালত বা সরকার সঙ্গত মনে করবে।

(৫) যেখানে উপধারা (১) বা উপধারা (২) অনুসারে ভারতে স্থানান্তরিত কোনো ব্যক্তি কোনো চুক্তিকারী রাজ্যে বন্দি আছে, সেখানে ভাবতের আদালত সুনিশ্চিত করবে যে, সেই শর্তাবলী যেগুলোর অধীনে বন্দিকে ভারতের কাছে হস্তান্তরিত করা হয়, মান্য করা হোক এবং এমন বন্দিকে এমন শর্ত সাপেক্ষে প্রহরাতে আটক রাখা যাবে, যা কেন্দ্রীয় সরকার লিখিতভাবে উল্লেখ করবে।

॥ ধারা ঃ ১০৫-গ ॥ সম্পত্তি ক্রোক বা বাজেয়াপ্তকরণের আদেশ সম্পর্কে সহায়তা [Assistance in relation to orders of attachment or forfeiture of property]—(১) যেখানে ভারতের কোনো আদালতের কাছে এমন বিশ্বাস করার মতো যুক্তিসঙ্গত কারণ আছে যেকোনো ব্যক্তি দ্বারা গৃহীত কোনো সম্পত্তি এমন ব্যক্তির কোনো অপরাধ সংঘটনের প্রত্যক্ষ বা অপ্রত্যক্ষভাবে পরিগৃহীত বা গৃহীত হয়েছে, সেখানে আদালত এমন সম্পত্তি ক্রোক বা বাজেযাপ্তকবণের জন্য এমন

নির্দেশ দিতে পারবে যা ধারা-১০৫-ঘ থেকে ধারা-১০৫-ঙ (উভয় ধারা সহ)-এর বিধানসমূহ সাপেক্ষে সঙ্গত মনে করে।

(২) যেখানে আদালত উপধারা (১)-এর অধীনে কোনো সম্পত্তির ক্রোক বা বাজেয়াপ্তকরণের কোনো আদেশ দিয়েছে এবং এমন সম্পত্তি কোনো চুক্তিকারী রাজ্যতে থাকার সন্দেহ আছে, সেখানে আদালত চুক্তিকারী রাজ্যের আদালত বা প্রাধিকারীকে এমন আদেশ পালনের জন্য অনুরোধ-পত্র জারি করতে পারবে।

(৩) যেখানে কেন্দ্রীয় সরকার কোনো চুক্তিকারী রাজ্যের কোনো আদালত বা কোনো প্রাধিকারীর কাছ থেকে কোনো অনুরোধ-পত্র পায় যাতে কোনো এমন সম্পত্তি ভারতে ক্রোক বা বাজেয়াপ্ত করার অনুরোধ করা হয়েছে যা কোনো ব্যক্তি দ্বারা কোনো এমন অপরাধ সংঘটন থেকে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে পরিগৃহীত বা গৃহীত হয়েছে, যা ঐ চুক্তিকারী রাজ্যে সম্পাদিত হয়েছে, সেখানে কেন্দ্রীয় সরকার এমন অনুরোধ-পত্র এমন কোনো আদালতকে যা ঐ সরকার সঙ্গত মনে করে, সেখানে যেমন, ধারা-১০৫-ঘ থেকে ধারা-১০৫-এঃ (উভয় ধারা সহ)-এর বা সমকালে প্রযোজ্য কোনো অন্য আইনের বিধানসমূহ অনুসারে নির্বাহের জন্য পাঠাতে পারবে।

॥ ধারা ঃ ১০৫-ঘ ॥ বেআইনীভাবে অর্জিত সম্পত্তি শনাক্তকরণ (বা চিহ্নিত-করণ) [Identifying unlawfully acquired property]— (১) আদালত ধারা-১০৫-গ এর উপধারা (১)-এর অধীনে বা তার উপধারা (৩)-এর অধীনে অনুরোধ-পত্র পাওয়ার পর পুলিশের অবর পরিদর্শক পদের নিচে নয় এমন পদের পুলিশ আধিকারিককে ঐ সম্পত্তি খোঁজ করার এবং শনাক্ত করার জন্য যাবতীয় প্রয়োজনীয় কার্যবাহ করার জন্য নির্দেশ দেবে।

(২) উপধারা (১)-এ উল্লিখিত কার্যবাহের অন্তর্ভুক্ত, কোনো ব্যক্তি, স্থান, সম্পত্তি, অস্তি, দস্তাবেজ, কোনো ব্যাঙ্ক বা সার্বজনিক অর্থ প্রদায়ী প্রতিষ্ঠানের হিসেব বহি বা কোনো অন্য প্রাসঙ্গিক বিষয় সম্বন্ধীয় তদন্ত, অনুসন্ধান বা সর্বেক্ষণও করা যাবে।

(৩) উপধারা (২)-এ নির্দিষ্ট কোনো তদন্ত, অনুসন্ধান, বা সর্বেক্ষণ, উক্ত আদালত কর্তৃক এই হেতু প্রদত্ত নির্দেশ অনুসারে উপধারা (১)-এ উল্লিখিত আধিকারিক দ্বারা করা যাবে।

॥ ধারা ঃ ১০৫-ঙ ॥ সম্পত্তির অধিগ্রহণ বা ক্রোক [Seizure or attachment of property]—(১) যেখানে ধারা-১০৫-ঘ-এর অধীনে তদন্ত বা অনুসন্ধানকারী কোনো আধিকারিকের কাছে এমন বিশ্বাস করার কারণ থাকে যে, কোনো সম্পত্তি, যার সম্পর্কে এমন তদন্ত বা অনুসন্ধান করা হচ্ছে, লুকানোর, স্থানান্তরণ করার বা তার সম্পর্কে কোনো পদ্ধতিতে ব্যবহার করার সম্ভাবনা আছে, যার ফলে এমন সম্পত্তির বিলিবন্দেজ হবে সেখানে ঐ আদালত ঐ সম্পত্তি অধিগ্রহণ করার আদেশ দিতে পারবে এবং যেখানে এমন সম্পত্তি অধিগ্রহণে সম্ভব নয় সেখানে ঐ সম্পত্তি ক্রোক করার আদেশ এমন নির্দেশসহ দিতে পারে যে, এমন সম্পত্তি এমন আদেশকারী আধিকারিকের পূর্ব অনুমতি ছাড়া হস্তান্তর করা যাবে না বা তার সম্পর্কে

অন্যভাবে ব্যবহার করা যাবে না, এবং ঐ আদেশের একটি প্রতিলিপি জারি সম্পর্কিত ব্যক্তির ওপর করতে হবে।

(২) উপধারা (১)-এর অধীনে কৃত কোনো আদেশ প্রভাব সম্পন্ন থাকবে না যতক্ষণ উক্ত আদেশকে তা জারি করার ত্রিশ দিনের মধ্যে উক্ত আদালতের আদেশ দ্বারা দৃঢ়ীকৃত করা না হবে।

॥ ধারা ঃ ১০৫-চ ॥ এই অধ্যায়ের অধীন অধিগৃহীত বা বাজেয়াপ্ত সম্পত্তির ব্যবস্থাপনা [Management of properties seized or forfeited under this Chapter]— (১) সম্পত্তি যেখানে অবস্থিত আদালত ঐ এলাকার জেলা ম্যাজিস্ট্রেটকে অথবা অন্য কোনো আধিকারিককে, যার নাম জেলা ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক উল্লিখিত হয়েছে, এমন সম্পত্তির প্রশাসক হিসেবে কার্য সম্পাদন হেতু নিয়োগ করতে পারবে।

(২) উপধারা (১)-এর অধীনে নিযুক্ত প্রশাসক, ঐ সম্পত্তি, যে সম্পত্তি সম্পর্কে ধারা-১০৫-ঙ-র উপধারা (১)-এর অধীন বা ধারা-১০৫-জ-এর অধীনে আদেশ দেওয়া হয়েছে, এমন প্রণালি এবং এমন শর্তসাপেক্ষে গ্রহণ করবে এবং তার ব্যবস্থাপনা করবে যেমন কেন্দ্রীয় সরকার উল্লেখ করবে।

(৩) প্রশাসক, কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক বাজেয়াপ্ত সম্পত্তির বিলিবন্দেজ করার জন্য এমন ব্যবস্থাও করবেন যেমন কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক উল্লিখিত হবে।

॥ ধারা ঃ ১০৫-ছ ॥ সম্পত্তি বাজেয়াপ্তকরণের বিজ্ঞপ্তি [Notice of forfeiture of property]—(১) যদি, ধারা-১০৫-ঘ-এর অধীন তদন্ত, অনুসন্ধান বা সর্বেক্ষণের ফলস্বরূপ, আদালতের কাছে এমন বিশ্বাস করার কারণ থাকে যে, যাবতীয় বা কোনো সম্পত্তি অপরাধ সংঘটনের দ্বারা লব্ধ তাহলে ঐ আদালত ঐ ব্যক্তির ওপর (যাকে অতঃপর এতে প্রভাবিত ব্যক্তি বলে উল্লেখ করা হয়েছে) এমন বিজ্ঞপ্তির জারি করতে পারবে, যাতে তার কাছে অভিপ্রায় করা হয়েছে যে, সে ঐ বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত ত্রিশ দিনের সময় সীমার মধ্যে ঐ আয়, উপার্জন বা আস্তির (পরিসম্পদের) ঐ উৎস যার বা যেগুলোর দ্বারা সে ঐ সম্পত্তি অর্জন করেছে, সেই সাক্ষ্য প্রমাণ যার ওপর সে নির্ভর করছে এবং অন্যান্য প্রাসঙ্গিক তথ্যাবলী এবং বিস্তারিত বিবরণী দর্শাবে এবং এমন কারণ দর্শাবে যে, যেখানে যেমন, এমন যাবতীয় বিশেষ কোনো সম্পত্তিকে অপরাধ সংঘটনের মাধ্যমে লব্ধ কোন ঘোষণা করা হবে না এবং তা কেন্দ্রীয় সরকারকে কেন বাজেয়াপ্ত করবে না।

(২) যেখানে কোনো ব্যক্তিকে উপধারা (১)-এর অধীনে প্রদত্ত বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করা হয় যে, কোনো সম্পত্তি এমন ব্যক্তির পক্ষ থেকে (বা তরফে) অন্য কোনো ব্যক্তি দ্বারা রক্ষিত আছে, সেখানে বিজ্ঞপ্তির একটি প্রতিলিপি এমন ব্যক্তির ওপরও জারি করা হবে।

॥ ধারা ঃ ১০৫-জ ॥ নির্দিষ্ট কিছু ক্ষেত্রে সম্পত্তির বাজেয়াপ্তকরণ [Forfeiture of property in certain cases]—(১) আদালত, ধারা-১০৫-ছ-এর অধীন

জারিকৃত কারণ দর্শাও বিজ্ঞপ্তির স্পষ্টীকরণ দেওয়া থাকলে, যদি কিছু থাকে এবং উক্ত আদালতের সমনে প্রাপ্ত সামগ্রীর ও বিবেচনা করার পর এবং প্রভাবিত ব্যক্তিকে (এবং এমন ক্ষেত্রে যেখানে প্রভাবিত ব্যক্তি বিজ্ঞপ্তিতে নির্দিষ্ট কোনো সম্পত্তি অন্য কোনো ব্যক্তির মাধ্যমে রক্ষা করে সেখানে এমন অন্য ব্যক্তিও) শুনানির যুক্তিসঙ্গত সুযোগ দেওয়ার পর, আদেশ দ্বারা তার সার (বা সিদ্ধান্ত) নথিভুক্ত করবে যে, প্রশ্নাধীন যাবতীয় সম্পত্তি বা কোনো সম্পত্তি অপরাধ সংঘটনের মাধ্যমে লব্ধ কি না ঃ

প্রকাশ থাকে যে, যদি প্রভাবিত ব্যক্তি (এবং এমন ক্ষেত্রে যেখানে প্রভাবিত ব্যক্তি বিজ্ঞপ্তিতে নির্দিষ্ট কোনো সম্পত্তি অন্য কোনো ব্যক্তির মাধ্যমে রক্ষা করে সেখানে এমন অন্য ব্যক্তিও) আদালতের সম্মুখে হাজির না হয় বা 'কারণ দর্শাও' বিজ্ঞপ্তিতে নির্দিষ্ট ত্রিশ দিনের সময় সীমার মধ্যে আদালতের সম্মুখে তার মকদ্দমা উপস্থাপিত না করে তাহলে আদালত তার সম্মুখে যে সাক্ষ্য প্রমাণ পাওয়া গেছে তার ভিত্তিতে এই উপধারার অধীন এক তরফাভাবে সিদ্ধান্ত নথিভুক্ত করার জন্য অগ্রসর হতে পারবে।

(২) যেক্ষেত্রে আদালতের এমন সন্তোষবিধান হয়ে যায় যে, 'কারণ দর্শাও' বিজ্ঞপ্তিতে নির্দিষ্ট সম্পত্তির খানিকটা অপরাধ সংঘটনের মাধ্যমে পাওয়া গেছে অথচ তেমন সম্পত্তি নির্দিষ্টভাবে শনাক্তকরণ সম্ভব হচ্ছে না, সেখানে আদালতের পক্ষে এমন সম্পত্তি উল্লেখ করা যা আদালতের সর্বশ্রেষ্ঠ বিচারে লিপিবদ্ধ করা আইনানুগ হবে।

(৩) যেখানে আদালত এই ধারার অধীনে এই মর্মে সিদ্ধান্ত নথিভুক্ত করে যে, কোনো সম্পত্তি অপরাধ সংঘটনের মাধ্যমে পাওয়া গেছে, সেখানে এমন সম্পত্তি যাবতীয় দায়বদ্ধতা থেকে মুক্ত হয়ে কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক বাজেয়াপ্তকৃত হবে।

(৪) যেখানে কোনো কোম্পানির কোনো শেয়ার এই ধারার অধীনে কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক বাজেয়াপ্ত করা হয় সেখানে কোম্পানি অধিনিয়ম, ১৯৫৬ (১৯৫৬-র ১)-এ বা কোম্পানির আর্টিকেল অব্ এসোসিয়েশন-এ (পরিমেল নিয়মাবলীতে) যা কিছুই বিধৃত থাকুক না কেন, কোম্পানি কেন্দ্রীয় সরকারকে এমন শেয়ারের (বা অংশের) হস্তান্তর গ্রহীতারূপে নিবন্ধভুক্ত করবে।

॥ ধারা ঃ ১০৫-ঝ ॥ বাজেয়াপ্ত করার বদলে জরিমানা (বা অর্থদণ্ড) [Fine in lieu of forfeiture]—(১) যেখানে আদালত ঘোষণা করে যে, কোনো সম্পত্তি ধারা ১০৫-জ-এর অধীনে কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক বাজেয়াপ্ত করা হয়ে গেছে এবং তা এমন মকদ্দমা যেখানে এমন সম্পত্তির কেবল সামান্য কিছু অংশের উৎস আদালতের কাছে সন্তোষজনকভাবে প্রমাণ করা হয়নি, সেখানে প্রভাবিত ব্যক্তিকে, বাজেয়াপ্তকরণের বদলে বিকল্প হিসেবে ঐ অংশের বাজার দামের সমতুল্য জরিমানা দেওয়ার আদেশ দিতে পারবে।

(২) উপধারা (১)-এর অধীনে জরিমানা আরোপ করার আগে প্রভাবিত ব্যক্তিকে শুনানির যুক্তিসঙ্গত সুযোগ দেওয়া হবে।

(৩) যেখানে প্রভাবিত ব্যক্তি উপধারা (১)-এর অধীনে প্রদেয় জরিমানা, ঐ নিমিত্ত অনুমোদিত সময়ের মধ্যে পরিশোধ করে দেয় তাহলে আদালত, আদেশ দ্বারা, ধারা-১০৫-ঝ এর অধীনে সম্পাদিত বাজেয়াপ্তকরণের ঘোষণা প্রত্যাহার করতে পারে এবং তখন ঐ সম্পত্তি বন্ধনমুক্ত হয়ে যাবে।

॥ ধারা ঃ ১০৫-ঞ ॥ নির্দিষ্ট কিছু হস্তান্তর অকার্যকর ও বাতিল হবে [Certain transfers to be null and void]—যেখানে ধারা-১০৫-ঙ-র উপধারা (১)-এর অধীনে কোনো আদেশ দেওয়ার বা ধারা-১০৫-ছ-এর অধীনে কোনো বিজ্ঞপ্তি জারি করার পর, উক্ত আদেশ বা বিজ্ঞপ্তিতে নির্দিষ্ট কোনো সম্পত্তি যে কোনো পদ্ধতিতে হস্তান্তরিত করা হয় সেখানে এই অধ্যায়ের অধীনে কার্যবাহর প্রয়োজন হেতু এমন হস্তান্তর অগ্রাহ্য করা হবে এবং যদি ঐ সম্পত্তি মকদ্দমায় ধারা-১০৫-জ-এর অধীনে কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক বাজেয়াপ্ত করা হয়, তাহলে ঐ সম্পত্তির হস্তান্তরণ অকার্যকর ও বাতিল বলে গণ্য করা হবে।

॥ ধারা ঃ ১০৫-ট ॥ অনুরোধ-পত্রের ব্যাপারে প্রক্রিয়া [Procedure in respect of letter of request]—এই অধ্যায়ের অধীনে কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক কোনো চুক্তিকারী রাজ্যের কাছে প্রাপ্ত প্রত্যেক অনুরোধ-পত্র সমন বা পরওয়ানা এবং কোনো চুক্তিকারী রাজ্যকে প্রেরণকারী প্রত্যেক অনুরোধ-পত্র সমন বা পরওয়ানা কেন্দ্রীয় সরকার দ্বারা এমন নিদর্শে এবং এমন পদ্ধতিতে যা কেন্দ্রীয় সরকার বিজ্ঞপ্তি দ্বারা, এই নিমিত্ত উল্লেখ করবে, যথাস্থিতি, চুক্তিকারী রাজ্যকে প্রেরণ করা যাবে অথবা ভারতের সংশ্লিষ্ট আদালতে পাঠাতে হবে।

॥ ধারা ঃ ১০৫-ঠ॥ এই অধ্যায়ের প্রযোজ্যতা (বা প্রযোজ্য হওয়া) [Application of this Chapter]—কেন্দ্রীয় সরকার, সরকারি ঘোষণাপত্রে প্রজ্ঞাপন দ্বারা এই মর্মে নির্দেশ দিতে পারবে যে, এমন চুক্তিকারী রাজ্যের সম্পর্কে যার সাথে ব্যতিকারী ব্যবস্থা করা হয়েছে, এই অধ্যায়ের প্রযোজ্য হওয়া এমন শর্ত, ব্যতিক্রম বা বিধিনিষেধ সাপেক্ষ হবে যা উক্ত প্রজ্ঞাপনে নির্দিষ্ট (বা উল্লেখ) করা হবে।

অধ্যায় ঃ ৮

[CHAPTER ঃ VIII]

শান্তি বজায় রাখা ও সদাচারণের জন্য প্রতিভূতি

(Security for Keeping the Peace and for good Behaviour)

ধারা ১০৬ থেকে ধারা ১২৪

[*Section 106 to Section 124*]

॥ ধারা ঃ ১০৬ ॥ দোষী সাব্যস্ত হওয়ার ক্ষেত্রে শান্তি বজায় রাখার প্রতিভূতি [Security for keeping the peace on conviction]—(১) যখন দায়রা আদালত বা প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেটের আদালত কোনো ব্যক্তিকে উপধারা (২)-এ উল্লিখিত অপরাধসমূহের মধ্যে কোনো একটি অপরাধের জন্য বা কোনো এমন অপরাধের প্রোৎসাহনের (প্ররোচনার)জন্য দোষী সাব্যস্ত হয় এবং আদালতের এমন অভিমত হয় যে, শান্তি বজায় রাখার জন্য ঐ ব্যক্তির কাছে প্রতিভূতি নেওয়া আবশ্যক, তাহলে আদালত এমন ব্যক্তিকে দণ্ডাদেশ দেওয়ার সময় তাকে তিন বছরের বেশি হবে না, এমন সময় সীমার মধ্যে যে সময় সীমা ঐ আদালত সঙ্গত মনে করে শান্তি বজায় রাখার জন্য প্রতিভূ (জামিনদার) সহ বা প্রতিভূ ব্যতীত মুচলেকা (বণ্ড) নির্বাহ করার জন্য নির্দেশ দিতে পারে।

(২) উপধারা (১)-এ নির্দিষ্ট অপরাধগুলো হলো নিম্ন প্রকার—

(ক) ভারতীয় দণ্ড সংহিতা, ১৮৬০ (১৮৬০-এর ৪৫)-এর অধ্যায় ৮-এর অধীনে দণ্ডযোগ্য কোনো অপরাধ বা ধারা-১৫৩-ক বা ধারা-১৫৩-খ বা ধারা-১৫৪-র অধীনে দণ্ডনীয় অপরাধ থেকে আলাদা;

(খ) এমন কোনো অপরাধ হয় অথবা যার অন্তর্ভুক্ত, হামলা অপরাধজনক বল প্রয়োগ বা ক্ষতিসাধন;

(গ) অপরাধজনক ভীতি প্রদর্শনের কোনো অপরাধ;

(ঘ) অন্য কোনো অপরাধ, যাতে শান্তিভঙ্গ হয়েছে বা যার ফলে শান্তি ভঙ্গ হওয়ার আশা আছে অথবা যার সম্পর্কে জ্ঞাত ছিল যে, তাতে শান্তি ভঙ্গ হওয়ার সম্ভাবনা আছে।

(৩) যদি দোষী সাব্যস্তকরণ আপিলে বা অন্যভাবে বাতিল করে দেওয়া হয় তাহলে এভাবে যে মুচলেকা নির্বাহ করা হয়েছিল তা বাতিল হয়ে যাবে।

(৪) এই ধারার অধীনে আদেশ আপিল আদালত দ্বারা বা কোনো আদালত দ্বারাও, যখন তা পুনরীক্ষণের ক্ষমতা প্রয়োগ করছে, করা যাবে।

॥ ধারা ঃ ১০৭ ॥ অন্যান্য ক্ষেত্রে শান্তি বজায় রাখার জন্য প্রতিভূতি [Security for keeping the peace in other cases]—(১) যখন কোনো নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট খবর পান যে, কোনো ব্যক্তি কর্তৃক শান্তিভঙ্গ হওয়ার সম্ভাবনা আছে (অর্থাৎ কোনো

ব্যক্তি শান্তি ভঙ্গ করবে এমন সম্ভাবনা আছে) অথবা সার্বজনিক শান্তি বিঘ্নিত করবে অথবা তখন অন্যায় কার্য সম্পাদন করবে যাতে সম্ভবতঃ শান্তি ভঙ্গ হবে বা সার্বজনিক শান্তি বিঘ্নিত হবে, তখন যদি আদালতের মতে দেখা যায় কার্যবাহ করার (বা ব্যবস্থা গ্রহণের) যথেষ্ট কারণ আছে তাহলে ঐ আদালত ঐ ব্যক্তির কাছে এতে অতঃপর বিধৃত পদ্ধতিতে অভিপ্রায় করতে পারে যে, সে কারণ দর্শায় যে, এক বছরের বেশি হবে না এমন সময় কালের জন্য যা ম্যাজিস্ট্রেট নির্ধারণ করা সঙ্গত মনে করবেন, শান্তি বজায় রাখা হেতু তাকে প্রতিভূ সহ বা প্রতিভূ ছাড়া মুচলেকা নির্বাহ করার জন্য আদেশ কেন দেওয়া হবে না।

(২) এই ধারার অধীনে কার্যবাহ কোনো কার্য-নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে তখনই করা যাবে যখন হয় ঐ জায়গা সেখানে শান্তিভঙ্গের বা বিক্ষোভের আশঙ্কা আছে, তার স্থানীয় অধিক্ষেত্রের মধ্যে আছে অথবা এমন অধিক্ষেত্রের মধ্যে কোনো এমন ব্যক্তি আছে, যে এমন অধিক্ষেত্রের বাইরে সম্ভবতঃ শান্তি ভঙ্গ করবে বা সার্বজনিক শান্তি বিক্ষুব্ধ করবে বা যথাপূর্বোক্ত কোনো অন্যায় কার্য সম্পাদন করবে।

॥ ধারা : ১০৮ ॥ রাজদ্রোহাত্মক বিষয় প্রচারকারী ব্যক্তিদের কাছে সদাচারণের জন্য প্রতিভূতি [Security for good behaviour from persons disseminating seditious matters]—(১) যখন কোনো কার্য-নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট সংবাদ পান যে, তার স্থানীয় অধিক্ষেত্রের ভেতর কোনো এমন কোনো ব্যক্তি আছে যে এমন অধিক্ষেত্রের মধ্যে অথবা বাইরে—

(এক) হয় মৌখিকভাবে অথবা লিখিতভাবে অথবা কোনো অন্য রূপে নিম্নলিখিত বিষয়গুলো উদ্দেশ্যমূলকভাবে (বা জেনে শুনে) ছড়ায় অথবা ছড়াবার চেষ্টা করে অথবা ছড়াবার ব্যাপারে প্রোৎসাহন দেয় (অর্থাৎ উস্কানি দেয়); যথা—

(ক) এমন কোনো বিষয়, যার প্রকাশন ভারতীয় দণ্ড সংহিতা, ১৮৬০ (১৮৬০-এর ৪৫)-এর ধারা-১২৪-ক বা ধারা-১৫৩-ক বা ধারা-১৫০-খ বা ধারা-২৯৫-ক এর অধীন দণ্ডনীয়; অথবা

(খ) কোনো ন্যায়াধীশের সাথে যিনি তাঁর পদীয় কর্তব্যের নির্বাহনে কার্য করছেন, অথবা কার্য করার মনসা করেন, সম্বন্ধ যুক্ত কোনো কিছু যা ভারতীয় দণ্ড সংহিতা, ১৮৬০ (১৮৬০-এর ৪৫)-র অধীন অপরাধজনক ভীতি প্রদর্শন বা মানহানির পর্যায়ে (বা শ্রেণীতে) পড়ে; অথবা—

(দুই) ভারতীয় দণ্ড সংহিতা, ১৮৬০ (১৮৬০-এর ৪৫)-এর ধারা-২৯২-এ যথা উল্লিখিত কোনো অশ্লীল বস্তু বিক্রয় করার জন্য তৈরি করে, উৎপাদন করে, প্রকাশিত করে অথবা রাখে, আমদানি করে বা রপ্তানি করে, পরিবহন করে, বিক্রয় করে, ভাড়া দেয়, বিতরণ করে, সার্বজনিক ভাবে প্রদর্শিত করে অথবা কোনো অন্যভাবে পরিচালনা করে ;

এবং ঐ ম্যাজিস্ট্রেটের মতানুসারে কার্যবাহ করার জন্য যথেষ্ট কারণ থাকে তখন ঐ ম্যাজিস্ট্রেট, এমন ব্যক্তির কাছে এতে অতঃপর বিধৃত পদ্ধতিতে অভিপ্রায় করতে

পারে যে সে কারণ দর্শায়, এক বছরের বেশি হবে না এমন সময় কালের মধ্যে যে সময়কাল ঐ ম্যাজিস্ট্রেট সঙ্গত মনে করে তাকে তার সদাচারণ হেতু প্রতিভূ সহ বা প্রতিভূ ছাড়া মুচলেকা নির্বাহ করার জন্য আদেশ কেন দেওয়া হবে না।

(২) প্রেস ও পুস্তক নিবন্ধন অধিনিয়ম, ১৮৬৭ (১৮৬৭-র ২৫)-এ প্রদত্ত নিয়মাবলীর অধীনে নিবন্ধিত এবং সেই মতো সম্পাদিত, মুদ্রিত এবং প্রকাশিত, কোনো প্রকাশনে অন্তর্ভুক্ত কোনো বিষয় সম্পর্কে কোনো কার্যবাহ এমন প্রকাশনের সম্পাদক, মালিক, মুদ্রক বা প্রকাশকের বিরুদ্ধে রাজ্য সরকারের বা রাজ্য সরকার দ্বারা এই হেতু সক্ষমকৃত কোনো আধিকারিকের আদেশে বা তার প্রাধিকারের অধীনেই করা হবে, অন্য ভাবে নয়।

॥ ধারা ঃ ১০৯ ॥ সন্দেহজনক ব্যক্তিদের কাছে সদাচারণের জন্য প্রতিভূতি [Security for good behaviour from suspected persons]—যখন কোনো কার্য-নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট সংবাদ পান যে, কোনো ব্যক্তি তাঁর স্থানীয় অধিক্ষেত্রের ভেতরে তার উপস্থিতি গোপন করার জন্য সতর্কতামূলক ব্যবস্থা নিচ্ছে এবং এমন বিশ্বাস করার কারণ আছে যে, সে কোনো প্রগ্রাহ্য অপরাধ করার লক্ষ্যে এমন করছে, তখন ঐ ম্যাজিস্ট্রেট ঐ ব্যক্তির কাছে এতে অতঃপর বিধৃত পদ্ধতিতে অভিপ্রায় করতে পারে যে সে কারণ দর্শায়, এক বছরের বেশি হবে না এমন কালের মধ্যে যা ঐ ম্যাজিস্ট্রেট সঙ্গত মনে করে, তাকে তার সদাচারণের নিমিত্ত প্রতিভূর সাথে বা প্রতিভূ ছাড়া মুচলেকা নির্বাহ করার জন্য আদেশ কেন দেওয়া যাবে না।

॥ ধারা ঃ ১১০ ॥ অভ্যাসগত অপরাধীদের কাছে সদাচারণের জন্য প্রতিভূতি [Security for good behaviour from habitual offenders]—যখন কোনো কার্য-নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট এমন সমাচার পান যে, তাঁর স্থানীয় অধিক্ষেত্রের ভেতর কোনো এমন ব্যক্তি আছে, যে—

(ক) অভ্যাসগতভাবে, দস্যু, সিঁদেল চোর, চোর বা জালিয়াত; অথবা

(খ) চোরাই সম্পত্তির, তা যে চোরাই জেনেও, অভ্যাসগতভাবে গ্রহণকারী; অথবা

(গ) অভ্যাসগতভাবে চোরদের রক্ষা করে বা চোরদের আশ্রয় দেয় অথবা চোরাই সম্পত্তি লুকাতে বা সেগুলোর বিলিবন্দেজ করাতে সাহায্য করে; অথবা

(ঘ) অপবাহন, হরণ, বলপ্রয়োগ দ্বারা আদায়, প্রতারণা বা ক্ষতিসাধনের অপরাধ বা ভারতীয় দণ্ড সংহিতা, ১৮৬০ (১৮৬০-এর ৪৫)-এর অধ্যায় ১২-র অধীন বা ঐ সংহিতার ধারা-৪৮৯-ক, ধারা-৪৮৯-খ, ধারা-৪৮৯-গ, ধারা-৪৮৯-ঘ-এর অধীনে দণ্ডযোগ্য কোনো অপরাধ অভ্যাসগতভাবে করে অথবা করার চেষ্টা করে অথবা করার জন্য প্রোৎসাহন যোগায়; অথবা

(ঙ) এমন অপরাধ অভ্যাসগতভাবে বা করার চেষ্টা করে বা করার জন্য প্রোৎসাহন দেয়, যাতে শান্তিভঙ্গের আশঙ্কা নিহিত আছে; অথবা

(চ) কোনো এমন অপরাধ অভ্যাসগতভাবে করে বা করার চেষ্টা করে বা করার জন্য প্রোৎসাহন করে; যা—

(এক) নিম্নলিখিত অধিনিয়মসমূহের মধ্যে কোনো একটির বা একাধিকের অধীনে কোনো অপরাধ হয় ; যথা—

(অ) ঔষধি এবং প্রসাধন সামগ্রী অধিনিয়ম, ১৯৪০ (১৯৪০-এর ২৩);

(আ) বিদেশী মুদ্রা নিয়ন্ত্রণ অধিনিয়ম, ১৯৭৩ (১৯৭৩-এর ৪৬);

(ই) কর্মচারি ভবিষ্যনিধি ও পারিবারিক পেনশন নিধি অধিনিয়ম, ১৯৫২ (১৯৫২-র ১৯);

(ঈ) খাদ্যে ভেজাল নিয়ন্ত্রণ অধিনিয়ম, ১৯৫৪ (১৯৫৪-র ৩৭);

(উ) অত্যাবশ্যক পণ্য অধিনিয়ম, ১৯৫৫ (১৯৫৫-র ১০);

(ঊ) অস্পৃশ্যতা (অপরাধ) অধিনিয়ম, ১৯৫৫ (১৯৫৫-র ২২);

(ঋ) সীমা শুল্ক অধিনিয়ম, ১৯৬২ (১৯৬২-র ৫২) ;

(দুই) মজুতদার বা মুনাফালোভী অথবা খাদ্য বা ঔষধে (ওষুধে) ভেজাল বা অপচার নিবারণ হেতু তদ্‌বিষয়ক অন্য আইনের অধীনে দণ্ডনীয় কোনো অপরাধ; অথবা

(ছ) এমন দুর্দান্ত এবং বিপজ্জনক যে জামিন (বা প্রতিভূতি) ছাড়া তাকে মুক্ত রাখা জনসমাজের পক্ষে ঝুঁকিপূর্ণ (বা সঙ্কটজনক), তখন ঐ ম্যাজিস্ট্রেট ঐ ব্যক্তির কাছে এতে অতঃপর বিধৃত পদ্ধতিতে অভিপ্রায় করতে পারেন যে সে কারণ দর্শায় অনধিক তিন বছরের এমন সময়কালের মধ্যে, যে সময় কাল ঐ ম্যাজিস্ট্রেট সঙ্গত মনে করেন তাকে তার সদাচারণ হেতু প্রতিভূ (জামিনদার) সহ মুচলেকা নির্বাহ করার আদেশ কেন দেওয়া যাবে না।

॥ ধারা : ১১১ ॥ প্রদেয় আদেশ [Order to be made]—যখন কোনো ম্যাজিস্ট্রেট, যা বা ধারা-১০৭, ধারা-১০৮, ধারা-১০৯ বা ধারা-১১০-এর অধীন কার্য সম্পাদন করতে গিয়ে প্রয়োজনীয় মনে করেন যে, কোনো ব্যক্তির কাছে অভিপ্রায় করা হোক যাতে সে ঐ ধারা মতে কারণ দর্শায় তখন ঐ ম্যাজিস্ট্রেট প্রাপ্ত সমাচারের সারাংশ, ঐ মুচলেকার টাকার পবিমাণ, যা নির্বাহ করতে হবে, সেই সময়কাল, যে সময়কাল পর্যন্ত তা বলবৎ থাকবে এবং জামিনদাবদের (যদি তেমন কেউ থাকে) প্রয়োজনীয় সংখ্যা, প্রকার, এবং শ্রেণী উল্লেখ করে আদেশ দিবেন।

॥ ধারা : ১১২ ॥ আদালতে উপস্থিত ব্যক্তিদের সম্পর্কে প্রক্রিয়া [Procedure in respect of person present in Court]—যদি ঐ ব্যক্তি, যে ব্যক্তির সম্পর্কে এমন আদেশ দেওয়া হয়, আদালতে উপস্থিত থাকে তাহলে তা তাকে পড়ে শোনানো হবে অথবা যদি সে বাঞ্ছা করে, তাহলে তাকে তার সারসংক্ষেপ বুঝিয়ে দেওয়া যাবে।

॥ ধারা : ১১৩ ॥ অনুপস্থিত ব্যক্তিদের সমন বা পরওয়ানা [Summons or warrant in case of person not so present]—যদি এমন ব্যক্তি আদালতে উপস্থিত না হয়, তাহলে ম্যাজিস্ট্রেট তার কাছে হাজির হওয়া অভিপ্রায় করে সমন বা এমন ব্যক্তি যখন কারা-প্রহরায় (হাজতে) থাকে তখন যে আধিকারিকের কারা-প্রহরায় সে আছে, সেই আধিকারিককে তাকে আদালতে হাজির করার নির্দেশ দিয়ে পরওয়ানা জারি করবে;

প্রকাশ থাকে যে, যখনই এমন ম্যাজিস্ট্রেটের পুলিশ আধিকারিকের রিপোর্টের ভিত্তিতে বা অন্য কোনো সমাচারের ভিত্তিতে (সে রিপোর্ট বা সমাচারের সার-সংক্ষেপ ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক নথিভুক্ত করা হবে), প্রতীয়মান হয় যে, শান্তিভঙ্গের আশঙ্কার কারণ আছে এবং ঐ ধরনের ব্যক্তিকে অবিলম্বে গ্রেপ্তার না করে এমন শান্তিভঙ্গের আশঙ্কা নিবারণ সম্ভব নয় তখন ঐ ম্যাজিস্ট্রেট তার গ্রেপ্তারির জন্য যে কোনো সময় পরওয়ানা জারি করতে পারবেন।

॥ ধারা ঃ ১১৪ ॥ সমন বা পরওয়ানার সঙ্গে আদেশের একটি প্রতিলিপি (কপি) থাকবে [Copy of order to accompany summons or warrant]—ধারা-১১৩-র অধীনে জারিকৃত প্রত্যেকটি সমন বা পরওয়ানার সঙ্গে ধারা-১১১-র অধীনে প্রদত্ত আদেশের একটি প্রতিলিপি (বা কপি) থাকবে এবং ঐ সমন বা পরওয়ানার তামিল বা নির্বাহকারী আধিকারিক ঐ প্রতিলিপি সেই ব্যক্তিকে অর্পণ করবেন যার ওপর তা দেওয়া হয়েছে বা যাকে তাঁর অধীনে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

॥ ধারা ঃ ১১৫ ॥ ব্যক্তিগত হাজিরা থেকে অব্যাহতি দেওয়ার ক্ষমতা [Power to dispense with personal attendance]—যদি ম্যাজিস্ট্রেট যথেষ্ট কারণ দেখতে পান তাহলে তিনি এমন কোনো ব্যক্তিকে, যার কাছে এই মর্মে কারণ দর্শাবাব অভিপ্রায় করা হয়েছে যে, তাকে শান্তি বজায় হেতু বা সদাচারণ হেতু মুচলেকা (বণ্ড) নির্বাহ করার জন্য আদেশ কেন দেওয়া যাবে না, ব্যক্তিগত হাজিরা থেকে অব্যাহতি দিতে পারেন এবং প্লিডাব মাবফৎ হাজির হওয়ার অনুমতি দিতে পারেন (অর্থাৎ ঐ ব্যক্তির বদলে ঐ প্লিডার হাজিব হতে পারে)।

॥ ধারা ঃ ১১৬ ॥ এত্তেলা (সমাচার) সত্যতার ব্যাপারে তদন্ত [Inquiry as to truth of information]—(১) যখন ধারা-১১১-র অধীনে কোনো আদেশ কোনো ব্যক্তিকে, যে ব্যক্তি আদালতে উপস্থিত আছে, ধারা-১১২-র অধীনে পড়ে শোনানো বা বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে অথবা যখন কোনো ব্যক্তি ধারা-১১৩-র অধীনে জারিকৃত সমন বা পরওয়ানার পালন হেতু বা নির্বাহ হেতু ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে হাজির আছে বা আনীত হয়েছে, তখন ম্যাজিস্ট্রেট ঐ এত্তেলার (বা সমাচার) সত্যতার ব্যাপাবে তদন্ত করার জন্য, অগ্রসর হবেন যার ভিত্তিতে ঐ কার্যবাহ করা হয়েছে এবং এমন অতিরিক্ত সাক্ষ্য নিতে পারেন যা তাঁর কাছে প্রয়োজনীয় বলে প্রতীয়মান হবে।

(২) এমন তদন্ত যথাসাধ্য সেই পদ্ধতিতে করা হবে যা সমন মকদ্দমার বিচার কার্য পরিচালনা এবং সাক্ষ্যের নথিভুক্তির জন্য এতে অতঃপর বিধৃত হয়েছে।

(৩) উপধারা-(১) এর অধীনে তদন্ত শুরু হওয়ার পর এবং তা শেষ হওয়াব আগে, ম্যাজিস্ট্রেট যদি মনে করেন যে, শান্তিভঙ্গ বা সার্বজনিক শান্তি-শৃঙ্খলা নষ্ট হওয়ার বা কোনো অপরাধ সংঘটনের নিবারণার্থে বা সার্বজনিক সুরক্ষার (নিরাপত্তার) স্বার্থে অবিলম্বে ব্যবস্থা গ্রহণের প্রয়োজন আছে; তাহলে তিনি এমন কারণসমূহের জন্য, যা লিপিবদ্ধ করা হবে, ঐ ব্যক্তিকে যার সম্পর্কে ধারা-১১১-র অধীনে আদেশ দেওয়া হয়েছে, নির্দেশ দিতে পারে যে, ঐ তদন্ত শেষ হওয়া পর্যন্ত শান্তি বজায় বাখতে বা সদাচরণ বজায় রাখতে জামিনদাব সহ বা

জামিনদার ব্যতীত মুচলেকা নির্বাহ করে এবং যতক্ষণ এমন মুচলেকা নির্বাহ করা না হয় বা নির্বাহতে কোনো অন্যথা হয় বা যতক্ষণ তদন্ত শেষ না হয়, তাকে হাজতে আটক রাখতে পারেন ঃ

প্রকাশ থাকে যে,

(ক) এমন কোনো ব্যক্তিকে, যার বিরুদ্ধে ধারা-১০৮, ধারা-১০৯, বা ধারা-১১০-এর অধীনে কার্যবাহ করা হচ্ছে না, সদাচারী হয়ে থাকা হেতু মুচলেকা নির্বাহ করার জন্য নির্দেশ দেওয়া যাবে না;

(খ) এমন মুচলেকার শর্তাবলী—তা তার টাকার অঙ্কের ব্যাপারে হোক বা প্রতিভূ (জামিনদার) প্রদান করার বা তাদের সংখ্যার বা তাদের দায়িত্বের অর্থ সম্পর্কিত সীমার ব্যাপারেই হোক, সেগুলোর চেয়ে অধিক গুরুভার (অধিক ভারযুক্ত, কষ্টদায়ক) হবে না যা ধারা-১১১-র অধীন আদেশে উল্লিখিত আছে।

(৪) এই ধারা প্রয়োজন হেতু, কোনো ব্যক্তি যদি অভ্যাসগতভাবে অপরাধী হয়, বা এমন দুর্দান্ত বা বিপজ্জনক হয় যে তার প্রতিভূতি ছাড়া মুক্ত রাখা জনসমাজের পক্ষে ঝুঁকিপূর্ণ (বা সঙ্কটজনক), এই তথ্য জনসাধারণের মত বা ধারণার সাক্ষ্য দ্বারা বা অন্যভাবে প্রমাণ করা যেতে পারে।

(৫) যেখানে দুই বা ততোধিক ব্যক্তি তদন্তের অধীন বিষয়ে সংশ্লিষ্ট থাকে সেখানে ম্যাজিস্ট্রেট একই তদন্ত বা পৃথক তদন্তে আদালত যেমন সঙ্গত মনে করবে, তাদের সম্পর্কে কার্যবাহ চালাতে পারে।

(৬) এই ধারার অধীনে তদন্ত; তদন্ত শুরু হওয়ার দিন থেকে ছ' মাসের মধ্যে শেষ করতে হবে এবং তদন্ত যদি এভাবে শেষ করা সম্ভব না হয় তাহলে এই অধ্যায়ের অধীনে উক্ত সময়কাল অতিক্রান্ত হলে কার্যবাহও শেষ হয়ে যাবে যতক্ষণ বিশেষ কারণের ভিত্তিতে, যা লিপিবদ্ধ করা হবে, ম্যাজিস্ট্রেট ভিন্নরূপ কোনো আদেশ না দেন ঃ

প্রকাশ থাকে যে, যেখানে কোনো ব্যক্তিকে এ ধরনের তদন্ত চলতে থাকা কালে আটক রাখা হয়ে থাকে সেখানে ঐ ব্যক্তির বিরুদ্ধে কার্যবাহ, যদি আগেই তা শেষ না হয়ে যায়, তাহলে এমন আটকের ছ'মাস সময়কাল অতিক্রান্ত হলে শেষ হয়ে যাবে।

(৭) যেখানে কার্যবাহ চালু রাখার অনুমতি দিয়ে উপধারা (৬)-এর অধীনে নির্দেশ দেওয়া হয়, সেখানে দায়রা ন্যায়াধীশ ক্ষুব্ধ পক্ষ কর্তৃক কার কাছে কৃত আবেদনের ভিত্তিতে এমন নির্দেশ রদ (বা স্থগিত) করে দিতে পারেন, যদি তার সন্তোষবিধান হয় যে, তা কোনো বিশেষ কারণের ওপর নির্ভরশীল ছিল না বা অসঙ্গত ছিল।

॥ ধারা ঃ ১১৭ ॥ প্রতিভূতি দেওয়ার আদেশ [Order to give security]—যদি তদন্তে প্রমাণ হয়ে যায় যে, যথাস্থিতি, শান্তি বজায় রাখার জন্য বা সদাচারণ টিকিয়ে রাখার জন্য এমনটা আবশ্যক যে, ঐ ব্যক্তি যার সম্পর্কে ঐ তদন্তানুষ্ঠান করা হয়েছে, প্রতিভূ সহ বা প্রতিভূ ব্যতিরেকে, মুচলেকা নির্বাহ করে, তাহলে ম্যাজিস্ট্রেট সেই মতো আদেশ দেবে ঃ প্রকাশ থাকে যে,

(ক) কোনো ব্যক্তিকে সেই প্রকার থেকে ভিন্ন প্রকারের বা ঐ পরিমাণ টাকার

চেয়ে বেশি টাকার অথবা ঐ সময় কালের চেয়ে দীর্ঘতম সময়কালের জন্য প্রতিভূতি প্রদানহেতু আদিষ্ট করা যাবে না, যা ধারা-১১১-র অধীনে প্রদত্ত আদেশে উল্লিখিত আছে;

(খ) প্রত্যেক মুচলেকার টাকার পরিমাণ মকদ্দমার পরিস্থিতির দিকে যথাযথ দৃষ্টি রেখে নির্ধারণ করতে হবে এবং তা অত্যধিক হবে না ;

(গ) যখন ঐ ব্যক্তি যার সম্পর্কে তদন্তানুষ্ঠান করা হয়, অপ্রাপ্ত বয়স্ক হয় (নাবালক), তবে মুচলেকা কেবল তার প্রতিভূদের দ্বারা নির্বাহ করা হবে।

॥ ধারা : ১১৮ ॥ যে ব্যক্তির বিরুদ্ধে এত্তেলা দেওয়া হয়েছিল তার মুক্তি (বা তাকে মুক্তি দান) [Discharge of person informed against]—যদি ধারা-১১৬-র অধীনে তদন্তানুষ্ঠানে এমন প্রমাণ না হয় যে, যথাস্থিতি, শান্তি বজায় রাখার জন্য বা সদাচারণ টিকিয়ে রাখার জন্য এমনটা আবশ্যক হয় যে, ঐ ব্যক্তি, যার সম্পর্কে তদান্তানুষ্ঠান করা হয়েছে, মুচলেকা নির্বাহ করে, তাহলে ম্যাজিস্ট্রেট ঐ নথিতে তার প্রভাব অন্তর্ভুক্ত করবে এবং যদি এমন ব্যক্তি কেবলমাত্র ঐ তদান্তানুষ্ঠানের জন্যই আটক থেকে থাকে তাহলে তাকে মুক্ত করে দেবেন অথবা যদি এমন ব্যক্তি আটক না থেকে থাকে তাহলে তাকে খালাস করে দেবেন।

॥ ধারা : ১১৯ ॥ যে মেয়াদের জন্য প্রতিভূতি আবশ্যক তার শুরু [Commencement of period for which security is required]—(১) যদি কোনো ব্যক্তি, যার সম্পর্কে ধারা-১০৬ বা ধারা-১১৭-এর মতে অধীন প্রতিভূতি চেয়ে এমন আদেশ দেওয়া হয়েছে, এমন আদেশ দেওয়ার সময় কারাবাসের জন্য দণ্ডাদিষ্ট থেকে থাকে বা দণ্ডাদেশ ভোগ করছে এমন হয় তাহলে ঐ সময়কাল, যার জন্য এমন প্রতিভূতি অভিপ্রায় করা হয়েছে, এমন দণ্ডাদেশের অবসানের পর শুরু হবে।

(২) অন্যান্য ক্ষেত্রে এমন সময়কাল, এমন আদেশের তারিখ থেকে শুরু হবে, যতক্ষণ কিনা ম্যাজিস্ট্রেট যথেষ্ট কারণের ভিত্তিতে কোনো মকদ্দমার তারিখ নির্ধারণ (ধার্য) না করেন।

॥ ধারা : ১২০ ॥ মুচলেকার (বণ্ড-এর) অন্তর্ভুক্ত বিষয় [Contents of Bond]—এমন কোনো ব্যক্তি দ্বারা নির্বাহ করতে যাওয়া মুচলেকা তাকে যথাস্থিতি, শান্তি বজায় রাখতে বা সদাচারণ টিকিয়ে রাখতে বাধ্য করবে এবং মকদ্দমার ক্ষেত্রে কারাদণ্ডে দণ্ডনীয় কোনো অপরাধ করা বা করার চেষ্টা বা প্রোৎসাহন দেওয়া, যেখানেই তা করা হোক না কেন, মুচলেকা ভঙ্গ বলে গণ্য হবে (অর্থাৎ তা হবে মুচলেকা ভঙ্গ)।

॥ ধারা : ১২১ ॥ প্রতিভূ (জামিনদার)-কে অস্বীকার করার ক্ষমতা [Power to reject sureties]—(১) ম্যাজিস্ট্রেট কোনো পেশকৃত প্রতিভূকে মেনে নিতে অস্বীকার করতে পারে অথবা নিজের দ্বারা বা তার পূর্ববর্তী দ্বারা এই অধ্যায়ের অধীন প্রথমে মেনে নেওয়া কোনো প্রতিভূকে এই ভিত্তিতে অস্বীকার করতে পারে যে, এমন প্রতিভূ মুচলেকার প্রয়োজন হেতু অনুপযুক্ত ব্যক্তি :

প্রকাশ থাকে যে, এমন প্রতিভূকে (বা জামিনদারকে) এভাবে মেনে নিতে

অস্বীকার করার বা প্রত্যাখ্যান করার আগে ঐ প্রতিভূর উপযুক্ততার ব্যাপারে হয় ব্যক্তিগত ভাবে শপথ নিয়ে তদন্ত করবে অথবা নিজের অধীনস্থ ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে এমন তদন্ত এবং তার সম্পর্কে রিপোর্ট করাবে।

(২) যদি ম্যাজিস্ট্রেট তদন্ত করার আগে প্রতিভূকে এবং এমন ব্যক্তিকে, যে ঐ প্রতিভূ পেশ করেছে, যথাযথ বিজ্ঞপ্তি দেবে এবং তদন্ত করার কালে তার সামনে গৃহীত সাক্ষ্যের সারাংশ নথিভুক্ত করবে।

(৩) যদি ম্যাজিস্ট্রেটের তার সামনে বা উপধারা (১)-এর অধীনে প্রতি নিযুক্ত ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে এমন প্রদত্ত সাক্ষ্যের ওপর এবং এমন ম্যাজিস্ট্রেটের রিপোর্টের ওপর (যদি কিছু থাকে), বিচার করার পর তুষ্টি হয়ে যায় যে, ঐ প্রতিভূ মুচলেকার প্রয়োজন হেতু অনুপযুক্ত হয় তাহলে তিনি ঐ প্রতিভূতে, যথাস্থিতি, মেনে নিতে প্রত্যাখ্যান করার বা অস্বীকার করার আদেশ দেবেন এবং এমন করার জন্য তার কারণগুলো লিপিবদ্ধ করবেন ঃ

প্রকাশ থাকে যে, কোনো প্রতিভূকে যাকে প্রথমেই স্বীকার করে (বা মেনে নেওয়া) হয়েছে, অস্বীকার করার আদেশ দেওয়ার আগে ম্যাজিস্ট্রেট তাঁর সমন বা পরওয়ানা, যেটা তিনি সঙ্গত মনে করবেন, জারি করবেন এবং ঐ ব্যক্তিকে, যার জন্য প্রতিভূ বাধ্য, তাঁর সামনে হাজির করাবেন বা ডেকে পাঠাবেন।

॥ ধারা ঃ ১২২ ॥ প্রতিভূতি দিতে অন্যথা করলে (অর্থাৎ ব্যর্থ হলে) কারাবাস [Imprisonment in default of security]—(১) (ক) যদি কোনো ব্যক্তি, যাকে ধারা-১০৬ বা ধারা-১১৭-র অধীনে প্রতিভূতি দেওয়ার জন্য আদেশ দেওয়া হয়েছে, এমন প্রতিভূতি ঐ তারিখে বা ঐ তারিখের আগে, যেদিন ঐ সময়সীমা, যার জন্য ঐ প্রতিভূতি দিতে হবে, শুরু হয়, না দেয়, তাহলে এতে এর অব্যবহিত পরে উল্লিখিত ক্ষেত্র ব্যতীত কারাগারে পাঠানো হবে, অথবা সে যদি আগের থেকেই কারাগারে আটক থেকে থাকে তাহলে তাকে ততক্ষণ সেখানে আটক রাখা হবে যতক্ষণ ঐ সময় সীমা অতিক্রান্ত না হয় অথবা যতক্ষণ এমন সময় সীমার মধ্যে সে ঐ আদালত বা ম্যাজিস্ট্রেটকে প্রতিভূতি দিয়ে দেয় যিনি তার কাছে অভিপ্রায়কারী আদেশ দিয়েছিলেন।

(খ) যদি কোনো ব্যক্তি দ্বারা ধারা-১১৭-র অধীনে ম্যাজিস্ট্রেটের আদেশ অনুসারে শান্তি বজায় রাখার জন্য প্রতিভূ ছাড়া মুচলেকা নির্বাহ করে দেওয়ার পর, তার সম্পর্কে ঐ ম্যাজিস্ট্রেট বা পদ মর্যাদায় পরবর্তী ম্যাজিস্ট্রেটকে সন্তোষজনকভাবে প্রমাণ করে দেওয়া যায় যে সে মুচলেকার শর্ত ভঙ্গ করেছে, তাহলে ঐ ম্যাজিস্ট্রেট বা পদমর্যাদায় পরবর্তী ম্যাজিস্ট্রেট এমন প্রমাণের কারণসমূহ লিপিবদ্ধ করার পর, আদেশ দিতে পারেন যে, ঐ ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করা হোক এবং মুচলেকার সময় সীমা শেষ হওয়া পর্যন্ত কারাগারে আটক রাখা হোক এবং এমন আদেশ, এমন কোনো অন্য দণ্ড বা অপবর্তনের ওপর প্রতিকূল প্রভাব ফেলবে না, যাতে কিনা উক্ত আইন অনুসারে দায়িত্বাধীন হয়।

(২) যখন ঐ ব্যক্তিকে এক বছরের বেশি সময়ের জন্য প্রতিভূতি দেওয়ার আদেশ ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক প্রদান করা হয়েছে, তখন যদি ঐ ব্যক্তি যথাপূর্বোক্ত ঐ

প্রতিভূতি জমা না দেয় তাহলে ঐ ম্যাজিস্ট্রেট এমন নির্দেশ দিয়ে পরওয়ানা জারি করতে পারেন যে, দায়রা আদালতের আদেশ হওয়া পর্যন্ত ঐ ব্যক্তিকে কারাগারে আটক রাখা হোক এবং ঐ কার্যবাহ সুবিধানুসার সত্বর এমন আদালতের সামনে রাখা যাবে।

(৩) আদালত ঐ কার্যবাহর পরীক্ষা করার এবং ঐ ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে কোনো অন্য সমাচার বা সাক্ষ্যের, যা তিনি প্রয়োজন মনে করবেন, অভিপ্রায় করার পর এবং সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির বক্তব্য শোনার মতো যথাযথ সময় দেওয়ার পর মকদ্দমাতে এমন আদেশ কার্যকর করতে পারেন, যা তিনি উচিত মনে করবেন :

প্রকাশ থাকে যে, ঐ সময় সীমা (যদি কিছু থাকে) যার জন্য কোনো ব্যক্তিকে প্রতিভূতি দিতে ব্যর্থ হওয়ার ফলে কারাগারে আটক করা হয়, তিন বছরের বেশি হবে না।

(৪) যদি একই কার্যবাহতে এমন দুই বা ততোধিক ব্যক্তির কাছে প্রতিভূতির অভিপ্রায় করা হয় যেগুলোর মধ্যে কোনো একটির সম্পর্কে কার্যবাহ দায়রা আদালতকে উপধারা (২)-এর অধীনে উল্লেখ করা হয়েছে, তাহলে এমন নির্দেশে ঐ ব্যক্তিদের মধ্যে অন্য কোনো ব্যক্তিরও, যাকে প্রতিভূতি দেওয়ার জন্য আদেশ দেওয়া হয়েছে, মকদ্দমা সামিল করা হবে এবং উপধারা (২) এবং (৩)-এর বিধানসমূহ ঐ ক্ষেত্রে এমন অন্য ব্যক্তির ক্ষেত্রতেও এই ব্যাপারটি ছাড়া প্রযোজ্য হবে যে, ঐ সময়সীমা (যদি কিছু থাকে) যার জন্য তাকে কারাগারে আটক রাখা যায়, ঐ সময় সীমা থেকে দীর্ঘ হবে না, যার জন্য প্রতিভূতি দেওয়ার নিমিত্ত তাকে আদেশ দেওয়া হয়েছিল।

(৫) দায়রা ন্যায়াধীশ উপধারা (২) বা উপধারা (৪)-এর অধীনে তার সামনে উপস্থাপিত কোনো কার্যবাহ স্বীয় বিবেচনা অনুসারে অবর দায়রা ন্যায়াধীশ বা সহায়ক দায়রা ন্যায়াধীশকে হস্তান্তরিত করতে পারেন এবং এমন হস্তান্তরণের পর ঐ অপর দায়রা ন্যায়াধীশ বা সহকারি দায়রা ন্যায়াধীশ ঐ কার্যবাহর ব্যাপারে এই ধারার অধীনে দায়রা ন্যায়াধীশের ক্ষমতা প্রয়োগ করতে পারেন।

(৬) যদি প্রতিভূতি জেলের ভারপ্রাপ্ত আধিকারিককে অর্পণ করে দেওয়া হয়, তাহলে সে ঐ মকদ্দমাটি ঐ আদালত বা ঐ ম্যাজিস্ট্রেটকে যে আদেশ করেছে, অবিলম্বে প্রেরণ করবে এবং এমন আদালত বা ম্যাজিস্ট্রেটের আদেশের প্রতীক্ষা করবে।

(৭) শান্তি বজায় রাখার জন্য প্রতিভূতি দিতে ব্যর্থ হওয়ার কারণে যে কারাবাস হয় তা হবে বিনাশ্রম।

(৮) সদাচারণের জন্য প্রতিভূতি দিতে ব্যর্থ হওয়ার কারণে কারাবাস, যেখানে কার্যবাহ করা হয়েছে ধারা-১০৮-এর অধীনে সেখানে তা হবে বিনাশ্রম এবং যেখানে কার্যবাহ ধারা-১০৯ বা ধারা-১১০-এর অধীনে করা হয়েছে, প্রত্যেক ক্ষেত্রে যেমন আদালত বা ম্যাজিস্ট্রেট নির্দেশ দেবেন, সশ্রম বা বিনাশ্রম হবে।

॥ ধারা : ১২৩ ॥ প্রতিভূতি দিতে অন্যথার কারণে কারাদণ্ডে দণ্ডিত ব্যক্তিদের ছেড়ে দেবার ক্ষমতা | Power to release persons imprisoned for failing to

give security]—(১) যখনই ধারা-১১৭-র অধীনে কোনো কার্যনির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক প্রদত্ত কোনো আদেশের ক্ষেত্রে জেলা ম্যাজিস্ট্রেট বা অন্য কোনো ক্ষেত্রে মুখ্য ন্যায়িক ম্যাজিস্ট্রেটের এমন অভিমত হয় যে, কোনো ব্যক্তি যে এই অধ্যায়ের অধীন প্রতিভূতি দিতে ব্যর্থ হওয়ার কারণে কারাদণ্ড ভোগ করছে, জন সমাজ বা অন্য কোনো ব্যক্তিকে সঙ্কটে না ফেলে মুক্ত করে দেওয়া যায়, তখন তিনি এমন ব্যক্তিকে খালাস করার জন্য আদেশ দিতে পারেন।

(২) যখনই কোনো ব্যক্তিকে এই অধ্যায়ের অধীনে প্রতিভূতি দিতে ব্যর্থ হওয়ার কারণে হাজতে পাঠানো হয়েছে, তখন উচ্চ আদালত বা দায়রা আদালত অথবা আদেশ যেখানে অন্য কোনো আদালত কর্তৃক প্রদত্ত হয়েছে, সেখানে ধারা-১১৭-র অধীনে কোনো কার্যনির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক প্রদত্ত কোনো আদেশের ক্ষেত্রে জেলা ম্যাজিস্ট্রেট বা অন্য কোনো ক্ষেত্রে মুখ্য ন্যায়িক ম্যাজিস্ট্রেট (Chief Judicial Magistrate) প্রতিভূতির টাকার পরিমাণ বা প্রতিভূদের (জামিনদারদের) সংখ্যা কিংবা যে সময় সীমার জন্য প্রতিভূতি অভিপ্রায় করা হয়েছে সে সময় সীমা কম করে দিয়ে আদেশ দিতে পারে না।

(৩) উপধারা (১)-এর অধীনে প্রদত্ত আদেশ ঐরকম ব্যক্তিকে খালাস নির্দেশ করতে পারে হয় শর্ত ব্যতিরেকে অথবা এমন শর্ত সাপেক্ষে ঐ ব্যক্তি স্বীকার করে।

প্রকাশ থাকে যে, আরোপিত কোনো শর্ত, যে সময় সীমার জন্য প্রতিভূতি দেওয়ার আদেশ দেওয়া হয়েছে, সেই সময় সীমা অতিক্রান্ত হলে (অর্থাৎ শেষ হলে) আর কার্যকর থাকবে না অর্থাৎ অকার্যকর হয়ে পড়বে।

(৪) যে সব শর্তের অধীনে শর্তসাপেক্ষ খালাস করা যেতে পারে রাজ্য সরকার সেই শর্তগুলো বিহিত করে দিতে পারে (বা নির্ধারণ করে দিতে পারে)।

(৫) যদি কোনো শর্ত যার প্রেক্ষিতে কোনো ব্যক্তিকে খালাস করে দেওয়া হয়েছে ধারা-১১৭-র অধীনে কোনো কার্য-নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট দ্বারা প্রদত্ত কোনো আদেশের ক্ষেত্রে জেলা ম্যাজিস্ট্রেট বা অন্য কোনো ক্ষেত্রে মুখ্য ন্যায়িক ম্যাজিস্ট্রেটের মতে, যিনি খালাসের আদেশ দিয়েছিলেন বা তাঁর উত্তরবর্তী ম্যাজিস্ট্রেটের মতে পূরিত হয় নি, তাহলে তিনি ঐ আদেশ রদ করতে (বা স্থগিত করতে) পারেন।

(৬) যখন খালাসের শর্তসাপেক্ষ আদেশ উপধারা (৫)-এর অধীনে রদ (বা স্থগিত) করে দেওয়া হয়, তখন এমন ব্যক্তিকে কোনো পুলিশ আধিকারিক পরওয়ানা ছাড়া গ্রেপ্তার করতে পারবে এবং তারপর ধারা-১১৭-র অধীনে কোনো কার্য নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক প্রদত্ত আদেশের ক্ষেত্রে জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের বা অন্য কোনো মুখ্য ন্যায়িক ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে পেশ করা হবে।

(৭) সেই ক্ষেত্রটি ব্যতিরেকে যেখানে এমন ব্যক্তিকে মূল আদেশের শর্তানুসারে যে সময় সীমার জন্য তাকে প্রথমবার কারাগারে আটক রাখা হয়েছিল বা আটক করার আদেশ দেওয়া হয়েছিল (এবং এমন অংশ ঐ সময় সীমার সমান মনে করা হবে যা খালাসের শর্ত ভঙ্গের তারিখ এবং সেই তারিখের মধ্যবর্তী যে তারিখে এমন শর্তসাপেক্ষ খালাস তাকে তাকে না দেওয়া হলে সে মুক্তি পাবার যোগ্য হতো) সেই সময় সীমার বাকি অংশের জন্য প্রতিভূতি দিয়ে দেয়, ধারা-১১৭-র অধীনে কোনো

কার্য-নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট দ্বারা প্রদত্ত কোনো আদেশের ক্ষেত্রে জেলা ম্যাজিস্ট্রেট বা কোনো অন্য ক্ষেত্রে মুখ্য ন্যায়িক ম্যাজিস্ট্রেট ঐ ব্যক্তিকে এমন বাকি অংশ (বা ভাগ) ভোগ করার জন্য (অর্থাৎ দণ্ড ভোগ করার জন্য) কারাগারে পাঠাতে পারেন।

(৮) উপধারা (৭)-এর অধীনে কারাগারে প্রেরিত ব্যক্তিকে, এমন আদেশ প্রদানকারী আদালত বা ম্যাজিস্ট্রেটকে বা তাদের উত্তরবর্তীকে (অর্থাৎ স্থলাভিষিক্তকে) পূর্বোক্ত বাকি অংশের জন্য মূল আদেশের শর্ত অনুসারে প্রতিভূতি দিয়ে দিলে, ধারা-১২২-এর বিধানসমূহের অধীনে যে কোনো সময় মুক্ত করে দেওয়া যেতে পারে।

(৯) উচ্চ আদালত বা দায়রা আদালত শান্তি বজায় রাখার জন্য বা সদাচারণের জন্য মুচলেকা, যে মুচলেকা তার দ্বারা প্রদত্ত কোনো আদেশের দ্বারা এই অধ্যায়ের অধীন নির্বাহ করা হয়েছে, লিপিবদ্ধ করা হবে এমন যথেষ্ট কারণে যে কোনো সময়ে বাতিল করে (বা রদ করে বা স্থগিত করে) দিতে পারেন এবং যেখানে এমন মুচলেকা ধারা—১১৭-র অধীনে কোনো কার্য-নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট দ্বারা প্রদত্ত কোনো আদেশের ক্ষেত্রে জেলা ম্যাজিস্ট্রেট বা কোনো অন্য মামলায় মুখ্য ন্যায়িক ম্যাজিস্ট্রেটের বা তার জেলার কোনো আদালতের আদেশের অধীনে নির্বাহ করা হয়েছে, সেখানে তিনি তা এভাবে বাতিল করতে পারেন।

(১০) কোনো প্রতিভূ, যে কোনো অন্য ব্যক্তির শান্তিপূর্ণ আচারণ বা সদাচারণের জন্য এই অধ্যায়ের অধীনে মুচলেকা নির্বাহ করার জন্য আদিষ্ট হয়েছে, এমন আদেশ প্রদানকারী আদালতের কাছে মুচলেকা বাতিল করার জন্য যে কোনো সময় আবেদন করতে পারে এবং এমন আবেদন করা হলে, আদালত যে ব্যক্তির জন্য এমন প্রতিভূ বাধ্য, সেই ব্যক্তির হাজিরার বা তাকে আদালতের সামনে আনার অভিপ্রায় করে সমন বা পরওয়ানা, যা সঙ্গত মনে করবে, জারি করবে।

॥ ধারা : ১২৪ ॥ মুচলেকার (বণ্ড-এর) বাকি মেয়াদের জন্য প্রতিভূতি [Security for unexpired period of bond]—(১) যখন ঐ ব্যক্তি যার হাজিরার জন্য ধারা-১২১-এর উপধারা (৩)-এর ব্যতিক্রমের (বা অনুবিধির) অধীন বা ধারা-১২৩-এর উপধারা (১০)-এর অধীনে সমন বা পরওয়ানা জারি করা হয়েছে, ম্যাজিস্ট্রেট বা আদালতের সামনে হাজির হয় বা তাকে আনা হয় তখন ঐ ম্যাজিস্ট্রেট বা আদালত এমন ব্যক্তি দ্বারা নির্বাহকৃত মুচলেকা বাতিল করে দেবে এবং ঐ ব্যক্তিকে এমন এমন মুচলেকার সময়-সীমার বাকি অংশের জন্য মূল প্রতিভূতি যেমন ছিল তেমন ধরনেরই নতুন প্রতিভূতি দেওয়ার জন্য আদেশ দেবে।

(২) এমন প্রত্যেক আদেশ ধারা-১২০ থেকে ধারা-১২৩ পর্যন্ত ধারা সমূহের (যেগুলোর মধ্যে এই দুই ধারাও আছে) প্রয়োজন হেতু যথাস্থিতি ধারা-১০৬ বা ধারা-১১৭-র অধীনে প্রদত্ত আদেশ বলে মনে করা হবে।

অধ্যায় ঃ ৯
[CHAPTER ঃ IX]

স্ত্রী, ছেলেমেয়ে এবং বাবা-মায়ের ভরণ-পোষণের জন্য আদেশ
(Order for Maintenance of Wives, Children and Parents)

ধারা ১২৫ থেকে ধারা ১২৮

[Section 125 to Section 128]

॥ ধারা ঃ ১২৫ ॥ স্ত্রী, ছেলেমেয়ে এবং বাবা-মায়ের ভরণ-পোষণের জন্য আদেশ [Order for maintenance of wives, children and parents]—(১) যদি যথেষ্ট (আর্থিক) সংস্থান থাকা কোনো ব্যক্তি—

(ক) তার স্ত্রীর, যে নিজের ভরণ-পোষণ চালাতে অসমর্থ; বা

(খ) তার বৈধ বা অবৈধ অপ্রাপ্ত বয়স্ক সন্তানের সে বিবাহিত হোক বা না হোক, যে তার নিজের ভরণ-পোষণ চালাতে অসমর্থ; বা

(গ) তার বৈধ বা অবৈধ সন্তানের (যে বিবাহিত কন্যা নয়), যে প্রাপ্ত বয়স্ক হয়েছে, যেক্ষেত্রে এমন সন্তান কোনো শারীরিক বা মানসিক ভারসাম্যহীনতা বা আঘাতের কারণে নিজের ভরণ-পোষণ চালাতে অসমর্থ; অথবা

(ঘ) তার বাবা-মা, যারা তার ভরণ-পোষণ চালাতে অসমর্থ, ভরণ-পোষণ চালাতে অবহেলা করে বা ভরণ-পোষণ চালাতে অস্বীকার করে তাহলে প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট এমন অবহেলা বা অস্বীকার প্রমাণিত হওয়ার পর এমন ব্যক্তিকে স্ত্রীর বা ঐ রকম সন্তান, বাবা বা মায়ের ভরণ-পোষণের জন্য অনধিক পাঁচশ টাকার মধ্যে প্রতিমাসে এমন পরিমাণ টাকা যা ম্যাজিস্ট্রেট সঙ্গত মনে করবে, মাসিক ভাতা (বা মাসোহারা) দেওয়ার জন্য নির্দেশ দিতে পারবে এবং ঐ মাসোহারা এমন ব্যক্তিকে প্রদান করাবে যা প্রদান করার জন্য ম্যাজিস্ট্রেট মাসে মাসে নির্দেশ দেবে ঃ

প্রকাশ থাকে যে, ম্যাজিস্ট্রেট প্রকরণ (খ)-এ নির্দিষ্ট অপ্রাপ্ত বয়স্ক কন্যার বাবাকে নির্দেশ দিতে পারবে যে, সে সেই সময় পর্যন্ত এমন মাসোহারা দেবে যতক্ষণ সে প্রাপ্তবয়স্ক না হয়ে ওঠে, যদি ম্যাজিস্ট্রেট সন্তুষ্ট হয়ে যান যে, ঐ অপ্রাপ্ত বয়স্ক কন্যার, যদি সে বিবাহিতা হয়, স্বামীর যথেষ্ট (আর্থিক) সংস্থান নেই।

স্পষ্টীকরণ—এই অধ্যায়ের প্রয়োজন হেতু—

(ক) অপ্রাপ্ত বয়স্ক বলতে এমন ব্যক্তিকে বুঝায়, যার সম্পর্কে ভারতীয় প্রাপ্ত বয়স্কতা অধিনিয়ম, ১৮৭৫ (১৮৭৫-এর ৯)-এর বিধানসমূহের অধীনে মনে করা হয় যে, সে প্রাপ্তবয়স্কতা লাভ করেনি।

(খ) স্ত্রী-র অন্তর্ভুক্ত এমন স্ত্রী-ও হবে, যার স্বামী বিবাহ-বিচ্ছেদ নিয়ে নিয়েছে,

অথবা যে তার স্বামীর থেকে বিবাহ-বিচ্ছেদ নিয়ে নিয়েছে এবং যে পরে আর বিয়ে করেনি।

(২) এমন ভাতা (বা বৃত্তি বা মাসোহারা) আদেশের তারিখ থেকে অথবা যদি এমন আদেশ দেওয়া হয় তাহলে ভরণ-পোষণের জন্য আবেদন করার তারিখ থেকে প্রদেয় হবে।

(৩) যদি কোনো ব্যক্তি, যাকে আদেশ দেওয়া হয়েছে, ঐ আদেশ মান্য করতে যথেষ্ট কারণ ব্যতিরেকে অন্যথা করে (অর্থাৎ ব্যর্থ হয়) তাহলে ঐ আদেশের প্রত্যেক অংশের জন্য এমন কোনো ম্যাজিস্ট্রেট প্রদেয় টাকা এমন পদ্ধতিতে ধার্যকরণের জন্য পরওয়ানা জারি করতে পারেন যেমন পদ্ধতি জরিমানা (বা অর্থদণ্ড) ধার্যকরণের জন্য বিধৃত আছে এবং ঐ পরওয়ানা নির্বাহ করার পর প্রত্যেক মাসের অ-পরিশোধ্য পুরো ভাতা বা তার কোনো অংশের জন্য এমন ব্যক্তিকে এক মাস সময়কালের জন্য অথবা যদি সে তার আগে টাকা শোধ করে দেয় তাহলে শোধ করে দেওয়া পর্যন্ত সময়ের জন্য, কারাদণ্ডের আদেশ দিতে পারেন :

প্রকাশ থাকে যে, এই ধারার অধীন প্রদেয় কোনো টাকা আদায়ের জন্য কোনো পরওয়ানা (ওয়ারেন্ট) ততক্ষণ জারি করা যাবে না যতক্ষণ ঐ টাকা ধার্য করার জন্য, যেদিন ঐ টাকা প্রদেয় হয় সেই তারিখ থেকে এক বছরের সময় সীমার মধ্যে আদালতে আবেদন না করা হয় :

আরও প্রকাশ থাকে যে, যদি এমন ব্যক্তি এই শর্তে ভরণ-পোষণ দেওয়ার প্রস্তাব দেয় যে, তার স্ত্রী তার সঙ্গে বসবাস করবে এবং সে তার স্বামীর সঙ্গে বাস করতে স্বীকার না করে তাহলে এমন ম্যাজিস্ট্রেট তার দ্বারা কথিত অস্বীকারকরণের কোনো কারণের ওপর বিচার-বিবেচনা করতে পারে এবং এমন প্রস্তাব দেওয়ার পরও ঐ ম্যাজিস্ট্রেট এই ধারার অধীনে আদেশ দিতে পারেন যদি তাঁর সন্তুষ্টিবিধান হয়ে যায় যে, এমন আদেশ দেওয়ার জন্য আইনানুগ ভিত্তি আছে।

স্পষ্টীকরণ—যদি স্বামী অন্য কোনো মহিলাকে বিয়ে করে নেয় বা রক্ষিতা (বা সেবাদাসী) রাখে তাহলে এই ব্যাপারটাকে তার স্ত্রীর তার সঙ্গে থাকতে অস্বীকার করার আইনসঙ্গত কারণ (বা ভিত্তি) বলে ধরা হবে।

(৪) কোনো স্ত্রী তার স্বামীর কাছে এই ধারার অধীনে ভাতা পাওয়ার জন্য যোগ্য হবে না, যদি সে ব্যাভিচারিণী জীবন-যাবন করে অথবা যদি সে যথেষ্ট কারণ ব্যতিরেকে তার স্বামীর সঙ্গে বসবাস করতে অস্বীকার করে অথবা যদি তারা পারস্পরিক সম্মতিতে পৃথকভাবে বসবাস করে।

(পারস্পরিক সম্মতি বলতে বুঝায় আলাদা বসবাস করার ব্যাপারে উভয়ের উভয়কে সম্মতি)।

(৫) ম্যাজিস্ট্রেট ঐ আদেশ বাতিল (বা রদ) করতে পারেন যদি এটা প্রমাণ হয়ে যায় যে, কোনো স্ত্রী, যার অনুকূলে এই ধারার অধীনে আদেশ দেওয়া হয়েছে, ব্যাভিচারিণী জীবন-যাপন ব্যতীত অথবা যথেষ্ট কারণ ব্যতিরেকে স্বামীর সঙ্গে থাকতে অস্বীকার করে অথবা তারা পারস্পরিক সম্মতিতে পৃথক ভাবে বসবাস করে।

॥ ধারা : ১২৬ ॥ প্রক্রিয়া [Procedure]—(১) কোনো ব্যক্তির বিরুদ্ধে ধারা-১২৫-এর অধীন কার্যবাহ এমন কোনো জেলাতে করা যেতে পারে—

(ক) যেখানে সে আছে; অথবা

(খ) যেখানে সে বা তার স্ত্রী বসবাস করে; অথবা

(গ) যেখানে সে শেষ বারের মতো, যথাস্থিতি নিজের স্ত্রীর সঙ্গে বা অবৈধ সন্তানের মায়ের সঙ্গে বসবাস করেছে।

(২) এ ধরনের কার্যবাহতে সমস্ত সাক্ষ্য প্রমাণ এমন ব্যক্তির যার বিরুদ্ধে ভরণ-পোষণের জন্য টাকা প্রদানের আদেশ দেওয়ার প্রস্তাব করা হয়েছে অথবা যখন তাকে ব্যক্তিগত হাজিরা থেকে রেহাই দেওয়া হয়েছে, তখন তার প্লিডারের উপস্থিতিতে দেওয়া হবে এবং যেমন পদ্ধতি এমন মকদ্দমার জন্য বিহিত আছে তেমন পদ্ধতিতে তা নথিভুক্ত করা হবে :

প্রকাশ থাকে যে, যদি ম্যাজিস্ট্রেটের সন্তুষ্টি বিধান হয়ে যায় যে এমন ব্যক্তি, যার বিরুদ্ধে ভরণ-পোষণের জন্য টাকা প্রদানের আদেশ দেওয়ার প্রস্তাব করা হয়েছে, জেনে শুনে (বা ইচ্ছা করে) তার নির্বাহ এড়িয়ে যাচ্ছে বা ইচ্ছা করে কোর্টে হাজির হওয়ার ব্যাপারে অবহেলা করছে তাহলে ম্যাজিস্ট্রেট ঐ মকদ্দমা এক তরফা ভাবে শুনানির জন্য এবং নিষ্পত্তির জন্য অগ্রসর হতে পারেন এবং এভাবে প্রদত্ত কোনো আদেশ, আদেশের তারিখ থেকে তিন মাসের মধ্যে করা আবেদনের ভিত্তিতে প্রদর্শিত উপযুক্ত কারণে এমন শর্তসাপেক্ষে যার মধ্যে বিরোধী পক্ষকে খরচ-খরচা প্রদানের ব্যাপারে এমন শর্তও আছে, যা ম্যাজিস্ট্রেট আইন সম্মত ও যথার্থ মনে করেন, বাতিল করা যেতে পারে।

(৩) ধারা-১২৫-এর অধীন আবেদনের ভিত্তিতে কার্যবাহ করার ব্যাপারে আদালতের ক্ষমতা থাকবে যে, আদালত ঐ ধরনের ব্যাপারে এমন আদেশ দিতে পারে যা আইন সঙ্গত।

॥ ধারা : ১২৭ ॥ ভাতা-তে পরিবর্তন [Alteration in allowance]—(১) ধারা-১২৫ অনুসারে মাসিক ভাতা ভোগ করছেন (অর্থাৎ পাচ্ছেন) এমন ব্যক্তির অথবা যেখানে যেমন, একই ধারা অনুসারে যে ব্যক্তিকে আদেশ দেওয়া হয়েছে তার স্ত্রীকে, সন্তানকে পিতা বা মাতাকে মাসিক ভাতা দিতে, সেই ব্যক্তির পরিস্থিতির পরিবর্তন হওয়ার প্রমাণ সাপেক্ষে ম্যাজিস্ট্রেট যেমন উপযুক্ত মনে করেন মাসিক ভাতার তেমন পরিবর্তন করতে পারেন :

প্রকাশ থাকে যে, তিনি যদি ভাতা বাড়িয়েও দেন তাও সেই ভাতার মাসিক হার মোট পাঁচশ' টাকার বেশি হবে না (অর্থাৎ অনধিক পাঁচশ টাকার যে হার নির্ধারিত আছে তাকে অতিক্রম করবে না, উদাহরণস্বরূপ চলতি ভাতা যদি মাসিক ৪০০ টাকা হয় তাহলে ম্যাজিস্ট্রেট তাকে বাড়িয়ে বড় জোর মাসিক ৫০০ টাকা করতে পারেন, তার বেশি নয়, ব্যক্তির অবস্থার পরিবর্তন যেমনই হোক না কেন।

(২) যেখানে ম্যাজিস্ট্রেটের এমন প্রতীয়মান হয় যে, ধারা-১২৫-এর অধীন প্রদত্ত কোনো আদেশ কোনো উপযুক্ত দেওয়ানী আদালতের কোনো সিদ্ধান্তের পরিণাম স্বরূপ বাতিল করা বা পরিবর্তন করা প্রয়োজন সেখানে তিনি যেখানে যেমন, ঐ আদেশকে সেই মতো বাতিল বা পরিবর্তিত করে দেবেন।

(৩) যেখানে ধারা-১২৫-এর অধীন কোনো আদেশ এমন স্ত্রীর অনুকূলে দেওয়া হয়েছে, যার স্বামী তার সঙ্গে বিবাহ-বিচ্ছেদ নিয়ে নিয়েছে অথবা যে স্ত্রী তার স্বামীর থেকে বিবাহ-বিচ্ছেদ নিয়ে নিয়েছে সেখানে যদি ম্যাজিস্ট্রেটের মীমাংসা (বা তুষ্টি বিধান) হয়ে যায় যে—

(ক) ঐ স্ত্রীলোকটি এমন বিবাহ-বিচ্ছেদের তারিখের পর পুনর্বিবাহ করেছে তাহলে তিনি এমন আদেশকে তার পুনর্বিবাহের তারিখ থেকে বাতিল করে দেবেন (অর্থাৎ ঐ আদেশ সেক্ষেত্রে পুনর্বিবাহের তারিখ পর্যন্তই বহাল থাকতে পারবে)।

(খ) ঐ স্ত্রীলোকটির স্বামী তার সঙ্গে বিবাহ-বিচ্ছেদ ঘটিয়েছে এবং ঐ স্ত্রী ঐ আদেশের আগে বা পরে সেই টাকা পুরোপুরি পেয়ে গেছেন যা পক্ষদের ওপর বলবৎ কোনো প্রথাহেতু বা নিজস্ব আইন মোতাবেক এধরনের বিবাহ-বিচ্ছেদের ক্ষেত্রে প্রদেয় ছিল, তাহলে তিনি এমন আদেশ—

(এক) সেইক্ষেত্রে, যেক্ষেত্রে এমন টাকা ঐ আদেশের আগে প্রদত্ত হয়েছিল, ঐ আদেশ প্রদানের তারিখ থেকে বাতিল করে দেবেন ;

(দুই) অন্য কোনো ক্ষেত্রে ঐ সময় সীমার, যদি থাকে, যার জন্য স্বামী কর্তৃক ঐ স্ত্রীকে প্রকৃতপক্ষে ভরণ-পোষণ দেওয়া হয়েছে, অতিক্রমণের তারিখ থেকে বাতিল করে দেবেন।

(গ) ঐ স্ত্রীলোকটি তার স্বামীর সঙ্গে বিবাহ-বিচ্ছেদ নিয়েছে এবং সে তার বিবাহ-বিচ্ছেদের পর তার ভরণ-পোষণের অধিকার স্বেচ্ছায় ত্যাগ করেছে, তাহলে আদেশটি ঐ আদেশের তারিখ থেকে বাতিল করে দেবেন।

(৪) কোনো ভরণ-পোষণ বা পণের, এমন কোনো ব্যক্তি দ্বারা যাকে ধারা-১২৫-এর অধীনে কোনো মাসিক ভাতা প্রদানের আদেশ দেওয়া হয়েছে, টাকা আদায়ের জন্য ডিক্রি দেওয়ার সময় দেওয়ানী আদালত সেই টাকারও গণনা করবেন, যা ঐ আদেশ অনুসারে মাসিক ভাতা হিসেবে ঐ ব্যক্তিকে দেওয়া হয়েছে অথবা ঐ ব্যক্তি দ্বারা আদায় করা হয়েছে।

॥ ধারা : ১২৮ ॥ ভরণ-পোষণের আদেশের বলবৎকরণ [Enforcement of order of maintenance]—ভরণ-পোষণের আদেশের প্রতিলিপি, ঐ ব্যক্তিকে, যার অনুকূলে তা দেওয়া হয়েছে অথবা তার অভিভাবককে, যদি কেউ থাকে অথবা ঐ ব্যক্তিকে, যাকে ভাতা দিতে হবে, বিনা ব্যয়ে দেওয়া হবে এবং এমন আদেশের বলবৎকরণ এমন স্থানে, সেখানে ঐ ব্যক্তি আছে, যার বিরুদ্ধে ঐ আদেশ দেওয়া হয়েছিল, কোনো ম্যাজিস্ট্রেট দ্বারা পক্ষদের শনাক্তকরণের ব্যাপারে এবং প্রদেয় ভাতা না দেওয়ার ব্যাপারে ঐ ম্যাজিস্ট্রেটের তুষ্টি বিধানের পর, করা যেতে পারে।

অধ্যায় ঃ ১০
[CHAPTER ঃ X]
সার্বজনিক শৃঙ্খলা ও প্রশান্তি বজায় রাখা
(Maintenance of Public Order and Tranquillity)
ধারা ১২৯ থেকে ধারা ১৪৮
[Section 129 to Section 148]
ক. বেআইনী সমাবেশ (বা জমায়েত)
(A. Unlawful Assemblies)

॥ ধারা ঃ ১২৯ ॥ অসামরিক বল প্রয়োগ করে সমাবেশ (বা জমায়েত) ছত্রভঙ্গ করা [Dispersal of assembly by use of civil force]—(১) কোনো কার্য নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট বা পুলিশ থানার ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক বা এমন ভারপ্রাপ্ত আধিকারিকের অনুপস্থিতিতে অবর পরিদর্শকের পদ মর্যাদার চেয়ে নিম্ন মর্যাদার নয় এমন পুলিশ আধিকারিক কোনো বে-আইনী সমাবেশ অথবা পাঁচ বা ততোধিক ব্যক্তিদের এমন কোনো ধরনের সমাবেশকে, যে সমাবেশের জন্য সার্বজনিক শান্তি বিঘ্নিত হওয়ার সম্ভাবনা আছে, ছত্রভঙ্গ হওয়ার (বা সমাবেশ ছেড়ে চলে যাবার) আদেশ দিতে পারে এবং তখন ঐ ধরনের সমাবেশের কর্তব্য হবে সেই মতো সমাবেশ ভেঙে (বা ছেড়ে) চলে যাওয়া।

(২) যদি আদেশ দেওয়ার পরও সমাবেশ ভেঙে দেওয়া না হয় বা যদি এমন ভাবে আদিষ্ট না হয়ে তার এমন আচরণ করতে থাকে যাতে তা না ভাঙার (অর্থাৎ ছত্রভঙ্গ না হওয়ার) সিদ্ধান্ত দর্শিত হয় তাহলে উপধারা (১)-এ নির্দিষ্ট (উল্লিখিত) কোনো কার্য নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট বা পুলিশ আধিকারিক ঐ সমাবেশ বলপ্রয়োগ করে ছত্রভঙ্গ করার কার্যবাহ চালাতে পারে এবং কোনো পুরুষ ব্যক্তির কাছে, যে সশস্ত্র বলের আধিকারিক বা সদস্য নয় এবং সেই সূত্রে কর্মরত নয়, এমন সমাবেশ ছত্রভঙ্গ করার প্রয়োজন হেতু, আর যদি আবশ্যক হয় তাহলে সেই ব্যক্তিদের যারা তাতে সম্মিলিত হয়েছে, যাতে তাদের ছত্রভঙ্গ করা যায় এবং তাদের আইনানুসারে দণ্ড দেওয়া যায় তার জন্য গ্রেপ্তার ও আটক করার জন্য, সাহায্যের অভিপ্রায় (ঐ পুরুষ ব্যক্তিদের কাছে) করতে পারে।

॥ ধারা ঃ ১৩০ ॥ সমাবেশ ছত্রভঙ্গ করার জন্য সশস্ত্র বলের প্রয়োগ [Used of armed forces to disperse assembly]—(১) যদি কোনো সমাবেশ অন্য কোনো ভাবে ভেঙে দেওয়া না যায় এবং যদি সার্বজনিক নিরাপত্তার (বা সুরক্ষার) জন্য সমাবেশ ভেঙে দেওয়ার প্রয়োজন হয় তাহলে উচ্চতম পদ মর্যাদার কার্য-নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট, যিনি উপস্থিত আছেন, সশস্ত্র বল দ্বারা ঐ সমাবেশ ভেঙে দিতে (বা ছত্রভঙ্গ করে দিতে) পারেন।

(২) এহেন ম্যাজিস্ট্রেট এমন কোনো আধিকারিকের কাছে যিনি সশস্ত্র বলের

ব্যক্তিদের কোনো দলের নির্দেশ দান করছেন, তিনি তাঁর নির্দেশাধীন সশস্ত্র বলের সাহায্যে সমাবেশ ছত্রভঙ্গ করে দিন, এমন অভিপ্রায় করতে পারেন এবং ঐ সমাবেশে সম্মিলিত ব্যক্তিদের, যাদের উদ্দেশ্যে ম্যাজিস্ট্রেট বা যাদের সমাবেশ ভেঙে দেবার বা আইনানুসার দণ্ড দেবার জন্য গ্রেপ্তার ও আটক করা আবশ্যক, গ্রেপ্তার ও আটক করার জন্য নির্দেশ দেবেন।

(৩) সশস্ত্র বলের এমন প্রত্যেক আধিকারিক এ ধরনের অভিপ্রায় মান্য করবেন এমন পদ্ধতিতে যেমন তাঁরা যথার্থ মনে করবেন, তবে এমনটা করতে গিয়ে তাঁরা ততটা বলেরই প্রয়োগ করবেন এবং শরীর ও সম্পত্তির ততটাই ক্ষতিসাধন করবেন, যতটা ঐ সমাবেশ ভেঙে দেওয়ার (বা ছত্রভঙ্গ করার) জন্য এবং ঐ ব্যক্তিদের গ্রেপ্তার ও আটক করার জন্য প্রয়োজন হয়।

॥ ধারা : ১৩১ ॥ সমাবেশ ছত্রভঙ্গ করার জন্য সশস্ত্র বাহিনীর নির্দিষ্ট কিছু আধিকারিকের ক্ষমতা [Power of certain armed force officers to disperse assembly]—যখন এমন কোনো সমাবেশ সুস্পষ্টতই সার্বজনিক সুরক্ষাকে সংকটাপন্ন করে তোলে এবং কোনো কার্য-নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটের সঙ্গে যোগাযোগ করা সম্ভব হয়ে ওঠে না, তখন সশস্ত্র বলের কোনো কমিনশার প্রাপ্ত বা গেজেটেড আধিকারিক এ ধরনের সমাবেশ, নিজের নির্দেশাধীন (নিয়ন্ত্রণাধীন, হুকুমের অধীন) সশস্ত্র বলের সাহায্যে ভেঙে দিতে (বা ছত্রভঙ্গ করে দিতে) পারেন এবং এমন ব্যক্তিদের যারা তাতে সম্মিলিত আছে, এমন সমাবেশ ছত্রভঙ্গ করতে (অর্থাৎ ভেঙে দিতে) বা এজন্য যে, তাদের আইনানুসারে দণ্ড দেওয়া যায়, গ্রেপ্তার করা যায় বা আটক করা যায় কিন্তু যদি ঐ সময়ে যখন তিনি এই ধারার অধীনে কর্মরত আছেন, কার্য-নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করা তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়ে ওঠে. তাহলে তা তিনি করছেন এবং অতঃপর এমন কার্যবাহ তিনি চালাতে থাকবেন কি থাকবেন না, সে ব্যাপারে ম্যাজিস্ট্রেটের নির্দেশ মান্য করবেন।

॥ ধারা : ১৩২ ॥ পূর্ববর্তী ধারার অধীন কৃত কার্যের জন্য অভিযোজনের (আইনানুগ প্রতিবিধান ব্যবস্থার প্রক্রিয়ার) বিরুদ্ধে সুরক্ষা [Protection against prosecution for acts done under Preceding sections]—(১) যে কাজ ধারা-১২৯, ধারা-১৩০ বা ধারা-১৩১-এর অধীনে করা হয়েছে বলে অনুমিত হচ্ছে, তেমন কাজের জন্য কোনো ব্যক্তির বিরুদ্ধে কোনো অভিযোজন (prosecution) কোনো ফৌজদারী আদালতে—

(ক) সেখানে এমন ব্যক্তি কোনো সশস্ত্র বলের একজন আধিকারিক বা সদস্য, সেখানে কেন্দ্রীয় সরকারের অনুমোদন ব্যতিরেকে দায়ের করা যাবে না;

(খ) অন্য কোনো ক্ষেত্রে রাজ্য সরকারের অনুমোদন ব্যতিরেকে দায়ের করা যাবে না।

(২) (ক) উক্ত ধারাগুলোর মধ্যে কোনোটির সাপেক্ষে সদ্ভাবনা পূর্বক কার্য সম্পাদনকারী কোনো কার্য-নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট বা পুলিশ আধিকারিকের সম্পর্কে—

(খ) ধারা-১২৯ বা ধারা-১৩০-এর অধীনে অভিপ্রায় মান্যতার উদ্দেশ্যে সদ্ভাবনাপূর্বক কার্য সম্পাদনকারী কোনো ব্যক্তির সম্পর্কে ;

(গ) ধারা-১৩১-এর অধীনে সদ্‌ভাবনাপূর্বক কার্য সম্পাদনকারী কোনো সশস্ত্র বলের কোনো আধিকারিকের সম্পর্কে ;

(ঘ) সশস্ত্র বলের কোনো সদস্য যে আদেশ পালন করার জন্য বাধ্য তা পালন করতে গিয়ে সম্পাদিত কোনো কার্যের জন্য ঐ সদস্য সম্পর্কে।

এমন মনে করা হবে না যে তিনি তার দ্বারা কোনো অপরাধ করেছেন।

(৩) এই ধারাতে এবং এই অধ্যায়ের পূর্ববর্তী ধারায়—

(ক) **সশস্ত্র বল** এই অভিব্যক্তির দ্বারা স্থল বাহিনী হিসেবে কর্মরত সামরিক বাহিনী, নৌ-বাহিনী ও বিমান বাহিনী বুঝাবে এবং এই ভাবে কর্মরত কেন্দ্রীয় সরকারের অন্য সব সশস্ত্র বাহিনীও এর অন্তর্ভুক্ত;

(খ) সশস্ত্র বলের সম্পর্কে **আধিকারিক** বলতে সশস্ত্র বলের অফিসার হিসেবে কমিশনপ্রাপ্ত, গেজেটেড বা বেতনভোগী ব্যক্তি বুঝাবে এবং এর অন্তর্গত কনিষ্ঠ কমিশন প্রাপ্ত অফিসার, পরওয়ানা অফিসার, পেটি অফিসার, কমিশন প্রাপ্ত নয় এমন অফিসার এবং গেজেটেড নয় (নন-গেজেটেড) এমন অফিসারও থাকবেন;

(গ) সশস্ত্র বল সম্পর্কে **সদস্য** বলতে সশস্ত্র বলের আধিকারিকের থেকে ভিন্ন তার কোনো সদস্য বুঝাবে।

খ. সার্বজনিক উপদ্রব

(B. Public Nuisance)

॥ ধারা : ১৩৩ ॥ উপদ্রব অপসারণার্থ শর্তাধীন আদেশ [Conditional order for removal of nuisance]—(১) যখন কোনো জেলা ম্যাজিস্ট্রেট বা মহকুমা ম্যাজিস্ট্রেটের বা রাজ্য সরকার দ্বারা এই নিমিত্ত বিশেষ করে সক্ষম কোনো অন্য কার্য-নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটের কোনো পুলিশ আধিকারিকের কাছে রিপোর্ট বা অন্য এত্তেলা (সমাচার) পাওয়ার পর এবং এমন সাক্ষ্য (যদি কিছু থাকে) নেওয়ার পর, যেমন তিনি সঙ্গত মনে করেন, এমন অভিমত পোষণ করেন যে,—

(ক) কোনো সার্বজনিক স্থান বা রাস্তার, নদী বা খাল থেকে, যা জনসাধারণ কর্তৃক ব্যবহৃত হয়, বা ব্যবহারে লাগানো যেতে পারে, কোনো আইন বিরুদ্ধ (বেআইনী) বাধা বা উপদ্রব সরানো দরকার; অথবা

(খ) কোনো ব্যবসা বা পেশা চালানো বা কোনো মাল বা পণ্যবস্তু রাখা সামাজিক স্বাস্থ্য বা শারীরিক সুখের পক্ষে হানিকারক এবং পরিণামে এমন ব্যবসা বা পেশা নিষিদ্ধ বা নিয়ন্ত্রিত করা সমীচীন বা এমন মাল বা পণ্যবস্তু সরিয়ে দেওয়া সমীচীন অথবা তা রাখা নিয়ন্ত্রিত করা সমীচীন; অথবা

(গ) কোনো অট্টালিকার নির্মাণ বা কোনো পদার্থের বিলিবন্দেজ যাতে এমন সম্ভাবনা থাকে যে, অগ্নিকাণ্ড বা বিস্ফোরণ ঘটতে পারে, নিষিদ্ধ করা বা বন্ধ করে দেওয়া সমীচীন; অথবা

(ঘ) কোনো অট্টালিকা, তাঁবু বা কাঠামো বা কোনো গাছ এমন অবস্থায় আছে যে পড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে বা ঐ এলাকায় বসবাসকারী, ব্যবসাকারী বা তার

কাছ দিয়ে যাতায়াতকারী ব্যক্তি তার থেকে ক্ষতির সম্ভাবনা আছে এবং পরিণামস্বরূপ এমন অট্টালিকা (দালান), তাঁবু বা কাঠামো অপসারণ করা বা তার মেরামত করা বা তাতে পেলা (আলম্ব, ঠেকা, খাম্বা, খুঁটি) লাগানো বা এমন গাছ সরিয়ে দেওয়া বা তাতে পেলা (বা ঠেকা) লাগানো প্রয়োজন; অথবা

(ঙ) এমন কোনো রাস্তার বা সার্বজনিক স্থান, পার্শ্ববর্তী কোনো পুকুর, কুয়ো বা গর্ত এমন ভাবে ঘিরে (বেড়া দিয়ে) দেওয়া দরকার যাতে জনসাধারণের ক্ষতি হওয়াকে নিবারণ করা সম্ভব হয়; এবং

(চ) কোনো বিপজ্জনক জন্তুর ধ্বংস, আটক বা তা অন্য কোনো ভাবে বিলিবন্দেজ করা দরকার;

তখন এমন ম্যাজিস্ট্রেট কোনো বাধা বা উপদ্রব সৃষ্টিকারী বা এমন ব্যবসা বা পেশা পরিচালনকারী বা কোনো এমন মাল বা পণ্য-বস্তু রক্ষাকারী বা এমন অট্টালিকা, তাঁবু, কাঠামো, পদার্থ, পুকুর, কুয়ো বা গর্তের মালিকানা দখল বা নিয়ন্ত্রণ রক্ষাকারী বা এমন জীবজন্তু বা বৃক্ষের মালিকানা বা দখলকারী ব্যক্তির কাছে এমন অভিপ্রায় করে আদেশ দিতে পারেন যে, সেই সময়-সীমার মধ্যে, যা ঐ আদেশ ধার্য করা আছে; সে

(এক) এমন বাধা বা উপদ্রব অপসৃত করে; অথবা

(দুই) এমন ব্যবসা বা পেশা চালানো ছেড়ে দেয় বা তা এমন ভাবে বন্ধ করে দেয় বা নিয়ন্ত্রিত করে, যেমন উল্লেখ করা হয় অথবা এমন মাল বা পণ্যবস্তু অপসৃত করে বা তা রাখা এমন ভাবে নিয়ন্ত্রিত করে, যেমন উল্লেখ করা হয়; অথবা

(তিন) এমন অট্টালিকার (বা দালানের) নির্মাণ নিষিদ্ধ করে বা বন্ধ করে দেয়, বা এমন পদার্থের বিলিবন্দেজ পরিবর্তন করে; অথবা

(চার) এমন অট্টালিকা, তাঁবু বা কাঠামো অপসারণ করে, তার মেরামত করে, বা তাতে পেলা (বা ঠেকা) লাগায় বা এমন গাছ সরিয়ে দেয় বা তাতে আলম্ব (ঠেকা, পেশা) লাগিয়ে দেয়; অথবা

(পাঁচ) এমন পুকুর, কুয়ো বা গর্তে চারপাশে বেড়া দিয়ে ঘিরে রাখে; অথবা

(ছয়) এধরনের ভয়ঙ্কর জীবজন্তু এমন ভাবে ধ্বংস করে আটকে রাখে বা তার বিলিবন্দেজ করে, যেমন ভাবে তা করার জন্য ঐ আদেশে নির্দেশ দেওয়া আছে, অর্থাৎ উল্লেখ করা আছে;

অথবা, যদি সে এমনটা করতে আপত্তি করে তাহলে তিনি নিজে তাঁর সামনে বা তাঁর অধীনস্থ কোনো অন্য কার্যনির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে সেই সময়ে ও স্থানে, যা ঐ আদেশ দ্বারা নির্ধারণ করে দেওয়া হবে, হাজির হয় এবং এতে অতঃপর বিধৃত প্রকারে কারণ দর্শায় যে ঐ আদেশকে চরম আদেশ কেন করা হবে না।

(২) ম্যাজিস্ট্রেট দ্বারা এই ধারার অধীন যথাযথভাবে প্রদত্ত কোনো আদেশ সম্পর্কে কোনো দেওয়ানী আদালতে কোনো প্রশ্ন তোলা যাবে না।

স্পষ্টীকরণ—সার্বজনিক স্থান-এর অন্তর্ভুক্ত হবে রাজ্যের সম্পত্তি, শিবির নির্মাণের খোলা জায়গা, পরিচ্ছন্নতা ও আমোদ-প্রমোদের (অর্থাৎ বিনোদনের) জন্য খোলা রেখে দেওয়া মাঠও।

॥ ধারা : ১৩৪ ॥ আদেশ জারি বা প্রজ্ঞাপন [Service or notification of order]—(১) আদেশের নির্বাহ সেই ব্যক্তির ওপর, যার বিরুদ্ধে তা দেওয়া হয়েছে, যদি সম্ভব হয়, তাহলে সেই পদ্ধতিতে করা যাবে, যা সমন-এর নির্বাহের জন্য এতে বিধৃত আছে।

(২) যদি এমন আদেশের নির্বাহ এমন ভাবে করা সম্ভব না হয় তাহলে তার বিজ্ঞপ্তি এমন পদ্ধতিতে প্রকাশিত প্রজ্ঞাপন দ্বারা করা যাবে, যেমন পদ্ধতি রাজ্য সরকার নিয়মাবলী দ্বারা উল্লেখ করে এবং তার একটি প্রতিলিপি এমন স্থান বা স্থানসমূহে আটকে দেওয়া হবে যা ঐ ব্যক্তিকে জ্ঞাত করতে সবচেয়ে বেশি উপযুক্ত মনে হয়।

॥ ধারা : ১৩৫ ॥ যে ব্যক্তিকে উদ্দেশ্য করে আদেশ দেওয়া হয়েছে, সে তা মান্য করবে অথবা কারণ দর্শাবে [Person to whom order is addressed to obey or show cause]—ঐ ব্যক্তি, যার বিরুদ্ধে এমন আদেশ দেওয়া হয়েছে—

(ক) সেই আদেশ দ্বারা নির্দিষ্ট কার্য সেই সময়ের মধ্যে এবং সেই পদ্ধতিতে করবে, যেমন সময় বা পদ্ধতি ঐ আদেশে উল্লেখ করা আছে; অথবা

(খ) ঐ আদেশ অনুসারে হাজির হবে এবং তার বিরুদ্ধে কারণ দর্শাবে।

॥ ধারা : ১৩৬ ॥ সে তা করতে ব্যত্যয় করলে তার পরিণাম (বা ফল) [Consequences of his failing to do so]—যদি এমন ব্যক্তি এমন কার্য না করে বা হাজির হয়ে কারণ না দর্শায় তাহলে, সে ভারতীয় দণ্ড সংহিতা (১৮৬০-এর ৪৫)-এর ধারা-১৮৮তে সেই নিমিত্ত বিহিত দণ্ডের জন্য দায়ী হবে এবং আদেশ চূড়ান্ত (বা অন্তিম বা নিব্যূঢ়) করে দেওয়া হবে।

॥ ধারা : ১৩৭ ॥ যেখানে সার্বজনিক অধিকারের অস্তিত্ব অস্বীকার করা হয় সেখানে প্রক্রিয়া [Procedure where existence of public right is denied]—(১) যেখানে কোনো রাস্তা, নদী, খাল বা স্থানের ব্যবহারে জনসাধারণের উপস্থিত বাধা, উপদ্রব বা বিপদ নিবারণ হেতু কোনো আদেশ ধারা-১৩৩-এর অধীনে দেওয়া হয় সেখানে ম্যাজিস্ট্রেট ঐ ব্যক্তির, যার বিরুদ্ধে ঐ আদেশ প্রদত্ত হয়েছে, তাঁর সামনে হাজির হওয়ার পর, তাকে প্রশ্ন করবে, সে কি ঐ রাস্তা, নদী, খাল বা স্থানের ব্যাপারে কোনো সার্বজনিক অস্তিত্বকে অস্বীকার করে এবং যদি সে এমনটা করে, তাহলে ম্যাজিস্ট্রেট দ্বারা ধারা-১৩৮-এর অধীনে কার্যবাহ চালানোর আগে সেই বিষয়ের তদন্ত করবেন।

(২) যদি এমন তদন্তে ম্যাজিস্ট্রেট এমন সিদ্ধান্তে পৌছান যে, এমন অস্বীকারের সমর্থনে কোনো বিশ্বাসযোগ্য সাক্ষী আছে, তাহলে তিনি কার্যবাহ ততক্ষণের জন্য স্থগিত করে দেবেন যতক্ষণ এমন অধিকারের অস্তিত্বের মামলা যোগ্য আদালত দ্বারা

নিষ্পত্তি করে দেওয়া হচ্ছে; এবং যদি এই সিদ্ধান্তে পৌঁছান যে এমন কোনো সাক্ষী নেই, তাহলে তিনি ধারা-১৩৮ অনুসারে কার্যবাহ চালাতে পারেন।

(৩) ম্যাজিস্ট্রেট দ্বারা উপধারা (১)-এর অধীনে প্রশ্ন করা হলে যে ব্যক্তি তাতে উল্লিখিত প্রকারের সার্বজনিক অধিকারের অস্তিত্ব সম্পর্কে অস্বীকার না করে বা এমন অস্বীকার করলে, সেই অস্বীকারের সমর্থনে সে বিশ্বাসযোগ্য সাক্ষ্য প্রমাণ দিতে ব্যর্থ হয়, (তাহলে) তাকে পরবর্তী কার্যবাহসমূহে এমন কোনো অস্বীকার করতে দেওয়া যাবে না।

॥ ধারা : ১৩৮ ॥ যেখানে সে কারণ দর্শাবার জন্য হাজির হয়েছে, সেখানে প্রক্রিয়া [Procedure where he appears to show cause]—(১) যদি ঐ ব্যক্তি যার বিরুদ্ধে ধারা-১৩৩-এর অধীনে আদেশ দেওয়া হয়েছে, হাজির হয় এবং আদেশের বিরুদ্ধে কারণ দর্শায় তাহলে ম্যাজিস্ট্রেট ঐ ক্ষেত্রে সেই রকম সাক্ষ্য নেবেন যেমন সাক্ষ্য সমন মকদ্দমায় গ্রহণ করা হয়।

(২) যদি ম্যাজিস্ট্রেটের এমন সমাধান (অর্থাৎ তুষ্টি বিধান) হয়ে যায় যে, আদেশ হয় যেমন মূলতঃ দেওয়া হয়েছিল, সেইভাবে অথবা এমন পরিবর্তন সহ, যা তিনি যথাযথ মনে করেন, যুক্তিসঙ্গত এবং যথার্থ হয় তাহলে ঐ আদেশ যেখানে যে প্রকার, পরিবর্তন ব্যতীত বা এমন পরিবর্তন সহ চূড়ান্ত (বা চরম বা নিব্যূঢ় বা অন্তিম) করে দেওয়া হবে।

(৩) যদি ম্যাজিস্ট্রেটের এমন তুষ্টি বিধান না হয়, তাহলে ঐ ক্ষেত্রে পরে আর কোনো কার্যবাহ চালানো যাবে না।

॥ ধারা : ১৩৯ ॥ স্থানীয় তদন্তানুষ্ঠানের জন্য নির্দেশ দেওয়ার ও বিশেষজ্ঞকে পরীক্ষা করার ম্যাজিস্ট্রেটের ক্ষমতা [Power of Magistrate to direct local investigation and examination of an expert]—ম্যাজিস্ট্রেট ধারা-১৩৭ বা ধারা-১৩৮-এর অধীন কোনো তদন্তের প্রয়োজন হেতু—

(ক) এমন ব্যক্তি দ্বারা, যাকে তিনি সঙ্গত মনে করেন, স্থানীয় তদন্তানুষ্ঠানের জন্য নির্দেশ দিতে পারেন; অথবা

(খ) কোনো বিশেষজ্ঞকে সমন দিতে পারেন এবং তার পরীক্ষা করতে পারেন।

॥ ধারা : ১৪০ ॥ ম্যাজিস্ট্রেটের লিখিত নির্দেশাদি দেওয়ার ক্ষমতা [Power of Magistrate to furnish written instructions, etc.]—(১) যেখানে ম্যাজিস্ট্রেট ধারা-১৩৯-এর অধীন কোনো ব্যক্তি দ্বারা স্থানীয় তদন্তানুষ্ঠানের জন্য নির্দেশ দেন, সেখানে ম্যাজিস্ট্রেট—

(ক) সেই ব্যক্তিকে এমন লিখিত নির্দেশ দিতে পারেন, যাকে তার পথ প্রদর্শনের জন্য প্রয়োজন বলে তাঁর প্রতীয়মান হয়;

(খ) এই মর্মে ঘোষণা করতে পারেন যে, স্থানীয় তদন্তানুষ্ঠানের জন্য প্রয়োজনীয় যাবতীয় ব্যয় বা তার কোনো অংশ কার দ্বারা প্রদেয় হবে (অর্থাৎ কে বহন করবে)।

(২) এমন ব্যক্তির রিপোর্ট মকদ্দমায় সাক্ষ্য হিসেবে পাঠ করা যেতে পারে।

(৩) যেখানে ম্যাজিস্ট্রেট ধারা-১৩৯-এর অধীনে কোনো বিশেষজ্ঞকে সমন করেন এবং তাঁর পরীক্ষা করেন, সেখানে ম্যাজিস্ট্রেট এই মর্মে নির্দেশ দিতে পারেন যে, এভাবে সমন করার এবং পরীক্ষা করার খরচ কার দ্বারা প্রদেয় হবে (অর্থাৎ কে বহন করবে)।

॥ ধারা ঃ ১৪১ ॥ আদেশ চূড়ান্ত করে দেওয়ার পর প্রক্রিয়া এবং তা অমান্য করার ফল [Procedure on order being made absolute and consequences of disobedience]—(১) যখন ধারা-১৩৬ বা ধারা-১৩৮ এর অধীনে আদেশ চূড়ান্ত করে দেওয়া হয়, তখন ম্যাজিস্ট্রেট সেই ব্যক্তিকে, যার বিরুদ্ধে এই আদেশ দেওয়া হয়েছে, তার বিজ্ঞপ্তি দেবেন এবং তার কাছে তিনি এও অভিপ্রায় করবেন যে, সে ঐ আদেশ দ্বারা উল্লিখিত কার্য ঠিক সেই সময়সীমার মধ্যে করবে, যে সময় সীমা বিজ্ঞপ্তিতে ধার্য করা হবে এবং তাকে সমাচার দেবেন যে, অবহেলা করলে সে ভারতীয় দণ্ড সংহিতার (১৮৬০-এর ৪৫) ধারা-১৮৮ দ্বারা বিধৃত দণ্ডের জন্য দায়ী হবে।

(২) যদি এমন কার্য নির্ধারিত সময়ের মধ্যে করা না হয় তাহলে ম্যাজিস্ট্রেট তা করাতে পারেন এবং তা করাতে গিয়ে হওয়া খরচ-খরচা কোনো অট্টালিকা, মাল বা অন্য কোনো সম্পত্তি, যা তার আদেশ বলে অপসারণ করা হয়েছে, বিক্রয় করে অথবা এমন ম্যাজিস্ট্রেটের স্থানীয় অধিক্ষেত্রের মধ্যে অথবা বাইরে অবস্থিত ঐ ব্যক্তির অস্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ (বা অভিগ্রহণ) ও বিক্রয় দ্বারা আদায় করতে পারেন এবং যদি এমন অন্য সম্পত্তি এমন অধিক্ষেত্রের বাইরে থাকে তাহলে ঐ আদেশ বলে এমন অধিগ্রহণ (ক্রোক) ও বিক্রয় তখন প্রাধিকৃত হবে, যখন তা ঐ ম্যাজিস্ট্রেট দ্বারা পৃষ্ঠাঙ্কিত করে দেওয়া হয়, যাঁর স্থানীয় অধিক্ষেত্রের মধ্যে ক্রোক করতে যাওয়া সম্পত্তি পাওয়া যায়।

(৩) এই ধারার অধীনে সদ্‌ভাবনা পূর্বক কৃত কোনো বিষয়ের ব্যাপারে কোনো মকদ্দমা করা যাবে না।

॥ ধারা ঃ ১৪২ ॥ তদন্ত চলতে থাকাকালীন আসেধাজ্ঞা [Injunction pending enquiry]—(১) যদি ধারা-১৩৬-এর অধীন আদেশ প্রদানকারী ম্যাজিস্ট্রেট মনে করেন যে, জনসাধারণকে আসন্ন বিপদ বা গুরুতর ধরনের ক্ষতি থেকে নিবারণের জন্য অবিলম্বে কোনো ব্যবস্থা করা দরকার তাহলে তিনি ঐ ব্যক্তিকে, যার বিরুদ্ধে আদেশ প্রদত্ত হয়েছে, এমন আসেধাজ্ঞা দেবেন, যেমন ঐ বিপদ বা ক্ষতি, মকদ্দমার নিষ্পত্তি হওয়া পর্যন্ত, দূর বা নিবারিত করার জন্য অভিপ্রেত হয়।

(২) যদি এমন আসেধাজ্ঞা সঙ্গে সঙ্গে পালন করাতে ঐ ব্যক্তি ব্যত্যয় করে তাহলে ম্যাজিস্ট্রেট নিজেই এমন ব্যবস্থা অবলম্বন করতে পারেন বা করাতে পারেন যা ঐ বিপদ মুক্ত করতে বা ক্ষতি নিবারণ করতে তিনি যথার্থ বলে মনে করেন।

(৩) ম্যাজিস্ট্রেট দ্বারা এই ধারার অধীন সদ্‌ভাবনার বশবর্তী হয়ে কৃত কোনো কিছুর ব্যাপারে কোনো মামলা-মকদ্দমা চলবে না।

॥ ধারা ঃ ১৪৩ ॥ ম্যাজিস্ট্রেট সার্বজনিক উপদ্রবের পুনরাবৃত্তি বা তার ধারাবাহিকতা নিষিদ্ধ করতে পারেন [Magistrate may prohibit repetition or continuance of public nuisance]—জেলা ম্যাজিস্ট্রেট বা মহকুমা ম্যাজিস্ট্রেট বা রাজ্য সরকার বা জেলা ম্যাজিস্ট্রেট দ্বারা এই হেতু ক্ষমতাপ্রাপ্ত অন্য কোনো কার্যনির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট কোনো ব্যক্তিকে ভারতীয় দণ্ড সংহিতা (১৮৬০-এর ৪৫)-এ বা কোনো অন্য বিশেষ বা স্থানীয় আইনে থাকা উল্লেখ মতো সার্বজনিক উপদ্রবের পুনরাবৃত্তি না করার এবং তার ধারাবাহিকতা নিষিদ্ধ করার আদেশ দিতে পারেন।

গ. উপদ্রব বা আশঙ্কাজনক বিপদের জরুরি বিষয়

(C. Urgent Cases of Nuisance or Apprehended Danger)

॥ ধারা ঃ ১৪৪ ॥ উপদ্রব বা আশঙ্কাজনক বিপদের জরুরি বিষয়ে আদেশ [Power to issue order in urgent cases of nuisance or apprehended danger]—(১) সেই সব ক্ষেত্রে, যেখানে জেলা ম্যাজিস্ট্রেট বা মহকুমা ম্যাজিস্ট্রেট অথবা রাজ্য সরকার বা এই হেতু বিশেষ করে ক্ষমতা প্রাপ্ত অন্য কোনো কার্য-নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটের মতানুসারে এই ধারার অধীন কার্যবাহ করার জন্য যথেষ্ট ভিত্তি আছে এবং অবিলম্বে নিবারণ বা যথাশীঘ্র উপচার করা বাঞ্ছনীয়, ঐ ম্যাজিস্ট্রেট এমন লিখিত আদেশ দ্বারা যাতে মকদ্দমার গুরুত্বপূর্ণ তথ্যের বিবরণ (বা বিবৃতি বা কথন) থাকবে এবং যার নির্বাহ ধারা-১৩৪ দ্বারা বিধৃত পদ্ধতিতে করানো হবে, কোনো ব্যক্তিকে কার্য-বিশেষ না করার অথবা নিজের দখলের বা নিজের ব্যবস্থাধীন কোনো উল্লেখযোগ্য সম্পত্তির কোনো উল্লেখযোগ্য ব্যবস্থা করার নির্দেশ সেই ক্ষেত্রে দিতে পারেন, যেক্ষেত্রে ম্যাজিস্ট্রেট মনে করে যে, এমন নির্দেশে এটা সম্ভব বা এমন নির্দেশের ধরন হলো আইনপূর্বক নিযুক্ত কোনো ব্যক্তিকে বাধা, বিরক্তি বা ক্ষতির বা মনুষ্যজীবন, স্বাস্থ্য বা নিরাপত্তার, বিপদের বা সার্বজনিক শান্তি বিঘ্নিত হওয়ার অথবা দাঙ্গা বা হাঙ্গামা থেকে নিবৃত্ত করবে।

(২) এই ধারার অধীন আদেশ, জরুরি অবস্থার ক্ষেত্রে অথবা সেই সব ক্ষেত্রে যখন পরিস্থিতি এমন আসে যে, ঐ ব্যক্তির জারি যথাযথ সময়ে প্রদান সম্ভব করে না, এক তরফা ভাবে দেওয়া যেতে পারে।

(৩) এই ধারার অধীনে আদেশ কোনো বিশিষ্ট ব্যক্তিকে বা কোনো বিশেষ স্থান বা ক্ষেত্রে বসবাসকারী ব্যক্তিদের অথবা সাধারণ মানুষকে, যখন তারা কোনো বিশেষ স্থানে বা ক্ষেত্রে নিয়মিত যাতায়াত করে, অথবা যায়, নির্দিষ্ট করা যেতে পারে।

(৪) এই ধারার অধীন কোনো আদেশ, ঐ আদেশ দেওয়ার তারিখ থেকে দু'মাসের পর বলবৎ থাকবে না (অর্থাৎ অনূর্ধ্ব দু'মাস বলবৎ থাকবে) ঃ

প্রকাশ থাকে যে, যদি সরকার, মানব জীবন, স্বাস্থ্য বা নিরাপত্তার বিপদের নিবারণ করার জন্য অথবা দাঙ্গা বা হাঙ্গামা রোধ করতে এমনটা করা প্রয়োজন বলে মনে করে তাহলে রাজ্য সরকার প্রজ্ঞাপন দিয়ে এমন নির্দেশ দিতে পারে যে, ম্যাজিস্ট্রেট দ্বারা এই ধারার অধীনে প্রকৃত কোনো আদেশ অতিরিক্ত তত্তদিনের জন্য,

যতদিন ঐ প্রজ্ঞাপনে উল্লেখ থাকবে বলবৎ (বা কার্যকারী) থাকবে; কিন্তু ঐ অতিরিক্ত (বা বাড়তি) সময় ঐ তারিখ থেকে ছ'মাসের বেশি হবে না, যে তারিখ ম্যাজিস্ট্রেট দ্বারা প্রদত্ত ঐ আদেশ এমন নির্দেশ না দেওয়া হলে বাতিল হয়ে যেত।

(৫) কোনো ম্যাজিস্ট্রেট হয় স্বেচ্ছায় অথবা কোনো ক্ষুব্ধ ব্যক্তির আবেদনক্রমে এধরনের কোনো আদেশকে কেটে বাদ দিতে বা পরিবর্তিত করতে পারেন যা ব্যক্তিগত ভাবে তিনি বা তাঁর অধীনস্থ কোনো ম্যাজিস্ট্রেট অথবা তাঁর পদ-পূর্ববর্তী কোনো ব্যক্তির এই ধারার অধীন দিয়েছেন।

(৬) রাজ্য সরকার উপধারা (৪)-এর ব্যতিক্রমের অধীন দিয়েছে এমন কোনো আদেশ হয় স্বেচ্ছায় অথবা কোনো ক্ষুব্ধ ব্যক্তির আবেদনের ভিত্তিতে কেটে বাদ দিতে পারে বা পরিবর্তিত করতে পারে।

(৭) যেখানে উপধারা (৫) বা উপধারা (৬)-এর অধীনে আবেদন পত্র পাওয়া যায় সেখানে, যেখানে যেমন, ম্যাজিস্ট্রেট বা রাজ্য সরকার আবেদনকারীকে হয় ব্যক্তিগতভাবে বা প্লিডার দ্বারা হাজির হওয়ার এবং আদেশের বিরুদ্ধে কারণ দর্শানোর দ্রুত সুযোগ দেবেন এবং যদি যেখানে যেমন ম্যাজিস্ট্রেট বা রাজ্য সরকার ঐ আবেদন পত্র সম্পূর্ণ বা আংশিক ভাবে নামঞ্জুর করে দেন তাহলে তিনি এমনটা করার পেছনে তার কারণ লিপিবদ্ধ করবেন।

ঘ. স্থাবর সম্পত্তির ব্যাপারে বিপদ

(D. Disputes as to Immovable Property)

॥ ধারা ঃ ১৪৫ ॥ যেক্ষেত্রে জমি-জমা বা জল নিয়ে বিপদের দরুন শান্তিভঙ্গ হওয়ার সম্ভাবনা আছে সেখানে প্রক্রিয়া [Procedure where dispute concerning land or water as likely to cause breach of peace]—(১) যখনই কোনো কার্য-নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটের, পুলিশ আধিকারিকের রিপোর্ট বা অন্য সমাচারে, এই মর্মে তুষ্টি বিধান হয়ে যায় যে, তাঁর স্থানীয় অধিক্ষেত্রের ভেতর কোনো জমিজমা বা জল বা তার সীমার সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত এমন বিপদ বিদ্যমান আছে, যার ফলে শান্তি ভঙ্গ হওয়ার সম্ভাবনা আছে, তখন তিনি তাঁর এমন তুষ্টি বিধান হওয়ার কারণসমূহ বিবৃত করে এবং এমন বিবাদের সঙ্গে সম্পর্ক যুক্ত পক্ষদের কাছে এই মর্মে অভিপ্রায় করে লিখিত আদেশ দেবেন যে, তারা নির্দিষ্ট (বা উল্লিখিত) তারিখে ও সময়ে ব্যক্তিগত ভাবে বা প্লিডার দ্বারা তাঁর আদালতে হাজির হয় এবং বিবাদের বিষয়-বস্তুর ওপর প্রকৃত দখলের তথ্যের সম্পর্কে স্ব-স্ব (বা নিজের নিজের) দাবির লিখিত বিবৃতি পেশ করে।

(২) এই ধারা প্রয়োজন হেতু জমিজমা বা জল অভিব্যক্তিটির মধ্যে অট্টালিকা, বাজার, মৎস্যক্ষেত্র (ভেড়ি), ফসল, জমির অন্যান্য উৎপাদন এমন এধরনের কোনো সম্পত্তির খাজনা বা মুনাফাও অন্তর্ভুক্ত হবে।

(৩) এই আদেশের একটি প্রতিলিপির জারি এই সংহিতা দ্বারা সমন-এর জারির জন্য বিধৃত পদ্ধতিতে এমন ব্যক্তি বা ব্যক্তিদের ওপর করা যাবে, যাকে বা যাদের

ম্যাজিস্ট্রেট নির্দিষ্ট করবেন এবং কম পক্ষে একটি প্রতিলিপি বিবাদের বিষয়-বস্তুর ওপর যা তার কাছাকাছি কোনো সহজ দৃশ্য জায়গায় লাগিয়ে দিয়ে প্রকাশ করা যাবে।

(৪) ম্যাজিস্ট্রেট তখন বিবাদের বিষয়-বস্তু পক্ষদের মধ্যে যে কারোর দখলে রাখার অধিকারের গুণাগুণ বা দাবির প্রতি নির্দেশ না করে ঐ কারণগুলোর যা এভাবে পেশ করা হয়েছে, পরিশীলন করবেন, পক্ষদের বক্তব্য শুনবেন এবং এমন প্রত্যেকটি সাক্ষ্য গ্রহণ করবেন যা তাদের দ্বারা উপস্থাপিত করা হবে, এমন অতিরিক্ত সাক্ষ্য, যদি কিছু থাকে, তিনি যেমন প্রয়োজন মনে করবেন, নেবেন এবং যদি সম্ভব হয় স্থির করবেন, যে ঐ পক্ষদের মধ্যে কেউ কি উপধারা (১)-এর অধীন তাঁর দ্বারা প্রদত্ত আদেশের তারিখে বিবাদের বিষয়-বস্তুর ওপর দখলদার ছিল এবং যদি থেকে থাকে তাহলে সে কোন্ পক্ষ ছিল ঃ

প্রকাশ থাকে যে, যদি ম্যাজিস্ট্রেটের এই মর্মে প্রতীয়মান হয় যে, কোনো পক্ষ ঐ তারিখের—যে তারিখে পুলিশ আধিকারিকের রিপোর্ট বা অন্য সমাচার ম্যাজিস্ট্রেট পেয়েছিলেন, ঠিক আগের দু'মাসের মধ্যে বা ঐ তারিখের পর এবং উপধারা (১)-এর অধীনে তার আদেশের তারিখের আগে বল প্রয়োগ করে এবং অন্যায় ভাবে বেদখল করা হয়েছে তাহলে তিনি মেনে নিতে পারবেন যে, ঐ ভাবে দখলচ্যুত পক্ষ উপধারা (১)-এর অধীনে তাঁর আদেশের তারিখে দখলদার ছিলেন।

(৫) এই ধারা কোনো কিছু হাজির হওয়ার জন্যে এভাবে অভিপ্রেত কোনো পক্ষকে বা অন্য কোনো স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে এমন দর্শিত করাতে বাধা দেবেন না যে, কোনো পুর্বোক্ত প্রকারের বিবাদের অস্তিত্ব নাই বা ছিল না এবং এমন ক্ষেত্রে ম্যাজিস্ট্রেট তাঁর উক্ত আদেশ বাতিল করে দেবেন এবং তার ওপর পরবর্তী যাবতীয় কার্যবাহ বাতিল করে দেওয়া হবে, কিন্তু উপধারা (১)-এর মতে ম্যাজিস্ট্রেটের আদেশ এমন বাতিলকরণের সাপেক্ষে চূড়ান্ত হবে।

(৬) (ক) ম্যাজিস্ট্রেট যদি এমন সিদ্ধান্তে উপনীত হয়ে যান যে, পক্ষদের মধ্যে একজন বা উক্ত বিষয়-বস্তুর ওপর এমন দখল ছিল অথবা উপধারা (৪)-এর ব্যতিক্রম সাপেক্ষে এমন দখলদারি স্বীকার করা সমীচীন হয় তাহলে তিনি এমন ঘোষণাবাহী— যে ঐ পক্ষ তার ওপর ততদিন দখলদার থাকার আধিকারী যত দিন তাকে আইনের যথাযথ অনুসরণে বেদখল (উৎখাত) করে না দেওয়া হচ্ছে এবং এমন নিষিদ্ধকারী যে, যতক্ষণ এভাবে বেদখল করে দেওয়া না হচ্ছে ততক্ষণ এমন দখলে যেন কোনো বিঘ্ন উপস্থিত না করা হয়, আদেশ জারি করবেন এবং যখন তিনি উপধারা (৪)-এর ব্যতিক্রম সাপেক্ষে কার্যবাহ করেন, তখন ঐ পক্ষকে, যাকে জোর করে এবং অন্যায়ভাবে দখলচ্যুত করা হয়েছিল, দখল ফিরিয়ে দিতে পারে।

(৬) (খ) এই উপধারা সাপেক্ষে প্রদত্ত আদেশ উপধারা (৩)-এ বিবৃত পদ্ধতি জারি ও প্রকাশ করা হবে।

(৭) যখন কোনো এমন কার্যবাহর পক্ষের মৃত্যু হয়ে যায় তখন ম্যাজিস্ট্রেট মৃত পক্ষের বৈধিক প্রতিনিধিকে কার্যবাহর একটি পক্ষ করাতে পারেন এবং তারপর আবার

যথারীতি তিনি তদন্ত চালিয়ে যাবেন এবং যদি এ সম্পর্কে কোনো প্রশ্ন ওঠে যে, মৃত পক্ষের এমন কার্যবাহর প্রয়োজন হেতু বৈধিক প্রতিনিধি কে, তাহলে মৃত পক্ষের প্রতিনিধি হওয়ার দাবিকারী সমস্ত ব্যক্তিকেই ঐ কার্যবাহর পক্ষ করে নেওয়া হবে।

(৮) ম্যাজিস্ট্রেটের যদি এমন অভিমত হয় যে, ঐ সম্পত্তির যা এই ধাবার অধীনে তাঁর সামনে বিচারাধীন কার্যবাহতে বিবাদের বিষয়-বস্তু, কোনো ফসল বা অন্য কোনো উৎপাদন দ্রুত ও প্রকৃতিগতভাবে পচনশীল হয় তাহলে তিনি ঐ সম্পত্তির যথাযথ প্রহরার বা বিক্রয়ের জন্য আদেশ দিতে পারেন এবং তদনানুষ্ঠান শেষ হলে এমন সম্পত্তির বা তার বিক্রয়লব্ধ অর্থের বিলিবন্দেজের জন্য এমন আদেশ দিতে পারেন যা তিনি সঙ্গত মনে করেন।

(৯) ম্যাজিস্ট্রেট যদি উচিত মনে করেন তাহলে তিনি এই ধারার অধীনে কার্যবাহর যে কোনো পর্যায়ে পক্ষদের মধ্যে যে কারো আবেদনের ভিত্তিতে কোনো সাক্ষীর নামে সমন—এই মর্মে নির্দেশ দিয়ে জারি করতে পারবেন যে, সে হাজির হয় অথবা কোনো দস্তাবেজ বা বস্তু পেশ করে।

(১০) এই ধারার কোনো কিছু ধারা-১০৭-এর অধীনে কার্যবাহ করার ম্যাজিস্ট্রেটের ক্ষমতাকে হ্রাস করতে পারে এমন মনে করা যাবে না।

॥ ধারা ঃ ১৪৬ ॥ বিবাদের বিষয় ক্রোক করার এবং রিসিভার নিযুক্ত করার ক্ষমতা [Power to attach subject of dispute and to appoint receiver]—(১) যদি ধারা-১৪৫-এর উপধারা (১) সাপেক্ষে আদেশ দেওয়ার পর কোনো সময় ম্যাজিস্ট্রেট বিষয়টিকে জরুরি বলে মনে করেন অথবা যদি তিনি স্থির করেন যে, পক্ষদের মধ্যে কারোর ধারা-১৪৫-এ উল্লেখ মতো দখল সেই সময়ে ছিল না অথবা যদি তিনি তার সমাধান (তুষ্টি বিধান) করতে না পারেন যে, সেই সময়ে তাদের মধ্যে কার এমন দখলদারি বিবাদের বিষয়-বস্তুতে ছিল তাহলে তিনি বিবাদের বিষয়-বস্তুটিকে ততদিনের জন্য ক্রোক করতে পারেন, যতদিন কোনো যোগ্য আদালত তার দখলের দাবিদার হওয়ার ব্যাপারে তার পক্ষদের অধিকারসমূহের নির্ধারণ করে না দেয় ঃ

প্রকাশ থাকে যে, যদি ঐ ম্যাজিস্ট্রেটের তুষ্টি বিধান হয়ে যায় যে, বিবাদের বিষয়-বস্তুর ব্যাপারে শান্তি ভঙ্গ হওয়ার কোনো সম্ভাবনা নাই তাহলে তিনি যে কোনো সময় ক্রোক তুলে নিতে পারেন (বা প্রত্যাহার করে নিতে পারেন)।

(২) ম্যাজিস্ট্রেট বিবাদ-বস্তু যখন ক্রোক করেন তখন যদি এমন বিবাদ-বস্তুর ব্যাপারে কোনো রিসিভারকে কোনো দেওয়ানী আদালত কর্তৃক নিযুক্ত না করা হয় তাহলে সে তার জন্য এমন ব্যবস্থা করতে পারেন, যা তিনি ঐ সম্পত্তির দেখাশুনার জন্য সঙ্গত মনে করেন, অথবা তিনি যদি উচিত মনে করেন তাহলে তারজন্য রিসিভার নিযুক্ত করতে পারেন, যে রিসিভার ম্যাজিস্ট্রেটের নিয়ন্ত্রণের অধীনে থেকে সেই সব ক্ষমতা পাবেন, যা দেওয়ানী-প্রক্রিয়া সংহিতা, ১৯০৮ (১৯০৮-এর ৫) অনুসারে একজন রিসিভারের থাকে ঃ

প্রকাশ থাকে যদি বিবাদের বিষয়-বস্তুর ব্যাপারে কোনো রিসিভার কোনো দেওয়ানী আদালত দ্বারা পরে নিযুক্ত করে দেওয়া হয়, তাহলে ম্যাজিস্ট্রেট—

(ক) তাঁর দ্বারা নিযুক্ত রিসিভারকে এই মর্মে আদেশ দেবেন যে, তিনি বিবাদের বিষয়-বস্তুর দখল দেওয়ানী আদালত দ্বারা নিযুক্ত রিসিভারকে দিয়ে দেবেন এবং তারপর তিনি তাঁর দ্বারা নিযুক্ত রিসিভারকে মুক্ত করে দেবেন।

(খ) এমন অন্য আনুষঙ্গিক বা অনুবর্তী আদেশ দিতে পারবেন যা ন্যায়সঙ্গত হয়।

॥ ধারা ঃ ১৪৭ ॥ জমিজমা বা জলের ব্যবহারের অধিকার সম্বন্ধীয় বিবাদ [Dispute concerning right of use of land or water]—(১) যখন কোনো কার্য-নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটের, পুলিশ আধিকারিকের রিপোর্টে বা অন্য সমাচারে সন্তুষ্টি বিধান হয়ে যায় যে, তাঁর স্থানীয় অধিক্ষেত্রের ভেতরে কোনো জমিজমা বা জলের ব্যবহারের অভিযোগ করার অধিকার সম্বন্ধে, সেই অধিকারের দাবি কোনো সুখাচার হিসেবে করা হোক অথবা অন্য ভাবে, বিবাদ বিদ্যমান আছে, যার জন্য শান্তি বিঘ্নিত হওয়ার সম্ভাবনা আছে, তখন তিনি তাঁর এমন তুষ্ট হওয়ার ভিত্তিগুলো বিবৃত করে এবং বিবাদের সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত পক্ষদের কাছে অভিপ্রায় করে লিখিত আদেশ দিতে পারেন যে, সে উল্লিখিত তারিখে ও সময়ে ব্যক্তিগতভাবে বা প্লিডার দ্বারা আদালতে হাজির হয় এবং নিজের নিজের দাবিসমূহের লিখিত বিবৃতি পেশ করে।

স্পষ্টীকরণ—জমিজমা ও জল পদটির (বা অভিব্যক্তিটির) সেই একই অর্থ হবে যেমন অর্থ ধারা-১৪৫-এর উপধারা (২)-এ দেওয়া হয়েছে।

(২) ম্যাজিস্ট্রেট তখন এইভাবে পেশকৃত (বা দাখিলকৃত) বিবৃতিগুলো পরিশীলন (পাঠ) করবেন, পক্ষদের বক্তব্য শুনবেন, তাদের দ্বারা উপস্থাপিত করা হয়েছে এমন সমস্ত সাক্ষ্য গ্রহণ করবেন, এমন সাক্ষ্যের প্রভাবের ওপর বিচার-বিবেচনা করবেন, এমন অতিরিক্ত সাক্ষ্য, যদি থাকে, গ্রহণ করবেন, যা তিনি আবশ্যক মনে করবেন এবং যদি সম্ভব হয় তাহলে এমন অধিকার বিদ্যমান আছে কিনা সে ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেবেন এবং এমন তদন্তের ক্ষেত্রে ধারা-১৪৫-এর বিধানসমূহ যতদূর সম্ভব প্রযোজ্য হবে।

(৩) যদি ঐ ম্যাজিস্ট্রেটের এমন প্রতীয়মান হয় যে, এমন অধিকার বিদ্যমান আছে, তাহলে তিনি এমন অধিকারের প্রয়োগে যে কোনো রকমের হস্তক্ষেপ নিষিদ্ধ করার এবং যথোচিত ক্ষেত্রে এমন কোনো অধিকারের প্রয়োগে কোনো বাধা অপসারণেরও আদেশ দিতে পারেন ঃ

প্রকাশ থাকে যে, যেখানে অধিকারের প্রয়োগ বছরে সব সময় করা যেতে পারে সেখানে যতক্ষণ এমন আধিকারের প্রয়োগ উপধারা (১)-এর অধীনে পুলিশ আধিকারিকের রিপোর্ট বা অন্য কোনো সমাচারের জন্য যার ফলস্বরূপ অনুষ্ঠান করা হয়েছে, পাওয়ার ঠিক আগের তিন মাসের মধ্যে না করা হয় অথবা যেখানে এমন আধিকারের প্রয়োগ বিশেষ মরসুমে হয় বা বিশেষ কোনো সময়েই করা যেতে

পারে, সেখানে যতক্ষণ এমন অধিকারের প্রয়োগ এভাবে পাওয়ার আগের এমন মরসুম থেকে শেষ মরসুমের মধ্যবর্তী সময়ে বা এমন সময়ের থেকে শেষ সময়ের মধ্যে না করা হয়ে থাকে, এমন কোনো আদেশ দেওয়া যাবে না।

(৪) যখন ধারা-১৪৫-এর উপধারা (১)-এর অধীনে শুরু করা কোনো কার্যবাহতে ম্যাজিস্ট্রেটের জ্ঞাত হয় যে, জমি বা জলের ব্যবহারের কোনো অভিযোগ করা অধিকারের সম্পর্কে বিবাদ বিদ্যমান, তাহলে তিনি তাঁর কারণ সমূহ লিপিবদ্ধ করার পর কার্যবাহ এমনভাবে চালু রাখবেন যেন তা উপধারা (১)-এর অধীনে শুরু করা হয়েছে;

এবং যখন উপধারা (১)-এর অধীনে শুরু হওয়া কোনো কার্যবাহতে ম্যাজিস্ট্রেটের জ্ঞাত হয় যে, বিবাদ সম্পর্কে ধারা-১৪৫-এর অধীন কার্যবাহ চালানো দরকার তাহলে তিনি তাঁর কারণ লিপিবদ্ধ করার পর কার্যবাহ এমন ভাবে চালু রাখতে পারেন, যেন তা ধারা-১৪৫-এর উপধারা-(১)-এর অধীনে শুরু করা হয়েছে।

॥ ধারা ঃ ১৪৮ ॥ স্থানীয় তদন্ত [Local inquiry]—(১) যখনই কোনো ধারা-১৪৫ বা ধারা-১৪৬ বা ধারা-১৪৭-এর প্রয়োজনের নিমিত্ত স্থানীয় তদন্তানুষ্ঠানের প্রয়োজন হয় তখন কোনো জেলা ম্যাজিস্ট্রেট বা মহকুমা ম্যাজিস্ট্রেট তার অধীনস্থ কোনো ম্যাজিস্ট্রেটকে তদন্ত করার জন্য নিয়োগ করতে পারেন এবং তাকে এমন লিখিত আদেশ দিতে পারেন, যা তার পথ নির্দেশের জন্য আবশ্যক বলে প্রতীত এবং এই মর্মে ঘোষণা করতে পারেন যে, তদন্তের যাবতীয় প্রয়োজনীয় খরচ-খরচা বা তার কোনো অংশ, কে বহন করবে।

(২) এমন (প্রতি) নিযুক্ত ব্যক্তির রিপোর্ট মকদ্দমাতে সাক্ষ্য হিসেবে পাঠ করা যেতে পারে।

(৩) যখন ধারা-১৪৫, ধারা-১৪৬, বা ধারা-১৪৭-এর অধীনে কার্যবাহর কোনো পক্ষের দ্বারা কোনো খরচ-খরচা করা হয়েছে তখন সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী ম্যাজিস্ট্রেট খরচ-খরচা কাকে বহন করতে হবে এই মর্মে একটি নির্দেশ দিতে পারেন এমন পক্ষের দ্বারা বহন করা বা কার্যবাহর অন্য কোনো পক্ষ দ্বারা এবং পুরোপুরি দিয়ে দেওয়া হবে নাকি অংশ বা অনুপাতে এবং এমন খরচ-খরচার অন্তর্গত সাক্ষীদের এবং প্লিডারদের ফী-এর ব্যাপারে সেই খরচ-খরচাও থাকতে পারে, যা আদালত উচিত মনে করবে।

অধ্যায় : ১১
[CHAPTER : XI]
পুলিশের প্রতিরোধ মূলক কাজ
(Preventive Action of the Police)
ধারা ১৪৯ থেকে ধারা ১৫৩
[Section 149 to Section 153]

॥ ধারা : ১৪৯ ॥ পুলিশ ধর্তব্য অপরাধাদি প্রতিরোধ করবে [Police to prevent cognizable offences]—প্রত্যেক পুলিশ আধিকারিক কোনো ধর্তব্য অপরাধ সংঘটন নিবারণ করার প্রয়োজন হেতু হস্তক্ষেপ করতে পারবেন এবং তাঁর পূর্ণ ক্ষমতার দ্বারা তিনি তা নিবারিত করতে পারবেন।

॥ ধারা : ১৫০ ॥ ধর্তব্য অপরাধাদি করতে যাওয়ার পরিকল্পনার এত্তেলা (বা সমাচার) [Information of design to commit cognizable offences]— প্রত্যেক পুলিশ আধিকারিক, যিনি কোনো ধর্তব্য অপরাধ সংঘটনের পরিকল্পনার ব্যাপারে এত্তেলা (বা সমাচার) পান, এ ধরনের এত্তেলার খবর তিনি যে পুলিশ আধিকারিকের অধীনে কাজ করছেন এবং এমন অন্য আধিকারিকেও দেবেন যাঁর কর্তব্য হলো এধরনের কোনো অপরাধের সংঘটনের নিবারণ করা বা বিচারার্থ গ্রহণ করা।

॥ ধারা : ১৫১ ॥ ধর্তব্য অপরাধাদি করতে যাওয়া রোধ করার জন্য গ্রেপ্তার [Arrest to prevent the commission of cognizable offences]—(১) কোনো পুলিশ আধিকারিক, যিনি কোনো ধর্তব্য অপরাধ সংঘটনের পরিকল্পনার ব্যাপারে জ্ঞাত আছেন, এমন পরিকল্পনাকারী ব্যক্তিকে, ম্যাজিস্ট্রেটের আদেশ ব্যতিরেকে এবং পরওয়ানা ব্যতিরেকে সেই ক্ষেত্রে গ্রেপ্তার করতে পারেন, যাতে এমন আধিকারিকের প্রতীয়মান হয় যে, ঐ অপরাধ সংঘটন অন্যভাবে রোধ করা যাবে না।

(২) উপধারা (১)-এর অধীনে গ্রেপ্তার করা কোনো ব্যক্তিকে তার গ্রেপ্তারির সময় থেকে চব্বিশ ঘণ্টার বেশি সময়ের জন্য হাজতে সেই অবস্থা ছাড়া আটক রাখা যাবে না, যাতে তাকে আরও বেশি আটক করে রাখা এই সংহিতার বা সমকালে বলবৎ অন্য কোনো আইনের অন্য কোনো বিধান সাপেক্ষে অভিপ্রেত বা প্রাধিকৃত হয়।

॥ ধারা : ১৫২ ॥ সার্বজনিক সম্পত্তির ক্ষতিসাধন প্রতিরোধ [Prevention of injury to public property]—কোনো পুলিশ আধিকারিকের দৃষ্টিগোচরতার মধ্যে যে কোনা অস্থাবর বা স্থাবর সার্বজনিক সম্পত্তির ক্ষতিসাধন করার জন্য সচেষ্ট হলে তিনি তা অথবা কোনো সার্বজনিক পথ-চিহ্ন, বা বয়া, বা নৌ পরিবহনের জন্য উপযোগী অন্য কোনো চিহ্ন অপসারণের বা তার ক্ষতি সাধন করা নিবৃত্ত করার জন্য (বা নিবারিত করার জন্য) নিজেরই অধিকার বলে হস্তক্ষেপ করতে পারেন।

॥ ধারা ঃ ১৫৩ ॥ বাটখারা ও ওজন পরিদর্শন [Inspection of weights and measures]—(১) কোনো পুলিশ থানার ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক ঐ থানার সীমার মধ্যে কোনো জায়গায়, যখন তার কাছে এমন বিশ্বাস করার মতো কারণ আছে যে, এমন জায়গায় কোর্ট বাটখারা, ওজন বা মাপার কোনো উপকরণ আছে যাতে গলদ আছে, সেখানে ব্যবহৃত বা রক্ষিত যে কোনো বাটখারা, ওজন বা ওজন করা উপকরণসমূহ পরিদর্শন বা তল্লাশীর প্রয়োজন হেতু পরওয়ানা ছাড়াই প্রবেশ করতে পারেন।

(২) যদি তিনি ঐ জায়গা থেকে এমন কোনো বাটখারা, ওজন বা ওজন করার উপকরণ পান, যাতে গলদ আছে, তাহলে তিনি তা বাজেয়াপ্ত করতে পারবেন এবং এধরনের বাজেয়াপ্তকরণের সমাচার অধিক্ষেত্র আছে এমন ম্যাজিস্ট্রেটকে অবিলম্বে পাঠাতে হবে।

অধ্যায় : ১২
[CHAPTER : XII]

পুলিশকে এত্তেলা ও তাদের তদন্ত করার ক্ষমতা
(Information to the Police and their Powers to Investigate)

ধারা ১৫৪ থেকে ধারা ১৭৬
[Section 154 to Section 176]

॥ ধারা : ১৫৪ ॥ ধর্তব্য বিষয়ের ক্ষেত্রে এত্তেলা (বা সংবাদ বা সমাচার) [Information in cognizable cases]—(১) ধর্তব্য অপরাধের সংঘটন সম্পর্কিত প্রতিটি এত্তেলা, যদি পুলিশ থানার ভারপ্রাপ্ত আধিকারিককে মৌখিক ভাবে দেওয়া হয়ে থাকে, তাহলে বা তার দ্বারা বা তার নির্দেশে লিপিবদ্ধ করা হবে এবং এত্তেলা প্রদানকারীকে তা পড়ে শোনানো হবে, এমন প্রত্যেক এত্তেলার ওপর—তা লিখিত ভাবেই দেওয়া হোক আর পূর্বোক্ত মতো লিপিবদ্ধ করে নেওয়া হোক, ঐ ব্যক্তিকে স্বাক্ষর করতে হবে এবং তার সারমর্ম ঐ রকম আধিকারিক কর্তৃক, রাজ্য সরকার কর্তৃক এ ব্যাপারে নির্দিষ্ট নিদর্শে (ফর্মে) রেকর্ড বইয়ে লিপিবদ্ধ করে রাখতে হবে।

(২) উপধারা (৪)-এর অধীনে লিপিবদ্ধ এত্তেলার একটি প্রতিলিপি এত্তেলা প্রদানকারীকে অবিলম্বে বিনামূল্যে দিয়ে দেওয়া হবে।

(৩) কোনো ব্যক্তি, যে কোনো পুলিশ থানার ভারপ্রাপ্ত আধিকারিকের উপধারা (১)-এ নির্দিষ্ট এত্তেলা লিপিবদ্ধ করাতে অস্বীকার করার কারণে ক্ষুব্ধ হয়, এমন এত্তেলার সার-সংক্ষেপ লিখিত ভাবে এবং ডাক দ্বারা সংশ্লিষ্ট পুলিশ অধীক্ষককে (সুপারিনটেন্ডেন্টকে) পাঠাতে পারে, যা, যদি তাঁর এমন সন্তুষ্টি বিধান হয়ে যায় যে, এমন এত্তেলাতে (বা সমাচার) কোনো ধর্তব্য অপরাধের সংঘটন প্রকটিত হচ্ছে, তাহলে তিনি নিজেই ঘটনার অনুসন্ধান করবেন অথবা তাঁর অধীনস্থ কোনো পুলিশ আধিকারিক দিয়ে এই সংহিতায় বিধৃত পদ্ধতিতে অনুসন্ধান করার নির্দেশ দিবেন এবং ঐ আধিকারিকের ঐ অপরাধের সম্পর্কে পুলিশ থানার ভারপ্রাপ্ত আধিকারিকের সমস্ত ক্ষমতা থাকবে।

॥ ধারা : ১৫৫ ॥ অধর্তব্য ঘটনাগুলোর বিষয়ের এত্তেলা এবং সেই সব বিষয়ের তদন্ত [Information as to non-cognizable cases and investigation of such cases]—(১) যখন কোনো পুলিশ থানার সীমার (বা এলাকার) মধ্যে ঘটা কোনো অধর্তব্য অপরাধ সংঘটনের ব্যাপারে এত্তেলা ঐ থানার ভারপ্রাপ্ত আধিকারিককে দেওয়া হয়, তখন তিনি ঐ এত্তেলার সারমর্ম, এ ব্যাপারে রাজ্য সরকার কর্তৃক নির্দিষ্ট নিদর্শে এমন আধিকারিক কর্তৃক রক্ষিত বহিতে, লিপিবদ্ধ করে রাখবেন বা রাখার ব্যবস্থা করবেন এবং এত্তেলা প্রদানকারীকে ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে যাওয়ার জন্য নির্দেশ দেবেন।

(২) কোনো পুলিশ আধিকারিক কোনো অধর্তব্য অপরাধের ঘটনার অনুসন্ধান এমন ম্যাজিস্ট্রেটের আদেশ ব্যতিরেকে করবেন না, যার এমন ঘটনার বিচার করার বা বিচারার্থ সোপর্দ (প্রেরণ) করার ক্ষমতা আছে।

(৩) কোনো পুলিশ আধিকারিক এমন আদেশ পাওয়ার পর (ওয়ারেন্ট ছাড়া গ্রেপ্তার করার ক্ষমতা ব্যতিরেকে) অনুসন্ধানের (বা তদন্তের) ব্যাপারে তেমনই ক্ষমতার প্রয়োগ করতে পারেন যেমন ক্ষমতা কোনো পুলিশ ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক কোনো ধর্তব্য ঘটনার ক্ষেত্রে করতে পারেন।

(৪) যেখানে ঘটনার সম্পর্ক কোনো দুই বা ততোধিক অপরাধের সঙ্গে থাকে, যেগুলোর অন্ততঃ একটি ধর্তব্য, সেখানে অন্য অপরাধগুলো অধর্তব্য হলেও ঘটনাটিকে ধর্তব্য ঘটনা বলে মনে করতে হবে।

॥ ধারা ঃ ১৫৬ ॥ **পুলিশের ধর্তব্য বিষয়ের তদন্ত করার ক্ষমতা** [Police officer's power to investigate cognizable case]—(১) পুলিশ থানার ভারপ্রাপ্ত যে কোনো আধিকারিক, কোনো ম্যাজিস্ট্রেটের আদেশ ব্যতিরেকে এমন যে কোনো ধর্তব্য ঘটনার তদন্ত করতে পারবেন, যা ঐ থানার সীমার মধ্যে স্থানীয় এলাকার ওপর ক্ষেত্রাধিকার প্রয়োগকারী আদালত অধ্যায়-১৩-র বিধানসমূহ সাপেক্ষে তদন্ত বা বিচার করার ক্ষমতা থাকত।

(২) এ ধরনের কোনো ঘটনায় পুলিশ আধিকারিকের কোনো কার্যবাহর বিষয়ে কোনো পর্যায়েই প্রশ্ন তোলা যাবে না এই কারণে যে, ঘটনাটি এমন একটি ঘটনা, যে তার তদন্ত করতে ঐ আধিকারিক এই ধারার অধীনে ক্ষমতাপ্রাপ্ত ছিলেন না।

(৩) ধারা—১৯০ সাপেক্ষে ক্ষমতাপ্রাপ্ত যে কোনো ম্যাজিস্ট্রেটের পূর্বোক্ত মতো একটি তদন্ত করতে আদেশ দিতে পারেন।

॥ ধারা ঃ ১৫৭ ॥ **তদন্তের জন্য প্রক্রিয়া** [Procedure for investigation]—(১) যদি পুলিশ থানার ভারপ্রাপ্ত আধিকারিকের এত্তেলা পাওয়ার পর বা অন্যভাবে, এমন সন্দেহ করার কারণ থাকে যে, এমন এমন অপরাধ সংঘটন করা হয়েছে, যার তদন্ত, করার জন্য ধারা-১৫৬-র অধীনে তিনি সক্ষম, তাহলে তিনি ঐ অপরাধের রিপোর্ট, ঐ ম্যাজিস্ট্রেটকে অবিলম্বে পাঠাবেন, যিনি এমন অপরাধের পুলিশ রিপোর্টের ওপর তা বিচারার্থ গ্রহণ করার জন্য ক্ষমতাসম্পন্ন এবং ঘটনার তথ্যসমূহ এবং পরিস্থিতিসমূহের তদন্ত করার জন্য এবং যদি প্রয়োজন হয় তাহলে অপরাধীর খোঁজ করার এবং তার গ্রেপ্তারির ব্যবস্থা করার জন্য, ঐ জায়গাতে হয় তিনি ব্যক্তিগত ভাবে যাবেন অথবা তাঁর অধীনস্থ আধিকারিকদের কাউকে পাঠাবেন, যিনি এমন পদ-মর্যাদার নিম্ন পদমর্যাদার হবেন না, যাকে রাজ্য সরকার সাধারণ বা বিশেষ আদেশ দ্বারা এই নিমিত্ত নিয়োগ করেন ঃ

প্রকাশ থাকে যে—

(ক) যখন এধরনের কোনো অপরাধ করার ব্যাপারে কোনো খবর কোনো

ব্যক্তির বিরুদ্ধে তার নাম দিয়ে করা হয়েছে এবং ঘটনাটি তেমন গুরুতর নয়, তখন কোনো পুলিশ থানার আধিকারিক তদন্ত করার জন্য ব্যক্তিগত ভাবে সেখানে যাওয়ার বা তাঁর কোনো অধীনস্থ আধিকারিককে সেখানে পাঠাবার তেমন আবশ্যক হবে না;

(খ) যদি পুলিশ থানার ভারপ্রাপ্ত আধিকারিকের এমন প্রতীয়মান হয় যে, তদন্ত করার মতো যথেষ্ট কারণ নেই, তাহলে তিনি ঐ ঘটনায় তদন্ত করবেন না।

(২) উপধারা (১)-এর ব্যতিক্রমের প্রকরণ (ক) ও (খ)-এ উল্লিখিত ক্ষেত্রসমূহের প্রত্যেক ক্ষেত্রে পুলিশ থানার ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক তাঁর রিপোর্টে ঐ উপধারার অভিপ্রায়গুলোর পুরোপুরি পালন না করার নিজের কারণগুলো বিবৃত করবেন এবং উক্ত ব্যতিক্রমের প্রকরণ (খ)-এ উল্লিখিত ক্ষেত্রে এমন আধিকারিক সমাচার (বা এত্তেলা) প্রদানকারীকে, যদি থাকে, এমন পদ্ধতিতে, যা রাজ্য সরকার দ্বারা নির্দিষ্ট করা হবে অবিলম্বে এব্যাপারে জানিয়ে দেবে যে তিনি এব্যাপারে কোনো তদন্ত করবেনও না বা করাবেনও না।

॥ ধারা ঃ ১৫৮ ॥ প্রতিবেদন (রিপোর্ট) কিভাবে দেওয়া হবে [Report how submitted]—(১) ধারা—১৫৭-র অধীনে ম্যাজিস্ট্রেটকে পাঠানো হবে এমন প্রত্যেক রিপোর্ট, রাজ্য সরকার যদি এমন নির্দেশ দেয়, তাহলে পুলিশের এমন উচ্চপদস্থ আধিকারিকের মাধ্যমে দেওয়া যাবে, যাকে রাজ্য সরকার সাধারণ বা বিশেষ আদেশ দ্বারা এই হেতু নিযুক্ত করেন।

(২) এমন উচ্চ পদস্থ আধিকারিক পুলিশ থানার ভারপ্রাপ্ত আধিকারিককে যেমন সঙ্গত মনে করেন তেমন, নির্দেশ দিতে পারেন এবং এইরকম রিপোর্টের (প্রতিবেদনের) ওপর ঐ নির্দেশ লিপিবদ্ধ করে অবিলম্বে তা ঐ ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে পাঠিয়ে দেবেন।

॥ ধারা ঃ ১৫৯ ॥ তদন্ত বা প্রাথমিক তদন্ত করার ক্ষমতা [Power to hold investigation or preliminary inquiry]—এমন ম্যাজিস্ট্রেট ঐ রিপোর্ট পাওয়ার পর তদন্তের জন্য আদেশ দিতে পারেন বা তিনি যদি সঙ্গত মনে করেন, তাহলে তিনি এই সংহিতাতে বিধৃত পদ্ধতিতে ঘটনার প্রাথমিক তদন্ত করার জন্য বা অন্যভাবে তার নিষ্পত্তি করার জন্য অবিলম্বে কার্যবাহ চালাতে পারেন (অর্থাৎ অগ্রসর হতে পারেন) অথবা তাঁর অধীনস্থ কোনো ম্যাজিস্ট্রেটকে কার্যবাহ করার জন্য (বা অগ্রসর হওয়ার জন্য) নিযুক্ত করতে পারেন।

॥ ধারা ঃ ১৬০ ॥ পুলিশ আধিকারিকের সাক্ষীদের হাজিরা চাওয়ার ক্ষমতা [Police Officer's power to require attendence of witnesses]—(১) কোনো পুলিশ আধিকারিক, যিনি এই অধ্যায়ের অধীনে তদন্ত করছেন, তাঁর থানার বা নিকটবর্তী কোনো থানার সীমার মধ্যে বিদ্যমান কোনো এমন ব্যক্তির কাছে যার দেওয়া সমাচারে কিংবা অন্যভাবে ঐ ঘটনার তথ্যাদি ও পরিস্থিতির সঙ্গে অবহিত বলে মনে হয়, তাঁর সামনে হাজিরা লিখিত আদেশ দিয়ে চাইতে পারেন এবং ঐ ব্যক্তি অভিপ্রায় মতো হাজির হবে ঃ

প্রকাশ থাকে যে, কোনো পুরুষের কাছে, যার বয়স পনের বছরের কম এবং

মহিলার কাছে, এমন জায়গা থেকে যেখানে ঐ পুরুষ বা ঐ নারী বসবাস করে, অন্য কোনো জায়গায় হাজিরার অভিপ্রায় করা যাবে না।

(২) বসবাসের জায়গা ছাড়া অন্য কোনো জায়গায় উপধারা (১)-এর অধীন হাজির হওয়ার জন্য, প্রত্যেক ব্যক্তির যথাযথ খরচা পুলিশ আধিকারিক দ্বারা প্রদান করার জন্য রাজ্য সরকার এই হেতু প্রণীত নিয়মাবলী দ্বারা ব্যবস্থা করতে পারেন।

॥ ধারা : ১৬১ ॥ পুলিশ কর্তৃক সাক্ষীদের পরীক্ষা [Examination of witness by police]—(১) কোনো পুলিশ আধিকারিক, যিনি এই অধ্যায়ের অধীন তদন্তের কাজ করছেন বা এমন আধিকারিকের অভিপ্রায় অনুসারে কার্য সম্পাদনকারী কোনো পুলিশ আধিকারিক যিনি এমন পদ-মর্যাদায় নিম্ন-পদ-মর্যাদার নন, যাঁকে রাজ্য সরকার সাধারণ বা বিশেষ আদেশ দ্বারা এই নিমিত্ত নির্দিষ্ট করেন, ঘটনার তথ্যাবলী এবং পরিস্থিতির সঙ্গে অবহিত বলে মনে হয়, এমন ব্যক্তির মৌখিক পরীক্ষা করতে পারেন।

(২) এধরনের ঘটনা সম্পর্কে উক্ত আধিকারিক, যে সব প্রশ্নের উত্তর তাকে ফৌজদারী অভিযোগে অভিযুক্ত করতে বা তাকে দণ্ডিত করতে অথবা কোনো কিছুতে তার অধিকার হারাতে (বা খোওয়াতে) অভিপ্রায় করতে পারে সেই প্রশ্ন, বাদ দিয়ে যে সব প্রশ্ন তাকে করবেন তার যথাযথ উত্তর দিতে এমন ব্যক্তি বাধ্য থাকবে।

(৩) পুলিশ আধিকারিক এই ধারার অধীনে পরীক্ষা করার সময় তাঁর সামনে উপস্থাপিত যে কোনো বিবৃতি লিপিবদ্ধ করতে পারেন এবং যদি তিনি তা করেন তাহলে তিনি প্রত্যেক এমন ব্যক্তির বিবৃতির পৃথক ও নির্ভুল নথি প্রণীত করবেন, যার বিবৃতি তিনি নথিভুক্ত করেন।

॥ ধারা : ১৬২ ॥ পুলিশের কাছে প্রদত্ত বিবৃতিতে স্বাক্ষর না করা : সাক্ষ্যে বিবৃতির ব্যবহার [Statement to police not to be signed : Use of statements in evidence]—(১) কোনো ব্যক্তি দ্বারা কোনো পুলিশ আধিকারিকের কাছে এই অধ্যায়ের অধীন তদন্তের সময় প্রদত্ত কোনো বিবৃতি যদি লিপিবদ্ধ করা হয় তাহলে বিবৃতকারী ব্যক্তি দ্বারা স্বাক্ষরিত করা হবে না এবং এমন কোনো বিবৃতি বা তার কোনো নথি, তা পুলিশের ডাইরিতেই থাকুক বা না থাকুক এবং এমন বিবৃতি বা নথির কোনো অংশ এমন কোনো অপরাধের, যা এমন বিবৃতি দেওয়ার সময় তদন্তাধীন ছিল, কোনো তদন্ত বা বিচার কাজে এতে অতঃপর যথা বিধৃত ব্যতিরেকে, কোনো প্রয়োজনের জন্য ব্যবহার করা যাবে না :

প্রকাশ থাকে যে, যখন এমন কোনো সাক্ষী, যার বিবৃতি উপযুক্ত ভাবে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে, এমন তদন্ত বা বিচারকাজে অভিশংসনের জন্য ডাকা হয় তখন যদি তার বিবৃতির কোনো অংশ, যথাযথভাবে প্রমাণিত করে দেওয়া হয়, তাহলে অভিযোগকারীর দ্বারা এবং আদালতের অনুমতিতে অভিশংসন দ্বারা তার ব্যবহার এমন সাক্ষীর বিরোধিতা করার জন্য ভারতীয় সাক্ষ্য অধিনিয়ম, ১৮৭২ (১৮৭২-এর ১) -এর ধারা-১৪৫ দ্বারা বিধৃত পদ্ধতিতে করা যেতে পারে এবং যখন এমন বিবৃতির

কোনো অংশ এভাবে ব্যবহার করা হয় তখন তার কোনো অংশ এমন সাক্ষীর পুনঃ পরীক্ষাতেও, কিন্তু তার কূট পরীক্ষায় নির্দিষ্ট কোনো কিছুর স্পষ্টীকরণ করার প্রয়োজন হেতুই, ব্যবহৃত হতে পারে।

(২) এই ধারার কোনো কিছুর ব্যাপারে এমন মনে করা হবে না যে, তা ভারতীয় সাক্ষ্য অধিনিয়ম, ১৮৭২ (১৮৭২-এর ১)-এর ধারা—৩২ এর প্রকরণ (১)-এর বিধানসমূহের আওতায় আসে এমন কোনো বিবৃতিতে প্রযোজ্য হয় অথবা ঐ অধিনিয়মের ধারা—২৭-এর বিধানসমূহের ওপর প্রভাব ফেলে।

স্পষ্টীকরণ—উপধারা-(১)-এ নির্দিষ্ট বিবৃতিতে কোনো তথ্য বা পরিস্থিতি বিবৃত করা থেকে বিরত (বা ত্রুটি করে) থাকলে বা পরস্পর বিরোধের সামিল হতে পারে যদি তা ঐ প্রসঙ্গটির প্রতি লক্ষ্য রেখে, যাতে এমন ত্রুটি করা হয়েছে, গুরুত্বপূর্ণ ও অন্যভাবে প্রাসঙ্গিক বলে মনে হয় এবং কোনো বিশেষ প্রসঙ্গে কোনো একটি ত্রুটি একটি পরস্পর-বিরোধের সামিল কিনা তা একটি তথ্যগত প্রশ্ন হবে।

॥ ধারা : ১৬৩ ॥ কোনো প্ররোচনা দেওয়া যাবে না [No inducement to be offered]—(১) কোনো পুলিশ আধিকারিক বা প্রাধিকৃত অন্য ব্যক্তি ভারতীয় সাক্ষ্য অধিনিয়ম, ১৮৭২ (১৮৭২-এর ১)-এর ধারা—২৪-এ যেমন উল্লিখিত আছে তেমন কোনো প্ররোচনা হুমকি বা প্রতিশ্রুতি দেবেন না বা দেওয়াবেন না।

(২) কিন্তু কোনো পুলিশ আধিকারিক বা অন্য ব্যক্তি এই অধ্যায়ের সাপেক্ষে কোনো তদন্ত চলা কালে কোনো ব্যক্তিকে কোনো কিছু বিবৃত করা থেকে, যা সে তার নিজের ব্যক্তিগত ইচ্ছায় করতে চায়, কোনো সতর্ককরণ দ্বারা বা অন্য কোনো ভাবে নিবারিত করবে না :

প্রকাশ থাকে যে, এই ধারার কোনো কিছু ধারা—১৬৪-র উপধারা (৪)-এর বিধানসমূহের ওপর কোনো প্রভাব ফেলবে না (বা তাকে প্রভাবিত করবে না)।

॥ ধারা : ১৬৪ ॥ স্বীকারোক্তি ও বিবৃতি নথিভুক্তকরণ [Recording of confessions and statements]—(১) কোনো মহানগর ম্যাজিস্ট্রেট বা ন্যায়িক ম্যাজিস্ট্রেট, সংশ্লিষ্ট ঘটনাতে তার ক্ষেত্রাধিকার থাকুক বা না থাকুক এই অধ্যায় সাপেক্ষে (বা অনুসারে) বা সমকালে বলবৎ অন্য কোনো আইনের অধীন কোনো অনুসন্ধান চলা কালে অথবা তার পরে তদন্ত বা বিচার শুরু হওয়ার যে কোনো সময় তার কাছে প্রদত্ত যে কোনো স্বীকারোক্তি বা বিবৃতি (জবানবন্দি) নথিভুক্ত করতে পারেন :

প্রকাশ থাকে যে, কোনো পুলিশ আধিকারিক দ্বারা যাঁকে সমকালে বলবৎ কোনো আইনের অধীনে ম্যাজিস্ট্রেটের কোনো শক্তি প্রদান করা হয়েছে, কোনো স্বীকৃতি নথিভুক্ত করবেন না।

(২) ম্যাজিস্ট্রেট কোনো এমন স্বীকারোক্তি নথিভুক্ত করার আগে ঐ ব্যক্তিকে যে স্বীকারোক্তি করছে, বোঝাবেন যে স্বীকারোক্তি করার জন্য সে বাধ্য নয় এবং যদি সে তা করে তাহলে তা তার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য হিসেবে উপস্থাপিত করা যেতে পারে (বা

ব্যবহৃত হতে পারে) এবং ম্যাজিস্ট্রেট এধরনের কোনো স্বীকৃতি ততক্ষণ নথিভুক্ত করবেন না, যতক্ষণ ঐ স্বীকারোক্তিকারী ব্যক্তিকে প্রশ্ন করা হলে তাঁর এমন বিশ্বাস না হয় যে সে স্বতঃস্ফূর্তভাবে এমন করছে।

(৩) স্বীকারোক্তি নথিভুক্ত করার আগে যদি ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে হাজির হওয়া ব্যক্তি এই মর্মে বিবৃতি দেয় যে, সে স্বীকারোক্তি করতে ইচ্ছুক নয় তাহলে ম্যাজিস্ট্রেট এধরনের ব্যক্তিদের পুলিশের হেফাজতে আটক করা প্রাধিকৃত করবেন না।

(৪) এধরনের স্বীকারোক্তি কোনো অভিযুক্ত ব্যক্তিকে পরীক্ষা নথিভুক্ত করার জন্য ধারা—২৮১-তে যথা বিধৃত পদ্ধতিতে নথিভুক্ত করা যাবে এবং স্বীকারোক্তি করা ব্যক্তি দ্বারা তার ওপর স্বাক্ষর করা হবে এবং ম্যাজিস্ট্রেট এমন নথির নিচে নিম্নলিখিত ধরনের একটি স্মারক লিপিবদ্ধ করবেন—

> আমি (নাম) .... কে বুঝিয়ে দিয়েছি যে, সে স্বীকারোক্তি করার জন্য বাধ্য নয় এবং যদি সে এমনটা করে তাহলে কোনো স্বীকারোক্তি, যা সে করবে, তার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য হিসেবে ব্যবহার করা যেতে পারে এবং আমার বিশ্বাস, এই স্বীকারোক্তি স্বেচ্ছায় প্রদত্ত হয়েছে। এটি- আমার উপস্থিতিতে এবং আমার কাছে শুনানির পর (অর্থাৎ শুনানিতে বা আমার শ্রুতির মধ্যে) লিখিত হয়েছে এবং যে ব্যক্তি এই স্বীকারোক্তি করেছে তাকে তা পাঠ করে শুনিয়ে দেওয়া হয়েছে এবং তা সে নির্ভুল বলে মেনে নিয়েছে এবং তার দ্বারা কথিত সম্পূর্ণ ও সঠিক বিবৃতি এতে আছে।
>
> (স্বাক্ষর) ক-খ

(৫) উপধারা (১)-এর অধীন প্রদত্ত (স্বীকারোক্তি ছাড়া) কোনো বিবৃতি সাক্ষ্য নথিভুক্ত করার জন্য এতে এরপরে যথাবিধৃত পদ্ধতিতে নথিভুক্ত করা হবে, যা ম্যাজিস্ট্রেটের মতানুসারে ঘটনার পরিস্থিতি মোতাবেক সর্বাধিক সঙ্গত হয় এবং ম্যাজিস্ট্রেটের ঐ ব্যক্তিকে শপথ বাক্য পাঠ করানোর ক্ষমতা থাকবে, যে ব্যক্তির বিবৃতি এভাবে নথিভুক্ত করা হয়।

(৬) এই ধারার অধীনে স্বীকারোক্তি বা বিবৃতি নথিভুক্ত করা ম্যাজিস্ট্রেট, তাকে সেই ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে পাঠাবেন, যিনি ঘটনার তদন্ত বা বিচার করবেন।

॥ ধারা : ১৬৫ ॥ পুলিশ আধিকারিক কর্তৃক তল্লাশী [Search by Police Officers]—(১) যখনই কোনো পুলিশ থানার ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক বা তদন্তকারী আধিকারিকের কাছে এমন বিশ্বাস করার মতো যথার্থ ভিত্তি থাকে যে, কোনো অপরাধের তদন্তের প্রয়োজন হেতু, যার তদন্ত (বা অনুসন্ধান) করার জন্য তিনি প্রাধিকারপ্রাপ্ত, প্রয়োজনীয় কোনো বস্তু ঐ পুলিশ থানার, যে থানার তিনি ভারপ্রাপ্ত অফিসার বা যে থানার সঙ্গে তিনি সংযুক্ত, তার সীমার মধ্যে কোনো জায়গায় পাওয়া যেতে পারে এবং তাঁর মতে এমন বস্তু অহেতুক দেরি না করে তল্লাশী দ্বারা অন্যভাবে অভিপ্রায় করা যায় না, তখন এমন আধিকারিক তাঁর বিশ্বাসের ভিত্তিতে নথিভুক্ত

করার এবং যথাসম্ভব ঐ বস্তুটিকে, যার জন্য তল্লাশী নিতে হবে, এমন নথিতে উল্লেখ করার পর ঐ থানার সীমার মধ্যে যে কোনো জায়গায় এমন বস্তুর জন্য তিনি তল্লাশী করতে পারেন অথবা তল্লাশী করাতে পারেন।

(২) উপধারা (১)-এর অধীনে কার্যসম্পাদনকারী পুলিশ আধিকারিক, যদি সম্ভব হয়, তাহলে তল্লাশীর কাজটি তিনি নিজে পরিচালনা করবেন।

(৩) যদি তিনি নিজে তল্লাশী পরিচালনা করতে অসমর্থ হন এবং কোনো অন্য এমন ব্যক্তি, যিনি তল্লাশী নিতে সক্ষম, সে সময়ে উপস্থিত না থাকেন তাহলে তিনি এমন করার কারণসমূহ নথিভুক্ত করার পর তাঁর অধীনস্থ কোনো আধিকারিকের কাছে অভিপ্রায় করতে পারেন যে তিনি তল্লাশী নিন এবং এমন অধীনস্থ আধিকারিককে এমন লিখিত আদেশ দেবেন, যাতে যে জায়গার তল্লাশী নিতে হবে সেই জায়গাটি এবং যে বস্তুটির, যার তল্লাশী করা হবে, সেই বস্তুটি উল্লেখ করা থাকবে এবং তখনই অধীনস্থ আধিকারিক সেই বস্তুটির জন্য এ জায়গায় তল্লাশী নিতে পারবেন।

(৪) তল্লাশী-পরওয়ানার ব্যাপারে এই সংহিতার বিধানসমূহ এবং তল্লাশীর ব্যাপারে ধারা—১০০-র সাধারণ বিধান এই ধারার অধীনে নিতে যাওয়া তল্লাশীতে, যতদূর সম্ভব প্রযোজ্য হবে।

(৫) উপধারা (১)-এর বা উপধারা (৩)-এর প্রণীত যে কোনো নথির প্রতিলিপি অবিলম্বে এমন নিকটবর্তী ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে পাঠিয়ে দিতে হবে, যিনি ঐ অপরাধীর বিচারার্থ গ্রহণ করতে সক্ষম এবং যে জায়গার তল্লাশী নেওয়া হয়েছে, তার মালিক বা ভোগদখলকারীকে তার আবেদনের ভিত্তিতে তার একটি প্রতিলিপি বিনামূল্যে ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক প্রদান করা হবে।

॥ ধারা : ১৬৬ ॥ পুলিশ থানার ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক কখন অন্য কোনো আধিকারিকের কাছে তল্লাশী পরওয়ানা জারি করা অভিপ্রায় করতে পারে [When Officer-in-Charge of Police Station may require another to issue search-warrant]—(১) পুলিশ থানার ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক বা অবর পরিদর্শকের চেয়ে পদ-মর্যাদায় নিম্ন পদ-মর্যাদার নন এমন পুলিশ আধিকারিক, যিনি তদন্ত (বা অনুসন্ধান) করছেন কোনো অন্য পুলিশ থানার ভারপ্রাপ্ত আধিকারিকের কাছে, তিনি সেই জেলাতেই থাকুন বা অন্য জেলায়, কোনো জায়গায় এমন ক্ষেত্রে তল্লাশী নেওয়ার ব্যাপারে অভিপ্রায় করতে পারেন, যাতে পূর্বোক্ত আধিকারিক নিজেই তাঁর থানার সীমার মধ্যে এমন তল্লাশী করাতে পারেন।

(২) এমন আধিকারিক, এমন অভিপ্রায় করা হলে ধারা—১৬৫-এর বিধান অনুসারে কার্যসম্পাদন করবেন এবং যদি কোনো বস্তু পাওয়া যায় তাহলে তা সেই আধিকারিকের কাছে পাঠাবেন, যার অভিপ্রায় অনুসারে তল্লাশী নেওয়া হয়েছে।

(৩) যখনই এমন বিশ্বাস করার কারণ থাকে যে, অন্য পুলিশ থানার ভারপ্রাপ্ত আধিকারিকের কাছে উপধারা (১)-এর অধীনে তল্লাশী করানোর অভিপ্রায় করাতে

গিয়ে যে বিলম্ব হবে তার ফল হতে পারে যে, অপরাধ সংঘটিত করার সাক্ষ্য লুকিয়ে দেওয়া হয় বা নষ্ট করে দেওয়া হয় তখন পুলিশ থানার ভারপ্রাপ্ত আধিকারিকের কাছে বা ঐ আধিকারিকের কাছে, যিনি এই অধ্যায়ের অধীনে তদন্ত করছেন, আইনসম্মত হবে যে, তিনি অন্য কোনো পুলিশ থানার স্থানীয় সীমার মধ্যে কোনো জায়গার ধারা-১৬৫-র বিধানসমূহ অনুসারে এমন তল্লাশী নিক বা নেওয়ার ব্যবস্থা করুন, যেন ঐ জায়গা তার নিজস্ব পুলিশ থানার সীমার মধ্যেই আছে।

(৪) কোনো আধিকারিক, যিনি উপধারা (৩)-এর অধীন তল্লাশী পরিচালনা করছেন, ঐ পুলিশ থানার ভারপ্রাপ্ত আধিকারিককে, যাঁর সীমাব মধ্যে এমন জায়গা অবস্থিত, তল্লাশীর সমাচার অবিলম্বে পাঠাবেন এবং এমন সমাচারের সঙ্গে ধারা-১০০-র অধীন প্রস্তুতকৃত তালিকার (যদি থাকে) প্রতিলিপিও পাঠাবেন এবং ঐ অপরাধটির বিচারার্থ গ্রহণে সক্ষম নিকটবর্তী ম্যাজিস্ট্রেটকে ধারা-১৬৫-র উপধারা (১) ও (৩)-এ নির্দিষ্ট নথিপত্রের প্রতিলিপিও পাঠাবেন।

(৫) যে জায়গার তল্লাশী নেওয়া হয়েছে, তার মালিক বা ভোগ দখলকারীকে, আবেদন করার প্রেক্ষিত ঐ নথিপত্রের যা ম্যাজিস্ট্রেটকে উপধারা (৪)-এর অধীনে, পাঠানো হয়েছে, প্রতিলিপি বিনামূল্যে দিতে হবে।

॥ ধারা ঃ ১৬৬-ক ॥ ভারতের বাইরের কোনো দেশে বা কোনো স্থানে তদন্তের জন্য কোনো যোগ্য প্রাধিকারীকে অনুরোধপত্র [Letter of request to competent authority for investigation in a country or place outside India]—(১) এই সংহিতাতে যা কিছুই বিধৃত থাকুক না কেন, যদি কোনো অপরাধের তদন্তের কাজ চলা কালে তদন্তকারী আধিকারিক বা তদন্তকারী আধিকারিকের চেয়ে পদমর্যাদায় উচ্চ পদ-মর্যাদার কোনো আধিকারিক এই মর্মে আবেদন করেন যে, ভারতের বাইরে কোনো দেশে বা জায়গায় সাক্ষ্য প্রমাণ পাওয়া যেতে পারে তাহলে কোনো ফৌজদারী আদালত অনুরোধ-পত্র পাঠিয়ে ঐ দেশে বা জায়গার এমন আদালত বা প্রাধিকারীর কাছে যিনি এমন অনুরোধপত্রের ভিত্তিতে কার্যসম্পাদন করার ব্যাপারে সক্ষম, এমন অনুরোধ করতে পারবেন যে, তিনি কোনো এমন ব্যক্তির মৌখিক পরীক্ষা করবেন, যার সম্পর্কে, ঘটনার তথ্য ও পরিস্থিতির সঙ্গে অবগত আছে বলে অনুমান করা হচ্ছে এবং এমন পরীক্ষা চলাকালে তার প্রদত্ত বিবৃতি নথিভুক্ত করেন এবং এমন ব্যক্তি বা কোনো অন্য ব্যক্তির কাছে ঐ ঘটনার সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত এমন দস্তাবেজ বা বস্তু (বা জিনিস) দাখিল করার অভিপ্রায় করেন, যা তার দখলে আছে, এবং এভাবে গৃহীত বা সংগৃহীত যাবতীয় সাক্ষ্যপ্রমাণ বা তার সত্যাপিত প্রতিলিপি বা এভাবে সংগৃহীত বস্তু, ঐ পত্র-প্রেরক আদালতকে প্রেরণ করেন।

(২) অনুরোধ-পত্র এমনভাবে প্রেরণ করা হবে যেমন ভাবে কেন্দ্রীয় সরকার এই হেতু উল্লেখ করবেন (বা নির্দিষ্ট করে দেবেন)।

(৩) উপধারা (১) বা উপধারা-(২)-এর অধীনে নথিভুক্ত প্রত্যেক বিবৃতি বা প্রাপ্ত প্রত্যেকটি দস্তাবেজ বা বস্তুকে এই অধ্যায়ের অধীন তদন্তের কালে সংগৃহীত সাক্ষ্য প্রমাণ বলে মনে করা হবে।

॥ ধারা ঃ ১৬৬-খ ॥ ভারতের বাইরের কোনো দেশ বা কোনো স্থান থেকে ভারতে তদন্তের জন্য কোনো আদালত বা প্রাধিকারীকে অনুরোধ-পত্র [Letter of request from a country or place outside India to a Court or an authority for investigation in India]—(১) ভারতের বাইরের কোনো দেশ বা জায়গার এমন আদালত বা প্রাধিকারীর কাছ থেকে, যিনি ঐ দেশ বা জায়গাতে তদন্তাধীন কোনো অপরাধের সম্পর্কে কোনো ব্যক্তির পরীক্ষার জন্য বা কোনো দস্তাবেজ বা বস্তু দাখিল করাবার জন্য ঐ দেশ বা জায়গায় এমন পত্র প্রেরণের যোগ্য, অনুরোধ-পত্র পাওয়ার পর কেন্দ্রীয় সরকার যদি তা সঙ্গত মনে করে তাহলে—

(এক) তা মুখ্য মহানগর ম্যাজিস্ট্রেট বা মুখ্য ন্যায়িক ম্যাজিস্ট্রেট বা এমন মহানগর ম্যাজিস্ট্রেট বা ন্যায়িক ম্যাজিস্ট্রেটকে, যাঁকে তিনি এই নিমিত্ত নিযুক্ত করেন, পাঠাতে পারবেন, যিনি তখন ঐ ব্যক্তিকে তার সামনে সমন করবেন এবং তার বিবৃতি নথিভুক্ত করবেন বা দস্তাবেজ বা বস্তুটি দাখিল করাবেন; অথবা

(দুই) ঐ পত্রটিকে তদন্তের জন্য কোনো পুলিশ আধিকারিককে পাঠাতে পারবেন, যিনি তখন সেই পদ্ধতিতে অপরাধের তদন্ত করবেন, যেন ঐ অপরাধ ভারতের মধ্যেই সংঘটিত হয়েছে (অর্থাৎ অপরাধটি ভারতের সংঘটিত হলে যে ভাবে তদন্ত করা হতো, সেই একইভাবে তদন্ত করবেন)।

(২) উপধারা (১)-এর অধীনে গৃহীত বা সংগৃহীত সমস্ত সাক্ষ্য প্রমাণ তার সত্যাপিত প্রতিলিপি বা এইভাবে সংগৃহীত বস্তু যেখানে যেমন, ম্যাজিস্ট্রেট বা পুলিশ আধিকারিক দ্বারা সেই আদালত বা প্রাধিকারীকে, যিনি অনুরোধ-পত্র পাঠিয়েছিলেন, প্রেরণ করার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারকে, যেমন পদ্ধতি পাঠানো কেন্দ্রীয় সরকার সঙ্গত মনে করবে তেমন পদ্ধতিতে পাঠাবেন।

॥ ধারা ঃ ১৬৭ ॥ যখন চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে তদন্ত শেষ করা সম্ভব হয় না তখন প্রক্রিয়া [Procedure when investigation can not be completed in twenty four hours]—(১) যখনই কোনো ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করা হয় এবং হাজতে আটকে রাখা হয় এবং এমন প্রতীয়মান হয় যে, ধারা-৫৭ দ্বারা নির্ধারিত তদন্তানুষ্ঠান চব্বিশ ঘণ্টার সময় কালের মধ্যে সম্পূর্ণ (বা শেষ) করা যাবে না এবং (ঐ ক্ষেত্রে) এমন বিশ্বাস করার মতো ভিত্তি আছে যে, অভিযোগ বা এত্তেলার শক্ত ভিত্তি বিদ্যমান তখন পুলিশ থানার ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক বা যদি তদন্তকারী পুলিশ আধিকারিক অবর পরিদর্শকের পদ-মর্যাদার চেয়ে নিম্ন পদ-মর্যাদার না হন, তাহলে তিনি নিকটবর্তী ন্যায়িক ম্যাজিস্ট্রেটকে এতে অতঃপর নির্দিষ্ট ডাইরিতে ঘটনার সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত দাখিলাগুলোর একটি প্রতিলিপি পাঠাবেন এবং সেই সঙ্গে অভিযুক্ত ব্যক্তিকেও ঐ ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে পাঠাবেন।

(২) সেই ম্যাজিস্ট্রেট, যাঁর অভিযুক্ত ব্যক্তিকে এই ধারার অধীনে পাঠানো হয়, ঐ ঘটনার বিচারের ক্ষেত্রাধিকার তাঁর থাক বা না থাক, অভিযুক্তকে এমন পুলিশী-হেফাজতে, যেমন ঐ ম্যাজিস্ট্রেট সঙ্গত মনে করেন, তেমন সময় সীমার জন্য, যা মোটের ওপর পনের দিনের বেশি হবে না, আটক করা সময়ে-সময়ে প্রাধিকৃত করতে

পারেন এবং যদি তাঁর ঘটনার বিচারের বা বিচারের জন্য সোপর্দ করার ক্ষেত্রাধিকার না থাকে এবং অধিক আটক রাখা তার মতে আবশ্যক না হয় তাহলে তিনি অভিযুক্তকে এমন ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে, যার এমন ক্ষেত্রাধিকার আছে, পাঠাবার জন্য আদেশ দিতে পারেন ঃ

প্রকাশ থাকে যে,—

(ক) ম্যাজিস্ট্রেট অভিযুক্ত ব্যক্তির পুলিশী হেফাজত ছাড়া অন্যভাবে আটক পনের দিনের সময় সীমার পরবর্তী দিনের জন্য সেই ক্ষেত্রে প্রাধিকৃত করতে পারেন, যেখানে তাঁর তুষ্টি বিধান হয়ে যায় যে, এমন করার মতো যথেষ্ট ভিত্তি আছে, তবে কোনো ম্যাজিস্ট্রেট অভিযুক্ত ব্যক্তির এই অনুচ্ছেদের অধীন হাজতে আটক—

(এক) সর্বমোট নব্বই দিনের বেশি সময়-সীমার জন্য প্রাধিকৃত করবেন না যেখানে তদন্তটি এমন অপরাধ সম্বন্ধে যা মৃত্যু, যাবজ্জীবন কারাবাস বা দশ বছরের কম নয় এমন মেয়াদের জন্য কারাবাসে দণ্ডনীয়।

(দুই) সর্বমোট ষাট দিনের বেশি মেয়াদের জন্য প্রাধিকৃত করবেন না, যেখানে তদন্তটি অন্য কোনো অপরাধের সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত;

এবং যথাস্থিতি নব্বই দিন বা ষাট দিনের ঐ মেয়াদ শেষ হওয়ার পর যদি অভিযুক্ত ব্যক্তি জামিন দেওয়ার জন্য রাজি হয় এবং দিয়ে দেয়, তাহলে তাকে জামিনের ভিত্তিতে ছেড়ে দেওয়া হবে (অর্থাৎ মুক্ত করে দেওয়া হবে) এবং মনে করা হবে যে, এই উপধারার অধীন জামিনে ছেড়ে দেওয়া প্রত্যেক ব্যক্তিকে অধ্যায়—৩৩-এর প্রয়োজন হেতু ঐ অধ্যায়ের বিধানসমূহের অধীনে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে।

(খ) কোনো ম্যাজিস্ট্রেট এই ধারার অধীনে কোনো হেফাজতে আটক ততক্ষণ প্রাধিকৃত করবেন না, যতক্ষণ অভিযুক্তকে তাঁর সামনে পেশ না করা হচ্ছে।

(গ) কোনো দ্বিতীয় শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট, যাঁকে উচ্চ আদালত দ্বারা এই নিমিত্ত বিশেষ করে ক্ষমতা প্রদান করা হয় নি, পুলিশী হেফাজতে আটক প্রাধিকৃত করবেন না (অর্থাৎ পুলিশ হেফাজতে আটক রাখার জন্য প্রাধিকৃত করবেন না)।

স্পষ্টীকরণ—১ ঃ সন্দেহ দূর করার জন্য এত দ্বারা ঘোষণা করা হচ্ছে যে, অনুচ্ছেদ (ক)-এ উল্লিখিত মেয়াদ শেষ হয়ে যাওয়ার পরও অভিযুক্ত ব্যক্তিকে ততদিন প্রহরায় আটক রাখা যাবে যত দিন না সে জামিন দিচ্ছে।

স্পষ্টীকরণ—২ ঃ যদি এমন প্রশ্ন ওঠে যে, কোনো অভিযুক্ত ব্যক্তিকে কি ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে পেশ করা হয়েছিল, যেমন কিনা, অনুচ্ছেদ (খ)-এর অধীন অভিপ্রেত হয়, তাহলে অভিযুক্ত ব্যক্তির পেশকরণ আটক প্রাধিকৃত করতে এমন আদেশের ওপর তার স্বাক্ষর করা থেকে প্রমাণ করা যেতে পারে।

(২-ক) উপধারা (১) বা উপধারা (২)-এ যাই থাকুক না কেন, পুলিশ থানার ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক বা তদন্তকারী আধিকারিক যদি অবর পরিদর্শকের চেয়ে নিম্ন পদ-মর্যাদার না হন তাহলে যেখানে ন্যায়িক ম্যাজিস্ট্রেটকে পাওয়া যায় নি, সেখানে কার্য-নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটের যাঁকে ন্যায়িক ম্যাজিস্ট্রেট বা মহানগর ম্যাজিস্ট্রেটের ক্ষমতা প্রদান করা হয়েছে, এতে অতঃপর নির্দিষ্ট ডাইরির ঘটনার সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত দাখিলাগুলোর একটি প্রতিলিপি পাঠাবেন এবং সেই সঙ্গে অভিযুক্ত ব্যক্তিকেও ঐ

কার্য-নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে পাঠাবেন এবং তখন এমন (বা ঐ) কার্য-নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট লিপিবদ্ধ করা হবে এমন কারণে কোনো অভিযুক্ত ব্যক্তির এমন প্রহরায় আটক, যেমন তিনি সঙ্গত মনে করেন, এমন মেয়াদের জন্য প্রাধিকৃত করতে পারেন যা সর্বমোট সাতদিনের বেশি হবে না এবং এমন প্রাধিকৃত আটকের মেয়াদ শেষ হলে তাকে জামিনে ছেড়ে দেওয়া হবে, তবে সেই ক্ষেত্রে নয়, যেক্ষেত্রে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে পরে আরও আটক রাখার জন্য আদেশ এমন ম্যাজিস্ট্রেট দ্বারা দেওয়া হয়েছে, যিনি এমন আদেশ দেওয়ার জন্য ক্ষমতাপ্রাপ্ত এবং যেখানে পরে আরও আটক রাখার জন্য আদেশ দেওয়া হয় সেখানে ঐ মেয়াদ, যা মধ্যবর্তী কোনো সময়ে অভিযুক্ত ব্যক্তি এই উপধারার অধীনে কোনো কার্য-নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটের আদেশের অধীন প্রহরাতে আটক করা হয়েছিল, উপধারা (২)-এর ব্যতিক্রমের অনুচ্ছেদ (ক)-এ উল্লিখিত মেয়াদের গণনা করবার সময় হিসেবের অন্তর্ভুক্ত রাখতে হবে :

প্রকাশ থাকে যে, ঐ মেয়াদ শেষ হওয়ার আগে কার্য-নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট, ঘটনার নথি ঘটনা সম্পর্কিত ডাইরির দাখিলা সহ যা, যথাস্থিতি, পুলিশ থানার ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক বা তদন্তকারী আধিকারিক দ্বারা তাকে পাঠানো হয়েছিল, নিকটবর্তী ম্যাজিস্ট্রেটকে পাঠাবে।

(৩) এই ধারার অধীন পুলিশী হেফাজতে আটক প্রাধিকৃত করতে পারেন এমন ম্যাজিস্ট্রেট এমন করার কারণগুলো নথিতে লিপিবদ্ধ করে রাখবেন।

(৪) মুখ্য ন্যায়িক ম্যাজিস্ট্রেট ব্যতীত অন্য কোনো ম্যাজিস্ট্রেট যিনি এমন আদেশ দেন, তাঁর আদেশের একটি প্রতিলিপি আদেশ দেওয়ার পেছনে তাঁর কারণসহ মুখ্য ন্যায়িক ম্যাজিস্ট্রেটকে পাঠাবেন।

(৫) যদি সমন মকদ্দমা হিসেবে ম্যাজিস্ট্রেট দ্বারা বিচার্য কোনো ঘটনার তদন্ত, অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করার তারিখ থেকে ছ' মাস মেয়াদের মধ্যে শেষ না হয় তাহলে ম্যাজিস্ট্রেট অপরাধের ব্যাপারে পরে আরও তদন্ত রদ করার জন্য আদেশ দেবেন, যতক্ষণ না তদন্তকারী আধিকারিক ম্যাজিস্ট্রেটকে সন্তুষ্ট করতে পারছেন যে, বিশেষ কারণে এবং ন্যায়পরতার স্বার্থে ছ'মাস সময় সীমার পরও তদন্ত চালিয়ে যাওয়ার প্রয়োজন আছে।

(৬) যেখানে উপধারা (৫)-এর অধীনে কোনো অপরাধ সম্পর্কে পরে আর তদন্ত চালানো রদ করে কোনো আদেশ দেওয়া হয়েছে, সেখানে যদি দায়রা ন্যায়ধীশের (বা বিচারকের) তার কাছে আবেদন করার ভিত্তিতে বা অন্য কোনো ভাবে এই মর্মে তুষ্টি বিধান হয়ে যায়, ঐ অপরাধটির ব্যাপারে আরও তদন্ত করা দরকার, তাহলে তিনি উপধারা (৪)-এর অধীনে প্রদত্ত আদেশ বাতিল করতে পারেন এবং এমন নির্দেশ দিতে পারেন যে, জামিনও অন্য ঘটনার সম্পর্কে এমন নির্দেশ সাপেক্ষে যা তিনি নির্দিষ্ট করবেন, অপরাধটির ব্যাপারে আরও তদন্ত করা হোক।

॥ ধারা : ১৬৮ ॥ অধীনস্থ পুলিশ আধিকারিক দ্বারা তদন্তের প্রতিবেদন [Report of investigation by subordinate police officer]—যখন কোনো অধীনস্থ পুলিশ আধিকারিক কর্তৃক এই অধ্যায় সাপেক্ষে কোনো তদন্তানুষ্ঠান করা হয় তখন তিনি ঐ তদন্তের ফলাফলের রিপোর্ট পুলিশ থানার ভারপ্রাপ্ত আধিকারিককে করবেন।

॥ ধারা : ১৬৯ ॥ সাক্ষ্য যথেষ্ট না হলে অভিযুক্তকে ছেড়ে দেওয়া (বা মুক্ত করে দেওয়া) [Release of accused when evidence deficient]—যদি এই অধ্যায়ের অধীনে তদন্তের প্রেক্ষিতে পুলিশ থানার ভারপ্রাপ্ত আধিকারিকের এমন প্রতীয়মান হয় যে, এমন যথেষ্ট সাক্ষ্য বা সন্দেহের যথার্থ ভিত্তি নেই যাতে অভিযুক্তকে ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে পাঠানো ন্যায়সঙ্গত হয়, তাহলে ঐ আধিকারিক ঐ ক্ষেত্রে, যেক্ষেত্রে ঐ ব্যক্তি প্রহরাধীন আছে, তার দ্বারা জামিনদার সহ ও রহিত যেমন ঐ আধিকারিক নির্দিষ্ট করবে, এই মর্মে মুচলেকা নির্বাহ করার পর তাকে ছেড়ে দেওয়া হবে যে, যদি এবং যখনই অভিপ্রায় করা হবে (অর্থাৎ যখনই ডাকা হবে, বা যখনই প্রয়োজন হবে) তাহলে এবং তখন সে এমন ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে হাজির হবে যিনি পুলিশ রিপোর্টের ভিত্তিতে এমন অপরাধ বিচারার্থ গ্রহণ করতে এবং অভিযুক্তের বিচার করতে অথবা তাকে বিচারার্থ পাঠাতে (সোপর্দ করতে) ক্ষমতাপ্রাপ্ত।

॥ ধারা : ১৭০ ॥ সাক্ষ্য যথেষ্ট হলে ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে বিষয়টি পাঠানো [Cases to be sent to Magistrate when evidence is sufficient]—(১) যদি এই অধ্যায়ের অধীনে তদন্ত করার পর কোনো পুলিশ থানার ভারপ্রাপ্ত আধিকারিকদের এমন প্রতীয়মান হয় যে, পূর্বোক্ত মতো যথেষ্ট সাক্ষ্য-প্রমাণ বা সঙ্গত ভিত্তি (বা কারণ) আছে তাহলে ঐ আধিকারিক পুলিশ রিপোর্টের ভিত্তিতে ঐ অপরাধটি বিচারার্থ গ্রহণ করতে এবং অভিযুক্তের বিচার করতে বা তাকে বিচারার্থ পাঠাতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে অভিযুক্তকে প্রহরাতে পাঠাবেন অথবা যদি অপরাধটি জামিন অযোগ্য হয় এবং অভিযুক্ত প্রতিভূতি (জামিন) দিতে সমর্থ হয় তাহলে ঐ ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে নির্ধারিত দিনে হাজির হওয়ার জন্য ও ঐ ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে, যতক্ষণ ভিন্নরূপ কোনো আদেশ দেওয়া না হচ্ছে, ততক্ষণ প্রতিদিন তার হাজিরার জন্য প্রতিভূতি নেবেন।

(২) যখন পুলিশ থানার ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক অভিযুক্তকে এই ধারার অধীনে ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে পাঠান বা ঐ ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে তার হাজিরার জন্য প্রতিভূতি নেয় তখন ঐ ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে, তিনি এমন কোনো অস্ত্র বা অন্য কোনো জিনিস যা তার সামনে দাখিল করা আবশ্যক, তাঁর কাছে পাঠাবেন এবং যদি কোনো অভিযোক্তা (বা অভিযোগকারী বা ফরিয়াদী) থাকে তাহলে তার কাছে এবং এমন আধিকারিকের ঘটনার তথ্যাবলী ও পরিস্থিতির সঙ্গে অবহিত আছে বলে প্রতীয়মান হয় এমন তত জন ব্যক্তির কাছে, যত জন তিনি প্রয়োজন বলে মনে করেন, ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে নির্দিষ্ট প্রকারে হাজির হওয়ার জন্য এবং (যেখানে যে প্রকার) অভিযোজন করার জন্য বা অভিযুক্তের বিরুদ্ধে আরোপের বিষয়ে সাক্ষ্য দেওয়ার জন্য মুচলেকা নির্বাহ করার অভিপ্রায় করবেন।

(৩) যদি মুচলেকাতে (বণ্ড-এ) মুখ্য ন্যায়িক ম্যাজিস্ট্রেটের আদালত উল্লেখ করা থাকে তাহলে ঐ আদালতের অন্তর্গত এমন আদালতকেও ধরা হবে যে আদালতকে

ঐ রকম ম্যাজিস্ট্রেট ঘটনার তদন্ত বা বিচারের জন্য পাঠান, কিন্তু তা তখনই যখন এমন প্রেরণের যথাযথ বিজ্ঞপ্তি (বা সমাচার) ঐ অভিযোক্তা বা সেই ব্যক্তিদের দিয়ে দেওয়া হয়েছে।

(৪) যে আধিকারিকের উপস্থিতিতে মুচলেকা নির্বাহ করা হয়, তিনি ঐ মুচলেকার একটি প্রতিলিপি এ ব্যক্তিদের কোনো একজনকে দেবেন, যে তা নির্বাহ করেছে এবং মূল মুচলেকা তার নিজস্ব রিপোর্ট সহ ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে পাঠাবেন।

॥ ধারা ঃ ১৭১ ॥ ফরিয়াদী (অভিযোক্তা) ও সাক্ষীদের পুলিশ আধিকারিকের সঙ্গে যেতে বলা যাবে না এবং তাদের অবরুদ্ধ (বা আটক) করে রাখা যাবে না [Complainant and witnesses not to be required to accompany police officer and not to be subjected to restraint]—কোনো ফরিয়াদী বা সাক্ষীর কাছে, যে কোনো আদালতে যাচ্ছে, পুলিশ আধিকারিকের সঙ্গে যাওয়া অভিপ্রায় করা যাবে না (অর্থাৎ কোনো সাক্ষীকে বা অভিযোক্তাকে পুলিশ আধিকারিকের সঙ্গে যেতে বলা যাবে না) এবং তাকে অহেতুক আটক করেও রাখা যাবে না বা তার কোনো অসুবিধার সৃষ্টি করা যাবে না এবং তার হাজিরার নিমিত্ত তার নিজস্ব মুচলেকা থেকে ভিন্ন কোনো প্রতিভূতি দেবার জন্যও বলা যাবে না ঃ

প্রকাশ থাকে যে, যদি কোনো অভিযোক্তা বা সাক্ষী হাজির হতে অথবা ধারা—১৭০-এ নির্দিষ্ট ধরনের মুচলেকা নির্বাহ করাতে অস্বীকার করে তাহলে পুলিশ থানার ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক তাকে প্রহরায় ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে পাঠাতে পারেন এবং তাকে ততক্ষণ প্রহরায় আটক রাখা যেতে পারে যতক্ষণ সে ঐ মুচলেকা নির্বাহ করে না দেয় বা যতক্ষণ মামলার শুনানি শেষ না হয়ে যায়।

॥ ধারা ঃ ১৭২ ॥ তদন্তে কার্যবাহসমূহের ডাইরি (বা দিনপঞ্জী) [Diary of proceedings in investigation]—(১) প্রত্যেক পুলিশ আধিকারিক যিনি এই অধ্যায়ের অধীন তদন্তানুষ্ঠান করছেন, তদন্তে কৃত তার কার্যবাহ প্রতিদিন তার ডাইরিতে লিখে রাখবেন, যাতে সেই সময়, যখন তিনি এত্তেলা (বা সময়ের) পেয়েছেন সেই সময়, যখন তিনি তদন্ত শুরু করেছেন এবং যখন শেষ করেছেন, সেই জায়গা বা সেই সব জায়গা যেখানে তিনি গিয়েছেন এবং তদন্তের দ্বারা নির্ণীত পরিস্থিতির বিবৃতি থাকবে।

(২) কোনো ফৌজদারী আদালত এমন আদালতে তদন্ত বা বিচারের অধীনে ঘটনার (তথ্য সম্বলিত) পুলিশী ডাইরি চেয়ে পাঠাতে পারেন এবং এ ধরনের ডাইরি ঘটনার সাক্ষ্য হিসেবে না হলেও এধরনের তদন্ত বা বিচার কার্যে তাঁর সাহায্যের জন্য ব্যবহৃত হতে পারে।

(৩) অভিযুক্ত বা অভিযোগকারী এধরনের ডাইরি চাইতে পারবে না (অর্থাৎ চাওয়ার অধিকারী হবে না) এবং আদালত দেখেছে এই যুক্তিতেও সে বা তারা তা দেখতে পারবে না, তবে যদি তা ঐ পুলিশ আধিকারিকের যিনি সেগুলো লিখেছেন, নিজের স্মৃতিকে চাঙ্গা করে দিতে ব্যবহৃত হয় বা যদি আদালত সেগুলো এমন পুলিশ আধিকারিকের বক্তব্য অস্বীকার (বা খণ্ডন) করার প্রয়োজন হেতু ব্যবহৃত করে,

তাহলে ভারতীয় সাক্ষ্য অধিনিয়ম ১৮৭২ (১৮৭২-এর-১) এর যেখানে যেমন, ধারা-১৬১ বা ধারা-১৪৫-এর বিধানসমূহ প্রযোজ্য হবে।

॥ ধারা ঃ ১৭৩ ॥ তদন্ত শেষ হলে পুলিশ আধিকারিকের প্রতিবেদন (বা রিপোর্ট) [Report of Police Officer on completion of investigation]—(১) এই অধ্যায়ের অধীন সম্পাদন করতে যাওয়া প্রত্যেক তদন্ত অহেতুক দেরি না করে সম্পূর্ণ করা হবে।

(২) (এক) যখনই সম্পূর্ণ (বা শেষ) হবে, তখনই পুলিশ থানার ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক, পুলিশী রিপোর্টের ভিত্তিতে ঐ অপরাধটি বিচারার্থ গ্রহণ করার জন্য সক্ষম (বা ক্ষমতাপ্রাপ্ত) ম্যাজিস্ট্রেটকে রাজ্য সরকার দ্বারা নির্দিষ্ট নিদর্শে একটি রিপোর্ট (বা প্রতিবেদন) পাঠাবেন, যাতে নিম্নলিখিত তথ্যগুলো বিবৃত থাকবে—

(ক) পক্ষদের নাম;

(খ) এত্তেলা (বা সমাচারের) প্রকৃতি;

(গ) ঘটনার পারিপার্শ্বিক অবস্থার (বা সঙ্গে পরিচিত) কথা অবহিত বলে মনে হয় এমন ব্যক্তিদের নাম;

(ঘ) কোনো অপরাধ সংঘটিত হওয়ার ব্যাপারে প্রতীয়মান হচ্ছে কি না এবং যদি হয়েছে বলে প্রতীয়মান হয়, তাহলে কার দ্বারা;

(ঙ) অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করে নেওয়া হয়েছে;

(চ) তাকে ক মুচলেকার ভিত্তিতে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে এবং যদি ছেড়ে দেওয়া হয়ে গিয়ে থাকে তাহলে সেই মুচলেকা কি প্রতিভূতি (জামিনদার) সহ না ছাড়া;

(ছ) তাকে কি ধারা-১৭০-এর অধীনে প্রহরাতে পাঠানো হয়েছে।

(দুই) ঐ আধিকারিক তার দ্বারা কৃত কার্যবাহর খরচ-খরচা সেই ব্যক্তিকে, যদি কিছু থাকে, যে অপরাধ সংঘটনের ব্যাপারে সবচেয়ে আগে খবর দিয়েছিল, রাজ্য সরকার দ্বারা নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে দেবে।

(৩) যেখানে ধারা-১৫৮-এর অধীনে কোনো উচ্চপদস্থ পুলিশ আধিকারিককে নিয়োগ করা হয়েছে, সেখানে এমন কোনো ক্ষেত্রে যেখানে রাজ্য সরকার সাধারণ বা বিশেষ আদেশ দ্বারা এমন নির্দেশ দেয়, ঐ রিপোর্ট ঐ আধিকারিকের মাধ্যমে দিতে হবে এবং তিনি, ম্যাজিস্ট্রেটের আদেশ হওয়া পর্যন্ত, পুলিশ থানার ভারপ্রাপ্ত আধিকারিককে এমন নির্দেশ দিতে পারেন যাতে তিনি আরও তদন্ত চালিয়ে যেতে পারেন।

(৪) যখনই এই ধারার অধীন প্রেরিত রিপোর্ট এমন প্রতীয়মান হয় যে, অভিযুক্তকে তার দেওয়া মুচলেকার ভিত্তিতে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে, তখনই ম্যাজিস্ট্রেট ঐ মুচলেকার খারিজের জন্য বা ঐ ব্যাপারে অন্য কোনো ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য যেমন তিনি সঙ্গত মনে করবেন।

(৫) যখন এধরনের রিপোর্টের সঙ্গে এমন ঘটনার সম্পর্ক থাকে, যার ওপর ধারা-১৭০ প্রযোজ্য হতে পারে, তখন পুলিশ আধিকারিক ম্যাজিস্ট্রেটকে রিপোর্টের সঙ্গে সঙ্গে নিম্নলিখিতগুলোও পাঠিয়ে দেবেন—

(ক) সেই সব দস্তাবেজ বা সেগুলোর প্রাসঙ্গিক অংশ যার ওপর নির্ভর করার

অভিযোজনের প্রস্তাব করা হয়েছে এবং তা ব্যতিরেকে বা তদন্তকালে ম্যাজিস্ট্রেটকে আগেই পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে।

(খ) যাদের সাক্ষী হিসেবে পরীক্ষা করার অভিযোজনের প্রস্তাব আছে সেই সব ব্যক্তিদের ধারা-১৬১-র অধীনে নথিভুক্ত করা বিবৃতি।

(৬) যদি পুলিশ আধিকারিকের এমন অভিমত হয় যে, এমন কোনো বিবৃতির কোনো অংশ কার্যবাহর বিষয়-বস্তুর সঙ্গে সমাঞ্জস্য পূর্ণ নয় অথবা তা অভিযুক্তের কাছে প্রকাশ করা ন্যায়পরতার স্বার্থের অনুকূল নয় (প্রয়োজনীয় নয়) এবং সার্বজনিক হিতের (বা জনকল্যাণের) স্বার্থে অসমীচীন, তাহলে তিনি বিবৃতির সেই অংশ প্রদর্শিত করবেন (অর্থাৎ দেখাবেন) না; এবং অভিযুক্তকে যে প্রতিলিপি দেওয়া হচ্ছে তার থেকে বিবৃতির ঐ অংশ বাদ দেওয়ার অনুরোধ করে এবং তার এহেন অনুরোধের কারণ নির্দেশ করে একটি 'নোট' (টীকা বা বিশেষ বক্তব্য) ম্যাজিস্ট্রেটকে পাঠাবেন।

(৭) যেখানে ঘটনার তদন্তকারী পুলিশ আধিকারিক এমনটা সুবিধাজনক বলে মনে করেন, সেখানে তিনি উপধারা (৫)-এ নির্দিষ্ট যাবতীয় পথে কোনো দস্তাবেজের প্রতিলিপি (অর্থাৎ কপি) অভিযুক্তকে দিতে পারেন।

(৮) এই ধারার কোনো কিছু কোনো অপরাধের ব্যাপারে উপধারা (২) মতে ম্যাজিস্ট্রেটকে রিপোর্ট পাঠাবার পর আরও তদন্ত চালিয়ে যাবার ব্যাপারে নিবারণকারী বলে মনে করা হবে না এবং যেখানে এমন তদন্তের শেষে পুলিশ থানার ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক কোনো অতিরিক্ত মৌখিক বা দস্তাবেজী সাক্ষ্য পান সেখানে তিনি এমন সাক্ষ্যের ব্যাপারে অতিরিক্ত রিপোর্ট বা একাধিক রিপোর্ট ম্যাজিস্ট্রেটকে নির্দিষ্ট নিদর্শে পাঠাবেন এবং উপধারা (২) থেকে উপধারা (৬)-র বিধানসমূহ এমন রিপোর্ট বা রিপোর্টগুলোর ক্ষেত্রে সেগুলো উপধারা (২)-এর অধীন প্রেরিত রিপোর্টের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হয়।

॥ ধারা : ১৭৪ ॥ আত্মহত্যা, ইত্যাদিতে পুলিশের তদন্ত করা ও প্রতিবেদন দেওয়া [Police to inquire and report on suiside, etc.]—(১) যখন পুলিশ থানার ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক বা রাজ্য সরকার দ্বারা, সেই নিমিত্ত বিশেষভাবে ক্ষমতা প্রাপ্ত অন্য কোনো পুলিশ আধিকারিক এমন এত্তেলা (বা সমাচার প্রাপ্ত হন) যে কোনো ব্যক্তি আত্মহত্যা করেছেন অথবা কোনো ব্যক্তি অন্য কোনো ব্যক্তি দ্বারা বা জীবজন্তু দ্বারা বা কোনো যন্ত্র দ্বারা বা কোনো দুর্ঘটনা জনিত কারণে মারা গেছেন অথবা কোনো ব্যক্তি এমন পরিস্থিতিতে মারা গেছে যাতে যথার্থ কারণেই এমন সন্দেহ হচ্ছে যে, অন্য কোনো ব্যক্তি কোনো অপরাধ করেছে, তাহলে ঐ মৃত্যু বিচারার্থ তদন্ত করতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত (বা সক্ষম) নিকটবর্তী কার্য-নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটকে অবিলম্বে তার খবর দেবেন এবং যতক্ষণ রাজ্য সরকার কর্তৃক নির্দিষ্ট কোনো নিয়ম দ্বারা বা জেলা বা মহকুমা ম্যাজিস্ট্রেটের কোনো সাধারণ বা বিশেষ আদেশ দ্বারা ভিন্নরূপ নির্দেশ না দেওয়া হচ্ছে, তিনি ঐ জায়গায় যাবেন যেখানে ঐ মৃত ব্যক্তির দেহ পড়ে আছে এবং সেখানে ঐ এলাকার দুই বা ততোধিক সম্মানীয় (বা প্রতিষ্ঠিত) প্রতিবেশীর উপস্থিতিতে তদন্ত করবেন এবং মৃত্যুর দৃষ্টিগোচর হচ্ছে এমন কারণের রিপোর্ট

প্রস্তুত করবেন যাতে এমন ক্ষত, অস্থিভঙ্গ, কালশিরা বা অন্য কোনো ধরনের আঘাতের চিহ্ন, যা শরীরে পাওয়া যায়, উল্লেখ করবেন এবং এমন বিবৃতিও থাকবে যে, এমন চিহ্ন কিভাবে এবং কোন্ ধরনের অস্ত্রের বা উপকরণের (যদি তেমন কিছু থাকে) দ্বারা করা হয়েছে বলে প্রতীয়মান হচ্ছে।

(২) ঐ রিপোর্টের ওপর এ ধরনের পুলিশ আধিকারিক ও অন্য ব্যক্তিদের অথবা তাঁদের মধ্যে সেই ক'জনের যারা ঐ রিপোর্টের সঙ্গে সহমত পোষণ করেন, এবং তাঁরা স্বাক্ষর করবেন এবং তা জেলা ম্যাজিস্ট্রেট বা মহকুমা ম্যাজিস্ট্রেটকে অবিলম্বে পাঠিয়ে দিতে হবে।

(৩) যখন—

(এক) ঘটনাতে কোনো মহিলা কর্তৃক তার বিয়ের তারিখ থেকে সাত বছরের মধ্যে আত্মহত্যা অন্তর্ভুক্ত আছে; বা

(দুই) ঘটনাটি কোনো বিয়ের সাত বছরের মধ্যে এমন পরিস্থিতিতে মহিলার মৃত্যুর সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত, যা যুক্তিসঙ্গত ভাবে সন্দেহ জাগাচ্ছে যে, অন্য কোনো ব্যক্তি ঐ মহিলা সম্পর্কে কোনো অপরাধ করেছে; বা

(তিন) মামলাটি কোনো মহিলার বিয়ের সাত বছরের মধ্যে ঐ মহিলার মৃত্যুর সঙ্গে সম্পর্ক যুক্ত এবং ঐ মহিলার কোনো আত্মীয় সেই ব্যাপারে কোনো অনুরোধ করেছেন;

তখন এমন নিয়মাবলীর অধীনে, যা রাজ্য সরকার কর্তৃক এই নিমিত্ত নির্দিষ্ট করে দেয়, ঐ আধিকারিক, যদি আবহাওয়া এমন হয় এবং দূরত্ব এমন হয় যে, রাস্তায় (মৃত) দেহে পচনের এমন কোনো ঝুঁকি ব্যতিরেকে, যাতে তার পরীক্ষা ব্যর্থ (অর্থহীন) হয়ে যায়, তা (ঐ মৃতদেহ) পাঠানো যেতে পারে, তাহলে দেহটিকে পরীক্ষা করার মানসে কাছাকাছি কোনো সিভিল সার্জেনের কাছে বা রাজ্য সরকার দ্বারা এই হেতু নিযুক্ত অন্য কোনো যোগ্যতা সম্পন্ন চিকিৎসকের কাছে পাঠাবেন (অর্থাৎ তখন রাজ্য সরকার দ্বারা নির্দিষ্ট নিয়মাবলী অনুসারে ঐ আধিকারিক, যদি দেখেন আবহাওয়া বা দূরত্বের কারণে মৃতদেহটি পচে বা বিকৃত হয়ে পরীক্ষার অযোগ্য হয়ে যাবার সম্ভাবনা নেই তাহলে তিনি তা কাছাকাছি কোনো সিভিল সার্জেনের কাছে রাজ্য সরকার কর্তৃক এইহেতু নিযুক্ত অন্য কোনো সুযোগ্য সার্জেনের কাছে পাঠাবেন)।

(৪) নিম্নলিখিত ম্যাজিস্ট্রেটরা মৃত্যু আইনগত বা বিচারার্থ তদন্ত করার জন্য ক্ষমতাপ্রাপ্ত; যথা—

কোনো জেলা ম্যাজিস্ট্রেট বা মহকুমা ম্যাজিস্ট্রেট এবং রাজ্য সরকার দ্বারা বা জেলা ম্যাজিস্ট্রেট দ্বারা এই নিমিত্ত বিশেষ ভাবে ক্ষমতাপ্রাপ্ত অন্য কোনো কার্য-নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট।

॥ ধারা ঃ ১৭৫ ॥ ব্যক্তির সমন করার অধিকার [Power to Summon persons]—(১) ধারা-১৭৪-এর অধীনে কার্যবাহ চালানো কোনো পুলিশ আধিকারিক, পূর্বোক্ত মতো দুই বা ততোধিক ব্যক্তিকে উক্ত তদন্ত হেতু এবং অন্য এমন ব্যক্তিকে যে ঘটনার তথ্যাদির ব্যাপারে ওয়াকিবহাল বলে প্রতীয়মান হচ্ছে,

লিখিত আদেশ দিয়ে সমন জারি করতে পারবে এবং এমন ভাবে সমন জারি করা প্রত্যেক ব্যক্তি হাজির হওয়ার জন্য এবং সেই সব প্রশ্ন ব্যতিরেকে, যেগুলোর উত্তর তার বিরুদ্ধে ফৌজদারী অভিযোগ আনতে বা তাকে দণ্ডিত করতে বা তার অধিকার হরণের আশঙ্কার মধ্যে ফেলতে পারে, যাবতীয় প্রশ্নের ঠিক-ঠিক উত্তর দেওয়ার জন্য বাধ্য হবে।

(২) তথ্যাবলী থেকে এমন কোনো ধর্তব্য অপরাধ, যাতে ধারা-১৭০ প্রযোজ্য হতে পারে, প্রকটিত না হয়, তাহলে পুলিশ আধিকারিক এমন ব্যক্তির কাছে ম্যাজিস্ট্রেটের আদালতে হাজির হওয়ার অভিপ্রায়ে করতে পারবেন না।

॥ ধারা ঃ ১৭৬ ॥ ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক মৃত্যুর কারণ খতিয়ে দেখা [Inquiry by Magistrate into cause of death]—(১) যখন কোনো ব্যক্তি পুলিশ প্রহরায় থাকাকালীন মারা যায় অথবা ঘটনাটি ধারা-১৭৪-এর উপধারা (৩)-এর প্রকরণ (এক) ও প্রকরণ (দুই)-এ নির্দিষ্ট প্রকৃতির হয়, তখন মৃত্যুর কারণ অনুসন্ধান (বা কারণ সম্পর্কে তদন্ত) পুলিশ আধিকারিক দ্বারা করা তদন্তের বদলে বা তাঁর অতিরিক্ত নিকটতম ম্যাজিস্ট্রেট করবেন, যিনি মৃত্যু সম্পর্কে আইনগত বা বিচারার্থ তদন্ত করার জন্য ক্ষমতাপ্রাপ্ত এবং ধারা-১৭৪-এর উপধারা (১)-এ উল্লিখিত অন্য কোনো ক্ষেত্রে এভাবে ক্ষমতাপ্রাপ্ত যে কোনো ম্যাজিস্ট্রেট করতে পারবেন এবং যদি তিনি এমনটা করেন, তাহলে তাঁর এমন তদন্ত করার কাজে তেমন সব ক্ষমতা থাকবে, যেমন ক্ষমতা তাঁর কোনো অপরাধ সম্পর্কে তদন্ত করার সময় থাকত।

(২) এমন তদন্তকারী ম্যাজিস্ট্রেট, সংশ্লিষ্ট বিষয়ে গৃহীত সাক্ষ্য-প্রমাণ এতে অতঃপর নির্দিষ্ট কোনো প্রকারে ঘটনার পরিস্থিতি অনুসারে নথিভুক্ত করবেন।

(৩) যখন কোনো ম্যাজিস্ট্রেটের বিবেচনায় এটি সমীচীন বলে মনে হয় যে, এমন কোনো ব্যক্তির মৃতদেহ, যা আগেই মাটিতে পুঁতে ফেলা হয়েছে, এ কারণে পরীক্ষা করা দরকার যে, তাতে মৃত্যুর কারণ সম্পর্কে জানা যেতে পারে, তখন ঐ ম্যাজিস্ট্রেট সেই মৃতদেহটি মাটি থেকে বের করে আনতে পারেন এবং তা পরীক্ষা করতে পারেন।

(৪) যেখানে কোনো তদন্ত এই ধারার অধীনে করতে হবে, সেখানে ম্যাজিস্ট্রেট, যেখানেই সম্ভব হয়, মৃতের আত্মীয়দের—যাদের নাম ও ঠিকানা জ্ঞাত আছে, খরচ দেবেন এবং তদন্তের সময় (বা পরীক্ষার সময়) তাদের উপস্থিত থাকার জন্য অনুমতি দেবেন।

স্পষ্টীকরণ—এই ধারাতে 'আত্মীয়' বলতে বুঝাবে বাবা-মা, সন্তান, ভাই বোন, এবং স্বামী বা স্ত্রী।

অধ্যায় ঃ ১৩
[CHAPTER ঃ XIII]
তদন্ত ও বিচারের ক্ষেত্রে ফৌজদারী আদালতের অধিক্ষেত্র
(Jurisdiction of the Criminal Courts in Inquires and Trials)
ধারা ১৭৭ থেকে ধারা ১৮৯
[Section 177 to Section 189]

॥ ধারা ঃ ১৭৭ ॥ তদন্ত ও বিচারের সাধারণ স্থান [Ordinary place of Inquiry and trial]—প্রত্যেকটি অপরাধের তদন্ত ও বিচারের কাজ সাধারণভাবে, এমন আদালতের মাধ্যমে হবে যে আদালতের স্থানীয় অধিক্ষেত্রের মধ্যে ঐ অপরাধটি সংঘটিত হচ্ছে।

॥ ধারা ঃ ১৭৮ ॥ তদন্ত বিচারের স্থান [Place inquiry and trial]—(ক) কয়েকটি স্থানীয় এলাকার মধ্যে ঠিক কোন্ এলাকাটিতে অপরাধটি সংঘটিত হয়েছে তা যখন অনিশ্চিত নয়; অথবা

(খ) যেখানে অপরাধ আংশিকভাবে একটি স্থানীয় ক্ষেত্রে এবং আংশিক অন্য ক্ষেত্রে সংঘটিত হয়েছে; অথবা

(গ) যেখানে অপরাধটি সক্রিয় আছে এবং তার সক্রিয়তা একাধিক স্থানীয় এলাকায় বজায় থাকে ; অথবা

(ঘ) সেখানে তা বিভিন্ন স্থানীয় এলাকায় সম্পাদিত অনেকগুলো কাজ মিলে গঠিত, সেখানে তার তদন্ত বা বিচারকার্য এমন স্থানীয় এলাকাগুলোর মধ্যে যে কোনোটির ওপর অধিক্ষেত্র আছে এমন আদালত দিয়ে করা যাবে।

॥ ধারা ঃ ১৭৯ ॥ যেখানে কার্য সম্পাদিত হয়েছে বা ফল পাওয়া গেছে, অপরাধের বিচার সেইখানে হবে (অর্থাৎ অপরাধটি সেখানে বিচার্য হবে) [Offence triable where act is done or consequence ensues]—যখন কোনো কার্য কোনো সম্পাদিত বিষয়ের এবং কোনো প্রাপ্ত ফলের কারণে অপরাধ হয়, তখন এধরনের অপরাধের তদন্ত বা বিচারকার্য এমন আদালত দ্বারা করা যেতে পারে, যার স্থানীয় অধিক্ষেত্রের মধ্যে ঐ (কার্যটি) বিষয়টি সম্পাদিত হয়েছে বা ঐ ফলটি পাওয়া গেছে।

॥ ধারা ঃ ১৮০ ॥ কার্যটি যেখানে অন্য অপরাধের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত থাকার কারণে অপরাধ, সেখানে বিচারের স্থান [Place of trial in case of certain offences]—যখন কোনো কার্য এমন কোনো কার্যের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত থাকার কারণে অপরাধ হয় যা স্বয়ং একটা অপরাধ বা অপরাধ হতে পারত যদি সম্পাদনকারী অপরাধ করার জন্য সক্ষম হতো, তখন প্রথম উল্লিখিত অপরোধের

তদন্ত বা বিচার এমন আদালত দিয়ে করা যেতে পারে যে আদালতে স্থানীয় ক্ষেত্রাধিকারের মধ্যে উভয় কার্য দুটির যে কোনোটি সম্পাদিত হয়েছে।

॥ ধারা : ১৮১ ॥ কিছু অপরাধের ক্ষেত্রে অপরাধের স্থান [Place of trial in case of certain offences]—(১) ঠগ হওয়া বা ঠগ দ্বারা হত্যার, ডাকাতির, হত্যাসহ ডাকাতির, ডাকাত দলে থাকার অথবা প্রহরাধীন থেকে পালাবার যে কোনো অপরাধের তদন্ত বা বিচার এমন আদালত করতে পারবে যে আদালতের স্থানীয় ক্ষেত্রাধিকারের মধ্যে অপরাধ সংঘটিত হয়েছে বা অভিযুক্ত ব্যক্তিকে পাওয়া গেছে।

(২) কোনো ব্যক্তির অপহরণ বা হরণের (kidnapping or abduction)—কোনো অপরাধের তদন্ত বা বিচার এমন আদালত করতে পারবে, যে আদালতের স্থানীয় ক্ষেত্রাধিকারের মধ্যে ঐ ব্যক্তিকে অপহরণ বা হরণ (kidnapping or abduction) করা হয়েছে অথবা নিয়ে যাওয়া হয়েছে বা লুকানো হয়েছে অথবা আটক করা হয়েছে।

(৩) চুরি, বলপ্রয়োগ করে আদায় অথবা দস্যুতার কোনো অপরাধের তদন্ত বা বিচার এমন আদালত করতে পারবে, যে আদালতের স্থানীয় ক্ষেত্রাধিকারের মধ্যে এ ধরনের অপরাধ করা হয়েছে অথবা চুরি করা সম্পত্তি, যে সম্পত্তি হলো ঐ অপরাধের বিষয়-বস্তু, তা সম্পাদনকারী ব্যক্তি দ্বারা বা কোনো এমন ব্যক্তি দ্বারা দখলে রাখা হয়েছে যে ঐ সম্পত্তি যে চোরাই সম্পত্তি তা জেনে বা এমন বিশ্বাস করার কারণ থাকা সত্ত্বেও গ্রহণ করেছে বা হেপাজতে রেখেছে।

(৪) অপরাধজনক অপব্যবহার বা অপরাধজনক বিশ্বাসভঙ্গের কোনো অপরাধের তদন্ত বা বিচার এমন আদালত দিয়ে করা যেতে পারে যে আদালতের স্থানীয় ক্ষেত্রাধিকারের মধ্যে অপরাধ সংঘটিত (বা সম্পাদিত) হয়েছে, অথবা সেই সম্পত্তির যে সম্পত্তি হলো অপরাধের বিষয়-বস্তু, কোনো অংশ অভিযুক্ত ব্যক্তি কর্তৃক গৃহীত হয়েছে, রক্ষিত হয়েছে অথবা যার ফেরত বা হিসেব চাওয়া হয়েছে।

(৫) চুরি করা সম্পত্তির দখলও অন্তর্ভুক্ত আছে এমন কোনো অপরাধের তদন্ত বা বিচার এমন আদালত দিয়ে করা যেতে পারে যা আদালতের স্থানীয় ক্ষেত্রাধিকারের মধ্যে এমন অপরাধ সম্পাদিত হয়েছে অথবা চোরাই সম্পত্তি এমন কোনো ব্যক্তির দখলে রাখা হয়েছে, যে ব্যক্তি তা চুরি করা জেনেও বা এমন বিশ্বাস করার কারণ থাকা সত্ত্বেও তা গ্রহণ করছে বা হেপাজতে রেখেছে।

॥ ধারা : ১৮২ ॥ পত্রাদি দ্বারা সম্পাদিত অপরাধ [Offences committed by letters, etc.]—(১) প্রতারণা অন্তর্ভুক্ত আছে এমন কোনো অপরাধের তদন্ত বা তার বিচার, সেইক্ষেত্রে, যেক্ষেত্রে এমন প্রতারণা পত্র বা দূর-আলাপনী যন্ত্রের (telecommunication) সাহায্যে প্রেরিত বার্তার মাধ্যমে সম্পাদন করা হয়েছে, এমন আদালত দিয়ে করা যাবে, যে আদালতের স্থানীয় ক্ষেত্রাধিকারের মধ্যে এমন পত্র (চিঠি) বা বার্তা পাঠানো হয়েছে বা গৃহীত হয়েছে এবং প্রতারণা করার ও অসংভাবে সম্পত্তি অর্পণ করার জন্য প্ররোচনা প্রদানকারী কোনো অপরাধের তদন্ত

বা তার বিচার এমন আদালত দিয়ে করা যেতে পারে যে আদালতের স্থানীয় ক্ষেত্রাধিকারের মধ্যে সম্পত্তি, প্রতারিত ব্যক্তি কর্তৃক অর্পিত হয়েছে, বা অভিযুক্ত ব্যক্তি দ্বারা গৃহীত হয়েছে।

(২) ভারতীয় দণ্ড সংহিতার (১৮৬০-এর ৪৫) ধারা-৪৯৪ বা ধারা-৪৯৫-এর অধীনে দণ্ডনীয় কোনো অপরাধের তদন্ত বা তার বিচার এমন আদালত দিয়ে করা যেতে পারে, যে আদালতের স্থানীয় ক্ষেত্রাধিকারের মধ্যে অপরাধ সম্পাদিত হয়েছে বা অপরাধী তার প্রথম বিয়ের স্বামী বা স্ত্রী সহ সর্বশেষ বসবাস করেছে অথবা প্রথম বিয়ের স্ত্রী অপরাধটি সংঘটনের পর স্থায়ী ভাবে বসবাস করছে।

॥ ধারা ঃ ১৮৩ ॥ ভ্রমণকালে বা জল যাত্রায় সম্পাদিত অপরাধ [Offence committed on journey or voyage]—যদি কোনো অপরাধ করা হয় সেই সময়ে যখন কোনো ব্যক্তি, যার দ্বারা বা সেই ব্যক্তি, যার বিরুদ্ধে অথবা ঐ বস্তু, যার সম্পর্কে অপরাধ সম্পাদিত হয়েছে, ভ্রমণরত বা জল যাত্রারত আছে তাহলে ঐ অপরাধের তদন্ত বা বিচার এমন আদালত দিয়ে করা যেতে পারে যে আদালতের স্থানীয় ক্ষেত্রাধিকারের মধ্যে দিয়ে (বা ক্ষেত্রাধিকার হয়ে) বা তার মধ্যে ঐ ব্যক্তি বা বস্তু ঐ ভ্রমণকালে বা জলযাত্রা কালে অতিক্রম করেছে (অর্থাৎ ঐ আদালতের ক্ষেত্রাধিকারে দিয়ে বা ক্ষেত্রাধিকারের মধ্যে ঐ ব্যক্তি বা বস্তু ভ্রমণ করেছে বা জল যাত্রা করেছে)।

॥ ধারা ঃ ১৮৪ ॥ বিচার্য অপরাধসমূহের জন্য বিচারের স্থান [Place of trial for offences triable together]—যেখানে—

(ক) কোনো ব্যক্তি দ্বারা সম্পাদিত অপরাধের প্রকৃতি এমন যে, প্রত্যেক এমন অপরাধের জন্য ধারা-২১৯, ধারা-২২০ বা ধারা-২২১-এর বিধানসমূহের ভিত্তিতে একই বিচারে তার ওপর অভিযোগ আনা যায় এবং তার বিচার করা যায়; অথবা

(খ) কতিপয় ব্যক্তি দ্বারা সম্পাদিত অপরাধ বা অপরাধসমূহ এমন পকৃতির যে তারজন্য সেগুলোর ওপর ধারা-২২৩-এর বিধানসমূহের ভিত্তিতে এক সঙ্গে অভিযুক্ত করা যায় এবং বিচার করা যায়;

সেখানে অপরাধের তদন্ত বা বিচার এমন আদালত দিয়ে করা যেতে পারে, যে আদালত ঐ অপরাধগুলোর যে কোনোটির তদন্ত বা বিচার করার জন্য ক্ষমতা সম্পন্ন।

॥ ধারা ঃ ১৮৫ ॥ বিভিন্ন দায়রা বিভাগে মামলা বিচারে আদেশ দেওয়ার ক্ষমতা [Power to order cases to be tried in different sessions divisions]—এই অধ্যায়ের পূর্ববর্তী বিধানসমূহে যা কিছুই বিধৃত থাকুক না কেন, রাজ্য সরকার এই মর্মে নির্দেশ দিতে পারে যে, এমন যে কোনো মকদ্দমার বা কোনো শ্রেণীর মকদ্দমার বিচার যা কোনো জেলায় বিচারার্থ সোপর্দ করা হয়েছে, যে কোনো দায়রা বিভাগে করা যেতে পারে ঃ

প্রকাশ থাকে যে, তা তখনই যখন এমন নির্দেশ উচ্চ আদালত বা উচ্চতম আদালত দ্বারা সংবিধানের অধীনে বা এই সংহিতার বা সমকালে বলবৎ অন্য কোনো আইনের সাপেক্ষে আগেই জারি করা কোনো নির্দেশের বিরোধী নয়।

॥ ধারা : ১৮৬ ॥ সন্দেহজনক ক্ষেত্রে উচ্চ আদালত কর্তৃক সেই জেলা নিশ্চিত করা যেখানে তদন্ত বা বিচার হবে [High Court to deside, in case of doubt, district where inquiry or trial shall take place]—যেক্ষেত্রে দুই বা ততোধিক আদালত একই অপরাধ বিচারার্থ গ্রহণ করে এবং এমন প্রশ্ন উত্থিত হয় যে, তার মধ্যে কোনো আদালতে ঐ অপরাধটির তদন্ত বা বিচার করা দরকার, সেক্ষেত্রে ঐ প্রশ্নের—

(ক) যদি ঐ আদালতগুলো একই উচ্চ আদালতের অধীনস্থ হয়, তাহলে উচ্চ আদালত (বা হাইকোর্ট) দ্বারা;

(খ) যদি ঐ আদালতগুলো একই উচ্চ আদালতের অধীনস্থ না হয় তাহলে সেই উচ্চ আদালত দ্বারা—যার আপিলী (উত্তর-বিচারকারী) ফৌজদারী অধিক্ষেত্রের স্থানীয় সীমার মধ্যে কার্যবাহ প্রথমে আরম্ভ করা হয়েছে;

মীমাংসা করা হবে এবং তখন ঐ অপরাধ সম্পর্কে অন্য-সব কার্যবাহ বন্ধ করে দেওয়া হবে।

॥ ধারা : ১৮৭ ॥ স্থানীয় অধিক্ষেত্রের বাইরে সংঘটিত অপরাধের জন্য সমন জারি বা পরওয়ানা জারি করার ক্ষমতা [Power to issue summons for warrant for offence committed beyond local jurisdiction]—(১) যখন কোনো প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেটের এমন বিশ্বাস করার মতো কারণ দেখা যায় যে, তাঁর স্থানীয় ক্ষেত্রাধিকারের মধ্যেকার কোনো ব্যক্তি ঐ ক্ষেত্রাধিকারের বাইরে (তা ভারতের মধ্যে হোক বা ভারতের বাইরে) এমন অপরাধ করেছে যার তদন্ত বা বিচার ধারা-১৭৭ থেকে ধারা-১৮৫-তে (যার মধ্যে ঐ ধারা দুটিও আছে) প্রদত্ত বিধানসমূহের অধীনে বা সমকাল বলবৎ অন্য কোনো আইনের অধীন ঐ ক্ষেত্রাধিকারের মধ্যে করা যায় না, অথচ যা সমকালে বলবৎ কোনো আইনের অধীন ভারতে বিচারযোগ্য, তাহলে ঐ ম্যাজিস্ট্রেট ঐ অপরাধের তদন্ত এমন ভাবে করতে পারেন, যেন তা ঐ স্থানীয় ক্ষেত্রাধিকারের মধ্যেই সম্পাদিত হয়েছে এবং উক্ত ব্যক্তিকে তার সামনে হাজির হওয়ার জন্য এতে ইতিপূর্বে বিধৃত পদ্ধতিতে (বা প্রকারে) বাধ্য করতে পারেন এবং ঐ ব্যক্তিকে ঐ অপরাধের তদন্ত বা বিচার করার ক্ষেত্রাধিকার সম্পন্ন ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে পাঠাতে পারেন অথবা এমন অপরাধ যদি মৃত্যুদণ্ডে বা যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডনীয় অপরাধ না হয় এবং ঐ ব্যক্তি এই ধারার অধীনে কার্যবাহকারী ম্যাজিস্ট্রেটকে সন্তোষজনকভাবে জামিন দেওয়ার জন্য প্রস্তুত ও ইচ্ছুক থাকে, তাহলে এমন ক্ষেত্রাধিকার সম্পন্ন ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে তার হাজিরার জন্য প্রতিভূতি (জামিনদার) সহ বা ব্যতিরেকে মুচলেকা নিতে পারেন।

(২) যখন এমন ক্ষেত্রাধিকার সম্পন্ন ম্যাজিস্ট্রেটের সংখ্যা একাধিক এবং এই ধারার অধীনে কার্য সম্পাদনকারী ম্যাজিস্ট্রেট নিজেকে তুষ্ট করতে পারেন না যে, কোন ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে বা সামনে ঐ ব্যক্তিকে পাঠানো যায় বা হাজির হওয়ার জন্য বাধ্য করা যায়, তখন বিষয়টির রিপোর্ট উচ্চ আদালতের আদেশের জন্য করা যাবে।

॥ ধারা : ১৮৮ ॥ ভারতের বাইরে সম্পাদিত অপরাধ [Offence committed outside India]—যখন কোনো অপরাধ ভারতের বাইরে—

(ক) ভারতের এমন কোনো নাগরিক দ্বারা—তা প্রকাশ্য সমুদ্রে বা অন্যত্র অথবা

(খ) এমন কোনো ব্যক্তির দ্বারা, যে ভারতের নাগরিক নয়, ভারতে নিবন্ধিত (রেজিস্ট্রিকৃত) কোনো জাহাজে বা বিমানে—সম্পাদিত হয় তখন ঐ অপরাধ সম্পর্কে তার বিরুদ্ধে এমন কার্যবাহ্ করা যেতে পারে যেন ঐ অপরাধ ভারতের মধ্যে এমন জায়গায় করা হয়েছে, যেখানে তাকে পাওয়া গেছে ঃ

প্রকাশ থাকে যে, এই অধ্যায়ের পূর্ববর্তী ধারাগুলোতে যা কিছুই বিধৃত থাকুক না কেন, এমন কোনো অপরাধের ভারতের মধ্যে তদন্ত বা বিচার-কেন্দ্রীয় সরকারের পূর্ব অনুমোদন ছাড়া করা যাবে না।

॥ ধারা ঃ ১৮৯ ॥ ভারতের বাইরে সম্পাদিত অপরাধ সম্পর্কে সাক্ষ্য নেওয়া [Reciept of evidence relating to offences committed outside India]—যখন এমন কোনো অপরাধের, যে অপরাধটি ভারতের বাইরে কোনো এলাকায় করা হয়েছে বলে অভিযোগ করা হয়েছে, তদন্ত বা বিচার ধারা-১৮৮-র বিধানসমূহের অধীনে করা হচ্ছে, তখন যদি কেন্দ্রীয় সরকার সঙ্গত মনে করে তাহলে এই মর্মে নির্দেশ দিতে পারে যে, ঐ এলাকায় বা ঐ এলাকার পক্ষে ন্যায়িক আধিকারিকের সামনে বা ঐ এলাকার বা ঐ এলাকার পক্ষে ভারতের কূটনীতিক বা বাণিজ্যিক প্রতিনিধির সামনে প্রদত্ত সাক্ষ্যের বা দাখিলকৃত দলিলের প্রতিলিপি ঐ তদন্ত বা বিচারকারী আদালত দ্বারা কোনো এমন আদালত এমন যে কোনো বিষয় সম্পর্কে, যার সঙ্গে এমন সাক্ষ্য বা দলিল সম্পর্ক যুক্ত, সাক্ষ্য নেওয়ার জন্য কমিশন নিয়োগ করতে (বা বসাতে বা জারি করতে) পারে।

অধ্যায় ঃ ১৪
[CHAPTER ঃ XIV]
কার্যবাহ শুরু করার জন্য প্রয়োজনীয় শর্তাদি
(Condition Requisite for Initiation of Proceedings)
ধারা ১৯০ থেকে ধারা ১৯৯
[Section 190 to Section 199]

॥ ধারা ঃ ১৯০ ॥ ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক বিচারার্থ অপরাধ গ্রহণ (বা অপরাধ সম্পর্কে অবগত হওয়া) [Cognizance of offences by Magistrates]—(১) এই অধ্যায়ের বিধানসমূহ সাপেক্ষে, যে কোনো প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট এবং উপধারা (২)-এর অধীন বিশেষভাবে ক্ষমতা প্রদত্ত কোনো দ্বিতীয় শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট, যে কোনো অপরাধ নিম্নলিখিত ক্ষেত্রগুলোতে বিচারার্থ গ্রহণ করতে পারেন—

(ক) যে তথ্যাবলীতে এমন অপরাধ সংগঠিত হয়েছে অভিযোগ পাওয়ার পর;

(খ) এমন তথ্যাবলী সম্পর্কে পুলিশী রিপোর্টের ভিত্তিতে;

(গ) পুলিশ আধিকারিক ছাড়া, কোনো ব্যক্তির কাছ থেকে পাওয়া এই সমাচারের ভিত্তিতে বা ব্যক্তিগত ভাবে এমন জ্ঞানের ভিত্তিতে যে, এমন অপরাধ সম্পাদিত হয়েছে।

(২) মুখ্য ন্যায়িক ম্যাজিস্ট্রেট কোনো দ্বিতীয় শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেটকে এমন অপরাধের, যার তদন্ত বা বিচার করা তাঁর ক্ষমতার মধ্যে পড়ে, উপধারা (১)-এর অধীন বিচারার্থ গ্রহণ করার জন্য ক্ষমতাসম্পন্ন করতে পারেন।

॥ ধারা ঃ ১৯১ ॥ অভিযুক্ত ব্যক্তির আবেদনক্রমে হস্তান্তরকরণ [Transfer on application of the accused]—যখন ম্যাজিস্ট্রেট কোনো অপরাধ ধারা-১৯০-এর উপধারা (১)-এর প্রকরণ (গ)-এর অধীনে বিচারার্থ গ্রহণ করেন, তখন অভিযুক্তকে কোনো সাক্ষ্য নেওয়ার আগে এই মর্মে এত্তেলা দেওয়া যাবে যে, তিনি ঘটনার দণ্ড বা বিচার অন্য কোনো ম্যাজিস্ট্রেটকে দিয়ে করানোর অধিকারী এবং যদি অভিযুক্ত ব্যক্তি বা অভিযুক্ত ব্যক্তির সংখ্যা একাধিক হওয়ার ক্ষেত্রে তাদের কোনো একজন, বিচারার্থ গ্রহণকারী ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে আরও কার্যবাহ চালিয়ে যেতে আপত্তি করে, তাহলে বিষয়টিকে (বা মামলাটিকে) সেই ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে হস্তান্তরিত করে দেওয়া হবে যে ম্যাজিস্ট্রেটকে মুখ্য ন্যায়িক ম্যাজিস্ট্রেট এই হেতু নির্দিষ্ট করেছেন।

॥ ধারা ঃ ১৯২ ॥ ম্যাজিস্ট্রেটের হাতে মামলা তুলে দেওয়া [Making over of cases to Magistrate]—(১) কোনো মুখ্য ন্যায়িক ম্যাজিস্ট্রেট, অপরাধ বিচারার্থ গ্রহণ করার পর মামলা তদন্ত বা বিচারের জন্য তাঁর অধীনস্থ কোনো যোগ্যতাসম্পন্ন ম্যাজিস্ট্রেটের হাতে তুলে নিতে পারেন।

(২) মুখ্য ন্যায়িক ম্যাজিস্ট্রেট দ্বারা এই হেতু ক্ষমতাসম্পন্ন করা কোনো প্রথম

শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট, অপরাধ বিচারার্থ গ্রহণের পর মামলাটির তদন্ত বা বিচারের জন্য তাঁর অধীনস্থ এমন কোনো যোগ্যতাসম্পন্ন ম্যাজিস্ট্রেটের হাতে তুলে দিতে পারেন, যাঁকে মুখ্য ন্যায়িক ম্যাজিস্ট্রেট সাধারণ বা বিশেষ আদেশ দ্বারা নির্দিষ্ট করবেন এবং তখনই এমন ম্যাজিস্ট্রেট তদন্ত বা বিচার করতে পারবেন।

॥ ধারা : ১৯৩ ॥ দায়রা আদালত কর্তৃক অপরাধ বিচারার্থ গ্রহণ (বা অপরাধ সম্পর্কে অবগত হওয়া) [Cognizance of offences by Courts of Session]—এই সংহিতা দ্বারা বা সমকালে বলবৎ অন্য কোনো আইন দ্বারা ব্যক্ত ভাবে যেমন বিধৃত আছে, তা ব্যতিরেকে, কোনো দায়রা আদালত প্রারম্ভিক ক্ষেত্রাধিকার সম্পন্ন আদালত হিসেবে কোনো অপরাধ বিচারার্থ ততক্ষণ গ্রহণ করবেন না (বা নিজের দৃষ্টির অন্তর্ভুক্ত জ্ঞান করবেন না) যতক্ষণ বিবরণটি এই সংহিতার অধীনে ম্যাজিস্ট্রেট দ্বারা তাঁকে সোপর্দ করে না দেওয়া হবে।

॥ ধারা : ১৯৪ ॥ অতিরিক্ত ও সহকারি দায়রা ন্যায়াধীশগণ তাঁদের হাতে তুলে দেওয়া মকদ্দমার বিচার করবেন [Additional and Assistant Sessions Judges to try cases made over to them]—অতিরিক্ত দায়রা ন্যায়াধীশ সাধারণ বা বিশেষ আদেশ দ্বারা তাঁর হাতে তুলে দেবেন (বা তাঁকে সোপর্দ করবেন) বা যার বিচার করার জন্য উচ্চ আদালত বিশেষ কোনো আদেশ দ্বারা তাঁকে নির্দেশ দেবেন।

॥ ধারা : ১৯৫ ॥ সার্বজনিক ন্যায়পরতার বিরুদ্ধে এবং সাক্ষ্যতে দেওয়া দস্তাবেজসমূহের সঙ্গে সম্পর্ক যুক্ত অপরাধ হেতু লোক সেবকদের আইনসঙ্গত প্রাধিকার অবমাননার জন্য অভিযোজন (বা অভিশংসন) [Prosecution for contempt of lawful authority of public servants for offences against public justice and for offences relating to documents given in evidence]—(১) কোনো আদালত—

(ক) (এক) ভারতীয় দণ্ড সংহিতার (১৮৬০-এর ৪৫) ধারা-১৭২ থেকে ধারা-১৮৮-এর (যার মধ্যে উভয় ধারাও আছে) অধীনে দণ্ডনীয় অপরাধের; অথবা

(দুই) এধরনের অপরাধের জন্য কোনো প্রোৎসাহন (বা প্ররোচনা) বা এমন অপরাধ করার চেষ্টার; অথবা

(তিন) এমন অপরাধ করার জন্য কোনো অপরাধজনক ষড়যন্ত্রের বিচারের জন্য সংশ্লিষ্ট লোক সেবকের বা অন্য কোনো এমন লোক-সেবকের যার তিনি প্রশাসনিক ভাবে অধীনস্থ, লিখিত অভিযোগের ভিত্তিতেই গ্রহণ করবেন, অন্য কোনো ভাবে নয়;

(খ) (এক) ভারতীয় দণ্ড সংহিতার (১৮৬০-এর ৪৫) নিম্নলিখিত ধারাসমূহ অর্থাৎ ১৯৩ থেকে ১৯৬ (যার মধ্যে এই দুই ধারাও আছে), ১৯৯, ২০০, ২০৫ থেকে ধারা-২১১ (যার মধ্যে এই দুই ধারাও আছে) এবং ধারা-২২৮-এর মধ্যে যে কোনোটির অধীনে দণ্ডনীয় কোনো অপরাধের যখন এমন অপরাধ সম্পর্কে অভিযোগ আরোপ করা হয়েছে যে, তা কোনো আদালতের কার্যবাহতে বা কার্যবাহর সম্পর্কে করা হয়েছে; অথবা

(দুই) সেই সংহিতারই ধারা-৪৬৩-তে উল্লিখিত বা ধারা-৪৭১, ধারা-৪৭৫, বা ধারা-৪৭৬ এর অধীনে দণ্ডনীয় কোনো অপরাধের, যখন এমন অপরাধ সম্পর্কে তা কোনো আদালতের কার্যবাহতে দাখিলকৃত সাক্ষ্যতে প্রদত্ত কোনো দস্তাবেজ সম্পর্কে করা হয়েছে বলে অভিযোগ আরোপ করা হয়েছে; অথবা

(তিন) উপ-প্রকরণ (১) বা উপ-প্রকরণ (২)-এ উল্লিখিত কোনো অপরাধ করার জন্য অপরাধজনক ষড়যন্ত্র বা তা করার প্রচেষ্টা বা তার প্রোৎসাহনের অপরাধের বিচারের জন্য এমন আদালতের বা কোনো অন্য আদালতের, যে আদালতের ঐ আদালত অধীনস্থ, লিখিত অভিযোগের ভিত্তিতেই গ্রহণ করবে, অন্য কোনো ভাবে নয়।

(২) যেখানে কোনো লোক সেবক দ্বারা উপধারা (১) প্রকরণ (ক)-এর অধীন কোনো অভিযোগ তোলা হয়েছে, সেখানে এমন প্রাধিকারী, যার তিনি প্রশাসনিক ভাবে অধীনস্থ ঐ অভিযোগ তুলে নেওয়ার আদেশ দিতে পারেন এবং এমন আদেশের প্রতিলিপি আদালতে পাঠাবেন এবং আদালত তা পেলে ঐ অভিযোগ সম্পর্কে আর কোনো কার্যবাহ চালাবে না :

প্রকাশ থাকে যে, অভিযোগ তুলে নেওয়ার এমন আদেশ সেই রকম কোনো ক্ষেত্রে দেওয়া যাবে না, যেখানে বিচার প্রথমবারের আদালতের ইতিমধ্যে শেষ হয়ে গেছে।

(৩) উপধারা (১)-এর প্রকরণ (খ)-এ আদালত শব্দটির দ্বারা যে কোনো দেওয়ানী, রাজস্ব বা ফৌজদারী আদালত বুঝাবে এবং যে কোনো কেন্দ্রীয়, প্রান্তীয় বা রাজ্য অধিনিয়ম দ্বারা বা তার অধীনে গঠিত কোনো ন্যায়পীঠও এর অন্তর্ভুক্ত থাকবে, যদি তা ঐ অধিনিয়ম দ্বারা এই ধারার প্রয়োজনার্থ 'ন্যায়ালয়' ঘোষণা করা হয়।

(৪) উপধারা ৩-এর প্রকরণ (খ)-এর প্রয়োজন হেতু কোনো আদালত সেই আদালতের যার মধ্যে এমন পূর্ব কথিত আদালতের কোনো আপিলযোগ্য ডিক্রি বা দণ্ডাদেশের সাধারণত আপিল হয়, অধীনস্থ মনে করা হবে বা এমন দেওয়ানী আদালত যার ডিক্রির সাধারণত কোনো আপিল হয় না, ঐ সাধারণ আদিম দেওয়ানী অধিক্ষেত্র সম্পন্ন প্রধান আদালতের অধীনস্থ মনে করা হবে, যার স্থানীয় ক্ষেত্রাধিকারের মধ্যে এমন দেওয়ানী আদালত অবস্থিত :

প্রকাশ থাকে যে—

(ক) যেখানে একাধিক আদালতে আপিল করা হয় সেখানে নিম্ন ক্ষেত্রাধিকার সম্পন্ন আপিল আদালত হবে এমন আদালত, যার অধীনস্থ এমন আদালত মনে করা হবে;

(খ) আপিল যেখানে দেওয়ানী আদালতে এবং রাজস্ব আদালতেও হয়, সেখানে এমন আদালত ঐ মকদ্দমার বা কার্যবাহর স্বরূপ (বা প্রকৃতি) অনুসারে, যার সম্পর্কে ঐ অপরাধ সম্পাদিত বলে অভিযোগ করা হয়েছে; দেওয়ানী বা রাজস্ব আদালতের অধীনস্থ বলে মনে করা হবে।

॥ ধারা : ১৯৬ ॥ রাজ্যের বিরুদ্ধে অপরাধের জন্য বা এমন অপরাধ সংঘটনের

ষড়যন্ত্রের জন্য অভিযোজন (বা অভিশংসন) [Prosecution for offences against the State and for criminal conspiracy to commit such offence]—
(১) যে কোনো আদালত—

(ক) ভারতীয় দণ্ড সংহিতা (১৮৬০-এর ৪৫)-এর অধ্যায়-৬ এর অধীনে বা ধারা-১৫৩ক, ধারা-২৯৫ক, বা ধারা-৫০৫-এর উপধারা (১)-এর অধীন দণ্ডনীয় কোনো অপরাধের; অথবা

(খ) এমন অপরাধ সম্পাদনের জন্য অপরাধজনক ষড়যন্ত্রের; অথবা—

(গ) ভারতীয় দণ্ড সংহিতা (১৮৬০-এর ৪৫) ধারা-১০৮ক-এ যথা উল্লিখিত কোনো প্রোৎসাহনের;

বিচারের জন্য কেন্দ্রীয় সরকার বা রাজ্য সরকারের পূর্ব অনুমোদন সাপেক্ষেই গ্রহণ করবে, অন্য কোনো ভাবে নয়।

(১-ক) যে কোনো আদালত—

(ক) ভারতীয় দণ্ড সংহিতা-এর (১৮৬০-এর ৪৫)-এর ধারা-১৫৩(খ) বা ধারা-৫০৫-এর উপধারা (২) বা উপধারা (৩)-এর অধীনে দণ্ডনীয় কোনো অপরাধের; অথবা,

(খ) এহেন অপরাধ করার জন্য অপরাধজনক ষড়যন্ত্রের, বিচারের জন্য কেন্দ্রীয় সরকার বা রাজ্য সরকার বা জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের পূর্ব-অনুমোদন সাপেক্ষেই গ্রহণ করবে, অন্য কোনো ভাবে নয়।

(২) কোনো আদালত ভারতীয় দণ্ড সংহিতা (১৮৬০-এর ৪৫)-এর ধারা-১২০(খ)-এর অধীনে দণ্ডনীয় কোনো অপরাধজনক ষড়যন্ত্রের এমন কোনো অপরাধের, যা মৃত্যুদণ্ড, যাবজ্জীবন কারাদণ্ড বা দু'বছর তার বেশি মেয়াদের সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডনীয় অপরাধ সম্পাদনের অপরাধজনক ষড়যন্ত্রের থেকে আলাদা, বিচারার্থ ততক্ষণ গ্রহণ করবে না, যতক্ষণ রাজ্য সরকার বা জেলা ম্যাজিস্ট্রেট কার্যবাহ শুরু করার জন্য লিখিত সম্মতি না দেবেন :

প্রকাশ থাকে যে, যেখানে অপরাধজনক ষড়যন্ত্রটি এমন যে, তাতে ধারা-১৯৫-এর বিধান প্রযোজ্য হতে পারে, সেখানে এমন কোনো সম্মতির প্রয়োজন হবে না।

(৩) কেন্দ্রীয় সরকার বা রাজ্য সরকার উপধারা (১) বা উপধারা (১-ক)-এর অধীনে অনুমোদন দেওয়ার আগে এবং জেলা ম্যাজিস্ট্রেট উপধারা (১-ক) এর অধীনে অনুমোদন দেওয়ার আগে এবং রাজ্য সরকার বা জেলা ম্যাজিস্ট্রেট, উপধারা (২)-এর অধীনে সম্মতি দেওয়ার আগে এমন পুলিশ আধিকারিক দ্বারা যিনি পরিদর্শকের চেয়ে নিম্ন পদমর্যাদার নন, প্রারম্ভিক তদন্ত করার আদেশ দিতে পারেন এবং ঐ ক্ষেত্রে এমন পুলিশ আধিকারিকের সেই তেমনই ক্ষমতা থাকবে, যা ধারা-১৫৫-র উপধারা (৩)-এ উল্লিখিত আছে।

॥ ধারা : ১৯৭ ॥ ন্যায়াধীশ ও লোক সেবকদের অভিযোজন (বা অভিশংসন) [Prosecution of Judges and Public Servants]—(১) যখন কোনো ব্যক্তির

ওপর, যে ব্যক্তি একজন কোনো ন্যায়াধীশ, ম্যাজিস্ট্রেট বা লোক সেবক আগে ছিলেন, যাঁকে সরকার দ্বারা বা তাঁর অনুমোদন সাপেক্ষেই তাঁর পদ থেকে তাঁকে সরিয়ে দেওয়া যায়, অন্য কোনো ভাবে নয়, কোনো এমন অপরাধের অভিযোগ উঠেছে, যার সম্পর্কে আয়োগ লাগানো হয়েছে, যে তা তার দ্বারা তখন লাগানো হয়েছিল যখন তিনি তাঁর পদীয় কর্তব্যের নির্বাহ হেতু কর্মরত ছিলেন, যখন তাঁর এমন কাজ করার ব্যাপারে অনুমিত হয়, তখন যে কোনো আদালত এমন অপরাধ বিচারার্থ গ্রহণ—

(ক) এমন ব্যক্তির ক্ষেত্রে যে ব্যক্তি সংঘের (Union) কাজকর্মের ব্যাপারে, যেখানে যে প্রকার, নিযুক্ত বা অভিযোগে বর্ণিত অপরাধের সম্পাদন কালে নিযুক্ত ছিল, কেন্দ্রীয় সরকারের পূর্ব অনুমোদন সাপেক্ষেই করবে, অন্য কোনো ভাবে নয়,

(খ) এমন ব্যক্তির ক্ষেত্রে যে ব্যক্তি কোনো রাজ্য সরকারের কাজকর্মের ব্যাপারে যেখানে যে প্রকার নিযুক্ত আছেন বা অভিযোগে বর্ণিত অপরাধের সম্পাদন কালে নিযুক্ত ছিলেন, ঐ রাজ্য সরকারের পূর্ব অনুমোদন সাপেক্ষেই করবে, অন্য কোনো ভাবে নয় :

প্রকাশ থাকে যে, যেখানে অভিযোগে বর্ণিত অপরাধ, প্রকরণ (খ)-এ নির্দিষ্ট (বা উল্লিখিত) কোনো ব্যক্তির দ্বারা সেই অবধিকালে সম্পাদিত হয়েছিল যখন রাজ্যে সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৩৫৬-র প্রকরণ (১)-এর অধীনে কৃত উদ্‌ঘোষণা বলবৎ ছিল, সেখানে প্রকরণ (খ) এমন ভাবে প্রযোজ্য হবে যেন তাতে বিধৃত রাজ্য সরকার পদটির জায়গায় কেন্দ্রীয় সরকার পদটি প্রতিস্থাপিত হয়েছে।

(২) কোনো আদালত সংঘের সশস্ত্র বল-এর কোনো সদস্য দ্বারা সম্পাদিত, কোনো অপরাধ— যে অপরাধ সম্পর্কে অভিযোগ যে, তা ঐ সদস্য দ্বারা তখন সম্পাদিত হয়েছিল, যখন সে তার পদীয় কর্তব্য নির্বাহ হেতু কর্মরত ছিল বা যখন সে ঐ কার্য সম্পাদন করেছিল বলে অনুমিত হয়, বিচারার্থ গ্রহণ কেন্দ্রীয় সরকারের পূর্ব অনুমোদন সাপেক্ষেই করবে, অন্য কোনো ভাবে নয়।

(৩) রাজ্য সরকার প্রজ্ঞাপন দ্বারা নির্দেশ দিতে পারে যে, তাতে যথা উল্লিখিত, বল-এর এমন শ্রেণী বা উপ-শ্রেণীর (গোষ্ঠী বা উপ-গোষ্ঠীর) সদস্যদের, যাদের ওপর সার্বজনিক শৃঙ্খলা বজায় রাখার কার্য-ভার তুলে দেওয়া হয়েছে তিনি এব্যাপারে যেখানেই কর্তব্যরত (বা সেবারত) থাকুন না কেন, উপধারা (২)-এর বিধান প্রযোজ্য হবে, এবং তখন ঐ উপধারার বিধান এমনভাবে প্রযোজ্য হবে, যেন তাতে বিধৃত 'কেন্দ্রীয় সরকার' পদটির জায়গায় 'রাজ্য সরকার' পদটি প্রতিস্থাপিত হয়েছে।

(৩-ক) উপধারা (৩)-এ যা কিছুই বিধৃত থাকুক না কেন, যে কোনো আদালত এমন বল-এর সদস্যের দ্বারা যার ওপর রাজ্যের সার্বজনিক শৃঙ্খলা বজায় রাখার দায়-দায়িত্ব তুলে দেওয়া হয়েছে, সম্পাদিত কোনো এমন অপরাধ, যার সম্পর্কে অভিযোগ যে, তা ঐ সদস্যের দ্বারা তখন সম্পাদিত হয়েছিল যখন সে, ঐ রাজ্যে সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৩৫৬-র প্রকরণ (১)-এর অধীনে প্রদত্ত উদ্‌ঘোষণার বলবৎ

থাকা কালে তার পদীয় কর্তব্য নির্বাহ হেতু কর্মরত ছিলেন বা যখন সে এমন কাজ করছিল বলে অনুমিত হয়, কেন্দ্রীয় সরকারের পূর্ব অনুমোদন সাপেক্ষেই করা যাবে, অন্য কোনো ভাবে নয়।

(৩-খ) এই সংহিতাতে বা অন্য কোনো এমন আইনে কোনো প্রতিকূল তথ্য থাকা সত্ত্বেও, এমন ঘোষণা করা হয়, যে ২০ আগস্ট ১৯৯১ তারিখে আরব্ধ এবং দণ্ড প্রক্রিয়া সংহিতা সংশোধন অধিনিয়ম, ১৯৯১ (১৯৯১-এর ৪৩), সাপেক্ষে রাষ্ট্রপতি যে তারিখে অনুমতি দেন সেই তারিখের ঠিক আগের তারিখে শেষ হতে যাওয়া কালে, এমন কোনো অপরাধ সম্পর্কে যা ঐ অবধির মধ্যে করা হয়েছে বলে অভিযোগ যখন সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৩৫৬-এর প্রকরণ (১)-এর অধীনে প্রদত্ত উদ্‌ঘোষণা রাজ্যে বলবৎ ছিল, রাজ্য সরকার দ্বারা প্রদত্ত কোনো অনুমোদন বা এমন অনুমোদনের অপর কোনো আদালত দ্বারা কোনো বিচারার্থ গ্রহণ, আইন গ্রাহ্য হবে না এবং এমন বিষয়ে কেন্দ্রীয় সরকার অনুমোদন দেওয়ার জন্য ক্ষমতাসম্পন্ন হবে, এবং আদালত তা বিচারার্থ গ্রহণ করতে ক্ষমতা সম্পন্ন হবে।

(৪) যেখানে যে প্রকার কেন্দ্রীয় সরকার বা রাজ্য সরকার, ঐ ব্যক্তির যার দ্বারা এবং ঐ পদ্ধতিবংস্যাস্ত এই অপরাধ বা অপরাধসমূহ যার বা যেগুলোর জন্য এমন ন্যায়াধীশ, ম্যাজিস্ট্রেট বা লোক-সেবকের অভিযোজন (বা অভিশংসন) করতে হবে, নির্ধারণ করতে পারেন এবং সেই আদালত উল্লেখ করতে পারেন, যার সামনে বিচার করা হবে।

॥ ধারা : ১৯৮ ॥ বিবাহের বিরুদ্ধে অপরাধের জন্য অভিযোজন (বা অভিশংসন) [Prosecution for offences against marriage]—(১) কোনো আদালত ভারতীয় দণ্ড সংহিতার (১৮৬০-এর ৪৫) অধ্যায় ২০-র অধীন দণ্ডনীয় অপরাধ—এমন অপরাধজনিত কারণে ক্ষুব্ধ কোনো ব্যক্তির দ্বারা কৃত অভিযোগের ভিত্তিতেই বিচারার্থ গ্রহণ করবে অন্যভাবে নয় :

প্রকাশ থাকে যে,

(ক) যেখানে এমন ব্যক্তি আঠেরো বছরের চেয়ে কম বয়স্ক অথবা জড় বা পাগল অথবা রোগ বা অঙ্গ-শৈথিল্যের কারণে তার অভিযোগ জানাতে সমর্থ নয় অথবা যেখানে কোনো মহিলা যাকে স্থানীয় কোনো প্রথা বা রীতি অনুসারে লোকজনের সামনে আসতে বাধ্য করা সমীচীন নয়, সেখানে তার পক্ষে অন্য কোনো ব্যক্তি আদালতের অনুমতি নিয়ে অভিযোগ দায়ের করতে পরে;

(খ) যেখানে এমন ব্যক্তি (ঐ মহিলার) স্বামী এবং সংঘের সশস্ত্র বলগুলোর কোনোটিতে এমন পরিস্থিতির মধ্যে কর্মরত আছে যার সম্পর্কে তার নির্দেশ প্রদানকারী আধিকারিক (Commanding Officer) প্রমাণ করেছেন যে, তার জন্য অভিযোগ দায়ের করার জন্য অনুপস্থিতি ছুটি (leave of absence) দেওয়া যায় না, সেখানে উপধারা (৪)-এর বিধানসমূহ অনুসারে স্বামীর দ্বারা প্রাধিকৃত অন্য কোনো ব্যক্তি তার পক্ষে (বা তরফে) অভিযোগ দায়ের করতে পারবে;

(গ) যেখানে ভারতীয় দণ্ড সংহিতার (১৮৬০-এর ৪৫) ধারা-৪৯৪ বা ধারা-৪৯৫-এর অধীন দণ্ডনীয় অপরাধের কারণে ক্ষুব্ধ ব্যক্তি একজন স্ত্রী, সেখানে তার পক্ষে (বা তরফ থেকে) বাবা, মা, ভাই, বোন, ছেলে, মেয়ে বা তার বাবা-মার ভাই বা বোন (অর্থাৎ কাকা-পিসি বা মামা-মাসী) দ্বারা বা আদালতের অনুমতি নিয়ে এমন কোনো অন্য ব্যক্তির দ্বারা অভিযোগ দায়ের করা যাবে, যে ব্যক্তির সঙ্গে তার রক্তের সম্পর্ক, বৈবাহিক সম্পর্ক বা দত্তক-সম্পর্ক বিদ্যমান।

(২) উপধারা (১)-এর প্রয়োজন হেতু স্ত্রীর স্বামী ব্যতীত অন্য কোনো ব্যক্তি উক্ত সংহিতার ধারা-৪৯৭ বা ধারা-৪৯৮-এর অধীনে দণ্ডনীয় অপরাধ জনিত কারণে ক্ষুব্ধ বলে মনে করা হবে না ঃ

প্রকাশ থাকে যে, স্বামীর অনুপস্থিতিতে, কোনো এমন ব্যক্তি, যে ব্যক্তি সেই সময়ে,—যখন অপরাধটি সম্পাদিত হয়েছিল, এমন স্ত্রীর স্বামীর হয়ে (পক্ষে বা তরফে) তার দেখাশুনা (তত্ত্বাবধান) করছিল, তার পক্ষ হয়ে (বা তরফে) আদালতের অনুমতি সাপেক্ষে অভিযোগ দায়ের করতে পারে।

(৩) যখন উপধারা (১)-এর 'ব্যতিক্রম' এর প্রকরণ (ক)-এর অধীনে পড়ে এমন কোনো মামলার অনূর্ধ্ব আঠেরো বছরের ব্যক্তির (অর্থাৎ যার ১৮ বছর বয়স পূর্ণ হয়নি) বা পাগল ব্যক্তির পক্ষে কোনো এমন ব্যক্তি দ্বারা অভিযোগ করার প্রয়োজন হয়, যাকে কোনো সক্ষম (যোগ্যতাসম্পন্ন) প্রাধিকারী দ্বারা ঐ নাবালক বা পাগলের দেহরক্ষক (অর্থাৎ অভিভাবক) নিযুক্ত করা হয়নি বা সেই মর্মে ঘোষণা করা হয় নি, এবং আদালতের এমন তুষ্ট বিধান হয়ে যায় যে, এমন কোনো অভিভাবক, যাকে এভাবে নিযুক্ত বা ঘোষিত করা হয়েছে, তখন আদালতের অনুমতির জন্য আবেদন মঞ্জুর করার আগে এমন অভিভাবককে জ্ঞাত করাবে এবং শুনানির জন্য যথাযথ সুযোগ দেবে।

(৪) উপধারা (১)-এর ব্যতিক্রম-এর প্রকরণ (খ)-এ উল্লিখিত প্রাধিকার লিখিত ভাবে দেওয়া হবে এবং তা স্বামীর দ্বারা স্বাক্ষরিত বা অন্যভাবে প্রত্যায়িত হবে, তাতে এই মর্মে বিবৃতি থাকবে, যে, তাকে সেই সব অভিযোগ সম্পর্কে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে যার ভিত্তিতে নালিশ করতে যাওয়া হচ্ছে এবং তা তার নির্দেশদানকারী আধিকারিক দ্বারা প্রতি স্বাক্ষরিত হবে এবং তার সঙ্গে সেই আধিকারিক দ্বারা স্বাক্ষরিত এই মর্মে প্রমাণপত্র থাকবে যে, স্বামীকে ব্যক্তিগতভাবে অভিযোগ দায়ের করার প্রয়োজন হেতু অনুপস্থিতি ছুটি (leave of absence) সে সময়ে দেওয়া যায় না (বা মঞ্জুর করা যায় না)।

(৫) কোনো দস্তাবেজ সম্পর্কে, যেটির এমন প্রাধিকার প্রদান বলে অনুমিত হয় এবং যার থেকে উপধারা (৪)-এর বিধানসমূহ পুষ্ট হয় এবং কোনো দস্তাবেজের সম্পর্কে সেটির ঐ উপধারা দ্বারা অভিপ্রেত প্রমাণপত্র হওয়া অনুমিত হয়, যতক্ষণ প্রতিকূল (অর্থাৎ ভিন্নরূপ) প্রমাণিত না করে দেওয়া হয় এমন প্রাক্-প্রত্যয় করা হবে যে, তা আসল (বা অকৃত্রিম বা খাঁটি) এবং তা সাক্ষ্যতে গ্রহণীয় হবে।

(৬) কোনো আদালত ভারতীয় দণ্ড সংহিতার (১৮৬০-এর ৪৫) ধারা-৩৭৬-এর অধীনে অপরাধটি বিচারার্থ গ্রহণ—(বা স্বীয় দৃষ্টির অন্তর্ভুক্ত জ্ঞান), যেখানে এমন অপরাধটি কোনো পুরুষ দ্বারা পনেরো বছরের কম বয়সের নিজেরই স্ত্রীর সঙ্গে যৌন সম্পর্ক স্থাপন, যতক্ষণ ঐ অপরাধ সম্পাদনের তারিখ থেকে এক বছরের বেশি সময় অতিবাহিত হচ্ছে, ততক্ষণ করবে না।

(৭) এই ধারার বিধান কোনো অপরাধের প্রোৎসাহন বা অপরাধ করার প্রচেষ্টাতে এমন ভাবে প্রযোজ্য হবে যেমন ভাবে তা অপরাধের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হয়।

॥ ধারা ঃ ১৯৮-ক॥ ভারতীয় দণ্ড সংহিতার ধারা-৪৯৮ক-এর অধীন অপরাধের অভিযোজন (বা অভিশংসন) [Prosecution of offences under section 498A of the Indian Penal Code]—কোনো আদালত ভারতীয় দণ্ড সংহিতার (১৮৬০-এর ৪৫) ধারা-৪৯৮-ক-এর অধীনে অপরাধ বিচারার্থ গ্রহণ এমন অপরাধ গঠনকারী তথ্যাবলী সম্বলিত পুলিশ রিপোর্টের ভিত্তিতে অথবা অপরাধ জনিত কারণে ক্ষুব্ধ ব্যক্তি দ্বারা বা তার বাবা, মা, ভাই-বোন দ্বারা বা তার বাবা অথবা মায়ের ভাই বা বোন দ্বারা দায়ের কৃত নালিশের ভিত্তিতে বা রক্ত, বিয়ে বা দত্তক গ্রহণ দ্বারা আদালতের অনুমতি সাপেক্ষে দায়ের কৃত নালিশের ভিত্তিতেই (অপরাধটি বিচারার্থ গ্রহণ) করবে অন্য ভাবে নয়।

॥ ধারা ঃ ১৯৯ ॥ মানহানির জন্য অভিযোজন (বা অভিশংসন) [Prosecution for defamation]—(১) কোনো আদালত ভারতীয় দণ্ড সংহিতার (১৮৬০-এর ৪৫) অধ্যায়-২১ এর অধীন দণ্ডনীয় অপরাধটিকে বিচারার্থ গ্রহণ এমন অপরাধ জনিত কারণে ক্ষুব্ধ কোনো ব্যক্তির দ্বারা দায়ের করা অভিযোগের ভিত্তিতেই করবে, অন্য কোনো ভাবে নয় ঃ

প্রকাশ থাকে যে, যেখানে এমন ব্যক্তির বয়স আঠেরো বছরের কম অথবা জড়বুদ্ধিসম্পন্ন বা পাগল অথবা অঙ্গ-শৈথিল্যের কারণে অভিযোগ জানাতে সমর্থ নয়, অথবা এমন স্ত্রী, যাকে স্থানীয় কোনো প্রথা বা রীতি অনুসারে লোকজনের সামনে আসার জন্য বাধ্য করা সমীচীন নয় সেখানে তার তরফে অন্য কোনো ব্যক্তি আদালতের অনুমতি সাপেক্ষে অভিযোগ জানাতে পারে।

(২) এই সংহিতায় যা কিছুই বিধৃত থাকুক না কেন, যখন ভারতীয় দণ্ড সংহিতার (১৮৬০-এর ৪৫) অধ্যায়-২১ এর অধীনে পড়ে এমন যে কোনো অপরাধের ব্যাপারে অভিযোগ করা হয়েছে, যে সে এমন ব্যক্তির বিরুদ্ধে, যিনি এহেন অপরাধ সম্পাদনের সময় ভারতের রাষ্ট্রপতি বা ভারতের উপরাষ্ট্রপতি বা কোনো রাজ্যের রাজ্যপাল বা কোনো সংঘ রাজ্যক্ষেত্রের প্রশাসক অথবা সংঘ বা কোনো রাজ্যের অথবা সংঘ রাজ্যক্ষেত্রের মন্ত্রী অথবা সংঘ বা কোনো রাজ্যের কাজকর্মের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত ব্যাপারে নিযুক্ত অন্য কোনো লোক সেবক ছিলেন, যে অপরাধ তাঁর লোককৃত্য সম্পাদনের ব্যাপারে তার আচরণ সম্পর্কিত, তখন দায়রা আদালত এমন

অপরাধটিকে ঐ আদালতে সোপর্দ (অর্থাৎ প্রেরণ) না হলেও সরকারি অভিশংসকের লিখিত নালিশের ভিত্তিতে বিচারার্থ গ্রহণ করতে পারেন।

(৩) উপধারা (২)-এ নির্দিষ্ট এমন প্রত্যেক নালিশের ক্ষেত্রে সব তথ্যাবলী যা দিয়ে অভিযুক্ত অপরাধ তৈরি হয় ঐ অপরাধের স্বরূপ (বা প্রকৃতি) এবং এমন অন্য বিবরণ উল্লিখিত থাকবে যা অভিযুক্তকে তার দ্বারা সম্পাদিত অপরাধের বিজ্ঞপ্তি দেওয়ার পক্ষে যথার্থ ভাবে যথেষ্ট হয়।

(৪) উপধারা (২)-এর অধীন সরকারি অভিশংসক দ্বারা কোনো নালিশ—

(ক) এমন কোনো ব্যক্তির ক্ষেত্রে যিনি কোনো রাজ্যের রাজ্যপাল ছিলেন বা আছেন বা কোনো রাজ্য সরকারের মন্ত্রী ছিলেন বা আছেন, সেই রাজ্য সরকারের;

(খ) কোনো রাজ্যের কাজকর্মের ব্যাপারে নিযুক্ত কোনো অন্য লোক সেবকের ক্ষেত্রে ঐ রাজ্য সরকারের;

(গ) অন্য কোনো ক্ষেত্রে, কেন্দ্রীয় সরকারের পূর্ব অনুমোদন সাপেক্ষেই করা যাবে, অন্য কোনোভাবে নয়।

(৫) কোনো দায়রা আদালত উপধারা (২)-এর অধীনে কোনো অপরাধ তখনই বিচারার্থ গ্রহণ করবে, যখন নালিশটি ঐ তারিখ থেকে ছ'মাসের মধ্যে দায়ের করা হয়, যে তারিখে উক্ত অপরাধটি সম্পাদিত হয়েছে বলে অভিযোগ করা হয়েছে।

(৬) এই ধারার কোনো কিছু এমন কোনো ব্যক্তিকে, যে ব্যক্তি অপরাধটি করেছে বলে অভিযোগ করা হয়েছে, ঐ অপরাধ বিষয়ে ক্ষেত্রাধিকার সম্পন্ন কোনো ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে নালিশ জানানোর অধিকারের ভিত্তিতে বা নালিশের ভিত্তিতে ঐ ম্যাজিস্ট্রেটের অপরাধটি বিচারার্থ গ্রহণ করার ক্ষমতাকে প্রভাবিত করবে।

অধ্যায় : ১৫
[CHAPTER : XV]
ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে নালিশ
(Complaints to Magistrates)
ধারা ২০০ থেকে ধারা-২০৩
[Section 200 to Section 203]

॥ ধারা : ২০০ ॥ ফরিয়াদীর (বা অভিযোগকারীর বা অভিযোক্তার বা নালিশকারীর) পরীক্ষা [Examination of complainant]—নালিশের ভিত্তিতে কোনো অপরাধ বিচারার্থ গ্রহণকারী ম্যাজিস্ট্রেট, ফরিয়াদীর এবং যদি কোনো সাক্ষী উপস্থিত থাকে তাহলে তার শপথান্তে পরীক্ষা করবেন এবং এমন পরীক্ষার সারমর্ম নথিভুক্ত করা হবে এবং ফরিয়াদী ও সাক্ষীদের দ্বারা এবং ম্যাজিস্ট্রেট দ্বারাও তা স্বাক্ষরিত করা হবে :

প্রকাশ থাকে যে, যখন নালিশ লিখিত ভাবে জানানো (বা দায়ের করা বা করা) হয় তখন নালিশকারী (বা ফরিয়াদী) বা সাক্ষীদের পরীক্ষা করা ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে প্রয়োজনীয় হবে না—

(ক) যদি নালিশ, নিজের পদীয় কর্তব্য নির্বাহে কার্য সম্পাদনকারী অথবা কার্য সম্পাদন করছে বলে অনুচিত হয় এমন কোনো লোক সেবক দ্বারা বা আদালত দ্বারা করা হয়েছে; অথবা

(খ) যদি ম্যাজিস্ট্রেট তদন্ত বা বিচারের জন্য ঘটনাটিকে (বা বিষয়টিকে বা মকদ্দমাটিকে) ধারা-১৯২-এর অধীন কোনো অন্য ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে পাঠিয়ে দেন (বা অন্য ম্যাজিস্ট্রেটের হাতে তুলে দেন);

আরও প্রকাশ থাকে যে, যদি ম্যাজিস্ট্রেট ফরিয়াদী বা সাক্ষীদের পরীক্ষা করার পর বিষয়টিকে ধারা-১৯২-এর অধীনে কোনো অন্য ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে পাঠিয়ে দেন তাহলে পরবর্তী ম্যাজিস্ট্রেটের আর ওদের পরীক্ষা করার প্রয়োজন হবে না।

॥ ধারা : ২০১ ॥ এমন ম্যাজিস্ট্রেট দ্বারা প্রক্রিয়া যিনি মামলাটি বিচারার্থ গ্রহণ করতে যোগ্যতা সম্পন্ন নন [Procedure by Magistrate not competent to take cognizance of the case]—যদি এমন ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে নালিশ করা হয় যিনি ঐ অপরাধটি বিচারার্থ গ্রহণ করার পক্ষে যোগ্যতাসম্পন্ন নন; তবে

(ক) নালিশটি যদি লিখিত ভাবে হয় তাহলে তা যথার্থ আদালতে দাখিল করার জন্য, ঐ মর্মে পৃষ্ঠাঙ্কন করে ফেরত পাঠিয়ে দেবেন;

(খ) নালিশটি যদি লিখিত ভাবে না হয় তাহলে তিনি ফরিয়াদীকে (বা নালিশকারীকে) উপযুক্ত আদালতে যাওয়ার নির্দেশ দেবেন।

॥ ধারা : ২০২ ॥ পরওয়ানা জারি মুলতবি করা [Postponement of issue of process]—(১) যদি কোনো ম্যাজিস্ট্রেট এমন অপরাধের নালিশ পাওয়ার পর, যে

অপরাধ বিচারার্থ গ্রহণ করতে তিনি প্রাধিকৃত অথবা যা ধারা-১৯২-এর অধীনে তাকে পাঠানো হয়েছে, উচিত মনে করেন তাহলে অভিযুক্তের বিরুদ্ধে পরওয়ানার জারি মুলতবি করতে পারেন এবং কার্যবাহ করার মতো পর্যাপ্ত পরিমাণে ভিত্তি আছে কিনা তা নির্ধারণ করার জন্য হয় তিনি ব্যক্তিগত ভাবেই মামলার তদন্ত করতে পারেন, অথবা কোনো পুলিশ আধিকারিক দ্বারা বা অন্য এমন ব্যক্তি দ্বারা, যাকে তিনি উপযুক্ত মনে করবেন, তদন্ত (বা অনুসন্ধান) করার জন্য নির্দেশ দিতে পারেন ঃ

প্রকাশ থাকে যে, তদন্তের জন্য এমন নির্দেশ নিম্নলিখিত সেই সবক্ষেত্রে দেওয়া যাবে না—

(ক) যেখানে ম্যাজিস্ট্রেটের প্রতীয়মান হয় যে, যে অপরাধের নালিশ করা হয়েছে, তা কেবল দায়রা আদালত কর্তৃক বিচারণীয় (বিচার্য); অথবা

(খ) যেখানে নালিশ কোনো আদালত মারফৎ করা হয়নি, যতক্ষণ ফবিয়াদী (বা নালিশকারী) বা উপস্থিত সাক্ষীদের (যদি থাকে) ধারা—২০০-র অধীনে শপথ গ্রহণ করিয়ে পরীক্ষা না করা হচ্ছে।

(২) উপধারা (১)-এর অধীনে কোনো তদন্তে যদি ম্যাজিস্ট্রেট সঙ্গত মনে করে তাহলে সাক্ষীদের শপথ গ্রহণ করিয়ে সাক্ষ্য নিতে পারেন ঃ

প্রকাশ থাকে যে, ম্যাজিস্ট্রেটের যদি এমন প্রতীয়মান হয় যে, যে অপরাধেব নালিশ করা হয়েছে সেই অপরাধ কেবল দায়রা আদালতেরই বিচারযোগ্য তাহলে ঐ ম্যাজিস্ট্রেট নালিশকারীকে তার সমস্ত সাক্ষীদের পেশ করতে বলবেন এবং তাদের শপথ গ্রহণান্তে পরীক্ষা করবেন।

(৩) যদি উপধারা (১)-এর অধীন তদন্ত এমন কোনো ব্যক্তিকে দিয়ে করানো হয়, যে ব্যক্তি পুলিশ আধিকারিক নয়, তাহলে ঐ তদন্তের জন্য তার পরওয়ানা ব্যতিরেকে গ্রেপ্তার করা ছাড়া পুলিশ থানার ভারপ্রাপ্ত আধিকারিকের এই সংহিতা প্রদত্ত যত ক্ষমতা, তত ক্ষমতা থাকবে (অর্থাৎ এই সংহিতা দ্বারা একটি পুলিশ থানাব ভারপ্রাপ্ত আধিকারিককে যত ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে ঠিক ততটা ক্ষমতাই ঐ ব্যক্তিকে দেওয়া হবে, শুধু তার পরওয়ানা ছাড়া কাউকে গ্রেপ্তার করার ক্ষমতা থাকবে না।)

॥ ধারা ঃ ২০৩ ॥ নালিশ খারিজকরণ [Dismissal of complaint]—যদি অভিযোগকারীর এবং সাক্ষীর শপথের ভিত্তিতে প্রদত্ত বিবৃতিতে (যদি দেওয়া হয়), এবং ধারা-২০২-এর অধীনে পরীক্ষা বা অনুসন্ধানের (যদি থাকে) ফলের ওপর বিবেচনা করার পর ম্যাজিস্ট্রেটের অভিমত হয় যে, কার্যবাহ করার জন্য যথেষ্ট ভিত্তি (বা আধার) নাই, তাহলে তিনি অভিযোগ খারিজ করে দেবেন এবং প্রত্যেক ক্ষেত্রে তাঁর এমন করার কারণসমূহ সংক্ষেপে নথিভুক্ত করবেন।

অধ্যায় ঃ ১৬

[CHAPTER ঃ XVI]

ম্যাজিস্ট্রেটের সম্মুখে কার্যবাহ শুরু করা

(Commencement of Proceedings before Magistrate)

ধারা ২০৪ থেকে ধারা ২১০

[Section 204 to Section 210]

॥ ধারা ঃ ২০৪ ॥ পরওয়ানা জারি করা [Issue of process]—(১) যদি কোনো অপরাধ বিচারার্থ গ্রহণকারী ম্যাজিস্ট্রেটের বিবেচনায় (বা মতানুসারে) কার্যবাহ করার (বা চালাবার) মতো যথেষ্ট ভিত্তি থাকে; এবং—

(ক) মকদ্দমাটিকে সমন মামলা বলে মনে হয় তাহলে তিনি অভিযুক্তকে হাজির হওয়ার জন্য পরওয়ানা জারি করবেন; অথবা

(খ) মকদ্দমাটি সমন জারি মামলা বলে মনে হয়, তাহলে তিনি নিজের বা (যদি তার নিজের ক্ষেত্রাধিকার না থাকে তাহলে) ক্ষেত্রাধিকার সম্পন্ন অন্য কোনো ম্যাজিস্ট্রেটের সম্মুখে অভিযোগকারীকে নির্দিষ্ট সময়ে আনার জন্য বা হাজির করাবার জন্য পরওয়ানা অথবা যদি সঙ্গত মনে করে, সমন জারি করতে পারেন।

(২) অভিযুক্ত ব্যক্তির বিরুদ্ধে উপধারা (১)-এর অধীনে যতক্ষণ অভিশংসনের সাক্ষীদের তালিকা দাখিলকৃত না হচ্ছে ততক্ষণ কোনো সমন বা পরওয়ানা জারি করা যাবে না।

(৩) লিখিত নালিশের ভিত্তিতে দায়ের কৃত কার্যবাহতে উপধারা (১)-এর অধীনে জারি করা প্রতিটি সমন বা পরওয়ানা জারির সঙ্গে ঐ নালিশের একটি করে প্রতিলিপি থাকবে।

(৪) যখন সমকালে প্রযোজ্য কোনো আইনের অধীনে কোনো আদেশিকা ফী বা অন্য কোনো ফী প্রদেয় তখন কোনো আদেশিকা যতক্ষণ ফী দেওয়া না হচ্ছে ততক্ষণ জারি করা যাবে না এবং যদি এমন ফী উপযুক্ত সময়ের মধ্যে না দেওয়া হয় তাহলে ম্যাজিস্ট্রেট নালিশটিকে খারিজ করে দিতে পারেন।

(৫) এই ধারার কোনো কিছু ধারা-৮৭-র বিধানসমূহকে প্রভাবিত করে বলে মনে করা হবে না।

॥ ধারা ঃ ২০৫ ॥ অভিযুক্ত ব্যক্তিকে ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক ব্যক্তিগত হাজিরা থেকে অব্যাহতি দেওয়া [Magistrate may dispense with personal attendance of accused]—(১) যখনই কোনো ম্যাজিস্ট্রেট সমন জারি করেন, তখন যদি তাঁর এমন করার কারণ প্রতীয়মান হয় তাহলে তিনি অভিযুক্ত ব্যক্তিকে ব্যক্তিগত হাজিরা থেকে অব্যাহতি দিতে পারেন এবং তার প্লিডার দ্বারা হাজির হওয়ার জন্য অনুমতি দিতে পারেন।

(২) কিন্তু মকদ্দমার তদন্ত বা বিচারকারী ম্যাজিস্ট্রেট, স্বীয় বিবেচনানুসার, কার্যবাহর যে কোনো পর্যায়ে অভিযুক্তকে ব্যক্তিগতভাবে হাজির হওয়ার জন্য নির্দেশ দিতে পারেন এবং যদি প্রয়োজন হয় তাহলে তাকে এভাবে হাজির হওয়ার জন্য এতে ইতিপূর্বে বিধৃত পদ্ধতিতে বাধ্য করতে পারেন।

॥ ধারা ঃ ২০৬ ॥ ছোট-খাটো অপরাধের ক্ষেত্রে বিশেষ সমন জারি [Special summons in cases of petty offence]—(১) যদি কোনো ছোট অপরাধ বিচারার্থ গ্রহণকারী ম্যাজিস্ট্রেটের মতানুসারে মকদ্দমায়, ধারা-২৬০-এর অধীনে সংক্ষেপে নিষ্পত্তি করা যায়, তাহলে ঐ ম্যাজিস্ট্রেট নথিভুক্ত করা হবে এমন কারণে যেখানে তিনি ভিন্ন মত পোষণ করেন, সেইক্ষেত্র ছাড়া, অভিযুক্ত ব্যক্তির কাছে এই মর্মে অভিপ্রায় করে তার জন্য সমন জারির করবেন যে, সে নির্দিষ্ট তারিখে ম্যাজিস্ট্রেটের সম্মুখে হয় ব্যক্তিগতভাবে অথবা প্লিডার দ্বারা হাজির হয় অথবা সে ম্যাজিস্ট্রেটের সম্মুখে হাজির না হয়ে কথিত অভিযোগে নিজেকে দোষী বলে বিবৃত করতে চায় তাহলে লিখিত ভাবে ঐ বক্তব্য ও সমন জারি নির্দিষ্ট অর্থদণ্ডের টাকা ডাক দ্বারা বা বার্তাবাহক দ্বারা নির্দিষ্ট তারিখের আগে পাঠিয়ে দেবে বা যদি প্লিডার দিয়ে হাজির হতে চায় এবং ঐ প্লিডার দ্বারা সেই অভিযোগে নিজেকে দোষী বলে বিবৃত করতে চায় তাহলে প্লিডারকে তার পক্ষে অভিযোগের দোষী হওয়া নিমিত্ত বিবৃতি দেওয়ার জন্য লিখিত ভাবে প্রাধিকৃত করবে এবং ঐ প্লিডার মারফৎ অর্থদণ্ড (বা জরিমানা) প্রদান করবে ঃ

প্রকাশ থাকে যে, এমন সমন জারির নির্দিষ্ট জরিমানার (বা অর্থদণ্ডের) টাকার পরিমাণ একশ টাকার বেশি হবে না।

(২) এই ধারার প্রয়োজন হেতু **'ছোট অপরাধ'** বলতে বুঝাবে এমন অপরাধ, যা কেবল অনধিক এক হাজার টাকার অর্থদণ্ডে দণ্ডনীয় কিন্তু এর মধ্যে এমন অন্য অপরাধ নেই যা মোটরগাড়ি অধিনিয়ম, ১৯৩৯ (১৯৩৯-এর ৪)-এর অধীনে বা কোনো অন্য এমন আইনের অধীনে, যেখানে দোষী হওয়ার বিবৃতির ভিত্তিতে অভিযুক্তের অনুপস্থিতিতে তাকে দোষী সাব্যস্ত করার জন্য বিধান আছে, এই রকম দণ্ডযোগ্য।

(৩) রাজ্য সরকার কোনো ম্যাজিস্ট্রেটকে উপধারা (১) দ্বারা প্রদত্ত ক্ষমতার প্রয়োগ কোনো এমন অপরাধ সম্পর্কে করার জন্য, যা ধারা-৩২০-র অধীন মিটমাট যোগ্য অথবা যা কারাদণ্ডে, যার মেয়াদ তিন মাসের বেশি নয়, অথবা অর্থদণ্ডে, অথবা উভয় দণ্ডে দণ্ডনীয় প্রজ্ঞাপন দ্বারা বিশেষ ভাবে ক্ষমতাযুক্ত করে দিতে পারেন, যেখানে মকদ্দমার তথ্য ও পরিস্থিতির প্রতি নজর রেখে ম্যাজিস্ট্রেটের অভিমত হলো যে, শুধু অর্থদণ্ডে দণ্ডিত করলেই ন্যায়পরতার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়।

॥ ধারা ঃ ২০৭ ॥ অভিযুক্ত ব্যক্তিকে পুলিশ রিপোর্ট বা অন্যান্য দস্তাবেজের প্রতিলিপি প্রদান [Supply to the accused of copy of police report and other documents]—এমন কোনো মকদ্দমায় যেখানে কার্যবাহ পুলিশ রিপোর্টের

ভিত্তিতে দায়ের করা হয়েছে, ম্যাজিস্ট্রেট নিম্নলিখিতগুলোর প্রত্যেকটির একটি করে কপি (বা প্রতিলিপি) অভিযুক্তকে অবিলম্বে নিখরচায় দেবেন ঃ

(১) পুলিশী রিপোর্ট;

(২) ধারা-১৫৪-র অধীনে নথিভুক্ত করা প্রথম এত্তেলার রিপোর্ট;

(৩) ধারা-১৬১-র উপধারা-(৩)-এর অধীনে নথিভুক্ত সেই ব্যক্তিদের বিবৃতি (বা কথন) যাদের অভিযোজন (বা অভিশংসন) তাঁর সাক্ষীরূপে পরীক্ষা করতে অভিপ্রায় করেন (তবে) সেগুলোর মধ্যে এমন অংশ বাদ দিয়ে, যাদের এভাবে বাদ দেওয়ার জন্য ধারা-১৭৩-এর উপধারা (৬)-এর অধীনে পুলিশ আধিকারিক দ্বারা নিবেদন করা হয়েছে;

(৪) ধারা-১৬৪-র অধীন নথিভুক্ত করা স্বীকৃতি বা বিবৃতি, যদি কিছু থাকে;

(৫) অন্য কোনো দস্তাবেজ বা তার প্রাসঙ্গিক অংশ, যা ধারা-১৭৩-এর উপধারা (৫)-এর অধীনে পুলিশ রিপোর্টের সঙ্গে ম্যাজিস্ট্রেটকে পাঠানো হয়েছে ঃ

প্রকাশ থাকে যে, ম্যাজিস্ট্রেট প্রকরণ (৩)-এ উল্লিখিত বিবৃতির এমন কোনো অংশের পাঠান্তে বা এমন অনুরোধের জন্য পুলিশ আধিকারিক দ্বারা প্রদত্ত কারণের ওপর বিবেচনান্তে এই মর্মে নির্দেশ দিতে পারেন যে, বিবৃতির ঐ অংশের বা তার এমন অংশের যেমন ম্যাজিস্ট্রেট উপযুক্ত মনে করেন, একটি প্রতিলিপি অভিযুক্তকে দিয়ে দেওয়া হবে ঃ

আরও প্রকাশ থাকে যে, ম্যাজিস্ট্রেটের যদি তুষ্টি বিধান হয়ে যায়, প্রকরণ (৫)-এর নির্দিষ্ট কোনো দস্তাবেজ বিশালাকৃতির তাহলে তিনি অভিযুক্তকে তার প্রতিলিপি না দিয়ে তাকে বা প্লিডারকে আদালতে তা শুধু দেখতে দেওয়া হোক বলে নির্দেশ দেবেন।

॥ ধারা ঃ ২০৮ ॥ দায়রা আদালত কর্তৃক বিচার্য অন্যান্য মামলার ক্ষেত্রে অভিযুক্তকে বিবৃতির এবং দস্তাবেজের প্রতিলিপি দেওয়া [Supply of copies of statements and documents to accused in other cases triable by Court of Session]—যেখানে পুলিশী রিপোর্ট থেকে ভিন্ন ভিত্তির ওপর দায়ের করা কোনো মকদ্দমায় ধারা-২০৪-এর অধীন আদেশিকা (পরওয়ানা) জারিকারী ম্যাজিস্ট্রেটের এমন প্রতীয়মান হয় যে, অপরাধটি কেবল দায়রা আদালতের বিচারযোগ্য সেখানে ম্যাজিস্ট্রেট নিম্নলিখিতগুলোর প্রত্যেকটির একটি করে কপি (বা প্রতিলিপি) অভিযুক্তকে অবিলম্বে নিখরচায় দেবেন ঃ—

(১) সেই সব ব্যক্তিকে যাদের ম্যাজিস্ট্রেটের দ্বারা পরীক্ষা করা হয়ে গেছে, ধারা-২০০ বা ধারা-২০২-এর অধীন নথিভুক্ত করা বিবৃতি;

(২) ধারা-১৬১ বা ধারা-১৬৪-র অধীন নথিভুক্ত করা বিবৃতি ও স্বীকারোক্তি (বা জবানবন্দি), যদি তেমন কিছু থাকে;

(৩) ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে পেশকৃত কোনো দস্তাবেজ, যেগুলোর ওপর নির্ভর থাকার অভিশংসনের অভিমত হয় ঃ

প্রকাশ থাকে যে, যদি ম্যাজিস্ট্রেটের এমন সন্তুষ্টি হয়ে যায় যে, এমন কোনো দস্তাবেজ বিশাল আকৃতি সম্পন্ন, তাহলে তিনি অভিযুক্তকে তার প্রতিলিপি না দিয়ে তাকে স্বয়ং বা প্লিডার দ্বারা আদালতে এসে তা শুধু দেখতে দেওয়ার জন্য নির্দেশ দেবেন।

॥ ধারা : ২০৯ ॥ অপরাধ যখন কেবলমাত্র দায়রা আদালত কর্তৃক বিচারযোগ্য তখন মামলা ঐ আদালতে সোপর্দ করা [Commitment of case to Court of Session when offence is triable exclusively by it]—যখন পুলিশী রিপোর্টের ভিত্তিতে বা পুলিশী রিপোর্ট ভিন্ন অন্য ভিত্তিতে দায়ের করা কোনো মামলাতে অভিযুক্ত ম্যাজিস্ট্রেটের সম্মুখে হাজির হয় বা আনীত হয় এবং ম্যাজিস্ট্রেটের এমন প্রতীয়মান হয় যে, অপরাধটি কেবলমাত্র দায়রা আদালতেই বিচারযোগ্য, তাহলে তিনি—

(ক) যেখানে যেমন, ধারা-২০৭ বা ধারা-২০৮ এর বিধানসমূহ মান্য করার পর মামলা দায়রা আদালতে সোপর্দ করবেন, এবং জামিনের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত এই সংহিতার বিধানসমূহের অধীনে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে, যতক্ষণ এভাবে সোপর্দ করা না হচ্ছে ততক্ষণের জন্য প্রহারাধীনে পাঠাবেন;

(খ) জামিনের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত এই সংহিতার বিধানসমূহের অধীনে বিচারকালে এবং তার নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত অভিযুক্তকে আবার প্রহারাধীনে পাঠাবেন;

(গ) মামলার নথি এবং দস্তাবেজ ও বস্তুসমূহ, যদি তেমন কিছু থাকে, যেগুলো সাক্ষ্য হিসেবে পেশ করার আছে, ঐ আদালতে পাঠাবেন;

(ঘ) মামলাটি যে দায়রা আদালতে সোপর্দ করা হলো তার সমাচার (বা বিজ্ঞপ্তি) সরকারি অভিশংস দেবেন।

॥ ধারা : ২১০ ॥ অভিযোগ সংক্রান্ত মামলায় অনুসৃত প্রক্রিয়া উক্ত অপরাধের ব্যাপারে পুলিশী তদন্ত [Procedure to be followed when there is a complaint case and police investigation in respect of the same offence]—(১) যখন পুলিশী রিপোর্ট থেকে ভিন্ন কোনো ভিত্তির ওপর দায়ের করা কোনো মামলাতে (যাকে এর পরে অভিযোগ সংক্রান্ত মামলা বলে উল্লেখ করা হয়েছে) ম্যাজিস্ট্রেট দ্বারা সম্পাদিত তদন্ত বা বিচার কালে তার সম্মুখে প্রকাশ করা হয় যে, ঐ অপরাধের সম্পর্কে যা তাঁর দ্বারা সম্পাদিত তদন্ত বা বিচারের বিষয়-বস্তু পুলিশের দ্বারা অনুসন্ধান হচ্ছে, তখন ম্যাজিস্ট্রেট কোনো তদন্ত বা বিচারের কার্যবাহ স্থগিত করে দেবেন এবং অনুসন্ধানকারী পুলিশ আধিকারিকের কাছে ঐ মামলার রিপোর্ট চেয়ে পাঠাবেন।

(২) যদি অনুসন্ধানকারী পুলিশ আধিকারিক দ্বারা ধারা-১৭৩-এর অধীন রিপোর্ট করা হয় এবং সেই রিপোর্টের ভিত্তিতে ম্যাজিস্ট্রেট দ্বারা এমন কোনো ব্যক্তির বিরুদ্ধে কোনো অপরাধ বিচারার্থ গ্রহণ করা হয়, যে ব্যক্তি ফরিয়াদ মামলায় অভিযুক্ত, তাহলে ম্যাজিস্ট্রেট ফরিয়াদ মামলার এবং পুলিশী রিপোর্টের ভিত্তিতে সৃষ্ট মামলার তদন্ত বা বিচার একইসঙ্গে এমনভাবে করবেন যেন, উভয় মামলাই পুলিশী রিপোর্টের ভিত্তিতে দায়ের করা হয়েছে।

(৩) যদি নালিশ মামলায় (বা ফরিয়াদ মামলায়) কোনো অভিযুক্তের সঙ্গে পুলিশ রিপোর্টের সম্পর্ক না থাকে বা যদি ম্যাজিস্ট্রেট পুলিশ রিপোর্টের ভিত্তিতে কোনো অপরাধ বিচারার্থ গ্রহণ না করেন তাহলে স্থগিত করে রাখা তদন্ত বা বিচার সংক্রান্ত কার্যবাহ এই সংহিতার বিধানসমূহ অনুসারে চালিয়ে যাবেন।

অধ্যায় ঃ ১৭
[CHAPTER ঃ XVII]

দোষারোপ (অভিযোগ)
(The charge)

ধারা ২১১ থেকে ধারা ২২৪
[Section 211 to Section 224]

ক. দোষারোপের রকম
(A. Form of Charges)

॥ ধারা ঃ ২১১ ॥ দোষারোপ (বা চার্জের) বিষয়-বস্তু [Contents of charge]—(১) এই সংহিতার অধীন প্রত্যেক দোষারোপে (বা অভিযোগে) সেই অপরাধের বিবৃতি থাকবে যা অভিযুক্তের ওপর আরোপ করা হয়েছে।

(২) যদি ঐ অপরাধ সৃষ্টিকারী আইন দ্বারা তাকে কোনো নির্দিষ্ট নাম প্রদান করে থাকে তাহলে অভিযোগে সেই ঐ (নামে) অপরাধের বর্ণনা করা হবে।

(৩) যদি ঐ অপরাধ সৃষ্টিকারী আইন দ্বারা তাকে কোনো নির্দিষ্ট নাম না দেওয়া হয়ে থাকে, তাহলে অপরাধের সংজ্ঞা ততটাই দিতে হবে যতটা দিলে অভিযুক্ত এই মর্মে জ্ঞাত হয়ে যায় যে তাকে কোন্ অপরাধে অভিযুক্ত করা হয়েছে (অর্থাৎ তার ওপর কি দোষারোপ করা হয়েছে।

(৪) যে আইন ও আইনের যে ধারার বিরুদ্ধে অপরাধ সম্পাদিত হয়েছে বলে বিবৃতি দেওয়া হচ্ছে, তা অভিযোগে উল্লেখ করতে হবে।

(৫) এই তথ্য যে, উত্থিত অভিযোগ এই মর্মে প্রদত্ত বিবৃতির সমতুল্য যে ঐ বিশেষ ক্ষেত্রে যে অপরাধ সম্পাদনের অভিযোগ আনা হয়েছে, সেই অপরাধ গঠন করার জন্য আইনানুগ প্রয়োজনীয় প্রত্যেকটি বৈধিক শর্ত ঐ (বিশেষ মামলায়) পরিপূরিত হয়ে গেছে।

(৬) অভিযোগ লেখা হবে আদালতের ভাষায়।

(৭) যদি অভিযুক্তকে কোনো অপরাধের জন্য প্রথমে দোষী সাব্যস্ত করার পর পরবর্তী কোনো অপরাধের জন্য পূর্বে সাব্যস্ত ঐ দোষের কারণ বর্ধিত দণ্ডের বা ভিন্ন প্রকার দণ্ডে দণ্ডিত হওয়ার যোগ্য হয় এবং এমনটা অভিপ্রায় করা হয় যে, পূর্বে দোষী সাব্যস্ত ঐ দণ্ডকে প্রভাবিত করার প্রয়োজন হেতু প্রমাণ করা হোক, যা আদালতের পরবর্তী অপরাধের জন্য দেওয়া উচিত মনে করে তাহলে আগের দোষসিদ্ধির তথ্যাবলীর তারিখ এবং ঐ স্থান অভিযোগের মধ্যে বিবৃত করা থাকবে এবং যদি এমন বিবৃতি না থাকে তাহলে আদালত দণ্ডাদেশ দেওয়ার আগে যে কোনো সময়েই তা সংযুক্ত করে দিতে পারবেন।

উদাহরণ — (ক) ক-এর বিরুদ্ধে খ-কে হত্যা করার অভিযোগ আনা হয়েছে। এটি এমন বিবৃতির সমতুল্য যে, ক-এর কাজ ভারতীয় দণ্ড সংহিতা, ১৮৬০ (১৮৬০-

এর ৪৫)-এর ধারা ২৯৯ ও ধারা ৩০০-এ প্রদত্ত হত্যার সংজ্ঞার মধ্যে পড়ে এবং তা ঐ সংহিতারই সাধারণ ব্যতিক্রমগুলোর কোনোটির মধ্যে পড়ে না এবং ঐ ধারা ৩০০-র পাঁচটি ব্যতিক্রমের কোনোটির মধ্যেও পড়ে না অথবা যদি তা ব্যতিক্রম ১-এর মধ্যে পড়ে, তাহলে ঐ ব্যতিক্রমের তিনটি অনুবিধির মধ্যে কোনো না কোনো অনুবিধি তাতে প্রযোজ্য হয়েছে।

(খ) ক-এর বিরুদ্ধে গুলি করার উপকরণ দ্বারা খ ইচ্ছাকৃত ভাবে গুরুতর জখম করার জন্য ভারতীয় দণ্ডবিধি সংহিতা, ১৮৬০ (১৮৬০-এর ৪৫)-এর ধারা ৩২৬-এর অধীন অভিযোগ করা হয়েছে। এটি এই বিবৃতির সমতুল্য যে, ঐ মামলার জন্য ভারতীয় দণ্ড সংহিতার ধারা ৩৩৫ দ্বারা বিধান দেওয়া হয়নি এবং সাধারণ ব্যতিক্রম তাতে প্রযোজ্য হয় না।

(গ) ক-এর বিরুদ্ধে হত্যা, প্রতারণা, চুরি, জোর করে টাকা আদায়, বেশ্যাগমন কিংবা অপরাধজনক ভীতি প্রদর্শন বা মিথ্যা (বা জাল) সম্পত্তি চিহ্ন ব্যবহারের অভিযোগ আনা হয়েছে। অভিযোগে, সেই সব অপরাধের ভারতীয় দণ্ড সংহিতা, ১৮৬০ (১৮৬০-এর ৪৫)-তে প্রদত্ত সংজ্ঞার উল্লেখ ব্যতিরেকে এমন বিবৃতি থাকতে পারে যে, ক হত্যা, প্রতারণা, চুরি বা জোর কবে টাকা আদায় বা বেশ্যাগমন বা অপরাধজনক ভীতিপ্রদর্শন করেছে বা সে মিথ্যা সম্পত্তি-চিহ্ন ব্যবহার করেছে কিন্তু প্রত্যেক ধারাতে সেই ধারাগুলো, যেগুলোর অধীন ঐ অপরাধ দণ্ডযোগ্য অভিযোগে উল্লেখ করতে হবে।

(ঘ) ক-এর বিরুদ্ধে ভারতীয় দণ্ড সংহিতা, ১৮৬০ (১৮৬০-এর ৪৫)-এর ধারা ১৮৪-র অধীনে অভিযোগ আনা হয়েছে যে, সে লোক সেবকের আইনসম্মত প্রাধিকার দ্বারা বিক্রয়ের জন্য প্রস্তাবিত সম্পত্তি বিক্রয়ের উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে বাধা দিয়েছে, সেই কথাগুলো দিয়েই অভিযোগ হবে (অর্থাৎ অভিযোগে কথাগুলো বলতে হবে)।

॥ ধারা : ২১২ ॥ সময়, স্থান ও ব্যক্তির সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণ [Particulars as to time, place and person]—(১) অভিযুক্ত অপরাধের সময় এবং স্থান সম্পর্কে এবং যে ব্যক্তির (যদি কেউ থাকে) বিরুদ্ধে অথবা যে বস্তুর (যদি কিছু থাকে) সম্পর্কে ঐ অপরাধ সম্পাদিত হয়েছে, ঐ ব্যক্তি বা বস্তু সম্পর্কে এমন বিস্তারিত বিবরণ, যেমন অভিযুক্তকে সেই বিষয়ের, যার, তার ওপর অভিযোগ করা হয়েছে, বিজ্ঞপ্তি দেওয়ার জন্য সঙ্গতভাবে পর্যাপ্ত, অভিযোগে অন্তর্ভুক্ত হবে।

(২) যখন অভিযুক্তের ওপর অপরাধজনক বিশ্বাসভঙ্গ বা অসৎভাবে টাকা-পয়সা বা অন্য কোনো অস্থাবর সম্পত্তি অপব্যবহারের অভিযোগ আনা হয়েছে, তখন মোট যে টাকার ব্যাপারে বা অস্থাবর সম্পত্তির ব্যাপারে অপরাধ সম্পাদিত হয়েছে বলে অভিযোগ উল্লিখিত হয়, যেখানে যেমন, তার মোট পরিমাণ বা বিবরণ উল্লেখ করলেই এবং নির্দিষ্ট দফাগুলো অথবা যথাযথ তারিখ উল্লেখ না করে যেসব তারিখের মধ্যে উক্ত অপরাধটি সম্পাদিত হয়েছে বলে অভিযোগে বর্ণিত হয়েছে, তা উল্লেখ মাত্রই যথেষ্ট হবে এবং এভাবে অভিযোগ গঠিত হলে তা ধারা ২১৯-এর অর্থের মধ্যে একটি অপরাধের অভিযোগ বলে মনে করা হবে :

প্রকাশ থাকে যে, এমন তারিখগুলোর মধ্যে প্রথম ও শেষটির মধ্যবর্তী সময়টি এক বছরের বেশি হবে না।

॥ ধারা : ২১৩ ॥ অপরাধ সংঘটনের রকম কখন বিবৃত করতে হবে [When manner of committing offence must be stated]—কোনো মামলা যখন এমন হয় যে, ধারা ২১১ এবং ধারা ২১২-তে উল্লিখিত বিস্তারিত বিবরণ অভিযুক্তকে এ ব্যাপারে, যার অভিযোগ তার বিরুদ্ধে আনীত হয়েছে, যথেষ্ট বিজ্ঞপ্তি দেয় না, তখন সেই পদ্ধতির, যে পদ্ধতিতে অভিযুক্ত অপরাধটি সম্পাদিত হয়েছে, ঐ প্রয়োজন হেতু যেমন পর্যাপ্ত হয় তেমন বিস্তারিত বিবরণ ও অভিযোগে অন্তর্ভুক্ত হবে।

উদাহরণ—(ক) ক-এর বিরুদ্ধে কোনো একটি বস্তু বিশেষ নির্দিষ্ট সময়ে ও স্থানে চুরি করেছে বলে অভিযোগ আনা হয়েছে। ঐ অভিযোগে যে প্রণালীতে চুরি করা হয়েছে সেই প্রণালীর উল্লেখ করার প্রয়োজন নেই।

(খ) উল্লিখিত সময়ে এবং উল্লিখিত স্থানে খ-এর সঙ্গে ক প্রতারণা করেছে বলে একটি অভিযোগ আনা হয়েছে। ঐ অভিযোগপত্রে ক কিভাবে খ-এর সঙ্গে (বা কি প্রণালীতে) প্রতারণা করেছে তার উল্লেখ করতে হবে।

(গ) উল্লিখিত সময়ে ও উল্লিখিত স্থানে ক-এর বিরুদ্ধে মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়ার অভিযোগ আনা হয়েছে। ক-এর সাক্ষ্যের সেই অংশ, যাতে তা মিথ্যা বলে অভিযোগ করা হয়েছে, অভিযোগপত্রে উল্লেখ করতে হবে।

(ঘ) লোকসেবক ক-এর লোককৃত্য সম্পাদনে উল্লিখিত সময়ে এবং স্থানে ক-এর বিরুদ্ধে বাধা প্রদান করার অভিযোগ আনা হয়েছে। ক যে পদ্ধতিতে (বা প্রণালীতে) খ-এর কৃত্য সম্পাদনে বাধা প্রদান করেছে, অভিযোগপত্রে তার উল্লেখ করতে হবে।

(ঙ) ক-এর বিরুদ্ধে উল্লিখিত সময়ে ও উল্লিখিত স্থানে খ-কে হত্যা করার অভিযোগ আনা হয়েছে। ক কি পদ্ধতিতে খ-কে হত্যা করেছে তার উল্লেখ করার প্রয়োজন নেই।

(চ) ক-এর বিরুদ্ধে খ-কে দণ্ড থেকে বাঁচাবার উদ্দেশ্যে আইনের নির্দেশ অবহেলা করার অভিযোগ আনা হয়েছে। অভিযুক্ত অবহেলা ও লঙ্ঘিত আইনের উল্লেখ অভিযোগপত্রে করতে হবে।

॥ ধারা : ২১৪ ॥ দোষারোপে (অভিযোগপত্রে) ব্যবহৃত শব্দগুলো যেমন আইনের অধীনে অপরাধটি দণ্ডযোগ্য সেই আইনের অর্থে গ্রহণীয় [Words in charge taken in sense of law under which offence is punishable]—প্রতিটি অভিযোগপত্রে অপরাধের বর্ণনাতে ব্যবহৃত শব্দগুলো এমন অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে বলে মনে করা হবে, যেমন অর্থ, যে আইনের অধীনে এই অপরাধ দণ্ডযোগ্য, সেই আইন দ্বারা প্রদত্ত হয়েছে।

॥ ধারা : ২১৫ ॥ ত্রুটির প্রভাব (বা ভুলের ফল) [Effect of errors]—

অপরাধের বা সেই সব বিবরণের, যেগুলো বিবৃত থাকা ঐ অভিযোগপত্রে বাঞ্ছনীয়, বিবৃত করাতে কোনো ভুল এবং সেই অপরাধের বা সেই বিস্তারিত বিবরণ বিবৃত করাতে কোনো ত্রুটিকে মামলার কোনো পর্যায়ে তখনই গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করা হবে যখন, এমন ভুল বা ত্রুটির কারণে অভিযুক্ত প্রকৃতপক্ষে ভ্রমিত হয়ে পড়ে এবং সেকারণে ন্যায়পরতা সম্ভব হয়নি, অন্য কোনো কারণে নয়।

উদাহরণ—(ক) ক-এর বিরুদ্ধে ভারতীয় দণ্ড সংহিতা, ১৮৬০ (১৮৬০-এর ৪৫)-র ধারা ২৪২-এর অধীনে অভিযোগ আনা হয়েছে যে, সে তার দখলে এমন জাল মুদ্রা রেখেছে, যে মুদ্রা সেই সময়ে, যখন ঐ মুদ্রা তার দখলে এসেছিল, তা জাল বলে সে জানত এবং অভিযোগ পত্রে 'প্রতারণাপূর্বক' শব্দটি বাদ গেছে। যতক্ষণ এমন প্রতীয়মান না হয় যে, ক প্রকৃতপক্ষে এই বিচ্যুতির (বা ত্রুটির) কারণে ভ্রমিত হয়ে পড়েছে, এই ভুলকে গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করা হবে না।

(খ) ক-এর বিরুদ্ধে খ-কে প্রতারণা করার অভিযোগ আনা হয়েছে এবং যে পদ্ধতিতে ক খ-কে প্রতারণা করেছে তা অভিযোগে উল্লিখিত হয়নি বা হয়ে থাকলেও ভুল ভাবে হয়েছে। ক তার প্রতিরক্ষণ করে, সাক্ষীদের পেশ করে এবং লেনদেন সম্পর্কিত নিজের হিসেব দেয়। আদালত এর থেকে প্রতারণা করার পদ্ধতির উল্লেখ না হওয়া জনিত ত্রুটি যে গুরুত্বপূর্ণ যে নয় তা অনুমান করতে পারে।

(গ) ক-এর বিরুদ্ধে খ-কে প্রতারণা করার অভিযোগ আনা হয়েছে এবং যে পদ্ধতিতে ক খ-কে প্রতারণা কবেছে তা অভিযোগে উল্লিখিত হয়নি। ক ও খ-এর মধ্যে বেশ কিছু লেনদেন হয়েছে এবং ক-এর কাছে এমন জ্ঞাত হওয়ার যে, এগুলির কোন্‌টি সম্পর্কে অভিযোগ আনা হয়েছে, কোনো উপায় ছিল না এবং সে তার আত্মরক্ষার কোনো ব্যবস্থা নিতে পারেনি। আদালত এধরনের তথ্য থেকে প্রতারণা করার পদ্ধতি উল্লেখজনিত বিচ্যুতি ঐ মামলাতে গুরুত্বপূর্ণ ভুল ছিল তা অনুমান করতে পারে।

(ঘ) ক-এর বিরুদ্ধে অভিযোগ আনা হয়েছে যে সে ১৮৮২ সালের ২১শে জানুয়ারি খুদাবখ্‌শকে হত্যা করেছে। প্রকৃতপক্ষে মৃত ব্যক্তির নাম ছিল হায়দর বখ্‌শ এবং তাকে হত্যা করার তারিখ ছিল ২০ জানুয়ারি, ১৮৮২ সাল। ক-এর ওপর কখনোই একটি হত্যার অতিরিক্ত অন্য কোনো হত্যার অভিযোগ আনা হয়নি এবং সে ম্যাজিস্ট্রেটের সমীপে হওয়া তদন্ত শুনেছে, যাতে হায়দর বখ্‌শ-এর মামলারই মূলত সম্পর্ক (বা সংযোগ) ছিল। আদালত এই তথ্য থেকে ক যে ভ্রমিত হয়ে পড়েনি এবং অভিযোগপত্রে এই বিচ্যুতি যে গুরুত্বপূর্ণ ছিল না সে বিষয়ে অনুমান করতে পারে।

(ঙ) ক-এর বিরুদ্ধে ২০ জানুয়ারি, ১৮৮২ হায়দর বখ্‌শকে হত্যা এবং ২১ জানুয়ারি, ১৮৮২ খুদা বখ্‌শ-এর (যে তাকে হত্যার জন্য গ্রেপ্তার করার চেষ্টা করেছিল) হত্যার অভিযোগ আনা হয়েছে। যখন সে হায়দর বখ্‌শকে হত্যার জন্য অভিযুক্ত হলো তখন তাঁর বিচার হয় খুদা বখ্‌শ-এর হত্যার জন্য। তার আত্মরক্ষার জন্য উপস্থিত সাক্ষী হায়দর বখ্‌শ-এর হত্যা মামলার সাক্ষী ছিল। আদালত এর থেকে ক যে ভ্রমিত হয়ে পড়েছিল এবং এই বিচ্যুতি যে গুরুত্বপূর্ণ ছিল তা অনুমান করতে পারে।

॥ ধারা : ২১৬ ॥ আদালত দোষারোপ (অভিযোগ) পরিবর্তন করতে পারে [Court may alter charge]—(১) যে কোনো আদালত রায় ঘোষণা করার আগে যে কোনো সময়, যে কোনো দোষারোপের (বা অভিযোগের) পরিবর্তন বা (পরিবর্ধন করতে পারে)।

(২) এমন প্রত্যেকটি পরিবর্তন বা পরিবর্ধন অভিযুক্তকে পড়ে শোনানো হবে এবং বুঝিয়ে দেওয়া হবে।

(৩) যদি অভিযোগপত্রে করা পরিবর্তন বা পরিবর্ধন এমন হয় যে, আদালতের বিচারানুষ্ঠান বিলম্বে চালিয়ে নিয়ে যাওয়ার ব্যাপারে অভিযুক্তের ওপর নিজের আত্মরক্ষা (বা প্রতিরক্ষণ) করতে বা অভিশংসকের ওপর মামলাটির পরিচালনায় কোনো প্রতিকূল প্রভাব পড়ার সম্ভাবনা নেই, তাহলে আদালত এমন পরিবর্তন বা পরিবর্ধনের পর স্ববিবেচনানুসারে বিচারানুষ্ঠানকে এমনভাবে চালিয়ে যেতে পারে যেন পরিবর্তিত বা পরিবর্ধিত অভিযোগই হলো মূল অভিযোগ।

(৪) পরিবর্তন বা পরিবর্ধন যদি এমন হয় যে, আদালতের মতে বিচারানুষ্ঠান চালিয়ে গেলে অভিযুক্ত বা অভিশংসকের ওপর পূর্বোক্ত মতো প্রতিকূল প্রভাব পড়ার সম্ভাবনা আছে, তাহলে আদালত হয় নতুন করে বিচারের কাজ করার নির্দেশ দিতে পারে অথবা বিচারের কাজকে যতদিনের জন্য প্রয়োজন হয়, ততদিনের জন্য স্থগিত করে দিতে পারে।

(৫) যদি পরিবর্তিত বা পরিবর্ধিত অভিযোগে বিবৃত অপরাধ এমন হয়, যার অভিশংসনের জন্য পূর্ব অনুমোদন প্রয়োজন, তাহলে ঐ মামলায় এমন অনুমোদন না নিয়ে কোনো কার্যবাহ করা যাবে না, যতক্ষণ সেইসব তথ্যের যে সব তথ্যের ওপর পরিবর্তিত বা পরিবর্ধিত অভিযোগ প্রতিষ্ঠিত আছে, ভিত্তিতে অভিশংসনের জন্য অনুমোদন ইতিমধ্যেই নিয়ে নেওয়া হয়নি।

॥ ধারা : ২১৭ ॥ দোষারোপ (বা অভিযোগ) যখন পরিবর্তন করা হয় তখন সাক্ষীদের পুনরায় ডেকে আনা [Recall of witnesses when charge altered]—যখনই কোনো বিচারানুষ্ঠান শুরু হওয়ার পর আদালত দ্বারা অভিযোগের পরিবর্তন বা পরিবর্ধন করা হয় তখন অভিশংসক ও অভিযুক্তকে—

(ক) এমন কোনো সাক্ষীকে, যার পরীক্ষা করা হয়ে গেছে, পুনরায় ডেকে আনার বা পুনরায় সমন করার এবং তার এমন পরিবর্তন বা পরিবর্ধন সম্পর্কে পরীক্ষা করার অনুমতি দেওয়া যাবে যতক্ষণ আদালতের নথিবদ্ধ করা হবে এমন কারণে অভিমত না হয় যে, যেখানে যে প্রকার অভিশংসক বা অভিযুক্ত তালগোল পাকানোর বা দেরি করার অথবা ন্যায়পরতার উদ্দেশ্য ব্যর্থ করার প্রয়োজন হেতু এমন সাক্ষীকে পুনরায় ডেকে পাঠাতে বা তাকে পুনরায় পরীক্ষা করতে চায়।

(খ) অন্য কোনো এমন সাক্ষীকেও, যাকে আদালত প্রয়োজন মনে করবে, ডাকার অনুমতি দেওয়া হবে।

খ. অভিযোগের সংযোজন
(B. Joinder of charges)

॥ ধারা : ২১৮ ॥ স্বতন্ত্র অপরাধের জন্য পৃথক অভিযোগ (বা দোষারোপ) [Separate charges for distinct offences]—(১) প্রত্যেকটি স্বতন্ত্র অপরাধের জন্য, যে অপরাধ সম্পর্কে কারও বিরুদ্ধে অভিযোগ আছে, পৃথক অভিযোগ হবে এবং এমন প্রত্যেক অভিযোগের বিবরণ আলাদা আলাদা ভাবে করা হবে :

প্রকাশ থাকে যে, যেখানে অভিযুক্ত ব্যক্তি তার লিখিত আবেদন দ্বারা এমন বাঞ্ছা করে এবং ম্যাজিস্ট্রেটের অভিমত হয় যে, তাতে এমন ব্যক্তির ওপর কোনো প্রতিকূল প্রভাব পড়বে না, সেখানে ম্যাজিস্ট্রেট সেই ব্যক্তির বিরুদ্ধে গঠিত যাবতীয় বা যে কোনো অভিযোগের বিচার একসঙ্গে করতে পারে।

(২) উপধারা (১)-এর কোনো বিষয় ধারা ২১৯, ধারা ২২০, ধারা ২২১ এবং ধারা ২২৩-এর বিধানসমূহের প্রযোজ্যতার ওপর প্রভাব ফেলবে না।

উদাহরণ—একটি ক্ষেত্রে ক-এর ওপর চুরি করার ও অন্য একটি ক্ষেত্রে গুরুতর জখম করার অভিযোগ আনা হয়েছে। চুরির জন্য এবং গুরুতর জখম করার জন্য ক-এর ওপর আদালত আলাদা অভিযোগ আনা হবে এবং সেগুলোর বিচারও আলাদা আলাদা ভাবে করতে হবে।

॥ ধারা : ২১৯ ॥ একই বছরে কৃত একই ধরনের তিনটি অপরাধের দোষারোপ একই সঙ্গে করা যাবে (বা একই সঙ্গে অভিযোগ আনা যাবে) [Three offences of same kind within year may be charged together]—(১) যখন কোনো ব্যক্তির ওপর একই ধবনের একাধিক অপরাধের অভিযোগ আনা হয়েছে, যা সেই সব অপরাধের যেটি প্রথম, সেই অপরাধ থেকে শেষে করা অপরাধটি পর্যন্ত বারো মাসের মধ্যেই করা হযেছে, তা একই ব্যক্তিব সম্পর্কে সম্পাদিত হোক বা না হোক, তখন তার ওপর সেগুলোর মধ্যে তিনটির বেশি নয় এমন যে কোনো সংখ্যক অপরাধের জন্য একই বিচারানুষ্ঠানে অভিযোগ আনা ও বিচার করা যেতে পারে।

(২) অপরাধ একই ধরনের তখনই হয় যখন সেগুলো ভারতীয় দণ্ড সংহিতা, ১৮৬০ (১৮৬০-এর ৪৫) বা কোনো বিশেষ বা স্থানীয় আইনের একই ধারার অধীন দণ্ডের সমমাত্রায় দণ্ডযোগ্য হয় :

প্রকাশ থাকে যে, এই ধারার প্রয়োজন হেতু এমন মনে করা হবে যে, ভারতীয় দণ্ড সংহিতা, ১৮৬০ (১৮৬০-এর ৪৫)-র ধারা ৩৭৯-র অধীনে দণ্ডযোগ্য অপরাধ সেই ধরনেরই অপরাধ, যেমন ধরনের অপরাধ ধারা-৩৮০-র অধীনে দণ্ডনীয় অপরাধ এবং ভারতীয় দণ্ড সংহিতা বা কোনো বিশেষ বা স্থানীয় আইনের কোনো ধারার অধীনে দণ্ডযোগ্য অপরাধ সেই ধরনেরই অপরাধ, যে ধরনের এমন অপরাধ করার চেষ্টা, যখন এমন চেষ্টা অপরাধ।

॥ ধারা : ২২০ ॥ একাধিক অপরাধের জন্য বিচার [Trial for more than one offence]—(১) পরস্পর সম্পর্কযুক্ত এমন কার্যসমূহের যেগুলোতে একই লেনদেন

গঠিত হয়, এক ক্রমে একের অধিক অপরাধ একই ব্যক্তি দ্বারা সম্পাদিত হয়েছে, তাহলে এমন প্রত্যেক অপরাধের জন্য একই বিচারানুষ্ঠানে তার ওপর অভিযোগ আনা যেতে পারে এবং তার বিচারকার্য সম্পাদিত হতে পারে।

(২) যখন ধারা ২১২-র উপধারা (২) বা ধারা ২১৯-এর উপধারা (১)-এ যেমন বিধান দেওয়া হয়েছে, সেই অনুসারে অপরাধজনক বিশ্বাসভঙ্গ বা অসৎভাবে সম্পত্তি নিয়োজনের এক বা একাধিক অপরাধে অপরাধী কোনো ব্যক্তির ওপর ঐ অপরাধ বা অপরাধসমূহের সম্পাদনকে সুবিধাজনক করার জন্য বা লুকোবার জন্য, হিসেবপত্র জালিয়াতি করার এক বা একাধিক অভিযোগ আছে, তখন তার ওপর এমন প্রত্যেক অপরাধের জন্য বা অপরাধগুলোর জন্য অভিযোগ করা হয়েছে, তখন তার ওপর এমন প্রত্যেক অপরাধের জন্য একই বিচার অনুষ্ঠানে অভিযোগ আনা যায় এবং বিচার করা যায়।

(৩) যদি কয়েকটি কাজ যাদের একটি বা একাধিকের মাধ্যমে কোনো অপরাধ নিজেই গঠিত হয় বা মিলিতভাবে গঠিত হয়, তাহলে ঐ কার্যসমূহ মিলে গঠিত অপরাধের জন্য এবং এমন কার্যসমূহের মধ্যে কোনো একটি বা একাধিক দ্বারা গঠিত কোনো অপরাধের জন্য অভিযুক্ত ব্যক্তির ওপর একই বিচারানুষ্ঠানে অভিযোগ আনা যেতে পারে এবং বিচার করা যেতে পারে।

(৪) এই ধারার কোনো কিছু ভারতীয় দণ্ড সংহিতা, ১৮৬০ (১৮৬০-এর ৪৫) -র ধারা ৭১-এর ওপর কোনো প্রভাব ফেলবে না।

উপধারা (১)-এর দৃষ্টান্ত
[Illustrations to Sub-section (1)]

(ক) ক আইন সম্মত ভাবে হাজতে থাকা খ-কে উদ্ধার করে (বা ছাড়ায়) এবং এমনটা করাতে কনস্টেবল গ-কে, যে গ-এর প্রহরাধীনে খ আছে, গুরুতর জখম করে। ক-এর ওপর ভারতীয় দণ্ড সংহিতার (১৮৬০-এর ৪৫) ধারা ২২৫ এবং ধারা ৩৩৩-এর অধীনে অপরাধের জন্য অভিযোগ আনা যাবে এবং তাকে দোষী সাব্যস্ত করা যাবে।

(খ) ব্যভিচার করার মতলবে খ দিনের বেলায় কোনো বাড়ির সিঁদ কেটে ঢুকে ঘ-এর স্ত্রীর সঙ্গে ব্যভিচার করে। খ-এর ওপর ভারতীয় দণ্ড সংহিতার (১৮৬০-এর ৪৫) ধারা ৪৫৪ এবং ৪৯৭-র অধীনে অভিযোগের জন্য পৃথকভাবে অভিযোগ আনা যাবে এবং তাকে পৃথকভাবে দোষী সাব্যস্ত করা যাবে।

(গ) ক গ-এর স্ত্রী খ-কে এই উদ্দেশ্যে ফুসলিয়ে গ-এর কাছ থেকে অন্যত্র সরিয়ে নিয়ে যায় যাতে সে তার স্ত্রীর (অর্থাৎ খ-এর) সঙ্গে ব্যভিচার করতে পারে এবং শেষে সে তার সঙ্গে ব্যভিচার করল। এক্ষেত্রে ক-এর বিরুদ্ধে ভারতীয় দণ্ড সংহিতার (১৮৬০-এর ৪৫) ধারা ৪৯৭ ও ধারা ৪৯৮ অনুসারে অপরাধের আলাদা আলাদা ভাবে অভিযোগ আনা যাবে এবং তাকে দোষী সাব্যস্ত করা যাবে।

(ঘ) ক-এর দখলে বেশ কয়েকটি মুদ্রা আছে যেগুলো সে নিজেও জানে যে জাল, (বা কূটকৃত) এবং যেগুলোর সম্পর্কে তার অভিপ্রায় হলো যে ভারতীয় দণ্ড সংহিতার (১৮৬০-এর ৪৫) ধারা ৪৬৬-র অধীনে দণ্ডযোগ্য বেশ কিছু জালিয়াতি করার প্রয়োজনহেতু সেগুলো ব্যবহার করা। ক-এর বিরুদ্ধে প্রতিটি মুদ্রা দখলে রাখার জন্য ভারতীয় দণ্ড সংহিতার ধারা ৪৭৩ সাপেক্ষে পৃথকভাবে অভিযোগ আনা যাবে এবং তাকে দোষী সাব্যস্ত করা যাবে।

(ঙ) খ-এর ক্ষতি সাধন করার অভিপ্রায় নিয়ে ক তার বিরুদ্ধে কোনো ন্যায়সঙ্গত বা আইনানুগ ভিত্তি নেই তা জেনেও ফৌজদারী মকদ্দমা দায়ের করে এবং খ-এর বিরুদ্ধে অপরাধ করার মিথ্যা অভিযোগ এমনটা জেনেও আনে যে ঐ অভিযোগের কোনো ন্যায়সঙ্গত বা আইনানুগ ভিত্তি নেই। ক-এর বিরুদ্ধে ভারতীয় দণ্ড সংহিতার (১৮৬০-এর ৪৫) ধারা ২১১-র অধীনে দণ্ডযোগ্য দুটি অপরাধের জন্য পৃথকভাবে অভিযোগ আনা যাবে এবং তাকে দোষী সাব্যস্ত করা যাবে।

(চ) খ-এর ক্ষতিসাধন করার উদ্দেশ্যে ক তার ওপর একটি অপরাধ সম্পাদন করার অভিযোগ এমনটা জেনেই আনে যে, ঐ ধরনের অভিযোগের কোনো ন্যায়সঙ্গত বা আইনানুগ ভিত্তি নাই। বিচারকার্যে খ-এর বিরুদ্ধে ক এই উদ্দেশ্যে মিথ্যা সাক্ষ্য দেয় যে, তার দ্বারা খ-কে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডযোগ্য কোনো অপরাধে দোষী সাব্যস্ত করানো যায়। ক-এর বিরুদ্ধে ভারতীয় দণ্ড সংহিতার (১৮৬০-এর ৪৫) ধারা ২১১ ও ১৯৪-এর অধীন অপরাধের জন্য পৃথকভাবে অভিযোগ আনা যাবে এবং তাকে দোষী সাব্যস্ত করা যাবে।

(ছ) ক ছ'জন অন্য ব্যক্তির সঙ্গে দাঙ্গা করার, গুরুতর জখম করার এবং এমন লোকসেবকের ওপব হামলা করার, যে লোকসেবক তাঁর পদীয় ক্ষমতাব সুবাদে ঐ ধরনের দাঙ্গার প্রতিরোধ করার উদ্দেশ্যে তাঁর কর্তব্য নির্বাহ করছিলেন, অপরাধ করে। ক-এর বিরুদ্ধে ভারতীয় দণ্ড সংহিতার (১৮৬০-এর ৪৫) ধারা ১৪৭, ধাবা ৩২৫ ও ধারা ১৫২-র অধীন অপরাধসমূহের জন্য পৃথক পৃথক ভাবে অভিযোগ আনা যাবে এবং তাকে সেই মত দোষী সাব্যস্ত করা যাবে।

(জ) খ, গ ও ঘ-এর মনে ত্রাস সৃষ্টি করার অভিপ্রায় ক তাদের তিনজনকে একই সঙ্গে শারীরিক ভাবে ক্ষতি করার হুমকি দেয়। ক-এর বিরুদ্ধে ভারতীয় দণ্ড সংহিতার (১৮৬০-এর ৪৫) অধীনে তিনটি অপবাধের মধ্যে প্রত্যেকটির জন্য আলাদা আলাদা ভাবে অভিযোগ আনা যাবে এবং তাকে (অর্থাৎ ক-কে) দোষী সাব্যস্ত করা যাবে।

উদাহরণ—(ক) থেকে (জ) পর্যন্ত ক্রমশঃ নির্দিষ্ট পৃথক পৃথক অভিযোগের বিচারকার্য একই সময়ে করা যাবে।

উপধারা (৩)-এর উদাহরণ

[Illustration to Sub-Section (3)]

(ঝ) ক ইচ্ছাকৃতভাবে খ-কে বেত দিয়ে আঘাত করে। ক-এর বিরুদ্ধে ভারতীয় দণ্ড সংহিতার (১৮৬০-এর ৪৫) ধারা ৩৫২ ও ধারা ৩২৩-এর অধীনে অপরাধের জন্য পৃথক পৃথকভাবে অভিযোগ আনা যাবে এবং তাকে দোষী সাব্যস্ত করা যাবে।

(ঞ) চুরি করা ধানের কয়েকটি বস্তা এমনটা জেনেই যে তা চুরি করা হয়েছে, ক ও খ কে লুকিয়ে রাখার জন্য দেওয়া হয়। তখন ক ও খ ঐ ধানের বস্তা আনাজের জমিতে লুকিয়ে রাখতে একে অন্যকে সাহায্য করে। ক ও খ-এর বিরুদ্ধে ভারতীয় দণ্ড সংহিতার (১৮৬০-এর ৪৫)-এর ধারা ৪১১ ও ধারা ৪১৪-র অধীন অপরাধের জন্য পৃথক পৃথকভাবে অভিযোগ আনা যাবে এবং তাদেরকে দোষী সাব্যস্ত করা যাবে।

(ট) ক-তার শিশু পুত্রকে এমনটা জেনেই অরক্ষিত রেখে দেয় যাতে এভাবে তার মারা যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। শিশুপুত্রটিকে এভাবে অরক্ষিত ফেলে রাখার জন্য সে মারা যায়। ক-এর বিরুদ্ধে ভারতীয় দণ্ড সংহিতার (১৮৬০-এর ৪৫) ধারা ৩১৭ ও ধারা ৩০৪-এর অধীন অপরাধের জন্য পৃথক পৃথকভাবে অভিযোগ আনা যাবে এবং তাকে সেগুলোর জন্য দোষী সাব্যস্ত করা যাবে।

(ঠ) ক একটি জাল দস্তাবেজ অসৎভাবে আসল সাক্ষ্য প্রমাণ বলে এই উদ্দেশ্যে ব্যবহার করে যাতে কোনো লোকসেবক খ-কে ভারতীয় দণ্ড সংহিতার (১৮৬০-এর ৪৫) ধারা ১৬৭-র অধীন অপরাধে অপরাধী সাব্যস্ত করে দেওয়া যায়। ক-এর বিরুদ্ধে ভারতীয় দণ্ড সংহিতার (ধারা ৪৬৬-এর পাঠ সহ) ধারা ৪৭১-এর ও ধারা ১৯৬-এর অধীন অপরাধের জন্য পৃথক পৃথকভাবে অভিযোগ আনা যাবে এবং তাকে দোষী সাব্যস্ত করা যাবে।

উপধারা (৪)-এর উদাহরণ
[Illustration to Sub-Section (4)]

(ড) ক খ-এর ওপর দস্যুতা (লুঠপাট) করে এবং এমনটা করতে গিয়ে ইচ্ছাকৃতভাবে তার (খ-এর) ক্ষতিসাধন করে (বা জখম করে)। ক-এর বিরুদ্ধে ভারতীয় দণ্ড সংহিতার (১৮৬০-এর ৪৫) ধারা ৩২৩, ধারা ৩৯২ ও ধারা ৩৯৪-এর অধীনে অপরাধের জন্য পৃথক পৃথকভাবে অভিযোগ আনা যাবে এবং তাকে দোষী সাব্যস্ত করা যাবে।

॥ ধারা : ২২১ ॥ ঠিক কোন্ অপরাধটি করা হয়েছে সে ব্যাপারে যখন সন্দেহ থাকে [Where it is doubtful what offence has been committed]—(১) যদি কোনো একটি কার্য বা কার্যসমূহের ক্রম এমন হয় যে, সন্দেহ হচ্ছে যে, সাব্যস্ত (বা সিদ্ধ) করা যাবে এমন তথ্যাবলী থেকে কতিপয় অপরাধের কোন্‌টি অপরাধ বলে চিহ্নিত হবে তাহলে অভিযুক্তের ওপর এমন সমস্ত অপরাধ বা সেগুলোর মধ্যে কোনোটির জন্য অভিযোগ আনা যাবে এবং এমন অভিযোগের যে কোনো সংখ্যক অভিযোগের একসঙ্গে বিচার করা যাবে অথবা তার বিরুদ্ধে উক্ত অপরাধের কোনো একটি সম্পাদনের বৈকল্পিক অভিযোগ আনা যাবে।

(২) যদি এমন মকদ্দমার ক্ষেত্রে অভিযুক্তের বিরুদ্ধে একটি অপরাধের অভিযোগ আনা হয়, এবং সাক্ষ্য থেকে এমন প্রতীয়মান হয় যে, সে ভিন্ন কোনো অপরাধ করেছে যার জন্য তার বিরুদ্ধে উপধারা (১)-এর বিধানসমূহের অধীন অভিযোগ

আনা যেতে পারে, তাহলে তাকে ঐ অপরাধের জন্য দোষী সাব্যস্ত করা যাবে যে অপরাধটি তার দ্বারা কৃত হয়েছে বলে প্রদর্শিত হয় যদিও ঐ অপরাধটির জন্য তার বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ আনা হয়নি।

উদাহরণ—(ক) ক-এর বিরুদ্ধে এমন অভিযোগ আনা হয়েছে যা, চুরির বা চোরাই সম্পত্তি গ্রহণ করার বা অপরাধজনক বিশ্বাসভঙ্গ করার বা প্রতারণার পর্যায়ে পড়তে পারে। তার বিরুদ্ধে চুরি, চোরাই সম্পত্তি গ্রহণ করার অপরাধজনক বিশ্বাসভঙ্গ বা প্রতারণার অভিযোগ আনা যাবে অথবা তার বিরুদ্ধে চুরি করার বা চোরাই সম্পত্তি গ্রহণ করার বা অপরাধজনক বিশ্বাস ভঙ্গ করার অথবা প্রতারণার অভিযোগ আনা যাবে।

(খ) উপরে উল্লিখিত মকদ্দমায় ক-এর বিরুদ্ধে কেবল চুরির অভিযোগ আনা হলো। প্রতীয়মান হচ্ছে যে, সে অপরাধজনক বিশ্বাসভঙ্গ বা চোরাই সম্পত্তি গ্রহণ করার অপরাধ করেছে। তাকে (যেখানে যে প্রকার) অপরাধজনক বিশ্বাসভঙ্গ বা চোরাই সম্পত্তি গ্রহণ করাব জন্য দোষী সাব্যস্ত করা যাবে, যদিও তার বিরুদ্ধে ঐ রকম কোনো অপরাধের অভিযোগ আনা হয়নি।

(গ) ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে শপথ গ্রহণ করে ক বিবৃত করে যে—সে খ-কে লাঠির আঘাত করতে দেখেছে। দায়রা আদালতের সামনে ক শপথ নেওয়ার পর জানায় যে, গ-কে খ কখনোই আঘাত করেনি (বা মারেনি)। যদিও এটা প্রমাণ করা যায় না যে দুটি পরস্পর বিরোধী বক্তব্যের মধ্যে কোন্‌টি ঠিক, তবুও ক-এর বিরুদ্ধে উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়ার জন্য বৈকল্পিক অভিযোগ আনা যাবে এবং তাকে দোষী সাব্যস্ত করা যাবে।

॥ ধারা : ২২২ ॥ প্রমাণিত হওয়া অপরাধ যখন দোষারোপ করা অপরাধের অন্তর্গত হয় [When offence proved included in offence charged]—(১) যখন কোনো ব্যক্তির বিরুদ্ধে এমন অপরাধের অভিযোগ করা হয় যাতে বেশ কিছু বিবরণ আছে, যেগুলোর কয়েকটির সংযোগে (একত্রিতকরণ) একটি সম্পূর্ণ ছোট অপরাধ গঠিত হয় এবং এমন সংযোজন (একত্রিতকরণ) প্রমাণিত হয়ে যায় কিন্তু বাকি বিবরণগুলো প্রমাণিত হয় না, তখন তাকে ঐ ছোট অপরাধের জন্য দোষী সাব্যস্ত করা যেতে পারে, যদিও তার বিরুদ্ধে সবরকম অভিযোগ আনা হয়নি।

(২) যখন কোনো ব্যক্তির বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ আনা হয় এবং এমন তথ্য প্রমাণিত করে দেওয়া হয় যা তাকে কমিয়ে ছোট অপরাধ করে দেয়, তখন তাকে ছোট অপরাধের জন্য দোষী সাব্যস্ত করা যেতে পারে, যদিও তার বিরুদ্ধে সেরকম কোনো অভিযোগ আনা হয়নি।

(৩) যখন কোনো ব্যক্তির বিরুদ্ধে কোনো অপরাধের অভিযোগ আনা হয় তখন তাকে ঐ অপরাধটি করার চেষ্টার জন্য দোষী সাব্যস্ত করা যেতে পারে যদিও ঐ চেষ্টার জন্য তার বিরুদ্ধে পৃথক কোনো অভিযোগ আনা হয়নি।

(৪) এই ধারার কোনো কিছু কোনো ছোট অপরাধের জন্য, যেক্ষেত্রে এমন ছোট অপরাধ সম্পর্কে কার্যবাহ শুরু করার জন্য অভিপ্রেত শর্তাবলী পূরণ হয়নি সেই ক্ষেত্রে দোষী সাব্যস্তকরণ প্রাধিকৃত করে এমন মনে করা যাবে না।

উদাহরণ— (ক) ক-এর বিরুদ্ধে যে সম্পত্তি বাহক হিসেবে তার কাছে বিশ্বাস করে দেওয়া হয়েছে সেই সম্পত্তি সম্পর্কে অপরাধজনক বিশ্বাস ভঙ্গের কারণে ভারতীয় দণ্ড সংহিতার (১৮৬০-এর ৪৫) ধারা ৪০৭-এর অধীনে অভিযোগ আনা হয়েছে। (তবে) প্রতীয়মান হচ্ছে ঐ সম্পত্তি সম্পর্কে ধারা ৪০৬-এর অধীন ক অপরাধজনক বিশ্বাসভঙ্গ করলেও ঐ সম্পত্তি তার কাছে বাহক হিসেবে বিশ্বাস পূর্বক ন্যস্ত করা হয়নি। তাকে ধারা ৪০৬-এর অধীন অপরাধজনক বিশ্বাসভঙ্গের জন্য দোষীরূপে সাব্যস্ত করা যাবে।

(খ) ক-এর বিরুদ্ধে গুরুতর জখম করার জন্য ভারতীয় দণ্ড সংহিতার (১৮৬০-এর ৪৫) ধারা ৩২৫-এর অধীন অভিযোগ আনা হয়েছে। ক প্রমাণ করে দেয় যে সে গুরুতর ও আকস্মিক উত্তেজনার বশে কাজটি করেছিল। তাকে ঐ সংহিতার ধারা ৩৩৫-এর অধীন দোষীরূপে সাব্যস্ত করা যাবে।

॥ ধারা ঃ ২২৩ ॥ কোন্ কোন্ ব্যক্তির ওপর যৌথভাবে অভিযোগ আনা যাবে [What persons may be charged jointly]—নিম্নলিখিত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে একসঙ্গে বিচারের কাজ চালানো যাবে; যথা—

(ক) সেইসব ব্যক্তি, যাদের বিরুদ্ধে একই লেনদেনের অনুক্রম (সূত্রে) সম্পাদিত একই অপরাধের অভিযোগ আনা হয়েছে;

(খ) সেইসব ব্যক্তি, যাদের বিরুদ্ধে কোনো অপরাধের জন্য অভিযোগ করা হয়েছে এবং সেই সব ব্যক্তি যাদের বিরুদ্ধে এমন অপরাধের প্রোৎসাহন বা চেষ্টা করার অভিযোগ আনা হয়েছে;

(গ) সেই সব ব্যক্তি, যাদের বিরুদ্ধে বারো মাস সময়কালের মধ্যে যৌথভাবে তাদের দ্বারা সম্পাদিত ধারা ২১৯-এর অর্থে একই ধরনের একাধিক অভিযোগ আনা হয়েছে;

(ঘ) সেই সব ব্যক্তি, যাদের বিরুদ্ধে একই লেনদেন সূত্রে সম্পাদিত ভিন্ন অপরাধসমূহের অভিযোগ আনা হয়েছে;

(ঙ) সেই সব ব্যক্তি, যাদের বিরুদ্ধে এমন অপরাধের অভিযোগ আনা হয়েছে যার মধ্যে আছে চুরি, জোর করে আদায়, প্রতারণা বা অপরাধজনক অপব্যবহার এবং সেইসব ব্যক্তি যাদের ওপর এমন সম্পত্তি যার আত্মসাৎকরণ করা হয়েছে, প্রথমোক্ত ব্যক্তিদের সম্পাদিত কোনো এমন অপরাধ দ্বারা হস্তান্তরিত করা অভিযোগে বলা হয়েছে, গ্রহণ করার, গচ্ছিত রাখার বা তার বিলিবন্দেজ বা লুকিয়ে রাখতে সাহায্য করার বা কোনো এমন শেষোক্ত কোনো অপরাধের প্রোৎসাহন বা প্রচেষ্টা করার অভিযোগ আনা হয়েছে;

(চ) সেই সব ব্যক্তি, যাদের ওপর এমন চোরাই সম্পত্তি সম্পর্কে যার রক্ষণ

(আত্মসাৎকরণ) একই অপরাধ দ্বারা হস্তান্তরিত হয়েছে, ভারতীয় দণ্ড সংহিতা, ১৮৩০ (১৮৬০-এর ৪৫)-এর ধারা ৪১১ এবং ধারা ৪১৪-র বা সেই সব ধারার মধ্যে কোনো একটির অধীন অপরাধ সম্পাদন করার অভিযোগ আনা হয়েছে।

(ছ) সেইসব ব্যক্তি যাদের ওপর ভারতীয় দণ্ড সংহিতা, ১৮৬০ (১৮৬০-এর ৪৫)-এর অধ্যায় ১২-র অধীন জাল মুদ্রা সম্পর্কে কোনো অপরাধের অভিযোগ আনা হয়েছে এবং সেই সব ব্যক্তি যাদের বিরুদ্ধে ঐ মুদ্রাগুলো সম্পর্কে উক্ত অধ্যায়ের অধীন অন্য যে কোনো অপরাধের বা কোনো এমন অপরাধের প্রোৎসাহন বা প্রচেষ্টা করার অভিযোগ আনা হয়েছে এবং এই অধ্যায়ের পূর্ববর্তী অংশে যে বিধানগুলো দেওয়া আছে তা এমন সব অপরাধে যথাসম্ভব প্রযোজ্য হবে ঃ

প্রকাশ থাকে যে, যেখানে অনেক ব্যক্তির ওপর পৃথক অপরাধের অভিযোগ আনা হয় এবং সেই সব ব্যক্তি এই ধারায় উল্লিখিত কোন শ্রেণীর মধ্যে পড়ে না, সেখানে ম্যাজিস্ট্রেট এমন সব ব্যক্তিদের বিচারকার্য একসঙ্গে করতে পারবেন, যদি এমন ব্যক্তি লিখিত আবেদন করে এমনটা অভিপ্রায় করে এবং ম্যাজিস্ট্রেটের তুষ্টি বিধান হয়ে যায় যে, এর থেকে এমন ব্যক্তিদের ওপর কোনো বিরূপ প্রতিক্রিয়া পড়বে না এবং এমনটা করা সমীচীন।

॥ ধারা ঃ ২২৪ ॥ কতিপয় অভিযোগের মধ্যে কোনো একটিতে কারো দোষ সিদ্ধির ক্ষেত্রে বাকি অভিযোগ তুলে নেওয়া [Withdrawal of remaining charges on convictions on one of several charges]—যখন একই ব্যক্তির বিরুদ্ধে এমন অভিযোগ গঠন করা হয় যাতে একাধিক অপরাধ বিদ্যমান এবং যখন সেগুলোর কোনো একটি বা একাধিকের জন্য, দোষী সাব্যস্ত করা হয় তখন ফরিয়াদী বা অভিশংসনের পরিচালনাকারী আধিকারিক আদালতের সম্পত্তিতে বাকি অভিযোগ বা অভিযোগসমূহ ফিরিয়ে নিতে (বা তুলে নিতে) পারেন অথবা আদালত এমন অভিযোগ বা অভিযোগসমূহের তদন্ত বা বিচারানুষ্ঠান নিজের মর্জিতে স্থগিত করতে পারে এবং এমন (অভিযোগ) ফিরিয়ে নেওয়ার (বা তুলে নেওয়ার) প্রভাব হবে এই অভিযোগ বা অভিযোগসমূহ থেকে বেকসুর খালাস, কিন্তু যদি দোষী সাব্যস্তকরণ বাতিল করে দেওয়া হয় তাহলে উক্ত আদালত (দোষী সাব্যস্তকরণ বাতিলকারী আদালতের আদেশের অধীনে) এমন প্রত্যাহারকৃত অভিযোগ বা অভিযোগসমূহের তদন্ত বা বিচারানুষ্ঠানে কার্যবাহ চালিয়ে যেতে পারে।

অধ্যায় ঃ ১৮
[CHAPTER : XVIII]
দায়রা আদালতের সামনে বিচার
(Trial before a Court of Session)
ধারা ২২৫ থেকে ধারা ২৩৭
[Section 225 to Section 237]

॥ ধারা ঃ ২২৫ ॥ সরকারি অভিযোজক (বা অভিশংসক) দ্বারা বিচারের কাজ পরিচালনা করা [Trial to be conducted by Public Prosecutor]—দায়রা আদালতের সামনে প্রত্যেক বিচার কাজে অভিশংসন পরিচালনা সরকারি অভিশংসক দিয়ে করা যাবে।

॥ ধারা ঃ ২২৬ ॥ অভিশংসনের মকদ্দমার বক্তব্য (বা বিবৃতি) শুরু [Opening case for prosecution]—যখন অভিযুক্ত ধারা ২০৯-এর অধীন কোনো মকদ্দমার সোপর্দকরণের অনুসরণে আদালতের সামনে হাজির হয় অথবা আনীত হয়, তখন অভিশংসক তাঁর মকদ্দমার বিবৃতি, অভিযুক্তের (অভিযোগকারীর) বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগের উল্লেখ করে এবং এমন কথন করে শুরু করবেন যে সে অভিযুক্তের দোষ (বা অপরাধ) কোন সাক্ষ্যের দ্বারা তিনি প্রমাণ করার প্রস্তাব করছেন।

॥ ধারা ঃ ২২৭ ॥ অভিযোগ থেকে মুক্তি (বা খালাস বা অব্যাহতি) [Discharge]—যদি মকদ্দমার নথি ও তার সঙ্গে প্রদত্ত দস্তাবেজগুলোর ওপর বিচার বিবেচনা করার পর এবং এই নিমিত্ত অভিযুক্ত ও অভিশংসনের বক্তব্য শুনানির পর ন্যায়াধীশ মনে করেন যে, অভিযুক্তের বিরুদ্ধে কার্যবাহ চালানোর মতো যথেষ্ট (বা পর্যাপ্ত) ভিত্তি নেই তাহলে তিনি অভিযুক্তকে খালাস করে দেবেন এবং তাঁর এমনটা করার কারণগুলো নথিভুক্ত করবেন (অর্থাৎ তিনি এমনটা কি কারণে করলেন তা নথিতে লিখে রাখবেন)।

॥ ধারা ঃ ২২৮ ॥ অভিযোগ গঠন [Framing of charge]—(১) যদি পূর্বোক্ত মতো বিচারকার্য এবং শুনানির পর ন্যায়াধীশের এমন অভিমত হয় যে, এমন প্রাক্-প্রত্যয় করার কারণ (বা ভিত্তি বা হেতু) আছে যে, অভিযুক্ত এমন অপরাধ করেছে, যা—

(ক) বিশেষ করে দায়রা আদালতের বিচারযোগ্য নয়, তাহলে ঐ আদালত অভিযুক্তের বিরুদ্ধে অভিযোগ গঠন করতে পারে এবং আদেশ দ্বারা মকদ্দমাটিকে বিচারের জন্য মুখ্য ন্যায়িক ম্যাজিস্ট্রেটের ঐ মকদ্দমার বিচারের কাজ, পুলিশী রিপোর্টের ভিত্তিতে দায়েরকৃত পরওয়ানা মামলার বিচারের জন্য যেমন প্রক্রিয়া অনুসরণ করা হয় তেমন প্রক্রিয়া অনুসরণ করে করবেন;

(খ) বিশেষ করে ঐ আদালত দ্বারা বিচারযোগ্য তাঁ ঐ আদালত অভিযুক্তের বিরুদ্ধে অভিযোগ লিখিত ভাবে গঠন করবে।

(২) যেখানে ন্যায়াধীশ উপধারা (১)-এর প্রকরণ (খ)-এর অধীন কোনো

বা আদালত যদি এমনটা করা সঙ্গত মনে করে, তাহলে এই ধারার অধীন প্রত্যেক বিচারকার্য রুদ্ধদ্বার কক্ষে করা হবে।

(৩) যদি এমন কোনো মকদ্দমাতে আদালত সমস্ত অভিযুক্তদের বা তাদের মধ্যে কাউকে ছেড়ে দেয় বা বেকসুর খালাস করে দেয় এবং ঐ আদালতের মনে হয় যে ঐ অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে বা তাদের কারো বিরুদ্ধে অভিযোগ আনার কোনো সঙ্গত কারণ ছিল না, তাহলে আদালত তার ঐ মুক্তি বা বেকসুর খালাসের আদেশ দ্বারা (রাষ্ট্রপতি বা উপরাষ্ট্রপতি বা কোনো রাজ্যের রাজ্যপাল বা কোনো সংঘ রাজ্যক্ষেত্রের প্রশাসক ব্যতিরেকে) যে ব্যক্তির বিরুদ্ধে অপরাধ সম্পাদনের অভিযোগ আনা হয়েছিল সেই ব্যক্তিকে নির্দেশ দিতে পারবে যে, সে কারণ দর্শায় যে আদালত অভিযুক্তকে বা যখন এমন অভিযুক্ত হয় একাধিক তখন তাদের প্রত্যেককে বা যে কাউকে ক্ষতিপূরণ কেন দেবে না।

(৪) আদালত, এভাবে নির্দিষ্টকৃত ব্যক্তি দ্বারা দর্শিত কোনো কারণকে নথিভুক্ত করবে এবং তার ওপর বিচার করবে এবং যদি আদালতের সন্তোষবিধান হয়ে যায় যে অভিযোগ আনার কোনো যথার্থ কারণ ছিল না তাহলে আদালত এক হাজার টাকার বেশি নয় এমন যে কোনো অঙ্কের টাকার বা নির্ধারিত করবে, ক্ষতিপূরণ ঐ ব্যক্তির দ্বারা অভিযুক্তকে বা তাদের মধ্যে প্রত্যেককে অথবা যে কাউকে প্রদান করার আদেশ নথিভুক্ত করে রাখা হবে এমন কারণ দিতে পারবে।

(৫) উপধারা (৪)-এর অধীন নির্ধারিত ক্ষতিপূরণ এমনভাবে আদায় করা হবে, যেন তা ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক আরোপিত অর্থদণ্ড (বা জরিমানা)।

(৬) উপধারা (৪)-এর অধীন ক্ষতিপূরণ দেবার জন্য যে ব্যক্তিকে আদেশ দেওয়া হয়, তাকে এমন আদেশের কারণ এই ধারার অধীন কৃত অভিযোগের সম্পর্কে কোনো দেওয়ানী বা ফৌজদারী দায় থেকে অব্যাহতি দেওয়া যাবে না :

প্রকাশ থাকে যে, অভিযুক্ত ব্যক্তিকে এই ধারার অধীন প্রদত্ত অর্থ ঐ মকদ্দমার সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত কোনো পরবর্তী দেওয়ানী মামলাতে ঐ ব্যক্তির জন্য ক্ষতিপূরণ নির্ধারণ করার সময় হিসেবে ধরা হবে।

(৭) উপধারা (৪)-এর অধীন ক্ষতিপূরণ দেওয়ার জন্য যে ব্যক্তিকে আদেশ দেওয়া হয় সে ঐ আদেশের আপিল যতদূর তা ঐ ক্ষতিপূরণ প্রদানের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত উচ্চ আদালতে করতে পারে।

(৮) যখন কোনো অভিযুক্ত ব্যক্তিকে ক্ষতিপূরণ দেওয়ার জন্য আদেশ দেওয়া হয়, তখন তাকে এমন ক্ষতিপূরণ, আপিল পেশ করার জন্য অনুমিত সময়সীমা অতিক্রান্ত হয়ে যাওয়ার আগে বা যদি আপিল পেশ করা হয়ে গিয়ে থাকে তাহলে আপিল সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গৃহীত হওয়ার আগে হবে না।

অধ্যায় : ১৯
[CHAPTER : XIX]
ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক পরওয়ানা মামলার বিচার
(Trial warrant cases by Magistrates)
ধারা ২৩৮ থেকে ধারা ২৫০
[Section 238 to Section 250]
ক. পুলিশী রিপোর্টের ভিত্তিতে দায়েরকৃত মামলা
(A. Cases instituted on a public report)

॥ ধারা : ২৩৮ ॥ ধারা ২০৭-এর অনুপালন (মানা) [Compliance with section 207]—যখন পুলিশী রিপোর্টের ভিত্তিতে দায়ের কৃত কোনো পরওয়ানা মামলাতে অভিযুক্ত বিচারানুষ্ঠানের শুরুতে ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে হাজির হয়, অথবা আনীত হয়, তখন ম্যাজিস্ট্রেট নিজেকে এমন সন্তুষ্ট করে নেবেন যে, তিনি ধারা ২০৭-এ প্রদত্ত বিধানসমূহ অনুপালন করেছেন।

॥ ধারা : ২৩৯ ॥ অভিযুক্তকে কখন অব্যাহতি দেওয়া হবে [When accused shall be discharged]—যদি ধারা ১৭৩-এর অধীন পুলিশী রিপোর্ট এবং তার সঙ্গে প্রেরিত দস্তাবেজসমূহের ওপর বিবেচনান্তে এবং অভিযুক্তকে এমন পরীক্ষা, যদি কিছু থাকে, যেমন ম্যাজিস্ট্রেট প্রয়োজন মনে করেন, করার পর এবং অভিশংসন এবং অভিযুক্তকে শুনানির সুযোগ দেওয়ার পর ম্যাজিস্ট্রেট অভিযুক্তের বিরুদ্ধে অভিযোগকে ভিত্তিহীন (অসার) মনে করে তাহলে তিনি তাকে অব্যাহতি দেবেন এবং এমনটা করার কারণসমূহ নথিতে লিপিবদ্ধ করবেন।

॥ ধারা : ২৪০ ॥ অভিযোগ গঠন করা [Framing of charge]—(১) যদি এমন বিচার, পরীক্ষা, যদি কিছু থাকে এবং শুনানির পর ম্যাজিস্ট্রেটের এমন অভিমত হয় যে, এমন সিদ্ধান্তের ভিত্তি হল অভিযুক্ত এই অধ্যায়ের অধীন বিচারযোগ্য এমন অপরাধ করেছে, যার বিচার করার জন্য ঐ ম্যাজিস্ট্রেট যোগ্যতাসম্পন্ন এবং যা তাঁর মতে তিনি যার জন্য যথোপযুক্ত শাস্তি বিধান করতে সক্ষম, তাহলে তিনি অভিযুক্তের বিরুদ্ধে অভিযোগ লিখিতভাবে গঠন করবেন।

(২) তখন ঐ অভিযোগ অভিযুক্তকে পড়ে শোনানো এবং ব্যাখ্যা করে দেওয়া হবে এবং তাকে জিজ্ঞাসা করা হবে যে সেকি ঐ অপরাধে, যার অভিযোগ আনা হয়েছে, দোষী হওয়ার কথা ব্যক্ত করছে, অথবা বিচারকার্য চালানোর দাবি করছে।

॥ ধারা : ২৪১ ॥ দোষ স্বীকারের ক্ষেত্রে দোষী সাব্যস্তকরণ [Conviction plea of guilty]—যদি অভিযুক্ত দোষী হওয়া কথন করে তাহলে ম্যাজিস্ট্রেট ঐ বক্তব্য (বা কথন) নথিভুক্ত করবেন এবং তার ভিত্তিতে তাকে, নিজের বিবেচনা (মর্জি) অনুসারে, দোষী সাব্যস্ত করতে পারবেন।

॥ ধারা : ২৪২ ॥ অভিশংসনের জন্য সাক্ষ্য প্রমাণ [Evidence for prosecution]—(১) যদি অভিযুক্ত বক্তব্য রাখতে (বা কথন করতে) অস্বীকার করে বা কথন না করে অথবা বিচার করার দাবি করে অথবা ম্যাজিস্ট্রেট অভিযুক্তকে ধারা ২৪১-এর অধীন দোষী সাব্যস্ত না করে তাহলে ঐ ম্যাজিস্ট্রেট সাক্ষীদের পরীক্ষার জন্য তারিখ ধার্য করবেন।

(২) ম্যাজিস্ট্রেট অভিশংসনের আবেদনক্রমে তার সাক্ষীদের কোনো একজনকে হাজির হওয়ার যা কোনো দস্তাবেজ বা অন্য কোনো বস্তু (বা জিনিস) পেশ করার নির্দেশবাহী সমন জারি করতে পারেন।

(৩) এমন নির্ধারিত তারিখে ম্যাজিস্ট্রেট এমন সব সাক্ষ্য নেওয়ার জন্য অগ্রসর হবেন যা অভিশংসনের সমর্থনে পেশ করা হয় :

প্রকাশ থাকে যে, কোনো সাক্ষীর প্রতি পরীক্ষা যতক্ষণ অন্য কোনো সাক্ষী বা সাক্ষীদের পরীক্ষা না করা হচ্ছে ততক্ষণের জন্য পিছিয়ে দেওয়ার অনুমতি নিতে পারেন অথবা কোনো সাক্ষীকে অতিরিক্ত প্রতি পরীক্ষার জন্য পুনরায় ডাকতে পারেন।

॥ ধারা : ২৪৩ ॥ প্রতিরক্ষণের জন্য সাক্ষ্য [Evidence for defence]—(১) অতঃপর অভিযুক্তের কাছে অভিপ্রায় করা হবে যে, সে তার প্রতিরক্ষণ শুরু করে এবং তার সাক্ষ্য পেশ করে এবং যদি অভিযুক্ত কোনো লিখিত বিবৃতি দেয় তাহলে ম্যাজিস্ট্রেট তা নথিতে লিপিবদ্ধ করবেন।

(২) যদি অভিযুক্ত তার প্রতিরক্ষণ শুরু করার পর ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে আবেদন করে যে, তিনি পরীক্ষা বা প্রতিপরীক্ষার বা কোনো দস্তাবেজ বা অন্য বস্তু পেশ করার প্রয়োজন হেতু হাজির হওয়ার জন্য কোনো সাক্ষীকে বাধ্য করার জন্য কোনো পরওয়ানা জারি করেন, (তাহলে) ম্যাজিস্ট্রেট এ ধরনের পরওয়ানা জারি করবেন যতক্ষণ তার এমন ধারণা না হবে যে, এমন আবেদন এই ভিত্তিতে নাকচ করে দেওয়া দরকার যে, তা বিহ্বল করার বা বিলম্ব করার বা ন্যায়পরতার উদ্দেশ্যকে ব্যর্থ করার প্রয়োজনে করা হয়েছে এবং এমন কারণ তার দ্বারা নথিতে লিপিবদ্ধ হবে :

প্রকাশ থাকে যে, যখন নিজের প্রতিরক্ষণ শুরু করার আগে অভিযুক্ত কোনো সাক্ষীর প্রতি পরীক্ষা করে নেয় অথবা সে প্রতিপরীক্ষা করার মত সময় ও সুযোগ পায়, তখন এমন সাক্ষীকে হাজির হওয়ার জন্য এই ধারার অধীন ততক্ষণ বাধ্য করা যাবে না যতক্ষণ ম্যাজিস্ট্রেটের এমন সন্তোষবিধান না হয় যে, এমনটা করা ন্যায়পরতার স্বার্থে প্রয়োজনীয়।

(৩) ম্যাজিস্ট্রেট উপধারা (২)-এর অধীন কোনো আবেদনের ভিত্তিতে কোনো সাক্ষীকে সমন করার আগে বিচারের প্রয়োজন হেতু হাজির হতে ঐ সাক্ষীর দ্বারা হওয়া যথাযথ খরচ-খরচা আদালতে জমা করে দেওয়ার জন্য বলতে পারেন (অর্থাৎ আদালত এমনটা অভিপ্রায় করতে পারে)।

খ. পুলিশী রিপোর্টের ভিত্তি ব্যতিরেকে দায়েরকৃত মামলা
(B. Cases instituted otherwise than police report)

॥ ধারা : ২৪৪ ॥ অভিশংসনের জন্য সাক্ষ্য [Evidence for prosecution]—(১) যখন পুলিশী রিপোর্টের ভিত্তি ব্যতিরেকে অন্য কোনো ভিত্তিতে দায়ের করা পরওয়ানা মকদ্দমায় ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে অভিযুক্ত হাজির হয় অথবা সে আনীত হয় তখন ম্যাজিস্ট্রেট অভিশংসন শোনার জন্য এবং এমন সব সাক্ষ্য গ্রহণ করার জন্য অগ্রসর হবেন যা অভিশংসনের সমর্থনের (বা পক্ষে) পেশ করা হবে।

(২) ম্যাজিস্ট্রেট অভিশংসনের আবেদনের ভিত্তিতে তার সাক্ষীদের কাউকে হাজির হওয়ার বা কোনো দস্তাবেজ বা কোনো বস্তু পেশ করার নির্দেশবাহী সমন জারি করতে পারেন।

॥ ধারা : ২৪৫ ॥ অভিযুক্তকে কখন মুক্তি দিতে (বা খালাস করা) হবে [When accused shall be discharged]—(১) যদি ধারা ২৪৪-এ উল্লিখিত সমস্ত সাক্ষ্য প্রমাণ গৃহীত হওয়ার পর, নথিভুক্ত করে রাখা হবে এমন কারণে, মনে হয় যে, অভিযুক্তের বিরুদ্ধে এমন কোনো মকদ্দমা সাব্যস্ত হয়নি, যা খণ্ডন করা না হলে (অর্থাৎ অখণ্ডিত থাকলে) তার দোষী সাব্যস্তকরণের জন্য যথোপযুক্ত ভিত্তি থাকে, তাহলে ম্যাজিস্ট্রেট তাকে খালাস করে দেবেন।

(২) এই ধারার কোনো কিছু ম্যাজিস্ট্রেটকে মকদ্দমার কোনো পূর্ববর্তী পর্যায়ে অভিযুক্তকে সেইক্ষেত্রে খালাস করার ব্যাপারে প্রতিবন্ধক বলে মনে করা হবে না যাতে এমন ম্যাজিস্ট্রেট, নথিতে লিপিবদ্ধ করে রাখার কারণে বিবেচনা করেন যে, অভিযোগ ভিত্তিহীন (বা অসার)।

॥ ধারা : ২৪৬ ॥ যেখানে অভিযুক্তকে মুক্তি দেওয়া হয়নি সেখানে প্রক্রিয়া [Procedure where accused is not discharged]—(১) যদি এমন সাক্ষ্য নিয়ে নেওয়ার পর বা মকদ্দমার কোনো পূর্ববর্তী পর্যায়ে ম্যাজিস্ট্রেটের অভিমত হয় যে, এমন প্রাক্-প্রত্যয় করার ভিত্তি আছে যে, অভিযুক্ত এই অধ্যায়ের অধীন বিচারযোগ্য এমন অপরাধ করেছে যার বিচার করার জন্য ঐ ম্যাজিস্ট্রেট যোগ্যতাসম্পন্ন এবং যা তাঁর মতে তাঁর দ্বারা যথেষ্টভাবে দণ্ডিত করা যেতে পারে তাহলে তিনি অভিযুক্তের বিরুদ্ধে অভিযোগ লিখিত ভাবে গঠন করবেন।

(২) অতঃপর ঐ অভিযোগ পড়ে শোনানো হবে এবং ব্যাখ্যা করা হবে এবং তাকে সে দোষী হওয়ার ব্যাপারে স্বীকার করছে কি না অথবা প্রতিরক্ষণ করতে চাইছে কি না তা জিজ্ঞেস করা হবে।

(৩) যদি অভিযুক্ত দোষী হওয়ার ব্যাপারে স্বীকার করে তাহলে ম্যাজিস্ট্রেট স্বীকারোক্তি নথিতে লিপিবদ্ধ করবেন এবং তার ভিত্তিতে নিজের বিবেচনা অনুসারে, দোষী সাব্যস্ত করবেন।

(৪) যদি অভিযুক্ত স্বীকারোক্তি করতে অস্বীকার করে বা স্বীকার না করে বা

বিচারকার্য চালানোর দাবি করে বা অভিযুক্তকে উপধারা (৩)-এর অধীন দোষী সাব্যস্ত করা না যায়, তাহলে তার কাছে অভিপ্রায় করা হবে যে, সে মকদ্দমার পরবর্তী শুনানির শুরুতে বা যদি ম্যাজিস্ট্রেট নথিভুক্ত করে রাখা হবে এমন কারণে, যা তিনি সঙ্গত মনে করেন, তাহলে অবিলম্বে বলবে যে, সে কি অভিশংসনের সেই সাক্ষীদের মধ্যে যাদের সাক্ষ্য গৃহীত হয়েছে, যে কারো প্রতিপরীক্ষা করতে চাইছে এবং যদি করতে চায় তাহলে কাকে চায়।

(৫) যদি তিনি বলেন যে তিনি এইরূপ করতে ইচ্ছা করেন তাহলে তাঁর দ্বারা নামোল্লিখিত সাক্ষীদের পুনরায় ডাকা হবে এবং প্রতিপরীক্ষার ও পুনরায় পরীক্ষার (যদি কিছু থাকে) পর তাকে খালাস করে দেওয়া হবে।

(৬) অতঃপর অভিশংসনের বাকি সাক্ষীদের সাক্ষ্য নেওয়া হবে এবং প্রতিপরীক্ষার এবং পুনরায় পরীক্ষার (যদি কিছু থাকে) পর তাদেরকেও খালাস করে দেওয়া হবে।

॥ ধারা : ২৪৭ ॥ প্রতিরক্ষণের জন্য সাক্ষ্য [Evidence for defence]—কখন অভিযুক্তের কাছে অভিপ্রায় করা হবে যে, সে তার প্রতিরক্ষণ শুরু করে এবং তার সাক্ষ্য পেশ করে এবং এইক্ষেত্রে ধারা ২৪৩-এর বিধানসমূহ প্রযোজ্য হবে।

গ. বিচারানুষ্ঠানের সমাপ্তি
(C. Conclusion of trial)

॥ ধারা : ২৪৮ ॥ বেকসুর খালাস অথবা দোষী সাব্যস্ত করা [Acquittal or conviction]—(১) যদি এই অধ্যায়ের অধীন কোনো মকদ্দমায়, যাতে কিনা অভিযোগ গঠন করা হয়েছে, ম্যাজিস্ট্রেট এমন সিদ্ধান্তে পৌঁছান যে, অভিযুক্ত ব্যক্তি দোষী নয়, তাহলে তিনি বেকসুর খালাসের আদেশ নথিভুক্ত করবেন।

(২) যেখানে এই অধ্যায়ের অধীন কোনো মকদ্দমায় ম্যাজিস্ট্রেট এমন সিদ্ধান্তে পৌঁছান যে, অভিযুক্ত ব্যক্তি দোষী কিন্তু তিনি ধারা ৩২৫ বা ধারা ৩৬০-এর বিধানসমূহ মোতাবেক কার্যবাহ করেন না, সেখানে তিনি দণ্ডের প্রশ্নে অভিযুক্ত ব্যক্তির বক্তব্য শোনার পর আইনানুসারে তার সম্পর্কে দণ্ডাদেশ দিতে পারেন।

(৩) যেখানে এই অধ্যায়ের অধীন কোনো ক্ষেত্রে ধারা ২১১-র উপধারা (৭)-এর বিধানসমূহের অধীন পূর্ব দোষী সাব্যস্তকরণের অভিযোগ আনা হয়েছে এবং অভিযুক্ত স্বীকার করে না যে, অভিযোগে কথিত মতো তাকে প্রথমে দোষী সাব্যস্ত করা হয়েছিল, সেখানে ম্যাজিস্ট্রেট উক্ত অভিযুক্ত ব্যক্তিকে দোষী সাব্যস্ত করার পর কথিত পূর্ব দোষী সাব্যস্তকরণের ব্যাপারে সাক্ষ্য নিতে পারবেন এবং তার ওপর অভিমত (বা সারবস্তু) নথিভুক্ত করবেন :

প্রকাশ থাকে যে, যতক্ষণ অভিযুক্ত ব্যক্তিকে উপধারা (২)-এর অধীন দোষী সাব্যস্ত করা না যায়, ততক্ষণ এমন অভিযোগ ম্যাজিস্ট্রেট দ্বারা পড়ে শোনানোও যাবে না, অভিযুক্ত ব্যক্তিকে তার ওপর বক্তব্য রাখতেও বলা যাবে না এবং পূর্ব দোষী

সাব্যস্তকরণের অভিশংসন দ্বারা অথবা তার দ্বারা প্রদত্ত কোনো সাক্ষ্যতে করা যাবে না।

॥ ধারা ঃ ২৪৯ ॥ নালিশকারীর অনুপস্থিতি (বা গরহাজির) [Absence of complainant]—যখন কার্যবাহ অভিযোগের ভিত্তিতে দায়ের করা হয় এবং মকদ্দমার শুনানির জন্য নির্ধারিত কোনো দিনে নালিশকারী অনুপস্থিত (বা গরহাজির) থাকে এবং আইনসম্মতভাবে অপরাধের আপোস মীমাংসা করা যায়, অথবা তা ধর্তব্য অপরাধ নয়, তখন ম্যাজিস্ট্রেট এতে এর আগে যা কিছুই বিবৃত থাকুক না কেন, অভিযোগ গঠনের আগে যে কোনো সময় অভিযুক্তকে স্বীয় বিবেচনা অনুসারে খালাস করে দিতে পারবেন।

॥ ধারা ঃ ২৫০ ॥ সঙ্গতকারণ ব্যতিরেকে অভিযোগের জন্য ক্ষতিপূরণ [Compensation for accusation without reasonable cause]—(১) যদি অভিযোগের ওপর পুলিশ আধিকারিক বা ম্যাজিস্ট্রেটকে দেওয়া সমাচারের ভিত্তিতে দায়ের করা কোনো মকদ্দমাতে ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে এক বা একাধিক ব্যক্তির বিরুদ্ধে ম্যাজিস্ট্রেট দ্বারা বিচারযোগ্য কোনো অপরাধের অভিযোগ আনা হয় এবং সেই ম্যাজিস্ট্রেট, যাঁর দ্বারা মকদ্দমার শুনানি হয়, তখন অভিযুক্ত ব্যক্তিদের বা তাদের মধ্যে কাউকে খালাস বা বেকসুর খালাস করে দেন এবং তাঁর অভিমত হয় যে, তাদের বা তাদের কারো বিরুদ্ধে অভিযোগ আনার কোনো সঙ্গত কারণ ছিল না, তাহলে ঐ ম্যাজিস্ট্রেট তাঁর খালাস বা বেকসুর খালাসের আদেশ দ্বারা যদি ঐ ব্যক্তি, যার অভিযোগ বা সমাচারের ভিত্তিতে অভিযোগ আনা হয়েছিল উপস্থিত থাকে, তাহলে তার কাছে অবিলম্বে এমন কারণ দর্শাবার জন্য যে, সে ঐ অভিযুক্ত ব্যক্তিকে, অথবা যখন এমন অভিযুক্ত ব্যক্তিব সংখ্যা একাধিক তখন তাদের প্রত্যেক ব্যক্তিকে অথবা যে কাউকে ক্ষতিপূরণ কেন দেবে না, তা বলতে বলা হবে অথবা যদি এমন ব্যক্তি উপস্থিত না থাকে তাহলে হাজির হওয়ার জন্য এবং উপযুক্ত ভাবে কারণ দর্শাবার জন্য তার নামে সমন জারি করার নির্দেশ দিতে পারবেন।

(২) ম্যাজিস্ট্রেট, এমন কোনো কারণ যা ঐ নালিশকারী বা সমাচার প্রদানকারী প্রদর্শন করে, তা নথিভুক্ত করবেন এবং তার উপর বিচার বিবেচনা করবেন এবং যদি তাঁর তুষ্টি বিধান হয়ে যায় যে, অভিযোগ আনার মতো তেমন যথেষ্ট কোনো কারণ ছিল না তাহলে যত টাকা জরিমানা করতে তিনি ক্ষমতাসম্পন্ন তার অনধিক যত টাকা তিনি স্থির করেন, ক্ষতিপূরণ বাবদ এমন নালিশকারী বা সমাচার প্রদানকারী ব্যক্তি অভিযুক্ত ব্যক্তিকে বা তাদের প্রত্যেককে বা যে কাউকে প্রদান করার আদেশ এমন কারণে দিতে পারবেন যা নথিতে লিপিবদ্ধ করে রাখা হবে।

(৩) ম্যাজিস্ট্রেট উপধারা (২)-এর অধীন ক্ষতিপূরণ প্রদান করার নির্দেশবাহী আদেশ দ্বারা এমন অতিরিক্ত আদেশ দিতে পারবেন যে, ঐ ব্যক্তি, যাকে এমন ক্ষতিপূরণ দেওয়ার জন্য আদেশ দেওয়া হয়েছে, টাকা দি তে ব্যত্যয় করলে (বা অন্যথা করলেন বা ব্যতিক্রম করলে বা ব্যর্থ হলে) অনধিক ত্রিশ দিনের জন্য তাকে বিনাশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হবে।

(৪) যেক্ষেত্রে কোনো ব্যক্তিকে উপধারা (৩)-এর অধীনে কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হয় সেক্ষেত্রে ভারতীয় দণ্ড সংহিতা, ১৮৬০ (১৮৬০-এর ৪৫)-এর ধারা ৬৮ এবং ধারা ৬৯-এর বিধানসমূহ যতদূর সম্ভব প্রযোজ্য হবে।

(৫) এই ধারার অধীনে ক্ষতিপূরণ দেওয়ার জন্য যে ব্যক্তিকে আদেশ দেওয়া হয়, এমন আদেশের কারণ তাকে তার নিজের দ্বারা কৃত কোনো অভিযোগ বা প্রদত্ত কোনো সমাচারের সম্পর্কে কোনো দেওয়ানী বা ফৌজদারী দায় থেকে অব্যাহতি দেওয়া যাবে না :

প্রকাশ থাকে যে, অভিযুক্ত ব্যক্তিকে এই ধারার অধীনে প্রদত্ত কোনো টাকা সেই একই মকদ্দমার সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত কোনো পরবর্তী দেওয়ানী মকদ্দমায় ঐ ব্যক্তির জন্য ক্ষতিপূরণ নির্ধারিত করার সময় হিসেবে ধরা হবে।

(৬) কোনো নালিশকারী বা সমাচার প্রদানকারী যাকে দ্বিতীয় শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট দ্বারা উপধারা (২)-এর অধীন একশ টাকার বেশি টাকা ক্ষতিপূরণ দেওয়ার জন্য আদেশ দেওয়া হয়েছে, ঐ আদেশের আপিল এমন ভাবে করতে পারবে যেন, সে নালিশকারী বা সমাচার প্রদানকারী ব্যক্তিকে ম্যাজিস্ট্রেট দ্বারা সম্পাদিত বিচারানুষ্ঠানে দোষী সাব্যস্ত করা হয়েছে।

(৭) যখন কোনো অভিযুক্ত ব্যক্তিকে এমন মামলায় (বা মকদ্দমায়), যা উপধারা (৬)-এর অধীন আপিলযোগ্য, ক্ষতিপূরণ দেওয়ার আদেশ দেওয়া হয় তখন তাকে এমন ক্ষতিপূরণ, আপিল পেশ করার জন্য অনুমিত সময়সীমা অতিক্রান্ত হওয়ার আগে বা অথবা যদি আপিল পেশ করা হয়ে গিয়ে থাকে তাহলে আপিলের মীমাংসা করার আগে দেওয়া যাবে না এবং যেখানে এমন আদেশ এমন ক্ষেত্রে হয়েছে, যা এমন আপিলযোগ্য নয়, সেখানে এমন ক্ষতিপূরণ আদেশের তারিখ থেকে এক মাস অতিক্রান্ত হওয়ার আগে দেওয়া যাবে না।

(৮) এই ধারার বিধানসমূহ সমন-মকদ্দমা এবং পরওয়ানা-মকদ্দমা—উভয় ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য হবে।

অধ্যায় ঃ ২০
[CHAPTER ঃ XX]
ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক সমন মামলার বিচার
(Trial of Summons-cases by Magistrates)
ধারা ২৫১ থেকে ধারা ২৫৯
[Section 251 to Section 259]

॥ ধারা ঃ ২৫১ ॥ অভিযোগের সারাংশ বিবৃত করা [Substance of accusation to be stated]—যখন সমন মামলার অভিযুক্ত ব্যক্তি ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে হাজির হয় বা আনীত হয় তখন তাকে ঐ অপরাধের বিস্তারিত বিবরণ বিবৃত করা হবে যে অপরাধের অভিযোগ তার বিরুদ্ধে আনা হয়েছে এবং তাকে সে দোষী হওয়া স্বীকার করছে কি না অথবা প্রতিরক্ষণ করতে চাইছে কিনা জিজ্ঞেস করা হবে; কিন্তু তার বিরুদ্ধে যথারীতি (বা আনুষ্ঠানিক) অভিযোগ গঠন করার প্রয়োজন হবে না।

॥ ধারা ঃ ২৫২ ॥ দোষ স্বীকারের ক্ষেত্রে দোষী সাব্যস্তকরণ [Conviction on plea of guilty]—যদি অভিযুক্ত ব্যক্তি দোষী হওয়া স্বীকার করে তাহলে ম্যাজিস্ট্রেট অভিযুক্ত ব্যক্তির স্বীকারোক্তি যতটা সম্ভব তেমন শব্দ দিয়েই নথিভুক্ত করবেন যে শব্দগুলো ঐ অভিযুক্ত ব্যক্তি প্রয়োগ করেছেন (অর্থাৎ যেভাবে বলবে সেভাবেই লিখতে হবে) এবং তার প্রেক্ষিতে তিনি তাকে নিজের বিবেচনা অনুসারে দোষী সাব্যস্ত করবেন।

॥ ধারা ঃ ২৫৩ ॥ ছোট মামলায় অভিযুক্তের অনুপস্থিতে দোষ স্বীকারের ক্ষেত্রে দোষী সাব্যস্তকরণ [Conviction on plea of guilty in absence of accused in petty cases]—(১) যেখানে ধারা ২০৬-এর অধীন সমন জারি করা হয় এবং অভিযুক্ত ব্যক্তি ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে হাজির না হয়ে প্রদত্ত অভিযোগের অপরাধ স্বীকার করতে চায়, সেখানে সে তার স্বীকারোক্তি সম্বলিত একটি পত্র এবং সমন-এ উল্লিখিত জরিমানার টাকা তার দ্বারা বা সংবাদ বাহক দ্বারা ম্যাজিস্ট্রেটকে পাঠাবে।

(২) অতঃপর ম্যাজিস্ট্রেট নিজের বিবেচনা অনুসারে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে তার দোষী হওয়া সংক্রান্ত স্বীকারোক্তির ভিত্তিতে তার অনুপস্থিতিতে দোষী সাব্যস্ত করবেন এবং সমন-এ উল্লিখিত জরিমানা দেওয়ার জন্য দণ্ডাদেশ দেবেন এবং অভিযুক্ত ব্যক্তি দ্বারা প্রেরিত টাকা ঐ জরিমানা খাতে সমন্বিত করা হবে অথবা অভিযুক্ত ব্যক্তি দ্বারা এই নিমিত্ত প্রাধিকৃত প্লিডার অভিযুক্ত ব্যক্তির পক্ষে দোষী হওয়া স্বীকার করেন, সেখানে ম্যাজিস্ট্রেট যথাসম্ভব প্লিডার দ্বারা প্রযুক্ত শব্দাবলীতেই ঐ স্বীকারোক্তি নথিতে লিপিবদ্ধ করবেন এবং স্বীয় বিবেচনানুসারে ঐ অভিযুক্ত ব্যক্তিকে এমন স্বীকারোক্তির ভিত্তিতে দোষী সাব্যস্ত করবেন এবং যথাপূর্বোক্ত দণ্ডাদেশ দিতে পারবেন।

॥ ধারা : ২৫৪ ॥ দোষী সাব্যস্ত করা না হলে প্রক্রিয়া [Procedure when not convicted]—(১) যদি ম্যাজিস্ট্রেট অভিযুক্ত ব্যক্তিকে ধারা ২৫২ বা ধারা ২৫৩-র অধীন দোষী সাব্যস্ত না করেন, তাহলে তিনি অভিশংসন শোনার জন্য এবং এমন সমস্ত সাক্ষ্য যা অভিশংসনের সমর্থনে পেশ করা হয় তা গ্রহণ করার জন্য এবং অভিযুক্ত ব্যক্তিরও বক্তব্য শোনার জন্য এবং এমন সাক্ষ্য যা সে প্রতিরক্ষণে (প্রতিপক্ষ সমর্থনে) পেশ করে তা গ্রহণ করার জন্য, অগ্রসর হবেন।

(২) যদি ম্যাজিস্ট্রেট অভিশংসন বা অভিযুক্তের আবেদনের ভিত্তিতে সঙ্গত মনে করেন, তাহলে তিনি কোনো সাক্ষীকে হাজির হওয়ার ও কোনো দস্তাবেজ বা অন্য কোনো বস্তু পেশ করার নির্দেশবাহী সমন জারি করতে পারেন।

(৩) ম্যাজিস্ট্রেট এমন আবেদনের ভিত্তিতে কোনো সাক্ষীকে সমন করার আগে বিচারকার্যের প্রয়োজন হেতু হাজির হতে গিয়ে সাক্ষীর ন্যায় সঙ্গত যে খরচ-খরচা হয়েছে তা আদালতে জমা দেওয়ার জন্য নির্দেশ দিতে (বা অভিপ্রায় করতে) পারেন।

॥ ধারা : ২৫৫ ॥ বেকসুর খালাস অথবা দোষী সাব্যস্ত করা [Acquittal or conviction]—(১) যদি ম্যাজিস্ট্রেট ধারা ২৫৪-তে উল্লিখিত সাক্ষ্য এবং এমন অতিরিক্ত সাক্ষ্য, যদি থাকে যা তিনি স্বেচ্ছায় পেশ করান, গ্রহণ করার পর এমন সিদ্ধান্তে পৌঁছান যে, অভিযুক্ত ব্যক্তি দোষী নয়, তাহলে তিনি বেকসুর খালাসের আদেশ নথিভুক্ত করবেন।

(২) যেখানে ম্যাজিস্ট্রেট ধারা ৩২৫ বা ধারা ৩৬০-এর বিধানসমূহ অনুসারে কার্যবাহ করেন না, সেখানে যদি তিনি এমন সিদ্ধান্তে পৌঁছান যে, অভিযুক্ত ব্যক্তি দোষী তাহলে তিনি আইনানুসারে তার ওপরে দণ্ডাদেশ দিতে পারবেন।

(৩) কোনো ম্যাজিস্ট্রেট ধারা ২৫২ বা ধারা ২৫৫-র অধীন, কোনো অভিযুক্ত ব্যক্তিকে, তা সে অভিযোগ বা সমন যে করেই হোক না কেন, এই অধ্যায়ের অধীন বিচারযোগ্য এমন যে কোনো অপরাধের জন্য যা স্বীকৃত বা প্রমাণিত তথ্যের ভিত্তিতে তার দ্বারা সম্পাদিত হয়েছে বলে প্রতীয়মান হচ্ছে, দোষী সাব্যস্ত করতে পারেন, যদি ম্যাজিস্ট্রেটের তুষ্টি বিধান হয়ে যায় যে, তার থেকে অভিযুক্ত ব্যক্তির ওপর কোনো প্রতিকূল প্রভাব পড়বে না।

॥ ধারা : ২৫৬ ॥ নালিশকারীর (বা অভিযোগকারীর বা ফরিয়াদীর) গরহাজিরা বা তার মৃত্যু [Non-appearance or death of complainant]—(১) যদি নালিশের ভিত্তিতে সমন জারি করা হয়ে গিয়ে থাকে এবং অভিযুক্তের হাজিরার জন্য নির্ধারিত দিনে বা তার পরবর্তী কোনো দিনে, যেদিন শুনানি স্থগিত করে দেওয়া হয়, নালিশকারী (বা ফরিয়াদী) হাজির না হয় তাহলে ম্যাজিস্ট্রেট ইতিপূর্বে এতে যা কিছুই বিবৃত থাকুক না কেন, অভিযুক্ত ব্যক্তিকে বেকসুর খালাস করে দেবেন, যতক্ষণ তিনি কোনো কারণে অন্য কোনো দিনে মকদ্দমার শুনানি স্থগিত করা সঙ্গত মনে না করেন :

প্রকাশ থাকে যে, যেখানে নালিশকারীর প্লিডার দ্বারা প্রতিনিধিত্ব করা হয় বা অভিশংসনের পরিচালনাকারী আধিকারিক দ্বারা করা হয় যেখানে ম্যাজিস্ট্রেট অভিমত পোষণ করেন যে, নালিশকারীর (বা ফরিয়াদীর) ব্যক্তিগত হাজিরার প্রয়োজন নেই সেখানে ম্যাজিস্ট্রেট তাকে হাজিরা থেকে অব্যাহতি দিতে পারেন এবং মকদ্দমাতে কার্যবাহ করতে পারেন।

(২) উপধারা (১)-এর বিধান, যতদূর সম্ভব সেই সবক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হবে যেখানে ফরিয়াদী হাজির না হওয়ার কারণ হলো তার মৃত্যু।

॥ ধারা : ২৫৭ ॥ অভিযোগ প্রত্যাহার করে নেওয়া [Withdrawal of complaint]—যদি ফরিয়াদী কোনো ক্ষেত্রে (বা মকদ্দমায়) এই অধ্যায়ের অধীন চূড়ান্ত আদেশ প্রদানের আগে কোনো একটা সময়ে ম্যাজিস্ট্রেটকে তুষ্ট করে দিতে পারে এই বলে যে, অভিযুক্ত ব্যক্তির বিরুদ্ধে অথবা, যেখানে একাধিক ব্যক্তি অভিযুক্ত সেখানে তাদের সবার বা তাদের কারো বিরুদ্ধে তার অভিযোগ প্রত্যাহার হেতু তাকে অনুমতি দেওয়ার মতো যথেষ্ট ভিত্তি (বা কারণ) আছে তাহলে ম্যাজিস্ট্রেট তাকে অভিযোগ প্রত্যাহার করার জন্য অনুমতি দিতে পারবেন এবং তখন ঐ অভিযুক্তকে যার উপর থেকে অভিযোগ এভাবে প্রত্যাহার করে নেওয়া হয়, বেকসুর খালাস করে দেবেন।

॥ ধারা : ২৫৮ ॥ কিছু মামলার ক্ষেত্রে কার্যবাহ রদ করার ক্ষমতা [Power to stop proceedings in certain cases]—অভিযোগ থেকে ভিন্ন কোনো কারণে (বা ভিত্তিতে) দায়ের করা কোনো সমন মামলাতে প্রথম শ্রেণীর কোনো ম্যাজিস্ট্রেট অথবা মুখ্য ন্যায়িক ম্যাজিস্ট্রেটের পূর্ব অনুমোদন সাপেক্ষে অন্য কোনো ন্যায়িক ম্যাজিস্ট্রেট নথিভুক্ত করে রাখা হবে এমন কারণে, কার্যবাহর যে কোনো পর্যায়ে কোনো রায় ঘোষণা না করে বন্ধ করতে পারেন এবং যেখানে মুখ্য সাক্ষীদের সাক্ষ্য নথিতে লিপিবদ্ধ করার পর এভাবে কার্যবাহ বন্ধ করা হয়, সেখানে বেকসুর খালাসের রায় ঘোষণা করতে পারেন এবং অন্য কোনো ক্ষেত্রে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে অব্যাহতি দিতে পারেন এবং এভাবে অব্যাহতি দেওয়া হবে খালাসের ফলবাহী।

॥ ধারা : ২৫৯ ॥ সমন-মকদ্দমাকে পরওয়ানা-মকদ্দমায় পরিণত করার আদালতের ক্ষমতা [Power of Court to convert summons-cases into warrant-cases]—যখন কোনো এমন অপরাধের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত সমন-মকদ্দমার বিচারানুষ্ঠান চলাকালে, যা ছ'মাসের চেয়ে বেশি সময়ের কারাদণ্ডে দণ্ডযোগ্য, ম্যাজিস্ট্রেটের প্রতীয়মান হয় যে, ন্যায়পরতার স্বার্থে ঐ অপরাধের বিচারকার্য পরওয়ানা-মকদ্দমার বিচারকার্যেও অনুসরণে করা দরকার তাহলে ঐ ম্যাজিস্ট্রেট পরওয়ানা-মকদ্দমার বিচারের জন্য এই সংহিতা দ্বারা বিধৃত পদ্ধতিতে ঐ মকদ্দমার পুনরায় শুনানির ব্যবস্থা করতে পারেন এবং এমন সাক্ষীদেরকে পুনরায় ডাকতে পারেন, যাদের পরীক্ষা আগে করা হয়ে গেছে।

অধ্যায় : ২১
[CHAPTER : XXI]
সংক্ষিপ্ত বিচার (সরাসরি বিচার)
(Summary Trials)
ধারা ২৬০ থেকে ধারা ২৬৫
[Section 260 to Section 265]

॥ ধারা : ২৬০ ॥ সংক্ষিপ্ত বিচারের ক্ষমতা [Power to try summarily]—(১) এই সংহিতাতে যা কিছুই বিধৃত থাকুক না কেন যদি—

(ক) কোনো মুখ্য ন্যায়িক ম্যাজিস্ট্রেট;

(খ) কোনো মহানগর ম্যাজিস্ট্রেট;

(গ) কোনো প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট, যাঁকে উচ্চ আদালত দ্বারা এই নিমিত্ত বিশেষভাবে ক্ষমতাসম্পন্ন করা হয়েছে;

যদি সঙ্গত মনে করেন তাহলে তিনি নিম্নলিখিত সমস্ত অপরাধের বা সেগুলোর কোনোটির সংক্ষিপ্ত (বা সরাসরি) বিচার করতে পারেন—

(এক) সেই সব অপরাধ, যা মৃত্যুদণ্ড, যাবজ্জীবন কারাদণ্ড বা দু'বছরের বেশি মেয়াদের কারাদণ্ডে দণ্ডনীয় নয়;

(দুই) ভারতীয় দণ্ড সংহিতার (১৮৬০-এর ৪৫) ধারা ৩৭৯, ধারা ৩৮০ বা ধারা ৩৮১-এর অধীনে চুরি, যেক্ষেত্রে চোরাই মালের দাম দু'শ টাকার বেশি নয়;

(তিন) ভারতীয় দণ্ড সংহিতার (১৮৬০-এর ৪৫) ধারা ৪১১-এর অধীন চুরি করা সম্পত্তি গ্রহণ করা (অর্থাৎ চোরাই মাল নেওয়া) বা রাখা, যেক্ষেত্রে এমন সম্পত্তির দাম দু'শ টাকার বেশি নয়;

(চার) ভারতীয় দণ্ড সংহিতার (১৮৬০-এর ৪৫) ধারা ৪১৪-র অধীন চুরি করা সম্পত্তি লুকাতে বা তার বিলিবন্দেজ করতে সাহায্য করা, যে ক্ষেত্রে এমন চোরাই সম্পত্তির দাম দু'শ টাকার বেশি নয়;

(পাঁচ) ভারতীয় দণ্ড সংহিতার (১৮৬০-এর ৪৫) ধারা ৪৫৪ ও ধারা ৪৫৬-র অধীন অপরাধ;

(ছয়) ভারতীয় দণ্ড সংহিতার (১৮৬০-এর ৪৫) ধারা ৫০৪-এর অধীন সার্বজনিক শান্তি ভঙ্গ করার কাজে ক্রোধোদ্দীপক করার উদ্দেশে অপমান করা এবং ধারা ৫০৬-এর অধীন অপরাধজনক ভীতি প্রদর্শন;

(সাত) পূর্ববর্তী অপরাধগুলোর কোনোটির সম্পাদনে প্ররোচনা (বা প্রোৎসাহন বা উস্কানি);

(আট) পূর্ববর্তী অপরাধগুলোর কোনোটির সম্পাদনের চেষ্টা করা, যখন ঐ ধরনের চেষ্টা অপরাধ;

(নয়) এমন কাজের ফলশ্রুতিতে হওয়া কোনো অপরাধ, যার সম্পর্কে পশু-অনধিকার সীমালঙ্ঘন অধিনিয়ম ১৮৭১ (১৮৭১-এর ১)-এর ধারা ২০-র অধীন অভিযোগ আনা যায় (বা নালিশ দায়ের করা যায়)।

(২) যখন সংক্ষিপ্ত বিচারকার্য চলাকালে ম্যাজিস্ট্রেটের প্রতীয়মান হয় যে, মকদ্দমাটির প্রকৃতি এমন যে, তার বিচার সংক্ষেপে করা অবাঞ্ছনীয় তাহলে ঐ ম্যাজিস্ট্রেট যে কোনো সাক্ষীকে যে সাক্ষীর পরীক্ষা করা হয়ে গেছে, আবার ডাকবেন এবং মামলাটির এই সংহিতা দ্বারা বিধৃত পদ্ধতিতে পুনঃশুনানির জন্য অগ্রসর হবেন।

॥ ধারা ঃ ২৬১ ॥ দ্বিতীয় শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট দ্বারা সংক্ষিপ্ত বিচার [Summary trial by Magistrate of the second classes]—উচ্চ আদালত (হাইকোর্ট) কোনো ম্যাজিস্ট্রেটকে যিনি দ্বিতীয় শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেটের ক্ষমতা প্রাপ্ত, এমন কোনো অপরাধের, যা শুধু অর্থদণ্ডে বা অর্থদণ্ড সহ বা অর্থদণ্ড ছাড়া অনধিক ছ'মাসের মেয়াদে কারাদণ্ডে দণ্ডযোগ্য এবং এমন কোনো অপরাধের প্রোৎসাহন বা এমন কোনো অপরাধ সম্পাদনের চেষ্টার সংক্ষেপে বিচার করার ক্ষমতা প্রদান করতে পারেন।

॥ ধারা ঃ ২৬২ ॥ সংক্ষিপ্ত বিচারের প্রক্রিয়া [Procedure of summary trials]—(১) এই অধ্যায়ের অধীন বিচারকার্য এর পরে এতে যেভাবে উল্লিখিত আছে, তা ব্যতীত এই সংহিতাতে সমন মকদ্দমার বিচার করার জন্য উল্লিখিত প্রক্রিয়ার অনুসরণ করা হবে।

॥ ধারা ঃ ২৬৩ ॥ সংক্ষিপ্ত বিচারের নথি [Record in summary trials]—সংক্ষেপে বিচার কৃত প্রত্যেক মকদ্দমায় ম্যাজিস্ট্রেট রাজ্য সরকার যেমন নির্দেশ দেবে তেমন নিদর্শে নিম্নলিখিত বিশদ বিবরণ অন্তর্ভুক্ত করবেন; যথা—

(ক) মকদ্দমার ক্রমিক সংখ্যা;

(খ) অপরাধ সম্পাদনের তারিখ;

(গ) রিপোর্ট বা অভিযোগের (বা নালিশের) তারিখ;

(ঘ) নালিশকারীর (যদি কেউ থাকে) নাম;

(ঙ) অভিযুক্ত ব্যক্তির নাম, তার মা-বাবার নাম এবং তার বাসস্থান;

(চ) সেই অপরাধ, যার অভিযোগ করা হয়েছে এবং সেই অপরাধ যা প্রমাণিত হয়েছে (যদি কেউ থাকে) এবং ধারা ২৬০-এর উপধারা (১)-এর প্রকরণ (দুই), প্রকরণ (তিন), প্রকরণ (চার)-এর অধীনস্থ মকদ্দমাগুলোতে সেই সম্পত্তিগুলোর মূল্য, যার সম্পর্কে অপরাধ সম্পাদিত হয়েছে;

(ছ) অভিযুক্ত ব্যক্তির স্বীকারোক্তি ও তার পরীক্ষা (যদি থাকে);

(জ) সিদ্ধান্ত (বা সার);

(ঝ) দণ্ডাদেশ বা অন্য কোনো চূড়ান্ত আদেশ;

(ঞ) কার্যবাহ শেষ হওয়ার তারিখ।

॥ ধারা ঃ ২৬৪ ॥ সংক্ষেপে বিচারকৃত মামলাতে রায় [Judgment in cases trial summarily]—সংক্ষেপে বিচারকৃত প্রত্যেক মামলাতে যে মামলাগুলোতে অভিযুক্ত ব্যক্তি নিজেকে দোষী হওয়া স্বীকার করে না, ম্যাজিস্ট্রেট সাক্ষ্যের সারাংশ এবং সিদ্ধান্তের কারণগুলো সংক্ষেপে বিবৃত করে রায় নথিভুক্ত করবেন।

॥ ধারা ঃ ২৬৫ ॥ নথি ও রায়-এর ভাষা [Language of record and judgment]—(১) এমন প্রত্যেকটি নথি ও রায় আদালতের ভাষায় লেখা হবে।

(২) উচ্চ আদালত সংক্ষিপ্ত বিচার করার জন্য ক্ষমতাসম্পন্ন কোনো ম্যাজিস্ট্রেটকে প্রাধিকৃত করতে পারে এই মর্মে যে, তিনি পূর্বোক্ত নথি বা রায় বা উভয়ই সেই আধিকারিককে প্রস্তুত করাতে পারেন, যাকে মুখ্য ন্যায়িক ম্যাজিস্ট্রেট দ্বারা এই নিমিত্ত নিযুক্ত করা হয়েছে এবং এইভাবে প্রস্তুতকৃত নথি বা রায় ঐ ম্যাজিস্ট্রেট দ্বারা স্বাক্ষরিত হবে।

অধ্যায় ঃ ২২
[CHAPTER : XXII]

কারাগারে অবরুদ্ধ বা আটক ব্যক্তিদের হাজিরা
(Attendance of Persons Confined or Detained in Prisons)

ধারা ২৬৬ থেকে ধারা ২৭১
[Section 266 to Section 271]

॥ ধারা ঃ ২৬৬ ॥ পরিভাষা (বা সংজ্ঞা) [Definition]—এই অধ্যায়ে (ক) **অবরুদ্ধ** শব্দের অন্তর্গত নিম্নলিখিতগুলো হবে—

(এক) এমন কোনো জায়গা, যা রাজ্য সরকার সাধারণ বা বিশেষ আদেশ দ্বারা অতিরিক্ত কারাগার বলে ঘোষণা করেছে;

(দুই) কোনো সংশোধনালয়, বোর্স্টল সংস্থা (অপ্রাপ্ত বয়স্ক বন্দিদের কারাগার) বা এধরনের অন্য কোনো সংস্থা।

॥ ধারা ঃ ২৬৭ ॥ বন্দিদের হাজিরার নির্দেশ দেওয়ার ক্ষমতা (বা হাজিরা অভিপ্রায় করার ক্ষমতা) [Power to require attendance of prisoners]—(১) যখনই এই সংহিতার অধীন কোনো তদন্ত বিচার বা অন্য কোনো কার্যবাহর সময়ে কোনো ফৌজদারী আদালতের এমন মনে হয় যে (বা প্রতীয়মান হয় যে)—

(ক) কারাগারে অবরুদ্ধ বা আটক ব্যক্তিকে কোনো অপরাধের অভিযোগের উত্তর দেওয়ার জন্য বা তার বিরুদ্ধে কোনো কার্যবাহ করার প্রয়োজন হেতু আদালতের সম্মুখে হাজির করা সমীচীন (বা দরকার); অথবা

(খ) ন্যায়পরতার স্বার্থে আবশ্যক হয় যে ঐ ব্যক্তিকে সাক্ষী হিসেবে পরীক্ষা করা হোক।

তখন ঐ আদালত কারাগারের ভারপ্রাপ্ত আধিকারিকের কাছে অভিপ্রায়বাহী আদেশ দিতে পারবে যে, আদালত এমন ব্যক্তিকে যথাস্থিতি অভিযোগের জবাব দেবার জন্য বা এমন কার্যবাহসমূহের প্রয়োজনের জন্য বা সাক্ষ্য দেওয়ার জন্য আদালতের সামনে পেশ করবে।

(২) যেখানে উপধারা (১)-এর অধীনে কোনো আদেশ দ্বিতীয় শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট দ্বারা প্রদান করা হয়, সেখানে তা কারাগারের ভারপ্রাপ্ত আধিকারিককে ততক্ষণ পাঠানো যাবে না বা তার দ্বারা তার ওপর ততক্ষণ কার্যবাহ করা যাবে না, যতক্ষণ এমন মুখ্য ন্যায়িক ম্যাজিস্ট্রেট দ্বারা প্রতি স্বাক্ষরিত না হবে, যার অধীনস্থ ঐ ম্যাজিস্ট্রেট।

(৩) উপধারা (২)-এর অধীন প্রতিস্বাক্ষরিত করার জন্য, পেশাকৃত প্রত্যেক আদেশের সঙ্গে এমন তথ্যাবলী, যার সম্পর্কে ম্যাজিস্ট্রেটের মতে আদেশ প্রয়োজনীয় হয়ে পড়েছে, একটি বিবরণ থাকবে এবং তা মুখ্য ন্যায়িক ম্যাজিস্ট্রেট যাঁর সামনে তা

পেশ করা হয়েছে সেই বিবরণের ওপর বিচার বিবেচনা করার পর আদেশে প্রতিস্বাক্ষর করাতে অস্বীকার করতে পারেন।

॥ ধারা ঃ ২৬৮ ॥ রাজ্য সরকারের ধারা ২৬৭-র প্রযোজ্যতা থেকে কিছু কিছু ব্যক্তিকে বাইরে রাখার ক্ষমতা [Power of State Government to exclude certain persons from operation of section 267]—(১) রাজ্য সরকার উপধারা (২)-এ উল্লিখিত বিষয়সমূহের কথা মনে রেখে কোনো সময় সাধারণ বা বিশেষ আদেশ দ্বারা এই মর্মে নির্দেশ দিতে পারে যে, কোনো ব্যক্তিকে বা কোনো শ্রেণীর ব্যক্তিদেরকে সেই কারাগার থেকে সরানো যাবে না, যাতে তাকে বা তাদেরকে অবরুদ্ধ বা আটক করা হয়েছে এবং তখন যতক্ষণ এমন আদেশ বলবৎ থাকে, ধারা ২৬৭-র অধীন প্রদত্ত কোনো আদর্শ তা রাজ্য সরকারের আদেশের আগে দেওয়া হোক বা পরে এমন ব্যক্তি বা এমন শ্রেণীর ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে প্রভাবদায়ী হবে না (অর্থাৎ বলবৎকরণযোগ্য হবে না)।

(২) উপধারা (১)-এর অধীন কোনো আদেশ দেওয়ার আগে রাজ্য সরকার নিম্নলিখিত বিষয়গুলোর প্রতি লক্ষ্য রাখবেন (অথবা বিবেচনা করবেন) যথা ঃ

(ক) সেই অপরাধের স্বরূপ যার জন্য বা সেই ভিত্তি (বা কারণ), যার ওপর ঐ ব্যক্তিকে বা সেই শ্রেণীর ব্যক্তিদেরকে কারাগারে অবরুদ্ধ বা আটক করার আদেশ দেওয়া হয়েছে;

(খ) যদি ঐ ব্যক্তিকে বা সেই শ্রেণীর ব্যক্তিদেরকে কারাগার থেকে সরানোর অনুমতি দেওয়া হয় তাহলে সার্বজনিক শান্তি বিঘ্নিত হওয়ার সম্ভাবনা;

(গ) সাধারণভাবে জনস্বার্থ।

॥ ধারা ঃ ২৬৯ ॥ বিশেষ কিছু ক্ষেত্রে কারাগারের ভারপ্রাপ্ত আধিকারিকের আদেশ কার্যকর না করা (বা কার্যকর থেকে বিরত থাকে) [Officer-in-charge of prison to abstain from carrying out order in certain in contingencies]—যেখানে ঐ ব্যক্তি, যার সম্পর্কে ধারা ২৬৭-র অধীন কোনো আদেশ দেওয়া হয়েছে—

(ক) রোগ অথবা অঙ্গ শৈথিল্যের জন্য কারাগার থেকে সরানোর মতো নয়; অথবা

(খ) বিচারের জন্য সোপর্দকরণের অধীন অথবা বিচারকার্য ঝুলে থাকাকালে বা প্রাথমিক তদন্তের কাজ ঝুলে থাকা পুনঃপ্রেরণাধীন; অথবা

(গ) এমন সময় কালের জন্য প্রহরায় আছে, যতটা আদেশ মান্য করার জন্য এবং ঐ কারাগারে, যেখানে সে অবরুদ্ধ বা আটক আছে, ফেরত নিয়ে যাওয়ার জন্য অভিপ্রেত সময় অতিক্রান্ত হওয়ার আগে শেষ হয়ে যায়; অথবা

(ঘ) এমন ব্যক্তি যার ক্ষেত্রে ধারা ২৬৮-র অধীন রাজ্য সরকার দ্বারা প্রদত্ত কোনো আদেশ প্রযোজ্য হয় সেখানে কারাগারের ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক আদালতের আদেশ কার্যকর করবেন না এবং এমন না করার কারণগুলোর একটি বিবরণ (বা বিবৃতি) আদালতকে পাঠাবেন ঃ

প্রকাশ থাকে যে, যখন এমন ব্যক্তির কাছে কারাগার থেকে পঁচিশ কিলোমিটারের বেশি নয় এমন জায়গায় সাক্ষ্য দেওয়ার জন্য হাজির হওয়া অভিপ্রায় করা হয় সেখানে কারাগারের ভারপ্রাপ্ত আধিকারিকের এমন না করার কারণ প্রকরণ (খ)-এ উল্লিখিত কারণ হবে না।

॥ ধারা ঃ ২৭০ ॥ **বন্দিকে আদালতে প্রহরায় আনতে হবে** [Prisoner to be brought to Court in custody]—ধারা ২৬৯-এর বিধানসমূহের অধীনে, কারাগারের ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক, ধারা ২৬৭-র উপধারা (১)-এর অধীন প্রদত্ত এবং যেখানে আবশ্যক সেখানে তার উপধারা (২)-এর অধীন যথাযথভাবে প্রতি স্বাক্ষরিত আদেশ পাওয়ার পর আদেশে উল্লিখিত ব্যক্তিকে এমন আদালতে যাতে তার হাজিরা অভিপ্রেত পাঠাবে যাতে সে আদেশে উল্লিখিত সময়ে সেখানে উপস্থিত হতে পারে এবং তাকে আদালতে অথবা তার কাছে প্রহরায় ততক্ষণ রাখবেন যতক্ষণ না তার পরীক্ষা করা হচ্ছে অথবা যতক্ষণ আদালত তাকে ঐ কারাগারে, যে কারাগারে সে অবরুদ্ধ বা আটক ছিল, ফেরত নিয়ে যাবার জন্য প্রাধিকৃত না করেন।

॥ ধারা ঃ ২৭১ ॥ **কারাগারে সাক্ষীকে জেরা করার (পরীক্ষা করার) জন্য কমিশন জারি করার ক্ষমতা (বা কমিশন ইসু করার বা কমিশন প্রেরণ করার ক্ষমতা** [Power to issue commission for examination of witness in prison]—কারাগারে অবরুদ্ধ বা আটক কোনো ব্যক্তিকে সাক্ষী হিসেবে পরীক্ষা করার জন্য ধারা ২৮৪-র অধীন কমিশন জারি করার আদালতের ক্ষমতার ওপর এই অধ্যায়ের বিধানসমূহের কোনো বিরূপ (বা প্রতিকূল) প্রভাব পড়বে না; এবং অধ্যায় ২৩-এর অংশ (খ)-এর বিধানসমূহ কারাগারে এমন কোনো ব্যক্তির কমিশনের ওপর পরীক্ষা সম্পর্কে তেমনই প্রযোজ্য হবে, যেমন সেগুলো কোনো অন্য ব্যক্তির কমিশনের ওপর পরীক্ষা সম্পর্কে প্রযোজ্য হয়।

অধ্যায় : ২৩
[CHAPTER : XXIII]
তদন্ত ও বিচারে সাক্ষ্য গ্রহণ
(Evidence in Inquiries and Trials)
ধারা ২৭২ থেকে ধারা ২৯৯
[Section 272 to Section 299]

ক. সাক্ষ্যগ্রহণ ও নথিভুক্তকরণের পদ্ধতি
(A. Mode of taking and recording evidence)

॥ ধারা : ২৭২ ॥ আদালতের ভাষা [Language of Courts]—রাজ্য সরকার স্থির করতে পারে যে, এই সংহিতার প্রয়োজন হেতু রাজ্যের মধ্যে উচ্চ আদালত ছাড়া অন্য প্রত্যেক আদালতের ভাষা কি হবে।

॥ ধারা : ২৭৩ ॥ অভিযুক্ত ব্যক্তির উপস্থিতিতে সাক্ষ্যগ্রহণ [Evidence to be taken in presence of accused]—ব্যক্তভাবে যেমন বিধান দেওয়া আছে, তা ব্যতিরেকে বিচারকার্য বা অন্য কার্যবাহ চলার সময়ে গৃহীত সমস্ত সাক্ষ্য অভিযুক্ত ব্যক্তির উপস্থিতিতে বা যখন তাকে ব্যক্তিগত হাজিরা থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয়েছে, তখন তার প্লিডারের উপস্থিতিতে নেওয়া হবে।

স্পষ্টীকরণ—এই ধারাতে **অভিযুক্ত** বলতে এমন ব্যক্তিকেও বুঝাবে যার সম্পর্কে অধ্যায় : ৮-এর অধীন কোনো কার্যবাহ এই সংহিতার অধীন শুরু করে দেওয়া হয়েছে।

॥ ধারা : ২৭৪ ॥ সমন-মামলা এবং তদন্তে নথি [Record in summons-cases and inquiries]—(১) ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে বিচারযোগ্য যাবতীয় সমন মামলায়, ধারা ১৪৫ থেকে ধারা ১৪৮-এর অধীন (যার মধ্যে এই দুই ধারাও আছে) সমস্ত তদন্তে এবং বিচার কার্য বলতে থাকা কার্যবাহ ব্যতিরেকে ধারা ৪৪৬-এর অধীন সমস্ত কার্যবাহতে, ম্যাজিস্ট্রেট যেমন যেমন সাক্ষীর পরীক্ষা হয় তেমন তেমন তার সাক্ষ্যের সারমর্মের একটি স্মারক আদালতের ভাষায় তৈরি করবেন :

প্রকাশ থাকে যে, যদি ম্যাজিস্ট্রেট এমন স্মারক তৈরি করতে অসমর্থ হন তাহলে তিনি তাঁর অসমর্থতার কারণ নথিভুক্ত করার পর এমন স্মারক প্রকাশ্য আদালতে লিখিত ভাবে বা নিজে মুখে বলে বলে তৈরি করাবেন।

(২) এমন স্মারকের ওপর ম্যাজিস্ট্রেট স্বাক্ষর করবেন, এবং তা নথির অংশ হবে।

॥ ধারা : ২৭৫ ॥ পরওয়ানা মামলাতে নথি [Record in warrant-cases]—(১) ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে বিচারযোগ্য সমস্ত পরওয়ানা মামলায় প্রত্যেক সাক্ষীর সাক্ষ্য যেমন যেমন তাদের পরীক্ষা হতে থাকে তেমন তেমন হয় ম্যাজিস্ট্রেট দ্বারা ব্যক্তিগত ভাবে লেখা হবে অথবা প্রকাশ্য আদালতে তার দ্বারা মুখে বলে বলে দেখানো হবে

অথবা যেক্ষেত্রে তিনি কোনো শারীরিক বা অন্য কোনো অসমর্থতার কারণে এমনটা করতে সক্ষম নন সেখানে তাঁর দ্বারা এই নিমিত্ত নিযুক্ত আদালতের কোনো আধিকারিক দ্বারা তাঁর নির্দেশ ও তত্ত্বাবধানে লিপিবদ্ধ করতে হবে।

(২) যেখানে ম্যাজিস্ট্রেট সাক্ষ্য লেখাবেন সেখানে তিনি এই মর্মে একটি প্রমাণপত্র নথিভুক্ত করবেন যে, উপধারা (১)-এ উল্লিখিত কারণে তিনি ব্যক্তিগত ভাবে সাক্ষ্য লিখতে পারেন নি।

(৩) সাধারণতঃ এধরনের সাক্ষ্য বর্ণনার মতো লিপিবদ্ধ করা হবে, কিন্তু ম্যাজিস্ট্রেট স্বীয় বিবেচনা (বা মর্জি) অনুসারে, এধরনের সাক্ষ্যের কোনো অংশ প্রশ্নোত্তর শৈলীতেও (বা ভঙ্গিতেও) লিখতে পারেন বা দেখাতে পারেন।

(৪) এভাবে লিখিত সাক্ষ্যের ওপর ম্যাজিস্ট্রেট স্বাক্ষর করবেন আর তা নথির অংশ হবে।

॥ ধারা ঃ ২৭৬ ॥ দায়রা আদালতের সামনে সাক্ষ্য গ্রহণের নথি [Record in trial before Court of Session]—(১) সেশন আদালতের সামনে যাবতীয় বিচারানুষ্ঠানে প্রত্যেক সাক্ষ্যের সাক্ষ্য যেমন যেমন পরীক্ষা হতে থাকবে তেমন তেমন তা হয় পীঠাসীন ন্যায়াধীশ স্বয়ং লিখবেন অথবা প্রকাশ্য আদালতে তিনি মুখে বলে বলে লেখাবেন অথবা তাঁর দ্বারা এই নিমিত্ত নিযুক্তকে আদালতের কোনো আধিকারিক তাঁরই নির্দেশে এবং তত্ত্বাবধানে লিখবেন।

(২) সাধারণতঃ এধরনের সাক্ষ্য বর্ণনার শৈলীতে (বা ভঙ্গিতে বা ঢঙে) লিপিবদ্ধ করা হবে, তবে পীঠাসীন ন্যায়াধীশ নিজের বিবেচনা (বা মর্জি) অনুসারে সাক্ষ্যের কোনো অংশ প্রশ্নোত্তর শৈলীতে লিখতে পারেন বা দেখাতে পারেন।

(৩) এভাবে লিপিবদ্ধ সাক্ষ্যের ওপর পীঠাসীন ন্যায়াধীশ স্বাক্ষর করবেন আর তা নথির অংশ হবে।

॥ ধারা ঃ ২৭৭ ॥ সাক্ষ্যের নথির ভাষা [Language of record of evidence]—প্রত্যেক মকদ্দমার ক্ষেত্রে যেখানে সাক্ষ্য ধারা ২৭৫ বা ধারা ২৭৬-এর অধীনে লিপিবদ্ধ করা হয়; সেখানে —

(ক) সাক্ষী যদি আদালতের ভাষাতে সাক্ষ্য দেয় তাহলে তা সেই ভাষাতেই লিপিবদ্ধ করতে হবে;

(খ) যদি সে অন্য কোনো ভাষায় সাক্ষ্য দেয় তাহলে তা যদি সম্ভব হয় তবে সেই ভাষাতেই লেখা যাবে আর যদি তা সম্ভব না হয় তাহলে যেমন যেমন সাক্ষীর পরীক্ষা হতে থাকে তেমন তেমন ঐ সাক্ষ্যের আদালতের ভাষাতে যথাযথ অনুবাদ প্রস্তুত করতে হবে, তার ওপর ম্যাজিস্ট্রেট বা পীঠাসীন ন্যায়াধীশ স্বাক্ষর করবেন এবং তা নথির অংশ হবে;

(গ) যেক্ষেত্রে সাক্ষ্য প্রকরণ (খ)-এর অধীন আদালতের ভাষা ব্যতীত ভিন্ন কোনো ভাষায় লেখা হয়, সেক্ষেত্রে আদালতের ভাষায় তার যথাযথ অনুবাদ যথাসাধ্য শীঘ্র প্রস্তুত করা হবে, তার ওপর ম্যাজিস্ট্রেট বা পীঠাসীন ন্যায়াধীশ স্বাক্ষর করবেন, আর তা নথির অংশ হবে ঃ

প্রকাশ থাকে যে, যখন প্রকরণ (খ)-এর অধীন সাক্ষ্য ইংরেজিতে লিপিবদ্ধ করা হয় এবং আদালতের ভাষাতে তার অনুবাদ করা পক্ষরা অভিপ্রায় না করে, তাহলে আদালত এমন অনুবাদ করা থেকে বিরত থাকতে পারে (অর্থাৎ না করাতে পারে বা করা থেকে অব্যাহতি দিতে পারে)।

॥ ধারা : ২৭৮ ॥ এমন সাক্ষ্য যখন সম্পূর্ণ হয়ে যায় তখন তার সম্পর্কে প্রক্রিয়া [Procedure in regard to such evidence when completed]—(১) যেমন যেমন প্রত্যেক সাক্ষীর সাক্ষ্য, যা ধারা ২৭৫ বা ধারা ২৭৬-এর অধীন নেওয়া হয়, শেষ হতে থাকে তেমন তেমন তা যদি অভিযুক্ত ব্যক্তি হাজির থাকে তাহলে তার বা যদি প্লিডার দিয়ে হাজির হয় তাহলে তার প্লিডারের উপস্থিতিতে সাক্ষীকে পড়ে শোনানো হবে এবং যদি প্রয়োজন হয় তাহলে সংশোধনও করা হবে।

(২) যদি এমন সাক্ষী সাক্ষ্যের কোনো অংশ, তাকে পড়ে শোনাবার সময় তা শুনতে অস্বীকার করে (অর্থাৎ শুনতে না চায়) তাহলে ম্যাজিস্ট্রেট বা পীঠাসীন ন্যায়াধীশ ঐ সাক্ষ্য সংশোধন না করে তার ওপর এই সম্পর্কে সাক্ষী যে আপত্তি জানিয়েছে তার একটি স্মারকলিপি লিখতে পারেন এবং তার সঙ্গে তিনি যেমন প্রয়োজন মনে করবেন তেমন মন্তব্য সংশ্লিষ্ট করে দেবেন।

(৩) যদি সাক্ষীর প্রদত্ত সাক্ষ্য সে যে ভাষায় দিয়েছে সেই ভাষা ভিন্ন অন্য কোনো ভাষায় নথিভুক্ত হয়ে থাকে আর সাক্ষী যদি সেই ভাষা না বোঝে তাহলে তাকে এমন নথির অনুবাদ যে ভাষায় দেওয়া হয়েছিল সেই ভাষাতে অথবা যে ভাষা সে বোঝে সেই ভাষাতে শোনাতে হবে।

॥ ধারা : ২৭৯ ॥ অভিযুক্ত বা তার প্লিডারকে সাক্ষ্যের ভাষান্তর শোনাতে হবে [Interpretation of evidence to accused or his pleader]—(১) যখন কোনো সাক্ষ্য এমন ভাষাতে দেওয়া হয় যে ভাষা অভিযুক্ত ব্যক্তি বোঝে না এবং সে আদালতে স্বয়ং (বা ব্যক্তিগতভাবে) উপস্থিত আছে, তখন প্রকাশ্য আদালতে যে ভাষা সে বোঝে তাকে সেই ভাষায় ভাষান্তর শোনাতে হবে (বা ভাষান্তর করে বুঝিয়ে দিতে হবে)।

(২) যদি সে প্লিডার দিয়ে হাজির হয় এবং কোনো সাক্ষ্য আদালতের ভাষা ছাড়া এমন ভাষাতে দেওয়া হয় যে ভাষা ঐ প্লিডার বোঝেন না তাহলে তাঁকে সেই ভাষার ভাষান্তর আদালতের ভাষাতে শোনাতে হবে।

(৩) কোনো দস্তাবেজ যখন নিয়ম অনুযায়ী প্রমাণের প্রয়োজন হেতু পেশ করা হয় (বা উপস্থাপন করা হয়) তখন এই বিষয়টি সম্পূর্ণ আদালতের নিজের বিচার-বিবেচনার ওপর নির্ভর করে যে আদালত তার থেকে ততটা অংশেরই ভাষান্তর শোনাবে যতটা অংশ শোনানোর প্রয়োজন হবে।

॥ ধারা : ২৮০ ॥ সাক্ষীর ভাবভঙ্গির ব্যাপারে মন্তব্য [Remarks respecting demeanour of witness]—যখন পীঠাসীন ন্যায়াধীশ বা ম্যাজিস্ট্রেট কোনো সাক্ষীর সাক্ষ্য নথিভুক্ত করে নেন তখন ঐ সাক্ষীর পরীক্ষা করার সময় তার ভাবভঙ্গির

ব্যাপারে এমন মন্তব্যও লিপিবদ্ধ করবেন (যদি তেমন কিছু থাকে), যা তিনি গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করবেন।

॥ ধারা : ২৮১ ॥ অভিযুক্তের পরীক্ষা সংক্রান্ত নথি [Record of examination of accused]—(১) যখন কোন অভিযুক্ত ব্যক্তির পরীক্ষা কোনো মহানগর ম্যাজিস্ট্রেট করেন তখন ঐ ম্যাজিস্ট্রেট অভিযুক্ত ব্যক্তির পরীক্ষার সারাংশের (সারমর্মের) স্মারকলিপি প্রস্তুত করবেন আদালতের ভাষাতে এবং এমন স্মারকলিপিতে ম্যাজিস্ট্রেট স্বাক্ষর করবেন আর তা নথির অংশ হবে।

(২) যখনই কোনো অভিযুক্ত ব্যক্তির পরীক্ষা মহানগর ম্যাজিস্ট্রেট ব্যতিরেকে অন্য কোনো ম্যাজিস্ট্রেট বা সেশন আদালত দিয়ে করানো হয় তখন তাকে জিজ্ঞেস করা প্রত্যেকটি প্রশ্ন এবং তার দ্বারা প্রদত্ত প্রত্যেকটি উত্তর সহ এমন সমস্ত পরীক্ষা স্বয়ং পীঠাসীন ন্যায়াধীশ বা ম্যাজিস্ট্রেট দ্বারা বা যেক্ষেত্রে তিনি কোনো শারীরিক বা অন্য কোনো সমর্থতার কারণে এমন করতে অপারগ সেখানে তার দ্বারা এই হেতু নিযুক্ত আদালতের কোনো আধিকারিক দ্বারা তাঁর নির্দেশও তত্ত্বাবধানে সম্পূর্ণভাবে নথিভুক্ত করা হবে।

(৩) যদি সম্ভব হয় তাহলে নথি সেই ভাষাতে লেখা হবে যে ভাষাতে অভিযুক্ত ব্যক্তির পরীক্ষা করা হয় আর যদি তা সম্ভব না হয় তাহলে তা আদালতের ভাষাতে হবে।

(৪) নথি অভিযুক্ত ব্যক্তিকে দেখানো হবে অথবা তাকে পড়ে শোনানো হবে, অথবা যে ভাষায় তা লেখা হয়েছে, যদি সে ঐ ভাষা না বোঝে তাহলে তার ভাষান্তর তাকে সেই ভাষাতে, যে ভাষা সে বোঝে, শোনানো হবে এবং তার উত্তরসমূহের স্পষ্টীকরণ করার বা তা কোনো কিছু সংযোজন করার ব্যাপারে তার স্বাধীনতা থাকবে।

(৫) অতঃপর তার ওপর অভিযুক্ত ব্যক্তি এবং ম্যাজিস্ট্রেট বা পীঠাসীন ন্যায়াধীশ স্বাক্ষর করবেন এবং ম্যাজিস্ট্রেট বা পীঠাসীন ন্যায়াধীশ তাঁদের স্বাক্ষর দ্বারা প্রমাণ করবেন যে, উক্ত পরীক্ষা তাঁর উপস্থিতিতে করা হয়েছিল এবং তিনি তা শুনেছেন এবং নথিতে অভিযুক্ত ব্যক্তির দ্বারা প্রদত্ত বিবৃতির পুরো ও যথাযথ বিবরণ নথিতে বর্ণিত আছে।

(৬) এই ধারার কোনো কিছু সংক্ষিপ্ত বিচারের কাজ চলাব সময়ে অভিযুক্তের পরীক্ষায় প্রযোজ্য হতে পারে এমন মনে করা হবে না।

॥ ধারা : ২৮২ ॥ দোভাষী যথাযথ ভাষান্তর করতে বাধ্য থাকবে [Interpreter to be bound to interpret truthfully]—যখন কোনো সাক্ষ্য বা বিবৃতির ভাষান্তরের জন্য কোনো ফৌজদারী আদালত কোনো দোভাষীব সাহায্য নেওয়ার প্রয়োজন মনে করা হয, তখন ঐ দোভাষী এ ধরনেব সাক্ষ্যের বা বিবৃতিব যথাযথ (বা ঠিকঠাক বা নির্ভুল বা অবিকল) ভাষান্তব কবার জন্য বাধ্য থাকবেন।

॥ ধারা : ২৮৩ ॥ উচ্চ আদালতে নথি [Record in Hight Court]—প্রত্যেক উচ্চ আদালত, সাধারণ নিয়ম দ্বারা এমন পদ্ধতি নির্দিষ্ট করে দিতে পারে যাতে ঐ মামলাগুলোতে সাক্ষীদের সাক্ষ্য এবং অভিযুক্ত ব্যক্তিদের পরীক্ষা লিপিবদ্ধ করা হবে যা তার সামনে উপস্থাপিত হয় এবং এমন সাক্ষ্য এবং পরীক্ষা এমন পদ্ধতি অনুসারে লেখা হবে।

খ. সাক্ষীদের পরীক্ষার জন্য কমিশন

(B. Commissions for the examination of witnesses)

॥ ধারা : ২৮৪ ॥ কখন সাক্ষীকে হাজির হওয়া থেকে অব্যাহতি দেওয়া হবে এবং কমিশন জারি (ইস্যু) করা হবে [When attendance of witness may be dispensed with and commission issued]—(১) যখনই এই সংহিতার অধীন কোনো তদন্ত বিচার বা অন্য কোনো কার্যবাহ চলাকালে (বা অনুক্রমে) আদালত বা ম্যাজিস্ট্রেটের প্রতীয়মান হয় যে ন্যায়পরতার স্বার্থে কোনো সাক্ষীর পরীক্ষা করার প্রয়োজন আছে এবং এমন সাক্ষীকে হাজিরা মকদ্দমার পরিস্থিতিতে যতটা অনুচিত হয় ততটা বিলম্ব, ব্যয় বা অসুবিধা ব্যতিরেকে করানো সম্ভব হয় না, তখন আদালত বা ম্যাজিস্ট্রেট এমন হাজিরা থেকে অব্যাহতি দিতে পারেন এবং সাক্ষীকে পরীক্ষা করার জন্য এই অধ্যায়ের বিধানসমূহ অনুসারে কমিশন জারি করতে পারবেন :

প্রকাশ থাকে যে, যেখানে ন্যায়পরতার স্বার্থে ভারতের রাষ্ট্রপতি বা উপরাষ্ট্রপতি বা কোনো রাজ্যের রাজ্যপাল বা সংঘ রাজ্যক্ষেত্রের প্রশাসককে সাক্ষী হিসেবে পরীক্ষা করার প্রয়োজন হয় তখন এমন সাক্ষীকে পরীক্ষা করার জন্য কমিশন জারি করা যাবে।

(২) আদালত অভিশংসনের কোনো সাক্ষীকে পরীক্ষা করার জন্য কমিশন জারি করার সময় প্লিডারের পারিশ্রমিক সহ এমন পরিমাণ টাকা যা আদালত অভিযুক্তের খরচ-খরচা মেটাতে সঙ্গত মনে করে, অভিশংসন দ্বারা দেওয়া হোক বলে নির্দেশ দিতে পারে।

॥ ধারা : ২৮৫ ॥ কাকে কমিশন জারি করা হবে [Commission to whom to be issued]—(১) সাক্ষী যদি সেই রাজ্য ক্ষেত্রগুলোর মধ্যে থাকে যে রাজ্যক্ষেত্রগুলোতে এই সংহিতা প্রসারিত আছে, তাহলে কমিশন যেখানে যে প্রকার ঐ মহানগর ম্যাজিস্ট্রেট বা মুখ্য ন্যায়িক ম্যাজিস্ট্রেটকে নির্দিষ্ট করা হবে যার স্থানীয় ক্ষেত্রাধিকারের মধ্যে এমন সাক্ষীকে পাওয়া যেতে পারে।

(২) সাক্ষী যদি, ভারতে থাকলেও (ভারতের) এমন রাজ্যে বা এমন কোনো অঞ্চলে থাকে যেখানে এই সংহিতা প্রসারিত নয় তাহলে এমন আদালত বা আধিকারিকে কমিশন নির্দিষ্ট করা হবে যাকে কেন্দ্রীয় সরকার প্রজ্ঞাপন দ্বারা এই হেতু উল্লিখিত করবে।

(৩) সাক্ষী যদি ভারতের বাইরে কোনো দেশে বা স্থানে থাকে এবং এমন দেশ

বা স্থানের সরকারের সঙ্গে কেন্দ্রীয় সরকার অপরাধজনক বিষয় সম্পর্কে (অর্থাৎ ফৌজদারী বিষয় সম্পর্কে) সাক্ষীদের সাক্ষ্য নেওয়ার ব্যাপারে ব্যবস্থা করে থাকে তাহলে কমিশন এমন নিদর্শে জারি করা যাবে, এমন আদালত বা আধিকারিককে নির্দিষ্ট করা হবে এবং পাঠানোর জন্য এমন প্রাধিকারীকে পাঠানো হবে যা কেন্দ্রীয় সরকার প্রজ্ঞাপন দ্বারা এই হেতু উল্লেখ (বা বিহিত) করবে।

॥ ধারা ঃ ২৮৬ ॥ কমিশন নির্বাহ [Execution of commissions]—কমিশন পাওয়ার পর মুখ্য মহানগর ম্যাজিস্ট্রেট বা মুখ্য ন্যায়িক ম্যাজিস্ট্রেট অথবা এমন মহানগর ম্যাজিস্ট্রেট বা ন্যায়িক ম্যাজিস্ট্রেট যাঁকে তিনি এই হেতু নিযুক্ত করেন, সাক্ষীকে তাঁর সামনে হাজির হওয়ার জন্য সমন করবেন অথবা সেই জায়গায় যাবেন যেখানে সাক্ষী আছে এবং তার সাক্ষ্য তেমনই পদ্ধতিতে লিপিবদ্ধ করবেন এবং এই প্রয়োজন হেতু সেই রকমই ক্ষমতার প্রয়োগ করতে পারবেন যা এই সংহিতার অধীন পরওয়ানা মামলার বিচারের জন্য বিধৃত আছে (বা প্রযোজ্য হয়)।

॥ ধারা ঃ ২৮৭ ॥ পক্ষরা সাক্ষীদের পরীক্ষা করতে পারবে [Parties may examine witnesses]—(১) এই সংহিতার অধীন এমন কোনো কার্যবাহের পক্ষরা, যাতে কমিশন জারি করা হয়েছে, নিজের নিজের এমন লিখিত প্রশ্নাবলী পাঠাতে পারে যাদের কমিশনের নির্দেশ প্রদানকারী আদালত বা ম্যাজিস্ট্রেট সংশ্লিষ্ট বিষয়ের সঙ্গে প্রাসঙ্গিক বলে মনে করেন এবং ঐ ম্যাজিস্ট্রেট, আদালত বা আধিকারিকের জন্য, যাঁকে কমিশন নির্দিষ্ট করা হয় বা যাঁকে তার নির্বাহের কর্তব্য প্রত্যায়োজিত করা হয় (অর্পণ করা হয়), তাঁর পক্ষে এমন প্রশ্নাবলীর ভিত্তিতে সাক্ষীকে পরীক্ষা করা আইনসম্মত হবে।

(২) কোনো এমন পক্ষ এমন ম্যাজিস্ট্রেট, আদালত বা আধিকারিকের সামনে প্লিডার দ্বারা বা যদি প্রহরায় না থেকে থাকে তাহলে ব্যক্তিগতভাবে হাজির হতে পারে এবং উক্ত সাক্ষীকে যেখানে যে প্রকার পরীক্ষা, প্রতিপরীক্ষা, অথবা পুনরায় পরীক্ষা করতে পারেন।

॥ ধারা ঃ ২৮৮ ॥ কমিশন ফেরত দেওয়া (বা প্রত্যার্পণ) [Return of commission]—(১) ধারা ২৮৪-র অধীন জারি করা কোনো কমিশন যথাযথ ভাবে নির্বাহ করার পর তা তার অধীন পরীক্ষিত সাক্ষীদের সাক্ষ্যসহ যে আদালত বা যে ম্যাজিস্ট্রেট কমিশন জারি করেছিলেন তাঁকে ফেরৎ পাঠাতে হবে এবং ঐ কমিশন, তার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বিবরণ এবং সাক্ষ্য সমস্ত যথাযথ সময়ে পক্ষদেরকে পরিদর্শন হেতু দেওয়া হবে এবং যাবতীয় ন্যায় সঙ্গত ব্যতিক্রম সাপেক্ষে যে কোনো পক্ষ দ্বারা মকদ্দমাতে সাক্ষ্য হিসেবে তা পঠিত হবে এবং তা নথির অংশ হবে।

(২) যদি এভাবে গৃহীত কোনো সাক্ষ্য ভারতীয় সাক্ষ্য অধিনিয়ম, ১৮৭২ (১৮৭২-এর ১)-এর ধারা ৩৩ দ্বারা উল্লিখিত শর্তাবলী পূরণ করে, তাহলে তা কোনো অন্য আদালতের সামনেও মকদ্দমার কোনো পরবর্তী পর্যায়ে সাক্ষ্যতে গৃহীত হতে পারে।

॥ ধারা : ২৮৯ ॥ কার্যবাহর স্থগিতকরণ [Adjournment of proceeding]—প্রত্যেকটি মামলায় যাতে ধারা ২৮৪-র অধীন কমিশন জারি করা হয়েছে, তদন্ত, বিচার বা অন্য কোনো কার্যবাহ এমন উল্লিখিত সময়ের জন্য, যা কমিশন নির্বাহ ও তা ফেরতের জন্য যথার্থভাবে পর্যাপ্ত হয়, স্থগিত করা যাবে।

॥ ধারা : ২৯০ ॥ বিদেশি কমিশনের নির্বাহ [Execution of foreign commissions]—(১) ধারা ২৮৬-এর বিধান এবং ধারা ২৮৭ এবং ধারা ২৮৮-র যতটা অংশের বিধান কমিশনের নির্বাহ এবং তার ফেরতের সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত ততটা অংশের বিধান এতে অতঃপর উল্লিখিত কোনো আদালত, ন্যায়াধীশ বা ম্যাজিস্ট্রেট দ্বারা জারিকৃত কমিশনের ব্যাপারে তেমন ভাবেই প্রযোজ্য হবে যেমন ভাবে সেগুলো ধারা ২৮৪-র অধীনে জারিকৃত কমিশনে প্রযোজ্য হয়।

(২) উপধারা (১)-এ উল্লিখিত আদালত ন্যায়াধীশ এবং ম্যাজিস্ট্রেট হবেন নিম্নলিখত মতো—

(ক) ভারতের এমন ক্ষেত্রের মধ্যে, যেখানে এই সংহিতা প্রসারিত নয়, ক্ষেত্রাধিকার প্রয়োগকারী এমন আদালত, ন্যায়াধীশ বা ম্যাজিস্ট্রেট যাকে কেন্দ্রীয় সরকার, প্রজ্ঞাপন দ্বারা, এ ব্যাপারে উল্লেখ করে;

(খ) ভারতের বাইরের এমন কোনো দেশ বা স্থানে, সেখানে কেন্দ্রীয় সরকার প্রজ্ঞাপন দ্বারা এব্যাপারে উল্লেখ করে, ক্ষেত্রাধিকার প্রয়োগকারী এবং ঐ দেশ বা স্থানে বলবৎ আইনের অধীন অপরাধমূলক মামলার ক্ষেত্রে সাক্ষীদের পরীক্ষার জন্য কমিশন জারি করার প্রাধিকার সম্পন্ন আদালত ন্যায়াধীশ বা ম্যাজিস্ট্রেট।

॥ ধারা : ২৯১ ॥ চিকিৎসক সাক্ষীর সাক্ষ্য (বা জবানবন্দি) [Deposition of medical witness]—(১) অভিযুক্তের উপস্থিতিতে ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক গৃহীত এবং প্রমাণিত করা বা এই অধ্যায়ের অধীন কমিশনের ভিত্তিতে নেওয়া সিভিল সার্জেন বা অন্য চিকিৎসক-সাক্ষীর সাক্ষ্য এই সংহিতার অধীন কোনো তদন্ত, বিচার বা অন্য কার্যবাহতে সাক্ষ্যতে উপস্থাপন করা যেতে পারে, যদিও সাক্ষ্যপ্রদানকারীকে (অভিসাক্ষীকে) সাক্ষী হিসেবে ডাকা হয় নি।

(২) আদালত যদি সঙ্গত মনে করে তাহলে এমন কোনো সাক্ষ্যপ্রদানকারীকে সমন করতে পারে এবং তার সাক্ষ্যর বিষয়-বস্তু সম্পর্কে আবেদন ক্রমে এমনটা করবে।

॥ ধারা : ২৯২ ॥ টাকশাল আধিকারিকদের সাক্ষ্য [Evidence of officers of the Mint]—(১) কোনো দস্তাবেজ, যা টাকশালের বা ইণ্ডিয়া সিক্যুরিটি প্রেসের (যার মধ্যে পড়বে স্ট্যাম্প এবং লেখনীসামগ্রী নিয়ন্ত্রকের অফিসও) এমন গেজেটেড (রাজপত্রিত) আধিকারিকের যাঁকে কেন্দ্রীয় সরকার প্রজ্ঞাপন দ্বারা এই নিমিত্ত উল্লেখ করে, এই সংহিতার অধীন কোনো কার্যবাহ চলা কালে পরীক্ষা এবং রিপোর্টের জন্য যথাযথভাবে তাকে প্রেরিত কোনো সামগ্রী বা বস্তুর সম্পর্কে নিজের স্বাক্ষরসহ রিপোর্ট বলে অনুমিত হয়, এই সংহিতার অধীন কোনো তদন্ত, বিচার বা অন্য

কার্যবাহতে সাক্ষ্য হিসেবে ব্যবহার করা যাবে, যদিও এমন আধিকারিককে সাক্ষী হিসেবে ডাকা হয়নি।

(২) আদালত যদি উচিত মনে করে তাহলে এমন আধিকারিককে সমন করতে পারে এবং তাঁর রিপোর্টের (প্রতিবেদনের) বিষয়-বস্তু সম্পর্কে তার পরীক্ষা করতে পারে ঃ

প্রকাশ থাকে যে, এমন কোনো আধিকারিককে কোনো এমন নথি পেশ করার জন্য সমন করা যাবে না যার ওপর রিপোর্ট প্রতিষ্ঠিত (বা যা ঐ রিপোর্টের ভিত্তি)।

(৩) ভারতীয় সাক্ষ্য অধিনিয়ম, ১৮৭২ (১৮৭২-এর ১)-এর ধারা ১২৩ ও ধারা ১২৪-এর বিধানসমূহের ওপর কোনো প্রতিকূল প্রভাব না ফেলে এমন কোনো আধিকারিককে টাঁকশাল বা ইণ্ডিয়া সিক্যুরিটি প্রেসে মাস্টার বা স্ট্যাম্প ও লেখনী-সামগ্রী নিয়ন্ত্রকের অনুমতি ব্যতিরেকে—

(ক) এমন অপ্রকাশিত সরকারি নথি থেকে, যার ওপর রিপোর্ট প্রতিষ্ঠিত, প্রাপ্ত কোনো সাক্ষ্য দেওয়ার জন্য অনুমতি দেওয়া যাবে না;

(খ) কোনো সামগ্রী বা বস্তুর পরীক্ষা কালে তার দ্বারা সম্পাদিত পরীক্ষণের অথবা স্বরূপ বা বিস্তারিত বিবরণ প্রকাশ করার জন্য অনুমতি দেওয়া যাবে না।

॥ ধারা ঃ ২৯৩ ॥ কিছু সরকারি বিজ্ঞান বিশেষজ্ঞদের প্রতিবেদন [Reports of certain Government scientific experts]—(১) যে কোনো দস্তাবেজ, যা কোনো সরকারি বৈজ্ঞানিক বিশেষজ্ঞের যার ওপর এই ধারা প্রযোজ্য হয়, এই সংহিতার অধীন কোনো কার্যবাহ চলাকালে পরীক্ষা বা বিশ্লেষণ এবং প্রতিবেদনের (রিপোর্টের) জন্য যথাযথভাবে তা প্রেরিত কোনো সামগ্রী বা বস্তুর ব্যাপারে স্ব-স্বাক্ষরিত প্রতিবেদন বলে প্রতীয়মান হয় এই সংহিতার অধীন কোনো তদন্ত, বিচার বা অন্য কোনো কার্যবাহতে সাক্ষ্য হিসেবে ব্যবহার করা যাবে।

(২) আদালত যদি সঙ্গত মনে করে তাহলে এমন বিশেষজ্ঞকে সমন জারি করতে পারে এবং তার প্রতিবেদনের (রিপোর্টের) বিষয়-বস্তুর ব্যাপারে তাঁর পরীক্ষা করতে পারবে।

(৩) যেক্ষেত্রে এমন কোনো বিশেষজ্ঞকে আদালত কর্তৃক সমন জারি করা হয় এবং তিনি ব্যক্তিগতভাবে হাজির হতে অপরাগ হন, সেক্ষেত্রে আদালত তাঁকে ব্যক্তিগত ভাবে হাজির হওয়ার জন্য ব্যক্তভাবে কোনো নির্দেশ দিয়ে না থাকলে, তিনি তাঁর সঙ্গে কর্মরত কোনো দায়িত্ব সম্পন্ন আধিকারিককে আদালতে হাজিব হওয়ার জ্য্য নিযুক্ত করতে (বা প্রেরণ করতে) .রেন (অবশ্য) যদি ঐ আধিকারিক মামলার তথ্য সম্পর্কে অবগত থাকেন এবং আদালতে তাঁর তরফে সন্তোষজনকভাবে সাক্ষ্য দিতে পারেন।

(৪) এই ধারাটি নিম্নলিখিত সরকারি বৈজ্ঞানিক বিশেষজ্ঞের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হয়; যেমন—

(ক) সরকারের কোনো রাসায়নিক পরীক্ষক বা সহকারি রাসায়নিক পরীক্ষক;

(খ) বিস্ফোটক পদার্থের মুখ্য পরিদর্শক;

(গ) আঙ্গুলের ছাপ সংক্রান্ত কার্যালয়ের (Finger Print Bureau) নির্দেশক;

(ঘ) মুম্বাইয়ের হাফ্‌কিন সংস্থার (Haffkine Institute, Bombay) নির্দেশক;

(ঙ) কেন্দ্রীয় সরকারের কোনো ন্যায় সম্পর্কিত বিজ্ঞান গবেষণাগার বা রাজ্য সরকারের কোনো ন্যায় সম্পর্কিত বিজ্ঞান গবেষণাগারের নিদেশক, উপ-নিদেশক বা সহকারি নিদেশক;

(চ) সরকারি সিরাম বিজ্ঞানী (The Serologist to the Government)।

॥ ধারা ঃ ২৯৪ ॥ কিছু দস্তাবেজের নিয়মমাফিক প্রমাণ প্রয়োজন নেই [No formal proof of certain doccuments]—(১) যেখানে কোনো অভিশংসন বা অভিযুক্ত ব্যক্তি আদালতের সামনে কোনো দস্তাবেজ দাখিল করে সেখানে এমন প্রত্যেক দস্তাবেজের বিস্তারিত বিবরণ একটি তালিকাতে অন্তর্ভুক্ত করা হবে এবং অভিশংসন বা অভিযুক্ত ব্যক্তির কাছে অথবা অভিশংসন বা অভিযুক্ত ব্যক্তি প্লিডারের কাছে যদি থাকে যেখানে যে প্রকার, এমন প্রত্যেক দস্তাবেজের অকৃত্রিমতার ব্যাপারে স্বীকার বা অস্বীকার করার ব্যাপারে অভিপ্রায় করা হবে (অর্থাৎ স্বীকার বা অস্বীকার করার জন্য ডাকতে হবে)।

(২) দস্তাবেজসমূহের তালিকা রাজ্য সরকার যেমন নির্দিষ্ট করে দেবেন তেমন নিদর্শে হবে;

(৩) যেখানে কোনো দস্তাবেজের অকৃত্রিমতার ব্যাপারে কোনো বিবাদ নাই, সেখানে এমন দস্তাবেজ যে ব্যক্তির দ্বারা স্বাক্ষরিত বলে প্রতীয়মান হয়, সেই ব্যক্তির স্বাক্ষরের প্রমাণ ব্যতিরেকেই এই সংহিতার অধীন কোনো তদন্ত, বিচার বা অন্য কোনো কার্যবাহতে সাক্ষ্য হিসেবে পাঠ করা যাবে ঃ

প্রকাশ থাকে যে, আদালত তার মর্জি মতো এমন স্বাক্ষর প্রমাণ করার জন্য অভিপ্রায় করতে পারে।

॥ ধারা ঃ ২৯৫ ॥ লোকসেবকদের আচরণের প্রমাণ সম্পর্কিত শপথ পত্র [Affidavit in proof of conduct of public servants]—যখন কোনো আদালতে এই সংহিতার অধীনে কোনো তদন্ত, বিচার বা অন্য কোনো কার্যবাহ চলাকালে কোনো আবেদন করা হয় এবং তাতে কোনো লোক সেবক সম্পর্কে কোনো অভিযোগ করা হয়, তখন আবেদনকারী আবেদন পত্রে অভিযোগ করা তথ্যাবলীর ব্যাপারে শপথপত্র দ্বারা সাক্ষ্য দিতে পারে এবং আদালত সঙ্গত মনে করলে ঐ তথ্যাবলী সম্পর্কে এভাবে সাক্ষ্য দেওয়ার জন্য আদেশ দিতে পারে।

॥ ধারা ঃ ২৯৬ ॥ শপথপত্রের ওপর আনুষ্ঠানিক সাক্ষ্য [Evidence of formal character on affidavit]—(১) যে কোনো ব্যক্তির এমন সাক্ষ্য, যা আনুষ্ঠানিক চরিত্র বিশিষ্ট, শপথ পত্র দ্বারা দেওয়া যেতে পারে এবং যাবতীয় ন্যায়সঙ্গত ব্যতিক্রম

সাপেক্ষে এই সংহিতার অধীন কোনো তদন্ত, বিচার বা অন্য কোনো কার্যবাহতে সাক্ষ্য হিসেবে পাঠ করা যাবে।

(২) যদি আদালত সঙ্গত মনে করে তাহলে এমন যে কোনো ব্যক্তিকে সমন জারি করতে পারে এবং তার শপথপত্রে অন্তর্ভুক্ত (বিধৃত) তথ্যাবলী সম্পর্কে তার পরীক্ষা করতে পারে কিন্তু অভিশংসন বা অভিযুক্ত ব্যক্তির আবেদনের ভিত্তিতে (বা তারা আবেদন করলে) এমনটা করবে।

॥ ধারা : ২৯৭ ॥ যে সমস্ত প্রাধিকারীদের কাছে শপথ পত্রের ওপর শপথ গ্রহণ করা যাবে [Authorities before whom affidavits may be sworn]—(১) এই সংহিতার অধীন কোনো আদালতের সামনে ব্যবহার উপযোগী শপথপত্রের ওপর শপথগ্রহণ বা হলফ (প্রতিজ্ঞান) নিম্নলিখিতদের সমক্ষে কবা যেতে পারে—

(ক) কোনো ন্যায়াধীশ বা কোনো ন্যায়িক বা কার্যনির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট; বা

(খ) উচ্চ আদালত বা দায়রা আদালত কর্তৃক নিযুক্ত কোনো শপথ-কমিশনার; বা

(গ) নোটারি অধিনিয়ম, ১৯৫২ (১৯৫২-র ৫৩)-র অধীন নিযুক্ত কোনো নোটারি।

(২) শপথপত্র এমন তথ্য পর্যন্ত, যেগুলো সাক্ষী স্বয়ং তার জ্ঞানানুসারে প্রমাণ করতে সক্ষম এবং এমন তথ্য পর্যন্ত, যেগুলোর সত্যতার ব্যাপারে বিশ্বাস করার জন্য তার কাছে যথার্থ ভিত্তি আছে, সীমাবদ্ধ হবে এবং তাতে তার কথন আলাদা-আলাদা ভাবে হবে এবং বিশ্বাসের ভিত্তির ক্ষেত্রে সাক্ষী এধরনের বিশ্বাসের ভিত্তি (বা কারণ) স্পষ্টভাবে (বা ব্যক্ত ভাবে) বিবৃত করবে।

(৩) আদালত শপথ পত্রতে কোনো কলঙ্কজনক ও অপ্রাসঙ্গিক বিষয় কেটে বাদ দেওয়ার অথবা সংশোধন করার আদেশ দিতে পাববে।

॥ ধারা : ২৯৮ ॥ পূর্ববর্তী দোষী সাব্যস্ত বা দোষ থেকে অব্যাহতি (বেকসুর খালাস) কিভাবে প্রমাণিত হবে [Previous conviction or aquittal how proved]—পূর্ববর্তী দোষী সাব্যস্ত বা বেকসুর খালাস এই সংহিতার অধীন কোনো তদন্ত, বিচার বা অন্য কোনো কার্যবাহতে, সমকালে বলবৎ কোনো আইন দ্বারা নির্দিষ্ট অন্য কোনো পদ্ধতি ছাড়া—

(ক) এমন উদ্ধৃতি দ্বারা, যা ঐ আদালতের, যে আদালতের এমন দোষী সাব্যস্ত বা বেকসুর খালাস করা হয়েছিল, নথি প্রহরায় রক্ষাকাবী আধিকারিকের স্বাক্ষর দ্বারা প্রমাণিত ঐ দণ্ডাদেশ বা আদেশের প্রতিলিপি হতে হবে; অথবা

(খ) দোষী সাব্যস্তের ক্ষেত্রে, হয় এমন শপথ দ্বারা, যা ঐ ধাবার ভারপ্রাপ্ত আধিকারিকের দ্বারা স্বাক্ষরিত, যাতে দণ্ড বা তার কোনো অংশ ভোগ করা হয়েছিল অথবা সোপর্দের (প্রেরণের) সেই পবওয়ানা পেশ করে, যার অধীন দণ্ড ভোগ করা হয়েছিল এবং এই ক্ষেত্রগুলোর প্রত্যেকটিতে এই বিষযের সাক্ষ্য সহ যে, অভিযুক্ত ব্যক্তি, সেই ব্যক্তি যাকে এমন দোষী সাব্যস্ত বা বেকসুর খালাস করা হয়েছিল, প্রমাণ কধা যাবে।

॥ ধারা : ২৯৯ ॥ অভিযুক্তের অনুপস্থিতিতে সাক্ষ্যের নথিভুক্তিকরণ [Record of evidence in absence of accused]—(১) যদি প্রমাণ করে দেওয়া যায় যে, অভিযুক্ত ব্যক্তি ফেরার হয়ে গেছে, এবং তাতে অনতিবিলম্বে গ্রেপ্তার করার কোনো সম্ভাবনা নেই, তাহলে যে অপরাধের অভিযোগ করা হয়েছে, সেই অপরাধের জন্য ঐ ব্যক্তির বিচার করার জন্য বা বিচারকার্য হেতু সোপর্দকরণের জন্য ক্ষমতাসম্পন্ন (সক্ষম) আদালত অভিশংসনের তরফে পেশকৃত সাক্ষীদের (যদি তেমন কেহ থাকে), তার অনুপস্থিতিতে পরীক্ষা করতে পারে এবং তাদের সাক্ষ্য নথিভুক্ত করতে পারে এবং এমন কোনো সাক্ষ্য ঐ ব্যক্তি গ্রেপ্তার হওয়ার পর, ঐ অপরাধের তদন্ত বিচারে, যে অপরাধের অভিযোগ তার বিরুদ্ধে আনা হয়েছে, তার বিরুদ্ধে সাক্ষ্যতে দেওয়া যেতে পারে যদি সাক্ষী মারা গিয়ে থাকে বা সাক্ষ্য দিতে অপারগ হয় অথবা তাকে পাওয়া না যায় অথবা তাকে এতটা বিলম্ব, খরচ-খরচা বা অসুবিধা ছাড়া, যতটা এই মামলার পরিস্থিতিতে অনুচিত হয়, হাজির করানো না যায়।

(২) যদি এমন প্রতীয়মান হয় যে, মৃত্যুদণ্ড বা যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডযোগ্য কোনো অপরাধ কোনো অজ্ঞাত ব্যক্তি বা ব্যক্তিদের দ্বারা সম্পাদিত হয়েছে, তাহলে উচ্চ আদালত বা দায়রা ন্যায়াধীশ এই মর্মে নির্দেশ দিতে পারবে যে, কোনো প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট বা তদন্ত করবেন এবং যে কোনো সাক্ষীকে যারা অপরাধের সম্পর্কে সাক্ষ্য দিতে সক্ষম, পরীক্ষা করবেন এবং এভাবে নেওয়া কোনো সাক্ষ্য কোনো এমন ব্যক্তির বিরুদ্ধে, যার ওপর অপরাধের তদপরবর্তী অভিযোগ আনা হয়, সাক্ষ্যতে দেওয়া যেতে পারে, যদি সাক্ষী মারা যায় বা সাক্ষ্য দিতে অসমর্থ হয়ে পড়ে বা সে ভারতের সীমার বাইরে থাকে।

অধ্যায় ঃ ২৪
[CHAPTER ঃ XXIV]
তদন্ত ও বিচারের সম্পর্কে সাধারণ বিধানসমূহ
(General Provisions as to Inquiries and Trials)
ধারা ৩০০ থেকে ধারা ৩২৭
[Section 300 to Section 327]

॥ ধারা ঃ ৩০০ ॥ একবার দোষী সাব্যস্ত বা বেকসুর খালাসকৃত ব্যক্তির সেই অপরাধের জন্য বিচার হবে না [Persons once convicted or aquitted not to be tried for same offence]—(১) যে ব্যক্তি কোনো অপরাধের জন্য কোনো ক্ষমতাসম্পন্ন আদালত কর্তৃক একবার বিচার করা হয়েছে এবং যাকে একবার এমন অপরাধেব জন্য দোষী সাব্যস্ত বা বেকসুব খালাস করে দেওয়া হয়েছে, যতক্ষণ এমন দোষী সাব্যস্তকবণ বা বেকসুর খালাসের আদেশ বলবৎ থাকবে ততক্ষণ তার সেই একই অপরাধের জন্য না কোনো বিচার করা যাবে আর না সেই একই তথ্যাবলীর ওপর ভিত্তি কবে এমন কোনো অন্য অপরাধের জন্য তার বিচার করা যাবে, যার জন্য তাব বিরুদ্ধে আনা অভিযোগ থেকে ভিন্ন কোনো অভিযোগ ধারা ২২১-এর উপধারা (১)-এর অধীন আনা যেত বা যার জন্য তাকে উপধারা (২) সাপেক্ষে দোষী সাব্যস্ত কবা যেতে পাবত।

(২) কোনো অপরাধের জন্য দোষী সাব্যস্ত করা বা বেকসুর খালাস করা কোনো ব্যক্তিব বিচার, তদ্‌পশ্চাৎ রাজ্য সরকারের সম্মতিক্রমে এমন অন্য কোনো অপরাধের জন্য করা যেতে পারে যাব জন্য পূর্ববর্তী বিচারে তার বিরুদ্ধে ধারা ২২০-র উপধারা (১)-এর অধীন পৃথক অভিযোগ আনা যেতে পারত।

(৩) যে ব্যক্তিকে কোনো এমন কাজে সৃষ্ট কোনো অপরাধের জন্য দোষী সাব্যস্ত করা হয়েছে, যা এমন ফলসৃষ্টি করে, যা ঐ কাজের সঙ্গে মিলিত হয়ে ঐ অপরাধ থেকে, যাব জন্য সে দোষী সাব্যস্ত হয়েছে, ভিন্ন কোনো অপরাধ গঠিত কবে, তার এমন শেষ উল্লিখিত অপরাধের জন্য অতঃপর বিচার করা যেতে পারে, যদি যখন তাকে দোষী সাব্যস্ত করা হয়েছিল সেই সময় ঐ ফলপ্রসূত না হয়ে তাকে বা তা হওয়ার ব্যাপারে আদালত জ্ঞাত না হয়ে থাকে।

(৪) যে ব্যক্তিকে কোনো কাজের দ্বারা সৃষ্ট কোনো অপরাধের জন্য বেকসুর খালাস বা দোষী সাব্যস্ত করা হযেছে, তার ওপর বেকসুর খালাস বা দোষী সাব্যস্তকরণের আদেশ সত্ত্বেও, সেই কাজের দ্বারা সৃষ্ট (বা উৎপাদিত) এবং তার দ্বারা সম্পাদিত কোনো অপরাধের জন্য তার পরে অভিযোগ আনা যেতে পারে এবং তার বিচার কবা যেতে পারে যদি ঐ আদালত, যে আদালত কর্তৃক প্রথমে তার বিচার করা হয়েছিল, ঐ অপরাধের বিচারের জন্য সক্ষম না থেকে থাকে যার জন্য পরে তার ওপর অভিযোগ আনা হয়।

(৫) ধারা ২৫৮-র অধীন খালাসকৃত ব্যক্তির সেই একই অপরাধের জন্য বিচার ঐ আদালতের সম্মতি ব্যতিরেকে করা যাবে না, যে আদালত কর্তৃক তাকে মুক্ত করা হয়েছিল বা অন্য কোনো এমন আদালতের সম্মতি ব্যতিরেকে করা যাবে না যে আদালত প্রথমে উল্লিখিত আদালতের অধীনস্থ।

(৬) এই ধারার কোনো কিছু সাধারণ প্রকরণ অধিনিয়ম (General Clauses Act), ১৮৯৭ (১৮৯৭-এর ১০)-এর ধারা ২৬-এর বা এই সংহিতার ধারা ১৮৮-র বিধান সমূহকে প্রভাবিত করবে না (অর্থাৎ বিধানসমূহের ওপর প্রভাব ফেলবে না)।

স্পষ্টীকরণ—অভিযোগ খারিজ করা বা অভিযুক্তকে মুক্ত করা এই ধারার প্রয়োজন হেতু বেকসুর খালাস নয় (is not an acquittal)।

উদাহরণ—(ক) ভৃত্য হিসেবে চুরি করার অভিযোগে ক-এর বিচার করা হলো এবং তাকে বেকসুর খালাস করা হলো। যতক্ষণ এই বেকসুর খালাস বলবৎ থাকবে তার ওপর ভৃত্য হিসেবে চুরির জন্য বা সেই তথ্যাবলীর ভিত্তিতে শুধুমাত্র চুরির জন্য বা অপরাধজনক বিশ্বাসভঙ্গের জন্য পরে আর অভিযোগ আনা যাবে না।

(খ) গুরুতর ক্ষতি করার জন্য ক-এর বিচার করা হলো এবং তাকে দোষী সাব্যস্ত করা হলো, ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি এরপর মারা গেল। অপরাধজনক নরহত্যার জন্য ক-এর আবার বিচার হতে পারে।

(গ) খ-এর অপরাধজনক নরহত্যার জন্য ক-এর বিরুদ্ধে দায় বা আদালতের সামনে অভিযোগ আনা হলো এবং তাকে দোষী সাব্যস্ত করা হলো। খ-এর হত্যার জন্য সেই একই তথ্যাবলীর ওপর ভিত্তি করে তার পরে আর ক-এর বিচার করা যাবে না।

(ঘ) ইচ্ছাকৃতভাবে খ-এর ক্ষতি করার জন্য প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক ক-এর ওপর অভিযোগ আনা হলো এবং তাকে দোষী সাব্যস্ত করা হলো। যতক্ষণ না মকদ্দমাটি এই ধারার উপধারা (৩)-এর আওতায় না আসছে ততক্ষণ ইচ্ছাকৃতভাবে খ-এর গুরুতর ক্ষতি করার জন্য সেই একই তথ্যাবলীর ওপর ভিত্তি করে তার পরে আর ক-এর বিচার করা যাবে না।

(ঙ) খ-এর শরীর থেকে সম্পত্তি চুরি করার জন্য দ্বিতীয় শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট ক-এর ওপর অভিযোগ আনলেন এবং তাকে দোষী সাব্যস্ত করা হলো। সেই একই তথ্যাবলীর ভিত্তিতে তার পরে আর ক-এর ওপর দস্যুতার অভিযোগ আনা যেতে পারে এবং তার বিচার করা যেতে পারে।

(চ) ঘ-এর ওপর দস্যুতার করার জন্য ক, খ এবং গ-এর বিরুদ্ধে প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট অভিযোগ আনলেন এবং তাদেরকে দোষী সাব্যস্ত করা হলো। সেই একই তথ্যাবলীর ওপর নির্ভর করে তার পরে ক, খ ও গ-এর বিরুদ্ধে ডাকাতির অভিযোগ আনা যাবে এবং তাদের বিচার করা যাবে।

॥ ধারা : ৩০১ ॥ সরকারি অভিশংসকদের মাধ্যমে হাজিরা [Appearance by Public Prosecutors]—(১) কোনো মকদ্দমার ভারপ্রাপ্ত সরকারি অভিশংসক বা

সহকারি সরকারি অভিশংসক কোনো আদালতে, যে আদালতে ঐ মকদ্দমাটি তদন্ত, বিচার বা আপিলের অধীনে আছে কোনো রকম লিখিত প্রাধিকার ব্যতিরেকে হাজির হতে পারেন এবং সওয়াল-জবাব করতে (বা বিবৃতি দিতে) পারেন।

(২) এমন কোনো মকদ্দমায় যদি কোনো বেসরকারি ব্যক্তি কোনো আদালতে কোনো ব্যক্তিকে অভিশংসিত করার জন্য কোনো প্লিডারকে পরামর্শ দেন তাহলে মকদ্দমার ভারপ্রাপ্ত সরকারি অভিশংসক এবং সহকারি সরকারি অভিশংসক অভিশংসন পরিচালনা করবেন এবং এমন ভাবে নির্দেশপ্রাপ্ত প্লিডার তাতে সরকারি অভিশংসক বা সহকারি সরকারি অভিশংসকের নির্দেশের অধীন কার্য সম্পাদন করবেন এবং আদালতের অনুমতিতে ঐ মকদ্দমাতে সাক্ষ্যের সমাপ্তির পর লিখিত ভাবে যুক্তিতর্ক পেশ করতে পারবেন।

॥ ধারা : ৩০২ ॥ অভিশংসন পরিচালনার জন্য অনুমতি [Permission to conduct prosecution]—(১) কোনো মকদ্দমার তদন্ত বা বিচারকারী কোনো ম্যাজিস্ট্রেট পরিদর্শক পদমর্যাদার চেয়ে নিম্ন পদমর্যাদার পুলিশ আধিকারিক ভিন্ন যে কোনো ব্যক্তি দ্বারা অভিশংসন পরিচালনার অনুমতি দিতে পারেন; কিন্তু মহাধিবক্তা বা সরকারি অধিবক্তা বা সরকারি অভিশংসক বা সহকারি সরকারি অভিশংসক ব্যতীত কোনো ব্যক্তি এমন অনুমতি ব্যতিরেকে এমন করার অধিকারী হবেন না :

প্রকাশ থাকে যে, যদি পুলিশের কোনো আধিকারিক ঐ অপরাধের অনুসন্ধান (বা তদন্তে), যার সম্পর্কে অভিযুক্ত ব্যক্তির অভিশংসিত করা হচ্ছে, অংশ নেয়, তাহলে অভিশংসন পরিচালনা করার অনুমতি তাঁকে দেওয়া যাবে না।

(২) অভিশংসন পরিচালনা করা কোনো ব্যক্তি ব্যক্তিগতভাবে বা প্লিডার দিয়ে এমন করতে পারেন।

॥ ধারা : ৩০৩ ॥ যে ব্যক্তির বিরুদ্ধে কার্যবাহ দায়ের করা হয়েছে তার প্রতিরক্ষণ করার অধিকার [Right of person against whom proceedings are instituted to be defended]—যে ব্যক্তি ফৌজদারী আদালতের সমক্ষে অপরাধ সম্পাদনের জন্য অভিযুক্ত অথবা যার বিরুদ্ধে এই সংহিতার অধীন কার্যবাহ দায়ের করা হয়েছে, তার এমন অধিকার থাকবে যে, তার পছন্দের প্লিডার দিয়ে তার প্রতিরক্ষণ করতে পারবে (অর্থাৎ পছন্দের প্লিডার দিয়ে তাঁর আত্মরক্ষা করার অধিকার আছে)।

॥ ধারা : ৩০৪ ॥ কিছুক্ষেত্রে রাজ্য সরকারের খরচে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে আইনগত সাহায্য [Legal aid to accused at State expense in certain cases]—(১) যেখানে দায়রা আদালতের সমক্ষে কোনো বিচারে কোনো প্লিডার দিয়ে অভিযুক্ত ব্যক্তির প্রতিনিধিত্ব করা হয় না এবং যেখানে আদালতের এমন প্রতীয়মান হয় যে কোনো প্লিডার নিয়োগ করার মতো অভিযুক্ত ব্যক্তির যথেষ্ট আর্থিক সংগতি নাই, সেখানে আদালত তার প্রতিরক্ষণের জন্য রাজ্যের খরচে প্লিডার নিয়োগ করবে।

(২) রাজ্য সরকারের পূর্ব অনুমোদনে উচ্চ আদালত (হাইকোর্ট)—

(ক) উপধারা (১)-এর অধীন প্রতিরক্ষণের জন্য প্লিডার নির্বাচনের পদ্ধতির;

(খ) এধরনের প্লিডারদের আদালত কর্তৃক প্রদেয় সুবিধাদির;

(গ) এধরনের প্লিডারদের সরকার কর্তৃক প্রদেয় পারিশ্রমিকের এবং সাধারণ ভাবে উপধারা (১)-এর উদ্দেশগুলোকে কার্যকরী করার জন্য।

বিধান প্রদায়ক নিয়ম প্রণয়ন করতে পারে।

(৩) রাজ্য সরকার প্রজ্ঞাপন দ্বারা নির্দেশ দিতে পারে যে, যে তারিখ প্রজ্ঞাপনে উল্লেখিত আছে সেই তারিখ থেকে উপধারা (১) ও (২)-এর বিধান রাজ্যের অন্যান্য আদালতের সমক্ষে কোনো শ্রেণীর বিচারের ক্ষেত্রে তেমন ভাবেই প্রযোজ্য হবে যেমন ভাবে তা দায়রা আদালতের সমক্ষে বিচারের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হয়।

॥ ধারা : ৩০৫ ॥ নিগম বা নিবন্ধিত সংস্থা (বা সমিতি) যখন অভিযুক্ত হয় তখন প্রক্রিয়া [Procedure when corporation or registered society is an accused]—(১) এই ধারায় 'নিগম' বলতে বুঝাবে কোনো নিবন্ধিত কোম্পানি বা অন্যান্য নিবন্ধিত সংস্থা এবং সমিতি নিবন্ধন আইন (সোসাইটি রেজিস্ট্রেশন অ্যাক্ট), ১৮৬০ (১৮৬০-এর ২১)-এর অধীন নিবন্ধিত সমিতিও এর অন্তর্ভুক্ত।

(২) যেখানে কোনো নিগম কোনো তদন্ত বা বিচারে অভিযুক্ত ব্যক্তি বা ব্যক্তিদের মধ্যে একজন হয় সেখানে তা এমন তদন্ত বা বিচারের প্রয়োজনার্থ একজন প্রতিনিধি নিয়োগ করতে পারে এবং এমন নিযুক্তি নিগমের নাম মুদ্রার অধীন করার আবশ্যকতা নেই।

(৩) যেখানে নিগমের কোনো প্রতিনিধি হাজির হয়, সেখানে এই সংহিতার এই অভিপ্রায়, যে কোনো কিছু অভিযুক্ত ব্যক্তির সামনে করা হবে বা অভিযুক্তকে পড়ে শোনানো হবে বা কথন করা হবে বা ব্যাখ্যা করা হবে, এই অভিপ্রায় হিসেবে অর্থ করা হবে যে, ঐ বিষয়টি প্রতিনিধির উপস্থিতিতে করা হবে, প্রতিনিধিকে পড়ে শোনানো হবে বা বলা হবে (কথন করা হবে) বা ব্যাখ্যা করা হবে এবং কোনো এমন অভিপ্রায়ের যে, অভিযুক্তের পরীক্ষা করা হবে, এই অভিপ্রায় হিসেবে অর্থ করা হবে যে, ঐ প্রতিনিধির পরীক্ষা করা হবে (অর্থাৎ যেক্ষেত্রে কোনো করপোরেশনের প্রতিনিধি হাজির হয়, সেক্ষেত্রে কোনো কিছু অভিযুক্ত ব্যক্তির উপস্থিতিতে করতে হবে বা তাকে পড়ে শোনাতে হবে বা বলতে হবে বা ব্যাখ্যা করতে হবে বলে এই সংহিতার যে কোনো অভিপ্রায়কে এমন অভিপ্রায় বলে মনে করতে হবে যে, ঐ বিষয়টি উক্ত প্রতিনিধির উপস্থিতিতে করতে হবে, তাকে পড়ে শোনাতে হবে, বলতে হবে বা ব্যাখ্যা করতে হবে এবং অভিযুক্ত ব্যক্তির পরীক্ষা নিতে হবে বলে যে কোনো অভিপ্রায়কে ঐ প্রতিনিধির পরীক্ষা নেওয়ার অভিপ্রায় বলে মনে করতে হবে)।

(৪) যেখানে নিগমের কোনো প্রতিনিধি হাজির না হয়, সেখানে কোনো এমন অভিপ্রায় (নির্দেশ) যা উপধারা (৩)-এ উল্লিখিত আছে, প্রযোজ্য হবে না।

(৫) যেখানে নিগমের ব্যবস্থাপক অধিকর্তা দ্বারা বা কোনো এমন ব্যক্তি দ্বারা (তাকে যে নামেই অভিহিত করা হোক না কেন), যে নিগমের কার্যকলাপ ব্যবস্থিত

করে বা ব্যবস্থাকারী ব্যক্তিদের মধ্যে একজন স্বাক্ষর করা হয়েছে বলে প্রতীয়মান হচ্ছে এমন মর্মবাহী লিখিত বিবৃতি (বা কথন) দাখিল করা হয় যে বিবৃতিতে উল্লিখিত ব্যক্তিকে এই ধারার প্রয়োজন হেতু নিগমের প্রতিনিধি হিসেবে নিযুক্ত করা হয়েছে, সেখানে আদালত যতক্ষণ এর প্রতিকূল প্রমাণিত না করা হচ্ছে, এমন প্রাক্-প্রত্যয় করা হবে যে উক্ত ব্যক্তিকে এইভাবে নিযুক্ত হয়েছেন।

(৬) যদি আদালতের সমক্ষে কোনো তদন্ত বা বিচারে নিগমের প্রতিনিধি হিসেবে হাজির হওয়া কোনো ব্যক্তি এমন প্রতিনিধি কিনা এমন প্রশ্ন উত্থিত হয়, তাহলে ঐ প্রশ্নের মীমাংসা আদালত কর্তৃক করা হবে।

॥ ধারা ঃ ৩০৬ ॥ অপরাধীর সঙ্গীকে ক্ষমা প্রদান [Tender of pardon to accomplish]—(১) কোনো এমন অপরাধের সঙ্গে, যাতে এই ধারা প্রযোজ্য হয়, প্রত্যক্ষভাবে বা পরোক্ষভাবে সংযুক্ত বা সংশ্লিষ্ট বলে মনে হওয়া কোনো ব্যক্তির সাক্ষ্য পাওয়ার লক্ষ্যে, মুখ্য ন্যায়িক ম্যাজিস্ট্রেট বা মহানগর ম্যাজিস্ট্রেট অপরাধের অনুসন্ধান বা তদন্ত বা বিচারের কোনো পর্যায়ে এবং অপরাধের তদন্ত বা বিচারকারী প্রথম শ্রেণী ম্যাজিস্ট্রেট, তদন্ত বা বিচারের কোনো পর্যায়ে ঐ ব্যক্তিকে এই শর্তে ক্ষমা প্রদান করতে পারেন যে সে অপরাধ সম্পর্কে এবং তার সম্পাদনে মুখ্য অপরাধী হিসেবে বা সাহায্যকারী হিসেবে যা-ই হোক না কেন, সংযুক্ত প্রত্যেক অন্য ব্যক্তি সম্পর্কে যাবতীয় পারিপার্শ্বিকতার যার সম্পর্কে সে জ্ঞাত আছে, পূর্ণ ও সত্য বিবরণী প্রকাশ করে দেবে।

(২) এই ধারা নিম্নলিখিত ক্ষেত্রগুলোতে প্রযোজ্য হয়—

(ক) কেবলমাত্র দায়রা আদালত দ্বারা বা ফৌজদারী আইন সংশোধন অধিনিয়ম, ১৯৫২ (১৯৫২-র ৪৬)-র অধীন নিযুক্ত বিশেষ ন্যায়াধীশের আদালত দ্বারা বিচারযোগ্য অপরাধ;

(খ) এমন কারাবাসে, যার মেয়াদ সাত বছর পর্যন্ত হয় বা অধিক কঠোর দণ্ডে দণ্ডযোগ্য কোনো অপরাধ।

(৩) প্রত্যেক ম্যাজিস্ট্রেট, যিনি উপধারা (১)-এর অধীন ক্ষমা-প্রদান করেন—

(ক) এমন করার কারণগুলো নথিভুক্ত করবেন;

(খ) নথিভুক্ত করবেন যে, ক্ষমা-প্রদান সেই ব্যক্তির দ্বারা থেকে তা করা হয়েছে, গৃহীত হয়েছে কিনা, এবং অভিযুক্ত দ্বারা আবেদন করা হলে তাকে এমন নথির প্রতিলিপি বিনামূল্যে দেবে।

(৪) উপধারা-(১)-এর অধীন ক্ষমা গ্রহণকারী—

(ক) প্রত্যেক ব্যক্তিকে অপরাধ বিচারার্থ গ্রহণকারী প্রত্যেক ম্যাজিস্ট্রেটের আদালতে এবং পরবর্তী বিচারে, যদি কেউ থাকে সাক্ষী হিসেবে পরীক্ষা করা হবে;

(খ) প্রত্যেক ব্যক্তিকে ইতিমধ্যে সে জামিনে না থেকে থাকলে বিচারকার্য শেষ না হওয়া পর্যন্ত প্রহরায় আটক রাখা হবে।

(৫) যেখানে কোনো ব্যক্তি উপধারা (১)-এব অধীন প্রদত্ত ক্ষমা স্বীকার করে

নিয়েছে এবং উপধারা (৪)-এর অধীন তার পরীক্ষা সম্পন্ন হয়েছে, সেখানে অপরাধটি বিচারার্থ গ্রহণকারী ম্যাজিস্ট্রেট, মামলাতে কোনো বাড়তি (অতিরিক্ত) তদন্ত করা ব্যতিরেকে—

(ক) মামলাটি—

(এক) যদি অপরাধটি কেবল দায়রা আদালত দ্বারা বিচারযোগ্য হয় বা যদি বিচারার্থ গ্রহণকারী ম্যাজিস্ট্রেট মুখ্য ন্যায়িক ম্যাজিস্ট্রেট হন, তাহলে ঐ আদালতে সোপর্দ করে দেবেন;

(দুই) যদি অপরাধ কেবল ফৌজদারী আইন সংশোধন অধিনিয়ম, ১৯৫২ (১৯৫২-র ৪৬)-এর অধীন নিযুক্ত বিশেষ ন্যায়াধীশের আদালত দ্বারা বিচারযোগ্য হয় তাহলে ঐ আদালতকে সোপর্দ করে দেবেন।

(খ) অন্য কোনো ক্ষেত্রে, মামলাটি মুখ্য ন্যায়িক ম্যাজিস্ট্রেটের হাতে তুলে দেবেন (অর্থাৎ হস্তান্তর করবেন) যিনি তার বিচার নিজেই করবেন।

॥ ধারা : ৩০৭ ॥ ক্ষমা প্রদানের নির্দেশ দেওয়ার ক্ষমতা [Power to direct tender of pardon]—মামলা সোপর্দকরণের পর যে কোনো সময়, কিন্তু রায় ঘোষণা করার আগে ঐ আদালত যাকে মামলা সোপর্দ করা হয় এমন কোনো অপরাধের সঙ্গে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সংযুক্ত বা সংশ্লিষ্ট বলে অনুমিত হয়, বিচারে এমন কেনো ব্যক্তির সাক্ষ্য নেওয়ার লক্ষ্যে (বা উদ্দেশ্যে বা জন্যে) ঐ ব্যক্তিকে সেই একই শর্তসাপেক্ষে ক্ষমা প্রদান করতে পারে।

॥ ধারা : ৩০৮ ॥ ক্ষমার শর্তপালনে ব্যর্থ ব্যক্তির বিচার [Trial of person not complying with conditions of pardon]—(১) যেখানে কোনো ব্যক্তি ধারা ৩০৬ বা ধারা ৩০৭-এর অধীন প্রদত্ত ক্ষমা স্বীকার করে নিয়েছে, তেমন ব্যক্তির সম্পর্কে সরকারি অভিশংসক প্রমাণিত করেন যে, তার মতে ঐ ব্যক্তি হয় কোনো অত্যাবশ্যক কিছু জেনেশুনে গোপন করে অথবা মিথ্যা সাক্ষ্য দিয়ে যে শর্তের অধীনে তাকে ক্ষমা প্রদান করা হয়েছিল সেই শর্ত মান্য করেনি সেখানে এমন ব্যক্তির বিচার যে অপরাধের সম্পর্কে তাকে ক্ষমা প্রদান করা হয়েছিল সেই অপরাধের জন্য বা অন্য কোনো অপরাধের জন্য, যে অপরাধের বিষয়ে ঐ একই ব্যাপারে তাকে দোষী বলে প্রতীয়মান হয় এবং মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়ার অপরাধের জন্যও বিচার করা যেতে পারে :

প্রকাশ থাকে যে, এমন ব্যক্তির বিচারকার্য অন্যান্য অভিযুক্তদের কারো সঙ্গে যৌথ ভাবে করা যাবে না :

আরও প্রকাশ থাকে যে, মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়ার অপরাধের জন্য এমন ব্যক্তির বিচার উচ্চ আদালতের অনুমোদন ব্যতিরেকে করা যাবে না এবং ধারা ১৯৫ বা ধারা ৩৪০-এর কোনো কিছু ঐ অপরাধের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে না।

(২) ক্ষমা গ্রহণকারী এমন ব্যক্তির দ্বারা সম্পাদিত ও ধারা ১৬৪-র অধীন কোনো

ম্যাজিস্ট্রেট দ্বারা বা ধারা ৩০৬-এর উপধারা (৪)-এর অধীন কোনো আদালত দ্বারা নথিভুক্ত কোনো বিবৃতি এমন বিচারে তার বিরুদ্ধে সাক্ষ্যতে দেওয়া যেতে পারে।

(৩) এমন বিচারে অভিযুক্ত ব্যক্তি এমন অভিযোগ করার অধিকারী হবে যে, সে ঐ শর্তগুলো পালন করেছে, যে সব শর্তের অধীনে তাকে ক্ষমা প্রদান করা হয়েছিল এবং তখন ঐ শর্তগুলো যে (সত্যিই) পালিত হয়নি তা প্রমাণ করার দায়িত্ব অভিশংসনের।

(৪) এমন বিচারের সময় আদালত—

(ক) যদি তা দায়রা আদালত হয় তাহলে অভিযোগ অভিযুক্তকে পড়ে শোনানোর আগে এবং তাকে ব্যাখ্যা করার আগে;

(খ) যদি তা ম্যাজিস্ট্রেটের আদালত হয় তাহলে অভিশংসনের সাক্ষীদের সাক্ষ্য নেওয়ার আগে;

অভিযুক্ত ব্যক্তিকে যে সব শর্তের অধীনে তাকে ক্ষমা প্রদান করা হয়েছিল, সেই শর্তগুলো পালন করেছে বলে আর্জি পেশ করছে কিনা জিজ্ঞাসা করা হবে।

(৫) যদি অভিযুক্ত ব্যক্তি এমন আর্জি পেশ করে তাহলে আদালত ঐ কথন নথিভুক্ত করবে এবং বিচারের জন্য অগ্রসর হবে এবং আদালত মামলার রায় ঘোষণা করার আগে সে শর্তগুলো পালন করে কিনা সে বিষয়ে সিদ্ধান্ত টানবে এবং যদি সিদ্ধান্ত এমন হয় যে, সে ঐ শর্তগুলো পালন করেছে, তাহলে আদালতে এই সংহিতায় যা কিছুই বিধৃত থাকুক না কেন, তার পক্ষে বেকসুর খালাস বলে রায় দেবে।

॥ ধারা ঃ ৩০৯ ॥ কার্যবাহ স্থগিত বা মুলতবি করার ক্ষমতা [Power to postpone or adjourn proceedings]—(১) প্রতিটি তদন্ত বা বিচারের কার্যবাহ যথাসম্ভব দ্রুততার সঙ্গে করা হবে এবং বিশেষ করে যখন সাক্ষীদের পরীক্ষা একবার শুরু হয়ে যায় তাহলে সেই সমস্ত হাজির সাক্ষীদের পরীক্ষা সম্পন্ন হওয়া অবধি প্রতিদিন চালিয়ে যাওয়া হবে, যতক্ষণ নথিভুক্ত করে রাখা হবে এমন কারণে আদালত পরবর্তী দিনের পর অবধি তা স্থগিত করা প্রয়োজনীয় না মনে করে।

(২) যদি আদালত কোনো অপরাধ বিচারার্থ গ্রহণ করার বা বিচারের কাজ শুরু হওয়ার পর এমন আবশ্যক বা সঙ্গত মনে করে যে, কোনো তদন্ত বা বিচার-কার্য শুরু করা মুলতবি করা হোক বা তা স্থগিত করে দেওয়া হোক, তাহলে আদালত সময়ে সময়ে নথিভুক্ত করে রাখা হবে এমন কারণে যেমন সঙ্গত মনে করে তেমন শর্তসাপেক্ষে এবং যেমন সঙ্গত মনে করে তেমন সময়ের জন্য তা মুলতবি বা স্থগিত করতে পারে এবং অভিযুক্ত ব্যক্তি যদি প্রহরাধীন থাকে তাহলে তাকে পরওয়ানা দ্বারা পুনরায় প্রহরায় প্রেরণ করতে পারে ঃ

প্রকাশ থাকে যে, কোনো ম্যাজিস্ট্রেট কোনো অভিযুক্তকে এই ধারার অধীন একনাগাড়ে পনের দিনের বেশি মেয়াদের জন্য প্রহরাতে পুনঃ প্রেরণ করতে পারবে না ঃ

আরও প্রকাশ থাকে যে, যখন সাক্ষী হাজির হয়েছে তখন তাকে পরীক্ষা না করে স্থগিতকরণ বা মুলতবিকরণের করার অনুমোদন বিশেষ কারণ ছাড়া, যা নথিভুক্ত করা হবে, দেওয়া যাবে না ঃ

এবং আরও প্রকাশ থাকে যে, কোনো স্থগিতকরণ কেবল এই প্রয়োজনে অনুমোদন করা হবে না যে, আদালত অভিযুক্ত ব্যক্তিকে তার ওপর অভিযোগ আরোপ করার জন্য প্রস্তাবিত দণ্ডাদেশের বিরুদ্ধে কারণ দর্শাবার ব্যাপারে সক্ষম করবে।

স্পষ্টীকরণ—১ ঃ যদি এমন সন্দেহ করার মতো পর্যাপ্ত সাক্ষ্য গৃহীত হয়ে গিয়ে থাকে যে, সম্ভবতঃ অভিযুক্ত অপরাধ সংঘটন করেছে এবং সম্ভাব্য প্রতীয়মান হয় যে, প্রহরায় পুনরায় প্রেরণ করার পর অতিরিক্ত সাক্ষ্য পাওয়া যেতে পারে তাহলে তা পুনরায় প্রেরণের জন্য একটি যথার্থ কারণ হবে।

স্পষ্টীকরণ—২ ঃ যে সমস্ত শর্ত সাপেক্ষে কোনো স্থগিতকরণ বা মুলতবিকরণ অনুমোদন করা যেতে পারে, তার মধ্যে সমীচীন ক্ষেত্রে অভিশংসন বা অভিযুক্ত কর্তৃক খরচ-খরচা প্রদানও অন্তর্ভুক্ত হবে।

॥ ধারা ঃ ৩১০ ॥ স্থানীয় পরিদর্শন [Local inspection]—(১) কোনো ন্যায়াধীশ বা ম্যাজিস্ট্রেট কোনো তদন্ত বা বিচার বা অন্য কোনো কার্যবাহর কোনো পর্যায়ে পক্ষদেরকে যথাযথ বিজ্ঞপ্তি দেওয়ার পর কোনো জায়গায়, যে জায়গাতে অপরাধটি সম্পাদিত হয়েছে বলে অভিযোগ আনা হয়েছে, তা অন্য কোনো জায়গায় যেতে পারেন এবং তার পরিদর্শন করতে পারেন, যার সম্পর্কে তার অভিমত হলো যে, এমন অবলোকন ঐ তদন্ত বা বিচারে প্রদত্ত সাক্ষ্যের যথাযথ মূল্যায়ন হেতু আবশ্যক এবং ঐ পরিদর্শনে দৃষ্ট যে কোনো সুসংগত তথ্যাবলীর স্মারক, অহেতুক বিলম্ব ব্যতিরেকে লিপিবদ্ধ করবেন।

(২) এধরনের স্মারক মামলার নথির অংশ হবে এবং যদি অভিশংসক, অভিযোগকারী বা অভিযুক্ত বা মামলার অন্য কোনো পক্ষ অভিপ্রায় করেন তাহলে ঐ স্মারকের প্রতিলিপি তাঁকে বিনা খরচে দিতে হবে।

॥ ধারা ঃ ৩১১ ॥ প্রয়োজনীয় সাক্ষীকে সমন জারি করা বা উপস্থিত ব্যক্তিদের পরীক্ষা করার ক্ষমতা [Power to summon material witness or examine person present]—কোনো আদালত এই সংহিতার অধীন কোনো তদন্ত বা বিচার বা অন্য কোনো কার্যবাহর যে কোনো পর্যায়ে যে কোনো ব্যক্তিকে সাক্ষী হিসেবে সমন জারি করতে পারে অথবা উপস্থিত আছে এমন কোনো ব্যক্তিকে পরীক্ষা করতে পারে, সাক্ষী হিসেবে তাকে সমন জারি করা না হলেও অথবা ইতিপূর্বে যার পরীক্ষা করা হয়ে গেছে তেমন ব্যক্তিকেও পুনরায় ডাকতে পারে এবং তার পুনরায় পরীক্ষা করতে পারে এবং যদি মামলার ন্যায়সঙ্গত মীমাংসা হেতু এমন কোনো ব্যক্তির সাক্ষ্য গ্রহণ আদালতের প্রয়োজনীয় বলে মনে হয়, তাহলে ঐ আদালত এমন ব্যক্তিকে সমন জারি করবে এবং তার পরীক্ষা করবে অথবা তাকে আবার ডাকবে এবং আবার পরীক্ষা করবে।

॥ ধারা : ৩১২ ॥ অভিযোগকারী (নালিশকারী) ও সাক্ষীদের খরচ [Expenses of complainants and witnesses]—(১) রাজ্য সরকার কর্তৃক প্রণীত কোনো নিয়মের অধীনে যদি কোনো ফৌজদারী আদালত সঙ্গত মনে করে তাহলে ঐ আদালতের সমক্ষে এই সংহিতার অধীন কোনো তদন্ত বিচার বা অন্য কোনো কার্যবাহের প্রয়োজনে হাজির হওয়া কোনো অভিযোগকারী (বা নালিশকারী) বা সাক্ষীর যথাযথ খরচ-খরচা রাজ্য সরকারকে দেওয়ার জন্য আদেশ দিতে পারবে।

॥ ধারা : ৩১৩ ॥ অভিযুক্তকে পরীক্ষা করার ক্ষমতা [Power to examine the accused]—(১) প্রত্যেকটি তদন্ত বা বিচারানুষ্ঠানে অভিযুক্ত যাতে তার বিরুদ্ধে সাক্ষ্যতে প্রকাশ্য (প্রকাশিতব্য) কোনো পরিস্থিতির ব্যক্তিগতভাবে স্পষ্টীকরণ করতে পারে সেই প্রয়োজন হেতু আদালত—

(ক) যে কোনো পর্যায়ে, অভিযুক্তকে আগের থেকে সতর্ক না করে আদালত তাকে যেমন সঙ্গত মনে করবে তেমন প্রশ্ন করতে পারবে;

(খ) অভিশংসনের সাক্ষীদের পরীক্ষা করার পর এবং অভিযুক্তের কাছে তার প্রতিরক্ষণ হেতু অভিপ্রায় করার আগে ঐ মামলার ব্যাপারে তাকে সাধারণভাবে প্রশ্ন করবে :

প্রকাশ থাকে যে, কোনো সমন-মামলায় যেক্ষেত্রে আদালত অভিযুক্তকে ব্যক্তিগত হাজিরা থেকে অব্যাহতি দিয়েছে, সেক্ষেত্রে আদালত প্রকরণ (খ) অনুসারে তাকে তার পরীক্ষা করা থেকেও অব্যাহতি দিতে পারে।

(২) যখন অভিযুক্তকে উপধারা (১) মতে পরীক্ষা করা হয়, তখন তাকে কোনো শপথ নেওয়ানোর দরকার হবে না (অর্থাৎ শপথবাক্য পাঠ করানো হবে না)।

(৩) অভিযুক্ত এমন প্রশ্নের উত্তর না দেওয়ার জন্য বা মিথ্যা উত্তর দেবার জন্য দণ্ডনীয় হবে না (অর্থাৎ উত্তর দিতে অস্বীকার করলে বা অসত্য উত্তর দিলে তা দণ্ডযোগ্য হবে না)।

(৪) অভিযুক্ত দ্বারা প্রদত্ত উত্তরের ওপর তদন্ত বা বিচারের ক্ষেত্রে বিবেচনা করা যেতে পারে এবং অন্য কোনো এমন অপরাধের, যা তার দ্বারা সম্পাদিত বলে দর্শানো ঐ উত্তরের অভিপ্রায় হয়, কোনো অন্য তদন্ত বা বিচারে এমন উত্তর তার পক্ষে বা তার বিপক্ষে সাধ্য হিসেবে উপস্থাপনা করা যেতে পারে (অর্থাৎ সাক্ষ্যে প্রদত্ত হতে পারে)।

॥ ধারা : ৩১৪ ॥ মৌখিক যুক্তি-তর্ক ও যুক্তি-তর্কের স্মারকলিপি [Oral arguments and memorandum of arguments]—(১) কার্যবাহর কোনো পক্ষ তার সাক্ষ্য প্রদানান্তে যথাসম্ভব দ্রুত সংক্ষিপ্ত মৌখিক যুক্তি-তর্ক করতে পারে এবং তার মৌখিক যুক্তি-তর্ক যদি করে থাকে, তা শেষ করার আগে আদালতকে একটি স্মাবকলিপি দিতে পারে যাতে তার পক্ষের সমর্থনে যুক্তি-তর্ক সংক্ষেপে এবং সুস্পষ্ট শিরোনামে দেওয়া হবে এবং এমন প্রত্যেকটি স্মারকলিপি নথির অংশ হবে।

(২) এমন প্রত্যেক স্মারক লিপির একটি প্রতিলিপি সেই একই সময়েই বিরোধী পক্ষকে দিতে হবে।

(৩) কার্যবাহের কোনো স্থগিতকরণ লিখিত যুক্তি-তর্ক দাখিল করার প্রয়োজন হেতু যতক্ষণ আদালত নথিতে লিপিবদ্ধ করে রাখা কারণে এধরনের স্থগিতকরণ মঞ্জুর করা আবশ্যক না মনে করবে ততক্ষণ দেওয়া যাবে না।

(৪) মৌখিক যুক্তি-তর্ক সংক্ষিপ্ত বা প্রাসঙ্গিক নয় বলে যদি আদালতের মনে হয় তাহলে এমন যুক্তি-তর্ক আদালত নিয়ন্ত্রণ করতে পারেন।

॥ ধারা ঃ ৩১৫ ॥ অভিযুক্ত ব্যক্তিকে যোগ্য সাক্ষী হতে হবে [Accused person to be competent witness]—(১) যে ব্যক্তি কোনো অপরাধের জন্য কোনো ফৌজদারী আদালতের সামনে অভিযুক্ত হয়েছে তেমন যে কোনো ব্যক্তি প্রতিরক্ষণের জন্য একজন যোগ্য সাক্ষী হবেন এবং তার বিরুদ্ধে বা সেই বিচারানুষ্ঠানে তার সঙ্গে অভিযুক্ত কোনো ব্যক্তির বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ অ-প্রমাণ (অসত্য, সত্য নয় এমন বা নাকচ) করার জন্য শপথ গ্রহণান্তে সাক্ষ্য দিতে পারে ঃ

প্রকাশ থাকে যে,—

(ক) সে ব্যক্তিগতভাবে লিখিত আবেদন (বা প্রার্থনা) না করলে একজন সাক্ষী হিসেবে তাকে ডাকা হবে না;

(খ) ব্যক্তিগতভাবে তার সাক্ষ্য না দেওয়া (বা দিতে না পারা) নিয়ে পক্ষদের মধ্যে কেউ বা আদালত কোনো টীকা-টিপ্পনি (বা মন্তব্য) করবে না বা সেই বিচারানুষ্ঠানে তার সঙ্গে অভিযুক্ত কোনো ব্যক্তির বিরুদ্ধে কোনো প্রাক্-প্রত্যয় করা যাবে না।

(২) কোনো ব্যক্তি, যার বিরুদ্ধে কোনো ফৌজদারী আদালতে ধারা ৯৮ বা ধারা ১০৭ বা ধারা ১০৮ বা ধারা ১০৯ বা ধারা ১১০-এর অধীন বা অধ্যায় ৯-এর অধীন বা অধ্যায় ১০-এর- অংশ-খ, অংশ-গ বা অংশ ঘ-এর অধীন কার্যবাহ দায়ের করা হয়েছে, এমন কার্যবাহতে নিজেকে সে সাক্ষী হিসেবে উপস্থাপিত করতে পারবে ঃ

প্রকাশ থাকে যে, ধারা ১০৮, ধারা ১০৯ বা ধারা ১১০-এর অধীন কার্যবাহতে ঐ ব্যক্তির সাক্ষ্য না দেওয়া (বা দিতে না পারা) নিয়ে পক্ষদের মধ্যে কেউ বা কোনো আদালত কোনো টীকা-টিপ্পনি (বা মন্তব্য) করবে না এবং তাকে তার বা অন্য কোনো ব্যক্তির বিরুদ্ধে, যার বিরুদ্ধে সেই একই তদন্তানুষ্ঠানে বা ঐ ব্যক্তির বিরুদ্ধে কার্যবাহ করা হয়েছে; কোনো প্রাক্-প্রত্যয়ও করা যাবে না।

॥ ধারা ঃ ৩১৬ ॥ উদঘাটনকে উৎসাহিত করার জন্য কোনো প্রভাব খাটানো চলবে না [No influence to be used to induce disclosure]—ধারা ৩০৬ ও ধারা ৩০৭-এ যেমন বিধান দেওয়া আছে তা ব্যতিরেকে, কোনো কথন বা হুমকি দ্বারা বা অন্য কোনো ভাবে কোনো প্রভাব অভিযুক্ত ব্যক্তির ওপর এমন উদ্দেশ্যে ফেলা যাবে না যা তা তাকে (অভিযুক্ত ব্যক্তিকে) তার জ্ঞাত কোনো তথ্য উদঘাটন করার জন্য বা না করার জন্য উৎসাহিত করে।

॥ ধারা ঃ ৩১৭ ॥ কিছু ক্ষেত্রে অভিযুক্তের অনুপস্থিতিতে তদন্ত ও বিচারকার্য পরিচালনহেতু বিধান [Provision for inquiries and trial being held in the

absence of accused in certain cases]—(১) এই সংহিতার অধীন তদন্ত বা বিচারের কোনো পর্যায়ে যদি ন্যায়ধীশের বা ম্যাজিস্ট্রেটের নথিতে লিখে রাখা কারণে তুষ্টি বিধান হয়ে যায় যে, আদালতের সমক্ষে অভিযুক্তের ব্যক্তিগত হাজিরা ন্যায়পরতার স্বার্থে আবশ্যক নয় বা অভিযুক্ত আদালতের কার্যবাহতে বার বার বিঘ্ন (বা বাধা) সৃষ্টি করছে তাহলে ঐ অভিযুক্তের প্রতিনিধিত্ব প্লিডার দিয়ে করার ক্ষেত্রে ঐ ন্যায়াধীশ বা ম্যাজিস্ট্রেট তাকে তার হাজিরা থেকে অব্যাহতি দিতে পারে এবং তার অনুপস্থিতেই এ ধরনের তদন্ত বা বিচার কার্য চালিয়ে যাবার জন্য অগ্রসর হতে পারে এবং কার্যবাহর কোনো পরবর্তী পর্যায়ে অভিযুক্তকে ব্যক্তিগতভাবে হাজির থাকার জন্য নির্দেশ দিতে পারে।

(২) যদি এমন কোনো মকদ্দমাতে অভিযুক্তের প্রতিনিধিত্ব প্লিডার দিয়ে করা না হয় অথবা যদি ন্যায়াধীশ বা ম্যাজিস্ট্রেটের মনে হয় যে, অভিযুক্তের ব্যক্তিগত হাজিরার প্রয়োজন আছে তাহলে, তিনি সঙ্গত মনে করলে তাঁর দ্বারা লিপিবদ্ধ করে রাখা কারণে, তিনি হয় ঐ তদন্ত বা বিচার স্থগিত করে দিতে পারেন অথবা ঐ অভিযুক্তের মকদ্দমা আলাদা ভাবে নেওয়া হোক বা বিচার করা হোক বলে আদেশ দিতে পারেন।"

॥ ধারা ঃ ৩১৮ ॥ কার্যবাহ যখন অভিযুক্তের বোধগম্য হচ্ছে না, তখন প্রক্রিয়া [Procedure where accused does not understand proceedings]—(১) যদি অভিযুক্ত মানসিক বিকারগ্রস্ত না হওয়া সত্ত্বেও পরিস্থিতি এমন হয় যে, তাকে কার্যবাহ শোনানো যাচ্ছে না তাহলে আদালত তদন্ত ও বিচারের কাজে অগ্রসর হতে পারে এবং উচ্চ আদালত ছাড়া অন্য আদালতের ক্ষেত্রে যদি ঐ কার্যবাহর ফল হয় দোষী সাব্যস্তকরণ তাহলে ঐ কার্যবাহ মকদ্দমার পরিস্থিতির প্রতিবেদন (রিপোর্ট) সহ উচ্চ আদালতে পাঠিয়ে দেওয়া হবে এবং উচ্চ আদালত তার ভিত্তিতে যেমন সঙ্গত মনে করবে তেমন আদেশ দেবে।

॥ ধারা ঃ ৩১৯ ॥ অন্যান্য ব্যক্তিদের যখন দোষী বলে প্রতীয়মান হচ্ছে তখন তাদের বিরুদ্ধে কার্যবাহ চালানোর ক্ষমতা [Power to proceed against other persons appearing to be guilty of offence]—(১) যেখানে কোনো অপরাধের তদন্ত বা বিচারের সময়ে সাক্ষ্য থেকে প্রতীয়মান হয় যে কোনো ব্যক্তি, যে ব্যক্তি অভিযুক্ত নয়, এমন কোনো অপরাধ করেছে যার জন্য অভিযুক্তের সঙ্গে ঐ ব্যক্তির বিচার করা যেতে পারে, সেখানে আদালত ঐ ব্যক্তির বিরুদ্ধে উক্ত অপরাধের জন্য, যে অপরাধ সে করেছে বলে প্রতীয়মান হচ্ছে, কার্যবাহ করতে পারে।

(২) যেখানে এমন ব্যক্তি আদালতে হাজির হয় নি, সেখানে পূর্বোক্ত প্রয়োজনহেতু তাকে মকদ্দমার পরিস্থিতির অভিপ্রায় অনুসারে গ্রেপ্তার করা যেতে পারে বা সমন জারি করা যেতে পারে।

(৩) কোনো ব্যক্তি, যাকে গ্রেপ্তার বা সমন জারি না করা সত্ত্বেও আদালতে হাজির হয়, আদালত কর্তৃক ঐ ব্যক্তিকে যে অপরাধ সে করেছে বলে প্রতীয়মান হয় সেই অপরাধের জন্য তদন্ত বা বিচারকার্যের প্রয়োজন হেতু আটক করা যেতে পারে।

(৪) যেখানে আদালত কোনো ব্যক্তির বিরুদ্ধে উপধারা (১)-এর অধীন কার্যবাহ করে; সেখানে—

(ক) ঐ ব্যক্তির সম্পর্কে কার্যবাহ পুনরায় শুরু করা যাবে এবং সাক্ষীদের বক্তব্য পুনরায় শোনা যাবে;

(খ) প্রকরণ (ক)-এর বিধানসমূহের অধীন মকদ্দমাতে এমন ভাবে কার্যবাহ করা যেতে পারে যেন ঐ ব্যক্তি ঐ সময়ে অভিযুক্ত ব্যক্তি ছিল যখন আদালত ঐ অপরাধটি বিচারার্থ গ্রহণ করেছিল, যার ওপর তদন্ত ও বিচার করা হয়েছিল।

॥ ধারা : ৩২০ ॥ অপরাধ প্রশমন (আপস মীমাংসা বা অভিযোগ তুলে নেওয়া) [Compounding of offences]—(১) নিচে প্রদত্ত সারণীর প্রথম দুটি স্তম্ভে উল্লিখিত ভারতীয় দণ্ড সংহিতার (১৮৬০-এর ৪৫) ধারাসমূহের অধীন দণ্ডযোগ্য অপরাধসমূহের প্রশমন (বা মীমাংসা বা শাস্তি মাফ বা প্রত্যাহরণ) ঐ সারণীর তৃতীয় স্তম্ভে উল্লিখিত ব্যক্তিদের দ্বারা করা যেতে পারে—

সারণী

অপরাধ	ভারতী দণ্ড সংহিতার যে ধারা প্রযোজ্য হয়	যে ব্যক্তির দ্বারা অপরাধের প্রশমন (বা আপস মীমাংসা) করা যেতে পারে, সেই ব্যক্তি
স্তম্ভ : ১	স্তম্ভ : ২	স্তম্ভ : ৩
কোনো ব্যক্তি ধর্মীয় ভাবনায় আঘাত সৃষ্টি করার সুচিন্তিত উদ্দেশ্যে শব্দ উচ্চারণ করা ইত্যাদি	২৯৮	যে ব্যক্তির ধর্মীয় ভাবনায় আঘাত করার অভিপ্রায় করা হয়, সেই ব্যক্তি
জখম করা (আঘাত করা, ব্যথা দেওয়া, যন্ত্রণা দেওয়া)	৩২৩,৩৩৪	যাকে জখম করা হয়েছে, সেই ব্যক্তি
অন্যায়ভাবে কোনো ব্যক্তিকে অবরোধ বা আটক	৩৪১,৩৪৩	যাকে জখম করা হয়েছে, সেই ব্যক্তি
হামলা বা অপরাধজনক বল প্রয়োগ	৩৫২,৩৫৫ ৩৫৮	যে ব্যক্তির ওপর হামলা বা অপরাধজনক বল প্রয়োগ করা হয়েছে, সেই ব্যক্তি
ক্ষতি, যখন ক্ষতিসাধন বা লোকসান শুধু বেসরকারি ব্যক্তি বিশেষের ক্ষতিসাধন বা লোকসান	৪২৬, ৪২৭	যে ব্যক্তির ক্ষতিসাধন বা লোকসান করা হয়েছে, সেই ব্যক্তি

স্তম্ভ : ১	স্তম্ভ : ২	স্তম্ভ : ৩
অপরাধজনক অনুপ্রবেশ	৪৪৭	যে ব্যক্তির দখলে ঐ সম্পত্তি আছে যাতে অনুপ্রবেশ করা হয়েছে, সেই ব্যক্তি
বাড়িতে অনুপ্রবেশ	৪৪৮	ঐ
অপরাধজনক সেবা - চুক্তি ভঙ্গ	৪৯১	যার সঙ্গে অপরাধী চুক্তি করেছে, সেই ব্যক্তি
ব্যভিচার	৪৯৭	স্ত্রীলোকটির স্বামী
বিবাহিত স্ত্রীকে অপরাধজনক অভিপ্রায়ে ফুসলিয়ে নিয়ে যাওয়া, নিয়ে যাওয়া বা আটক রাখা	৪৯৮	ঐ
মানহানি, ভারতীয় দণ্ড সংহিতার (১৮৬০-এর ৪৫) ধারা ৫০০-র উপধারা-(২)-এর নিচের সারণীর স্তম্ভ ১-এ যেমন উল্লিখিত আছে, তেমন ক্ষেত্র ব্যতিবেকে	৫০০	যাব মানহানি করা হয়েছে, সেই ব্যক্তি
মানিহানিকর জেনেও তেমন কিছু মুদ্রিত করা বা খোদাই করা	৫০১	যার মানহানি করা হয়েছে, সেই ব্যক্তি
যাতে মানহানিকর বিষয় নিহিত আছে, তাতে যে এমন বিষয় নিহিত আছে তা জেনেও ঐ রকম মুদ্রিত বা খোদাই করা বস্তু বিক্রয় করা	৫০২	ঐ
সার্বজনিক-শান্তি বিঘ্ন করাব অভিপ্রায়ে অপমান করা	৫০৪	অপমানিত ব্যক্তি
অপরাধজনক ত্রাসসৃষ্টি, সেইক্ষেত্র ব্যতিরেকে, যখন ঐ অপরাধ সাত বছরের কারাদণ্ডে দণ্ডযোগ্য	৫০৬	ত্রস্ত (বা ভীত) ব্যক্তি
ঈশ্বরের রোষের পাত্র হবে এমন বিশ্বাস করিয়ে কোনো ব্যক্তিকে দিয়ে করানো কোনো কাজ	৫০৮	যার বিরুদ্ধে অপরাধ সম্পাদন করা হয়েছে, সেই ব্যক্তি

(২) নিচে প্রদত্ত সারণীর প্রথম দুই স্তম্ভে উল্লিখিত ভারতীয় দণ্ড সংহিতার (১৮৬০-এর ৪৫) ধারাসমূহের অধীন দণ্ডযোগ্য অপরাধের প্রশমন সেই আদালতের অনুমতিক্রমে বা আদালতের সম্মুখে এমন অপবাধের জন্য কোনো অভিশংসন বিচারার্থ আটকে আছে, ঐ সারণীর তৃতীয় স্তম্ভে উল্লিখিত ব্যক্তিদের দ্বারা করা যেতে পারে।

সারণী

অপরাধ	ভারতীয় দণ্ড সংহিতার যে ধারা প্রযোজ্য হয়	যে ব্যক্তির দ্বারা অপরাধের প্রশমন (বা আপস মীমাংসা) করা যেতে পারে, সেই ব্যক্তি
স্তম্ভ : ১	স্তম্ভ : ২	স্তম্ভ : ৩
বিপজ্জনক অস্ত্র বা পদ্ধতি দ্বারা ইচ্ছাকৃতভাবে জখম করা (বা আহত করা)	৩২৪	যাকে জখম করা হয়েছে (বা আহত করা হয়েছে), সেই ব্যক্তি
ইচ্ছাকৃতভাবে গুরুতর জখম করা	৩২৫	ঐ
গুরুতর ও আকস্মিক প্রকোপন (ক্রোধোদ্দীপন) বশে ইচ্ছাকৃতভাবে গুরুতর জখম করা	৩৩৫	ঐ
এমন হঠকারিতা বা অবহেলা বশে কোনো কার্য সম্পাদন দ্বারা জখম করা, যাতে মনুষ্য জীবন বা অন্যের ব্যক্তিগত নিরাপত্তা সংকটজনক হয়ে পড়ে	৩৩৭	ঐ
এমন হঠকারিতা বা অবহেলা বশে কোনো কার্য সম্পাদন দ্বারা যাতে মনুষ্য-জীবন বা অন্যের ব্যক্তিগত নিরাপত্তা সংকট জনক হয়ে পড়ে, গুরুতর জখম করা	৩৩৮	কাকে জখম করা হয়েছে (বা আহত করা হয়েছে), সেই ব্যক্তি
কোনো ব্যক্তিকে তিন বা ততোধিক দিনের জন্য অন্যায়ভাবে অবরুদ্ধ করে রাখা	৩৪৩	অবরুদ্ধ ব্যক্তি
দশ বা ততোধিক দিনের জন্য অন্যায়ভাবে অবরুদ্ধ করে রাখা	৩৪৪	ঐ
গুপ্তস্থানে কোনো ব্যক্তিকে অন্যায়-ভাবে অবরুদ্ধ করে রাখা	৩৪৬	ঐ
কোনো মহিলার শ্লীলতাহানি করার অভিপ্রায়ে তার ওপর হামলা বা অপরাধজনক বলপ্রয়োগ	৩৫৪	যার ওপর হামলা বা যার ওপর অপরাধজনক বলপ্রয়োগ করা হয়েছে, সেই মহিলা

স্তম্ভ : ১	স্তম্ভ : ২	স্তম্ভ : ৩
কোনো ব্যক্তিকে অন্যায়ভাবে অবরোধ করার চেষ্টায় হামলা বা অপরাধজনক বলপ্রয়োগ	৩৫৭	যার ওপব হামলা করা হয়েছে বা যার ওপর অপরাধজনক বল প্রয়োগ করা হয়েছে, সেই ব্যক্তি
চুরি, যেখানে চোরাই সম্পত্তির মূল্য দু'শ পঞ্চাশ টাকার বেশি নয়	৩৭৯	চোরাই সম্পত্তির মালিক
করণিক বা ভৃত্য কর্তৃক মালিকের দখলে থাকা সম্পত্তি চুরি, যেখানে চোরাই সম্পত্তির মূল্য দু'শ পঞ্চাশ টাকার বেশি নয়	৩৮১	ঐ
অসৎভাবে সম্পত্তি আত্মসাৎ	৪০৩	যে সম্পত্তি আত্মসাৎ হয়েছে তার মালিক
অপরাধ জনক বিশ্বাসভঙ্গ যেখানে সম্পত্তির মূল্য দু'শ পঞ্চাশ টাকার বেশি নয়	৪০৬	যে সম্পত্তি সম্পর্কে বিশ্বাসভঙ্গ করা হয়েছে, সেই সম্পত্তির মালিক
বাহক, ঘাটপাল ইত্যাদি কর্তৃক অপরাধজনক বিশ্বাসভঙ্গ, যেখানে সম্পত্তির মূল্য দু'শ পঞ্চাশ টাকার বেশি নয়	৪০৭	ঐ
করণিক বা ভৃত্য কর্তৃক অপরাধজনক বিশ্বাসভঙ্গ, যেখানে সম্পত্তির মূল্য দু'শ পঞ্চাশ টাকার বেশি নয়	৪০৮	ঐ
চোরাই সম্পত্তি জেনে ঐ চোরাই সম্পত্তি অসৎভাবে গ্রহণ করা, যখন চোরাই সম্পত্তির মূল্য দু'শ পঞ্চাশ টাকার বেশি নয়	৪১১	চোরাই মালের মালিক
চোরাই সম্পত্তি জেনেও ঐ চোরাই সম্পত্তি লুকাতে বা বিলিবন্দেজ করতে সহায়তা করা, যেখানে চোরাই সম্পত্তির মূল্য দু'শ পঞ্চাশ টাকার বেশি নয়	৪১৪	ঐ
প্রতারণা	৪১৭	যাকে প্রতারণা করা হয়েছে সেই ব্যক্তি
এমন ব্যক্তির সঙ্গে প্রতারণা করা যার স্বার্থ সংরক্ষিত করার জন্য অপরাধী আইন দ্বারা বা বৈধ চুক্তির দ্বারা আবদ্ধ ছিল	৪১৮	যাকে প্রতারণা করা হয়েছে সেই ব্যাক্তি

স্তম্ভ : ১	স্তম্ভ : ২	স্তম্ভ : ৩
ভান করে (অর্থাৎ ছদ্মভাবে) প্রতারণা	৪১৯	যাকে প্রতারণা করা হয়েছে সেই ব্যক্তি
প্রতারণা করা এবং সম্পত্তি প্রদান অথবা মূল্যবান প্রতিভূতি প্রণয়ন করার বা তা পরিবর্তিত বা নষ্ট করার জন্য অসৎ ভাবে প্ররোচিত করা	৪২০	ঐ
পাওনাদারকে বণ্টনে বাধা দেওয়ার জন্য প্রতারণামূলক ভাবে সম্পত্তি অপসারণ বা লুকিয়ে রাখা	৪২১	তার দ্বারা প্রভাবিত পাওনাদার
অপরাধীকে পাওনাদারকে দেয় ঋণ বা দাবি প্রদানের ক্ষেত্রে প্রতারণা-পূর্বক বাধা দান	৪২২	তার দ্বারা প্রভাবিত পাওনাদার
হস্তান্তর সম্পর্কিত এমন দলিলের প্রতারণাপূর্বক নির্বাহ যাতে প্রতিদান সম্বন্ধে মিথ্যা বিবৃতি অন্তর্নিহিত আছে।	৪২৩	তার দ্বারা প্রভাবিত ব্যক্তি।
প্রতারণাপূর্বক সম্পত্তি অপসারণ বা লুকানো	৪২৪	ঐ
দশ টাকা বা ততোধিক মূল্যের জীবজন্তুকে বধ করে বা তাকে পঙ্গু করে ক্ষতিসাধন	৪২৮	ঐ জীবজন্তুর মালিক
যে কোনো মূল্যের গবাদি পশু ইত্যাদিকে বা পঞ্চাশ টাকা বা ততোধিক মূল্যের অন্য কোনো জীবজন্তুকে বধ করে বা তাকে পঙ্গু করে ক্ষতিসাধন	৪২৯	ঐ গবাদি পশু বা জীবজন্তুর মালিক
জল-সিঞ্চন কাজে ক্ষতি করে বা জলধারাকে অন্যায়ভাবে ভিন্ন পথে ঘুরিয়ে দিয়ে ক্ষতিসাধন, যখন তার দ্বারা সম্পাদিত ক্ষতি বা লোকসান কেবলমাত্র ব্যক্তিবিশেষের ক্ষতি বা লোকসান	৪৩০	যে ব্যক্তির ক্ষতিসাধন বা লোকসান হয়েছে সেই ব্যক্তি

স্তম্ভ ঃ ১	স্তম্ভ ঃ ২	স্তম্ভ ঃ ৩
কারাদণ্ডে দণ্ডযোগ্য (চুরি ছাড়া) অপরাধ করার জন্য গৃহে অনুপ্রবেশ	৪৫১	ঐ বাড়িতে যাতে অনুপ্রবেশ করা হয়েছে যার দখল আছে সেই ব্যক্তি
ভুয়ো ব্যবসায়িক চিহ্ন বা সম্পত্তি চিহ্নের ব্যবহার	৪৮২	এমন ব্যবহার করাতে যার ক্ষতি বা লোকসান হয়েছে সেই ব্যক্তি
অন্য কোনো ব্যক্তি দ্বারা ব্যবহৃত ব্যবসায়িক চিহ্ন বা সম্পত্তি চিহ্নের জালকরণ	৪৮৩	যার ব্যবসায়িক-চিহ্ন বা সম্পত্তি-চিহ্ন জাল (বা কূটকৃত) করা হয়েছে সেই ব্যক্তি
জালকৃত (বা কূটকৃত্য) সম্পত্তি চিহ্নের দ্বারা চিহ্নিত মাল জ্ঞাতসারে বিক্রয় বা প্রদর্শিত করা বা বিক্রয়ের জন্য বা তৈরি করার প্রয়োজন হেতু দখলে রাখা	৪৮৬	ঐ
স্ত্রী বা স্বামীর জীবদ্দশায় পুনরায় বিবাহ করা	৪৯৪	এভাবে বিবাহ করা ব্যক্তির স্বামী বা স্ত্রী
রাষ্ট্রপতি বা উপরাষ্ট্রপতি বা কোনো রাজ্যের রাজ্যপাল বা কোনো সংঘ রাজ্যক্ষেত্রের প্রশাসক বা কোনো মন্ত্রীর বিরুদ্ধে তাঁর সরকারি কর্তব্য পালনে তাঁর আচরণের ব্যাপারে মান-হানি যখন মকদ্দমা সরকারি অভি-শংসক কর্তৃক উত্থিত অভিযোগের ভিত্তিতে দায়ের করা হয়	৫০০	সেই ব্যক্তি যার মানহানি করা হয়েছে
স্ত্রীর শ্লীলতার অপমান করার উদ্দেশ্যে এমন কথা বলা বা শব্দ উচ্চারণ করা বা অঙ্গভঙ্গি করা বা কোনো কিছু দেখানো (বা স্ত্রীর উদ্দেশ্যে কোনো ইঙ্গিত করা) অথবা স্ত্রীর গোপনীয়তায় হস্তক্ষেপ করা	৫০৯	যার অসম্মান (বা অপমান) করার উদ্দেশ্য ছিল, সেই স্ত্রী অথবা যার গোপনীয়তায় হস্তক্ষেপ করা হয়েছে

(৩) যখন কোনো অপরাধ এই ধারার অধীন প্রশমনযোগ্য (বা আপস মীমাংসা যোগ্য) তখন এমন অপরাধের প্ররোচনার (বা প্রোৎসাহনের) বা এমন অপরাধ করার চেষ্টার (যখন এমন চেষ্টাও অপরাধ বলে বিবেচ্য) প্রশমন তেমন ভাবেই করা যেতে পারে।

(৪) (ক) যখন ঐ ব্যক্তি, যে এই ধারার অধীন অপরাধ প্রশমন করা (বা অপরাধটি আপসে মীমাংসা করার বা মিটিয়ে ফেলার) জন্য অন্যভাবে যোগ্যতাসম্পন্ন, আঠেরো বছরের চেয়ে কম বয়সের হয় বা জড়বুদ্ধি সম্পন্ন বা পাগল হয়, তখন কোনো ব্যক্তি, যে তার পক্ষে চুক্তি করতে যোগ্যতাসম্পন্ন, আদালতের অনুমতিতে এমন অপরাধ প্রশমন করতে পারে (বা আপসে মিটিয়ে নিতে পারে)।

(খ) যখন ঐ ব্যক্তি, যে এই ধারার অধীন অপরাধ প্রশমন করার (বা অপরাধটি আপসে মীমাংসা করার বা মিটিয়ে ফেলার) জন্য অন্যভাবে যোগ্যতাসম্পন্ন, মারা যায় তখন এমন ব্যক্তিকে দেওয়ানী প্রক্রিয়া সংহিতা, ১৯০৮ (১৯০৮-এর ৫)-এ যথা-সংজ্ঞায়িত, বৈধিক প্রতিনিধি, আদালতের সম্মতিতে এমন অপরাধের প্রশমন করতে পারে।

(৫) যখন অভিযুক্তকে বিচারার্থ সোপর্দ করা হয় বা তাকে দোষী সাব্যস্ত করা হয় এবং আপিল বিচারাধীন থাকে তখন অপরাধ প্রশমন (বা আপস মীমাংসা) যেখানে যে প্রকার, ঐ আদালতের অনুমতি ব্যতিরেকে অনুমোদন করা যাবে না, যে আদালতে তাকে সোপর্দ করা হয়েছে বা যে আদালতের সমক্ষে আপিল শোনা হয়।

(৬) ধারা-৪০১-এর অধীন পুনরীক্ষণের ক্ষমতা প্রয়োগে কার্য সম্পাদন করতে গিয়ে উচ্চ আদালত বা দায়রা আদালত কোনো ব্যক্তিকে এমন কোনো অপরাধের প্রশমন করার জন্য অনুমতি দিতে পারে, যে অপরাধের প্রশমন করার জন্য ঐ ব্যক্তি এই ধারার অধীন যোগ্যতা সম্পন্ন।

(৭) যদি অভিযুক্ত ব্যক্তি আগে দোষী সাব্যস্ত হওয়ার কারণে কোনো অপরাধের জন্য হয় বর্ধিত দণ্ডে দণ্ডযোগ্য হয় অথবা অন্য কোনো ধরনের দণ্ডে দণ্ডযোগ্য হয় তাহলে এমন অপরাধের প্রশমন করা যাবে না।

(৮) এই ধারার অধীন অপরাধ প্রশমনের ফল হবে সেই অভিযুক্ত ব্যক্তির বেকসুর খালাস, যে অভিযুক্ত ব্যক্তির অপরাধটির প্রশমন (বা আপস মীমাংসা করা হয়েছে)।

॥ ধারা ঃ ৩২১ ॥ অভিশংসন প্রত্যার্পণ [Withdrawal from prosecution]— কোনো মামলার ভারপ্রাপ্ত কোনো সরকারি অভিশংসক বা সহকারি সরকারি অভিশংসক তার ঘোষণা করার আগে যে কোনো সময় যে কোনো ব্যক্তির অভিশংসন, হয় সাধারণভাবে অথবা ঐ অপরাধগুলোর কোনো একটির বা একাধিকের সম্পর্কে, যার জন্য ঐ ব্যক্তির বিচার করা হচ্ছে আদালতের সম্মতিতে প্রত্যাহার করে নিতে পারে এবং এভাবে প্রত্যাহারকরণের পর—

(ক) যদি তা অভিযোগ (বা নালিশ) গঠন করার আগে করা হয় তাহলে অভিযুক্তকে এমন অপরাধ বা অপরাধসমূহ থেকে মুক্ত করে (অব্যাহতি) দেওয়া হবে;

(খ) যদি তা অভিযোগ (বা নালিশ) গঠন করার পরে বা যখন এই সংহিতা দ্বারা কোনো অপরাধ অভিপ্রেত নয়, তখন করা হয় তাহলে এমন অপরাধ বা অপরাধগুলো থেকে তাকে বেকসুর খালাস করে দেওয়া হবে :

(ক) প্রকাশ থাকে, যেখানে—

(১) এমন অপরাধ কোনো এমন কিছুর সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত কোনো আইনের বিরুদ্ধে ছিল, যেখানে সংঘের কার্যনির্বাহী ক্ষমতা প্রসারিত; অথবা

(২) এধরনের অপরাধের তদন্ত দিল্লী বিশেষ পুলিশ স্থাপনা অধিনিয়ম, ১৯৪৬ (১৯৪৬-এর ১৫)-এর অধীন দিল্লী বিশেষ পুলিশ সংস্থা দিয়ে করানো হয়েছে; অথবা

(৩) এধরনের অপরাধে কেন্দ্রীয় সরকারের মালিকানাধীন যে কোনো সম্পত্তির আত্মসাৎকরণ অথবা নাশকরণ (ধ্বংস সাধন) অথবা ক্ষতি সাধন যার অন্তর্ভুক্ত ছিল; অথবা

(৪) এমন অপরাধ কেন্দ্রীয় সরকারের সেবায় নিযুক্ত কোনো ব্যক্তি দ্বারা সম্পাদিত, যখন সে তার সরকারি কর্তব্য পালনে কার্য সম্পাদন করছে বা কার্য সম্পাদন করছে বলে অনুমিত হয়;

এবং ঐ মকদ্দমার ভারপ্রাপ্ত অভিশংসক কেন্দ্রীয় সরকার দ্বারা নিযুক্ত করা না হয়,তাহলে তিনি যতক্ষণ কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক তাকে এমন করার ব্যাপারে অনুমতি দেওয়া না হচ্ছে, অভিশংসন প্রত্যাহার করে নেওয়ার জন্য আদালতের কাছে সম্মতির জন্য প্রার্থনা জানাতে পারবেন না এবং আদালত তার সম্মতি দেওয়ার আগে অভিশংসককে এই মর্মে নির্দেশ দেবে যে, সে যেন অভিশংসন ফেরত নেওয়ার জন্য (বা প্রত্যাহার করার জন্য) কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক প্রদত্ত অনুমতি তার সামনে পেশ করে (বা উপস্থিত করে)।

॥ ধারা : ৩২২ ॥ যে সমস্ত মকদ্দমার বিলিবন্দেজ ম্যাজিস্ট্রেট করতে পারেন না সেই সমস্ত মকদ্দমার ক্ষেত্রে প্রক্রিয়া [Procedure in cases which Magistrate cannot dispose of]—(১) যদি কোনো জেলাতে কোনো ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে অপরাধের কোনো তদন্ত বা বিচারের কালে তার কাছে সাক্ষ্য এমন বলে প্রতীয়মান হয় যে, তার ভিত্তিতে এমন প্রাক্প্রত্যয় করা যেতে পারে যে—

(ক) মকদ্দমার বিচার করার বা বিচারার্থ সোপর্দ করার তার ক্ষেত্রাধিকার (অধিক্ষেত্র) নাই; অথবা

(খ) মকদ্দমাটি এমন যে, জেলার কোনো অন্য ম্যাজিস্ট্রেট দ্বারা বিচার করা বা বিচারের জন্য সোপর্দ করা সমীচীন; অথবা

(গ) মকদ্দমার বিচার মুখ্য-ন্যায়িক ম্যাজিস্ট্রেট দ্বারা করা দরকার।

তাহলে তিনি কার্যবাহ বন্ধ করে দেবেন এবং মকদ্দমার এমন সংক্ষিপ্ত রিপোর্ট (বা প্রতিবেদন) সহ যাতে মকদ্দমার স্বরূপ (বা প্রকৃতি) স্পষ্ট করা হয়েছে, মুখ্য ন্যায়িক ম্যাজিস্ট্রেটকে বা ক্ষেত্রাধিকার (অধিক্ষেত্র) আছে এমন অন্য কোনো ম্যাজিস্ট্রেট, মুখ্য ন্যায়িক ম্যাজিস্ট্রেট নির্দিষ্ট করবেন, পাঠাবেন (বা জমা দেবেন)।

(২) যদি ঐ ম্যাজিস্ট্রেট যাকে মকদ্দমা পাঠানো হয়েছে (বা যার কাছে জমা দেওয়া হয়েছে) এমনটা করার জন্য ক্ষমতা সম্পন্ন হন তাহলে তিনি ঐ মকদ্দমার বিচার নিজেই করতে পারবেন অথবা তা তাঁর অধীনস্থ কোনো অধিক্ষেত্রসম্পন্ন ম্যাজিস্ট্রেটকে পাঠাতে পারবেন অথবা অভিযুক্তকে বিচারার্থ সোপর্দ করতে পারবেন।

ধারা ঃ ৩২৩ ॥ তদন্ত বা বিচার শুরু হওয়ার পর ম্যাজিস্ট্রেট যখন জানতে পারেন যে মামলা সোপর্দ করা দরকার তখন প্রক্রিয়া [Procedure when, after commencement of inquiry or trial, Magistrate finds case should be committed]—যদি কোনো ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে অপরাধের কোনো তদন্ত বা বিচারকার্যে স্বাক্ষর করার আগে কার্যবাহর কোনো পর্যায়ে তাঁর প্রতীয়মান হয় যে মকদ্দমাটি এমন প্রকৃতির যার বিচারের কাজ দায়রা আদালত দিয়ে করানো দরকার তাহলে তিনি তা ইতিপূর্বে বিধৃত বিধানসমূহ অনুসারে ঐ আদালতে পাঠাবেন (বা সোপর্দ করবেন) এবং অতঃপর অধ্যায়ঃ ১৮-র বিধানসমূহ এধরনের সোপর্দকরণে প্রযোজ্য হবে।

॥ ধারা ঃ ৩২৪ ॥ মুদ্রা, স্ট্যাম্প আইন বা সম্পত্তিবিরোধী অপরাধের জন্য তার আগে দোষী সাব্যস্ত ব্যক্তিদের বিচার [Trial of persons previously convicted of offences against coinage, stamp-law or property]—(১) যেখানে কোনো ব্যক্তি ভারতীয় দণ্ড সংহিতার (১৮৬০-এর ৪৫) অধ্যায়ঃ ১২ বা অধ্যায় ১৭-র অধীন তিন বছর বা ততোধিক মেয়াদের কারাদণ্ডে দণ্ডযোগ্য অপরাধের জন্য দোষী সাব্যস্ত হওয়ার পর ঐ অধ্যায় দুটির কোনোটির অধীন তিন বছর বা ততোধিক মেয়াদের কারাদণ্ডে দণ্ডযোগ্য কোনো অপরাধের জন্য পুনরায় অভিযুক্ত হয় এবং যে ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে মকদ্দমাটি বিচারাধীন আছে সেই ম্যাজিস্ট্রেটের যদি সন্তোষ বিধান হয়ে যায় যে, ঐ ব্যক্তি অপরাধ করার অনুকূলে প্রাক্-প্রত্যয় করার মতো ভিত্তি (বা কারণ) বিদ্যমান, তাহলে সেইক্ষেত্র ব্যতিরেকে বিচারের জন্য মুখ্য ন্যায়িক ম্যাজিস্ট্রেটকে তা পাঠানো হবে বা দায়রা আদালতকে সোপর্দ করা হবে, যখন ম্যাজিস্ট্রেট মকদ্দমার বিচার করার জন্য যোগ্যতাসম্পন্ন এবং তাঁর অভিমত যে, যদি অভিযুক্ত ব্যক্তিকে দোষী সাব্যস্ত করা হয় তাহলে তিনি নিজেই যথেষ্ট দণ্ডের আদেশ দিতে পারে।

(২) যখন উপধারা (১)-এর অধীন কোনো ব্যক্তিকে বিচারের জন্য মুখ্য ন্যায়িক ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে পাঠানো হয় বা দায়রা আদালতকে সোপর্দ করা হয়, তখন কোনো অন্য ব্যক্তিকে যে সেই তদন্ত বা বিচারে তার সঙ্গে যৌথ ভাবে অভিযুক্ত, তেমনভাবেই পাঠানো হবে, অথবা সোপর্দ করা হবে, যতক্ষণ এমন অন্য ব্যক্তিকে ম্যাজিস্ট্রেট, যেখানে যে প্রকার, ধারা-২৩৯ বা ধারা-৩৪৫-এর অধীন মুক্ত না করে দেন।

॥ ধারা ঃ ৩২৫ ॥ ম্যাজিস্ট্রেট যখন যথেষ্ট কঠোর দণ্ডের আদেশ দিতে পারছেন না, তখন প্রক্রিয়া [Procedure when Magistrate can not pass sentence

sufficiently severe]—(১) যখনই কোনো অভিশংসন এবং অভিযুক্তের সাক্ষ্য শোনার পর অভিযুক্ত ব্যক্তি দোষী বলে ম্যাজিস্ট্রেটের অভিমত হয় এবং তাকে সেই ধরনের দণ্ড থেকে ভিন্ন ধরনের দণ্ড বা ঐ দণ্ড থেকে কঠোরতম দণ্ড, যা দিতে ঐ ম্যাজিস্ট্রেট ক্ষমতাপ্রাপ্ত (অর্থাৎ যে ধরনের দণ্ড দেওয়ার জন্য ঐ ম্যাজিস্ট্রেট ক্ষমতাপ্রাপ্ত তার থেকে ভিন্ন এবং অধিক কঠোর দণ্ড) দেওয়া দরকার অথবা দ্বিতীয় শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট হয়ে তাঁর অভিমত হয় যে, অভিযুক্তের কাছে ধারা ১০৬-এর অধীন বণ্ড নির্বাহ করার অভিপ্রায় করা প্রয়োজন তখন তিনি তাঁর ঐ অভিমত নথিভুক্ত করতে পারবেন এবং কার্যবাহ ও অভিযুক্তকে মুখ্য ন্যায়িক ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট যার তিনি অধীনস্থ পাঠাতে পারেন।

(২) যখন একাধিক অভিযুক্ত ব্যক্তির বিচার একসঙ্গে চলে এবং ম্যাজিস্ট্রেট এমন অভিযুক্তদের কারো সম্পর্কে উপধারা (১)-এর অধীন কার্যবাহ করা আবশ্যক বলে মনে করেন, তখন তিনি সেই সমস্ত অভিযুক্তদের, যারা তাঁর মতে দোষী, মুখ্য ন্যায়িক ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে পাঠাবেন।

(৩) যদি মুখ্য ন্যায়িক ম্যাজিস্ট্রেট, যাঁর কাছে কার্যবাহ প্রেরিত হয়, তা সঙ্গত বলে মনে করেন, তাঁহলে পক্ষদের পরীক্ষা করতে পারেন এবং কোনো সাক্ষীকে, যে ইতিমধ্যেই একবার মকদ্দমাতে সাক্ষ্য দিয়েছে তাকে আবার ডেকে পাঠাতে পারেন এবং তার পরীক্ষা করতে পারেন এবং কোনো অতিরিক্ত সাক্ষ্য প্রমাণও চাইতে পারেন এবং গ্রহণ করতে পারেন এবং মকদ্দমাতে এমন রায় ঘোষণা করবেন, দণ্ডাদেশ বা আদেশ দেবেন, যা তিনি উচিত বলে মনে করবেন এবং যা আইনানুসার হবে।

॥ ধারা ঃ ৩২৬ ॥ আংশিকভাবে একজন বিচারক বা ম্যাজিস্ট্রেট দ্বারা এবং আংশিকভাবে অন্য একজন বিচারক বা ম্যাজিস্ট্রেট দ্বারা নথিভুক্ত সাক্ষ্যের ওপর দোষী সাব্যস্তকরণ বা প্রেরণ (সোপর্দকরণ) [Conviction or commitment on evidence partly recorded by one Judge or Magistrate and partly by another]—(১) যখনই কোনো তদন্ত বা বিচারে কোনো সাক্ষ্য সম্পূর্ণ বা আংশিক শোনার পর এবং নথিভুক্ত করার পর কোনো ন্যায়াধীশ (বিচারক) বা ম্যাজিস্ট্রেট তাতে ক্ষেত্রাধিকার (বা অধিক্ষেত্র) প্রয়োগ করতে পারেন না এবং অন্য কোনো ন্যায়ধীশ বা ম্যাজিস্ট্রেট, যাঁর এমন ক্ষেত্রাধিকার আছে এবং যিনি তা প্রয়োগ করতে পারেন, তাঁর স্থলাভিষিক্ত হন, তখন এমন স্থলাভিষিক্ত ন্যায়াধীশ বা ম্যাজিস্ট্রেট তাঁর পূর্ববর্তী ন্যায়াধীশ বা ম্যাজিস্ট্রেট দ্বারা এমন নথিভুক্ত বা আংশিকভাবে তাঁর পূর্ববর্তী ন্যায়াধীশ বা ম্যাজিস্ট্রেট দ্বারা নথিভুক্ত এবং আংশিকভাবে তাঁর দ্বারা নথিভুক্ত সাক্ষ্যের ওপর কার্য সম্পাদন করতে পারেন ঃ

প্রকাশ থাকে যে, যদি পূর্ববর্তীর স্থলাভিষিক্ত ন্যায়াধীশ বা ম্যাজিস্ট্রেটের অভিমত হয় যে, সাক্ষীদের মধ্যে কারো, যার সাক্ষ্য ইতিপূর্বে একবার নথিতে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে, অতিরিক্ত পরীক্ষা করা ন্যায়পরতার স্বার্থে প্রয়োজনীয়, তাহলে তিনি যে

কোনো এমন সাক্ষীকে পুনরায় সমন করতে পারেন এবং এমন অতিরিক্ত পরীক্ষা প্রতিপরীক্ষা এবং পুনঃপরীক্ষার পর যদি হয়, যেমন তিনি অনুমতি দেন সেই মতো ঐ সাক্ষীকে মুক্ত (বা খালাস) করে দিতে হবে।

(২) যখন কোনো মকদ্দমা একজন ন্যায়াধীশের কাছ থেকে অন্য একজন ন্যায়াধীশের কাছে বা একজন ম্যাজিস্ট্রেটের কাছ থেকে অন্য একজন ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে এই সংহিতার অধীন হস্তান্তরিত করা হয় তখন উপধারা (১)-এর অর্থের মধ্যে পূর্ব কথিত ম্যাজিস্ট্রেট সম্পর্কে মনে করা হবে যে, তিনি তাতে ক্ষেত্রাধিকার প্রয়োগ করতে পারছেন না এবং পরে কথিত ম্যাজিস্ট্রেট তাঁর স্থলাভিষিক্ত হয়েছেন।

(৩) এই ধারার কোনো কিছু সংক্ষিপ্ত বিচারের ক্ষেত্রে বা সেই মামলাগুলোর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হয় না, যেগুলোতে কার্যবাহ ধারা-৩২২-এর অধীন রদ করে দেওয়া হয়েছে অথবা যাতে কার্যবাহ উচ্চতর ম্যাজিস্ট্রেটকে ধারা-৩২৫-এর অধীন পাঠানো হয়েছে।

॥ ধারা ঃ ৩২৭ ॥ আদালত খোলা থাকবে [Court to be open]—(১) সেই স্থান, যেখানে কোনো ফৌজদারী আদালত কোনো অপরাধের তদন্ত বা বিচারের প্রয়োজন হেতু বসে, তাকে প্রকাশ্য আদালত বলে মনে করতে হবে, যেখানে জনসাধারণ সাধারণভাবে প্রবেশ করতে পারবে, যতটা সম্ভব সেখানে তার সুবিধানুসার জমায়েত হতে পারে ঃ

প্রকাশ থাকে যে, যদি পীঠাসীন ন্যায়াধীশ বা ম্যাজিস্ট্রেট সঙ্গত মনে করেন তাহলে তিনি কোনো বিশেষ মকদ্দমার তদন্ত বা বিচারকার্যের যে কোনো পর্যায়ে জনসাধারণ বা কোনো বিশেষ ব্যক্তিকে ঐ ঘরে বা বাড়িতে, যা আদালত কর্তৃক ব্যবহৃত হচ্ছে, সেখানে প্রবেশ না করার জন্য বা অবস্থান না করার জন্য এবং পরেও অবস্থান না করার জন্য আদেশ দিতে পারবেন।

(২) উপধারা (১)-এ যাই বিধৃত থাকুক না কেন, ভারতীয় দণ্ড সংহিতার (১৮৬০-এর ৪৫) ধারা-৩৭৬, ধারা-৩৭৬-ক, ধারা-৩৭৬-খ, ধারা-৩৭৬-গ, বা ধারা ৩৭৬-ঘ-এর অধীন বলাৎকার (ধর্ষণ) বা কোনো অপরাধের তদন্ত বা বিচার কার্য রুদ্ধদ্বার কক্ষে করতে হবে ঃ

প্রকাশ থাকে যে, পীঠাসীন ন্যায়াধীশ, যদি সঙ্গত মনে করেন অথবা উভয় পক্ষের কোনো এক পক্ষের আবেদনের ভিত্তিতে কোনো বিশেষ ব্যক্তিকে ঐ ঘরে বা বাড়িতে, যা আদালত কর্তৃক ব্যবহৃত হচ্ছে, প্রবেশ করার, থাকার বা থেকে যাবার অনুমতি দিতে পারেন।

(৩) যেখানে উপধারা (২)-এর অধীন কোনো কার্যবাহ সম্পাদিত হয়, সেখানে কোনো ব্যক্তির জন্য এমন কোনো কার্যবাহ সম্পর্কে কোনো কিছু আদালতের পূর্ব অনুমতি ব্যতিরেকে, মুদ্রণ বা প্রকাশ করা আইনানুগ হবে না।

অধ্যায় ঃ ২৫
[CHAPTER : XXV]
বিকৃত-মস্তিষ্ক অভিযুক্ত ব্যক্তিদের সম্পর্কে বিধান
(Provision as to Accused Persons of Unsound Mind)
ধারা ৩২৮ থেকে ধারা ৩৩৯
[Section 328 to Section 339]

॥ ধারা ঃ ৩২৮ ॥ অভিযুক্ত যেক্ষেত্রে বিকৃত মস্তিষ্ক (বা পাগল) সেক্ষেত্রে প্রক্রিয়া [Procedure in case of accused being lunatic]—(১) যখন তদন্তকারী ম্যাজিস্ট্রেটের এমন বিশ্বাস করার কারণ থাকে যে, সেই ব্যক্তি যার বিরুদ্ধে তদন্ত কার্য পরিচালিত হচ্ছে, বিকৃত মস্তিষ্ক (বা পাগল) এবং পরিণামহেতু সে তার প্রতিরক্ষণ করতে অসমর্থ, তখন ম্যাজিস্ট্রেট ঐ মস্তিষ্ক-বিকৃতি সম্পর্কে তদন্ত করবেন এবং ঐ ব্যক্তির পরীক্ষা ঐ জেলার কোনো সিভিল সার্জেন বা অন্য এমন চিকিৎসক আধিকারিক (মেডিক্যাল অফিসার) দিয়ে করাবেন, যাঁকে রাজ্য সরকার নির্দিষ্ট করবেন এবং তারপর ঐ সিভিল সার্জেন বা অন্য চিকিৎসক-আধিকাবিককে সাক্ষী হিসেবে পরীক্ষা করবেন এবং ঐ পরীক্ষা নথিতে লিপিবদ্ধ করবেন।

(২) এমন পরীক্ষা এবং তদন্ত বিচারাধীন থাকা পর্যন্ত ম্যাজিস্ট্রেট ঐ ব্যক্তি সম্পর্কে ধারা-৩৩০-এর বিধানসমূহ অনুসারে কার্যবাহ করতে পারবেন।

(৩) যদি ঐ ম্যাজিস্ট্রেটের এমন অভিমত হয় যে, উপধারা-(১)-এ নির্দিষ্ট ব্যক্তি বিকৃত-মস্তিষ্ক এবং তার ফলস্বরূপ সে নিজের প্রতিরক্ষণ করতে অসমর্থ তাহলে তিনি সেই মর্ম ব্যক্তকারী মন্তব্য নথিভুক্ত করবেন এবং মকদ্দমার পরবর্তী কার্যবাহ মুলতবি করবেন।

॥ ধারা ঃ ৩২৯ ॥ আদালতের সামনে বিচারযোগ্য ব্যক্তি বিকৃত-মস্তিষ্ক হওয়ার ক্ষেত্রে প্রক্রিয়া [Procedure in case of person of unsound mind tried before Court]—(১) যদি কোনো ম্যাজিস্ট্রেট বা দায়রা আদালতের সামনে কোনো ব্যক্তির বিচারের সময় ঐ ম্যাজিস্ট্রেটের বা আদালতের ব্যক্তিটিকে বিকৃত-মস্তিষ্ক এবং তার পরিণামস্বরূপ সে তার প্রতিরক্ষণ করতে অসমর্থ বলে প্রতীয়মান হয় তাহলে ঐ ম্যাজিস্ট্রেট বা আদালত প্রথমতঃ ঐ মস্তিষ্ক-বিকৃতি ও অসমর্থতার তথ্য বিষয়ে বিচার করবেন এবং যদি ঐ ম্যাজিস্ট্রেট বা আদালতের এধরনের চিকিৎসকীয় বা অন্য সাক্ষ্যের ওপর, যা তার সামনে পেশ করা হয়, বিচার-বিবেচনা করার পর ঐ তথ্যের ব্যাপারে সন্তোষ বিধান হয়ে যায় তাহলে তিনি বা উক্ত আদালত সেই মর্ম ব্যক্তকারী একটি মন্তব্য নথিভুক্ত করবেন এবং মকদ্দমার পরবর্তী কার্যবাহ মুলতবি করে দেবেন।

(২) অভিযুক্তের বিকৃত-মতিষ্ক এবং অসমর্থতা বিষয়ক তথ্যের বিচারকে ম্যাজিস্ট্রেট বা আদালতের সামনে তার বিচারের অংশ বলে মনে করা হবে।

॥ ধারা : ৩৩০ ॥ তদন্ত বা বিচার চলাকালীন বিকৃত-মস্তিষ্ক ব্যক্তিকে অব্যাহতি [Release of lunatic pending investigation or trial]—(১) যখন কোনো ব্যক্তিকে ধারা-৩২৮ বা ধারা-৩২৯-এর অধীন বিকৃত-মস্তিষ্ক বা নিজের প্রতিরক্ষণে তাকে অসমর্থ হতে দেখা যায়, তখন যেখানে যে প্রকার, ম্যাজিস্ট্রেট বা আদালত, মকদ্দমাটি যদি এমনও হয় যে সেখানে জামিন নেওয়া যেতে পারে বা এমন না হয়, তাহলেও এই মর্মে পর্যাপ্ত প্রতিভূতি দেওয়া সাপেক্ষে তাকে অব্যাহতি দিতে পারেন যে, তার যথাযথ তত্ত্বাবধান (দেখা শোনা) করা হবে এবং তাকে তার নিজের ক্ষতি করা থেকে বা অন্য কোনো ব্যক্তির ক্ষতি করা থেকে নিবৃত্ত রাখা হবে (অর্থাৎ সে ক্ষতি করতে পারবে না) এবং অভিপ্রায় করা হলে তাকে ঐ ম্যাজিস্ট্রেট বা আদালত বা এমন আধিকারিকের সামনে, যাকে ঐ ম্যাজিস্ট্রেট বা আদালত এইহেতু নিযুক্ত করেছেন, হাজির করা হবে।

(২) যদি মকদ্দমাটি এমন হয়, যাতে ম্যাজিস্ট্রেট বা আদালতের যথেষ্ট প্রতিভূতি দেওয়া না হয়, তাহলে যেখানে যে প্রকার, ম্যাজিস্ট্রেট বা আদালত অভিযুক্তকে এমন জায়গায় এবং এমন পদ্ধতিতে, যাকে তিনি বা ঐ আদালত উপযুক্ত মনে করেন বা করে সুরক্ষিত প্রহরায় আটক করে রাখার জন্য আদেশ দেবেন বা দেবে এবং যে কার্যবাহ করা হয়েছে তার রিপোর্ট রাজ্য সরকারকে দেবেন বা দেবে :

প্রকাশ থাকে যে, পাগলা গারদে অভিযুক্তকে আটক করে রাখার জন্য আদেশ দেওয়া যাবে রাজ্য সরকার কর্তৃক ভারতীয় উন্মাদগ্রস্ত অধিনিয়ম (Indian Lunacy Act), ১৯১২ (১৯১২-র ৪)-এর অধীন প্রণীত নিয়মানুসারেই, অন্য কোনো ভাবে নয়।

॥ ধারা : ৩৩১ ॥ তদন্ত বা বিচারের কাজ পুনরায় চালু করা [Resumption of inquiry or trial]—(১) যখন কোনো তদন্ত বা বিচারানুষ্ঠানকে ধারা ৩২৮ মতে বা ধারা-৩২৯ মতে মুলতবি করা হয়েছে, তখন যেখানে যে প্রকার, ম্যাজিস্ট্রেট বা আদালত ঐ তদন্ত বা বিচার সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির বিকৃত-মস্তিষ্ক দূরীভূত হওয়ার পর যে কোনো সময় আবার চালু করতে পারেন বা পারে এবং ঐ ম্যাজিস্ট্রেট বা আদালতের সামনে হাজির হওয়ার ব্যাপারে বা আনার ব্যাপারে অভিপ্রায় করতে পারেন বা পারে।

(২) যখন অভিযুক্তকে ধারা-৩৩০-এর অধীন অব্যাহতি দেওয়া হয়েছে এবং তার হাজিরার জন্য জামিনদার তাকে সেই আধিকারিকদের সামনে পেশ করেন, যাকে ম্যাজিস্ট্রেট বা আদালত এই নিমিত্ত নিযুক্ত করেছেন বা করেছে, তখন ঐ আধিকারিকের এই মর্মে একটি প্রমাণপত্র যে, অভিযুক্ত তার নিজের প্রতিরক্ষণ করতে সক্ষম (বা সমর্থ), সাক্ষ্যতে নেওয়ার উপযোগী (বা যোগ্য) বলে বিবেচিত হবে।

॥ ধারা : ৩৩২ ॥ ম্যাজিস্ট্রেট বা আদালতের সামনে অভিযুক্ত ব্যক্তি হাজির হলে সেক্ষেত্রে প্রক্রিয়া [Procedure on accused appearing before Magistrate or Court]—(১) যখন অভিযুক্ত ব্যক্তি যেখানে যে প্রকার ম্যাজিস্ট্রেট বা আদালতের

সম্মুখে হাজির হয় বা পুনরায় আনীত হয়, তখন যদি ম্যাজিস্ট্রেট বা আদালতের এমন অভিমত হয় যে ঐ ব্যক্তি তার নিজের প্রতিরক্ষণ করতে সমর্থ তাহলে তদন্ত বা বিচারের কাজ চালাতে থাকবে।

(২) যদি ম্যাজিস্ট্রেট বা আদালতের এমন অভিমত হয় যে, অভিযুক্ত সেই মুহূর্তেও তার নিজের প্রতিরক্ষণ করতে অসমর্থ তাহলে ম্যাজিস্ট্রেট বা আদালত, যেখানে যে প্রকার, ধারা-৩২৮ বা ধারা-৩২৯-এর বিধানসমূহ সাপেক্ষে কার্যবাহ চালাবেন বা চালাবে এবং যদি অভিযুক্ত ব্যক্তিকে বিকৃত-মস্তিষ্ক বা তার পরিণামস্বরূপ তাকে তার প্রতিরক্ষণ করতে অসমর্থ হতে দেখা যায়, তাহলে ঐ অভিযুক্ত ব্যক্তির ব্যাপারে তিনি বা উক্ত আদালত ধারা-৩৩০-এর বিধানসমূহ অনুসারে কার্যবাহ করবেন বা করবে।

॥ ধারা : ৩৩৩ ॥ যখন অভিযুক্ত ব্যক্তি সুস্থ-মস্তিষ্ক বিশিষ্ট বলে প্রতীয়মান হয় [When accused appears to have been of sound mind]—যখন অভিযুক্ত ব্যক্তি তদন্ত বা বিচারের সময় সুস্থ মস্তিষ্ক সম্পন্ন বলে প্রতীয়মান হয় এবং প্রদত্ত সাক্ষ্য প্রমাণে ম্যাজিস্ট্রেটের সন্তোষ বিধান হয়ে যায় যে এমনটা (অর্থাৎ অভিযুক্ত ব্যক্তি সুস্থ মস্তিষ্ক সম্পন্ন) বিশ্বাস করার মতো কারণ আছে, যে অভিযুক্ত ব্যক্তি এমন কাজ করেছে যা সে সুস্থ মস্তিষ্ক সম্পন্ন ব্যক্তি হলে অপরাধ বলে বিবেচিত (বা গণ্য) হতো এবং সে ঐ সময়ে যখন সেই কাজটি করা হয়েছিল মস্তিষ্ক-বিকৃতির কারণে সেই কাজের প্রকৃতি বা তা যে অন্যায় বা আইনের প্রতিকূল তা সে জানতে অসমর্থ ছিল, তাহলে ম্যাজিস্ট্রেট কার্যবাহ চালিয়ে যাবেন এবং যদি অভিযুক্ত ব্যক্তির বিচারের কাজ দায়রা আদালত দিয়ে করানো সমীচীন হয় তাহলে তা দায়রা আদালতের সমক্ষে বিচারের জন্য সোপর্দ করবেন।

॥ ধারা : ৩৩৪ ॥ মানসিক অসুস্থতার ভিত্তিতে বেকসুর খালাস করার রায় [Judgment of acquittal on ground of unsoundness of mind]—যখন কোনো ব্যক্তিকে এই ভিত্তিতে বেকসুর খালাস করে দেওয়া হয় যে, যখন তার বিরুদ্ধে অভিযোগ তোলা হয়েছিল যে সে অপরাধ করেছে, সে সময়ে সে, বিকৃত-মস্তিষ্কের কারণে যে কার্যটি অপরাধ বলে অভিযোগ করা হয়েছে ঐ কার্যের স্বরূপ (বা প্রকৃতি) বা তা যে অন্যায় বা আইনের অনুকূল নয়, তা জানতে অসমর্থ ছিল, তাহলে মন্তব্যে বিশেষ করে সে কাজটি করেছে কিনা তা উল্লেখ করতে হবে।

॥ ধারা : ৩৩৫ ॥ এমন ভিত্তিতে বেকসুর খালসকৃত ব্যক্তিকে নিরাপদ প্রহরায় আটক রাখা [Person acquitted on such ground to be detained in safe custody]—(১) যখন কোনো মন্তব্যে বিবৃত করা হয় যে, অভিযুক্ত ব্যক্তি নালিশকৃত কাজটি সম্পাদন করেছে, তখন ঐ ম্যাজিস্ট্রেট বা আদালত, যাঁর সমক্ষে বিচারের কাজ করা হয়েছে, সেইক্ষেত্রে যখন এমন কাজ সেই পরিদৃষ্ট অসমর্থতার কারণে সম্পাদিত না হলে অপরাধ পদবাচ্য হতো—

(ক) সেই ব্যক্তিকে, ঐ ম্যাজিস্ট্রেট বা আদালত যেমন সঙ্গত মনে করেন বা করে

তেমন জায়গায় এবং তেমন পদ্ধতিতে, নিরাপদ প্রহরায় আটক করার আদেশ দেবেন বা দেবে; অথবা

(খ) সেই ব্যক্তিকে তার কোনো আত্মীয়ের হাতে তুলে (বা সঁপে) দেবার আদেশ দেবেন বা দেবে।

(২) পাগলা গারদে (বা উন্মাদাশ্রমে) অভিযুক্ত ব্যক্তিকে আটক রাখার জন্য উপধারা (১)-এর প্রকরণ (ক)-এর অধীন কোনো আদেশ রাজ্য সরকার দ্বারা ভারতীয় উন্মাদগ্রস্ততা অধিনিয়ম (Indian Lunacy Act), ১৯১২ (১৯১২-র ৪)-এর অধীন প্রণীত (বা গঠিত) নিয়মাবলী অনুসারেই দেওয়া যাবে অন্য কোনো ভাবে নয়।

(৩) অভিযুক্ত ব্যক্তিকে তার কোনো আত্মীয় বা বন্ধুর হাতে তুলে দেবার ব্যাপারে উপধারা (১)-এর প্রকরণ (ক)-এর অধীন কোনো আদেশ—এধরনের আত্মীয় বা বন্ধুদের আবেদনের ভিত্তিতে এবং তার দ্বারা নিম্নলিখিত বিষয় সম্পর্কে ম্যাজিস্ট্রেট বা আদালতের সন্তোষজনক প্রতিভূতি জমা করার পরই দেওয়া যাবে, অন্য কোনো ভাবে নয়—

(ক) সমর্পিত ব্যক্তির যথোপযুক্ত দেখাশোনা (বা তত্ত্বাবধান) করা হবে এবং যাতে নিজের বা অন্য কোনো ব্যক্তির ক্ষতি সাধন করতে না পারে তা নিবারণ করা হবে;

(খ) সমর্পিত (সঁপে দেওয়া বা হাতে তুলে দেওয়া) ব্যক্তিকে এমন আধিকারিকদের সমক্ষে এবং এমন সময়ে এবং স্থানে, যা রাজ্য সরকার কর্তৃক উল্লেখিত হবে (বা নির্দিষ্ট করে দেওয়া হবে), পরিদর্শনের জন্য উপস্থিত করা হবে।

(৪) ম্যাজিস্ট্রেট বা আদালত উপধারা (১)-এর অধীন সম্পাদিত ব্যবস্থাদির রিপোর্ট রাজ্য সরকারকে দেবেন বা দেবে।

॥ ধারা : ৩৩৬ ॥ ভারপ্রাপ্ত আধিকারিকের কর্তব্যাদি পালনের জন্য সক্ষম করা হেতু রাজ্য সরকারের ক্ষমতা [Power of State Government to empower officer in charge to discharge]—যে জেলে (বা কয়েদখানায়) কোনো ব্যক্তি ধারা-৩৩০ বা ধারা-৩৩৫-এর বিধানসমূহের অধীন আটক আছে, রাজ্য সরকার ঐ জেলের ভারপ্রাপ্ত আধিকারিককে ধারা ৩৩৭ বা ধারা ৩৩৮-এর অধীনে জেলখানা-সমূহের মহাপরিদর্শকের সমস্ত কর্তব্যাদির বা তার মধ্যে কোনোটির নির্বাহ হেতু ক্ষমতাসম্পন্ন করতে পারে।

॥ ধারা : ৩৩৭ ॥ বিকৃত মস্তিষ্ক ব্যক্তি যখন নিজেই তার প্রতিরক্ষার ব্যবস্থা করতে পারবে বলে রিপোর্ট দেওয়া হয় তখন প্রক্রিয়া [Procedure where lunatic prisoner is reported capable of making his defence]—(১) যদি এহেন ব্যক্তিকে ধারা-৩৩০-এর উপধারা (২)-এর বিধানসমূহের অধীন আটক করা হয় এবং জেলে আটক ব্যক্তির ক্ষেত্রে জেলখানাসমূহের পরিদর্শক বা পাগলাগারদে আটক ব্যক্তির ক্ষেত্রে উপ-পাগলাগারদের পরিদর্শকদের বা তাঁদের মধ্যে যে কোনো দু'জন এই মর্মে প্রমাণিত করে দেন যে, তাঁর বা তাঁদের মতে ঐ ব্যক্তি তার নিজের

প্রতিরক্ষণ করতে সমর্থ (বা সক্ষম) তাহলে তাকে যেখানে যে প্রকার ম্যাজিস্ট্রেট বা আদালতের সমক্ষে ঐ ম্যাজিস্ট্রেট বা আদালত কর্তৃক নির্ধারিত সময়ে আনা হবে এবং ঐ ম্যাজিস্ট্রেট বা আদালত ঐ ব্যক্তিটির সম্পর্কে ধারা ৩৩২-এর বিধানসমূহের অধীন কার্যবাহ চালাবেন বা চালাবে এবং পূর্বোক্ত মহাপরিদর্শক বা পরিদর্শকদের দেওয়া প্রমাণ পত্র সাক্ষ্য হিসেবে গ্রহণ করা যাবে।

॥ ধারা ঃ ৩৩৮ ॥ যখন আটক বিকৃত-মস্তিষ্ক ব্যক্তি মুক্তি দেবার যোগ্য বলে বিবেচিত হয় তখন প্রক্রিয়া [Procedure where lunatic detained is declared fit to be released]—(১) যদি এমন ব্যক্তি ধারা-৩৩০-এর উপধারা (২) বা ধারা-৩৩৫-এর বিধানসমূহের অধীন আটক থাকে এবং এমন মহাপরিদর্শক বা পরিদর্শক প্রমাণিত করেন যে, তাঁর বা তাঁদের বিচারে তাকে তার নিজের বা অন্য কোনো ব্যক্তির ক্ষতিসাধনের আশঙ্কা ব্যতিরেকে মুক্ত করা যাবে তাহলে রাজ্য সরকার তখন তাকে ছেড়ে দেবার বা প্রহরাধীন রাখার বা যদি তাকে ইতিমধ্যে সার্বজনিক পাগলাগারদে না পাঠানো হয়ে থাকে তাহলে এধরনের পাগলাগারদে স্থানান্তর করার আদেশ দিতে পারেন এবং যদি তিনি তাকে পাগলাগারদে আটক করে রাখার আদেশ দেন তাহলে তিনি একজন ন্যায়িক ও দু'জন চিকিৎসক আধিকারিকের (medical officer) একটি কমিশন (আয়োগ) নিয়োগ করতে পারেন।

(২) ঐ কমিশন প্রয়োজনীয় সাক্ষ্য নিয়ে, এধরনের ব্যক্তির মানসিক অবস্থার যথারীতি তদন্ত করবেন এবং রাজ্য সরকারকে রিপোর্ট দেবেন, যে রাজ্য সরকার তাকে ছেড়ে দেবার বা আটক করে রাখার, যেমন সঙ্গত মনে করবে আদেশ দিতে পারবে।

॥ ধারা ঃ ৩৩৯ ॥ আত্মীয়-স্বজন বা বন্ধু-বান্ধবের তত্ত্বাবধানে বিকৃত-মস্তিষ্ক ব্যক্তিকে অর্পণ [Delivery of lunatic to care of relative or friend]—(১) যখনই ধারা-৩৩০ বা ধারা-৩৩৫-এর বিধানসমূহের অধীন আটক কোনো ব্যক্তির কোনো আত্মীয়-স্বজন বা বন্ধু-বান্ধব অভিপ্রায় করে যে, ঐ ব্যক্তিকে তার তত্ত্বাবধান এবং প্রহরাধীনে রাখার জন্য অর্পণ করা হোক, যখনই রাজ্য সরকার ঐ আত্মীয় বা বন্ধুর আবেদনের ভিত্তিতে বা তার দ্বারা ঐ রাজ্য সরকারকে সন্তোষজনক প্রতিভূতি এই মর্মে দেওয়ার পর যে,

(ক) অর্পণকৃত ব্যক্তির যথাযথ তত্ত্বাবধান করা হবে এবং সে যাতে তার নিজের বা অপর কোনো ব্যক্তির ক্ষতি সাধন করতে না পারে তার জন্য তাকে নিবৃত্ত রাখা হবে;

(খ) অর্পিত ব্যক্তি ঐ আধিকারিকের সমক্ষে এবং এমন সময়ে এবং স্থানসমূহে, যা রাজ্যসরকার কর্তৃক নির্দিষ্ট করা হবে, পরিদর্শনের জন্য উপস্থিত করা হবে;

(গ) অর্পিত ব্যক্তিকে, যেক্ষেত্রে সে ধারা ৩৩০-এর উপধারা (২)-এর অধীন আটক ব্যক্তি, সেইক্ষেত্রে, অভিপ্রায় করা হলে ঐ ম্যাজিস্ট্রেট বা আদালতের সমক্ষে পেশ করা হবে।

এমন ব্যক্তিকে এমন আত্মীয়-স্বজন বা বন্ধু-বান্ধবের কাছে অর্পণের আদেশ দিতে পারবে।

(২) যদি এভাবে সমর্পিত (বা অর্পিত বা সঁপে দেওয়া) ব্যক্তি এমন অপরাধের জন্য অভিযুক্ত হয়, যার বিচারের কাজ সে বিকৃত-মস্তিষ্ক হওয়ার বা নিজের প্রতিরক্ষণ করতে অসমর্থ হওয়ার কারণে মুলতবি করা হয়েছে এবং উপধারা (১)-এর প্রকরণ (খ)-এ উল্লিখিত পরিদর্শন আধিকারিক কোনো সময় ম্যাজিস্ট্রেট বা আদালতের সমক্ষে এই মর্মে প্রমাণিত করে দেয় যে, ঐ ব্যক্তি তার নিজের প্রতিরক্ষণ করতে সমর্থ (বা সক্ষম) তাহলে ঐ ম্যাজিস্ট্রেট বা আদালত ঐ আত্মীয় বা বন্ধুর কাছে, যার কাছে অভিযুক্তকে অর্পণ করা (বা সঁপে দেওয়া) হয়েছে, অভিপ্রায় করতে পারবেন বা পারবে সে তাকে ঐ ম্যাজিস্ট্রেট বা আদালতের সামনে উপস্থিত করুক এবং এভাবে উপস্থিত করানোর পর ঐ ম্যাজিস্ট্রেট বা আদালত ধারা-৩৩২-এর বিধানসমূহ অনুসারে কার্যবাহ করবেন বা করবে এবং পরিদর্শন আধিকারিকের প্রমাণ পত্র সাক্ষ্য হিসেবে গ্রহণ করা যেতে পারে।

অধ্যায় : ২৬

[CHAPTER : XXVI]

ন্যায়-প্রশাসনের ওপর প্রভাবসৃষ্টিকারী অপরাধসমূহের ব্যাপারে বিধান

(Provisions as to Offences Affecting the Administration of Justice)

ধারা ৩৪০ থেকে ধারা ৩৫২

[Section 340 to Section 352]

॥ ধারা : ৩৪০ ॥ ধারা ১৯৫-এ উল্লিখিত মকদ্দমায় প্রক্রিয়া [Procedure in cases mentioned in section 195]—(১) যখন কোনো আদালতের কাছে এই নিমিত্ত আবেদন করার পর বা অন্যভাবে, সেই আদালতের অভিমত হয় যে, ন্যায়পরতার স্বার্থে এটি সমীচীন যে ধারা ১৯৫-এব উপধারা (১)-এর প্রকরণ (খ)-এ উল্লিখিত কোনো অপরাধেব—যা ঐ আদালতের কাছে, যেখানে যে প্রকার, ঐ আদালতের কার্যবাহকে বা তার সম্পর্কে অথবা ঐ আদালতের কার্যবাহে পেশকৃত বা সাক্ষ্যতে প্রদত্ত দস্তাবেজ সম্পর্কে সম্পাদিত বলে প্রতীয়মান হচ্ছে, তদন্ত করা সমীচীন, তখন ঐ আদালত এমন প্রারম্ভিক তদন্তের পর যদি হয়, যেমন ঐ আদালত প্রয়োজন মনে করবে—

(ক) সেই মর্মে একটি মন্তব্য নথিভুক্ত করতে পারবে;

(খ) তার লিখিত অভিযোগ প্রস্তুত করবে;

(গ) তা ক্ষেত্রাধিকার সম্পন্ন প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেটকে পাঠাতে পারে;

(ঘ) ঐ ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে হাজির হওয়ার জন্য পর্যাপ্ত প্রতিভূতি বা জামিন নিতে পারে অথবা যদি অভিযোগ করা অপরাধ জামিন অযোগ্য হয় এবং আদালত এমনটা করা প্রয়োজনীয় বলে মনে করে তাহলে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে ঐ ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে প্রহরায় পাঠাতে পারে; এবং

(ঙ) এমন ম্যাজিস্ট্রেটের সমক্ষে হাজির হওয়ার এবং সাক্ষ্য দেওয়ার জন্য যে কোনো ব্যক্তিকে বাধ্য করতে পারে।

(২) কোনো অপরাধের ব্যাপারে আদালতকে উপধারা (১)-এর প্রদত্ত ক্ষমতার প্রয়োগ, এমন মকদ্দমাতে যাতে ঐ আদালত উপধারা (১)-এর অধীন বা অপরাধ সম্পর্কে অভিযোগও করেনি এবং এমন অভিযোগ করার জন্য আবেদন নামঞ্জুর করেছে, ঐ আদালত দ্বারা করা যেতে পারে, যে আদালতের এই পূর্ব কথিত আদালত ধারা-১৯৫-এর উপধারা (৪)-এর অর্থে অধীনস্থ।

(৩) এই ধারার অধীনকৃত অভিযোগে স্বাক্ষর—

(ক) যেখানে অভিযোগকারী আদালত হলো উচ্চ আদালত, সেখানে ঐ আদালতের এমন আধিকারিকের দ্বারা করা যাবে, যাকে ঐ আদালত নিযুক্ত করবে;

(খ) অন্য কোনো মকদ্দমায়, আদালতের পীঠাসীন আধিকারিককে দিয়ে করা যাবে।

(৪) এই ধারায় 'আদালত'-এর সেই রকম অর্থই হবে যা ধারা ১৯৫-এ বিধৃত আছে।

॥ ধারা : ৩৪১ ॥ আপিল [Appeal]—(১) কোনো ব্যক্তি, যার আবেদনের প্রেক্ষিতে উচ্চ আদালত থেকে ভিন্ন কোনো আদালত ধারা ৩৪০-এর উপধারা (১) বা উপধারা (২)-এর অধীন অভিযোগ করতে অস্বীকার করেছে অথবা যার বিরুদ্ধে এমন অভিযোগ এমন আদালত দিয়ে করা হয়েছে, ঐ আদালতে আপিল করতে পারবে, যে আদালতের এমন পূর্বোক্ত আদালত ধারা ১৯৫-এর উপধারা (৪)-এর অর্থে অধীনস্থ এবং তখন উচ্চতর আদালত সংশ্লিষ্ট পক্ষকে সমাচার (বা বিজ্ঞপ্তি) দেওয়ার পর, যেখানে যেমন, ঐ অভিযোগ তুলে নেওয়ার বা এমন অভিযোগ করার যা এমন পূর্বোক্ত আদালত ধারা ৩৪০-এর অধীন করতে পারত, নির্দেশ দিতে পারবে এবং যদি সে এমন অভিযোগ করে তাহলে ঐ ধারার বিধানসমূহ সেই মতো প্রযোজ্য হবে।

(২) এই ধারার অধীন আদেশ এবং এমন আদেশের অধীন ধারা ৩৪০-এর অধীন আদেশ, চূড়ান্ত হবে এবং তার পুনরীক্ষণ করা যাবে না।

॥ ধারা : ৩৪২ ॥ খরচের আদেশ দেওয়ার ক্ষমতা [Power to order costs]— ধারা ৩৪০-এর অধীন অভিযোগ দাখিল হেতু করা কোনো আবেদন বা ধারা ৩৪১-এর অধীন আপিলের সম্পর্কে কার্যবাহকারী যে কোনো আদালতের খরচের ব্যাপারে এমন আদেশ দেওয়ার ক্ষমতা থাকবে, যা ন্যায়সঙ্গত হয়।

॥ ধারা : ৩৪৩ ॥ ম্যাজিস্ট্রেট যেখানে বিচারার্থ গ্রহণ করেন সেখানে প্রক্রিয়া [Procedure of Magistrate taking cognigance]—(১) যে ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে ধারা ৩৪০ বা ধারা ৩৪১-এর অধীন অভিযোগ করা হয় সেই ম্যাজিস্ট্রেট অধ্যায় ১৫-তে যা কিছুই বিধৃত.থাকুক না কেন, যতদূর সম্ভব মকদ্দমাতে এমন ভাবে কার্যবাহ করার জন্য অগ্রসর হবেন, যেন তা পুলিশ রিপোর্টের ভিত্তিতে দায়ের করা হয়েছে।

(২) যেখানে এমন ম্যাজিস্ট্রেটের বা কোনো অন্য ম্যাজিস্ট্রেটের যার কাছে মকদ্দমা হস্তান্তরিত করা হয়েছে, দৃষ্টিতে আনা হয় যে, ঐ ন্যায়িক কার্যবাহে, যার থেকে ঐ মকদ্দমা উত্থিত হয়েছে, সম্পাদিত সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আপিল অমীমাংসিত হয়ে আছে, যেখানে তিনি, যদি সঙ্গত মনে করেন তাহলে মকদ্দমার শুনানির যে কোনো পর্যায়ে যতক্ষণ ঐ আপিল সম্পর্কে সিদ্ধান্ত না হচ্ছে ততক্ষণের জন্য স্থগিত করে দিতে পারেন।

॥ ধারা : ৩৪৪ ॥ মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়া হলে বিচারের জন্য সংক্ষিপ্ত প্রক্রিয়া [Summary procedure for trial for giving false evidence]—(১) যদি কোনো ন্যায়িক কার্যবাহর পরিসমাপ্তি ঘটাতে রায় বা চূড়ান্ত আদেশ দেওয়ার সময় কোনো দায়রা আদালত বা প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট এমন অভিমত ব্যক্ত করেন যে, এমন কার্যবাহতে উপস্থিত হওয়া কোনো সাক্ষী জ্ঞাতসারে বা জেনে শুনে, মিথ্যাসাক্ষ্য দিয়েছে বা এমন অভিপ্রায়ে মিথ্যা সাক্ষ্য তৈরি করেছে যে এমন সাক্ষী এই কার্যবাহতে প্রয়োগ করা যায়, তাহলে যদি তাঁর সন্তোষবিধান হয়ে যায় যে, ন্যায়পরতার স্বার্থে এমনটা আবশ্যক এবং সমীচীন যে সাক্ষীর যেখানে যে প্রকার মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়ার

বা প্রস্তুত করার জন্য সংক্ষেপে বিচার করা দরকার তাহলে তিনি এমন অপরাধ বিচারার্থ গ্রহণ করতে পারবেন এবং অপরাধী এমন কারণ দর্শাবার জন্য যে, কেন তাকে এই অপরাধের জন্য দণ্ড দেওয়া যাবে না, উপযুক্ত সুযোগ দেওয়া পর এমন অপরাধীর সংক্ষেপে বিচার করতে পারবেন এবং তাকে কারাদণ্ডে দণ্ডিত করতে পারবেন যার মেয়াদ হতে পারে তিন মাস পর্যন্ত অথবা অর্থদণ্ডে দণ্ডিত করতে পারেন যার পরিমাণ হতে পারে পাঁচশ' টাকা পর্যন্ত অথবা তাকে উভয় দণ্ডে দণ্ডিত করতে পারেন।

(২) এমন প্রতিটি ক্ষেত্রে আদালত সংক্ষিপ্ত বিচার কার্যের জন্য চিহ্নিত প্রক্রিয়ার যথাসাধ্য অনুসরণ করবে।

(৩) যেখানে আদালত এই ধারার অধীন কার্যবাহ করার জন্য অগ্রসর হয় না, সেখানে এই ধারার কোনো কিছু অপরাধের জন্য, ধারা ৩৪০-এর অধীন অভিযোগ করার ঐ আদালতের ক্ষমতাকে প্রভাবিত করবে না।

(৪) যেখানে, উপধারা (১)-এর অধীন কোনো কার্যবাহ শুরু করার পর, দায়রা আদালত বা প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট প্রতীয়মান করানো হয় যে, ঐ রায় বা আদেশের বিরুদ্ধে যাঁতে ঐ উপধারাতে নির্দিষ্ট রায় অভিব্যক্ত করা হয়েছে, আপিল বা পুনরীক্ষণের জন্য আবেদন করা হয়েছে সেখানে তিনি যেখানে যে প্রকার আপিল বা পুনরীক্ষণের আবেদনের নিষ্পত্তি করা পর্যন্ত বিচারের আরও কার্যবাহ স্থগিত করে দেবেন এবং তখন বিচারের আরও কার্যবাহ (চলতে থাকা) আপিল বা পুনরীক্ষণের আবেদনের পরিণামের অনুসারী হবে।

॥ ধারা : ৩৪৫ ॥ অবমাননার কিছুক্ষেত্রে প্রক্রিয়া [Procedure in certain cases of contempt]—(১) যখন কোনো এমন অপরাধ, যেমন ভারতীয় দণ্ড সংহিতার (১৮৬০-এর ৪৫) ধারা-১৭৫, ধারা-১৭৮, ধারা-১৭৯, ধারা-১৮০ বা ধারা-২২৮-এ উল্লিখিত আছে, কোনো দেওয়ানী, ফৌজদারী বা রাজস্ব আদালতের দৃষ্টির মধ্যে বা উপস্থিতিতে সম্পাদন করা হয়, তখন আদালত অভিযুক্তকে প্রহরায় আটক করাতে পারে এবং সেইদিন আদালতের কাজ শেষ হওয়ার আগে যে কোনো সময়, অপরাধটি বিচারার্থ গ্রহণ করতে পারে এবং অপরাধীকে এমন কারণ দর্শানোর যথাযথ সুযোগ দেওয়ার পর যে কেন তাকে এই ধারার অধীনে দণ্ডিত করা যাবে না, অপরাধীকে অনধিক দু'শ টাকা অর্থদণ্ডের (জরিমানা) এবং অর্থদণ্ডের (জরিমানার) টাকা দিতে অসফল (ব্যর্থ, বা অসমর্থ) হওয়ার ক্ষেত্রে অনধিক এক মাস মেয়াদের জন্য, যদি মাসে জরিমানা ঐ টাকা ইতিমধ্যে দিয়ে দেয় বিনাশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ দিতে পারবে।

(২) এমন প্রতিটি মকদ্দমাতে যা দিয়ে অপরাধ গঠিত হয় সেই তথ্য অপরাধী দ্বারা প্রদত্ত কোনো বিবৃতি (যদি দেয়) সহ তথা মন্তব্য ও দণ্ডাদেশও নথিভুক্ত করবেন।

(৩) যদি অপরাধ ভারতীয় দণ্ড সংহিতার (১৮৬০-এর ৪৫)-এর ধারা-২২৮-এর অধীন হয় তাহলে নথিতে উল্লিখিত হবে যে, যে আদালতের কাজ বিঘ্নিত করা হয়েছিল বা যার অপমান করা হয়েছিল, তার সেই আদালতের অবস্থান কি ধরনের

ন্যায়িক কার্যবাহর সম্পর্কে এবং তার কোন পর্যায়ে কার্যরত ছিল এবং কি ধরনের বিঘ্ন উপস্থিত করা হয়েছিল বা অপমান করা হয়েছিল।

॥ ধারা : ৩৪৬ ॥ আদালত যেখানে মনে করে যে, মকদ্দমায় ধারা ৩৪৫-এর অধীন কার্যবাহ চালানো সমীচীন নয় সেখানে প্রক্রিয়া [Procedure where Court considers that case should not be dealt with under section 345]—(১) যদি কোনো মামলায় আদালতের মনে হয় যে, ধারা ৩৪৫-এ উল্লিখিত এবং দৃষ্টিগোচরতা বা উপস্থিতিতে সম্পাদিত অপরাধসমূহের কোনোটির জন্য অভিযুক্ত ব্যক্তি জরিমানা দিতে অসফলতার ক্ষেত্র ছাড়াও কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা উচিত বা তার ওপর দু'শ টাকার বেশি জরিমানা ধার্য করা (বা আরোপ করা) উচিত বা অন্য কোনো কারণে ঐ আদালতের অভিমত হলো, যে মকদ্দমাটি ধারা-৩৪৫-এর অধীন মীমাংসা করা উচিত তাহলে ঐ আদালত যেগুলো দিয়ে অপরাধ সংগঠিত হয় সেই তথ্যগুলো এবং অভিযুক্ত ব্যক্তির বিবৃতি এতে এর আগে বিধৃত প্রকারে নথিভুক্ত করার পর, মকদ্দমাটি তার বিচার করার ক্ষেত্রাধিকার সম্পন্ন কোনো ম্যাজিস্ট্রেটকে পাঠাতে পারবে এবং ঐ ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে এমন ব্যক্তির হাজিরার জন্য প্রতিভূতি দেওয়ার জন্য নির্দেশ দিতে পারবে (বা অভিপ্রায় করতে পারবে) অথবা, যদি যথেষ্ট প্রতিভূতি না দেওয়া হয় তাহলে এমন ব্যক্তিকে প্রহরায় ঐ ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে পাঠাবে।

(২) যে ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে এই ধারার অধীন কোনো মকদ্দমা এভাবে পাঠানো হয়, ঐ ম্যাজিস্ট্রেট যতদূর সম্ভব এমনভাবে কার্যবাহ করার জন্য অগ্রসর হবে যেন মকদ্দমাটি পুলিশী রিপোর্টের ভিত্তিতে দায়ের করা হয়েছে।

॥ ধারা : ৩৪৭ ॥ রেজিস্ট্রার বা সাব-রেজিস্ট্রারকে কখন দেওয়ানী আদালত বলে ধরতে হবে [When Registrar or Sub-Registrar to be deemed a Civil Court]—যখন কোনো রাজ্য সরকার এমন নির্দেশ দেয় তখন যে কোনো রেজিস্ট্রার বা যে কোনো সাব-রেজিস্ট্রারকে যিনি রেজিস্ট্রিকরণ অধিনিয়ম, ১৯০৮ (১৯০৮-এর ১৬)-এর অধীনে নিযুক্ত আছেন, ধারা ৩৪৫ ও ধারা ৩৪৬-এর অর্থে ফৌজদারী আদালত ধরা হবে।

॥ ধারা : ৩৪৮ ॥ ক্ষমা চাওয়ার প্রেক্ষিতে অপরাধীর মুক্তি [Discharge of offender on submission of apology]—যখন কোনো আদালত কোনো অপরাধীর কোনো কিছু, যা তাকে আইনসম্মতভাবে করতে বলা হয়েছিল, তা করতে অস্বীকার করবে বা তা না করার জন্য বা উদ্দেশ্যমূলক ভাবে (বা ইচ্ছাকৃত ভাবে) কোনো মানহানি করার জন্য বা বিঘ্ন উপস্থিত করার জন্য ধারা-৩৪৫-এর অধীন দণ্ডিত করার স্থির করা হয়, বা ধারা-৩৪৬-এর অধীন বিচার করার জন্য ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে পাঠানো হয়, তখন ঐ আদালত তার আদেশ বা অভিপ্রায় তদ্ কর্তৃক মেনে নেওয়ার পর বা তার দ্বারা এমনভাবে ক্ষমা প্রার্থনা করে নেওয়ার পর, যাতে আদালতের সন্তোষ বিধান হয়ে যায় যে, স্বীয় যুক্তি অনুসার অভিযুক্ত ব্যক্তিকে মুক্ত করে দিতে পারে বা দণ্ড পরিহার করতে পারে।

॥ ধারা : ৩৪৯ ॥ উত্তর দিতে বা দস্তাবেজ পেশ করতে অস্বীকারকারী ব্যক্তিকে কারাবাস বা সোপর্দকরণ [Imprisonment or committal of person refusing to answer or produce document]—যদি ফৌজদারী আদালতের সপক্ষে কোনো সাক্ষী বা কোনো ব্যক্তি যাকে কোনো দস্তাবেজ বা বস্তু পেশ করার জন্য ডাকা হয়েছে, সেই সব প্রশ্ন, যা তাকে করা হবে, উত্তর দিতে বা তার দখলে থাকা বা ক্ষমতায় থাকা কোনো দস্তাবেজ বা বস্তু, যা দাখিল করার জন্য আদালত ন্যায়সঙ্গতভাবে নির্দেশ দেয়, তা দাখিল করতে অস্বীকার করে এবং এধরনের অস্বীকার করার কোনো যথার্থ কারণ উপস্থাপিত করার জন্য যুক্তিসঙ্গত সুযোগ দেওয়ার পরও তা না করে তাহলে ঐ আদালত, নথিভুক্ত করা হবে এমন কারণে তাকে অনধিক সাতদিনের যে কোনো মেয়াদের জন্য বিনাশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ দিতে পারবে অথবা পীঠাসীন ম্যাজিস্ট্রেট বা ন্যায়াধীশ দ্বারা স্বাক্ষরিত পরওয়ানা দ্বারা আদালতের কোনো আধিকারিকের প্রহরার সোপর্দ করতে পারবে; যতক্ষণ না ইতিমধ্যে ঐ ব্যক্তি তার পরীক্ষা করার ও উত্তর দেওয়ার জন্য বা দস্তাবেজ বা কোনো বস্তু পেশ করার জন্য একমত না হয় এবং তার অস্বীকার করার জায়গায় দৃঢ় (অবিচল) থাকে তার সম্বন্ধে ধারা ৩৪৫ বা ধারা-৩৪৬-এর বিধানসমূহের অধীন কার্যবাহ করা যাবে।

॥ ধারা : ৩৫০ ॥ সমন জারি মান্য করে সাক্ষী হাজির না হলে তাকে দণ্ড দেওয়ার জন্য সংক্ষিপ্ত প্রক্রিয়া [Summary procedure for punishment for non- attendance by a wintness in obedience to summons]—(১) যদি কোনো ফৌজদারী আদালতের সম্মুখে হাজির হওয়ার জন্য সমন জাবি করার পর কোনো সাক্ষী সমন জারির প্রতিপালনে কোনো নির্ধারিত স্থানে এবং সময়ে হাজির হওয়াব জন্য আইনতঃ বাধ্য হয় এবং ন্যায়সঙ্গত কারণ ব্যতিরেকে ঐ স্থানে বা সময়ে হাজির হতে অস্বীকার করে অথবা সেই স্থান থেকে, যেখানে তাকে হাজির হতে হবে, সেই সময়ের আগে চলে যায় যে সময়ে চলে যাওয়া আইনসম্মত (অর্থাৎ যে সময়ে যাওয়া আইনসম্মত তার আগে চলে যায়) এবং যে আদালতের সমক্ষে ঐ সাক্ষীকে হাজির হতে হয় সেই আদালতের সন্তোষ বিধান হয়ে যায় যে, ন্যায়পরতার স্বার্থে ঐ সাক্ষীর সংক্ষিপ্ত বিচার করা সমীচীন, তাহলে ঐ আদালত ঐ অপরাধটি বিচারার্থ গ্রহণ করতে পারে এবং অপরাধীকে কেন তার ওপর এই ধারার অধীন দণ্ডিত করা হবে না তার কারণ দর্শানোর সুযোগ দেওয়ার পর তাকে অনধিক একশ' টাকা অর্থদণ্ডের আদেশ দিতে পারে।

(২) এমন প্রতিটি মকদ্দমায় আদালত সেই প্রক্রিয়ার যথাসাধ্য অনুসরণ করবে যা সংক্ষিপ্ত বিচারের জন্য নির্দিষ্ট করা আছে।

॥ ধারা : ৩৫১ ॥ ধারা ৩৪৪, ৩৪৫, ৩৪৯ এবং ৩৫০-এর অধীন দোষী হিসেবে সাব্যস্ত করার বিরুদ্ধে আপিল [Appeals from conviction under sections 344, 345, 349 and 350]—(১) উচ্চ আদালত ছাড়া, কোনো অন্য আদালত দ্বারা ধারা-৩৪৪, ধারা-৩৪৫, ধারা-৩৪৯ বা ধারা-৩৫০-এর অধীন দণ্ডাদেশ প্রাপ্ত কোনো ব্যক্তি, এই সংহিতার যা কিছুই থাকুক না কেন, যে আদালতে এমন আদালত দ্বারা প্রদত্ত ডিক্রি বা আদেশসমূহের আপিল সাধারণ ভাবে হয়, সেই আদালতে আপিল করতে পারে।

(২) অধ্যায় : ২৯-এর বিধান, যতদূর তা প্রযোজ্য হয়, এই ধারার অধীন আপিলসমূহে প্রযোজ্য হবে এবং আপিল আদালত মন্তব্য পরিবর্তিত করতে পারে বা তা উল্টে দিতে পারে অথবা যে দণ্ডের বিরুদ্ধে আপিল করা হয়েছে সেই দণ্ডকে কম করতে পারে অথবা উল্টে দিতে পারে।

(৩) লঘুবাদ আদালত দ্বারা এমন দোষীসাব্যস্তকরণের আপিল ঐ দায়রা বিভাগের দায়রা আদালতে হবে যে বিভাগে ঐ আদালত অবস্থিত।

(৪) ধারা ৩৪৭-এর অধীন জারিকৃত নির্দেশের ভিত্তিতে দেওয়ানী আদালত বলে ধরে নেওয়া কোনো রেজিস্ট্রার বা সাব-রেজিস্ট্রার দ্বারা দোষী সাব্যস্তকরণের আপিল সেই দায়রা বিভাগের দায়রা আদালতে হবে, যে বিভাগে ঐ রেজিস্ট্রার বা সাব-রেজিস্ট্রারের কার্যালয় অবস্থিত।

॥ ধারা : ৩৫২ ॥ কিছু ন্যায়াধীশ এবং ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে কৃত অপরাধের বিচার তাদের দ্বারা করা যাবে না [Certain Judges and Magistrates not to try certain offences when committed before themselves]—ধারা-৩৪৪, ধারা-৩৪৫, ধারা-৩৪৯ এবং ধারা-৩৫০-এ যেমন বিধান দেওয়া হয়েছে, তা ব্যতিরেকে (উচ্চ আদালতের ন্যায়াধীশ ছাড়া) ফৌজদারী আদালতের যে কোনো ন্যায়াধীশ বা ম্যাজিস্ট্রেট ধারা-১৯৫-এ নির্দিষ্ট কোনো অপরাধের জন্য কোনো ব্যক্তির বিচারকার্য সেই ক্ষেত্রে করবে না, যে ক্ষেত্রে ঐ অপরাধ তার সামনে বা তাব প্রাধিকারের অবমাননা করা হয়েছে অথবা কোনো ন্যায়িক কার্যবাহ চলা কালে এমন ন্যায়াধীশ বা ম্যাজিস্ট্রেটের হিসেবে দৃষ্টিগোচবতায় আনা হয়েছে।

অধ্যায় ঃ ২৭

[CHAPTER ঃ XXVII]

রায়

(The Judgment)

ধারা ৩৫৩ থেকে ধারা ৩৬৫

[Section 353 to Section 365]

॥ ধারা ঃ ৩৫৩ ॥ রায় [Judgment]—(১) আদিম অধিক্ষেত্রের ফৌজদারী আদালতে হতে যাওয়া প্রতিটি বিচারানুষ্ঠানে রায় ঘোষণা পীঠাসীন আধিকারিক দ্বারা প্রকাশ্য আদালতে হয় বিচারকার্য শেষ হওয়ার পর অবিলম্বে অথবা পরে কোনো সময়ে, যার বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হবে পক্ষদেরকে বা তাদের প্লিডারদেরকে—

(ক) সম্পূর্ণ রায় প্রদানপূর্বক ঘোষণা করা হবে; বা

(খ) সম্পূর্ণ রায় পাঠপূর্বক ঘোষণা করা হবে; বা

(গ) অভিযুক্ত ব্যক্তি বা প্লিডার দ্বারা বোধগম্য ভাষাতে রায়ের প্রবর্তনশীল (ক্রিয়াশক্তি সম্পন্ন) অংশ পাঠ করে এবং রায়ের সারমর্ম ব্যাখ্যা করে ঘোষণা করা হবে।

(২) যেখানে উপধারা (১)-এর প্রকরণ (ক)-এর অধীন রায় ঘোষণা করা হয়, সেখানে পীঠাসীন আধিকারিক তা অনুলিপিতে (দ্রুত লিখনে) লেখাবেন এবং যখনই অনুলিপি তৈরি হয়ে যাবে তখনই প্রকাশ্য আদালতে তার ওপর বা তার প্রত্যেক পৃষ্ঠার ওপর হস্তাক্ষর করবেন এবং তার ওপর রায় ঘোষণা করার তারিখ বসাবেন।

(৩) যেখানে রায় বা প্রবর্তনশীল (ক্রিয়াশক্তি সম্পন্ন) অংশ, উপধারা (১)-এর প্রকরণ (খ) বা প্রকরণ (গ)-এর অধীন পাঠ করে ঘোষণা করা হয়, সেখানে পীঠাসীন আধিকারিক প্রকাশ্য আদালতে তার ওপর তারিখ বসাবেন এবং স্বাক্ষর করবেন এবং যদি তা তাঁর দ্বারা ব্যক্তিগতভাবে (বা স্বয়ং) লিখিত না হয় তাহলে রায়ের প্রতিটি পৃষ্ঠায় তিনি স্বাক্ষর করবেন।

(৪) রায় যেখানে উপধারা (১)-এর প্রকরণ (গ)-এ উল্লিখিত পদ্ধতিতে ঘোষণা করা হয়, সেখানে সম্পূর্ণ রায় বা তার একটি প্রতিলিপি পক্ষদেরকে বা তাদের প্লিডারদের অনুধাবনের জন্য অবিলম্বে বিনামূল্যে দেওয়া হবে।

(৫) অভিযুক্ত ব্যক্তি যদি প্রহরাধীন থাকে তাহলে রায় শোনার জন্য তাকে আনা হবে।

(৬) অভিযুক্ত ব্যক্তি যদি প্রহরাধীন না থেকে থাকে তাহলে আদালত কর্তৃক ঘোষিত রায় শোনার জন্য আদালতে তাকে হাজির থাকতে বলা হবে, কিন্তু যেক্ষেত্রে বিচার কার্যকালে তাকে ব্যক্তিগত হাজিরা থেকে মুক্তি দেওয়া হয়েছে এবং শুধুমাত্র অর্থদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়েছে বা তাকে বেকসুর খালাস করা হয়েছে—সেইক্ষেত্র ব্যতিরেকে ঃ

প্রকাশ থাকে যে, যেখানে অভিযুক্তের সংখ্যা একাধিক এবং তাদের মধ্যে কেউ বা কয়েকজন সেই দিন আদালতে হাজির না থাকে, যে দিন রায় ঘোষণা করা হয়

তাহলে পীঠাসীন আধিকারিক ঐ মকদ্দমাটিতে যাতে অহেতুক (বা অনৈতিক বা অনুচিত) বিলম্ব না হয় তার জন্য তাদের অনুপস্থিতিতেও রায় ঘোষণা করতে পারেন।

(৭) যে কোনো ফৌজদারী আদালত কর্তৃক ঘোষিত কোনো রায় শুধু একারণে কোনো ফৌজদারী আদালত কর্তৃক অর্পিত কোনো রায় অসিদ্ধ বলে বিবেচনা করা যাবে না যে, তা ঘোষণার (বা অর্পণের) জন্য বিজ্ঞাপিত দিনে বা জায়গায় কোনো পক্ষ বা তার প্লিডার অনুপস্থিত ছিল বা পক্ষদের ওপর বা তাদের প্লিডারদের ওপর অথবা তাদের কারো ওপর এমন দিন বা জায়গায় কোনো পক্ষ বা তার প্লিডার অনুপস্থিত ছিল বা পক্ষদের ওপর বা তাদের প্লিডারদের ওপর অথবা তাদের কারো ওপর এমন দিন বা জায়গার বিজ্ঞপ্তি জারি করাতে বিরত ছিল, বা জারি করার কাজে ত্রুটি করে ছিল।

(৮) এই ধারার কোনো কিছুর এমন অর্থ করা যাবে না যে, তা ধারা ৪৬৫-র বিধানসমূহের বিস্তারকে (অগ্রসরকে) সীমিত করে।

॥ ধারা ঃ ৩৫৪ ॥ রায়-এর ভাষা এবং বিষয়-বস্তু [Language and contents of Judgment]—(১) এই সংহিতা দ্বারা ব্যক্তভাবে ভিন্ন যে বিধান দেওয়া আছে তা ছাড়া, ধারা-৩৫৩-র নির্দিষ্ট প্রত্যেক রায়—

(ক) আদালতের ভাষাতে লেখা হবে;

(খ) স্থিরীকরণের জন্য প্রশ্ন, ঐ প্রশ্ন বা প্রশ্নগুলোর ওপর সিদ্ধান্ত এবং সিদ্ধান্তের হেতুসমূহ অন্তর্ভুক্ত করবে;

(গ) ঐ অপরাধ (যদি থাকে) যার জন্য এবং ভারতীয় দণ্ড সংহিতার (১৮৬০-এর ৪৫) বা অন্য আইনের সেই ধারা যার অধীন অভিযুক্ত ব্যক্তিকে দোষী সাব্যস্ত করা হয়েছে এবং সেই দণ্ড, যার জন্য সে দণ্ডাদেশ প্রাপ্ত হয়েছে, উল্লেখ করবে।

(ঘ) যদি বেকসুর খালাসের রায় ঘোষণা করা হয়, তাহলে ঐ অপরাধটি বিবৃত করবে যে অপরাধ থেকে অভিযুক্তকে বেকসুর খালাস করা হয়েছে এবং তাকে মুক্ত করে দিতে নির্দেশ দেবে।

(২) যখন দোষী সাব্যস্তকরণ ভারতীয় দণ্ড সংহিতার (১৮৬০-এর ৪৫) অধীন হয় এবং এমন সন্দেহের উদ্রেক হয় যে, অপরাধ ঐ সংহিতার দুটি ধারার মধ্যে কোনোটির অধীন বা একই ধারার দুটি অংশের মধ্যে কোনোটির অধীন পড়ে তাহলে আদালত বিষয়টি স্পষ্টভাবে ব্যক্ত করবে এবং বিকল্প রায় দেবে।

(৩) যখন দোষী সাব্যস্তকরণ, মৃত্যুদণ্ডে বা বিকল্পে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে বা কয়েক বছর মেয়াদের কারাদণ্ডে দণ্ডনীয় কোনো অপরাধের জন্য হয়, তখন রায়-এ প্রদত্ত দণ্ডাদেশের কারণসমূহের এবং মৃত্যু দণ্ডাদেশের ক্ষেত্রে এমন দণ্ডাদেশের জন্য বিশেষ কারণের, বিবৃতি থাকবে।

(৪) যখন দোষী সাব্যস্তকরণ এক বছর বা তার বেশি মেয়াদের জন্য কারাদণ্ডে দণ্ডনীয় কোনো অপরাধের জন্য হয়, কিন্তু আদালত তিন মাসের কম মেয়াদের জন্য কারাদণ্ডের দণ্ড প্রদান করে তখন ঐ আদালত এধরনের দণ্ড দেওয়ার নিজস্ব কারণগুলো নথিতে লিপিবদ্ধ করবে, সেইক্ষেত্র ব্যতিরেকে, যেক্ষেত্রে ঐ দণ্ডাদেশ

আদালতের কাজ শেষ হওয়া পর্যন্ত কারাবাস বা যেক্ষেত্রে এই সংহিতার বিধানসমূহের মতে সংক্ষেপে মকদ্দমাটির প্রারম্ভিক বিচার না হয়ে থাকে।

(৫) যখন কোনো ব্যক্তিকে মৃত্যুদণ্ডাদেশ দেওয়া হয়, তখন ঐ দণ্ডাদেশে এমন নির্দেশ দেবে যে, তার গলায় ফাঁস লাগিয়ে ততক্ষণ তাকে ঝুলিয়ে রাখা হবে যতক্ষণ তার মৃত্যু না হয়।

(৬) ধারা-১১৭-এর অধীন বা ধারা-১৩৮-এর উপধারা (২)-এর অধীন প্রত্যেক আদেশে এবং ধারা-১২৫; ধারা-১৪৫ বা ধারা-১৪৭-এর অধীন প্রদত্ত প্রত্যেক চূড়ান্ত আদেশে স্থিরীকরণের জন্য প্রশ্ন, ঐ প্রশ্ন বা প্রশ্নগুলোর ওপর সিদ্ধান্ত এবং সিদ্ধান্তের হেতুসমূহ বিধৃত থাকবে।

॥ ধারা ঃ ৩৫৫ ॥ মহানগর (মেট্রোপলিটন) ম্যাজিস্ট্রেটের রায় [Metropolitan Magistrate's Judgment]—মহানগর ম্যাজিস্ট্রেট ইতিপূর্বে বিধৃত পদ্ধতিতে রায়টি নথিভুক্ত করার বদলে নিম্নলিখিত বিবরণগুলো নথিভুক্ত করবেন; যথা—

(ক) মকদ্দমার ক্রমিক সংখ্যা;

(খ) অপরাধ সম্পাদনের তারিখ;

(গ) কেউ যদি অভিযোগকারী থেকে থাকে তাহলে তার নাম;

(ঘ) অভিযুক্ত ব্যক্তির নাম এবং তার মা-বাবার নাম এবং তার বাসস্থান;

(ঙ) যে অপরাধের অভিযোগ করা হয়েছে, তা অথবা যা প্রমাণিত হয়েছে;

(চ) অভিযুক্তের মন্তব্য এবং তার পরীক্ষা (যদি কেউ থাকে);

(ছ) চূড়ান্ত আদেশ;

(জ) ঐ আদেশের তারিখ;

(ঝ) সেই সব মকদ্দমাতে, যাতে ধারা ৩৭৩-এর অধীন বা ধারা ৩৭৪-এর উপধারা (৩)-এর অধীন চূড়ান্ত আদশের বিরুদ্ধে আপিল চলে—রায় এর কারণ সমূহের সংক্ষিপ্ত বিবৃতি।

॥ ধারা ঃ ৩৫৬ ॥ পূর্ববর্তী দোষী হিসেবে সাব্যস্তকৃত অপরাধীকে তার ঠিকানা প্রজ্ঞাপিত করার আদেশ [Order for notifying address of previously convicted offender]—(১) যখন কোনো ব্যক্তিকে যাকে ভারতের কোনো আদালত ভারতীয় দণ্ড সংহিতার (১৮৬০-এর ৪৫) ধারা-২১৫, ধারা-৪৮৯-ক, ধারা-৪৮৯-খ, ধারা-৪৮৯-গ বা ধারা-৪৪৯-ঘ-এর অধীন দণ্ডযোগ্য অপরাধের জন্য বা সেই একই সংহিতার অধ্যায় ঃ ১২ বা অধ্যায় ঃ ১৭-র অধীন তিন বছর বা তার চেয়ে বেশি মেয়াদের জন্য কারাবাসে দণ্ডযোগ্য কোনো অপরাধের জন্য দোষী সাব্যস্ত করা হয়েছে, কোনো অপরাধের জন্য, যা ঐ ধারাগুলোর কোনোটির অধীন দণ্ডনীয় বা ঐ অধ্যায় দুটির কোনোটির অধীন তিন বছর বা ততোধিক মেয়াদের জন্য কারাদণ্ডে দণ্ডনীয়, দ্বিতীয় শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেটের আদালত ছাড়া অন্য কোনো আদালত দ্বারা পুনরায় দোষী সাব্যস্ত করা হয় তখন যদি ঐ আদালত সঙ্গত মনে করে তাহলে ঐ ব্যক্তিকে কারাবাসের দণ্ড দেওয়ার সময় এমন আদেশও দিতে পারে যে, মুক্ত করে

দেওয়ার পর তার বাসস্থানের বা ঐ বাসস্থানের কোনো পরিবর্তনের বা তার থেকে তার অনুপস্থিতির অতঃপর বিধৃত পদ্ধতিতে বিজ্ঞপ্তি এমন দণ্ডাদেশের পরিসমাপ্তির তারিখ থেকে অনধিক পাঁচ বছর পর্যন্ত দেওয়া যাবে।

(২) উপধারা (১)-এর বিধান, যতদূর তা তাতে উল্লিখিত অপরাধসমূহের সম্পর্কে হয়, ঐ অপরাধগুলোর সম্পাদনের অপরাধজনক ষড়যন্ত্র এবং ঐ অপরাধগুলোর প্রোৎসাহনও সেগুলো সম্পাদন করার চেষ্টার ক্ষেত্রেও (বা চেষ্টার ওপরও) প্রয়োজ্য হবে।

(৩) যদি এমন দোষী সাব্যস্তকরণ আপিলে বা ভিন্ন ভাবে বাতিল করে দেওয়া হয় তাহলে এমন আদেশ অসিদ্ধ হয়ে যাবে।

(৪) এই ধারার অধীন আদেশ, আপিল আদালত দ্বারা বা উচ্চ আদালত বা দায়রা আদালত দ্বারাও, যখন তা নিজের পুনরীক্ষণের ক্ষমতাসমূহের প্রয়োগ করছে, প্রদান করতে পারে।

(৫) রাজ্য সরকার খালাসকৃত দোষী সাব্যস্ত ব্যক্তির বাসস্থানের বা বাসস্থানের পরিবর্তনের বা সেখানে তার অনুপস্থিতির বিজ্ঞপ্তির সঙ্গে সম্পর্ক যুক্ত এই ধারার বিধানসমূহকে ক্রিয়ান্বিত করার জন্য নিয়মাবলী প্রণয়ন করতে পারে।

(৬) এমন নিয়মাবলী সেগুলো ভঙ্গ করার জন্য দণ্ডের ব্যবস্থা করতে পারে এবং যে ব্যক্তির বিরুদ্ধে এমন নিয়মাবলী ভঙ্গ করার অভিযোগ আনা হয়েছে, তার বিচার সেই জেলার যোগ্য ক্ষেত্রাধিকার সম্পন্ন ম্যাজিস্ট্রেটকে দিয়ে করা যেতে পারে যাতে ঐ ব্যক্তি দ্বারা নিজের বাসস্থান হিসেবে শেষে প্রজ্ঞাপিত স্থান অবস্থিত।

॥ ধারা : ৩৫৭ ॥ ক্ষতিপূরণ দেওয়ার আদেশ [Order to pay compensation]—(১) যখন কোনো আদালত জরিমানা (বা অর্থদণ্ড)-র আদেশ দেয় বা কোনো এমন দণ্ডাদেশ (যাতে মৃত্যু দণ্ডাদেশও আছে) দেয় যার অংশ হলো জরিমানাও (বা অর্থদণ্ড) তখন রায় ঘোষণা করার সময় ঐ আদালত আদেশ দিতে পারে যে, আদায়কৃত সমস্ত জরিমানা বা তার কোনো অংশের প্রয়োগ—

(ক) অভিশংসনে যথাযথ ভাবে হওয়া খরচ-খরচা মেটাতে করা হোক;

(খ) কোনো ব্যক্তিকে ঐ অপরাধহেতু হওয়া কোনো লোকসান বা ক্ষতি হয়ে থাকলে সেই ক্ষতি পূরণার্থ প্রদান করাতে করা হোক, যদি আদালতের বিচারে (বা মতানুসারে) ঐ ব্যক্তি দ্বারা ক্ষতিপূরণ দেওয়ানী আদালতে আদায় করা যেতে পারে;

(গ) সেই ক্ষেত্রে যেক্ষেত্রে কোনো ব্যক্তি অন্য কোনো ব্যক্তির মৃত্যু ঘটাবার বা এমন অপরাধ সম্পাদনে প্রোৎসাহন দেওয়ার জন্য দোষী সাব্যস্ত করা হয়, সেই ব্যক্তিদের; যে এমন মৃত্যুর ফলে তার হওয়া ক্ষতির জন্য দণ্ডাদিষ্ট ব্যক্তির থেকে ক্ষতি পূরণ আদায় করার জন্য ঘাতক (বা মারাত্মক) দুর্ঘটনা অধিনিয়ম, ১৮৫৫ (১৮৫৫-র ১৩)-র অধীন ক্ষমতাসম্পন্ন, ক্ষতিপূরণ দেওয়ার জন্য করা যেতে পারে।

(ঘ) যখন কোনো ব্যক্তি, কোনো অপরাধের জন্য, যার মধ্যে আছে, চুরি, অপরাধজনক সম্পত্তি আত্মসাৎ, অপরাধজনক বিশ্বাসভঙ্গ বা প্রতারণাও বা চুরি করা সম্পত্তি সেই ক্ষেত্রে, যখন সে জানে যে বা তার এমন বিশ্বাস করার কারণ আছে যে, তা চুরি করা, অন্যায় ভাবে (বা অসাধু উপায়ে) গ্রহণ করার বা রক্ষা করার জন্য

বা তার বিলিবন্দেজে স্বেচ্ছায় সাহায্য করার জন্য দোষী সাব্যস্ত করা হয়, তখন, ঐ সম্পত্তির প্রকৃত ক্রেতাকে, ঐ সম্পত্তি তার অধিকারী ব্যক্তির দখলে ফিরিয়ে দেওয়া ক্ষেত্রে তার ক্ষতির জন্য ক্ষতিপূরণ দেওয়াতে করা হোক।

(২) যদি জরিমানা এমন মকদ্দমাতে করা হয় যা আপিলযোগ্য তাহলে এমন কোনো অর্থ প্রদান, আপিল উপস্থিত করার জন্য অনুমিত মেয়াদ অতিক্রান্ত হওয়ার আগে বা যদি আপিল উপস্থিত করার হয় তাহলে সিদ্ধান্ত হওয়ার আগে, করা যাবে না।

(৩) যখন আদালত এমন দণ্ড আরোপ করে জরিমানা যার অংশ নয়, তখন আদালত রায় দেওয়ার সময় অভিযুক্ত ব্যক্তিকে আদেশ দিতে পারে যে, ঐ কাজের নিমিত্ত যার জন্য এমন দণ্ডাদেশ দেওয়া হয়েছে, যে ব্যক্তিকে কোনো লোকসান বা ক্ষতি সহন করতে হয়েছে, তাকে সে ক্ষতিপূরণ হিসেবে এমন পরিমাণ অর্থ দেবে যত না অর্থ আদেশে উল্লিখিত আছে।

(৪) এই ধারার অধীন আদেশ, আপিল আদালত দ্বারা বা উচ্চ আদালত দ্বারা বা দায়রা আদালত দ্বারাও কবা যেতে পারে যখন সে তার পুনরীক্ষণের ক্ষমতাসমূহ প্রয়োগ কবছে।

(৫) সেই মকদ্দমার সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত কোনো পরবর্তী দেওয়ানী মকদ্দমায় ক্ষতিপূরণ নির্ণীত করার সময় আদালত এমন কোনো অর্থ বা এই ধারার অধীন ক্ষতিপূরণ হিসেবে দেওয়া হয়েছে বা আদায় করা হয়েছে, হিসেবের মধ্যে নেবে।

॥ ধারা ঃ ৩৫৮ ॥ অকারণ (অর্থাৎ বিনা কারণে) গ্রেপ্তারকৃত ব্যক্তিকে ক্ষতিপূরণ [Compensation to persons groundlessly arrested]—(১) যখন কোনো ব্যক্তি অন্য কোনো ব্যক্তিকে পুলিশ আধিকারিক দিয়ে গ্রেপ্তার করায়, তখন যদি ঐ ম্যাজিস্ট্রেটের, যাঁর দ্বারা ঐ মকদ্দমা শ্রুত হয় প্রতীয়মান হয় যে, এভাবে গ্রেপ্তার করানোর মতো যথেষ্ট ভিত্তি ছিল না তাহলে ঐ ম্যাজিস্ট্রেট রায় দিতে পারে যে, এভাবে গ্রেপ্তারকৃত ব্যক্তিকে এই সম্পর্কে তার সময়ের ক্ষতিরও খরচ-খরচার জন্য অনধিক একশ' টাকার এমন পবিমাণ ক্ষতিপূরণ, যতটা পরিমাণ ম্যাজিস্ট্রেট সঙ্গত মনে করে, গ্রেপ্তারকারী ব্যক্তি দ্বার দেওয়ার আদেশ দিতে পারেন।

(২) এধরনের মকদ্দমায় যদি একাধিক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করা হয় তাহলে ম্যাজিস্ট্রেট তাদের মধ্যে প্রত্যেকের জন্য সেই একই পদ্ধতিতে অনধিক একশ' টাকার এমন পরিমাণ টাকা ক্ষতিপূরণ নির্ধারণ করতে পারবেন যে পরিমাণ ঐ ম্যাজিস্ট্রেট সঙ্গত মনে করবেন।

(৩) এই ধারার অধীন ধার্যকৃত যাবতীয় ক্ষতিপূরণ এমনভাবে আদায় করা যেতে পারে যেন তা জরিমানা, আর যদি তা এভাবে আদায় করা না যায় তাহলে ঐ ব্যক্তিকে, যার দ্বারা তা প্রদেয় হয় অনধিক তিরিশদিনের এমন মেয়াদের জন্য, যতটা ম্যাজিস্ট্রেট উল্লেখ করেন, বিনাশ্রম কারাবাসের দণ্ডাদেশ দেওয়া যাবে যতক্ষণ না ঐ টাকা তার আগেই দিয়ে দেওয়া হয়।

॥ ধারা ঃ ৩৫৯ ॥ অধর্তব্য মামলাগুলোতে খরচ-খরচা দেওয়ার আদেশ [Order to pay costs in non-cognizable cases]—(১) যখন কোনো অধর্তব্য অপরাধের

কোনো অভিযোগ আদালতে করা হয় তখন, যদি আদালত অভিযুক্তকে দোষী সাব্যস্ত করে তাহলে আদালত অভিযুক্তের ওপর আরোপিত সাজা ব্যতিরেকে তাকে এই আদেশ দিতে পারে যে, তা অভিযোগকারীকে অভিশংসনে তার দ্বারা ব্যয় করা খরচ-খরচা, সম্পূর্ণ বা আংশিক দেয় এবং আরও আদেশ দিতে পারে যে, তা দিতে ব্যত্যয় করলে অভিযুক্ত ব্যক্তি অনধিক ত্রিশ দিনের জন্য বিনাশ্রম কারাদণ্ড ভোগ করবে এবং এমন খরচ-খরচার অন্তর্গত পরওয়ানা ফী সাক্ষী ও প্লিডারদের ফী (পারিশ্রমিক) বাবদ করা যে কোনো ব্যয়ও হতে পারবে, যা আদালত সঙ্গত মনে করবে।

(২) এই ধারার অধীন আদেশ কোনো আপিল আদালত দ্বারা বা উচ্চ আদালত বা দায়রা আদালত দ্বারাও করা যাবে যখন তা তার পুনরীক্ষণ ক্ষমতা প্রয়োগ করছে।

॥ ধারা : ৩৬০ ॥ সদাচারণের জন্য অবেক্ষাধীন রাখার কিংবা ভর্ৎসনার পর ছেড়ে দেওয়ার আদেশ (অর্থাৎ সতর্ক করে দিয়ে মুক্তি) [Order to release on probation of good conduct or after admonition]—(১) যখন কোনো ব্যক্তিকে যার বয়স একুশ বছরের চেয়ে কম নয়, শুধু অর্থদণ্ডে বা সাত বছরের বা তার কম মেয়াদের জন্য কারাদণ্ডে দণ্ডযোগ্য অপরাধে দোষী সাব্যস্ত করা হয় অথবা যখন কোনো ব্যক্তিকে, যার বয়স একুশ বা কোনো মহিলাকে এমন অপরাধের জন্য, যা মৃত্যুদণ্ড বা যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডযোগ্য নয়, দোষী সাব্যস্ত করা হয় এবং অপরাধীর বিরুদ্ধে কোনো পূর্বের দোষ সিদ্ধি প্রমাণ করা হয় নি, তখন যদি ঐ আদালত, যে আদালতের সমক্ষে তাকে দোষী সাব্যস্ত করা হয়েছে, অপরাধীর বয়স, চরিত্র, পূর্ব বৃত্তান্ত (পরিচয়, প্রাক্ বংশ পরিচয়) এবং সেই সব পরিস্থিতি, যাতে অপরাধ করা হয়েছে, গোচরে রেখে প্রতীয়মান হয় যে, অপরাধীকে সদাচারণের জন্য অবেক্ষাধীন রাখার প্রয়োজনে ছেড়ে দেওয়া সমীচীন তাহলে আদালত তাকে অবিলম্বে কোনো দণ্ডাদেশ না দিয়ে নির্দেশ দিতে পারে যে, তাকে প্রতিভূতি সহ বা প্রতিভূতি (জামিন) ছাড়া তার দ্বারা এমন বণ্ড লিখে দেওয়ার পর ছেড়ে দেওয়া হোক তবে সে (অনধিক তিন বছর) এমন মেয়াদের মধ্যে, যতটা মেয়াদ আদালত নির্দিষ্ট করে, ডাকার পর হাজির হবে এবং দণ্ডাদেশ গ্রহণ করবে এবং ইতিমধ্যে শান্তি বজায় রাখবে এবং সদাচারী হয়ে থাকবে :

প্রকাশ থাকে যে, যেখানে কোনো প্রথম অপরাধী কোনো দ্বিতীয় শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট দ্বারা যাঁকে উচ্চ আদালত দ্বারা বিশেষভাবে ক্ষমতা সম্পন্ন করা হয় নি, দোষী সাব্যস্ত করা হয় এবং ম্যাজিস্ট্রেটের অভিমত হয় যে, এই ধারা প্রদত্ত ক্ষমতার প্রয়োগ করা দরকার যেখানে তিনি সেই মর্মে একটি রায় নথিভুক্ত করবেন এবং প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেটকে ঐ কার্যবাহ দাখিল করবেন এবং ঐ অভিযুক্ত ব্যক্তিকে সেই ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে পাঠাবেন অথবা তার ঐ ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে হাজিরার জন্য জামিন নেবেন এবং ঐ ম্যাজিস্ট্রেট এই মকদ্দমাটির নিষ্পত্তি করবেন উপধারা (২)-এ যেমন বিধান দেওয়া আছে, তেমন পদ্ধতিতে।

(২) যেখানে কোনো কার্যবাহ প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেটকে উপধারা (১)-এ বিধৃত পদ্ধতিতে দাখিল করা হয়, সেখানে এমন ম্যাজিস্ট্রেট তার ওপর এমন দণ্ডাদেশ বা আদেশ দিতে পারে, যেমন যদি মকদ্দমাটি মূলতঃ তাঁর দ্বারা শ্রুত হতো তাহলে তিনি

দিতে পারতেন আর যদি তিনি কোনো প্রশ্নের ওপর অতিরিক্ত (বাড়তি) তদন্ত বা অতিরিক্ত সাক্ষ্য প্রয়োজনীয় বলে মনে করেন তাহলে তিনি স্বয়ং এমন পরীক্ষা করতে পারেন অথবা এমন সাক্ষ্য নিতে পারেন অথবা এমন তদন্ত করার বা এমন সাক্ষ্য নেওয়ার জন্য নির্দেশ দিতে পারেন।

(৩) এমন কোনো ক্ষেত্রে, যাতে কোনো ব্যক্তিকে চুরি, কোনো বাড়িতে চুরি, অসৎভাবে সম্পত্তি আত্মসাৎ, প্রতারণা বা ভারতীয় দণ্ড সংহিতার (১৮৬০-এর ৪৫) অধীন অনধিক ছ' বছর মেয়াদের কারাদণ্ডে দণ্ডনীয় কোনো অপরাধের জন্য বা শুধুমাত্র জরিমানা অর্থদণ্ডে দণ্ডনীয় কোনো অপরাধের জন্য দোষী সাব্যস্ত করা হয় এবং তার বিরুদ্ধে কোনো পূর্ব দোষী সাব্যস্তকরণ প্রমাণিত না করা হয়ে থাকে, যদি ঐ আদালত, যে আদালতের সমক্ষে তাকে এমন দোষী সাব্যস্ত করা হয়েছে, উচিত বলে মনে করে তাহলে আদালত ঐ অপরাধীর বয়স, চরিত্র, পূর্ববর্তী বৃত্তান্ত বা শারীরিক বা মানসিক অবস্থা এবং অপরাধেব তুচ্ছ (নগণ্য, গতানুগতিক, গুরুত্বহীন) প্রকৃতি (চরিত্র) অথবা অপরাধের গুরুত্ব লাঘবকারী পরিস্থিতি যাতে ঐ অপরাধটি সম্পাদিত হয়েছিল, ইত্যাদি বিচার করে তাকে কোনো দণ্ডাদেশ দেওয়ার পরিবর্তে যথাযথ মৃদু ভর্ৎসনা করে ছেড়ে দিতে পারে (অর্থাৎ মুক্তি দিতে পারে)।

(৪) এই ধারার অধীন আদেশ কোনো আপিল আদালত দ্বারা বা উচ্চ আদালত বা দায়রা আদালত দ্বারাও দেওয়া যাবে, যখন ঐ আদালত তার পুনরীক্ষণের (সংশোধনের) ক্ষমতাসমূহ প্রয়োগ করছে (অর্থাৎ পুনরীক্ষণের ক্ষমতা প্রয়োগকালে যে কোনো আপিল আদালত বা উচ্চ আদালত বা দায়রা আদালতও এই ধারা মোতাবেক আদেশ দিতে পারবে)।

(৫) যখন কোনো অপরাধী সম্পর্কে এই ধারার অধীনে আদেশ দেওয়া হয়েছে, তখন উচ্চ আদালত বা দায়রা আদালত সেই ক্ষেত্রে, যখন ঐ আদালতে আপিল করার অধিকার আছে, আপিল করার পর বা তার পুনরীক্ষণের (সংশোধনের) ক্ষমতা প্রয়োগ করে এধরনের আদেশকে বাতিল করতে পারে এবং এমন অপরাধীকে তার পরিবর্তে নিধি অনুসারে দণ্ডাদেশ দিতে পারে ঃ

প্রকাশ থাকে যে, উচ্চ আদালত বা দায়রা আদালত এই উপধারার অধীন সেই দণ্ড থেকে বেশি (বা অধিক) দণ্ড দেবে না যা ঐ আদালত দ্বারা দেওয়া যেতে পারত, যে আদালত দ্বারা অপরাধীকে দোষী সাব্যস্ত করা হয়েছিল।

(৬) ধারা-১২১, ধারা-১২৪ এবং ধারা-৩৭৩-এর বিধানসমূহ এই ধারার বিধানসমূহের অনুসরণে দাখিলকৃত প্রতিভূতির ক্ষেত্রে যতদূর সম্ভব, প্রযোজ্য হবে।

(৭) কোনো অপরাধীকে উপধারা (১)-এর অধীন ছেড়ে দেওয়ার নির্দেশ দেওয়ার আগে আদালত তার সন্তোষ বিধান করে নেবে, যে ঐ অপরাধীর বা তার প্রতিভূর (জামিনদারের) [যদি থাকে] কোনো নির্দিষ্ট বাসস্থান বা নিয়মিত পেশা (বা ব্যবসা) ঐ জায়গাতে আছে, যার সম্পর্কে ঐ আদালত কার্য করছে, অথবা যাতে অপরাধীর সেই সময়কালের মধ্যে বাস করার সম্ভাবনা আছে বা শর্তাবলী পালনের জন্য উল্লেখিত করা হয়েছে।

(৮) যে আদালতে কোনো অপরাধীকে দোষী সাব্যস্ত করা হয়েছে, যদি ঐ

আদালতের বা যে আদালত অপরাধীর ক্ষেত্রে তার মূল অপরাধ সম্পর্কে কার্যবাহ করতে পারত, সেই আদালতের সন্তোষ বিধান হয়ে যায় যে, অপরাধী তার মুচলেকার শর্তাবলীর মধ্যে কোনোটির পালনে ব্যর্থ হয়েছে তাহলে ঐ আদালত ঐ অপরাধীকে গ্রেপ্তার করার জন্য পরওয়ানা জারি করতে পারে।

(৯) যখন কোনো অপরাধীকে এ ধরনের পরওয়ানা বলে গ্রেপ্তার করা হয় তখন যে ম্যাজিস্ট্রেট ঐ পরওয়ানা জারি করেছিলেন তার সমক্ষে অবিলম্বে তাকে হাজির করতে হবে এবং ঐ আদালত যতক্ষণ ঐ মকদ্দমার শুনানি না হচ্ছে ততক্ষণ হয় তাকে প্রহরায় রাখার জন্য পাঠাতে পারে (অর্থাৎ হাজতে পাঠাতে পারে) অথবা দণ্ডাদেশ প্রাপ্তির জন্য হাজির হবে এই শর্তে, যথেষ্ট প্রতিভূতি নিয়ে তার জামিন মঞ্জুর করতে পারে এবং এমন আদালত মামলার শুনানির পর দণ্ডাদেশ দিতে পারে।

(১০) এই ধারার কোনো কিছু অপরাধী সংশোধন অধিনিয়ম, ১৯৫৮ (১৯৫৮-র ২০) বা শিশু অধিনিয়ম, ১৯৬০ (১৯৬০-এর ৬০) অথবা কিশোর অপরাধীদের চিকিৎসা, প্রশিক্ষণ বা সংশোধন সম্পর্কিত সমকালে বলবৎ অন্য কোনো আইনের বিধানসমূহকে প্রভাবিত করবে না।

॥ ধারা : ৩৬১ ॥ কিছু ক্ষেত্রে বিশেষ কারণসমূহ লিপিবদ্ধ করা [Special reasons to be recorded in certain cases]—যেখানে কোনো মকদ্দমায় আদালত—

(ক) কোনো অভিযুক্ত ব্যক্তির সম্পর্কে কার্যবাহ ধারা ৩৬০-এর অধীন বা অপরাধী সংশোধন অধিনিয়ম, ১৯৫৮ (১৯৫৮-র ২০)-এর বিধানসমূহের অধীন করতে পারত; বা

(খ) কোনো কিশোর অপরাধীর সম্পর্কে কার্যবাহ, শিশু অধিনিয়ম, ১৯৬০ (১৯৬০-এর ৬০)-এর অধীন বা কিশোর অপরাধীদের চিকিৎসা, প্রশিক্ষণ বা সংশোধনের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত সমকালে বলবৎ অন্য কোনো আইনের অধীন করতে পারত;

কিন্তু আদালত তা করেনি, সেখানে ঐ আদালত এমনটা না করার বিশেষ কারণ তার রায়-এ নথিভুক্ত করবে।

॥ ধারা : ৩৬২ ॥ আদালত তার রায়-এ পরিবর্তন ঘটাবে না [Court not to alter Judgment]—এই সংহিতা বা সমকালে বলবৎ অন্য কোনো আইন দ্বারা, যেমনটা বিধান দেওয়া আছে তেমন ছাড়া, কোনো আদালত যখন কোনো মকদ্দমার নিষ্পত্তির জন্য তার রায় বা চূড়ান্ত আদেশে স্বাক্ষর করে দিয়েছে, তখন করণিক কৃত বা আঙ্কিক (বা গণনার) কোনো ভুল সংশোধন করা ছাড়া তার কোনো পরিবর্তন করবে না বা তার পুনর্বিলোকন করবে না।

॥ ধারা : ৩৬৩ ॥ অভিযুক্ত বা অন্যান্য ব্যক্তিদের রায়-এর প্রতিলিপি প্রদান [Copy of Judgment to be given to the accused and other persons]—(১) যখন অভিযুক্তকে কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হয় তখন রায় ঘোষণা করার পর রায়-এর একটি প্রতিলিপি (বা কপি) তাকে বিনামূল্যে দিতে হবে।

(২) অভিযুক্ত ব্যক্তির আবেদনের ভিত্তিতে রায়-এর একটি প্রত্যয়িত প্রতিলিপি

বা যখন সে চাইবে তখন, যদি সম্ভব হয়, তাহলে তার ভাষাতে অথবা আদালতের ভাষাতে তার অনুবাদ, অবিলম্বে তাকে দিতে হবে এবং যেক্ষেত্রে অভিযুক্ত দ্বারা রায়-এর আপিল হতে পারে সেখানে প্রতিটি ক্ষেত্রে ঐ প্রতিলিপি বিনামূল্যে দিতে হবে ঃ

প্রকাশ থাকে যে, যেখানে মৃত্যু দণ্ডাদেশ উচ্চ আদালত (হাইকোর্ট) দ্বারা অনুমোদন দৃঢ়ীকৃত করা হয়, সেখানে রায়-এর প্রত্যায়িত প্রতিলিপি অভিযুক্তকে অবিলম্বে বিনামূল্যে দিতে হবে, তার জন্য সে আবেদন করুক বা না করুক।

(৩) উপধারা (২)-এর বিধান ধারা-১১৭-র অধীন আদেশের সম্পর্কে তেমন ভাবেই প্রযোজ্য হবে, যেমন ভাবে তা প্রযোজ্য হয় ঐ রায় সম্পর্কে, যার জন্য অভিযুক্ত আপিল করতে পারে (বা যা অভিযুক্ত কর্তৃক আপিলযোগ্য)।

(৪) অভিযুক্তকে যখন কোনো আদালত দ্বারা মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করা হয় এবং এমন রায়-এর বিরুদ্ধে আপিলের অধিকার বিদ্যমান থাকে তখন (বা তাহলে) আদালত তাকে সেই কালখণ্ডের বিজ্ঞপ্তি দেবে যে কতদিনের মধ্যে সে চাইলে আপিল করতে পারে।

(৫) উপধারা (২)-এ যেমনটা বিধান দেওয়া আছে তা ব্যতিরেকে কোনো ফৌজদারী আদালত দ্বারা প্রদত্ত রায় বা আদেশ দ্বারা প্রভাবিত ব্যক্তিকে, এই নিমিত্ত আবেদন করার পর এবং নির্ধারিত প্রভার (বা মূল্য বা চার্জ) দেওয়ার পর এমন রায় বা আদেশের বা কোনো সাক্ষ্যের বা নথির অন্য অংশের প্রতিলিপি দেওয়া হবে ঃ

প্রকাশ থাকে যে, আদালত কোনো বিশেষ কারণে যদি যথার্থ (বা উচিত বা উপযুক্ত) মনে করে তাহলে তাকে তা বিনামূল্যেও দিতে পারে।

(৬) উচ্চ আদালত নিয়মাবলী প্রণয়ন দ্বারা বিধান দিতে পারে যে, কোনো ফৌজদারী আদালতের কোনো রায় বা আদেশের প্রতিলিপি এমন ব্যক্তিকে দেওয়া হোক যে, রায় বা আদেশ দ্বারা প্রভাবিত নয়, সেই ব্যক্তি দ্বারা এমন ফী (পারিশ্রমিক বা চার্জ) দেওয়ার পর এবং এমন শর্তসাপেক্ষে যা উচ্চ আদালত এমন নিয়মাবলী দ্বারা বিধান দেয়।

॥ ধারা ঃ ৩৬৪ ॥ কখন রায়-এর অনুবাদ করতে পারে [Judgment when to be translated]—মূল রায় কার্যবাহর নথিতে সংযোজিত করা হবে (বা ফাইল করা হবে) এবং যেখানে মূল রায় এমন ভাষাতে নথিভুক্ত করা হয়েছে যা আদালতের ভাষা থেকে ভিন্ন এবং অভিযুক্ত যদি চায়, তাহলে আদালতের ভাষাতে তার অনুবাদ নথিতে সংযোজন করে দেওয়া হবে।

॥ ধারা ঃ ৩৬৫ ॥ দায়রা আদালত জেলা ম্যাজিস্ট্রেটকে আদালতের বক্তব্য ও দণ্ডাদেশের প্রতিলিপি প্রেরণ [Court of Session to send copy of finding and sentence to District Magistrate]—যে সমস্ত মকদ্দমার বিচারের কাজ দায়রা আদালত বা মুখ্য ন্যায়িক ম্যাজিস্ট্রেট দ্বারা সম্পাদিত হয়েছে সেই সমস্ত মকদ্দমাতে যেখানে যে প্রকার, আদালত বা ম্যাজিস্ট্রেট তাঁর সিদ্ধান্ত এবং দস্তাবেজের [যদি থাকে] একটি করে প্রতিলিপি যে জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের স্থানীয় অধিক্ষেত্রের মধ্যে ঐ বিচারের কাজ সম্পাদিত হয়েছে, সেই জেলা ম্যাজিস্ট্রেটকে পাঠাবে।

অধ্যায় ঃ ২৮
[CHAPTER : XXVIII]
মৃত্যু দণ্ডাদেশ দৃঢ় করার জন্য উপস্থাপনা
(Submission of Death Sentences for Confirmation)
ধারা ৩৬৬ থেকে ধারা ৩৭১
[Section 366 to Section 371]

॥ ধারা ঃ ৩৬৬ ॥ মৃত্যুদণ্ডাদেশ দৃঢ়ীকরণের (অর্থাৎ সুনিশ্চিতকরণে) দায়রা আদালত কর্তৃক উপস্থাপন [Sentence of death to be submitted by Court of Session for confirmation]—(১) যখন দায়রা আদালত মৃত্যু দণ্ডাদেশ দেয় তখন কার্যবাহ উচ্চ আদালতে দাখিল করতে হবে এবং দণ্ডাদেশ যতক্ষণ উচ্চ আদালত কর্তৃক দৃঢ়ীকৃত করা না হচ্ছে ততক্ষণ তা নির্বাহ (বা কার্যকর) করা যাবে না।

(২) দণ্ডাদেশ প্রদানকারী আদালত পরওয়ানা সাপেক্ষে দোষী সাব্যস্ত ব্যক্তিকে কারা-প্রহরায় (jail custody) সোপর্দ করবে।

॥ ধারা ঃ ৩৬৭ ॥ আরও তদন্ত করার জন্য আরও সাক্ষ্য নেওয়ার জন্য নির্দেশ দেওয়ার ক্ষমতা [Power to direct further inquiry to be made or additional evidence to be taken]—(১) যদি এমন কার্যবাহ দাখিল করার পর উচ্চ আদালত সঙ্গত মনে করে যে দোষী সাব্যস্ত ব্যক্তিকে সে দোষী না নির্দোষী কিনা সে সম্পর্কিত প্রশ্নে অতিরিক্ত তদন্ত করা হোক বা অতিরিক্ত সাক্ষ্য নেওয়া হোক তাহলে ঐ উচ্চ আদালত নিজেই ঐ তদন্ত করতে পারে বা এমন সাক্ষ্য নিতে পারে অথবা দায়রা আদালতকে দিয়ে তা করার বা নেওয়ার নির্দেশ দিতে পারে।

(২) যতক্ষণ উচ্চ আদালত ভিন্নরূপ নির্দেশ না দিচ্ছে, দোষী সাব্যস্ত ব্যক্তিকে তদন্ত করার বা সাক্ষ্য নেওয়ার সময় উপস্থিত (বা হাজির) হওয়া থেকে অব্যাহতি দিতে পারে।

(৩) যখন উচ্চ আদালত এরূপ তদন্ত [যদি থাকে] করে না বা সাক্ষ্য গ্রহণ করে না তখন এমন তদন্ত বা সাক্ষ্যের ফল প্রমাণিত করে ঐ আদালতে পাঠাতে হবে।

॥ ধারা ঃ ৩৬৮ ॥ উচ্চ আদালতের দণ্ডাদেশ দৃঢ় করার বা দোষী সাব্যস্তকরণ বাতিল করার ক্ষমতা [Power of High Court to confirm sentence or annual conviction]—উচ্চ আদালত ধারা-৩৬৬-র অধীন দাখিলকৃত কোনো মকদ্দমাতে—

(ক) দণ্ডাদেশ দৃঢ়ীকরণ করতে পারে অথবা আইন দ্বারা সমর্থিত অন্য কোনো দণ্ডাদেশ দিতে পারে; অথবা

(খ) দোষী সাব্যস্তকরণ বাতিল করতে পারে এবং অভিযুক্তকে কোনো এমন অপরাধের জন্য দোষী সাব্যস্ত করতে পারে যার জন্য দায়রা আদালত তাকে দোষী সাব্যস্ত করতে পারত; অথবা সেই একই বা সংশোধিত আরোপে (বা অভিযোগে) নতুন করে বিচারের আদেশ দিতে পারে; অথবা

(গ) অভিযুক্ত ব্যক্তিকে বেকসুর খালাস করতে পারে ঃ

প্রকাশ থাকে যে, দৃঢ়ীকরণের কোনো আদেশ এই ধারার অধীন ততক্ষণ দেওয়া যাবে না, যতক্ষণ আপিল করার জন্য অনুমিত মেয়াদ (বা সময়) অতিক্রান্ত না হয়ে যায় অথবা যদি এই সময়ের মধ্যে আপিল পেশ করা হয়ে গিয়ে থাকে, তাহলে যতক্ষণ ঐ আপিলের মীমাংসা না হয়ে যায়।

॥ ধারা ঃ ৩৬৯ ॥ দৃঢ়ীকরণ বা নতুন দণ্ডাদেশে দু'জন ন্যায়াধীশ স্বাক্ষর করবেন [Confirmation or new sentence to be signed by the judges]—এইভাবে দাখিল করা প্রত্যেক মকদ্দমায় উচ্চ আদালত দ্বারা দণ্ডাদেশ দৃঢ়ীকরণ বা ঐ উচ্চ আদালত দ্বারা প্রদত্ত কোনো নতুন দণ্ডাদেশ অথবা আদেশ যদি এমন আদালতে দুই বা ততোধিক ন্যায়াধীশ থাকেন তাহলে তাদের মধ্যে অন্ততঃ যে কোন দু'জন ন্যায়াধীশ দ্বারা কৃত, প্রদত্ত এবং স্বাক্ষরিত হবে।

॥ ধারা ঃ ৩৭০ ॥ মত বিরোধের ক্ষেত্রে প্রক্রিয়া [Procedure in case of defference of opinion]—যেখানে কোনো এমন মকদ্দমা ন্যায়াধীশদের ন্যায়পীঠের সমক্ষে শ্রুত হয় এবং এমন ন্যায়াধীশ মতামতের ব্যাপারে সমান ভাবে বিভক্ত থাকেন সেখানে মকদ্দমাটি ধারা-৩৯২ দ্বারা বিধৃত পদ্ধতিতে মীমাংসিত হবে।

॥ ধারা ঃ ৩৭১ ॥ উচ্চ আদালতের অনুমোদনের জন্য উপস্থাপিত ক্ষেত্রে প্রক্রিয়া [Procedure in cases submitted to High Court for confirmation]— মৃত্যু দণ্ডাদেশের দৃঢ়ীকরণের জন্য উচ্চ আদালত দ্বারা দায়রা আদালতে দাখিল করা মকদ্দমাতে উচ্চ আদালত দ্বারা দৃঢ়ীকরণের আদেশ বা অন্য আদেশ প্রদানের পর উচ্চ আদালতের সমুচিত (যথাযথ) আধিকারিক দেরি না করে আদেশের প্রতিলিপি উচ্চ আদালতের মোহরযুক্ত করে এবং তাঁর পদীয় স্বাক্ষর দ্বারা প্রত্যায়িত করে তা দায়রা আদালতে পাঠাবেন।

অধ্যায় ঃ ২৯
[CHAPTER : XXIX]
আপিল
(Appeals)
ধারা ৩৭২ থেকে ধারা ৩৯৪
[Section 372 to Section 394]

॥ ধারা ঃ ৩৭২ ॥ যতক্ষণ অন্য কোনো বিধান দেওয়া না হচ্ছে আপিল করা যাবে না [No appeal to lie unless otherwise provided]—ফৌজদারী কোনো রায় বা আদেশের বিরুদ্ধে কোনো আপিল এই সংহিতা দ্বারা বা সমকালে বলবৎ কোনো অন্য আইন দ্বারা যেমনটা বিধান দেওয়া আছে তেমন ব্যতিরেকে করা যাবে না।

॥ ধারা ঃ ৩৭৩ ॥ প্রশান্তি বজায় রাখতে বা সদাচারের জন্য প্রতিভূতি অভিপ্রায়-কারী বা প্রতিভূ মেনে নিতে অস্বীকারকারী বা অস্বীকারকারী আদেশের বিরুদ্ধে আপিল [Appeal from orders requiring security or refusal to accept or rejecting surety for keeping peace or good behaviour]—কোনো ব্যক্তি—

(১) যাকে প্রশান্তি বজায় রাখার বা সদাচারণের জন্য প্রতিভূতি (জামিন) দেওয়ার জন্য ধারা-১১৭-র অধীন আদেশ দেওয়া হয়েছে; অথবা—

(২) যে ধারা-১২১-এর অধীন প্রতিভূ (জামিনদার) স্বীকার করাতে অস্বীকারকারী বা তাকে অস্বীকারকারী কোনো আদেশে ক্ষুব্ধ হয়েছে;

দায়রা আদালতে এমন আদেশের বিরুদ্ধে আপিল করতে পারে ঃ

প্রকাশ থাকে যে, এই ধারার কোনো বিষয় (বা কোনো কিছু) সেই সব ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে না, যেগুলোর বিরুদ্ধে কার্যবাহ দায়রা ন্যায়াধীশেব সমক্ষে ধারা-১২২-এর উপধারা (২) বা উপধারা (৪)-এর বিধানসমূহ অনুসারে উপস্থাপিত করা হয়েছে।

॥ ধারা ঃ ৩৭৪ ॥ দোষী সাব্যস্তকরণের বিরুদ্ধে আপিল [Appeals from convictions]—(১) কোনো ব্যক্তি, যে উচ্চ আদালত দ্বারা (অসাধারণ) আদিম ফৌজদারী অধিক্ষেত্রের প্রয়োগে সম্পাদিত বিচার অনুষ্ঠানে দোষী সাব্যস্ত করা হয়েছে, উচ্চতম আদালতে আপিল করতে পারে।

(২) কোনো ব্যক্তি যাকে দায়রা ন্যায়াধীশ বা অবর দায়রা ন্যায়াধীশ দ্বারা সম্পাদিত বিচারানুষ্ঠানে অথবা কোনো অন্য আদালত দ্বারা সম্পাদিত বিচারানুষ্ঠানে দোষী সাব্যস্ত করা হয়েছে, যাতে সাত বছরের চেয়ে বেশি মেয়াদের জন্য কারাদণ্ডের আদেশ তার বিরুদ্ধে বা সেই একই বিচারানুষ্ঠানে দোষী সাব্যস্ত করা অন্য কোনো ব্যক্তির বিরুদ্ধে দেওয়া হয়েছে, উচ্চ আদালতে আপিল করতে পারে।

(৩) উপধারা (২)-এ যেমন বিধান দেওয়া আছে, তা ব্যতিরেকে কোনো ব্যক্তি—

(ক) যাকে মহানগর ম্যাজিস্ট্রেট বা সহকারি দায়রা ন্যায়াধীশ বা প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট বা দ্বিতীয় শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট দ্বারা সম্পাদিত বিচারে দোষী সাব্যস্ত করা হয়েছে; অথবা

(খ) যাকে ধারা-৩২৫-এর অধীন দণ্ডাদিষ্ট করা হয়েছে; অথবা

(গ) যার বিরুদ্ধে কোনো ম্যাজিস্ট্রেট দ্বারা ধারা-৩৬০-এর অধীনে আদেশ দেওয়া হয়েছে, বা দণ্ডাদেশ দেওয়া হয়েছে।

দায়রা আদালতে আপিল করতে পারে।

॥ ধারা ঃ ৩৭৫ ॥ কিছু ক্ষেত্রে যখন অভিযুক্ত দোষী হওয়ার কথা স্বীকার করে সেখানে আপিল করা যাবে না [No appeal in certain cases when accused pleads guilty]—ধারা-৩৭৪-এ যা কিছুই বিধান দেওয়া থাকুক না কেন যেখানে অভিযুক্ত ব্যক্তি দোষী হওয়া স্বীকার করেছে এবং এই স্বীকারোক্তিতে তাকে দোষী সাব্যস্ত করা হয়েছে; সেখানে—

(ক) যদি দোষী সাব্যস্তকরণ করা হয়ে থাকে উচ্চ আদালত দ্বারা তাহলে কোনো আপিল করা যাবে না; অথবা

(খ) যদি দোষী সাব্যস্তকরণ করা হয়ে থাকে দায়রা আদালত মহানগর ম্যাজিস্ট্রেট বা প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট বা দ্বিতীয় শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট দ্বারা তাহলে আপিল করা যেতে পারে শুধুমাত্র দণ্ডের ফল বা তার বৈধতার সম্পর্কেই, অন্যভাবে নয়।

॥ ধারা ঃ ৩৭৬ ॥ ছোটখাট মামলায় আপিল করা যাবে না [No appeal in petty cases]—ধারা-৩৭৪-এ যা কিছুই বিধান দেওয়া থাকুক না কেন, দোষী সাব্যস্তব্যক্তি দ্বারা কোনো আপিল নিম্নলিখিতগুলোর কোনো ক্ষেত্রেই আপিল করা যাবে না; যথা—

(ক) উচ্চ আদালত যেখানে কেবল অনধিক ছ'মাসের মেয়াদের জন্য কারাদণ্ডে বা অনধিক একহাজার টাকা অর্থদণ্ডে অথবা যেখানে কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড উভয় দণ্ডেই দণ্ডিত করে;

(খ) যেখানে দায়রা আদালত বা মহানগর ম্যাজিস্ট্রেট কেবল অনধিক তিনমাস মেয়াদের জন্য কারাদণ্ডে বা অনধিক দু'শ টাকার অর্থদণ্ডে অথবা এমন কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড উভয় দণ্ডেই দণ্ডিত করেন।

(গ) যেখানে প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট কেবল অনধিক একশ' টাকার অর্থদণ্ডে দণ্ডিত করেন; অথবা

(ঘ) যেখানে কোনো মামলার সংক্ষেপে বিচার করা হয়েছে, ধারা ২৬০-এর অধীন কার্য সম্পাদন করার জন্য ক্ষমতাসম্পন্ন ম্যাজিস্ট্রেট অনধিক কেবল দু'শ টাকা অর্থদণ্ডের দণ্ডাদেশ দেন ঃ

প্রকাশ থাকে যে, যদি এমন কোনো দণ্ডাদেশের সঙ্গে অন্য কোনো দণ্ডাদেশ যুক্ত করা হয় তাহলে ঐ দণ্ডাদেশের বিরুদ্ধে আপিল করা যেতে পারে কিন্তু তা কেবলমাত্র এমন ভিত্তিতে আপিলযোগ্য হবে না—

(এক) দোষী সাব্যস্ত ব্যক্তিকে প্রশান্তি বজায় রাখার জন্য প্রতিভূতি (জামিন) দেওয়ার আদেশ দেওয়া হয়েছে; অথবা

(দুই) জরিমানা দিতে অসমর্থ হওয়াতে কারাদণ্ডের নির্দেশকে দণ্ডাদেশে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে; অথবা

(তিন) এ ক্ষেত্রটিতে জরিমানার একাধিক দণ্ডাদেশ দেওয়া হয়েছে, যদি প্রদত্ত

জরিমানা মোট পরিমাণ ঐ ক্ষেত্রটি বাবদ এতে ইতিপূর্বে উল্লিখিত টাকার পরিমাণের চেয়ে বেশি না হয় (অর্থাৎ উল্লিখিত পরিমাণ টাকা অতিক্রম না করে)।

॥ ধারা ঃ ৩৭৭ ॥ দণ্ডাদেশের বিরুদ্ধে রাজ্য সরকার কর্তৃক আপিল [Appeal by the State Government against sentence]—(১) উপধারা (২)-এ যেমন বিধান দেওয়া আছে তা ব্যতিরেকে রাজ্য সরকার, উচ্চ আদালত ছাড়া অন্য কোনো আদালত কর্তৃক সম্পাদিত বিচারানুষ্ঠানে দোষী সাব্যস্তকরণের যে কোনো মকদ্দমায় সরকারি অভিশংসককে দণ্ডাদেশের অপর্যাপ্ততার কারণে তার বিরুদ্ধে উচ্চ আদালতে আপিল করার জন্য আদেশ দিতে পারে।

(২) দোষী সাব্যস্তকরণ যদি এমন কোনো মকদ্দমার জন্য হয়, সেখানে অপরাধের তদন্ত দিল্লি বিশেষ পুলিশ প্রতিষ্ঠান অধিনিয়ম, ১৯৪৬ (১৯৪৬-এর ২৫)-এর অধীন গঠিত দিল্লি বিশেষ পুলিশ প্রতিষ্ঠান দ্বারা বা এই সংহিতা থেকে ভিন্ন কোনো কেন্দ্রীয় অধিনিয়মের অধীন অপরাধের তদন্ত করার জন্য ক্ষমতাসম্পন্ন অন্য কোনো প্রাধিকরণ (প্রতিনিধিত্বকারী কার্যপালক সংস্থা) দ্বারা করা হয়ে থাকে তাহলে কেন্দ্রীয় সরকারও সরকারি অভিশংসককে দণ্ডাদেশের যথেষ্টতার অভাবের কারণে (বা অপর্যাপ্ততার ভিত্তিতে) তার বিরুদ্ধে উচ্চ আদালতে আপিল করার জন্য নির্দেশ দিতে পারে।

(৩) যখন দণ্ডাদেশের বিরুদ্ধে অপর্যাপ্ততার ভিত্তিতে আপিল করা হয়েছে, তখন উচ্চ আদালত ঐ দণ্ডাদেশে কোনো রকম বৃদ্ধি যতক্ষণ অভিযুক্ত ব্যক্তিকে এমন বৃদ্ধির বিরুদ্ধে কারণ দর্শানোর যুক্তিসঙ্গত সুযোগ না দেওয়া হচ্ছে, ততক্ষণ করতে পারবে না এবং কারণ দর্শানোর সময় অভিযুক্ত তার দোষ মুক্তির জন্য (বা বেকসুর খালাসের জন্য) বা দণ্ডাদেশ হ্রাস করার জন্য যুক্তিতর্কের অবতারণা করতে পারেন (বা বিবৃতি দিতে পারেন)।

॥ ধারা ঃ ৩৭৮ ॥ বেকসুর খালাসের ক্ষেত্রে আপিল [Appeal in case of acquittal]—(১) উপধারা (২)-এ যেমন বিধান দেওয়া হয়েছে তা ব্যতিরেকে এবং উপধারা (৩) ও (৫)-এ যেমন বিধান দেওয়া আছে সেই অনুসারে রাজ্য সরকার কোনো মামলাতে সরকারি অভিশংসককে উচ্চ আদালত ছাড়া অন্য কোনো আদালত কর্তৃক প্রদত্ত বেকসুর খালাসের আদিম বা আপিলী আদেশের বিরুদ্ধে অথবা পুনরীক্ষণে (বা সংশোধনকালে) দায়রা আদালত কর্তৃক প্রদত্ত বেকসুর খালাসের আদেশের বিরুদ্ধে উচ্চ আদালতে আপিল করার নির্দেশ দিতে পারে।

(২) যদি এমন বেকসুর খালাসের আদেশ কোনো এমন ক্ষেত্রে প্রদান করা হয়, যাতে অপরাধের তদন্ত দিল্লী বিশেষ পুলিশ প্রতিষ্ঠান অধিনিয়ম, ১৯৪৬ (১৯৪৬-এর ২৫)-এর অধীনে গঠিত দিল্লী বিশেষ পুলিশ প্রতিষ্ঠান দ্বারা বা এই সংহিতা থেকে ভিন্ন কোনো কেন্দ্রীয় অধিনিয়মের অধীন অপরাধের তদন্ত করার জন্য ক্ষমতাসম্পন্ন কোনো অন্য প্রাধিকরণ (বা প্রতিনিধিত্বকারী কার্যপালক সংস্থা) দ্বারা করা হয়ে থাকে তাহলে কেন্দ্রীয় সরকারও সরকারি অভিশংসককে বেকসুর খালাস প্রদানের আদেশের বিরুদ্ধে উচ্চ আদালতে উপধারা (৩)-এর বিধায়কসমূহের অধীনে আপিল করার নির্দেশ দিতে পারে।

(৩) উপধারা (১) বা উপধারা (২)-এর অধীন কোনো আপিল উচ্চ আদালতের অনুমতি ব্যতিরেকে গ্রহণ করা যাবে না।

(৪) যদি বেকসুর খালাসের এমন আদেশ অভিযোগের ভিত্তিতে দায়ের কৃত কোনো ক্ষেত্রে প্রদান করা হয়ে থাকে এবং উচ্চ আদালত, অভিযোগকারী দ্বারা এ ব্যাপারে এই নিমিত্ত আবেদন করার প্রেক্ষিতে বেকসুর খালাসের আদেশের বিরুদ্ধে আপিল করার বিশেষ অনুমতি দেয়, তাহলে অভিযোগকারী এমন আপিল উচ্চ আদালতে করতে পারে।

(৫) বেকসুর খালাসের আদেশের বিরুদ্ধে আপিল করার বিশেষ অনুমতি দেওয়ার জন্য উপধারা (৪)-এর অধীন কোনো আবেদন পত্র উচ্চ আদালত দ্বারা যেক্ষেত্রে অভিযোগকারী একজন সরকারি সেবক (বা লোকভৃত্য) সেইক্ষেত্রে ঐ বেকসুর খালাসের আদেশের তারিখ থেকে গণনা করে ছ'মাস সময় কাল অতিক্রম করার পর এবং প্রত্যেকটি অন্যক্ষেত্রে এভাবে গণনা করা ষাট দিন অতিক্রান্ত হওয়ার পর গ্রহণ করা যাবে না (অর্থাৎ ঐ সময় সীমার পর আর গ্রহণযোগ্য হবে না)।

(৬) যদি কোনো ক্ষেত্রে বেকসুর খালাসের আদেশের বিরুদ্ধে আপিল করার বিশেষ অনুমতি দেওয়ার জন্য উপধারা (৪)-এর অধীন কোনো আবেদন পত্র নামঞ্জুর করে দেওয়া হয় তাহলে ঐ বেকসুর খালাসের আদেশের বিরুদ্ধে উপধারা (১)-এর অধীন বা উপধারা (২)-এর অধীন আর কোনো আপিল করা যাবে না।

॥ ধারা ঃ ৩৭৯ ॥ কিছু ক্ষেত্রে উচ্চ আদালত দোষী বলে সাব্যস্ত করলে অভিযুক্ত ব্যক্তি তার বিরুদ্ধে (অর্থাৎ ঐ দোষী সাব্যস্তকরণের বিরুদ্ধে) আপিল করতে পারবে [Appeal against conviction by High Court in certain cases]—যদি উচ্চ আদালত অভিযুক্ত ব্যক্তির বেকসুর খালাসের আদেশ উল্টে (বা বাতিল করে) দেয় এবং তাকে দোষী সাব্যস্ত করে তথা মৃত্যুদণ্ড বা যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে অথবা দশ বছর বা তার বেশি মেয়াদের কারাদণ্ডে দণ্ডিত করে থাকে তাহলে সে (ঐ অভিযুক্ত) উচ্চতম আদালতে (সুপ্রিম কোর্টে) আপিল করতে পারবে।

॥ ধারা ঃ ৩৮০ ॥ নির্দিষ্ট কিছুক্ষেত্রে আপিল করার বিশেষ অধিকার [Special right of appeal in certain cases]—এই অধ্যায়ে যা কিছুই বিধান দেওয়া থাকুক না কেন, একাধিক ব্যক্তিকে যখন একই বিচারানুষ্ঠানে দোষী সাব্যস্ত করা হয় এবং ঐ ব্যক্তিদের মধ্যে কারো সম্পর্কে আপিলযোগ্য রায় বা আদেশ প্রদান করা হয়, তখন এমন বিচারানুষ্ঠানে দোষী সাব্যস্ত করা সমস্ত ব্যক্তির অথবা তাদের যে কারোর আপিল করার অধিকাব থাকবে।

॥ ধারা ঃ ৩৮১ ॥ দায়রা আদালতের কৃত আপিলের শুনানি কিভাবে হবে [Appeal to Court of Session how heard]—(১) উপধারা (২)-এর বিধানসমূহের অধীনে দায়রা আদালতে অথবা দায়রা ন্যায়াধীশের কাছে করা আপিল দায়রা ন্যায়াধীশ বা অতিরিক্ত দায়রা ন্যায়াধীশ কর্তৃক শ্রুত হবে ঃ

প্রকাশ থাকে যে, দ্বিতীয় শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট দ্বারা কৃত বিচারানুষ্ঠানে দোষী সাব্যস্তকরণের বিরুদ্ধে আপিল সহকারি দায়রা ন্যায়াধীশ বা মুখ্য ন্যায়িক ম্যাজিস্ট্রেট দ্বারা শোনা যাবে এবং মীমাংসিত হবে (অর্থাৎ তাঁরা শুনবেন এবং মীমাংসা করবেন)।

(২) অতিরিক্ত দায়রা ন্যায়াধীশ, সহকারি দায়রা ন্যায়াধীশ বা মুখ্য ন্যায়িক ম্যাজিস্ট্রেট কেবল এমন আপিলসমূহই শুনবেন যেগুলো ঐ বিভাগের দায়রা ন্যায়াধীশ, সাধারণ বা বিশেষ কোনো আদেশ দ্বারা তাঁকে সোপর্দ করেছেন বা যেগুলো শোনার জন্য উচ্চ আদালত, বিশেষ আদেশ দ্বারা তাকে নির্দেশ দিয়েছে।

॥ ধারা ঃ ৩৮২ ॥ আপিলের জন্য দরখাস্ত [Petition of appeal]—প্রতিটি আপিল লিখিত আবেদন হিসেবে করতে হবে এবং আপিলকারী বা তার প্লিডার দ্বারা উপস্থাপিত করবেন এবং এমন প্রত্যেক আবেদনপত্রের সঙ্গে (যতক্ষণ যে আদালতে তা উপস্থাপিত করা হয়েছে, সেই আদালত কোনো অন্য নির্দেশ না দেয়) যে রায় বা আদেশের বিরুদ্ধে আপিল করা হচ্ছে সেই রায় বা আদেশের প্রতিলিপি থাকবে।

॥ ধারা ঃ ৩৮৩ ॥ আপিলকারী যখন হাজতে থাকে, তখন প্রক্রিয়া [Procedure when appellant in jail]—যদি আপিলকারী (বা আপিলার্থী) হাজতে থাকে তাহলে সে তার আপিলের আবেদন এবং তার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট প্রতিলিপিগুলো জেলের ভারপ্রাপ্ত আধিকারিকের কাছে দিতে পারে, ঐ আধিকারিক তখন ঐ আবেদন পত্র ও প্রতিলিপিগুলো যথাযথ আপিল আদালতের কাছে পাঠাবেন।

॥ ধারা ঃ ৩৮৪ ॥ আপিল সংক্ষেপতঃ খারিজ করা [Summary dismissal of appeal]—(১) যদি ধারা-৩৮২ বা ধারা-৩৮৩-র অধীন প্রাপ্ত আপিলের আবেদনপত্র এবং রায়-এর প্রতিলিপি পরীক্ষা করার পর আপিল আদালতের মনে হয় যে, তাতে হস্তক্ষেপ করার মতো পর্যাপ্ত ভিত্তি নেই তাহলে ঐ আপিল আদালত তা সংক্ষেপতঃ খারিজ করতে পারে।

প্রকাশ থাকে যে—

(ক) ধারা-৩৮২-র অধীন উপস্থাপিত কোনো আপিল ততক্ষণ খারিজ করা যাবে না, যতক্ষণ আপিলকারী (বা আপিলার্থী) বা তার প্লিডার তার সমর্থনে যে বক্তব্য আছে তা শোনার জন্য উপযুক্ত সুযোগ না দেওয়া হয়;

(খ) ধারা ৩৮৩-র অধীন কোনো আপিল তার সমর্থনে আপিলার্থী (বা আপিলকারী)-কে শোনার উপযুক্ত সুযোগ না দিয়ে খারিজ করা যাবে না, যতক্ষণ আপিল আদালতের এমন মনে না হয় যে, আপিলটি নগণ্য (বা তুচ্ছ) অথবা আদালতের সমক্ষে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে প্রহরায় পেশ করলে মামলার পারিপার্শ্বিক অবস্থার অনুপাতে বেশি রকম অসুবিধার সৃষ্টি হবে;

(গ) ধারা-৩৮৩-র অধীন উপস্থাপিত কোনো আপিল যতক্ষণ না এমন আপিল করার জন্য অনুমিত মেয়াদ অতিক্রম করে যায়, ততক্ষণ তা সংক্ষেপতঃ খারিজ করা যাবে না।

(২) কোনো আপিল এই ধারার অধীনে খারিজ করার আগে আদালত মামলার নথিপত্র চেয়ে পাঠাতে পারে না।

(৩) যেখানে এই ধারার অধীন আপিল খারিজকারী আপিল আদালত হলো দায়রা আদালত বা মুখ্য ন্যায়িক ম্যাজিস্ট্রেটের আদালত সেখানে উক্ত আদালত এমন করায় তার কারণগুলো নথিতে লিপিবদ্ধ করে রাখবেন।

(৪) যেখানে ধারা-৩৮৩-র অধীন উপস্থাপিত কোনো আপিল এই ধারার অধীন সংক্ষেপতঃ খারিজ করে দেওয়া হয় এবং আপিল আদালতের বক্তব্য হয় যে, ঐ আপিলকারীর পক্ষ থেকে ধারা-৩৮২-র অধীন যথাযথ ভাবে উপস্থাপিত করা আপিলের অন্য একটি আবেদনপত্রের ওপর তার দ্বারা বিচার করা হয় নি (বা তার দ্বারা বিবেচিত হয় নি) সেখানে ধারা-৩৯৩-এ যা কিছুই বিধান দেওয়া থাকুক না কেন, যদি ঐ আদালতের সন্তোষ বিধান হয়ে যায় যে এমনটা করা ন্যায়পরতার স্বার্থে আবশ্যক তাহলে ঐ আপিল আদালত এমন আপিল আইন অনুসারে শুনতে পারে এবং তার নিষ্পত্তি করতে পারে।

॥ ধারা ঃ ৩৮৫ ॥ সংক্ষেপতঃ খারিজ না করা আপিলের শুনানির জন্য প্রক্রিয়া [Procedure for hearing appeals not dismissed summarily]—(১) যদি আপিল আদালত আপিল সংক্ষেপতঃ খারিজ না করে তাহলে ঐ আদালত সেই সময়ের ও জায়গার, যখন এবং যেখানে এমন আপিল শোনা হবে, তার বিজ্ঞপ্তি —

(এক) আপিলার্থী বা তার প্লিডারকে;

(দুই) রাজ্য সরকার যাকে এই নিমিত্ত নিযুক্ত করে সেই আধিকারিককে;

(তিন) যদি অভিযোগের বা নালিশের ভিত্তিতে দায়ের কৃত মকদ্দমায় দোষী সাব্যস্তকরণের রায়-এর বিরুদ্ধে আপিল করা তাহলে অভিযোগকারীকে;

(চার) যদি আপিল ধারা-৩৭৭ বা ধারা-৩৭৮-এর অধীন করা হয়ে থাকে, তাহলে অভিযুক্তকে;

এবং ঐ আধিকারিক, অভিযোগকারী এবং অভিযুক্ত ব্যক্তিকে আপিলের (বা আপিল করার) কারণগুলোর (বা ভিত্তিগুলোর) প্রতিলিপি দেবে।

(২) যদি আপিল আদালতে মকদ্দমার নথি, গোড়া থেকেই না পাওয়া যায় তাহলে ঐ আদালত এমন নথি চেয়ে পাঠাবে এবং পক্ষদের বক্তব্য শুনবে;

প্রকাশ থাকে যে, যদি আপিল কেবল দণ্ডের পরিমাণ (বা সীমা) বা তার বৈধতা সম্পর্কে হয় তাহলে আদালত নথি চেয়ে না পাঠিয়েই আপিলের নিষ্পত্তি করতে পারে।

(৩) দোষী সাব্যস্তকরণের আপিলের কারণ (বা ভিত্তি বা আধার) যদি হয় কেবলমাত্র দণ্ডাদেশের অভিযুক্ত কঠোরতা, সেখানে আপিলার্থী আদালতের অনুমতি ব্যতিরেকে অন্য কোনো কারণের সমর্থনে বক্তব্য রাখবে না এবং তা তার সমর্থনে কোনো বক্তব্য শোনা যাবে না।

॥ ধারা ঃ ৩৮৬ ॥ আপিল আদালতের ক্ষমতা [Powers of the Appellate Court]—এমন নথির অনুশীলন (বা পাঠ) এবং যদি আপিলার্থী বা তার প্লিডার হাজির থাকে তাহলে তাকে এবং সরকারি অভিশংসক হাজির থাকে তাহলে তাকে এবং ধারা-৩৭৭ বা ধারা-৩৭৮-এর অধীন আপিলের ক্ষেত্রে যদি অভিযুক্ত ব্যক্তি হাজির থাকে তাহলে তার বক্তব্য শোনার পর, আপিল আদালত ঐ ক্ষেত্রে, যেক্ষেত্রে তার অভিমত হলো যে, হস্তক্ষেপ করার মতো যথেষ্ট কারণ বিদ্যমান নেই, আপিল খারিজ করতে পারে; অথবা—

(ক) বেকসুর খালাসের আদেশের দ্বারা আপিলে এমন আদেশকে উল্টে দিতে

পারে এবং এই বলে নির্দেশ দিতে পারে যে অতিরিক্ত পরীক্ষা করা হোক, অথবা অভিযুক্ত ব্যক্তিকে যেখানে যে প্রকার পুনরায় বিচার করা হোক অথবা বিচারার্থ সোপর্দ করা হোক, অথবা তাকে এমন দোষী সাব্যস্ত করতে পারে এবং এই বিধি অনুসারে তাকে দণ্ডাদেশ দিতে পারে।

(খ) দোষী সাব্যস্তকরণের বিরুদ্ধে আপিলে—

(এক) মূল বক্তব্য (বা অভিমত) এবং দণ্ডাদেশ উল্টে দিতে (বা বাতিল করে দিতে) পারে এবং অভিযুক্ত ব্যক্তিকে বেকসুর খালাস বা মুক্ত করে দিতে পারে অথবা এমন আপিল আদালতের অধীনস্থ সক্ষম ক্ষেত্রাধিকার সম্পন্ন আদালত দ্বারা তার পুনরায় বিচার করার বা বিচারার্থ সোপর্দ করার আদেশ দিতে পারে।

(দুই) দণ্ডাদেশ বহাল রেখে মূল অভিমত (বা বক্তব্যে) পরিবর্তিত করতে পারে; অথবা

(তিন) মূল বক্তব্য (বা অভিমতে) পরিবর্তন করে বা না করে দণ্ডের স্বরূপ বা পরিণামে (বা ফলে) অথবা স্বরূপ ও পরিণামে পরিবর্তন করতে পারে, কিন্তু এমনভাবে নয় যাতে দণ্ড বর্ধিত হয়; অথবা

(গ) দণ্ডাদেশ বৃদ্ধির জন্য আপিলে—

(এক) মূল বক্তব্য (বা অভিমত) এবং দণ্ডাদেশ উল্টে দিতে পারে এবং অভিযুক্ত ব্যক্তিকে বেকসুর খালাস বা মুক্ত করতে পারে, এমন অপরাধ বিচার করার জন্য ক্ষমতা সম্পন্ন আদালত দ্বারা তার পুনরীক্ষণ করার আদেশ দিতে পারে; অথবা

(দুই) দণ্ডাদেশ বহাল রেখে বক্তব্যে (বা অভিমতে) পরিবর্তন করতে পারে; অথবা

(তিন) অভিমতে পরিবর্তন করে বা না করে দণ্ডের স্বরূপ বা পরিণাম অথবা স্বরূপ ও পরিণামে পরিবর্তন করতে পারে, যার ফলে তাতে বৃদ্ধি বা হ্রাস হয়ে যায়।

(ঘ) কোনো আদেশের বিরুদ্ধে আপিলে এমন আদেশ পরিবর্তন করতে পারে অথবা উল্টে দিতে পারে;

(ঙ) কোনো সংশোধন বা কোনো অনুবর্তী বা প্রাসঙ্গিক আদেশ, যা ন্যায়সঙ্গত বা সঙ্গত হয় করতে পারে :

প্রকাশ থাকে যে, দণ্ড বৃদ্ধি ততক্ষণ করা যাবে না, যতক্ষণ না অভিযুক্ত ব্যক্তিকে ইতিমধ্যে এমন বৃদ্ধির বিরুদ্ধে কারণ দর্শাবার সুযোগ দেওয়া হয়ে থাকে :

আরও প্রকাশ থাকে যে, আপিল আদালত ঐ অপরাধের জন্য, যে অপরাধ ঐ আদালতের মতে অভিযুক্ত ব্যক্তি সম্পাদন করেছে, তার চেয়ে বেশি দণ্ড দেওয়া যাবে না, যা আপিলাধীন আদেশ বা দণ্ডাদেশ প্রদানকারী আদালত এমন অপরাধের জন্য দিতে পারত।

॥ ধারা : ৩৮৭ ॥ অধীনস্থ আপিল আদালতের রায় [Judgments of subordinate Appellate Court]—আদিম অধিক্ষেত্র সম্পন্ন ফৌজদারী আদালতের রায় সম্পর্কে অধ্যায় : ২৭-এ প্রদত্ত বিধৃত নিয়মাবলী যতদূর সম্ভব হয়, দায়রা আদালত বা মুখ্য ন্যায়িক ম্যাজিস্ট্রেটের আদালতের আপিলে প্রদত্ত রায়-এ প্রযোজ্য হবে :

প্রকাশ থাকে যে, রায় ঘোষণা শোনার জন্য অভিযুক্ত ব্যক্তিকে যতক্ষণ আপিল আদালত ভিন্নরূপ আদেশ না দিচ্ছে, আনাও যাবে না এবং তাকে হাজির হতেও বলা যাবে না।

॥ ধারা : ৩৮৮ ॥ আপিলের ওপর উচ্চ আদালতের আদেশ প্রমাণিত করে নিম্ন-আদালতে পাঠানো [Order of High Court on appeal to be certified to Lower Court]—(১) যখন কোনো আপিলে কোনো মকদ্দমা উচ্চ আদালত দ্বারা এই অধ্যায়ের অধীন মীমাংসা করা হয় তখন ঐ আদালত তার রায় অথবা আদেশ প্রমাণিত করে ঐ আদালতে পাঠাবে যে আদালত দ্বারা সেই অভিমত, দণ্ডাদেশ বা আদেশ, যার বিরুদ্ধে আপিল করা হয়েছিল, নথিভুক্ত করা হয়েছিল বা প্রদান করা হয়েছিল আর যদি এমন আদালত মুখ্য ন্যায়িক ম্যাজিস্ট্রেটের না হয়ে ন্যায়িক ম্যাজিস্ট্রেটের হয় তাহলে উচ্চ আদালতের রায় বা আদেশ মুখ্য ন্যায়িক ম্যাজিস্ট্রেট মারফত পাঠানো হবে এবং যদি ঐ আদালত কার্যনির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটের হয় তাহলে উচ্চ আদালতের রায় বা আদেশ জেলা ম্যাজিস্ট্রেট মারফত পাঠানো হবে।

(২) তখন ঐ আদালত, যে আদালতে উচ্চ আদালত তার রায় বা আদেশ প্রমাণিত করে পাঠায় এমন আদেশ করবে যা উচ্চ আদালতের রায় বা আদেশের অনুরূপ হয় এবং যদি আবশ্যক হয় নথিতে সেই মতো সংশোধন করা হবে।

॥ ধারা : ৩৮৯ ॥ আপিলের শুনানি চলাকালে দণ্ডাদেশের নিলম্বন ও আপিলকারীর জামিনে মুক্তি [Suspension of sentence pending the appeal; release of appellant on bail]—(১) আপিল আদালত, এমন কারণে, যা তার দ্বারা নথিভুক্ত করা হবে, এই মর্মে আদেশ দিতে পারবে যে, ঐ দণ্ডাদেশ বা আদেশের নির্বাহ, যার বিরুদ্ধে আপিল করা হয়েছে, দোষী সাব্যস্ত ব্যক্তি দ্বারা কৃত আপিলের শুনানি চলা কালে নিলম্বিত রাখা হোক এবং যদি ঐ ব্যক্তি আটক থেকে থাকে তাহলে এমনও আদেশ দিতে পারে যে, তাকে জামিনে অথবা তার ব্যক্তিগত বণ্ড-এ মুক্ত করে দেওয়া হোক।

(২) আপিল আদালতকে এই ধারা দ্বারা প্রদত্ত শক্তির প্রয়োগ উচ্চ আদালতও কোনো এমন আপিলের ক্ষেত্রে করতে পারে, যা কোনো দোষী সাব্যস্ত ব্যক্তি দ্বারা ঐ উচ্চ আদালতের অধীনস্থ আদালতে করা হয়েছে।

(৩) যেখানে দোষী সাব্যস্ত ব্যক্তি এমন আদালতের যে আদালতের দ্বারা তাকে দোষী সাব্যস্ত করা হয়েছে, সন্তোষ বিধান করে দেয় যে, সে আপিল করতে ইচ্ছা করছে সেখানে ঐ আদালত—

(এক) সেইক্ষেত্রে, যেক্ষেত্রে ঐ ব্যক্তি জামিনে থাকা সত্ত্বেও অনধিক তিনবছর মেয়াদের জন্য কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়েছে; অথবা

(দুই) সেইক্ষেত্রে যখন যে অপরাধের জন্য ঐ ব্যক্তিকে দোষী সাব্যস্ত করা হয়েছে, ঐ অপরাধ জামিনযোগ্য হয় এবং সে জামিনে মুক্ত হয়ে আছে;

আদেশ দেবে যে, দোষী সাব্যস্ত ব্যক্তিকে যত দিন মেয়াদের জন্য আপিল করার এবং উপধারা (১)-এর অধীন আপিল আদালতের আদেশ পাওয়ার জন্য যথেষ্ট সময় পাওয়া যায় ততদিন মেয়াদের জন্য জামিনে ছেড়ে দেওয়া হোক যতক্ষণ জামিন

অস্বীকার করার বিশেষ কোনো কারণ না থাকে এবং যতক্ষণ সে এমন জামিনে মুক্ত থাকে, ততক্ষণ কারাদণ্ডের আদেশ নিলম্বিত (বা সাময়িক ভাবে স্থগিত) আছে বলে মনে করা হবে।

(৪) যখন শেষ পর্যন্ত আপিলকারীকে কোনো মেয়াদের জন্য কারাদণ্ডে বা যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়, তখন সেই সময়কাল, যার মধ্যে সে এভাবে মুক্ত থাকে সেই মেয়াদ কালের গণনা করতে যার জন্য তাকে এমন দণ্ডাদেশ দেওয়া হয়েছে, হিসেবের মধ্যে নেওয়া হবে না (অর্থাৎ সে সময়কালের মধ্যে সে এভাবে মুক্ত বা ছাড়া থাকে সেই সময়কাল টুকু, যে মেয়াদের জন্য সে এভাবে দণ্ডিত হয় তার থেকে বাদ দিতে হবে)।

॥ ধারা : ৩৯০ ॥ বেকসুর খালাস থেকে আপিলে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার [Arrest of accused in appeal from acquittal]—যখন ধারা ৩৭৮-এর অধীন উপস্থাপিত করা হয় তখন উচ্চ আদালত পরওয়ানা জারি করতে পারে,যাতে এই মর্মে নির্দেশ থাকবে যে, অভিযুক্ত ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করা হোক এবং তাকে ঐ উচ্চ আদালতের অথবা অন্য কোনো অধীনস্থ আদালতের সমক্ষে আনা হোক এবং আপিলের নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত তাকে কারাগারে সোপর্দ করতে পারে অথবা তাকে জামিন দিতে পারে।

॥ ধারা : ৩৯১ ॥ আপিল আদালত অতিরিক্ত সাক্ষ্য দিতে পারবে কিংবা তা নেওয়ার জন্য নির্দেশ দিতে পারবে [Appellate Court may take further evidence or direct it to be taken]—(১) এই অধ্যায়ের অধীন কোনো আপিলের ওপর বিচার-বিবেচনা করার জন্য যদি আপিল আদালত অতিরিক্ত সাক্ষ্যের প্রয়োজন আছে বলে মনে করে তাহলে ঐ আদালত তার কারণগুলো নথিভুক্ত করবে এবং এমন সাক্ষ্য হয় ঐ আদালত নিজেই গ্রহণ করবে অথবা ম্যাজিস্ট্রেট দ্বারা অথবা যখন আপিল আদালতটি উচ্চ আদালত, তখন দায়রা আদালত বা ম্যাজিস্ট্রেট দ্বারা তা নেওয়ার জন্য নির্দেশ দিতে পারবে।

(২) যদি অতিরিক্ত সাক্ষ্য দায়রা আদালত বা ম্যাজিস্ট্রেট দ্বারা গৃহীত হয় তখন ঐ আদালত এমন সাক্ষ্য প্রমাণিত করে আপিল আদালতের কাছে পাঠাবে এবং তখন ঐ আদালত আপিলের মীমাংসা করার জন্য অগ্রসর হবে।

(৩) অভিযুক্ত বা তার প্লিডারের সেই সময়ে হাজির হওয়ার জন্য অধিকার থাকবে যখন অতিরিক্ত সাক্ষ্য নেওয়া হবে।

(৪) এই ধারার অধীন সাক্ষ্য গ্রহণ অধ্যায় : ২৩-এর বিধানসমূহের অধীন হবে যেন তা কোনো তদন্ত।

॥ ধারা : ৩৯২ ॥ যেখানে আপিল আদালতের ন্যায়াধীশগণ রায় সম্পর্কে সমানভাবে ভাগ হয়ে যান, সেখানে প্রক্রিয়া [Procedure where Judge of Court of appeal are equally divided]—যখন এই অধ্যায়ের অধীন কোনো আপিল উচ্চ আদালত কর্তৃক তার ন্যায়াধীশগণের ন্যায়পীঠের সমক্ষে শ্রুত হয় এবং ঐ ন্যায়াধীশগণ তাঁদের অভিমতের ব্যাপারে সমান ভাগে বিভক্ত হয়ে যান তখন ঐ আপিল তাঁদের অভিমত সহ সেই একই আদালতের অন্য কোনো ন্যায়াধীশের সমক্ষে উপস্থাপিত করা হবে এবং এমন ন্যায়াধীশ, এমনভাবে শুনানির পর যেমন তিনি

সঙ্গত মনে করেন, তাঁর অভিমত ব্যক্ত করবেন এবং তাঁর রায় বা আদেশ সেই অভিমত অনুসারেই হবে ঃ

প্রকাশ থাকে যে, যদি ন্যায়পীঠ গঠনকারী ন্যায়াধীশদের মধ্যে কোনো একজন ন্যায়াধীশ বা যেখানে আপিলটি এই ধারার অধীন অন্য কোনো ন্যায়াধীশের সমক্ষে উপস্থাপন করা হয় সেখানে ঐ ন্যায়াধীশ চাইলে ঐ আপিলটি ন্যায়াধীশদের বৃহত্তর ন্যায়াপীঠ দ্বারা পুনরায় শ্রুত হবে এবং তার মীমাংসা করা হবে।

॥ ধারা ঃ ৩৯৩ ॥ আপিলের ওপর আদেশ এবং রায়-এর চূড়ান্ত হওয়া [Finality of Judgments and orders on appeal]—আপিলের ওপর আপিল-আদালত দ্বারা প্রদত্ত রায় বা আদেশ ধারা-৩৭৭, ধারা-৩৭৮, ধারা-৩৮৪-র উপধারা (৪) বা অধ্যায় ঃ ৩০-এ বিধৃত ক্ষেত্রসমূহ ব্যতিরেকে চূড়ান্ত হবে (অর্থাৎ ঐ ধারাগুলোতে উপধারা বা পরিচ্ছেদে যে ক্ষেত্রগুলো সম্পর্কে বিধান দেওয়া আছে সেই ক্ষেত্রগুলো বাদে কোনো আপিলের ওপর আপিল-আদালতের রায় ও আদেশ চূড়ান্ত হবে) ঃ

প্রকাশ থাকে যে, কোনো মকদ্দমাতে দোষীরূপে সাব্যস্তকরণের বিরুদ্ধে আপিলের চূড়ান্ত বিলিবন্দেজ (বা মীমাংসা) হয়ে যাওয়ার পরও, আপিল-আদালত—

(ক) ধারা-৩৭৮-এর অধীন বেকসুর খালাসের বিরুদ্ধে ঐ একই মকদ্দমা থেকে উদ্ভূত আপিল; অথবা

(খ) ধারা-৩৭৭-এর অধীন দণ্ডাদেশ বৃদ্ধি করার জন্য মামলা থেকে উদ্ভূত আপিল শুনতে পারে এবং গুণাগুণের ভিত্তিতে তাঁর বিলিবন্দেজ করতে পারেন।

॥ ধারা ঃ ৩৯৪ ॥ আপিলের অবসান [Abatement of appeals]—(১) ধারা-৩৭৭ বা ধারা-৩৭৮-এর অধীন অন্যান্য প্রতিটি আপিল অভিযুক্ত ব্যক্তির মৃত্যুর পর চূড়ান্তভাবে অবসিত হয়ে যাবে (বা বাতিলকৃত হয়ে যাবে)।

(২) এই অধ্যায়ের অধীন (অর্থদণ্ড সংক্রান্ত আদেশের আপিল ব্যতিরেকে) অন্যান্য প্রত্যেকটি আপিল আপিলকারীর (বা আপিলার্থীর) মৃত্যুতে চূড়ান্তভাবে অবসিত (বা বাতিলকৃত) হয়ে যাবে ঃ

প্রকাশ থাকে যে, যেখানে আপিলটি দোষীরূপে সাব্যস্তকরণের এবং মৃত্যুদণ্ডের বা কারাদণ্ডের আদেশের বিরুদ্ধে করা হয়েছে এবং আপিলটি বিচারাধীন থাকা কালে আপিলার্থীর (বা আপিলকারীর) মৃত্যু হয়ে যায়, সেখানে তার যে কোনো নিকট আত্মীয় আপিলার্থীর (বা আপিলকারীর) মৃত্যুর তিন দিনের মধ্যে আপিলটি বহাল রাখার (বা জারি রাখার) অনুমতির জন্য আপিল-আদালতে আবেদন করতে পারবে এবং যদি সেক্ষেত্রে অনুমতি দিয়ে দেওয়া হয়, তাহলে আপিলটির অবসান (অর্থাৎ আপিলটি বাতিল) হবে না।

স্পষ্টীকরণ—এই ধারার **'নিকট আত্মীয়'** বলতে বুঝাবে, মা-বাবা, স্বামী বা স্ত্রী, বংশানুক্রমিক বংশধর, ভাই বা বোন।

অধ্যায় ঃ ৩০
[CHAPTER ঃ XXX]
উল্লেখন ও পুনরীক্ষণ
(Reference and Revision)
ধারা ৩৯৫ থেকে ধারা ৪০৫
[Section 395 to Section 405]

॥ ধারা ঃ ৩৯৫ ॥ উচ্চ আদালতের উল্লেখন [Reference to High Court]— (১) সেখানে কোনো আদালতের সন্তোষবিধান হয়ে যায় যে, তার সমক্ষে বিচারাধীন মকদ্দমাতে কোনো অধিনিয়ম, অধ্যাদেশ বা প্রনিয়ম অথবা কোনো অধিনিয়ম, অধ্যাদেশ বা প্রনিয়মে বিধৃত কোনো বিধানের আইনগ্রাহ্যতার (বিধিমান্যতার) সম্পর্কে এমন প্রশ্ন যুক্ত আছে, যার প্রাক্-প্রত্যয় ঐ মকদ্দমার বিলিবন্দেজের জন্য প্রয়োজনীয় আর তার অভিমত হয় যে, এমন অধিনিয়ম, অধ্যাদেশ, প্রনিয়ম বা বিধান, আইনের দৃষ্টিতে অসিদ্ধ বা অকার্যকর, কিন্তু ঐ উচ্চ আদালত দ্বারা যার ঐ আদালত অধীনস্থ অথবা উচ্চতম আদালত দ্বারা এভাবে ঘোষণা করা হয় নি, সেখানে আদালত তার অভিমত এবং তার কারণগুলো নথিতে লিপিবদ্ধ করে মকদ্দমার বিবৃতি তৈরি করবে এবং তা উচ্চ আদালতের মীমাংসার (সিদ্ধান্ত) জন্য উল্লেখন করবে (বা তার দৃষ্টি আকর্ষণ করবে বা প্রেরণ করবে)।

স্পষ্টীকরণ —এই ধারাতে প্রনিয়ম বলতে বুঝায় সাধারণ প্রকরণ অধিনিয়ম (General Clauses Act), ১৮৯৭ (১৮৯৭-এর ১০)-এ অথবা কোনো রাজ্যের জেনারেল ক্লজেজ অ্যাক্ট-এ সংজ্ঞায়িত যে কোনো প্রনিয়ম।

(২) যদি দায়রা আদালত বা মহানগর ম্যাজিস্ট্রেটের সমক্ষে বিচারাধীন থাকা কোনো মকদ্দমায়, যে মকদ্দমায় উপধারা (১)-এর বিধান প্রযোজ্য হয় না, সঙ্গত মনে করেন তাহলে ঐ দায়রা আদালত বা ঐ মহানগর ম্যাজিস্ট্রেট ঐ মকদ্দমার শুনানিতে উত্থিত কোনো আইনী প্রশ্ন উচ্চ আদালতের সিদ্ধান্তের জন্য উল্লিখিত (বা নির্দেশিত বা উপস্থাপিত) করতে পারেন।

(৩) কোনো আদালত, যে আদালত উচ্চ আদালতের উপধারা (১) বা উপধারা (২)-এর অধীন উল্লেখন করছে (বা নির্দেশ করছে বা মনোযোগ আকর্ষণ করছে) তার ওপর উচ্চ আদালতের সিদ্ধান্ত অথবা অভিপ্রায় করা হলে হাজির হওয়ার জন্য জামিনে মুক্ত করে দিতে পারে।

॥ ধারা ঃ ৩৯৬ ॥ উচ্চ আদালতের সিদ্ধান্ত অনুসারে মকদ্দমার বিলিবন্দেজ [Disposal of case according to decision of High Court]—(১) যখন কোনো প্রশ্ন এভাবে উল্লিখিত করা হয় তখন উচ্চ আদালত তার ওপর এমন আদেশ প্রদান করবে, যেমন সঙ্গত মনে করবে এবং ঐ আদেশের প্রতিলিপি সেই আদালতে পাঠাবে যে আদালত দ্বারা তা উল্লিখিত হয়েছিল এবং ঐ আদালত উক্ত আদেশের অনুরূপ মকদ্দমাটি বিলিবন্দেজ (বা ব্যবস্থাদি) করবে।

(২) উচ্চ আদালত এ ধরনের উল্লেখনের খরচ-খরচা কে বা কার দ্বারা প্রদত্ত হবে তার নির্দেশ দিতে পারবে।

॥ ধারা : ৩৯৭ ॥ পুনরীক্ষণের ক্ষমতার প্রয়োগ হেতু নথি চেয়ে পাঠানো [Calling for records to exercise powers of revision]—(১) উচ্চ আদালত বা কোনো দায়রা ন্যায়াধীশ তাঁর স্থানীয় অধিক্ষেত্রের মধ্যে অবস্থিত কোনো অবর ফৌজদারী আদালতের সম্মুখে কোনো কার্যবাহের নথি, কোনো নথিভুক্ত বা প্রদত্ত অভিমত দণ্ডাদেশ বা আদেশের শুদ্ধতা, বৈধতা বা ঔচিত্যের সম্পর্কে এবং এমন অবর আদালতের যে কোনো কার্যবাহের নিয়মিততার সম্পর্কে তার নিজের সন্তোষ বিধানের জন্য, চেয়ে পাঠাতে পারে এবং তার পরীক্ষা করতে পারে এবং এমন নথি চেয়ে পাঠাবার সময় নির্দেশ দিতে পারে যে, নথির পরীক্ষা চলতে থাকা কালে যে কোনো দণ্ডাদেশের নির্বাহ নিলম্বিত করা হোক এবং যদি অভিযুক্ত ব্যক্তি প্রহরায় (বা আটক) থাকে তাহলে তাকে জামিনে বা ব্যক্তিগত বণ্ড-এ তাকে ছেড়ে (বা মুক্ত করে) দেওয়া হোক।

স্পষ্টীকরণ— সমস্ত ম্যাজিস্ট্রেটকে, তিনি কার্যনির্বাহী হন বা ন্যায়িক এবং তিনি তাঁর আদিম অধিক্ষেত্রের প্রয়োগই করুন বা আপিলী ক্ষেত্রাধিকারের, এই উপধারার এবং ধারা-৩৯৮-এর প্রয়োজন হেতু দায়রা ন্যায়াধীশের চেয়ে নিম্নস্থ (বা অবর) বলে মনে করা হবে।

(২) উপধারা (১) দ্বারা প্রদত্ত পুনরীক্ষণের ক্ষমতার প্রয়োগ কোনো আপিল, তদন্ত বিচার বা অন্য কোনো কার্যবাহে প্রদত্ত কোনো অন্তর্বর্তী আদেশ সম্পর্কে করা যাবে না।

॥ ধারা : ৩৯৮ ॥ তদন্তের আদেশ দেওয়ার ক্ষমতা [Power to order inquiry]— ধারা-৩৯৭-এর অধীন কোনো নথির পরীক্ষা করার পর অথবা অন্য ভাবে উচ্চ আদালত বা দায়রা ন্যায়াধীশ মুখ্য ন্যায়িক ম্যাজিস্ট্রেট নির্দেশ দিতে পারেন যে তিনি ধারা-২০৩ বা ধারা-২০৪-এর উপধারা (৪)-এর অধীন খারিজ করে দেওয়া কোনো অভিযোগে বা কোনো অপরাধে অভিযুক্ত কোনো এমন ব্যক্তির মামলায়, যাকে মুক্ত করে দেওয়া হয়েছে, অতিরিক্ত তদন্ত নিজেই করবেন অথবা তাঁর অধীনস্থ ম্যাজিস্ট্রেটদের কারো দ্বারা করাবেন এবং মুখ্য ন্যায়িক ম্যাজিস্ট্রেট এমন অতিরিক্ত তদন্ত নিজেই করতে পারেন অথবা তা করার জন্য তাঁর কোনো অধীনস্থ ম্যাজিস্ট্রেটকে নির্দেশ দিতে পারেন :

প্রকাশ থাকে যে, কোনো আদালত মুক্ত করে দেওয়া হয়েছে এমন কোনো ব্যক্তি মামলায় এই ধারার অধীন তদন্ত করার কোনো নির্দেশ তখনই দিতে পারবে যখন এমন নির্দেশ দেওয়া কেন সমীচীন নয় এ ব্যাপারে কারণ দর্শানোর জন্য ঐ ব্যক্তিকে সুযোগ দেওয়া হয়েছে (অর্থাৎ কারণ দর্শাবার সুযোগ না দেওয়া হয়ে থাকলে তদন্ত করার নির্দেশ দিতে পারবেন না)।

॥ ধারা : ৩৯৯ ॥ দায়রা ন্যায়াধীশের পুনরীক্ষণের ক্ষমতা [Sessions Judge's powers of revision]—(১) এমন কোনো কার্যবাহের ক্ষেত্রে, যার নথি দায়রা ন্যায়াধীশ নিজেই চেয়ে পাঠিয়েছেন, তিনি সেই সমস্ত বা তার যে কোনো ক্ষমতার

প্রয়োগ করতে পারেন যেগুলোর প্রয়োগ ধারা-৪০১-এর উপধারা (১)-এর অধীন উচ্চ আদালত করতে পারে।

(২) যেখানে দায়রা ন্যায়াধীশের সম্মুখে পুনরীক্ষণ হিসেবে কোনো কার্যবাহ্ উপধারা (১)-এর অধীন শুরু করা হয়েছে সেখানে ধারা-৪০১-এর উপধারা (২), উপধারা (৩), উপধারা (৪) ও উপধারা (৫)-এর বিধানসমূহ, যতদূর সম্ভব, এমন কার্যবাহতে প্রযোজ্য হবে এবং উক্ত উপধারাসমূহে উচ্চ আদালতের প্রতি উল্লেখের অর্থ করা হবে যে, তা দায়রা ন্যায়াধীশেরই প্রতি উল্লেখ।

(৩) যেখানে কোনো ব্যক্তি কর্তৃক বা তার পক্ষে পুনরীক্ষণের জন্য আবেদন দায়রা ন্যায়াধীশের সমক্ষে করা হয় সেখানে ঐ ব্যক্তির সম্বন্ধে ঐ বিষয়ে দায়রা ন্যায়াধীশের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত হবে এবং এমন ব্যক্তির আগ্রহে (বা ইচ্ছায়) পুনরীক্ষণ হিসেবে আরও কার্যবাহ্ উচ্চ আদালত বা কোনো অন্য আদালত কর্তৃক গৃহীত হবে না।

॥ ধারা : ৪০০ ॥ অতিরিক্ত দায়রা ন্যায়াধীশের ক্ষমতা [Power of Additional Sessions Judge]—অতিরিক্ত দায়রা ন্যায়াধীশের দায়রা ন্যায়াধীশের কোনো সাধারণ বা বিশেষ আদেশ দ্বারা বা আদেশের অধীন তাঁকে যে মকদ্দমা হস্তান্তরিত করা হয় সেই মকদ্দমার সম্পর্কে দায়রা ন্যায়াধীশের এই অধ্যায়ের অধীন সমস্ত ক্ষমতা থাকবে এবং তিনি সেগুলোর প্রয়োগ করতে পারবেন।

॥ ধারা : ৪০১ ॥ উচ্চ আদালতের পুনরীক্ষণের ক্ষমতা [High Court's powers of revision]—(১) এমন কোনো কার্যবাহ্র ক্ষেত্রে, যার নথি উচ্চ আদালত নিজেই চেয়ে পাঠিয়েছে, অথবা যার সম্পর্কে ঐ আদালত অন্য কোনো ভাবে জ্ঞাত হয়েছে, ঐ আদালত ধারা-৩৮৬, ধারা-৩৮৯, ধারা-৩৯০ ও ধারা-৩৯১ দ্বারা আপিল-আদালতকে অথবা ধারা-৩০৭ দ্বারা দায়রা আদালতকে প্রদত্ত ক্ষমতাসমূহের যে কোনোটির স্বীয় মর্জি অনুসারে প্রয়োগ করতে পারে এবং যখন ঐ ন্যায়াধীশগণ যাঁরা পুনরীক্ষণ আদালতে পীঠাসীন আছেন, রায়-এর ব্যাপারে সমান ভাবে বিভাজিত হয়ে যান তখন মামলাটির বিলিবন্দেজ ধারা ৩৯২ দ্বারা বিধৃত পদ্ধতিতে করা হবে।

(২) এই ধারার অধীন কোনো আদেশ, যা অভিযুক্ত বা অন্য কোনো ব্যক্তির ওপর প্রতিকূল প্রভাব ফেলে ততক্ষণ দেওয়া যাবে না, যতক্ষণ তাকে তার প্রতিরক্ষণ হেতু ব্যক্তিগতভাবে বা প্লিডার দ্বারা শোনার সুযোগ না দেওয়া হবে।

(৩) এই ধারার কোনো কিছু উচ্চ আদালতকে বেকসুর খালাসের অভিমতকে দোষী সাব্যস্তকরণের অভিমতে পরিবর্তিত করার জন্য প্রাধিকৃত করে বলে মনে করা যাবে না।

(৪) যেখানে সংহিতার অধীন আপিল হতে পারে কিন্তু কোনো আপিল করা হয় না, সেখানে ঐ পক্ষের ইচ্ছায় যে পক্ষ আপিল করতে পারত, পুনরীক্ষণের কোনো কার্যবাহ্ গ্রহণ করা যাবে না।

(৫) যেখানে এই সংহিতার অধীন আপিল করা যায় কিন্তু উচ্চ আদালতে কোনো ব্যক্তি দ্বারা পুনরীক্ষণের জন্য আবেদন করা হয়েছে, এবং উচ্চ আদালতের এই মর্মে সন্তোষ বিধান হয়ে যায় যে, ঐ আবেদন এমন ভুল বিশ্বাসের ভিত্তিতে করা হয়েছিল

যে তাতে কোনো আপিল করা যায় না এবং ন্যায়পরতার স্বার্থে এমন করা আবশ্যক হয় তাহলে উচ্চ আদালত পুনরীক্ষণের জন্য ঐ আবেদনপত্রকে আপিলের আর্জি বলে মনে করতে পারে এবং তার ওপর তদানুসার কার্যবাহ করতে পারে।

॥ ধারা : ৪০২ ॥ উচ্চ আদালতের পুনরীক্ষণের মকদ্দমা প্রত্যাহার ও হস্তান্তরকরণের ক্ষমতা [Power of High Court to withdraw or transfer revision cases]—(১) যখন একই বিচারানুষ্ঠানে দোষী সাব্যস্ত এক বা একাধিক ব্যক্তি উচ্চ আদালতে পুনরীক্ষণের জন্য আবেদন করে এবং সেই একই বিচারানুষ্ঠানে দোষী সাব্যস্ত কোনো অন্য ব্যক্তি পুনরীক্ষণের জন্য দায়রা ন্যায়াধীশের কাছে আবেদন করে তখন উচ্চ আদালত, পক্ষদের সুবিধা ও সংশ্লিষ্ট প্রশ্নগুলোর গুরুত্বের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখে মীমাংসা করবে (বা সিদ্ধান্ত নেবে) যে, উক্ত দুই আদালতের মধ্যে কোন্‌টি পুনরীক্ষণের জন্য করা আবেদনের চূড়ান্তভাবে বিলিবন্দেজ করবে এবং যখন উচ্চ আদালত সিদ্ধান্ত নেয় যে, পুনরীক্ষণের জন্য সমস্ত আবেদন তারই দ্বারা ব্যবস্থিত হওয়া (বা নিষ্পত্তি হওয়া বা মীমাংসিত হওয়া) দরকার তখন উচ্চ আদালত নির্দেশ দেবে যে, দায়রা ন্যায়াধীশের মধ্যে বিবেচনাধীন পুনরীক্ষণের জন্য আবেদন তাকে হস্তান্তরিত করা হোক এবং সেখানে উচ্চ আদালত সিদ্ধান্ত নেয় যে, পুনরীক্ষণের আবেদনটি তার দ্বারা ব্যবস্থিত হওয়ার প্রয়োজন নেই সেখানে ঐ আদালত তার কাছে করা পুনরীক্ষণের জন্য আবেদন, দায়রা ন্যায়াধীশকে হস্তান্তরিত করা হোক বলে নির্দেশ দেবে।

(২) যখন কোনো পুনরীক্ষণ হেতু আবেদনপত্র উচ্চ আদালতের কাছে হস্তান্তরিত করা হয় তখন ঐ আদালত বিষয়টির নিষ্পত্তি (বা বিলিবন্দেজ) এমন ভাবে করবে, যেন তা ঐ উচ্চ আদালতের কাছেই যথাযথভাবে করা কোনো আবেদন পত্র।

(৩) যখন কোনো পুনরীক্ষণের জন্য আবেদন পত্র (বা দরখাস্ত) দায়রা ন্যায়াধীশের কাছে হস্তান্তরিত করা হয়, তখন ঐ ন্যায়াধীশ বিষয়টির নিষ্পত্তি (বা বিলিবন্দেজ) এমন ভাবে করবেন, যেন তা তাঁর (ঐ ন্যায়াধীশের) কাছে যথাযথভাবে করা কোনো আবেদন পত্র।

(৪) যেখানে কোনো পুনরীক্ষণের জন্য আবেদনপত্র (বা দরখাস্ত) উচ্চ আদালত দ্বারা দায়রা ন্যায়াধীশকে হস্তান্তরিত করা হয় সেখানে যে ব্যক্তি বা ব্যক্তিদের পুনরীক্ষণের জন্য আবেদনপত্রের দায়রা ন্যায়াধীশ কর্তৃক বিলিবন্দেজ (বা নিষ্পত্তি) করে দেওয়া হয়েছে, সেই ব্যক্তি বা ব্যক্তিদের ইচ্ছায় (বা আগ্রহে) পুনরীক্ষণের জন্য আর কোনো আবেদন পত্র উচ্চ আদালত বা অন্য কোনো আদালতে করা যাবে না।

॥ ধারা : ৪০৩ ॥ আদালতের পক্ষদের বক্তব্য শোনার বিকল্প (অর্থাৎ ইচ্ছা বা অনিচ্ছা) [Option of Court to hear parties]—এই সংহিতাতে ব্যক্ত ভাবে যেমন বিধান দেওয়া আছে, তা ব্যতিরেকে, যে আদালত তার পুনরীক্ষণের ক্ষমতার প্রয়োগ করছে, তার সমক্ষে ব্যক্তিগতভাবে প্লিডার দিয়ে শ্রুত হওযার অধিকার কোনো পক্ষেরই নাই, কিন্তু যদি আদালত যথার্থ (বা সঙ্গত) মনে করে তাহলে ঐ আদালত এমন ক্ষমতার প্রয়োগ করার সময় কোনো পক্ষের বক্তব্য, ব্যক্তিগতভাবে বা তার প্লিডারের মাধ্যমে শুনতে পারে।

॥ ধারা : ৪০৪ ॥ মহানগর (মেট্রোপলিটন) ম্যাজিস্ট্রেটের সিদ্ধান্তের কারণগুলোর বিবৃত্তির ওপর উচ্চ আদালত বিবেচনা করবে [Statement by Metropolitan Magistrate of grounds of his decision to be considered by High Court]—যখন উচ্চ আদালত বা দায়রা আদালত কর্তৃক কোনো মহানগর ম্যাজিস্ট্রেটের নথি ধারা-৩৯৭-এর অধীন চেয়ে পাঠানো হয় তখন ঐ ম্যাজিস্ট্রেট তাঁর সিদ্ধান্ত বা আদেশের কারণগুলো এবং এমন যে কোনো তথ্য যা তিনি বিচার্য-বিষয়ের পরিপ্রেক্ষিতে গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করেন, বর্ণনকারীর বিবৃতি (বা কথন) নথির সঙ্গে পাঠাতে পারেন এবং আদালত ঐ সিদ্ধান্ত বা আদেশ উল্টে দেওয়ার বা বাতিল করার আগে এই ধরনের বিবৃত্তির ওপর বিচার-বিবেচনা করবেন।

॥ ধারা : ৪০৫ ॥ উচ্চ আদালতের আদেশ প্রমাণিত করে নিম্ন আদালতে পাঠাতে হবে [High Court's order to be certified to Lower Court]—যখন উচ্চ আদালত বা দায়রা ন্যায়াধীশ কর্তৃক কোনো মকদ্দমা এই অধ্যায়ের অধীন পুনরীক্ষণ করা হয় তখন ঐ আদালত বা ন্যায়াধীশ ধারা ৩৮৮-তে বিধৃত পদ্ধতিতে তাঁর সিদ্ধান্ত বা আদেশ প্রমাণিত করে যে আদালত কর্তৃক পুনরীক্ষিত অভিমত, দণ্ডাদেশ বা আদেশ নথিভুক্ত করা হয়েছিল বা প্রদান করা হয়েছিল সেই আদালতে পাঠাবেন এবং তখন যে আদালতে ঐ সিদ্ধান্ত বা আদেশ এভাবে প্রমাণিত করে পাঠানো হয়েছিল সেই আদালত এমন আদেশ দেবে, যা ঐ প্রমাণিত সিদ্ধান্তের অনুরূপ হয় এবং যদি প্রয়োজন হয় তাহলে নথিতে সেই মতো সংশোধন করে দেওয়া হবে।

অধ্যায় : ৩১
[CHAPTER : XXXI]
ফৌজদারী মকদ্দমার হস্তান্তরকরণ
(Transfer of Criminal Cases)
ধারা ৪০৬ থেকে ধারা ৪১২
[Section 406 to Section 412]

॥ ধারা : ৪০৬ ॥ উচ্চতম আদালতের (সুপ্রীম কোর্টের) মকদ্দমা এবং আপিল হস্তান্তরকরণের ক্ষমতা [Power of Supreme Court to transfer cases and appeals]—(১) যখন কোনো উচ্চতম আদালতকে প্রতীয়মান করানো হয় যে, ন্যায়পরতার লক্ষ্যে এই ধারার অধীন আদেশ করা সমীচীন, তখন, কোনো বিশেষ মামলা বা আপিল একটি উচ্চ আদালত থেকে অন্য উচ্চ আদালতে বা এক উচ্চ আদালতের অধীনস্থ সমান বা বরিষ্ঠ (উচ্চতর) ক্ষেত্রাধিকার সম্পন্ন অন্য কোনো ফৌজদারী আদালতে স্থানান্তরিত করা হোক বলে ঐ উচ্চতম আদালত নির্দেশ দিতে পারবে।

(২) উচ্চতম আদালত ভারতের মহান্যায়বাদী বা স্বার্থসম্পন্ন পক্ষের আবেদনের ভিত্তিতেই এই ধারার অধীন কার্য সম্পাদন করতে পারে এবং প্রত্যেক আবেদন প্রস্তাব দ্বারা করা যাবে যা সেইক্ষেত্র ব্যতিরেকে, যেক্ষেত্রে আবেদনকারী ভারতের মহান্যায়বাদী বা রাজ্যের মহাধিবক্তা হলফনামা বা সত্যাপন দ্বারা সমর্থিত হবে।

(৩) যেখানে এই ধারা দ্বারা প্রদত্ত ক্ষমতার প্রয়োগ করার জন্য কোনো আবেদন খারিজ করে দেওয়া হয় সেখানে, যদি উচ্চতম আদালতের এমন অভিমত হয় যে, আবেদন পত্রটি অসার বা গোলমেলে তাহলে উচ্চ আদালত আবেদনকারীকে অনধিক এক হাজার টাকার এমন পরিমাণ টাকা যা ঐ আদালত উক্ত মকদ্দমার পরিস্থিতি মোতাবেক সমীচীন বলে মনে করে, ক্ষতিপূরণ হিসেবে যে ব্যক্তি আবেদনের বিরোধিতা করেছিল তাকে দেবার জন্য আদেশ দিতে পারে।

॥ ধারা : ৪০৭ ॥ উচ্চ আদালতের (হাইকোর্টের) মকদ্দমা এবং আপিল হস্তান্তরকরণের ক্ষমতা [Power of High Court to transfer cases and appeals]—(১) যখন কোনো উচ্চ আদালতকে প্রতীয়মান করানো হয় যে,—

(ক) তার অধীনস্থ কোনো ফৌজদারী আদালতে ন্যায্য ও পক্ষপাতহীন তদন্ত বা বিচার হতে পারবে না; অথবা

(খ) অস্বাভাবিক ধরনের কোনো কঠিন (বা জটিল) আইনী প্রশ্ন ওঠার সম্ভাবনা আছে; অথবা

(গ) এই ধারার অধীনে এই সংহিতার কোনো বিধান দ্বারা কোনো আদেশের প্রয়োজন আছে বা পক্ষদের বা সাক্ষীদের ক্ষেত্রে সাধারণ সুবিধাপ্রদ হবে, ন্যায়পরতার স্বার্থে ঐ আদেশ সমীচীন;

তখন ঐ উচ্চ আদালত আদেশ দিতে পারবে যে,

(এক) কোনো অপরাধের তদন্ত বা বিচারানুষ্ঠান এমন কোনো আদালত দিয়ে করানো হোক, যে আদালত ধারা-১৭৭ থেকে ধারা-১৮৫ পর্যন্ত (যার মধ্যে উভয় ধারা বিদ্যমান) ধারার অধীনে যোগ্যতাসম্পন্ন না হলেও এমন অপরাধের তদন্ত বা বিচারানুষ্ঠান করার জন্য অন্যভাবে (ব্যাপারে) সক্ষম;

(দুই) কোনো বিশেষ মকদ্দমা বা আপিল অথবা মকদ্দমা বা আপিলসমূহের শ্রেণী তার প্রাধিকারের অধীনস্থ কোনো ফৌজদারী আদালত থেকে এমন সমান বা উচ্চ ক্ষেত্রাধিকার সম্পন্ন কোনো অন্য ফৌজদারী আদালতে হস্তান্তরিত করা হোক;

(তিন) কোনো বিশেষ মকদ্দমা দায়রা আদালতকে বিচারার্থ (অর্থাৎ উচ্চ আদালতের) সোপর্দ করা হোক; অথবা

(চার) কোনো বিশেষ মামলা অথবা আপিল স্বয়ং তার হস্তান্তরিত করা হোক, এবং তার বিচারানুষ্ঠান তার সম্মুখে করা হোক।

(২) উচ্চ আদালত নিম্ন আদালতের রিপোর্টের ভিত্তিতে বা স্বার্থসম্পন্ন পক্ষের আবেদনের ভিত্তিতে অথবা নিজের চেষ্টার কার্যবাহ করতে পারে :

প্রকাশ থাকে যে, কোনো মকদ্দমা একই দায়রা বিভাগের এক ফৌজদারী আদালত থেকে অন্য ফৌজদারী আদালতে হস্তান্তরিত করার জন্য উচ্চ আদালতের কাছে আবেদন তখনই করা যাবে যখন এমন হস্তান্তরণের জন্য দায়রা ন্যায়াধীশের কাছে ইতিমধ্যে আবেদন করা হয়েছে এবং তার দ্বারা তা নামঞ্জুর করে দেওয়া হয়েছে।

(৩) উপধারা (১)-এর অধীন আদেশের জন্য প্রত্যেক আবেদন প্রস্তাব দ্বারা করতে হবে, যা সেইক্ষেত্র ব্যতিরেকে হলফনামা বা প্রত্যাপন দ্বারা সমর্থিত হবে, যে ক্ষেত্রে আবেদনকারী রাজ্যের মহাধিবক্তা।

(৪) যখন এমন আবেদন কোনো অভিযুক্ত ব্যক্তির তরফে করা হয়, তখন উচ্চ আদালত তাকে উপধারা (৭) এর অধীনে ঐ উচ্চ আদালত কর্তৃক বিনির্ণীত কোনো ক্ষতিপূরণ দেওয়ার জন্য জামিনদার সহ বা জামিনদার ছাড়া বণ্ড নির্বাহ করার জন্য নির্দেশ দিতে পারে।

(৫) এভাবে আবেদনকারী প্রত্যেক ব্যক্তি সরকারি অভিশংসককে আবেদনের লিখিত বিজ্ঞপ্তি, যে কারণগুলোর ভিত্তিতে তা করা হয়েছে সে কারণগুলোর প্রতিলিপি সহ দেবে এবং আবেদনের গুণাগুণের (বা গুণাবত্তার) ওপর যতক্ষণ এমন বিজ্ঞপ্তি দেওয়ার এবং আবেদনের শুনানির মধ্যে ২৪ ঘণ্টা সময় পার না হয়ে যায় ততক্ষণ কোনো আদেশ দেওয়া যাবে না।

(৬) যখন কোনো অধীনস্থ আদালত থেকে কোনো মকদ্দমা বা আপিল হস্তান্তর করার জন্য কোনো আবেদন করা হয় তখন যদি উচ্চ আদালতের সন্তোষ বিধান হয়ে যায় যে, এমনটা করা ন্যায়পরতার স্বার্থে আবশ্যক, তখন ঐ উচ্চ আদালত যতক্ষণ ঐ আবেদনের বিলিবন্দেজ না করা হয় ততক্ষণ পর্যন্ত অধীনস্থ আদালতের কার্যবাহ, উচ্চ আদালত যেমন শর্তাবলী আরোপ করা সঙ্গত মনে করে তেমন শর্তাবলী সাপেক্ষে স্থগিত রাখার আদেশ দিতে পারে :

প্রকাশ থাকে যে, এমন স্থগিতাদেশ ধারা-৩০৯-এর অধীন পুনঃপ্রেরণ অধীনস্থ (বা নিম্ন) আদালতসমূহের ক্ষমতাকে প্রভাবিত করবে না।

(৭) যেখানে উপধারা (১)-এর অধীন আদেশ দেওয়ার জন্য আবেদন খারিজ করে দেওয়া হয় সেখানে, যদি উচ্চ আদালতের অভিমত হয় যে, আবেদনটি অসার বা গোলমেলে ছিল, তাহলে ঐ উচ্চ আদালত অনধিক এক হাজার টাকার মধ্যে এমন পরিমাণ (বা অঙ্কের) টাকা যা ঐ আদালত ঐ মকদ্দমার পরিস্থিতি মোতাবেক সঙ্গত মনে করবে, ক্ষতিপূরণ হিসেবে যে ব্যক্তি আবেদনের বিরোধিতা করেছিল সেই ব্যক্তিকে দেবার জন্য ঐ আবেদনকারীকে আদেশ দিতে পারে।

(৮) যখন উচ্চ আদালত কোনো আদালত থেকে কোনো মকদ্দমা ঐ উচ্চ আদালতের সমক্ষে বিচার করার জন্য উপধারা (১)-এর অধীনে হস্তান্তরণ হেতু আদেশ দেয় তখন ঐ উচ্চ আদালত ঐ বিচারানুষ্ঠানে সেই রকম পদ্ধতি পালন করবে, যেমন পদ্ধতি ঐ মকদ্দমাটি এভাবে হস্তান্তরণ না করার ক্ষেত্রে ঐ আদালত পালন করত।

(৯) এই ধারার কোনো কিছু ধারা-১৯৭-এর অধীন সরকারের কোনো আদেশকে প্রভাবিত করে বলে মনে করা হবে না।

॥ ধারা ঃ ৪০৮ ॥ দায়রা আদালতের মকদ্দমা এবং আপিল হস্তান্তরকরণের ক্ষমতা [Power of Sessions Judge to transfer cases and appeals]—(১) যখন কোনো দায়রা ন্যায়াধীশকে প্রতীয়মান করানো হয় যে, ন্যায়পরতার স্বার্থে (বা উদ্দেশ্যে) এই উপধারার অধীন আদেশ দেওয়া সমীচীন, তখন তিনি আদেশ দিতে পারেন যে, কোনো বিশেষ মকদ্দমা তাঁর দায়রা বিভাগে এক ফৌজদারী আদালত থেকে অন্য এক ফৌজদারী আদালতে হস্তান্তরিত করা হোক।

(২) দায়রা ন্যায়াধীশ নিম্ন আদালতের রিপোর্টের প্রেক্ষিতে অথবা স্বার্থসম্পন্ন পক্ষের আবেদন ক্রমে বা স্বীয় উদ্যোগে কার্য সম্পাদন করতে পারেন।

(৩) ধারা-৪০৭-এর উপধারা (৩), (৪), (৫), (৬), (৭) এবং (৯)-এর বিধানসমূহ এই ধারার উপধারা (১)-এর অধীনে আদেশের জন্য দায়রা ন্যায়াধীশের কাছে আবেদনের বিষয়ে তেমন ভাবেই প্রযোজ্য হবে যেমন ভাবে সেগুলো ধারা-৪০৭-এর উপধারা (১)-এর অধীন আদেশের জন্য উচ্চ আদালতের কাছে আবেদনের বিষয়ে প্রযোজ্য হয় শুধু সেইক্ষেত্র ব্যতিরেকে, যেক্ষেত্রে ঐ ধারার উপধারা (৭) এমন ভাবে প্রযোজ্য হবে যেন, তাতে বিদ্যমান **এক হাজার টাকা** শব্দগুলোর জায়গায় **দু'হাজার পঞ্চাশ টাকা** বসিয়ে দেওয়া হয়েছে (বা প্রতিস্থাপিত হয়েছে)।

॥ ধারা ঃ ৪০৯ ॥ দায়রা ন্যায়াধীশ কর্তৃক মকদ্দমা ও আপিল প্রত্যাহার [Withdrawal of cases and appeals by Sessions Judges]—(১) দায়রা ন্যায়াধীশ তাঁর অধীনস্থ কোনো সহকারি দায়রা ন্যায়াধীশ বা মুখ্য ন্যায়িক ম্যাজিস্ট্রেটের কাছ থেকে কোনো মামলা বা আপিল তুলে নিতে পারেন অথবা কোনো মামলা বা আপিল যা তিনি তাঁকে দিয়েছিলেন, ফেরত চেয়ে পাঠাতে পারেন।

(২) অতিরিক্ত দায়রা ন্যায়াধীশের সমক্ষে মকদ্দমার বিচার বা আপিলের শুনানি শুরু হওয়ার আগে যে কোনো সময় দায়রা ন্যায়াধীশ কোনো মকদ্দমা বা আপিল, যা তিনি অতিরিক্ত দায়রা ন্যায়াধীশের হাতে দিয়েছিলেন, ফেরত চেয়ে পাঠাতে পারেন।

(৩) যেখানে দায়রা ন্যায়াধীশ কোনো মকদ্দমা বা আপিল উপধারা (১) বা

উপধারা (২)-এর অধীন ফেরত চেয়ে পাঠান বা ফেরত নেন সেখানে তিনি, যেখানে যে প্রকার, হয় ঐ মকদ্দমাটির বিচার তাঁর নিজের আদালতে বিচার করতে পারেন, অথবা ঐ আপিলটি নিজেই শুনতে পারেন অথবা তার বিচার বা শুনানির জন্য এই সংহিতার বিধান অনুসারে অন্য আদালতের হাতে তুলে দিতে পারেন (বা দিয়ে দিতে পারেন)।

॥ ধারা ঃ ৪১০ ॥ ন্যায়িক ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক মকদ্দমা প্রত্যাহার [Withdrawal of cases by Judicial Magistrates]—(১) কোনো মুখ্য ন্যায়িক ম্যাজিস্ট্রেট তাঁর অধীনস্থ কোনো ম্যাজিস্ট্রেটের কাছ থেকে কোনো মকদ্দমা ফিরিয়ে নিতে পারেন, অথবা কোনো মকদ্দমা, যা তিনি এমন ম্যাজিস্ট্রেটের হাতে দিয়েছেন, ফেরত চেয়ে পাঠাতে পারেন এবং মকদ্দমাটির তদন্ত বা বিচার তিনি নিজেই করতে পারেন তার পর তদন্ত বা বিচারের জন্য অন্য কোনো এমন ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে পাঠাতে পারেন যিনি তার তদন্ত বা বিচার করার জন্য ক্ষমতা (বা যোগ্যতা) সম্পন্ন।

(২) কোনো ন্যায়িক ম্যাজিস্ট্রেট কোনো মকদ্দমা, যা তিনি ধারা-১৯২-এর উপধারা (২)-এর অধীন কোনো অন্য ম্যাজিস্ট্রেটের হাতে দিয়েছেন, ফেরত চেয়ে পাঠাতে পারেন এবং এমন মকদ্দমার তদন্ত বা বিচার নিজেই করতে পারেন।

॥ ধারা ঃ ৪১১ ॥ নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক মকদ্দমা তাঁর অধীনস্থ ম্যাজিস্ট্রেটের হাতে তুলে দেওয়া বা প্রত্যাহার করে নেওয়া [Making over or withdrawal of cases by Executive Magistrates]—কোনো জেলা ম্যাজিস্ট্রেট বা মহকুমা ম্যাজিস্ট্রেট—

(ক) এমন কোনো কার্যবাহ, যা তাঁর সম্মুখে শুরু হয়ে গেছে, বিলিবন্দেজের জন্য তাঁর অধীনস্থ কোনো ম্যাজিস্ট্রেটের হাতে তুলে দিতে পারেন;

(খ) নিজের অধীনস্থ কোনো ম্যাজিস্ট্রেটের কাছ থেকে কোনো মকদ্দমা ফেরত নিতে পারেন বা কোনো মকদ্দমা যা তিনি এমন ম্যাজিস্ট্রেটের হাতে দিয়েছেন, ফেরত চেয়ে পাঠাতে পারেন এবং এমন কার্যবাহর নিজেই নিষ্পত্তি (বা বিলিবন্দেজ) করতে পারেন অথবা বিলিবন্দেজের (বা নিষ্পত্তির) জন্য অন্য কোনো ম্যাজিস্ট্রেটকে পাঠাতে পারেন।

॥ ধারা ঃ ৪১২ ॥ কারণসমূহ নথিভুক্ত করা [Reasons to be recorded]—ধারা-৪০৮, ধারা-৪০৯, ধারা-৪১০ বা ধারা-৪১১-র অধীন আদেশকারী দায়রা ন্যায়াধীশ বা ম্যাজিস্ট্রেট এমন আদেশ করার তাঁর কারণগুলো নথিতে লিপিবদ্ধ করে রাখবেন।

অধ্যায় ঃ ৩২
[CHAPTER ঃ XXXII]
দণ্ডাদেশ, নির্বাহ, নিলম্বন, পরিহার ও লঘুকরণ
(Execution, Suspension, Remmission and Commutation of Sentences)

ধারা ৪১৩ থেকে ধারা ৪৩৫
[Section 413 to Section 435]

ক. মৃত্যুদণ্ডাদেশ
(A. Death Sentence)

॥ ধারা ঃ ৪১৩ ॥ ধারা-৩৬৮-র অধীন প্রদত্ত আদেশের নির্বাহ [Execution of order passed under section 368]—যখন মৃত্যুদণ্ডাদেশের দৃঢ়ীকরণের জন্য উচ্চ আদালতের সামনে উপস্থিত কোনো মকদ্দমাতে দায়রা আদালত ঐ ব্যাপারে উচ্চ আদালতের দৃঢ়ীকরণের আদেশ বা অন্য কোনো আদেশ পায় তখন ঐ আদালত পরওয়ানা জারি করে অথবা প্রয়োজন মতো অন্য কোনো পদক্ষেপ নিয়ে ঐ আদেশ কার্যকর করাবে।

॥ ধারা ঃ ৪১৪ ॥ উচ্চ আদালত কর্তৃক প্রদত্ত মৃত্যুদণ্ডাদেশের নির্বাহ [Execution of sentence of death passed by High Court]—এমন আপিলে বা পুনরীক্ষণে উচ্চ আদালত দ্বারা মৃত্যুদণ্ডাদেশ দেওয়া হয় তখন দায়রা আদালত উচ্চ আদালতের আদেশ পেলে পরওয়ানা না জারি করে ঐ দণ্ডাদেশ কার্যকরী করতে পারে।

॥ ধারা ঃ ৪১৫ ॥ উচ্চতম আদালতের কাছে আপিলের ক্ষেত্রে মৃত্যু দণ্ডাদেশের নির্বাহ মুলতবি করা [Postponement of execution of sentence of death in case of appeal to Supreme Court]—(১) যেখানে কোনো ব্যক্তিকে উচ্চ আদালত দ্বারা মৃত্যুদণ্ডের আদেশ দেওয়া হয়েছে এবং তার রায়-এর বিরুদ্ধে সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১৩৪-এর প্রকরণ (১)-এর অধীন বা প্রকরণ (খ)-এর অধীন উচ্চতম আদালতে (সুপ্রীম কোর্টে) আপিল করা হয়েছে সেখানে উচ্চ আদালত দণ্ডাদেশের নির্বাহ যতক্ষণ এমন আপিল করার জন্য অনুমিত সময়সীমা অথবা যদি এই সময়সীমার মধ্যে কোনো আপিল করা হয়ে থাকে তাহলে যতক্ষণ ঐ আপিলের নিষ্পত্তি (বা ব্যবস্থাদি সম্পন্ন) না হচ্ছে ততক্ষণ মুলতবি রাখার জন্য আদেশ দেবেন।

(২) যেখানে উচ্চ আদালত দ্বারা মৃত্যুদণ্ডাদেশ দেওয়া হয়েছে অথবা তা দৃঢ়ীকৃত (বা সুনিশ্চিত) করা হয়েছে এবং দণ্ডপ্রাপ্ত (বা দণ্ডাদিষ্ট) ব্যক্তি সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১৩২-এর অধীন বা অনুচ্ছেদ ১৩৪-এর প্রকরণ (১)-এর উপপ্রকরণ (গ)-এর অধীন প্রমাণপত্র দেওয়ার জন্য উচ্চ আদালতের কাছে আবেদন করে সেখানে উচ্চ আদালত দণ্ডাদেশের নির্বাহ ততক্ষণের জন্য মুলতবি রাখার আদেশ দেবে যতক্ষণ ঐ আবেদনের বিলিবন্দেজ উচ্চ আদালত কর্তৃক সম্পন্ন না হচ্ছে অথবা

যদি এমন আবেদনের ওপর কোনো প্রমাণপত্র দিয়ে দেওয়া হয়ে থাকে তাহলে যতক্ষণ ঐ প্রমাণপত্রের ভিত্তিতে উচ্চতম আদালতে আপিল করার জন্য অনুমিত সময়সীমা অতিক্রান্ত না হয়ে যাচ্ছে।

(৩) যেখানে উচ্চ আদালত দ্বারা মৃত্যুদণ্ডাদেশ দেওয়া হয়েছে বা তা দৃঢ়ীকৃত করা হয়েছে এবং উচ্চ আদালতের এই মর্মে সন্তোষ বিধান হয়ে গেছে যে, দণ্ডাদিষ্ট ব্যক্তি সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১৩৬-এর অধীন আপিলের জন্য বিশেষ অনুমতি হেতু উচ্চতম আদালতে আর্জি পেশ করতে চাইছে সেখানে উচ্চ আদালত দণ্ডাদেশের নির্বাহ, আর্জি পেশ করার জন্য যতটা সময় যথেষ্ট হয়, ততটা সময়ের জন্য, মুলতবি রাখার আদেশ দেবে।

॥ ধারা : ৪১৬ ॥ গর্ভবতী মহিলার ক্ষেত্রে মৃত্যুদণ্ডাদেশ মুলতবি করা [Postponement of capital sentence on pregnant woman]—যে মহিলাকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়েছে, সে যদি গর্ভবতী হয় তাহলে উচ্চ আদালত ঐ দণ্ডাদেশের নির্বাহ মুলতবি রাখার জন্য আদেশ দিতে পারে এবং যদি ঐ আদালত সঙ্গত মনে করে তাহলে ঐ দণ্ডাদেশ লঘুকরণ (বা হ্রাস) করে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের আদেশ দিতে পারে।

খ. কারাবাস
(B. Imprisonment)

॥ ধারা : ৪১৭ ॥ কারাবাসের স্থান স্থির করার ক্ষমতা [Power to appoint place of imprisonment]—(১) সমকালে প্রযোজ্য কোনো আইন দ্বারা যেমন বিধৃত আছে তা ব্যতিরেকে রাজ্য সরকার কোনো ব্যক্তিকে যাকে এই সংহিতার অধীন কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা যায় অথবা প্রহরায় সোপর্দ করা যায়, তাকে কোন জায়গায় আটক রাখা যাবে সে ব্যাপারে নির্দেশ দিতে পারে।

(২) যদি কোনো ব্যক্তি যাকে এই সংহিতার অধীন কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা যেতে পারে অথবা প্রহরায় সোপর্দ করা যেতে পারে, দেওয়ানী হাজতে আটক থাকে তাহলে কারাদণ্ড বা সোপর্দকরণের আদেশ প্রদানকারী আদালত অথবা ম্যাজিস্ট্রেট ঐ ব্যক্তিকে ফৌজদারী হাজতে (বা ক্রিমিনাল জেলে) পাঠাবার নির্দেশ দিতে পারে।

(৩) যখন উপধারা (২)-এর অধীন কোনো ব্যক্তিকে ফৌজদারী হাজতে (বা ক্রিমিনাল জেলে) পাঠানো হয়, তখন সেখান থেকে তাকে মুক্ত করে দেওয়ার পর সেইক্ষেত্র ব্যতিরেকে তাকে দেওয়ানী হাজতে (বা সিভিল জেলে) ফেরত পাঠানো হবে যখন হয়—

(ক) ফৌজদারী হাজতে (বা ক্রিমিনাল জেলে) তাকে পাঠানোর পর তিন বছর সময় অতিক্রান্ত হয়ে গেছে, যেক্ষেত্রে তাকে যেখানে যে প্রকার, দেওয়ানী প্রক্রিয়া সংহিতা, ১৯০৮ (১৯০৮-এর ৫)-এর ধারা-৫৮ অথবা প্রাদেশিক দেউলিয়া অধিনিয়ম, ১৯২০ (১৯২০-র ৫)-এর ধারা-২৩-এর অধীন দেওয়ানী হাজত (বা সিভিল জেল) থেকে মুক্ত করে দেওয়া হয়েছে বলে মনে করা হবে; অথবা

(খ) দেওয়ানী হাজতে (সিভিল জেলে) তাকে কারাদণ্ডের আদেশ প্রদানকারী

আদালত কর্তৃক ফৌজদারী হাজতের (ক্রিমিনাল জেলে) ভারপ্রাপ্ত আধিকারিককে এই মর্মে প্রমাণিত করে পাঠানো হয়েছে যে, সে যেখানে যে প্রকার, দেওয়ানী প্রক্রিয়া সংহিতা, ১৯০৮ (১৯০৮-এর)-এব ধারা-৫৮ বা প্রাদেশিক দেউলিয়া অধিনিয়ম, ১৯২০ (১৯২০-র ৫)-এর ধারা-২৩-এর অধীন মুক্তি পাওয়ার যোগ্য।

॥ ধারা ঃ ৪১৮ ॥ কারাবাসের দণ্ডাদেশ নির্বাহ [Execution of sentence of imprisonment]—(১) যেখানে, যেক্ষেত্রগুলোর জন্য ধারা-৪১৩ দ্বারা বিধান দেওয়া হয়েছে, সেইক্ষেত্রগুলো ব্যতিরেকে অন্য ক্ষেত্রগুলোতে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে যাবজ্জীবন কাবাদণ্ডের বা কোনো নির্দিষ্ট মেয়াদের কারাবাসের জন্য দণ্ডাদেশ দেওয়া হয়েছে, সেখানে দণ্ডাদেশ প্রদানকারী আদালত ঐ জেলে বা অন্য স্থানে, সেখানে সে আটক আছে অথবা আটক রাখা হবে, অবিলম্বে পরওয়ানা পাঠানো হবে এবং ইতিমধ্যেই যদি ঐ জেলে বা অন্য স্থানে সে আটক না থেকে থাকে তাহলে পরওয়ানাব সঙ্গে তাকে সেই জেলেই বা সেই স্থানেই পাঠাবে ঃ

প্রকাশ থাকে যে, যেখানে অভিযুক্তকে ঐ দিনের আদালতের কার্য সম্পন্ন না হওয়া পর্যন্ত কারাদণ্ডেব আদেশ দেওয়া হয়েছে সেখানে পরওয়ানা (বা ওয়ারেন্ট) তৈরি করা বা পরওয়ানা জেলে পাঠানোর প্রয়োজন হবে না এবং অভিযুক্ত ব্যক্তিকে এমন জায়গায় যে জায়গা আদালত নির্দিষ্ট করবে, আটক রাখা যেতে পারে।

(২) যেখানে অভিযুক্ত ব্যক্তি আদালতে, উপধারা (১) অনুসারে যে সময়ে তাকে কারাবাসের দণ্ডাদেশ দেওয়া হয়েছে সেই সময়ে উপস্থিত থেকে না থাকে সেখানে আদালত তাকে জেলে বা এমন স্থানে, যেখানে তাকে আটক রাখা হবে, পাঠাবার প্রয়োজন হেতু তার গ্রেপ্তারির জন্য পরওয়ানা জারি করবে এবং এধরনের ক্ষেত্রে দণ্ডাদেশ শুরু হবে তাকে গ্রেপ্তার করার তারিখ থেকে।

॥ ধারা ঃ ৪১৯ ॥ নির্বাহের জন্য পরওয়ানার নির্দেশ [Direction of warrant for execution]—কারাদণ্ডের আদেশ নির্বাহ করার জন্য প্রত্যেক পরওযানা ঐ জেলের বা স্থানের ভারপ্রাপ্ত আধিকারিককে উল্লিখিত হবে, যেখানে বন্দি আটক আছে বা তাকে আটক রাখা হবে।

॥ ধারা ঃ ৪২০ ॥ পরওয়ানা কাকে অর্পণ করা হবে [Warrant with whom to be lodged]—বন্দিকে যখন জেলে আটক রাখা হবে তখন পরওয়ানা কারাধ্যক্ষকে (জেলারকে) অর্পণ করা হবে (অর্থাৎ ঐ পরওয়ানা জেলারের কাছে দাখিল করতে হবে)।

গ. জরিমানা (অর্থ দণ্ড) আদায়করণ
(C. Levy of fine)

॥ ধারা ঃ ৪২১ ॥ জরিমানা আদায়ের জন্য পরওয়ানা [Warrant for levy of fine]—(১) যখন কোনো অভিযুক্ত ব্যক্তিকে জরিমা‍ (বা অর্থদণ্ডের) আদেশ দেওয়া হয়েছে, তখন দণ্ডাদেশ প্রদানকারী আদালত নিম্নলিখিত প্রকারগুলোর মধ্যে কোনো একটি প্রকারে বা উভয় প্রকারে জরিমানা আদায় করার জন্য কার্যবাহ চালাতে পারে, অর্থাৎ ঐ আদালত—

(ক) অপরাধীকে তার নিজস্ব কোনো অস্থাবর সম্পত্তি ক্রোক বা বিক্রয় দ্বারা টাকা আদায় করার জন্য পরওয়ানা জারি করতে পারে;

(খ) অন্যথাকারীর (অর্থাৎ খেলাপকারীর বা ব্যতিক্রমকারীর) অস্থাবর বা স্থাবর সম্পত্তি বা উভয়ের মধ্যে ভূমি-রাজস্বের বকেয়া হিসেবে টাকা আদায় করার (বা ধার্যকরণের) জন্য জেলার কালেক্টরকে প্রাধিকৃত করে তাকে পরওয়ানা জারি করতে পারে :

প্রকাশ থাকে যে, যদি দণ্ডাদেশে নির্দেশ দেওয়া থাকে যে, জরিমানা দিতে অন্যথা করা হলে (বা ব্যতিক্রম করলে) অপরাধীকে কারাবাসে দণ্ডিত করা হবে এবং যদি অপরাধী ব্যতিক্রম করার কারণে পুরো মেয়াদ কারাদণ্ড ভোগ করে নিয়ে থাকে তাহলে কোনো আদালত এমন পরওয়ানা ততক্ষণ জারি করবে না যতক্ষণ ঐ আদালত নথিভুক্ত করে রাখা হবে এমন বিশেষ কারণে এমন করা প্রয়োজনীয় বলে মনে না করে, অথবা যতক্ষণ ঐ আদালত জরিমানা থেকে খরচ-খরচা বা ক্ষতিপূরণ আদায় করার জন্য ধারা-৩৫৭-এর অধীন আদেশ না দিয়ে থাকে।

(২) রাজ্য সরকার সেই প্রণালী নিয়ন্ত্রিত করার জন্য, যে প্রণালীতে উপধারা (১) -এর প্রকরণ (ক)-এর অধীনে পরওয়ানা নির্বাহ করতে হবে এবং এমন পরওয়ানার নির্বাহে ক্রোককৃত কোনো সম্পত্তির সম্পর্কে অপরাধী ছাড়া কোনো ব্যক্তি দ্বারা উত্থিত যে কোনো দাবির সংক্ষেপে নির্ধারণের জন্য নিয়ম প্রণয়ন করতে পারে।

(৩) যেখানে আদালত কালেক্টরকে উপধারা (১)-এর প্রকরণ (খ)-এর অধীন পরওয়ানা জারি করে, সেখানে কালেক্টর ঐ টাকা ভূমি-রাজস্বের বকেয়া আদায়ের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট আইনানুসার আদায় করবেন যেন এমন পরওয়ানা এমন আইনের অধীন জারি করা প্রমাণপত্র :

প্রকাশ থাকে যে, এমন কোনো পরওয়ানা অপরাধীকে গ্রেপ্তার করে বা কারাবাসে আটক রেখে নির্বাহ করা যাবে না।

॥ ধারা : ৪২২ ॥ এ ধরনের পরওয়ানার প্রভাব [Effect of such warrant]—কোনো আদালত দ্বারা ধারা-৪২১-এর উপধারা (১)-এর প্রকরণ (ক)-এর অধীন জারি করা কোনো পরওয়ানা (বা ওয়ারেন্ট) ঐ আদালতে স্থানীয় অধিক্ষেত্রের মধ্যে নির্বাহ করা যেতে পারে এবং ঐ আদালত এমন অধিক্ষেত্রের বাইরের কোনো এমন সম্পত্তি ক্রোক এবং বিক্রয় সেইক্ষেত্রে প্রাধিকৃত করবে যখন ঐ আদালত ঐ জেলা ম্যাজিস্ট্রেট দ্বারা যার স্থানীয় অধিক্ষেত্রের মধ্যে এমন সম্পত্তি পাওয়া যায়, পৃষ্ঠাঙ্কিত করা হয়।

॥ ধারা : ৪২৩ ॥ জরিমানা আদায়ের জন্য এই সংহিতার প্রযোজ্যতা নাই এমন অঞ্চলের আদালত কর্তৃক জারি করা পরওয়ানা [Warrant for levy of fine issued by a Court in any territory to which this Code does not extend]—এই সংহিতায় বা সমকালে প্রযোজ্য কোনো অন্য আইনে যা কিছুই বিধান দেওয়া থাকুন না কেন, যখন কোনো অপরাধীকে এমন কোনো রাজ্যক্ষেত্রে (বা অঞ্চলের), যেখানে এই সংহিতার প্রযোজ্যতা নেই কোনো ফৌজদারী আদালত কর্তৃক জরিমানা দেওয়ার দণ্ডাদেশ দেওয়া হয়েছে এবং দণ্ডাদেশ প্রদানকারী আদালত এমন

টাকা, অনাদায়ী ভূমি-রাজস্ব হিসেবে আদায় করার জন্য ঐ রাজ্যক্ষেত্রের, যেখানে এই সংহিতা প্রযোজ্য, কোনো জেলার কালেক্টরকে প্রাধিকৃত করে ওয়ারেন্ট জারি করে তখন এমন ওয়ারেন্টকে সেই সব রাজ্যক্ষেত্রে (বা অঞ্চলে) যেখানে এই সংহিতা প্রযোজ্য, কোনো আদালত কর্তৃক ধারা-৪২১-এর উপধারা (১)-এর প্রকরণ (খ)-এর অধীনে জারি করা ওয়ারেন্ট বলে (বা পরওয়ানা) মনে করা হবে এবং তদানুসার এমন ওয়ারেন্টের নির্বাহের ব্যাপারে উক্ত ধারার উপধারা (৩)-এর বিধান প্রযোজ্য হবে।

॥ ধারা : ৪২৪ ॥ কারাবাসের দণ্ডাদেশের নির্বাহ নিলম্বন (সাময়িকভাবে মুলতবি করা) [Suspension of execution of sentence of imprisonment]—(১) কোনো অপরাধীকে যখন কেবল অর্থদণ্ডের এবং অর্থদণ্ড দিতে না পারার ক্ষেত্রে কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়েছে এবং অবিলম্বে অর্থদণ্ডের টাকা দেওয়া না হয় তখন আদালত—

(ক) আদেশ দিতে পারে যে ঐ অর্থদণ্ড এমন তারিখে বা তার আগে, যা আদেশের তারিখ থেকে ত্রিশ দিনের বেশি পরের হবে না, প্রদেয় হবে অথবা দুই বা তিন কিস্তিতে প্রদেয় হবে যার মধ্যে প্রথম কিস্তি এমন তারিখে বা তার আগে প্রদেয় হবে যা আদেশের তারিখ থেকে ত্রিশ দিনের বেশি পরের হবে না এবং অন্য কিস্তি বা অন্যান্য কিস্তিগুলো, যেখানে যে প্রকার ত্রিশ দিনের মধ্যে প্রদেয় হবে (অর্থাৎ সেই কিস্তি বা কিস্তিগুলো এমন সময়ের মধ্যে দিতে হবে যা বা যেগুলো ত্রিশ দিনের বেশি হবে না);

(খ) কারাবাসের দণ্ডাদেশের নির্বাহ নিলম্বিত করতে পারে এবং অপরাধী দ্বারা জামিনদার সহ বা জামিনদার ছাড়া, আদালত যেমন সঙ্গত মনে করবে—এমন শর্তাবলীর বণ্ড নির্বাহ করার পর যে, যেখানে যেমন অর্থদণ্ড (জরিমানা) বা তার কিস্তি দেওয়ার তারিখে বা তারিখগুলো সে আদালতের সম্মুখে হাজির হবে। অপরাধীকে মুক্ত করতে পারে এবং যদি যেখানে যে প্রকার অর্থদণ্ডের বা কোনো কিস্তির টাকা সেই চূড়ান্ত (বা অন্তিম বা সর্বশেষ) তারিখে বা তার আগে, যাকে তা আদেশের অধীন প্রদেয় হয়, পাওয়া না যায় তাহলে আদালত কারাদণ্ডের দণ্ডাদেশ অবিলম্বে কার্যকরী (বা নির্বাহ) করার জন্য নির্দেশ দিতে পারবে।

(২) উপধারা (১)-এর বিধান এমন কোনো ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হবে যাতে এমন অর্থের আদায় হেতু আদেশ দেওয়া হয়েছে, যা আদায় না হলে কারাবাস বিনির্ণীত করা যেতে পারে এবং অর্থ অবিলম্বে দেওয়া না হয় এবং যদি ঐ ব্যক্তি যার বিরুদ্ধে আদেশ দেওয়া হয়েছে, সেই উপধারার নির্দিষ্ট বণ্ড লিখে দেওয়ার অভিপ্রায় করার পব তা করতে অসমর্থ হয় তাহলে আদালত কারাদণ্ডের দণ্ডাদেশ অবিলম্বে কার্যকরী করতে পারে।

ঘ. নির্বাহের ব্যাপারে সাধারণ বিধান
(D. General Provision Regarding Execution)

॥ ধারা : ৪২৫ ॥ পরওয়ানা (ওয়ারেন্ট) কে জারি করতে পারবে [Who may issue warrant]—কোনো দণ্ডাদেশেব নির্বাহ হেতু প্রত্যেক ওয়ারেন্ট হয় ঐ

ন্যায়াধীশ বা ম্যাজিস্ট্রেট দ্বারা, যিনি দণ্ডাদেশ প্রদান করেছেন অথবা তাঁর স্থলাভিষিক্ত ন্যায়াধীশ বা ম্যাজিস্ট্রেট দ্বারা জারি করা যেতে পারে।

॥ ধারা : ৪২৬ ॥ পলাতক দোষী সাব্যস্ত ব্যক্তির ওপর দণ্ডাদেশ কখন কার্যকরী হবে [Sentence on escaped convict when to take effect]—(১) যখন পলাতক দোষী সাব্যস্ত ব্যক্তিকে এই সংহিতার অধীন মৃত্যুদণ্ড, যাবজ্জীবন কারাদণ্ড বা অর্থদণ্ডের দণ্ডাদেশ দেওয়া হয় তখন এমন দণ্ডাদেশ এতে ইতিপূর্বে বিধৃত বিধানসমূহের অধীনে অবিলম্বে কার্যকর হবে।

(২) যখন পলাতক দোষী সাব্যস্ত ব্যক্তিকে এই সংহিতার অধীন কোনো একটি মেয়াদের জন্য কারাদণ্ডের আদেশ দেওয়া হয়, তখন—

(ক) এমন দণ্ডাদেশ ঐ দণ্ডাদেশের চেয়ে কঠোরতম ধরনের হয়, যা ঐ দোষী সাব্যস্ত ব্যক্তি, যখন পালিয়ে ছিল তখন ভোগ করছিল, তাহলে নতুন নতুন দণ্ডাদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

(খ) যদি এইরূপ দণ্ডাদেশ, দোষী সাব্যস্ত ব্যক্তি পালানোর সময় যে দণ্ড ভোগ করছিল তদপেক্ষা কঠোর প্রকৃতি না হয় (তা হলে) তার দ্বারা ঐ অতিরিক্ত মেয়াদের জন্য কারাদণ্ড ভোগ করার পর কার্যকর হবে, যা তার পালানোর সময় তার পূর্ববর্তী দণ্ডাদেশের বাকি মেয়াদের (বা মেয়াদের বাকি অংশের) সমান।

(৩) উপধারা (১)-এর প্রয়োজনহেতু সশ্রম কারাবাসের দণ্ডাদেশ বিনাশ্রম কারাবাসে দণ্ডাদেশের চেয়ে কঠোরতম ধরনের বলে ধরা হবে (বা মনে করা হবে)।

॥ ধারা : ৪২৭ ॥ এমন অপরাধীকে দণ্ডাদেশ যে অন্য অপরাধের জন্য ইতিমধ্যেই দণ্ডাদেশ পেয়েছে [Sentence on offender already sentenced for another offence]—(১) যখন কারাবাসের দণ্ডাদেশ আগেই ভোগ করা ব্যক্তিকে পরবর্তী দোষী সাব্যস্তকরণের ক্ষেত্রে কারাবাস বা যাবজ্জীবন কারাবাসের দণ্ডাদেশ দেওয়া হয়, তখন যতক্ষণ আদালত এমন নির্দেশ না দিচ্ছে যে, পরবর্তী দণ্ডাদেশ ঐ পূর্ব দণ্ডাদেশের সঙ্গে সঙ্গেই ভোগ করতে হবে, এমন কারাবাস বা যাবজ্জীবন কারাবাস ঐ কারাবাসের মেয়াদান্তের পর, যার জন্য সে ইতিপূর্বে দণ্ডাদিষ্ট হয়েছিল, শুরু হবে :

প্রকাশ থাকে যে, যেখানে ঐ ব্যক্তিকে, যাকে প্রতিভূতি দিতে অসফল হওয়ার জন্য ধারা-১২২-এর অধীন আদেশ দ্বারা কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়েছে, এমন দণ্ডাদেশ ভোগ করা কালে ঐ আদেশ দেওয়ার আগে সম্পাদিত কোনো অপরাধের জন্য কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়, সেখানে পরবর্তী দণ্ডাদেশ অবিলম্বে শুরু হয়ে যাবে।

(২) যখন কোনো ব্যক্তিকে, যে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের দণ্ড আগের থেকেই ভোগ করছে, পরবর্তী দোষী সাব্যস্ত হওয়ার কারণে কোনো মেয়াদের জন্য কারাদণ্ড বা যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের দণ্ড দেওয়া হয় তাহলে পরবর্তী দণ্ডাদেশ পূর্ব দণ্ডাদেশের সঙ্গে সঙ্গে চলতে থাকবে (অর্থাৎ দুটি দণ্ডাদেশ একই সঙ্গে চলবে)।

॥ ধারা : ৪২৮ ॥ অভিযুক্ত ব্যক্তি যে সময় কাল পর্যন্ত আটক থেকেছে তা কারাদণ্ডকাল থেকে বাদ যাবে [Period of detention undergone by the

accused to be set off against the sentence of imprisonment]—যেখানে কোনো ব্যক্তিকে দোষী সাব্যস্ত হওয়ার পর কোনো মেয়াদের জন্য কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়েছে, যা অর্থদণ্ড দিতে অসমর্থ হওয়ার পরিণাম জনিত কারাদণ্ড নয়, সেখানে একই মকদ্দমার অনুসন্ধান, তদন্ত বা বিচার চলা কালে ঐ দোষী সাব্যস্তকরণের তারিখের আগে তার ভোগ করা, যদি করে থাকে, আটক থাকা সময়কাল, এমন দোষী সাব্যস্ত হওয়ার পর যে মেয়াদের জন্য কারাদণ্ড দেওয়া হয় তা থেকে বাদ যাবে, এবং এভাবে দোষী সাব্যস্ত হওয়ার পর ঐ ব্যক্তি ঐ কারাদণ্ড ভোগের দায়, তাকে যে কারাদণ্ডের আদেশ দেওয়া হয়েছে, সেই দণ্ডের মেয়াদের বাকি অংশ, যদি কিছু থেকে যায়, সেই বাকি অংশের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবে।

॥ ধারা ঃ ৪২৯ ॥ ব্যাবৃত্তি (সঞ্চয়) [Savings]—(১) ধারা-৪২৬ বা ধারা-৪২৭-এর কোনো কিছু কোনো ব্যক্তিকে সেই দণ্ডের কোনো অংশ থেকে ক্ষমা (বা মার্জনাযোগ্য) বলে মনে করা যাবে না, যে দণ্ড ঐ ব্যক্তি তার পূর্ব বা পরবর্তী দোষী সাব্যস্ত হওয়ার জন্য ভোগ করেছে।

(২) যখন অর্থদণ্ড (বা জরিমানা) দিতে ব্যতিক্রম করার জন্য কারাদণ্ড মূল কারাদণ্ডের আদেশের সঙ্গে যুক্ত হয় এবং দণ্ডাদেশ ভোগকারী ব্যক্তিকে তার নির্বাহের পর কারাবাসের অতিরিক্ত মূল দণ্ডাদেশ ভোগ করতে হয়, তখন অর্থদণ্ড দিতে ব্যতিক্রম হলে কারাবাসের দণ্ডাদেশ ততক্ষণ কার্যকর যাবে না, যতক্ষণ ঐ ব্যক্তি অতিরিক্ত দণ্ডাদেশ বা দণ্ডাদেশগুলো ইতিমধ্যে না ভোগ করে থাকে।

॥ ধারা ঃ ৪৩০ ॥ দণ্ডাদেশ নির্বাহ হলে পরে পরওয়ানার প্রত্যার্পণ [Return of warrant on execution of sentence]—যখন দণ্ডাদেশ সম্পূর্ণভাবে নির্বাহ করা হয়ে গেছে, তখন তার নির্বাহকারী আধিকারিক পরওয়ানা, ঐ পরওয়ানার নিজের স্বাক্ষর সহ পৃষ্ঠাঙ্কন দ্বারা সেই প্রণালীতে প্রমাণিত করে যে প্রণালীতে দণ্ডাদেশের নির্বাহিত করা হয়েছিল, যে আদালত তা জারি করেছিল সেই আদালতে প্রত্যার্পণ করবে।

॥ ধারা ঃ ৪৩১ ॥ যে অর্থ পরিশোধের আদেশ দেওয়া হয়েছে, তা জরিমানা রূপে আদায়যোগ্য হবে [Money ordered to be paid recoverable as a fine]—কোনো অর্থ (বা জরিমানা থেকে ভিন্ন) যা, এই সংহিতার অধীন প্রদত্ত কোনো আদেশের ভিত্তিতে প্রদেয় এবং যার আদায় করার পদ্ধতি ব্যক্ত ভাবে অন্য কোনো রূপে বিধৃত করা নেই, এমন ভাবে আদায় করা হবে যেন তা জরিমানা ঃ

প্রকাশ থাকে যে, এই ধারার ভিত্তিতে ধারা-৩৫৯-এর অধীন কোনো আদেশে প্রযোজ্য হওয়াতে ধারা-৪২১-এর অর্থ এমন ভাবে করা হবে যেন, ধারা-৪২১-এর উপধারা (১)-এর ব্যতিক্রম (অনুবিধি) অংশে ধারা-৩৫৭-র অধীন আদেশ এই কথাগুলো ও সংখ্যাগুলোর পর অথবা খরচ-খরচা দেওয়ার জন্য ধারা-৩৫৯-এর অধীন আদেশ এই শব্দগুলো ও সংখ্যাগুলোকে অন্তঃস্থাপিত করে দেওয়া হয়েছে।

বৃঃ আইন জানুন—৬০

ঙ. দণ্ডাদেশের নিলম্বন, পরিহার ও লঘুকরণ
(E. Suspension, Remission and Commutation of Sentences)

॥ ধারা : ৪৩২ ॥ দণ্ডাদেশ নিলম্বন কিংবা পরিহার করার ক্ষমতা [Power to suspend or remit sentences]—(১) যখন কোনো ব্যক্তিকে কোনো অপরাধের জন্য দণ্ডাদেশ দেওয়া হয়, তখন কোনো যথাযথ সরকার যে কোনো সময় শর্তহীন বা শর্তসাপেক্ষে যা দণ্ডাদিষ্ট ব্যক্তির স্বীকার করে, তার দণ্ডাদেশের নির্বাহের নিলম্বন বা যে দণ্ডাদেশ তাকে দেওয়া হয়েছে তার পুরোধা বা তার খানিকটা পরিহার করতে পারে।

(২) যখন কোনো যথাযথ সরকারের কাছে দণ্ডাদেশের নিলম্বন বা পরিহারের জন্য আবেদন করা হয়, তখন ঐ যথাযথ সরকার যে আদালত কর্তৃক দোষী সাব্যস্ত করা হয়েছিল বা যে আদালত তা দৃঢ়ীকৃত (সুনিশ্চিত) করেছিল সেই আদালতের পীঠাসীন ন্যায়াধীশের কাছে অভিপ্রায় করতে পারে যে, তিনি ঐ ব্যাপারে করা আবেদনটি মঞ্জুর করেন অথবা নামঞ্জুর করেন, তাঁর অভিমত, এমন অভিমত হেতু তার কারণগুলো সহ, বিবৃত করেন এবং তাঁর অভিমতের সঙ্গে বিচারের নথির বা তার এমন নথির, যা বিদ্যমান আছে, প্রমাণিত প্রতিলিপিও পাঠান।

(৩) যদি কোনো শর্ত, যার ওপর দণ্ডাদেশের নিলম্বন বা পরিহার করা হয়েছে, যথাযথ সরকারের মতে পূরণ না হয় তাঁহলে যথাযথ সরকার নিলম্বন বা পরিহার রদ করতে পারে এবং তখন যদি ঐ ব্যক্তি, যে ব্যক্তির পক্ষে দণ্ডাদেশের নিলম্বন বা পরিহার করা হয়েছিল, মুক্ত থাকে তাহলে কোনো পুলিশ আধিকারিক দ্বারা ওয়ারেণ্ট ছাড়াই তাকে গ্রেপ্তার করা যেতে পারে এবং দণ্ডাদেশের অনবসিত (অবসিত হয়নি এমন) অংশ ভোগ করার জন্য পাঠিয়ে দেওয়া যেতে পারে।

(৪) সেই শর্ত, যার ওপর দণ্ডাদেশের নিলম্বন বা পরিহার এই ধারার অধীন করা হয়, এমন হতে পারে যা ঐ ব্যক্তি দ্বারা যার অনুকূলে (বা পক্ষে) দণ্ডাদেশের নিলম্বন বা পরিহার করা যায়, পূরণ করার মতো হয় অথবা তা এমন হতে পারে যা তার ইচ্ছার ওপর নির্ভরশীল নয়।

(৫) যথাযথ সরকার দণ্ডাদেশসমূহের নিলম্বন সম্পর্কে এবং সেই সব শর্ত সম্পর্কে যার ওপর আর্জিসমূহ উপস্থাপিত (বা দাখিল) করেছে, আর যার বিলিবন্দেজ প্রয়োজন, সাধারণ নিয়ম বা বিশেষ আদেশ দ্বারা নির্দেশ দিতে পারে :

প্রকাশ থাকে যে, আঠোরো বছরের বেশি বয়সের কোনো পুরুষের বিরুদ্ধে, কোনো দণ্ডাদেশের ক্ষেত্রে (বা জরিমানার দণ্ডাদেশ থেকে ভিন্ন) দণ্ডাদিষ্ট ব্যক্তি দ্বারা বা তারপক্ষ থেকে অন্য কোনো ব্যক্তি দ্বারা প্রদত্ত কোনো এমন আর্জি ততক্ষণ গৃহীত হবে না যতক্ষণ দণ্ডাদিষ্ট ব্যক্তি হাজতে না থাকে (অর্থাৎ ব্যক্তিটি হাজতে থেকে থাকলে তার বা তার পক্ষে অন্য কারো করা দরখাস্ত গৃহীত হবে না); এবং

(ক) যেখানে এমন আর্জি (বা দরখাস্ত) দণ্ডাদিষ্ট (বা দণ্ডাজ্ঞাপ্রাপ্ত) ব্যক্তি দ্বারা উপস্থাপিত করা হয় সেখানে যতক্ষণ না তা জেলখানার ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক মারফত দাখিল করা হয়; বা

(খ) যেখানে এধরনের আর্জি (বা দরখাস্ত অন্য কোনো ব্যক্তিকে দিয়ে করানো হয় সেখানে যতক্ষণ এই মর্মে কোনো ঘোষণা না থাকে যে দণ্ডাদিষ্ট ব্যক্তি জেলে আছে।

(৬) উপরের উপধারাগুলোর বিধানসমূহ ফৌজদারী আদালত কর্তৃক এই সংহিতার বা অন্য কোনো আইনের অন্য কোনো ধারার অধীন প্রদত্ত এমন আদেশের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হবে যা কোনো ব্যক্তির স্বাধীনতাকে সীমাবদ্ধ করছে বা তার ওপর বা তার সম্পত্তির ওপর কোনো দায়িত্ব আরোপ করছে।

(৭) এই ধারাতে এবং ধারা-৪৩৩-এ **'যথাযথ সরকার'** বলতে—

(ক) সেই ক্ষেত্রগুলোতে—যাতে দণ্ডাদেশ এমন বিষয়ের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট আইনের বিরুদ্ধে অপরাধের জন্য বা উপধারা (৬)-এ নির্দিষ্ট আদেশ এমন বিষয়ের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কোনো আইনের অধীন প্রদান করা হয়েছে, যে বিষয়ের ওপর সংঘের কার্য-নির্বাহী ক্ষমতা প্রসারিত, কেন্দ্রীয় সরকার বুঝায়;

(খ) অন্যক্ষেত্রে, সেই রাজ্যের সরকারকে বুঝাবে, যাতে অপরাধীকে দণ্ডাদিষ্ট করা হয়েছে, অথবা উক্ত আদেশ প্রদান করা হয়েছে।

॥ ধারা : ৪৩৩ ॥ দণ্ডাদেশ লঘুকরণের ক্ষমতা [Power to commute sentence]—যথাযথা সরকার দণ্ডাদিষ্ট ব্যক্তির সম্মতি ব্যতিরেকে—

(ক) মৃত্যুদণ্ডাদেশের, ভারতীয় দণ্ড সংহিতা, ১৮৬০ (১৮৬০-এর ৪৫) দ্বারা বিধৃত অন্য কোনো দণ্ড হিসেবে লঘুকরণ করতে পারে;

(খ) যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের আদেশের অনধিক চোদ্দ বছরের কারাদণ্ড বা অর্থদণ্ড হিসেবে লঘুকরণ করতে পারে।

(গ) সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশকে এমন মেয়াদের বিনাশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ যার জন্য ঐ ব্যক্তিকে দণ্ডাদিষ্ট করা যেতে পারে অথবা অর্থদণ্ড হিসেবে লঘুকরণ করতে পারে।

(ঘ) বিনাশ্রম কারাদণ্ডের আদেশের অর্থদণ্ড হিসেবে লঘুকরণ করতে পারে।

॥ ধারা : ৪৩৩ক ॥ কিছুক্ষেত্রে পরিহার ও লঘুকরণের ক্ষমতার ওপর বিধিনিষেধ [Restriction on powers of remission or commutation in certain cases]—ধারা-৪৩২-এ যা কিছুই বিধৃত থাকুক না কেন যেখানে কোনো ব্যক্তিকে এমন কোনো অপরাধের জন্য, যে অপরাধের জন্য মৃত্যুদণ্ড আইন দ্বারা নির্দিষ্ট (বা বিধৃত) দণ্ডগুলোর মধ্যে একটি, যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের দণ্ডাদেশ দেওয়া হয়েছে অথবা ধারা-৪৩৩-এর অধীন কোন ব্যক্তিকে প্রদত্ত মৃত্যুদণ্ডাদেশের যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে লঘুকরণ করা হয়েছে, সেখানে ঐ ব্যক্তিকে কারাবাস থেকে ততক্ষণ মুক্ত করা যাবে না, যতক্ষণ না তার অন্ততঃ চোদ্দ বছর কারাবাস ভোগ করা সম্পূর্ণ হচ্ছে।

॥ ধারা : ৪৩৪ ॥ মৃত্যুদণ্ডাদেশের ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সরকারের সমবর্তী ক্ষমতা [Concurrent power of Central Government in case of death sentences]—ধারা-৪৩২ ও ধারা-৪৩৩ দ্বারা রাজ্য সরকারকে প্রদত্ত ক্ষমতাগুলো মৃত্যুদণ্ডাদেশের ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সরকারও প্রয়োগ করতে পারে।